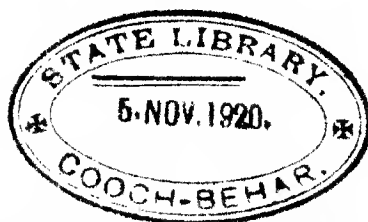


গ্রন্থাবলী সিরিস

গিরিশ গ্রন্থাবলী

(দশম ভাগ)



গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

বঙ্গুমতী সাহিত্য-মন্দির।

কলিকাতা;

১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রিট, "বঙ্গুমতী" ইলেকট্রিক মোসিন বজ্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ২৬ দুই টাকা।



সূচীপত্র ।

অশোক	—	—	১
শান্তি কি শাস্তি ?	—	—	৯১
প্রায়শ্চিত্ত	—	—	১৬২
টাকের ঔষধ	—	—	১৬৬
বাল বিধান	—	—	১৮০
প্রেমের জ্বালা	—	—	১৮১
মেঘনাদবধ গীতিকা	—	—	১৮১
সীতারাম গীতিকা	—	—	১৮৩
মৃণালিনী গীতিকা	—	—	১৮৫
ধোরবিকার গীতিকা	—	—	১৮৬

অশোক

(ঐতিহাসিক নটক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

চরিত্র

পুরুষ।

বিন্দুসার ...	পাটলিপুত্রের সম্রাট।	জ্যোৎস্না ...	সুসীমের পুত্র।
সুসীম ...	বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত্র।	কল্যাণ ...	বিন্দুসারের মন্ত্রী।
অশোক ...	ঐ পুত্র (সুসীমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা)।	রাধাগুপ্ত ...	ঐ মন্ত্রী।
বীতশোক ...	ঐ পুত্র (অশোকের সহোদর)।	আকাল ...	আবাসহীন দরিদ্র।
কুনাল ...	অশোকের জ্যেষ্ঠপুত্র।	উপগুপ্ত ...	বৌদ্ধ গুরু।
মহেন্দ্র ...	ঐ পুত্র (দেবীর গর্ভজাত)।	মার ...	পাপ-প্ররোচক (সমতান)।
		চণ্ডগিরিক ...	ঐ অনুচর।

তক্ষশিলার সভাপতি (পরে মন্ত্রী), সেনাপতি, ধর্মযাজক ও সদন্তগণ; তীরন্দাজ, চণ্ডাল-সর্দার, কলিঙ্গ-সৈনিক, জনৈক জৈন, আতীত, ঘোষণাকারী, মার-দূত, বাতকদ্বয়, মার-অনুচর, মাররক্ষকদ্বয়, বৌদ্ধভিক্ষুগণ, রাজকল্যাণচারিগণ, দূতগণ, রাজপ্রহরীগণ, সৈন্তগণ, বিন্দুসারের দেহরক্ষকগণ, রাজপারিষদগণ, অজ্ঞাত রাজাগণ, চণ্ডালগণ, সেনা-নায়কগণ, সভাসদগণ, মার অনুচরগণ, বৌদ্ধ উপাসকগণ, লোকগণ, ব্রাহ্মণগণ, চণ্ডাল-বালকগণ, গ্রীক মিশর প্রভৃতি বিদেশীয় রাজদূতগণ, বৌদ্ধগণ, পণ্ডিতগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

জ্যোৎস্না ...	বিন্দুসারের পত্নী।	কালিন্দমালা ...	কুনালের পত্নী।
চন্দ্রকলা ...	সুসীমের পত্নী।	চিত্তহারা ...	বারবিলাসিনী (পরে 'তিমিরকিতা' নামে অশোক-পত্নী।
পদ্মাবতী ...	অশোকের পত্নী।		
দেবী ...	ঐ ২য় পত্নী।	তৃষা ...	মারের কন্যা।
সম্মিমা ...	ঐ কন্যা (দেবীর গর্ভজাত)।		

চিত্তহারা পরিচারিকা, পদ্মাবতীর পরিচারিকা, চণ্ডাল-পত্নী, আতীত-পত্নী, জনৈক বুদ্ধা, দেবীর সহচরীগণ, নর্তকীগণ, সম্মিমিমা সহচরীগণ, চণ্ডাল বালিকাগণ ইত্যাদি।

অশোক ।

প্রস্তাবনা ।

—:~:—

হিমালয়স্থ গিরি-কন্দরের সম্মুখ ।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ।

১ম বৌদ্ধ । এ কি, আজ নির্মল হিমাদ্রি
প্রদেশে প্রকৃতির একরূপ ভাবান্তর কেন ?
যেন বায়ু কলুষিত, শুভ্র তুষাররাশি যেন
মলিন, সূর্যালোক দীপ্তিহীন, সহসা একি
পরিবর্তন ! হৃদয় যেন ঘোর ভারাক্রান্ত !

২য় বৌদ্ধ । আমরাও বার বার ধ্যানস্থ হবার
চেষ্টা করছি, কিন্তু মনের বিক্ষেপ কিছুতেই
নিবারণ হচ্ছে না। সমাধি ভঙ্গ হ'য়ে
প্রভুও এদিকে আসছেন—দেখছি।

(বৌদ্ধগুরু উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপগুপ্ত । বৎস, ধ্যানযোগে অদ্ভুত রহস্য অব-
গত হ'য়েছি। শ্রবণ করো—অচিরে যিনি
পূর্বজন্মার্জিত কৰ্মফলে সঙ্গারী ধরণীর
ঈশ্বর হবেন, যিনি বুদ্ধদেবের পরম স্নেহের
পাত্র, অশোক নামে সেই পুরুষপ্রবরকে
দ্রুত মার ছলনা ক'রবে।

১ম বৌদ্ধ । প্রভু, হুরাচার মার কি একরূপ
ক্ষমতাশালী ?

উপগুপ্ত । বৎস, অবিজ্ঞাপ্ত মারের স্বভাব—
অমঙ্গল সাধন। কিন্তু জগতের উৎপত্তি
প্রেমে, প্রেমই জগতের ভিত্তি, সেই প্রেমে
অমঙ্গল হ'তে শতগুণ মঙ্গল উৎপাদিত
হয়। যেকোনো মহা দৈব-দুর্যোগান্তে বাহ্য
প্রকৃতি স্তম্ভর ও নির্মল হয়, সেইরূপ
অন্তঃপ্রকৃতিও প্রবল অন্তঃবিবলবাস্তে নির্মল
ভাবে ধারণ করে। মারের প্রলোভনের

অস্ত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।
বাসনাপ্রভাবে শব্দস্পর্শরূপরসে মানবদেহ
গঠিত। এ নিমিত্ত মানব শব্দস্পর্শরূপ-
রসাদি দ্বারা প্রতারিত হয়। কিন্তু সেই
প্রতারণাজনিত ঘোর অন্তর্দাহ উপস্থিত
হওয়ায় যন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভের চেষ্টা
করে। ক্রমে তার উপলব্ধি জন্মে, যে
নির্বাণলাভ ব্যতীত যন্ত্রণার তাড়নায় পরি-
ভ্রাণ পাবার আর উপায় নাই, বাসনা
বর্জন পূর্বক নির্বাণ-পন্থা অবলম্বন করে;
পরিশেষে সাধনার দ্বারা সেই পরামার্থ
প্রাপ্ত হয়। মার কর্তৃক প্রলোভিত হ'য়ে
বুদ্ধদেবের পরম স্নেহাস্পদ ভূপাল অচিরে
নির্বাণলুচ্ছিত হবেন। দেখ দেখ—
দৃশ্যে তার মায়াজাল বিস্তার ক'রবার
জন্তু আমাদের নিকট আগমন ক'চ্ছে।
আমরা যাতে জগতের মঙ্গলকার্যে বিরত
থাকি, সেই উপদেশ প্রদান ক'রবে, এই
তার বাসনা।

(মারের প্রবেশ)

মার । আমি বুদ্ধদেবের নিকট হ'তে আসছি।
তঁার ইচ্ছা, তোমরা সকলে যতদিন না
শরীর পতন হয়, ধ্যানস্থ হ'য়ে কাল যাপন
করো। আমারও বাসনা, এই নির্জন
প্রদেশে ধ্যানাক্রম হব। আর আমার
কার্যে প্রীতি নাই, আমার মনে আত্ম-
মানি উপস্থিত হ'য়েছে। বৌদ্ধধর্মও
অচিরে লুপ্ত হবে। দেববর্জিত ধর্ম কখন
চিরস্থায়ী হয় না। বুদ্ধদেব কেবল নিজ-
প্রভাবে ধর্মস্থাপন ক'রেছেন বই তো
নয়! দেখছ না তঁার “অহিংসা পরম ধর্ম”
লোপ হ'চ্ছে। বুদ্ধ-অবতারের পূর্বে

যে রূপ পশু হনন, যাগযজ্ঞাদি হ'চ্ছিল, সেইরূপই হচ্ছে। তবে তোমরা কয়জন অবশ্য বুদ্ধদেবের রূপায় নির্বাণ লাভ ক'রবে। কিন্তু তোমাদের পর যারা বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন ক'রবে, তারা নিশ্চয় নরকগামী হবে। আমি কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ ক'রেছি।

উপগুপ্ত। মার, যতদিন এ কল্প ক্ষয় না হয়, তুমি নিজ পাপতাপে দগ্ধ হবে। তুমি বুদ্ধদেবের নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হ'য়েছ, কিন্তু যতপি সেই রাজাধিরাজ অশোককে প্রতারিত ক'রতে অসমর্থ হও, তা'হলে তুমি তাঁর দাসের ভায় আজ্ঞাপালনে বাধ্য হবে। যাও, দূর হও। আমাদের উপর তোমার অধিকার নাই, তুমি অবগত আছ, তোমার প্রতি শাসন-ক্ষমতা বুদ্ধদেব আমার প্রদান ক'রেছেন। যতপি অচিরে এ স্থান পরিত্যাগ না করো, তোমার দণ্ড-বিধান ক'রবো।

[মারের প্রস্থান।]

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, ব্রাহ্মণেরা যে বলে, বৌদ্ধধর্ম বিনষ্ট হবে, এ কি তাদের দর্পমাত্র ?

উপগুপ্ত। বৎস, যদি বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত মর্ম অবগত হ'তে, তা'হলে কদাচ এরূপ সন্দেহ তোমার হৃদয়ে উদ্ভিত হ'ত না। যতদিন ধরণী অধর্মের না পরিপূর্ণ হবে, ততদিন বৌদ্ধধর্মের বিনাশ নাই। জগতের সমস্ত ধর্মের সার মর্ম—‘অহিংসা—সর্বভূতে আত্মজ্ঞান’। এই জগৎ-প্রেম লাভই সকল ধর্মের লক্ষণ, জগৎ-প্রেমে আত্মবিসর্জন। ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মপ্রচার হ'তে পারে; কিন্তু যে ধর্ম—ধর্মের এই সারমর্ম বর্জিত, সে ধর্ম—ধর্ম নয়, ধর্মের নামে অধর্ম। চলো, আমাদের বহু কার্য। ধরায় শাস্তিদান—‘অহিংসা পরম ধর্ম’ প্রচার। সুসময় উদয় হ'য়েছে, বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভবিষ্যৎ-বাণী সকলে অবগত আছ যে, দুইশত বৎসর পরে তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম

বিস্তারিত হবে, সেই দুইশত বৎসর গত। সমাগরা ধরণীর ঈশ্বর আমাদের সহায় হবেন। আমাদের চির প্রার্থনা পূর্ণ হবে।
[সকলের প্রস্থান।]

প্রথম অঙ্ক।

—:~:—

প্রথম গর্তাঙ্ক।

—:~:—

পাটলিপুত্র নগরের বহির্দেশস্থ বিজন কুঞ্জ।

(মার ও চিত্তহরার প্রবেশ)

মার। কর' যদি কার্য্য মম উপদেশ মত,
প্রেমে যদি নাহি হও রত,
চিত্তস্থায়ী রহিবে যৌবন ;
আছিলে কুটারবাসী,
স্বল্প পণে দেহ দান
ছিল তব জীবিকা-উপায়।
এবে আমার রূপায়—
পাবে ধন পাবে জন পাবে সিংহাসন।
আসিছে সুসীম, তারে করহ ছলনা।
চিত্তহর। ভূলাইতে বিধিমতে করিব যতন;
কিন্তু ভাবি মনে—
রাজ্যেশ্বর রাজার নন্দন
শত শত রূপবতী নারী, সদা আজ্ঞাকারী,
আপনারে ধন্য সেই মানে
যে নারী যে দিনে পায় তার সেবিতে চরণ।

মার। চিন্তা নাহি করো
তুমি মম কত্মা আজি হ'তে ;
তব হৃদে আমার আসন।
অপ্সরারে ঠেলে পায়
তব পায় ধরিবে নিশ্চয়,
যারে তুমি হানিবে কটাক্ষবাণ।
কোকিলের কুহস্বর, কঠোর মানিবে
তব কণ্ঠস্বর যার শ্রবণে পশিবে ;
স্পর্শি তব কায়,
কুহুম কঠিন হবে জ্ঞান।

নিরন্তর তোমার মাধুরীমালায়
 বেরিয়ে রাখিব আমি ।
 বসি এই শুভ শিলাসনে,
 কর গান আপনার মনে ;
 প্রেরিয়াছি অন্তরে আনিতে সুসীমে ।

[মারের প্রস্থান ।

(চিত্তহরার গীত)

স্বপ্নে থাকিতে কেন আপন দোষে ।
 যাব অকূলে ভেসে ম'জে প্রেম-রসে ॥
 পর আপন কবে, কেন কাদিব তবে
 কুসুম-প্রাণে ছিঃ ছিঃ এত কি স'বে ;
 পরে আপন ভেবে, মিছে জলে কি হবে,
 পাঁচ না মনি কেন ধরিব ফণী,
 দহিব দশন-বিষে দিবা-রজনী ;
 সাধে বাদে সেধে পড়িয়া ফাঁদে,
 কেন রব অবশে পর-প্রেম-পরশে ॥

(সুসীমের প্রবেশ)

সুসীম । কে তুমি রমণী, বসি একাকিনী
 ঢালিছ স্বরলহরী বসিয়ে বিরলে ?
 কাদাইয়ে কোন অভাগার, এসেছ হেথায় ?
 গৃহ কার অন্ধকার তোমার বিহনে ?
 চাও কিনোদিন, রাজার কুমার—
 পরিচয় মাগে সবিনয় ।

চিত্ত । আমি আপ্নি কাদি, কাদাই নি কারে,
 আমি আপ্নি ফিরি, আলো অঁধারে ;
 আমি আপ্নি আপন, নহিতো আর' কার,
 পল্লব না পর্বো না তো গলার কারো হার ;
 আমি মনের বেগে পণ করি কঠিন,
 একলা হেসে একলা কঁদে কাটিয়ে দেব দিন ।
 আমি ক'রতে চুরি কুসুমের হাসি,
 আমি আপন মনে ফুলের সনে হই কাননবাসী ।
 জানি না তো প্রাণ আমার কি চার,
 মাথতে বুকি চাঁদের কিরণ, ভাসতে মলয় বার ;
 চাই মেঘের কাছে কেড়ে নিতে দামিনীর মালায়,
 মাধুরী দেখ'বো রেখে সোহাগের ডালায় ;
 আমি কুরূপ দেখে অন্তরে ডরাই,
 প্রাণ ঢেলে গান ক'রতে আলি বিরলেতে তাই ।

সুসীম । শীত-উষ্ণ দেশে, শরৎ প্রদেশে,
 প্রান্তরে, সলিলে, ফোটে যে সুন্দর ফুল
 বিকসিত মম উপবনে ।
 ধরায় সুন্দর বস্তু, আছিল বধায়
 একত্রিত সকল(ই) সে বনে,
 সুরঙ্গ বিহঙ্গ যত গায় শাখী-শিরে
 বদ্ধ আছে সুবর্ণ-পিঞ্জরে ;
 ধরনী-সাগর-গর্ভ করিয়ে লুপ্তন,
 একত্রিত অমূল্য রতন ;
 গজশিরে শুক্লির জঠরে
 মুকুতা আছিল যত,—
 একত্রিত ঝাংগর বিভাগে ;
 যুহমন্ড নির্ঝর-ঝক্কারে
 উথলে সুরভি বারি পরশি গগন ;
 বিলাস মলয় বায় সৌরভ তথায়
 করে যুহ কলধ্বনি প্রবাহিণী,
 মম বিলাস আবাস হৃদয়ে ধরিয়ে তার ;
 সুধমার সাগর মাঝারে রাখিব তোমারে,
 এস সাথে আদরিণি ।

চিত্ত । যেতে পারি, তোমার দেখে আমার
 সাধ হ'চ্ছে—যাই ; কিন্তু আমি কুৎসিত
 দেখলে ডরাই । আমি দেশে দেশে ঘুরে
 বেড়াই ; আমার প্রাণের দোষে কোথাও
 স্থির হ'তে পারি না । এখানে তো কেউ
 কুৎসিত নাই ?

সুসীম । সুন্দরি, আমার উপবন সুধমার
 আধার । সুন্দর সুন্দরী কিছর কিছরী
 ভিন্ন আমার অপর পরিচারক পরিচারিকা
 নাই । রূপা ক'রে উপবনে এসো, দেখে
 সকলই সুন্দর । তুমি সৌন্দর্যের রাণী,
 আমার উপবনই তোমার যোগ্য রাজ্য ।

চিত্ত । দেখো,—আবার তো প্রত্যাহিত হব
 না ?

সুসীম । প্রত্যাহরণা ? তুমি আমার হৃদয়ের
 রাণী, তোমার সহিত প্রত্যাহরণা ?

চিত্ত । অনেক সুন্দর রাজকুমার, যদিচ
 তোমার মত সুন্দর নয়, আমি ক'রে
 আমার সেধেছে ; আমি ক'রে আমার
 ভুলিয়ে নে গিয়েছে ; কিন্তু কুৎসিত দেখে
 ঘৃণায় সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি ।

অনেকে শপথ ক'রে প্রাণ দিতে চেয়েছে,
অনেকে পারে ব'রেছে, কিন্তু দেখছি,—
বুঝছি,— সে সমস্তই প্রতারণা !

সুসীম । আমিও তোমার পায়ে ধরছি, আমিও
তোমার শপথ ক'রে প্রাণ দিচ্ছি, আমি
পাটলিপুত্রের যুবরাজ ; আমার প্রতি
কপটতা আরোপ ক'রো না ।

চিন্তা । পারে ধরা, প্রাণ দেওয়া—ও সব
পূরণো হ'য়েছে । সফলে মনে ক'রেছিল,
আদর ক'রে নিরে বাবে, দাসী ক'রে
রাখ'বে ; বখল সভায় বাবে, তার বিবাহিত
স্ত্রী তার পাশে ব'সবে । আমি স্বাধীনা,
স্বচ্ছায় কেন দাসী হব ?

সুসীম । তুমি আমার হৃদয়সর্বস্ব ! সাম্রাজ্যের
গৌরব প্রচারার্থ কাল হ'তে সপ্তাহ নগ-
রীতে মহোৎসব । কল্যাণ পশুকীড়া প্রদ-
র্শিত হবে ; আমি তোমার ল'য়ে সেই
সভায় সর্বসম্মুখে উপস্থিত হব ।

চিন্তা । আমার তো কেউ রাজরাণী ব'লবে
না !

সুসীম । তবে আমি শপথ করছি, যেদিন
রাজ্যেশ্বর হব, তুমিই আমার বামে ব'সে
মুকুট ধারণ ক'রবে । এই দেখ যুবরাজের
মুকুট, যুবরাজের তরবারী—তোমার পায়ে
রাখ'ছি ।

(তজ্রপ করিতে উত্তত হওন)

(কল্লাটকের প্রবেশ)

কল্লাটক । কি করেন—কি করেন যুবরাজ !
পাটলিপুত্রের যুবরাজের মুকুট, যুবরাজের
তরবারী—এ অপরিচিতা নারীর পায়ে
রাখ'বেন না ।

চিন্তা । ইনি সত্যই বলেছেন—ইনি সত্যই
বলেছেন, কি করেন যুবরাজ !

সুসীম । প্রাণেশ্বরী, বৃদ্ধ নির্বোধের কথায়
অভিমান করো না । মন্ত্রী, বাও—যান,
মহারাজকে পরামর্শ দিন, আমার কার্যো
হস্তক্ষেপ করো না ।

কল্লাটক । যুবরাজ, মুকুটের অসম্মান,

তরবারীর অসম্মান, আমি এ রাজসংসারে
পালিত, আমার সম্মুখে ক'রবেন না ।

সুসীম । [অঙ্গুলিত্র (দস্তানা) নিক্ষেপ পূর্বক]
তবে দূর হও ।

কল্লাটক । (স্বগত) বৃদ্ধ বয়সে এই অপমান
সহ ক'রতে হলো !

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক । (স্বগত) এ কি, এ নির্জন স্থানেও
কি আমার অধিকার নাই,—এও কি
যুবরাজের বিলাস স্থান !

চিন্তা । ওমা—ওমা—কি কুৎসিত গো ! আমি
এখানে থাক'বো না—আমি এখানে
থাক'বো না !

(প্রস্থানোত্তত হওন)

সুসীম । যেও না যেও না, এখনি দূর ক'রে
দিচ্ছি ।

চিন্তা । আগে রাজ্য থেকে বিদায় ক'রে দাও,
নইলে আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না ।

[চিন্তহরার প্রস্থান ।

সুসীম । যেওনা যেওনা—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুসীমের প্রস্থান ।

অশোক । মন্ত্রী ম'শায়, এ কি ! আপনি এরূপ
অবস্থায় কেন ?

কল্লাটক । কুমার, আমার গ্রহ রুপ্ত, তাই
অপমানিত হ'তে হেথায় এসেছিলাম ।
দূত আমার নিকট প্রকাশ করে, যে যুব-
রাজ মত্ত হ'য়ে কোন বারবিলাসিনীতে
আত্মসমর্পণ ক'রেন । আমি তাই নিবা-
রণ ক'রতে এসেছিলাম ।

অশোক । আপনি কি যুবরাজের কার্যকলাপ
পরিদর্শনের জন্ত দূত নিযুক্ত করেন ?

কল্লাটক । না না, সে ব্যক্তি অপরিচিত,
তার নিকটে কুৎসিত সংবাদ পেয়ে আমার
উপস্থিত হ'তে হয়েছে । চন্দ্রগুপ্তের অন্তঃ-
পুরে বারবিলাসিনী প্রবেশ ক'রবে, এই-
জন্ত ব্যস্ত হ'য়ে তা নিবারণ ক'রতে এসে-
ছিলাম ।

(কয়েকজন কৰ্মচারীর আকালকে
বন্ধন করিয়া লইয়া প্রবেশ)

কল্লা। এ কে এ ?

কৰ্মচারী। মন্ত্রীমহাশয়, এ ব্যক্তি—চোর,—
ছইবার রাজদণ্ডে কোড়া প্রহারে দণ্ডিত
হ'য়েছে।

কল্লা। কি ক'রেছে ?

আকাল। তোমাদের কষ্ট পেতে হবে না,
আমিই ব'ল্ছি। (মন্ত্রী প্রতি) আমি
চোর নই, চোর কি এঁরা ধরেন ? আমি
সৌধিন, আমি কেমন অটলিকায় শুতে
পারি না, ছেলেবেলাকার অভ্যাস, রাস্তায়
জঙ্গলে একধারে প'ড়ে থাকি, এই প্রধান
দোষ ; আর দ্বিতীয় দোষ—ক্ষীর সর, নবনী
আমার পেটে নয় না, তাই ভিক্ষার
চেষ্টা করি।

অশোক। তোমার এ দশা কেন ?

আকাল। বল্লম তো—সখ ; এই আপনি
রাজকুমার হ'য়ে সভায় না ব'সে বনে-
বাদাড়ে একলা ঘোরেন কেন ? তা যখন
মন্ত্রী ম'শায় আছেন, আর আপনিও উপ-
স্থিত আছেন, যে ব্যক্তি কোড়া প্রহার
করে, তাকে বারবার কেন ছুঁতে দেবেন,
হাত টাটাবে ; প্রহরীদের ছকুম দেন,
গর্দানটা কেটে ফেলুক,—ওঁদেরও আমোদ
হবে, আমিও নিস্তার পাব।

অশোক। ওঁদের আমোদ হবে কেন ?

আকাল। আজ্ঞে পাঁটা কেটে ঢোল ঢাক
বাজায়, কাঁচা মাছের মাথা কেটে একটু
আমোদ ক'রবে না ? এঁরা যেদিন ধ'রে
কাঁকেও না মারতে পারে, মনমরা হ'য়ে
থাকে। ওঁদেরও একটু আনন্দ দেন,
আর আমারও রাস্তায় শোয়া বাইটে নিবা-
রণ করুন।

অশোক। মন্ত্রী মহাশয়, দেখছি—এ ব্যক্তি
অবস্থার দীক্ষিত হ'য়ে সত্য কথা ব'লতে
ভীত নয়। আমার অনুরোধ, আপনি
বিচারপতিকে বলে একে মার্জনা করুন।
এ ব্যক্তি অর্থহীন, আবাসহীন, সংসারে

একজন অভাগা। (আকালের প্রতি)

তোমার ভয় নাই, তুমি কাঁদে কেন ?

আকাল। কুমার ভয়ে কাঁদছি না, দেখছি
অভাগা একা আমি নই ; রাজপুত্রও
অভাগা, নইলে অভাগার ছুঁতে বুঝ-
তেন না।

অশোক। তোমার নাম কি ?

আকাল। দেশে আকাল হ'য়েছিল, সেই
সময় পৃথিবীতে পদার্পণ ক'রেছি, সেইজন্ত
পিতামাতা স্মরণ আকাল নাম দিয়েছেন।
আকালেই হোক বা স্মরণ ভাগ্যবান পুত্র
ভূমিষ্ঠ হওয়াতেই হোক, শীঘ্রই পিতামাতা
প্রাণত্যাগ করেন। বিনা বেতনে একজন
চাকর রাখা চ'লবে, চাকর কিনতে হ'তো,
তার সিকি খরচে আমি মাহুষ হ'তে
পারবো, আর দয়া প্রকাশ করাও হবে,
সেইজন্ত জমীদার আশ্রয় দিলেন। সেই-
খানে তো একজন ক্রীতদাসীর কাছে
মাহুষ হলেম ; সে ভাগ্যবতীও পাঁচ বছ-
রের বয়সের সময় পঞ্চদশ প্রাপ্ত হলো। সেই
সময় থেকে মার খেয়ে মারে অকুচি হ'য়ে
গেল। পালিয়ে এ দেশ ও দেশ ঘুরে
শেষ এই সৌধিন হ'য়ে পড়েছি।

অশোক। তোমার কথাবার্তা শিক্ষিতের
ন্যায় !

আকাল। দীন পিতামাতা বাল্যকালেই মরে
গেলেন, সেই হ'তেই আজীবন শিক্ষা
পেয়ে আসছি।

কল্লাটক। এর বন্ধনযুক্ত ক'রে আমার
আবাসে নিয়ে যাও।

[আকালকে লইয়া রাজকৰ্মচারিগণের প্রস্থান।

(সুলীমের পুনঃ প্রবেশ)

সুলীম। দূর হ—দূর হ,—বানীপুত্র, নাপুতিনী
পুত্র, চণ্ডালিনী পুত্র, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত—
দূর হ—

অশোক। সুবরাজ, সমস্ত ভোগমুখ পরিভ্যাগ
ক'রে আমার ধৈর্যের বন্ধন ছেদন ক'র-
বেন না। পুনরায় একরূপ উক্তি ক'রলে
আপনার জিহ্বা নীরব হবে।

সুসীম । কি, তুই আমার খুন ক'রবি—খুন
করবি ? আচ্ছা দেখি মহারাজ এ কথা
শুন কি বলেন ।

[সুসীমের প্রস্থান ।

অশোক । মন্ত্রী মশায়, বলতে পারেন, আমি
অভাগা না ঐ দীন ব্যক্তি অভাগা ?

কহ্লাটক । যুবরাজ, এ বর্ষেরের কথায় বিষয়
হবেন না ।

অশোক । ধিক্ জন্ম—ধিক্ মম মাতৃস্তনপান,
ধিক্ হস্তপদ, ধিক্ শ্রবণ নয়ন,
মাতৃনিন্দা শুনিমু শ্রবণে ;
ক্লদ না হইল তাহে শ্রবণ-বিবর,
মন্তকশোভিত ক্লদ মাতৃনিন্দুকের
হেরি উৎপাটিত নাহি হইল নয়ন,
হস্ত না স্পর্শিল তরবারি,
পদ না করিল চূর্ণ নিন্দুক-বদন ;
ধিক্ ধিক্—শত ধিক্ জীবনে আমার ।

[অশোকের প্রস্থান ।

কহ্লাটক । মহারাজের বুদ্ধিভ্রম, অযোগ্য
ব্যভিচারী পুত্রের আদর, সর্বগুণসম্পন্ন
রাজলক্ষণযুক্ত পুত্রের অনাদর ! রাজচক্র-
বর্তীব্যঞ্জক জটুল চিহ্নকে কুঠরোগ জ্ঞানে
ঘৃণা করেন ।

(দূতের প্রবেশ)

দূত । মহাশয়, মহারাজ আপনাকে সভায়
আহ্বান ক'রেছেন । উৎসবের কিরূপ
আয়োজন হয়েছে, জানবার ইচ্ছা করেন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

—:~:—

উৎসব-সভার নিকটস্থ নির্জন স্থান ।

(অশোক)

অশোক । কিবা কার্যে রাজবংশে জনম
আমার ;

ওই হীন বিলাসী আমোদ-প্রিয়গণ

সপ্ত দিব্যরাত্র হের উৎসবে মগন,

আমিও কি তাহাদের মধ্যে একজন !

হেন হীন প্রকৃতির কুৎসিত আগার
যদ্যপি শরীর মম—

এখনি বর্জন প্রয়োজন ।

কিন্তু কত্বে নয়,—

হেন নীচাশয় হৃদয় নহেক মম ।

একি উত্তেজনা !

সদাগরা ধরণী কামনা—

নিরন্তর অন্তরে আমার ,

কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত ;

পিতৃঘৃণা কুৎসিত বলিয়ে,

মাতৃস্নেহে নহি অধিকারী,

উচ্চ কর্মচারিগণে করে অবহেলা,

মাত্র মন্ত্রীদ্বয় জ্ঞান হয় পক্ষ মম,

মনোভাব রাজ-ডরে প্রকাশিতে নারে ।

কিন্তু উপেক্ষায় শতগুণে বৃদ্ধি উত্তেজনা !

একচ্ছত্র রাজদণ্ড করিব ধারণ,

উচ্চ আশ হৃদয়ে বিকল কত্বে নয় !

নহে মম সামান্য জীবন,

নহি আমি সামান্য মানব,

নরমাঝে নরশ্রেষ্ঠ নিশ্চয় মানিবে ।

(বিন্দুসার, সুভদ্রাদ্রৌ, সুসীম, কহ্লাটক ও
রাধাগুপ্তের প্রবেশ)

সুসীম । (জনান্তিকে বিন্দুসারকে স্পর্শ করিয়া
বৃক্ষান্তরালস্থ অশোককে দেখাইয়া)
ওই—

বিন্দু । (সুভদ্রাদ্রৌর প্রতি) দেখ—তোমার
অশোকের যেরূপ আকার, সেইরূপ
প্রকার । অতি সামান্য প্রজাকেও উৎসব
দর্শনে আমি অধিকার প্রদান করেছি ।
অশোকও উপস্থিত থাকলে আমি বিশেষ
আপত্তি ক'রতেম না, বরং উৎসব-দর্শনেচ্ছুক
হ'লে আমি ভাবতেম যে অশোকের
কিঞ্চিৎ মহুঘাষ আছে । কহ্লাটক ও
রাধাগুপ্ত অশোককে উৎসবস্থলে উপস্থিত
হ'তে উপদেশ দিয়েছিল । কিন্তু সে উপদেশ
উপেক্ষা করে, এই নির্জন প্রদেশে কিপ্তের
ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন ক'রে । ধিক্, কি
মহাপাতকে এই হীন সন্তান আমার বংশে
জন্মগ্রহণ করেছে ! (অশোকের প্রতি)

অশোক, তুমি যদি উৎসব-দর্শনে ইচ্ছুক,
সভাস্থলে উপস্থিত না হ'লে, এখানে কেন
গুপ্তভাবে অবস্থান কর'ছ? মন্ত্রীরা তো
তোমায় ধাবার অহুমতি দিয়েছিলেন।

অশোক। উৎসব-দর্শন-ইচ্ছা নাহি মহীশাল,
স্বণা মম উৎসব দর্শনে।

বিন্দুসার। তবে কেন চোরের মত একদৃষ্টে
উৎসব লক্ষ্য কর'ছ?

অশোক। দেখিতেছি কত হীন মানব-হৃদয়!

হীন কার্য্য কত প্রিয় তার,
মহাযাত্রা কিরূপ কর'য়েছে পরিহার।

দেখুন সম্রাট—

হেন শক্তি নরের শরীরে,
যাহে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি
দাল সম আজ্ঞায় চালিত।

কিন্তু সেই মহাশক্তি উপেক্ষা করিয়ে
সপ্ত দিব্যরাত্রি আজি বিলাসে বিব্রত,
যাহে চিত্ত পশু সম হয় অবনত।

বিন্দু। আরে মূঢ়, মহাযাত্রা কেবল তোমার
আছে, আর এ রাজ্যে কারো মহাযাত্রা
নাই?

অশোক। মহারাজ, দাসের মহাযাত্রা আছে বা
না আছে পরীক্ষা করুন।

বিন্দু। বিলাস তোমার হীন বিবেচনা হয়!
তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত শ্রুত আছে
কি?

অশোক। মহারাজ, আরও বিস্মিত হ'চ্ছি,
তক্ষশিলায় বিদ্রোহ, আর রাজধানীতে
অকারণ উৎসব। কোন নূতন রাজ্য
সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই, রাজপুত্র কোন
রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করে নাই, কোন দেব-
দেবীর পূজা নাই, কেবল উৎসবের
নিমিত্ত উৎসব, যে উৎসবে নর্তকীরা
প্রদান। (জাহ্নু পাতিয়া) ধরণীধর,
এ নিমিত্তই এই উৎসবের প্রতি আমার
স্বণা।

বিন্দু। তোমার উৎসবের প্রতি স্বণা নয়, স্বণা
আমার প্রতি।

অশোক। না মহারাজ, আমার স্বণা হীন
পারসিকের প্রতি, স্বণা হীন প্রজাবর্গের

প্রতি, যাদের উৎসবের এই উৎসব
কার্য্যে মহারাজ অস্বস্তি নিয়েছেন। এ
উৎসবে তারা রাজসভা প্রদর্শন কর'ছে
না, মহাযাত্রার বিলাসীরা রাজসম্মান
ভাণে আপনাদিগের বিলাস-ভুকা পরিভ্রম
ক'ছিল। তক্ষশিলায় বিদ্রোহ, সে
বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত কারো উৎসাহ
নাই। পিতামহ রাজাধিরাজ চক্রগুপ্ত-
স্থাপিত এই বিরাট সাম্রাজ্য যে অক্ষয়ীন
হ'ছে, এর প্রতি কারো লক্ষ্য নাই।
তক্ষশিলা যদি দমিত না হয়, তক্ষশিলায়
যদি রাজ-শাসন স্থলিত হয়, দিন দিন
অপরাপর প্রদেশও পাটলিশুদ্ধের সিংহাসন
উপেক্ষা কর'তে উত্তেজিত হবে, তক্ষ-
শিলাবাসীর সকলেই অহুঙ্কার করবে।

বিন্দু। দেখ রাজি, স্বর্গের স্পর্শ দেখ,—
মন্ত্রীবেষ্টিত সম্রাটকে কক্ষচার, কুরূপ,
বাতুল—উপদেশ প্রদান কর'ছে।

অশোক। মহারাজ, দাস তো কোন নীতি-
বিরুদ্ধ কার্য্য করে নাই।

বিন্দু। তুমি তক্ষশিলা দমন করবার নিমিত্ত
প্রস্তুত না কি?

অশোক। মাত্র রাজাজ্ঞার অপেক্ষা।

সুসীম। (জনান্তিকে বিন্দুসারের প্রতি)
বাবা, অশোককে পাঠিয়ে দিন না, তা-
হলে আপনার আপদ সহজেই চুকে যায়।

বিন্দু। আমার আজ্ঞার অপেক্ষা? আজ্ঞা
দিলুম, তক্ষশিলা দমন করো।

অশোক। সৈন্ত সজ্জিত হ'তে আদেশ প্রদান
করুন।

বিন্দু। তোমার সৈন্ত তুমি বেছে নাও; এ
হীন প্রদেশ, হীনচেতা লোক—বিলাসরত,
এ প্রদেশের সৈন্ত তোমার শ্রায় বীর-
পুরুষের যোগ্য নয়।

অশোক। তবে আমি একা তক্ষশিলা প্রদেশ
জয় কর'বো এইরূপ কি রাজাদেশ?

বিন্দু। আদেশ তুমিই প্রার্থী।

সুভদ্রা। দুহিতার সন্তানকে কি বিসর্জন
দেবেন মহারাজ।

বিন্দু। রাজি, আজ আমার কি নূতন

কৌশল ? তোমার পুত্র কি তক্ষশিলা
দমনে একা অগ্রসর হবে বিবেচনা
ক'রেছ ? তুমি কি বোঝো না যে, এই
দান্তিকের দস্ত্র আমার অবমাননা করবার
নিমিত্ত ? (অশোকের প্রতি) বীরপুরুষ,
বীরত্ব প্রকাশ করো, দণ্ডায়মান কেন ?
তক্ষশিলা জয় ক'রে এসো, আমি তোমার
সিংহাসন প্রদান ক'রবো। অপেক্ষা
কেন ?

অশোক । মাতৃ আজ্ঞার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান,
মহারাজ ।

বিন্দু । হ্যাঁ হ্যাঁ মাতৃআজ্ঞা ব্যতীত গমন
ক'রতে পারবে না, তোমার অসীম বীরত্ব ।
তোমার পিতার আজ্ঞা শোনে,—তক্ষ-
শিলা জয় না ক'রে নগর প্রবেশ ক'রো
না ।

[অশোক, সুভদ্রাসী, কহ্লাটক ও
রাধাগুপ্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

অশোক । মহারানী, রাজাজ্ঞা পালন করি,
অহুমতি দিন ।

সুভদ্রা । বৎস, জয়যুক্ত হও, রাজ আজ্ঞা
পালন করো ।

রাধাগুপ্ত । মা, মার্জনা করুন, মহারাজ
যে রূপ কঠোর পিতা, আপনিও কি
সেইরূপ কঠোরা জননী !

সুভদ্রা । না রাধাগুপ্ত, আমি কঠোরা জননী
নই । বাবা, তোমরা অশোকের প্রকৃতি
জানো না, আমি অহুমতি না দিলে যদি
অশোকের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, অশোক
দেহের মমতা এখনি পরিত্যাগ ক'রবে ।

অশোক । মা মা, তুমি রোদন ক'রো না,
আমি তোমার আশীর্বাদে জয়ী হ'য়ে
প্রত্যাগমন ক'রবো, শান্ত হও ।

সুভদ্রা । বৎস,
—শান্ত হ'তে কাহারে করিছ অহরোধ ?

কি রূপে করিব শান্ত অশান্ত হৃদয় !

নহ নারী,

কি রূপে বুঝিবে তুমি মায়ের বেদনা

অশোকের সম পুত্র করো নি প্রসব,

নাও নাই অশোক নন্দনে বিসর্জন,
শান্ত হ'তে অহরোধ কর সে কারণ ।

বুঝিবা জানিতে ঘোরে মমতা-বর্জিত,
বুঝিবা ভাবিতে মম আদরের ক্রটি ;

কিস্ত শোনো বৎস,

আজি করি মনোভাব প্রকাশ তোমারে,

রাজরাজেশ্বর পুত্র জন্মিবে আমার

দৈবজ্ঞের গণনা একুপ ;

স্নেহ-দৃষ্টে চাহিলে তোমার পানে

পাছে তব হয় অকল্যাণ,

স্নেহের প্রকাশ নাহি করি সেই হেতু ।

অজানিত সুদূর প্রদেশে

সেই পুত্র অন্তরের নিধি—

শক্রমাঝে অসহায় করিব প্রেরণ,

শান্ত কে করিবে বৎস জননীর মন !

অশোক । মাগো, দৈবজ্ঞ গণন, ভিক্ষুর বচন,

মম হৃদয়ের উত্তেজনা—

অবশ্য হইব নাতা রাজরাজেশ্বর,

তব আশীর্বাদে আমি হব সর্বজয়ী ।

[প্রণাম পূর্বক অশোকের প্রস্থান ।

সুভদ্রা । করুণা-আকর যেই দেবতামণ্ডল

অনাথের নাথ চিরদিন,—

রক্ষা ক'রো অনাথ নন্দনে ।

[সুভদ্রাসীর প্রস্থান ।

রাধাগুপ্ত । মহাশয়, সর্বনাশ হ'লো, কি
উপায়ে রাজকুমারকে রক্ষা করা যায় ?

কহ্লাটক । চলো, দ্রুতগামী দূত প্রেরণ
ক'রে কুমারকে রাজ্যপ্রান্তে কোন নির্জন
স্থানে আবদ্ধ রাখা যাক । এ ব্যতীত
তো অপর উপায় দেখি না । মহারাজ
দিবারাজ এই যোগ্য পুত্রের মৃত্যু-কামনা
করেন । দেখলে না, এই পুত্র বিসর্জন
দিয়ে মহারাজ পরম আত্মদিত । সতর্ক-
ভাবে কার্য্য করা উচিত, নচেৎ আমাদের
অমঙ্গল হওয়া সম্ভাবনা ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাক

-:~:-

পথ।

(অগ্রে অশোক পশ্চাৎ বীতশোকের প্রবেশ)

বীতশোক। দাদা, কোথা যাও ?

অশোক। রাজ্যদেশ পালনে।

বীত। তোমার জ্যৈষ্ঠদের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রলে না ?

অশোক। সে অবকাশ নাই।

বীত। দাদা, তুমি তো বড় কঠিন ?

অশোক। কর্তব্যের পথ তো কোমল নয়

বীতশোক ? তুমি আমার হ'য়ে আমার জ্যৈষ্ঠদের ব'লো, যে আমার স্নেহের

অভাব নয়, তবে রাজকাৰ্য্য বড় কঠোর।

বীত। আমি কি ক'রে বলবো, আমি তো তোমার সঙ্গে যাব। রাজ্যদেশ পালন যদি তোমার কর্তব্য হয়, আমি তোমার কনিষ্ঠ, তোমার অনুগমন করা আমার কর্তব্য।

অশোক। না বীতশোক, তুমি ফিরে যাও, আমাদের মা বড় দুখিনী; আমার অদর্শনে কাতরা হবেন, তুমি সাবধান ক'রো।

বীত। দাদা, তুমি আমার কর্তব্যপালনে শিক্ষা দিয়েছ, কিন্তু সে শিক্ষার পরীক্ষা-গ্রহণ কই কচ ? তুমি একাকী অসহায় শক্রমাঝে গমন ক'রবে, আমি তোমার কনিষ্ঠ সহোদর, রাজগৃহে রাজভোগে অবস্থান ক'রবো ?

অশোক। চিন্তা দূর কর উচ্চাশ্রয়, জেনো মম কোন কাৰ্য্যে নাহি পরাজয়। বিশাল সাম্রাজ্যপতি করিয়ে আমার প্রেরিয়াছে অদৃষ্ট ধরায় ; না ধরে ধরণী বক্ষ হেন কোন জন, নতশির না হইবে সন্মুখে আমার। নাহি অসি ভীষ্মধার পিধানে কাহার দেবতা-গঠিত অঙ্গে করিবে প্রবেশ, দেব প্রিয়দর্শী আমি জানিহ নিশ্চয়।

নিশ্চিন্ত হইরে করো জননীর সেবা ;
ব্রাতা বলি আলিঙ্গনে পুনঃ সম্ভাবিব।
বীত। হেন দেবকাৰ্য্যে যদি তব আগমন,
তবে কি কারণ, কনিষ্ঠ তোমার
তাহে করহ বন্ধন ?
তব উচ্চ গৌরবের অংশ মাত্র দানে
আজি যদি করহ বন্ধনা,
কর মানা সাধী হইবারে,—
যেই দেবকাৰ্য্যে তুমি ধরণীমণ্ডলে,
সেই দেবগণে আমি কহি সাক্ষী করি,
তব মহাকাৰ্য্যে হব নিশ্চয় সহায়।
নাহি মম তব সম উচ্চ অভিলাষ,
জ্যেষ্ঠ সেবা একমাত্র পিয়াস হৃদয়ে।অশোক। কর তবে সর্কাপেক্ষা প্রিয় সেবা মম
মাতার নয়ন-ধার করহ মোচন।বীত। শিরোধাৰ্য্য আজ্ঞা তব লজ্জিতে না
পারি,
কিন্তু তব অতি নিষ্ঠুরতা ;
নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করি সন্মুখে তোমার,
তব কাৰ্য্যে ছার দেহ করিব বর্জন।[অগ্রে অশোক পরে বীতশোকের
অপরদিকে প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাক।

-:~:-

রাজ-অন্তপুর -- সুভদ্রাস্থীর মহল।

সুভদ্রাস্থী ও পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী। মা মা কি হবে ? মহারাজ
প্রভুকে বর্জন ক'রেছেন। নগরে প্রবেশ
নিষেধ, কি হবে মা কি হবে !সুভদ্রা। আমরা দীনা রমণী, আমরা কি
ক'রবো মা ? দীননাথকে ডাকো, আর
ত উপায় নাই।পদ্মাবতী। মা, তোমার ক্রিয়ুখে প্রবণ
ক'রেছি, তুমি ব্রাহ্মণকুমারী, কোন
মহাপুরুষ গণনা করেন যে তোমার
গর্ভে রাজচক্রবর্তী জন্মগ্রহণ ক'রবেন,

সেই জন্তই তোমার পিতা তোমাকে রাজপুরে রেখে যান। তোমার অনামাস্ত সৌন্দর্য্য-দর্শনে স্বেচ্ছায় রাজিগণ তোমার হীন ক্ষৌরকার্য্যে নিবৃত্ত ক'রেছিলেন। পুত্র-আশায় সে সমস্ত তুমি সহ্য ক'রে রাজকুপায় পাটরাণী হ'য়েছিলেন। সর্ব্ব মূলক্ষণ ও রাজচক্রবর্ত্তীর জটুলচিরুধ্বক পুত্র প্রসব ক'রেছ। তবে এ পরিণাম কেন মা ? সকলি কি বিকল হ'লো ?

শুভদ্রা। আমি দূরদৃষ্টিহীনা অবলা, আমি কি বলবো মা ? দেবতার বৈরাগ্য ইচ্ছা, তাই পূর্ণ হবে।

(প্রহরীগণ সহ বিন্দুসারের প্রবেশ)

মহারাজ, রাজ-অস্ত্রপুরে রাজসম্মুখে অস্ত্র-ধারী প্রহরী কি সাহসে উপস্থিত ?

বিন্দু। কর্তব্য পালনে; যে দাস্তিক—পিতা ও রাজাকে উপেক্ষা ক'রে রাজ-অস্ত্রপুরে লুকায়িত আছে, তার অব্যবহা। তোমার অশোক কোথায় ?

শুভদ্রা। আমি অপেক্ষা মহারাজ তো অশোকের অবস্থা অবগত। অশোক রাজ-আজ্ঞায় তক্ষশিলায় যাত্রা ক'রেছে।

বিন্দু। কুংসিতা নাপ্তিনী, আর ক্ষৌরকার্য্যে আমাকে প্রভাবিত ক'রতে পারবে না ! তোমার পৈশাচিক মোহিনীতে আর আমি ভুলবো না। যদি নিজের মঙ্গল, কনিষ্ঠ পুত্রের মঙ্গল, পুত্রবধূ, পৌত্রের মঙ্গল কামনা থাকে, অশোককে প্রহরীর হস্তে অর্পণ করো।

শুভদ্রা। মহারাজ, মঙ্গল বা অমঙ্গল হোক, পতিসম্মুখে কখনো এ জিহ্বায় মিথ্যা উচ্চারিত হয় নাই। অশোকের পাটলি-পুত্র রাজবংশে জন্ম, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'লে সে প্রাপত্যগ কর্ত্তো, কদাচ রাজাদেশ লঙ্ঘন করে আমার অনুরোধেও অস্ত্রপুরে লুকায়িত থাকতে সম্মত হতো না। অস্ত্রপুরে অহেতু রাজ-অনুচর প্রবেশ ক'রেছে।

বিন্দু। সত্যবাদিনি, অশোক অস্ত্রপুরে নাই ?

উত্তম। কনিষ্ঠপুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রকে লয়ে এই অনুচরের সহিত অস্ত্রপুর পরিত্যাগ ক'রে গমন করো। রাজাদেশে এখনি পুরী দগ্ধ হবে।

শুভদ্রা। প্রভু, প্রহরীবেষ্টিত হয়ে পুত্রবধূর সহিত কোথায় যাব ?

পদ্মাবতা। কেন মা, রাজরানী যথায় যাবেন, তাঁর দাসীও তথায় তাঁর সেবার নিমিত্ত থাকবে। কেন বিব্রল হ'চ্ছেন ? শ্রীরাঘ-চন্দ্র যখন জানকী বর্জন করেছিলেন, তখন তপোবনে ভো তাঁর স্থান হয়েছিল, তাঁর শিশুহট্টও দেবতার কুপায় পালিত হ'য়েছিল;—দেবতার কুপায় আমাদেরও স্থান হবে।

বিন্দু। হ্যাঁ,—কারাগারে।

পদ্মা। যে আজ্ঞে মহারাজ !

বিন্দু। রাজি, তোমার পুত্রবধূও তোমার ছায় দাস্তিকা !

(বীতশোক ও কুনালের প্রবেশ)

বীতশোক, শুনেছি তুমি সত্যবাদী, তোমার জ্যেষ্ঠ এ পুত্র লুকায়িত আছে ?

বীতশোক। মহারাজ, মূখিক অস্ত্রপুরে লুকায়িত থাকতে পারে, সিংহ কিরূপে থাকবে ? তিনি তক্ষশিলায় গমন ক'রেছেন, আমি তাঁর নিকট বিদায় লয়ে আসছি।

বিন্দু। কুনাল, তুমি জানো—তোমার পিতা কোথায় ? সত্য বলো, আমি অঙ্গীকার কচ্ছি, তার প্রাণবধ ক'রবো না।

কুনাল। মহারাজ, পিতা যদি অস্ত্রপুরে থাকতেন, কদাচ তাঁর অপরাধে তাঁর মাতা-ভ্রাতা-স্ত্রী-পুত্র রাজকোপে পতিত হ'চ্ছেন দেখে উদাসীন থাকতেন না, রাজসম্মুখে নিশ্চয় উপস্থিত হ'তেন।

বিন্দু। খুল্লতাও ভ্রাতৃপুত্র উভয়েই রাজ-সম্মুখে নিজ নিজ স্বাধীনচিত্তের পরিচয় দিতে প্রস্তুত দেখছি। যাও, সকলে রক্ষীর সহিত গমন করো। (প্রহরীর প্রতি) সর্দার—

সদ্য-প্রহরী। মহাপাড়াগিগঞ্জ—
বিন্দু। যে পুরে নন্দবাণী রমণীগণ আবদ্ধ
ছিলেন, তথায় লয়ে যাও। সতর্ক প্রহরী
যেন কাকেও সে পুরে প্রবেশ করতে না
দেয়। দুইজন প্রহরী এ গৃহে অগ্নি প্রদান
করো। প্রত্যেক বস্তু ভস্মসাৎ ক'রে
আমায় সংবাদ দেবে।

প্রহরী। রাজকীমাতা, দাস আজ্ঞা-অপেক্ষায়
দণ্ডায়মান।

সুভদ্রা। চলো বাবা।

[প্রহরীগণ সহ সুভদ্রাদ্বী, পদ্মাবতী,
বীতশোক ও কুনালের প্রস্থান।

বিন্দু। (অপর প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) গৃহে অগ্নি
প্রদান করো।

[বিন্দুসারের প্রস্থান।

১ম প্রহরী। আয় রে, পোড়াবার আগে
সিন্দূকে পেঁড়ায় কি পাই দেখি।

উভয়ের প্রস্থান।

নররক্ত-স্রোতে সিক্ত হবে ধরাতল,
বৌদ্ধ ধর্ম যাবে রসাতলে।

তৃষা। দয়াবান অশোক দেখেছি পরীক্ষিয়া,
হেন নরহত্যাকারী সে কেমনে হইবে?

মার। অবস্থায় হবে দয়া যোর নির্দগতা,
পিতৃ ঘৃণা,

ভ্রাতা, বার বার বার সন্তান জীবন,
করিতেছে মরণ কামিনা অশোকের,
নির্বাদিত তাহারি কৌশলে।

মাতা-পত্নী-ভ্রাতা-পুত্র কাবাগারবাসী,
পিতৃরাজ্যে উপহাসভাজন সবার,
ঘৃণা লোকে কুঠরোগগ্রস্ত বলি।

হেন অবস্থা-পীড়নে, এক বুদ্ধ বিনা
কাহার হৃদয়ে আর দয়া পাবে স্থান!

উল্লাস আমার —

বৌদ্ধ ধর্ম যাবে ছারখার,

মিত্র মম, অরি নহে অশোক কুমার।

এস, হই অস্ত্রকান —

দিব উপদেশ এবে কি কার্যা তোমার।

[মার ও তৃষার প্রস্থান।

(অশোক ও তৎপশ্চাৎ আকালের প্রবেশ)

পঞ্চম গর্তাঙ্ক।

—:~:—

মায়া-কানন।

(মার ও তৃষার প্রবেশ)

তৃষা। পিতা, মর্ম্ম তব বুঝিবারে নারি,
কি কারণ মায়া-বন ক'রেছ সৃজন?
কহ তুমি অশোকের অরি,
কি হেতু না সংহার তাহারে?
পরিবর্তে তার—
সঙ্গার ধরা-অধিকার,
অর্পিলে তাহারে যে জন পরম শত্রু তব।

মার। না করো বিচার,
অজ্ঞানত কার্যে রও রত।

অরি—বুদ্ধ মম, চাহে

অহিংসা তাহার ধর্ম্ম করিতে প্রচার।

কিন্তু আমি অশোকে অর্পিলে অধিকার,

অশোক। কে তুই?

আকাল। এই পত্র দিতে এসেছি।

অশোক। কার পত্র?

আকাল। দেখতে চাও না শুনতে চাও?

অশোক। কি দেখবো?

আকাল। এই পত্র দেখবে।

অশোক। (পত্র গ্রহণ পূর্বক পাঠ করিয়া)

যাও, মন্ত্রী ম'শায়কে আমার নমস্কার
জানিয়ে ব'লো, মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-পুত্র
বন্দী, এ অবস্থায় তাঁর বন্ধুগুণে লুকাইত
পাক্‌বার জন্ত অশোক জন্মগ্রহণ করে
নাই। অচিরে তুরুশিয়ার অধিকার
স্থাপন ক'রে মাতা-ভ্রাতা-পত্নী-পুত্রের
কার্যনাটন ক'রবে।

আকাল। তোমার সঙ্গে আমার সাদাৎ
পাতাবার ইচ্ছা হ'চ্ছে।

অশোক। তুই কে?

আকাল তোমারই মত রাজরাজেশ্বর,
দেখতে পাচ্ছ না ?

অশোক । তুমি সেই আকাল না ?

আকাল । সে হবে ছিলুম, তবে ছিলুম । এখন
রাজার চাল চেপে ছ'পা হাঁকিয়ে বরাবর
এসছি ।

অশোক । তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করো ?

আকাল । করি ।

অশোক । প্রাণের ভয় করো না ?

আকাল । গোড়া থেকে সেটা তো বড় দেখেন
নি ।

অশোক । যাও ।

আকাল । যাবার বড় ইচ্ছা নাই ।

অশোক । তবে থাক ।

আকাল । থাকবারও বড় ইচ্ছা নাই ।

অশোক । তবে কি ইচ্ছা ?

আকাল । রাস্তার একলা গুতুম, এখন জুড়ি-
দার পেলুম ; জু'জনে গল্পগাছা ক'রে
ঘুমিয়ে প'ড়বো ।

অশোক । তুমি আমার সঙ্গে থাকবে ?

আকাল । সখ হ'য়েছে বটে ।

অশোক । পারবে ?

আকাল । পারা তো বড় ভারি কাজ দেখছি
নে । ছ'পায়ে চলা, যা কিছু জোগাড়
ক'রে খাওয়া, আর বনেবাদাড়ে এক
পাশে প'ড়ে থাকা ।

অশোক । আমি দস্থ্য ।

আকাল । আমার কিসে শাস্ত-শিষ্ট দেখলে ?

অশোক । আমার সঙ্গে থাকতে চাও কেন ?

আকাল । গেরো ; আর বাক্যব্যয় কেন ?
—অনেক তো কথা কাটাকাটি হ'লো,
এখন : চলো না—কোথায় যাবে । হুটা
খাবার-দাবার ইচ্ছে থাকে তো বলো,
জোগাড় ক'রে দেখি ।

অশোক । যাও, আমার সঙ্গ ত্যাগ করো ।
তোমার মনোভাব আমি বুঝছি, তুমি
আমার সামান্য উপকার ভোলো নাই ;
তুমি কৃতজ্ঞ, সেই জন্ত তোমার সঙ্গে ব্যঙ্গ-
পরিহাস ক'রেছি । যাও, আমার নিকট
থেকো না ; আমি দানব, আমার দেহে

অস্ত্র নাই, মাংস নাই, রক্ত নাই, কেবল
আপাদমস্তক নিষ্ঠুরতাপূর্ণ । তুমি রাজপুর
থেকে আসছ, তুমি কি শোনো নাই—
আমি সংসার পরিত্যক্ত, সংসারকে প্রতী-
শোধ দেব—এই নিমিত্ত জীবিত ?

আকাল । আমিও সংসারে এতদিন কার-
কারবার ক'রলুম, আমারও তো সংসারে
দেনা-পাওনা আছে ; যদি শোধবোধ
ক'রতে হয়, তোমার মতন একজন মহা-
জন খাড়া না ক'রে কি ক'রে কার-কার-
বার চালাবো ?

অশোক । পারবে ?

আকাল । পরখ ক'রে দেখ ।

অশোক । (সহসা উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া)
দেখ' দেখ' কি আশ্চর্য্য, এ কি আমার
চক্ষের ভ্রম ! কি ! দেখছি, মেঘের উপর
ঘোটকারোহণ ক'রে কে আসছে ! এ
অরণ্যে কি কোন উপদেবতার আবাস-
স্থান ! (আকালের প্রতি) তুমি স'রে
যাও, তুমি এ স্থানে থাকলে, তোমার
কোন অমঙ্গল হ'তে পারে ।

আকাল । আমারও আপনার মত চারদিকে
'মঙ্গল ছড়াছড়ি ! একটু অমঙ্গলের তার
পেলে মুখ বদল হবে ।

(আকাশ হইতে অধারোহণে নারের
ভূমিতলে অবতরণ)

মার । তুমি না সংসারকে প্রতিশোধ দেবে
মনে ক'চ্ছ ?

অশোক । যদি করি ?

মার । আমার সাহায্য ব্যতীত পারবে না ।

অশোক । আমি কারও সাহায্য-প্রার্থী নই ।

মার । আমার অধীনতা স্বীকার করো, নচেৎ
এখনি প্রাণ হারাবে ।

অশোক । অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা প্রাণ-
ত্যাগ কষ্টকর হবে না ।

মার । আমি তোমায় সনন্ত পৃথিবীর অধীশ্বর
ক'রবো ।

অশোক । সে আধিপত্য আমার ইচ্ছা : বটে,
কিন্তু তুমি যে সে আধিপত্য দিতে শক্তি-

মান, এরূপ আমার ধারণা জন্মে নাই।
 মাত্র তুমি কুহকী, এই পরিচয় পেয়েছি।
 মার। কর কি কুহকী জ্ঞানে উপেক্ষা আনায় ?
 জান কি কে আমি ভূমণ্ডলে ?
 পূর্ণ আধিপত্য মম পঞ্চভূত' পরে ;
 আজ্ঞায় আমার—
 অট্টালিকা আকাশ সৃজিবে,
 মলয় মাক্ত ঘোর ঝটিকা বহিবে,
 অগ্নিরাশি প্রজ্জ্বলিত হইবে তুঘারে,
 উৎখলিবে সাগর-সলিল—
 করিবারে ধরা আচ্ছাদন,
 ঘেরিবে রজনী, কাপিবে ধরণী—
 এখনি ইঙ্গিতে মম ;
 তোমা প্রতি হয়েছি সদয়,
 তাই দানিতে আশ্রয়
 আগমন হেথা মম।
 ইচ্ছা তব তক্ষশিলা করিতে দমন,
 কিন্তু, একাকী কিরূপে কার্য্য করিবে।

সাধন ?

হের—

সৃজি এ কাননে সৈন্ত সাহায্যে তোমার ;
 যত বৃক্ষ লক্ষ্য হয় তব—
 অস্ত্রধারী মানব হইবে।
 ধর আজ্ঞা অরণ্য আমার—

(বৃক্ষশ্রেণীর সৈন্তশ্রেণীরূপে পরিণত হওন)

অশোক। শক্তিশালী তুমি করি অবশ্য স্বীকার,
 কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞায়
 আসিয়াছি একাকী দমিতে তক্ষশিলা।
 ভাগ্য মাত্র সহায় আমার,
 পরীক্ষিব ভাগ্যে আছে কিবা ;
 না ল'ব সাহায্য কারো অধীনতা করি।
 রুষ্ট হও তুষ্ট হও—তাহা নাহি গনি,
 জীবনে প্রতিজ্ঞা মম হবে না লঙ্ঘন।

(দৃশ্য পরিবর্তন)

মায়াকাননের পরিবর্তে প্রান্তর।

অশোক। কি আশ্চর্য্য,—

বন পরিবর্তে হেরি বিস্তৃত প্রান্তর !
 ভোজবিভাগবিশারদ হবে কোন জন।

কিন্তু কিবা প্রয়োজনে

এসেছিল মম সন্নিধানে ?

সসাগর। ধরাপতি আমি—

হেন বা বুঝিল বিভাবলে।

যে হয় সে হয়—

হইব ধরণীপতি নাহিক সংশয়।

বেগবান নদে কেবা স্নোহে,

কে পারে উদ্ভ্রমশীল পুরুষের গতি !

তক্ষশিলা নিশ্চয় করিব অধিকার।

[অশোকের প্রস্থান।

আকাল। চলো, আমিও পেছু নিলুম।

[আকালের পশ্চাৎ প্রস্থান।

যষ্ঠ গর্ত্তান্ত।

—:~:—

নগর-প্রান্ত।

(মার ও তুষার প্রবেশ)

তুষা। পিতা, কার্য্য তব বুঝিবারে নারি।

অধীনতা অস্বীকার করিল অশোক,

তবু হেরি—

আনন্দ-উৎফুল্ল তব বদনমণ্ডল !

মার। রাজ্যলিপ্সা মনে জাগে যার,

মুখে অধীনতা মম করি অস্বীকার

নিস্তার কি পায় সেই জন ?

অধীনতা অস্বীকার করিয়ে আমার

শত গুণে দত্ত বৃদ্ধি হইল তাহার ;

মানব বা দৈবশক্তি কিছু না মানিবে,

হবে নিজ ইচ্ছায় চালিত,

জান না কি স্বেচ্ছাচারী ক্রীতদাস মম ?

তক্ষশিলা আধিপত্য করিয়া গ্রহণ

না মানিবে পিতার শাসন,

সাম্রাজ্যে হইবে ঘোর বিগ্রহ উদয়।

এবে কার্য্য তব—

কলঙ্কিত করিতে অশোকে।

উজ্জয়িনীবাসী কোন ধনাঢ্য বণিক,

একমাত্র কল্পা তার পরমা রূপসী।

উচ্চ আশ বশিক হৃদয়ে—
চাহে কোন উচ্চ বংশে অর্পিতে নন্দিনী ।
অশোকের সনে যদি পার মিলাইতে,
পরিণয় হয় যদি অশোকের সনে,
রাজকুল কলঙ্কিত হবে—
ঘৃণিত হইবে তার ক্ষত্রিয় সমাজে ।
হৃদ্যন্ত অশোক কতু স্বগা নাহি সবে,
ক্ষত্ররাজগণ সনে বিবাহ বাধিবে
ক্ষত্রবংশ ক্ষয় হবে তার ।
পার যদি কোন মতে এ কার্য সাধিতে,
মহা তুষ্ট হব তব প্রতি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

সপ্তম গর্তাক্ষ ।

—:—

তক্ষশিলা—মন্ত্রণাকক্ষ ।

সভাপতি, সেনাপতি, ধর্মযাজক ও সদন্তগণ ।

সভাপতি । এখন কি উপায় ? আমি নিশ্চয়
সংবাদ পেলেম, আমাদের শাসনের নিমিত্ত
পাটলিপুত্র হতে রাজপুত্র প্রেরিত হয়েছে ।
পাটলিপুত্রের অসংখ্য সেনা কিরূপে
নিবারণ করবে ?

সেনাপতি । কেন চিন্তিত হ'চ্ছেন ? এ বন্ধুর
প্রদেশে পাটলিপুত্রের সেনার যুদ্ধ অসম্ভব ।
বীরপ্রসবিনী তক্ষশিলার জনে জনে—সহস্র
যোদ্ধার সম্মুখীন হ'তে সক্ষম । চিন্তা দূর
করুন, অথ সহকারী সেনাপতি সৈন্য
পরিচালনা ক'রে সেনার মনোভাব অব-
গত হবেন । যতদূর আমার ধারণা,
প্রত্যেক সেনা মরণ সঙ্কল্প ক'রে যুদ্ধে
প্রবেশ করবে । দ্বৈগুণ বিন্দুসার রাজার
সুখ-শালিত সেনাগণ কদাচ আমাদের
সমকক্ষ হবে না ।

১ম কর্মচারী । তবে কি আপনার যুদ্ধ পণ ?
ধর্মযাজক । অবশ্য, তোমরা :বীরপুত্র—বীর ;
রণ তোমাদের জাতিধর্ম ; রাজ্যশাসনে
অশঙ্ক দ্বৈগুণ সম্রাটের অধীনতা স্বীকারে

কেন কলঙ্ক গ্রহণ করবে ? যে পর্য্যন্ত
তক্ষশিলার উপযুক্ত রাজা নির্ণীত না হয়,
আমুন,আমরা সিংহাসনে রাজযুক্ত স্থাপন
ক'রে রাজকার্য্য নিরীহ করি ।

সভাপতি । সেইরূপই হোক ।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত । সভাপতি মহাশয়, নিবেদন,—এক
দেবমূর্ত্তি বীরপুরুষ সভায় আগমন ক'রছেন ।
সভাপতি । তিনি যিনিই হো'ন, বিনা অমু-
মতিতে রক্ষীরা কেন তারে নগরে প্রবেশ
ক'রতে দিয়েছে ?

দূত । তাঁরে নিারণ কর'তে কেউ সাহস
করে নাই । হুর্গ-সমীপে যখন সেই বীর-
পুরুষ উপস্থিত, সহকারী সেনাপতি সৈন্য
পরিচালনা ক'চ্ছিলেন ; দূত অস্ত্রে সজ্জিত
সেনাগণ স্পন্দহীন হ'রে তাঁরে পথ প্রদান
ক'রেছেন ।

সভাপতি । কে সে ?

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক । তোমাদের রাজা—শাসনকর্ত্তা,—
রাজ্যে স্থানিয়ম স্থাপনের নিমিত্ত আমি
আগত । প্রজারা যা'তে পুত্রের শ্রায়
পালিত হয়, উচ্চ-নীচ প্রজার প্রতি বাতে
সমভাবে শ্রায়দৃষ্টি স্থাপিত হয়, রাজ্য যাতে
ধনদাত্তে পূর্ণ হয়, যাতে দীনতা রাজ্যে
না থাকে,—সেই রাজকার্য্য সাধনের জন্ত
আমি উপস্থিত । অবনতমস্তকে আমার
শাসনাধীন হও । যদি কেহ বিরূপ থাক,
নিজ ইষ্টদেবকে স্মরণ করো,—রাজদণ্ডে
যমপুরে প্রেরিত হবে ।

সভাপতি । আপনি একা আমাদের শাসন
ক'রবেন ?

অশোক । আমি একা—আমি একাই শত
সহস্র । অর্ধাচীন সভাপতি, সসাগরা
ধরণীর অধিপতি তোমার সম্মুখে—এ
তোমার উপলব্ধি হ'চে না ? শীঘ্র আসন
পরিত্যাগ ক'রে রাজসম্মানের নিমিত্ত
দণ্ডায়মান হও । রাজপুত্র অশোক সসাগরা

ধরনী শাসন করবার জন্ত জন্মগ্রহণ
ক'রেছে।

ধর্মযাজক। সত্য—সত্য—সত্য,—কুমার
অশোক আমাদের রাজা, যে দুর্দান্তপ্রতাপ
নির্ভীকহৃদয় বীরপুরুষ একাকী তক্ষশিলায়
প্রবেশ ক'রে তক্ষশিলার শাসনসভায়
রাজসিংহাসনে উপবেশনের নিমিত্ত
উপস্থিত, যে রাজলক্ষ্মীর বরপুত্র, রাজ-
লক্ষ্মীর উত্তেজনা অমিত শৌর্যবীর্যের
পরিচয় প্রদান ক'রেছেন, আমি তক্ষ-
শিলার পুরোহিত, আমি সেই রাজাধি-
রাজকে তক্ষশিলার অধিপতিরূপে বরণ
ক'রলেম।

(পটপরিবর্তন)

রাজসভা।

মহারাজ, এই রাজমুকুট ধারণ ক'রে
সিংহাসনে উপবেশন করুন।

(অশোকের সিংহাসনে উপবেশন)

ধর্মযাজক। সভাপতির জন্ত অশ্রু আমি পুষ্প-
হার এনেছিলাম, মহারাজের গলদেশে
প্রদানপূর্বক আশীর্বাদ করি। (রাজ-
কণ্ঠে ফুল-হার পরাইয়া দিয়া) জয় মহা-
রাজাধিরাজ কুমার অশোকের জয়!

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ কুমার অশো-
কের জয়! জয় তক্ষশিলার অধীশ্বর
কুমার অশোকের জয়! জয় রাজলক্ষ্মীর
বরপুত্র কুমার অশোকের জয়!

অশোক। শুন শুন তক্ষশিলা-মুখপাত্রগণ,
পুত্রের স্থানীয় আজি তোমরা সকলে।
যোগ্যপুত্র রহে বধা পিতৃকার্য্যে রত,
রাজ্যের মঙ্গল হোক হৃদয়ের ব্রত।
জনে জনে পরিচয় প্রদান সংসারে,
রাজকার্য্যে হুনিপুণ কিরূপ সকলে।

সভাপতি—

সভাপতি। মহারাজ—

অশোক। আজি হ'তে মন্ত্রী পদ তব।

সেনাপতি—

সেনাপতি। মহারাজ—

অশোক। সৈন্ততার তোমায় অর্পিত,

যেবা বেই কার্য্যে যোগ্য মন্ত্রী মহাশয়,

সেই কার্য্যে তাহারে কখন নির্বাচিত।

সকলে। জয় তক্ষশিলা-অধীশ্বরের জয়!

অশোক। মন্ত্রীবর, তক্ষশিলার রাজসিংহাসন

যে এরূপ অমূল্য রত্নাদিখচিত ও রাজ-

মুকুট যে এরূপ রাজত্ববৃক্ষের ঈর্ষা-উৎ-

পাদনকারী, আমি পূর্বে অবগত ছিলেম

না।

সভাপতি (মন্ত্রী)। মহারাজ, এই আমাদের

ক্ষোভের কারণ ছিল, পাটলিপুত্র আমা-

দের অবস্থা অবগত নয়। আমাদের রাজ-

কোষ অর্থপূর্ণ। তক্ষশিলার চতুষ্পাঠী

বোধ হয় পাটলিপুত্র ব্যতীত সকল স্থানে

বিখ্যাত। মহারাজাধিরাজ চক্রগুপ্তের

সৈন্তভুক্ত হ'য়ে আমরা যে সাম্রাজ্য-

বিস্তারে সাহায্য ক'রেছি, ইহা পাটলিপুত্র

যে বিস্মৃত হ'য়েছেন, ইহাই আমাদের

ক্ষোভের কারণ ছিল। আজ রাজকুল-

তিলক মহারাজ অশোক আমাদের সেই

ক্ষোভ নিবারণ ক'রেছেন।

(সরচরীগণ সহ দেবীর প্রবেশ)

অশোক। মন্ত্রীবর, কে এ সুন্দরী? দরবারে
কি আবেদন জিজ্ঞাসা করুন।

সভাপতি। মহারাজ, এঁরা আমরা পরিচিতা
নন, বোধ হয় উজ্জয়িনীবাসী।

অশোক। উজ্জয়িনীবাসী—হেথায়
নিমিত্ত?

দেবী। মহারাজ, অসুস্থিতি হয়, দাসী রাজ-
পদে তাঁর প্রার্থনা জ্ঞাপন করে।

অশোক। সুন্দরী, তোমার আবেদন শ্রবণে
আমি প্রস্তুত, সিংহাসনের নিকট অগ্রসর
হও।

দেবী। মহারাজ, দাসী উজ্জয়িনী-নিবাসিনী,
বহুযত্নে রত্নহার প্রস্তুত ক'রেছে;—মহা-
রাজ অশোকের উপযুক্ত কি না, জানবার
নিমিত্ত সভায় দণ্ডায়মান।

অশোক। প্রহার উপহার আমাদের সর্বদাই
আদরের।

দেবী । তবে দাসীর আবেদন পূর্ণ হো'ক ।
রাজকণ্ঠে এ রত্নহার কিরূপ শোভা প্রাপ্ত
হই, দর্শন ক'রে দাসী চরিতার্থ হবে,—
রাজপদে দাসীর এই নিবেদন ।

অশোক । ভাল সুন্দরী, তোমার সম্মুখেই
আমি এই মালা ধারণ ক'রবো ।

দেবী । তবে ধৃষ্টতা মার্জনা ক'রে মালা
গ্রহণ করুন ।

[রাজকণ্ঠে রত্নহার প্রদান ।

ধর্মযাজক । জয় রাজদম্পতীর জয় ! তক্ষ-
শিলাবাসী জয়ধ্বনি ক'রো, মহারাজের
উপযুক্ত মহারানী আমরা প্রাপ্ত হ'লেম ।

সকলে । জয় রাজদম্পতীর জয় !

দেবী । হে তক্ষশিলাবাসী, আমি আমার
ইষ্টদেবের গলদেশে মালা প্রদান ক'রেছি ।
আজ নূতন না, বহুদিন আমি আমার
হৃদয়েশ্বরকে বরণ ক'রেছি, কিন্তু আমার
স্থান রাজ-ত্রিচরণে—সিংহাসনে নয় ।
দাসী হীন কুলোদ্ভবা বণিককুমারী, মহা-
রাজের গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধা, মহারাজ
আমার প্রাণেশ্বর, কিন্তু আমি সেবিকা
— দাসী মাত্র ।

সভাপতি । জননি—রাজরাজেশ্বরী, আপনি
এই গুণগ্রাম-ভূষিত মহারাজের বামে
বসবার উপযুক্ত ।

ধর্মযাজক । মন্ত্রী ম'শায় স্বরূপ আভা
ক'রেছেন ।

অশোক । একি, আমার পত্নী আছেন, আমি
রাজ-আজ্ঞায় তক্ষশিলায় আগত । তোমরা
এ কিরূপ বলছ ?

ধর্মযাজক । এ সাধবী যখন রাজকণ্ঠে মালা
প্রদানে সাহস ক'রেছেন, যে নর-শাঙ্গীলের
নিকট তক্ষশিলাবাসী নভশির, সে মহা-
রাজের রাণীর বোগ্যা যদি তিনি না হন,
তবে ত্রিভুবনে মহারাজের বোগ্যা নারীরই
নাই । মালা প্রদানে তক্ষশিলার নিয়মা-
নুসারে ইনি রাজপত্নী । মহারাজ ব্রাহ্মণের
আশীর্বাদ গ্রহণ করুন । ব্রাহ্মণ আপ-

নাকে দান ক'রেন, ব্রাহ্মণের দান উপেক্ষা
ক'রবেন না ।

[সকলের জাহ্নু পাতিয়া উপবেশন ।
সভাপতি । (জাহ্নু পাতিয়া করযোড়ে)
দাসগণেরও এই প্রার্থনা, রাজ্যীকে সিংহা-
সনে স্থান দেন ।

অশোক । আমি প্রজাগণের বাধ্য । এস প্রিয়ে,
সিংহাসনে উপবেশন করো ।

দেবী । মহারাজ, আমি দাসী,—সিংহাসন
আমার স্থান নয়, আমার স্থান চরণতলে ।
আমি উচ্চাভিলাষিনী নই, প্রাণেশ্বরের
সেবা-প্রয়াসী । সাধুর আজ্ঞায় যখন
পিতার সহিত দেশভ্রমণে বহির্গত হই,
মহারাজ তক্ষশিলায় গমন ক'রেন, কোন
এক পরিব্রাজিকার নিকট সংবাদ পেয়ে,
মহারাজকে দর্শন ক'রতে পথিমধ্যে অব-
স্থান করি । তেজঃপুঞ্জ বীরমূর্তি দর্শন
মাত্রে আত্মসমর্পণ ক'রেছি । পদসেবার
কামিনায়—সিংহাসন-প্রত্যাশায় নয় ।

অশোক । তুমি আমার—সিংহাসনের অহুপ-
যুক্তা নও । যদি তুমি সিংহাসনে উপ-
বেশন করিতে অসম্মতা হও, আমি সিংহা-
সন হ'তে অবতরণ ক'রে তোমার পার্শ্বে
দণ্ডায়মান হ'চ্ছি । তোমার রত্নহার বিনি-
ময়ের উপযুক্তরত্ন আমার নাই । তবে
কুসুমরত্ন দেবপ্রিয়, এই কুসুম রত্নে গ্রথিত
রাজগলদেশের মালা তোমায় অর্পণ
ক'রলেম ।

সকলে । জয় রাজদম্পতীর জয় !

সহচরীগণের গীত ।

চাঁদধরা-কাঁদ পেতেছিল, যতনে মালা গোঁথে ।
ধরতে গিয়ে প'ড়লো ধরা,চাঁদ ধ'রেছে বুক পেতে ॥
কিনেছে বিকিয়ে গিয়ে, ধরেছে ধরা দিয়ে,
এ সাধের খেলা দিয়ে-নিয়ে, নয় শুধু নিয়ে ;
দিয়েছে তাই পেরেছে,
কোমল-কঠিন এক হয়েছে,
দুই ধারা এক স্রোতে চলে,
ডুবেছে প্রাণ তার মেতে ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:○:—

প্রথম গর্তাঙ্ক।

—:~:—

পাটলিপুত্র—রাজসভা।

কল্লাটক ও রাধাশুশ্রূষা।

কল্লাটক। সেই দিনই রাজবৈথ ব'লেছিলেন, যদিচ পক্ষাঘাতে এবার নিস্তার পেলেন, অচিরে জীবনলীলা সম্বরণ ক'রতে হবে নিশ্চয়।

রাধা। কিন্তু আজ কয়দিন মহারাজকে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ চ'লে না? চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছেন?

কল্লাটক। বৈথ বলেন, এ বায়ু প্রভাবে, নির্ভাণোগ্রস্থ দীপের তায়। বহুদিন আর এ অবস্থায় অতিবাহিত হবে না।

রাধা। এখন কি কর্তব্য বিবেচনা ক'ছেন? কুমার অশোক তো আজও উপস্থিত হলেন না। যুবরাজ সুসীমও তক্ষশিলা পরিভ্যাগ করেছেন, সংবাদ পেলেন। তিনি উপস্থিত হ'লে মহারাজ তাঁরই সিংহাসন অর্পণ ক'রবেন—সেই জন্তই ভারতের সমস্ত করগ্রহ রাজত্ববর্গকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, তাঁর অভিপ্রায়—নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে যুবরাজকে সিংহাসন প্রদান করেন।

কল্লা। আমি এই আশঙ্কায় কৌশলে যুবরাজকে তক্ষশিলায় প্রেরণ ক'রেছিলাম।

রাধা। আপনার অদ্ভুত কৌশল।

কল্লা। এতে আমার প্রশংসা নাই। তক্ষশিলার গোলাপকুঞ্জ বর্ণন শ্রবণে সেই বারবিলাসিনী মুগ্ধা হ'য়ে যুবরাজকে তক্ষশিলার ভারগ্রহণে উত্তেজিত করে। সেই বারবিলাসিনীর সন্তোষের জন্ত মহারাজের শত অহরোধ উপেক্ষা ক'রে, তিনি তক্ষশিলার অধিকার কুমার অশোকের নিকট

হ'তে প্রার্থনা ক'রেছেন এবং কুমার অশোকও সেই কারণে উজ্জয়িনীতে প্রেরিত হ'য়েছেন। কিন্তু আমাদের পত্র প্রাপ্ত হ'য়েছেন—সংবাদ দিয়েছেন; এবং পর দিনই উজ্জয়িনী পরিভ্যাগ ক'রবেন প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আজও কি নিমিত্ত উপস্থিত হ'ছেন না, বলতে পারছি না। পথে কি কোন বাধা প্রাপ্ত হ'য়েছেন? এই যে কুমার—

(অশোকের প্রবেশ)

কুমার, শুভুন—আপনাকে বিশ্রামের সময় দিতেও আমরা অসম্মত। শুনছি—যুবরাজ সুসীম আগত প্রায়।

অশোক। পিতা কেমন আছেন?

কল্লা। তাঁর অবস্থা শোচনীয়। রাজমুকুট সিংহাসনে স্থাপন পূর্বক রাজকার্য্য আম-রাই নির্বাহ করছি। যদি যুবরাজ সুসীম নির্বুদ্ধিতা বশতঃ বেথুর অহরোধে, আপনার ঐর্ষ্যে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে তক্ষশিলায় না গমন করতেন, এতদিন রাজ্য-শাসনের ভার তাঁর উপরেই অর্পিত হ'ত। মহারাজ আপনার নিকট প্রতিক্রান্ত আছেন যে, তক্ষশিলা জয় ক'রলে সিংহাসন আপনাকে অর্পণ ক'রবেন। আপনি মহারাজের নিকট সেই প্রার্থনা করেন—আমাদের আবেদন। যুবরাজ সুসীম অধিকার প্রাপ্ত হ'লে অচিরে এই বিপুল সাম্রাজ্য হারেখারে যাবে।

অশোক। মন্ত্রীবর, আমি পুল—মহারাজের আজ্ঞাপালন করা আমার কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনে রাজ-ইচ্ছায় তক্ষশিলার সিংহাসন যুবরাজকে অর্পণ ক'রে উজ্জয়িনীতে আমি গমন ক'রেছিলাম, কেবল আপনাদের অহরোধে নয়। মহারাজ আমার সিংহাসন দেবেন—প্রতিক্রান্ত ছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁর অনিচ্ছায় সিংহাসন গ্রহণ ক'রতে আমি অসম্মত।

কল্লা। আপনি যদি এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ন, আমাদের আর উপায়ান্তর নাই। আপনার পিতা সত্যভ্রষ্ট হবেন, আপনার মাতা,

ভ্রাতা প্রভৃতি সকলে একরূপ চির কারাবদ্ধ থাকবেন। আমরা রাজকার্য্যে বুদ্ধাবস্থায় উপস্থিত, আমাদের জীবন সংহার হবে, ব্যভিচার রাজপুরে বিরাজ ক'রবে, বেষ্টার পদার্পণে চক্রগুপ্তের সিংহাসন কলুষিত হবে। অধর্ম্মের প্রভাবে ধর্ম্ম পুণ্যভূমি পরিত্যাগ ক'রবেন,—অপহরণ, সতীত্বনাশ, নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ সংহার—রাজপ্রিয় ব্যভিচারী কর্ম্মচারীর নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য হবে। এ সকলে যদি আপনি উদাসীন হন, তাহ'লে জান্বে যে পুণ্যভূমি দেব-কোপে অভিশাপগ্রস্ত, ভারত সিংহাসনে একচ্ছত্র রাজ্য উপবেশন ক'রবেন, সেই একচ্ছত্র রাজ্যেশ্বর বুঝার অশোক—এ সাধু প্রচারিত প্রবাদ মিথ্যা। সমস্ত মিথ্যা - চক্রযুগ্মারকামালার দীপ্তি মিথ্যা, শ্রামা মেদিনীর শোভা মিথ্যা, দিব্যরাত্র মিথ্যা। অধর্ম্মের অধিকারী একমাত্র সত্য।

শোক। যদি সত্যই এরূপ অবস্থা হয়, আপনি রাজনীতিবিশারদ—৫গংপূজ্য চাণক্যের শিষ্য, চলুন—আমরা রাজার নিকট তক্ষশিলার অধিকার ল'য়ে স্বজনে তথায় বাস করি। রাজার বেকরূপ ইচ্ছা, রাজ্যভার তাঁরেই অর্পণ করুন।

II। চক্রগুপ্তের রাজ্য ছাড়বার হবে, আর আপনি উদাসীন থাকবেন?

শোক। মন্ত্রীবর, কঠিন সমস্যা, কিন্তু আমি নিরুপায়, আমি মাতার নিকট পিতৃ আজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত।

থো বিন্দু। না না—আমি একবার মূল্যম এলো কিনা দেখ্বে। সে এসেছে—সে এসেছে—আমি তার কণ্ঠস্বর শুনেতে পেরেছি।

(রক্ষকগণের সাহায্যে বিন্দুসারের প্রবেশ)

শোক। পিতা, আশীর্বাদ করুন।

I। কে তুই? দূর হ, —আজও তোর ভ্রাতৃ হ'লে না। তুই অস্পৃশ্য, তোর মাতা মস্পৃশ্য—তোর ছায়া অস্পৃশ্য—দূর হ,—
রে হ,—

অশোক। পিতা, যদিচ আমি আপনার বিরক্তিভাজন, সন্তানের একমাত্র প্রার্থনা গ্রাহ্য করুন। উজ্জয়িনী বা তক্ষশিলার চির অধিকার আমার উপর অর্পণ করুন। আমি তথায় আমার মাতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন ল'য়ে বাস করি, আর আপনার সম্মুখীন হ'য়ে বিরক্তিভাজন হব না।

বিন্দু। তোরে তক্ষশিলার অধিকার দেবো! এ সাম্রাজ্যের একখণ্ড ভূমি তোরে দেবো, না। আত্মীয়স্বজন নিয়ে তক্ষশিলায় বাস ক'রবে? তোমার আত্মীয়-স্বজন কারাগারে, তাদের অগ্নিদগ্ধ ক'রে বধ ক'রতে আজ্ঞা দেবো।

অশোক। আমার স্বজন—মহারাজেরও স্বজন, তাঁদের প্রতি কঠোর আজ্ঞার রাজ্যের কলঙ্ক ঘোষণা হবে।

বিন্দু। রাজ্য ছাড়বারে যাক্, সিংহাসন ভস্ম হোক, সমুদ্র পৃথিবী গ্রাস করুক, দিক্ দাহ হোক। দূর হ'—দূর হ'—

অশোক। পিতা যদি ধর্ম্ম থাকে, যদি জ্যোতিষ-বাক্য সত্য হয়, যদি আমার নির্ম্মল অন্তরের উত্তেজনা না বিফল হয়, আপনি সীমান্ত রাজ্যের অধিকার দিতে অসম্মত হ'ছেন, আমি এই পাটলিপুত্রের অধীশ্বর হব নিশ্চয়।

বিন্দু। অধীশ্বর হবে—অধীশ্বর হবে?—দূর হ'—তুই আবার নগরে প্রবেশ ক'রেছিস, তোর যে প্রাণবধের আজ্ঞা দিই নাই। এই তোর প্রতি যথেষ্ট ক্ষমা! কুষ্ঠরোগী, নাপাতিনীপুত্র, দূর হ'—দূর হ'—

[দেহরক্ষকগণ সহ বিন্দুসারের প্রস্থান।

অশোক। কোথা ধর্ম্ম! নামে মাত্র আছ কি জগতে?

ভাগ্যহীন বহুজনে ধরে এ ধরণী;

কিন্তু অতি দীন জন,

পিতৃ-মেহে বঞ্চিত নহেক কদাচন!

আত্মহত্যা উপায় কি মম?

বিদ্রোহী হৃদয়—

এত অপমানে ঐশ্য না ধরিতে পারে।

মাতৃ-স্নেহ মাতৃবাক্য বন্ধন কেবল,
নহে প্রজ্জ্বলিত কোপানলে—

ভয়সাৎ করিতাম এ পাপ সংসার—

যেন এ পাপ ধরাই,

পিতা পুত্র পুনরায় সম্বন্ধ না হয়!

আজীবন গুণ বা মানবে

সমভাবে করিয়াছি দয়া বিতরণ,—

কিন্তু এবে রাখি যদি এ ঘৃণ্য জীবন,

সুজ্জিত করিব ধরা নিষ্ঠুর আচারে।

দেখিব দেখিব—

প্রবল শোণিত-স্রোতে তিতি' বহুমতী

হয় বা না হয় তার আচার' বর্জন!

কহ্লাটিক। কুমার, আর কি নিমিত্ত ইতস্ততঃ

ক'ছেন? শাস্ত্রের বচন—“বীরভোগ্যা

বহুধরা”।

অশোক। সত্য।

(বেগে বিন্দুসারের দেহরক্ষককের প্রবেশ)

দেহরক্ষক। রাজকুমার, অবধান, মহারাজ
মানবলীলা সংবরণ ক'রেছেন।

কহ্লাটিক। সে কি?

দেহরক্ষক। মহারাজ হেথা হ'তে নিজগৃহে
প্রত্যাবর্তন ক'রে “সুসীম, সুসীম” বলে
চীৎকার ক'রলেন। অকস্মাৎ শোণিত
বমন হ'য়ে প্রাণবায়ু নির্গত হ'লো।

অশোক। এও আমার কঠোর শিক্ষার অন্ত-
র্গত। আমিই এক প্রকার পিতার
মৃত্যুর হেতু। আমি ভাগ্যবান্ বা অভাগা
জানি না, কিন্তু রাজ্য-গ্রহণ আমার নিশ্চয়
সংকল্প।

কহ্লাটিক। মহারাজ সিংহাসন গ্রহণ করুন,
রাজসিংহাসন কখন রাজাশূন্য থাকে না।

[অশোকের সিংহাসন স্পর্শ করণ।

কহ্লাটিক ও রাধাশুণ্ড। (অশোকের মস্তকে
রাজমুকুট পরাইয়া দিয়া) জয় মহারাজ
অশোকের জয়!

রাধা। কিন্তু বহুকাল্য সমুখে; অনেক রাজ-
অমাত্য এবং সেনাপতি প্রভৃতি অনেক
কর্মধ্যাক্ষ কুমার সুসীমের পক্ষ। তাঁরা
সকলেই কুমার সুসীমকে রাজা করবার

জন্ম উদ্ভোগী হবে, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না
হয়, একজন্ম আদ্যোদেহ বিশেষ বয়স আব-
শ্যক।

অশোক। সুবরাজের পক্ষে সেনাপতি ব্যতীত
আর কে?

কহ্লাটিক। মহারাজে, আর সুবরাজ ব'লবেন
না, তিনি তক্ষশিলা রাজ্যের নিমিত্ত ব্যগ্র
হ'য়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া উপেক্ষা
ক'রেছিলেন। এখন সুবরাজ নির্দেশ
করবার ভার মহারাজের।

(কয়েকজন রাজ-পরিষদের প্রবেশ)

১ম পরিষদ। মন্ত্রী মহাশয়, সংবাদ কি সত্য?

২য় পরি। এ কি, সিংহাসনে কুমার অশোক
কি নিমিত্ত?

রাধাশুণ্ড। আপনারা তো জানেন, সিংহাসন
রাজাশূন্য থাকে না।

১ম পরি। সিংহাসন সুবরাজ সুসীমের।

কহ্লাটিক। তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন
নাই। তিনি যৌবরাজ্যের উপেক্ষা ক'রে
বারবিলাসিনীর প্রেরচনায় তক্ষশিলায়
গমন ক'রেছিলেন। স্বর্গগত মহারাজ
তাঁর সম্মান স্বরূপ সুবরাজ ব'লতেন,
প্রকৃতপক্ষে তিনি সুবরাজ নন।

১ম পরি। অত্যাশ্চর্য ব'লচেন, উনি মহারাজ
পরিত্যক্ত পুত্র।

অশোক। না, আমি তক্ষশিলাজয়ী; পিতৃসত্যে
আমারই সিংহাসন।

২য় পরি। আমরা তা স্বীকার করি না।

অশোক। অস্বীকারের কল মৃত্যু।

পরিষদগণ। না, রাজদ্রোহী—মৃত্যু।

(অসি নিষ্কাশন)

(সেনাগণ সহ আকালের প্রবেশ)

আকাল। আরে সভাসদ ম'শায়েরা, তাও কি
হয়! আমরা যে সব এ দিক ও দিক
ছিলুম! মহারাজের তলোয়ারখানা অনেক
কাটাকাটি ক'রে হয়তো ভেঁটা হ'য়ে
গিয়েছে।

অশোক । সভা, আমার অসি বীরের নিমিত্ত,
এ সকল কাপুরুষ বধের নিমিত্ত নয় ।
এদের কারাগারে ল'য়ে যাও । (মন্ত্রীঘরের
প্রতি) মহাশয়, স্বরূপ ব'লেছেন, অনেক
কার্য—বিরামের অবসর নাই ; আহন ।
[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

—:—

প্রান্তরমধ্যস্থ শিবির অভ্যন্তর ।

সুসীম, চিত্তহরা ও নর্তকীগণ ।

(নর্তকীগণের গীত)

ব'সো আদরে বামে, বহে মধু যামিনী ।
ধবো আদরে করে, পাশে ব'সে কামিনী ।
প্রেমিক-প্রাণে কত পিয়াস জাগে,
চোখে চোখে কথা, প্রাণে সোহাগ মাগে ;
ধরা ফুলমালিনী নিশা শশীশালিনী ॥
সুখের নিশি, খেলে মদন রতি,
সুখের নিশি, খেলো যুবা যুবতী,
সুখের রাত্তি, খেলো প্রেমোদে মতি,
প্রেমোদে কলিকা দোলে মুহূর্তসিনী ॥
চিত্তহরা । নে নে, তোদের আর গাইতে
হবে না, চলে যা ।

[নর্তকীগণের প্রস্থান ।

সুসীম । কেন, শোনো না, কি ক'রবে ?

চিত্ত । যাও সুবরাজ ! তক্ষশিলার গোলাপ-
কুঞ্জ আমার মনে পড়েচে, আর আমার
কিছু ভাল লাগছে না ।

সুসীম । কিন্তু আমার তো ভাল লাগছে ?

চিত্ত । তোমার নীরস প্রাণ, তাই তোমার
ভাল লাগছে ।

সুসীম । তুমি গোলাপকুঞ্জ ত্যাগ ক'রে
এসেছ ; কিন্তু আমার গোলাপকুঞ্জ আমার
লজ্জা ; তোমার যৌবন প্রফুল্ল উপবন,
গোলাপকুঞ্জ তোমার কপালে, গোলাপ-
কুঞ্জ তোমার অধরে, কুসুমরাশির উপর
উদার আভার ন্যায় তোমার বর্ণ-আভা,

প্রভাত-সন্ধ্যারে জীবৎ আন্দোলিত সরোবর
তরঙ্গের ন্যায় তোমার অঙ্গ-তরঙ্গ । তুমি
যেখানে, সেই থানেই আমার নন্দন-
কানন ।

চিত্ত । এখন আর তুমি আমার কোন কথাই
শোন না । কেন বল দেখি, এত তাড়া-
তাড়ি তক্ষশিলা ত্যাগ করে এলে ?

সুসীম । না না—বোঝো না, কেন চিন্তিত
হ'চ্ছ ? পিতা গীর্জাই মব্বেন পত্র লিখে-
ছেন । আমায় সিংহাসন দেবার অপেক্ষায়
বহু যত্নে প্রাণবায়ু বহির্গত হ'তে দেন
নাই । কেবল সিংহাসন গ্রহণের বিলম্ব
মাত্র । রাজমুকুট ধারণ ক'রেই আজ্ঞা
দেবো, পাটলিপুত্রের পরিবর্তে তক্ষ-
শিলার রাজধানী হবে ।

চিত্ত । তুমি যেমন ঐ বুড়োর কথায়
বিশ্বাস করো । এই তো পক্ষাঘাত আজ
ক'বছর হয়েছে, এই আজ মরে কাল মরে
বরাবর শুন্ছি । তুমি যখন তক্ষশিলায়
যেতে চেয়েছিলে, বুড়োর তোমার হাতে
ধরে কান্না, “যেও না সুসীম, গেলে আর
দেখা হবে না ।” সে তো আজ বছর
ফিরতে গেল, কই ম'লো ?

সুসীম । না না অবস্থা বড় শোচনীয়, দিন
দিন মন্দ হয়ে আসছে, রাজবৈষ্ণু স্বয়ং
আমায় পত্র লিখেছেন । তা না হলে কি
আমি তক্ষশিলা ছেড়ে আসতুম ।

চিত্ত । আর কতদিন তাঁবুতে তাঁবুতে
থাকতে হবে ?

সুসীম । নিকটেই এসেছি, পাটলিপুত্র আর
এক দিনের পথ ।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা । মহারাজ, পাটলিপুত্র থেকে দূত
এসেছে । শুনলুম বড় দুঃসংবাদ ।

চিত্ত । তারে এই থানেই ডাক, বুড়ো
ম'লো কি না শুনি ।

[পরিচারিকার প্রস্থান ।

বুড়ো যদি ম'রে থাকে, তোমার কিন্তু তিন দিনের ভেতর তক্ষশিলায় ফিরতে হবে। মাথায় মুকুট পরার বা দেবী, আর দেবী ক'রতে পাবে না।

(আকালের প্রবেশ ও ক্রন্দন)

সুসীম। কি হ'য়েছে—তুমি রোদন ক'চ্ছ কেন?

আকাল। মহারাজ ম'রেছে।

চিত্ত। খুব ক'রেছে।

আকাল। অমনি খামকা খুব ক'রবে? এত অন্তায় নয়! (ক্রন্দন) বুড়ো হ'লে কি একটু আঁকেল থাকতে নাই! মলেই হলে, একটু ভর ক'রতে নাই! এইখানে যুব-রাজের তাঁবু আর বেহারা বুড়ো সেই খানে তুই মলি!

সুসীম। পিতা ম'রেছেন?

আকাল। খুব ম'রেছেন, মুখে রক্ত উঠে ম'রেছেন।

সুসীম। আমার রাজ্য দিয়ে গেছেন?

আকাল। তা বুড়ো তার ভর ক'রলে কই? খামকা মলো। আর সেইটে গো—সেইটে রাণীমাসী, যেটাকে দেখে ডরাও, সেই সিংহাসনে চেপে বসেছে। কি হবে গো—কি হবে। (ক্রন্দন)

সুসীম। কে সিংহাসনে ব'সেছে?

আকাল। কে বল না গো মাসী রাণী? বট না নিম না—অশথ?—ঐ যে কি একটা নাম বলে—

সুসীম। অশোক সিংহাসনে বসেছে?

আকাল। ব'সলো আর সাধে—ঐ বুড়োর আঁকেলে!

সুসীম। তার পর?

আকাল। আমি ভেউ ভেউ করে কাঁদলুম।

সুসীম। আমি যুবরাজ থাকতে অশোক সিংহাসনে ব'সলো! কেউ কোন আপত্তি ক'রলে না?

আকাল। আপত্তি ক'রবে?—ঐ ছোটো বুড়ো খেমটা নাচ নাচলে গো!

চিত্তহারা। বুড়ো কে?

আকাল। তুমি রাণী মাসী, থাকো থাকো

ছাকা হও, এই একটার নাম কালাটোকা না কি?

সুসীম। কল্লাটক?

আকাল। আর তার পো ধরাটা।

সুসীম। সেনাপতি কিছু বলেন না?

আকাল। বলে না, খুব বলে,—চুপি চুপি আমার কানে কানে বলে!

সুসীম। কি বলে?

আকাল। তাইতো গো কি ব'ল্লে রাণী মাসী?

চিত্ত। বল্লে তোর শুষ্টির পিণ্ডি।

আকাল। না, ও কথা তো নয়—

সুসীম। আমার বেতে ব'লেছে?

আকাল। হ্যাঁ, একেই বলে রাজবুদ্ধি! যেতে বলেছে, পিণ্ডি নয়,—পিণ্ডি নয়,—যেতে বলছে।

চিত্ত। তুমিও যেমন যুবরাজ, তোমার সেনাপতিও তেমনি। বোকা লোক, কিছু ব'লতে পারে না, একে পাঠিয়েছি।

আকাল। ব'লতে পারে না! এইবার ছ'স ক'রে বলি। রাণী মাসী, এই রাতারাতি যুবরাজকে নিয়ে আমার সঙ্গে চলো। একেবারে গিয়ে পড়ো—আর যার কোথা টকাটক শির ওড়াও—

সুসীম। আমার সৈন্তসামন্ত সব সজ্জিত হ'তে বলি, কতক লোকজন পেছিয়ে রয়েছে, কাল সকালে উপস্থিত হবে।

আমি কাল যুদ্ধযাত্রা করবো।

আকাল। তবেই বেগোড় ক'রলে!

সুসীম। সেনাপতি আমার একা যেতে ব'লেছে না কি?

আকাল। তবে আর মজা হবে কি? যেমন তোমরা রাতারাতি জোড়ে গে ব'সবে রাণী মাসী, অমনি “জয় মহারাজ সুসীমের জয়” হলা ক'রে টকাটক মাথা ওড়াবো। আমি কিন্তু সেই বুড়ো ছোটোর গর্দানা টিপে ধরবো। ছাড়বো?—তবে আর রাগ প'ড়বে কিসে?

চিত্ত। চলো—চলো যুবরাজ—

আকাল। আরে এসো না গো—কি ভাবছ মহারাজ? পূব দোরে জনমানব নাই,

মনে ক'রেছে—খাল কাটা আছে, সে দিয়ে আর কেউ যেতে পারবে না, আমি অম্নি তোমাদের নিয়ে ছুট ক'রে গিয়ে নগরে উঠবো ।

সুসীম । চলো, আমি দূর হ'তে দেখবো, যদি তোমার সুরভিসন্ধি থাকে, তখনি তোমার প্রাণবধ ক'রো ।

আকাল । মহারাজ মার দেখবেন কি, আমি রাণী মাসীর মুক্তার মালা মাথায় জড়িয়ে নাচবো ।

সুসীম । চলো আমার ইচ্ছায় অশোক নির্দাসিত হ'য়েছিল, তার মাতা, পত্নী প্রভৃতি কারাবাসে । আবার আমায় উপেক্ষা ! এবার অশোকের সহিত তার সপরিবারকে তপ্ত তৈলে বিনাশ ক'রবো চলো —

[সকলের প্রস্থান ।

ভূত্য গর্তাক ।

—:—

পাটলিপুত্র নগরের পূর্ব ভোবণ ।

অলস্ত অন্ধাব ও খদিরপূর্ণ পরিখা,—
ততুপরি অশোক-মূর্তি ।

কল্লাটক ও রাধাগুপ্ত ।

রাধাগুপ্ত । অতি চমৎকার শিল্পী ! দেখুন—
একদিনে কি সুন্দর মহারাজের মূর্তি নিৰ্মাণ ক'রেছ, প্রকৃত যেন মহারাজ অশেকে দাঁড়িয়ে আছেন বলে ভ্রম হয় । পরিখার নিচে অগ্নিকুণ্ড রেখে কি সুন্দর আচ্ছাদন দিয়েছে । দিনমান্নে যেন সুন্দর রাজপথ আমার অম্মভব হয়েছিল ।
কল্লাটক । কিন্তু সুসীম কি এত অর্কচীন হবে ? সে ব্যক্তির কথায় প্রতারিত হ'য়ে এই পথে আসবে ।

রাধা । আপনি চিন্তা দূর করুন, সে অতি চতুর, সুসীম যেরূপ অর্কচীন, সে ব্যক্তি নিশ্চয় কৃতকার্য হবে । চলুন আমরা অন্তরালে যাই ।

কল্লা । কিন্তু তা হোক, সেনাপতি ও সৈন্তেরা তার বশীভূত ; সুসীমের অপেক্ষায় এখনো অন্তরের ভাব প্রকাশ করে নাই । সুসীমের দৈন্ত নিকটস্থ হ'লেই সে তার স্বরূপ ব্যক্ত করবে । উজ্জয়িনীর কয়জন সৈন্তমাত্র আমাদের সহায় ।

রাধা । চলুন, আজই সেই উজ্জয়িনীর সৈন্য দ্বারা পাটলিপুত্রের সৈন্তগণকে অস্ত্রহীন করবার চেষ্টা করা যাক । এ সময়ে সকলেই প্রায় নিদ্রিত, সকলেই অসতর্কভাবে অবস্থান কচ্ছে । আমরা গোপনে অস্ত্রাগার অধিকার করি, তা হলে অন্য কার্য সহজ হবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(সুসীম, চিত্তহরা ও আকালের প্রবেশ)

আকাল । রাণী মাসী—রাণী মাসী,—চেনো তো—ঐ অশোক, পেছু ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ কোথাও নাই (সুসীমের প্রতি) সুবরাজ—সুবরাজ লাফ দিয়ে পড়ে গদানটা কেটে ফেলো ।

সুসীম । চুপ । (অশোকের মূর্তি ব প্রতি লক্ষ্য করিয়া) অ'রে নাপতিনী পুত্র শমন দর্শন কর । (বেগে ধাবমান) আগুন আগুন পুড়ে মলম । (পবিখায় পতন)

চিত্ত । একি হলো ! --

আকাল । পু'ড় মছে আর কি ?

চিত্ত । অ'্যা

আকাল । অ'্যা কি ! তুমিও ঝাঁপ দিয়ে দেখ না, বেশ গনুগনে আগুন ।

চিত্ত । প্রতারণা প্রতারণা

আকাল । ঠিক বুঝেছ মাসী !

চিত্ত । দোহাই বাবা দোহাই বোন্পো আমার কিছু বলো না । আমার সব গয়নাগাটা তোমায় খুলে দিচ্ছি ।

আকাল । আর খুল্যব কেন ? সাজগোজ করে আছো, ঝাঁপ দিয়ে সহ মবশে' যাও না ! তা কি করবে দেখ, আমি চলুম । এক একবার বোন্পো বলে মনে করো ।

[আকালের প্রস্থান ।

চিত্ত। হায় হায়, কি হলো, আমি এখন
কোথায় যাব !

(মারের প্রবেশ)

মার। চিন্তা কর দূ, কি ভয় তোমার ?
সর্বদা বয়ে'ছ আমি তোমার রক্ষণে ।
এক বার্ষ্য করেছ সাধন,
অন্য কার্য্য করহ গ্রহণ ।
তুমি প্রিয় তনয়া আমার
মম বাঞ্ছা সম্পূর্ণ হবে তোমা হ'তে ।

চিত্ত। কে তুমি ? এই ত আমার পথে
বসিয়েছ। এখন প্রাণবধ হ'তো ; কি
জানি কেন সে আমার বধ করে নাই। হয়
তো শত্রুপক্ষীয় কেউ দেখলেই আমার
প্রাণবধ হবে। আমি বেশ ছিলুম, কেন
তুমি আমার প্রতারণা ক'রে আমার মার
কাছ থেকে নিয়ে এলে ?

মার। কেবা আমি পরিচয় চাহ স্নলোচনে ?
বহু নামে পরিচিত আমি,
ধরণী আমার লীলাভূমি,
নর-নারী-হৃদিমাঝে অটালিকা মম ।
শুন স্বকেশিনি,
কেহ কহে সয়তান আমার,
মার নামে পরিচিত বৌদ্ধের নিকটে,
ওই নামে জৈন করে সম্ভাষণ,
হিন্দুগণে অবিভা নায়ার পুত্র জানে ।
মমাস্রয় গ্রহণ যে করে,
নারী কিম্বা নরে,—
অতুল ঐশ্বর্য্য করি তাহারে প্রদান ।
ধন, জন, মান—

সংসারে প্রধান কহে লোকে ।
আত্মা মোরে করেছ বিক্রয়,
সর্বত্র হইবে তব জয় ।
এসো, আছে অশ্রু বহু কাজ ।

চিত্ত। আর আমার তোমার বিশ্বাস নাই ;
এই তো তুমি আশা দিবে নিরাশ করেছ।
এখন কে আমার প্রাণবধ ক'রবে !
ভাগ্যিস সে আমার বধ করে নাই, অন্য
কেউ দেখতে পেলে আমার প্রাণ নেবে ।
আমার উপর মন্ত্রীদের রাগ, অশোকের

রাগ, আমার ধ্বংসে পাবলে আর আমার
নিস্তার নাই ।

মার। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার
কথা কেন অবিশ্বাস ক'র ? আমার
মতাবলম্বী হয়ে একটা " " ক'র কববার
ধনরত্ন পেয়েছ। অতীত তোমার মিথ্যা
বলি নাই। তুমি পাটরাণী হবে বলেছি ;
সুসীমের রাজরাণী হবে, এ কথা তুমি
আমার মুখে শোনো নাই। বলেছি
তুমি সাম্রাজ্যোৎসাহী হবে, তোমার অচিরে
অশোকের বামে বসাবো ।

চিত্ত। সে আমার পেলেই তো কেটে
ফেলবে !

মার। না, তোমার রূপে মুগ্ধ হ'ব ।

চিত্ত। তাই যদি হয়, ওমা যেহেতু কথা, ঐ
কুরুগু কুপুরুষকে নিয়ে থাক'ব চেয়ে
আমার মরণ ভাল। কুনাল রাজা হতো,
তার রাণী হওয়ার সুখ ছিল। আঃ মরি মরি
কি ছুটি চক্ষু—বেন কুনাল পাখী ! আমি
তোমার কথা শুন'বো না, আমি রাজার
রাণী হতে চাই নি, আমি যেখানে
ছিলুম—সেইখানে যাব। সুসীমের কাছে
যা পেয়েছি, তা ত আমার এ জন্যটা
রাজরাণীর মত কেটে যাবে ।

মার। অবোধা হয়ো না, অবোধা হ'লে ধনরত্ন
কিছুই থাক'বে না। যে কুটীরবাসিনী
ছিলে, সেই কুটীরবাসিনী পুনর্বার " ।
সামান্য কপর্দক বিনিময়ে অতি রূপ
পুরুষকেও দেহ বিক্রয় কর'তে, এখন
রাজোৎসাহের প্রতি তোমার ঘৃণা ! রাজরাণী
হ'লে কুনালকে ইচ্ছা করো, কুনালকে
বলীভূত ক'রতে পারবে ;—নচেৎ আমার
কোপে সর্ব্বদা নষ্ট হবে ।

চিত্ত। ও মা, যে গোয়ার অশোককে আমি
কেমন করে বধ কর'বো ?

মার। তার উপায় আমি কর'বো। এসো
আমার সঙ্গে ।

চিত্ত। কোথায় যাব ?

মার। পুষ্পবনে নানা আনন্দে দিনযাপন
কর'বে, সঙ্গীত-কলনিতো তোমার প্রবণ তৃপ্ত

হবে, সুন্দর দৃশ্যে নয়ন রঞ্জিত হবে, স্বাভাৱ
দ্রব্যে দেহ পুষ্ট হবে, স্বরতি-কুসুমলবায়
নিদ্রা যাবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্তীক ।

পাটলিপুত্র —রাজ-সভা ।

অশোক, কল্লাটক, রাধাপুণ্ড, অন্যান্য
রাজগণ, সভাসদ ও প্রহরীগণ ।

কল্লাটক । সমাগত ভারতের রাজেন্দ্রমণ্ডল ;
একমাত্র অনাগত কলিঙ্গ-ঈশ্বর,
কিরেছেন রাজ্যস্থে অর্দ্ধ পথে আসি ।
দম্ভভরে দৃত তাঁর দিল সমাচার,
করপ্রদ রাজা নন অশোক রাজার ।
নির্দোষিত যুবরাজ কুমার সুগৌম,
সখ্যতার আবদ্ধ ছিলেন তাঁর সনে ।
পিতৃভ্রাতৃহী ভ্রাতৃভ্রাতৃহী, তারে কদাচন
সম্রাট সম্মান নাহি করিবে প্রদান ।

১ম রাজা । মন্ত্রী মহাশয়, কলিঙ্গপতির নিতান্ত
দাঙ্কিতা, আমি এই সমাগত রাজেন্দ্র-
বর্গের মুখপাত্র হ'য়ে মহারাজাধিরাজ
অশোককে অবনত মস্তকে সম্রাট ব'লে
অভিবাদন ক'চ্চি ।

সকলে । জয় মহারাজাধিরাজ অশোকের
জয় !

(মারের প্রবেশ)

কল্লা । আপনি কে ?

মার । আমি, মহারাজের নিমিত্ত উপঢৌকন
আনয়ন করেছি । মহারাজ কৃপায় গ্রহণ
করুন । [উপঢৌকন সম্মুখে স্থাপন ।
অশোক । আপনি কে ? এ সকল বহুমূল্য
উপঢৌকন ! এ সকল আপনি কোথায়
পেলেন ?

মার । মহারাজের সহিত আমি পরিচিত,
মহারাজের বস্ত্রই মহারাজকে অর্পণ কচ্চি ।

আমি আমার করযোড়ে প্রার্থনা, মহারাজ
আমার দাস ব'লে গ্রহণ করুন ।

অশোক । আপনি সেই বাজীকর, যার সহিত
প্রান্তরে সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

মার । হাঁ মহারাজ, যেক্রপ ভবিষ্যৎ গণনা ছিল
—তা সত্য, পরীক্ষায় আমার প্রতীতি
জন্মেছে । আপনার চির অধীন, তাই
অধীনতা স্বীকার ক'রতে উপস্থিত ।

কল্লা । আপনি কে, তার তো পরিচয় দিলেন
না ।

মার । অগ্রে মহারাজের পরিচয় শুনুন ; মহারাজ
আপনি ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্র, পৃথিবী পাপ পরি-
পূর্ণ, এই পাপ-দমনের নিমিত্ত নররূপে
অবতীর্ণ হয়েছেন । নরদেহ ধারণে মোহা-
চ্ছন্ন, সে নিমিত্ত আপনার পূর্বস্মৃতি আব-
রিত ; আপনার চিরদাস আজ্ঞাবহন
ক'রতে উপস্থিত ।

রাধা । আপনি, কে পরিচয় দিন ?

মার । আমি দেব-শিল্পী, স্বরপুত্রে আমার
নাম ময়, দেবরাজের কার্যে ধরায় উপস্থিত ।

রাজদরশনে আমার পূর্বস্মৃতি জাগরিত !

কল্লা । আপনি কিস্তের জায় কি ব'লছেন ?

মার । আপনি ত্রীকুব্জ রাজমন্ত্রী, আমি
ক্ষিপ্ত বা সত্যবাদী পরীক্ষা করুন ।

আমি ভূত ভবিষ্যৎ অবগত ।

কল্লা । আচ্ছা ভবিষ্যৎবার্তা কি বলুন ?

মার । মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারাজের জীবন
সংহারার্থে কোন বিপক্ষ তীর নিক্ষেপ
ক'রবে, কিন্তু মহারাজের দেবত্বপ্রভাবে
লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে ।

(অকস্মাৎ অশোকের মস্তকের উপর
দিয়া তীরের গমন)

নেপথ্যে । ধব্ ধব্—

অশোক । বোধ হয় তুমিই সেই তীর-নিক্ষেপ-
কারীর উপদেষ্টা ।

মার । সমস্ত শ্রবণ করুন, পরে আমার বেঙ্গল
বিবেচনা করেন, করবেন । আমার প্রতি
দোষারোপ করবেন না । মহারাজের
শত্রুর উপদেশে এ তীর নিক্ষিপ্ত । যুব-

বাজ সুদীর্ঘ পত্নী পূর্ণগর্ভবতী, তাঁরই
সন্তানকে সিংহাসন প্রদানের জন্তু তীর
নিষ্কিপ্ত হয়েচে।

(তীবন্দাজকে ধৃত কবিতা বাজপ্রহরীঘরের
প্রবেশ।)

অশোক। তুমি তীর নিক্ষেপ কবেছ?

তীবন্দাজ। হাঁ, বাজদ্রোহী বিনাশার্থে।

অশোক। কাব উপদেশে?

তীব। সে কথাব উত্তর আমার নিকট
প্রাপ্ত হবেন না।

কল্লা। বহুদায় তোমার জিহ্বায় সত্য বাক্য
নিঃসৃত হবে।

তীর। পরীক্ষায় ব্যবহন—কদাচ না।

অশোক। এরে কাবাগারে ল'য়ে যাও।

[তীবন্দাজকে লইয়া প্রহরীঘরের প্রস্থান।

মাব। মন্ত্রী মহাশয়, আমাব প্রতি সন্দেহ দূর
করুন। আরও ভবিষ্যৎ গণনা শুনুন,
মহারাজ মাতৃবিয়োগ জনিত শোক সন্তপ্ত
হবেন, বাজপত্নী অদর্শন হবেন, রাজ-
পুত্র রাজপ্রসাদ উপেক্ষা ক'বেন, সুদীর্ঘ-
পত্নীর গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ
ক'বে, যদি জীবিত থাকে, সে মহাবাজা-
ধিবাজ অশোকের উপর আধিপত্য প্রচার
ক'বে।

নেপথ্যে। রাজমাতা আসছেন, রাজমাতা
আসছেন—

(সুভদ্রাকীর প্রবেশ)

সুভদ্রাকী। অশোক, দৈবজ্ঞ-গণন পূর্ণ আজি,
তোমাতে নেহারি সিংহাসনে,
এ সংসারে আর স্থান নাহিক আমার।
রাজ্যেশ্বর দেখিতে তোমায়,
প্রাণবায়ু আছে মম কায়;
সেই সাথে রাজগৃহে আগমন মম,
সেই বাসনার আজি এ ধরায়,
সেই হেতু পতি সনে চিতা-আরোহণে
করি নাই একত্র গমন।
আজি পূর্ণ মনস্কাম
বক্ষে ধরি পতির পাছকা—
পতি-পদ সেবিবারে করিব প্রয়াণ।

অশোক। কেন গো জননি, কেন কহ
নিদারুণ বাণী,

রাজগৃহে চিরদিন তুমি মা স্থিতি।

সন্তানের অধু কামনার

কত মাতা সহেছ লাঞ্ছনা।

হুদিন হ'য়েছে গত আশা গণন,

কেন মাতা, কেন তবুওঁদেহ পরিহারি

সন্তাপিত পুত্রেতে তাজিয়ে

চাহ দিতে দেহ বিসর্জন।

সহেছ মা বিস্তর আশার তরে,

দেখে বাও সুখী কর দিন।

সুভদ্রা। ধর বৎস বাক্য মম, তুমি সুপতি হ,

সংস্কার ছদয়ে সবার—

ব্রাহ্মণ-কুমারী আমি, রাজভোগ হেতু

আমি রাজপুত্রে বরষি রাজ্যারে,

ক্ষৌরকার্যে ভুলাইয়ে নৃপতির মন

প্রতিষ্ঠিত মহিবীর পদে।

সাধুর কথার, রাজ্যেশ্বর পুত্র-কামনার,

আসিদ্ধিহি রাজপুত্রে প্রত্যয় না করে।

সে প্রত্যয় করিতে স্থাপন,

মাতার কলঙ্ক তব মোচন কারণ,

সতীর কর্তব্য কার্য করিতে সাধন,

ভোগ-দেহ তন্নীকৃত করিব চিতায়।

নহ তুমি অবাধ্য কুমার,

মাতৃ-মহাকার্যে বাধা করো না প্রদান।

[সুভদ্রাকীর প্রস্থান।

অশোক। মা মা—

[অশোকের পশ্চাত্তাপ প্রস্থান।

কল্লা। অকস্মাৎ কি হুর্দৈব! সভাভঙ্গ
হোক, রাজন্যবর্গ নিজ নিজ স্থানে বিরাম
লাভ করুন।

[কল্লাটিক, রাধাপুত্র ও মার ব্যতীত
সকলের প্রস্থান।

আপনি কে? কিরূপে এ সকল সংবাদ
অবগত?

মার। আমি আপনাকে পরিচয় দিয়েছি, কিন্তু
আমি যে সত্য ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান
অবগত, সে প্রত্যয় আপনার জন্মে নাই।

যে শিল্পী মহাবাজ আশোকের মূর্তি নির্মাণ
এ'র যুবরাজ সূসীমকে প্রতারিত
ক'বেছিল, আমিই সেই শিল্পী । আমি
মহারাজের শুভাকঙ্কী । আমার বাক্যে
অবিশ্বাস করেন করুন, কিন্তু আপনারা
বাদনীতিজ্ঞ, সূসীমের পুত্র জীবিত
থাকলে বিদ্রোহের মূল উৎপাটিত হবে
না ।

[মারের প্রস্থান ।

বাধা । মহাশয়, এ ব্যক্তি বেই হোক,
এ কথা সত্য যে সূসীমের পুত্রসন্তান
যত্বপি জন্মগ্রহণ করে, তারে রাজ্য
প্রদানের জ্ঞাত্য অনেকেই উত্তোষী হবে ।
মহারাজ সম্মত হবেন না—আমাদের
কর্তব্য, গোপনে এর মূলোচ্ছেদন করা !
দেখুন—বিবেচনা করুন ।

কহ্না । রাজকার্য্যে দয়া বা নিষ্ঠুরতা উভয়ই
পরিহার্য্য ।

বাধা । সত্য, কিন্তু কোশলে রাজ-অনুমতি
গ্রহণ প্রয়োজন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্তীক ।

—:~:—

পাটলিপুত্র—রাজ-অস্ত্রপুর ।

পদ্মাবতী, দেবী, কুনাল, মহেন্দ্র ও সজ্জমিত্রা ।

কুনাল । মা, মা, আমি আর এক মা পেয়েছি;
আমি ভাই পেয়েছি, ভগ্নী পেয়েছি; দেখ
মা দেখ—আমার নূতন মা কেমন !
কেমন চাঁদপানা ভাই, কেমন চাঁদপানা
ভগ্নী ! মহেন্দ্র, সজ্জমিত্রা—মাকে গান
শোনাও ।

হস্ত ।

মহেন্দ্র ও সজ্জমিত্রা ।

নর-দেহে শুবে কেন এসেছি ভবে,
যদি ভাগবাসী নরে বিলাতে নারি ।
আছে মানব-জন্ম, তবে দিব পরিচয়,
অমাখে হৃদে যদি ধরিতে পারি ॥

কুনাল (অঁকর দিয়া) ।

মিছার এ ছার শরীর ধারণ
করি অনাথ সেবা—

সফল হবে মানব-জন্ম ।

মহেন্দ্র ও সজ্জমিত্রা ।

হেরি দুখ নিশিদিন, যদি রহি উদাসীন,
মুছাতে নয়ন-বারি নারি যতনে ।

কর বিফলে দোলে, কেন চরণ চলে,
জন-হিতব্রত যদি না থাকে মনে ॥

কুনাল (অঁকর দিয়া) ।

স'হে জ্বিতাপ দহন,

কেন মাটির দেহ ক'ব্বো বহন ।

মহেন্দ্র ও সজ্জমিত্রা ।

আত্ম-প্রসাদ, যদি নাহি করি সাধ,
ভঙ্গুর দেহে ফিরি কি ফল আশে ।

ধনজন-মান বিনা আত্মপ্রদান
প্রয়োজন কিবা এই পাছবাসে ॥

কুনাল (অঁকর দিয়া) ।

আত্মপ্রসাদ আত্মদানে—

শান্তিদেবী বসেন প্রাণে ।

পদ্মাবতী । দিদি, কে তুমি ?

দেবী । রাজরাণী, তুমি আমাব দিদি, আমি
তোমাব দাসী । আমি বণিক কন্যা,
সাধুর আদেশে মহাভাগ্যে মহাবাজের
গলার মালা প্রদান ক'রেছি । মহারাজের
ওরসে এই পুত্রকত্তা ।

পদ্মা । দিদি, দিদি—আমার পরম আনন্দের
দিন, আজ আমি ভগ্নী পেলেম, আমার
একটি সন্তান ছিল, তিনটি হল ।

দেবী । না রাজরাণী, আমি তোমার ভগ্নী-
সম্বোধনের যোগ্য নই, আমি ও আমার
সন্তানেরা রাজপুরবাসী হবার যোগ্য নয় ।
আমি পবিত্র রাজরাণী দর্শনে জীবন সার্থক
ক'ব্বো, পুত্রকত্তা পবিত্র পদধূলি গ্রহণ
ক'ব্বো, সেই বাসনার হেঁথায় উপস্থিত
হ'য়েছি ।

পদ্মা । কেন দিদি, কেন, তুমি রাজপুত্রের
যোগ্য নও কেন ? হুই ভগ্নীতে একজ
থাক্বো, রাজপুত্র,—রাজকত্তার জ্ঞায়
তোমার কন্যাপুত্র প্রতিপালিত হবে ।

দেবী। দিদি, আমার কন্যাপুত্র ভোগের
জন্ত জন্মগ্রহণ করে নাই; বরং ভূমি-
শরনে অভ্যস্ত, ফলমূল আহায়ে তুষ্ট,
রাজভোগ আমাদের নিবেদন। এ বালক
বালিকার পালনভার আমার, সেই
নিমিত্তই সংসারে আমার স্থান।

পদ্মা। আহা দিদি, কেন এ কঠিন পণ
ক'রেছ? রাজগৃহে আলো করা বালক-
বালিকাকে কেন সন্ন্যাসীর ভ্রাতৃ দীক্ষিত
ক'চ্ছ? তুমি শ্রবণ রাজসিংহাসনের
উপযুক্ত, কি নিমিত্ত সকল স্তূথে বর্জিত
হ'চ্ছ? তোমাব কথায় আমার চখে ভল
আসছে।

দেবী। কেন দিদি, দুঃখিত হ'চ্ছ? তোমার
আশীর্ব্বাদে আমার মত ভাগ্যবতী ধরণীতে
জন্মগ্রহণ করে না। আমি বামন হ'য়ে
চন্দ্র স্পর্শ ক'রেছি, চন্দ্রসুধা পান ক'বেছি,
দেবকার্য্যে সন্তান উৎসর্গ করেছি।

পদ্মা। ভগ্নি, তুমি কি মহারাজের আদেশ
মত সকল ভোগে বঞ্চিত হয়েছ, পুত্র
কন্তাকে বঞ্চিত ক'বেছ?

দেবী। না ভগ্নি, মহারাজ পুনঃ পুনঃ আমা-
দের রাজগৃহে অবস্থান কবতে অহুরোধ
করেছিলেন, কিন্তু যে মঙ্গলময় সাধুর
ক্লপায় এই ছুটি রত্নলাভ করেছি, তাঁরই
আদেশে মহারাজের পদে মার্জনা প্রার্থনা
ক'রে সেই সাধুর ইচ্ছামত জীবন যাপন
ক'চ্ছি। কন্তা ভূমিষ্ঠা হবার পর আর
রাজদর্শন আমার ঘটে নাই। আমি
মহারাজের অজ্ঞাতস্থানে কুটীরবাসিনী
ছিলেম। যদিচ আমি মহারাজের গলে
নালাদান ক'রেছি, আমি রাজনীতি
অজ্ঞসারে বিবাহিতা নই। আমি রাজ-
পুত্রবাসিনী হ'লে মহারাজের কলঙ্ক হবে।

পদ্মা। তুমি দেবী, কলঙ্ক তোমায় স্পর্শ করে
না। তোমায় গৃহে স্থান দিলে গৃহ পবিত্র
হয়। তুমি স্বেচ্ছায় কেন ভোগহুখে
বঞ্চিত হ'চ্ছ?

দেবী। ভগ্নি, সেই সাধুর উপদেশে আমার
হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে যে, আত্মত্যাগই পরম-

ভোগ, আমার বাক্য ভোগই কণ্টক
বিল্বিত।

পদ্মা। ধন্য তোমায় সাধু, ধন্য তোমার
মনস্তাবসিদ্ধি, ধন্য তোমার
আত্মত্যাগ!

দেবী। দিদি, আমার আত্মত্যাগ অতি
সামান্য, আমি সেই সাধুর নিকটই শুনেছি,
তোমার আত্মত্যাগে পৃথিবী চমকিত হবে,
তোমার আত্মত্যাগে রাজ্যের কলুষ নাশ
হবে। আত্মত্যাগ-বলে স্বামীকে ল'য়ে
অকর স্বর্গভোগ ক'রবে। দিদি, আমি
আমি, আমার পুত্রকন্তাকে আশীর্ব্বাদ
করো, যেন এদের দ্বারা দেবকার্য্য উদ্ধাব
হয়।

পদ্মা। দিদি, একান্ত থাকবে না?

দেবী। না দিদি, এ আমার স্থান নয়।

কুনাল। মা মা, আমার তোমাদের সঙ্গী
কবে ক'বে যাবে? আমি কবে অমনি
ক'রে গান ক'রে বেড়াব মা!

দেবী। বাবা, মনোবাঞ্ছা দেবতা পূর্ণ করেন।
তুমি রাজ্যেশ্বর, রাজগৃহে থাক।

[পদ্মাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

পদ্মা। আত্মত্যাগই পরম ভোগ, যাতে
রাজভোগ উপেক্ষা করে! আশ্চর্য্য রমণী
—আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগিনী—আশ্চর্য্য কুমার-
কুমারী!

(পরিচায়িকার প্রবেশ)

পরি। রাণী মা, রাণী মা, যেমন কন্দ তেমন
ফল। যেমন তোমাদের দুপারে থে'লেছে,
তেমন পেটে পোরে অপঘাতে ম'রবে!

পদ্মা। কে—কে?

পরি। কে আর! আপনি অক্সা পেয়েছে,
মাগও আজ পেটে-পোড়ে মারা যাবে।

পদ্মা। কি হ'য়েছে?

পরি। সেনাপতি বিজ্রোহ ক'রেছিল না?

সেই রাগে মহারাজ হুকুম দিয়েছেন যে,
জুসীমের বে যেখানে আছে বধ করো।
আজ রাজ্যেই নাক নাড়া দেওয়া যুচে

যাবে। মনে ক'রেছিল, পেটের ছেলে
হোক সেয়ে হোক, রাজসিংহাসনে
বসাবেন।—

পদ্মা। তুই কোথায় লম্বা পেলি ?

পরি। কেন, মন্ত্রীশাহ টাক দিলে তার
দাসীদের ব'লেছে, আজ রায়ে দোর খুলে
রেখে সুয়ে থাকিস। বারা মারতে যাবে,
তাদের একজন আমার মামাতো ভাই,
আমার ছবছ সে সব খবর ব'লেছে।
দেখ না মা, রক্তে নলী ব'য়ে যাবে। যে
যেখানে শত্রু আছে, কাটা প'ড়বে।

পদ্মা। তুই এখন বা, আমি পূজাগৃহে
থাক্‌বো, কেউ না আমার বিরক্ত করে।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বুঝি আমার আশ্রয়ভাগের সময় উপস্থিত।
পতির মহাপাপ-কার্য্য অবশ্য নিবারণ
ক'রবো। এতে তাঁর কোপে পতিতা
হই, পরিত্যক্তা হই, আমার প্রাণবধ হয়,
তথাপি আমি এ নিষ্ঠুর কার্য্য নিষ্পন্ন হ'তে
দেবো না। আমি সহধর্ম্মিণী, পতির
কল্যাণ সাধন আমার কর্তব্য, কর্তব্যকার্য্যে
কখনও পরাশ্রুত হই নাই। কর্তব্য
কার্য্যে শ্রদ্ধাকুরাণীর শুশ্রূষার জন্ত
কারাবাসিনী হ'য়েছি; আজ উচ্চ কর্ত-
ব্যের দিন, এ আমার ভাগ্য।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ত্তাক।

—:~:—

পাটলিপুত্র—চন্দ্রকলার কক্ষ।

চন্দ্রকলা।

চন্দ্রকলা। এ কি পুরী—শুভ্র! দাস-দাসীরা
চ'লে গেছে, আজ সকলেই কথার অবাধ্য
হ'য়েছিল। আমার কি বধ ক'রবে ?
অশোক কি এত নিষ্ঠুর। আমার বধ
করুক, তাতে আমি হুঃখিত নই; যখন
আমি পতিহারা, আমার আর জীবনের
মমতা কি ? কিন্তু আমার গর্ভের

সন্তানের কি উপায় হবে ? ভেবেছিলাম,
সর্ব্ব হুলস্থলযুক্ত পুত্রের সুখ দেখে সকল
হুঃখ নিবারণ হবে। আমার পুত্রসুখ
দর্শন করবেন আশার মৃত্যুশয্যাও আমার
খণ্ডের কত আশ্বাস, আমি আসবামাত্র
উৎসবের আজ্ঞা দিলেন। সেই খণ্ডর
আমার নাই। অভাগার জীবনরক্ষা
কি রূপে করবো ? কোথায় যাব ?
চতুর্দিকে রাজপ্রহরী; পালাবার তো
পথ নাই। কি হবে, কি হবে,—ভগবান
রক্ষা করো !

(বেগে পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। দিদি দিদি, এই বজ্র পরিধান করো,
শীঘ্র চ'লে এসো।

চন্দ্র। কে তুমি ?

পদ্মা। আমার চিন্তে পাচ না দিদি ?

চন্দ্র। কে পদ্মাবতী ? এ বেশে কেন ?

পদ্মা। তুমিও বেশ পরিবর্তন করো। এসো
এই বজ্র পরিধান ক'রতে করতে এসো।
বিলম্ব ক'রো না, বিলম্ব করলে গর্ভস্থ
সন্তান রক্ষা হবে না, তোমার মৃত্যুর
সহিত তোমার সন্তান নষ্ট হবে।

চন্দ্র। অশোক কি এত কঠিন, আমার
স্বামীর প্রাণবধে ক্ষান্ত হলো না !

পদ্মা। কথার সময় নাই, সত্বর হও।

চন্দ্র। কোথায় যাব ?

পদ্মা। নগর পরিত্যাগ ক'রে যাই চল।
নগরে রাজচরের দৃষ্টিপথ থেকে লুক্কায়িত
থাক্‌তে পারবে না।

চন্দ্র। নগরদ্বার সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত, কি রূপে
বহির্গত হব ?

পদ্মা। এই সময় চণ্ডালেরা কার্য্য অবসানে
গৃহে প্রত্যাগমন করে, আমরাও তাদের
সঙ্গে বহির্গত হব। সেইজন্তে এ বেশ
পরিবর্তন ক'রতে বলছি, এসো, শীঘ্র
এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ছই জন ঘাতকের প্রবেশ)

১ম ঘাতক। এ কোন মাগী টাঙ্গী দিয়ে বিষ

খাওয়াতে হয়, মজীর যেমন কাজ, আমা-
দের বগ্গা ছটোকে পাঠিয়েছে।

২য় ঘাতক। আরে জানিসনে, হুসীম যেমন
ছিল, এ রাগীটে তেমন নয়—এর সব
রক্ষকেরা বশ।

১ম ঘাতক। দূর ভেড়ো, এর আবার রক্ষক
কোথায়? যমালয়ে এরে রক্ষা ক'বে।
তাদের কি একজনও বেঁচে? ঐ ভূতের
দলে আমিও এসেছিলুম; মজাসে টুক
টুক করে গর্দানো ওড়ালুম।

২য় ঘাতক। তবে যে একে মারতে কেঁচু-
মাচু ক'চ্ছিস?

১ম ঘাতক। আরে ছ্যা মেয়েমানুষকে মারব
কি?

২য় ঘাতক। আরে বুঝিস নি, এও এক
মাবতে মজা আছে রে—মজা আছে।
“বাবা মেরো না—মেরো না”—ব'লে
হাতযোড় করতে থাকে, অমনি বকে ছুরি
বসিয়ে দিলুম, ধড়ফড় করতে লাগলো।
এক এক বেটা মব্বার সময় গাল দেয়,
গুনতে ভারি মিষ্টি।

১ম ঘাতক। আরে দেখ, আমাদের মারবার
আগে বুঝি কেউ কাজ সেরে গিয়েছে।
এই যে গয়নাগাটি, কাপড় চোপড় সব
প'ড়ে র'য়েছে।

২য় ঘাতক। তোর যদি এক কানাকড়ি বুঝি
ঘটে থাকে! কাজ সেরে গেলে গহনা
কাপড়-চোপড় সব ছেড় যেতো? মাগী
আমাদের দম দেবার জন্তে কাপড়-চোপড়
কেঁলে কোথায় লুকিয়েছে। আর, খুঁজি
আর।

১ম ঘাতক। রাগীর বেশ না থাকলে চিন্বে
কেমন ক'রে?

২য় ঘাতক। জাকা আর কি' দরাজ হুসুম,
যাকে পাবো তাকে কাট'বো।

১ম ঘাতক। আরে সব দোর খোলা, কোথাও
চলে গেল, না কি?

২য় ঘাতক। মর ভেড়ো, বাঁদী বেটাকে দোর
খুলে রাখতে মস্তামশায় বলে নাই? সব
ভুলে বাস কেন?

১ম ঘাতক। আরে কোথায় কোথায় গেল দেখি
আর।

[ভক্তের প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য।

—:—

বনপথ।

পদ্মাবতী ও সন্তঃপ্রহতা চক্রকলা।

পদ্মাবতী। দিদি জল খাও।

চক্রকলা। (জলপান করিয়া) আ:—

পদ্মা। দিদি দেখ—একবার ছেলের মুখপানে
চোরে দেখ—কি ভুবন উজ্জল সন্তান প্রসব
ক'রেছে দেখ।

চক্র। দেখেছি, আর আমার ছেলে নয়।
ছেলের মুখ দেখে আমার অনেক সাধ
উঠেছিল,—কোলে করবো—স্তনপান
করাবো, চাঁদমুখের হাসি দেখে প্রাণ
জুড়াবো, কিন্তু সে সকল সাধ আমি
তোমায় দিয়ে গেলুম। অন্যথাকে তুমি
দেখো, আমার দেখবার সময় নাই।

পদ্মা। দিদি, তুমি প্রসব বতনার কাতর হয়েছ,
এখনই সবল হবে।

চক্র। দিদি, আর আমি কাতর নই,—
গর্ভরক্ষার জন্ত কাতর হয়েছিলুম, পু-
প্রসব ক'রেছি, তার রক্ষাবেক্ষণের আর
নারীকূপা দেবীকে দিয়ে যাচ্ছি। পর-
কালের ভয় আর আমার নাই। তুমি
সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—যখন তোমার আমি কূপা-
ভাজন হ'য়েছি, তখন নারায়ণও আমার
কূপা ক'রবেন। তুমি বলো, আমার
ছেলে তোমার হ'লো,—এই সংবাদ শোন-
বার জন্ত আমার প্রাণবায়ু ব্যেয়ার নাই।

পদ্মা। দিদি, কেন অমন ক'চ্ছ, তুমি এখনই
ভাল হবে।

চক্র। না দিদি না, আমি কালের স্পর্শ অকু-
ণ্ণব ক'রেছি এখন যেতে হবে। হেথা
থাকবারও আর আমার ইচ্ছা নাই; নারী-

জীবনে সাধের সুখের উল্লাস উঠে,—
কিন্তু পদে পদে নিরাশ : নিরাশাই
নারীর ভীষম । আরি পাউলপুত্র সিংহা-
সনের যুদ্ধাশ-পরী, সাধের স্রোত কতই
র'য়েছে—স্বামীর বাসে ব'সবো, স্বামীকে
রাজ্যশাসনের উপবেশ দেবো, প্রজাদের
পুত্রবৎ পালন করবো, সাধের সাগর উথ-
লেছিল । কিন্তু সে সাধ-সাগর মছন ক'রে
হলাহল উঠেছে । স্বামীর উপেক্ষিতা,
বারবিলাসিনী কর্তৃক অপমানিত,—কিন্তু
তথাপি আমার স্বামী, কপালে সিন্দূর
ছিল । ভাবতেম, আমার গর্ভস্থ সন্তানের
পিতা আছে—সে সাথেও বিবাদ । সিন্দূর
ঘুচলো, তবু সাধ অবদান হ'লো না ।
আশার কুহকে আমার মনে হ'ত, আমার
গর্ভে পুত্র সন্তান—সেই সন্তান রাজ্যেশ্বর
হবে, কিন্তু তখন জানিনে, হৃদৈব আমার
রাজপুর হতে বহির্গত করে অরণ্যে প্রেরণ
করবে । তখন জানিনে, যে করুণাময়ী
রাজরাণী অভাগিনীর জন্ত অরণ্যচারিণী
হবে, তখন জানিনে, অনাথিনীর বনপথ
মৃত্যুশয্যা হবে ! কিন্তু এক পরম সাধনা,
আমার পুত্রের রক্ষণে দেবী জগদ্ধাত্রী
মানবীকূপে উপস্থিত হয়েছেন । দিদি,
বিদায় ! (মৃত্যু)

পদ্মা । দিদি দিদি—ফুকেলো !—এই সংসার ।
রাজরাণীর মৃত্যুশয্যা—ধরণী, অরণ্য,—
রাজপুত্রের স্তবিকাগার । এই রাজ্য—
এই ভোগ ! এই নিমিত্ত কোলাহল—এই
নিমিত্ত অস্থ সংঘর্ষণ—নরহত্যা ধ্বংসকারী
রণতরঙ্গ ! পরিণাম মৃত্যু ! অজানিত তমো-
ময় সাগরে ঝপ্স প্রদান ! ঋণ-ভঙ্গুর দেহে
অবস্থান ক'রে ঋণ-ভঙ্গুর দেহীর নিপী-
ড়ন—বিবেচক জ্ঞানী নামে আত্মপরিচয় ;
—একি ছরছর কুহক ! এ কি ঘোর
আত্মপ্রতিরণ ! এ অবস্থায় স্রবের কল্পনা
—আশার উত্তেজনা ! তম—তম—ঘোর
তম—তমোময় ভবিষ্যৎ ! (শিশুকে নিরী-
ক্ষণ করিয়া) আহা, শিশু কেন আমার
বকে থেকে অন্তরের ভাব উপলব্ধি করে

হাত ক'ড়ে ! কেন চাঁদমুখে ব'সছে,—
“সত্য—সত্য প্রতারণা !” এখন কি করি,
কোথার বাব—কোথার আলহু পাব ? এ
বে মহাত্মার আশার মন্তকে । এ অনা-
থাকে কিরূপে রক্ষণ করি ? কোন্ স্থানে
রাজপুত্রের চক্ষু আবরিত ক'রে এই
শিশুকে লালন পালন করি ? স্তনে দুগ্ধ
নাই, স্তনপ্রসূত শিশুর উপায় কি করবো ?
(নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) ওই বুঝি
রাজদূত অবেষণে আসছে, লতাগুঞ্জে
লুকায়িত হই ।

[অন্তরালে গমন ।

(অহুচরণগণসহ চণ্ডাল সর্দার ও
তৎপত্নীর প্রবেশ)

চণ্ডাল । তোরা লোককে হামি বললে যে
মাগী ছটার পিছ লে ও হামাদের চাঁডাল
ঘরেব জেনানা নয় । ডর মারে ভাগুচে
—ভালমানুষেব জানানা । দেখতো, কত
বুরা বাত হসো । বনে কাঁহা ঘুসে যাবে,
বাঁধা চাঁসায়ে ।

চণ্ডাল-পত্নী । আরে মিসে, দেখ্ দেখ্—
কাঁহার জানানা প'ড়ে ।

চণ্ডাল । আরে ছুঁস না, ছুঁস না, ভাল আদমির
জানানা ।

(পদ্মাবতীর পুনঃ প্রবেশ)

পদ্মা । বাবা বাবা, আমার রক্ষা করো ।

চণ্ডাল । তু কে বেটা ?

পদ্মা । আমি হতভাগিনী, তোমার কত্যা,
— আমি এই সন্তান নিয়ে বিপন্ন, আমার
রক্ষা কবো ।

চণ্ডাল । হামার বেটা—হামার বেটা ।
(পত্নীর প্রতি) এ মাগী, আজ বেটা
পেলোরে—চাঁদমতন বেটা—চাঁদ মতন
নাতি ।

চণ্ডাল-পত্নী । চল চল, ঘরে নিয়ে যাব । বেটা
নাই, বেটা নাই, হামার কাঁকা ঘর আলো
করবে । (পদ্মাবতীর প্রতি) আরে
তোর বেটাকে কি খিয়ালি ? হামার পাশ

মউ আছে, মিলেকে সরবৎ পিরাবো, ভাই
চাক ভুড়েছি। দে দে, নাতি কোলে দে
—থিয়াই।

(শিশুকে বকে গ্রহণ)

চণ্ডাল। বেটা, এটা তোব কে? এটা তো
মুদর হ'য়েছে; তোবা ভাল আদমি, হামি
লোক তো ছোঁবো না, ইটার কি হবে?
পদ্মা। বাবা, ইনি আমার ভগ্নী, এঁরই এই
অনাথপুত্র।

চণ্ডাল। এখন আর এর বেটা নয়—হামার
নাতি; তোর বেটা, তুই পালবি।

চণ্ডাল-পত্নী। সর্দার, ইটা আলিয়ে দেনা।

চণ্ডাল। দূর মাগী, হামি লোক ছোঁবে কেমন
ধারা! তুই দেখছিস্ না, হামি কি হামার
বেটাকে হামার হাঁড়ীর ভাত খিলাবো!
বেটা রাঁধবে, হামারা বুড়া বুড়ী মিলে
বেটার সাথ খাব। এ বেটা, এখন কি
করি, তুই বাতা না?

চণ্ডালপত্নী। এর আর সলা ক'রতে লারলি,
কাটকুটা চাপায়ে দে, বেটা হামার জালান
ক'রে দেবে।

(কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রবেশ)

১ম বৌদ্ধ। এই সেই শিশু! (পদ্মাবতীর
প্রতি) মা, উদ্বিগ্ন হলো না, আমরাই শব-
দেহ সংকারের নিমিত্ত আগমন ক'রেছি।
(চণ্ডাল সর্দারের প্রতি) সর্দার, তুমি
নিশ্চিন্ত হ'য়ে এঁরে নিয়ে যাও, আমাদের
তো জানো।

চণ্ডাল। ভিক্ষু বাবারা এয়েছে, মুদরের কাম
হবে। চল বেটা চল, তোর বাপের ঘরে
থাকবি চল।

[বৌদ্ধভিক্ষুগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ম বৌদ্ধ। (চন্দ্রকলার মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া)
ইনি মহাপুরুষের গর্ভধারিণী। গুরুদেব
উপগুপ্তের আশ্রা, কোন পবিত্র স্থানে
এঁর সংকার্য সম্পন্ন হবে। চলো, আমরা
মৃতদেহ ল'য়ে যাই।

[মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

— — —

অশোক-গীতা।

— — —

দুর্গ সমুদ্রের প্রান্তর।

অশোক রাধাগুপ্ত, সেনানায়কগণ,
সভাসদগণ ও সৈন্যগণ।

অশোক। হে তক্ষশিলাবাসী বীরগণ! হে
উজ্জয়িনীবাসী যোদ্ধাবর্গ, তোমাদের অসীম
সাহসে পাটলিপুত্রের সেনা নিরস্ত হ'য়েছে,
বিদ্রোহী সেনাপতি হত হ'য়েছে। এক্ষণে
তোমরা জনে জনে নিজ নিজ দলবলে
মমতাপূত্র হয়ে চতুর্দিক শত্রু সংহার
করো। যে স্থলীমের পক্ষ, তারে সবংশে
নিধন করো; এতে বালক, বৃদ্ধ, নারীর
বধে ঘৃণা ক'রো না।

সেনানায়কগণ। জয় রাজাধিরাজ অশোকের
জয়!

অশোক। যাও বনে, গুপ্তস্থানে, যেখানে
শত্রু লুকায়িত,—সেইখানে অহুসন্ধান করে
বধ করো। যাও, চতুর্দিকে অহুসন্ধান
করো।

সেনানায়কগণ। জয় মহারাজ অশোকের জয়!

[সেনানায়কগণের প্রস্থান।

অশোক। মন্ত্রী সুসীম-পত্নীর সংবাদ পেয়েছ?
রাধাগুপ্ত। না মহারাজ, তাঁরে কেউ অহু-
সন্ধান করে পায় নাই।

অশোক। কোন্ অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে
কার্যভার অর্পণ করেছিলে? পুনর্বীর
অহুসন্ধান করতে বলো, কোথাও লুকা-
য়িত আছে।

রাধা। মহারাজ, সর্বস্থানে অহুসন্ধান করা
হ'য়েছে, কোথাও তাঁর নিদর্শন নাই।

অশোক। নগর-দ্বারে সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত
করো; কোনরূপ ছদ্মবেশে লুকায়িত
ভাবে না পলায়ন করে।

রাধা। মহারাজ, সতর্ক প্রহরীই আছে।

অশোক। গত রাত্রে কে নগরের বাহিরে
গিয়েছে, সংবাদ গ্রহণ ক'রেছ?

রাধা । রাজমাতার সহমরণ-উৎসবে যে সকল চণ্ডালেরা পথ পরিকৃত ক'রেছিল, তারাই কেবল রাজাদেশে নগর পরিত্যাগ ক'রে যায়, -অপর জন্মপ্রাপ্তি নগরের বাহিরে যেতে পারে নাই ।

অশোক । তাদের সহিত রমণী ছিল ?

রাধা । আজ্ঞে তাবা .নর-নারীতেই কার্য করে ।

অশোক । তাদের মধ্যে অহুসন্ধান ক'বুতে দূত প্রেরণ করো ।

রাধা । মহারাজের অভিপ্রায় মত কার্য হ'য়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কোন অহুসন্ধান পাওয়া যায় নাই ।

অশোক । তবে কোথায় গেল ?

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীতশোক । মহারাজ, অন্তঃপুর হ'তে মহারানী কোথায় গিয়েছেন ।

অশোক । সে কি, কোথায় গেল—অহুসন্ধান করো ।

বীত । চতুর্দিকে অহুসন্ধান ক'রে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই ।

অশোক । তবে নিশ্চয়ই শত্রু কর্তৃক নিহত হ'য়েছে ।

বীত । মহারাজ, তার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই ।

অশোক । জান না, নিশ্চয় শত্রুর কার্য্য । নিশ্চয়ই শত্রু—চতুর্দিকে শত্রু ! বাজ-আজ্ঞা প্রচার করো, যদি কল্যাণ প্রাতে রাজরাণীর কোন না সংবাদ পাওয়া যায়, সমস্ত পাটলিপুত্র ভস্ম হবে । এখনো রাজ্যে শত্রু লুক্কায়িত আছে । যতদিন না তারা সমূলে নির্মূল হয়, দোষানির্দোষ বিচার নাই, সকলের প্রাণ সংহার হবে । যাও, আজ্ঞা প্রচার করো ; যাও—কি নিমিত্ত দণ্ডায়মান ?

বীত । মহারাজ, সকল কার্য্য সকলের দ্বারা সম্ভব নয়, দাস এ কার্য্যে অপারগ ।

অশোক । তুমিও শত্রু, তোমার প্রাণ বিনাশ হবে ।

বীত । আমি শত্রু নই, আমি রাজত্ব—রাজ্যদাস । কিন্তু নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ-বিনাশ যে ভ্রাতৃসম্ভত নয়, এ কথা মৃত্যু উপেক্ষা ক'রেও মহারাজকে পুনঃ পুনঃ নিবেদন ক'রবো ।

অশোক । বীতশোক, আমার তুমি কঠিন ব'লে তিরস্কার ক'র,—তুমিও হৃদ্বিনীর পুত্র সত্য, কিন্তু আমার ভ্রাতৃ কঠিন শিক্ষা-লয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হও নাই । নির্দম শিক্ষক তোমায় দীক্ষাদান করেন নাই । যাও মন্ত্রী, আজ্ঞা প্রচার করো ।

[রাধাশুণ্ডের প্রস্থান ।

(আকালের প্রবেশ)

আকাল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

আকাল । একটা জিনিস খুঁজতে ।

অশোক । কি জিনিস ?

আকাল । মহারাজের মেজাজ ।

অশোক । আকাল, তা আর খুঁজে পাবে না—ঘোব হৃদয়ঝটিকা উড়ায়েছে স্বভাব আমার ঘোর ঘূর্ণবায়ু, শত্রুর উত্তাপে বায়ু অতীব প্রবল, বহিবে তুমুল ঝড়, বারিধারা সম হবে শোণিত বর্ষণ, তবে শান্ত হবে এ ঝটিকা, নহে মহামার, নিস্তার নাহিক আর কার, সহিয়াছি বিস্তর পীড়ন, পীড়নে করিব মোর শাসন স্থাপন ।

(মারের প্রবেশ)

মার । জয় নরদেহী দেবরাজের জয় !

আকাল । বাবা, দানব না দত্তি যে তুমি হও, মহারাজকে সহস্রলোচন ইন্দ্রটা ক'রো না । মাথায় গায়ে লোচনের উপর রাজপোষাক রাজমুকুট প'রে মহারাজ চোখ করকরা-নিতে অস্থির হবেন ।

মার । সপ্তস্বয়্যসমপ্রভাব জয় মহারাজ অশোকের জয় ।

আকাল । দানব বাবা, হুয়ি দেবতাটাও

ছাড়ান দাও । স্থিতি হ'লে মহাবাজের সমস্ত দিন রোদে ঘুবে মাথা ধ'বে । আর গোটা হুই দেবতা ছেড়ে—এই চন্দ্রটা, তাহ'লে রাজে ঘুবে হবে, আর কলায় কলায় থইতে হবে, আর পবনটা—তাহ'লে সৃষ্টিব লোককে বাতাস ক'রে সাবা হবেন—এই গোটা চার দেবতা ছাড়ান দিয়ে মহারাজকে তেজিখ কোটা দেবতার মধ্যে যেটা ইচ্ছা হয় ক'রে দাও ।

মার । তুমি আমার সঙ্গে বাজ কবো ?

আকাল । করি, তোমার আক্কেলে ।

মার । মহারাজ দেখুন—আমার সমস্ত গণনাই সত্য । দেখুন—রাজ্যবাহী নিরুদ্দেশ, অপব গণনাও যে সত্য, তা অচিবে জানবেন ।

(কুনালেব প্রবেশ)

অশোক । কুনাল, তুমি মলিন কেন ? তুমি কি তোমার মাতৃ-অদর্শনে বিষম হ'য়েছ ? শীঘ্র রাজদূত শত্রুর অভিসন্ধি ভেদ ক'রে তোমার মাতাকে উদ্ধার ক'বে । তুমি যে রাজ-প্রসাদ প্রার্থনা করো, যে রাজ্য-ভার গ্রহণে অভিলাষী—এই দণ্ডে তা প্রদত্ত হবে ।

কুনাল । মহাবাজ, আমি রাজ্য-প্রার্থী নই । মহারাজ রাজ্যভার প্রদান ক'রলে, সে তার আমি শ্রীচরণে পুনরর্পণ ক'র্বো । স্বর্গগত রাজমাতার উপদেশে দাসের হৃদয়-জন্ম হ'য়েছে, যে মানবের মার্জনাই এক-মাত্র রত্ন । আমি নিশ্চয় শ্রীচরণে নিবেদন ক'ছি, জননী কোন মঙ্গল কার্যে আত্মগোপন ক'বেছেন । মহারাজ তক্ষ-শিলায় গমনাবধি, মহারাজেব মঙ্গল কামনায় অনশনে, অর্দ্ধাশনে দেবকার্যে নিমুক্ত থাকতেন । কেবল রাজমাতার সেবার জন্ত একবার দেব মন্দির হ'তে বহির্গত হ'তেন ।

অশোক । আমার মঙ্গল কামনায় ? তাই আত্মগোপন !

কুনাল । ইয়া মহারাজ, রাজ্যে ধেরূপ অনিষ্ট

উৎপন্ন হ'চ্ছে, রাজ্যেব মঙ্গল কামনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ।

অশোক । কুনাল, তুমি রাজমাতার পবন আদরের ছিলে, তোমার ও তোমার পিতৃ-বোর ভার চিত্তারোহণকাণীন তিনি আমার উপর অর্পণ করেন । সেইজন্ত রাজ-কোপে তোমাদের উভয়েরই নিস্তার, কিন্তু আমার অহুমতি ব্যতীত যদি তোমাব নাতা আত্মগোপন ক'রে থাকেন, তাহ'লে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবেন । ও, আমার সমুখে অবস্থান ক'রো ।

কুনাল । মহারাজ, দাস তো রাজ-প্রসাদ প্রাপ্ত হয় নাই ?

অশোক । ইয়া আমি প্রতিশ্রুত, কি প্রসাদ বল ?

কুনাল । মহারাজ, নিরীহ পাটলিপুত্রের প্রজা-বর্গের প্রাণনাশের যে কঠিন আজ্ঞা প্রচার হ'য়েছে, তা প্রত্যাহার করুন ।

অশোক । তোমার পিতার বাক্য লঙ্ঘন হয় না । রাজপ্রসাদ স্বরূপ আদেশ প্রত্যাহার ক'র্বো, কিন্তু তোমার জননীর প্রাণবধ হবে ।

কুনাল । মহারাজ, যদি শত সহস্র ব্যক্তির জীবন রক্ষা হয়, জননী হস্তমুখে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ ক'রবেন ।

[প্রণাম করিয়া কুনালের প্রস্থান ।

মার । মহারাজ, সুবিচার করুন, আমার সমস্ত গণনা সত্য কি না বলুন ? দেখুন আপনার পত্নী নিরুদ্দেশ, পুত্র রাজ-প্রসাদ স্বরূপ রাজ্য অবাধা হ'য়ে উপেক্ষা ক'রলে । যদি সত্য হয়, আমার কথায় প্রত্যয় করুন, আপনি ইহু, পাণের দণ্ডবিধানের জন্ত ধরাতলে অবতীর্ণ হ'য়েছেন ।

অশোক । ইয়া আমি ইহু ; কিরূপে পাণের দণ্ড বিধান ক'র্বো, সে পরামর্শ প্রদান করো ।

আকাল । মহাবাজ দাসের মিনতি, দানবের কথায় প্রত্যয় ক'রবেন না ; দানব সত্য বলে প্রতারণা করে ।

অশোক । আকাল, স্মরণ করো, যখন প্রবাসে
তুমি আমার সাথী হও, আমি তোমার
নিবেদন ক'রেছিলাম,—তুমি কি জান না,
আমিও দানব, দানবের পরামর্শ অবশ্য
গ্রহণ ক'রবো। (মারের প্রতি) কি পরা-
মর্শ বলো ? অগ্রে বল রাজমহিষী
কোথায় ?

মার । মহারাজ, রাজরাণী মহারাজের কোন
বলবান্ শত্রুর শক্তিতে আচ্ছাদিত। সে
শক্তি ভেদ করবার আমার সামর্থ্য নাই,
তথায় আমার দৃষ্টি অন্ধ।

অশোক । কে আমার শত্রু জানো ?

মার । বুদ্ধ।

অশোক । কোথায় সে শত্রু ?

মার । মহারাজ, সে শত্রু ইচ্ছায় আকারধারী,
ইচ্ছায় নিরাকার হ'তে পারে। তার
সহিত শত্রুতার একমাত্র উপায় হিংসা।
মর্জ্জনা রাজ-হৃদয় হতে একেবারে পরি-
ত্যাগ করুন, নর-হিংসায় দৃঢ় হোন, তাহ'লে
সে শত্রু ক্ষুদ্র হবে।

অশোক । আমি দৃঢ়সংকল্প।

মার । মহারাজ, আপনি যে ইচ্ছা তার আর
এক প্রমাণ প্রদান করি। আজ্ঞা দেন,
এই মুহূর্ত্তে প্রান্তর বিস্তৃত হৃদরূপে পরিণত
হবে, হৃদ-বক্ষে সুন্দর পুরী নির্মিত হবে,
সেই পুরীতে পানীর প্রলোভনের নিমিত্ত
অম্বরগণের নৃত্য-গীত হবে। প্রলোভিত
হয়ে যে ব্যক্তি সেই পুরী প্রবেশ করবে,
জানবেন সে পানী, রক্ষকের প্রতি আজ্ঞা
দেবেন, তার যেন প্রাণ বধ হয়।

অশোক । কই, তোমার বর্ণনা অমুসারে
পুরী নির্মিত হোক।

(প্রবল ঝটিকা এবং মেঘমালার আবির্ভাব)

সকলে । এ কি প্রলয় অন্ধকার !

[অশোক, মার ও আকাল ব্যতীত
সকলের পলায়ন।

আকাল । দেখি বেটা দানব তোর কীর্তিটে,
একটা প্রাণ বই তো নয়।

মার । মহারাজ চিন্তিত হবেন না ; আপনি
মেঘবাহন, মেঘদল আপনার পূজার নিমিত্ত
উপস্থিত।

অশোক । না না তিলমাত্র নহিক চিন্তিত,—
কর ঘোর প্রলয় গর্জ্জন মেঘদল,
করি নিজ হৃদয়ের ছায়া দরশন ;
বহ বহ প্রবল পবন,
প্রবল ঝটিকা বধা—
আলোড়িত করিছে অন্তর,
আলোড়ন কর ধরাতল।
চূর্ণ কর সুন্দর যে বস্তু আছে যথা,
ধ্বংশ হোক মানবমণ্ডল,
মম কোপানল অহরূপ প্রলয় দামিনী
সহস্র দলকে দলি উগাব প্রলয় ধারা,
বজ্র হৃদয়ের মম হেরি ছায়ারূপ !

(সহসা ঝটিকা ও মেঘমালার অন্তর্ধান এবং
প্রান্তর হৃদে পরিণত হওন, হৃদ মধ্যে
দৃশ্যমান পুরী)

(চণ্ডগিরিকের প্রবেশ)

মার । মহারাজ, আমার এই ব্যক্তিকে পুরী
রক্ষক নিযুক্ত করুন। আজ্ঞা দেন, যে
পুরী প্রবেশ করবে, তার প্রাণ বধ
করবে।

অশোক । যাও, সাবধানে পুরী রক্ষা ক'রো ;
কোন প্রবেষ্টা যেন না বহির্গত হয়।

মার । মহারাজ, এইবার কলিঙ্গ দমনের
নিমিত্ত শীঘ্র প্রস্তুত হউন। কলিঙ্গরাজের
এতদূর দম্ভ যে সে স্বয়ং সম্রাট ব'লে পরি-
চয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

অশোক । কলিঙ্গের অবজ্ঞা আমি বিস্মৃত হব
না, কিন্তু অগ্রে গৃহশত্রু দমন করি। নিশ্চয়
জেনো, কলিঙ্গ আমার কোপে ভয়সাৎ
হবে।

মার । শুচুন মহারাজ, অম্বরগণের সঙ্গীতে,
বানীর রবে হরিণ যেমন মুগ্ধ হয়, পতঙ্গ
যেমন অগ্নি অভিযুগ্মী হয়, পানীরা
সেইরূপ মুগ্ধ হ'য়ে পুরী প্রবেশ করবে।

(পুরী মধ্যে মার-সঙ্গিনীগণের নৃত্য-গীত)

এসেছি বড় সাধ ক'রে ।
করি গান মনের টানে, শোনাই যার
মনে ধরে ॥
যে বোঝে বেদনা, তার ঠাকুবো কেনা,
সদাই বাসনা,
গানে জানাই ব্যথিত জনে,
কত ব্যথা অন্তরে ॥
দরদী বিনে, দরদ কে জানে—
বেদবদী বদবদ নাই প্রাণে ;
ব্যথার ব্যথিত হ'লে পবে,
ব্যথায় ব্যথা নেয় হরে ॥

—

তৃতীয় অঙ্ক ।

—*

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

—*

কলিঙ্গ—দুর্গ-সমুখ ।

অশোক, সেনানায়ক ও সৈন্তগণ ।

অশোক । হের শূন্ত দুর্গ, প্রাচীরে নাহিক
আর অরি,
শূন্ত রাজপুরী, শূন্ত এ নগরী,
কিন্তু নহে শ্রম অবসান ।
কলিঙ্গ-ঈশ্বর—গর্ভিত বর্কর
মধ্য দুর্গ ক'রেছে আশ্রয় ;—
এখনো আশ্বাস তার মনে,
সুবিশাল পরিধা বেষ্টনে
আক্রমণ রোধিবে আমার ।
কি আশ্চর্য্য, এত দিনে জন্মে
নাই জ্ঞান—
বজ্রধারী-অরি-অস্ত্রে চূর্ণ হয় মেরু ।

১ম সেনানায়ক । হের মহারাজ,
দুর্গমাঝে মেঘাঝারে উঠিতেছে ধূম ।

অশোক । বুঝি করিবারে মম অসিরে
বন্ধনা,

নেছে পরিবার সনে অধির আশ্রয় ।

যাও কেহ আনহ সংবাদ ।

২য় সেনানায়ক : একাকী আসিছে এক
সৈনিক এমিকে,
হইতে শরণাগত বুঝিবা বাসনা ।

(কলিঙ্গ-সৈনিকের প্রবেশ)

কলিঙ্গ-সৈনিক । আরে চাও, আরে নয়-
রাকস, বিকল তোর আকিঞ্চন ; তোর
অধীনস্থ স্বীকার অপেক্ষা আহত ভূপাল
সবারূপে সপরিবারে অগ্নি প্রবেশ
ক'রেছেন । তোর দানবীর কর্ণে সংবাদ
দেবার জন্ত একমাত্র আমিই জীবিত ।
শোন্ নরায়ণ, গর্ভ করিসনে । জয়
পরাজয় দৈবাবীন, কিন্তু কলিঙ্গ-গৌরব
কুণ্ঠ নয় । বার বার যুদ্ধে কলিঙ্গের
বিক্রমের পরিচয় পেয়েছি । শুনেছি
তুই আপনাকে ইন্দ্র ব'লে স্পর্ধা করিস ।
যদি সাহস হয়, একাকী আমার সহিত
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ, যদি পরাজিত হই, সত্যই
তোরে ইন্দ্র ব'লে স্বীকার ক'রবো ;
নচেৎ তীক্ষ্ণ, কুকুর নামে জগতে তোর
প্রচার হবে ।

[অশোকের সহিত বৃদ্ধান্তে কলিঙ্গ-
সৈনিকের গতন ।

অশোক । টেনে ফেল দুয়ে,
কুকুরের ডাক্য হোক রসনা উহার,
কুণ্ঠিত নহিক আর প্রতিজ্ঞা-পালনে
ভয়সাং কলিঙ্গ হইবে ।

যাও চতুর্দিকে—

হন হন বধ বধ যথা পাও যারে ।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ করহ সংহার,
অগ্নি দাও প্রতি যারে ধরে,
প্রজলিত শিখা দৃষ্ট হোক দূরদেশে,
রণশ্রম শান্তি কর শোণিত-প্রবাহে ।

[অশোকের প্রস্থান ।

১ম সেনানায়ক । মহারাজের এ কি কঠিন
আজ্ঞা ! শত্রু পরাজিত, কালব্যাপী

যুদ্ধে প্রজা নিপীড়িত, তাদের হত্যা করা
বীরের কার্য নয় ।

১৪ সেনানায়ক । মহাশয় কি রাজকোপে
হত হ'তে প্রস্তুত ? উনি স্বয়ং ভ্রমণ
ক'রে দেখবেন, দরায় কেহ তাঁর কার্য
অবহেলা করে কিনা । মহারাজের
কঠিন আজ্ঞা-পালনে হৃদয় বিদীর্ণ হয় ।
কিন্তু রাজাজ্ঞাবাহী হব প্রতিজ্ঞা ক'রে
অস্ত্রধারণ ক'রেছি, আমরা অন্তোপায় ।

(সকলের প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

—:—:—

নর-শোলিত-প্রাণিত ও শব্দেহাচ্ছাদিত
কলিঙ্গ নগর ।

(অম্লচরগণ সহ মারের প্রবেশ)

মার । হের ওরে বোধহীনগণে,
কি কারণে অশোকে ক'রেছি রাজ্যেশ্বর !
হের স্থলে স্থলে স্তূপাকার শব,
মাংসাহারী ঘন্ব দেহ ল'রে,
শৃগালের আনন্দের রোল দিবানিশি,
লক লকে অগ্নি জিহ্বা গগনমণ্ডলে !
ভন চারিদিকে রোদনের ধ্বনি,
নরভোক্ত ধার-বনপথে,
কেহ অনাহারে পথে প'ড়ে মরে—
জীবিত আহত দেহ টানিছে শৃগাল,
তথাপিও নহে শাস্ত-শাপিত আত্ম,
বধে বৃদ্ধবালক-বনিতা ।
টল টল আরক্ত মেদিনী রক্তধারে !
নাচ গাও—আজি মহা আনন্দ উৎসব,
বুদ্ধ পরাভব—
জয়ধ্বনি তোলো সবে মিলি ।

সকলে । জয় জয় দ্রুত জনক—

জয় জয় লোকক্ষয়কারী ।

(সকলের গীত)

হিংসা ঘেবে ধরা পূর্ণ হবে,
সমর ঘোর ধর শোলিত ব'লে,

ব্যাপিরে দশদিশি হাহা রবে,
জয় জয় জয়—বোধিসত্ত্ব পরাজয় !
পর-ঈর্ষা-রত—নর-হৃদয়-ব্রত,
অনলে গরলে হবে সলিলে হত,
শুণ্ড তীক্ষ্ণ ছুরি খেলিবে শত ;
মারে পরাজয় কে করে কবে,
এ বিশাল ভবে—কি ভয় ভবে ?
জয় জয় জয় অভয় অভয়—
বৌদ্ধধর্ম পাবে লয় ।

— — —

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

—:—:—

কলিঙ্গ — অশোকের শিবির ।

অশোক ও আকাল ।

অশোক । আছিলাম দীন, ঘৃণ্য,
স্বদেশ-তাড়িত,
এবে অদৃষ্ট-প্রভাবে আমি ভারত-ঈশ্বর ।
স্বমেরু কুমেরু মম শাসন অধীন,
বিশাল কলিঙ্গ রাজ্য মম করতল ।
দানব শাসন মান অধীনে আমার,
নির্দোষ ক'রেছে পুরী ইন্দ্রের সমান ।
সত্য যদি ইন্দ্রের না হই অবতার—
ইন্দ্র যথা স্বর্গপুরে অমর প্রধান,
ধরায় নাহিক কেহ আমার সমান ।
গণ মম অবশ্য করিব সম্পূরণ,
আধিপত্য করিব স্থাপন—
স্থলে জলে পবনে গগনে ।
জলচর ভূচর খেচর—
আনত মস্তকে মোরে পূজিবে সকলে ।
আকাল । হ্যা মহারাজের যে একাধিপত্য—
তা ঠিক । স্থল—নর-অস্থিতে সাদা,
জল—নর-শোলিতে আরক্ত, গগনে
হাহাকার-ধ্বনি উঠছে, আর গৃহ দগ্ধ হ'রে
সেই আলোকে জগৎকে দেখাচ্ছে—
আপনার কি বিস্তৃত আধিপত্য । বাকী
ছিলেন স্বর্ঘ্যদেব, তিনি আপনার কলঙ্ক-
ছায়ায় মুখ ঢাকা দেবেন ।
অশোক । কি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার দর্প চূর্ণ

ক'বো না ? যে, সমস্ত বাজন্তবর্গেব
সম্মুখে আমার উপেক্ষা ক'বেছে, তার
দণ্ডবিধানে পবাসুখ হব ?

আকাল । তাও কি হয়, তাতে যে পুঙ্খবার্থে
খাটো হ'তে হবে । লক্ষ লক্ষ লোক
অস্ত্রের দ্বারা বধ, চুর্ভিক্ষে বধ, অগ্নিদগ্ধ
হ'য়ে বধ, জলমগ্ন হ'য়ে বধ, বনে বহুপণ্ড
কর্তৃক বধ, এ যে না ক'বতে পারলে, সে
কি বাজা । বাজাকে লোকে দেখবে
কেমন ?—যেন যমের মাসতুতো ভাই ।
কবে ম'ববে—তাই আবাল বৃদ্ধ কামনা
ক'ববে । যে দেশে আপনাব মত
তেজীমান্ন রাজা থাকবে, সে দেশের লোক
পাখীর গান শুনে না, ফুল ফোটা দেখবে
না, ঘবে বাস ক'ববে না, মাঠ থেকে
শস্ত্র কেটে এনে রাখবে না,—তা নাচ'লে
আর স্থলে জলে পবনে অধিকার বিস্তার
কি হ'লো ? পাখী প্রাণভয়ে সাগর-পারে
পালাবে, ফুলের মুখ পুড়ে চাই হবে,
মাঠে লাঙ্গলই প'ড়বে না—তা শস্ত্র হবে
কি ? আব প্রজাব ঘর পুড়ে যাবে,
দিবা নীল আকাশের তলায় সূর্য
মহানিদ্রায় শয়ন ক'রবে ।

অশোক । কিছু কঠোর আজ্ঞা প্রচার
ক'বেছি সত্য । যদি প্রজারা বশ্যতা
স্বীকার ক'বতো, একপ কঠোর আজ্ঞা
দিতেম না । মূঢ়েরা বুঝতে পারে নাই,
আমি কে ?

আকাল । মহারাজ, আগে আমরাই বুঝতে
পারি নাই, এখন ক্রমে বুঝছি ।

অশোক । কি বুঝ'ছিস—আমি ইন্দ্রের তায়
পবাক্রমশালী নই ?

আকাল । আজ্ঞে তা জানিনে, তবে শুনেছি
ইন্দ্র—অশুরারি, আপনি অশুরের সখা ।

অশোক । অশুরের সখা !

আকাল । মহারাজ সহস্রলোচন হ'তে
চাছেন, কিন্তু ছুটি চক্ষু যা আছে, তাও
অন্ধ । নইলে বুঝতেন, যার কুহকে
রাজা মধ্যে অকস্মাৎ হ্রস্ব হয়, হ্রদ মধ্যে রত্ন
নিহিত পুরী হয়, যার যানে শত ক্রোশ

এক দিনে আসা যায়, হারাজ সে মনুষ্য
হ'লেও মানব ! মানবের প্রবোচনা এ
রাজ্য ছারখার ক'বেছেন । এব নাম
আধিপত্য নয়—এর নাম সংহাব ।

অশোক । যা, এখন আমি রণশাস্ত্র, নিজা
যাব ।

আকাল । যে আজ্ঞে ।

আকালের প্রস্থান ।

অশোক । মস্তিষ্ক উত্তপ্ত—নহি নিজা আকর্ষিত,
পটুয়া চিত্রিত দৃশ্যপটে যে প্রকার
শত শত দৃশ্য হেরে দর্শক সম্মুখে,
সেই মত এই রণক্রিয়া—
আনিছে ভীষণ দৃশ্য মনোক্ষেত্রে মম ।
সত্য কথা, অধিকার বিস্তার এ নয়,—
পাবে ডর নর মম নাম উচ্চারণে ;
মম ছায়া দরশনে—
মানবে শমন-দরশন —
ভীষণ—ভীষণ দৃশ্য জাগে মনোপটে ।
দগ্ধ ঘর, জনশূন্য—সুন্দর নগর,
গগন পরশি উচ্চ হাহাকাব ধ্বনি,
অভিনীত পুনঃ পুনঃ মস্তিষ্ক মাঝারে ।
করি শাস্ত্রভাবে নিজা উপাসনা,
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক যদি নিষ্ক হয় তাহে ।

[শব্দায় শয়ন ।

(অকস্মাৎ উখিত হইয়া) একি—একি—
চতুর্দিকে আমার মূর্তি ! আমি—আমি
লক্ষ লক্ষ আমি । ছায়া নয়—জীবিত
মূর্তি । মুণ্ডহীন অঙ্গহীন, দীন, কীর্ণ—
ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে ভিক্ষা ক'চ্ছি । শত শত
আমি—কোটা কোটা আমি ! আমার
সন্তান অনাথ—আমার পত্নী অনাথ—
আমারই পুত্রেরা পথে পথে ভিক্ষা ক'চ্ছে,
হৃর্ভিক্ষে অন্নভাবে ম'রছে ! একি—
একি ! আকাল—

(আকালের পুনঃ প্রবেশ)

তুই কোথায় ছিলি ?

আকাল । আজ্ঞে শিবিরের এক পার্শ্বে ।

অশোক । কেন ?

আকাল। কে জানে, বার বার ভাবি,
মহারাজের কাছ থেকে পালাই, কে যেন
আবার টেনে আনে।

অশোক। আকাল, আমার মস্তিষ্ক দগ্ধ
হ'চ্ছে!

আকাল। এই ক'দিন ধরে জাল দিচ্ছেন,
ফুটবে না।

অশোক। কত রাত্রি?

আকাল। অরুণ উদয় হ'য়েছে।

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বলি,

পরম রতন দিব শান্তি ডালি,

চির শান্তি—শান্তি—শান্তি!

অশোক। কে ও—কে ও—কারা গান গেয়ে
যাচ্ছে। ডাকো ডাকো—

[আকালের প্রস্থান।]

এই তো আমি জাগ্রৎ। তথাপি তো'দুরে
ছায়ার জায় সেই ভীষণ দৃশ্য। সেই
কোটা কোটা আমি—শত প্রকারে হুংখ-
ভোগ ক'ছি! নিশ্চয় আমি দানব
দ্বারা অধিকৃত হ'য়েছি। হায় হায়—
আমি তো এমন ছিলাম না! বাল্যকালে
ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রাণবিনাশ দেখে আগার
প্রাণে ব্যথা লাগতো, তুণের উপর পদ-
বিক্ষেপ ক'রতে মনে হ'তো, তাদের ব্যথা
লাগবে। কি নির্ভরতা আমার প্রাণে
প্রবেশ ক'রলে! আকাল সত্য ব'লেছে—
নিশ্চয় সে দানব—তার দানব-প্রকৃতি
আমায় আশ্রয় ক'রেছে। পিতার বর্জ্জন,
সংসারের ঘৃণা, অনাথ দীন অবস্থায়
একাকী পথে পথে ভ্রমণ—তাতেও আমি
শান্তিচ্যুত হই নাই।—কি দৃশ্য কি
ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

(উপগুপ্ত, আকাল ও বৌদ্ধ)

ভিক্ষুগণের প্রবেশ)

তোমরা কি গান ক'চ্ছিলে—গান করো।

(ভিক্ষুগণের গীত)

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বলি,

পরম রতন দিব শান্তি ডালি,

চির শান্তি—শান্তি—শান্তি।

যত্ন করি ধরি হৃদয়ে অহি,

কেন দংশন তাড়ন নিরত সহি,

একি ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি!

ভ্রান্তচিত্ত নাহি বাহিরে অরি,

অন্তরে রাখিয়াছ আদর করি,

ঠেকিয়ে শেখ, অরি বিবেকে দেখ'

আসিয়ে ভবে, যদি মানব হবে,

বিমল হৃদে তের শান্তি,

অমৃতময় কিবা কান্তি,

কিবা কান্তি—কান্তি—কান্তি!

অশোক। অবার—

উপগুপ্ত! কি মহারাজ?

অশোক। তোমরা কে?

উপ। আমরা বৌদ্ধ, বুদ্ধদেবের উপাসক।

অশোক। বুদ্ধদেব কে?

উপ। নিখরল হৃদয় ব্যতীত কে তিনি, বোঝা
যায় না।

অশোক। ইস্—কি ভীষণ!

উপ। কি মহারাজ?

অশোক। ব'লতে পারো, আমি তজ্জা-আক-
বিত হ'য়ে ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি,—জাগ্রৎ
অবস্থাতেও যেন সেই স্বপ্নের ছায়া দেখছি।
আমার যেন কোটা কোটা মূর্তি হ'য়েছে,
—কেউ মস্তকহীন, কেউ অঙ্গহীন, কেউ
বা দীনদরিদ্র বুড়ুফু, কারো স্ত্রী-পুত্র অগ্না-
ভাবে ম'রচে, কারো গৃহ দগ্ধ, গৃহানলে
আত্মীয় স্বজন দগ্ধ,—এ কি ভীষণ স্বপ্ন!

উপ। স্বপ্ন নয়—সত্য মহারাজ, দৃশ্য সম্পূর্ণ
সত্য।

অশোক। সত্য—সত্য—সত্য কি?

উপ। মহারাজ, যত কোটা আপনার প্রতিমূর্তি
দেখেছেন, তত কোটাবার আপনাকে
জন্মগ্রহণ ক'রতে হবে। কলিঙ্গে যত
ব্যক্তি আপনার পীড়নে হত হ'য়েছে,
তাদের এক এক জনের বস্ত্রাণা এক এক
জন্মে ভোগ ক'রে প্রতি জীবন অবসান
হবে।

অশোক। কেন—কেন—মিথ্যা কথা!

উপ। মিথ্যা নয় মহারাজ!—

শুন, বুঝ—কর্মের প্রভাব,
কর্মের প্রভাবে—
কর্মত দেহ ধরে জীবের,
ভোগে হয় কর্ম অবমান ।
আসি এ কলিঙ্গপুরী ক'রেছ শ্রমণ,
তোমার আজ্ঞার—

অস্ত্র ধায় মৃত যে সকলে—

সেই অস্ত্র অলক্ষ্য নিয়মে
স্পর্শিয়াছে তোমার অন্তরে !

হুঁষ্ট সংস্কারে—

বিজড়িত করিয়াছে অন্তর তোমার ।

যদবধি কর্মফল না হবে নির্বাণ,
উৎকট কর্মের ফল অবশ্য ফলিবে,
দেহ ধরি পুনঃ পুনঃ অবশ্য ভুঞ্জিবে,—
নিজ ভবিষ্যৎ ছবি দেখায় অন্তর !

অশোক । একি—একি !—

তবে আছে কি উপায় !

কর্মভোগে কিসে আমি পাইব নিস্তার ?

উপ । কথঞ্চিৎ কর্মনাশ কর্ম হয় নূপ,
যতদিন দেহে রহে প্রাণ,
সংকর্ম যতপি রাজ্য কর অহুষ্ঠান,
হ'তে পারে এক দেহে দণ্ড হুর্কর্মের ।
দিয়ে আত্ম-বিসর্জন—
লহ যদি বুকের শরণ,
হুর্কর্মের বহু অংশ হইবে মোচন ।
কিন্তু তুমি সঙ্গার পতি,
আত্মত্যাগ কত দূর সম্ভব তোমার,
মনে মনে বুঝ মহারাজ !
চাহ তুমি জলে-স্থলে-শূণ্ডে অধিকার,
সেই অধিকার নাহি ক্রয় হয় বলে,
প্রেম মাত্র মূলমন্ত্র বিশ্ব-অধিকারে ।

(প্রস্থানোত্তোগ)

অশোক । কোথায় যান—কোথায় যান,
আমার পরিত্যাগ ক'রে যাবেন না, আমি
আপনাদের দাস !

উপ । কত ভূপ স্বদেশে গমন,
কালে দেখা হবে আমার সহিত ।

[বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সহ উপগুপ্তের প্রস্থান ।

আকাল । মহারাজ, উপেক্ষা ক'রবেন না,
অদ্যই যাত্রা করুন ।

অশোক । আকাল, তুমি আমার স্বাবস্থ—
তুমি আমার উপদেষ্টা ; চলো আমি স্বয়ং
বদেশ যাত্রার আজ্ঞা দিই !

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক ।

—*—

বন-প্রদেশ ।

পদ্মাবতী ও শ্রোগোধ ।

শ্রোগোধ । শুন গো জননি, অদ্য আনন্দ সংবাদ,
—দানি শ্রীচরণ-ধূলি কল্যাণ-বচনে
কহিলেন গুরুদেব চিবুক ধরিয়ে—
“হে বৎস, সমাপ্ত অধ্যয়ন এতদিনে ।”

গুরুবাক্য শিরোধার্য্য মম,
বাক্যে তাঁর করিলে বিশ্বাস—
জ্ঞানজ্যোতি অবশ্য প্রকাশ
হইবে নাশিতে মম অজ্ঞান-তিমির ।
কেন মা'গো,

এ শুভ সংবাদে তব চক্ষু হেরি নীর ?

পদ্মা । বৎস, আছি প্রতিক্রান্ত তব গুরুর নিকটে
যেই দিন সম্পূর্ণ হইবে অধ্যয়ন—
তোমাতে গুরুর কার্য্যে করিব অর্পণ ।
কীদে প্রাণ সে দিন স্মরিয়ে,
কেমনে বিদায় দিব তোরে—
ভীষণ সংসারক্ষেত্র-সমর-অঙ্গনে ।

শ্রোগোধ । মা'গো, জন্ম জন্ম তপস্তা করিয়ে,
গুরুপদ একান্ত সেবিলে—
ভাগ্যবানে হয় গুরু-কার্য্য-অধিকারী ।
মহাকাব্যে নন্দনে অর্পণে

কেন মা বিবাদ ভাব মনে,
হেন ভাগ্যোদয় বহু পুণ্যে হয়,
সকলি তো জানো মাতা ।

পদ্মা । আরে আরে অভাগী-নন্দন,
গর্ভে তোরে করিনি ধারণ,
এ কঠিন পণ বুঝি ক'রেছি সে হেতু ।

— নহে হার আপন কুমারে,

কেবা প্রাণ ধ'রে,

করে পণ পরকার্য্যে করিতে অর্পণ ।

অগ্রোধ । কহ মাগো, গর্ভে যদি ক'রো নি ধারণ
কহ তবে কোথা মাতা, কোথা পিতা মম ?

পদ্মা । রাজবংশে করিয়াছ জনম গ্রহণ
পাটলিপুত্রের নৃপ পূজ্য বিম্বসার,
সুসীম নামেতে তাঁর প্রথম কুমার—
তুমি তাঁর ঔরসে উদ্ভব ।

অগ্রোধ । রাজবংশে জন্ম যদি কহগো জননি,
যনে কি কারণে চণ্ডালের সনে
পালিত হইল এ অধম ?

পদ্মা । নিদারুণ বিবরণ শুন যাহ্নমণি,
ভ্রাতৃবন্धে তব পিতা হত,
গর্ভস্থ সেকালে তুমি ;
করিতে সে বংশোচ্ছেদ হইল মন্ত্রণা,
মন্ত্রীগণে করিল করুণা—
রজনীতে বধিবারে তোমার মাতার ।
চণ্ডালের বেশে মিলি চণ্ডালের দলে,
নর-নারী যাহারা সকলে
এসেছিল রাজপথ-মার্জ্জন-কারণ ;
মিলি সেই চণ্ডালের দলে,
ভুলাইয়ে সতর্ক প্রহরী,
তাজি রাজপুরী
লইয়ে মাতারে তব করিহু পয়ান ।
পথিশ্রমে ক্লান্ত মাতা তব
বনপথে হইল প্রসব,
পুল্লমুখ অভাগিনী হেরিল বারেক,
কাতরে তোমারে—স'পি মম করে
পরলোকগত অভাগিনী ।

অগ্রোধ । জীবনদায়িনী ধাত্রী কে তুমি জননি ?

পদ্মা । যার সনে দ্বন্দ্ব তব পিতার নিধন
গৃহিণী তাহার আমি শুনহ কুমার ।

অগ্রোধ । রাজরাণী কানন বাসিনী !
কতই স'হেছ এই অনাথ রক্ষণে !
পতিবাসে কি কারণে করনি গমন ?
কেন বা জননী সনে করিলে পয়ান ?

পদ্মা । ভ্রূণহত্যা, নারীহত্যা এ অতি পাতকে
ভাজিলাম রাজপুরী রক্ষিতে পতিরে,
স'পি তোরে করে, গৃহে যাব কিরে ?
রাজার কুমারে

কেমনে চণ্ডালে দিব করিতে পালন ?

সে কারণে আছি এ অজ্ঞাতবাসে—

সদা শকাচিত্তে যদি কোন মতে

শুণ্ঠচরে জানে এ সন্ধান,

নিশ্চয় বধিবে তব প্রাণ

চণ্ডালের সনে মিলে আছি সে কারণে ।

অগ্রোধ । জগদ্ধাত্রী ধাত্রী-মা আমার,

যদি হয় সম্ভব কখনো

মাতৃধার আংশিক শোধিতে,

বহু জন্মজন্মান্তরে—

তিল মাত্র ঋণ তব নাহি হবে শোধ ।

মহা তপস্বিনী তুমি, বিনা তপস্যার

আত্মজয় হেন কার সম্ভব সংসারে,

ধরো মা শাষ্ট্রাঙ্গ শ্রীপিতা ।

পদ্মা । হও বৎস, গুরু-কার্য্য উদ্ধারে সক্ষম

আশীর্বাদ অধিক না জানে ধাত্রী তোর ।

অগ্রোধ । মাগো, চণ্ডালের বসতি এ বনে,

সর্বশাস্ত্রবিশারদ সাধু সদাশয়

আমার শিক্ষার হেতু কোথায় পাইলে ?

কেমনে এ দাস তাঁর রূপার ভাজন ?

পদ্মা । পেয়েছি তাঁহারে বৎস, তাঁহার রূপার,

বসি বৃক্ষশূলে তোরে ল'য়ে কোলে

অঁধি-জলে বক্ষ ভেসে যায়,

হেরিলাম তেজোপুঞ্জ কায়,—

মধুর বচনে সন্তোষি দাসীয়ে

কহিলেন মহামতি,—

“ভাগ্যবতি, সম্বর ক্রন্দন,

তব আত্ম-বিসর্জনে

জগজ্জনে মহা রত্নলাভে

শাস্তিময়ী ধরায় রহিবে ভ্রাতৃত্বাবে ।

এই কুমারের ভার দেবতার,

আসিয়াছে দাস তাঁর শিশুর রক্ষণে ।

সর্বশাস্ত্র সুপণ্ডিত হইবে নন্দন,

দেবতার কার্য্যে পুস্ত্রে কর' সমর্পণ ।

শুদ্ধ সম্ব জ্ঞানবান হইবে কুমার,

দেবকার্য্যে দানিতে করহ অঙ্গীকার ।”

পণে বদ্ধ সাধুর নিকটে,

জানিলে তখন, জুৎপিণ্ড করিয়ে ছেদন

সংসার-পাথারে ফেলে দিতে হবে তোরে !

অগ্রোধ । মাতঃ, সম্বর ক্রন্দন,

শুন, বুঝ—কর্মের প্রভাব,
কর্মের প্রভাবে—
কর্মমত দেহ ধরে জীবৈ,
ভোগে হয় কর্ম অবসান ।
আসি এ কলিকপুরী ক'রেছ শ্রমশান,
তোমার আজ্ঞায়—

অঙ্গ দায় মৃত যে সকলে—

সেই অঙ্গ অলক্ষ্য নিয়মে

স্পর্শিয়াছে তোমার অন্তরে !

দৃষ্ট সংস্কারে—

বিজড়িত করিয়াছে অন্তর তোমার ।

যদবধি কর্মফল না হবে নির্বাণ,

উৎকট কর্মের ফল অবশ্য ফলিবে,

দেহ ধরি পুনঃ পুনঃ অবশ্য ভুঞ্জিবে,—

নিজ ভবিষ্যৎ ছবি দেখায় অন্তর !

অশোক । একি—একি !—

তবে আছে কি উপায় !

কর্মভোগে কিসে আমি পাইব নিস্তার ?

উপ । কথঞ্চিৎ কর্মনাশ কর্মে হয় নৃপ,

যতদিন দেহে রহে প্রাণ,

সংকর্ম যতপি রাজা কর অনুষ্ঠান,

হ'তে পারে এক দেহে দশ দুর্কর্মের ।

দিয়ে আত্ম-বিসর্জন—

লহ যদি বুদ্ধের শরণ,

দুর্কর্মের বহু অংশ হইবে মোচন ।

কিন্তু তুমি সসাগরা পতি,

আত্মত্যাগ কত দূর সম্ভব তোমার,

মনে মনে বুঝ মহারাজ !

চাহ তুমি জলে-স্থলে-শূন্তে অধিকার,

সেই অধিকার নাহি ক্রম হয় বলে,

প্রেম মাত্র মূলমন্ত্র বিশ্ব-অধিকারে ।

(প্রস্থানোত্তোগ)

অশোক । কোথায় যান—কোথায় যান,
আমায় পরিত্যাগ ক'রে যাবেন না, আমি
আপনাদের দাস !

উপ । কত ভূপ স্বদেশে গমন,
কালে দেখা হবে আমার সহিত ।

[বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সহ উপগুপ্তের প্রস্থান ।

আকাল । মহারাজ, উপেক্ষা ক'রবেন না,
অদ্যই যাত্রা করুন ।

অশোক । আকাল, তুমি আমার স্ববুদ্ধ—
তুমি আমার উপদেষ্টা ; চলো আমি স্বয়ং
স্বদেশ যাত্রার আজ্ঞা দিই !

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক ।

বন-প্রদেশ ।

পদ্মাবতী ও অগ্রোধ ।

অগ্রোধ । শুন গো জননি, অদ্য আনন্দ সংবাদ,

—দানি শ্রীচরণ-ধূলি কল্যাণ-বচনে

কহিলেন গুরুদেব চিবুক ধরিয়ে—

“হে বৎস, সমাপ্ত অধ্যয়ন এতদিনে ।”

গুরুবাক্য শিরোধার্য মম,

বাক্যে তাঁর করিলে বিশ্বাস—

জ্ঞানজ্যোতি অবশ্য প্রকাশ

হইবে নাশিতে মন অজ্ঞান-তিমির ।

কেন মা'গো,

এ শুভ সংবাদে তব চক্ষু হেরি নীর ?

পদ্মা । বৎস, আছি প্রতিশ্রুত তব গুরুর নিকটে

যেই দিন সম্পূর্ণ হইবে অধ্যয়ন—

তোমাতে গুরুর কার্য্যে করিব অর্পণ ।

কীদে প্রাণ সে দিন স্মরিয়ে,

কেমনে বিদায় দিব তোরে—

ভীষণ সংসারক্ষেত্র-সমর-অঙ্গনে ;

অগ্রোধ । মা'গো, জন্ম জন্ম তপস্যা করিয়ে,

গুরুপদ একান্ত সেবিলে—

ভাগ্যবানে হয় গুরু-কার্য্য-অধিকারী ।

মহাকাব্যে নন্দনে অর্পণে

কেন মা বিবাদ ভাব মনে,

হেন ভাগ্যোদয় বহু পুণ্যে হয়,

সকলি তো জানো মাতা ।

পদ্মা । আরে আরে অভাগী-নন্দন,

গর্ভে তোরে করিনি ধারণ,

এ কঠিন পণ বুঝি ক'রেছি সে হেতু ।

—নহে হার আপন কুমারে,

কেবা প্রাণ ধরে,

করে পণ পরকার্যে করিতে অর্পণ ।

তথোধ । কহ মাগো, গর্ভে যদি ক'রো নি ধারণ
কহ তবে কোথা মাতা, কোথা পিতা মম ?

পদ্মা । রাজবংশে করিয়াছ জনম গ্রহণ
পাটলিপুত্রের নৃপ পূজ্য বিন্দুসার,
সুসীম নামেতে তাঁর প্রথম কুমার—
তুমি তাঁর ওরসে উদ্ভব ।

তথোধ । রাজবংশে জন্ম যদি কহগো জননি,
বনে কি কারণে চণ্ডালের সনে
পালিত হইল এ অধম ?

পদ্মা । নিদারুণ বিবরণ শুন যাধুমণি,
ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে তব পিতা হত,
গর্ভস্থ সেকালে তুমি ;
করিতে সে বংশোচ্ছেদ হইল মন্ত্রণা,
মন্ত্রীগণে করিল কল্লনা—
রজনীতে বধিবারে তোমার মাতার ।
চণ্ডালের বেশে মিলি চণ্ডালের দলে,
নর-নারী বাহারা সকলে
এসেছিল রাজপথ-মার্জ্জন-কারণ ;
মিলি সেই চণ্ডালের দলে,
ভুলাইয়ে সতর্ক প্রহরী,
তাজি রাজপুরী
লইয়ে মাতারে তব করিহু পয়ান ।
পথিশ্রমে ক্লান্ত মাতা তব
বনপথে হইল প্রসব,
পুত্রমুখ অভাগিনী হেরিল বারেক,
কাতরে তোমারে—সঁপি মম করে
পরলোকগত অভাগিনী ।

তথোধ । জীবনদায়িনী ধাত্রী কে তুমি জননি ?

পদ্মা । যার সনে দ্বন্দ্বে তব পিতার নিধন
গৃহিণী তাহার আমি গুণহ কুমার ।

তথোধ । রাজরাণী কানন বাসিনী !
কতই স'ছেছ এই অনাথ রক্ষণে ।
পতিবাসে কি কারণে করনি গমন ?
কেন বা জননী সনে করিলে পয়ান ?

পদ্মা । ক্রুপহত্যা, নারীহত্যা এ অতি পাতকে
তাজিলাম রাজপুরী রক্ষিতে পতিরে,
সঁপি তোরে কারে, গৃহে যাব ফিরে ?
রাজার কুমারে

কেমনে চণ্ডালে দিব করিতে পালন ?

সে কারণে আছি এ অজ্ঞাতবাসে—

সদা শকাচিতে যদি কোন মতে

গুপ্তচরে জানে এ সন্ধান,

নিশ্চয় বধিবে তব প্রাণ

চণ্ডালের সনে মিলে আছি সে কারণে ।

তথোধ । জগদ্ধাত্রী ধাত্রী-মা আমার,

যদি হয় সম্ভব কখনো

মাতৃদার আংশিক শোধিতে,

বহু জন্মজন্মান্তরে—

তিল মাত্র ঋণ তব নাহি হবে শোধ ।

মহা তপস্বিনী তুমি, বিনা তপস্যার

আত্মজয় হেন কার সম্ভব সংসারে,

ধরো মা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ।

পদ্মা । হও বৎস, গুরু-কার্য উদ্ধারে সক্ষম
আশীর্বাদ অধিক না জানে ধাত্রী তোরা ।

তথোধ । মাগো, চণ্ডালের বসতি এ বনে,
সর্বশাস্ত্রবিশারদ সাধু সদাশয়
আমার শিক্ষার হেতু কোথায় পাইলে ?
কেমনে এ দাস তাঁর কৃপার ভাজন ?

পদ্মা । পেয়েছি তাঁহারে বৎস, তাঁহার কৃপায়,
বসি বৃক্ষমূলে তোরে ল'য়ে কোলে
অঁধি-জলে বন্ধ ভেসে যায়,
হেরিলাম ভেজোপুঞ্জ কায়,—
মধুর বচনে সম্ভাবি দাসীরে
কহিলেন মহামতি,—
“ভাগ্যবতি, সখর ক্রন্দন,
তব আত্ম-বিসর্জনে

জগজ্জনে মহা রত্নলাভে

শাস্তিময়ী ধরায় রহিবে ভ্রাতৃতাবে ।

এই কুমারের ভার দেবতার,

আসিয়াছে দাস তাঁর শিশুর রক্ষণে ।

‘সর্বশাস্ত্র সুপণ্ডিত হইবে নন্দন,

দেবতার কার্যে পুজ্ঞে কর’ সমর্পণ ।

শুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞানবান হইবে কুমার,

দেবকার্যে দানিতে করহ অঙ্গীকার ।”

গণে বদ্ধ সাধুর নিকটে,

জানিনে তখন, হৃৎপিণ্ড করিয়ে ছেদন

সংসার-পাথারে ফেলে দিতে হবে তোরে !

তথোধ । মাতঃ, সখর ক্রন্দন,

দেবকার্যে জন্ম যদি—সার্থক জীবন !
সার্থক পালন—
সার্থক জননি তব আশ্ববিসর্জন,
নারীরূপে দেবী তুমি ধরণী মাঝারে !

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপগুপ্ত। রাধ পণ, সমর্পণ করহ নন্দন,—
শুন সাধি, কিবা মহা উচ্চ প্রয়োজন—
মহাপাপে লিপ্ত তব পতি
সিক্ত ক্ষতি শোণিত-ধারায়
নিষ্ঠুর আচারে তার।
নির্মিত সুন্দর পুরী প্রান্তর মাঝারে
নৃত্যগীত হয় অবিরত,
মুগ্ধচিত্ত তাহে যে প্রবেশে
তারি প্রাণ নাশে—
হত্যাকারী রাজচরণে।
কত শত জীবন সংহার
অহর্নিশ হয় অনিবার
কুমার তোমার—
হত্যাকাণ্ড করিবে রাবণ।
নিষ্ঠুর আজ্ঞায় ভস্ম কলিঙ্গ নগর।
নিরন্তর ঘোর পাপ ক্রিয়া
দমিত হইবে এই বালক-প্রভাবে।
হবে ভূপতির মহা কল্যাণ সাধন,
পাপলিপ্ত মন বুঝিবে ছনীতাচার তার,
প্রায়শ্চিত্ত কার্য্য হবে ভবে
“অহিংসা পরম ধর্ম্ম” দেশে দেশে গা’বে
“জয় বুদ্ধদেব” উচ্চ হইবে ধ্বনিত,
শান্তিময় ধর্ম্মের স্বকেন
একচ্ছত্র ধর্ম্মরাজ্য হইবে ধরায় !
পদ্মা। হীনবুদ্ধি রমণীয়ে করহ মার্জনা
নহে আজ (৩) অতীত শৈশব
কানননিবাসী শিশু ছিল অধ্যয়নে,
কেমনে সংসার-রণে করিয়ে প্রবেশ
অধর্ম্ম বিনাশে শান্তি করিবে স্থাপন ?
শান্ত করো—আকুল পরাণ।
উপ। যোগবলে দিব্য দৃষ্টি দিতেছি কুমারে
সর্ব্বজ্ঞ হইবে যেই দৃশ্য দরশনে।
স্পর্শ করো বালকে মা সাধবী ভাগ্যবতী,
যেই দৃশ্য নেহার ধরায়

হইরাছে, হয় যাহা, হবে ভবিষ্যতে,
আছে, হয়, হইবে অকিত বোমানপটে,
নর-চক্ষু আগোচর তাহা—
কতু হেরে ভাগ্যবান জন।

পট পরিবর্তন।

দৃশ্য—আকাশমণ্ডল।

[পাত্র হস্তে বুদ্ধদেবের প্রবেশ ও কূপ
হইতে জল উত্তোলনকারিণী জনৈক জীলো-
কের নিকট মধুর দোকানের সন্ধান গ্রহণ।
জীলোকের অন্তরে মধুর দোকান দেখাইয়া
দেওন। বুদ্ধদেবের মধুর দোকানের সম্মুখে
গমন এবং মধু প্রার্থনা। মধুবিক্রেতার বুদ্ধ-
দেবকে পাত্র পূর্ণ করিয়া মধুদান। মধু-
বিক্রেতার অপর ছই ভ্রাতার প্রবেশ এবং
বুদ্ধদেবকে মধু লইতে দেখিয়া এক ভ্রাতার
বুদ্ধদেবকে তিরস্কার করণ ও অত্র ভ্রাতার
ক্রোধে বুদ্ধদেবকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিবার
প্রস্তাব। বুদ্ধদেবের সকলকে আশীর্বাদ
করণ,—ভ্রাতৃত্বের বুদ্ধদেবের পদতলে পতিত
হওন।]

উপগুপ্ত। দেখ চেয়ে—পাত্র ল’য়ে :

মধু হেতু কে আসে নগরে,—
হের কে রমণী, মহা পুরুষে বেধায়
কোথা মধুবিক্রেতা আলয়।
হের ভিক্ষু ভিক্ষা করে মধু—
হের মধু ব্যবসায়ী—
পাত্র পূর্ণ করে মধু দানে।
হের ছই ভ্রাতা তার,—
এক ভ্রাতা সাধুরে করিছে তিরস্কার,
ফেলিতে সাগরে ধ’রে কহে অত্র জন।
হেরি নিত্য নির্ভিকার নগের আচার,
আশীর্বাদ করিছেন তিন জনে ;—
পেয়ে দিব্য জ্ঞান
সাধুর সন্ধান করিতেছে ভ্রাতৃত্বের।
(পুনরায় পূর্ব্ব দৃশ্য)

মধুদাতা,—রাজ্যেশ্বর অশোক নামেতে ;
তুমি ওই মধুময়ী দেবকার্যে অশোক-গৃহিণী
ফেলিতে সাগরে তাঁরে বাহার করনা,
পুণ্যভূমি ভারত ভ্যাকিরে সাগর মাঝারে—
লঙ্কাধামে সিংহাসনে বসে সেই জন ;
করি তিরস্কার
চণ্ডাল-আবাসে স্থান হ'য়েছে তোমার ;
কিন্তু আশ্ব-তিরস্কারে দেব-দরশনে,
দিব্য জ্ঞানার্জনে, বাসনা বর্জনে,
ল'য়েছ কার্যের ভার চরণে মাগিরে ;
আশৈশব নহ তুমি সংসার-পীড়িত ।
ভোগের কামনা ছিল অপর দৌহার
ভোগ ছেড়ে দণ্ড হয় সংসার-কটাহে ।
কিন্তু অচিরে সে মধুদাতা—মধু দান কলে,
বুদ্ধ-প্রতিনিধি রূপে—
বিত্তীর্ণ ধরার, শান্তি রাজ্য করিবে স্থাপন;
বুদ্ধ দরশন বিকল না হবে ।
অধিকার লঙ্কা যিহার
মহাকাব্যে সেও হবে প্রধান সহায় ।
অগ্রোধ । বুদ্ধদেব দেখেন দর্শন,
খুলেছে নরন—খুলেছে নরন—
বুঝিয়াছি কিবা হেতু জনম গ্রহণ ।
জগদ্ধাত্রী মাতা তব সার্থক পালন,
কার্যে বাই—প্রশাম চরণে ।
পদ্মা । যাও বৎস, ধরার কল্যাণে ;
কিন্তু কাঁদে প্রাণ
রমণীর সহজাত মায়ার বন্ধনে ।
উপ । ত্যজ শোক মজ্জলদারিনি,
মজ্জলা, মজ্জল হেতু জনম তোমার,
অজ্ঞান চণ্ডালগণে জ্ঞান দান হেতু
অরণ্যবাসিনী তুমি হ্রিতহরিণী ।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাক ।

—:—

ব্রহ্মদেব মায়াপুরীর সম্মুখ ।
মায়-অশ্বচর দ্বাররক্ষকদ্বয় ।

১ম রক্ষক । এতদিনে মায়ের রাজ্য পরিপূর্ণ
হ'য়ে গেল, কত সহস্র লোক বধ ক'রেছি ।
প্রভুর ইচ্ছা—পৃথিবীর সমস্ত লোক তাঁর
নরকে স্থান পায় ।

২য় রক্ষক । অশোক রাজা থাকতে তা হবে,
ওই এক বাক লোক আসছে । ওরা
গান ক'রে না কেন ?

(সেতুপার হইয়া লোকগণের প্রবেশ)

১ম লোক । কি চমৎকার পুরী, যেন ইন্দ্র-
ভবন !

২য় লোক । কত হীরেমতি, যেন চাঁদ -সুখি-
তার। সব বক্ বক্ ক'রে !

৩য় লোক । থামের একটা কাণ ভেঙ্গে
বেচলে রাজ্য কেনা যায় ।

(পুরীর ভিতর হইতে নর্তকীগণের আগমন)

নৃত্য গীত ।

সাধ সদা তারে হৃদয়ে ধরি ।

যেই যতন জানে তারে যতন করি ॥

নীলস প্রাণে কেবা আদর জানে,

জীবন যৌবন কি ফল দানে

এ তো মন না মানে;

আপন আগনি রহি মানে,

রসিক বিনে সহিব দহিব কত অভিমানে

কি কাজ'মে'নে প্রেম-আশে ফাঁস যতনে পরি ॥

১ম নর্তকী । আনন্দ না, আনন্দ না, আনন্দ
করবেন—আনন্দ, কারো মানা নহি ।
মহারাজ সকলের আনন্দের জন্ত
আনন্দভবন প্রস্তুত ক'রেছেন ।

৩য় লোক । ভাই অমি যাবনা, আমার কেমন
গা ছম্ ছম্ ক'রে । দেখ—এ কোন
মায়ী—এমন কি পুরী হয় ! এখন আমার
মনে হয়, আমাদের গ্রামে যারা এই পুরী

দেখতে এসেছিল, তারা তো কেউ কেউ
নাই।

১ম লোক। তুমি থাকো থাকো—চম্কে
ওঠো। এ আজব সহর, কত সব
শোভা দেখে বেড়াচ্ছে। চল মা, বাওয়া
বাক্।

(লোকগণের পুরী প্রবেশের উপক্রম।)

(বেগে অগ্রোধের প্রবেশ)

অগ্রোধ। যেও না, এ মায়াপুরী, গেলে প্রাণবধ
হবে। আমার স্পর্শ ক'রে দেখ, এরা সব
মারের কিঙ্কর কিঙ্করী। দেখো—পুরী
রক্ত নির্মিত নয়, নারকীমায়ার নির্মিত।
ওরা স্তন্দরী নয়, নরকের পিশাচিনী।
লোকগণ। অগ্রোধকে স্পর্শ করিয়া) ওরে
বাপরে—

লোকগণের পলায়ন।

১ম রক্ষক। (জনাস্তিকে ২য় রক্ষকের প্রতি)
দেখ, ছোঁড়া সব কি মন্ত্রণা দিয়ে ওদের সব
তাড়ালে! বেটাকে তপ্ত তেলে ভাজতে
হবে। (প্রকাশে) আহুন, আহুন—
অগ্রোধ। চলো, তোমাদের আমি চিনি।

২য় রক্ষক। (জনাস্তিকে) ওরে ছোঁড়া কি
বলেন?

১ম রক্ষক। (নর্তকীগণের প্রতি) গাও গাও
ধাম্লে কেন?

নর্তকীগণ। না না, আমরা গাইতে পারবো
না, আমাদের প্রাণ ছট্‌কট্‌ ক'রে!
কে এ, কে এলো?

১ম রক্ষক। রও, কি মজা জানে, ওর মজা বা'র
কচ্চি।

২য় রক্ষক। (নর্তকীগণের প্রতি) গাও না,
গাও না—অমন কচ্চ কেন?

নর্তকীগণ। না না, গাইতে পারবো না, স্বর
বন্ধ হ'য়ে গেছে।

[অগ্রোধের পুরীমধ্যে প্রস্থান এবং
পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্তন।

—*—

পুরী অভ্যন্তর।

চণ্ডগিরিক।

(অগ্রোধকে লইয়া দ্বার-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। সর্দার সর্দার, এই ছোঁড়া—
লোক ভাংচি দিচ্ছিল, কি পরামর্শ দিচ্ছিল,
সব পালাল।

চণ্ডগিরিক। দেয়ালের সঙ্গে গের্গে ফেল্।

(রক্ষকগণের তক্ষণ করিবার চেষ্টা করণ)

১ম রক্ষক। সর্দার, সর্দার—বর্শা ভেঙ্গে গেল।
চণ্ড। কোথাকার ভাঙ্গা বর্শা এনেছিল্।

[অগ্রোধকে খড়্গাঘাত করণ ও

খড়্গা ভঙ্গ হওন।

বটে বটে, বুজুক কি শিখেছ, তোমার বুজ-
ক কি ভাঙ্গি। নিয়ে আয়তো—তপ্ত
তেলের কড়ায় ফেলতো।

[রক্ষকগণের অগ্রোধকে তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে
নিক্ষেপ করণ।

(তৈল কটাহ হইতে পদ্ম তছপরি অগ্রোধের
শূন্য উত্থান)

সকলে। অ'রে বাপরে—গা জলে গেলরে, গা
জলে গেলো রে—পালা পালা।

[সকলের পলায়ন।

(পুনরায় পূর্ব দৃশ্য)

রক্ষকগণের বেগে প্রবেশ।

রক্ষকগণ। ওরে বাপরে—পুড়ে মলুমরে—

নর্তকীগণ। কিরে কিরে?

রক্ষকগণ। পালা পালা—এখনি পুড়ে মর'বি।

[সকলের পলায়ন।

যষ্ঠ গর্ভাক ।

—:~:—

রাজপ্রাসাদ ।

অশোক ।

অশোক । মিথ্যা স্বপ্ন, উৎসাহিত মস্তিষ্ক স্বপ্ন,

কলিঙ্গ-সংহার দৃশ্য করি দরশন ।

হৃদয়ের দুর্বলতা বশে

হেরিরাছি কল্পনা স্বজিত ছবি ।

আত্মত্যাগ শুনি মাত্র ভিক্রুর বদনে,

আত্মত্যাগী কে আর ধরায়,

সংসার আঁধার

নাহি কোন প্রিয় বস্তু বার

আত্মত্যাগ ভাণ তার উদর পূরণে ।

অলস জীবন,

আরাস ব্যতীত চাহে নিজ প্রয়োজন,

চাহে মান, আধিপত্য সবার উপর ।

মিথ্যাবাদী, কই তার বচন সফল,

কোথা উপদেষ্টা মম !

আত্মত্যাগ—আত্মত্যাগ—বাক্য আড়ম্বর,

কোথা কেবা আত্মত্যাগী আছে এ

সংসারে !

আত্মত্যাগ নাহি হেরি প্রকৃতির রীতি,

পশুপক্ষী জলচর তরুলতা আদি,

আত্মপুষ্টি নিরন্তর করিছে সাধন ।

আমি এই সঙ্গারী ধরণী-ঈশ্বর,

তাজি ভোগ, তাজি রাজ্য, আধিপত্য তাজি

পীত বস্ত্র করিব ধারণ !—

প্রতারক ভিক্ষুগণে নিধন উচিত ॥

(কল্লাটকের প্রবেশ)

কহ মন্ত্রী,

গুরুতর রাজকার্য কিবা উপস্থিত—

বাহে বিনাদেশে আসিয়াছ রাজ দরশনে ?

কল্লা । বার্ককে হয়েছি প্রভু. আশায় নিরাশ,

হেরি আপনারে সিংহাসনোপরে

কত সাধ উঠেছিল মনে,

ভাবিরাহিলাম চক্রগুপ্তের আসনে

অধিষ্ঠিত দুইহস্তা শিষ্টের পালক,

রামরাজ্য যথা প্রজা আনন্দে রহিবে !

কিন্তু নৃপ তব ব্যবহার,

শেল সম বাজে এই বৃদ্ধের হৃদয়ে ।

অশোক । করি বহু মার্জনা তোমার,

সেই হেতু শুনি বহু অহুচিত বাণী,

কহ কোন্ কার্য অত্যাঘ আমার ?

রাজ-কার্য ছুটির দমন ;

সেই কার্যে বার বার বাদী তোমা দৌহে—

ভূমি আর রাধাগুপ্ত প্রতিকার্যে মম

অত্যাঘ বলিয়া নিত্য কর আলোচনা ।

কল্লা । নাহি নৃপ মার্জনা প্রার্থনা,

কি কার্য অত্যাঘ হেন তব কার্য সম ?

কি জানি, কি পৈশাচিক বলে

নির্মিত হয়েছে পুরী রতনমালায়,

কি জানি কি পৈশাচিক বলে

শুকহলে হৃদের উদয়—

নরহত্যা নিত্য শত সে পিশাচালয়ে !

পুরীর সৌন্দর্যে যেনা হয় আকর্ষিত,

প্রবেশিলে ঘাতক সংহারে তার প্রাণ !

একি প্রলোভন—নরহত্যার কারণ !

নরনাথ, বৃদ্ধ তোমা সাধে করযোড়ে

কলঙ্ক করহ দূর ভয় করি পুরী ।

উচ্চ বংশে জনম তোমার,

উচ্চ কীর্তি করহ প্রচার,

হোক ধরা প্রেমের আগার তব ।

অশোক । বুঝিলাম উপদেশ তব,

নাশিব হৃদয় পুরী দেবের বাঞ্ছিত !

মম ডরে প্রকম্পিত দেশ দেশান্তর,

দূর হ'তে উপহার করিছে প্রেরণ ;—

সিরিয়া, মিশর; গ্রীক, এথিয়াস,

গাঙ্কার, তাতার, লক্সা, সদা সশস্ত্রিত ;

মম পূজার কারণ

প্রতিনিধি করিছে প্রেরণ ।

তব বাক্যে আধিপত্য দিবে বিসর্জন

প্রেমরাজ্য করিব স্থাপন,—

হব যার ভীকৃত্যনে উপেক্ষা ভাজন !

ভিক্রুর নিকট হতে আমি উপদেশ

রোধিছ শ্রবণ পথ মম ।

শুন মন্ত্রী, নরনারী অলস বে জন

নিজ কার্য করিয়ে বর্জন
আকর্ষিত হর পুরী সন্দর্শন হেতু ;
সর্ব অনিষ্টের সেতু
অলস সংসার উদ্দেশ্য আমার।
নিজ নিজ কার্যে রত রহুক সকলে
প্রাণনাশ কাহার না হবে।
দুর্জলতা মানবের আলস্য প্রভাবে ;
মম রাজ্যে দুর্জলতা কতু না রহিবে।
যাও—
নাহি করো বাক্ আড়ম্বর বহ।

(চণ্ডগিরিকের প্রবেশ)

চণ্ড। মহারাজ, মহারাজ—

অশোক। কেন গণ্ড ডরে তোর আভা-
বিবর্জিত ?

কেন তোর বচন জড়িত,
আপাদমস্তক কম্পমান,
ভীকৃতার কিবা হেন উৎকট কারণ ?

চণ্ড। মহারাজ, ভিকু এক জন—

অশোক। পশিয়াছে পুরে ?—বধো তারে।

প্রের নগরে নগরে দূতগণ,
ভিকুগণে দানি প্রলোভন
আত্মক সমীপে তোর, বধের কারণ।

চণ্ড। মহারাজ শত শত ভিকু বধ ক'রেছি,
এ বালক ভিকু এলো, গায়ে অস্ত্র ভেঙ্গে
যায়, তপ্ত তেলে ফেলতে গেলুম, মহারাজ
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য!—তপ্ত তেলে পদ ফুটলো
—সেই পদফলে বসলো, ক্রমে শূন্যে
উঠলো, এক অঙ্গ দিয়ে জল পড়ছে আর
এক অঙ্গ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। আমার
গায়ে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। রত্নপুরী কম্প-
মান, যেন ঘোর ভূমিকম্প হয়েছে।

অশোক। মিথ্যাবাদী—

চণ্ড। মহারাজ যদি মিথ্যা হয়, জিহ্বা উৎপা-
টন করিয়া বধ করবেন।

অশোক। কে সে ভণ্ড, আমি স্বহস্তে তারে
বধ করবো।—

(হঠাৎ চমকিত হইয়া)

একি দেখি অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকার;
আচ্ছাদিত দিশা ঘোর প্রলয়ের মেঘে,

ঝলকে প্রলয়ানল বায়ু দিগন্তর,
বজ্রপাত মুহূর্হঃ উৎপাত ভীষণ,
গর্জিছে পবন, যেন কোটি নৈভো মিলি
গর্জে ঘোর নাদে উলটিতে বসুন্ধরা !
মহাডরে বায়ুকী কম্পিত,
পৃথ্বী স্থির রাখিবারে নায়ে।
পুনঃ সেই স্বপ্ন ভরকর—
পুন কোটি কোটি আকার আমার
তুলিতেছে উচ্চ হাহাকার !

মন্দি মন্দি—কোথা তুমি, ধরো মোরে।

কহ্লা। মহারাজ, স্থির হোন—স্থির হোন,
অকস্মাৎ মেঘগর্জনে কেন ভীত হ'চ্ছেন ?

অশোক। কেন—কেন ভীত হ'চ্ছি ? এ
দৃশ্তে অস্থির ভীত হয় ! দেখ—দেখ শত-
সহস্রকায় আমি যজ্ঞা ভোগ ক'চ্ছি। ঐ
দেখ মস্তক নাই, অঙ্গ নাই, অগ্নি দগ্ধ, ক্ষুধার
ক্লান্ত, জলমগ্ন, ব্যাঘ্রের উদরে প্রবেশ ক'চ্ছে
—শত শত আকারে অশেষবিধ যজ্ঞা !
মন্দি, উপায় করো।

কহ্লা। মহারাজ সেই সাধুর নিকট অপরাধী
হ'য়েছেন ; তাঁর পায়ে মার্জনা ভিক্ষা ভিন্ন
অপর উপায় দেখি না।

অশোক। চলো চলো আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম
করতে করতে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্তাঙ্ক।

উজ্জানের একাংশ।

(মার ও ত্বার প্রবেশ)

মার। হায় হায় বুঝি মম হয় পরাজয় ?

বৌদ্ধ ভিকু ছিল যে বখার,

তাজি পর্বত-গহ্বর

নির্জন অরণ্যবাস করি পরিহার

একজিত অশোকের কল্যাণ সাধনে।

আজি বুঝি প্রেমাদ ঘটায়,

ভুলার রাজ্য ;

ভিকুর বচনে সম্ভাপিত মনে
নির্ভরতা অশোক বর্জিবে ;
কিন্তু গৃহ শূন্য—নাহিক গৃহিণী—
আদরের তুমি মা নন্দিনী,
পাপ তুয়া উত্তেজিনী ;

কাম-পিণাসার করো অশোকে অধীন,
নহে আর না দেখি নিস্তার ।

তুয়া । কেন ডর' পিতা, অশোকের মন
হ'য়েছিল কণিক বস্তন,
উত্তপ্ত হৃদয়-স্রষ্টে চিত্র দরশনে ;
রক্তময় পুরে নহে হত্যা নিবারণ ।

মার । অদ্য হবে সেই পুরী নাশ ;
হ'তেছে হতাশ
পশুশ্রম হবে মম ভ্রাত্রোধ প্রভাবে ।
যাও তুয়া যথ! চিত্তহরা—
বিবিধ মোহিনী বেশে সাজায়ে তাহারে,
যে ছবি দর্শনে রূপ আকর্ষণে
সাধিয়ে অশোক তারে আনে রাজ-গৃহে ।
সন্দিনী হইয়ে সাথে সাথে র'য়ে
করো মাতা বিধিমতে অনিষ্ট সাধন ।
আজ(ই) করো কার্য্যের সূচনা,
মম কার্য্যে বারনারী প্রধান সহায়—
মহা মহা বীর তাহে হয় পরাজয় ;
কাঞ্ছনে না ভুলে, যশে নাহি টলে—
সেও লুটে কুলটার পায় !
দেখি যদি প্রতারিতে পারি আকালেরে,
সহায়ে তাহার হয় বহু কার্য্যোদ্ধার,
কথায় তাহার অতি প্রত্যয় রাজার ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(আকালের প্রবেশ)

আকাল । বুঝে নিলুম বাবা, ও নেড়া মাথা
হলধেকাপড়ের কর্ম নয় ! ও গানই ঝাড়ো
আর বলিই ঝাড়ো, রাজা এসে নিজ মূর্তি
ধ'রেছে । দানায় পেয়েছে, সে কি ছাড়ে !
তুই কি কর'বি—তাই তা'ব'হিস না ?
রাজার শোয়া তোর আর পছন্দ হ'চ্ছে না
—ভিকে কর'তে গা লাগছে না ? রাজ-
ভোগে আছ, হৃদয়কেন শয্যার শুক । ওরে
আবার্গের বেটা, এ সব তোর সইবে কেন

—তা ব'হিস নে ! রাজার উপর মমতা
হ'চ্ছে ? তা কি কর'বি ! ও ভূত ছাড়াতে
তোর বাবাও পারবে না !

(মারের প্রবেশ)

মার । কি ম'শায় আপনি হেথায় ?
আকাল । কই—না ।

মার । আপনি কি রকম লোক ? র'য়েছেন
আর ব'লছেন,—না ?

আকাল । আর তুমি কি রকম লোক, দেখ'ছ
আবার জিজ্ঞাসা কর'ছ ?

মার । আপনি রাজপুরী ছেড়ে এখানে, তাই
জিজ্ঞাসা কর'ছি ।

আকাল । বেশ—বাহাবা দিচ্ছি,—পথ দেখ ।

মার । আমার একটা উপকার কর'তে হবে ।

আকাল । সেটি হবে না ।

মার । কেন ?

আকাল । আমাদের কোন পুরুষে যা কখনো
করে নাই, তা কেমন করে নাই, তা
কেমন কর'বে কর'বো বল ?

মার । আপনি তো রাজপারিষদ ?

আকাল । তুমি তো রাজার বাড়ির ভূত ?

মার । ম'শায়, রাজার মহা বিপদ উপস্থিত
দেখ'ছেন না ?

আকাল । দেখ'ছি তো সামনেই ।

মার । সত্য বল'ছি, রাজার মহা বিপদ ।

আকাল । আমিও সত্য বল'ছি, আমি তা
বেশ বুঝেছি ।

মার । আপনি জানেন না, রাজার কাছে এক-
জন বুজরুক এসেছে ।

আকাল । তোমার বুজরুকিতেই প্রাণ ঠাণ্ডা
আছে, আর বুজরুক দেখ'তে চাই না ।

মার । কি ব'লছেন ম'শায়, ধর্ম নষ্ট হবে ।

আকাল । ওই একটু রেখে বল, তোমার
প্রভাবে তা অনেক দিন হ'য়েছে ।

মার । আমি কি কর'ছি বল ? মহারাজ
গর্কিতের গর্ক খর্ব্ব কর'য়েছেন, আমি
পাপীর দণ্ড বিধান কর'তে উপদেশ
দিয়েছি ।

আকাল । পাপীর দণ্ডবিধান কর'তে গেলে

তোমাকে ত আগে গিয়ে কুপোর ভেতর
হুড় হুড় ক'রে সেঁধোতে হয়।

মার। ম'শার, হিন্দুধর্ম নষ্ট করবার জন্ত
এসেছে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যাবে, আবার
যাগযজ্ঞ লোপ হবে, নাস্তিকতা প্রবল হবে।
বৌদ্ধধর্ম নাস্তিকধর্ম, তা কি জানেন না ?
আকাল। আহা, তোমার হৃদয়ে আমার
কান্না আসছে !

মার। আমার হৃদয় কি, রাজাই ধর্মভ্রষ্ট হবেন।
আকাল। তোমার কষ্ট নয় ? একে তো
রাজার হৃদয়ে তুমি ভেবে সারা, তার
উপর ছাগল, মোষ, মানুষের রক্ত খেতে
পাবে না ; আহা, এমন কষ্ট কি কারো
হয় গা।

মার। আপনি পরিহাস করেন।

আকাল। সহ্য না হয়, স'রে গেলেই যেতে
পারো।

মার। আমি আপনার কাছে এসেছিলাম—
একটা বিদ্যা দিতে।

আকাল। কি—কেমন ক'রে মানুষের বাড়ি
চাপতে হয় ?

মার। পরিহাস করবেন না, শুনুন,—সে
বিদ্যাবলে আপনি যেখানে মনে করবেন,
সেখানে যেতে পারবেন।

আকাল। আরে ছাঃ, এ বিদ্যে নিয়ে কি
করবো !

মার। তবে কি বিদ্যা চান ?

আকাল। এমন বিদ্যে যদি দিতে পারো যে
উড়বো মনে ক'রলে শুয়ে প'ড়বো,
আর শোব মনে ক'রলে উড়বো।

মার। সত্য, আমি এমন বিদ্যা দিতে পারি,
যাতে কুবেরের মত ধন হয়, আর অঙ্গ-
রার মত জী পান।

আকাল। কুবেরের ধন, অঙ্গরা জী, আপনি
পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল ক'রতে
থাকুন, আমি পাঠ লিখে দিচ্ছি।

মার। তুমি অবিশ্বাস ক'র, আমার শক্তি
তো তুমি দেখেছ।

আকাল। তা যাও, ভালর ভালর ভালগাছে
গে ব'সগে।

মার। আমার তোমার প্রতি পুত্রের মত মেহ
হ'য়েছে।

আকাল। আচ্ছা, হ'বার বাবা ব'লছি, শুনে
চ'লে যাও।

মার। আমার যদি কথা শোনো, তোমার
ভাল হবে, নচেৎ তোমার অনিষ্ট ক'রবো।

আকাল। আগে ইষ্ট হোক, তারপর তো
অনিষ্ট ক'রবে ?

মার। আমি কে জানো ?

আকাল। তোমাদের সঙ্গে তো কুটুম্বিতে
নাই, কেমন ক'রে জানবো বল ?

মার। তোমার প্রতি আমার বড় মেহ
হ'য়েছে।

আকাল। ও গায়ের ঝাল পায়ে মারো না
বাবা ! তোমার মেহে যে ফেটে ম'রবো
জা'হলে পুত্রশোক পাবে ; কাজ কি
তোমার সে বালায়ে !

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীত। অহে আকাল, সর্বনাশ হ'য়েছে, মহা-
রাজক্ষিপ্তপ্রায় ! কে এক বুজরুক এসেছে,
সে না কি আঙনে পোড়ে না ;—মহারাজ
সাপ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রতে ক'রতে তাঁর
দর্শনে যাচ্ছেন, অবিরল জলধারায় তাঁর
অঙ্গ ভেসে যাচ্ছে ! এ যে ভারি
বুজরুকি আরম্ভ হ'লো !

আকাল। কি হে—তোমার চেণাচ'ন
ছেড়েছ না কি ?

মার। সত্য কথা বলম, বিশ্বাস তো ক'রলে
না, দেখগে সর্বনাশ হ'চ্ছে।

বীত। চলো চলো, বিলম্ব করো না।
(মারকে দেখিয়া) কে ও ?

আকাল। চিন্তে পাচ্ছেন না ?—চলুন
বলচি।

[আকাল ও বীতশোকের প্রস্থান।

মার। আমি কি শক্তিহীন হ'য়েছি। এই
সামান্য ব্যক্তি ধনের প্রলোভন, নারীর
প্রলোভন উপেক্ষা ক'রে চলে গেল।
একে বশীভূত ক'রতে পারলে অশোক

চিরদিনের জন্ত আমার হস্তগত হ'ত ।
এইরূপ লোভবর্জিত সামান্য ব্যক্তিই
জগতের বেশী উপকার করে । বীতশোক
সন্ধিক্ষিত, রাজার প্রিয় সহোদর,—দেখি
যদি গুর দ্বারা কার্য হয় ।

(কুনালের প্রবেশ)

কুনাল । বুঝি এতদিনে হুদিন উদয় হ'য়েছে,
মহাপুরুষ দর্শন দিয়েছেন । আমি এই
ভোগ-ঐশ্বর্য্য পরিবৃত্ত, মেহময়ী জননীর
উপদেশে বঞ্চিত, ইঞ্জিরের ছলনায় ভোগ-
ত্বায় পীড়িত ;—আমার কি তিনি কৃপা
ক'রবেন ! মা মা—মেহময়ী জননি !
ভোগ-সাগরে সন্তানকে নিক্ষেপ ক'রে
কোথায় গিয়েছ ! অকুল সংসার-সাগরে
তোমার চরণই আমার তরণী ! মা
হস্তরে কে আমার নিস্তার ক'রবে !
আমার কি হুদিন হবে ? সাধুর কৃপা
কি পাব ! প্রভু, প্রভু—দীন দাসের
প্রতি কি দয়া হবে !

গীত ।

বিনা তৃতীয় নয়ন, এ বিফল নয়ন

কিবা প্রয়োজন—

যদি বুদ্ধদেবে নাহি করে দরশন ।
সতত শ্রবণ করে চঞ্চল মন,
মধুর মোহিনী স্বরে সদা বিমোহন,
পরম শত্রু দেহে রয়েছে শ্রবণ ।
কবে ধন জন মান, দিবে মোরে ত্রাণ
হবে বুদ্ধদেব-পদে স্তুতি প্রাণ ;
দীনভাবে কবে ভ্রমিব ভবে,
দার অভিমান নাশ হবে,
তৈলধারাবৎ, বুদ্ধদেবে চিত
হবে শ্রীপাদপদ্মে লীন জীবন ।

[কুনালের প্রস্থান ।

দার । আর এই দেখ না,—এই এক
রাজবংশীয় ভিক্ষু, কি আশ্চর্য্য প্রার্থনা
ক'চ্ছে ! চক্ষু যাক্, কণ্ঠ যাক্, সমস্ত
ভোগসুখ যাক্ ! এর ছায়া স্পর্শ করাও
চলে না !

[দারের প্রস্থান ।

অষ্টম গর্ভাক ।

—:~:—

মায়াপুরী—শূন্তে ত্রোগ্রোধ ।

অশোক, কল্যাটক, আকাল, ও
রাজ-সভাসদৃগণ ।

অশোক । তেজঃপুঞ্জ অহে মহাজন,
কৃপায় রাখহে পায় এই অভাগায়,
হৃদ্যন্ত দানব এই মানব-শরীরে
পতিতপাবন করো পতিতে উদ্ধার ;
মহা ভয়ে এসেছি আশ্রয়ে
বঞ্চনা করো না নিজ গুণে ।

ত্রোগ্রোধ । (শূন্ত হইতে অবতরণ পূর্বক)

কি কাজ হইবে করি ভূত্যে উপাসনা ।

কর' যদি মার্জনা-কামনা মহাপাপে,

বুদ্ধদেবে করো উপাসনা,—

অপার করুণা তাঁর, ঘুচিবে যন্ত্রণা—

পাবে ত্রিতাপে নিস্তার ।

আকাল । তুমি উড়তেই শেখো আর ধ্যানের
ব'সো, আর গা দিয়ে জলই বা'র করো,
আর আগুনই বা'র করো,—কিন্তু :তুমি
এই ছেলে বয়সেই খুব দমবাজ ।

ত্রোগ্রোধ । কেন বাবা ?

আকাল । আর তোমায় 'বাবা' ব'লতে হবে
না । দোরে দোরে তোমাদের 'বাবা'
বলা অভ্যাস, আমি খুব জানি !

অশোক । কি করো আকাল !

আকাল । আরে দাঁড়াও মহারাজ, একটু
চান্কে নিই, না চান্কালাে বাগ পাবে
না ।

ত্রোগ্রোধ । বাপু, তুমি কি ব'লছ ?

আকাল । এই ঝড় ঝাপটা তুলতে পারো,
ভয় দেখাতে পারো, আসমানে উড়তে
পারো,—আর কাতর হ'য়ে রাজা বলে
'রক্ষা করো,'—তুমি ররাতি চিঠি কাটলে
বুদ্ধদেবের উপর । বলে কিনা সাগরে
ঝাঁপ দিয়ে মানিক তোলো । তোমার
বুদ্ধদেব কেমন, কোথায় থাকে, সে
আসমানে ওড়ে কি জলে ডুব ফেঁড়ে,
তার কে সাত পুরুষের দার ধারে বলো ?

ভাগ্যোদ। শুন বৎস অপূর্ব কথন,
কপিলাবস্ততে ছিল রাজার নন্দন—
সিদ্ধার্থ তাঁহার নাম।
দয়ার আধার, রাজ্যধন করি পরিহার
হরিবারে জরা, মৃত্যু বার্ষিকোর ভয়,
কঠোর সাধনে বুদ্ধত্ব গ্রহণে
জীবের নিস্তার হেতু করেন প্রচার—
“অহিংসা পরম ধর্ম” সংসার মাঝারে।
যেই লয় তাঁহার আশ্রয়
ভব-ভয় না থাকে তাহার।

আকাল। বাঃ—বেশ বুলুম।

কল্লাটক। কি বুলি বর্বর?

আকাল। বুলুম—কার বাগানে কি গাছ
আছে, কিসের বড় ওষুদ হয়। (ন্যাগ্রো-
ধের প্রতি) বলি ও ঠাকুর, দিবি গল্প তো
শোনালে,—এখন তাঁরে কোথায় পাওয়া
যায় বল? না হয় আপনি কিছু বাতলে
দিয়ে চলে যাও, নইলে আসমানে উড়ে
পালাবার চেষ্টা করলে আমি ঠাং ধরে
ঝুলে পড়বো।

অশোক। প্রভু, যদি অজ্ঞানের প্রতি কৃপা
ক’রে দর্শন দিয়েছেন, আমার মহাভয়ে
পরিত্রাণ করুন।

ন্যাগ্রোদ। নিজ পরিত্রাণ নূপ,
আছে নিজ স্থানে,
পরিত্রাণ স্বার্থ বিসর্জনে,—
আমার আমার—পুত্র পরিবার
রাজ্য-অধিকার, বৈভব আদির অহঙ্কার,
যজ্ঞগার মূল্যধার জানিহ ভূপাল!
তাজি “আমি বিশ্ব হও লয়”,
বিশ্ব-প্রেমে ভুল আপনায়,
প্রেমে পাবে নিস্তার এ ত্রিতাপ-জালায়।
যত দিন “আমি আমি” রবে
যজ্ঞগা না যাবে—

সার কথা শুন নূপমণি।

অশোক। দয়াস্বর, বলে দাও—কি রূপে
আত্মত্যাগ করতে হয়?

ভাগ্যোদ। ভোগত্বা স্বার্থ বলিদান,
দেহ মতিমান,
জনগণ-মঙ্গল-কামনা

একমাত্র স্বার্থ রাখ হৃদে।

জনসেবা মহাব্রতে অভিমান যাবে,
জ্ঞানরত্ন করগত হবে,
জ্ঞানায়িতে ভ্রমসাৎ করি সংসার
পাপের বন্ধন হ’তে লভহ উদ্ধার।

আকাল। বাঃ, সোজা কথাটি বাতলে
দিয়েছ—গোটা দুই তিন বলি দেবে,
গোটা দুই তিন ছেড়ে দেবে, টপ করে
জ্ঞানটা হাতে ধ’রে নেবে,—দিদে রাজ্য
বাংলেছেন,—সোজা চলে যাও।

ন্যাগ্রোদ। সত্য বলেছ, অতি কঠিন পন্থা,
একমাত্র অভ্যাসে সহজ হয়। দৃঢ়পণে
অভ্যাস বাতীত অপর উপায় নাই।

অশোক। আজি হ’তে সর্ব ত্যাগ করি
তব পদে,—

আজি হ’তে ধরণী শরন,
অর্দ্ধাশনে অনশনে জীবন বাপন,—
বিলাইব রত্নাগারে আছে যত ধন,
আজি হ’তে দীন-সেবা জীবনের সার।

ন্যাগ্রোদ। মহারাজ, সামান্য ধনরত্ন বিতরণে
মনস্কামনা পূর্ণ হবে না, জ্ঞানরত্নই প্রকৃত
রত্ন—সেই রত্ন বিতরণে কৃতসঙ্কল্প হোন।

অশোক। আমি অজ্ঞান, আমি কি রূপে
সে রত্ন বিতরণ ক’রবো?

ন্যাগ্রোদ। ভিক্ষুগণে করিয়ে সন্ধান
রাজ্যে আনি করহ সম্মান;
প্রেরি দেশে দেশে
অতি দূর দূরান্তরে যথা নর এসে
অহিংসা পরম ধর্ম করিতে জ্ঞাপন
মহাজনগণে রাজ্য করহ প্রেরণ।
করি যোর কঠোর সাধন
মহাজ্ঞান করিয়া অর্জন
জগতের কল্যাণ কারণ
ক’রেছেন বুদ্ধদেব যে ধর্মপ্রচার—
“অহিংসা পরম ধর্ম” সর্ব ধর্মসার।

অশোক। মন্ত্রী ম’শার, এই পাপপূরী এই
দণ্ডে ধ্বংস ক’রতে আজ্ঞা দিন।

(সহসা মায়াপুরী অন্তহিত হইয়া প্রান্তরে
পরিণত হওন)

ন্যাগ্রোদ। তব পুণ্য-সঙ্কলে রাজন

মায়ায় হৃদিত পুরী হের নাহি আর,
পূর্ববৎ হের ভূপ বিস্তৃত প্রান্তর ।
অশোক । একি ! সত্যই দানবীর হুটি !
প্রভু সে দানব কোথায় ?

ন্যাগ্রোধ । একদিন তার কুৎসিত স্বরূপ দর্শন
ক'রবেন । জানবেন, বুদ্ধদেবের রূপাবলে
দানবীর শক্তি হ'তে রক্ষিত হ'য়েছেন ।
রাজ্যভার পরিত্যাগ ক'রবেন না, নির্গুণ
ভাবে রাজ্য করুন । রাজসাহায্য ব্যতীত
ধর্মপ্রচার হয় না,—সেই প্রচার কার্যের
নিমিত্ত রাজ মুকুটধারণ করুন ।

অশোক । না না, আমার রাজ্যে প্রয়োজন
নাই, আমার ভিক্ষুবস্ত্র দিন ।

ন্যাগ্রোধ । মহারাজ, ত্যাগ নাহি ভিক্ষুর বসনে,—
কমণ্ডলু, করঙ্গ, কোপিনে,
অঙ্গে ভগ্ন বিভূষণে, কিবা
আঁধার গহ্বরে, তুঙ্গ শৃঙ্গ পরে—
ত্যাগ নাহি বাহ্য আচরণে ।
বিতাড়িত বাসনা-বিবেকে,
স্বপ্নহুঃখ সমভাব বৈরাগ্যের বলে,
শোচনা আকাঙ্ক্ষা বিবর্জিত,
আত্মজয়, ত্যাগের লক্ষণ ।
তরুমূল সিংহাসন তুল্য জ্ঞান ধীর,
বিরতি বার অহঙ্কার,
সেই ত্যাগী,—

নহে ত্যাগ ভাণ মাত্র—আত্ম-প্রবেশনা ।

দেবকার্য্য করহ উদ্ধার,
হোক ধর্ম ধরায় প্রচার,
মহাকার্য্যে প্রয়োজন সাহায্য রাজার ।

(দেবী, মহেন্দ্র ও সত্ত্বমিত্রার প্রবেশ)

দেবী । মহারাজ, দাসীর প্রণাম গ্রহণ
করুন । পদানত পুত্রকন্তাকে আশীর্বাদ
করুন ।

অশোক । কল্যাণি, তুমি কে ?

দেবী । ভুলেছ কি দাসীকে ভূপাল !

তব পুত্র তব কন্তা পালনের ভার
আছিল আমার,—

যেই পুত্র-কন্তা কামনার
ক'রেছিল বরমালা প্রদান কিঙ্করী ।
করিয়াছে দাসী প্রভু সে কার্য্য সাধন,

আজ তব নন্দনী-নন্দন,
চরণে অর্পিয়া দাসী মাগিছে বিদায় ।

অশোক । দেবী, প্রাণেশ্বরী, আমি তোমার
ভুলি নাই । তুমি আমার শত স্নান
উপেক্ষা ক'রে রাজপুরে এসো নাই ।
তোমার স্থান সিংহাসনে, তুমি তা উপেক্ষা
ক'রে দীনহীনার স্থায় গোপনে অবস্থান
ক'রেছ । আমি তোমায় ভুলেছি ব'লে
অপরাধী ক'রো না ।

দেবী । মহারাজ, যে দিন দাসীকে চরণে
স্থান দিয়েছিলেন, সে দিনই দাসী নিবেদন
ক'রেছিল যে, দাসী সিংহাসনের যোগ্য
নয় । দাসী বণিককুমারী, কল্লিরের
সিংহাসনের অধিকারিণী হ'তে পারে না ।
পাটলিপুত্রের রাজবংশে কখনো কলক,
কালিমা পতিত হবে না । আমি দ্বাসী,
দাসী হওয়া আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ ।

কল্যা । মা মা, তুমিই একমাত্র রাজরাণী
হবার উপযুক্ত । পাটরাণী নিক্রদেশ,
তুমি শূন্য রাজগৃহ আলো ক'রে বসো মা !
দেবী । আপনি পিতৃতুল্য, অথবা প্রলোভনে
মুগ্ধ ক'রবেন না ।

মহেন্দ্র । পিতা, মাতৃ-উপদেশে আমি বাল্যা-
বধি অবগত হ'য়েছি, আমি রাজপুরের
যোগ্য নই, সেই জন্য মাতার চরণে ভিক্ষুর
আশ্রম-গ্রহণ প্রার্থনা ক'রেছিলেম, যাতে
বুদ্ধদেবের মহাধর্ম প্রচারের অধিকার
প্রাপ্ত হই । সে অহুমতি মাতা, মহারাজের
আজ্ঞা ব্যতীত দিতে অস্বীকৃতা হন, সে
কারণে মহারাজের পদে সেই প্রার্থনায়
সন্তান দণ্ডায়মান ।

সত্ত্বমিত্রা । মহারাজ, কন্তারও রাজপদে ঐ
নিবেদন,—পুত্রকন্তার আবেদন গ্রাহ্য
করুন ।

অশোক । তোমরা কুলভিলক, আমি
তোমাদের পুণ্যে মহাপাপে পরিভ্রাণ
পাব । যাও বৎস, তোমাদের মহাকার্য্যে
বাধা প্রদান ক'রবো না । কিন্তু হৃদয়-
তন্ত্রী বৃহদ ক'রে তোমাদের অহুমতি
প্রদান ক'চ্চি; মহাকার্য্যে অভাগা

পিতাকে ভুলো না। যদি জান্তে যে তোমাদের চন্দ্রবদন দর্শনে আমার হৃদয়ে কি ভাব উপস্থিত, তা'হলে বোধ হয় আমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করতে কাতর হ'তে। তোমরা নিলিপ্তা মাতার উপদেশে ভোগসুখ-বর্জনে সংসারে নিলিপ্তভাবে পালিত হ'য়েছ। তোমাদের মহাত্মতে উৎসর্গীকৃত হৃদয়ে আমার এ মনোবেদনা অনুভব করবার স্থান নাই। (দেবীর প্রতি) দেবি, তুমি প্রকৃত দেবী সত্য, কিন্তু নিষ্ঠুর জননী।

অগ্রোধ। (মহেন্দ্রের প্রতি) দাদা—দাদা, আমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত সুসীমের পুত্র। চলো—চলো—আমরা হ'জনে বুদ্ধদেবের কৃপায় বুদ্ধদেবের কার্যে দেশে দেশে ভ্রমণ করি।

অশোক। কি, তুমি আমার ভ্রাতৃপুত্র কি ভ্রম—কি অজ্ঞানতা—আমি তোমায় গর্ভাবস্থায় বধ করতে পারি নাই, এ জন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম! হায় হায়, তুমি আমার ভ্রাতা, আমি নরাধম—তখন জানি নে,—কি আত্ম-সর্বনাশে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম! তোমার জননী কোথায় বল? আমি নিজ স্বক্কে চতুর্দোল বহন ক'রে তাঁরে রাজপুরে ল'য়ে আসি। আমি অনেক মহাপাপ করেছি, কিন্তু দেবজননীকে সংহার ক'রতে প্রবৃত্ত হ'য়ে, রাজ্য হ'তে বিতাড়িত ক'রেছি, এ স্মৃতি জগজন্মান্তরে লুপ্ত হবে না। বৎস, এ মহাপাপে কি কি আমার মার্জনা আছে? তোমার জননী কোথায় বল, যদি সম্ভব হয়, কথঞ্চিৎ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত তাঁর চরণে শরণাপন্ন হই!

ন্যাগ্রোধ। মাতা আমার বুদ্ধদেবের চরণ সেবার নিমিত্ত তাঁর নিকট উপস্থিত। অমৃতাপই গরম প্রায়শ্চিত্ত। সমস্ত সংবাদ আমার গুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হবেন। তিনি আপনার প্রকৃত আশ্রয়। সন্তানের প্রতি পিতার যেক্রপ দয়া, আপনার প্রতি গুরুদেবের সেইরূপ।

অশোক। কে তোমার গুরুদেব?

অগ্রোধ। মহাহতব উপশুপ্ত, তাঁরই কৃপায় বুদ্ধদেবের দর্শনলাভ ক'রবেন। কহ্লা। বাবা, আমিই তোমার জননীকে হত্যা ক'রতে মহারাজকে উপদেশ দিই, আমার উপায় কি?

অগ্রোধ। আপনি রাজকার্যে কর্তব্য বোধে উপদেশ দিরেছিলেন, আপনি নির্মলাত্মা।

কহ্লা। ধন্ত মার্জনা—ধন্ত মার্জনা!

অগ্রোধ। (মহেন্দ্রের প্রতি) চল তাই, হেথায় কার্য অবসান।

মহেন্দ্র ও সত্যমিত্রা। মহারাজ, বিদায় দিন।

অশোক। কি বল'বো, আমি অজ্ঞান, তোমাদের মহিমা কি জান'বো!

দেবী। আমিও রাজচরণে বিদায়প্রার্থী।

আকাল। বাবা, কখনো আমার তাক লাগে নাই, আজ তোমরা তিনজনও তাক লাগালে। তুমি আকাশে ফুলেও আমার তাক লাগাতে পারো নাই; কিন্তু আজ বাবা অবাক হ'য়েছি! লাউ-কুমড়োর মতন আগে ফল ধ'রে যে ফুল ধরে, দুনিয়া ঘুরে এ আমার জানা ছিল না। সে বেটা মায়া ক'রে সোণার বাড়ী ক'রেছিল, কি সামনে মায়ার খেলা দেখছি, তা আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে। তোমাদের আমি ছাড়চি নি, তোমাদের বুদ্ধদেব কোন বেটা—আমাকে চিন্তে হ'চ্ছে।

ন্যাগ্রোধ। নিশ্চয় চিন্বেন,—হৃদয়ের ব্যাকুলতা তাই বুদ্ধদেবের কৃপালাভের একমাত্র মূল্য।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাটলিপুত্র—রাজবাটীর সম্মুখ।

বীতশোক, আকাল ও ব্রাহ্মণগণ।

১ম ব্রাহ্মণ। ছোট রাজা, হ'লো কি? নাস্তিক-
গুলো এসে দেশ ভরিয়ে ফেললে।
“অহিংসা, অহিংসা” এক চেউ উঠেছে;
যজ্ঞে পশুবধকে কি হিংসা বলে? শাস্ত্র-
জ্ঞান নাই, ঋষি-বাক্যে অমান্য! মূর্খেরা
জানে না যে, শাস্ত্রে ব'লেছে—সত্ত্বঃ মাংস
ভক্ষণ প্রধান হবিষ্যায়।

আকাল। খুড়ো আমার খুব শাস্ত্র মানে।
দাঁত নাই, তবু ভক্তি ক'রে পাঁটার হাড়-
খানি চোষেন।

১ম ব্রাহ্মণ। কি তোমায়ও ভুতে ধ'রেছে না
কি?

আকাল। এতদিন ধরে নাই, এবার ব্রহ্মদত্তি
ধ'রবো ধ'রবো ক'ছে।

১ম ব্রাহ্মণ। আরে যাও যাও, এখন মস্করা
রাখো। (বীতশোকের প্রতি) ছোট
রাজা, তোমায় এর উপায় ক'রতেই হবে।
নইলে আমরা কি অস্বাভাবে মারা যাব?
মহারাজকে তো উপগুপ্ত না উপদেবতা
পেয়ে ব'সেছে! সঙ্গে ক'রে নে সমস্ত
ভারতবর্ষটা তো ঘোরালে! সমস্ত হিন্দু
তীর্থ গেল, মহারাজের সে সব তীর্থ দর্শন
হ'লো না, কোথায় ওর বুদ্ধদেব ব'সেছিল,
কোথায় পোষাক ছেড়েছিল, কোথায়
ধ্যান ক'রেছিল, কোথায় বেড়িয়েছিল,
কোথায় যমের বাড়ী গিয়েছিল, সেই সব
জায়গা খুঁজে খুঁজে বেড়ান হ'য়েছে; মাটি
খুঁড়ে সব অস্থি বার করা হ'য়েছে, সেই
সব অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ হবে। সঙ্গে
সঙ্গে তাঁর যে সব চেলাচামুণ্ড ছিলেন,
তাদেরও অস্থির সব স্তূপ হবে।

২য় ব্রাহ্মণ। এসব কি সত্যি সব বুদ্ধদেবের
অস্থি না কি?

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন, এতদিন সে সব
অস্থি আছে! কোথেকে সব ভাগাড়
খুঁড়ে অস্থি বার ক'ছে। ঐ উপগুপ্তটা
কি বাহু কম?

বীত। না না, সে সকল অস্থি পরম যত্নে
রক্ষিত ছিল।

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন ছোট রাজা, ঐ
উপগুপ্ত বেটা চালাদের দিয়ে পেঁড়া বন্দী
ক'রে রাখিয়েছিল।

বীত। না, না, পুরাতন স্তম্ভের গর্ভে
সুবর্ণ-পেটিকায় সে সব অস্থি রক্ষিত
হ'য়েছিল।

১ম ব্রাহ্মণ। শোনে কেন? তবে আর
নূতন ক'রে স্তূপ হ'চ্ছে কেন?

বীত। সেই অস্থি বিভাগ ক'রে ভারতবর্ষ-
ব্যাপী সব স্তূপ হবে।

১ম ব্রাহ্মণ। আর সঙ্গে সঙ্গে বিহার নির্মাণ।
হাড়ি শুঁড়ি মাথার মুদকরাস সব মাথা
কামিয়ে হলদে কাপড় প'রে পায়ের উপর
পা দিয়ে থাকে। আর বামুনগুলো ভেসে
যাবে!

বীত। আচ্ছা আপনারা তো বলেন—বুদ্ধদেব
অবতার?

১ম ব্রাহ্মণ। নাস্তিক অবতার—নাস্তিক অব-
তার, কলির লোককে নরকগ্রস্ত ক'রতে
এসেছেন!

বীত। তবে না গুণতে পাই,—অবতার ধর্ম
রক্ষা ক'রতে আসেন?

২য় ব্রাহ্মণ। শোনো কেন, কেউ বলে অব-
তার—কেউ বলে নয়।

১ম ব্রাহ্মণ। মহারাজ তো সব বড় বড় বিহার
নির্মাণ ক'রে দিয়েছেন, পালে পালে সব
বৌদ্ধ ভিক্ষু নাস্তিকের দল এসে হলদে
কাপড় প'রে মাথা কিনে ব'সেছেন। হাঁড়া
হাঁড়া ঘি যাচ্ছে, কাঁথার মতন সর, ভার
ভার দুধ, মাথামের পর্বত—এই সব বিহারে
চ'লেছে। ব্যাটারা দিবি মজা মেয়ে
পায়ের উপর পা দিয়ে থাকে। রাজে

দোর দিয়ে থাকেন, বোধ হয় নিম্নবিলি
ভিক্ষুগীদের সেবা নেন।

বীত। ভিক্ষুগীরা না আলাদা থাকে ?

১ম ব্রাহ্মণ। তুমিও যেমন ছোটরাজা, ও
মাণিকজোড়ের পাতা—

আকাল। আহা, খুড়োকে তো সমস্ত রাত এ
সব তদ্বির ক'রে বেড়াতে হয়। খুড়ো,
ঘুমোও কখন ?

১ম ব্রাহ্মণ। আরে নে নে; বেল্লিকপনা
রাখ! ছোটরাজা, তুমি থাকতে এ সব
কি হ'তে ব'সলো ? মহারাজকে দেখছি
তো যাছ ক'রেছে।

বীত। কি ব'লবো বলুন ? এক বেটা দিন-
কতক ভোজবাজী দেখালে। তা যদি
গেল, এখন দমবাজীতে প'ড়েছেন।
আকাল, ব'লতে পারো, খামকা ছেলে-
মেয়ে, জ্বী-ভাইপো কোথেকে আমদানি
হ'লো ?

আকাল। গাছে ফলেছিল।

৩য় ব্রাহ্মণ। আর যেটা ভাইপো ব'লে এসেছে,
আমি শুনেছি, ওটা চাঁড়াল ছিল।

বীত। চাঁড়াল কি দোষ ক'রেছে বলুন ? যে
জাতের ছায়া অস্পৃশ্য, তিনি রাজমহিষী,
আর তাঁর গর্ভে রাজপুত্র, রাজকন্যা ! তবে
না মানা ক'রে গিয়েছেন, দাদার কথায়
কোন কথা কব না।

আকাল। আহা ছোট রাজার ভ্রাতৃত্বক্ৰিটুকু
খুব ! মুখটা টিপেই আছেন, দাদার একটা
কথাও কন না।

বীত। কি বল—তথ্য অতথ্য ব'লতে হবে
না ?

আকাল। হবেই তো, নইলে ভ্রাতৃত্বজি
জাহির হবে কিসে ?

১ম ব্রাহ্মণ। যেতে দিন, যেতে দিন—ও বর্ষ-
রের কথা ! আপনি ঐ হলদে কাপড়পরা
ব্যাটারদের একটু দাবিয়ে দেবেন।

বীত। আমার কাছে যে ঘেঁসে না, জানে
শত্রু পালা, দমবাজী চ'লবে না। ব্যাটারা
কি ভণ্ডবিটেল ! রাজার খোলা ভাণ্ডার
পেরেছেন, দিনে চর্ক-চুয়া-লেহ-পের সব

মারেন, আর রাখে ঘোর রক্ত ক'রে সব
ধানে বসেন। আপনি ঠিক ব'লেছেন,
ওই ভিক্ষুগীদের সঙ্গে রাখে দেখা সাক্ষাৎ
হয় বই কি ?

১ম ব্রাহ্মণ। হয় না তো কি ? না হয় তো
জিব কেটে ফেলবো।

আকাল। দোহাই ম'শায়, নাক কাটুন, কাণ
কাটুন, ঐ জিবটা কাটবেন না, পরচর্চার
ফোয়ারা এমন আর কোন জিবে বেরুবে
না। জিব কেটে কেন আপনার বাক্য-
সুধায় বঞ্চিত ক'রবেন ?

১ম ব্রাহ্মণ। যথা কথা তোর না সয়, তুই
স'রে যা।

আকাল। সয় না কি ব'লছ খুড়ো—মধুর
স্রোত ঢালছ ! আপনার সুখ্যাতি আর
পরচর্চার চেয়ে এমন কিছু আর কি মিষ্টি
আছে খুড়ো,— যেন টাটকা চাকের মধু !

১ম ব্রাহ্মণ। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া)
দেখুন, দেখুন যেন রাজর মত মহারাজকে
ঘিরে আসছে। রাজসভায় আর ব্রাহ্মণ
সম্মানের জায়গা নাই।

বীত। একথা ব'লছেন কেন ? নিত্য ব্রাহ্মণ
পণ্ডিতের বাড়ী তো নিয়মমত সিঁধে যায়।
আপনাদেরও তো মহারাজা অযত্ন করেন
না।

১ম ব্রাহ্মণ। করেন না কেমন ক'রে আর ?
ওদের কথাই যোল কাহন।

আকাল। তা কি ক'রবেন বলুন, আপনারা
তো ঠোঁটই খোলেন না, পাছে হু'চর্ম্মিটা
কেলে ছাগল বেরিয়ে পড়ে !

১ম ব্রাহ্মণ। আরে নাও, কে ঐ বেল্লিকদের
সঙ্গে তর্ক করে !

আকাল। আহা, খুড়োর কমা গুণটা বড়।

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

(অশোক, কল্লাটক এবং কল্লেকজন
বৌদ্ধভিক্ষুর প্রবেশ)

অশোক। বীতশোক, তুমি সত্যায় ষাও না
কেন ?

বীত । মহারাজ, ওঁরাই সভা আলো ক'রে
আছেন ।

অশোক । তুমি ব্যাক ক'র—সত্যই এঁদের
পদার্পণে আমার সভা উজ্জল ।

বীত । আজ্ঞে দিবা আহাৱাদি করেন,—
চেহাৱায় খুব জলুস !

কল্লা । কুমার, নিষ্পাপ দেহ—যে জ্যোতিঃ-
পূর্ণ, এ তো আপনার অজ্ঞাত নয় ।

বীত । তা তো নয়ই—তা তো নয়ই ।
খুব সংযম আছে, কাম ক্রোধাদি রিপু সব
দমন করেছেন, কি আজ্ঞা হয় সব ভিক্ষু
ঠাকুরেরা ?

১ম ভিক্ষু । কুমার, রিপুজয়ী এক বুদ্ধদেব,
আমরা রিপুজয়ী বলে স্পর্ধা ক'রতে সক্ষম
নই ।

বীত । হ্যাঁ, হ্যাঁ সত্য বলেছেন । বিশ্বামিত্র,
পরশুর প্রভৃতি বাহাদুরিহীন ভ্রূক্ষণ
ক'রে রিপু জয় ক'রতে পারেন নাই,
রমণীর ললিত মুখদর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন ।

অশোক । (ভিক্ষুগণের প্রতি) মহাশয়,
আমার মিনতি, এ স্থানে এ সকল কথা
আন্দোলনের প্রয়োজন নাই । আপনারা
নিজ নিজ স্থানে গমন করুন ।

ভিক্ষুগণ । যে আজ্ঞে মহারাজ !
[বৌদ্ধভিক্ষুগণের প্রস্থান ।

অশোক । বীতশোক, এ কি তোমার
আচরণ ?

বীত । কেন মহারাজ, সত্যকথা বলায় তো
আপনার নিষেধ নাই । যদি নিষেধ
করেন, বারান্তরে এরূপ ক'রবো না ।

অশোক । ওঁরা পরম যোগী, ওঁদের প্রতি
এরূপ সন্দেহ ?

বীত । মহারাজ মার্জনা ক'রবেন, ভোগী
বাক্তি যে ইন্দ্রিয় দমন ক'রতে পারেন,
এ আমার ধারণা নাই ।

অশোক । ভাল তুমি এসো, আমার অপর
কার্য্য আছে । একদিন তোমায় বুঝিয়ে
দেবো যে তৃষ্ণা-বর্জিত ভোগ সম্ভব ।
বহু তীর্থ ভ্রমণ ক'রে ও বহু পরীক্ষায় এ

ধারণা আমার দৃঢ়ীভূত হ'য়েছে ; ক্রমে
তুমিও বুঝবে !

বীত । মহারাজ, বুঝলে অবশ্য স্বীকার
ক'রবো ।

[বীতশোকের প্রস্থান ।

অশোক । মন্ত্রী ম'শায়, সাধু-নিন্দায় বীত-
শোকের যে মহা অকল্যাণ হয় !

কল্লা । মহারাজ, আমি বিস্তর তর্ক ক'রে
দেখেছি, উনি কোন মতেই স্বীকার
করেন না যে এঁরা সাধু । বলেন বিজ্ঞান-
বলে কতকটা ভেদী দেখিয়ে মহারাজকে
ভুলিয়েছেন ।

অশোক । আচ্ছা দেখা যাক ! সংবাদ
পেয়েছেন যে যারা আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ,
তারা রটনা ক'রেছে যে আমি
হিন্দুধর্ম্মশ্রেষ্টী । এতে নিষ্ঠাচার শত শত
ব্রাহ্মণ ধর্ম্মরক্ষার্থে সভয়ে নির্জন স্থানে
বাস ক'রেন । আপনি অথ প্রতি
প্রদেশে, প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে,
প্রতি গৃহে প্রচার করুন যে হিন্দু
হোক, জৈন হোক, যে ধর্ম্ম উপাসক
হোন, যিনি এ রাজ্যে বাস করেন, যিনি
নিষ্ঠাচার, স্বধর্ম্মের প্রতি যার অহরাগ,
তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ন্যায় আমার সম্মান
ভাজন, বৌদ্ধের ন্যায় তাঁরাও রাজসাহায্য
প্রাপ্ত হবেন ।

কল্লা । মহারাজ কিরূপ আজ্ঞা ক'রেন ?
হিংসাবর্জিত সনাতন বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত
সকল ধর্ম্মই কুসংস্কারভূত । এরূপ সম-
দৃষ্টি রাজ্যদেশে কুসংস্কার প্রস্রব পাবে,
তাতে এই মহান্ ধর্ম্ম-প্রচারে হানি হওয়া
সম্ভব ।

অশোক । না মন্ত্রীবর, প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বধর্ম্ম-
পালক কদাচ কুসংস্কারজড়িত হয় না,
গুরুদেব বারবার আমার উপদেশ দিয়ে-
ছেন । যদি কুসংস্কারজড়িত দেশচারে
কোনও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মালিন্ত থাকে,
তা অচিরে অপনীত হয় । সদাচারের
অপার মহিমা,—তাতে মালিন্ত স্পর্শ
করে না । জ্ঞানার্জনে নিষ্ঠাব্রত এক মাত্র

অবলম্বন। সম্বর যাতে এ আদেশ প্রচার হয়, যত্ববান হোন।

কহ্লা। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থানো-
গোগ)।

অশোক। আর এক কথা, রাজ্যে যাতে অনাথ, রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা হয়, যথায় চিকিৎসাশালা আবশ্যক, কিছুমাত্র ব্যয়-
কুঠ না হ'য়ে, তাহা যেন স্থাপিত হয়।
পশুপক্ষীরাও মহুষ্যের স্থায় শারীরিক
নিয়মাধীন, তাদের রোগত্যাগ দূরকরণের
নিমিত্ত ঐক্লপ চিকিৎসাগার নির্মিত
হোক। যে সকল ওষধি দুস্ত্রাপা, তার
বীজ আনয়ন ক'রে যত্নে রোপিত হোক।
তীর্থ ভ্রমণ ক'রে দেখ্লেম—গমনাগমনের
বিস্তৃত পথের অভাব, রাজ্যময় বিস্তৃত পথ
নির্মিত হোক। পথিকের জলকষ্ট
নিবারণার্থে বহু কূপ খননের আদেশ দিন।
যান, বহু কার্য, রাজ্যদিবা কার্য।
রাজ্য—ভার, ভোগ নয়।

কহ্লা। মহারাজের জয় হোক।

[কহ্লাটকের প্রস্থান।

অশোক। আকাল, একটা কাজ ক'রতে
পারবে?

আকাল। আজ্ঞা ক'রলেই ক'রতে যাব;
পারবো কি না জানি না।

অশোক। যদি উড়তে বলি?

আকাল। লাফ মারবো।

অশোক। যদি ডুবতে বলি?

আকাল। ডুব ফুড়বো।

অশোক। যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে বলি?

আকাল। বৌ ক'রে চম্পট দেবো।

অশোক। শোন তুই বীতশোককে কোনরূপে
রাজসজ্জায় আমার সিংহাসনে বসাতে
পারিস?

আকাল। আমার নিজে ব'সতে বসে, যতটা
সোজা হতো, ততটা সোজা নয়,— তবে
দেখি।

অশোক। আচ্ছা দেখ্ দেখি যদি পারিস।
আমি রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'রে
স্নান-আহারাদি অস্ত্রে বিরাম করি জানিস

তো? সেই সময়ে বীতশোককে রাজ
মুকুট পরিয়ে সিংহাসনে বসাতে পারবি
দেখিস্ যেন কেউ টের পায় না।

আকাল। আর কেউ টের পাবে না, তবে
মুকুট পরে ছোট রাজা হাড়ে হাড়ে টের
পাবেন।

অশোক। আচ্ছা আচ্ছা, বুকেছিস বুকেছিস,
দেখি তোর বাহাচরী।

[আকালের প্রস্থান।

(উপপ্লবের প্রবেশ)

শ্রীচরণে সান্নিধ্য দাসের

কোন্ ভাগ্যোদয়ে আজ পবিত্র এ পুরী।

উপ। তীর্থস্থান যথা যথা ক'রেছ ভ্রমণ

যথা প্রভুর জনম,

যেই যেই স্থানে পর্যটন,

তপস্তা যথায়

বোধিসত্ত্ব লাভ বে আসনে,—

সে সকল পুণ্যস্থলে

স্তম্ভ-স্তূপ-বিহার নির্মাণ

নিরন্তর বাসনা তোমার।

চৌরাশি সহস্র স্তূপ নির্মাণ করনা

নিরন্তর জাগিছে অন্তরে।

পূর্ণ বাহে হয় তব সাধু মনস্কাম

সেই হেতু আগমন মম।

অশোক। পরম কৃতার্থ দাস অপার কৃপায়;

কিন্তু দেব, ল'য়ে তবশ্রয়

তব দম্ভ মনে হয়

প্রতি তীর্থে স্তম্ভ স্তূপ বিহার সৰ্ব

কেমনে উঠিবে?

শিল্প-নিপুণতা হেন আছে রাজ্যে কার,

যাহার সাহায্যে হবে এ কার্য উদ্ধার?

উপ। এসো আছ প্রতিশ্রুত বুদ্ধদেব-স্থানে,
রাজ্যদেশ পালনে করহ অঙ্গীকার।

(মারের প্রবেশ)

মার। আমি তো রাজ্য কিঙ্কর, আমি তো
রাজকিন্ধর চিরদিনই আছি।

অশোক। প্রভু, এ তো মায়াধর, মায়াপুরী
নির্মাণ ক'রেছিল। কে জানে কি শক্তি
প্রভাবে এ অমাহুষিক কার্যে সক্ষম। এ
মহা পাপাচার, একে কি নিমিত্ত আহ্বান

ক'রলেন ? এ ক্ষণমধ্যে মারা স্তূপাদি
নিৰ্ম্মাণ ক'রবে, কিন্তু অচিরে সে সকল
ধ্বংস হবে।

উপ। না মহারাজ, এই পাশাচার-নিৰ্ম্মিত
স্তূপ চিরদিনের নিমিত্ত ভারতে মহারাজের
মহিমা প্রচার করবে। আজ্ঞা প্রদান
করুন। যে দিন যে তীর্থে অনুমতি
করবেন, তথায় যেন অচিরে স্তূপ নিৰ্ম্মিত
হয়। কুন্তিত হবেন না, যেমন বলবান্ পশু
আরোহণে অনায়াসে ভ্রমণ কার্য সম্পন্ন
হয়, সেইরূপ পাশব প্রবৃত্তির সারভূত
শক্তির আশ্রয় গ্রহণে সঙ্কুচিত হবেন
না।

অশোক। প্রভু, ভারতের শিল্পীর পরিচয়
কি এ স্তূপ-নিৰ্ম্মাণে ধরাবাসী প্রাপ্ত
হবে না।

উপ। বৎস, সমস্তই শিল্পীর কৌশলে নিৰ্ম্মিত
হবে। ভারতের শিল্প-নৈপুণ্য জগতে
অবিদিত থাকবে না। কেবলমাত্র এর
বিষয়-উৎপাদনশক্তি হরণ করা প্রয়োজন।
(মারের প্রতি) যাও—দূর হও, সময়ে
আজ্ঞা পালন ক'রো।

[মারের প্রস্থান।]

অশোক। প্রভু, কে এ ব্যক্তি ?—ভূত, প্রেত,
পিশাচ বা দানব ? আকার মাহুকের
ভায় দেখলেম !

উপ। এর স্বরূপ আকার এখনই তোমার
দৃষ্টিগোচর হবে। দর্শন করো—
(অশোককে স্পর্শ করণ)

(পট পরিবর্তন)

দৃশ্য—কুঞ্জবন।

[কুঞ্জবন মধ্যে সুন্দর বেশভূষায় সহচর
ও সহচরীগণবেষ্টিত মারের বিহার।

সহসা জ্যোতিঃ প্রকাশ ;
জ্যোতিঃস্পর্শে কুঞ্জবন নরকে পরিণত
হওন এবং সহচর ও সহচরীগণসহ
মারের কদাকার ও কুৎসিত
মূর্তিতে পরিবর্তিত
হওন।]

অশোক। মরি মরি—কি পুষ্পবাজি-বিক-
সিত কুঞ্জসারি ! যেন দেব-দেবী আনন্দে
বিহার ক'চ্ছেন। ওই কি অমরাবতী !
গোধূলি-ছায়াচ্ছন্ন কেন ? একি ! মহান্ন !
জ্যোতিঃ-প্রবাহ কোথা হ'তে আসছে
জ্যোতিঃ-স্পর্শে সমস্ত ত্রিভূত হ'য়েছে !
দেখুন—পুতি-মাংস-অস্থি-বিকীরণ মলমূত্র
বেষ্টিত—কি কুৎসিত স্থান ! কোথায়
সেই দেব-দেবী মূর্তি—আলোক-প্রভাবে
সকলই বিনষ্ট ! ক্ষতপূর্ণ কদাকার দেহী
—মূর্তিমান ঘৃণার আকার ! গুরুদেব, এ
সকল কি ?

উপ। ক্ষতপূর্ণ আপাদমস্তক হের মার,
ওই তার ঘৃণিত আগার।
তের হিংসা, তৃষা, সংশয় প্রভৃতি
যত মার-পরিবার, কুরূপ অন্তর—
আচ্ছাদিত মাংসার মোহিনী বেশে।
মহান্ এ পরম আলোকে
দগ্ধ আরোপিত কায়া,—
হের বৎস স্বরূপ আকার সবাকার।

(পুনরায় পূর্ব দৃশ্য)

অশোক। কোথায় মিশিল সবে
আবাস সহিত ?
কহ প্রভু,
কোথা করে অবস্থান স্বর্ণগণে চূর্ণন ?
কেন ধরে সুন্দর মূর্তি ?

কিবা ওই মহা জ্যোতিঃ,
স্পর্শে যাহা
স্বরূপ কুৎসিত তম্ব প্রকাশ পাইয়ে
আবাস সহিত—মিলিল অনিলে যেন ।

উপ। মানব-হৃদয় স্থান জেনো ও সবার,—

মোহাচ্ছন্ন নানবে সঞ্চালি
নিত্য করে জীবলোকে কেলি,
মুগ্ধ করি মোহিনী-আকার ধরি !
কভু বার-বিলাসিনী,
কভু চাটুকার
কহে মৃদু স্তম্ভুর বাণী ;—
কভু ছুট উপদেষ্টা রূপে,
ভ্রায়-পরিচ্ছদে সাজাইয়া রোষে
নরে আনে বশে,
প্রেম-ছায়া কামে করে দান ;
পরনিন্দা, পরচর্চা করে সত্য ভাণে,
বসি হৃদে হেন মতে মোহি জনে জনে
পাপের সংসার তার করে হুবিস্তার ।

কিন্তু ওই মহান্ আলোকে,
দীপ্ত যদি হয় হৃদিহুল,
হৃদ্যালোকে শিশির যেমন
পায় লয় পাপাচার কায়,
পাপ-ধ্বংসকারী সেই মহা হৃদ্যকরে,
হৃদ্পন্ন হয় স্র প্রকাশ,
পদ্মাসনে বুদ্ধদেব বসেন তাহার ।

অশোক । প্রভু প্রভু, সংশয় দূর করুন । যদি
অন্তরে ওদের স্থান, তবে বহির্দৃষ্টিতে কি
আকার দেখ্‌লেম ?

উপ। জেনো বৎস বহির্দর্শে অন্তরের ছবি :

শূন্য—শূন্য—শূন্য সমুদয়—

কিছু নাই কিছু আর নয়,
আত্ম-অভিমান করিয়া আশ্রয়

সহে নর অশেষ যন্ত্রণা ।

কেহ ভোগের আশায়
অন্তরের পাপবৃত্তি করে উত্তেজনা,
বর্ধিত আকারে

মার কলেবরে দেখা দেয় তারে

তার অন্তরের ছবি ।

অতি তুষ্টি যাহার সাধনে

কুক্ৰিয়ার শক্তি তারে দানে,

স্বার্থের কারণে ইচ্ছিয় চালনে

উৎপাত ঘটায় এ সংসারে ।

মায়া শক্তি পায় সে দুর্জনে,

বাসনার প্রয়োচনে—

দুষ্টি শক্তি-আরাধনে

পূর্ণকাম সিদ্ধিলাভে যায় ।

কিন্তু ওই মহা জ্যোতিঃ নিহিত হৃদয়ে

ধ্যানযোগে হয় দীপ্তমান,

বোধিসত্ত্ব লভে সেই বুদ্ধদেবে হেরি ।

অশোক । প্রভু প্রভু, আমার হৃদয় কম্পিত
হ'চ্ছে, আমার হৃদয়েও কি ওদের বাস ?

উপ। বৎস, চিন্তা ক'রো না, শীঘ্র বিভাঙিত
হবে। কোনরূপ আত্ম-প্রভাবগায় ক্রোধ-
যুক্ত হ'রো না। কামের নিকট সতর্ক
থেকো। কাম বহু রূপধারী, দয়া, মায়া,
প্রেম,—বিশেষ ধর্মের আকারে তার
ছলনা। কদাচ তারে প্রেম দিও না।
রাজকাণ্ডো গমন করো, আমি স্বস্থানে
যাই ।

অশোক । প্রভু, প্রণাম গ্রহণ করুন ।

উপ। মার-জয়ী হও ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

—*—

রাজ-সভা ।

ক্রন্দনরত আকাল ।

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীত । কিহে আকাল, কাঁদছ কেন ?

আকাল । আর বাও ছোটরাজা, আমার
মনের হুঃখ মনেই রাখ'বো, কারেও
ব'লবো না ।

বীত । কি বলই না শুনি ?

আকাল । হ্যা বলি, আর মহারাজকে ব'লে
তুমি গর্দানো নেওয়াও ।

বীত । না না—বল না ?

আকাল। আমি এমন বোকা রাজার দেশে থাকবো না ; তা নয় তো কি, ঐ উল্লুক-ভাল্লুক ব্যাটার কথায় মাটিতে শোবে, একবার খাবে, মৃগয়ায় যাবে না, ছোটো আমোদ ক'রবে না, রাতদিন কাজ-কাজ-কাজ ! আমিও হায়রাণ হ'য়েছি, দিবাত্রা ফরমাস—ঐ বিষের মটকি ক'টা নিয়ে আশ্রমে দিয়ে এসো, ঐ ঘন ছধের সরের থান বৈকালিক পাঠাও,—ঐ ফলের পরুত, ছানার টিপি, সব চালান দাও,—আমি আজ চম্পট দিচ্ছি। তবে একটা মনের সাধ মনে রইলো।

বীত। কি, সাধ হে ?

আকাল। সে আবার আপনি ভাষা ক'রে উড়িয়ে দেবেন।

বীত। নানা, ভাষা ক'রবো না, বল না ?

আকাল। আপনাকে একবার মুকুট মাথায় দিয়ে রাজসিংহাসনে দেখবার আমার বড় সাধ।

বীত। আজ তোমার এ কি ভিটকিলেমি ?

আকাল। ঐ জন্তেই বলি নাই, মনের সাধ মনে মেরেছি। আচ্ছা, চলুন—নমস্কার !

বীত। কিহে আজ ব্যাপারখানা কি ?

আকাল। সে অনেক কথা।

বীত। বলই না ?

আকাল। তবে সিংহাসনে চেপে ব'সে শুয়ে।

সে সব ভঙ্গী ক'রে দেখালে তবে বুঝতে পারবেন। এই বসুন, মাথায় মুকুট দিন।

আপনি যেন রাজা, আর আমি যেন ঐ হাড়গিল্পে মস্তীটে,—এই যেন আপনি ব'সেছেন, আর এই যেন আমি দাঁড়িয়ে আছি। দিন, দিন—মুকুট মাথায় দিন !

(বীতশোকের সিংহাসনে উপবেশন এবং আকালের বীতশোকের মস্তকে মুকুট প্রদান)

দিয়েছেন তো ? আর এই আমি দাঁড়িয়ে আছি ;—দাঁড়িয়ে আছি তো—আছি।

বীত। দাঁড়িয়ে তো আছ, তারপর ?

আকাল। এই—এ দিকে দাঁড়িয়ে আছি,

এই ও দিকে দাঁড়িয়েছি ; আবার—এ দিকে দাঁড়াচ্ছি, তো ও দিকে দাঁড়াচ্ছি। ওই মহারাজ আসছেন, বাপ্রে—পালাই—

[আকালের পলায়ন।]

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। বীতশোক, তোর এত বড় স্পর্ধা, আমার মুকুট ধারণ করিস্—আমার সিংহাসনে উপবেশন করিস্ ?

বীত। মহারাজ, আকাল পরিহাস ক'রে—

অশোক। পাটলিপুত্রের সিংহাসনে উপবেশন পরিহাস,—রাজমুকুট ধারণ পরিহাস ? তুই বিদ্রোহী।

বীত। মহারাজ, আকালকে জিজ্ঞাসা করুন।

অশোক। বুঝেছি—বুঝেছি—আকালের সঙ্গে তোর পরামর্শ, তাই পলায়ন ক'রলে।

(রাধাশুশ্রু ও রাজ-পারিষদগণের প্রবেশ)

দেখুন, বীতশোকের ব্যবহার দেখুন। ইনি আমার সিংহাসনে—আমার মুকুট ধারণ ক'রে উপবেশন ক'রেছেন। রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত, আপনারা সতর্ক হোন।

বীত। মহারাজ, দাসের কোনও অপ-রাধ নাই।

অশোক। আবার—নিরপরাধ ভাণ !

বীত। মহারাজ, যদি অপরাধ হ'রে থাকে, মার্জনা করুন।

অশোক। বিদ্রোহীর অপরাধ অমার্জনীয়। তবে তুমি আমার সহোদর, রাজ্য করবার ইচ্ছা হ'য়েছে, রাজভোগ তোমার লালসা ; সাত দিন সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে যদিছা ভোগ করো ! যেরূপ উৎসব তোমার অভিমত—সেরূপ করো। সপ্তাহ ভোগান্তে তোমার শিরশ্ছেদ হবে। মন্ত্রি, সাতদিন আমার প্রতিনিধি স্বরূপ ইনি সিংহাসনে উপবেশন ক'রবেন। যেরূপ রাজভোগ গুণ অভিলাষ, যে স্ত্রীর রমণীর প্রতি গুণ দৃষ্টি, গুণ বাসনা-তৃষ্ণার জন্ম যেন গুণ অভাব হয় না। গুণ যেরূপ অভিপ্রায়,

সেইরূপ ঠুঁর ভোগের আয়োজন করবেন। নগরে সাতদিন উৎসব হোক, উনি উৎসব-আনন্দ করুন।

[অশোকের প্রস্থান।]

রাধা। মহারাজের কি আজ্ঞা প্রকাশ করুন ?
বীত। আজ্ঞায় আর কাজ নাই, অজ্ঞান হই নাই—এই ঢের।

রাধা। মহারাজ গাত্রোথান করুন, বিরামের সময় উপস্থিত।

বীত। আর বিরাম কাজ নাই, আজই নাইয়ে এনে কপালে সিঁহুরের টিপ দিয়ে বা করবার করুন।

[বীতশোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

(তৃষা ও নর্তকীগণের প্রবেশ)

নৃত্য-গীত।

হয় যদি হবে মরণ, আজ কেন ভেবে

মিছে মজা হারাবে।

কোটে ফুল লোটায় মধু খাবে কি ভাবে ॥

ম'রবে তো সবাই মরে,

নিত্য কেবা ভেবে মরে,

মরণ হ'লে ফুরিয়ে যাবে, নাও

আনন্দ করৈ;

এস হে সোহাগ ভরে, সোহাগীয়ে

হৃদে ধ'রে

পিয়ে অধর-সুধা থাক বিভোরে;

আশ্রুক মরণ, থাকলে বিভোরে—

কি এসে যাবে ॥

তৃষা। আহুন মহারাজ, উপবনে বিহার করবেন!

বীত। আর বিহার করবো কি, উপদেবতা বাড়ে চেপে যে হাড়ে হাড়ে বিহার করাজে।

তৃষা। আহুন আহুন, সময় ব'য়ে যায়।

বীত। গেলে আর ক'চ্চি কি বল ?

তৃষা। তোরা যাগো যা, আমি রাজাকে নিয়ে যাচ্ছি।

[নর্তকীগণের প্রস্থান।]

মহারাজ এত ভাবছেন কেন,—সাতদিন তো আপনার অধিকার ? সাতদিন যা আজ্ঞা করবেন, সম্পন্ন হবে।

বীত। হুন্দরী, জানি না তুমি কে ? কিন্তু তোমার পাপছায়া আমার অন্তরে খেলবার চেষ্টা ক'চ্চ। তোমার অতিপ্রায়, আমি রাজাকে বধ করবার উত্তোগ করি। কিন্তু শোন, যদি আমার দেখে হিংসা থাকতে, অগ্রে তোমার শিরশ্ছেদ ক'রতেম। যাও, কে তোমায় প্রেরণ ক'রেছে জানি না, তারে ব'লো, মহারাজ আমার ইষ্টদেব। আমি পরিহাস-পরবশ হ'য়ে রাজসিংহাসনে উপবেশন ক'রেছি, পিতা-পিতামহ-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সিংহাসন উপেক্ষা! তবে প্রাণের মমতায় এখনো বজ্রিত হই নাই, তাই আমার বিষয় দেখুচ্ছ। আমি নিরোধ, কিন্তু বংশের কলঙ্ক নই।

[বীতশোকের প্রস্থান।]

অশোক ও রাধাভণ্ডের পরস্পর

বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ)

অশোক। কোথায় গেল, নর্তকীদের সঙ্গে গেল কি ?

রাধা। না মহারাজ, বিষয়ভাবে নিজ মন্দিরে গমন করলেন।

অশোক। কে তুমি ?

তৃষা। আমি মহারাজের নিকট পত্র ল'য়ে এসেছিলুম।

অশোক। কে পত্র দিয়েছে ?

তৃষা। গোপনে মহারাজকে নিবেদন করিয়া

রাধা। মহারাজ, রাজাজ্ঞা হ'লে কারো ক'র করি।

অশোক। আহুন।

[রাধাভণ্ডের প্রস্থান।]

তৃষা। এই পত্রে সমস্ত অবগত হবেন, যদি ইচ্ছা হয়, দাসীর দ্বারা উত্তর প্রেরণ করবেন।

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি, তিনি বৌদ্ধধর্ম জানতে ইচ্ছুক ? বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী দ্বারা জানতে পারেন।

তৃষা। জেনেছেন, কিন্তু তাতে তাঁর তৃপ্তি হয় নাই। তাঁর মনে সংশয় যে, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সামান্য অবস্থার ব্যক্তি, হয় তো কোন দীনদরিদ্র ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হ'য়ে ত্রিফা দ্বারা সম্মানের সহিত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মহারাজ যদি ভোগ বর্জন করে থাকেন, — সে আশ্চর্য্য! আপনি কি রত্ন প্রাপ্ত হয়ে কঠোর আত্ম-বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সে কথা জানবার তাঁর ইচ্ছা। আপনি যদি কৃপার স্বয়ং তাঁরে দর্শন দিয়ে তাঁর সন্দেহ দূর করেন!

অশোক। আমি প্রতিশ্রুত হতে পারি না। ভূমি সম্রাটের এসো, আমি উত্তর দেব। তৃষা। যে আজ্ঞে।

[অসাবধানতার ভাণে একখানি চিত্রপট নিক্ষেপ করিয়া তৃষার প্রস্থান।

অশোক। কে এ পত্রলেখিকা! কোন উচ্চ বংশীয়া হবে। অবশ্য এরূপ সন্দেহ হওয়া সম্ভব; ভোগ ইচ্ছা সহজেই দমন করা যায় না। একি—পত্রলেখিকা ফেলে গেল না কি? (ভূপতিত চিত্রপট তুলিয়া লইয়া) সুন্দর—ধানস্ব নারী মূর্তি! নিয়ে “তিষ্যরক্ষিতা” লিখিত; সুন্দরীর নাম কি তিষ্যরক্ষিতা?

(আকালের প্রবেশ)

আকাল। মহারাজ কি ও!

অশোক। কিছু না, কি সংবাদ?

আকাল। মহারাজ আমি গুণ্ডিতে শিখেছি।

অশোক। বটে।

আকাল। পরীক্ষা করে দেখুন, ওখানা কোন জীলোকের ছবি।

অশোক। কিসে?

আকাল। আপনার গোশন করার, আর শিউরে ওঠার।

অশোক। যাও, বীতশোক কি ক'রে সন্ধান নাও।

আকাল। তা নিষ্ঠি। কিন্তু মহারাজ তু'য়েই শোন আমি এক সন্ধ্যাই খান,

আমি রাস্তায় গড়িয়ে উপোস ক'রে দেখেছি, ও নেয়েমাহুবের কাঁড়া কাটে না। মহারাজেরও কাঁড়া কাটে নাই বোধ হয়।

অশোক। যাও যাও, এ কুলকামিনীর ছবি, তাই গোপন ক'রলেম।

আকাল। মহারাজ কষ্ট হন হবেন, যিনি আপনার ছবি আঁকিয়ে বিলোন, তিনি কুলকামিনী নন, কুলের ধন্বা!

(আকালের প্রস্থান।

(কল্যাটকের প্রবেশ)

অশোক। কি সংবাদ?

কল্যা। মহারাজকে দাস পূর্বেই নিবেদন ক'রেছিল যে সনাতন অহিংসা ধর্ম ব্যতীত, অপর কোন ধর্মের প্রশ্রয় দেওয়া না হয়; কিন্তু রাজ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। মহারাজের আজ্ঞামত প্রচারিত হ'য়েছে যে, সকল ধর্মাবলম্বী অবাধে নিজ নিজ ধর্মামুষ্ঠান করুক, মহারাজ সকলকেই আশ্রয় প্রদান ক'রবেন। তার ফল দেখুন। গর্কিত নাস্তিক জৈন, তাদের উপাস্ত মহাবীরের মূর্তির পদতলে, ব'লুতে জিহ্বা জড়িত হ'চ্ছে—

অশোক। কি কি?

কল্যা। বুদ্ধদেবের মূর্তি অঙ্কিত ক'রেছে।

অশোক। কি এত বড় স্পর্ধা। রাজাজ্ঞা প্রচার করুন যে প্রতি জৈনের মন্তকের মূল্য দশ স্বর্ণ মুদ্রা; রাজকর্মচারীর নিকট মুণ্ড আনয়ন মাত্র প্রাপ্ত হবে। আজ হ'তে জৈন নিধন আমার সঙ্গর।

কল্যা। যে আজ্ঞা মহারাজ, দাসও সেই প্রার্থনা ক'রেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

অলিন্দ ।

বীতশোক ।

বীত । এত দিনে জন্মেছে প্রত্যয়,
মৃত্যু মহাভয়—মৃত্যু মহাশিক্ষাদাতা ।
বুঝিয়াছি—বুঝেছি এখন,
কি কারণে নৃপতি-নন্দন
ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ভিক্ষু করি দরশন
হইলেন তপোচারী !
বিনা মৃত্যু-জয়—
নাহি আর শাস্তির উপায় ।
ক'রেছেন বুদ্ধদেব পথ প্রদর্শন,—
করিবারে মৃত্যু পরাজয়,
এক মাত্র উপায় সে পহাবলম্বন ।
বৃথা কার্য্যে কেটেছে সময়,
সাধনার নাহিক উপায়,
গত দিন—মরণ নিকট,
কাঁপে হৃদি অহনিশি বিষম চিন্তায় !
এই চক্ষু, স্নন্দর এ ধরা না হেরিবে,
শ্রবণ, না শুনিবে পাখীর গান,
পুষ্পভ্রাণ নাসিকায় না স্পর্শিবে,
রসাস্বাদ বর্জিত হইবে জিহ্বা,
কমনীয় কান্তি পরশনে—
আর কায়া প্রফুল্ল না হবে,
ফুরাইবে ফুরাবে সকলি !

(দূতের প্রবেশ)

দূত । মহারাজ, একদিন গত, ছয়দিন অব-
শিষ্ট । চলুন, স্নন্দরীরা অধাপাত্র ল'য়ে
আপনার অপেক্ষায় র'য়েছে ।

[দূতের প্রস্থান ।

বীত । আর অঁধি নিজা না করিবে আকর্ষণ,
মস্তক উত্তপ্ত দিবানিশি,
অপ্রাজ্ঞর ব'য়ে যায় দিন ।

[বীতশোকের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

চিত্তহরার কক্ষ ।

“ভিষ্যন্নিকিতা” রূপী চিত্তহরা ।

চিত্তহরা । না গো কি ঘেমা—কি ঘেমা ! ঐ
তো রূপ ! মর পোড়ারমুখো, তার উপর
একটু সুগন্ধ মাখ—গায়ের বোটিকা গন্ধ
ঘুচুক । মাগো—কাছে এলে গা ঘিন্ ঘিন্
করে । এখনো খেলছেন—মনে ক'ছেন,
গাঁথা পড়েন নাই ! টেনে তুলেই হয়,
স্বর্ণায় তুলি নাই, যদিই যায়—যাক । কি
চমৎকার বেশ ক'রে দিয়েছে, কি চমৎ-
কার চুলের রং ক'রেছে, যেন চাঁদের
আলো—চুলে বাঁধা । কি চমৎকার রং !
রংয়ে মুখের ভাব একেবারে বদলে গেছে !
কে বলবে—আমার বয়স হ'য়েছে ।
সুদীর্ঘ বা দেখে ম'রেছিল, বেশ ভূষায় তার
চেয়ে শতগুণে স্নন্দরী হ'য়েছি । ঐ
আসছে—ধ্যানে বসি । (ধ্যানমগ্নভাবে
উপবেশন)

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক । (স্বগত) কি স্নন্দর ! ধ্যানমগ্ন
—যেন ধ্যানে গঠিতা মূর্তি ! কি কঠিন
পণ,—রূপ যৌবন .বিসর্জন দিয়ে ইষ্ট-
লাভের জন্ত কুমারীত্বত অবলম্বন
ক'রেছে । (প্রকাশ্যে) আমি এসেছি ।
(স্বগত) গভীর ধ্যানমগ্ন ! (উচ্চকণ্ঠে)
আমি এসেছি !

চিত্ত । (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করণ) ।

অশোক । (স্বগত) এ দীর্ঘ নিশ্বাস কেন ?
চিত্ত । কই—কই—কোথা গেলে ? (বাহ
প্রসারণ করিয়া উত্থান) ।

অশোক । কি, কি—কার অহুসন্ধান ক'ল ?
চিত্ত । না মহারাজ—না মহারাজ—কিছু না
—আমি পাগল, আমার মনের ঠিক নাই ।

অশোক । স্নন্দরি, কার ধ্যানে নিমগ্না ছিলে ?
কারে হারা হ'য়ে ওরূপ বাহ প্রসারণে
আলিঙ্গনে উত্তত হ'য়েছিলে !

চিত্ত । মহারাজ, মার্জনা করুন, জিজ্ঞাসা
ক'রবেন না, রমণীকে লজ্জা দেবেন না ।
আমি আত্মহারা, আমার বামন হ'য়ে চক্স
আকিঞ্চন ।

অশোক । কি—কি বল্ছ ?

চিত্ত । মহারাজ—কেন উপদেশ দিতে
আসেন ? আমি কার ধ্যানে ক'রবো ?
আমি অষ্ট প্রহর এক ধ্যানে মগ্ন, আমার
হৃদয় হৃদয়-দেবতার পূর্ণ,—সেখার অল্প
দেবতার স্থান নাই ।

অশোক । কে সে ভাগ্যবান ?

চিত্ত । মহারাজ, কেন লজ্জা দেন ? আমি
দানী, পদাশ্রিতা, আমার লজ্জা দেবেন
না ।

অশোক । কি বল্ছ ?

চিত্ত । মহারাজ, আপনি রাজা, আপনার
অজ্ঞাত কি আছে ? আপনি কি সত্যই
জানেন না, আমি কার ধ্যানে মগ্ন ? কে
আমার অন্তর অধিকার ক'রেছে, তা কি
আপনার অজ্ঞানিত ? এতদিনে যদি বুঝে
না থাকেন, তা'হলে রাজদর্শন-সাধ আমার
ফুরলো ! আর মহারাজকে কষ্ট দেবো
না, আর মহারাজকে আস্বার জন্ত অহু-
রোধ ক'রবো না ।

অশোক । তিষ্ঠরক্ষিতা—তিষ্ঠরক্ষিতা,—সত্য
বলো, তুমি কি আমার অনুরাগিনী ?

চিত্ত । (মৌনভাবে অবস্থান) ।

অশোক । বলো—বলো,—যদি সত্য হয়,
কেন আমার স্বর্গ-স্থখে বঞ্চিত করো ?
আমার গৃহ শূন্য, আমার গৃহ আলো
ক'রে, আনন্দদায়িনি ! আনন্দ বিস্তার
করো—

চিত্ত । মহারাজ বিবেচনা করুন,—অজ্ঞানিতা,
অপরিতোষিতা গ্রহণ ক'রে তো রাজপুত্রী
অপবিত্র হবে না ?

অশোক । না তুমি আমার সহধর্মিণী—সাধ-
নের সহায় । আমি অতীত চতুর্দোল
শ্রেরণ ক'রে তোমায় ল'য়ে যাব । এস
হৃদয়েশ্বরী—হৃদয়ে ।

চিত্ত । না—না, মহারাজ—সময় দিন—বিবে-

চনা করুন ; উত্তমা হবেন না । না—
না—আমায় স্পর্শ ক'রবেন না ।

[চিত্তহরার প্রস্থান ।

অশোক । তিষ্ঠরক্ষিতা—তিষ্ঠরক্ষিতা—

[অশোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

কাল - রাত্রি । স্তূপ-নির্মাণ-রত শিল্পীগণ ।

দেবী ।

(সহচরীগণ সহ বোধিবৃক্ষের শাখা হস্তে
সজ্জমিত্রার প্রবেশ)

সজ্জ । সারীপুত্র মহোদয় বুদ্ধ-পারিষদ,
অস্থি তাঁর প্রতিষ্ঠা করিবে স্তম্ভ মাঝে,—
মহা কার্যভার তুমি ল'য়েছ জননি,
পতিভক্তি হৃদে ধরি সাহায্যে পতির ।
দেহ তনয় ভার,
সাধ্যমত দেবকার্য্যে জীবন যাপনে ।
দিবসরজনী প্রভেদ না মানি,
অন্নপান করিয়ে বর্জন
নিয়োজিত আছ মহাকার্য্য অহুষ্ঠানে !

দেবী । বৎসে,

রাজার সাহায্যে কার্য্য করিব সাধন—
নহি হেন ভাগ্যবতী ;
হইয়াছি পিতার সম্পত্তি অধিকারী—
প্ৰীত্যার্থে তাঁহার
দেবকার্য্যে সে সম্পত্তি করিব অর্পণ—
এই ক্ষুদ্র বাসনা আমার ।
কহ কল্যাণি, আমার,
কিবা কার্য্যে তুমি উৎসাহিতা ?
যামিনীতে আগমন তব যে কারণ
চিদমুখ নিরখিয়ে পরিতৃপ্ত হৃদি ।

সজ্জ । মাতা, আশ্চর্য্য প্রভাব মম মহেশ্ব
ভ্রাতার—

লঙ্কাধামে বুদ্ধদেবে পূজে ঘরে ঘরে,
নরপতি তথা উৎসাহিত আদর্শে
পিতার,

বাস্তব সদা বোধসত্ত্ব নির্বাণ কারণ,
হইয়াছে শত শত স্তম্ভ উত্তোলিত ।
রাজরাণী উন্মাদের প্রায়
সুনির্মল বোধধর্ম-দীক্ষা-পিপাসার ।
কিন্তু,
সে দীক্ষাপ্রদানে অসম্মত ভ্রাতা মম,
নারীসদ ভিক্ষুর নিষেধ ।
সে কারণে ভিক্ষুণী প্রেরণে
ক'রেছেন গজো ব্যক্ত নিজ অভিলাষ ।
গজপাঠে উৎসাহিত হৃদয় আমার ;
তাই আসিয়াছি ত্রিচরণ বন্দিতে জননি,
পতিসনে ভিক্ষুণী-বেষ্টিত
উপনীত হব লক্ষ্যধামে !
পিতৃ-আজ্ঞা ক'রেছি গ্রহণ ;
প্রস্তুত অর্ণবতরী ল'য়ে যেতে তথা ।
নন্দিনীরে বিদাও জননি ।

দেবী । কোন্ বৃক্ষশাখা এই হেরি তোর
করে,
শ্রোয়াজন সিদ্ধ কিবা হবে এ শাখায় ?

সত্ত্ব । চিনিতে কি হেতু শাখা নারগো
জননি ?

পবিত্র বৃক্ষের শাখা লক্ষ্যধামে ল'য়ে
রোপণ করিব তথা অতি সমতনে,
হবে তার বৃক্ষগয়া সম তীর্থস্থান ;
বৃক্ষে পূজি পবিত্র হইবে জনগণ ।
যেই বৃক্ষতরুণে বসি ভগবান,
লভিলেন বোধিসত্ত্ব ধরার কল্যাণে,
তাহারি পবিত্র শাখা নেহার জননি !

দেবী । শুভক্ষণে তোদের দিগ্নেছি গর্ভে
স্থান, সফল জীবন বৎসে তোদের জনমে,
পতিকুল পিতৃকুল উজ্জল উভয় ।
যাও মাগো করি আশীর্বাদ,
অবাধে পুরুষ মনস্কাম ।
ব'লো মহেন্দ্রে—
কার্যো তার পিতৃলোক পুলকিত,
ব'লো রাজমহিষীয়ে—
পুত্রকল্পা সপি তাঁর ঘরে
নিশ্চিন্ত জননী সে দৌহার,
যথাযোগ্য সম্ভাষণে তুবিও রাজার ;—
জামাতারে জানাইও কল্যাণ বচন !

(সত্যমিত্রা ও সহচরীগণের গীত)

যাঁর পদে সঁপেছি জীবন
তাঁরই কাজে বাই চলে ।

চরণ ধ্যানে ধ'রে হৃদয়-কমলে ॥
কৃপাময় তাঁহার (ই) কৃপায়—

চিনেছি তো তাঁর,
প্রাণ সঁপেছি তাইতে রাজ্য পায় ;
কায়মনে যাঁর শরণ নিলে
চতুর্দর্শ ফল ফলে ;

বাই সকলে গগনভেদী রোল তুলে ।
অর অর অর বুদ্ধদেবের অর বলে ॥

[সত্যমিত্রা ও তৎসহচরীগণের প্রস্থান ।

দেবী । আমি কি কঠিনা জননী, পুত্রকল্পা
বিদায় দিয়ে আমার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ
হ'চ্ছে, আমি আপনাকে শত ধন জ্ঞান
ক'ছি । যাই, যতক্ষণ দেখা পাই, দেখি ।

[দেবীর প্রস্থান ।

বর্ষ গর্ভাক ।

—:—

রাজসভা ।

রাধাশুশ্রু ও সভাসদগণ ।

কুনালের প্রবেশ)

কুনাল । মন্ত্রীবর, স্তুতি নাকি রাধা
কাকার আজ প্রাণদণ্ড হবে । আপনি
আমার মিনতি রক্ষা করুন, আহ্নান
মহারাজের চরণে সকলে মিলে মার্জনা
প্রার্থনা করি ।

রাধা । আমরা অনেক প্রার্থনা করেছি,
মহারাজ মার্জনা ক'রবেন না ।

কুনাল । তবে মহারাজকে অহুরোধ করুন,
কাকার পরিবর্তে আমার প্রাণবধ
করুন ।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক । কি কুনাল, তোমার খুদ্রতাতির
প্রতি যে তোমার বড় মেহ !

কুনাল। মহারাজ, কাকা স্বর্গীয়া রাজমাতার বড় আদরের ধন, তাঁর প্রাণবধে তিনি স্বর্গে চঞ্চলা হবেন। পিতা, পিতা—বাল্যকালে কাকার কোলে লালিত হ'য়েছি, জননীর অদর্শনে কাকা আমার জননীর মত তাঁহার স্নেহভরা হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। পিতা, সন্তানের প্রার্থনা রক্ষা করুন।

অশোক। কুনাল, তোমার কি ধারণা যে তোমার পিতা তাঁর স্বর্গীয়া জননীকে বিস্মৃত হ'য়েছেন? তোমার কি ধারণা, জননীর শেষ বাক্য তিনি রক্ষা ক'রবেন না? তিনি হাতে হাতে সমর্পণ করেছেন—তা তোমার পিতা ভুলেছে? তুমি কি জান না, বীতশোক আমার প্রাণের প্রাণ, আমার রাজ্যের দোসর! শান্ত হও।

কুনাল। পিতা পিতা—মার্জনা করুন, সন্তান অজ্ঞান।

(গ্রহরীগণ বেষ্টিত বীতশোকের প্রবেশ)

অশোক। বীতশোক, সাতদিন রাজ্যভোগ কিক্রম ক'রলে?

বীত। মহারাজ দিবারাত্র মৃত্যুমুখ দর্শন ক'রেছি। চতুর্দিকে মৃত্যুছায়া, স্বপ্নবৎ দিন গত হ'য়েছে। ভোজ্যবস্ত্র, মহোৎসব, নৃত্য-গীত কিছুই আমার ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই।

অশোক। তোমার কি বোধ হয়, তৃষা-বর্জিত ভোগ সম্ভব?

বীত। মহারাজ, মৃত্যু যার সম্মুখে, তার তৃষা কোথায়?

অশোক। জেনো, ঐ যে ভিক্ষু—সপ্তাহ পূর্বে যাদের ব্যঙ্গচ্ছলে ব'লেছিল যে বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি বাতাস্বর্ণাণী হয়েও নারীর ললিত মুখ দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, অতএব ভোগীর কামজয় অসম্ভব। সেই ভিক্ষুরা কি অবস্থায় কাণ্যাপন করেন, অবগত ছিলে না, সেই নিমিত্ত ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ ক'রে-

ছিলে! যে মৃত্যুছায়া তোমার রাজ্য-ভোগে বঞ্চিত ক'রেছিল, সেই মৃত্যু সম্মুখে রেখে তারা দিবানিশি দেবকার্য্যে কালাহরণ করেন। এসো আমার আলিঙ্গন প্রদান ক'রো। তুমি স্বর্গীয়া মাতার আদরের ধন—কনিষ্ঠ সহোদর; দোসর হ'য়ে সিংহাসনে উপবেশন করো।

বীত। গুরু, জ্ঞানচক্ৰ উন্মীলনকারী, পিতৃ-স্থানীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর,—আর আমার বোহে জড়িত ক'রবেন না। আপনার ক্রুপায় আমার জ্ঞানচক্ৰ উন্মীলিত,—আমি বুদ্ধদেবের জ্যোতি দর্শন ক'রেছি,—সেই জ্যোতি আমার মহাভয়ে আশ্বাস প্রদান ক'রেছে। মহারাজ, গুরু, আর ভোগ-বাসনার আমার জড়িত ক'রবেন না।

অশোক। কি কি—তুমি ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ ক'রবে?

বীত। আপনার অজ্ঞা অপেক্ষা।

অশোক। বীতশোক, তোমার নিদারুণ বাক্যে আজ আমার সকল কথা মনে প'ড়ছে। শৈশবকালে তোমার মাতার ক্রোড়ে যেরূপ দেখেছিলেম, আজ মানস-নেত্রে সেইরূপ দেখছি। চলৎশক্তি প্রাপ্ত হ'য়ে ছায়ায় ভায় আমার পাছে পাছে ভ্রমণ ক'রেছে—সে দৃঢ় উদয় হ'চ্ছে! যখন পিতৃবর্জিত, স্বজনদ্বগিত—তোমার সান্নিধ্যচনে অন্তর-তাপ শীতল হ'য়েছে। আমার সিংহাসনে উপবিষ্ট দর্শনে তোমার সেই হর্ষোৎফুল্ল বদন আমার চিত্ত আলোড়িত ক'ছে! বীতশোক, আমার পরিত্যাগ ক'রে যেও না।

বীত। মহারাজ, যে দিন বৌদ্ধধর্ম আপনি গ্রহণ করেন, সেই দিন তো আপনি ভিক্ষু-আশ্রম প্রার্থনা ক'রেছিলেন,—কেবল মহাপুরুষের আদেশে দেবকার্য্যে রাজ-ভিক্ষুরূপে রাজগৃহে বাস করেন। যে আশ্রম আপনার বাঞ্ছিত, সেই পরমাত্মমে নিজ দাসকে কেন বঞ্চিত করেন? অহুমতি করুন—আমি সজ্জিত হ'য়ে আসি।

[বীতশোকের প্রস্থান।]

অশোক । কুনাল—কুনাল, তোমার কাকাকে ফেরাও,—আমি কঠোর ভ্রাতা, আমার কথা উপেক্ষা ক'রেছে। তোমার মেহ উপেক্ষা ক'রতে পারবে না। যাও কুনাল যাও—তোমার কাকাকে নিবারণ করো, যেন আমার ছদয়-তন্ত্রী ছিঁড়ে রাজ্যাশুভ ক'রে চ'লে যায় না !

কুনাল । কেন পিতা, মহানন্দে কেন নিরানন্দ হ'চ্ছেন ? ভক্তুর সংসারে মায়া বর্জন করুন, আপনি জ্ঞানী, অসারকে সার বিবেচনা ক'রবেন না। আমার জ্ঞান হ'চ্ছে—পিতৃদেবগণ আনন্দে নৃত্য ক'রেন রাজবংশে আবার ভিক্ষু সন্তান। যেন চতুর্দিকে জয়ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ ক'চ্ছে। যেন দেবদেবীগণ মহামহোৎসবে নৃত্য ক'রেন। যেন বহুমতী আনন্দময়ী, আনন্দ-স্রোত স্থলে জলে—পবনে গগনে তপনে—মহা আনন্দ। আশীর্বাদ করুন—আপনার সন্তান যেন খুল্লতাতে পথা-বলসী হয়।

কুনালের গীত ।

নিদারুণ বন্ধন কত দিন সহিব,
দ্বিতাপ-দহনে কত দিন দহিব,
পাশ্ববাসে কত রহিব ।
কবে গীতবসন হবে দেহের (ই) ছাদন,
ভ্রমিব স্বাধীন চিতে বিহগ যেমন,
নিত্তি শমন-শাসন, গীড়ার তাড়ন,
কবে হইবে মোচন ;
একে মাটির কায়া, আছে বেড়িয়ে মায়া
ভূত পাবে কবে চরণ-ছায়া,
শান্তি-বারি প্রাণ ভরি পিরিব ।

ভিক্ষুবশে বীতশোকের পুনঃ প্রবেশ ।

বীত । গুরু, জ্ঞানদাতা—বিদায় দিন ।

অশোক । (সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্বক বীতশোককে আলিঙ্গন করিয়া) : বীত-শোক, বীতশোক—কি বলে বিদায় দেব। তোমার জননী জীষিতা থাকিলে কি এমন নিষ্ঠুর হ'তে পারতে ?

বীত । দাদা, আর কেন পথ প্রদর্শন ক'রে বাধা দেন ? যত্নসকুল সংসারে মমতায় আর আবদ্ধ ক'রবেন না।

কুনাল । কাকা, বিদায়ের সময় মহারাজের নিকট জৈন-বধ ভিক্ষা নেন।

অশোক । কুনাল, ও কথা মুখে উচ্চারণ করিস্ নে। নাস্তিক জিন মহাবীরের পদতলে বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্তি অঙ্কিত করে।—জৈনকুল নিম্নলি ব্যতীত এর প্রতিশোধ হবে না।

বীত । দাদা, বিদায় হলুম। যদি যত্নাঙ্কুর হ'তে পারি, কথঞ্চিৎ গুরু দক্ষিণার নিমিত্ত গুরুর সমীপে উপস্থিত হব।

অশোক । চলো চলো কোথায় যাবে চলো—আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

[সকলের প্রস্থান।

—:—

সপ্তম গর্তীক ।

—:—

পদ্মাবতী ও চণ্ডাল বালক-বালিকাগণ ।

চণ্ডাল-কুটীর ।

১ম বালক । দেখ্ মারি, আমরা পাখ্ মারি না, হরিণকে খিলাই। তোর বাতটা লি লিছু।

১ম বালিকা । আমি লোক চিউটা ভি মারি না। ধান দিই ;—পুছ।

পদ্মাবতী । কেন মারো না।

১ম বালক । হামরা ভুলি না ভুলি না, হামি ব'লবে, হামি ব'লবে—

২য় বালক । তুই চূপ, হামি ব'লবে।

পদ্মাবতী । (দ্বিতীয় বালকের প্রতি) আচ্ছা তুমি বল ?

২য় বালক । পাখ পাখালি হুদ লাগে যে, তুই বলি !

১ম বালক । তুই ঠিক বলি না, হামি লোককে যদি কেউ মারে, হামি লোকের যেমন ব্যথা লাগে, পাখতি জানোয়ারতি

সবকোইকো তেমনি ব্যথা লাগে। তাদের
বুলি নাই, ব'লতে শেষে না, তারা আপ-
নার বুলিতে কঁাদে, তাদের মারলে হামা-
দের পাপ হবে। হামরা ভি জানোয়ার
হ'য়ে যাবো, হামাদের ভি মারবে।

পদ্মাবতী। আচ্ছা তোমরা পিপড়ে মারো না
কেন? তারা তো চেষ্টা না?

২য় বালক। তারা খুঁদে খুঁদে; তাদের বুলি
শোনা যায় না, লেকেন পুরা ব্যথা লাগে।
টিপে দিলে আদমি লোক যেমন হাত-পা
ছুড়ে মরে, তেমনি হাত-পা ছোড়ে।

পদ্মাবতী। তাদের ধান দাও কেন?

১ম বালিকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঁদের ভি ভুখ্ লাগে
—হামরা সমঝ ক'রেছি, ওরা মাটি খুঁদে
ঘর বানায়। সর্দার যেমন আনাজ জমা
করে, ওরা ভি তেমনি শীতের মরসুমে
বাহির হয় না, বৈঠে বৈঠে খায়।

পদ্মাবতী। আচ্ছা :তোমাদের যে গানটা
শিখিয়েছি, গাও—

(চণ্ডাল বালক-বালিকাগণের গীত ।)

বুদ্ধ বুদ্ধ ফুকার না।
বুদ্ধ খেপা হবে, খেল না খেলাবে,
চিঁউটা ভি কভি না মার না ॥
দেখ চিড়িয়া চলে, মিঠি বুলি বোলে
উসিকো আপনা সমঝ না ॥
কিসিকো বুরাই না মাননা,
কোহি নেহি বেগানা,
সবকোই কো আপনা বিচার না ॥

পদ্মাবতী। বাছা, বুদ্ধদেব তোমাদের খুব রূপা
ক'রবেন।

২য় বালক। সেটা কে মারি? তোর বেটা-
টার মত হামাদের সাথে নাচবে কুঁদবে
খেলেবে?

পদ্মাবতী। ঠাঁকে তোমরা ডেকে, তিনি
তোমাদের চরণে স্থান দেবেন।

২য় বালিকা। চল চল— ডাকি চল।

সকলে। এ বে বুদ্ধ— এ বে বুদ্ধ!—

২য় বালক। হামি লোক যোজ ফুকারি
আসবে তো?

১ম বালক। যে দিন আসবে, গউ চরাবো
না—খেলেবো। আজ যাই গউ চরাই।

তোরা গুলোন আজ ভি মালা বানাস,
হামি লোককে দিবি, মাদ্রীকে ভি দিবি।

২য় বালক। আয় আয় মাঠে ভি আয়, ধান
কুড়াবি।

[বালক বালিকাগণের প্রস্থান।]

(উপপ্লবের প্রবেশ)

উপ। মা, এখানে তোমার কার্য অবদান;
তোমার শিক্ষায় আবাসগুরুবনিতা চণ্ডাল,
হিংসা-দ্বৈষ বর্জন ক'রেছে। বন হিংসা-
বঞ্চিত। এখন রাজপুরে চলো, কিন্তু
এই চণ্ডালিনীর বেশে তথায় অবস্থান
ক'রতে হবে। পিশাচিনীর ছলনায়
তোমার স্বামীর প্রাণ বিনাশ হওয়ার সম্ভা-
বনা। তুমি রাজগৃহে থেকে তা নিবারণ
ক'রবে।

পদ্মা। প্রভু আপনি ইচ্ছাময়; ইচ্ছা ক'রলে
তো স্বামীকে পিশাচিনীর নিকট হ'তে
মুক্ত ক'রতে পারেন।

উপ। মা, প্রারদ্ধ বলবান; ভোগ ব্যতীত
তার ক্ষয় হয় না। পূর্ব জন্মে যে সময়
মধুপ্রদান ক'রেছিলেন, স্বয়ং ভ্রাতৃত্ব
অপেক্ষা জ্ঞানবান ব'লে সে সময় যে গর্ভ
করেন, সেই গর্ভ ধর্য হবে। যদি আমি
নিবারণ করি, মহারাজ আমার কথায় সে
পাপিনীকে পরিত্যাগ ক'রবেন, কিন্তু
চিরদিনের জন্ত সে পাপচ্ছবি তাঁর হৃদয়ে
অঙ্কিত থাকবে।

পদ্মা। প্রভু, আপনার কথায় তো তাঁর সম্পূর্ণ
বিশ্বাস।

উপ। বিশ্বাস,—সত্য; কিন্তু মা তুমি নির্মল
রূপমোহ যে কিরূপ বলবান তা জ্ঞান
না। তার চরিত্রের প্রতি দারুণ বিদ্রোহ
ব্যতীত রূপমোহ দূর হবে না। বিশেষতঃ
সে মার সহচরী, ধর্মভাণে মহারাজকে
প্রতারিত ক'রেছে। তার প্রতারণা
প্রত্যক্ষ না ক'রে সে মোহ দূর হবে না।
তোমার সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন।

স্বপ্নভাগিনি। তোমার আশ্রয়না
এখনো অবসান হয় নাই,—ক্ষুধা হ'য়ে
না।

পদ্মা। প্রভু, আমি। সে নিমিত্ত ক্ষুধা নই।
আমি পরম আত্মদানে রাজসমীপে চণ্ডা-
লিনীবেশে অবস্থান করবো,—রাজার
গলায় মালা দিয়ে আমি রাণী, নচেৎ আমি
কে? কিন্তু প্রভু, তাবি কি উপাদানে
মানব-হৃদয় নিখিত, যে আপনার শ্রীচরণ
স্পর্শেও মোহ দূর হয় নাই!

উপ। মা, এ ঘোর পরীক্ষার স্থল। প্রবল
ইন্দ্রিয়াদিকে সামান্য প্রেতদানে দানবের
জ্বালা বলবান হয়। রাজা কিরূপ মোহ-
জড়িত, তুমি রাজপুরে অবস্থান ক'রে
উপলব্ধি ক'রতে পারবে। মহারাজের
জীবনরক্ষার তুমিই একমাত্র উপায়।
জগতে সাধ্বীর আদর্শ প্রদান তোমারই
কার্য—তোমার পূর্ব জন্মের বুদ্ধ-দর্শনের
ফল। সত্ত্বর প্রস্তুত হও।

পদ্মা। প্রভু, কবে দাসী বুদ্ধদেবের দর্শন
পাবে?

উপ। স্বামীর সহিত একত্র দর্শন ক'রবে।
সেই দিন তোমার কার্য অবসান।

(চণ্ডাল সর্দার ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

চণ্ডাল। আরে বেটা, তুই টুকরা গুলাকে কি
বলিবে? সব “বুদ্ধ বুদ্ধ” বলে হুলা
তুলছে। বাপরে—আমার ডর লাগে।
তোমার বুদ্ধটা তো খাপা হবে না?

উপ। না বাবা, তাঁর তোমাদের প্রতি পরম
প্রীতি।

চণ্ডাল। ঠিক তো?—তবে বেশ। হামি
লোক আর শিকারে যাই না, পুছ কর।

উপ। তোমরা পরম মঙ্গল লাভ ক'রবে।

পদ্মা। (চণ্ডাল ও তৎপত্নীর প্রতি) বাবা,
মা,—এতদিন তোমরা আমার কষ্টের জ্বালা
রেখেছিলে, আজ আমি স্বামী গৃহে বাব,—
বিদায় নাও।

চণ্ডাল। না মা, সেটা হবে না, পরাণ ধ'রে
পারবে না। তুই যে ক' বয়স আলি,

কাঁড়ি কাঁড়ি ধান হলো, যই হলো, গম
হলো, বুট হলো। গউকে আনাজ
খাওয়াই, তবু ক'মতি হয় না, গোলা ভ'রে
ভ'রে আছে।

চণ্ডাল-পত্নী। তুই বনের লছনী, তাকে
ছাড়বে না। মিসে-মাগী বুকের ভেতর
ধ'রে রাখবো।

পদ্মা। মা, আমি পিঁ... বায় বাব, তাতে
তুমি কেন বাধা দেবে? হস্তমুখে কতাকে
স্বামীর ঘরে যেতে বিদায় নাও।

চণ্ডাল। হাঁ মা, হামাদের মায়া কাট'বি-তো
কেমন করে থাকবো গো? পরাণটা যে
ধক্ধক্ করবে, মাগী মুখে ভাত তুলবে না
তুই রাঁধাবাড়া করে' না খেলে মাগী ধায়
না। তুই খালি দেখলে তবে থাকবে।
ও দানাপানি ছোড়বে।

চণ্ডাল পত্নী। না না মিসে—আমি কাঁদবে
না। আয় বেটা আয়, তোমার বুঁটি বাধি,
ফুলের মালা জড়াই, পলাশফুলের মত
রাঙ্গা ক'রে। সিন্দুর দিই, আয় বেটা
আয়। জামাইঘর যাবে না? যাবে,—
হামি'ভি কাঁদবো না, তুই ভি কাঁদি' নে।

চণ্ডাল। জাখ—জাখ—মাগী কাঁদছে, আর
হামায় নানা দিচ্ছে, ব'লচে—কাঁদি' না।

চণ্ডাল-পত্নী। ও মিসে—ও মিসে—কাপড়
বুনলি—কোথায় রাখলি? বেটাকে নয়
কাপড় পিনিয়ে দামাদ ঘর ভেজবো না?
আদুনিলোক যে নিন্দা ক'রবে, ব্যা
বলবে।

উপ। মা মা—কি প্রেমের সংসার স্থাপন
ক'রেছি'!

[সকলের প্রস্থান।]

অষ্টম গর্তাঙ্ক।

—*—

পথ।

দেবী ও বীতশোক।

বীত। কহ ঠাকুরাণী, কেন কেন বিয়াদিনী!
শত শত শুদ্ধ-আত্মা প্রচারকশ্রেণী,

দেশদেশান্তরে সাগরের পারে
তুঙ্গ শৃঙ্গ করি উল্লঙ্ঘন,
অহিংসা পরম ধর্ম করেন বিস্তার ।
আরোপিত যে ধর্ম-প্রভাবে
যুরোপ, এশিয়া, মিশর, সিরিয়া
অবনত নৃপ শত শত—

বুদ্ধের চরণতলে ।

মহান প্রতাপশালী রাজ্যোৎসরগণ
ধর্মতত্ত্ব সংগ্রহ কারণ,
প্রেমিছেন যোগ্য দূত ভারতের দ্বারে ।

মুক্ত দ্বার রাজার ভাণ্ডার—
পথ, ঘাট, কূপের খনন, নির্মাণ চিকিৎসাগার—
নর, পশু, পক্ষীর পীড়ার শাস্তি হেতু ।

নন্দিনী নন্দন তব—জন্ম শুভক্ষণে—
লঙ্কাধাম আলোকিত তাদের প্রভায়,
বোধিবৃক্ষ পুত শাখা রোপিত তথায়
ক'রেছেন নন্দিনী জামাতা তব—
তবে কেন দুঃখ তাব গুণবতি ?

দেবী । ধ্যানমগ্ন আছ নিরন্তর
সংসারের রোল নাহি পশে কর্ণে তব,
সে হেতু না জান—অনর্থ রাজ্যেতে কত ।
অষ্টাদশ সহস্র জৈনের শিরচ্ছেদ
হইয়াছে একদিনে ।

কিণ্ড প্রজাগণে
নৃপতির প্রসাদ—স্বর্ণ প্রলোভনে—
করে অন্বেষণ কোথা কোন জৈন বসে,
নির্জন অরণ্যে কিংবা পর্বত কন্দরে,
যারে দেখে তার নাহি জ্ঞান,
মুণ্ড আনে নৃপ বিদ্যমান
মহাহিংসা প্রবল ভারতে ।

নিষ্ঠুর আদেশে হেন, কহ উচ্চাশয়,
জনগণে কেমনে অহিংসা শিক্ষা পাবে ?
উচ্ছেদ পরম ধর্ম হয় বা বপনে !

বীত । মহারাজের ক্রোধ শাস্ত হয় নাই ?

দেবী । বরং অধিক উত্তেজিত হ'য়েছেন ।

আজ সংবাদ পেয়েছেন যে পুনর্বার
জৈনেরা প্রভুর, মূর্ত্তি তাদের উপাস্ত
দেবতার পদতলে অঙ্কিত ক'রেছে । তিনি
স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণে বহির্গত হ'য়েছেন, যে
হত্যাকাণ্ড কঠোররূপে চালিত হয় কি

না ? অগ্নি রাজাজ্ঞা,—যে জৈনের প্রতি
দয়া প্রকাশ ক'রবে বা যে গোপনে রক্ষা
ক'রবে—যে কেহ জৈনকে এক মুষ্টি অন্ন
বা এক গৃধ্রব জল প্রদান ক'রবে, সে
সপরিবারে বিনষ্ট হবে । ঐ দেখ, বদার্থে
ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে,—ঐ দেখ, রাজপ্রসাদ-
লাভার্থে ছিন্নমুণ্ড ল'য়ে যাচ্ছে ।

(জনৈক জৈনকে লইয়া দুইজন সৈনিকের
প্রবেশ)

জৈন । বাপু, এইখানেই বধ করো ।

১ম সৈনিক । না—তুমি একজন সর্দার ।

তোমার রাজার সম্মুখে কাটবো ।

দেবী । বাবা, তুমি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ক'রে কেন
জীবন রক্ষা করো না ?

জৈন । মা, কেন এমন আজ্ঞা ক'ছেন ?

আমি পবিত্র জৈন ধর্ম ত্যাগ ক'রে
কুসংস্কার ও নির্ভরতাপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ
ক'রবো ? আমার তু্যানলে দগ্ধ ক'রলে
নয়, চর্ম উৎপাটন ক'রে বধ ক'রলে নয়,
মৃত্তিকাগর্ভে আবদ্ধ ক'রে প্রাণনাশ
ক'রলে নয় । আমি কোন মহাপাপ
ক'রেছিলাম, সেইজন্ত, “বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ
করো” এরূপ বাক্য আমার কর্ণকুহরে
প্রবেশ ক'রলে !

দেবী । (সৈনিকদ্বয়ের প্রতি) তোমরা আমার
চেনো ?

১ম সৈনিক । কে মা—রাজরাণী ? আপনি
এ ভিক্ষুণীর বেশে কেন ? আমরা
তক্ষশিলাবাসী, আমাদের সম্মুখেই রাজগলে
রত্নহার দিইয়েছিলেন ।

দেবী । তবে আমার এক অহুরোধ, এরে
পরিত্যাগ করো ।

১ম সৈনিক । মা, তা'হলে রাজরোষে আমার
প্রাণবধ হবে ।

বীত । শোনো সৈনিক, মহারাজকে ব'লো যে
আমি অগ্নি রাজদর্শনে বাব । বতক্ষণ না
রাজ-সমীপে উপস্থিত হই, ততক্ষণ এ
ব্যক্তির প্রাণবধ না হয় । আমার নাম
বীতশোক ।

জৈন। আপনারা কি জৈন? তবে এ বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বেশে কেন? প্রাণের ভয় ক'রবেন না, ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হোন। এক দেহ যাবে, অপর দিব্য দেহ প্রাপ্ত হবেন।

[জৈনকে লইয়া নৈনিকদ্বয়ের গ্রন্থান।

বীত। ভগবতি, আপনি স্বস্থানে যান, অল্পই এ হত্যাকাণ্ড নিবারণিত হবে। আমি রাজসন্নীপে প্রতিশ্রুত, আমার কার্যান্তে রাজার নিকট উপস্থিত হব। অতঃপর আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে।

দেবী। মৃত্যুঞ্জয় হও।

বীত। দেবি, আপনার আশীর্ব্বাদ বিফল হবে না।

[দেবীর গ্রন্থান।

(পথিপার্শ্বস্থ কুটীর দ্বারে বীতশোকের আঘাত এবং কুটীর হইতে জৈনক আভীর-পত্নীর বাহিরে আগমন)

বীত। মা, আজ আমার স্থান দিতে পার? আভীর-পত্নী। আমার মানুষ সর্দার-বাড়ী দুধ ছুইতে গেছে, সে ফিরে আসুক, তুমি এই দোরে বসো। আমরা বড় হুঃখী, আমার মানুষ দিন খেটে খায়। দু'পা এগিয়ে যাও, সেখানে তোমার মত ঢের সন্ন্যাসী আছে। বেশ থাকবে দাবে—সুখে থাকবে।

বীত। মা, আমার স্থান দাও, তোমাদের হুঃখ-মোচন হবে। আমার মুণ্ড দেখু—কত ওজনের? এর যা ওজন, তত ওজনের সোণা পাবে।

(আভীরের প্রবেশ)

আভীর-পত্নী। আমার ভোলাচ্ছ। (আভীরকে দেখিয়া) ওগো দেখ—এই সন্ন্যাসী আমার ভোগা দিচ্ছে। ব'লুচ্ছে—“আমার মাথার যতটা ওজন, রাজার কাছে ততটা সোণা পাবে, আমার থাকতে দাও।”

আভীর। কি আবল-তাবল ব'কুছ ঠাকুর? যাও—এখানে হবে না।

বীত। শোনো আমি মিথ্যানারী নই, তোমায় উপায় বলি শোনো—

(অন্তরালে পরস্পরের কথোপকথন)।

আভীর। (বীতশোকের প্রতি) যাও, তুমি বাড়ীর ভেতর যাও।

(বীতশোকের কুটীর মধ্যে প্রবেশ)

(স্ত্রীর প্রতি) যা আছে, এক মুঠো খেতে দে।

আভীর-পত্নী। ও—কি ব'ল্লে—চুপি চুপি?

আভীর। ও একটা পাগল, ব'ল্লে আমার মাথাটা কেটে রাজার কাছে নিয়ে চল।

আভীর-পত্নী। হ্যাঁ হ্যাঁ, চাঁটুরা দিয়ে গেছে বটে! মাথাটা কেটে নিয়ে গেলে রাজা টাকা দেয়!

আভীর। আহা, ও আমাদের মত কাকাল।

বুঝি দল থেকে তাড়িয়ে দেছে, খেতে পায় না, তাই পেটের দায়ে মনে ক'চ্ছে—ম'লেই বাঁচি। হুঃখের জালায় আমারও একদিন মনে হ'য়েছিল। যা যা—হু'টি খেতে দি গে।

[আভীর-পত্নীর কুটীর মধ্যে গ্রন্থান।

ওদিকে ভারি হল্লা হ'চ্ছে!

(আভীর-পত্নীর পুনঃ প্রবেশ)

আভীর-পত্নী। ওগো ওগো পাগল বটে! বুক চিরে রক্ত দিয়ে একটা শুকনো পাতায় নখ দিয়ে কি লিখছে।

(বীতশোকের পুনঃ প্রবেশ)

বীত। বাবা, এসো,—আমার শিরশ্ছেদ ক'রে এই পত্র আর মুণ্ড নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হও। এই মুণ্ডের ওজনে সোণা পাবে। আমি সত্য ব'লছি, আমি ভিক্ষু—আমার কথা মিথ্যা হবে না।

আভীর। হ্যাঁ হ্যাঁ; যাও যাও, হুটা খেয়ে নাও—তারপর কাটুর্বো এখন।

বীত। তবে শীঘ্র এসো বাবা!

[বীতশোকের পুনরায় কুটীর মধ্যে গ্রন্থান।

আভীর-পত্নী । কাটি আর, ও পাগল—ওর মরাই ভাল ; ও মিছে নয়, সৃষ্টির লোক সোণা আনছে, আর আমাদের ক'রলেই দোষ ।

(রাজাজ্ঞা-ঘোষণাকারীর প্রবেশ)

ঘোষণাকারী । যে আশ্রয় দেবে, সবংশে কাটা যাবে, কেউ আশ্রয় দিও না ; দেখুনামাত্র প্রাণবিনাশ ক'রো ; মুণ্ড ল'য়ে গেলে, মহারাজ স্ববর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন ।

[ঘোষণাকারীর প্রস্থান ।

আভীর-পত্নী । এখন দেখ রাজার হাতে ম'ন্বি না কাটিবি ?
আভির । আর তবে কাটি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(অশোক, রাধাগুপ্ত এবং পশ্চাতে জৈনকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ)

অশোক । কই বীতশোক কোথায় ? তার অহুরোধে এই পাষণ্ডকে এখনো জীবিত রেখেছি ।

১ম সৈনিক । মহারাজ, এইখানে ছিলেন ।

(কুটার হইতে পত্র হস্তে আভীরের বহিরাগমন)
আভীর । কেটেছি—মহারাজ কেটেছি, এই লেখা দেখুন ।

অশোক । (পত্র পাঠ করিয়া) কি সর্বনাশ !

(বীতশোকের মুণ্ড লইয়া আভীর-পত্নীর কুটার হইতে বহিরাগমন)

আভীর-পত্নী । এই দেখ মুণ্ড দেখ, সোণার তাল দাও, রাজা !

অশোক । বীতশোক—বীতশোক—

(মুচ্ছা)

(উপশব্দের প্রবেশ)

উপ । মহারাজ প্রকৃতিস্থ হোন ।

অশোক । প্রভু সর্বনাশ হ'য়েছে, বীতশোক ছেড়ে গিয়েছে, আমার বুকে দারুণ শেলাঘাত ! আমার রাজ্য যাক, ধন যাক, সকল যাক—পৃথিবী আমার গ্রাস

করুক !—মা আমার স্বর্ণ হ'তে অভিশাপ দিচ্ছেন ; আমার হাতে হাতে সংপে দিয়েছিলেন, তারই ছিন্নমুণ্ড আমি দেখেলেম !

(কুনালের প্রবেশ)

কুনাল, দেখ—আমি ভ্রাতৃঘাতী !

উপ । মহারাজ, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ।

অশোক । প্রভু, আমি আমার ভ্রাতার মৃত্যুর কারণ হ'লেম । যখন আমি পিতৃ-স্নেহ-বর্জিত, ভ্রাতৃগণের ঘৃণিত, জনসমাজ-ত্যাক্ত, বীতশোক ছাত্রার তায় আমার সাথী ছিল । আমি রুষ্ট ভাষা প্রয়োগ ক'রলে কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই । যে দিন আমি পিতৃঅজ্ঞা-পালনে তক্ষশিলা যাত্রা করি, বীতশোক আমার সাথী হবার জন্ত কাতরভাবে আমার নিকট প্রার্থনা ক'রেছিল । আমি নিবারণ করায় প্রতিজ্ঞা করে, যে একদিন আমার কার্য্যে তার দেহ অর্পণ ক'রে ভ্রাতৃবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ক'রবে । মহাপুরুষ প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রেছে । যে দিন ভিক্ষুবেশে বিদায় গ্রহণ করে, সে দিন মৃত্যুঞ্জয় হয়ে পুনরাগমন ক'রবে এই প্রবোধ আমার দেয়,—সে মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যু উপেক্ষা ক'রেছে, কিন্তু আমার মনে আমি কি প্রবোধ দেব । প্রভু ! আমি কি ক'রলেম,—কেন তারে বিদায় দিয়েছিলেম,—এই কি আমার ভ্রাতৃস্নেহ !

(পত্র প্রদান)

কুনাল । পিতা, এ দারুণ শোক, কথঞ্চিৎ নিবারণের একমাত্র উপায়, এই মহাপুরুষের আদর্শ গ্রহণ, জনহিতে নিজদেহ উৎসর্গীকৃত করণ, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ ! (জামু-পাতিয়া বীতশোকের উদ্দেশ্যে) মহাপুরুষ, সন্তানকে রূপা করো,—তোমার আদর্শ গ্রহণে বল দাও ।

উপ । মহারাজ মহাপুরুষের দেহত্যাগে শোক করা অশুচিত । সাধুভ্রাতার অহুরোধ পালন করুন,—তিনি আপনার শোণিতে লিখে-

ছেন,—রাজ্যে হত্যাকাণ্ড নিবারিত হোক, দীনদরিদ্র রাজ্যে না থাকে, আর এই হত্যাকারীকে মহাপুরুষের মন্তকের তুলায় স্বর্ণ প্রদান করেন। মহাপুরুষের আশ্রয় পালন আপনার প্রায়শ্চিত্ত। ক্রোধরূপে মার আপনার হৃদয় অধিকার ক'রেছিল, মহাপুরুষের কৃপায় আজ সেই পরম রিপু বহির্গত হ'লো। ধন্ত বীতশোক—বুদ্ধ-দেবের কৃপায় তুমি সত্যই মৃত্যুঞ্জয়!

অশোক। বৎস বীতশোক, তোমার অমুরোধ আমি উপেক্ষা ক'রেছিলাম,—রোষাক্ত হ'য়ে জৈনহত্যায় নিরন্তর হই নাই। তুমি নিজ শোণিতদানে শোণিত-প্রবাহ নিবারণ ক'রেছ, জগতে তুমিই ধন্ত! মন্ত্রীবর, দ্রুতগামী দূতের দ্বারা রাজ্যময় প্রচার করুন—হত্যাকাণ্ড নিবারিত হোক। রাজ্যে কোথাও কুটীর না থাকে, কোথাও অশান্তি না হয়,—ভাণ্ডার হতে অকাতরে অর্থ বিতরিত হোক। ৫ ব্যক্তির দীনতা দূর করুন।

জৈন। মহারাজ আমার উপদেশ দেন, আজ হ'তে আমি জৈন নই, আমি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ক'রলাম। যে ধর্ম একরূপ আশ্রয়-তাগ, সেই সনাতন ধর্ম।

উপ। মহারাজ, মহাপুরুষের প্রভাব দেখুন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্তাঙ্ক।

সুপ-সমুখস্থ বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে
রাজসভা।

অশোক, রাধাগুপ্ত, বৌদ্ধগণ,
সভাসদগণ ও বিদেশীয় রাজদূতগণ।

১ম বৌদ্ধ। মহারাজ যে বিরাট সভা সংযোজন ক'রে ধর্মসংস্কারপূর্বক বৌদ্ধ ত্রিপিটক স্থাপন ক'রেছিলেন, এতে চিরদিনের জন্ত আপনি বৌদ্ধগণের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বৌদ্ধগণ আজ হ'তে মহারাজকে সজ্ঞাধিপতি ব'লে সম্ভাষণ ক'রে। মহারাজ বিদায় হলেম, আশীর্বাদ করি, সদহুষ্ঠান আপনার চিরসঙ্গ হোক।

অশোক। আপনাদের আশীর্বাদই শ্রেয়ঃ-কার্য সাধনের মূলভিত্তি।

[বৌদ্ধগণের প্রস্থান।

রাধা। মহারাজ! মিশর, গ্রীস, সিরিয়া, সিংহল তাতার প্রভৃতি স্রুদ্র জনপদ হ'তে ও অন্তান্ত বহু প্রদেশের রাজদূত নিজ নিজ প্রভুর অমুরোধ মহারাজকে জ্ঞাপন করবার নিমিত্ত উপস্থিত। সমস্ত রাজেন্দ্র-বর্গেরই বাসনা যে মহারাজের সহিত, বন্ধুত্ব-হুত্রে তাঁরা আবদ্ধ, তা পুরুষাল্যক্রমে স্থায়ী হোক এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ আরও অধিক বৌদ্ধভিক্ষু তথায় প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা অন্নসংখ্যক, বিস্তৃত রাজ্যে সকল স্থানে তাঁদের প্রচার কার্য সুসম্পন্ন হয় না; এবং সেই সকল রাজেন্দ্রবর্গ বন্ধুতার চিহ্ন স্বরূপ নানাবিধ উপঢৌকন মহারাজের নিকট প্রেরণ করেছেন।

অশোক। সম্রাট দূতমণ্ডলী, আপনাদিগের মহারাজগণের বদান্তে আমি পরম আপ্যায়িত। তাঁদের প্রেরিত উপঢৌকন সকল তাঁদের মঙ্গলার্থে বৌদ্ধ সন্তের কার্যের নিমিত্ত প্রেরিত হবে, এ অক্ষা ঐ সকল উপঢৌকনের সদ্যবহার হইবে। তাঁদের সদিক্ষা সংপূরণের নিমিত্ত অচিরে বহুসংখ্যক প্রচারক প্রেরিত হবে।

মিশর-রাজদূত। মহারাজের বশঃ-সৌরভ অধিক বা সৌজন্ত অধিক, আমি দাস মাত্র, তা প্রকাশ করতে অক্ষম।

গ্রীক-দূত। মহারাজ মিশরাদিপতি দূত মহাশয় আমাদিগের মনোভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত করেছেন।

অন্যান্য দূতগণ। সত্য সত্য—

অশোক। মন্ত্রীবর, রাজদূতগণের আতিথ্য-সংকারের প্রতি আপনি পূর্ণ লক্ষ্য স্থাপন ক'রেছেন সন্দেহ নাই।

মিশর-দূত । ইঁহা মহারাজ, আমি দূতবর্গের মুখপাত্র হয়ে নিবেদন ক'ছি যে রাজ-বদান্যে আমরা সকলেই পরিতুষ্ট । পরিশেষে আমাদের সমবেত নিবেদন যে, আমরা সমস্ত রাজ্য পর্যাটন ক'রে বিস্মিত হ'য়েছি,—পাটলিপুত্র হ'তে শতমুখে বিস্তৃত পথ সকল সমস্ত রাজ্য এক বন্ধনে স্থাপন করেছে, রাজ্যের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে গমন, পল্লী হতে পল্লী-অন্তরে গমনের ত্রায় সুগম । শত শত কুপ পথিকগণকে শীতল বারি প্রদান ক'চে, বৃক্ষশ্রেণী ছায়া দান করে শিষ্ণ ক'চে, চিকিৎসালয় প্রতি স্থানে জন হঃখমোচনার্থ মুক্তদ্বার এবং যাহা উপন্যাসেও কল্পিত হয় না,—পশুপক্ষী এবং ক্ষুদ্র জীবগণের জন্যও সুশিক্ষিত চিকিৎসক সকল নিয়োজিত, দুঃপ্রাপ্য ঔষধ প্রত্যেক স্থানেই সুলভ, নানাস্থান হতে আহৃত বীজোৎপন্ন বৃক্ষলতা প্রতি চিকিৎসালয়ের পার্শ্বে উপবনের শোভা ধারণ করেছে, রাজ্যের চতুঃসীমান্ত বন্যপ্রদেশেও জীবহিংসারহিত, পল্লীতে পল্লীতে বিজালয়, বন-বাসীরাও ধর্ম্মনীতি-দীক্ষিত, সহস্র সহস্র স্তূপ, বিহার, উচ্চশির স্তম্ভ সকল ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য যেন স্বর্গবাসী কোন দেব-শিল্পী-নির্ম্মিত । রাজ্যদেশ প্রচারের উপায় অতি অদ্ভুত মস্তিষ্কে আবিস্কৃত, পর্ব্বতগাত্রে, স্তম্ভগাত্রে যেন রাজ্যদেশ অক্ষয় কীর্ত্তি-স্বরূপ সুন্দর অক্ষরে খোদিত । এতদ্বারা প্রত্যেক প্রজা রাজ্যদেশ অবগত, সমস্ত রাজ্যে এক ভাষায় কথোপকথন ও ভাব প্রকাশ ; কি অদ্ভুত কৌশলে এই বিরাট রাজ্য একভাষী হ'য়েছে, তাহা নির্ণয় ক'রতে বুদ্ধি পরাজিত । এ সকল যদি স্বচক্ষে না দৃষ্টি কর্ত্তেম, অতি সত্য-বাদীর বর্ণনার ও বিশ্বাস স্থাপন হ'তো না । আমরা সকলে একবাক্যে উচ্চ-ধ্বনিতে বলি,—মহারাজের জয় হোক, মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন ।

অশোক । দূতবর, আমি অকপট চিত্তে

আপনাদের নিকট প্রকাশ ক'ছি, এ সমস্তই ভগবানের কার্য্য, আমাদ্বারা নয়—ভগবানের কৃপায় সাধিত হয়েছে, এবং সেই ভগবৎ কৃপা অচিরে সমস্ত পৃথিবী-মণ্ডলে ব্যাপ্ত হবে । আপনাদ্বারা নিজ নিজ ভূপালকে আমার ভ্রাতৃ-সম্বোধন জ্ঞাপন ক'রবেন । এ ভ্রাতৃত্ব ভগবানের করুণায় স্থাপিত হ'য়ে জননী মেদিনী বিবেষণ্য হ'ন ও মানবমণ্ডলী এক পরিবারের ন্যায় বাস করুক । সভ্য ভঙ্গ হোক, আপনাদ্বারা বিশ্রাম করুন ।

[প্রণামপূর্ব্বক দূতগণের প্রস্থান ।

মন্ত্রীবর, আপনাদেরও বিশ্রামের সময়, আমিও বিশ্রামের অবকাশ গ্রহণ করি ।

(ভূতলে উপবেশন)

রাধা । কি করেন মহারাজ !

অশোক ! কার্য্যান্তে বিশ্রামের প্রয়োজন হ'য়েছে ।

আকাল । মহারাজ তো শিষ্টের পালন, ছুটির দমনের নিয়ম ক'রেছেন । কিন্তু একবার আমার রাজবুদ্ধির পরীক্ষা ক'রবার ইচ্ছা হ'চ্ছে—দেখি কতদূর দৌড় । বলুন,—যদি এক ব্যক্তি সমস্ত রাজ-নিয়ম ভঙ্গ করে, তারে কি সাজা দেবেন ?

অশোক । আমার তোমার মত বুদ্ধি নাই । তোমার নিকট শিথি, তোমার বুদ্ধিতে কি হয় বল দেখি ?

আকাল । রাজা ক'রে দেওয়া ।

রাধা । তাহ'লে তো বড় কঠোর দণ্ড হ'লো আকাল ?

আকাল । মন্ত্রীমশায় কি বুঝবেন বলুন ? কি পাকা বুদ্ধি দিয়েছি, তা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করুন ।

রাধা । তুমিই ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দাও না ?

আকাল । শুধুন, কারাবদ্ধ ক'রুলেন, আগুনে পোড়ালেন, জলে ডোবালেন, বিষ খাওয়ালেন, ছাল খুললেন—ধানিক

ধড়ফড় ক'রে ফুরিয়ে গেল, আর তো নয় ?
আর মহারাজের মত রাজা হতে গেলে
প্রথম বাপে খ্যাদাবে, ভাই। প্রাণবধের
চেষ্টা ক'রবে, মা আশুন খেয়ে যাবেন,
এক জী নিরুদ্দেশ হবেন, আর এক জী
হৃদে কাপড় প'রে দেশে দেশে ঘুরবেন ;
এক ছেলে এক মেয়ে যাবেন কি না
বিভীষণের দেশে লঙ্কার ! আর এক
পুত্র রাজা হতে গিয়ে দোরে দোরে সত্ৰীক
গান ক'রে বেড়াবেন আর ভিক্ষারে উদর
পূরণ ক'রবেন ; আর স্বয়ং আহার নিদ্রার
সাবকাশ নাই—কোথায় থাম তুলবেন,
কোথায় বাটালি দে' হরফ বসাবেন,
আর দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে
পল্লীতে ঘুরে ঘুরে দেখবেন—কে কোথায়
কি খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে ! এতেও
নিস্তার নাই, ঝড়ে কোন পাখীটার ডানা
ভেঙেছে, কোন্ গরুটার পা ফুলেছে,
এই আজীবন তদারক ক'রবেন। বাবা,
কি ঘুরনি, যদি জুতো পায়ে না থাকতো,
এতদিন হাঁটুতে চ'লতাম।

অশোক। কেন তুই আমার সঙ্গে ঘুরেছিস ?
আকাল। গেরো কি এক রকম থাকে
মহারাজ, তাহ'লে কি রাজভৃত্য হই !

অশোক। ইচ্ছা করলেই তো চলে যেতে
পারো।

আকাল। ঐ হৃদে কাপড় আর নেড়া মাথা
নির্কণে না হ'লে পারবো না। ঐ যে
ছোঁড়া আসু্যানে বুলে সেদিন কি বলে
দিলে, সে দিন থেকে আমিও বিগড়ে
গেছি।

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। মহারাজ, দাসীকে আশীর্বাদ করুন।

অশোক। শুভে, এখন তো আমি সিংহাসনে
নাই, এখন আমার পার্শ্বে উপবেশন
করো।

দেবী। মহারাজ, আপনার পার্শ্বে উপবেশন
ক'রবার উপযুক্ত হ'লে অবশ্যই বসতাম।

অশোক। ভাল,—তোমার বেকর অভিকর্ষি।

তোমার পুত্র কন্যার সংবাদ কি ?

দেবী। সেই সংবাদই দাসী রাজচরণে নিবে-
দন করিতে উপস্থিত। মনে হয় যে আপ-
নার ঔরসজাত পুত্র, সিংহলে সে তা
প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েছে, তারই
উপদেশে সিংহলরাজ ভিষ্ম মহারাজের
আদর্শে সমস্ত সিংহলে ধর্মপ্রচার, শুপ,
ভক্ত ও বিহার নির্মাণ করে সিংহল দ্বীপ
জয়ী হইবার ন্যায় ধর্মপ্রচারে পরিণত
ক'রেছেন। মহারাজের কন্যা সত্যমিত্রা
পাটরাণী অম্বলাকে দীক্ষিতা ক'রেছে,
প্রতি অন্তঃপুরে বুদ্ধদেবের অর্চনায় অন্তঃ-
পুরবাসিনীগণ নিযুক্ত।

অশোক। দেবী, আনন্দ সংবাদ ; তোমার
গর্ভের উপযুক্ত সন্তান। তুমি ভাগ্যবতী,
নচেৎ পরম ভাগবত-ভক্ত সারিপুত্রের
অস্থির উপর তু'পাবরণ প্রদানে যশস্বী
হ'য়েছে ? চন্দ্র হৃদয় শুপ চিরদিন
দেখবে। এখন কোন দৈবকার্যে নিযুক্ত
আছ ?

দেবী। দাসী মহারাজের সহধর্মিণী, মহারাজের
কার্যে সাহায্য সহায় মাঝ। আমি
আমার ইষ্টদেবের কার্যে নিযুক্ত আছি।
আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করি ; সর্বস্থানে
মহারাজের কার্যে সুসম্পাদিত দর্শনে
আত্মপ্রাণের বিস্তার হই। তাহি যে এই
কীর্তিনান পুরুষের পাদম্পর্শে আমার
অধিকার আছে।

অশোক। ধন্ত তুমি !

দেবী। যদি প্রসন্ন হ'রে থাকেন, দাসীর
একটা দান গ্রহণ করুন।

অশোক। এ আবার কি রহস্য ! তুমি ভিক্ষুণী,
তুমি আমার কি দেবে ?

দেবী। কোন এক উচ্চমনা রমণীর উচ্চ
আশা, মহারাজের কার্যে নিযুক্ত হই,
সে অতি হীনকূলে প্রতিপালিত। তার
উচ্চ আশা মহারাজের আশীর্বাদে পরিদার
করা, পরিধের বস্ত্র ধোত করা, ভোজন
পাত্র মার্জন করা। যদিচ অভাগিনীর
শ্রবণ-শক্তি আছে, কিন্তু কি জানি
গুরুদেব কেন অভাগিনীকে বাকশক্তি

বর্জিতা ক'রেছেন। কথা বোঝে, উত্তর
প্রদানে অক্ষম।

অশোক। কোথায় সে রমণী ?

(অবগুষ্ঠনাত্মক পদ্মাবতীর প্রবেশ ও
অশোককে প্রণাম করণ)

মন্ত্রীবর, কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখুন,
যদি বর্ণ মলিন না হ'ত, আমার পদ্মাবতী
ব'লে ধারণা হ'তো।

আকাল। (স্বগত) আমার পাকা ধারণা
হ'য়েছে।

অশোক। তুমি আমার সেবাপ্রার্থী ?

পদ্মা। (প্রণাম করণ)

অশোক। এমন নীচ কার্য্যের প্রার্থী কেন ?

পদ্মা। (ছই হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক
পুনরায় বক্ষে স্থাপন।)

দেবী। মহারাজ, ও ইঙ্গিত ক'রে জানাচ্ছে—
দেবকুপার।

অশোক। মন্ত্রীবর, বোধ হয় কাদাল;
ভোগবাহা অতৃপ্ত, উচ্ছিন্ন রাজধান্য প্ররাস
করে! (রাধাপুস্তের প্রতি) চলুন।
(আকালের প্রতি) আকাল, এ'র স্থান
নির্দিষ্ট ক'রে দিও তো।

রাধা। মহারাজ, রাজপুরে চণ্ডালকন্ডার
কোথায় স্থান হবে ?

দেবী। মন্ত্রীবর, মহারাজ বৌদ্ধত্বিক—মহা-
রাজের জাতিবিচার কি ? আপনি তো
অবগত আছেন, স্বয়ং বুদ্ধদেব চণ্ডালগৃহে
আতিথ্য স্বীকার ক'রেছিলেন।

অশোক। দেবী, আমার আহার হয় নাই,
এসো একত্র ভোজন ক'রবো।

দেবী। আমি প্রসাদপ্রার্থী হ'য়েই এসেছি।

[আকাল ও পদ্মাবতী ব্যতীত
সকলের প্রস্থান।

আকাল। ঝাঁড়া বেটা ঝাঁড়া, আমার কথা
চলুতে হবে; রাজ্যের হুকুম তো শুনলি ?
দেখ, বেটা, সব তফাতে গিয়েছে, কেউ
শুনতে পাবে না। ছেলের কাছে মা
লুহুতে পারে না, অন্ধকারে গায়ে হাত

দিয়েই ঠাণ্ডার পায়, মা কি না। বল দেখি
ব্যাপারখানা কি ?

পদ্মা। বাবা, আমি জানি নে। গুরুদেব
বলেছেন, কোন এক হুশ্চারিত্রা রাজ্যের
অমঙ্গল সাধনের নিমিত্ত রাজপুরে অবস্থান
ক'চ্ছে, আমা দ্বারা সে অমঙ্গল নিবারিত
হবে,—এ নিমিত্ত তাঁর আজ্ঞায় এসেছি।

আকাল। মা, মন অন্তর্য্যামী, ঐ আশঙ্কাই
আমার দিবারাজ। আমার ধারণা ঐ
হুশ্চারিণী সুদীপের উপপত্নী ছিল, মহা-
রাজকে প্রতারণা ক'রে রাজমহিষী
হ'য়েছে। কিন্তু কিরূপে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন
ক'রেছে, আমি বুঝতে পারি নে। মায়ে-
বেটার নিত্য কি ক'রে দেখা হবে, আমি
সংবাদ পাব কি ক'রে ?

পদ্মা। আমি উচ্ছিন্ন জব্য নিয়ে অন্তঃপুর
হ'তে বহির্গত হব, তুমি সে সময় উপস্থিত
থেকো।

আকাল। (উচ্চৈঃস্বরে) কোথাকার আবা-
গের বেটাকে নিয়ে এলোগো, ভাল
যজ্ঞা—এ চাঁড়ালের মেয়েকে কোথায়
রাখি! (নিম্নকণ্ঠে) এসো মা—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ত্তাঙ্ক।

স্তূপ সম্মুখস্থ পথ ;

মার ও তৃষা।

মার। ডরে হায় অন্তর শুখায়,
বুঝি মম অধিকার যায় ;
হরন্ত অশোক—অসম্ভব তার পরাভব।
করিলাম প্রতারণা যত,
করিলাম প্রতারণা যত,
সবই হত, অজানিত কি মহা প্রভাবে !
বার বার পাপ পঙ্কে করি নিমগন,
কিন্তু হায় বিফল যতন !
পুনঃ পুনঃ হইল উত্থান

শতগুণে নিশ্চলতা লভি—
 অগ্নিতাপে কাঞ্চন যেমতি ।
 অহো, মর্শ্বঘাতী কি দারুণ ব্যথা—
 শত শত ধর্ম্মসূপ বিহার নিশ্চিত
 হের যেই স্তম্ভ সম্মুখে উখিত,
 এইমত অস্ত্রভেদী স্তম্ভসারি কত
 যেন বক্ষোপরি স্থাপিত আমার।
 বিপুল ধরায় আর নাহি হিংসা ঘেষ,
 হেরি হিংস্রজন্তুগণ *
 জীবহিংসা ক'রেছে বর্জন—
 অশোকের দ্রুত শাসনে ।

তুষা । পিতা, চিন্তা করো দূর,
 চিত্তহরা আছে রাজপুরে,
 মায়াজাল করিয়া বিস্তার
 সে মজ্জাবে অশোকে নিশ্চয় ।
 মার । নীলাবরে ক্ষুদ্র মেঘমাত্র চিত্তহরা ;
 কিন্তু,
 মলয় মারুত সম অহিংসা বহিছে
 কেমনে সে ক্ষুদ্র মেঘে
 গগন ব্যাপিবে ।

কিন্তু সাগরে নিমগ্নজন ধরে ক্ষুদ্র তৃণ ।
 নিয়োজিত করো কোন অনিষ্ট সাধনে
 কোপে বাহে বিনাশি তাহার
 লিপ্ত হয় নারী-হত্যা-পাতকে অশোক,
 মহা ইষ্ট হইবে সাধন ।

তুষা । চিত্তহরা আশ্রিতা তোমার
 চাহ তার জীবন সংহার ?

মার । আশ্রিত আমার,
 ভেবেছ কি মনে তুমি বন্ধ আমি কার ?
 তুই বিচারিণী
 কভু তুষ্ট ঋষ্ট কার প্রতি,
 পাপাচারে সহায় যেমন
 পুণ্যকার্য্যে উত্তেজনা দানিস তেমন !
 নহে তোমর মত আমার প্রকৃতি
 নর নারী শত্রু মম, মিত্র কেহ নয়,
 যারে প্রয়োজন,
 করি তার সাহায্য গ্রহণ,
 পরিশেষে দানি স্থান নরক হস্তরে ।
 যাও স্বরা যথা চিত্তহরা ;
 কুনালের অনিষ্ট সাধনে

ক'রো প্রবর্তিত তারে
 দেখি যদি মনস্কাম পূর্ণ হয় তার ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাক ।

পাটলিপুত্র—রাজ-অন্তঃপুর ।

শয্যায় উপবিষ্ট অশোক,—সম্মুখে
 উপশুপ্ত ।

অশোক । প্রভু, এই তো আমার দেহ
 দিন দিন রোগে জীর্ণ । আর কতদিনে
 আমার হৃদয়ে সেই মহাজ্ঞানারুণজ্যোতিঃ-
 প্রভাবে হৃদপদ্ম প্রস্ফুটিত হ'য়ে বুদ্ধদেবের
 আসনের উপযুক্ত হবে ?

উপ । বৎস, সমস্তই সময়সাপেক্ষ । যে দিন
 তোমার দেহে মার সমূলে নিশ্চল হবে,
 সেই দিন সেই মহাজ্যোতিঃ দর্শন
 পাবে ।

অশোক । প্রভু, এক্ষণে মার কিরূপে আমার
 দেহে অবস্থান কচ্ছে ?

উপ । বৎস, মোহবীজ এখনি নিশ্চল হয়
 নাই, সেই বীজে বহুশাখাশিখি মহা-
 পাপবৃক্ষ উৎপন্ন হয় । কাম, ক্রোধ, মাৎস্যর্য্য
 দেহাভিমান প্রভৃতি মোহবীজ জাগর
 রিপূর প্রতি সাবধানে লক্ষ্য রা ।

অশোক । প্রভু, বীজশোকের স্তোত্রেও কি
 ক্রোধের শাস্তি হয় নাই ।

উপ । এক রিপু বহু রিপু জনক । অবশ্যই
 ক্রোধ শাস্ত হ'য়েছে ।

অশোক । প্রভু, আপনি উদ্ধার করুন, আমি
 নিজ চেষ্টায় অক্ষম ।

উপ । বৎস, অদ্ভুত এ নর শরীর, এর চেষ্টায়
 সকলই সম্পন্ন হয় । মহাশয় স্বয়ং আপনার
 উদ্ধারকর্তা, বারবার নিশ্চল হ'লেও চেষ্টায়
 বিরত হ'য়ো না । মঙ্গলদাতা অচিরে
 তোমার মঙ্গলবিধান ক'রবেন ।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ ও উপশুপ্তকে
 প্রণাম করণ)

সাক্ষি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক ।
অশোক । প্রভু, দেখছি এ চণ্ডালিনীর
আপনার পাদস্পর্শের অধিকার আছে ।
উপ । মহারাজ, এর জায় পুণ্যবতী রমণী
ভারতবর্ষে দুর্লভ ।

অশোক । প্রভু, আমারও এর প্রতি একরূপ
ধারণা, আমি এর নিকট চিরস্থায়ী আবদ্ধ ।
দিবারাত্র আমার সেবার নিযুক্ত । যদিচ
একরূপ লজ্জাশীলা যে আমি এর মুখমণ্ডল
কখনো দেখি নাই, কিন্তু কোন প্রকার
সেবার এ কুস্তি নহে । অল্প দাসদাসীকে
আমার বস্ত্রাদি স্পর্শ ক'রতে দেয় না,
পাছে আমার গ্রহণীরোগে তাদের ঘৃণার
উদ্রেক হয় । বোধ হয় এর সেবা ব্যতীত
এতদিনে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হ'তাম ।
দিবসে সেবা, সমস্ত রাত্রি আমার পরি-
চর্য্যার নিমিত্ত জাগরিত থাকে । প্রভু,
সতাই অঙ্কুরিত রমণী ।

(তিষ্যারক্ষিতাবেশী চিত্তহরার প্রবেশ)

চিত্ত । মহারাজ, এই ঔষধ নিন । আমি
কয় দিন অরুণস্থিত ছিলাম, মহারাজের
মনে কি উদয় হ'য়েছে জানি না, কিন্তু
কঠোর দেবসেবার ফলে এই দণ্ডেই
আরোগ্য লাভ ক'রবেন । ঔষধ সেবন
করুন ।

অশোক । (ঔষধ গ্রহণ করিয়া) এ কি—
এ যে পলাতু !

উপ । মহারাজ, পলাতু জ্ঞান ক'রবেন না ; এ
ঔষধ—সেবন করুন ।

[অশোকের ঔষধ সেবন করণ ।]

চিত্ত । মহারাজ, এ ঔষধ দেব-প্রদত্ত, এখনই
ঔষধের গুণ উপলব্ধি ক'রবেন ।

উপ । মহারাজ, বিশ্রাম করুন, আমি আসি ।

[উপগুপ্তের প্রস্থান ।]

চিত্ত । দাসীকেও মার্জনা আজ্ঞা হয়, দেব
পূজায় গমন করুনো ।

অশোক । যাও সাক্ষি, আমার নিদ্রাকর্ষণ

হ'চ্ছে, আমার শরীরের যন্ত্রণার অনেক
উপশম বোধ হ'চ্ছে ।

চতুর্থ গর্তাক ।

চিত্তহরা (তিষ্যারক্ষিতার) কক্ষ ।

চিত্তহরা ও ভূষা ।

চিত্ত । ওষুধ খেয়েছে—খেয়েছে । চাঁড়াল
মাগী রইলো, আমি পালিয়ে এসুম । তুমি
ব'লেছিলে ওষুধের গুণে ত্রিমি নির্গত
হবে, আমার মনে হ'য়েই ঘৃণা বোধ
হ'তে লাগলো । শুভক্ষণে মাগীকে
পাওয়া গিয়েছে,—না হ'লে এই কুৎসিত
কুরূপ, গ্রহণীরোগগ্রস্তের কাছে থেকে
দাসীদ্বারা সেবা করাতে হ'তো । এক
একবার ঘরে যাই, তা না জান ক'রে
আমার গা ঘিন্ ঘিন্ যায় না ! আর ঐ
মাগী ছ'ত্বাতে সেবা করে । মাগো—
চণ্ডালগুলোর কি ঘৃণা নাই ! এখন
কি ক'রবো বল ? কি ক'রে কুনালকে
পাব ? তাকে না পেলে আমার সকলই
বিফল ।

ভূষা । তুমি যদি তার নিমিত্ত এত ব্যাকুল,
তাকে তক্ষশিলায় যেতে দিলে কেন ?

চিত্ত । আমি যেতে দিয়েছি ? সে আমার
নিকট থেকে দূরে থাকবার জন্য তক্ষ-
শিলার অধিকার নিয়েছে । বলা বলা
—কি উপায়ে তাকে পাব ? যার জন্য
এই কুৎসিত রাজার আলিঙ্গন সহ করেছি
তারে না পেলে তোমাদের আর কোন
কথা শুনাবো না । তোমার বাপকে আমি
মিথ্যাবাদী জানবো । তার জন্য আমার
শিরায় শিরায় শত অগ্নি-স্রোত ! একবার
ক্রোধ হয়, আবার তার মুখ প'ড়ে—মনে
প্রাণ গলে যায় । মনে হয় তক্ষশিলায় গিয়ে
আবার তার পায়ে ধ'রে বলি, যে আমার
প্রাণ রাখ, অবলাকে বধ ক'রো না । কিন্তু
ভয় হয়, সে নিষ্ঠুর, তার দয়া নাই । বেহিন

রাজা তাকে তক্ষশিলায় পাঠায়, আমি কি না ক'রেছি, নারীর লজ্জা মান সব বিসর্জন দিয়ে তার পায়ে ধ'রেছি।

তৃষা। তবে তার মমতা ভাগ করো; তুমি তার কুনালের মত চক্ষু দেখে মুগ্ধ, সেই চক্ষু যাতে উৎপাটিত হয়, সেই রূপ বদ্ব করো। তাহ'লে আর তোমার প্রতি আসক্তি থাকবে না। তোমার অন্তর্দাহ নিবারিত হবে।

চিন্তা। এ্যা—চক্ষু!—ঠিক ব'লেছ—ঠিক বলেছ, তার চক্ষু হুটা উৎপাটন ক'রবো, তার চক্ষুই আমার শত্রু, সে চক্ষু কাকের উদরে যাবে। ঠিক ব'লেছ—ঠিক বলেছ। কিন্তু কি ক'রে করবো—রাজার প্রিয় পুত্র।

তৃষা। তুমি রাজার প্রতি যুগায় তার মন ভোলাবার জন্ত সেরূপ বদ্ব করো না! তুমি মায়াজাল বিস্তার ক'রে তারে মুগ্ধ করো, অন্যায়সেই পারবে।

চিন্তা। এখন আর হয় না, ও “বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব” ক'রেই উদ্ধৃত।

তৃষা। কেন চিন্তা ক'র? তোমার ঔষধে রাজা আরাম হবেন, তুমি পুরস্কার স্বরূপ সাতদিন রাজ্যভার গ্রহণ করো।

চিন্তা। তার পর—

তৃষা। তুমি রাজার নামাক্তিত মোহর দিয়ে তক্ষশিলায় হু'খানি পত্র লিখবে, একখানি রাজকর্মচারীদের আর একখানি তারে। কি লিখতে হবে, আমি ব'লে দেবো, তুমি আগে রাজার নিকট রাজ্যভার গ্রহণ করো।

চিন্তা। কিন্তু তোমার তো বলুন, রাজার আর আমার প্রতি সে ভাব নাই। আমি যে ধর্মপিপাসু হ'য়ে রাজার নিকট এসে-ছিলুম, এ কথা বোধ হয় আর বিশ্বাস করে না।

তৃষা। তারও উপায় আমি ক'ছি। যাতে রাজার নিশ্চয় ধারণা জন্মে, যে তুমি দেব-প্রিয়।

চিন্তা। কি ক'রে?

তৃষা। গদায় বোধিবৃক্ষ আছে। প্রবাদ—সেই বৃক্ষের মূলে বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ ক'রেছে। সেইজন্ত রাজ্যদেশে প্রভাহ সন্ধ্যা কলনী হুগ্ধ তার মূলে ঢালা হয়, প্রভাহ সমা-রোহে পুষ্পচন্দন-নৈবেদ্য দিয়ে পূজা হয়। আমি সেই বৃক্ষে মন্ত্রপুত ক'রে একটি স্তূতা বেঠেন ক'রে দেবো। তাতে সেই বৃক্ষ দিন দিন শুক হবে। কিন্তু সেই স্তূতাটা কেটে দিলেই আবার সেই বৃক্ষ পূর্বের স্থায় সজীব হবে। তুমি সেই স্তূত ছেদন ক'রে গাছটা পুনর্জীবিত ক'রলেই রাজা তোমার পরম ধার্মিকা বিবেচনা ক'রবেন, আর পূর্বের অধিক তুমি আদর-শীরা হবে। যাও, অগ্রে রাজ্যভার গ্রহণ করো। পরের কথা পরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্তাঙ্ক।

- * -

রাজ-অন্তঃপুর।

অশোক ও পদ্মাবতী।

অশোক। তুমি কি কোন দেবী! চণ্ডালিনী বেশে রূপা করবার নিমিত্ত উপস্থিত হ'য়েছ? তোমার ধ্বংস আমার ইহজীবনে পরিশোধ হবে না।

পদ্মা। (ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করিয়া পদতলে পতিতা হওন।)

অশোক। না না তুমি দাসী নও, তুমি গুরুদেবের রূপাপাত্রী, আমার মস্তকের মণি! সত্যই তোমার স্থায় রমণী জ্বরুদীপে বিরল। তোমার দেখে আমার নানাভাবের উদয় হয়; এক একবার ভ্রম হয়; বুঝি অত্যাগিনী পদ্মাবতী আমার পাশাচার দূরে নির্জনে কোন কুটারবাসিনী ছিল, হুঃখ-তাপে এরূপ মলিনা হ'য়েছে। তুমি চণ্ডাল-গৃহে পালিতা হ'তে পার, কিন্তু কদাচ চণ্ডাল-ওরসে তোমার জন্ম নয়।

(চিত্তহরার অবেশ)

চিত্ত। মহারাজ, কেনন ?

অশোক। আশ্চর্য্য ঔষধ, অগণ্য ক্রিমি নির্গত হ'য়েছে। আমার রোগের যন্ত্রণা-মাত্র নাই, তবে কিঞ্চিৎ দুর্বল।

চিত্ত। (পদ্মাবতীর প্রতি) তুমি এখন যাও, ক'দিন দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রেছ, একটু বিশ্রাম করগে। আমি রাজার কাছে আছি।

[পদ্মাবতীর প্রস্থান।

মহারাজ, যদি আরোগ্য লাভ ক'রে থাকেন, দাসীকে পুরস্কৃত করুন।

অশোক। আমিই তোমাঃ নিকট বিজ্ঞীত, আর কি পুরস্কার তুমি প্রার্থী ? তোমার অনেক আমার কিছুই নাই।

চিত্ত। আমি সপ্তাহ মহারাজের নিকট রাজ্য-ভার প্রার্থনা করি।

অশোক। ত্রিযাক্ষিতা, তোমার ব্যবহারে দিন দিন আমি বিস্মিত হ'চ্ছি। আমার ধারণা ছিল যে তুমি ধর্ম্মপিপাসার আমায় বরণ ক'রেছ। ভেবেছিলুম, সজীক বুদ্ধ-দেবের কার্য্যে দিবারাত্র নিযুক্ত থাকবো। আমি রাজভিক্ষু, তুমি রাজভিক্ষুণী হবে। কিন্তু সে ধারণা আমার দিন দিন অপসৃত হ'চ্ছে। যেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাজ্য-পরিদর্শনে যেতে অসম্মতা তও,—বলে-ছিলে—অন্তঃপুরবাসিনীর অন্তঃপুরেই কার্য্য—পর্য্যটন কার্য্য নয়,—আমার তখনই মনে সন্দেহ হ'য়েছিল। আমার এখন মনে হয়, তোমার ভোগবাসনা অতৃপ্ত ; ভোগের নিমিত্ত রাজগৃহে আগমন ক'রেছ।

চিত্ত। মহারাজের তিরস্কার আমার শিক্ষা। অবশ্যই আমার ক্রটি আছে, নচেৎ মহা-রাজ কেন তিরস্কার করবেন। কিন্তু যে নিমিত্ত দ্বেষসেবা পরিত্যাগ করে রাজ-কার্য্যভার-গ্রহণ বাসনা ক'রেছি, অহুমতি হ'লে ঐচ্ছিক নিবেদন করি।

অশোক। কি বল ?

চিত্ত। মহারাজ, আপনি রাজভিক্ষু, ভিক্ষুর কর্তব্য ও রাজার কর্তব্য—উভয় কর্তব্যই আপনার। আপনার পিতামহ-স্থাপিত ও আপনার বাহুবলে বর্দ্ধিত এই বিশাল সাম্রাজ্য যাতে স্থায়ী হয়, যাতে ভিন্নদেশে ভিন্ন রাজ্যেশ্বর হ'য়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব না হয়, যাতে এক পরিবারের ভ্রাতৃ সমস্ত জম্বু-দ্বীপ পাটলিপুত্রের অধিকার স্বীকার পূর্ব্বক শান্তিলাভ করে, এই বৃহৎ কার্য্য যদি মহারাজের কর্তব্য কার্য্য হয়, তাহ'লে—দাসীকে মার্জনা করবেন, সে কার্য্যে মহারাজের ক্রটি হ'চ্ছে।

অশোক। কেন ?

চিত্ত। মহারাজ, দেহ চিরস্থায়ী নয়। আপ-নার অবর্ত্তমানে এ বিপুল রাজ্যভার কার উপর ভ্রুত ক'রবেন ? পাটলিপুত্রের একমাত্র পুত্র ভাবী সিংহাসন অধিকারী কুনাল দূর তক্ষশিলায় থেকে কিরূপে রাজকার্য্যে দীক্ষিত হবে ? মহারাজ যখন কুনালকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন, দাসী নিষেধ ক'রেছিল, মহারাজ তা গ্রাহ্য করেন নাই। বলেন, তক্ষশিলায় রাজকার্য্য শিক্ষা করুক কিন্তু সে শিক্ষার পরিচয় মহারাজ নিজ-মুখে দিয়েছেন। কুনাল সপত্নীক ভিক্ষার নিমিত্ত ঘারে ঘারে গান করে।

অশোক। কিন্তু তুমি যে ভিক্ষুকের প্রেমের রাজ্য স্থাপন দেখ'লে, কদাচ এ কথা বল'তে না। তথায় রাজদণ্ডের প্রয়োজন নাই—শান্তিরক্ষকের প্রয়োজন নাই,—কুনালের শিক্ষায় তক্ষশিলাবাসী পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বাবে অবস্থান ক'চ্ছে।

চিত্ত। মহারাজ আমার সন্ধিচ্ছচিত্ত, আমার মনে হয়, তক্ষশিলাবাসীরা জানে যে কুনাল মহারাজ অশোকের বাহুবলরক্ষিত, সেই ভয়ে কুনালের বশীভূত। কিন্তু যেদিন সে ভয় দূর হবে, প্রেমের বশতাও বর্জন ক'রবে। সাধারণ মানবচরিত্রে এইরূপ আমার ধারণা। শাসন ও প্রেম রাজকার্য্যে উভয়ই প্রয়োজন।

অশোক। তোমার মন্তব্য কি ?

চিত্ত। আমার মন্তব্য কতদূর আমার মুখে
শোভা পাবে জানি না, পদ্মাবতী জীবিতা
থাকলে তাঁর শোভা পেতো,—আমি
বিমাতা, আমার পুত্র নাই, আমার কুনা-
লের জন্ত প্রাণ বড় ব্যাকুল ! আমি রাজ্য-
ভার পেলে যে রূপ হয়, তারে গৃহে
আনবো।

অশোক। ভাল তোমার যে রূপ অভিরুচি,
আমি রাজ্যভার তোমার সপ্তাহের জন্ত
প্রদান ক'ছি। কল্য আমি গয়াধামে
গমন ক'রবো, বহুদিন বোধিবৃক্ষ দর্শন
করি নাই, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল
হ'য়েছে।

[অশোকের প্রস্থান।

(ভূষার প্রবেশ)

ভূষা। এই পত্র শোনো,—“কুনাল, তুমি
রাজমন্দির সহিত দুর্ক্যাবহার ক'রেছ, হয়
মার্জনা প্রার্থনা ক'রে তাঁর ক্রপালাভ
করো, নচেৎ নিজহস্তে চক্ষু উৎপাটন
পূর্বক তক্ষশিলা হ'তে দূর পর্বতশৃঙ্গে বাস
করো।” আর এই পত্র তক্ষশিলার
কর্মচারীদের উপর,—“পাষাণ কুনালের
চক্ষুদ্বয় উৎপাটন পূর্বক রাজসমীপে প্রেরণ
করো, আর ছষ্টকে তক্ষশিলা হ'তে বহি-
ষ্কৃত ক'রে দূর পর্বতশৃঙ্গে স্থান দিও।”
এসো, রাজার নামাক্তিত মোহর দিয়ে পত্র
প্রেরণ করো।

চিত্ত। যদি সে চক্ষু উৎপাটন করে, এ কথা
গোপন থাকবে না, তা'হলে আমার নিশ্চয়
প্রাণবধ হবে।

ভূষা। চিন্তা ক'রো না, রাজা স্বয়ংই মরবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

বর্ষ গর্তাঙ্ক।

—*—

তক্ষশিলা—রাজকক্ষ।

কুনাল ও কাঞ্চনমালা।

কাঞ্চন। কুসুম সুন্দর যদি নয়,
কেন তার পূজে দেবতার ?
ভোজ্য বস্ত্র সুস্বাদু সকল
দেবতার পদতলে কি হেতু অর্পিত ?
দেবমুর্ত্তি সুন্দর ষঠন কোন্ প্রয়োজন—
নর-দৃষ্টি যদি নাথ প্রয়োজন হীন ?
আমি তো তোমায়

কুসুমমালায় সাজায়ে জুড়াই প্রাণ,—
অঙ্গের সৌরভে গরবে উথলে ছদি,
শ্রবণবিবর মধুস্বরে তৃপ্ত মম,

প্রসাদ অমৃত হয় জ্ঞান,
স্পর্শে হয় স্বর্গ অমুভব।

হয় হোক নখর এ সব,

তোমা ছাড়া নিত্য সুখ নহি অভিলাষী।

কুনাল। অন্তরের ফুলরাজি দেখে নাই ধ্যানে,

তাই—তব নখর কুসুমে অমুরাগ।

প্রকৃতির শোভা যা নেহার

অশ্রুত অন্তর ছবি মাত্র সে স্মৃতি ;

নয়ন, শ্রবণ, নাসিকা, রসনা

কিন্দা স্পর্শেন্দ্রিয়—

অংশে অংশে করে মাত্র সুখ অমুভব।

পঞ্চসুখ একত্র মিলিত,

বর্দ্ধিত সহস্রগুণে—

সমাধিস্থ পুরুষের হয় উপভোগ।

সে সুখ-আশায়, নখর ইন্দ্রিয়-লালসায়,

সুখ নহে চিত্ত মম।

নখর এ দেহে তব কেন অমুরাগ ?

এসো বসি দৌড়ে ধ্যানে,

ধ্যান সংমিলনে—

উভয়ে অনন্তে যাই মিলি।

কাঞ্চন। নিরত অনন্ত ভাবে তুমি মোর হৃদে,

শান্ত নহে—অনন্ত সে ভাব।

অন্তরে বাহিরে সমভাবে সে ভাব বিহরে ;

ধানে বা নয়নে পার্থক্য না হেরি নাথ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি জন্ম-ঈশ্বর ।

(দূতের প্রবেশ)

কুনাল। কে তুমি?

দূত। পাটলিপুত্রে হ'তে মহারাজের পত্র
এনেছি।

কুনাল। (পত্র মস্তকে স্পর্শ করিয়া পাঠ
পূর্বক) এতদিনে মহারাজের কৃপায়
আমার মমতা দূর হ'লো।

কাঞ্চন। কি পত্র?

কুনাল। এই দেখ। (পত্র প্রদান।)

কাঞ্চন। (পত্র পাঠ করিয়া) নাথ, নাথ,
তুমি তো কারো নিকট দোষী নও।
তবে কেন মহারাজ লিখেছেন, তুমি
মহারাজীর নিকট অপরাধী?

কুনাল। মহারাজী আমার শিক্ষার জ্ঞাত
মহারাজকে এইরূপ ব'লেছেন। সকলে
বলে,—আমার নয়নহুটী স্তম্ভর, সেইজন্ত
বোধ হয় আমার চক্ষের উপর মমতা
আছে, রাজরাজীর কৃপায় সে মমতা দূর
হবে।

দূত। কুমার, মহারাজের আদেশে আপনাকে
জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি, আপনি পাটলিপুত্রে যেতে
প্রস্তুত?

কুনাল। না। (প্রণামান্তর দূতের গ্রহণো-
ত্তোগ) যাবেন না, আপনি রাজদূত—
আমার পূজ্য, আমার আতিথ্য গ্রহণ
করুন।

দূত। আমার বহুকার্য্য, মার্জনা ক'রবেন।

কুনাল। আপনি কি উত্তর ল'য়ে পাটলিপুত্রে
গমন ক'রবেন? তবে যদি কৃপা ক'রে
আমার নিকট পুনর্বার আসেন, আমি
কোন উপঢৌকন রাজরাজীর নিকট প্রেরণ
ক'রবো।

দূত। যে আজ্ঞা।

[দূতের প্রস্থান।]

কাঞ্চন। নাথ নাথ, তুমি কি তোমার চক্ষু
উৎপাটন ক'রবে?

কুনাল। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, সহধর্ম্মিণী,
কর্তব্য বাধা দিও না।

কাঞ্চন। প্রভু—প্রভু,—এ ছল, কদাচ এ
মহারাজের পত্র নয়। কে ও দূত,—
এমন বিকট আকৃতি তো আমি কখনো
দেখি নাই! আসবা মাত্র আমার অন্ত-
রাত্মা শিউরে উঠেছে।

কুনাল। দূত যেই হোক, এ মহারাজের
নামাক্ত পত্র, আমি কদাচ রাজ্যদেশ
লঙ্ঘন ক'রবো না।

কাঞ্চন। চলো, আমরা পাটলিপুত্রে যাই,
মহারাজকে বলি, তুমি নিরপরাধ।

কুনাল। এ তো আমার অপরাধের দণ্ড নয়,
এ আমার—শিক্ষা,—পাটলিপুত্রে যাওয়া
নিষ্প্রয়োজন।

কাঞ্চন। নাথ নাথ, কি ব'লছ;—কি
সর্ব্বনাশ ক'রবে?

কুনাল। সর্ব্বনাশ নয়; বার বার গর্ভযন্ত্রণা,
মৃত্যুযন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভ ক'রবো।

কাঞ্চন। নাথ, দানীর বৃকে কেন শেলাঘাত
করেন?

কুনাল। প্রিয়ে, মন বাঁধ, উচ্চ কার্য্যের
সহায় হও, আমার আদেশ আমার
মিনতি।

কাঞ্চন। তবে আমার চক্ষু উৎপাটন করো।

কুনাল। প্রিয়ে, তুমি আমার সেবা ক'রতে
ভালবাস, মঙ্গলময় তোমায় সম্পূর্ণ সেবার
স্বযোগ দিচ্ছেন। তুমি ক্ষোভ বশতঃ
অন্ধ হ'লে এ অন্ধের সেবা তো হবে না।
শান্ত হও।

কাঞ্চন। (নীরবে রোদন।)

কুনাল। প্রিয়ে রোদন করো না, কারা
আসছেন।

[অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া]

কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

(মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারিগণের প্রবেশ)

কি মন্ত্রী মহাশয়, আপনারা বিষয় কেন?

মন্ত্রী। কুমার দেখুন, এ কঠোর আজ্ঞা কে
প্রতিপালন ক'রবে? এ নিশ্চিত কোন

শত্রুর প্ররোচনায়,—নতুবা, রাজা ক্ষিপ্ত।

(কুনালের হস্তে আদেশ-লিপি প্রদান)

কুনাল। (লিপি পাঠ করিয়া) পত্র তো মহারাজের নামাঙ্কিত।

মন্ত্রী। হোক নামাঙ্কিত,—রাজা স্বয়ং এসে আদেশ দিলেও আমরা এ কঠোর কার্যে প্রস্তুত নই।

কুনাল। রাজ্য পরিচালনায় অনেক কঠোর কার্যের প্রয়োজন হয়, এ তো মন্ত্রীমণ্ডল অবগত আছেন।

মন্ত্রী। না এরূপ কঠোর কার্যের প্রয়োজন হয় না। এ রাজকার্য্য নয়,—এ বাতুলতা।

কুনাল। ছিঃ ছিঃ ওরূপ বলবেন না।

মন্ত্রী। বলবো না কি? আমরা বিদ্রোহী হ'তে প্রস্তুত! এ কার্য্য করবার আগে নিজের চক্ষু উৎপাটন করবো, জীর চক্ষু উৎপাটন করবো, বাহু ছেদন করবো। এই প্রেমিক পরমপুরুষের চক্ষু উৎপাটন! এ কথা শ্রবণেও পাতক আছে। আমরা একমতে দৃঢ়বাক্যে বলছি, আমরা এ পত্রের আদেশ পালন করবো না।

কুনাল। মন্ত্রীবর, আপনাদের বিদ্রোহাচরণের প্রয়োজন হবে না, নিশ্চিত হয়ে গৃহে যান।

মন্ত্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ, মহারাজ আপনার উপর আমাদের বিরূপ প্রত্যা, তা পরীক্ষা করবার জন্য পত্র দিয়েছেন। বোধ হয় আপনার নিকট অপর পত্রে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

কুনাল। যদিচ পত্রের মর্ম্ম ওরূপ নয়,—আপনারা নিশ্চিত হ'য়ে আসেন।

সকলে। জয় কুমার কুনালের জয়—জয় ধর্ম্ম-প্রচারক কুনালের জয়, জয় প্রজাপালক কুনালের জয়, জয় মানববন্ধু কুনালের জয়, জয় পরম শিক্ষাদাতা কুনালের জয়!

[মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারিগণের প্রস্থান।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। আমি অতীত প্রত্যগমন করবো, কি উপঢৌকন আছে—দিন।

কুনাল। আমি আনুচি—অপেক্ষা করুন।

(কুনালের প্রস্থান।

দূত। উঃ। বৃদ্ধ এরে দিবারাত্র কোলে ল'য়ে অবস্থান ক'চ্ছে। এ কি উচ্চ মানব-প্রকৃতি! এ কি দেহের মমতা বিসর্জন! এর নরকেও তো শাস্তি ভঙ্গ হবে না। বৃদ্ধ নির্বাণ লাভ ক'রে একেই কি বোধিসত্ত্ব প্রদান করবে।

(উৎপাটিত চক্ষুদ্বয় কোটায় লইয়া অন্ধ কুনালের প্রবেশ)

কুনাল। মহাশয়, গ্রহণ করুন।

[কোটা লইয়া দূতের প্রস্থান।

(কাঞ্চনমালার পুনঃ প্রবেশ)

কেমন, তুমি প্রস্তুত?

কাঞ্চন। আমি দাসী, তোমার যা আজ্ঞা তাই হবে। কিন্তু কোথায় যাবে?

কুনাল। প্রিয়ে, অন্ততঃ ছদ্মবেশে এ পুরী পরিত্যাগ করা বিশেষ প্রয়োজন। আমি রাজাদেশে চক্ষু উৎপাটিত করেছি, আমায় এ অবস্থায় দেখে সকলে রাজদ্রোহী হবে। আজ গভীর রাত্রে আমরা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বেশে নগর হ'তে বহির্গত হব। জেনো প্রিয়ে, সে বেশ ছদ্মবেশ নয়, আজ হ'তে ভিক্ষা আমাদের জীবিকা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ত্তাক।

—:—

পা —রাজ-অন্তঃপুর।

চিভহরা ও তুষা।

চিভ। তোমাদের কথায় আর আমার বিশ্বাস নাই। তোমরা আমার সর্ব্বনাশ করবে। আমি পত্র প্রেরণ করে ছদ্মবেশে স্বয়ং তব্ব নিতে গিয়েছিলুম;

কুনাল চক্ষু উৎপাটন ক'রে গভীর নিশীথে সজ্জীক তক্ষশিলা পরিত্যাগ ক'রে কোথা চ'লে গিয়েছে। রাজকর্মচারীরা চতুর্দিকে তার অহুসস্থান ক'চ্ছে। আমার পত্র ল'য়ে রাজার নিকট উপস্থিত হবার পরামর্শ ক'রেছে। তাদের মনে দৃঢ় ধারণা যে পত্র জাল। সংবাদ পেলেই রাজা আমার প্রাণবধ ক'রবে। কুনাল-কেও পেলুম না—আমার প্রাণবধও হবে।

যা। তুমি রাজার প্রাণবধ ক'রে স্মখে রাজ্যভোগ করো।

ত। মুখের কথা ত বলো! আমি রাজ-পুরী ছিলাম না, এ সংবাদ পেয়ে রাজা আমার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট।

যা। শোনো—আমি গয়ায় মন্ত্রপুত্র সূত্র দ্বারা বোধিবৃক্ষ বেষ্ঠন ক'রে এসেছি, বৃক্ষ শুষ্ক হ'চ্ছে। সে সূত্র অপর হস্তে ছেঁদিত হবে না। তুমি এই অস্ত্র নাও, এই অস্ত্র দ্বারা সূত্র ছেঁদিত হ'লেই বৃক্ষ হ'তে বহুশাখা নির্গত হ'য়ে বৃক্ষ পুনর্জীবিত হবে। তখন তুমি রাজাকে বা বলবে—রাজা শুনবে। তুমি বলবে—“আপনার রোগের শেষ আছে, এই ঔষধ সেবন করুন।” তা'হলে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ ক'রবেন ও দীর্ঘজীবী হবেন। রাজা ম'লে তুমিই রাজরানী, আমরা তোমায় সাহায্য ক'রবো। আর তোমায় বাধা দেয় কে!—এই অস্ত্র নাও, আর এই বিষ নাও। তুমি আমাদের অবিখ্যাস করো!—অচিরে বুঝবে, তুমি আমাদের আপনায় লোক। আর, ভাঙার তো তোমার হাতে, ভাঙারের ধন বিতরণ ক'রে সেনাদের বশীভূত করো। আর রাজার বিরোধী লোক অনেক আছে, নানাপ্রকার উৎসব ক'রে তাদেরও বশে আনো, তা হলেই রাজ্য তোমার। এক অশোককে ভয়, সে মলে কে আর তোমায় বাধা দেবে?

[ভূমির প্রস্থান।

জান্ন। আমার ভয়ে প্রাণ কাঁপ'চে। এর মুখের ভাব দেখে বোধ হয়, যেন আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ ক'চ্ছে। আমি ওদের আপনায় লোক! ওরা তো দানব-দানবী—ভূত-প্রেতিনী! কি ব'লে গেল! অদৃষ্টে যা থাকে হবে, তক্ষশিলার সংবাদ না আস্তে আস্তে রাজাকে বিষ দেব।

[চিত্তহরার প্রস্থান।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। কি হবে, কি করবে! কুনাল সম্বন্ধে কি ব'লে বুঝতে পারলুম না। নিশ্চয় বাছার কোন অনিষ্ট সাধন ক'রেছে। রাজাকে বিষ দেবার কথা কি বলো! আমি আকালকে সমস্ত কথা বলি, সে যদি কোন উপায় করতে পারে।

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—:~:—

পর্যন্ত সন্মুখস্থ পথ।

পর্যন্তগাত্রে অশোকের “আদেশ” খোদিত।

[কয়েক জন পথিকের প্রবেশ

ও “আদেশ” পাঠ করণ।]

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। (স্বগত) আমার প্রাণ কেন আজ এত ব্যাকুল হচ্ছে। আমার প্রাণের ভেতর যেন হাহাকারধ্বনি উঠছে, যেন “কুনাল,—কুনাল” বলে আমার প্রাণ কাঁদছে। বাছার কি কোন অমঙ্গল হলো! আমি তো স্থির থাকতে পাচ্ছি নে!

১ম পথিক। ওরে, ওরে—এঁকে জিজ্ঞাসা করি আর—

২য় ঐ। ও মেয়েমানুষ—ভিক্ষুণী; ও কি বলবে?

১ম ঐ। আরে না না, উনি সর্বস্থানে ভুল

বেড়ান—লোককে বুঝিয়ে দেন, এর মর্শ্ব
কি ।

২য় ঐ। ইনি কে ?

১ম ঐ। জিজ্ঞাসা কচ্ছি দাঁড়া ! (অগ্রসর
হইয়া) ইয়া মা—এই পর্বতের গায়ে কি
লেখা ?

দেবী। মহারাজ পর্বতগাজে খোদিত করে
প্রজাদের আদেশ দিয়েছেন যে—“সকলে
দানধর্ম আচরণ করে ইহকাল ও পর-
কালের কার্য্য করে। উচ্চনীচ সকলেই
মুক্তির অধিকারী। কঠোর আত্মত্যাগই
সাধন। এ সাধন হীন অপেক্ষা উচ্চ
ব্যক্তি কঠিন।”

১ম পথিক। মা, আমরা বাপারী, দেশ-
বিদেশে বেড়াই; সকল জায়গাই
তোমাকে দেখি, যেখানে যেখানে এমনি
সব লেখা আছে, তুমি বুঝিয়ে দাও, তুমি
কে মা ?

দেবী। আমি রাজদাসী, আমার এই
কার্য্য।

২য় পথিক। ওঃ—খুব পাকা পাকা কথা সব
রাজা লিখে দেয়। আমরা কি সব
বুঝতে পারি ? তবে এই বুঝি—এক
মুঠো থাকে, কেউ খেতে চায়, আধ মুঠো
দিয়ে থাকে।

দেবী। বাবা ক্রমে সব বুঝবে।

৩য় পথিক। কি করে লিখলে ?

দেবী। (স্বগত) না আমি স্থির হ’তে পারি
নে। আমার আরও প্রাণ আকুল
হচ্ছে ? কোথাও নির্জনে বসে ধ্যান
করি।

[দেবীর প্রস্থান।

(অন্ধ কুনালের হাত ধরিয়া কাঞ্চন-
মালার প্রবেশ)

উভয়ের গীত।

কুনাল। মানস-সরে চিত-কমল-কলি,
জ্ঞানায়ণ হেরি হাসে।

কাঞ্চন। হৃদয়চাঁদ মম অন্তরে বাহিরে,
চিত্ত কুমুদিনী সনে বিহরে বিলাসে ॥

কুনাল। নখর নয়ন নাহি আর কাজ,
কাঞ্চন। শত অঁখি পেলেন মম হেরি
হৃদিরাজ ;

কুনাল। পূর্ণ পূর্ণ কিবা নির্মল জ্যোতি,
কাঞ্চন। পূর্ণ পূর্ণ প্রাণ পাশে প্রাণপতি,
কুনাল। মুক্ত মুক্ত গেল বন্ধন-পাশ,
কাঞ্চন। পতি-পদ-আশ—

সোহাগে প্রাণবীধা পতি-প্রেম-ফাঁসে।
উভয়ে। মাধুরী-সাগরে অন্তর ভাসে।

(জটনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। আহা কার বাছারে ! আহা হুটা চক্ষু
নাই ! বুঝি খায় নাই, রোদে রোদে ঘুরে
ঘুরে বাছাদের মুখ ছ’খানি শুকিয়ে
গিয়েছে। আহা বাছারা, আমাদের
বাড়ীতে এসে একটু জিরকি ? আয়,
খুদকুঁড়ো যা বরে আছে, খেয়ে যাবি।

কুনাল। চলো না দয়াময়ী !

১ম পথিক। ওগো ওগো পরমা নেবে ?
আমরা দিচ্ছি—এই নাও।

কাঞ্চন। না বাবা আমরা ভিক্ষু, আমাদের
উদর পূর্ণ হ’লেই বর্থে, আর আমাদের
প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধা। এসো বাবা এসো—

[বৃদ্ধার পশ্চাৎ কুনালের হস্ত ধরিয়া

কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

২য় পথিক। দেখ, বড় ঘরের ছেলে—বড়
ঘরের মেয়ে ! এখন এই সব হ’য়েছে।
যে সে ভিথিরী হ’লে কি পরমা ছাড়ে !

(দেবীর পুনঃ প্রবেশ)

দেবী। নিশ্চয় কুনালের কণ্ঠস্বর। (পথিক-
গণের প্রতি) বাবা, এইখানে কে গান
ক’ছিল নয় ?

১ম পথিক। ইয়া, মা—একটা অন্ধ ব্যাটা
ছেলে, আর তার সঙ্গে একটা টুকটুকে
মেয়ে ! আমরা পরমা দিতে চাইলাম—
নিলে না, এক বড়ী তাদের সঙ্গে ক’য়ে
নিয়ে গেছে।

দেবী। তারা কোন দিকে গেলো বাবা—
কোন দিকে গেলো!—

(নেপথ্যে কুনালের সঙ্গীত)

কারবাক্যমন নহে তো আমারি
সকলই তোমারই—

বারি সনে কবে মিশাইবে বারি ॥

দেবী। ঐ যে আমার কুনাল—ঐ যে আমার
কুনাল!

[বেগে দেবীর প্রস্থান।

২য় পথিক। আহা এই মাগীর বুঝি কেউ
হবে রে! চল—চল—দেখি গে।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্তীক।

—:~:—

বুদ্ধগয়া—শুদ্ধ বোধিবৃক্ষ সম্মুখ।

অশোক, বৌদ্ধগণ, রাধাশুণ্ড ও পারিষদগণ।

অশোক। আমরা নিফল তিন দিন
অনাহারে প্রার্থনা ক'ছি, বৃক্ষ দিন দিন
অধিক শুষ্ক হ'চ্ছে;—অবশ্য রাজ্য কোন
মহাপাপে কলুষিত। রাজার পাপেই রাজ্য
কলুষিত হয়, এর কি প্রাচিস্ত—আপনারা
আজ্ঞা করুন।

১ম বৌদ্ধ। মহারাজ অকারণ কেন
আত্মনিন্দা ক'ছেন? আপনি রাজর্ষি,
পরম নির্মলার, এর কোন গুঢ় তত্ত্ব
আছে, গুরুদেব উপশুণ্ডের নিকট
তাঁর শিষ্যেরা গিয়াছেন, অচিরে তাঁরে
ল'য়ে হেথা উপস্থিত হবেন।

অশোক। মন্ত্রীবর, রাজ্যে প্রচার করো, যে
এই বোধিবৃক্ষ পুনর্জীবিত ক'র্বে আমি
তারে রাজ্যেশ্বর ক'র্বো, অগতে যে যে
জ্ঞান বস্তু তার প্রার্থনা—সমস্তই তারে
প্রদত্ত হবে।

(চিত্তহরার প্রবেশ)

এ কি তুমি হেথায় কেন? সংবাদ
শেলের ছবি অতি দুর্দীত কার্য ক'রেছে।

আমার অস্থপস্থিতিতে নগরে কুৎসিত
উৎসবাদি সম্পন্ন হ'য়েছে, সেনাদের
ভাঙার হ'তে ধন বিতরণ ক'রেছ,
তারা রাজমন্ত্রীদের উপেক্ষা করে।
তুমি শুণ্ডবেশে যথায় ইচ্ছা গমন করো,
তোমার বিরুদ্ধে এসকল কি সংবাদ?
চিত্ত। মহারাজ, আমার কার্য—আমি কার্যে
পরিচয় প্রদান করবো। সমস্ত কার্যই
দেবাদেশে ক'রেছি, দেবতার প্রসাদে
আমি এই জীর্ণ বোধিবৃক্ষ পুনর্জীবিত
ক'র্বো। এই দণ্ডেই বৃক্ষ পূর্নোপেক্ষা
বহু নবশাখা বিস্তার ক'রে আমার
নিম্নকের মস্তক অবনত ও আমার প্রতি
দেব-রূপা সমগ্রাণ ক'র্বে। এই অরূপ
বৃক্ষনাশক কীট অপর অস্ত্রে ছেদিত হবে
না, যদি কারো ইচ্ছা হয় পরীক্ষা করুন।
অশোক। না, না, পরীক্ষার প্রয়োজন নাই,
তুমি বৃক্ষ সজীব করো, আমারও প্রাণদান
করো।

(চিত্তহরার হৃৎ কণ্ঠন

এবং বৃক্ষের পুনর্জীবিত হওন)

সকলে। ধৃত রাজরাণী ধৃত!

চিত্ত। মহারাজ, দেবাদেশে আমি অর্থ ব্যয়
ক'রেছি, নিম্নকেরা অপবাদ দিয়েছে।
দেবরূপার আমি আর এক পরম রত্ন
প্রাপ্ত হ'য়েছি। মহারাজের এখনও গীড়া
উপশম হয় নাই, গীড়ার শেষ আছে।
এই ঔষধ সেবনে রোগ হ'তে সম্পূর্ণ
মুক্তিলাভ করবেন! কার্যান্তে দাসী
রাজচরণে বিদায় গ্রহণ ক'র্বে।

(নেপথ্যে কুনালের গীত)

খাসবায়ু তুমি জীবন প্রাণ,
নাথ হর অহমিতি অস্তিমান;
ধায় ধায় চিত উধাও ধারে,
চাহে চাহে ধায় বিধে মিলাইরে;

অশোক। এ কে গান ক'ছে—যেন কুনালের
কণ্ঠস্বর অমুমান হ'ছে। মন্ত্রীবর, দেখ
গায়ককে সম্বর হেথায় ল'য়ে এসো।

[রাধাশুণ্ডের প্রস্থান।

চিত্ত। (স্বগত) আর বিলম্ব নয়, কুনাল এসেছে। (প্রকাশে) মহারাজ—মহারাজ, ঔষধ সেবন করুন।

অশোক। প্রিয়ে, বোধ হয় তোমার কুনাল আসছে।

চিত্ত। মহারাজ—মহারাজ শুভক্ষণ ব'য়ে যাচ্ছে, আর এক মুহূর্ত্ত গত হ'লে ঔষধের ফল হবে না।

(ঔষধ প্রদানোত্তত।)

(বেগে আকালের প্রবেশ)

আকাল। ছুটা, বারবিলাসিনী— চিত্তহরার হস্ত হইতে ঔষধ কাড়িয়া লওন।)

অশোক। আকাল, আকাল—তুমি কি ক্ষিপ্ত? রাজ্যকে কি ব'লছ?

আকাল। মহারাজ এ বারবিলাসিনী, আপনার ভ্রাতা সূদীপের উপপত্নী ছিল। এ বিষ, —মহারাজকে বিষ দিয়ে মহারাজের প্রাণ নষ্ট ক'রতে এসেছে।

চিত্ত। মহারাজ এত অপকলঙ্ক আমার অদৃষ্টে ছিল! আমাকে বিদায় দিন, আমি চলুম।

আকাল। মহারাজ যেতে দেবেন না, ছুটার প্রাণদণ্ড করুন।

চিত্ত। মহারাজ, কত অপমান সহ্য ক'রবো?

অশোক। প্রিয়ে স্থির হও, দোষীর সমুচিত দণ্ড এখনই বিধান হবে। (আকালের প্রতি) তুমি কিরূপে জানলে— এ বিষ?

আকাল। মহারাজ, এ ছুটা—পিলাচিনীর সখী, পৈশাচিক কুহকে বোধিবৃক্ষ শুষ্ক হ'য়েছিল, পৈশাচিক শক্তিতে পুনর্জীবিত হ'য়েছে।

অশোক। এ সংবাদ তুমি কিরূপে অবগত?

আকাল। যে চণ্ডালিনী আপনার পরিচর্যা ক'রেছিল, সে সমস্ত পরামর্শ শুনেছে, তার নিকট আমি শ্রবণ ক'রেছি।

চিত্ত। মহারাজ বিচার করুন,—তার বাক-শক্তি নাই! আমি চলুম।

(গমনোত্তত।)

আকাল। মহারাজ ধরুন, আমি প্রমাণ দিচ্ছি। আপনি আমার জীবন দান ক'রেছিলেন, সেই জীবন আপনাকে পুনরর্পণ ক'রছি। আমার মৃত্যুতে আপনি পিলাচিনীর হস্তে মুক্তিলাভ করুন। (বিষ পান।)

অশোক। আকাল—আকাল, বিষ যদি তো' কেন পান ক'রলে?

আকাল। নচেৎ মহারাজ এ পাপিনীকে অবিশ্বাস ক'রতেন না। আমার কষ্ট-স্বরোধ হ'চ্ছে; মহারাজ—বিদায়—(আকালের পতন)

চিত্ত। মহারাজ, এ আমার শত্রুর ছিল। আমার সঙ্গে এত শত্রুতা, এ স্থলে আমি আর থাকবো না।

(গমনোত্তত।)

অশোক। কদাচ যেতে পাবে না, বিষ বা আকালের কপটতা পরীক্ষিত হোক।

(রাধাশুশ্রূ ও পশ্চাৎ কুনালকে লইয়া কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

কুনালের গীত।

কায়বাক্যমন নহে তো আমারি
সকলই তোমারই—

বারি সনে কবে মিশাইবে বারি
স্বাসবায়ু তুমি জীবন প্রাণ,
নাথ হর অহমিতি অভিমান;

ধায় ধায় চিত্ত উধাও খায়ে,
চাহে চাহে যায় বিধে মিলাইয়ে;

বিস্তৃত জীবন, বিস্তৃত প্রাণমন,
ভুবনবিহারী, শুদ্ধ বোধোদয় মোহ-তমোহারী
মাগে ভিখারী!

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। মহারাজ, আপনার পুত্র, পুত্রবধূকে গ্রহণ করুন। বাছারা পথে পথে ভিক্ষা ক'রে উদর পূরণ ক'রেছে। হা অদৃষ্ট!

অশোক। এ কি দেবী! আমার কুনালের এ দশা কেন?

অশোক ।

(কুনালের প্রতি) বাবা কুনাল, তোমার
এ দুর্দশা কে ক'রেছে ?

(তক্ষশিলা হইতে প্রেরিত দূতের প্রবেশ)

দূত। কঠিন পিতৃ-অজ্ঞায় ! (পত্র প্রদান।)

অশোক। (পত্র পাঠ করিয়া) কি সর্বনাশ !

হুঁচারিণী, এ তোরই কার্য্য।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। বাবা—বাবা—কুনাল, তোমার এ
দশা হ'লো ! আমি কেমন ক'রে প্রশ
ধ'রবো ! আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'রে
গিয়েছিলুম, সেই জন্তু কি আমার মুখ দর্শন
ক'রবে না। বাবা, বনবাসে তোমার ওই
অলোক-সুন্দর মুখমণ্ডল মনে ক'রে
জীবন ধারণ ক'রেছি। তোমায় রাজ্যে-
থর দেখ'বো। যেদিন তোমায় প্রসব
ক'রেছি, সেই দিন থেকে আমার সাধ ;—
সে সাথে কেন বজ্রাঘাত হ'লো ! বাবা
তোমায় অন্ধ দেখে এখনও আমার চক্ষু
উৎপাটিত হ'লো না ! বাবা বাবা কুনাল,
আমার অঞ্চলের নিধি—এ কি হ'লো !

অশোক। এ কি পদ্মাবতী ! আমি এতদিন
তোমায় চিনেও চিন্তে পারি নাই !

কুনাল। মহারাজ, বনে চণ্ডালগৃহে বাস ক'রে
জননী আমার জ্যেষ্ঠতাপুত্রকে ধাত্রী-
রূপে পালন ক'বেছি'লন,—সেই পালনের
বিস্তৃষ্টই অজ্ঞাতবাস করেছেন। ইনি
আমার গর্ভধারিণী, তদপেক্ষা মহাত্মা
জ্যেষ্ঠাধের ধাত্রী জননী !

অশোক। দেবী, তোমার আত্মত্যাগের
তুলনা হয় না। তুমি চণ্ডালিনী-বেশে এই
পাপিনীর কিঙ্করী হ'য়ে রাজগৃহে বাস
ক'রেচ ! (কুনালের প্রতি) বাবা কুনাল,
তোমায় জ্ঞেয় পিতার কি প্রায়শ্চিত্ত বলো ?

কুনাল। পিতা, আমি জড়চক্ষুহীন, কিন্তু
বুদ্ধদেবের রূপায় অধীর দিব্যচক্ষু প্রস্ফু-
টিত ! অলীক দৃষ্টির পরিবর্তে দেবদৃষ্টি লাভ
ক'রেছি। সমস্তই বিমাতার রূপায় !

অশোক। মন্ত্রি, এই পাপিনীর কি শাস্তি বিধান
করো ? কিরূপে এর প্রাণদণ্ড করা উচিত ?

কুনাল। মহারাজ, দাসকে ভিক্ষা দিন,
প্রাণদণ্ড হ'লে পরম-প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপে
বঞ্চিত হবে। অভাগিনীকে অনুতাপের
সময় দিন।

অশোক। না বৎস, তোমার ছায় দেবছ
আমার লাভ হয় নাই।

চিত্ত। (বিষের মোড়ক বাহির পূর্বক সেবন
করিয়া) কুৎসিত রাজা, তুই আমায় কি
দণ্ড প্রদান ক'রবি ? আমার নিকট
এখনো ঐ ভীত বিব ছিল। আমার
বয়সের এখনই অবসান হবে ; তুই যাব-
জীবন যন্ত্রণা ভোগ কর। (কুনালের
প্রতি) কুনাল, তোর দয়া আমার পক্ষে
মৃত্যু যন্ত্রণা ! তুই আমার উপেক্ষা ক'রে-
ছিলি, তোর চক্ষু উৎপাটন ক'রে শাস্তি
দিয়েছি। কিন্তু দেখ'ছি, সে তোর শাস্তি
নয়। মৃত্যুর পর যদি আস্‌বার উপায়
থাকে, আমি তোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরে
দেখ'বো—কিসে তোর শাস্তি হয়।
(পতন ও মৃত্যু।)

দেবী। মহারাজ, সাক্ষী রাজকুলবধূকে আলী-
কাদ ককন। কি বন্ধে তোমার অন্ধপুত্রের
সেবা ক'রে ছ, আমার কণ্ঠে বাগ্‌দেবী
এলেও বর্ণনা ক'রতে অক্ষম হব।

অশোক। দেবি, আমি এই সাক্ষী জননীর
কি পুরস্কার দেবো, মার আমার চিন্তা
প্রসাদ পুরস্কার ! মাগো, তোমার স্বামী
অন্ধ, তুমি রাজরাণী হবে না—এই খেদে
আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে !

কাঞ্চন। পিতা, আক্ষেপ করবেন না,—পতি-
প্রেমে আমি ইচ্ছাশীলী অপেক্ষা বৈভব-
শালিনী। আমি পরম সম্পদ পতিসেবার
অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি, আমি অশ্রু সম্পদ
প্রার্থী নই।

পদ্মা। (কাঞ্চনমালাকে আলিঙ্গন করিয়া)
মা—মা—আমার—

(উপশ্লেষের প্রবেশ)

অশোক। গুরুদেব—গুরুদেব ! দেখুন—
কত দিনে আমার শাস্তির অবসান হবে !

ধিক্ রাজ্য, অশোক নামে ধিক্!—
বীতশোকের ছিন্ন মস্তক দেখেছি, রাজ-
রাণীকে বনবাসিনী ক'রেছি, আজ আমার
বংশধর কুনাল চক্ষুঃহীন! পরমশুদ্ধ প্রভু-
ভক্ত আকাল, বিষপানে মৃত! প্রভু,
আমি কি ক'রে জীবন ধারণ ক'রবো।

উপ। মহারাজ, দেহীর ধৈর্যাবলম্বনই শাস্তির
একমাত্র উপায়। সংসার যদি কণ্টক-
শয্যা না হ'তো, কে নির্দোষ কামনা
করতো? মহারাজ প্রভুর পরম রূপায়
সংসার বিষবৎ জ্ঞান হয়। আকাল ওঠো,
তোমার রাজভক্তির আদর্শ প্রদান সম্পূর্ণ
হয় নাই।

আকাল। (ধীরে ধীরে গাত্রোথান করিয়া)
প্রভু, আবার ফেরালেন! আস্তে আস্তে
দিকিবি আলো দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম।

উপ। বৎস, অচিরে নরচক্ষে দিব্যি জ্যোতি
দর্শন করবে। বৎস কুনাল, বুদ্ধদেব
তোমার যেরূপ অন্তরে দর্শন দিচ্ছেন, জড়
দৃষ্টিতেও সেইরূপ দর্শন দেবেন, সেই জন্ত
তোমার কুনাল চক্ষু পুনরায় প্রাপ্ত হও।

পদ্মা। রূপাময়—নিরানন্দ হৃদয়ে আনন্দদতা—
অশোক। প্রভু প্রভু, যদি রূপা ক'রেছেন,
আর আমার রাজকার্যে লিপ্ত রাখবেন
না। কুনালকে সিংহাসন প্রদান ক'রে
দাসকে আপনার পদসেবার নিযুক্ত করুন।
কুনাল। মহারাজ, মার্জনা করুন, আমি
ভিক্ষুরত অবলম্বন ক'রেছি, সে ব্রত ভঙ্গ
ক'রবেন না।

উপ। মহারাজ, পাটলিপুত্রে চলুন।

অশোক। প্রভু, আর আমার সিংহাসনে
ইচ্ছা নাই।

উপ। কুনালের পুত্র সম্প্রীতিকে সিংহাসনে
অভিষেক ক'রে যেরূপ ইচ্ছা করবেন।
(চিত্তহরাকে নির্দেশ করিয়া) এ হত
ভাগিনী রাজগলে মালাপ্রদান ক'রেছিল,
এর সংকারের আজ্ঞা দিন।

আকাল। প্রভু রূপা ক'রে একবার বাঁচিয়ে
দিন, বেটীর চক্ষুলজ্জা হয় কি না দেখি।

উপ। বৎস, এ পাণ্ডীকে মার, নরকে লয়ে

স্থান দিয়েছে। পাপিনীর প্রাণ আর
দেহে নাই।

আকাল। বেটীকে নিয়ে মার রেটাও জাহি
জাহি ডাকবে। ভাল প্রভু, ও তো মারের
সহচরী, মার কেন ওকে নরকে দিলে?

উপ। নরক মারের রাজ্য,—মার স্বয়ং নরক-
বাদী—সমস্ত পাপীর উপর তার অধিকার।
প্রজাবৃদ্ধির জন্ত মানবকে প্রতারিত করে।
চলুন মহারাজ, বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

[রাধাশুপ্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(দুইজন মার অমুচরের প্রবেশ)

১ম চর। মল্লীম'শায়, আমরা সংকার ক'রবো।

রাধা। কি পুরস্কার প্রার্থনা করো?

২য় চর। কার্য্য শেষ ক'রে পুরস্কার গ্রহণ
ক'রবো। আপনি যান।

রাধা। (স্বগত) ও বাবা—এরা কে। বে
হোক, আমি নিশ্চিত।

[রাধাশুপ্তের প্রস্থান।

(মারের প্রবেশ)

মার। ল'য়ে যাও, রাখ অস্ত্র নরকের দ্বারে।

[শব লইয়া মার-অমুচরদ্বয়ের প্রস্থান।

বোধিবৃক্ষ,

তব মূল কলুষিত করিব নিশ্চয়;—

রহ রহ সময় সাপেক্ষ মাত্র তাহা।

তব মূল শাস্তিময় স্থান না রহিবে,

হিন্দুসনে মহা হৃদ্ব যোদ্ধের বাধিবে,

কিন্তু এই নিদারুণ খেদ,

নির্মূল না হবে কোন কালে,—

লঙ্কাধীপে শাধা তব বড়ে আরোপিত।

যাক্ বা হবার হবে—

উপস্থিত উপায় কি করি?

পর্য্যভব নেহারি শিহরি,

ওবু নাহি ক্ষমা ক্রিয়রণে;

দূতর্জ আছে মম অশোক হৃদয়ে,

অহঙ্কার—রাজ্য-অহঙ্কার তার মনে,—

তবে কি হেতু নিরাশ,

অহঙ্কার কে পারে ত্যজিতে

করে যদি সমাগরা ধরণী প্রদান,
শতগুণে অহংকার হবে বলবান,
পাবে তায় কিরূপে নিস্তার !
না না, ভয় হয়
অলঙ্কিত কি আছে আশ্রয়—
বাহে পদে পদে পরাজয় মম ।
থাকে ঘেবা থাকুক আশ্রয়,
অহংকার চূর্ণদ সহায় মম ।
কি হেতু সংশয়,
কি হেতু আশঙ্কা আর,
রণজয় নিশ্চয় হইবে ।

[প্রস্থান ।

দশম গর্তীক ।

—:—

পাটলিপুত্র— অশোকের কক্ষ ।

(রাধাগুপ্তের ও অশোকের প্রবেশ)

রাধা ।—আকাল, সর্বনাশ হ'চ্ছে—দেখছ না ?
আকাল । ম'শায়, আমার সর্বও কখনো ছিল
না, নাশও কার নাম জানি না ।

রাধা । বাঙ্গ ক'রো না, মহারাজ স্বর্ণপাত্র
ভোজন ক'রতেন প্রতিদিন সে স্বর্ণপাত্র
সজ্জকে পাঠিয়েছেন ।

আকাল । আজ্ঞে হাঁ, —তারপর বুদ্ধি ক'রে
মহারাজকে গোপাপাত্রে আহার ক'রতে
দিয়েছিলেন, তাও বন্ধ ক'রে লৌহপাত্রে
দিয়েছিলেন, তারপর মৃত্তিকাপাত্রে দিয়ে
ছেন ।

রাধা । তোমার মতন তো দায়িত্বহীন আমরা
নই । মহারাজ পৌত্রকে রাজ্য অর্পণ
ক'রেছেন, তাওয়ার সমস্ত অর্থ যদি
বৌদ্ধসভ্যের জগ্ন ব্যয় ক'রবেন, রাজকোষ
শূণ্য হ'লে রাজ্য চলবে কি প্রকারে ?

আকাল । যা করবার তা তো করেছেন,
এখন আমরা বলুছেন কি ?

রাধা । এখনো রাজাকে ক্ষান্ত করো ।

আকাল । আর কি ক্ষান্ত করবো আজ্ঞা করুন,
—ভূমিশ্রদ্ধা, মৃত্তিকাপাত্রে আহার, পীতবস্ত্র
পরিধান—আর কি বাসনা আছে বলুন ?

রাধা । চুপ করো—

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক । আকাল যদি কেউ আমার আজ্ঞা-
বাহী থাকে এই আমার হস্তস্থিত অর্দ্ধ
আমলকী যেন সজ্জকে প্রদান করে । তুমি
জানো—আর আমার কিছুই নাই, এই অর্দ্ধ
আমলকী আমার সম্বল । যদি আজ্ঞাবাহী
কাকেও না পাও, তুমি স্বয়ং এ কার্য
করো ।

আকাল । মহারাজ এ কাজের লোকের
ভাবনা কি ? মন্ত্রী মশায় মাধ্যম করে দিয়ে
আসবেন । ভিক্ষুগণও বুঝবে, যে রাজার
কাছে আর পাওনা থাওনা কিছু নাই ।

রাধা । মহারাজ কেন এরূপ আজ্ঞা কছেন,
আমরা আপনার আজ্ঞাবাহী রয়েছি ।

আকাল । দিন মহারাজ, মন্ত্রীমশায়ের আর
ক্লেশের আবশ্যক নাই, আমিই পাঠিয়ে
দিচ্ছি ।

অশোক । বলো—সভ্যের যেন সকলে এর
এক এক অংশ গ্রহণ করেন, আমার আর
কিছুই নাই ।

আকাল । (স্বগত) দশহাজার ভিক্ষু—বথরা
করতে বড় পাঁচ পড়বে ।

[আকালের প্রস্থান ।

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

অশোক । প্রভু, আজও কি মারের অধিকার
আমার অন্তরে আছে ? এত যন্ত্রণাতেও
কি আমার ভোগের অবসান হয় নাই ?

উপ । মহারাজ, যন্ত্রণায় ক্লান্ত হবেন না । বটবৃক্ষের
মূলের ছায় পাণবৃক্ষ হৃদয় অধিকার করে ।
স্থান খনন ব্যতীত যেমন সেই দৃঢ়মূল বট
নির্মূল হয় না, অন্তরে আঘাত ব্যতীত
পাপের মূলও নির্মূল হয় না ।

অশোক । রাধাগুপ্ত, এখন তোমাদের মহা-
রাজা কে ?

রাধা । মহারাজ, বিত্তমান রয়েছেন ।

অশোক । সত্য বলছ ?

রাধা । দাস তো কখনো মিথ্যা বলে না ।

অশোক । এখনো আমি রাজা ?

(আকালের পুনঃ প্রবেশ)

রাধা। হ্যাঁ মহারাজ!

অশোক। তবে আমি তোমার সম্মুখে বৌদ্ধ-

সম্মুখে সমাগরা পৃথিবী দান করলেম।

রাধা। প্রভু, প্রভু, আপনাই রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, আপনাই রাজ্য নষ্ট করলেন।

উপ। মন্ত্রীসভা, বৌদ্ধসম্মুখে লোভী নয়। আমি সেই সম্মুখের প্রতিনিধিস্বরূপ যুবরাজ সম্মুখিতিকে চারি কোটি স্বর্ণমুদ্রায় রাজ্য বিক্রয় করছি এর কারণ শুধু—মহারাজ শতকোটি স্বর্ণমুদ্রা সম্মুখে প্রদান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। তন্মধ্যে ছিয়ানকই কোটি প্রদান করেছেন, অবশিষ্ট মুদ্রা প্রদানে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হোক। আকাল পদ্মাবতী প্রভৃতিকে লয়ে এসো।

[আকালের প্রস্থান।

রাধা। ভাগ্যের শূন্য—এত স্বর্ণমুদ্রা কিরূপে প্রদান করি। কোন বন্ধু রাজ্যের সাহায্য ভিন্ন সম্ভব নয়। দেখি, কিরূপ হয়।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

(পদ্মাবতী, দেবী, কুনাল, কাকনমালা

প্রভৃতিকে লইয়া আকালের প্রবেশ)

উপ। মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দেবার আজ্ঞা, মন্ত্রীর প্রতি প্রদান করলেন না?

অশোক। প্রভু আপনায় রূপায় আমার দিব্য-চক্ষু প্রস্ফুটিত। আমি বুঝেছি,—রাজ্য, ধন, কীর্তিকলাপ কিছুই আমার নয়, সকলই বুদ্ধদেবের,—আমি নিমিত্ত মাত্র ছিলাম।

উপ। মহারাজ, আপনার অন্তর হতে কাম-ক্রোধাদি রিপু—দারুণ পরীক্ষায় ইতিপূর্বে বহির্গত হয়েছিল। যখন রাজ্যদান করলেন, তখনও দানগোরব আপনার অন্তঃকরণে ছিল। সে গোরবের অধিকারী 'মার'। সে গোরব পরিত্যাগ করেছেন, বুঝেছেন—আপনি নিমিত্ত মাত্র। এক্ষণে বুদ্ধদেবকে দর্শন করবার দৃষ্টি আপনার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত,—জ্যোতির্শ্রবকে দর্শন করুন।

মা পদ্মাবতী, মা দেবী, তোমাদের কাছ পূর্ণ, তোমাদের যশোগাথা ধরণী ব্যাপ্ত হবে,—পতির সঙ্গে একত্রে দর্শন করো। বৎস কুনাল, তুমি দিব্যচক্ষু সঙ্গীক দিব্য-রাত্র প্রভুকে দর্শন কর—তথাপি নয়টাকে দর্শন করো, এ নিমিত্ত চক্ষু প্রাপ্ত হয়েছে। আকাল, তুমি-প্রভুর দর্শনে ত্রিকালজ্ঞ হয়ে প্রভুর ধর্ম প্রচার করো। তোমার আত্ম-ত্যাগী সাধনের তুলনা হয় না। মন্ত্রীকে বলো যে, বৌদ্ধসম্মুখে লোভী নয়; অংশে অংশে ক্রমে ক্রমে অর্থ প্রেরণ করবেন। সম্মুখের অর্থের নিমিত্ত চিন্তিত হবার প্রয়োজন নাই। মহারাজকে প্রতিজ্ঞা হতে মুক্ত করবার জন্ত সম্মুখ মুদ্রা গ্রহণ করবেন। সকলে জ্যোতির্শ্রব মূর্তি দর্শন করো।—

পটপরিবর্তন।

শূন্যে বুদ্ধদেবের মূর্তি প্রকাশ।

(সম্মুখে মার করযোড়ে দণ্ডায়মান)

উপ। মার, এইবার আমি তোমার উপদেশ গ্রহণ করবো। প্রভুর ইচ্ছায় কাছা বর্জন করে নির্বাণ-কামনায় ধ্যানস্থ থাকবো।

মার। তিরস্কার করবেন না, আমি পরাজিত।

নির্মল জন্মে আমার অধিকার নাই।

জয় বুদ্ধদেবের জয়!

সকলে। জয় বুদ্ধদেবের জয়! জয় সম্মুখের জয়!! জয় সম্মুখের জয়!!!

সমবেত সঙ্গীত।

মরি ভুবনমোহন মুরতি।

হয়ে ভ্রান্তি-তিমির চরণ মিহির জ্যোতি।

বিমল বদনমণ্ডলে, করুণার্ণব উথলে,

হেরি পরশে পুলক মানব-হৃদয়-কমলে;

দীন-শরণ-গতি, স্বরণে অমল মতি,

অবনী, তপন, বোম, পমীরণ,

নিয়ত করিছে আরতি।

যবনিকা।

শান্তি কি শান্তি ?

উৎসর্গ

নাট্যগুরু

স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র

মহাশয় শ্রীচরণেষু—

বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্ম মহাশয় কৰ্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। আমি সেই রঙ্গালয় আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি, মহাশয় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। শুনিয়া ছি,শ্রদ্ধা—সকল উচ্চ স্থানেই যায়। মহাশয় যে উচ্চ স্থানে যেরূপ উচ্চ কাণ্ডোই থাকুন, আমার শ্রদ্ধা আপনার চরণ স্পর্শ করিবে—এই আমার বিশ্বাস। যে সময়ে ‘সধবার একাদশী’ অভিনয় হয়, সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটক অভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র ‘সধবার একাদশী’তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্ম সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া ‘সধবার একাদশী’ অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া “গ্ৰাসাণ্ডাল গিয়েটার” স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।

আপনাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদান করিবার ইচ্ছা চিরদিনই ছিল, কিন্তু উপহার দিবার যোগ্য নাটক লিখিতে পারি নাই, এই জন্য বিরত ছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি, জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তবে আর কবে আশা পূর্ণ করিব! সেই নিমিত্ত এই নাটকখানি অযোগ্য হইলেও আপনার পুষ্ট। স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম। ভাবিলাম ক্ষুদ্র ফুলেও দেবপূজা হইয়া থাকে।

বাগবাজার, কলিকাতা।

৩রা পৌষ, ১৩১৫।

}

চিরকৃতজ্ঞ,

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

চরিত্র

—:—

পুরুষ ।

প্রসন্নকুমার	ধনাঢ্য ভদ্রলে ক ।
প্রবোধ	ঐ পুত্র ।
বেণীমাধব	ঐ জ্যেষ্ঠ জামাতা ।
শ্যামদাস	ঐ বৈবাহিক । (নিশ্চলার পিতা)
প্রকাশ	বেণীমাধবের বন্ধু ।
পাগল	ছদ্মবেশী পরোপকারী সন্ন্যাস । (হরমণির অপরিজ্ঞাত স্বাম)
সর্বেশ্বর	প্রকাশের ছদ্মবুদ্ধি পরিচালী ।
ষেঁচী	ঐ পুত্র ।
বটকর	নিষ্কর্ম্য নেশাখোর ।
হেবো	ঐ পুত্র ।
শুভকর	মূর্থ গ্রহাচার্য ।
মিঃ বাবু	ধনাঢ্য চরিত্রহীন যুবা ।
মিঃ মল্লিক	}	...	বিলাত-ফেরত ষেঁচীর ইয়ার
মিঃ বড়		...	

ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ-ইনস্পেক্টর, জমাদার, ডাক্তার, ঘটক, স্বর্ণকার
শুঁড়ী, বেসো, কোচম্যান, কন্যাযাত্রীগণ, পাহারওয়ালাগণ,
ভৃত্য ও বেহারাগণ, বৃদ্ধ ও বালকগণ, দোকানদারগণ
ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

পার্বতী	প্রসন্নকুমারের স্ত্রী ।
ভুবনমোহিনী	ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা ।
প্রমদা	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা ।
নিশ্চলা	ঐ বিধবা পুত্রবধূ ।
হরমণি	ভিখারিণী ।
চিন্তেশ্বরী	শুভকরের ভগ্নী ।

দাই, হরমণির পালিতাকন্যাগণ, দাসীগণ ইত্যাদি ।

শান্তি কি শান্তি ?

প্রথম অঙ্ক ।

—:~:—

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

—:~:—

(প্রসন্নকুমারের শয়নকক্ষের সম্মুখস্থ
দরদালান)

প্রসন্নকুমার ও পার্শ্বতী ।

প্রসন্ন । কান্না তো চিরদিনই রইলো, কান্না
তো আর ফুরোবার নয় । আমরা চিত্তে
না পুড়ে আর স্ত্রীলকে ভুলবোনা ; কিন্তু
পরের মেয়ের কি ভাবছ ?

পার্শ্বতী । আহা—এমন বউ কি কারো হয় !
ভগবতি, তার কপালে এই লিখেছিলে !

প্রসন্ন । বউমা এই ক' বছর ঘরে এসে
আপনার বাপ-মাকে ভুলেছে । আমার
বাপ জানে, তোমায় মা জানে । তিন
দিন বাপের বাড়ী গে' থাকতে পারে না ।
এখন বিপদ কি বুঝেছ ?

পার্শ্বতী । সে ভেবে আর এখন থেকে কি
ক'বো ?

প্রসন্ন । এখন থেকেই ভাবনা ;—মেয়ে
আমাদের ব'লে ঘরে এনেছি, স্ত্রীল
থাকলে আমাদেরই, কিন্তু আমাদের
হ'য়েও আমাদের জোর নাই । বউমার
বাপ নিতে পাঠিয়েছে, বউমা তোমায় কি
ব'লেছে জানি না, আমার পা ছটো
জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "বাবা,

আমায় বাপের বাড়ী পাঠিও না ।"
এদিকে ওর বাপের একেবারে জেদা-
জিদি ।

পার্শ্বতী । আহা ! মাগী সেথায় গুন্তে
পাই, জামাইয়ের শোকে একেবারে
অমঙ্গল ত্যাগ ক'রেছে, একবার ঘুরে
আসুক ।

প্রসন্ন । ঘুরে আসুক ব'লছ, এলে রাখে
পা'বো ?

পার্শ্বতী । সে বউমার মন ।

প্রসন্ন । বউমার ঘোল আনা মন । কিন্তু
তুমি রাখেতে পারবে কি ?

পার্শ্বতী । কেন গা,—আমি কি মেয়ে মানুষ
করি নি ? আর বাছার কি কোন ঝক্কি
আছে ? আট দিনের দিন বাছা ঘর
ক'রতে এসে আমার সঙ্গে গুড়ু গুড়ু
ক'রে কাজ কর'রে ফিরেচে । যে
কাজ পড়ে, বলে,—“মা তুমি এখন
জিরোও, আমরা কাজ শিখি” । এই
এতদিন যেদিকে ফিরিয়েছি, সে দিকে
ফিরেছে । একে রাখেতে পা'বো না
কেন ভাবছ ? আমার পেমার চেয়ে
আদর ক'রে রাখেবো ।

প্রসন্ন । আমি কি ব'লছি বুঝতে পাচ্চ না ।
মেয়েমানুষ ক'রেছ, এই তে মনে ক'চ্চ
রাখা সোজা । মেয়ে পরের বাড়ী যাবে,
বত দিন থাকে, খাইয়ে দাইয়ে আদর
ক'রে রাখা ; কিন্তু এ রাখা এক সর্বনেশে
রাখা । দেখছ কি, সেই সর্বনেশের দিন
থেকে ব্রহ্মচারিণী সেজেছে ! আমাদের
গৃহীর সংসারে ব্রহ্মচারিণীকে রাখা বড়
কঠিন, তা কি বুঝতে পাচ্চ না ?

(নিশ্চলার প্রবেশ)

নিশ্চলা। কেন বাবা, কেন কঠিন মনে ক'চ্ছ ?

আমি যে পাঁচ বছর মায়ের শিক্ষায় কুল-
বধুর আচার শিখেছি, স্বামী ইষ্টদেবতা
বুঝেছি। তাঁর প্রত্যক্ষ এক সেবা, আর
মনে মনে সেবা,—তাই সেবাই তোমাদের
ঘরে এসে শিখেছি। আমার স্বামী প্রত্যক্ষ
নন,—কিন্তু আমার অন্তরে আছেন।
আমি আমার ইষ্টদেবতার সেবা কি ক'রে
ক'রতে হয়, তাঁর ধ্যান ক'রে জানুবো।

প্রসন্ন। মা, তুমি যদিচ বালিকা, কিন্তু দেখছি
বুদ্ধিতে আমার মায়ের মত। আমার
ভাবনার কথা কি, তা তো তুমি বুঝতে
পাচ্ছ; তোমায় সকল বিলাস থেকে
বঞ্চিত ক'রে, কি ক'রে আমি সংসার
ক'রবো? তুমি মা মালসা পোড়াবে,
আর বাড়ীতে নানাবিধ সামগ্রী আসবে,
নানা ভোগের জিনিস—ছেলের জন্ত
মেয়ের জন্ত আনুবো, কিন্তু তোমায় দিতে
পারবো না; বরং তোমার কোন দ্রব্য
প্রয়াস হ'লে বঞ্চিত ক'রবো। নচেৎ
আমার কর্তব্য করা হবে না। মাগো,
এই ভাবনায় আমি আকুল হয়েছি।

নিশ্চলা। কেন বাবা, কেন তুমি আকুল
হয়েছ? মা, তুমি বাবাকে বোঝাও,
আমার জন্ত যেন উনি কিছু ভাবেন না।
আমি বাড়ীর বড় বউ,—আমার সংসার,
—তুমি কি বারো মাস পারবো? আমি
এখন সংসার ক'রবো, আমি ঘরকন্না
বজায় ক'রবো, দেওরকে দেখবো, আই-
বুড়ো ননদকে দেখবো, তোমাদের
দেখবো, এখন আমি তোমাদের বেটাবউ
একত্রে। চাকরলোকজনকে দেখবো,
এই কাজ আমার ইষ্টদেবতা আমায় দিয়ে
গিয়েছেন। আমায় তিনি পরম ক'রতে
লুকিয়ে আছেন—দেখা দিচ্ছেন না,
দেখছেন—আমি তাঁর মনের মতন কাজ
ক'রতে পারি কি না। যে দিন আমার
কাজ কুরোবে, যেদিন আমি ক্লান্ত হবো,

—সেই দিন তিনি আমার আদর ক'রে
সঙ্গে নিয়ে যাবেন। মা—তুমি বাবাকে
বুঝিয়ে বলো।—বাবাকে ভাবতে বারণ
করে'।

প্রসন্ন। ভগবান্! কি বজ্রাঘাত বুকে করেছে!
এ রাধা স্নানকে রাজসিংহাসনে বসাতে
দিলে না।

পার্বতী। আ পোড়া কপাল—আ পোড়া
কপাল!—এমন ক'রে আমার ঘর
ম'জলো।

নিশ্চলা। না বাবা—না না—আমি তোমাদের
কাঁদতে দেবো না, তোমরা আমার মুখ
চেয়ে স্থির হ'য়ে থাকো। আমি ঠাকুরপোর
বেটা কোলে ক'রে তোমাদের কোলে
দেবো, তোমরা কেঁদো না, তোমাদের ঘর
আমি বজায় ক'রবো।

(নেপথ্যে হরমণির গীত)

“হা কৃষ্ণ ককণাসিদ্ধ দীনবন্ধু জগৎপতে।

গোপেন্দু গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্ত তে॥”

প্রসন্ন। গিরি, তুমি এ ভিখারীর গান শুনেছ?
ওকে ডাক্তে পাঠাও, শোন, শুনে প্রাণ
ঠাণ্ডা হবে।

নিশ্চলা। আমি ঝিকে বলি, বাড়ীর ভেতর
ডেকে আনুক।

প্রসন্ন। না, এই ঘরেই ডেকে আনতে
বলো।

[নিশ্চলার প্রস্থান।]

পার্বতী। ঘরের ভেতর ভিখারী মাগীকে
ডাকবে?

প্রসন্ন। তুমি ওকে দেখো নি, ও কে আমি
বুঝতে পারি নি। যে দিন ছোঁড়াকে
বার ক'রে নিয়ে গেল, আমি বৈঠকখানায়
পড়ে আছি,—ও রাস্তার গাড়ে,—আমার
প্রাণ শীতল হ'য়ে গেল। আমি ওকে ছুঁটি
টাকা দিতে গেলুম, তা ব'লে,—“বাবা
আর এক দিন এসে গান শুনিয়ে যাবো”।
আমার বোধ হলো—যেন আমার শোক-
শান্তির জন্তই গাচ্ছিল।

(নিখুঁলার পশ্চাৎ হরমণির গান করিতে
করিতে প্রবেশ)
(হরমণিঃ গীত)

কেন দিবানিশি ভাসি আঁখিজলে।

মূহ মূহ ভাবে হৃদি পরশে,

কে বলে,—“তাপিত তনয়, আর রে কোলে!

ব্যথা পেয়েছ, ব্যথা পেয়েছি,

যত কঁদেছ, তত কঁদেছি,

আমি সাথে সাথে সদা রমেছি।

কেন পাছবাসে, ভ্রম নিরাশে, এলো আবাসে,—

দূরে থেকে না, পাবে বাতনা,

আলা হবে না—হৃদি-কমলে।”

পার্কীতি। ব'সো বাছা, ব'সো।

হর। মা, আমার ব'সতে বলছ? আমি কে
জানো?

প্রসন্ন। তুমি কে,

হর। বাবু, আর তো আমার পরিচয় নাই,
কি পরিচয় দেবো? তবে মাগে কি
ছিলুম,—ব'লতে পারি।

প্রসন্ন। তুমি কাদের মেয়ে?

হর। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বাড়ী নবদ্বীপ,
কোলকাতায় বে হ'য়েছিল। বিরাহের
পর আমার স্বামী বিদেশে চাকরী ক'রতে
গেলো, বাণেশ্বর বাড়ী এসে রইলুম।
কিছুদিন পরে আমার বাপ খবর পেলে,
আমার স্বামী জাহাজডুবী হ'য়ে হাঁস-
পাতালে মারা গিয়েছে।

পার্কীতি। আহা বাছারে—এ সর্বনাশ যেন
শত্রুও হয় না।

নিখুঁলা। কি ক'রে খবর পেলে?

হর। আমাদের পল্লীতে একঘর জমীদার
আছেন, তাঁর ছেলে বেড়াতে গিয়েছিল,
সেই খবর দিলে।

পার্কীতি। তার পর মা—তারপর?

হর। আমি বাপের বাড়ীই রইলুম—

প্রসন্ন। খণ্ডর বাড়ী রইলে না কেন?

হর। আমার খণ্ডরদের তো কেউ ছিল না,
—আমার স্বামী তার বিমাতার ভায়ের
কাছে মানুষ হয়েছিল।

প্রসন্ন। তোমার বাপ মা আছে?

হর। না বাবু, আমিই তাদের কাল হ'য়ে
ছিলুম। আমি বিধবা হবার পর আমার
বাপ মা বিধবার অপেক্ষা কঠোর আচারে
রইলেন। আমার বাবার খাবার সময়ে
একবার মার সঙ্গে দেখা হতো, আমাকেও
বাগিকা ব'লে মারিক মেহ ক'রতেন না,
শাস্ত্রমত বিধবার আচারেই রেখেছিলেন।

পার্কীতি। তবে মা, তুমি কাল হ'লে কিসে?

হর। আমাদের পল্লীর সেই জমীদারের
ছেলে, আমার প্রতি কুদৃষ্টি দেখে, আমার
বাপের উপর তাড়না করে। মকদ্দমা-
মামলায় সর্ব্বশ যায়। তিনি কোলকাতায়
পালিয়ে এলেন। নানা দুঃখে কোল-
কাতাতেই আমার মা-বাপ মারা গেলেন।
আমি নিরুপায় হ'য়ে এক বাড়ীতে রাখুণী
হ'লুম। তখন মা—জানিনি যে, সে
বাড়ী আমাদের জমীদারের ছেলের খণ্ডর-
বাড়ী। একদিন রাত্রে সেই জমীদারের
ছেলে খণ্ডরবাড়ীতে এসে আমাকে
আক্রমণ করে, ধরা প'ড়ে গোপেশ্বর কাছে
আমার অপবাদ দেয়। তারা আমার
বাড়ী কে তাড়িয়ে দিলে। আমার
নামে নানান কথা উঠলো,—গর্ভপাত
ক'রেছি পর্য্যন্ত অপবাদ হ'লো,—
কোথাও আর চাকরী পেলুম না। তিন
দিন অনাহারে থেকে গঙ্গার ঘাটে
গুয়ে মনের বেদে ডুবে ম'রতে যাচ্ছি, এমন
সময় নিরাশ্রয় দেখে দীনবন্ধু আমার আশ্রয়
দিলেন। একজন দেখতে পাগলের মতন,
সে যেন আমার জান্তো, সে যেন আমার
মনের কথা বুঝেছিল। সে আমার ধমক দিয়ে
ব'লে, “কেন আত্মহত্যা ক'রবি? ভোর
সর্ব্বশ গিয়েছে—গিয়েছে, এখনো ভোর
দেহমন রয়েছে, দীনবন্ধুকে দে, দীনবন্ধু তোরে
দেখবে।” তার কথায় মনে হ'লো, যেন
দীনবন্ধু আমার আশাস দিচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে
গেলুম, একখানি কুঁড়ে ঘরে নিয়ে আমার
রাখলেন। সেই ইস্তক সেই পাগলার
কাজ করি, আর ভিক্ষে ক'রে খাই।

(বির প্রবেশ)

ঝি। বাবু, বউঠাকুরের বাপ এসেছেন।

প্রসন্ন। বুঝি বউমাকে নিয়ে যাবার কথা ব'লতে এসেছেন। এই ছুটি টাকা নাও বাছা।

[হরমণিকে টাকা দিয়া প্রস্থান।]

পার্কী। বউ মা, এই টাকাটি দাও। (হরমণির প্রতি) তুমি আর একদিন এসো, গান শুনবো।

নির্মলা। (হরমণিকে টাকা দিয়া) একটু দাঁড়াও। (পার্কীর প্রতি) না, আমি এর সঙ্গে কথা কহিলে দোষ হবে?

পার্কী। না, দোষ কি হবে। শীগ্গির এসো, বেলা নাই, গাটা ধুয়ে শীতলের সামগ্রী ব'স ক'রে দেবে।

[প্রস্থান।]

নির্মলা। হ্যাঁগা সে পাগ'লা কে? পাগ'লা কি তোমার স্বামী? তোমার নিরাশ্রয় দেখে স্বর্গ থেকে এসে তোমায় দেখা দিয়েছেন?

হর। আমি মা এত কি তপস্বী ক'রেছি, যে তিনি স্বর্গ থেকে এসে আমার দেখা দিবেন? কিন্তু আমার সে পাগ'লাকে দেখে স্বপ্নের মতন আমার স্বামীকে মনে পড়ে।

নির্মলা। হ্যাঁগা, তুমি সেই পাগ'লার কি কাজ করো?

হর। নবদ্বীপে কীর্তন হয়। আমি শুনে শুনে কীর্তন গাইতে শিখেছিলুম। সন্ধ্যার পর বাবা-মা ব'সে মালা ফেরাতেন আর আমার কীর্তন শুনতেন। এখন আমার কীর্তন গাইতে অনেকে নিয়ে যায়। কীর্তন গেয়ে যা রোজগার করি, তাইতে অনাথা কুড়ির এনে প্রাতিপালন করি—এই পাগ'লার কাজ। আর ভিক্ষা ক'রে যা পাই, পেটের মত রেখে পাগ'লার কাজেই দিই।

নির্মলা। সেই অনাথাগুলি কোথায়? আমার একদিন দেখাবো?

হর। তোমার শওর-খাত্তীকে বলো, যদি ও'রা আনতে বলেন, একদিন সঙ্গে ক'রে এনে দেখাব। আত চ'লুম না, আমি ভিখারী, আমার চেনো না,—আহা তোমার বে দশা—আমি মাহুষের সঙ্গে কথা ক'রো না, ও পুরুষ মাহুষ হোক, মেয়েমাহুষ হোক। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বলে মা—

‘পুরানো বসন, ভাতি, অবলা জনের জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে’

ভিখারিণীর এই কথাটি মনে রেখো—

‘অবলা জনের জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে।’ আমি এখন আসি, তোমাদের ঝিকে বলো, আমার বার ক'রে দেয়।

নির্মলা। চল, ব'ল্চি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তীক।

—:~:—

বটকুক্ষেত্র বহির্কীর্তি।

চতুর্পানরত বটকুক্ষ ও শুভশঙ্কর।

(সর্কেশ্বরের প্রবেশ)

সর্কেশ। জলেই জল বাধে,—ওঃ প্রসন্নবাড়ী-জোয় কি জোড় বরাত এক দফা ছেলের বে দিয়ে মাহুলে, তারপর বিধবা হয়ে বউটো বাড়ী রইলো, সে সব গরনা খুলে দিয়েছে, কম নয়, যেমন ক'রে হোক দশ বার হাজার টাকার। আর আজ শুনছি—ওর জামাইটে টম্‌টম্‌ হাঁকিয়ে যাচ্ছিল, ট্রামে টক্কর লেগে প'ড়ে গিয়ে উরুতের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে। বাচে কি না, বড়মাহুষ জামাই—বাস—জামাই চক্ষু বজলে সমস্ত বিষয় ঘরে চ'লে এলো!

বট। ভূমি কোথায় শুন্লে—ভূমি কোথায় শুন্লে ?

সর্কে। আমি প্রকাশবাবুর কাছে কাজ করি কি না, ওর জামাইয়ের বড় বন্ধু, ব'ল্-ছিলো ঝাচে কি না !

বট। না—ঝাচে না ! ঐসময় এখন তেজ বরাত জামাইয়ের বিষয় ঘরে এলো ব'লে !

সর্কে। আর আমার বরাত দেখ না, 'হ'হুটো মেয়ের বে দিলুম, একটা দোজপক্ষে, একটা তেজপক্ষে ; তেজপক্ষেটার কাস রোগ দেখেই দিয়েছিলুম, তা হুটোই যেন তালের খুঁটি, মরবার নাম করে না, যা'হোক ম'লে বাড়ীখানা ঘরখানা বেচে নিতে পারতুম। তেজপক্ষেটার এখনও তিন সের করে খাটি ছধ খায়।

(ঘেঁটীর প্রবেশ)

ঘেঁটী। শীগ'গির এসো—তোমার ছোট জামাই খাবি খাচ্ছে, খাট এয়েছে।

সর্কে। সত্যি নাকি ? ভূই বাড়ী থেকে গোটা ভূই তাল নিয়ে আস, ঐ বুড়ো ব্যাটার আবার দোজপক্ষের মেয়ে আছে, ঘর-দোর সব বন্ধ ক'রতে হবে।

ঘেঁটী। সে তোমায় শেখাতে হবে না—সে তোমায় শেখাতে হবে না,—তবে আর তোমার থান কাপড় প'রে সরকার সেজে-ছিলুম কি করতে ? আমি দাস-কোম্পা-নীর কাছ থেকে কনট্রাক্টারের সরকার ব'লে তিনটে তাল নমুনা এনেছি ?

শুভ। (বিমাইতে বিমাইতে) কেমন শুণে ব'লেছিলুম—জামাইয়ের বিষয় মারবে।

সর্কে। আরে র'সো, খাবি খেয়ে না ঝেড়ে গুঠে !

[ঘেঁটী ও সর্কের ঘরের প্রস্থান ।

বট। হীরের টুকরো ছেলে !

শুভ। দেখ না—শীগ'গির কোথায় কি দাঁও মারে।

ট। কই আমার তো গ্রহ কাটলো না ? একটা মেয়ে নেই, যে বরাত হুঁকে তেজপক্ষে দেবো।

১৩

শুভ। এইবার কাটবে, শনি গিয়াছেন রাহুর ঘরে, রাহু গিয়াছেন শনির ঘরে, কেতুতে মঙ্গলে লেগেছে জাপটা জাপটি, এই বাগ পেয়ে বৃহস্পতি মাথা কাড়া দিচ্ছে। ঐ তোমার হেবো, হেবোতেই তোমাকে নেওয়াল ক'রে দেবে।

বট। আরে কই, হুটো তিনটে সম্বন্ধে তো ছেলে দেখতে এসেই ভেঙ্গে গেল। বে দিতে পারলেও কিছু পেতুম।

শুভ। ও হেবো, হেবো তোমার বড় কণজন্মা ছেলে—

বায়ে শেয়াল ডাইনে ষাঁড়।

খেজুর গাছে ষোলায় ভাঁড়।

তিন প্রহরে জন্মে ছেলে।

একেবারে গুঠে মট্‌কায় ঠেলে ॥

ঐ বুধটে সম্বন্ধ ভাঙছে, বৃহস্পতিতে খাড়া হ'তে দাঁও, হয় তোমার হেবো কোন জমীদারের মেয়ে বিয়ে ক'রবে, নয় কেউ পুঁথিপুঁজ নিলে বলে ! চাই কি ওর আমার বিষয় মারতে পারে।

বট। আরে ষাঁও, চতুর বৌকে কি ব'ক্চ,—ওর মামাদের রাবণের শুষ্টি, একটা ক'রে মরতে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে যাবে।

শুভ। কেউ টে'ক্বে না—কেউ টে'ক্বে না, তোমার কুমড়ো ভাগিয়াতেই সব ঠিক ক'রবে তোমার চালে কেমন কুমড়ো ফলেছে। খনার বচন আছে।—

চালে যদি কুমড়ো ফলে।

মামার বংশ রাহুই গেল।

(হেবোর প্রবেশ)

হেবো। বাবা—বাবা, বেণীবাবু ব'লেছে, এইবারে খুব বড়মামুষ হব।

শুভ। হবেই তো বাবা—হবেই তো—

হেবো। ও তোমার বিজ্ঞান নয়, ভূমি খাটি খেয়ে ছাই গুণেছ। বাবা, বেণীবাবু ব'লেছে, আমি ইংরিজি শিখলেই সাহেব করে দেবে। চাঁদনি থেকে পোষাক কিনে দিচ্ছে।

(চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ ।

চিত্তে । (শুভকরের প্রতি) ওরে শীগ্গির
আয় !—শীগ্গির আয় ! বড় একটা স্বস্তায়ন
হাতে লেগেছে, এই প্রদন্ন বাঁড়ুজোর জামাই
গাড়ী থেকে প'ড়ে মর মর হয়েছে, চল চল
স্বস্তায়ন করতে হবে ।

শুভ । ওর ছেলের বেলা ওর বেয়াইয়ের
বাড়ীতে স্বস্তায়ন করেছিলুম, দক্ষিণেটিও
হাতে করা আর ওর মোয়ত্বিরও হাতের
খাড়ু খোলা । আমি যার নৈবিত্তি গুচিয়ে
আনতে পারলুম না । প্রদন্ন বাঁড়ুজো
আমার চেনে ।

চিত্তে । ও িশে গেছে জামাই দেখতে,
একবার ছুটি বাড়ীতে খেতে আসে,
জামাইয়ের বাগানেই থাকে । শীগ্গির
আয়—

[চিত্তেশ্বরী ও শুভকরের প্রস্থান ।

বট । হ্যারে হেবো, তুই হরমণির কাছে যাস
শুনতে পাই, তার টাকা কড়ি এদিক ওদিক
প'ড়ে থাকে, কিছু সংগে পারিস নি ?

হেবো । তোমার ও বুদ্ধি আমি ক'রবো না ।
আমি সাহেব হবো, একটা সিগারেট
দিতে পা'রতে তো দেখাতুম কেনন
সাহেবের মত সিগারেট খাই, আমি ঠিক
সাহেবের মত দৌড়তে শিখেছি । হরমণি
ওষুধ আনতে পাঠিয়েছিল, আমি একদোড়ে
এনে দিলুম । হরমণি ব'লে—“তুই সাহেব
হ'তে পা'রবি” । আমি বেগীবাবুকে
দেখতে চলুম, যদি ডাক্তার ডাক্তে বলে
—এক দোড়ে ডেকে আনবো ।

বট । আর তোর বেগী বাবু—সে যেতে
বসেছে ।

হেবো । না—অমন কথা বলো না বলছি !
[প্রস্থান ।

বট । না—বেমন বরাত—তেমনি ছেলে—
মাহুস হ'লো না । অমন বড় মাহুসের
বাড়ী যাভায়াত কছে, একদিন একটা
সোণা রূপের জিনিস লুকিয়ে আনতে
পারলে না । [প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাক ।

—:—

প্রদন্নকুমারের অন্তঃপুরে দরদাশান ।

নির্মলা ও পার্বতী ।

নির্মলা । মা, আমি শুনেছি, আমার বাবাকে
বলেছিল, যে এখন ঠিক লোক পাওয়া যায়,
না, স্বস্তায়ন শান্তি ঠিক হয় না । দুর্গা নাম
ক'রলে আপদ কাটে । মা, আমরা
ঠাকুর ঘরে গিয়ে আপনারা দুর্গা নাম
করি ।

পার্বতী । স্বস্তায়ন শান্তিতে হয় না না, তবে
লোক করে কেন ?

নির্মলা । কই মা—আমার বেলা তো কিছু
হলো না, বাবা তো ঢের খুঁজেছিলেন,
ঠিক লোক তো পাওয়া যায় না ।

পার্বতী । না, এ খুব ভাল লোক পেয়েছি,
এ শুভকর আচার্য্যি, গ্রহ কঁাড়া কাটাতে
অমন আর নাই ।

নির্মলা । শুভকর আচার্য্যি—কোন শুভকর ?
শুভকরই তো আমাদের বাড়ী স্বস্তায়ন
করেছিল ।

পার্বতী । সে না—পরমায়ু কি কেউ দিতে
পারে ।

(শুভকর ও চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ)

চিত্তে । এই নাও, এ কি আসতে চায় ! বলে
আমায় স্থানানে গিয়ে সাধন ক'রতে হবে ।
এখন আর আমি কারো স্বস্তায়ন শান্তি
করতে পা'রবো না । আমি ঢের বুঝে
হুজিয়ে এনেছি ।

শুভ । (তনাত্তিকে কথা কহিবার ভাণ করিয়া)
দিদি, তুই আমার খাবি, এই স্বস্তায়ন
শান্তি ক'রেই আমার শরীর গ'লে যাচ্ছে ।

চিত্তে । না না—এ বাড়ী তোরে স্বস্তায়ন
ক'রেই হবে । নে ফর্দ ধর—আমি
দপ্তরখানা থেকে দোত কলম কাগজ
এনেছি, নে ধর ।

(দোহাত, কাগজ ও কলম প্রদান)

শুভ। ধ'রবো আর কি শনির শান্তি ক'রতে হবে পণ্ডতে অশুভ ক'রেছে,—

যেখানে অশুভ করেছে পশু।

শনির শান্তি ক'রবে আশু ॥

বচন পাড়ে র'য়েছে। তবে রাহু কেতুরও হোম করতে হবে, মঙ্গলেরও দুটা জবা দিতে হবে, আর শুক্রের অর্ঘ্য, আর রবির গোবোচনা। এই—

চিন্তে। আর বুধের যে কি করিসু?

শুভ। বুধের একখানা কাঁচা নৈবেদ্য, আর বৃহস্পতির মুণ্ডি তোলা সন্দেশ।

চিন্তে। আর চন্দ্রের রূপোর থালা, ভুলে যাসু সব। এখন ধর—মূল স্বস্তোনের ফর্দ ধর।

শুভ। শনির দোষ-শাস্তির বচন পড়েই রয়েছে,—

মাষকলাইঞ্চ তৈলঞ্চ মহিষাশ্চ লোহাং

চণকশ্চ বহুং তণ্ডুলস্ত্র গাদা।

বেদাগঞ্চ পান্না স্তব্ধাংস্ত্র থালা

সদক্ষিণা দানে শনিদেব তুষ্টঃ ॥

চিন্তে। নে নে বচন রাখ,—শুনচো গা গিগ্গি, বল'না, ও এখন সমস্ত রাত শ্লোক আওড়াবে। নে ধর—কি কি চাই।

শুভ। এই ধর না কেন—মাষকলাইঞ্চ—

চিন্তে। মাষকলাই—এই এক মন ধর—তার পর কি বল?

শুভ। তৈলঞ্চ—

চিন্তে। নে তিন ঘড়া খাঁটি সর্ষের তেল। জানো গা গিগ্গি, আমার ওর সঙ্গে থেকে থেকে সব মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছে। তার পর বল?—

শুভ। মহিষাশ্চ—

চিন্তে। মোব নিয়ে কি ক'রবি? ওর বদলে একটা বাছুরওয়াল গাই ধর।

শুভ। লোহাং—

চিন্তে। লোহা বলতে হবে না—লোহা বলতে হবে না,—ও খানচারেক বটা আর খান চার পাঁচসেরি কড়া হ'লেই চলবে।

শুভ। চণকশ্চ—

চিন্তে। ছোলা—ছ'মন ধরি—ও শুকনোই

ভাল, ভিজ্জে ছোলা হ'লে বেশী লাগবে, সংক্ষেপে সেরে দে।

শুভ। বহুং—

চিন্তে। কাপড় পঁচিশ জোড়া—এতেই সেরে নিতে হবে।

শুভ। তণ্ডুলস্ত্র গাদা—

চিন্তে। হাঁ মন কতক চাল লাগবে।

শুভ। বেদাগঞ্চ পান্না—

চিন্তে। পান্নাটি একটু বেদাগ চাই, আর সোণার ছ'খানা থালা আর দক্ষিণে বা দিতে পারো—এই তো? আমি তোরা চেয়ে ফর্দ ক'রতে পারি। কলসী দুই বি আর ফুল দুকোঁ তুলসী—এই শুভো তো চাই—কেনন রে?

শুভ। আর বেল কাষ্ঠ।

চিন্তে। নে হবে হবে। গিগ্গি, টাকা ধরে দেবে না কিনে দেবে?

পার্কীতী। ফর্দ খানা রেখে যান, আমি সরকার মশাইকে দিয়ে কিনে আনাবো।

চিন্তে। গিগ্গি, তুমি বুক বেঁধে ঘুমোও, কাল শান্তি হ'য়ে যাক, পরন্তু তোমার জামাই হেঁটে তোমার বাড়ী আসবে, তখন বা বিদেয় ক'রতে হয়, করো। আমি বলে কয়ে অল্পে অল্পে সেরে দিলুম। নে চল—আমি হবিষ্যির টাকা নিয়ে তোরে ডাক্তারে গিয়েছি।

[শুভকর ও চিন্তেখরীর প্রস্থান।]

নির্মলা। মা, এরা জোচ্চর—ও তো হাজার টাকার ফর্দ ক'রলে।

পার্কীতী। না মা না, এই শান্তিতে করণকন্তি করেই লোকে ফল পায় না।

নির্মলা। তুমি এসো মা, আমরা দুর্গা নাম করিগে।

পার্কীতী। ও বাছা, আমার কি মনস্থির আছে যে দুর্গা নাম ক'রবো।

নির্মলা। তুমি যেমন পারো, চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:—

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা বালিসের উপর রাখিয়া
অর্দ্ধশায়িত-অবস্থায় বেণীমাধব
শয্যাপার্শ্বে শুষ্কস্বরত ভুবন-
মোহিনী ও কক্ষদ্বার-সন্নিকটে
পাগল উপবিষ্ট।

বেণী। ভুবন, বাবাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছ ?
ভুবন। বাবা কি যেতে চান ?

বেণী। ওঁদের বড় ক্লেশ হবে। ওঁদের আমি
জামাই নই, ওঁদের আমি ছেলের অধিক।
আমার মুখ চেয়ে ওঁরা ছেলের শোক ভুলে-
ছেন। যাকে তাকে “এই আমার জামাই”
ব’লে দেখিয়েছেন, শতমুখে সুখ্যাতি
করেন। আমার শোক পূত্রশোকের
অধিক লাগবে।

ভুবন। তুমি কেন অমন ক’চ্ছ ? সবাই
ব’লচে—ভাল হবে।

বেণী। ভাল হই ভাল, আমার তো অসাধ
নাই। কিন্তু উরুত কেটে কেউ বাচে
না।

ভুবন। ওই তোমার এক কথা, ডাক্তাররা
ব’লে গেল, আর তুমি এমন ক’চ্ছ !
প্রকাশবাবু বলে, এমন হাজার হাজার
লোক ভাল হয়।

বেণী। সে বেশ তো, আমি বা ব’লচি—শোনো
—আমার বাপ ছিলেন না, আমার মা বে
দিয়েই কানীবাসী হয়েছেন। তিনি স্বপ্নের
ম’শারকে ব’লে গিয়েছেন—“আমার ছেলে
আজ থেকে তোমার।” সেই ইস্তক তিনি
আমার ছেলের অধিক দেখেন। তোমার
মা আমার মায়ের মতন বন্ধ করেন। তুমি
তাদের দেখো, তাদের দে’খবার আর
কেউ নাই। তোমার ছোট বোন বালিকা,
আর তোমার ছোট ভাইটে তো অলবডে,
আর বিধবা জা,—তারা ছেলেমানুষ,

কিছু জানে না। আমার ভাল মন্দ হ’লে
আমার স্বপ্নের-শান্তি অন্নজন পরিত্যাগ
ক’রবেন।

ভুবন। ওগো তুমি একটু যুঁমোবার চেষ্টা
করো, অমন বকবে তো আমি উঠে
যাবো।

বেণী। আমি যুঁমুবো—... যুঁমুবো, তুমি
রেগো না, সে যুঁম আর ভাঙ্কতে পা’রবে
না। যতক্ষণ জেগে থাকি, শোনো—
তোমার নামে আমি উইল ক’রেছি,
বলেছিত পৈতৃক সম্পত্তি ছেড়ে এসে
ব্যবসাবাগিজা ক’রে যৎকিঞ্চৎ হয়েছে,
তাই থেকে আমি অনেক পৈত্রিক সম্পত্তি
কিন্তে পেরেছি, এতে আমার বৈমাত্র
ভাইপো, খুড়তুতো ভাই এদের কোন
অংশ নাই। তোমার নামে আমি সব
উইল ক’রে দিয়েছি, প্রকাশ তার এক
জিকিউটার।

পাগল। বাঃ!—

বেণী। তোমার বাপকে একজিকিউটার
ক’রবো মনে ক’রেছিলুম, কিন্তু দেখলুম,
তিনি শোকাভাপা, হয়তো দেহজীরা
ঝগড়া ক’রবে; তিনি নিরীহ মানুষ। অত
জ্ঞানাল তাঁর বারে দিলুম না।

পাগল। বেশ!—

ভুবন। হ্যাঁগা, কাল সকালে বলো না।

বেণী। কাল সময় পাবো কখন ? সকালে
ডাক্তাররা এসে পা কাটবে; আর সময়
পাই কি না জানি না। প্রকাশ আমার
কে—শোনো,—প্রকাশ আমার বন্ধ নয়,
ভাইয়ের অধিক, তোমাকে সে ভরী়র চেয়ে
স্নেহ করে।

ভুবন। হ্যাঁগা, প্রকাশ বাবুর পরিচয় আমার
কি দিচ্ছ ? আমাদের পাড়ার,—ছেলে-
বেলা থেকে আমাদের বাড়ী আসে, কত
আদর করতো,—কতদিন আমার সঙ্গে
খেলা করেছে,—আমি প্রকাশ বাবুকে
জানি নে।

বেণী। না—জানো না, আমি হু’তিন বার
বিপদে পড়ি, প্রকাশ বাড়ী বাঁধা দিয়ে

আমার সাহায্য করেছে, হ'বার কঠিন ব্যায়-
রাম হয়, প্রাণ উৎসর্গ করে আমার সেবা
ক'রেছে। তুমি জেনো, তোমার মুখপানে
যদি কেউ চায়—আমার রাগ হয়, কিন্তু
প্রকাশকে তোমার কাছে একলা রেখে
কাজে বেরিয়ে যাই। সে তোমার হয়ে
আমার সঙ্গে যগড়া করে। ভাল গয়না
কোথাও দেখলে জোর ক'রে কিনে
আনে। প্রকাশকে তুমি আপনার জেনো,
কারুর কথা শুনে তাকে পর করো না।
প্রকাশের যদি স্ত্রী না থাকতো, আমি
সমাজ মানতুম না, আমি প্রকাশকে অনু-
রোধ ক'রতুম, তোমায় বিবাহ করে।
যাক সে কথা—আমি তোমায় প্রকাশকে
দিয়ে নিশ্চিন্ত।

পাগল। মরি মরি!—

বেণী। কে ও ?

ভূবন। সেই পাগলা, ও যাক না—বসে থেকে
আর কি করবে ?

বেণী। না না, ও থাক, আমি হৃদয়হীন কোল-
কাতার রাস্তায় পড়েছিলাম, ও আমায় না
তুলে আনলে সেইখানেই মরে পড়ে থাক-
তুম। ভাই, এদিকে এসো—তুমি আমার
কে ছিলে জানি না, তোমার রূপার আমি
ভূবনকে দেখতে পেয়েছি !

পাগল। আর বন্ধুর হাতে হাতে সঁপে
দিতেও পারবে।

বেণী। তুমি হৃদয়বান—পাগল নও, তোমার
কথার ভাব আমি বুঝেছি, কিন্তু তুমি জান
না, আমার সে বন্ধু নয়।

ভূবন। ওর সঙ্গে কি বন্ধ ?

বেণী। ওকে তুমি চেনো না; কি যত্নে
আমায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে জান
না; ওর ঋণ আমার জন্মান্তরেও শোধ হবে
না। ও যদি কখনো আসে, পাগল ব'লে
তাকিয়া ক'রো না।

[পাগলের প্রস্থান।

(প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

ম'শায়, আবার কেন এত রাতে এসে-

ছেন ? আমি বেশ আছি, আপনি বাড়ী
যান, নইলে আমার ঘুম হবে না।

প্রসন্ন। কই বাবা, এখন তো ঘুমতে পা'চ্ছ
না ?

বেণী। এই গুধু থেয়ে এইবার ঘুমবো,—
আপনি আনুন।

প্রসন্ন। হ্যাঁ এই যাই বাবা। একবার দেখে
যাচ্ছি।

বেণী। তা বেশ ক'রেছেন, কা'ল আর
আপনি আ'সবেন না, operation হবে,
আপনি দেখতে পা'রবেন না।

প্রসন্ন। না না—তা আসবো না—তা আসবো
না।

বেণী। তা এখন আপনি যান,—আপনি
থাকলে আমি ঘুমতে পা'রবো না।

প্রসন্ন। চলুন—চলুন। তুমি এখন একটু
ভাল আছ তো ?

বেণী। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বেশ আছি।
আপনি আনুন, বাড়ীতে থবর দেন গে—
আমি আছি ভাল, তাঁরা আবার ভাব-
ছেন।

প্রসন্ন। হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি আসি—আমি আসি।

[প্রস্থান।

বেণী। দেখছ—পাগলের মত হ'য়েছেন,
ওদের দেখবার আর কেউ রইলো না !

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। কি, এখনো বক্ বক্ ক'চ্ছ ? না—
আমার আর বাড়ী যেতে দিলে না। আর
ভূবন, তুমিও তো বেশ।

ভূবন। আমি কি ক'বো বলো ? আমি
ব'লছি ওগুদাটা খেয়ে শোও, তা কিছুতেই
শুনবে না।

প্রকাশ। নাও, তুমি উঠে যাও, আমি ব'সছি।

তুমিও শোওগে। কিছু তোমার ভাবনা
নেই। নাও বেণী, গুধু খাও।

বেণী। কেন ঘুমের জন্য ব্যস্ত হ'চ্ছ ? পা
কাটিয়ে ঘোর ঘুমবো, আর ঘুমতে
কাউকে ব'লতে হবে না।

প্রকাশ। তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ, সৃষ্টির
লোককে কাদান কেমন তোমার অভ্যাস !
যা হবার তা হবে, তুমি এখন স্থির হও ।
বেণী। আমার আর একটি কথা,—ভুবনকে
তুমি দেখবে ?

প্রকাশ। গঙ্গাজল ছুঁয়ে দিবি ক'রবো না
কি বল ? ভুবন আমার তোমার দেখ্তা
নয়। যখন তোমার বে হয় নাই, তখন
থেকে আমি ভুবনকে জানি, তা তো
জানো ? আমি তিনটে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়ে দিয়ে
তোমার সঙ্গে জোর ক'রে বে দিয়েছিলুম।
এ তো তোমায় কতবার ব'লেছি।

বেণী। আমার মতন ক'রে দেখো,—ও
কখনো কোন দুঃখ জানে না ; একেবারে
মাথা বজ্রাঘাত হবে—একেবারে অনাথা
হবে। তুমি দেখো, বল—দেখবে ?

প্রকাশ। হাঁ দেখবো। এই ওষুধটা খাও।
বেণী। আমি তোমায় প্রকাশকে সঁপে
দিয়েছি,—প্রকাশকেও তোমায় সঁপে
দিচ্ছি। প্রকাশকে ভারের মতন দেখবে।
ওর সম্পদ তোমায় সম্পদ, ওর বিপদ
তোমায় বিপদ, ওর স্ত্রী তোমার ভগ্নী, ওর
ছেলে তোমার ছেলে। আমি চোখ বুঁজলে
প্রকাশ ছাড়া তোমার কেউ নাই।
তোমায় বাপ-মা তোমায় মেহ করেন,
কিন্তু তোমার অন্তরের ব্যথা বুঝবেন না,
প্রকাশ বুঝবে ; ওর কাছে কোন কথা
গোপন ক'রো না। ও বড় বড় জানে—
তোমায় বড় যত্ন ক'রবে। ভাই প্রকাশ,
তোমায় আমার কিছু ব'লবার নাই, তুমি
আমার মন বোঝো ; তুমি যদি না থাকতে,
আমার মৃত্যু আরো ক্রেশকর হ'তো !
তোমার মুখ দেখে, আমার মনে শান্তি
হ'জে,—আমার ভুবনকে দেখবার লোক
রইল'।

প্রকাশ। ভাই, তুমি বড় বিপদ ক'রলে,
ওষুধটা খাও।

বেণী। দাও। (ওষুধ সেবন করিয়া) ভুবন,
তুমি আমার এক পাশে ব'সো,—প্রকাশ
এক পাশে ব'সো। জেঁদেরা কথা কও,

ভুবনকে ভরসা দাও, আমি গুণ্ডতে গুণ্ড
যুই।

ভুবন। এই যে আমরা ব'সে আছি। আমার
চাইচো কেন ? চোখ খোঁজো। এই যে
আমি তোমার গায়ে দিয়ে র'য়েছি।

(পাগলের পুনঃ প্রবেশ)

পাগল। অহো—আমার অমন বন্ধু নাই।

ভুবন। তুমি আমার কেন এয়েছ ?

প্রকাশ। না না, আশুক, ও বড় সেবা করে।

(পাগলের প্রতি) কেন ভাই, আমি
তোমার বন্ধু। তুমি বেণীকে রাস্তা থেকে
এনেছ, আমাকে কিনে রেখেছ।

পাগল। আমার বন্ধু হ'য়ে কি ক'রবে ;
আমার সুবতী মাগও নাই, টাকাও নাই।
এইবার পাগলকে ভাল লাগবে না। আমি
চ'লুম, কিন্তু পাগলার কথাটা একটু
ঠাউরে দেখো।

[পাগলের প্রস্থান।

ভুবন। ও পাগল—ওর কথায় কি ভাবছ ?

প্রকাশ। ভাবি নি, বাঁচাতে পারি তবেই,—
বড় বেশী দায়িত্ব বটে।

ভুবন। (ইঙ্গিত করিয়া) চুপ !

পঞ্চম গর্তীক।

—:—

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ দরদালান।

পার্কীতী।

(চিন্তেখরীর প্রবেশ)

চিন্তেখরী। ওগো গিন্নি, দক্ষিণে নিয়ে এসে
ব'সো, শান্তিজন নেবে। তোমার ছোট
মেয়েকে, ছেলেকে আর বউকে ডাকো,
ক'জনে বসে শান্তিজন নাও।

পার্কীতী। বউমাকে ডাকছি—ঠাকুরঘরে
আছে ; ছোট মেয়ে তো বাড়ীতে নেই ;
এই শোকভাপের সংসার দেখে, সেটা
ভারের শোকে কেঁদে কেঁদে সারা হ'ছিল,

—ওই তার মামারা নিয়ে গিয়েছে। ছেলে কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে।

চিন্তে। তবে তোমরা এসো, তোমার ছেলে-মেয়ের হ'য়ে তুমিই শান্তিজন নেবে এখন। তোমার কাজ চোঁচাপটে হ'য়ে গিয়েছে। তোমার আশ্বনের শেখ সোণার বর্ণ হ'য়ে একতালা অবধি উঠেছিল; আমি ভাবলুম—কড়ি ধর। শুভো ব'সে নাগাল পায় নাই,—দাঁড়িয়ে উঠে আহুতি দিয়েছি। এমন শান্তি আর কারো বাড়ীতে হয় নাই।

পার্কী। হাঁ মা, কাল রাত থেকে যে সবাই বড় ভয় পেয়েছে শুনচি। কর্তা আজ ভোর না হ'তে চ'লে গিয়েছে,—তিনটে বাজতে চ'লো, এখনো ফিরলো না,—আমার বুক কাঁপছে মা!

চিন্তে। কিছু ভয় নাই—কিছু ভয় নাই, খবর আনতে পাঠাও, এতক্ষণ তোমার জামাই উঠে বসেছে। ওই শান্তিজন দিতে ডেকেছি, সে আসছে। কাল আবার এসে পূর্ণ বড়ার শান্তি ক'রবে। যাও গিন্নি, দক্ষিণে নিয়ে এসো।

পার্কী। মা, আমার প্রাণের ভেতর কেমন হু হু ক'রে উঠছে, মনে হ'চ্ছে যেন আমার মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়বে। শুভ হ'লে এমন হ'তে কেন মা!

চিন্তে। ও ভয়েই জয়—ভয়েই জয়! তুমি দক্ষিণে আনো। বামুন উপোসী আছে, গিয়ে হবিষ্য ক'রবে, সন্ধ্যা হ'লে আর হবে না।

পার্কী। হাঁ মা, শুভ হবে তো?

চিন্তে। শুভ হবে না? ওর এমন শান্তি নয়! ওর নাম শুভকর, যেখানে শান্তি ক'রবে, সেইখানে শুভ হবে।

(শুভকরের প্রবেশ)

শুভ। আমি কাল এসে দক্ষিণে নেবো আর শান্তিজন দিয়ে যাবো। আজ এখন চলুম—তোমার জামাই-বাড়ী শান্তিজন দিতে।

পার্কী। দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও, আমি দক্ষিণে এনে প্রণাম করি।

[পার্কীর প্রস্থান।]

শুভ। আরে নে স'বে আর, গতিক বড় খরাপ! চাকর-বাকরেরা কি কাণাকানি ক'চ্ছে।

চিন্তে। দাঁড়ানা—এই আনলে।

শুভ। না—না, ঐ শোন,—বাটরে কি গোল হ'চ্ছে শোন—পানিয়ে আর—পানিয়ে আর! যা পেয়েছি সেই ভাল, আমি হরে ভারীকে আট আনা পরদা ক'লে এনে-ছিলুম সব সরিয়েছি।

চিন্তে! আর ঘিয়ের কলসী ছটো?

শুভ। আর রাখ্ তোর ঘিয়ের কলসী।

নেপথ্যে প্রসন্ন। গিন্নি—গিন্নি—

শুভ। ঐ জাখ্ মজালে! আজ বুঝি মার খেয়ে বিদেয় হ'তে হয়।

(পার্কীর পুনঃ প্রবেশ)

পার্কী। এই বাবা দক্ষিণে নাও। (দক্ষিণে দিয়া প্রণাম করণ)।

(প্রসন্নকুমার ও ভুবনমোহিনীর প্রবেশ)

প্রসন্ন। গিন্নি, শান্তি ক'চ্চ? এই নাও—সব শান্তি ক'রে তোমার ভুবনকে এনেছি।

পার্কী। ওমা আমার কি হ'লো গো!

(মুচ্ছা)

(নির্মলার বেগে প্রবেশ)

ভুবনমোহিনী ও নির্মালা। মা—মা—নির্মালা। ঠাকুরবি, মাথাটা কোলে তুলে নাও, আমি জল আনি।

[নির্মলার প্রস্থান।]

ভুবন। (পার্কীকে কোলে টানিয়া) মা—মা—

প্রসন্ন। ডেকো না ভুবন—ডেকো না—মরে যদি—ম'রে বাচুক!

(জল লইয়া নির্মলার পুনঃ প্রবেশ)

বউ মা, কেন মুখে জল দিচ্ছ? ম'রে
জুড়ুক! এ বড় জ্বালা মা—বড় জ্বালা!
আধ পোড়া হ'য়ে আছে, মরে শীতল
হোক! (শুভঙ্করের প্রতি) কে তোমরা
—শাস্তি ক'রতে এসেছ না কি? শাস্তি
হয়েছে তো! আর কেন বাবা—আর
হেতায় কেন?

শুভ। অ'্যা—অ'্যা—

প্রসন্ন। ভয় নাই—ভয় নাই—তোমাদের
অপরাধ নাই।

[শুভঙ্কর ও চিত্তেশ্বরীর প্রস্থান।]

পার্কীতী। (মুচ্ছাঁড়ে) মা—মা—ওমা—কি
হ'লো গো!—ভুবন—ভুবন মা আমার—
কি হ'লো! আমার সোণার ভুবনের কি
হ'লো গো! ও মা, আমার বাবাকে
কোথায় রেখে এলি! ওগো কি রাফসী
জন্মেছি গো! সৃষ্টি খাবো না কি গো?
কি হ'লো গো—কি হ'লো!

প্রসন্ন। খুব কঁাদো—বত পারো, কঁাদো!
চেপ্টা করো—কঁাদতে পারো দেখ! দেখ
দেখ কৈদে যদি একটু শীতল হও! আমার
চোখে কান্না নাই—শরীরে জল নাই—
আগুনে শুকিয়ে গেছে! কেবল আগুন
—কেবল আগুন ধু ধু জ্বলছে—কিন্তু
পুড়িয়ে ছাই করে না!

পার্কীতী। ওগো আমার বেণীকে কোথায়
ভাসিয়ে দিলে গো! আমার বড় সাধের
জামাই যে গো! আমি স্থলীর শোকে
পড়েছিলুম, বেণী আমার মুখে জল দিয়েছে
গো! ওগো কি হ'লো গো—কি
হ'লো!

ভুবন। মা মা—আমাকে দেখ! (ক্রন্দন)

প্রসন্ন। না না চক্ষু বুঁজে থাকো! তুমি
আমার মতন কঠিন নও, চোখ ঠিকরে
প'ড়বে! আর চেয়ো না, পৃথিবী দেখো
না। যা হবার হোক, কাণে কিছু শুনো
না—কিছু দেখো না—কিছু শুনো না,—
বড় জ্বালা বড় জ্বালা!

পার্কীতী। ওগো তুমি যে ব'ল্লে—বেণীর
চিকিৎসা করাচ্ছ! কি চিকিৎসা করালে
—আমার বেণীকে এনে দাও! কি
চিকিৎসা করালে—কি চিকিৎসা
করালে!

প্রসন্ন। সে কথা শুনবে? শুনবে?—শুনবে?
শোনো তবে,—ডাক্তার ডাকিয়ে বাছার
পা কাটালুম, রক্ত ছুটে বৃষি গঙ্গার তীরে
গেল!—সেই রক্তে বেণীকে ভাসিয়ে
দিলুম! চক্ষে দাঁড়িয়ে দেখেছি,—মুচ্ছাঁ
বাই নাই,—মৃত্যু হয় নাই! মরণ নাই,
পাষণ—পাষণ—বুক আমার পাষণ।
এই দেখ—এই দেখ—

[বক্ষে করাঘাত করণ।]

নির্মলা। বাবা, বাবা—কি করো—কি
করো?

প্রসন্ন। কেন মা, ভয় পাচ্ছে? এই দেখ না
পাষণ—পাষণ! নইলে তোমার এই
দশা, ভুবনের এই দশা,—আমি তো
রয়েছি! (পার্কীতীর প্রতি) কি দেখছ
—কি দেখছ? আমার কি ইচ্ছে হ'চ্ছে
জানো?—তোমার গলায় পা দিয়ে মেরে
ফেলি! এ যন্ত্রণা তোমায় না সহিতে
হয়!

নির্মলা। মা মা, তুমি উঠ—বাবাকে ঠাণ্ডা
করো,—তোমায় শোক কেলে দাও মা!
সর্বনাশ হ'চ্ছে দেখছ না মা! বাবা,
তোমায় কিন্তু ব'কুবো, তুমি অমন ক'রো
না।

প্রসন্ন। মা আমার—মা আমার—বড় যন্ত্রণা!
ওহো হো! বাপ আমার, তোমায় কেটে
মেরে ফেললুম! আহা হা!—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:—

প্রথম গর্তাঙ্ক।

—:—

বেণীমাধবের উত্থানবাটিস্থ কক্ষ।

প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী।

প্রকাশ। গরীব গুরুদেবের যেমন দিতেন খুতেন, সমিতি-আশ্রমের যা চাঁদা দিতেন, তা ঠিক আছে। তোমার শাণ্ডী কাশীতে আছেন, তিনি ধর্মকর্ম করেন, অতিথি সেবা করেন, তার বন্দোবস্ত উইলে আছে। তবে এইটুকু কাঁচা ক'রে গেছে, আমার বারণ শুনলে না, বেণীর বৈমাত্র ভাইপো আর দেইজীরা বেণী যেমন মাসোহারা দিচ্ছিলেন, সেই রকম পাবে—একথা মুখে রেখে গেলেই হ'তো; উইলের ভেতর রেখেই ওদের বিষয়ের উপর একটা দাবী রেখে গেল। শুনতে পাই, এই স্বজ ধ'রে তারা একান্তভক্ত ব'লে নালিস ক'রবার উত্তোগ ক'চে; তা করগু—আমি ভাবি নে। কিন্তু ভাবচি—

ভুবন। আর কি ভাবছ ?

প্রকাশ। কি ভাবছি ? বেণী তো তোমার ভার আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছে।

ভুবন। আর কে আমার দে'খবে ? বাবা তো পুত্রশোকে, জামাইয়ের শোকে একে-বারে পাগলের মতন হ'য়েছেন।

প্রকাশ। কি ভাবছি—বুঝতে পা'চ্ছ না। মকদ্দমা-মামলা নিয়ে, বিষয়-বন্দোবস্ত নিয়ে, তোমার সঙ্গে হামেলা দেখা ক'রতে হবে। তুমি যুবতী, আমারও বয়স ঢলে নি। আমি নিম্নুক লোককে বড় ভয় করি।

ভুবন। তুমি সে ভয় ক'রো না, যে যা বলে বলুক।

প্রকাশ। আমি আমার জন্তে ভাবি নে। তোমার নামে যদি কলঙ্ক রটে, আমার বজ্রের মত বা'জবে।

ভুবন। প্রকাশ বাবু ঠিক ব'লে। আমার ভার কি তোমার বেশী বোধ হ'চ্ছে ? তোমার আসা-যাওয়া তো নতন নয় ? তোমার জীব সঙ্গ—তোমার সঙ্গে এক গাড়ীতে গিয়ে থিয়েটার দেখে এসেছি। সে কাজে যেতো, তোমাকে আমাতে সমস্ত দিন ছ'জনে ব'সে কথাবা'দ্য ক'য়েছি।—তুমি হারমোনিয়াম বাজিয়েছ, আমি গান ক'রেছি; আজ কেন তুমি আমার কলঙ্কের ভয় দেখাচ্ছ ?

প্রকাশ। তোমার ভার নেওয়া আমার অমত, কি বলে ভুবন ? আমার অন্তরে তোমার কোথায় স্থান, তা তুমি জানো না ! তবে পাছে তোমার মিন্দা হয়—এই ভয় করি।

ভুবন। তুমি সে ভয় করো না।

প্রকাশ। তুমি অভয় দিলে আর আমার ভয় কি।

ভুবন। তুমি অমন গম্ভীর হয়ে কথাবার্তা কইচ কেন ?

প্রকাশ। যাক, সে কথা তো চুকে গেল,—আজ আর তো মাথা ধরে নি ?

ভুবন। একটু টিপ-টিপিনী শুরু হ'য়েছে।

প্রকাশ। এই বেলা অডিকলন দাও না ?

কই শিশিটে কোথায় ? (তাক হইতে শিশি লইয়া) নাও, ভাল করে মাথায় দাও। আজ মালীয়ে ফুল দিয়ে যায় নাই ?

ভুবন। না,—আমি বারণ ক'রে দিয়েছি।

প্রকাশ। কেন ফুলের তোড়ায় দোষ কি ?

ফুল প্রকৃতির নির্মল আদর্শ।

ভুবন। ফুলটুল ঘরে রাখলে লোকে নিন্দে ক'রবে।

প্রকাশ। কেন—কি নিন্দে ? তুমি কি মনে করছ—তুমি এক বস্ত্রে হবিষ্য ক'রে ভূমিশযায় দিন কাটাবে—সেই আমি দে'খবো ? না, তা আমি দে'খতে পা'রবো না। যতক্ষণ তুমি আছ, আমি জানুবো—সেই বেণী আছে। আমি সেই বেণীর

যর যেমন ছিলো, তেমনি দেখতে চাই।
নইলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে
পারবো না। তোমার কুংসিতা কুরূপা
দেখলে আমি বেগীর শোক ভুলতে
পারবো না।

ভুবন। না না—ছিঃ—ছিঃ আমার কি
এখন ও সব সাজে।

প্রকাশ। সাজে না?—আমি বন্ধু ব'লে এ কথা
বলছ; তোমার মার কাছে এ কথা বলতে
পারবে? পবিত্রতা—মনে। অনেক
কুটরিয়ার বাহ্যিক বিধবার আচার থাকে,
সে তাদের কলুষিত মনের আবরণ মাত্র।
তুমি ফুলের স্তায় নিরুৎসাহ, তোমার সে আব-
রণের আবশ্যক নাই। তোমার ফুলের
মতন চিরদিন দেখবো, এই আমার সাধ;
এ সাধে আমার বঞ্চিত ক'রো না। মনে
ক'রে দেখ,—তুমি যখন বালিকা, তখন
আমি তোমায় কুংসিত সাঙ্গে দেখতে পার-
তুম না,—আমি নিজে তোমায় সাজিয়ে
দিয়েছি। তোমার একদিন বেশভূষার ক্রটি
দেখলে বেগীকে ধমকেছি—তোমাকে
ধমকেছি। তোমায় কুরূপা দেখলে আমার
মনের প্রতিমা কুরূপা হবে।

ভুবন। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমার
ছোট ভগ্নীর কাল বে—ওনেছ কি?

প্রকাশ। হ্যাঁ, নিমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছে।
তোমার বাপ ভালই ক'রেছেন। তবু
নূতন জামাই নিয়ে কতকটা ভুলে থাকবেন।
বড়ই শোক পেয়েছেন। আমার সেথায়
থাকতে হবে, দেখতে গুন্তে হবে।

ভুবন। আমি সেখানে গিয়ে কেমন ক'রে
কালানুগ দেখাবো তাই ভাবছি।

প্রকাশ। একবার যেতে তো হবে। তুমি
দিবারাত্র ভেবো না, নিশ্বাস ফেলো না।
ঐ সব ক'রেই তোমার মাথা ধরে, আমি
চলুম। কাল তোমার বাপের বাড়ীতেই
হয় তো দেখা হবে। তুমি এখন কি
ক'রবে?

ভুবন। আমি একজনকে ব'লেছি, তার গান
শুনবো।

প্রকাশ। কার—হরমণির? তা শুনো,—সে
সব দেখলে গান। আমি মনে কচ্ছি—
তোমার একটা গ্রামোফোন এনে দেবো।
অতি চমৎকার গ্রামোফোনের উন্নতি
হ'য়েছে। নূতন যে সব গানের রেকর্ড
আমদানি হ'য়েছে, সে সব স্পষ্ট স্পষ্ট
বোঝা যায়।

ভুবন। আর গ্রামোফোন কি হবে?

প্রকাশ। কি হবে—একলা ব'সে ব'সে
ভাববে? তা হবে না। আমার পরিবার
ব'লেছে, সে এর ভেতর একদিন এসে
তোমার থিয়েটারে টেনে নিয়ে যাবে।
আসি।

[প্রস্থান।

ভুবন। ঘরটি মনের মতন ক'রে সাজিয়ে-
ছিলুম। আর কার জন্ত! না, যেমন
সাজানো ছিলো—তেমনি রেখে দেবো।
আমি ফুলের তোড়া আনতে ব'লে দেবো।

(হরমণির প্রবেশ)

হর। মা, এই ঘরটি বুঝি সাজিয়ে-গুজিয়ে
বন্ধ ক'রে রেখে দেবে? এক একবার
মান ক'রে এসে স্বামীর ছবি প্রণাম ক'রে
যাবে? তা বেশ বেশ! স্বামীপূজার জন্তে
বুঝি অগচ্ছ এনেছিলে? কিন্তু বড় ঝাঁজ।

ভুবন। হ্যাঁ হ্যাঁ—

হর। এ ঘরটি যেন তোমার ঠাকুর ধর
হ'লো, এখানে তো কারকে আসতে
দেবে না। তুমি তো তোমার আলাদা
ঘর ক'রেছ—যখন এখানে আসবে—
তখন তুমি সধবা, নইলে তুমি অদৃষ্ট দোষে
বিধবা হ'য়েছ—বিধবার মতই তো
থাকবে, সেই ভাল—সেই ভাল।

ভুবন। কই—তোমার মেয়েগুলি আসে নি?

হর। তারা গাড়ীতে আসছে, অনেকগুলি
সোমন্ত হয়েছে, তাদের তো আর হাঁটিয়ে
আনতে পারি নি। তাদের বে দিতে পারি
নাই। বিধবাকে যেমন সাবধানে রাখতে
হয়, যুব কুমারীকেও তেমনি সাবধানে
রাখতে হয়। তুমি তো সব জান মা,

বিলাস তো বিধবার নয়, অবিবাহিতা
বৃত্তীরও নয়। তবে যেখানে গৃহিণী নিয়ে
যাই, সাজিরে গৃহিণী নিয়ে যাই,—যেমন
তুমি না পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে তোমার
স্বামীর ঘরে এসেছ। বড় সাবধানে রাখি,
যার পুরুষের আশ্রয় নেই, তারে সদাই
সতর্ক থাকতে হয়,—সদাই কাজকর্ম
নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, শত্রুর মত বিলাস
ভ্যাগ ক'রতে হয়। পোড়া বিলাসই ছবমন
ডেকে আনে মা; তাই না সদাই সতর্ক
থাকি—মেয়েগুলিকে কাজকর্মে জোড়া
রাখি। রোগীর শুশ্রূষা, অতিথি সেবা—
এই সব শেখাই। আহা যার স্বামীর
আশ্রয় নাই, বিলাস-বর্জিত হ'য়ে অনাথ
সেবাই তার আশ্রয়।

ভুবন। কই গো—এখনো যে তোমার মেয়ে-
গুলি আসছে না ?
হর। এই যে আসছে।

(হরমণির পালিতা কত্যাগণের প্রবেশ ও
ভুবনকে নমস্কার করণ)

ভুবন। ব'সো—ব'সো, একটু জিরোও।
এম কত্যা। জিরোবো কেন মা ? আমরা তো
গাড়ীতে এসেছি। আজ্ঞা করুন—গাই।
(হরমণির প্রীতি) কি গান গাব মা ?
হর। কাল যেটি শিখেছ—গাও !

(কত্যাগণের গীত)

কুহুমে আমার নাহি অধিকার,
কেন বা কুহুম তুলিব আর,
বতনে কুহুম করিয়ে চরন—
সোহাগে সাজিব—সোহাগে কার।
তাড়ুল-রাগ অধরে, রঞ্জিব কার আদরে,
কি কাজ মুকুড়ে—মিলিবে না তার
নয়নে নয়ন লালসার।
কি কাজ মোহন বেশে,
উরু-চূষিত চারুকণ্ঠে,
নাহি তো কান্ত, কেন সীমন্ত,
যতনে সরল করি মিহার।

কেন সৌমন্ত মাখি অঙ্গে,
গেছে গৌরব তার সঙ্গে,
হৃৎকেন শয্যা—কজ্জা—
সে বিনা সকলি হেরি অসার।

ভুবন। আজ তোমরা এস মা, আমার
বাপের বাড়ী যেতে হবে। আমার ছোট
বোনটির বিয়ে।

হর। শুন্ছি না কি না, তোমাদের বউয়ের
ভায়ের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন ?

ভুবন। হাঁ,—তারা মানুষ ভাল। বাবা
মনে করেছেন, যে ঘিয়ে বউকে আর
মেয়েকে সেখানে রেখে দিনকতক মাকে
নিয়ে বেড়িয়ে শোকটা একটু নিরুত্তি
ক'রবেন। আর ভাইট আমার কাছেই
থাকুক আর নামার বাড়ীতেই থাকুক,
যেখানে হয় থাকবে।

হর। মা, তোমার কাছে কি ! তোমার তো
স্বপ্তর-শাশুড়ী দেখি নাই, তোমায় তো
একজনের কাছে থাকতে হবে। তোমার
এই সৌমন্ত বয়েস,—এই রূপ,—তোমার
তো একা থাকা ভাল দেখায় না। একলা
থেকো না মা, কান্দালের এই কথাটি
নিয়ো। জেনো মা, পোড়া কলির দৃষ্টি
বিধবার উপরেই বেশী। দেবতার মতন
সেজে কলির চেলারা বিধবার সর্বনাশ
ক'রতে চারুদিকে ফেরে। এই মানুষই
দেবতা- আর এই মানুষই মা কলির
চেলা ! কান্দালের কথা মনে রেখো মা।
তবে মা, আজ আমরা আসি।

ভুবন। এসো বাছা এসো—এই টাকা নাও।
হর। একদিন ভাল ক'রে গেয়ে নিয়ে যাবো।
ভুবন। না না, তোমার অতিথি সেবার জন্ত
নাও।

হর। দাও মা, মাথায় ক'রে নিয়ে যাই।
[নমস্কার করিয়া হরমণি ও কত্যাগণের প্রস্থান।

ভুবন। বিধবার কি লাজনা ! ভিখারী মাগীও
হ'কথা বলে যায়, কাণ পেতে শুনে
হয়। বিধবা যেন চোর, সদাই ভয়ে ভয়ে
থাকতে হবে। এ শাস্ত্র তা কই ম'লে

নাই ? প্রকাশ বাবু ঠিক বলে,—যাদের
বিধবাকে চিত্তের আগুনে পুড়িয়ে মারবার
নিয়ম, তাদের শাস্ত্রে আর কি হবে ।

[প্রস্থান । প্রসন্ন ও শ্রামাদাস । অ'্যা অ'্যা—কি সর্বনাশ !

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

—:~:—

প্রসন্নকুমারের বহির্কীটস্থ পূজার দালান ।

প্রসন্নকুমার, শ্রামাদাস, বটকৃষ্ণ, ঘটক,
বরযাত্রী ও কল্যাণীগ্রীগণ ।

১ম বরযাত্রী । বড় চমৎকার সেজেছে—যেমন
বর ভোমনি ক'নে !

প্রসন্ন । ভাই আশীর্বাদ করো, বেঁচে থাক ।
যে বরযাত্রী !

শ্রামাদাস । সত্য ভাই, কি অদৃষ্টই আমরা
ক'রেছিলাম, গিন্নী এক হাতে চোখ মুছেছে,
এক হাতে বর সাজিয়েছে ! আজ বড়ই
আনন্দ হ'তো, কিন্তু আমন কি নিরানন্দ,
আমি বুঝতে পারছি নে !

প্রসন্ন । ভাই, তোমার উপর সব ভার,
আমি ফুলশয্যার পরদিনই গিন্নীকে নিয়ে
বেরিয়ে যাব । আমি বাড়ীতে আর টুকতে
পারছি নে । তোমার উপর সকল ভার ।
এখন তোমার মেয়ে, তোমার বউ—তুমি
দেখো ।

শ্রামাদাস । বেয়াই, দেখতে শুন্তে কি আর
ইচ্ছা করে ! এমন জানলে কি আর
সংসার-ধর্ম ক'রতুম !

প্রসন্ন । যা ব'লে বেয়াই, বড় ঝক্কারি হয়েছে
—বড় ঝক্কারি হয়েছে ! যমের যন্ত্রণার
চেয়ে আর যন্ত্রণা নাই ।

ঘটক । আজকের দিনে ও সব কথা রাখুন ।
পাত হ'চ্ছে, ছ' বেইয়ে দাঁড়িয়ে থাওয়ান ।
কই নাপিত কোথা গেল ? বরকে আহুক,
পঙ্কজিতে ব'সে থাকবে ।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য । বাবু ! গিন্নীমা শীগগির ডাকছেন ।
জামাইবাবু হাত-পা ধুতে গিয়ে আর উঠতে

পাচ্ছেন না । হাতে মাটী ক'রতে পারেন
নাই,—সেখানেই শুয়ে প'ড়েছেন—হাতে
পায়ে খাল ধ'রেছে ।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান ।

১ম বরযাত্রী । তাই তো হে—কি বিলাট !
ওহে স'রে পড়ি এসো ।

২য় বরযাত্রী । একখান গাড়ী যোগাড় হবে তো ?

[বরযাত্রীগণের প্রস্থান ।

ঘটক । দেখ,—ওলাউঠে হবার আর সময়
পেলে না ! আমার বিদেয়ের দফা গয়া !
বট । আঃ—থাওয়া দাওয়াটা দেখছি ভেঙে
গেল !

(প্রকাশ ও ডাক্তারের প্রবেশ)

প্রকাশ । ডাক্তার, তোমায় আজ আর আমি
বাড়ী যেতে দেবো না ।

ডাক্তার । আমি কি ক'রবো বল ? True
Asiatic Cholera. এক ভেদে যখন
নাড়ী ছেড়ে গেছে, তখন চিকিৎসায় কি
ক'রবে ! আমি তো এ রকম Case
একটাও ভাল হ'তে দেখি নাই ।

(প্রবোধের প্রবেশ)

প্রবোধ । প্রকাশবাবু—প্রকাশবাবু, ডাক্তার-
বাবুকে শীগগির নিয়ে আহুন, জামাই
বাবু কি রকম ক'চ্ছেন ।

ডাক্তার । তবেই হ'য়েছে ।

প্রকাশ । চল, চল ।

ডাক্তার । আর চল কি ক'রবো !

[ডাক্তারের অন্তঃপুরের দিকে প্রস্থান ।

প্রকাশ । (জনান্তিকে প্রবোধের প্রতি)
প্রবোধ, তোমার বড়দিককে ওখান থেকে
সরিয়ে দিয়ো ; ব'লো—প্রকাশ বাবু
রোগীর কাছে থাকতে ব্যয়ণ ক'রেছে ।
তার বড় অসুখ যাচ্ছে জানো । আমি ব্যয়ণ
করেছি বলো—সেখানে থাকতে দিয়ো না ।

[প্রকাশ ও প্রবোধের প্রস্থান ।

বট। আর খাওন দাওন ক'রবে না। পাতা
হ'ছিল।

ঘটক। আরে নাও নাও, আমার বিদেয়টা
মাটা হ'লো।

বট। আঃ—মন্সবার আর সময় পেলে না!
আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! নেসা হয়েছে, ভেবে-
ছিলুম—খানিকটা ক্ষীর খাবো।

নেপথ্যে ডাক্তার। আর কি ওষুধ লিখবো,
gasp ক'চে, হ'মিনিটের ভেতর মারা
যাবে।

ঘটক। ক্ষীর থেরো এখন—ঐ শোনো,—
লক্ষীছাড়া বাড়ী!

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় পর্ভাক্ষ।

—:~:—

সর্কেস্বরের বহির্কীটস্থ বেঁচীর কক্ষ।

সর্কেস্বর ও বেঁচী।

বেঁচী। বাবা, তুমি খুব কুলীন বামন আছ।
যদি চার ফেল্ডে পারো দেখো।

সর্কে। আর চার ফেল্ডে কোথা? জামাইয়ের
খাট এলো, তবু ম'রেও ম'লো না।

বেঁচী। ওদিকে কিছু হবে না, ওদিকে কিছু
হবে না। ও, কেশে কেশে এখনও বিশ
বছর বাঁচবে। তুমি দেখ,—প্রসন্ন
বাঁড়ুজ্যের ছোট মেয়েটা বের রাজ্জাই
রাঁড় হ'য়েছে, তুমি তদ্বির করো, যদি
ওর মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বে দেয়।

সর্কে। হাঁ হাঁ শুনুচি শুনুচি, প্রকাশ বাবুকেও
নাকি ব'লেছে।

বেঁচী। তুমি শুনবে আর কি, আমি তোমার
ঠিক খবর দিচ্ছি। মনের খেদে ব'লেছে,
যদি সাত বার বিধবা হয়, সাত বার বে
দেবো।

সর্কে। বটে—বটে—ঘটক পাঠাব না কি?

বেঁচী। না—না, যা ফলী ব'লুছি শোনো;
—প্রকাশ বাবুর কাজ ক'রো, তোমার

প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে তো আলাপ আছে,
গিয়ে খুব চুঃখ ক'রো। ব'লবে—“আহা
এমন মেয়েটিও বিধবা হ'লো। আমার
যদি মেয়ে হ'তো, আমি কিছু মান্তুম না,
ফের বিয়ে দিতুম। যদি ভাল বর পাও,
কাকুর কথা শুনো না, ফের মেয়ের বে
দাও।” আরও ব'লবে—“আমার ছেলোটা
যে ভাল লেখাপড়া জানে না, তা হ'লে
জোর ক'রে তোমার মেয়ের সঙ্গে বে
দিতুম। দেখ'তুম কে কি বলে।” বুঝেছ?
এই কথাগুলি পাখীপড়ার মতন শিখে
যাও।

সর্কে। কেন—তুই তো খুব ইংরিজি
শিখেছিস?

বেঁচী। ঐ এদিক ওদিক লিগারেট মুখে দিয়ে
ছোটো বোল ঝাড়ি, তাই বুঝি মনে ক'রেছ
—ছেলে লায়েক। ছেলের বিত্তে জাহির
ক'রো না, মূর্থ ছেলে ব'লো; তাহ'লে সে
আপনা হ'তে ব'লবে—বিলেত পাঠাব,
বিলেতে লেখাপড়া শেখাবো।

সর্কে। দাঁও লাগলে হয়—দাঁও লাগলে হয়।

বেঁচী। তুমি লাগাতে পারলে ঠিক লাগবে।
সে এক রকম পাগলের মত হয়েছে
শুনেছি। মিথ্যে কথা ক'রো না। ঐ
রোগটি চাপতে হবে। সে বড় খাঁটি লোক
—খুব দরদ জানাবে। পারবে তো? না,
—আমি নিজেই যাচ্ছি। তোমার নাম
ক'রেই ব'লবো—“বাবা জানতে পাঠালেন
—আপনি কেমন আছেন?” আমি ঠিক
জমি চ'ষে আসবো, তারপর তুমি না
ভড়কাও।

সর্কে। আচ্ছা—আচ্ছা—তাই তুই যা, তাই
তুই যা।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ গভাক।

—::—

প্রসন্নকুমারের ভোজন-কক্ষ।

প্রসন্নকুমার, নির্মলা ও পার্কীতী।

প্রসন্ন। এত কে খাবে?

নির্মলা। বাবা যা পার খাও, ক'দিন তো ভাত মুখে ক'রতে পাচ্ছ না। মাছ ছেড়ে দিয়েছ, মাছ খাওয়া অভ্যেস, পেটের অস্থখ না হ'লে হয়।

প্রসন্ন। তোমরা মাছ খাবার আর যো রাখলে কৈ বাছা? এই যে রাক্ষসের মত খাচ্ছি—এই ঢের। প্রমদা কি খায়? রাজে সেও নাকি তোমার মতন লুচি টুচি খেতে চায় না?

নির্মলা। আমি বলি তুই ছেলে মানুষ, খা; তা লুচি পাতে দিলে উঠে যায়, ফলটল খেয়েই থাকে।

প্রসন্ন। সে কোথায়?

পার্কীতী। সে শুয়েছে।

প্রসন্ন। এত সকাল সকাল শুয়েছে কেন, অস্থখ বিষখ হয়নি ত?

পার্কীতী। না।

প্রসন্ন। প্রমদা—প্রমদা—

পার্কীতী। আসচে।

(প্রমদার বীরে ধীরে প্রবেশ)

প্রসন্ন। আর, এইখানে বোস,—আমি হাতে ক'রে লুচি দিচ্ছি খা। (দুর্কলতা বশতঃ প্রমদার বসিয়া পড়ন) কি, এমন ক'ছিস কেন? তোর যে একেবারে মুখ-চোখ চূপসে গেছে। কিছু খাসনি নাকি? ও—আজ একাদশী!—(উঠিয়া পড়ন)

পার্কীতী। উঠো না—উঠো না!

প্রসন্ন। না, দুধের মেয়ে—এক ফোঁটা জল খেতে দাও নি। নেকি পড়েছে, চলতে পাচ্ছে না, ব'সে পড়লো, আর আমি খাব বৈ কি

নির্মলা। বাবা, অদৃষ্টের দেখা তুমি কেমন ক'রে বুঝবে?

প্রসন্ন। এ কি বয়স! আসে চিত্তের চেপে ধ'রে যে পুড়িয়ে মারতো, সে যে ছিলো ভাল! দিন দিন একি বয়স! সন্তানের দিন দিন এ কষ্ট কি ক'রে দেখবো! এই কি হিন্দুর সনাতন ধর্ম! এই কি লোকাচার, এই কি হিন্দুর কোমলতা। এ অধর্ম,—এ নারীহত্যা,—এ বালিকা-হত্যা!

নির্মলা। বাবা, কি ক'রবে, এর তো উপায় নেই।

প্রমদা। বাবা, তুমি খেতে ব'সো।

প্রসন্ন। দেখ দেখ—জীব শুকিয়ে গিয়েছে, কথা কহিতে পাচ্ছে না; একটু জলও ত মুখে দেবে না! ধৃত দেশাচার!

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

প্রমদা। মা, তুমি বাবাকে খাওয়ালে না?

নির্মলা। উনি খাবেন এখন;—চল তোর মুখে চ'খে একটু জল দিয়ে বাতাস করিগে, শুবি আর।

[উভয়ের প্রস্থান।

পার্কীতী। মধুসূদন! এমন ক'রেই কি লোকের কপাল পোড়ে!

(প্রসন্নকুমারের পুনঃ প্রবেশ)

প্রসন্ন। তুমি ত স্থির আছ দেখছি! কি ক'রে স্থির আছ. আমার ব'লে না—আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি।

পার্কীতী। কি উপায় আছে,—কি ক'রবো!

প্রসন্ন। কি ক'রবে কি! ছুটে পালাও,—কাপড় ফেলে দাও,—ঘরে আগুন আলিয়ে দাও,—মেয়েটাকে বঁটা দিয়ে কাটো,—বউটাকে বঁটা দিয়ে কাটো।

(নির্মলার পুনঃ প্রবেশ)

পার্কীতী। তুমি স্থির হও। আমার বয়স বুঝে স্থির হও, আমি তোমার ভয়ে স্থির আছি, আমার প্রাণ জলছে, তা কি তুমি

বুঝ না! তুমি অমন ক'রলে আমি কোথায় দাঁড়ব ক'রবে, বিধাতার সঙ্গে তো বাদ চলে না।

প্রসন্ন। কেন চলে না? আমি বাদ ক'রবো, —আমি আবার মেয়ের বে দেবো। দেখবো যম ক'টা নেয়। আমি যমের সঙ্গে বিবাদ ক'রবো—বিধাতার সঙ্গে বিবাদ ক'রবো।

নির্মলা। বাবা!

প্রসন্ন। কি বলতে চাও—কি উপদেশ দেবে? বিধাতার নির্বন্ধ জেনে মনকে বোঝাবো? এতদিন বুঝিয়েছি, আর বোঝাতে পারি না। তুমি যদি পুত্রশোক পেতে,—বালিকা পুত্রবধূকে হবিম্বা ক'রতে দেখতে,—যদি বড় মেয়ের সাজান ঘর আশান দেখতে,—বের রাতে যদি বালিকার মাথায় বজ্রঘাত দেখতে,—তুমি স্থির থাকতে পারতে না। তবে তোমার শাণ্ডী! বোধ হয় লোহা দিয়ে কে ওকে ফিরে গড়েছে, নইলে বুকে পাথর বেঁধে কি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে!

পার্কী। ঘর-সংসার কি ভাসিয়ে দেবে! এখনও ত ছেলেটি রয়েছে! যারা যাবার গেছে,—যারা রয়েছে, তাদের তো তোমায় দেখতে হবে?

প্রসন্ন। বেশ কথা, এসো দেখি এসো। আর ধর্মের মুখ চেয়ো না, লোকনিন্দা ভেবো না, আবার মেয়ের বে দিই এসো।

নির্মলা। বাবা, তোমার নির্মল হৃদয়ে কেন এ কালো মেঘ উদ্ভব হয়েছে? বিধবার কি সংসারে রাজ্য নাই? ব্রহ্মচারিণীর কি প্রয়োজন নাই? এ কর্মক্ষেত্রে বিধবার মত কার মহৎকর্ম্য কববার সুযোগ হয়? কে স্বার্থশূন্য হ'য়ে পরের ছেলে মানুষ ক'রতে পারে? বিধবা অপেক্ষা কে ব্রত-ধর্মপরায়ণা? কে নিলিপ্ত সংসারী? কার স্বার্থশূন্য সেবা সংসারে আদর্শ? কেন পাপকথা তোমার পবিত্র জিহ্বায় উচ্চারণ ক'চ্চ?

প্রসন্ন। কেন, কি পাপ? বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-

সঙ্গত- নীতিসঙ্গত। তবে নিষ্ঠুর লোকা-চার?—যা হবার হবে। লোকনিন্দা গ্রাহ্য ক'রবো না।

নির্মলা। বাবা, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত হ'তে পারে, নীতিসঙ্গত হ'তে পারে, কিন্তু বিধবাবিবাহ অন্তের বোঝবার নয়, বিধবাই বুঝুক। যদি শাস্ত্রসঙ্গত হয়,—নীতিসঙ্গত হয়, সে বিধবা আপনি বুঝে, ইচ্ছা হয়, বিবাহ করুক,—অন্তে তার দরদী হ'য়ে বিবাহ দিলে পাপগ্রস্ত হবে। বাবা, আমার বাপ-মা যদি দরদী হ'য়ে আমার বিবাহ দিতেন, তা হ'লে কি আমি স্ত্রী হতুম?

প্রসন্ন। তুমি যোগিনী—তুমি ব্রহ্মচারিণী, তোমায় দেখে সংসার চলে না।

নির্মলা। বাবা, তোমায় মিনতি কচ্ছি,—বিধবাবিবাহ প্রচলিত হ'লে ব্রহ্মচারিণী থাকবে না, হিন্দুসমাজের এ গঠন থাকবে না, আর এক গঠন হবে,—হিন্দু সংসার অস্ত্র অবস্থা হবে। বাবা, যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, সে দেশেও যে বিধবা, চির-বৈধবা-ব্রত গ্রহণ করে, সেই প্রকৃত সতী ব'লে গণ্য। বাবা, বিধবা-বিবাহ শুনলে আমার হৃৎকম্প হয়। মনে হয় বুঝি হিন্দুসমাজে সতীত্ব লোপ হবে। বাবা, আপনার কথাকে মমতাবশে হিন্দুরমণীর উচ্চ সতীত্ব-গৌরব হ'তে বঞ্চিত ক'রো না।

প্রসন্ন। তুমি তোমার শাণ্ডীর মত নিষ্ঠুর! চক্ষের উপর চতুর মেয়ের অবস্থা দেখলে! যদি টাকুরা লেগে মরে, তোমাদের ধর্ম, এক ফোঁটা জল দিতে নিষেধ, এই তোমার শাণ্ডীর মাতৃদ্রোহ! বেশ, তোমাদের ধর্ম তোমরা নিয়ে থাকো, এ জ্যাঙ্গে মরা-আমি রোজ, রোজ দেখতে পারবো না! যে দিকে হয় চ'লে যাই।

[প্রস্থান।

নির্মলা। মা, সঙ্গে যাও। খেতে বসে-ছিলেন, আর তো খাওয়ারে পারবে না। শোয়াওগে।

[উত্তরের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

—*—

বেণীমাধবের উত্থানবাটীস্থ কক্ষ ।

প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী ।

ভুবন । প্রকাশ বাবু, তুমি আজ তিন দিন এসো নাই কেন ?

প্রকাশ । বড় কাজের ছফটা পড়েছে ।

ভুবন । আমিও তো তোমার কাজের ভেতর ।

তুমি একবার এসো, তাই কতক ভুলে থাকি, তোমার কতকশে আসবার সময় হবে, আমি যদি দেখি। তুমি তিন দিন আসো নাই, আমার কি ক'রে কেটেছে, তা আমিই জানি। আজ যদি তুমি না আসতে, এ সাজান ঘর দেখতে পেতে না; আমি ফুলদান, ছবি, আসবাব, সব ঘর থেকে বার ক'রে দিই। তুমি আসো ব'লে সাজিয়ে রেখেছি, তুমি মানা করো ব'লে সরাই নি। তুমি যদি না এসো, তাহ'লে এ সব আর কেন ।

প্রকাশ । আমার অপরাধ হয়েছে, আমি বড় বিপদে পড়েছি আসি নাই ।

ভুবন । কেন—কি বিপদ ?

প্রকাশ । আমার হুণ্ডি ফিরে এসেছে, লাখ টাকা জোগাড় না ক'রতে পারলে কারবার থাকবে না ।

ভুবন । কেন—কেন—এর জন্তে বিপদ কিসের ? তুমি আপনার বাড়ী বাঁধা দিয়ে আমার স্বামীর উপকার ক'রেছ, তুমি আমার সর্বস্ব নিয়ে তোমার কারবার বাঁচাও ।

প্রকাশ । কি বলছ ?

ভুবন । কি বলছি কি ? আমার বিষয় থাকতে তুমি বিপদগ্রস্ত হবে, সে কখনই হতে পারে না ।

প্রকাশ । বেণী থাকতো—সে আলাদা কথা; আমি তোমার বিষয় থেকে কি ক'রে দেনা শোধ ক'রবো ?

ভুবন । প্রকাশ বাবু, তুমি কি মনে করো,

তোমার বিপদ আমার বিপদ নয় ? আমি কার মুখ চেয়ে আছি ? আমার যদি সর্বস্ব যায়, তুমি যদি বেঁচে থাকো, আমার কি ক্ষতি হবে ? বোধ হয় তুমি মনে কচ্ছিলে, আমি মিছে কথা বলি যে, তোমার পথ চেয়ে থাকি । না, আমার মিছে কথা নয় । তুমি যতক্ষণ আমার কাছে থাকো, আমার মনে হয়—আমি বিধবা নই, মনে হয়—তোমার আমার কাছে রেখে, পে কাজে বেরিয়ে গেছে । আমি যেমন আমোদ ক'রতুম, তেমনি আমোদ করি । আমার মনে অসুখ থাকলেও তোমার সাম্নে প্রকাশ করি না, পাছে তুমি অসুখী হও । আমার ছোট বোন যখন বিধবা হয় পাছে ওলাউঠে রোগীর কাছে থেকে আমার অসুখ হয়, সে বিপদের সময় তুমি আমার মনে ক'রেছ ! আমার ভাইকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছ যে, আমি যেন সেখা থেকে সরে থাকি ।

প্রকাশ । একি বেণী ক'রেছি ভুবন ?

ভুবন । তবে আমি যদি তোমার লাখ টাকা দিই, সেইটেই কি বেণী ক'রবে ?

প্রকাশ । ভুবন,—

ভুবন । নাও—আর ভুবন নয় ! আমার বিজ্ঞান ক'রলে নয়—কেনন আছি ?

প্রকাশ । ভুবন, তুমি আমার কে—আমি আজ বুঝতে পারলুম । আমি আজ বুঝতে পারলুম, কেন আমি কাজ-কর্মে অলস, কেন আমার বাড়ী ভাল লাগে না, কেন তোমার রাজ্যে স্বপ্ন দেখি ! যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি, কেন মনে হয়—আমি অত পৃথিবীতে আছি, কেন মনে হয়, তোমার কাছেই থাকা স্বর্গ—আর অপর স্বর্গ নাই !

ভুবন । ইস ইস, প্রকাশ বাবু খুব বক্তা !

প্রকাশ । না ভুবন, বাধা দিয়ে না, আমার হৃদয়-আবেগ আগে প্রকাশ ক'রতে দাও । আমার আবেগ ক্ষুদ্র বৃকে ধরে

না। আমার আক্ষেপ হয়, কেন দিবারাত্র তোমার কাছে থাকতে পারি না, কেন দিনরাত তোমার ঘর করতে পারি না। বিধাতার বিড়ম্বনার কেন আমরা প্রভেদ। যদি আমি দ্রোলোক হ'তেন বা তুমি পুরুষ হ'তে, তা হ'লে তো এক মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদ হ'তো না। বিধাতার বিড়ম্বনা! আর অধিক কি ব'লবে।

ভুবন। আমার কি মনে হয়—তা তুমি ব'লতে পারো ?

প্রকাশ। কি ব'লবো, তুমি সর্বদা দিতে প্রস্তুত।

ভুবন। তোমার কি বোধ হয়—আমার মনে হয় না, যে তুমি আমার কাছে সর্বদা থাকো ? তুমি বে আক্ষেপ করলে, আমার সে আক্ষেপ হয় না—এই কি তোমার ধারণা ?

প্রকাশ। না—না, তোমার অকপট ভালবাসা—এর প্রতিদান নাই। আমি অতি ক্ষুদ্র, আমা হ'তে এর প্রতিদান হয় না।

ভুবন। নাও—ও কথা রাখো ; আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলে তুমি বেজার হও ; আজ আমিও বেজার হয়েছি, তুমি অমন অপরিষ্কার হ'রে এসেছে যে ? নাও,—এই ফুলটি নাও। (ফুলদানি হইতে একটি ফুল লইয়া প্রকাশকে প্রদান ও ফুলটি প্রকাশের বক্ষে ধারণ)

প্রকাশ। আমার অপরাধ হ'য়েছে, মাপ করো।

ভুবন। থাক থাক, ও কথা রাখো—অন্ত কথা কও।

প্রকাশ। কি কথা কব ? যদি দিবারাত্র তোমার কথা কইতে পেতুম, তা হ'লে আমার তৃপ্তি হ'তো।

ভুবন। আচ্ছা, আমার কথাই কও। আচ্ছা—আজ আমার কেমন দেখছ' বলাও ?

প্রকাশ। কথাই কি বোঝাবো। যদি আমার চোখ তোমার দিতে পারতুম—তাহ'লে তুমি বুঝতে পারতে। আমার ইচ্ছা হয়

কি জানো ? তোমার পার তলার ব'সে আমি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি।

(তজ্রপ করণ)

ভুবন। (চেয়ার সরাইয়া লইয়া) ও কি ছেলে-মাহুষি করো—

প্রকাশ। কে আসছে। (ত্রস্তভাবে উত্থান)
(প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

প্রসন্ন। ভুবন, তোমার মত কি ? কেও প্রকাশ!

প্রকাশ। আজ্ঞে হাঁ। অসুখ ক'রেছে শুনলুম, —তাই দেখতে এসেছি কেমন আছে। রোজ বিকেলে মাথা ধরে ব'লছেন—তাই ডাক্তার একটা ওষুধ দিয়েছিল, তাই দিতে এসেছি। আমি চল্লুম, আফিস থেকে এসেছি, এখনো বাড়ী যাই নাই—

[প্রকাশের প্রস্থান।

প্রসন্ন। তোমার অসুখ হয়েছে, আমার ব'লে পাঠাও নি কেন ? কে ডাক্তার এসেছিল ?

ভুবন। সামান্য অসুখ, বিকেলে একটু মাথা ধরে, উনি কোন্ ডাক্তার এনেছিলেন।

প্রসন্ন। নাম জানো না ! মাথায় অভিকলন দিতে ব'লেছে ! প্রকাশ অভিকলন এনে দিয়েছে !

ভুবন। কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে ?

প্রসন্ন। ব'লছিলুম চল, তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকবে। এখানে থাকা ভাল নয়, অন্ততঃ লোকের চক্ষে ভাল নয়।

ভুবন। আচ্ছা প্রকাশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি।

প্রসন্ন। আমি তোমায় নিয়ে যাবো, প্রকাশ কি ব'লবে ?

ভুবন। তিনি বলেন, অনেক ঝগড়া, দেইজীরা সব নালিসপত্র ক'চে ; আর সেই-ই গিয়েছে, যেমন সংসার পাতা, তেমনি তো রয়েছে। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে গাছিয়ে তো যেতে হবে।

প্রসন্ন। আচ্ছা, আমি বউমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, হ'জনে গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে চলো। আর সংসার যেমন পাতা আছে থাক না,

তুমি একা থাকো—তাতে আমার নিন্দা হয়।

ভুবন। আমি একা থাকলে যদি দোষ হয়, প্রবোধ আমার কাছে থাকুক না?

প্রসন্ন। না না,—সে ছেলেমানুষ থেকে কি হবে?

ভুবন। বাবা, আমার সেখানে থাকা অনুবিধে।

তোমার বউ মালসা পোড়াবে, এক কাপড়ে থাকবে, আমার অত সয় না। তার মতন না থাকতে পারলে লোকে কথা তুলবে।

প্রসন্ন। তোমার গর্ভধারিণী অনুরোধ ক'রেছিলো, বউ মা অনুরোধ ক'রেছিলো, তুমি অনুরোধ রক্ষা কর নি, আজ আমার কথা উপেক্ষা ক'রলে। বা ভাল বোঝ কর, তুমি স্বাধীন, আমার তো জোর নাই! (যাইতে যাইতে কিরিয়া) আমি তোমায় কি জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছিলুম জানো? প্রেমদার আবার বে দেবো কি না?—আমি উত্তর পেয়েছি, চলুম।

[প্রস্থান।]

ভুবন। প্রকাশ বাবুকে দেখে বুকি ও'র মনে কি হ'য়েছে, তাই রাগ ক'রে গেলেন। আমার ও'দের হোথা পাঁচজনের সঙ্গে চ'লবে না। আর প্রকাশবাবু যেন বাবাকে দেখে খতিয়ে গেল। আশুক, আমি ব'লবো ও কি স্বভাব! যখন মনে দোষ নাই—একত্রে ব'সতেই দোষ।

[প্রস্থান।]

যষ্ঠ গর্তাক।

—:—

পথ।

অগ্রে প্রসন্নকুমার তৎপশ্চাৎ চিত্তেশ্বরী, বটকৃষ্ণ, শুভকর, সর্বেশ্বর ও হেবোর প্রবেশ।

চিত্তেশ্বরী। বাবু, পুরুত না পাও, আমার কাই তোমার পুরুত হবে। এই বটকৃষ্ণ

সর্বেশ্বরের পুরুত হবে, আর আমি জন-কতক মেয়ে সর্কে ক'রে নিয়ে এয়ে হব।

হেবো। আর আমি নিত্ বর।

সর্কে। আমি কি শ্রুত থাকবো?

প্রসন্ন। আমি এখন ঠিক ব'লতে পারি নে, আমি খবর পাঠায়ে।

চিত্তে। গিরীর মত ক'রো বাবা, ছুধের মধ্যে একাদশী ক'রে বে মারা যাবে।

প্রসন্ন। আচ্ছা—আচ্ছা, তোমরা যাও।

চিত্তে। (জনান্তিকে) দেখ বটকৃষ্ণ, যদি নাগিত না পাওরা যার, হেবোকে নাগিত ক'রতে হবে।

হেবো। অ্যা জুজুরী! তবে আমি নিত্ বরও হব না।

[প্রস্থান।]

সর্কে। আর কথার কাজ নাই, চল চল—ঐ পাগলা বাটা আসছে, না ভাংটি দেয়।

[প্রসন্নকুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

(পাগলের প্রবেশ)

প্রসন্ন। কি হে পাগল?

পাগল। মেয়ে জবাই করা মাংস কখন খাইনি, যদি কোথাও পাই, তারই চেষ্টা দেখছি।

প্রসন্ন। আমি খেয়ে যদি থাকে তোমায় দেবো।

(ছানদাসের প্রবেশ)

ছান্দা। বেরাই, আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম।

প্রসন্ন। দাঁড়াও বেরাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। (পাগলের প্রতি) আচ্ছা, তোমার তো সকলের হুঃখে হুঃখিত দেখি। রাস্তার মানুষ প'ড়ে থাকে, তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা ক'রো, অনাথ অনা-ধিনীকে আশ্রয় দাও; কিন্তু বালিকা পতিহারী—তাদের শোচনীয় অবস্থা কেন ভাব না? তাদের হুঃখে হুঃখিত নও কেন?

পাগল। পাগলামো শুনবে তো শোমো,

—যে যে দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, আমি সেই সেই দেশে গিয়েছিলুম। দেখেছি, অনেককে কুমারী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত ক'রতে হয়। এ দেশে কস্তাভার এক মহা ভার। অবলার হুঃখমোচন করা যে কোন মহাপুরুষের সাধ্য, তা আমি জানি না। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হ'লে হিন্দুসমাজের দাম্পত্যবন্ধন অন্তরূপ হবে, সতীত্বের উচ্চ মর্যাদা কতক পরিমাণে লাঘব হবে। অর্থলোভে সমাজভরবর্জিত ব্যক্তি ব্যতীত বিধবাবিবাহ ক'রতে কেউ সম্মত হবে কিম্বা—সন্দেহ স্থল। এরূপ অবস্থায় বিধবাবিবাহের পরিণাম অশুভ হওয়াই সম্ভব। বা রে আমি! এই যে পণ্ডিতের মত বক্তা হ'য়েছি!

প্রসন্ন। যাও—তুমি পাগল, তোমার কথা কে শোনে।

শ্রীমা। বেয়াই, তোমায় ব'লতে যাচ্ছিলুম, ব্যস্ত হ'য়ে কোন কাজ করা উচিত নয়। তোমারও অর্থ আছে, আমারও অর্থ আছে, আমাদের মত অবস্থার লোকও অস্তিত্ব আছে। সমস্ত পণ্ডিত একত্র ক'রে, সমাজ একত্র ক'রে—একটা বিরাট সভা হোক; যদি সকলে স্থির করেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হোক।

প্রসন্ন। পণ্ডিতেরা তো বিভাগাগরের সময় থেকে মত দিয়ে আসছে যে, শাস্ত্রমতে বিধবার বিবাহ হ'তেই পারে না।

শ্রীমা। কিন্তু যদি সমাজের প্রয়োজন হয়, শাস্ত্রেই বিধি আছে—দেশ, কাল পাত্র বিবেচনা ক'রে নিয়ম পরিবর্তন ক'রবে। সমাজের সম্মতি ব্যতীত দেশাচার-বিরুদ্ধ কার্য করা সেচ্ছাচারিতা হয়।

প্রসন্ন। সমাজ কই? সমাজ কুৎসা জানে—অবস্থা দেখে না।

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।]

শ্রীমা। এক রকম প্রস্তুতই হ'য়েছে বোধ হ'লো।

[শ্রীমাদাসের প্রস্থান।]

(হরমণির প্রবেশ)

হর। পাগল, তুমি অমন ক'রে বেড়াও কেন?
পাগল। পাগল—পাগলই, পাগল আবার কবে মদনমোহন হয়।

হর। তুমি পাগল কেন হ'লে?
পাগল। হব না, আমার মাগ বিধবা হয়েছে।
হর। মাগ বিধবা হ'য়েছে কি?
পাগল। ও অমন হয়, সে তোমায় একদিন ব'ল্বে।

হর। না—তুমি বলো।
পাগল। রাস্তায় পেড়াপিড়ি ক'রছ কেন?
লোকে যে তোমায়ও পাগল ব'ল্বে।
ব'ল্বে—বুড়োমাগী রাস্তায় পাগলকে টানা-টানি ক'চ্ছে।

হর। (স্বগত) কে এ।
পাগল। ইস—তুমি যে বড় ভাবিকা!
তোমার নাম হরমণি না হ'য়ে রাধারাগী হ'লে ভাল হ'ত।

হর। কেন?
পাগল। তোমাকে রাজা ক'রে তোমার মতন কোন ভাবুক তোমার কোটালি ক'বতো।

হর। ব'ল্লে না—তুমি কে?
পাগল। ও পাগলামোর ঝোঁকে একদিন বেরিয়ে যাবে।

হর। যাবে তো?
পাগল। যাবে বই কি।

[পাগলের প্রস্থান।]

হর। (স্বগত) একে দেখে আমার মনে নানা ভাবের উদয় হয় কেন?
কে—এ? একি কোন ছদ্মবেশী দেবতা!

(হরমণির গীত)

ধরি ধরি যেন মনে হয় হেন, ধরিতে তাহারে নারি
দেখা দিয়ে যায়, অমন লুকার,
অঁধি ভরে আসে বারি ॥
বাসনা কত মানসে ভাসে,
দিবানিশি ফিরি তাহারই আশে,
অবশে হৃদি-আবেশে—
পদে বিকাইতে চাহি তারি ॥

তারি পানে প্রাণ টানে,
ধ্যানে-জ্ঞানে—তারে আপন বলিয়ে জানে,
কিরিতে সে নারে আপন পাসরে,
কৈদে বলে আবারি ॥

[হরমণির প্রস্থান ।

সপ্তম গর্তীক ।

—*—

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ বসিবার ঘর ।

প্রসন্নকুমার ও পার্কীতি ।

প্রসন্ন । এসো, তুমি আমার স্থির হ'তে ব'লো
না ?

পার্কীতি । আর উপায় কি আছে ।

প্রসন্ন । ভাল, তুমি স্থির হ'য়ে শোনো,—
আমি তোমার বড় মেয়ের বাড়ী গিয়ে-
ছিলুম,—তার মত জানতে গিয়েছিলুম ।

পার্কীতি । সে কি ব'লে ?

প্রসন্ন । ব্যস্ত হ'য়ো না; শোনো—সমস্ত
স্থির হ'য়ে শোনো । আমি বাড়ী থেকে
নেমে দেখি—একখানা টম্‌টম্‌ র'য়েছে ।
খেয়াল ক'রলুম না, ভাবলুম—কে কোথায়
এসেছে । বাড়ী ঢুকে দেখি বেন চাকর-
বাকরেরা কেমন হ'লো । ভাবলুম আমার
দেখে জড়সড় হ'য়েছে । বোধ হ'লো—
পুরোণ খানসামার ইচ্ছে, আমার বৈঠক-
খানায় বসিয়ে ভুবনকে খবর দেয় । সে
সব এখন বুঝছি—তথ্য বৃষ্টি নাই ।

পার্কীতি । কি—কি—ভুবনের কিছু হ'য়েছে
না কি ?

প্রসন্ন । শোনো—আমার স্থির হ'তে ব'লো,
তুমি স্থির হ'য়ে শোনো । প্রতি কথা
শোনো,—তার পর ভুবনের ঘরে গেলুম,
দেখলুম কি জানো ?—বড় বড় ফুলদানে
বড় বড় ফুলের তোড়া র'য়েছে, বেন
সাজান ঘর—তেমনি সাজান র'য়েছে, বেন
তোমার জামাই কোথায় বেড়াতে
গিয়েছে । তোমার ভুবনের, তোমার
জামাই থাকতে বেন সাজগোজ, তেমনি
সাজগোজ—বয়ঃ বৈশী । হাতে গরনা

নাই, কিন্তু হাতের শোভা কম নয়,
বিবিয়ানা শোভা; মাথায় অডিকলন
দিয়েছে—চুল একগাছিও এ পাশ
ওপাশ নাই । শেমিজপরা, কিন্-
ফিনে সাদা ধুতি পরা—এ আর এক রক-
মের শোভা ! বুকেছ কি—কি রকম ?

পার্কীতি । অ'গা !

প্রসন্ন । বুঝতে পারো নি,—না দেখলে
বুঝতে পা'রবে না । এই বেশভূষা,
মাথায় সিন্দুর নাই, বোধ হয় সিঁথের
শোভা নষ্ট করে ব'লে নাই । তোমার
জামাই নাই, কিন্তু তোমার মেয়েকে
একলা দেখলুম না । একটি স্থল্লর ঘুবা,
যে গোলাপফুল ফুলদানে আছে, সেই
গোলাপের একটি ছোট ফুল তার বুকে ।
হ'জনে এমনি ক'রে র'য়েছে, যে পেছন
থেকে তোমার আমার ভুল হবে, বৃষ্টি
জামাই মরে নাই । এ কে জানো ?

পার্কীতি । প্রকাশ ।

প্রসন্ন । হ্যাঁ প্রকাশ; আমার দেখে থতমত
খেলো । আমার দেখে মিথ্যা কথা ব'লে,
—বলে তোমার মেয়ের বামো হ'য়েছে—
ওষুধ দিতে এসেছে । সমস্ত মিথ্যা, চোরের
মত চ'লে গেল । কিছু ব'লছ না যে ?

পার্কীতি । ও তো বেণী থাকতে যাওয়া-আসা
ক'রতো শুনতে পাই; আর বেণীর
বিষয়-আসয় ঐ তো দেখেছে-শুনতে ;
তাতেও তো যাওয়া-আসা ক'রতে হ'ত ।

প্রসন্ন । হ' !—অমন ক'রে ঘর সাজিয়ে বসে
না,—অমন ক'রে মুখোমুখি ক'রে থাকে
না,—অমন ক'রে মিথ্যা কথা বলে না,—
অমন ক'রে গালিয়ে যায় না । তুমি দেখে
এসো, দেখলেই বুঝবে । তুমি ঘর
দেখলে বুঝবে,—মেয়ের সাজ দেখলে
বুঝবে,—মেয়ের কথা শুনে আরও
বুঝবে ।

পার্কীতি । বুঝে কি ক'রবো । যা ব'লছ—
যদি সত্যি হয়—

প্রসন্ন । ভাল বোঝ নি । এখনো ভাবছ—
আমার ভ্রম হ'য়েছে, তাই ব'লছ, যদি

সত্যি হয়। শোনো—আমি বাড়ীতে আনতে চাইলুম, আমার মুখের উপর ব'লে, প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করি। আমার কাছে থাকবে কি না, প্রকাশকে জিজ্ঞাসা ক'রবে। হেথার বউমার সঙ্গে থাকা তার সুবিধা হবে না; তবে তার ভাই সেখানে থাকে, আপত্তি নাই; সে প্রকাশকে ডেকে আনতে পা'রবে, সে ছেলেমানুষ, তারে ছ'জনে ভুলিয়ে রাখবে। তারে আদর করবে, সে কাছে থাকলে কতক লোকের মুখ বন্ধ হবে। এই তো অবস্থা, এখন কি বল ?

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। মা, বউদিদি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছে, বাবা খান নি, বাবার খাবার গরম ক'রে আনবে ?

প্রসন্ন। (প্রমদার হাত ধরিয়া) দেখ, মেয়ের মুখ পানে চেয়ে দেখ, যেন ফুলের কলির মত দিন দিন প্রফুল্লিত হ'তে চ'ল্লো, এর বৈধবা-বজ্রণা! দেখ, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ।

পার্কীতী। আমার আর কেন দেখাচ্চ, আমি দিন-রাত দেখছি।

প্রসন্ন। বা, খাবার গরম ক'রতে ব'ল্গে—আমি যাচ্ছি।

[প্রমদার প্রস্থান।

ঐ যে পদ্মের মত নির্মল মুখখানি দেখলে,
—ঐ যে সরলতার আবাসভূমি দেখলে,
—যে নির্মলমুখ তোমার ভুবনের দেখে-
ছিলে—বদি এখনো না বোঝো—ঐ
নির্মল মুখ কপটতাপূর্ণ দেখবে, কলঙ্কের
চিহ্ন ঐ মুখে দেখতে হবে, স্পর্শ ক'রলে
দুগা হবে—বলো এখনো বলো—তোমার
কি মত ?

পার্কীতী। কি ব'ল্বে! মা হ'রে কেমন
ক'রে পরপুরুষকে দিতে ব'ল্বে! তুমি
বজ্রণার বল্চ—বড় বজ্রণা; তুমি ভাল
ক'রে বুঝে দেখ,—যা শাস্তসঙ্গত নয়, যা

লোকাচারবিরুদ্ধ, এমন কাজ কেন ক'রতে
চাচ্চ ? শুনেছি, এতে দ্বিচারিণী হয়।
আমরা আপনার পেটের মেয়েকে কেমন
ক'রে দ্বিচারিণী ক'রবো ?

প্রসন্ন। শাস্তবিরুদ্ধ, দেশাচারবিরুদ্ধ—এই
ভাবুছ ? ভয় পাচ্ছ, কতাকে দ্বিচারিণী
ব'ল্বে ? হোক শাস্তবিরুদ্ধ,—হোক
দেশাচারবিরুদ্ধ; বিবাহ দিলে তবু
একটা নিয়মাবধীন থাকবে, জগহত্যা
হবে না, কত্যা স্বেচ্ছাচারিণী হবে না,
একেবারে লোক-ধর্মে স্থগিত হবে
না। বলো—সম্মতি দাও।

পার্কীতী। এমন অজায় কার্যো কি ক'রে
সম্মতি দেবো ? মেয়ের অদৃষ্টে যা আছে
হবে,—আমরা কেন মহাপাপ ক'রবো—
মেয়েকে কেন মহাপাপে লিপ্ত ক'রবো ?

প্রসন্ন। এখনো ব'ল্ছ মহাপাপ! জগহত্যা—
মহাপাপ নয়! স্বেচ্ছাচারিণী হওয়া মহা
পাপ নয় ? নীতিবিরোধী কাজ মহাপাপ
নয়! উপায় থাকতে উপায় না করা
মহাপাপ নয়! চক্ষের উপর অনাচার
দেখবে,—চক্ষের উপর মেয়ে ভ্রষ্টা হবে
দেখবে—চক্ষের উপর উপপতির আনা-
গোনা দেখবে ? বোঝো, এখনো বোঝো।

পার্কীতী। কেন, বিধবাত্তে কি সত্যি নাই ?
ইঞ্জির কি এতই দুর্দম, যে নির্ভাচার—
ধর্ম্মাচরণে দমিত হয় না ?

প্রসন্ন। তোমার বউমার আদর্শ দেখাচ্চ ?
শিবপূজার যোগ্যা নির্মল মুতুরা, বিলাস-
সজ্জিত সংসার-উপবনে সর্বদা ফোটে না।
স্বপ্নে দেবীদর্শন জাগ্রৎ অবস্থার উদাহরণ
নয়। আর ইঞ্জির দুর্দম কি না—তোমার
সন্দেহ আছে ? পুত্রশোকাতুরা নারী,
বৎসর ফেরে না, আবার পুত্র প্রসব করে।
ইঞ্জিরতাত্ত্বিক উপপতির দাসী হয়,
শোণিত-সম্বন্ধ বিচার থাকে না।

(প্রমদার পুনঃ প্রবেশ)

প্রমদা। বাবা!

প্রসন্ন। যাচ্ছি—যাও।

[প্রমদার প্রস্থান

এখনো মেয়ের মুখ চাও,—নিকল
মেয়েকে কলঙ্ক-সাগরে ফেলো না,—
বাতিচার হ'তে রক্ষা ক'রো—সম্মত হও।
তুমি কঠোর জননী, তুমি সর্পিণীর জ্ঞান
নিজ সম্ভান নষ্ট ক'রতে পারো; তুমি
সম্ভানের দুঃখে কাতর নও, তুমি প্রসন্ন-
নিশ্চিত, তোমার মমতা নাই। এখনো
বলছি,—নিষ্ঠুর হ'রে কঠোর যন্ত্রণা দেখ
না। বিবাহ দিতে সম্মত হও, দাও—
সম্মতি দাও, কতাকে কঠোর যন্ত্রণা হ'তে
ব্রাণ করো। (সম্মুখস্থ টেবিল হইতে
ছুরিকা গ্রহণ করিয়া) নচেৎ পতিহত্যা
দেখ—স্বয়ং বৈধবা-যন্ত্রণা ভোগ করো, তা
হ'লে বুঝবে—কি যন্ত্রণা! (বক্ষে ছুরিকা-
ঘাত করিবার উত্তম)

পার্কভী। ও কি—ও কি! কি করো—কি
করো! আমি সম্মত—আমি সম্মত! তুমি
স্থির হও।

প্রসন্ন। সম্মত—সম্মত? আমার পা ছুঁয়ে
বলো—সম্মত?

পার্কভী। হ্যাঁ—তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।

তৃতীয় অঙ্ক।

—:~:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেঁচী সাহেবের বাটীর কক্ষ।

বেঁচী ও প্রমদা।

প্রমদা। হ্যাঁ গা, আবার সব চাকর-বাকরকে
মাইনের জন্ত আমার কাছে ঠেকিয়ে দিচ্ছে
কেন?

বেঁচী। ওরা তো পাঁচ মাসের মাইনে পায়
নাই শুনলে, আর নীচের দেখে এসো,
সারি সারি পাওনাধার বিল হাতে ক'রে
বসে আছে। টাকা চাই—বুঝলে?

প্রমদা। আমি মেয়েমানুষ, টাকা কোথায়
পাব? বাবা বাড়ীখানা আমার নামে
দিয়েছিলেন, তা তো উড়িয়েছ; গরনাগাটি
খা ছিল, সবই তো বেচেছ।

বেঁচী। না বেচুকো না; আমি আমার sweet
heart, তোমার গরনা কিনে দেবো!
বাও, তোমার বাপের কাছ থেকে টাকা
নিরে এসো।

প্রমদা। তিনি কতবার টাকা দেবেন?
বিলেতে তো হুঁতিনবার টাকা পাঠালেন,
সেখানে কোন্ ভুল্লোকের মেয়ের সঙ্গে
কি ক'রে জেলে যাও, বাবা টাকা পাঠিয়ে
জেল বাঁচালেন; আহা! ভাড়া দিয়ে
ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, আর এখানে এসেও
তিনবার টাকা নিচ্ছে। বাবা আর টাকা
দেবেন না।

বেঁচী। দেবেন না কি, টাকা নিয়ে এসো।
বাপের কাছ থেকে পারো, মায়ের কাছ
পারো, বোনের কাছে থেকে পারো,
তোমাদের বউয়ের কাছ থেকে পারো,
যেমন ক'রে পারো,—টাকা আনো, নইলে
চলবে কি করে? খরচ পাতিতো দেখছ?
এখন তো আর বাকালী নেই যে, চিংড়ি
মাছ দিয়ে পুঁইশাক খেয়ে চলবে, আর
একটা পিরাণ গায়ে দিয়ে বেরোবো।

প্রমদা। আমি কোন মুখ নিয়ে তাদের কাছে
টাকা চাইতে যাব?

বেঁচী। এই মুখে। আর না পারো, সোজা
উপায় তো বলছি,—মিঃ বাহু এখনি
তোমায় নিয়ে যেতে আসবে, তার বাগানে
আজ পার্টি—'বল' হবে, তুমি তার সঙ্গে
নাচবে চলো, টাকা এসে যাবে।

প্রমদা। আমি বাগানে নাচতে যাবো? তুমি
কি একেবারে মহাযন্ত্রহীন? আপনার
জীকে এই কথা বলছ? আপনার জীকে
বাগানে নাচতে নিয়ে যাবে?

বেঁচী। কেন দোষ কি? দেখছ তো সব
gentlemen জী নিয়ে আসে, তাদের
সঙ্গে নাচলে কি হয়?

প্রমদা। ওদের সঙ্গে বেহায়াগিরি করতে
বল? ওরা তো সব বেস্তা।

বেঁচী। তা'হলে তুমিও বেস্তা। তোমার
যেমন দোজগক্ষে বে, ওদেরও তেমনি।

তবে তফাৎ এই—ওরা সভ্য, তুমি

জানোয়ার। তোমার ছুঁতে বেদনা করে।

প্রমদা। আমি তোমার ভয়ে তোমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করছি, মন চলে নিচ্ছে, তুমি কি না আমার ধরে মাতাল ছেড়ে দিয়ে সরে যাও; আজ কি না নাচতে যেতে বল। স্বামী হ'লে এই সব কথা মুখে আনো ?

বেঁটা। তোমার স্বামী! তাই বের দিন পরপুরুষ বোলে শিউরে উঠেছিলে—মুচ্ছা গিয়েছিলে। স্বামী কে? টাকা পেয়েছিলুম, তোমার নিয়েছিলুম। টাকা চাই—জোগাড় কর। বাপের কাছ থেকে পারো, আর বাথানে গিয়ে মিঃ বাসুর কাছ থেকেই আদায় করো, একটা ঠিক করো। (বড়ি দেখিয়া) এখনি তারা আসবে,—বাপের কাছে না যাও; বাগানে যেতে হবে—আমি টেনে তোমায় গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাব। গাড়ীর শব্দ হ'লে—ঐ বুঝি তারা এলো, কি ক'রবে বল ?

নেপথ্যে বড়াল। সাব উপর ছায় ?

নেপথ্যে বেহারা। ছায় পোদাবন্দ।

প্রমদা। আমি যাচ্ছি যাচ্ছি—বাপের বাড়ী যাচ্ছি।

বেঁটা। আচ্ছা যাও, টাকা আনতে পারো—ফিরে এসো; আর বাগান যেতে চাও—বহৎ আচ্ছা; নইলে তোমার যেথায় ইচ্ছে—চ'লে যাও।

প্রমদা। আচ্ছা—আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি।

[প্রমদা ও তৎপশ্চাৎ বেঁটার প্রস্থান।

(মিঃ বাসু, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়ালের প্রবেশ)

বড়াল। মিঃ বাসু, আপনি যদি বিলেত যেতেন, তা হ'লে দেখতেন—কি আমোদের জায়গা।

বাসু। না বা রাজী হচ্ছে না। টাকা দিতে চাচ্ছে না, ব'লছে এইখানে আমোদ কর।

(বেঁটার পুনঃ প্রবেশ)

বেঁটা। Hallo Mr. Basu, how do you do ?

বাসু। তোমার মাগ কোথা ?

বেঁটা। সে তার বাপের সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছে, directly বাগানে যাবে।

বাসু। (মল্লিকের প্রতি) আমি তোমার ব'লেছি, বেঁটার সব দম্বাজী, আর আমি এক পরসাপ্ত বার ক'রবো না। চলো চলো—বাগানে চলো, সেখানে সব বোসে আছে।

মল্লিক। আমার wife আপনার partner হবে। আর বলেন Mrs. বড়ালও আপনার সঙ্গে নাচতে পারে।

বাসু। না—না—আমি যার জন্তে party দিলুম, তাই-ই হলো না। মাগ কোথায় সরিয়ে দিয়ে ব'লছে, বাপের রাড়ী গিয়েছে।

বেঁটা। Oh no—Oh no—

[মিঃ বাসুর পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্তাক।

—:—

বেণীমাধবের বাগান'র পুষ্করীর ঘাট।

ভুবনমোহিনী।

ভুবন। না—না—আমার বাপের বাড়ী থাকাই উচিত। না সেথায় টেক্তে পারবো না। কানী যাই, আমার শান্তী'র কাছে গিয়ে থাকি। প্রকাশ কি আমার মনের ভাব বুঝেছে, সে কি তাই আসে না? ভালই! সে এলে, তার সঙ্গে হাসি-কৌতুক ক'রলে, যেমন একজো বসি—তেমন একজো বসলে,—আমি আর মন বেঁধে রাখতে পারবো না। সে বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝেই আসে না। না, আমি তারে না দেখে থাকতে পারবো না। এই যে প্রকাশ—

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ বাবু, তুমি এসো না কেন? এসো

যদি তো ছ'দও বসো না। তোমার কি হ'য়েছে? কেউ বুঝি তোমার আস্তে মানা করে?

প্রকাশ। হ্যাঁ মানা করে, আমার মন মানা করে।

ভুবন। কেন—কেন—আমি কি কিছু ব'লেছি? তুমি কি অভিমান ক'রেছ? তুমি কি লোকাপবাদ ভয় ক'রে এসো না?

প্রকাশ। ভুবন, তুমি জানো কি, আমি কে?

ভুবন। আমার স্বামীর বন্ধু, আমার আশ্রয়।

প্রকাশ। না, জানো না, আমি তোমার

শত্রু,—আমার এই দেহে তোমার শত্রু প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে রয়েছে। তুমি নির্মল-আত্মা, তাই আমার পাপ ইচ্ছা তুমি বুঝতে পারো নাই। আমি নিজেই বুঝতে পারি নাই। যেদিন হঠাৎ তোমার বাপ এসেছিল, সেইদিন আভাস পেয়ে-ছিলুম। তোমার পারের কাছে ব'সে, তোমার মুখের পানে চেয়ে আমার চক্ষু দিয়ে ছব্বর্ণ প্রবেশ করেছে; তাই তোমার বাপের কাছে মিথ্যা কথা ব'লেছিলুম। তুমি যখন সেই মিথ্যা কথার জন্ত তিরস্কার ক'রলে, আমি তোমার বোঝাতে পারি নি—কেন মিথ্যা কথা ক'রেছি;—আমিই সম্পূর্ণ বুঝি নাই; কিন্তু ক্রমে আমার সেই পাপ-ছবি আমার সম্মুখে উদয় হ'য়েছে। তুমি আমার তিরস্কার করো, তিরস্কার ক'রে বিদায় দাও। আর আমার মুখ দর্শন ক'রবে না প্রতিজ্ঞা করো।

ভুবন। তুমি না আসো না আস্বে; আমি তোমার বিদায় দিতে পা'রবো না। তুমি কি ব'লছ—আমি বুঝেছি; আমি জানি নি, আমি কোথায় দাঁড়িয়েছি, আমি জানি নি—আমি কি করি, আমি জানি নি—তুমি না এলে আমার কি হবে—আমি কি ক'রে থাক্বে! তোমার না দেখলে আমি চারদিক শূন্য দেখি। আমি বুঝেছি, বুঝেও আমার উপায় নাই।

প্রকাশ। এখনও উপায় আছে—এখনও

আমরা পরস্পরের সঙ্গ পরিত্যাগ করি এসো। তোমার না দেখলে আমিও দশ দিক শূন্য দেখি, কিন্তু তোমার দেখলে দাবানল জ্বলে উঠে, আত্মগারা হই—সংসমহারী হই! আমার কি উদ্দম লালসা—তুমি জানো না। আমি আঁহর—নিবারণ আমার পাপ-চিত্ত। তুমি আমার ঘৃণা ক'রে বিদায় দাও।

ভুবন। তোমার আবার ব'লছি, তুমি আমার কাছে বিদায় চেও না। আমি সর্বনাশ বুঝেছি, তবু আমার ভয় নাই, তবু আমি ব'লতে পা'রবো না—তুমি এসো না। এখনো মনে হ'চ্ছে—যা হবার হবে, তুমি এ।

প্রকাশ না—আমি আর আস্বে না। কিন্তু আমি জড়িয়ে পড়েছি, তোমার সঙ্গে না দেখা ক'রেও উপায় নাই। তোমার বিষয় বাধা দিয়ে টাকা নিয়ে আমার দেনা শুধেছি। উপস্থিত পরিশোধের উপায় দেখছি না। আমার কাষকর্ষ বিশ্বাস হ'য়েছে; আমি আস্বে না মনে করি, থাকতে পারি নে। বাড়ী থেকে বেরুই, আবার কিরে বাই। আমি কত রাত্রি তোমার বাগানের দোর দিয়ে ফিরে গেছি।

ভুবন। এ কথা তুমি কাকে বলছ—কাকে শোনো? আমি রাজে ছাদে উঠে তোমার বাড়ীর দিকে চাই, তুমি আস্বে না জানি, তবু মনে করি—যদি এসো। না—না—তুমি ঠিক ব'লেছ—আমাদের আর একজো থাকানর। এত বয়স—আমি বপ্লেও জান্ভুম না।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। বাব, সর্ব্বের বাব এসেছেন। তিনি ব'লছেন—বড় দরকার।

প্রকাশ। আমি চলে।

ভুবন। না এইখানেই ব'সো, এইখানেই তারে ডাকাও। (ভৃত্যের প্রতি) বাবকে ডেকে আন।

(ভৃত্যের প্রস্থান।)

তুমি যা বলছ—ঠিক, আর আমাদের দেখা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু অপেক্ষা করো, তুমি কথা কও—আমি আসছি।
না—আর অপেক্ষা কেন? তোমার সঙ্গে আর দেখা করা উচিত নয়—সর্বনাশ হবে।

[ভুবনমোহিনীর প্রস্থান।]

প্রকাশ। আর যেখানে আসবো না—আর দেখতে পাবো না, ওঃ—কি হৃদয়-দ্বন্দ্ব!

(সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

সর্ব্বেশ্বরে। বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে! আপনি বেণী বাবুর বিষয়-আসর বাঁধা দিয়েছেন—প্রকাশ হয়েছে। বেণীবাবুর জ্ঞাতিরা কাল আপনার নামে নাশিত করবে। তাদের ধোঁরাকি পড়ে গিয়েছে—আপনি একজিকিউটার হয়ে বিষয় নষ্ট করছেন, তারা ভুবনমোহিনীর উত্তরাধিকারী—এই অভিযোগ করেছে। উকীল বলেন—চাই কি ফৌজদারী, হাতে পারে। বেণীবাবুর স্বত্ত্বও গুনছি—তাদের পক্ষ হয়েছে। মহাজনদের 'ডিউ' পড়ে গিয়েছে, সে না হয় ইন্সলভেন্ট নিয়ে সামলাবেন; কিন্তু দেহীজীদের মামলা, উকীল বলেছে, ভুবনমোহিনী বিরূপ হলে সর্ব্বনাশ। ভুবনমোহিনীর দেনার বিষয় বাঁধা পড়েছে না দেখালে, আপনার নিস্তার নাই।

প্রকাশ। আচ্ছা—যাও।

সর্ব্বেশ্বরে। মশায়, যাও বলছেন কি? সর্ব্বনাশ হবে। ভুবনমোহিনীকে হাত করতে না পারলে কোজদারী গোপন হবেন। বেণী বাবুর স্বত্ত্বেরও আপনার উপর ভারি রাগ। তিনি আপনাকে সন্দেহ করেন, তিনি আপনাকে মজাতে পারলে ছাড়বেন না।

প্রকাশ। যাও—যাও।

সর্ব্বেশ্বরে। যে আজ্ঞে চললুম; আমি—চাকর, আর কি বলবো? আপনি উপায় থাকতে

না উপায় করেন, অপবাদ যা হবার হয়েছে, শেষটা মজবেন।

[প্রস্থান।]

প্রকাশ। ধর্মপথ অতি কঠিন পথ—কটক-ময় পথ! এ পথে পদে পদে নরকযন্ত্রণা! মতা, উপায় ত রয়েছে। ভুবন আমার ভালবাসে, সাফাই দেবে। না—দেবে না! আমি পর, আমি হতে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি; আমার বিদায় দিলে, এসো না বলো। মনের যেকোন দিনে চলে যাবে, ভালবাসা থাকবে না। তবে কেন মজনা পাই, —কেন আসামী হয়ে দাঁড়াই,—কেন জী-পুলকে পথে বসাই, কেন লোকের চক্ষে ঘৃণিত হই! কিসের পাপ—কিসের চিন্তা? কেন, ভালবাসায় পাপ কি—এ তো হয়েই থাকে, আমরা জী-পুলকের মত থাকবো, আমি ইন্সলভেন্ট নিয়ে আবার কর্মকাজ করবো। ভুবনকে কিছু জানতে দেবো না, সে যেমন আমার মাথার মণি আছে, তেমনি থাকবে। অকপট প্রণয়ে দোষ কি!

(ভুবনমোহিনীর পুনঃ প্রবেশ)

ভুবন। এখনো বসে কেন—কি ভাবছ?

প্রকাশ। ভাবছি—আমরা কি চিরদিন জলবার জন্ত স্রষ্ট হয়েছি? অকপট ভালবাসা কি কিছুই নয়! সমাজবন্ধন কি সর্ব্বশঃ? তুমি আমার ভালবাসো, আমি তোমায় ভালবাসি, কেন চিরদিন পর হয়ে থাকবো? আমি দেখছি, জগতে তুমিই আমার আপনার আছ, আর কেউ নাই তবে কেন তোমায় চিরদিনের জন্ত পর করবো! অকপট প্রণয় যদি দোষের হতো, তবে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় গৌরবের কেন? তাতে তো লোক-অপবাদ ছিল, কলঙ্ক ছিল। প্রেমই গৌরবের! বিবাহ-বন্ধন—কুদ্দ হৃদয়ের সমাজ বন্ধন।

ভুবন। কি বলছ? কেন আমার উন্নত কছ? আমার শিরায় শিরায় অমিয় রক্তস্রোত

ধাবিত! সর্বনাশ হয়-নরক হয়—যা
হয়—আমি এই মুহূর্তে বাস্প দিতে প্রস্তুত!
তুমি আমায় মানা করো, তুমি ব্যাকুল-
চিত্তে আমার সুখপানে চেয়ে র'য়েছ,
আমার আনন্দ হ'চ্ছে। আমায় মানা
করো, তোমার পায়ে ধরে বল্চি—মানা
করো।

প্রকাশ। চলো—চলো, এখানে কে দেখবে।
ভুবন। না তুমি যাও, বিদায় হও, তোমার
কাছে থাকবো না, তুমি আর এসো না।

[প্রস্থান।

প্রকাশ। ভুবন—ভুবন—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*

প্রসন্নকুমারের অস্তঃপুর সংলগ্ন বিশ্রাম-কক্ষ।

প্রসন্নকুমার ও ঘেঁটী।

প্রসন্ন। বেরোও আমার বাড়ী থেকে।
ঘেঁটী। কুচ পরোয়া নেই, আমি তোমার কাছে
আসিনি, আমি আমার জীকে নিতে
এসেছি। আমার জীকে আটক ক'রে
রেখেছ কেন?

প্রসন্ন। দূর হ!

ঘেঁটী। 'আচ্ছা, আমি কা'ল পুলিশে নালিস
ক'র্বো।

প্রসন্ন। আমি তোর নামে ধোরাকির নালিস
ক'র্বো।

ঘেঁটী। হাঃ হাঃ!—আমার টুপীটে শীল
ক'রে ধোরাকি আদায় ক'রো! সোজার
মিটিরে কেলো না, কিছু টাকা দাও, চ'লে
যাচ্ছি। নইলে বাবা কেন পুলিশে কেল-
কার ক'র্বো? বেশী নয়—টাকা শো
পাঁচেক হ'লে, এখন এক রকম চালা'তে
পারবো। ছোটো ছোটো আদালতের ডিগ্রী

আছে,—না meet ক'রতে পারলে
দাঁড়াতে পারবো না।

প্রসন্ন। যা জেলে যা। আমি অনেক
দিয়েছি—আর এক পরসাত দেবো না।
ঘেঁটী। জামাই জেলে যাবে—সে কি ভাল
দেখাবে?

প্রসন্ন। আমার কাছে তুমি আর এক পরসাত
পাবে না,—বিলেত থেকে তো খুব লেখা-
পড়া শিখে এলে, তোমায় সেখা টাকা
পাঠিয়ে জেল থেকে খালাস ক'রেছি,
passage money দিয়ে ফিরিয়ে
এনেছি। ফিরে এসেও তিনবার টাকা
নিরেছ, বাড়ীরানা দিয়েছিলুম—বেচে
মেরে দিয়েছ।

ঘেঁটী। কত টাকা দিয়েছেন? সব শুদ্ধ
জোর পনের হাজার টাকা হোক।
তোমার বড় জামাই প্রকাশ যা পেয়েছে,
তার এক পাই নয়, তোমার বড় মেয়ের
সব বিষয় মেরেছে।

প্রসন্ন। কি ব'ল্ছি Rascal!

ঘেঁটী। সত্য কথা ব'ল্ছি, আমি যদি তোমার
জামাই হই, প্রকাশ বাবু তোমার বড়
জামাই নয়? ঐ বটকুড় আর শুভকর
একটা হুড়ি এনে মালা বদল করে
দিয়েছে—তাই বুঝি ধরা প'ড়েছি? আমিও
তোমার যেমন জামাই, প্রকাশ বাবুও
তোমার তেমনি জামাই। তবে মাঝে
এই বে দেওয়া Hypocrisyটাই নাই।

প্রসন্ন। বেরো—দূর হ! বেরা—বেরা!

ঘেঁটী। আচ্ছা বাবা! তোমার মেয়ে বেচে
টাকা আদায় ক'র্বো, কাগ পুলিশের শমন
পাবে।

(বেহারার প্রবেশ)

প্রসন্ন। গলাধাক্কা দে বা'র ক'রে দে।

[ঘেঁটী ও পশ্চাৎ বেহারার প্রস্থান।

(পার্কীতী ও নির্মলার প্রবেশ)

পার্কীতী। কি, গো—কি গো—

প্রসন্ন। প্রমদা এয়েছে না কি?

পার্কতী। হাঁ, একটু আগে এসেছে, খায়
নাই—খেতে বসিয়েছি।

প্রসন্ন। বিষ খেতে দাও, আপন চুকে যাক !
নির্মলা। বাবা, রাগের কথা নয়।

প্রসন্ন ? রাগের কথা নয়। প্রমদাকে হেথায়
পাঠিয়ে দিয়ে আমার শাসাতে এসেছিল,
টাকা দাও—নইলে পুলিশে নালিস ক'রবো।
এখন কি মেয়ের হাত ধ'রে পুলিশে গিয়ে
দাঁড়াবো ? লজ্জার কারো সঙ্গে মুখ তুলে
কথা কইতে পারি না ;—পুলিসে দাঁড়ালে
বাড়ীতে এসে মুখে চুণকালি দেবে। এ
বিপদ কি মানুষের হয় !

নির্মলা। বাবা, ও ভেবে আর কি ক'রবে ?
জামাইয়ের উপর রাগ ক'রে মেয়েকে
কোথায় ভাসিয়ে দেবে ? ঠাকুরঝি হেতায়
থাকুক, সে যা করে ক'রবে।

প্রসন্ন। কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা !

নির্মলা। যন্ত্রণা ব'লে আর কি হবে—আমা-
দের হ'য়ে কর্মভোগ কে ক'রবে ! ও যা
হবার হবে ; পুলিশে কটান ছিটেন হ'য়ে
যায়, সে ভাল। ঠাকুরঝি প্রারম্ভিত
ক'রে এখানে থাকুক।

প্রসন্ন। আমার কি প্রারম্ভিত ক'রবে ?
আমি মুখ দেখাব কেমন ক'রে ? পাড়ায়
নাম উঠেছে—ক্রিস্টান প্রসন্ন। ঘটক
সাবধান ক'রে গেছে, মেয়ে বাড়ীতে
থাকলে ছেলের সঙ্গে কেউ বে দেবে না।

পার্কতী। না হয় ছেলে আইবুড়ো থাকবে।
এখানে জায়গা দেবে না, শ্বশুরবাড়ীতে
জায়গা পাবে না, স্বামী যন্ত্রণা দেবে—তবে
সত্যি সত্যি। ক মেয়ের গলায় পা তুলে
দেবো ?

প্রসন্ন। বউমা, শুভক্ষণে মেয়ের হুঃধে হুঃধী হয়ে
আবার বে দিয়েছিলুম। ওঃ—এত
অপমান—এত অপমান !

নির্মলা। বাবা, এ তো রাগের সময় নয়।

প্রসন্ন। কে রাগ ক'রে—কার উপর রাগ
ক'রবো ? কারো কথা শুনি নি,—কারো
কথা মানি নি,—জাত যাবার ভয় করি
নি,—একঘরে হ'বার ভয় করি নি।

ভেবেছিলুম আবার মেয়ের ঘর বর হবে,
তা'বেশ ঘর ক'রে দিয়েছি—বেশ বর
ক'রে দিয়েছি। এখন আর যাবে কোথায় ?
আমার দায় আর কে ঘাড়ে ক'রবে ?
লোকে যুগা করে করুক,—মুখ দেখাতে
না পারি না পারবো,—এই খানেই থাক।
যত্ন ক'রে বিষ কিনে এনে গুলেছি, এখন
গিলতে হবে। না ম'লে তো জুড়োবো
না !

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

নির্মলা। মা, বাবা রাগ ক'রে গেলেন।
ঠাকুরঝি বোধ হচ্ছে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব
শুনেছে।

[নির্মলার প্রস্থান।

পার্কতী। কর্তাকে হুকবো কি, আমারই
ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্তাক্ষ।

—*—

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ দরদালান।

নির্মলা ও প্রমদা।

প্রমদা। জানি নে বউদিদি, আমার এমন ক'রে
কতদিন যাবে। জানি নি—কি ক'রে
দিন কাটে ! এক একবার মনে হয়,
আমি কি এই জন্তে জন্মেছিলুম ! দিন
দিন যেন ষোর হুঃধপ্পে আচ্ছন্ন রয়েছি !
যুম থেকে উঠে দেখি, আমার পাশে যেন
একটা কি ভয়ঙ্কর অস্ত্র প'ড়ে আছে, তার
নিঃশ্বাসের বড় বড় শব্দে হৃৎকম্প হয়,—
ভূর্গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ ! মনে হয়—এই কি
আমার স্বামী ! একে প্রজ্ঞা ক'রবো
কেমন ক'রে,—ভক্তি ক'রবো—সেবা
ক'রবো কেমন ক'রে ! কিছু পরে রক্ত-
চক্ষে আমার পানে চায়, কি বিকট দৃষ্টি—
আতঙ্ক হয়।

নির্মলা । তুই কিছু ব'লতে পারিস্ নি ?

প্রমদা । কাকে ব'লবো—কে শুনে ?

কথার মধ্যে কথা, “বা—বাপের কাছে যা, টাকা নিয়ে আর ; আর গয়না থাকে দে ।
যেথায় পাস্—টাকা আন ।” যদি বলি,
“টাকা কোথায় পাবো ?” তার উত্তর
তোমার কাছে ব'লতে আমার ঘণা হচ্ছে,
—তুমি শুনে প্রত্যয় ক'বে না যে
স্বামী, স্ত্রীকে এ কথা ব'লতে পারে ।

নির্মলা । ছিঃ ছিঃ—বাবা কি সর্বনাশই
ক'রেছেন ।

প্রমদা । তারপর পাণ্ডাদারের কিচি কিচি,
লোকজন মাইনের জন্ত কুখ্যা বলে,
আমায় দেখিয়ে দেয়, বলে ওর ঠেঙে আদায়
কর । দিন এক রকমে কাটে, সন্ধ্যা
হ'লে পিশাচের নৃত্য । যারা সব সঙ্গী,
তারা গাউন পরিয়ে কাদের নিয়ে আসে,
কে জানে । তারা কুলবধু কি কে—
তাদের আচারে বোঝা যায় না, কার কে
স্বামী বোঝা যায় না । সেইখানেই আমায়
যেতে বলে, তাদের সঙ্গে মিশ'তে বলে,
না গেলে গা'ল দেয়—মারে । কতদিন
উপোস যায়, একবার জিজ্ঞাসা করে না
—আমার খাওয়া হয়েছে কি—না । মদ
খেতে বলে, অথ পুরুষের কাছে ব'সতে
বলে । আমি কুণ্ঠিত হ'লে বলে, অসত্য
—জদ্দা—সত্যতা জানে না । বউদিদি,
আমার অদৃষ্টে এত ছিল !

নির্মলা । ছিঃ ছিঃ কুলাঙ্গার, এ কি মাছুষ !

আহা দিদি তুই বড় ছঃখিনী !

প্রমদা । তারপর শোনো, তারা চ'লে গেল,
বগড়া শুরু হ'লো, গাল মন্দ তিরস্কার ।
হয় তো তাদের সঙ্গে চ'লে গেল । একা
রইলুম—চাকর বাকরেরা তার কুৎসা
ক'চে—আমার কুৎসা ক'চে, একা ঘরে
ব'সে শুনি । যখন বাড়ী ফিরে এলো, হয় তো
বেরারা কোচমানে ধরে আন'চে, মুদ্রের
মত বিছানায় এসে প'ড়'লো । এই আমার
জীবন, এই স্নেহের জন্ত বিবাহ হ'য়েছে ।
এই আমার স্বামী—এই আমার সংসার ।

তবু তো দিদি ম'রতে পারি নে—ম'রতে
তো ভয় হয় ।

নির্মলা । বালাই ম'রবি কেন ? তুই হেথা
থাক, আর সেখা যাস্ নি ।

প্রমদা । দিদি, কেমন ক'রে থাক'বো ?
শুনে তো, আমি থাকলে প্রবোধের বে
ভেঙ্গে যাবে ; বাবা লোকের কাছে মুখ
দেখাতে পার'বেন না ব'লেন ।

নির্মলা । ঠাকুরঝি তুই ছঃখ করিসনে, বাবা
জামাইয়ের উপর রাগ ক'রে ব'লেছেন ।

(১ম দাসীর প্রবেশ)

১ম দাসী । হ্যাঁগা বউ ঠাকুরণ, দিদি বিবি যে
খেয়ে গেলেন, গুঁর বাসন মাজ'বে কে ?
আমি ছোঁবো না, চাকরীর জন্তে জাত
হারাবে কে ?

নির্মলা । নে নে, আমি বাসন মাজ'বো এখন ।

(২য় দাসীর প্রবেশ)

২য় দাসী । আমাদের সব মাইনে চুকিয়ে বিদেশ
ক'রে দাও । বিবি দিদি থাকলে আমরা
এখানে থাক'বো না ।

নির্মলা । এখন যা না—তা তখন যাস্ ।

দাসী । তা বাছা—তোমরা লোকজন দেখো ।

[দাসীদ্বয়ের প্রস্থান ।

প্রমদা । বউ দিদি, আমি হেথা থাক'বো
কেমন ক'রে ? প্রবোধের সহক ভেঙ্গে
যাবে ; লোকে একঘরে ক'রেছিল,—
তোমার বাপ কতক'রে লোককে বুঝিয়ে
সুজিয়ে বাবাকে সমাজে চলন ক'রেছেন ।
যদি আমার স্বামীর হিন্দুস্থানী আচার ব্যব-
হার থাকতো, তাহ'লে বাবাকে সমাজভ্রষ্ট
হ'তে হ'তো না । আমাদের ক্রিস্টান ব'লে
জানো ; আমি হেতা থাকলে আবার
বাবাকে সমাজে ঠেলেবে । আর দাসীরা
তো আমার সামনেই জবাব দিয়ে গেল ।

নির্মলা । কেন—কি হয়েছে ? দাসী চাকর
আর পাওয়া যাবে না,—তুই কাদিস্ নি,
কোথায় বাচ্চিস্ ?

প্রমদা। সগড়িখালা মাজি গে।

নির্মলা। (হাত ধরিয়া) না—না, মাথা
খাবি, আমি সগড়ি নেব এখন।

(পার্কতীর প্রবেশ)

পার্কতী। ও মা, হাতে-ভাতে ক'রে উঠে
এসেছিস্? নে—আমি খাবার আন্চি,
খাবি আর।

প্রমদা। হ্যাঁ মা, আমি যদি এ বাড়ীতে দাসীর
মতন হয়ে থাকি, যদি দাসীদের একটা
ঘরে শুই,—আলাদা খাই—আলাদা
খাকি, তা'হলেও কি জা'ত যাবে?
হ্যাঁ মা, তবে আমি কোথায় দাঁড়াবো?
আমার কি হ'লো মা!

পার্কতী। নে তুই কাদিস্ নে, তুই হেথায়
থাকবি নি তো কোথায় যাবি? নে—
খাবি আর।

প্রমদা। না মা—আর আমি খেতে পা'রবো
না।

নির্মলা। থাক্—থাক্—ও বাজারে খাবার-
গুলো খেয়ে কাজ নাই,—আমি খাবার
তৈরি ক'চ্চি।

(হরমণির প্রবেশ)

পার্কতী। এসো মা!

নির্মলা। (প্রমদার প্রতি) ঠাকুরঝি তোর
কথাবার্তা ক, আমি আসছি, মা এসো।
(গমনকালীন পার্কতীর প্রতি জনান্তিকে)
বাবার কথা আড়াল থেকে শুনেছে।

[পার্কতী ও নির্মলার প্রস্থান।

হর। হ্যাঁ, মা, তুমি কি তোমার বোনের
বাড়ী গিয়েছিলে?

প্রমদা। হ্যাঁ, অনেক দিন দেখি নাই, এক-
বার দেখতে গিয়েছিলুম।

হর। তোমায় সেথা রাখতে চাইলে না?
হাস্ছ যে? বুঝি ধুলো পায়ে বিদেয়
দিয়েছে? খেতে টেতে ব'লেছিল?

প্রমদা। আমি বাড়ীতে এসে খেয়েছি।

হর। হ্যাঁ বুঝেছি,—এখন আর তাঁর কারো

ঝকি সহাবে না। তা বেশ হ'য়েছে,
তোমায় সেথা রাখলে আমি থাকতে ব্যরণ
ক'রতুম। এখন কি তুমি এখানেই
থাকবে?

প্রমদা। মা, আমি একদিন এয়েছি, এইতেই
চাকর দাসী শুদ্ধ থাকতে চাচ্ছে না। আমি
থাকলে ভারের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে—
আমার স্বামী এসে উপদ্রব ক'রেছিল,
বাবা রাগ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

হর। তবে কোথায় থাকবে?

প্রমদা। আমার স্বামীর কাছে যাবো।

হর। সে যে তোমায় যন্ত্রণা দেয় শুনেছি?

প্রমদা। আর কোথায় যাব মা!

হর। আমার ছোট মুখে বড় কথা হবে,—
কিন্তু মা তুমি বড় জ্ঞানী, তোমার স্বামী
তো নয় মা, স্বামী ব'লে কার কাছে
থাকবে? সে তো তোমায় জী ব'লে নেয়
নি।

প্রমদা। তুমি তবে সব শুনেছ?

হর। না মা, আমার শোন্বার দরকার নেই,
বারা সমাজ মানে না, তারা টাকার জন্তে
বিধবাবিবাহ করে। তোমার খসুরকে
জানি,—তোমার স্বামীকে জানি,—
তোমার স্বামীর ইয়ারদের জানি,—কি
সব ভূতের কীর্তি হয়, তাও আমি জানি।
নির্মলা কুলদ্বীপ এদের হাতে পড়ে যে কি
যম-বন্ত্রণা, তা আমি বেশ বুঝতে পারি।
এদের লোকভয় নাই, ধর্মভয় নাই, তাই
মা তোমার ব'লতে এসেছি, যদি মা
কোথাও স্থান না পাও, তুমি আমার
কাজে এসো।

প্রমদা। কেন মা—তোমায় মজাবো কেন?
আমার স্বামী উপদ্রব ক'রবে, আমার
বাবার নামে নালিস ক'রতে চার।

হর। পারে—আমার নামে ক'রবে; তাতে
আমার ভয় নাই; এমন অনেকে
ক'রেছে। অনেকে বুঝে গিয়েছে,—
আমি অনাথা, আমি অনাথাকে আশ্রয়
দিতে ভয় পাই নে। তুমি কিছু নেন
ক'রো না মা!

প্রমদা। আমি তোমার কাছে থাকলে, লোকে
কি ব'লবে?

হর। লোকের সঙ্গে আর তোমার আমার
স্ববাদ কি? লোকের সঙ্গে স্ববাদ—
তারা অনাথাকে পীড়ন ক'রবে, ঘৃণা
ক'রবে, শাস্তি দিতে চাইবে—লোকের
সঙ্গে এই স্ববাদ। তবে আর লোকের
কথায় কি এসে যায়! তুমি তো বোঝো
না, জাত যাবার ভয়ে তোমার বাপ
তোমায় জায়গা দিতে কুণ্ঠিত? তোমার
মা জোর ক'রে কিছু ব'লতে পারেন না।
তুমি মা লোকের কথা ভেবো না। তুমি
আমার সঙ্গে চল।

প্রমদা। মা, আমার মরণই ভাল।

হর। কেন মা ম'রবে? আমিও ভেবে-
ছিলুম ম'রবো; তার পর বুঝলুম—ম'রে
কি হবে, ম'রবো! কেন? যত দিন
বাঁচবো, আমাদের মত অনাথার সেবা
ক'রবো।

(হরমণির বালিকাগণের প্রবেশ)

হর। এস। আমি তোমার গান শোনাবার
জন্তে এদের ডেকেছি। গাও মা তোমরা
অনাথনাথের গানটি গাও তো।

বালিকাগণের গীত।

ভবে কাজ র'য়েছে, কাজ ফেলে গেলে,
তীর কাছে যাব কি ব'লে,
স্থান যদি গুণনিধি, 'কাজ করে দিয়ে এলে?'
বোঝাতে অনাথের বাথা,
ক'রেছেন রূপায় অনাথা,
না বুঝলে বাথা, হয় না মমতা;
নেব কোলে আপন বলে,
শ্রীনাথের অনাথ পেলে।
প্রভুর সেবা—অনাথা সেবায়,
সে সেবায় হেলায়—হব অপরাধী পায়,
কায়মনে রই সেবায় রত, ঘৃণা-পঙ্কজ-ভয় ঠেলে।
হর। তোমরা বাঁড়ী যাও, আমি যাচ্ছি।

[বালিকাগণের প্রস্থান।

প্রমদার প্রতি) কি ভাবছ মা?

প্রমদা। আজ্ঞা মা, আমি বউকে জিজ্ঞাসা
ক'রবো।

হর। তাই ক'রো; সে সতীলক্ষ্মী, কখনো
তোমাকে মন্দ পরামর্শ দেবে না। আমি
চন্দ্রম মা, রোগীদের রাত্রে খাবার ব্যবস্থা
ক'রে দিয়ে আ'সছি।

[প্রস্থান।

প্রমদা। না, আমি আমার স্বামী: কাছেই
যাবো। আমি ম'জতে ব'সেছি—আমিই
মজি, আমি কেন এ কাশ্মালকে মজাবো?
বাবা এখানে রাখবার চেষ্টা ক'রবেন,
কিন্তু আমার স্বামীর উপদ্রবে দিন দিন
আলাতন হবেন; হয় তো সত্যি পুলিশে
নালিস ক'রবে। আর বাবার মুখ হেঁট
ক'রবো না। প্রবোধের বে হবে না,
সমাজের ঠেলা খা'কতে হবে। কেন—
আমার জন্ত সকলের কষ্ট কেন?
আমার অদৃষ্টে যা আছে—তাই হবে।
আমি কাকেও না ব'লে চুপি চুপি যাদের
কিছু ক'রলে, পাকী আনিয়ে খিড়কি
দোর দে চ'লে যাই!

নেপথ্যে নির্মলা। ঠাকুরকি—

প্রমদা। যাই।

[প্রস্থান।

শকম গর্তাঙ্ক।

—:—

বেণীমাধবের উত্তানবাটী

প্রকাশ ও ভূবনমোহিনী

ভূবন। গাউন-পরা একেবারে
এসে উপস্থিত। বয়েস, আয়তন
দেয় না, তাই এই সূর্যসকল
প্রকাশ। কি মনে ক'রে
ভূবন। মতলব ভাজেন
অছিলের এসেছেন,
রাখি। আমি
ক'রেছি; বন্ধন,

আবার রাগ ক'রবেন, আমার কাছে
কাককে আসতে দেন না'।

প্রকাশ। অমনি বাইরে বাইরে বিদায় দিলে
বুঝি ?

বন। বোধ হয় পেয়েই এসেছিল; তোমার
আসবার সময় দেখে আমি আর থাকার
কথা ভুলুম না।

প্রকাশ। কেন রাখলে না ? বোনাই আসবে,
আমোদ আল্লাদ চ'লবে, আমি পুরোণ
হ'লে চগুম, নতুন মাহুম পাবে।

বন। বেইমান তো এক রকম নয়। এখন
বাবুকে সাতবার ডাক্তে পাঠাতে হয়,
আবার কত ভিরকুটা হচ্ছে !

প্রকাশ। ভিরকুটা আর কি, বোনাই আসা
বাওয়া ক'রবে, এতো ভাল কথাই
ব'লছি। শ্রাম্পেন চ'লবে, নাচ চ'লবে,
বিবি হবে, আমরা বাঙ্গালী মানুষ অতদূর
তো পারবো না।

ভূবন। আচ্চ ঠসক দেখ !

(পাগলের প্রবেশ)

পাগল। হুকুম !

ভূবন। ও আবার কি ক'রতে এয়েছে ?

প্রকাশ। আমিই ডেকেছি, মজা দেখ না।

(পাগলের প্রতি) তুমি এখন কি হ'য়েছ,
ভনিয়ে দাও।

পাগল। গণংকার হ'য়েছি।

প্রকাশ। কি ক'রে গণংকার হ'লে ?

পাগল। তোমার তো ব'লছি, একদিন রাত্তার
ধারে ঘুমিয়ে প'ড়েছি, উঠে দেখি যে ম'রে
গণংকার হয়েছি।

প্রকাশ। ঘুম থেকে উঠেই বুঝি ম'রে জন্মালে ?

পাগল। হ্যা—এই দেখ না, তুমি সাধু ছিলে,
এই একে দেখে ভয়ে সাধুটা গেল মরে,
—এখন ঘুম থেকে উঠে ফিটবাবু হ'য়েছ।

প্রকাশ। এর হাত দেখতে পারো ?

পাগল। হাত দেখতে আর হবে না, চিনি
মেখে বিষ খেয়েছে; আগে টের পায় নি,
কমে বিষ খ'রবে।

ভূবন। তুমি বল পাগল, দেখছ না বদ্মাইসি,
আমায় ঠেস ক'রে কথা ক'চ্ছে।

প্রকাশ। আরে না না—শোনো না। তুমি
প্রথম কি জন্মেছিলে ?

পাগল। তোমার মতন পরজামাই।

ভূবন। কথার ভিঁরি শুনেছ ? আমি গাধুইগে।
[প্রস্থান।]

প্রকাশ। তারপর ম'রে ?

পাগল। ম'রেই দেখি, মাগ বিধবা হয়েছে,
কাজেই সদাগর হ'য়ে গেলুম।

প্রকাশ। তারপর বুঝি গণংকার হয়েছ ?

পাগল। না, মাঝে পাগল হই; পরন্তু মরে
গণংকার হ'য়েছি।

প্রকাশ। ঘুমিয়ে মলে বুঝি ?

পাগল। না, জেগে জেগেই মলুম।

প্রকাশ। এবার আবার কতদিনে মরবে ?

পাগল। তার ঠিক নাই। ঠাওরাকি, মাস
দুই তিনে ম'রবো।

প্রকাশ। ম'রে কি হবে ?

পাগল। পুলিশ ইন্স্পেক্টার।

প্রকাশ। পুলিশ ইন্স্পেক্টার হবে কেন ?

পাগল। তবে আর গণংকার হ'য়েছি কি
ক'রতে ? গণংকার হয়ে দেখছি কে
কোথায় সদাশিব-চায়েরূপের রোকরী
গদীতে বাটা বাদ দিয়ে জাল হাওনোটের
টাকা নিচ্ছে; এসব গুণে নিচি। তারপর
পুলিস ইন্স্পেক্টার হয়ে তারে বাঁধবো।

প্রকাশ। কাকে বাঁধবে ?

পাগল। এই ধর না কেন, তোমার বাঁধতে
পারি।

প্রকাশ। তুমি পুলিশ-ইন্স্পেক্টর হবে ?

পাগল। গোয়েন্দাও হ'তে পারি,—না ম'লে
কি ক'রে ব'লবো। এই দেখ না কেন,
তুমি কি ঠাওর পেয়েছিলে যে, সাধু ম'রে
জোচ্চোর লুচ হয় ?

প্রকাশ। তুমি কে ? সদাশিব-চায়েরূপ
বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, ভারতবর্ষের
সকল স্থানে তাদের কুঠী আছে, জঙ্গ-
ম্যাজিষ্ট্রেট এমন কি ছোটলাট, বড়লাট
প্রভৃতি তাদের খাতির করে, তুমি সামান্য

বাক্তি, তাদের গদীর খবর কেমন ক'রে জানলে ?

পাগল। কেন গণ্ডকার হ'য়ে ?

প্রকাশ। না, তুমি ঠিক বলো, তুমি টাকা কোথা পাও ? অনেক সংকার্য্য করো দেখতে পাঠি। হরমণি তোমার কে ? আচ্ছা শুনে বল দেখি—আমার কি হবে ?

পাগল। তুমি রাস্তার তেমাথায় এস পড়েছ : যে দিকে এসেছ, সে দিকে আর কেব্বার যো নাই, তবে এখন তোমার এক পথ সোজা, আর এক পথ অঁকাবাঁকা। সোজা পথে গেলে এ বাড়ীর দিকে পেছ ফিরতে হয়, বরাবর সদাশিব-চার্নেনরূপের গদীতে উঠতে হয়।

প্রকাশ। আর তুমি যদি ম'রে ইন্স্পেক্টর হ'য়ে বাঁধো ?

পাগল। ম'রে না ইন্স্পেক্টর হ'লে তো বাঁধবো না, চাই কি তোমার বন্ধু হ'তে পারি।

প্রকাশ। গদীতে গিয়ে কি ক'রবো ?

পাগল। অঁতের ময়লা ধুয়ে জাল হাওনোটের কথা বলতে হবে। নাকে কানে খৎ দিলে চাই কি তারা দায়দখল কাটিয়ে দিতে পারে। এই বেণীবাবুর বিষয় যার যার কাছে বাঁধা রেখেছ, আমি শুনে দেখেছি, সদাশিব-চার্নেনরূপ সব মর্টগেজ কিনে নিয়েছে। বেণীবাবুর দেইজীরা যে বৌজদারী মোকদ্দমা ক'ছে, তা থেকেও বেঁচে যেতে পারো। তবে কি জানো—আবার মরতে হবে। যেমন সাধু ম'রে লোকা-জোচ্চর হ'য়েছ, তেমনি লোকা-জোচ্চর ম'রে আর এক জগ্ন নিতে হবে।

প্রকাশ। আর বাঁকা পথে ?

পাগল। এইবার পাগলের সঙ্গে পাগলামো ক'চ্ছ ? মাকড়সা স্ততো বুনে আরো জাল বাড়ায়—জাল কমে না। বাঁকাপথ থেকে ফিরে সোজাপথে চ'লে একটু সোজা হয়, তবে সোজা বোঝা—সোজা নয়। বোঝে না কেন, সেই যে বেণীর কাছে বোসেছিলে, পাগল পাগলাম ক'রলে, সোজা পথ

দেখতে গেলে—কিন্তু সে পথে যেতে পারলে না। তা তুমি একলা নও, সোজা-পথ দেখতে জগৎ শুকুই পায়, কিন্তু সোজা পথের পথিক হাজারে একটা হয় কি না সন্দেহ।

[প্রস্থান।

প্রকাশ। আর কিছু নয়—বেটা প্রমদাবুর কাছে যায়, সব শুনেছে। কিন্তু আমি সদাশিব-চার্নেনরূপের গদীতে জাল হাওনোট discount ক'রেছি, কি ক'রে জানলে। সর্কেষর কি ব'লেছে ? না, সে তো সর্কেষরও জানে না। এ বেটা কে ? এ বেটা কি গোয়েন্দা ! চারদিকে জড়িয়ে পড়েছি, সবদিক সামলাই কি ক'রে ?

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক।

—::—

বেঁচী সাহেবের বাটীর কটক।

(বেঁচীর বাটা হইতে বাহির হওন ও

প্রমদার প্রবেশ)

বেঁচী। কি, টাকা এনেছ ?

প্রমদা। না, বাবা আর টাকা দেবেন না।

বেঁচী। দূর হও, হাজার টাকা হাতে লাগতো, বাগানে গেলে না। ভাবলুম, আচ্ছা সতীগিরি কলাতে চাচ্চ, বাপের কাছ থেকেই টাকা আনো—আপত্তি নাই। টাকাকে টাকা হাতছাড়া হ'লো, party তে নিয়ন্ত্রণ হবে না, সব দিক মটী। বেরোও !

প্রমদা। কোথায় বাব ?

বেঁচী। বেথানে খুসী—বাও—বেরোও !

প্রমদা। আমি রাস্তার বেরোবো কোথায় ?

বেঁচী। সে তুমি জানো, বাও চ'লে যাও—তোমার বাপের বাড়ী যাও। আমার যেমন হাঁকিয়ে দিয়েছে, আমি কাল তার

নামে নালিশ কর্ণো,—সমন পেলে টাকা দেয় কি না দেখণো ; তুমি হেথায় থাকলে নালিশ হবে না। দাঁও যাও—অনেক মাথা খাটিয়ে মতলব বার ক'রতে হয়, মতলব ফাঁসিও না। যাও—যাও, দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

প্রমদা। আমার বার ক'রে দিও না—আমায় বার ক'রে দিও না ; আজকের রাত্রিরেব মত থাকতে দাঁও, কাল সকালে চ'লে যাবো।

বেঁচী। বেরোও !

(গলাধাক্কা প্রদান, প্রমদার বাহিরে পতন ও বেঁচীর ফটক বন্ধকরণ)

প্রমদা। ওগো তোমার পায়ে পড়ি গো—দোর খুলে দাঁও গো ! ওগো বড্ড মেঘ ক'রেছে, ঝড় আসছে, আমি কোথায় যাবো। আমার বাপের বাড়ী জায়গা নাই, বোনের বাড়ী জায়গা নাই, আমি রাত্রির থেকে, কাল সকালবেলা যেখানে হয় চ'লে যাব। দাঁও গো দাঁও—দোর খুলে দাঁও।

বেঁচী। কোথাও জায়গা না পাস, যা গঙ্গার ডুবে মরুগে।

প্রমদা। ওগো, আমি নীচের এক কোশে পড়ে থাকবো, দোর খুলে দাঁও।

বেঁচী। (চাবুক হস্তে ফটক খুলিয়া) বেরোও—বেরোও ! (প্রহার)

প্রমদা। মেরো না—মেরো না—ম'রে যাব—ম'রে যাব ; পড়ে গিয়ে বড্ড লেগেছে। মেরো না—মেরো না—আমি একা মেরে-মাছুষ রাত্রে কোথায় যাব ?

বেঁচী। চ'লে যাও—চ'লে যাও, বাপের বাড়ী চ'লে যাও, নইলে সব মতলব মাটি ক'রবে। (প্রহার)

প্রমদা। ওগো ম'রে যাব—ম'রে যাব। ও বাবা—গো—ও বাবা গো—

বেঁচী। যাও—

(প্রহার)

প্রমদা। ও মাগো—ও মাগো—

[দৌড়িয়া পলায়ন।

বেঁচী। গঙ্গার দিকে ছুটে গেল না ? ডুবে মরে তো খণ্ডর বেটার নামে মন্ত Charge দেওয়া যায়। বেয়ারা !

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা। ছজুর !

বেঁচী। আমি club মে যাতা, বিবি আওরে ঘুসুনে মাং দেও।

[প্রস্থান।

(কোচম্যানের প্রবেশ)

বেহারা। দেখ ভাই, এ শালা সাব, আপ্না জরুকি চাবুক দেকি নিকাল দিয়া।

কোচ। আওরাংকি মারা ! শালাকা গর্দানো নেই পাকড়ো কেঁও ! তেরা ক মাহিনাকো তলপ বাকী ?

বেহারা। ওহি পাঁচ মাহিনা।

কোচ। চল তলপ নেই মিলেগা, কাম ছোড়কে চলা যাই,—নালিস করুকে তলপ লে গা।

বেহারা। গিছে শালা ফাসাদ করে ?

কোচ। ক্যা ফাসাদ ! সমতানকো পাশ নেই রহা না। লেও কাপড়া ওপড়া লেকে চলো। খানদামাতি কাম ছোড় দেগা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাক্ষ।

—ঃ—

পথ।

আত্মবিস্ময় প্রমদা।

প্রমদা। তুমি বের রাত্রিতে ফেলে চ'লে গিয়েছ,—আমি অনাথা, আমার দয়া করো। তুমি দেখা দিয়ে কেন আমার সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও ; আমি কোন্ দিকে যাবো—পথ জানি না ! আমি তোমার কথায় যাচ্ছি। কোথায় গঙ্গা জানিনি,—তুমি না নিয়ে গেলে কে পথ ব'লে দেবে ? দেখা দিয়ে ব'লে দাঁও কোথায়

গঙ্গা ! মা গঙ্গা তুমি কোথায় ? আমি
কতক্ষণে পৌছব ? কতক্ষণে আমি তোমার
কোলে স্থান পেয়ে পবিত্র হবো ! আমি
পবিত্র হ'লে, আমার স্বামী স্বর্গ থেকে
এসে ব'লেছেন, আমার অপরাধ মার্জনা
করে আমার তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবেন ।
কোথায় গঙ্গা—কতক্ষণে পৌছব ? আর
বে চ'লতে পারি নে,—আবার কোন
মাতাল রাস্তায় ধরবে । তা হ'লে মরে
যাবো, আর পালাতে পারবো না—এই
আড়ালে একটু বসি ।

(পথিপার্শ্বস্থ দোকানের অন্তরালে উপবেশন
এবং দরজা খুলিয়া স্বর্ণকারের
বাহির হওন)

স্বর্ণকার । কেরে—এত রাত্রে দোকান ঘরের
পাশে ? চোর বেটা—সেদিন অমনি
এসেছিল ! হারামজাদী, হাতুড়িপেটা
ক'রবো ।

প্রমদা । আমি চোর নই বাবা ! আমি গঙ্গায়
যাচ্ছিলুম !

স্বর্ণকার । বেটা, পূর্বমুখো গঙ্গায় যাচ্ছিলে ?
পাহারাওয়াল—পাহারাওয়াল !

(পাহারাওয়ালদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম পাহা । কেয়া হল্লা রে ?

স্বর্ণকার । পাহারাওয়াল সাহেব, এই বেটা
সেদিন দোকানে সে'দিয়েছিল, আমি
পাহারাওয়াল ডাকতে ছুটে পালালো ।

২য় পাহা । তু—কোন হায় রে ?

প্রমদা । আমি বাবা ভালমাহুষের মেয়ে,
আমাদের বাড়ী ওদিকে, আমি গঙ্গাতীরে
যাচ্ছিলুম ।

১ম পাহা । ইদার গঙ্গাজী যাতিথি ?

প্রমদা । সত্য ব'লছি, আমি গঙ্গায় ডুবে
ম'রতে যাচ্ছিলুম, আমার আর কোথাও
স্থান নাই ।

১ম পাহা । আরে জেহালমে বহৎ জারগা
হায়, চল্ খুশরী ।

(প্রহার)

প্রমদা । ও মাগো—মলুম গো !

২য় পাহা । আরে থানামে যাক্কে মরো ।

(মিঃ বাহু, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়াল
প্রভৃতির প্রবেশ)

বড়াল । দেখ দেখ মজা দেখ,—হেঁটে আনতে
চাচ্ছিলে না বাবা !

প্রমদা । দোহাই বাবা—আমায় গঙ্গাতীরে
নিয়ে চলো । আমি ডুবে ম'রবো—দেখবে ।
এখানে মেরে ফেলো না, আমার গতি হবে
না ! আমার স্বামী গঙ্গায় পবিত্র হ'তে
বলেছেন, আমি সত্যি মরবো ! গঙ্গায় না
ম'লে আমার তিনি নেবেন না !

১ম পাহা । চল—তোমকো কুন্ডামে গাড়ে গা !

বাহু । আরে বাঃ বাঃ—ঘেঁটীর মাগ—ঘেঁটীর
মাগ ! বিবিসাহেব—এখানে কেন ?

পাহারাওয়াল, এ চোর নয়, ছেড়ে দাও ।

১ম পাহা । আপলোককো আদমি ? নেহি
পছ'না ! কম্বর মাণ কিজিয়ে ।

[পাহারাওয়ালদ্বয়ের প্রস্থান ।

স্বর্ণকার । ও বাবা, গোরী ফেপে বেরিয়েছে ।
(দ্বারবন্ধ করণ)

বাহু । এস বিবিসাহেব, এই কাছেই বাগান,
আমোদ করিগে ।

প্রমদা । আমায় ছুঁয়ো না—আমায় ছুঁয়ো
না !

বড়াল । কেন বাবা ! রাত্রে বেরিয়ে পড়েছ,
—আর সতীগিরি নাড়ছ কেন ? চল না,
মিঃ বাহু পাঁচশো টাকা দেবে !

(হস্তধারণ)

প্রমদা । ছেড়ে দাও—তোমার পায়ে পড়ি
ছেড়ে দাও !

বাহু । আর কেন চাঁদ, রাস্তায় হাত পাগড়া-
পাগড়ি !

প্রমদা । পাহারাওয়াল—পাহারাওয়াল, আমি
চোর, আমার থানায় নিয়ে যাও ।

বাহু । প্রাণ চুরি ক'রেছ ।

প্রমদা । পাহারাওয়াল—পাহারাওয়াল—
মল্লিক । চলো পাঁজা-কোলা ক'রে নিয়ে যাই ।

বড়াল । না, কিছু ক'রতে হবে না—কিছু

ক'রতে হবে না। তুমি এমন কেন ক'চ্ছ ?
যেঁটী রাজী আছে। ভাবছ কেন-চল
না—তোমার উপর খুব খুসী হবে।

প্রমদা। দোহাই তোমাদের—দোহাই তোমা-
দের! আমি ডুবে ম'রবো—ডুবে ম'রবো—
বাহু। প্রেমে ডুবিয়ে রাখবো! চলো, তুলে
নিয়ে চলো—তুলে নিয়ে চলো।

(সকলের বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবার চেষ্টা)

(বেহারা ও কোচম্যানের প্রবেশ)

বেহারা। আরে কোচম্যানজি—বিবি!
কোচ। আরে ফিন্ শালালোক বদিয়াদি
করতা।

(প্রহার)

বড়াল। এই বেয়ারা—এই কোচম্যান—
বেহারা। ফিন্ শালা, বেয়ারা বোলাইত!
কোচ। মারো শালা লোককো—মারো শালা
লোককো—

[প্রমদা ব্যতীত সকলের মারামারি করিতে
করিতে গ্রহান।

প্রমদা। আর তো চ'লতে পাচ্ছিনে, মা গঙ্গা,
কোথায় তুমি! (মূর্ছা)

(হেবো ও হরমণির প্রবেশ)

হেবো। হরমণি—হরমণি—এই যে!

হর। বেয়ারা, কোচম্যান ঠিক বলেছে, এ
দিকেই এসেছে। মা—মা—(কোলে
লইয়া) ইন্ ভারি অর—গা পুড়ে যাচ্ছে!

হেবো। নেকা বেটা! রাস্তায় ভিজ্তে
ভিজ্তে এয়েছে কি না! বেটা হরমণির
বাড়ী যেতে পারেন না! আমি যদি চাবুক
মারতে দেখতে পেতুম, তা হ'লে যেঁটীকে
এক থাবড়ায় ঘুরিয়ে দিতুম!

প্রমদা। আর মেরো না—মেরো না! আমি
ম'রে যাব।

হর। ভয় নাই মা—ভয় নাই; আমি হরমণি
চিন্তে পাচ্ছো না?

প্রমদা। মা হরমণি! তুমি আমার গঙ্গায় নিয়ে
চলো, আমি ডুবে ম'রবো।

হর। কেন মা ডুবে ম'রবে? আমি তোমায়
বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

প্রমদা। না মা,—বাড়ী নিয়ে যেরো না—
গঙ্গায় নিয়ে চলো। আমি বাঁচবো না মা
আমি গঙ্গায় ম'লে আমার পাপ দেহ শুদ্ধ
হবে, আমার স্বামী আমার বলেছে—
আমায় নিয়ে যাবে। আমার অপরাধ
মার্জনা ক'রবে।

হেবো। কে তোকে নিয়ে যাবে? আম'রা
তোকে নিয়ে যেতে এসেছি।

হর। হেবো, বাবা একখানা পাকী দেখ।

হেবো। এত রাত্রে পাকী কোথায় পাবো?
বলিস্ ত আমি ওকে কোলে ক'রে নিয়ে
যাই। ও ব'লছে, তুই কি শুন্ছিস্?
আমার মা অমনি মরবার সময় মিছে
ব'কেছিল।

প্রমদা। না বাবা—মিছে নয়! সে আমায়
ব'লে গিয়েছে, গঙ্গায় ম'রে শুদ্ধ হবো, তবে
সে আমায় স্পর্শ ক'রবে।

হর। হেবো, দেখ বাবা দেখ, একখানা পাকী
দেখ।

হেবো। আমি দেখছি, এত রাত্রে পাকী
পাবো না। যদি পাকী না পাই, এসে
কিন্তু আমি কোলে ক'রে নিয়ে যাবো।

[প্রস্থান।

প্রমদা। মা, সে এসেছিল,—আজ আবার
ব'লে গেল! আমি রাস্তায় ছুটছি,—
সে ব'ললে, যা গঙ্গায় ডুবে ম'র; তারপর
আমি যেখানে আছি, তোকে নিয়ে যাব।
তখন ব'ম্ ব'ম্ করে বৃষ্টি প'ড়ছে, কড় কড়
বাজ ডাকছে, টেঁচিয়ে ব'লে—আমি
শুন্তে পেলুম। ব'লে, চল চল, ম'রবি
চল, নইলে তোরে নেব না।

হর। পাকী আসুক, আমি তোমায় গঙ্গায়
নিয়ে যাবো মা! অহো! বাছা নিরাশ্রয়
হ'য়ে আপনার স্বামীকে স্মরণ ক'রেছে,
তাই খেয়াল দেখছে।

প্রমদা। দেখ' দেখ'—ওই এসেছে,—ওই
টোপর মাথায় দিয়ে এসেছে,—ওই আমার
ডাকছে,—দেখতে পাচ্ছ না—দেখতে
পাচ্ছ না!

প্রকাশ। তুমি এখানে কি করতে এসেছিস—
—বেরো।

পাগল। গোয়েন্দা হ'য়ে খবর নিতে এসেছি।
খবর পেরেছি—চলুন।

[পাগলের প্রস্থান।]

প্রকাশ। বেটা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা, নইলে
জাল হাওনোটের কথা জানলে কি করে?
বাটা শাসিয়ে গেল, বোধ হয় কালই
ওয়ারেন্ট বেরবে। হে মজ্জ মজুক, আমি
আপনি ঝাঁচবার তো চেষ্টা পাই।

(ভুবনমোহিনীর প্রবেশ)

একি, তুমি এখানে কি করতে এসেছ?
লোকে কি বোলবে?

ভুবন। আর লোকে কি বলবে? লোক
বলাবলির আর কি বাকী আছে? আমার
দেখে চাকর দাসী শুদ্ধ কানাকানি ক'চে।

প্রকাশ। সে তোমার আপনার দোষ। চিত্তি
তো তোমার গোড়ায় ব'লেছিলো, তুমি
পেটের কাঁটা খসিয়ে ফেলো। তুমি কারো
কথা শুনলে না, তা আমি কি করবো?

ভুবন। তোমার কি আর মহাশয় নাই?
একে তো এই মহাপাপ ক'রেছি তার
উপর জীবহত্যা করবো—ক্রমহত্যা
ক'রবো!

প্রকাশ। কেন দোষ কি? অমন আকচা
তো হ'চ্ছে। তুমি কথা না শুনলে,
তোমার কাছে আমি যেতে পারবো না।

ভুবন। প্রকাশ, তুমি কি আর সত্যি সত্যি সে
মাহুষ নও? তোমার কি সব গিয়েছে?
তুমি আমার এই সর্বনাশ ক'রে আর
দেখা দাও না। আমি অবলা, নিরাশ্রয়।
তোমার জন্তু'বাপ তাগ ক'রেছি, না তাগ
ক'রেছি, আশ্রয়হীন ভগ্নীকে বাড়ীতে
জায়গা দিই নাই। তাইকে আসতে দিই
নাই। তুমি আমার এই দশা ক'রে
বোলছ কিনা—ক্রমহত্যা না ক'রলে
আমার কাছে আসবে না।

প্রকাশ। তুমিই তো আমার কুপথগামী
ক'রলে। আমার দেবতার মত চরিত্র

ছিল,—আমি জোয়ার সঙ্গে দেখা ক'রতে
চাই নি,—তুমি বারণ শোনো নাই।
আমি লোকনিন্দার ভয়ে আসতে চাইতুম
না,—তুমি লোকনিন্দা উপেক্ষা ক'রতে
ব'লেছ।

ভুবন। হ্যাঁ, সত্যিই বলেছি, আমি সহস্রবার
দোষী; কিন্তু কে আমার বিধবার
আচারে থাকতে নিবেদন ক'রেছিল? আমি
সহস্রবার আচারে যেকোন ছিলুম, তা অপেক্ষা
শতগুণে বিলাসী কে করেছিল? কে
আমার জুল পয়তে বলে দর্পণে মুখ দেখতে
ব'লতো? কে আমার সকলের উপ-
দেশ উপেক্ষা করতে বলে শত উদ্দীপক
আহারে প্রবৃত্তি দিয়ে? যদি আমিই
অপরাধী হই, অপরাধের কি মার্জনা
নাই? সম্পূর্ণ শান্তি কি এখনও হয় নি?
তোমার বন্ধকে অরণ করেও কি মার্জনা
করতে পারো না? অবলা আশ্রিতা
বলেও কি মার্জনা ক'রতে পার না?
আমার রক্ষা করো, আমার আত্মঘাতিনী
করো না?

প্রকাশ। আমি তোমার গর্ভগুহ বিবাহ
ক'রতে পারবো না; তুমি ছেলে কোলে
ক'রে বেড়াবে, ছেলের মা হবে—সখ
হ'য়েছে। তুমি দোষ মনে ক'চ্ছ, তোমা-
দের বউকে জিজ্ঞাসা করো দেখি,
সে কেমন দোষ বলে! সে যদি
যদি দোষ না বলে, তাহ'লে তো রাজী
আছ? ভুবন, এ কেন দোষ মনে
ক'চ্ছ, এ সকল ঘরেই আছে; তবে
তোমার মতন কেউ চলাচলি ক'রতে
চায় না! আমি যা বলছি করো, তারপর
তোমার কথা আমি রাখবো।

ভুবন। আমাদের বউ আমার আর মুখ দর্শ-
নও করবে না।

প্রকাশ। কেন করবে না, তুমি মিনতি ক'রে
চিঠি লিখে দেখ' দেখি? সে মুখদর্শন
করতে চায় না সাধে? চিত্তিকে বলেছে,
গর্ভবতী বিধবার কাছে যাব কেমন করে?
আমার যে নিন্দা হবে?

ভুবন। সে দেবী, সে কখনো আমার পাশে
মতি দেবে না।

প্রকাশ। না দেবে না। সে কি আমার মত
তোমায় স্পষ্ট করে বলবে? তোমায়
আর বলে গিয়েছিল কি? বলেছিল না—
কালীতে গিয়ে থাকো, তার মানে কি?
তুমি তারে ডেকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা
করো, স্পষ্ট কথা সে বলবে।

ভুবন। না—না, আর তুমি আমার লালনা
করো না, সে কখন বলবে না।

প্রকাশ। সে বলবে—নিশ্চয় বলবে। এই
তারই কথায় তো চিতি তোমায় বল-
ছিল। শোন,—কথা কাটাকাটি করো
না,—পত্র লিখে পাঠাও। সে বলে তো
রাজী আছে? আমি যা বলছি তা করো,
তারপর তোমায় বে ক'রবো।

ভুবন। কি লিখবো?

প্রকাশ। জন্মের শোধ একবার দেখা ক'রে
যাও। এই চিতি আসচে, চিতিকে দে
পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভুবন। আচ্ছা আমি লিখছি। সে যদি না
বলে?

প্রকাশ। সে না বলে, আমি তোমায় বিবাহ
ক'রবো। নাও কাগজ-কলম নাও, চিতি
লেখো! লেখো—“দিদি, জন্মের শোধ
আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে যাও।”

(চিন্তেখরীর প্রবেশ)

কেমন চিন্তেখরী, তোমায় বলে নাই যে
ঠাকুরঝিকে পেটের কাঁটা সরাতে বলো?
চিন্তে। ওমা—বলে নাই, মাথার দিবি দিয়ে
ব'লে। বলে, ওষুধপত্র না খেতে চায়,
গলার পা দিয়ে খাইও।

ভুবন। (পত্র লিখিয়া) এই লিখলুম, হবে?

প্রকাশ। হবে—হবে—নাও। (পত্র গ্রহণ
করিয়া) তুমি যাও, এখনই সব লোক
আসবে। আমার একই কথা, আমি যা
বলছি—তা করো; আমার সাক্ষি লিখে
দিও যে, তোমার কাছে আমার আর দারিদ্র
নাই, তোমার দেনার আমি বাঁধা দিয়েছি।

আমার অবিশ্বাস করো,—আমি বে ক'রবো
আর কাগজখানি আমার তুমি দেবে। ঐ
বুঝি কে আসছে, আমি অল্প ঘরে বসাই,
তুমি লীগগির চলে যাও।

[প্রস্থানোত্তোগ।

ভুবন। (পদধারণ করিয়া) প্রকাশ, আমার
এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করো। আমার
বথাসর্ব্ব নিরুৎসাহ, তাতে আমি দ্বিষ্ট
নই! তুমি সাক্ষি লিখে নিতে চাও, আমি
রাজী আছি,—আমায় কলঙ্ক থেকে মুক্তি
দাও—তুমি আমার বিবাহ করো। আমি
তোমার গলগ্রহ হব না, আমি কুঁড়ে ঘরে
গিয়ে থাকবো, ভিক্ষা ক'রে খাব। কিন্তু
লোকে বেজা বলে ঘৃণা ক'রবে,—ভিক্ষা
ক'রতেও বাড়ী ঢুকতে দেবে না। বাপ,
ভাই কাছে আসবে না—আমায় এ বিপদ
থেকে উদ্ধার করো।

প্রকাশ। যাও যাও, আর ঢলাঢলি করো
না, যা বললুম—করো।

[প্রস্থান।

চিন্তে। বাছা আমি যা বলছি শোনো,—
ও সব নটো লোকের কথায়
বিশ্বাস ক'রো না। বে করে তখন
ক'রবে, তুমি তো এখন বাড়ীবাপুটা
হও। ও সব বাড়ীতেই হচ্ছে। খুব
সোজা,—আমি একটা মাগী ঠিক ক'রেছি,
সে রাজে এসে তোমায় খালাস ক'রে
যাবে। কাকে-কোকিলে টের পাবে না,
ভোরে উঠে দেখবে, তুমি যেমন ছিলে—
তেমনি, আর কার কাছে তোমার মুখ
নীচ হবে না। আর তোমাদের বউকে
ডাকাডাকি কিসের? সে তো আমায়
বোলেই দিয়েছিল,—এখন কি জীব
হ'য়েছে যে জীবহত্যা হবে? আহা, বাছা
কৈদো না,—নটো মানুষের মনে পড়ে
বাছার এই দশা! তুমি এসো, আমি
সেই মাগীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে তোমার
কাছে বাছি। (স্বগতঃ) ছুঁড়ি অংথারে
দেখতে পেতো না,—আমি স্বস্তান
ক'রতে বলেছিলুম, আমার দূর দূর

ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিল, একবার পেলে
হর।

[প্রস্থান।

ভুবন। কি বল্লে,—মাকে খবর দেবে? মার
সঙ্গে একবার দেখা হ'লে হতো। বিকে
দিয়ে প্রবোধকে ডাক্তে পাঠাই। কি
হবে—কি ক'রবো? মার কাছে যাবো?
কি হ'লো—কোথায় যাবো?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্তীক।

—:~:—

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

পার্কীতী ও নির্মলা।

পার্কীতী। আমি হেথায় থাকুবো না—থাকুবো
না! ও, মেয়েকে বিষ খাইয়েছে,—গলায়
পা তুলে দে মেরেছে। আমার গলা টিপে
মারবে,—তোমার গলা টিপে মারবে—
পালাই চল—পালাই চল, পরের বাছা—
কেন অপঘাতে মরবি!

নির্মলা। মা, তুমি অমন হ'লে কেন? আমি
তোমায় ব'লছি, ঠাকুরকি বেঁচে আছে,
আজই দেখতে পাবে।

পার্কীতী। দেখতে পাব কি—দেখেছি,
অপঘাতে মরে পেরী হ'য়েছে। সে এসে-
ছিল—আমার বলেছে—“দেখ মা, আমার
গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলেছে।”

নির্মলা। মা, আমি তো তোমার সঙ্গে কখনো
মিথ্যা কথা বলি না, তুমি কেন অবিবাস
ক'চ্ছ? হরমণি, ঠাকুরকি সঙ্গে ক'রে
নিরে আসচে। সত্যি, তোমার পা ছ'রে
ব'লছি—সত্যি।

(প্রমদা, হরমণি ও প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

প্রসন্ন। এই নাও, তোমার মেরে নাও, আর
আমার কলঙ্ক ক'রো না। আর আমার
আত্মমানিতে পুড়িয়ে মেরো না। আমি

নিষ্ঠুর বাপু, তাই বোলেছিলুম—গলায় পা
দিয়ে মেরে ফেলবো, তাই বোলেছিলুম—
বিষ দাও।

পার্কীতী। দেখ—দেখ—পেরী হ'য়েছে দেখ,
আমার কথা সত্যি কি না দেখ।

প্রমদা। মা—মা—দেখ না মা—আমি বেঁচে
আছি।

পার্কীতী। বউ মা—বউ মা, পালিয়ে এসো
—পালিয়ে এসো, পেরী ছ'লে পেরী হ'তে
হবে।

(পার্কীতীর প্রস্থান ও প্রমদার পশ্চাৎ
গমনোক্ত্যঙ্গ)

হরমণি। বেও না, ও'র এখন চৈতন্ত নাই।

যে দিন থেকে তুমি নিরুদ্দেশ, সেইদিন
থেকে ও'র এই দশা হ'য়েছে।

প্রসন্ন। হরমণি—হরমণি, এর আগে খবর
পেলে বুঝি এ সর্বনাশ হ'তো না।

হর। বাবু, ডাক্তার মানা ক'রেছিল, ব'লেছিল
—এই কাহিল অবস্থার হঠাৎ আপনার
জনকে দেখলে মারা যাবে। তাই বাবু
খবর দিই নাই। একটু সামলাতেই খবর
দিয়েছি। আর বাচবার আশা ছিল না,
সেজন্তও খবর দিতে কুণ্ঠিত হ'য়েছিলুম।

প্রসন্ন। মা, মা, আমার উপর অভিমান করে
গিয়েছিলে মা! আমি বড় জ্বালাতন হ'য়ে
নিষ্ঠুর কথা মুখে এনেছিলুম, তুমি তাই কি
আমার বাড়ী ফিরে এসো নাই?

প্রমদা। বাবা, আমি ভালই ক'রেছি। ভগবান
আমার পথ দিয়েছেন; আমি নিরাশ্রয়
হ'য়েছিলুম, আমি এই দেবীর রূপায়
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হ'য়েছি,—আমার
জীবন বিফল নয় বুঝি।

প্রসন্ন। মা, তুমি কেন নিষ্ঠুর হ'য়েছ, আমার
কাছে কেন থাকবে না? আমার সর্ব্ব
বাক—লোকে স্থগা করুক,—আমার
অন্তরের নিধি,—আর তুমি আমার ছেড়ে
যেও না। তোমার গর্ভধারিণীর দশা চুকে
দেখলে, ওকে কে দেখবে? বউ মা একা,

একা তো বাহা সেবা ক'রতে পারবে না,
—তুমি থাক মা, আমার কথা ঠেলো না।
প্রমদা। বাবা, আমি আসবো, সেবা ক'রবো,
কিন্তু হেতা থাকবো না। আমার জন্তে
অনেক স'রেছ, আর বরণা দেবো না।
যেমন আমাকে নিরে তোমার কলঙ্ক
হ'য়েছে, আমি ভগবানের কার্যে দেহ
দিয়েছি, তোমার সে কলঙ্ক দূর হবে;
তোমার মেয়ের গৌরব অনাথা ক'রবে,—
নিরাশ্রয় বালক ক'রবে। বাবা, আমি
এত দিনে আমার জীবনের সঙ্গী পেয়েছি,
—এত দিনে আমি ভগবানের ঘরে আশ্রয়
পেয়েছি,—ভগবানের সংসারে ভগবানের
কার্যে নিযুক্ত আছি। সে শান্তিময়
সংসার,—সে সংসার থেকে আমার এনো
না। আমার জন্তে অনেক ভেবেছ, অনেক
স'রেছ—নিশ্চিন্ত হও।

(নির্মলার পুনঃ প্রবেশ)

নির্মলা। বাবা—বাবা, মা কেমন নিঃশ্বাস
হ'রে প'ড়েছেন,—মাথা দিয়ে আঙুন
বেকুচে,—ছোট ঠাকুরঝির নাম ক'ছেন,
—ব'লছেন,—“কই রে আমার প্রমদা
কইরে”!

প্রমদা। এঁয়া—এঁয়া—

নির্মলা। বাবা, ব্যস্ত হ'রো না, আমি ডাক্তার
ডাক্তে পাঠিয়েছি। ঠাকুরঝি, তুমি যাও,
তুমি মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াও গে; হয়
তো তোমার চিন্তে পা'রবেন। আমি
হরমণিকে একটা কথা ব'লে যাচ্ছি।

[হরমণি ও নির্মলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

হর। কি মা কি ?

নির্মলা। মা, আমি বোগে গঙ্গানান ক'রতে
গিয়েছিলুম,—কে আমার পাকীতে কতক-
গুলো ফুল, একটা তোড়া, একটা হাতীর
দাঁতের বাজ, তার উপর লাল কি'তে দে
বাঁধা একখানা চিঠি ছিলে। দরোয়ানেরা
ভিড়ে ঠাণ্ডরপেলেনা—কে। চিঠিতে লেখা,
বাক্সোতে কুড়ি টাকা ক'রে দশ হাজার

টাকার নোট আছে, আরও দশ হাজার
টাকা দেবে যদি আমি তার বাগানে বেতে
রাজী হই। ছোট ঠাকুরজামায়ের বাড়ীর
ঠিকানা দিয়ে দিখেছে যে, এই ঠিকানার
পত্র দিলেই আমি পাবো। এ কে তো
বুঝতে পাচ্ছি নে,—বাক্স ফিরিয়ে দেব
কি ক'রে ?

হর। সে ছোঁড়া আর কেউ নয়, বোস
সাহেব না কি বলে। তার বাপ নাকি
ম'রে গিয়েছে—কতকগুলো টাকা হাতে
প'ড়েছে, তাই এই কীর্তিগুলো ক'চ্ছে।
তুমি মা এ সব কথা গোপন ক'রো না।
অনেক বিধবা লোকনিদার ভয়ে এই সব
কথা গোপন করে,—তাতে বদমাইস
লোক প্রশ্রয় পায়,—বিধবাকেও লোকে
সন্দেহ করে। লোকনিদা আর বিনা
অপরাধে বাড়ীর তাড়নার সে মনে করে,
আপবাদ তো হয়েইছে, একটা অভায়
কাজ ক'রে ফেলে।

নির্মলা। না মা, আমি এ কথা গোপন
ক'রবো ? আমার হৃদয় এক রকম হ'য়ে
আছেন, তাই বাবাকে ডাক্তে পাঠিয়েছি।

হর। বেশ ক'রেছ মা, তোমার বাবা যা হর
ক'রবেন। আমি আসছি,—তোমরা
ছেলে মানুষ, তোমার খাণ্ডার কাছে
রাত্রে থাকবো।

[প্রস্থান।]

নির্মলা। বাবা এখনও আসছেন না কেন ?
তিনি কি খবর পান নি ? ডাক্তারও তো
এলো না।

(চিন্তেশ্বরীর প্রবেশ)

কেন গা, তুমি কি ক'রতে এসেছ ?
চিন্তে। এই চিঠিখানা দিতে এসেছি, তোমার
বড় নন্দ দিয়েছে।

(পত্র প্রদান ও নির্মলার পাঠ)

আমার উপর রাগ ক'রো না মা, আমরা
শান্তি-স্বস্তোম ক'রে খাই,—ওই আমাদের
রোজগার।

নির্মলা । (পত্র পাঠ করিয়া) তার কি হ'য়েছে ?

চিন্তে । মা, কুসাজ ক'রে ফেলেছে, ঘর-দোর সব ভেসে গিয়েছে ; বাড়ী নাই, মর'বার সময় তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে কি বলবে । ছরু'ক্তি দেখো মা, ক'রুলি—ক'রুলি, নিজের বাড়ীতে করু—তা নয়, আত্মবল বাড়ীতে গে উঠেছে ।

নির্মলা । সে না ভূতের বাড়ী বলে ?

চিন্তে । প'ড়েব'ড়ে যাচ্ছে, তাই বলে । ঠিক বাগানের পেছনে । আজ যদি যাও, দেখা হবে ; নইলে যে অবস্থায় দেখে এসেছি, আড়াই প্রহর পেরোয় কি না ।

নির্মলা । আচ্ছা তুমি যাও, এখানে বড় বিপদ ; দেখি কি হয়—তার পর যাবো ।

চিন্তে । তা আমি বলিগে, তুমি আস'চো ; শুনে একটু ঠাণ্ডা হবে । আমার সঙ্গে এলেই হ'তো, ওই গাড়ীতেই রেখে যেতুম । আমার গাড়ী ক'রে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে কি না ।

(নেপথ্যে ঞ্চামাদাসের গলাখাঁকারি দেওন)

(স্বগত) কোন মড়া আবার গলাখাঁকারি দিয়ে আসছে ; ছুটো ভুজং দিতে পারলুম না । (প্রকাশ্যে) তবে যেও মা,—লজ্জার কথা,—ধানাপুলিসের কথা,—পাঁচজনকে ব'লো না । আমি বলিগে, তুমি আস'ছ ।

[প্রস্থান ।

(নেপথ্যে পুনরায় গলাখাঁকারি দেওন)

নির্মলা । কেও বাবা ? এসো না—

(ঞ্চামাদাসের প্রবেশ)

বাবা অনেক কথা,—আমার ঘরে এসো ; মা কেমন হ'য়ে প'ড়েছেন, ছোট ঠাকুরকিকে দেখে পেত্নী মনে ক'রেছেন । তুমি এই চিঠি দেখো ।

শ্রামা । বারণ ক'রলুম শুনলে না ; নিজের দোষে ছারেখারে দিলে । (পত্র গ্রহণ)

[উভয়ের প্রস্থান ।

ভূতায় গর্ভাঙ্ক ।

—ঃঃ—

মদের মোকানের সমুখস্থ বাজারের পথ ।

(সর্কেশ্বর ও বেঁটীর প্রবেশ)

সর্কেশ্বর । আমি বাড়ী সাজাচ্ছি,—দেখি হেবো ব্যাটা এমিক ওদিক ঘুর'চে । বোধ হয় মিঃ বাবু চিত্তিকে বা বোল'ছিলো—সব শুনেছে । আমাকে দেখে ছুটে পালিয়ে এলো । ব্যাটা তো খবর দেবে না ?

বেঁটা । শুনে থাকে শুনেছে, আমি আটক ক'রে রাখবো এখন । তোমরা সব জমাদার, পাহারাওয়াল সেরে, প্রকাশকে নিয়ে ভুবনের বাড়ীতে গ'র ওঠো ; চিত্তি খবর পেয়েছে, কাজ ঝুঁকি হ'য়েছে । কিন্তু প্রকাশের ঠেঙে আগে লিখিয়ে নিয়ো যে, সে শেখবে,—প্রসন্ন ঝাড়'যো আমার জীর লাস চালান দিয়েছে । একটা এফিডেভিট ক'রে নিলেই হো'ত, ভাল তা থাক, আমাদের হাত ছাড়িয়ে যাবে কোথায় ? ওই যে হেবো আস'ছে, দাও দাও—আমার ইন্স্পেক্টার সাজবার বাড়ি-গোপটা দাও, তুমি স'রে পড়ো ।

[বেঁটীকে দাড়িগোপ দিয়া সর্কেশ্বরের প্রস্থান ।

(হেবোর প্রবেশ)

হেবো । বেটারা সব কি বলাবলি ক'রলে । হরমি বুকে নেবে এখন । হ্যাঁ—চিত্তি প্রসন্নবাবুর বউকে নিয়ে আস'বে ।

বেঁটা । তাই হাবু, আমি গোপ-দাড়ি রেখেছি ব'লে চিন্তে পাচ্চ না ?

হেবো । তুই বেঁটা । তাকে মারবো, আমি তোরে খুঁজছি ।

বেঁটা । মারো তাই, আমি আর বেঁটা নই,—আমি দাড়ী রেখেছি আর নাম রেখেছি—পরোপকারী ।

হেবো । সত্যি ?

বেঁটা । আর আমি মিথ্যা কথা বলি নি ।

হেবো । তুই এখানে কি ক'চ্চিস ?

বেঁটা । যেমন বেলীবাৰু রাস্তার প'ড়ে পা ভেঙেছিলেন, বুধে মদ দিয়ে পাগল ঝাটিয়েছিল,—টাকা আনতে ভুলে গিয়েছি, কি ক'রে মদ কিনবো তা'ব'চি,—মদ না

নিয়ে গেলে তো সে বাঁচবে না; তবে তুই যদি ভাই একটা কাজ করিস্, তবে মাহুটা বাঁচে।

হেবো। কি বল্—কি বল্—আমি ক'র্বো।
বেঁটী। আচ্ছা—তুই এই মদের দোকানে বোস, আমি মদ নিয়ে যাই; টাকা এনে তোকে নিয়ে যাবো। তুই ঘোড়া চ'ড়তে চেয়েছিলি, ঘোড়া এনে তোকে চড়িয়ে নিয়ে যাব। তুই ব'সবি তো ?

হেবো। তা পারবো।

বেঁটী। দাঁড়া, আমি ডাকলে আসিস্।
(শুঁড়ীর দোকানের সম্মুখে গিয়া) “এই, হু’ বোটল ভালো ছইকি ডেও। হামরা আড্‌মি হিঁরা রক্‌গা,—হাম্ কুছ চিজ খরিড কর্‌কে জল্‌দি আতা।” হাবু!—
(হেবোর নিকটে আগমন)—বস।
(শুঁড়ির প্রতি) হামি জল্‌দি আতা।

[মদ লইয়া প্রস্থান।]

শুঁড়ী। তুমি সাহেবের কি কাজ করো ?

হেবো। কোন্ সাহেব ?

শুঁড়ী। কোন্ সাহেব কি ? ওই যে তোমার ব'সিয়ে রেখে চ'লে গেল ?

হেবো। ও পরোপকারী, টাকা আনতে গেল, আমার ঘোড়ার চড়িয়ে নিয়ে যাবে ?

শুঁড়ী। পরোপকারী কি ? ওর নাম কি ?

হেবো। ও বেঁটী সাহেব ছিল, এখন দাড়ি-গোঁপ রেখে পরোপকারী হ'য়েছে।

শুঁড়ী। অ্যা—বেঁটী! সে ত জোচ্চর—তুমিও জোচ্চর!—টাকা দাও।

হেবো। আমি টাকা কোথায় পাবো ?

শুঁড়ী। পাবে কোথায় কি!—পুলিসে ধরিয়ে দেবো। তুমি ওর সঙ্গে বেড়াও, আমি দেখেছি।

হেবো। না—না, আমি ওর সঙ্গে বেড়ায় নি।

শুঁড়ী। এই এক সঙ্গে ছিলে, আর বলছ বেড়াও নি।

(হরমণির প্রবেশ)

হেবো। ও হরমণি—হরমণি—

হর। কি রে হেবো!

হেবো। হ্যা, আমি তোর কাছে যাচ্ছিলুম।

বেঁটী আমার বসিয়ে মদ নিয়ে গেছে।

এরা টাকার জন্তে পুলিসে দেবে ব'ল্‌চে।

হর। দাও বাবা ছেড়ে দাও, কত টাকা ?

শুঁড়ী। না মা, ওরে ছেড়ে দিচ্ছি, তোমার টাকা চাই নে। আমি শালার ঠেঙে টাকা আদায় করবো,—দাড়ি-গোঁপ প'রে আমার ঠকিয়ে নে গেল।

হর। তুই আমার কাছে কেন যাচ্ছিলি ?

হেবো। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, ওরা ভূতের বাড়ী কি পরামর্শ করলে। চিতি প্রসন্ন-বাবুর বউকে নিয়ে যাবে। বাহু সাহেব টাকা দেবে।

শুঁড়ী। কি ব'ল্‌চে মা—কি ব'ল্‌চে! ওই বাহু সাহেব ব'লে না ? ছ'তিন বেটা জড়িয়ে মদ নিতে এসেছিল। বলাবলি ক'চ্ছিল বটে। চিত্তেশ্বরী বেটা কার বউ বা'র করবে। তা বলতো মা, ব্যাটা'দের খুব জন্দ করে দিই। এ বাজারে আরো সব লোক আছে—তাদের সব টাকা পাওনা,—ওদের উপর খুব রাগ। ব্যাটারা রাস্তায় মেয়ে-ছেলে চ'লে বেইজ্জত করে। সেদিন যে ব্যাটারা পালালো। হাবু বাবু, প্রসন্নবাবুর বউ না—কি বলে ?

হর। হাঁ বাছা—সে সতীলক্ষ্মী, তারে বে-ইজ্জত ক'রবার চেষ্টা পাচ্ছে।

শুঁড়ী। মা, তুমি কিছু ব'লো না,—আমরা ব্যাটা'দের টিট ক'রে দিচ্ছি। বাড়ীটে দেখিয়ে দিযো তো হাবু বাবু!

হর। না বাছা মারামারি ক'রো না, আমি প্রসন্নবাবুর বাড়ী গিয়ে সাবধান ক'চ্ছি।

[হরমণির প্রস্থান।]

হেবো। শুঁড়ী ভাই, তুমি জন্দ ক'রে দাও। কার কথা শুনো না।

শুঁড়ী। বেলো, যা তো—আক্‌ড়ায় খবর দে তো। হাঁ—সেই মুখোস টুখোসগুলো আছে না ?

বেসো। হাঁ।

তুঁড়ী। এসো ত হাবু বাবু।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তাক।

বেণীমাধবের ভগ্ন আত্মাবল বাড়ীর উপরিস্থ
হলঘর।

(বেঁটী, মিঃ বাবু, মিঃ বড়াল, মিঃ
মল্লিক ও চিত্তেশ্বরী)

বাবু। কষ্ট - এখনো যে আসছে না। আমার
কিছু ভাল লাগছে না। আমি তাকে
সর্ব্বস্ব দিতে রাজী আছি, তাকে যে
ক'বতে রাজী আছি। আমি প্রকাশকে
দশহাজার টাকা দিয়েছি, তার পাড়ীর
ভেতর দশহাজার টাকা দিয়েছি। (চিত্তে-
শ্বরীর প্রতি) চিতি, যদি না আসে,
তাহ'লে আর আমি তোর মুখ দেখবো
না।

চিত্তে। কেন ব্যস্ত হ'চ্ছ ? আমার কাঁচা
কাজ নয়,—এই এলো ব'লে, তোমরা
মদ টদ খাও ! আমি চাকরের কাছে খবর
নিরেছি, খাল পারের গাড়ী ডাকতে
ব'লেছে। আমি মিছে টাকা খাই নি,
আমার বোধের্থে পাবে না। কাল তোমার
বাড়ী গিয়ে বথ'সিন্ নেখো।

বাবু। তুমি যা বথ'সিন্ চাও দেখো। আমার
প্রাণ ঠাণ্ডা হোক, তোমারও প্রাণ ঠাণ্ডা
ক'ব্বো।

চিত্তে। আচ্ছা—দাঁড়াও, আমি এগিয়ে
দেখছি ! আমি যে দম্ লাগিয়েছি, এসে
প'ড়লো বলে। বেঁটী, বাবা, তুমি ইন্-
স্পেক্টার সেজে থাকো। দাই মাগী
আমায় খবর দিয়েছে যে সব ঠিক হ'য়ে
গিয়েছে। আমি প্রকাশ-ট্রকাশকে নিয়ে
আসি গে।

বাবু। না, তুমি আগে দেখ।

চিত্তে। কেন তাহ'লে, আমি ত তাই যাচ্ছি।

[চিত্তেশ্বরীর প্রস্থান।]

বাবু। আঃ কতকণে আসবে,—আমি তারে
ভুলিয়ে আমার ক'রবো। টাকা দিয়ে
হোক, পাণ্ডা হ'য়ে হোক, সে যদি আমার
হয়, আমি কিছু চাই না।

বেঁটী। এসে প'ড়লে আর বাবে কোথা ?

বাবু। বেঁটী, দেখ'—বেথ'—এগিয়ে দেখ'।
একখানা গাড়ীর শব্দ পাচ্ছি।

বেঁটী। ই্যা ই্যা,—বটে বটে। তুমি মেরে
কাপড়খানা মুড়ি দিয়ে থাক', আমরা সব
সরে বাচ্ছি।

[মিঃ বাবু ব্যতীত সকলের প্রস্থান এবং
বাবুর কাপড়ের আবরণ দিয়া উপবেশন।]

(হেবো, তুঁড়ী ও বেসোর নীরবে
প্রবেশ এবং বাবুকে বন্ধন করণ)

বাবু। ও বাপরে—কে রে ! বেঁটী—বেঁটী
আমার বাঁধে !

(বেঁটী, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়ালের
পুনঃ প্রবেশ)

বেঁটী, মল্লিক ও বড়াল। কি হে—কি হে ?

(দোকানদারগণের নীরবে প্রবেশ এবং
সকলে মিলিয়া বেঁটী, মিঃ মল্লিক
ও বড়ালকে বন্ধন)

হেবো। শালা বেঁটী, আমার বাঁধা দিয়ে নয়
থাবে ? শালাকে ঘোড়ার মুখোসটা
পরিয়ে নাও। আমি টগাবগু, হাঁকাবো।

বেঁটী। ওরে ছাড়—ছাড়—

হেবো। (মুখে লাগান দিয়া) এই ডাইনে
চলো—বীরে রাখ'খো—

বেঁটী। ওরে ছাড়—ছাড়—

হেবো। ছাড়বো কেন ! তুঁড়ী ভাই, ঘোড়ার
মুখোসটা এই ব্যাটার মুখে নাও। ডাক
শালা—চি'হি'হি' কর।

বাহু। বাবা আমার মুখে দিও না, আমি
হাঁপিয়ে ম'রে যাবো।

তুঁড়ী। সাহেব দাড়ি কামা'লে কখন ?

বেঁচী। মোহাই বাবা, আমার ছাড়িয়ে দাও
বাবা, আমি তোমার টাকা দিচ্ছি।

হেবো। তুঁড়ী ভাই, তুমি আগে টাকা নিয়ে
না,—মুখোসটা পরিয়ে দাও,—আমি
আগে খানিক ঘোড়া হাঁকাই।

১ম দোকানী। দাওতো—দাওতো, ভালুকের
আর বাদরের মুখোস ছোটো দাওতো,—
আমি হু'শালাকে নাচিয়ে টাকা আদায়
করি। আর এই ব্যাটাকে গাধার মুখোস
দাও, ব্যাটা গাধা, এই ব্যাটাদের পরা-
মর্শে বাপের বিষয় ওড়াচ্ছে।

বাহু। না বাবা, আর মুখোস দিতে হবে না,
আমার আঁকেল হ'য়েছে। যার বা পাওনা
আমি সব দিচ্ছি, আমার ছেড়ে দাও।

১ম দোকানী। না সাহেব, একটু নাচো—
তা হ'লে মনে থাকবে।

(বেঁচী, মি: মল্লিক, মি: বড়াল ও মি: বাহুকে
বধাক্রমে ঘোড়া, ভালুক, বাদর ও
গাধার মুখোস পরাইয়া দিয়া
সকলের গীত)

গীত।

:এরা বাছা বাছা সাজা জানোয়ার
দিশী কি বিলিতী ছাঁচে আঁচে বুকে ওঠা ভার॥
এ ঘোড়া নিজেই জোড়া, নিখুঁত

গড়ন আগাগোড়া,
খার বিলিতী কচুর গোড়া, দোড়টা
খুব চটকদার ॥

মূলুকজাদা ভালুকটা খেড়ে,
বেড়িয়ে এলো জাহাজ চড়ে,
কে জানে কে শেখালে,

খেল খেলে খুব চমৎকার ॥
ইটা ঠিক বাদর খাঁটা, ডিরকুটাতে পরিপাটা,
এক ধরনের জন্তু ক'টা,

এরও নাচের বেশ বাহার ॥
গাধা কিন্তু ছিল হেতার,
খাত্ পেয়েছে গা যসে গায়,

এখন আর ওরে কে পার,

গাধার হ'য়েছে সরদার ॥

আধু বিলিতী আধু দিশী তং,

দো আঁসলা নাচন কেঁদন,

ভাবি তাই লাজ কেন নাই,

এইটো ভো ভুল বিধাতার ॥

(শ্রামাদাসের প্রবেশ)

শ্রামা। এ সব কি কচ্ছ ? ছেড়ে দাও

তুঁড়ী। বাবু, সাহেবদের একটু আঁকেল
দিচ্ছি।

শ্রামা। দাও—দাও—খুলে দাও—

(তুঁড়ী ও দোকানদারগণ কর্তৃক সাহেব-
দের বন্ধন ও মুখোস মোচন)

মি: বাহু, তোমার টাকা দাও। তুমি
একজন মান্তগণ্য লোকের ছেলে,—একে-
বারে অধঃপাতে গিয়েছ ? এই অসৎ
কার্যে যে সব টাকা খরচ ক'চ্ছ, এতে
সহস্র সহস্র লোকের জীবন রক্ষা ক'রতে
পা'রতে। কিন্তু তোমার অপরাধ কি দেখো
—দেশের দুর্দশা—বড়মানুষের ছেলের
এ সংপ্রভু হ'লে অনাথা বিধবা খেতে
পায়,—দরিদ্র বালক কুলে প'ড়তে পায়,
—দেশে বাণিজ্য বিস্তারে অনেক বেকার
লোকের অন্নের সংস্থান হয়। কিন্তু কি
বিড়ম্বনা, এ সংপ্রভু বিবল ! সং-
প্রভুতির পরিবর্তে তোমার মত অনেকে-
রই পশুবৃত্তি প্রবল হয়।

বাহু। না ম'শায়, দেখবেন—আমি শোধ-
রাবো, আমি আর এদের সঙ্গে বেড়াবো
না। :ম'শায়, আমার বাপ নাই,—আপনি
আমার :বাপ,—আমার মাপ ক'রবেন।
ভাই, তোমাদের সকলের টাকা চুকিয়ে
দিচ্ছি।

হেবো। আমি বেঁচী ব্যাটাকে আর গোটা
ছই কিল ঝাড়বো।

শ্রামা। না বাবা—যেতে দাও।

বেঁচী। আচ্ছা বাবা, এ দাঁও কস্কালো,
আমি দেখে নিচ্ছি।

[বেঁচীর প্রস্থান।

ত'ড়া। ম'শার শুনলেন? হাবু বাবু বা ব'লে-
ছিলেন, তাই ঠিক হ'তো।

শ্রামা। যাক্ গে—চলো।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম গর্তাঙ্ক।

বেণীমাধবের উত্তানবাটীস্থ কক্ষ।

ভুবনমোহিনী ও দাই।

দাই। মা, আমি চিন্তেবরীকে ব'লেছি, তুমি
এ কাজ ক'রেছ; নইলে সে আবার
তোমার ভুজং দিতে আসতো। সে কি
মতলবে ফিরচে, আমার উপরও হারাম-
জাদীর রাগ আছে। বোধ করি,
তোমাকে আমাকে জঙ্গ ক'রবার জন্তে
এই সব কুবুদ্ধি দিয়েছে। তুমি ভেবো
না, আমি তোমার খালাস ক'রে দিয়ে
বাবো; আর ছেলে হোক, মেয়ে হোক,
আমি নিয়ে যাব। এমন আমরা করি,—
হরমণি আমার ঠেঁয়ে কত ছেলে নিয়েছে।
এমন কুকাঙ্গ আগে ক'রেছি,—ক'্যাসাদে
প'ড়তে প'ড়তে র'য়ে গেছি। হরমণি
আমার বাঁচিয়েছে, আমি তার কথাতে
শুধরেছি। আমি চলুম মা, কারো
পরামর্শ শুনো না—বিপদে প'ড়'বে, হয়
তো মারাও যেতে পারো, অনেকে মারা
গিয়েছে। আমি আসি।

ভুবন। আচ্ছা মা, এসো।

[দাইয়ের প্রস্থান।]

প্রবোধ এখনো ফিরলো না কেন? ছেলে-
মাছধ, কারকে কি ব'লে দিলে।

(প্রবোধের প্রবেশ)

প্রবোধ। দিদি, আমার যে বড় তাড়িয়ে
দিয়েছিলি? তুই না ভাকলে আমি আর
আসতুম না। রাগ ক'রে গিয়েছিলুম,—
তোমাকে কাজ ক'রতো দেখতুম। এই
আফিং এনেছি নে। আমি কেনন

সেমানা—এত আফিং কি দেয়? চার
দোকান থেকে কিনেছি।

ভুবন। দেখ, আমি যদি কোথাও বাই, তুই
বাবার পারে ধ'রে বলিস,—আমার যেন
মাপ করেন। বউকে বলিস,—আমি
বড় হতভাগিনী, আমার বাকসোতে খান
হুই চার গরনা আছে, তুই নিস্। বউয়ের
কথা শুনিস্, তোর ভাল হবে। আর
অমন ক'রে ছোঁড়াদের সঙ্গে বেড়াবুনি,
—প্রকাশের কাছে যাস নি। ওরা
আমার ব'লেছে, তাকে মেয়ে ফেল'বে।

প্রবোধ। তুই কোথায় বাবি?

ভুবন। সে তোকে ব'লবো; এই বিধপত্রটা
নিরে বা,—মার পায়ে ক'রে নিরে আর,
—আমি তোরে পাঁচটা টাকা দেব।

প্রবোধ। তুই কবে আসবি?

ভুবন। সে সবাই জান'বে—কবে আসবো।

প্রবোধ। তুই কান্দ'ছিস কেন?

ভুবন। আমার চোখে বালি প'ড়েছে। বা,
এই বিধপত্রটা নিরে বা।

[প্রবোধের প্রস্থান।]

প্রভু, এ অসতীকে কি মাপ ক'রবে!
বড় হতভাগিনী ব'লে যদি মাপ ক'রো!
যে আমার জঠরে এসেছ, তুমিও আমার
মাপ ক'রো! আমিও তোমার সঙ্গে
ম'রচি, তুমি অভাগা, তাই অভাগিনীর
জঠরে এসেছ! আমি যখন সধবা, তখন
কেন এসো নি তাহ'লে কি আদর, তা
দেখতে! অন্তর্ধামি,—তুমি অন্তর জানো,
—তুমি আমার মনের ব্যথা বোঝো। আর
কি—আর আমার বাকী কি! আর
কেন প্রাণের মমতা করি,—আফিং গুলে
খেয়ে ফেলি,—ডালাটা তো গিলতে
পারবো না।

হর। এ কি! কি সর্বনাশ ক'রতে ব'সেছ?

ভুবন। কেন মা, এ আর সর্বনাশ কি!

হর। আত্মহত্যা ক'রবে? কেন—কার
জন্তে? পাপ ক'রে থাক, পাপকার্যো
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আত্মহত্যা,

ক্রোধতা ছই মহাপাপক ক'রো না! যা ক'রেছ, ভগবান রূপাসিন্দু,—তঁার কাছে মাপ চাও। রান্নব হুর্দল, তিনি জানেন, তিনি মাপ ক'রবেন। তুমি আজীবন তাঁর কার্য্য করো। সন্তান হয়, কতি কি? আমি নিয়ে লালন-পালন ক'রবো। তুমি কিছু ভেবো না, তুমি সংকার্য্য ক'রে কুকার্য্যের প্রারম্ভিত্ত করো। এখনো দেহ আছে, অনেক কাজ করতে পারবে। আপনার অবস্থার অত্যাভাগিনীর অবস্থা বুঝবে। তাদের তুমি আশ্রয় হবে, তুমি ভয় ক'রো না, ভগবানের রূপায় তোমার অশান্ত হৃদয় শান্ত হবে। আমি মা,তোমার মিথ্যা কথা বলছি নে। যে নিরাশ্রয়, তাঁরে তিনি আশ্রয় দেন; যে তাপিত, তার তিনি তাপ তরণ করেন।

ভুবন। কেন মা, আমার বারণ ক'র? আমার দাঁড়াবার স্থান কোথায়? রাজরাণী ছিলুম,—সর্ব্বত্র খুঁইয়ে ভিখারিণী হ'য়েছি! শুনেছি, বাদের কাছে এ বাগান বন্ধক আছে, তারা বাগান দখল ক'রে আমার ভাড়িয়ে দেবে। বাপ আমার মুখ দেখেন না,—মা আমার নাম ক'রতে সাহস করেন না। এই পেটের কণ্টক র'য়েছে,—কলঙ্কিনী বলে কেউ স্থান দেবেনা।

হর। মা, ভগবানের রাজ্যে তাঁর জীবের স্থান নাই, এ কথা তুমি মনে করো? কায়-মনোবাক্যে যে ভগবানের আশ্রিত, তার জ্বরগা নাই? তারে লোকে ঘৃণা ক'রবে? এই তো আমার লোকে ঘৃণা ক'রতো,—আর তো এখন ঘৃণা করে না। ভগবানের রূপায় আমার তো স্থান আছে, আমি তাঁর নিমিত্ত হ'রে অনেককে তো স্থান দিতে পেরেছি। কলঙ্কিনী হ'য়েছ,—কলঙ্কভঞ্জনকে ডাকো। তাঁর শরণাপন্ন হ'লে সকল কলঙ্ক দূর হবে। এই গানটি শোনো,—

গীত।

যদি শরণ নিতে পারি রাজ্য পায়।
নাম নিলে তাঁর হৃদয় ভরে, কলঙ্ক কোথায়
পলায় ॥

নাম কলঙ্কভঞ্জন, ডাকলে নিরঞ্জন, থাকে কি
অঞ্জন,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি রয়, ভেঙ্গে যায় তাঁর
করুণায় ॥

যে করুণা যাচে, আসেন তার কাছে,
অভয় চরণ তার তরে আছে,
ডাক পতিত, পতিতপাবন, ত'বে নাথের
মহিমায় ॥

ভুবন। মা, সত্যই কি তিনি কলঙ্কভঞ্জন?
হর। হ্যাঁ সত্য—সত্য—সত্য; সাধুর মুখে
শুনেছি সত্য,—জীবনে দেখছি সত্য,—
এখনো দেখছি সত্য! তোমার কোথাও
স্থান না থাকে, আমি তোমার স্থান
দেবো। জেনো, তাঁর রূপা হ'লে পৃথিবীতে
কারো অরূপা থাকে না; তুমি তাঁরে
ডাকো।

ভুবন। আচ্ছা মা, আমি তাঁরে ডাকবো।
হর। বল,—‘কলঙ্কভঞ্জন, কলঙ্ক ভঞ্জন
করো’।

ভুবন। কলঙ্কভঞ্জন, কলঙ্ক ভঞ্জন করো।
হর। আমি চলুম, তুমি এ বাড়ীতেই থাকতে
পাবে, তার উপায় হ'য়েছে।
ভুবন। মা, এক একবার দেখা দিয়ো, তা'হলে
আমার ভরসা হবে।

হর। আমি ছ'বেলা আসবো, তুমি কিছু
ভেবো না।

[প্রস্থান।

ভুবন। দয়াময়, প্রভু, তুমি কোথায়? পতিত-
পাবন, পতিতকে পায়ে রাখো। আমি
অজ্ঞান,—তোমার ডাক্তে জানি না।
আমি কলঙ্কিনী,—তোমার কাছে যেতে
সাহস পাই না! আমি জগতে ঘৃণ্য,—
আমি নারীকুলে কলঙ্ক,—দেবতুল্য স্বামীর
কলঙ্ক। আমার অশান্ত হৃদয়ে শান্তি
দাও,—আমায় মহাপাপ হ'তে উদ্ধার
করো। তুমি কলঙ্কভঞ্জন, তোমার নামের
সার্থকতা করো! (নেপথ্যে কলরব
শুনিয়া) এ কি, এ কারা আসছে!

(চিত্তেশ্বরী, প্রকাশ এবং পুলিশের বেশে
সর্বেশ্বর, ভক্তর ও প্রকাশের
দরোয়ানের প্রবেশ)

ভুবন। প্রকাশ বাবু, এ সব কি ?

প্রকাশ। শোনো ভুবন, ভাল চাও, এই
কাগজখানার সই ক'রে দাও, আমার
জেল থেকে বাঁচাও। নইলে গর্ভনষ্ট
ক'রেছ, তুমিও জেল খাটো, আমিও জেল
খাটি।

ভুবন। প্রকাশ বাবু, তোমাদের কুমন্ত্রণা সিদ্ধ
হয় নাই, আমি মহাপাপ করি নাই। তুমি
এখনও মানুষের সমাজে বেড়াও,—
আপনাকে মানুষ বোলে পরিচয় দাও ?
আমার সর্বনাশ ক'রে ক্ষান্ত হও নাই,
কুমতলব দিয়ে আমার জেল খাটাবার
চেষ্টা ক'রেছ ! চিত্তেশ্বরী, তোমার মতলব
আমি শুনি নাই ; তুমি যে দাই পাঠিয়ে-
ছিলে, সে তোমার মিথ্যা ধবর দিয়েছে :

শুভ। আচ্ছা—আচ্ছা, যাবে কোথা ? এইবাটাতে
আফিং : গুলেছ,—পাতার আফিং লেগে
র'য়েছে,—আমাদের সাড়া পেয়ে আফিং
ফেলে দিয়েছে। এই আমি কুড়িয়ে এনেছি।
তোমার ভাই যখন আফিং কেনে, আমি
রোঁদে বেড়িয়ে আফিংএর দোকানের
কাছে ছিলাম—দেখেছি। আমি তাকে
শুদ্ধ বেঁধে নিয়ে যাবো।

প্রকাশ। বা—বা বাঃ জমাদার সাহেব !
আসবার সময় তুমি কি কুড়ুচ্চ, আমি
বুঝতে পারি নি ; এখন আর যাবে
কোথা ! (ভুবনের প্রতি) তোমার খানার
বেতে হবে, তোমার ভাইকে ধ'রে নিয়ে
যাবে, তোমার বাপের গালে আরও
চুপকালি প'ড়বে।

ভুবন। এঁ্যা—এঁ্যা ! দাও, কি কাগজ দেবে
—আমি সই করছি।

প্রকাশ। এই নাও সই করো। (কাগজ
প্রদান)

ভুবন। (পাঠ করিয়া) কি ! আমি সব
উপপতি আনতুম, তাদের জন্তে ধার ক'রে

বিষয় : বাঁধা প'ড়েছে লিখেছ ; আমি সই
ক'রবো, তুমি আদালতে দেখাবে। এক
কলকে আমার বাপের মাথা হেঁট হ'য়েছে,
আরও সহস্র কলক দেবে ! বাও, আমি
সই ক'রবো না।

চিত্তে। তবে জমাদার সাহেব, বাঁধো—হাতে
হাতকড়ি দাও।

সর্বের। জমাদার সাহেব, হাতকড়ি লাগায়কে
চালান দিজিয়ে।

(হাতকড়ি দিবার উত্তোগ)

ভুবন। অনাথনাথ, কোথায় তুমি ! নিরাশ্রয়
অবলাকে আশ্রয় দাও দয়াময়, বিগদভজন,
লজ্জা-নিবারণ,—কুলবালার লজ্জা রাখে
দয়াময় ! দয়াময়,—আমার কেউ নাই !
তুমি অনাথনাথ অনাথের আশ্রয়। প্রভু,
শরণগতকে পারে স্থান দাও। (মুচ্ছা)

(পুলিশ-ইন্স্পেক্টর, জমাদার

ও পাহারাদারগণসহ

পাগলের প্রবেশ)

পাগল। সেই যে মা—অনাথনাথ তার ভৃত্যকে
পাঠিয়েছেন। (প্রকাশের প্রতি) প্রকাশ
বাবু, এবার ম'রে সদাশিব-চায়েনরূপের
কর্মচারী হ'য়েছি। জাল হাওনোটের
জন্ত গুয়ারিণ ধ'রতে এসেছি।

প্রকাশ। কিসের জাল ?

পাগল। কেন ভুলে যাচ্ছেন প্রকাশ বাবু ?
অনেকবার তো স্মরণ ক'রে দিয়েছি,
আপনি রমণীমোহন বাবুর নামে জাল
হাওনোট সদাশিব-চায়েনরূপের গদীতে
বাটা বাদ দিয়ে টাকা এনেছেন,—আমি
এখন সদাশিব-চায়েনরূপের কর্মচারী কি
না,—সেই জাল হাওনোটের দরুন আজ
পুলিস থেকে গুয়ারেন্ট বার ক'রে ধ'রতে
এসেছি,—বুঝলেন ?

প্রকাশ। দশ হাজার টাকা বইতো নয়, আমি
সে টাকা ফেলে দিছি।

ইন্। বাবু. ফোরজারি চার্জ, টাকা দিলে
তো কাটবে না ; তবে আদালতে টাকাটা
জমা দেবেন, কিছু সাজা কম হ'তে পারে।

[শুভকর, সর্কের প্রভৃতির পলারনের
উজোগ।

ইন্। তোমরা যেও না—তোমরা যেও না,—
যাবার তো যো নাই,—জাল পুলিশ
সেজেছ। (চিৎখরীর প্রতি) ঠাকুরপুত্র,
তোমাকেও যে যেতে হ'চ্ছে, জেলের
কয়েদীরা তোমার দর্শন ক'রবে।

চিৎ। কেন—কেন—আমি কি ক'রেছি ?

ইন্। এই ভদ্রলোকের মেয়েকে মজাবার
জন্তে সব পুলিশ সাজিয়ে এনেছ। (শুভ-
করের প্রতি) শুভকর ঠাকুর, চলো,—
জেলে হোম ক'রতে হবে।

ছদ্ম-পাহারাওয়াল। হামলোক প্রকাশবাবুকা
দরওয়ান, বাবু উর্দি দেকে হামলোককো
লে আয়া।

ইন্। এম লোক কা জানে দেও। যাও, ইসি
কাম মাং করো।

ছদ্ম-পাহা। নেহি খোদাবন্দ! নাক ডলতা,
কান ডলতা। (প্রকাশের প্রতি) শালা,
হামলোককো ফাঁসাদ মে গিরান লেয়া।
[প্রস্থান।

হেবো। পাগলা, বেটী ওঠে না! এখনো
দাঁতকপাটা মেরে র'য়েছে।

পাগল। (মুখে জল দিয়া) ওঠো মা ওঠো,
ভয় কি ?

ভুবন। ভগবান কোথায় তুমি!

পাগল। দেখছ না মা, তিনি তাঁর ভৃত্যদের
পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সর্কে। আচ্ছা, এই মেয়েমানুষকেও নিয়ে
চলো। আমি চার্জ দিচ্ছি, এই আফিং
গুলে আত্মহত্যা ক'রতে গিয়েছিল।

শুভ। এই আফিংএর ডালা। আমাদের
সাজা পেয়ে এই বাটাতে গুলতে গুলতে
কেলে দিয়েছে,—শালপাতে এখনো
আফিংয়ের দাগ র'য়েছে। ওর ভাই
আফিং কিনে এনেছে।

সর্কে। নিয়ে চলো, নইলে তুমি খুস খেয়েছ,
তোমার উপরওয়ালাকে ব'লবো।

ইন্। আপনাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে ভদ্র-
লোকের মেয়ের অপমান ক'রতে পারিনি।
উনি চণ্ডখোর, আফিং নিয়ে এসে
গুলেছেন। আমি যখন উপরওয়ালার
হুকুম পাবো, তখন ধ'রবো। আমি
জালজোক্তরের কথার কোন কাজ ক'রতে
বাধ্য নই! যা ব'লতে হয়, থানার গিড়ে
ব'লবেন।

প্রকাশ। আমি charge দিচ্ছি—attempt
at suicide.

ইন্। আপনি চোর-ডাকাতের অধম।
আফিং গুলে কিছু হয় না,—খাওয়া চাই,
তবে attempt at suicide হবে।
(পাহারাওয়ালাগণের প্রতি) চল, ই-সব
লোককো থানামে লে চলো।

(বটকুকের প্রবেশ)

বট। পাগল, কেমন তোমার সন্ধান ব'লে
দিয়েছি? বাধো, প্রকাশে ব্যাটাকে
বাধো। বেটার বৈঠকখানায় দশ টাকার
নোট প'ড়েছিল, তাই নিয়েছিলুম ব'লে
ব্যাটা পুলিশে দিতে চায়,—আর ব্যাটার
সানফাইএর সাক্ষী হও, পুলিশ সাজো;—
পাজী ব্যাটা!

পাগল। আহ! তোমার নিরপরাধে বাধিয়ে
দিচ্ছিল হে? তুমি আর অমন সঙ্গে মিশো
না।

বট। আবার! হেবো আমায় সাবধান ক'রে
দিয়েছে। (পুলিস-ইন্স্পেক্টরের প্রতি)
হাতকড়ি দে নে যাও, কেমন ব্যাটা,
আমায় বাধিয়ে দেবে?

[অপরাধিগণকে লইয়া পুলিশের ও তৎপশ্চাৎ
বটকুকের প্রস্থান।

ভুবন। বাবা তুমি কে মহাপুরুষ! এ ঘোর
সঙ্কটে আমায় উদ্ধার ক'রলে? আমি
অজ্ঞান, আমি তোমায় অনেক কুখ্যা
ব'লেছি। বাবা, কে তুমি আমায় পরিচয়
দাও!

পাগল। মা, আমি ভগবানের দাস। তুমি
ভয় ক'রো না,—ভগবান তোমার দয়া
ক'রেছেন।

পঞ্চম অঙ্ক।

—:—:

প্রথম গভীৰ্ণ।

—:—:

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ নির্মলার কক্ষ।

শ্রীমাদাস ও নির্মলা।

নির্মলা। বাবা, ডাক্তার কি ব'লে গেল ?

শ্রীমা। আর ব'লবে কি—আমার মাথা আর
মুণ্ড !

নির্মলা। কিন্তু বাবা, আজ সকাল থেকে
তো একটু একটু জ্ঞান দেখতে পাচ্ছি।

শ্রীমা। ও কিছু নয়,—শোকের উপর শোক
পেয়ে শরীর জীর্ণ হ'য়ে প'ড়েছিল,—ওই
প্রমদাকে দেখে যে দিন কাঁপতে কাঁপতে
চ'লে এলো,—তুমি বিছানার শুইয়ে দিলে,
—সেই দিনই ডাক্তার দেখে ব'লেছিল যে
বাঁচবার উপায় নাই। আমরা টের
পাইনি, বিকায়ের খেয়ালে উঠে হেঁটে
বেড়াতে। আমরা মনে ক'রেছিলুম
বাই ! বাই নয়—ঘোর বিকার।

নির্মলা। বাবা, আমি একটা কাজ ক'রে
ফেলেছি ; উনি বটঠাকুরঝির নাম ক'ছেন,
আমি তাকে আনিয়েছি।

শ্রীমা। তা বেশ ক'রেছিস্।

নির্মলা। আমার খণ্ডর যদি কিছু বলেন ?

শ্রীমা। সে না দেখতে পেলেই হ'লো। তুই
এখনো নান-টান করিস্ নি ?

নির্মলা। কেমন ক'রে ক'রবো,—ঠাকুরগণ
ঘুমছেন, ঘুম থেকে উঠে যদি শৌচ-টৌচ
যান।

শ্রীমা। অমনি ক'রে তুমিও যাবে আর কি !
না খাওয়া না দাওয়া, সমস্ত রাত জাগরণ !

তিন জন লোক রাধিয়ে দিয়েছি, তাতেও
তোমার হয় না।

নির্মলা। বাবা, তারা কি ঠিক বয় ক'রে
ধ'রতে পারে। আর উনি মাঝে মাঝে
নিউয়ে ওঠেন,—একজন আপনার লোক
কাছে না থাকলে হঠাৎ যদি কিছু হ'য়ে
পড়ে।

শ্রীমা। তোর ছোট ঠাকুরঝি কোথায় ?

নির্মলা। সেও তো সবে এই ঘমে-মাছমে
টানাটানি ক'রে বেঁচে উঠেছে, সেও তো
অষ্ট প্রহর র'য়েছে। আমি মাঝে মাঝে
জোর ক'রে খেতে পাঠিয়ে দিই, একটু
শুতে পাঠিয়ে দিই।

শ্রীমা। আর তুই যে আপনার শরীর দেখ-
ছিস্ নে, তুই যদি পড়িস, তা'হলে কি
হবে ?

নির্মলা। না বাবা—একি আমার প'ড়বার
সময় ? আমি প'ড়লে এখন চ'লবে
কেন ?

শ্রীমা। হ্যাঁ—অল্প তোমার সময় বুঝে
আমবে কি না ? পাগলামো করিস্ নে,
ওরই ভেতর শরীর বাঁচিয়ে চল্। যা নাইগে,
একটু গড়িয়েও নিস্। তোমার বিপদ
হ'য়েছে, শরীর তো তা মানবে না।

নির্মলা। বাবা, তোমার আশীর্বাদে কেন
মানবে না ! নইলে লোকে কর্তব্য কর্ণ
ক'রবে কি ক'রে ! বাবা, তুমি কি
বিশ্বাস করো না যে, রাম সীতা যখন বনে,
লক্ষণ পাহারা দেবার জন্তে বৎসর
যুগোনি নি ?—আমি খুব বিশ্বাস করি।
শরীর তো মনের দাস,—আমি আমার
শাঙড়ীর সেবা না ক'রে অল্পখে পড়বো !
—কখন না।

শ্রীমা। তা না পড়ো বেশ তো, ঘুমচ্ছে ব'লছ
—এখন তৃতীয় প্রহর হ'তে চলো, মাথায়
একটু জল দাওগে না।

নির্মলা। ছোটঠাকুরঝিকে খেতে পাঠিয়েছি,
সে এলেই যাব। তুমি কিছু ভেবো না,
আমি ঠিক শরীর বাঁচিয়ে চলি।

শ্রীমা। দেখে থেকে দেখে নে,—ডাক্তার বড়

ভয় দেখিয়ে গিয়েছে। ও বুঝ নয়, মাঝে মাঝে অধোর হ'য়ে থাক্চে। কেমন হ'য়ে আছে জানিস?—যেন বড়ীর দম নাই, হঠাৎ কখন বন্ধ হ'য়ে যাবে।

নির্মলা। তবে আমার খণ্ডর কেমন হয়ে রয়েছে, তুমি একটু সতর্ক থেকো।

গমা। নে নে—তোরি অত ভাবতে হবে না, তুই ছ'টি খেয়ে নিগে।

[উভয়ের গ্রহান।

দ্বিতীয় গর্ভাক।

—*:—

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

যাশাস্বিতা পার্কতী, পার্শ্বে নির্মলা ও হরমণি।

নির্মলা। এই আবার কথা কইতে কইতে অধোর হ'য়ে পড়লেন,—কিন্তু যখন উঠছেন. তখন তো বেশ জ্ঞান দেখছি।

হর। মা. যুক্ত্যর আগে অমন হয়,—যেমন প্রদীপ নেব্বার আগে সলতেটা একবার জ্বলে ওঠে। আমরা বৃথা আশা কচ্ছি, অমন হয়—আমি অনেক দেখেছি।

নির্মলা। ওই আবার চেতন হ'য়েছে।

পার্কতী। মা হরমণি, ভুবন আমাকে মার্জনা ক'রতে বলেছে; তুমি তারে ব'লো সে আমার কাছে অপরাধী নয়; আমি কঠিন না, আমিই তার কাছে অপরাধী; ব'লো আমি পাগল,—আমার জ্ঞান ছিলো না। আমার অঞ্চলের নিধি প্রমদাকে চিন্তে পারি নাই,—পেঙ্গী ব'লেছি,—তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। আমি মা নই, মা হ'লে এ তো পারতুম না—মা হ'লে আমার বাছাকে চিনতুম। ভুবন গায়ে ধুলো মেখেছে বোলে তাকে তফাতে রাখতুম না। মা হোলে সন্তানকে ভুলে থাকতুম না। আমি বুঝতে পারছি, আমার চরমকাল উপস্থিত। ব'লো মা

—ব'লো, আমি তারে আশীর্বাদ ক'রে মরেছি। সে যেন আমার উপর অভিমান করে না, সে যেন মা ব'লে আমায় এক একবার মনে করে।

হর। তবে মা—তোমার ভুবন পা'র ধুলো নিতে এসেছে, পা'র ধুলো দাও।

পার্কতী। কই মা কই—আমার ভুবন কই?

(ভুবনমোহিনীর প্রবেশ)

ভুবন। এই যে মা! মা, আমি বৃথা জন্ম জন্মেছিলুম,—তোমাদের কলঙ্কের জন্ম জন্মেছিলুম; মার কাছে সন্তানের অপরাধ নাই,—এই ভরসায় এসেছি। সতীলক্ষ্মী বউদিদির রূপায় তোমার দর্শন পেয়েছি। —পা'র ধুলো দাও মা—আমি কলঙ্কিনী, —তোমার পা ছুঁতে আমার সাহস হয় না।

পার্কতী। এসো মা,—মার কাছে তোমার অপরাধ কি? আমি তোমায় দেখি নাই, তাই তো মা তুমি গায়ে কালী মাখতে পেরেছ। আমি তোমায় জোর ক'রে এনে কেন কাছে রাখিনি!—তুমি নিরাশ্রয় হ'য়ে পথ ভুলেছ, ধর্ম্মে তোমার মতি হোক!

নির্মলা। ঠাকুরকি, বাবার গলা পাচ্ছি,—তিনি কেমন হ'য়ে আছেন, তুমি স'রে এসো।

ভুবন। মা! আসি।

পার্কতী। এসো মা,—তোমায় যত দেখ্বে, আমার দেখ্বার সাধ তো ফুরাবে না! কিন্তু আর আমার দেখ্বার সময় নাই, এই মা আমার শেষ দেখা।

[পদধূলি লইয়া ভুবনের গ্রহান।

হরমণি, তুমি আমার কে ছিলে মা! দুখিনীর দুঃখে ভাপিত হ'য়ে কোন স্বর্গ থেকে দেবী এসেছ!

হর। আমি যে তোমার দাসী।

(প্রমদার প্রবেশ)

পার্কতী। আহা বাছা, আমি তোমায় পেঙ্গী

ব'লেছিলুম! তুমি ছোঁবে, এই ভয়ে পালিয়ে এসেছি! আমার মুখে গঙ্গাজল দাও; তুমি গঙ্গাজল মুখে দিলে, মা জাহ্নবী আমার কোল দেবেন। (প্রমদার কথা করণ) আর মা, আমি কর্তার কাছে বতকণ না বিদায় ল'য়ে বাই, তুমি যেও না।

প্রমদা। আমি কোথায় যাব মা?

পার্কীতি। তুমি নিরাশ্রয় হ'য়ে এসেছিলে, তোমায় যত্ন করি নাই,—তাই তুমি অভিমান ক'রে আমার কাছে থাকতে চাও না। তোমায় বিদায় দিয়েছিলুম ব'লে থাকো না। হুথিনী মা মনে ক'রে আর অভিমান ক'রো না।

প্রমদা। মা মা—ভগবতী, স্নেহময়ী জননী! তুমি কেন মা এ কথা ব'লছ? তোমার স্নেহের কণামাত্র অতকে দেওয়ায় আমার লোকে স্নেহময়ী বলে। করুণাময়ী, তোমার অপার করুণা কি তোমার সন্তান জন্ম-জন্মান্তরে ভুলবে!

(প্রসন্নকুমার ও পাগলের প্রবেশ)

প্রসন্ন। পাগ্‌লা আয়, না এলে আমি তোরে মান্নবো,—আমি তোর চেয়েও পাগল, তা জানিস্? দেখ্ বড় হুথিনী, জনমহুথিনী, আমি জ্বালার উপর জ্বালা দিয়েছি। আয় আয়, তোকে দেখে যদি অভাগিনী জুড়োয়!

পার্কীতি। (পাগলের প্রতি) বাবা এসেছ? তোমায় আমি ডেকেছি। তুমি আমার মৃত্যুর সময় সামনে দাঁড়াবে। তোমার কৃপা হ'লে ভগবান্ আমার কুঁপা ক'রবেন।

পাগল। আরে মাগী কি বকে! আমি ওর ছেলে, তা ভুলে গিয়েছে।

পার্কীতি। তবে বাবা—এসো; তোমার হাতে আমার পাগল স্বামীকে সঁপে দিই। ও বড় অ'ল'ছে, ওকে দেখ'বার আর কেউ নাই।

(প্রবোধের প্রবেশ)

প্রবোধ। বাবা—বাবা, আমি তোমার পা ছুঁয়ে ব'লছি, আমি বাড়ী থেকে বেরবো না,—যা বলবে শুনবো। তুমি রাগ ক'রো না, মাঝে ভাল ক'রে দাও। সবাই বোলচে, মা ম'রে বাবে, তুমি ভাল ক'রে দাও!

প্রসন্ন। পাগ্‌লা—শুনছিল্—চূপ ক'রে রয়েছে যে? এ সময় কি বোলতে এসেছে শোন্। আমি কত সহিবো—কত সন্ন!

পাগল। বাবু তুমি কি বোলছ? এ সংসারে তো স'রাসয়ির কথা নহ্ন,—কাজ ক'রবার কথা,—কাজ করো। কাপুরুষে পয়ের জালা ভুলে আপনার জালা নিয়ে বিব্রত হহ্ন।

পার্কীতি। এসো এসো—আমার মাথায় পা দিয়ে বিদায় দাও,—আমার এখনি যেতে হবে। বেণী এসেছে—সুশীল এসেছে, দাও—দাও আমার মাথায় পা দাও! আমি তোমায় অনেক কুখ্যা ব'লেছি, আমি অজ্ঞান—অজ্ঞানের অপরাধ নিয়ে না!

পাগল। বাবু মাথায় পা দাও।

নির্মলা। ঠাকুরপো, গঙ্গাজল মুখে দাও।

(প্রবোধের তজ্রপ করণ)

পার্কীতি। দীনবন্ধু! (মৃত্যু)

প্রবোধ। ওমা—মা!—

প্রসন্ন। পাগল, ফুরুলো—আর হেথায় কি ক'রবো!

[প্রস্থান।

নির্মলা। (হরমণির প্রতি) মা, যা ক'রবার তুমিই করো,—আমার বাবাকে খবর পাঠাও।

হর। কিছু ভেবোনা মা, তিনি লোকজন নিয়ে বাইরে আছেন।

প্রবোধ। বউদিদি—বউদিদি, মা কি মরে গেল? আর কি আসবে না! মা মা—নির্মলা। মা—মা, কাঁদতে রেখে গেলে,—

কাদবো, কিন্তু এখন নয়। তোমার ছেলে
অবোধ, আমার উপর ভার, (পাদস্পর্শ
করিয়া) মা আশীর্বাদ করো, সে ভার
লইতে আমি কাতর না হই।

প্রমদা। বউদিদি, আমি মাকে ছোঁব না,—
আমার জাত নাই। আমরা মার সন্তান
নই, তুমিই মার সন্তান। তুমি দেবী,
তোমার তো বলবার কিছু নাই যে
ব'লবো।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

নির্মলা। ঠাকুরশো ওঠো,—কেঁদো না;
এতদিন খেলিয়ে বেড়িয়েছ, এখন তোমার
কাজ। মার কাজ করো,—মা স্বর্গে
যাচ্ছেন, তুমি পথে ফুল ছড়িয়ে দেবে!

প্রবোধ। (নির্মলার গলা ধরিয়া) কি ক'রবে
বউদিদি?

(লোকজন লইয়া শ্রামাদাসের প্রবেশ)

শ্রামা। চল, আমরা নিয়ে যাই। নির্মলা,
প্রবোধকে সরকার মশাই নিয়ে যাবে
এখন, তোমার কাছে এখন থাক।
(লোকজনের প্রতি) চলো চলো, বিছানা
শুদ্ধ নিয়ে যাই।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রকাশের বহির্কীর্টি-সংলগ্ন পুষ্পোদ্ভান।

সর্কোখর, ঘেঁচী, শুভঙ্কর ও চিত্তেশ্বরী।

চিত্তে। এই আর বুঝতে পারো না? আমার
বোধ হয় ও একটা মাড়োয়ারী,—হরমণি
ওর আগেকার মেয়েমানুষ,—এখন বিধবা
জুটিয়ে দেয়। প্রসন্নর বউটোর উপর ওর
টাক আছে, তাইতে ওদের দিকে এত
হ'য়েছে।

ঘেঁচী। ঠিক.—ও এক চাঁল বটে; ও
পরোপকার বোলে সব ঢাকা যায়।

সর্কো। তা আমাদের ছেড়ে দিলে কেন?

ঘেঁচী। বাবা, তুমি আমার বাবার যোগ্য
এক দম্ নও। তোমাদের নামে পুলিশ
কেস চালালে পেট শুদ্ধ ভুবনকে গিয়ে
সাক্ষী দিতে হ'তো না? তা নইলে বুঝি
তোমাদের উপর দয়া ক'রে ছেড়ে
দিয়েছে! প্রকাশকে ডাকলে?
সর্কো। বেয়ারাকে খবর দিতে পাঠিয়েছি।

(বেহারার প্রবেশ)

বেহার। বাবুকা অসুস্থ হয়েছে, বাবু শুই-
য়েছে।

ঘেঁচী। শুলে হবে না,—বল্ ঘেঁচী সাহেব
এসে ব'সে আছে!

[বেহারার প্রস্থান।

চিত্তে। ওর মতলব বুঝতে পাচ্ছি নে। ও
হাওনোট জাল ক'রেছে কি না,—তাই
পাগলা বেটাকে ভয় ক'চ্ছে। ওকে
আমার বিশ্বাস হয় না। আর ওকে এত
দরকারই বা কি? আমি প্রসন্নবাবুর
ঝিকে আর বেয়ারাকে হাত ক'রেছি;
তারা ব'লবে,—তারা শুনেছে, প্রসন্ন তার
স্ত্রীকে ব'লেছে যে বিষ দাও।

ঘেঁচী। আর প্রকাশকে দিয়ে বলা'তে হবে,
সে লাস চালান দিতে দেখেছে।

চিত্তে। কেই—শুভঙ্কর ব'লবে এখন, যে
ঘাটে পোড়াতে গিয়েছিল—দেখেছে।
বটকুক্ষটা যে বেহাত হ'লো,—ওরা হু'জনে
ব'ললে পাকা হ'তো।

শুভ। হিদি, আমার জড়াস্ নে,—আমার বড়
ভয় করে। ঐ পাগলা বেটা কমন দিয়ে
ফ্যাসাদে ফেলে দেবে। এ বয়সে ঘানি
টানুলে বাঁচবো না।

চিত্তে। দেখ, অমন ক'রবি তো বেগেনের
বাড়ী থেকে হোম ক'রতে গিয়ে সোণার
বাটা চুরি ক'রে এনেছিস, ধরিয়ে দেবো।
ব্যাটা ছেলে, কাছা দেয় না—ভয়েই
ম'লো!

ঘেঁচী। শুয় কি গণংকার, শুণে দেখ না,—
কেতুকে কামড়েছে রাহু, আর মঙ্গলটা

আমাদের শত্রুর বুক বাঁধ দিয়েছে।
(সর্কেস্বরের প্রতি) বাবা তুমি আজই
ওয়ারেন্ট বাঁধ করো,—‘বোমসেলের’
মতন একেবারে ব্যাটারের ঝড়ে পড়া
যাক। পিসী, তুমি বটকুফকে হাত করবার
চেষ্টা পাও। শুভঙ্কর আর ও তো কুঁচলে
থায়? ওকে দিয়ে বলাতে হবে যে, ওর
কাছ থেকে প্রসন্ন কুঁচলে নিয়ে গেছে?
দেখ না, দশ বিশ টাকা ছা’ড়লে হবে
না?

সর্কে। না, ওর প্রকাশ বাবুর উপর বড়
রাগ।

বেঁচী। হাতে টাকা পেলে, টাকার গর্দ্বিতে
রাগের গর্দ্বি কেটে যাবে।

সর্কে। আমার বড় পাগলা বেটাকে ভয়
হ’চ্ছে।

বেঁচী। ছা, ধেন্না ধরিয়ে দিলে! আমার
বাপ বোলে আর পরিচয় দিও না।
তোমার দিয়ে কোন কাজ হবে না, আমি
নিজেই ওয়ারেন্ট বার ক’র্বো।

চিন্তে। তাই যাও বাবা—তাই যাও; আর
দেবী ক’রো না।

বেঁচী। দাঁড়াও না, প্রকাশকে যদি ভুজং-
ভাজং দিয়ে হাত ক’র্বতে পারি—দেখি।
ওকে দিয়ে একটা এফিডেভিট ক’রে নিতে
চাই যে, ও লাস চালান দিতে দেখেছে।
বলা যাক না, বাপকে বাঁচাতে ভুবন
সাকাইনামা লিখে দেবে। বাবা দেখ,
বেয়ারা বেটা প্রকাশকে ডাকলে কি না।

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। হাঁ ডেকেছে। যাও, তোমরা আমার
বাড়ী থেকে বেরোও। (সর্কেস্বরের
প্রতি) সর্কেস্বর, আর ত আমার কিছু
নাই যে লুঠবে, তবে আর হেথার কেন?
যাও, আর আমার বাড়ীমুখো হ’রো না।

বেঁচী। প্রকাশবাবু, তুমি এমন আহামুখ
কেন? প্রসন্নকে ফাঁসাদে ফেললে তোমার
সব দায় কেটে যাবে।

প্রকাশ। মাপ করো,—তোমাদের ঠেঙে মাপ
চাচ্ছি—বেরোও। আর কথা নয়, কার
সঙ্গে কথা ক’রু জানো না! অনেক পাপ
ক’রেছি, আর নরহত্যা করিও না। এখন
না বেরুলে আমি একটা একটা ক’রে খুন
ক’র্বো।

শুভ। ও দিদি, চল—চল—চল!

সর্কে। যাচ্ছি বাবু—যাচ্ছি বাবু!

বেঁচী। প্রকাশ বাবু!

প্রকাশ। Brute! (ধাক্কা প্রদান)

[প্রকাশ বাতীত সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে চিন্তেশ্বরী। আমি তো বোলেছি,
ওকে দিয়ে কাজ হবে না।

প্রকাশ। আমি কি সেই!—আমারই কি
হাতে হাতে বেণী তার জীকে সাঁপে দিয়ে
গিয়েছিল? আমিই কি তার মুকুশয্যার
প্রতিজ্ঞা ক’রেছিলুম, আমার জীবন থাকতে
ভুবনের অনিষ্ট হবে না?—আর সেই
ভুবনকে পুগিসে ধরিয়ে দেবার জন্তে বর
ক’রেছি! অবলার সর্বনাশ ক’রে—
নানাপ্রকার উৎপীড়ন ক’রে ক্ষান্ত হই
নাই! এ কি হুঃস্বপ্ন দেখলুম!—না সত্য
ঘটনা হ’য়ে গিয়েছে! আমার কেন পাগল
দর ক’র্বলে! জেল না খাটলে আমার
কিসে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে! আমার
মহাপাশের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? বিশ্বাস-
বাতক, বিশ্ববার সম্পত্তি অপহারক, সতীর
ধ্বংসকারী, বন্ধুদ্রোহী!—ওনেছি না
তুহানল ক’রে পুড়ে মরে! দেখি, সে
আলার যদি এ বয়সের উপশম হয়!

(পাগলের প্রবেশ)

পাগল। প্রকাশবাবু, এই দশহাজার টাকা
তুমি নাও,—যার টাকা তাকে ফিরিয়ে
দিও।

প্রকাশ। হ্যাঁ হ্যাঁ—দাও দাও,—আমায় মাপ
ক’রো না, মিয়াদ দাও। সদাশিব-চায়েনরূপ
টাকা নিলে আমার সাজা কম হবে।
যাতে সাজা বৃদ্ধি হয়—করো: আমি

ভুবনকে গর্ভপাত ক'রতে পরামর্শ দিয়েছি—সে কথা আদালতে ব'লো। আমি অশ্রিতা অনাথা বিধবাকে মজিয়ে তার নামে অপবাদ দিয়ে পীড়ন ক'রে সাফাই লিখিয়ে নিতে গেছি—সব ব'লো। তোমার সাক্ষীর দরকার হবে না, আমি সব স্বীকার ক'রবো। দেখি যদি জেল খেটে আমার অশান্ত হৃদয় কিছু শান্ত হয়। বল' বল'—কি উপায় আছে বল' ? আমি দাবানলে জ্বলছি,—মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে বল' ? তুমি যে প্রায়শ্চিত্ত আছে ব'লবে, সেই প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো।

পাগল। তুমি স্থির হও।

প্রকাশ। আমার অবিশ্বাস ক'চ্ছ ? আর অবিশ্বাস ক'রো না,—বড় প্রাণের জালা—বড় প্রাণের জালা ! তুমি মহাপুরুষ,—মহাপাপের কি যন্ত্রণা—জানো না ! আমি ভুবনকে পীড়ন ক'রে লিখিয়ে নিতে গিয়েছিলুম !—তার চক্ষের জল আমার মনে প'ড়ছে,—বেণীর মৃত্যুশয্যা মনে প'ড়ছে,—বেণীর অকপট বিশ্বাস মনে প'ড়ছে ! আমি অশান্ত, আমার এ জগতে শান্তি নাই,—তুমি আমার বুকে পা দাও,—যদি শান্ত হ'তে পারি।

পাগল। তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে তাঁর দাস হও,—তোমার অশান্তি দূর হবে।

প্রকাশ। তুমি সত্য তো পাগল নও, কি পাগলের মত কথা ক'চ্ছ ! কি কোরে প্রার্থনা ক'রবো ? আমার পাপ জিহ্বায় সে পবিত্র নাম আসবে কেন ? আমার তিনি রূপা ক'রবেন কেন ? আমি কি বোলে রূপা প্রার্থনা ক'রবো ? আমি প্রার্থনা ক'রবার গেষ্টা ক'রেছি,—কই প্রার্থনা তো ক'রতে পারি নাই ! আমার ভয় হয় ! বিশ্বাসবাতককে তিনি দয়া ক'রবেন কেন ? আমি নিরাশ্রয় অবলাকে কলক-মাগরে ডুবিয়েছি,—সংসার ছারেখারে দিয়েছি,—পিতৃহৃত্য প্রসন্নবাবুর মাথা হেঁট ক'রেছি ! কোথায় যাবো—কি ক'রবো

—কি হ'লো ! জালা—জালা—দারুণ জালা ! পাগল, আমার পায়ে রাখো ! (পদদ্বয় ধারণের উদ্ভোগ)

পাগল। (নিবারণ করিয়া) কি করো ! ভয় নাই,—ভগবানকে ডাকো,—তিনি করুণাময় জানো না ? আমি সামান্য মানুষ,—আমার কেন পায়ে ধ'রছ।

প্রকাশ। না না, তোমার চরণস্পর্শ ক'রবো না, আমার স্পর্শে তুমি অপবিত্র হবে। কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা !

[প্রস্থান।

(হেবো ও বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

হেবো। পাগলা ! বাবা তুই যা ব'লবি শুনবে, ও আর বেঁটীদের সঙ্গে যায় না। তুই যে কাজ দিবি, ক'রবে। (বটকৃষ্ণের প্রতি) কেমন বাবা ?

বট। ম'শায়, আপনাকে আমি চিন্তে পারি নাই। আমি ভাবতুম, আপনি কি মতলবে পরোপকার করেন। আপনার অসীম দয়া ; আমি মুদীর হাতচিঠি ছিঁড়ে ছিলাম,—আমার নিশ্চয়ই জেল হ'তো,—এ বরসে জেল খাটলে বাঁচতুম না,—আপনার রূপায় রক্ষা পেয়েছি। আপনি আমার ছেলেকে দয়া করেন,—আমাকেও পায়ে রাখুন।

পাগল। হেবো, তোর বাপকে কি কাজ দিবি ?

হেবো। বাবা বড় পেটান্তে,—নেশা করে কি না ? কাজালীদের খাবার চাক্তে দে, তা'হলে আর চুরি ক'রবে না।

পাগল। হাঁ হাঁ, বেশ ব'লেছিস্ (বটকৃষ্ণের প্রতি) তুমি কা'ল থেকে কাজালী-ভোজনের কিরূপ সামগ্রী প্রস্তুত হয় পরীক্ষা ক'রো, আর দাঁড়িয়ে থেকে কাজালীদের খাওয়ার তদারক ক'রো।

হেবো। কেমন বাবা, বেশ কাজ পেলে তো ? যাও।

বট। আশীর্বাদ করুন, যেন আর দুঃখতি না হয়।

[বটকৃষ্ণের প্রস্থান।

(হরমণির প্রবেশ)

হর। বাবা হাবু, তুমি দেখগে—বে অনাথা
বিধবাকে তুমি গঙ্গাতীর হ'তে এনেছিলে,
সে ঘোষ বাবুদের সাবানের বাস্তু কেমন
সুন্দর তোয়ের ক'রতে শিখেছে।

হেবো। না—আমি যাবো না। আমি
হেবো,—নেকা বেটা আমার বলছে, হাবু
—হাবু!—হাবু তো বোকা।

হর। না না, হেবো—হেবো! (সাদরে
পৃষ্ঠে আঘাত করণ)

হাবু। হিঃ হিঃ হিঃ!

[প্রস্থান।]

হর। পাগল দাঁড়াও, কি ব'লবে ব'লেছিলে
বল?

পাগল। আর কি ব'লবো,—মাঝে মাঝে
মরি আর জন্মাই, তা তো শুনেছ।

হর। তুমি প্রথম কি ক'রে ম'লে?

পাগল। সে হাঁসপাতালে।

হর। বলো—বলো—হাঁসপাতালে কেন
গিয়েছিলে?

পাগল। এক গলা জলে দাঁড়িয়েছিলুম,—
সাঁতার দিতে গিয়ে ডুবে গেলুম।

হর। একগলা জলে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

পাগল। দাঁড়াবো না; বে ক'রলুম যে!

হর। বে ক'রলে কি?

পাগল। কি আর, বে ক'রলুম।

হর। একগলা জল কি?

পাগল। আজকাল যে দিন প'ড়েছে, বে
ক'রলেই একগলা জলে দাঁড়াতে হয়।

হর। তোমার স্ত্রী আছে?

পাগল। সে বিধবা হ'য়েছে।

হর। সে কি? বলো, বলো—

পাগল। আমি একগলা জলে দাঁড়িয়েছিলুম,
—ভেবেছিলুম মাঝখানে গিয়ে ডুব দিয়ে
তার জন্তে মণিক তুলবো। মণিক
তুললুম, তাকে দেবার জন্তে আ'নছিলুম,
—এমন সময় দেখি—হাঁসপাতালে
ম'রেছি; ম'রে পাগল হ'য়ে জন্মালুম।

হর। (পদদ্বয় ধরিত্রী) বলো—বলো—
তুমি কে?

পাগল। হরমণি, আর বলার তো কল নাই,
—এখন আর অল্প পথ তো নাই,—
আমাদের পথ তো চিনে নিয়েছি, তবে
আর কেন জিজ্ঞাসা ক'রো?

হর। প্রভু ইষ্টদেবতা!

(মুচ্ছা)

পাগল। হরমণি, হরমণি—কেন আত্মহারা
হ'লো? আমরা যে পথে চ'লেছি, যদি
ঠিক যেতে পারি, তাহলে উপরে যেথায়
স্বার্থশূন্য মহাপুরুষের স্থান, সেথায়
তাদের পদসেবা ক'রার জন্য ভগবান
আমাদের নিযুক্ত ক'রেন। স্থির হও,
হেথায় কাজ শেষ ক'রো।

হর। পারের ধূলা দাও, আমি পবিত্র হই।

পাগল। তুমি পবিত্রা,—তোমার পবিত্রা
কেনেই গঙ্গার ঘাট থেকে তোমার এনে-
ছিলুম। তোমার অপকৃত্যের শরভের
মেঘের ভায় ভেসে গিয়েছে তোমার
নির্মল জ্যোতিতে আমার হৃদয় উজ্জল!
যাও কাজ করো,—কর্মভূত অবকাশ
তো নাই যে কথাবার্তা কবো

[পাগলের প্রস্থান।]

হর। ভগবান—ভগবান, তুমি বা কলতরু!
আমার প্রার্থনা পূর্ণ হ'লে আমার
স্বামীর দর্শন পেরেছি।

(প্রকাশের পুনঃ প্র)

প্রকাশ। হরমণি—হরমণি, আমি তোমার
খুঁজতে গিয়েছিলুম, তুমি আমার ভুবনের
কাছে নিয়ে যাও; তার পারে ধ'রে মাগ
চাইবো। না—না, সেথায় যাবো কেমন
ক'রে? সে আমার মুখ দর্শন করবে কেন!
আমার মাথার বজ্রাঘাত হয় না—সর্পদংশন
করে না!—কি হ'লো, কোথায় যাবো!

[প্রস্থান।]

হর। অনুতাপানলে দগ্ধ হ'লে। ভগবান—
পতিতপাবন! তুমি তো অল্পতপ্তকে
মার্জনা করো!

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তাক।

—*—

পথ।

(রকে বসিয়া ধূমপানরত বৃদ্ধগণ
এবং পথে ক্রীড়ারত বালকগণ)

১ম বৃদ্ধ। ছেলেটা আছে শুন্তে পাই।

২য় বৃদ্ধ। যেমন দেমাকে চোখে দেখতে
পেতো না, তেমনি বেটা জন্ম হ'য়েছে।
ভগবান্ আছেন কি না, অত দস্ত সইবেন
কেন ?

১ম বৃদ্ধ। বেটার বউটাও নাকি একটা
বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে আস্‌নাই ক'রে-
ছিলো, emdty house এ পাকী ক'রে
ষেতো আস্‌তো।

২য় বৃদ্ধ। ওরে—ওরে ছোঁড়ারা, ওই প্রসন্ন
বাড়ীজো আস্‌ছে—ওই প্রসন্ন বাড়ীজো
আস্‌ছে!

বালকগণ। হাঁ তো রে!

(প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

ও খুঁটান প্রসন্ন—ও খুঁটান প্রসন্ন, নাতি
হয়েছে,—সন্দেশ খাওয়াগে না? আমরা
আটকোড়ে বাজাতে যাবো। আমরা
ছড়া শিখেছি,—

আট কোড়ে বাটকোড়ে ছেলে আছে ভালো।

কুলো বাজিয়ে ছুড়ো জেলেছে ভুবন-প্রকাশ

আলো।

খবর দিলুম মাতামহ, ছেলে হয়েছে বেশ।

তে রান্তিরে পিণ্ড দেবে খাওয়াও না সন্দেশ ॥

বৃদ্ধগণ। এই ছোঁড়ারা কি করিস্—কি

করিস্? (সন্ধেতে উৎসাহ দান)

১ম বৃদ্ধ। প্রসন্ন বাবু ভাল আছেন তো?

বড় বে কাহিল দেখছি?

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান ও পশ্চাতে বালকগণের

ছড়া বলিতে বলিতে অন্তরঙ্গ।

২য় বৃদ্ধ। এসো না—এসো না, রগড় দেখা

যাক!

১ম বৃদ্ধ। আরে নাও চল্লুম,—খুব জন্ম
হ'য়েছে।

২য় বৃদ্ধ। এখনো দেমাক কমে নি, কারো
সঙ্গে কথা নাই,—বাড়ী জুজাই চ'লেছে।

[সকলের প্রস্থান।

(হরমণি ও পাগলের প্রবেশ)

হর। সে কালীঘাটে একটি বিধবাকে খালাস
ক'রতে গেছে। আমি তারে দেখানে
য়েখে আস্‌চি।

পাগল। তুমি শীগ'গির যাও, এই গলির মোড়ে
আমার জুড়ী তৈরি আছে; তাকে ব'লো
আর তার গোপন থাকা হবে না। সন্-
লকে জানা'তে হবে সে বেঁচে আছে;
নইলে তার বাপের মহা বিপদ হবে।
একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নিয়ে
এসো।

হর। কি হ'য়েছে?

পাগল। যাও যাও—শীগ'গির যাও, কথার
সময় নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্তাক।

—*—

প্রসন্নকুমারের বহির্কাটীর কক্ষ।

প্রসন্নকুমার।

প্রসন্ন। কেন আর প্রাণের মমতা করি!

কিসের পাপ? শাস্ত্রের শাসন! আত্ম-

হত্যা পাপ কেন? নির্ভর শাস্ত্র! শাসন-

বাক্য লিখেছে,—যেন দুঃখের না অবসান

হয়, ম'রে না জুড়তে পারে। আর আমার

কিসের শাস্ত্র? হেয় জীবনভার কেন

বইবো!—সন্তান-হত্যা ক'রবো না,—

পাপিনী অনুতাপে দক্ষ হোক—দুঃস্বপ্নে

দিবারাত্র আচ্ছন্ন থাকুক। কতাহত্যা

ফল নাই,—আমি ম'লেই ফুকে। এ হেয়

দেহভার কেন আর বইবো? শুনেছি

হাইড্রোজেনিক এসিড অতি তীব্র বিষ,—
মৃত্যুব্রণা হয় না । • কই—শিশিটে কিনে
এনে কোথায় রাখলুম ? বোধ হয় আল-
মারীর ভেতর লুকিয়ে রেখেছি । (নেপথ্যে
কোলাহল শুনিয়া) কারা আসছে !

(ঘোঁচী, সর্কেশ্বর, মিঃ বড়াল, মিঃ মল্লিক,
পাহারাওয়ালার, জমাদার, ইন্স্পেক্টার
প্রভৃতির প্রবেশ)

ঘোঁচী । ধরো, খুনে !

প্রসন্ন । (ইন্স্পেক্টরের প্রতি) কি, আমার
ধরবে ? ধরো,—নিরে চলো,—আমার
সম্পূর্ণ হোক । এত চৌকীদার সঙ্গে ক'রে
এনেছ কেন ? আমি মৃত, তবে যে টুকু
হৃৎযন্ত্রণা ক'রবার জন্য জীবিত থাকতে
হয়, সেটুকু জীবিত আছি ।

ইন । ম'শায় আমার অপরাধ নাই,—এই
ওয়ারেন্ট দেখুন,—আপনার নামে খুনি
ওয়ারেন্ট জারি হ'য়েছে । আপনার ভাই
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত ক'রেছেন যে,
আপনি আপনার কন্যাকে বিষ দিয়ে মেরে-
ছেন । ম্যাজিস্ট্রেট এঁদের জবানবন্দী নিয়ে
ওয়ারেন্ট দিয়েছেন,—আপনাকে যেতে
হবে । আপনি মানী লোক, আপনাকে
ধ'রতে আসায় আমি হুঃখিত ।

(নির্মলাকে টানিয়া চিত্তেশ্বরী ও
পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

চিত্তেশ্বরী । ইন্স্পেক্টার সাহেব, এই নির্মলা ।

প্রসন্ন । হ্যা ইন্স্পেক্টার, আমি খুনেই বটে ।

(চিত্তেশ্বরীর গলা টিপিয়া ধরণ এবং পুলিশ
কর্তৃক চিত্তেশ্বরীর মুক্তি)

ঘোঁচী । খুনে দেখছ না ? দাও দাও—হাত-
কড়ি হাতে দাও ।

(প্রসন্নকুমারের হস্তে পুলিশের হাতকড়ি দেওন)
বড়াল । বিধুমুখী, এইবার চলো—তোমার
অন্ত সেদিন বড় মার খেয়েছি ! ব'লতে
হয়, দশ হাজার মনে ধরে নি,—আরও

দশ হাজার মিঃ বাহুর দিতেন । এখন যে
যেতে হ'চ্ছে ।

নির্মলা । ইন্স্পেক্টার বাবু, আপনি যে জন্তেই
আছেন, আমি জানি নি—এঁরা কি বড়বড়
ক'রেছেন,—কিন্তু কুলবধূর অপমান
কেন শুনেছেন ? আমার মিনতি রাখুন,]
—আমার শ্বশুরের হাতে হাতকড়ি
দেবেন না,—কোথায় নিয়ে যেতে হবে
বলুন,—আমি কচি ছেলের মত নিয়ে
যাচ্ছি ।

ইন । মা, কি ক'রবো ? তোমার নামে ওয়া-
রেন্ট রয়ে'ছে । এঁরা ব'লেছেন যে
ভূমিও বিষ দেওয়াতে সাহায্য ক'রেছ ।

নির্মলা । আচ্ছা, আমাকেও নিয়ে চলুন,—
হাতকড়ি খুলে দেন ।

চিত্তেশ্বরী । না, খুনের হাতে হাতকড়ি দেবেন
না ! না ধ'রলে আমার খুন ক'রতো ইন-
স্পেক্টার বাবু তো চোখের উপর দেখলে ?
নির্মলা । ইন্স্পেক্টার বাবু, হাতকড়ি খুলে
দেন । আমার অপমান দেখে আমার
শ্বশুর রেগেছিলেন । আমার বিনা কারণে
এই চণ্ডালদের সামনে টেনে এনেছিল,—
তাই আমার শ্বশুরের ধৈর্য্যচ্যুতি হ'য়ে-
ছিল । রাখুন—রাখুন, অবলার মিনতি
রাখুন,—হাতকড়ি খুলে দিন ।

ইন ।—না মা, তা পা'রবো না,—এখনো
তোমার শ্বশুরের চক্ষু দেখ—দৃষ্টি
দেখ,—ছেড়ে দিলে এখনি খুন হ'বে ।
নির্মলা । এদের সব সরিয়ে দিন,—তা হ'লে
তো খুন ক'রতে পারবেন না । তার পর
হাতকড়ি খুলে দে নিয়ে যান । দিন—দিন,
হাতকড়ি খুলে দেন—আপনার পায়ে
ধ'রুচি ।

চিত্তেশ্বরী । খুনের হাতে হাতকড়ি দেবেন না তো
কি ? শ্বশুরের জন্তে রস হ'চ্ছে ! এও তো
খুনে,—একেও হাতকড়ি দাও ।

সর্কেশ্বর । (জনান্তিকে ইন্স্পেক্টরের প্রতি)
ইন্স্পেক্টার বাবু, একে থানায় নিয়ে
যাবেন না ; মিঃ বাহুর বাগানে নিয়ে
চলুন,—আপনি যা চান—তাই পাবেন ।

ইন। এ'রা খুনে কি না, তা হাকিম বিচার ক'রবেন ; কিন্তু প্রকৃত বদি কেউ খুনে থাকে, তা আপন'রা।

(শ্রামাদাসের প্রবেশ)

নির্মলা। বাবা, আমার স্বপ্নের হাতকড়ি খুলিয়ে দাও।

শ্রামা। চূপ কর,—তুই হেথায় কেন ?

ইন। আজ্ঞে, 'ও'র নামেও abetment of murder এর charge আছে, এই warrant দেখুন।

শ্রামা। তোমরা এত লোকে এই ভদ্রলোককে নিয়ে যেতে পা'রতে না ? হাতকড়ি দিয়েছ কেন ?

ইন। উনি এই জীলোকের গলা টিপে ধ'রে-ছিলেন,—উনি উন্নতের মতন হ'য়েছেন,—কাজেই হাতকড়ি দিতে হ'য়েছে। আমার কর্তব্য ক'রেছি,—রাগ ক'রবেন না।

(সদাগরের পরিচ্ছদে পাগলের প্রবেশ)

পাগল। ইনস্পেক্টার ছেড়ে দাও ; এরা খুনে নয়,—বড়বল্ল ক'রে মিথ্যা খুনের দাবী দিয়েছে।

ঘেঁটী। মিথ্যাকথা ! ব্যাটা ভোল ফিরিয়েছে,—এখানে পাগলামো চ'লবে না। আমার জীকে খুন ক'রেছে।

(হরমণি ও প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। তোমার মিথ্যা কথা,—এই আমি জীবিত। তোমার পরপুরুষ জ্ঞানে বিবাহ-সভায় মুচ্ছা গিয়েছিলুম ; আমার অদৃষ্টের দোষে তোমার সঙ্গে বিবাহ হয়। তুমি যে নিষ্ঠুরতা ক'রে আমার তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সে ভগবানের রূপা। তাঁর রূপায় আমার প্রকৃত স্বামীর চরণ ধ্যান ক'রতে এখন আমি আর কুণ্ঠিত নই।

শ্রামা। ইনস্পেক্টার এই শুনে ? হাতকড়ি খুলে দাও, তুমি চ'লে যাও।

ঘেঁটী। না, এ আমার জী নয় ; হরমণি একটা ছুকরি সাজিয়ে এনেছে।

ইন। ম'শায় মাপ করুন। আমার উপর ওয়ারেন্ট জারি ক'রবার হুকুম। ইনি এর কথা কি না, সে বিচার আমি এখানে ক'রতে পারি না,—আমি এদের চালান দিতে বাধ্য।

পাগল। আমি ব'লছি, তোমার কোন আশঙ্কা নাই ; সমস্ত দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, তুমি ছেড়ে দাও। আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে থেকে warrant কাটিয়েছি।

ইন। ম'শায় দেখছি আপনি সজ্জন—পরো-পকারী ; কিন্তু আপনি কে তা আমি জানি নি ; আপন'র দায়িত্বের উপর নির্ভর ক'রে খুনী আসামী ছেড়ে যেতে পারি না।

পাগল। আমি সন্দেশ-চায়েরূপের প্রধান অংশীদার। আমার নাম সদাশিব ; আমি এর কথাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নিয়ে গিয়ে ওয়ারেন্ট cancel করিয়েছি।

ইন। অ্যা আপনি ! ম'শায় ম্যাজিস্ট্রেটের order আনুন,—আমি অপেক্ষা ক'চ্ছি।

বড়াল। (ঘেঁটীর প্রতি জনান্তিকে) দম দিচ্ছে ! order cancel কি পাগলা ব্যাটার কথায় হয় !

ঘেঁটী। অপেক্ষা কি ? খুনে আসামী নিয়ে চলে ; নইলে তুমি neglect of dutyর chargeএ প'ড়বে।

সর্কে। তুমি কোথাকার আহাম্মুখ ! পুলিশে কাজ করে,—এই পাগলা ব্যাটার দমে ভুলছ ?

ইন। খুব মতলব এ'টেছেন,—শেষটা টিকলে হয়। একি ! ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বে !

(ম্যাজিস্ট্রেট, শুভঙ্কর ও বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

ম্যাজি। (ঘেঁটী, মল্লিক ও বড়ালের প্রতি) তোম লোক হায়, এই তিন আডমিকো handcuff চড়াও।

(পুলিশকর্তৃক ঘেঁটী, মল্লিক ও বড়ালের হস্তে হাতকড়ি প্রদান)

(প্রসন্নকুমারের প্রতি) inspector, take off the handcuff.

[পুলিশকর্তৃক প্রসন্নকুমারের হাতকড়ি মোচন।]

(সদাশিবের প্রতি) Well সদাশিব,—
বড়াল ও মল্লিক। Do not arrest us
unlawfully.

ম্যাজি। No—not at all, you are in
the conspiracy. (প্রমদার প্রতি)
Lady, আমি ছুঃখিত, আপনাকে আমার
আদালতে যাইতে হইয়াছে। (সদাশিবের
প্রতি) Mr. সদাশিব, I came to apol-
gize to প্রসন্নবাবু and his daughter-
in-law for having issued warr-
ant against them. I came my-
self with the order; it is with
your mans'uppose. (বটকুকের
প্রতি) আপনার নিকট order আছে?

বট। হ্যা হজুর। (অর্ডার-পত্র প্রদান)

ম্যাজি। (প্রমদার প্রতি) Once more
lady, আপনি ক্লেস করিয়া আমার
আদালতে গিয়াছিলেন, আমি ক্ষমা
চাহিতেছি। সদাশিব, your testi-
mony alone was sufficient; you
could have spared the lady. আমি
সকলের নিকট pardon চাহিতেছি।

শ্রামা। সাহেব—সাহেব, আপনার বদান্ততায়
আমরা চিরবাসিত। আপনি ভদ্রলোকের
আর কুলবধুর মর্যাদা রক্ষা ক'রেছেন।

ম্যাজি। Oh—this is the daughter-
in-law? Innocence herself!
Oh you hell-hounds! (নির্ম্মলার
প্রতি) মারি, মার্ক্জনা করিবেন; আমি
না বুঝিয়া আপনার বিপক্ষে warrant
দিয়াছিলাম।

(নির্ম্মলার করযোড় করিয়া অভিবাদন)

(মিঃ বাবুর প্রবেশ)

বাবু। বাধো ব্যাটাদের—বাধো ব্যাটাদের!
(ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) কে ইনস্পেক্টার
সাহেব,—তুমি ইনস্পেক্টার সাহেব? এই
চিঠি দেখ,—এই বেঁচী ব্যাটা আমার
লিখেছিল যে, ভদ্রলোকের মেয়ের নামে
খুনি charge দিয়ে আমার বাগানে নিয়ে;

যাবে, আমি ওকে বিশহাজার টাকা
দেবো।

ম্যাজি। Thank you gentleman.

শুভ। আর এই চিঠি দেখুন—বড়াল সাহেব
লিখেছিলেন—মল্লিক সাহেবকে; মল্লিক
সাহেব সেই চিঠির পিঠেই জবাব দিয়ে-
ছিলেন, প'ড়ে দেখুন। লেখা আছে,
কুলবধুকে অপমান ক'রবার সুযোগ
হ'য়েছে।

সর্কে (স্বগত) ইস্! পেকে উঠলো।

(গমনোত্তত)

বাবু। (হস্ত ধরিয়া) তুই ব্যাটা গোড়ার
ছে,—তুই যাবি কোথায়?

সর্কে। দোহাই সাহেব—দোহাই সাহেব,
আমি প্রকাশ বাবুর কর্মচারী।

বাবু। না. তুই বেঁচীর বাবা।

ম্যাজি। Oh yes, take him for aiding
and abetting.

সর্কে। (জানান্তিকে) চিত্তেশ্বরী, বেটা ঘানি
টানালে।

ম্যাজি। Oh! Is that চিত্তেশ্বরী?
Arrest her also.

(পুলিস কর্তৃক সর্কের হাতে

হাতকড়ি দেওন।

সর্কে। (বেঁচীর প্রতি) ও নচ্চার বেটা,
আমার হাতেও হাতকড়ি দেওয়ালি!

বেঁচী। বাবা চূপ করো, ম্যাজিষ্ট্রেট জুলুম
ক'চ্ছে।

ম্যাজি। Oh I see father and son!

(পুলিস কর্তৃক চিত্তেশ্বরীকে ধৃত করণ)

চিত্তে। আমার কেন ধ'রুচ—আমায় কেন
ধ'রুচ, আমি কি ক'রেছি?

শুভ। কেন, তুইই তো সব পরামর্শ দিয়ে-
ছিস।

বট। আমাকে পঞ্চাশটে টাকা দিতে গিয়ে-
ছিল,—আমি সাক্ষী দেবো,—প্রসন্নবাবু
মেয়েকে খাওয়ার জন্তে আমার কাছে
কুঁচলে আর আফিং নিয়ে গিয়েছিলেন।

চিত্তে। তুই তো ব'লেছিলি। (শুভকরকে
দেখাইয়া) আর এ চোর, একেও বাধো।

বেনেদের বাড়ী হোম ক'রতে গিয়ে
সোনার বাটা চুরি ক'রেছে। আমি
চোরাই মাল ধরিয়ে দিচ্ছি।

পাগল। না সুনন্দরি, আমি সে দাম দিয়ে
কিনে নিয়ে শুভঙ্করকে দিয়েছি।

ম্যাজি। Take them to the lock-up.
সদাশিব, I must go now. I repeat,
I am very sorry gentlemen.
What is done can not be undone.
The Worthies have also put me
in a mess. I ought to write a
report I suppose. Good day to
you all.

শ্রামাদাস ও পাগল। Good day—Good
day.

(ষেঁটী প্রভৃতি অপরাধিগণকে
লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের প্রস্থান।)

শুভ। বাবা, ভাগ্যিস হেবোর কথা শুনে,
তোমার কাছে গিয়ে প'ড়েছিলুম। নইলে
তো বেশ হাত-সাজসজ্জা গয়না প'রতে
হ'তো! এই নাক মোচড়া—কান
মোচড়া! তোমার কান্দালীদের পাত
কুড়িয়ে খাব, তবু আর আচার্যিগিরিতে
এগুচ্ছি নি।

পাগল। আচ্ছা যাও।

[শুভঙ্করের প্রস্থান।

বাসু। শ্রামাদাস বাবু, আপনি আমার বাপের
স্বরূপ! আপনার শিক্ষাতে আমার পরি-
বর্তন হ'য়েছে, আর আমি মিঃ বাসু নাই,
—মন্মথ বাসু ব'লে পরিচয় দিই।
(নির্মলার প্রতি) সতী লক্ষ্মী! আমি
অজ্ঞান, আমার অপরাধ নিয়ো না,—
আমি তোমায় মাতৃজ্ঞান করি।

শ্রামা। বাবা, তুমি চিরজীবী হও, বংশের
গৌরব রক্ষা করো।

[নির্মলা ও প্রমদার প্রস্থান।

পাগল। (গমনোত্তর হরমণির প্রতি) হর-
মণি, যেও না। (সকলের প্রতি) আপ-
নারা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রে-

ছিলেন, পরিচয় পেয়েছেন; আরও পরি-
চয় শুধুন,—হরমণি আমার বিবাহিতা
স্ত্রী। (প্রসন্নকুমারের প্রতি) বাবু, দুঃখে
কাতর হবেন না; এ পরীক্ষার স্থান,—
নিরপবাধেও দুঃখভোগ ক'রতে হয়। তার
দৃষ্টান্ত এই সাধবী হরমণি। আমি ডাক্তার
হ'য়ে জাহাজে বাই, জাহাজডুবি হ'য়ে
পীড়িত অবস্থায় হাঁসপাতালে গাংকি।
শুনে থাকবেন,—একজন জমীদারের
ছেলে—আমার মৃত্যু রটনা ক'রেছিল;
তারই তাড়নায় হরমণি দ্বিচারিণী-অপবাদ
সমাজচ্যুত হয়। কোথাও আশ্রয় না
পেয়ে, তিনদিন অনাহারে থেকে আত্ম-
হত্যা ক'রতে চেয়েছিল! এখন তো
ঈশ্বররূপায় হরমণির হৃদয় শান্তিপূর্ণ।

[সকলকে প্রণাম করিয়া হরমণির

প্রস্থানোত্তোগ।

শ্রামা। মা, তুমি নমস্কার ক'রো না, তোমার
স্বামীর ছায় তুমি সকলের প্রণাম।

হর। বাবু, অমন কথা ব'লবেন না,—
আমার অপরাধ হবে। আমি ভিখারিণী,
আপনাদের দাসী।

[হরমণির প্রস্থান।

পাগল। শ্রামাদাসবাবু, আপনি প্রসন্নবাবুকে
বাড়ী নিয়ে যান।

প্রসন্ন। কি, তুমি এখনো আমার দরদ
ক'চ্চ? কেন ক'চ্চ? তাতে কি ফল
হবে? আমার চরম হ'য়েছে! যে
টুকু বাকী ছিল, তাও হ'য়েছে,—খুনে
অপবাদে হাতে হাতকড়ি প'ড়েছে।

পাগল। ম'শায়, সংসারে এসে স্বথঃস্থ থো
সকলেরই হয়।

প্রসন্ন। এতো হয়? ছেলে মরে, জামাই মরে,
—এক মেয়ে কলঙ্কিনী, এক মেয়ে ভিখা-
রীর আবাসে ভিখারিণী—কৌজদারী
আদালতে সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়,—হৃদিভঙ্গ
হ'য়ে স্ত্রীর মৃত্যু,—রাস্তায় হাততালি দিয়ে
ছেলেরা গায়ে ধুলো দেয়,—যারা পদলেহন
ক'রেছে, তারা পশু অপেক্ষা হেয় জ্ঞান
করে,—সহানুভূতির ছলে ক্ষত হৃদয়ে

পুনঃপুনঃ আঘাত করে,—ভাপিতের প্রতি
বিষেব প্রকাশ ক'রে আপনাদের ধার্মিক
ব'লে পরিচয় দেয়,—হাতে হাতকড়ি,—
বিমল পুত্রবধূকে বর্করে টেনে আনে,—
খুনে অপবাদ দেয়,—এক জীবনে কি
এতো হয়?

পাগল। সত্য, আপনার দুঃখের ভার অতিশয়
অধিক। কিন্তু আমিও অনেক সহ
ক'রেছি। নিরপরাধে সেই জমীদারের
তাড়নার জেল খেটেছি। পাগলের মতন
পথে পথে ঘুরেছি। অবশ্য আপনার
মত অত দুঃখ পাইনি, কিন্তু বোধ হয়,
চেষ্টা ক'রলে অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়।
আমার হ'য়েছে, হরমণির হ'য়েছে,
আপনারও হবে। আমি নিরাশ্রয়—
পথে বেড়াতুম, ক্রমে গুফরিণী থেকে শাক
তুলে বিক্রয় ক'রে ঈশ্বর-কৃপায় আমার
এই উন্নতি। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই
আমার গদী আছে। তাঁর কৃপায় এখন
তাঁর দাস,—শাস্তিময়চিত্তে তাঁর কার্যে
নিযুক্ত। আপনি তাঁর দাস হোন, তিনি
শাস্তিদাতা, শান্তি দেবেন।

শ্রামা। মহাশয়!

পাগল। 'মহাশয়' ব'লবেন না। আমি
পাগল হ'য়ে বেড়াতুম, 'পাগল' নাম আমার
বড় মিষ্টি।

শ্রামা। আচ্ছা পাগল, তুমি সামান্য দীনবেশে
বেড়াও কেন?

পাগল। বাবু, দীনবেশে—আমিও যে এক-
দিন দীন ছিলাম, তা আমার সর্বদা মনে
প'ড়বে। আর দীন ব্যতীত দীনের দুঃখ
কে বুঝবে? দীন কাকে বিশ্বাস ক'রে
তার মনোবেদনা জানাবে। ম'শায়,
আমার অপর কার্য্য র'য়েছে। প্রসন্নবাবু,
ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করুন।

তিনি শাস্তিদাতা, অবশ্যই শান্তি দেবেন।

প্রসন্ন। আচ্ছা, যাও যাও!

পাগল। ম'শায়, ওঁর ভাব বুঝতে পাচ্ছি না,
আপনি সতর্ক থাকবেন।

[পাগলের প্রস্থান।]

প্রসন্ন। বেয়াই, তুমি আমার চেনো?

শ্রামা। (স্বগত) এঃ! মস্তিষ্ক বিকল হ'লো
না কি?

প্রসন্ন। কি ভাবছ? আমি পাগল হই নি।
সত্যই চেনো না,—আমি খুনে চেনো
কি?

শ্রামা। বেয়াই, ও সব আর ভেবো না।
এসো, আমরা পাগলের আদর্শ নিই;
যতদিন বাঁচি, পরের উপকার করি।
চলো আমার বাড়ীতে যাবে।

প্রসন্ন। আচ্ছা আসৃচি, বউমাকে চাবিটে
দিয়ে যাই।

শ্রামা। শীগগির এসো, আমি ব'সে রইলুম।

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।]

হা ভগবান! মাহুঘটা অস্থির হ'য়েছে! এ
কি! এখানে কিসের শিশি? (তুলিয়া
লইয়া) এ যে, 'হাইড্রোস্তানিক এসিড'
লেখা। ও—আত্মহত্যা ক'রতে এনেছিল!

(নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ)

নির্ম্মলা। বাবা, আমার স্বপ্নের এক বটা গঙ্গা-
জল নিয়ে থিড়কি দিয়ে কোথায় বেরিয়ে
গেলেন।

শ্রামা। কোথায় গেল? (স্বগত) এঃ—
উদ্ভাদ হ'লো!

[উভয়ের প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক।

—•—

বেণীমাধবের উজানবাটীস্থ কক্ষান্তর।

ভুবনমোহিনী ও হরমণি।

হর 'মা, তোমার বিষয়-আশয় পাগল দেখেছে,
—বন্ধক খালাস ক'রে নিজেকে রেখেছে।
তার আয় থেকে সব মাসোহারা দিয়ে
পাঁচ বছরে দেনা শোধ হবে। তোমার
বিষয় তুমি পাবে

ভুবন। না মা, আমার বিষয় কাজ নাই,
তুমি আমায় একটু স্থান দিও। আমার
বোনের সঙ্গে থেকে আমিও তোমার
কাজ করবো। আমার বিষয়ের উপস্থিত,
যতদিন বেঁচে থাকি, তোমাদের কাজে
দিয়ো।

হর। মা, আমাদের কাজ নয়,—ভগবানের
কাজ।

ভুবন। মা, আমার ছেলের মুখ দেখে মনে
হয়,—আশ্চর্য্যতা করে কি মহাপাতকই
ক'রতে ব'সেছিলুম। দিনের বেলায় তুমি
নিয়ে যাও, আমি কতক্ষণে রাত হবে,
কতক্ষণে বাছাকে আবার বেথবো, ব'সে
ব'সে ভাবি।

হর। মা, লোকের মুখে চাপা দেবার জন্তে
দিনের বেলা নিয়ে যাই। কেউ দেখে
পাঁচ কথা কবে, তোমার বাপ বেঁচে
র'য়েছেন।

ভুবন। কি চুপক লিই বাবার গালে দিলুম!
আজও প্রকাশের সাজা হ'লো না, পাগুলা
বাবা তারে ছেড়ে দিলেন, সাজা দেওয়া-
লেন না? সে জেল খাটলে না?

হর। মা, সাজা দেবার কর্তা ভগবান, তুমি
আমি নই। হিংসা-দেষ মন থেকে ছেড়ে
দাও। পরের অনিষ্ট করা নয় মা—
আপনার অনিষ্ট করা। ভগবানের এমন
নিয়ম নয় মা,—যে পরের হিংসা করে।
যে মন থেকে পরহিংসা ছাড়ে,—জগতে
তার শত্রু থাকে না, হিংস্রক জন্তুও তারে
হিংসা করে না, ক্রুর সর্প তাকে দংশন
করে না! তুমি মন থেকে হিংসা-দেষ
ছেড়ে দিয়ে ভগবানের মঙ্গলময় রাজ্যে
কায়মনোবাক্যে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা
করো, তাতে মা আপনার মঙ্গল হবে,
ভগবানের কৃপায় মহাপাপ নষ্ট হ'য়ে দেহ-
মন নিষ্কল হবে, তাঁর নিষ্কল চরণ দর্শন
পাবে। গান শোনো মা,—

গীত।

প্রাণময় প্রাণনাথ আমার।

ব্যথা কারো দিলে প্রাণে বাজে ব্যথা তাঁর ॥

ব্যথা পেয়েছ প্রাণে, প্রাণে ব'সে প্রাণনাথ জানে,
চাঁও রে ব্যথিত তাঁর বদন পানে;
প্রেম বিনা কি নেভে জালা,
জালিয়ে জালা জুড়ায় কার ॥
নিরমল হৃদয়-কমল, ঢাল্লে তায় গরল,
কোমল কমল শুকিয়ে যাবে,
তায় পূজা হবে না আর ॥

হর। আমি চল্লুম মা।

[প্রস্থান।

ভুবন। ভগবান, আমার কৃপা করো! আমি
কোন রকমে জালা ভুলতে পাচ্ছি নে।
আমার অন্তরের আগুন থেকে থেকে
দাবানলের মতন জলে ওঠে! তারে আমি
ভাইয়ের অধিক জান্ভুম। তারে আমার
স্বামী হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গেল, সে
আমার সর্ব্ব্ব নিলে, কলঙ্কিনী ক'রলে!
আমি আমার বাপের কাছে যেতে পারি
না, মায়ের মৃত্যুর সময় চ'লে আসতে
হ'লো! যে আমার এ দশা ক'রেছে,
তাকে ভুলবো কি ক'রে? না না,
আমারও তো দোষ;—সে আসতে
চায় নি, আমি তারে জোর ক'রে আসতে
ব'লেছি। না, সে তার ভাণ, সে তার
কপটতা। সে আমার অন্তরঙ্গ বাড়ার
জন্তে আসতে চাইতো না। সে অনা-
য়াসে আমায় কলঙ্ক থেকে উদ্ধার ক'রতে
পারতো, সে আমায় বিবাহ ক'রলে
সমাজে আমার মাথা হেঁট হ'তো না।
লোকের কাছে মুখ দেখাতে পার্ভুম,
আমার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ উপহাস
ক'রতে পারতো না। আমার গর্ভের
সন্তানকে পরের কাছে মানুষ ক'রতে
দিতে হ'তো না, আমার সন্তানের স্তন-দুগ্ধ
গেলে ফেলে দিতে হ'তো না। আমি
তার পায়ে ধ'রে সাধলুম, সে আমায়
তাড়িয়ে দিলে। কই প্রভু, কই ভুলতে
পাচ্ছি? তার যে মুখ মনে হ'লে আমার
তাকে ভুবনলে পোড়াতে ইচ্ছা হয়।

গঙ্গাজলের ঘটা হস্তে প্রসন্নকুমারের
(প্রবেশ)

প্রসন্ন। এই যে ভুবন! কোলে ছেলে নেই,
আদর ক'চ্চ না?

ভুবন। বাবা!

প্রসন্ন। চিন্তে পেরেছ—আমায় চেনা
যাচ্ছে? এখনো আমায় চেনা যায়?
এখনো আমায় দেখে সেই মাহুষ ব'লে
বোধ হয়? এখনো আমার মুখ কালিতে
ঢেকে যায় নাই! তবে আর কি হ'লো!

ভুবন। বাবা—বাবা!

প্রসন্ন। ডাকো! আর কি মমতা আছে,
যে বাবা ব'লে মমতা হবে! আর কি
মমতার স্থান আছে যে মমতা থাকবে!
দাবানলে গুকেবে না, তবে আর কিসের
তাপ!

ভুবন। বাবা—বাবা, তোমায় দেখে আমার
ভয় হচ্ছে!

প্রসন্ন। ভয় তো হবেই,—তোমার যম যে
আমি।

ভুবন। বাবা—বাবা,—আমায় মেরো না!

প্রসন্ন। কলঙ্কিনী, এখনো তোর বাচবার
সাধ! এখনো বেঁচে থেকে পৃথিবী কল-
ঙ্কিত করবি? এখনো বেঁচে থাকতে
চাস? তোর মনে অহুতাপ হয় না?
মনে ক'রে দেখ, তোর আচরণ দেখে
গিয়েই প্রমদার বিয়ে দিয়েছি! তোর
আচরণেই প্রমদা চণ্ডালের তাড়না
স'য়েছে, চণ্ডালের চাবুক খেয়ে রাস্তায়
বেরিয়েছে, নিরাশ্রয় হ'য়ে রাস্তায় প'ড়ে-
ছিল!—তোর আচারেই তোর মাতৃহত্যা
হ'য়েছে, তোর আচারেই তোর বাপের
মাথায় কলঙ্কের বোঝা, কলঙ্ক-কালিতে
সর্বদা ত'রে গিয়েছে, নীচ লোকে উপ-
হাস করে, ছেলেরা গায়ে ধুলো দেয়,
হাততালি দে নেচে নেচে ছড়া কাটায়!
তোর আচারেই আজ হাতকড়ি প'রেছি,
তোর আচারেই আমার পবিত্র কুলবধূকে

চণ্ডালে স্পর্শ ক'রেছে, পিশাচিনীতে
টেনে এনেছে!—না, এ পৃথিবীতে তোরও
থাকা উচিত নয়, আমারও থাকা উচিত
নয়।

ভুবন। বাবা—বাবা,—মার্জনা করো!

প্রসন্ন। ই্যা মার্জনা ক'রতেই এসেছি।

দেখ—তাই গঙ্গাজলে ঘটা হাতে;
তোর মৃত্যুর সময় আমার মুখে দেবো—
তোর গতি হবে! মৃত্যুই তোর মার্জনা।

ভুবন। বাবা—বাবা,—যদি মেরে ফেলবে,
পায়ের ধূলা দাও, একবার ভুবন ব'লে
ডাকো, মরবার সময় জেনে যাই যে, তুমি
আমায় মার্জনা ক'রেছ। তুমি সত্যি
ব'লেছ, আর আমার বাচবার সাধ হওয়া
উচিত নয়। আমার ভুল হয়েছিল, আমার
ছেলের মমতায় ন'রতে ভয় হ'য়েছিল,—
সে পাপ মমতা! সে আমার স্বামীর
ছেলে নয়—প্রকাশের ছেলে। আর
তার মমতা কি! বাবা, মারো,—দাও
পার ধূলা দাও, আমি বুক পেতে দিচ্ছি।

প্রসন্ন। নে—ভগবানকে ডাক! এই ঘটা
নে—গঙ্গাজল মুখে দে, মুখ ফিরিয়ে
ব'স—তোর মুখ দেখে আমার কণ্ঠের
হাতও কম্পিত হচ্ছে!

ভুবন। ভগবান!

(প্রসন্নকুমারের ভুবনমোহিনীকে
পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত।)

প্রসন্ন। গঙ্গাজল মুখে নে, যদি বেঁচে থাকিস্
—শোন,—আমি তোরে মাপ ক'রেছি।
শুনে যা—ভুবন ব'লে ডাক্চি শোন,—
ভুবন—ভুবন—আমার ভুবন, মা আমার!
—না গুন্টে পেলি নি! চল, তোর সঙ্গে
যাই! ভুই ছেলে মাহুষ,—একলা যেতে
পারবি নি!

(নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাতের উত্তম ও প্রকাশের
আদিয়া ছুরিকা কাড়িয়া লওন)

প্রকাশ। একি, কি সর্বনাশ ক'রেছেন!
নিন—ছোয়া নেন—আমার বৃকে দেন।

প্রসন্ন। না, তুমি জীবিত থাকো, তোমার কার্যের ফল দেখো। মৃত্যুতে শান্তি হয়, কতাকে শান্তি দেবার জন্ত হত্যা ক'রেছি। আত্মহত্যা ক'রবার চেষ্টা ক'রেছিলুম, তুমি ছোরা কেড়ে নিয়েছ, কিন্তু আর ছোরার প্রয়োজন নাই, আমি এই পাপ দেহ থেকে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারবো!

প্রকাশ। তবে আমারও মৃত্যু দেখুন! (বকে ছুরিকাঘাত ও পতন)

প্রসন্ন। না না, তোর মৃত্যু দেখবো না!
[পতন ও রক্তবমন।]

(পাগল, হেবো শ্রামদাস, শুভঙ্কর ও বটকুঙ্কের প্রবেশ)

হেবো। পাগল,—দেখ্ দেখ্—এই তিনটেতে খুন হ'য়েছে!

পাগল। হেবো, লীগ'গির ডাক্তার ডেকে আন বাবা!

[হেবোর প্রস্থান।]

প্রসন্ন। বেরাই এসেছ, পাগল এসেছ? আমি মেরেকে নিয়ে যাচ্ছি। ভুবন, মা, চলো!— (মৃত্যু)

প্রকাশ। ভুবন, যদি জীবিত থাকো, শোনো,— আমি তোমার কাছে মাপ চাইতে এসে-ছিলুম; আমি স্বার্থের জন্ত তোমায় কুপথগামী ক'রেছি। বাবা পাগল, তুমি আমার সতর্ক ক'রেছিলে, আমি মনের দস্তে বুঝি নাই। ভেবেছিলুম, আমার মনের বল আছে, কুপথগামী হবো

না, বন্ধুর বিশ্বাসভঙ্গ ক'রবো না। আমার ভ্রম, অবহাই বলবান, মাহুষের বল নাই। আসন্ন মৃত্যুতেও আমার অমৃত্যুপানল নির্বাণ হ'চ্ছে না। তুমি সাধু, আমার মাথায় পা দাও।

পাগল। আমি কে!—দয়াময় জগদীশ্বরকে ডাকো।

প্রকাশ। দয়াময়! (মৃত্যু)

(হরমণি, প্রবোধ, নির্মলা ও প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। বাবা—বাবা—কি সর্বনাশ ক'রলে!

নির্মলা। ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি,—এখনো হাঁ

কচেন। ঠাকুরপো, মুখে গন্ধাজল দাও,

এই ঘটীতে আছে। (প্রসন্নকুমার, ভুবন-

মোহিনী ও প্রকাশের মৃতদেহে গন্ধাজল

প্রদানপূর্বক নতজানু হইয়া করযোড়ে)

দীনবন্ধু, আমার খণ্ডর বড় তাপিত, তোমার

চরণে আশ্রয় নিয়েছেন, তুমি নিরা-

শ্রয়ের আশ্রয়, আশ্রয় দিও। কলঙ্কিনীও

তোমার শরণাগত, করুণা নয়নে দেখো।

পতিতপাবন, পতিতের ভার তোমার!

পাগল। হরমণি, হ'একটা কাজে সফল হ'য়ে

আমরা মনে করেছিলুম, আমাদের পরো-

পকার করবার শক্তি আছে, হায়—সে

বৃথা দস্ত!—আমরা কেবল কার্যের

অধিকারী, ফলাফল তাঁর!

হর। হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ স্বামী,—তোমার চরণ-

কুপায় বুঝিছি—কার্যের ফলাফল তাঁর—

আমরা নিমিত্ত মাত্র।

শ্রামা। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

পাগল। শ্রামাদাস বাবু, বিবেচনা করুন, বিধবা

সম্বন্ধে ঋষিদের বৈষ্ণব ব্যবস্থা, তা—শান্তি

কি শান্তি?

ববনিক।।

প্রারম্ভিক ।

নীলকান্ত সাহায্য বড় জবর এটর্নি ছিলেন। অনেকের জুচরী মকদমা জিতাইয়াছেন, অনেকের সর্বনাশ করিয়াছেন, অনেক বড় বর নষ্ট করিয়াছেন; জুচরী মকদমা তাঁহার একচেটে। উকীল পাড়ায় তাঁহার নাম ছিল—বারেন্দ্র গুপ্টা। তাঁহার পিতা একজন প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন; মিথ্যা কথা বড় ঘণা করিতেন, তিনি জানিলে সাহায্য মহাশয় ওকালতি শিক্ষা করিতে পারিতেন না। তবে উকীল হইলেন কিরূপে? নীলকান্তের বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যদিচ এনট্রান্স একজামিন দিয়া সেয়া জলপানি পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পিতার দৈন্তদশা বশতঃ তাঁহার পড়া শুনা চলিল না। উমাচরণ বাবু নামে একজন উকীল তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বড় প্রশংসা করিতেন, তিনি তাঁহার আফিসে তাঁহাকে কর্ম দিলেন, উপস্থিত ত্রিশ টাকা বেতন, কিন্তু নীলকান্তের এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যে, এফ্‌ এ, বি এ, এম্‌ এ, চাকরি করিতে করিতে অনায়াসে পাস করিলেন। ক্রমে উমাচরণ বাবুর আর্টিকেল ক্লার্ক থাকিয়া এটর্নিশিপ একজামিন দিয়া উমাচরণের পার্টনার হন।

উমাচরণ বাবুর সকল কাজকর্মই নীলকান্ত বাবু করিতেন। মক্কেলেরা উকীল হইবার পূর্বেই উমাচরণ বাবু অপেক্ষা নীলকান্ত বাবুকে পছন্দ করিত। উকীল হইয়া নীলকান্ত বাবু দেশে গিয়া পিতাকে স্নসংবাদ দিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণব এই সংবাদে আহলাদিত হওয়া দূরে থাক, একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, “বাবা তোমার ওকালতির পরমা আমি খাইতে পারিব না। যদি আমার অন্ন দিতে চাও, অল্প চাকরী বাকরী করো, ওকালতী ছাড়িয়া দাও।” নীলকান্ত বাবু বড় সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না। যখন

তিনি আর্টিকেল ক্লার্ক ছিলেন, তখনই তাঁহার আয় দু হাজার টাকার কম নয়। কলিকাতায় বাড়ীঘরদোর বিষয় আশ্রয় করিয়াছেন। বাপকে বলিতেন, তাঁর গঙ্গানানের নিমিত্ত একটু কুঁড়ে করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বাপের একটা পৈত্রিক বিগ্রহ ছিল, বৃদ্ধ তাঁহার সেবা করিতেন, এই জন্য কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই।

নীলকান্ত কলিকাতায় জমীজরাত করিয়াছেন। দেশে একটু চাষবাস আছে, তাতে ঠাকুর সেবা চলে। বৃদ্ধ, পুত্র কলিকাতায় কি করে না করে, বড় সংবাদ জানিতেন না। কিন্তু যেদিন শুনিলেন, উকীল হইয়াছে, সেই দিন হইতে সংবাদ লইতেন, তিনি ওকালতী ছাড়িয়াছেন কি না। ছয়মাস গত হইল, তথাপি ওকালতী ছাড়েন নাই, এ খবর পাইয়া বৃদ্ধ পুত্রকে পত্র লিখিলেন যে, তোমার আর আমাকে টাকা পাঠাইতে হইবে না। চাষের আয়ে আমার ঠাকুরসেবা চলিবে। ধুমধাম করিয়া রাস, দোল, ঝুলন প্রভৃতি যে সব উৎসব হইত, বৃদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন।

নীলকান্তের পিতৃভক্তির আভাব ছিল না। পিতাকে বুঝাইবার নিমিত্ত দেশে গেলেন। পিতা বলিলেন, বাপু, সামান্য টাকার কথা কি বলিতেছ, যদি ওকালতী না ছাড়ো, তোমার হাতের পিণ্ডও আমি লইব না। নীলকান্ত একরূপ পিতার উপর রাগ করিয়াই কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি, নীলকান্ত একটু বিষয় আশ্রয় করিয়াছিলেন। কলিকাতায় যথায় বাড়ী করিয়াছেন, সেই পল্লীতেই কতক জায়গা জমী ছিল। সেই জায়গায় এক মাগী রেণুতের নামে পল্লীর ছই একটা ভদ্রলোক আসিয়া অভিযোগ করিল যে, সে মাগী বড় বজ্জাত, নিতাই

ঘোষের ছেলেকে একশো বাপান্ত করিয়াছে । তিনি মাগীকে ডাকাইলেন । মাগী বলিল, “হাঁ, রাগের মাধ্যম কি বলিয়াছি । আমি গরীব লোক, ভাড়াটে রাখিয়া থাই, এক নতুন ভাড়াটে ছুঁড়ি আসিয়াছে, পরস্য কড়ির মুরোদ নাই— সেই ভাড়াটে ছুঁড়ির উপর রাগ করিয়া ভূতো রোজ আমার খোশার চালে ঢিল ফেলে ।” পল্লীর এক ভদ্রলোক উত্তর করিল, “ভূতো ঢিল ফেলে বলে, তার বাপান্ত চোদপুকবন্ত কেন করলে বাছা ?” মাগী দর্জাল, উত্তর করিল, “কেন করবো না বাবু ? বাপের দেখেই তো ছেলে শেখে । তিনি যেমন গুণ্ডামী করে মাগীদের দোর ঠেসিয়ে বেড়ান, ছেলের শাসন নাই, ছেলেও তেমনি মিস্ত্রী হয়েছে ।” নীলকান্ত বাবু মাগীকে শাসিত করিয়া পাড়ার লোকদের শাস্ত করিলেন, কিন্তু সেই মাগীর কথা তাঁহার মনে আঁচড় দিল । ভাবিলেন, কথাটা সত্য, অনেক স্থলে পিতার দোষে পুত্র মন্দ হয় ।

এদিকে তাঁর বুড়া বাপ, তাঁর নিকট এক পরস্য লন নাই, এমন কি, পিতাপুত্রের চিঠি পত্রও চলে না । তিনি পত্র লিখিলে বুড়া সে পত্র খোলেন না । তার অন্ন খাওয়া পাপের জন্ত বৃদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, এ সব কথা ভাবেন । কিন্তু আবার মনে হয়, ওকালতীতে বিস্তর আয়, এ কাজ কি ক’রে ছাড়া যায় । আর ছ’চার বছর কাজ করে কিছু সংস্থান হ’লে তারপর যা হয় । হঠাৎ সংবাদ আসিল, পিতার মৃত্যু হইয়াছে । বিগ্রহটা পৈতৃক জমীর সহিত বৃদ্ধ গুরুকে দিয়াছেন । পাড়ার সংবাদ পুত্রের নিকট পাঠান নাই ; স্তবরাং একেবারে মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পৌঁছছিল । এদিকে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সন্তান ছিল না । নীলকান্ত দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন, গৃহিণী গর্ভবতী, যখন পূর্ণগর্ভা, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু সংবাদ আসিল । পিতৃশ্রদ্ধ ধুমধাম করিয়া করিবেন, শ্রাদ্ধের দিন পিও দিতে বসেন, এমন সময় তাঁহার গৃহিণী পুত্র প্রসব করিলেন । পিতার মৃত্যুর পাঁচদিন পরে মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছিল ভাবিয়াছিলেন, আর পাঁচ ছয়টা দিন কোনও রূপে কাটিয়া যাইবে । ইহার

ভিতর প্রসব হইবে না । কিন্তু শুভ অশৌচ হইয়া শ্রাদ্ধে ব্যাধাত হইল । শ্রাদ্ধে ব্যাধাত হওয়ার তাঁহার মনে বড়ই আঘাত লাগিল । মনে পড়িল, তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন, “তোমার অর্থ গ্রহণ করা দূরে থাক, তোমার পিও গ্রহণ করিব না ।” লোকে তাঁহাকে বারেন্দ্র গুয়োটা বলিত, তাহাও তিনি শুনিয়াছেন । রেওত মাগী বলিয়া গিয়াছিল, “পুত্রের দোষে পিতাকে অকথা গালি খাইতে হয় ।” পিতার আদর্শ, পুত্র গ্রহণ করে । পুত্রের চরিত্রের জন্ত পিতার দায়িত্ব । তিনি অনেক ভাবিতে লাগিলেন । শ্রাদ্ধে একরূপ ব্যাধাত হওয়ার তাঁহার মনে দারুণ অশান্তি জন্মিল । তিনি ওকালতি ছাড়িয়া দিলেন । পিতার তেজস্বী চরিত্রের ছবি উজ্জলরূপে তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল । ভাবিলেন, আমি যে উকীল হইয়া জাল জুতুরী করিয়াছি, তাহাতে ধার্মিক পিতার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল, এ সকলের প্রায়শ্চিত্ত কি ? যদি আমার পুত্র জীবিত থাকে এবং তাহাকে সম্পূর্ণ ধার্মিক করিতে পারি, তাহা হইলে হয়তো আমার কতক প্রায়শ্চিত্ত হয় ।

ওকালতি ত্যাগ করিয়া তিনি মাষ্টারি করিতে লাগিলেন, যে সকল সম্পত্তি করিয়া ছিলেন, এমন কি, বাড়ী পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া যে অর্থ হইল, সেই অর্থে বাহাকে বাহাকে ঠকাইয়াছেন মনে পড়িল, তাহা সমপরিমাণে সেই সকল ব্যক্তিকে নিমতি করিয়া দিলেন । পুত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন । যেক্রপ যত্ন, তাহার চরিত্রের প্রতিও সেইরূপ বিশেষ লক্ষ্য । কোনরূপে মিথ্যাকথা না শেখে, কোনরূপে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত মারিয়া নিধূর না হয়, জুজু কুনো বুড়ো প্রভৃতি কেহ ভয় না দেখায়, লোককে বাতে সম্মান করিতে শেখে, সাবধানে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন । তাহার পর ক্রমে বিদ্যালিকা দিতে লাগিলেন । বালকও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পাঠে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে থাকিল । এমন কি, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে অষ্টমীর প্রতিভার পরিচয় সকলে পাইল । চরিত্রও অতি উন্নত, স্নাহসী, দয়ালু । এই

সময়ে নীলকান্তের জীবনে একটা কঠোর সমস্তা উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার বড় ভাজকে ঠকাইবার নিমিত্ত নীলকান্ত বাবুর দ্বারা জাল উইল করা হইয়াছিলেন। নীলকান্ত সেই উইলের সাক্ষী। কিন্তু সেই জাল উইল, প্রস্তুতের পূর্বে তাঁহার মুমূর্ষু ভ্রাতা নরেন্দ্র বাবু, যাহার উইল বলিয়া সেই জাল উইল প্রস্তুত হইয়াছে, তিনি কোনও এক ইংরাজ উকিলের দ্বারা উইল প্রস্তুত করান। তখন সে সাহেব বাগানে থাকে, বোটের করিয়া আফিসে আনাগোনা করে। হঠাৎ বড় ওঠায় বোট ডুবিয়া যায়। আসল উইল, সাহেবের এক ডিড্‌ বাক্সেই ছিল, তাহাও ডুবিয়া যায়। সুতরাং সে উইল হওয়া না হওয়া সমান হইল। দেবর দেবেন্দ্র বাবু জাল উইলেরই প্রবেশ লইলেন। খনাচা পরেশ বাবুর বাগান, গঙ্গার উপরেই ছিল। গঙ্গার চড়া পড়ায়, সেই চরও বাবুর বাগানের সীমান্ত হইল। চরে বালি কাটিতে কাটিতে একটা বাক্স পাওয়া গেল। এ সেই বাক্স, যাহাতে উইল ছিল। যেদিন বাক্সটি পাওয়া যায়, সেইদিন কোন কারণে, পরেশ বাবুর দ্বীকে কমিশনে একজামিন করিবার নিমিত্ত বড় বড় কাউন্সিলি উকিল তাঁহার বাগানে ছিল। কোতূহলবশতঃ বাক্স তাঁহাদের সম্মুখেই ভঙ্গ করা হয়। পার্চমেন্ট কাগজে একখানি উইল পাওয়া গেল। মৃত নরেন্দ্র বাবু, পাছে তাঁহার ভাই দেবেন্দ্র কোনরূপ ফন্দী-বাজী করিয়া তাঁহার উইল নামঞ্জুর করিয়া দেন, সেই নিমিত্ত এক কাউন্সিলির দ্বারা সেই উইল সংশোধিত করান। সেই কাউন্সিলিই সেইদিন বাগানে উপস্থিত। তাঁহারই সম্মুখে উইল পাওয়া গেল। পরেশ বাবু উইল হইয়াছে জানিতেন। নরেন্দ্র বাবু তাঁহার বন্ধ ছিল, তিনি স্বয়ং সেই উইলের সাক্ষী ছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু, যিনি বিষয়ের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার সহিত ইঁহার মনান্তর। একদিন নাকি বেশ্যা লইয়া দাকা হওয়ায়, দেবেন্দ্র বাবু পরেশ বাবুকে চাবুকাইয়া দিয়াছিলেন। পরেশ বাবু ভাবিলেন,

হয় তো এতদিনে দিন পাইয়াছি, এই উইল লইয়াই দেবেন্দ্রের সর্বনাশ করিব। প্রকৃত উইলের যে বড় ডাক্তার সাক্ষী, তিনিও জীবিত। উকিল সাহেবের দু'জন কেরাণী সাক্ষীও জীবিত। উইল করার পর যে সকল বড় বড় ডাক্তার দেখিতেন, তাঁহারাও জীবিত। একজন না একজন ডাক্তার সে সময়ে বাড়ীতে দিন রাতই থাকিত। তাহারা দেখিয়াছিল, উইল করার পরদিন হইতে নরেন্দ্র বাবুর সংজ্ঞা ছিল না, ও তিনদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। পুনরবার উইল করা অসম্ভব। পরেশ বাবু এই সকল সংবাদ অমুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। ভাল উকিলের দ্বারা জানিলেন, মকদ্দমা চলিতে পারে। ভাজ ঠাকরুণ দেবেন্দ্রের তাড়নায় ভিন্ন বাড়ীতে আছেন, তিনি পরেশ বাবুর অর্থ-সাহায্যের ভরসা পাইয়া মকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নীলকান্ত বাবুর সাক্ষীর উপর মোকদ্দমা বিশেষ নির্ভর। নীলকান্ত বাবুও পাকা করিয়া উইল করিয়াছেন, ইংরাজ ডাক্তারও তাহার সাক্ষী আছে, কিন্তু সে ডাক্তার মৃত বা কলিকাতায় নাই। তাহার উপর সেই জাল উইল অরোদশ বৎসর মাত-বর হইয়া আছে। হঠাৎ তাহা টলাইয়া দেবার যো নাই। ভাজ ঠাকরুণও সাদাদিতে অলবড়ডে ছিলেন, লজ্জা সরম কম ছিল, দেবেন বাবুর মোসাহেবরা তাঁর চরিত্রদোষ রটনা করিত। নিন্দাপ্রিয় লোকেরাও কতক বিশ্বাস করিত। জাল উইলে সেই চরিত্র-দোষের কথা স্পষ্টরূপে আছে। এতদিন পরে আসল উইল সাব্যস্ত করা নিতান্ত সহজ নয়। তবে একবার কপাল ঠুকিয়া দেখা যাক বলিয়া এই মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে।

নীলকান্ত বাবু বিবম সমস্তায় পড়িলেন। মিথ্যা কথা কহিবেন না মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে দ্বীপান্তর বাইতে হয়। তিনি দ্বীপান্তরিত হইবার ভয় ও দেবেন্দ্র বাবুর লক্ষ টাকা প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া স্থির করিলেন—সত্য কথাই বলিব। কিন্তু এই নিদারুণ দুশ্চিন্তায়

তাহার সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হয়। পীড়িত অবস্থায়ও সাক্ষী দিতে গেলেন। সত্য কথা বলিলেন। তাহার সংশোধিত চরিত্র সম্বন্ধে ভাজ ঠাকরণের কাউন্সিলি একরূপভাবে জজের নিকট বলিলেন এবং সকলেই তাঁর সত্যানুসারে একরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, তাহার বিরুদ্ধে জালের অভিযোগ রহিল না। জজ সাহেবও নীলকান্ত বাবুর চরিত্রের এই পরিবর্তন পূর্বে হইতেই জানিতেন। গৃহে কিরিয়্যা আসিয়া শয্যাগত হইলেন। ক্রমে পীড়া সঙ্কট হইয়া উঠিল, জীবনের আশা রহিল না। এক একবার আবল্যের মত হইত, আর বলিতেন, “বাবা, এখনও কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?” একদিন প্রাতে দেখা গেল, তাঁর বদন হর্ষোৎফুল্ল—বন্ধুবান্ধবের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। আশাপ্রদ কথা তাহার নিকট বলিলেন। তিনি কেবল একটু মুহূর্ত্ত হাস্য করিলেন। ডাক্তার বন্ধুবান্ধব সকলে চলিয়া গেল, গৃহবীকেও স্থানান্তরে বাইতে বলিলেন। পুত্রকে ডাকিলেন, বলিলেন, বাবা বিজয়, তোমার বয়স বারো বৎসর মাত্র, আমি বাহা বলিতেছি, তাহা তোমার ছায় বালককে কেহ বলে না, কিন্তু তুমি এই বালক বয়সে তাহা গুনিবার যোগ্য। আমার কিছুই সংস্থান নাই। তোমার জ্ঞান কিছু রাখিয়া বাইতে পারিব না। তবে আমার এক ভরসা, তোমায় এক অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছি,—ধম্মানুরাগ; তুমি ধার্মিক, ধর্ম্মবলে সংসারযাত্রা তোমার সহজেই নিষ্পন্ন হইবে। ধর্ম্মের উপর ভরসা রাখিও। তোমার প্রতি

গুরুতর ভার অর্পিত। তোমার গর্ভধারিণীর কেহই নাই, সে ভার তোমাকেই বহন করিতে হইবে, কিন্তু ভীত হইও না, ধর্ম্মচ্যুত হইও না, ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবে।” বালক অবিরল ধারায় রোদন করিতেছিল। মুমূর্ষু বলিল—“রোদন সংবরণ করো, আমার জীবনবৃত্তান্ত শোন।” আত্মোপাস্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। বলিলেন, “শুনিয়া থাকিবে, আমি এক একবার বলিতাম, ‘বাবা, এখনো কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?’ আমার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আজ প্রাতে পিতা আমার নিকট আসিয়াছিলেন, বিস্মিত হইও না—সত্য। আজ আমার মার্জনা করিয়াছেন, তোমায় আশীর্বাদ করিয়াছেন, তাঁর আশীর্বাদে তুমি নির্দোষে কালাতিপাত করিবে।” নীলকান্তের মৃত্যু হইল। লোকে দেখিল, যেন স্তম্ভনিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছে।

সংস্কার করিয়া বিজয় ঘরে আসিল, কিন্তু পিতৃসম্পত্তি কিছু না থাকাতেও তাহার কোন অভাব রহিল না। নীলকান্ত সত্য সাক্ষ্য দেওয়ায় সকলের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সকলেই তাঁর চরিত্রের শত ধন্যবাদ দিয়াছিল। যে বিধবা যথার্থ উইল বলে সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হন, তিনি বিজয়ের একরূপ অভিভাবিকা মাতা হইয়া দাঁড়াইলেন। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিজয় কালে একজন পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইল, অতি কর্ম্মক্ষম বলিয়া লোকে জানিল, তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন,—“ধর্ম্মবল আপেক্ষা বল নাই।”

টাকের ভ্রমণ ।

—০০—

ভুবনমোহনের পিতা মৃত্যুর সময় তাঁহার প্রতিবাসী ধনাঢ্য বন্ধু ধর্মদাস বাবুকে তাঁহার সামান্য সম্পত্তির একজিকিউটার করিয়া যান। ধর্মদাস বাবুর বাড়ীর নিকটেই ভুবনের বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে কিঞ্চিৎ জমিও ধর্মদাস বাবুর রেওন্টি জমির সংলগ্ন ছিল। ভুবনের বাপ কিছু কোম্পানির কাগজ রাখিয়াও যান, এই সম্পত্তির আয়ে ভুবন দুখে-সুখে মানুষ হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে ব্যাবাত ঘটিল। ভুবনের বাপের মৃত্যুর পরই কে এক ব্যক্তি, একজিকিউটার ধর্মদাস বাবুর নামে উকীলের চিঠি দিল, যে ভুবনের বাপ তাহার দশ হাজার টাকা ধারে। উকীলের চিঠি পাইয়া ধর্মদাস বাবু ক্রোধে অধীর, তর্জুন-গর্জন করিয়া বলিলেন—“আমি জীবিত থাকিতে নাবাংলার বিবয় ক’কি দিয়া লইবে, তাহা ক’নাচ হইবে না।” মকদ্দমা বাধিল; তিন চারি বৎসর মকদ্দমার পর হাইকোর্টে প্রমাণ হইল যে, ভুবনের বাপের দেনা নয়। মকদ্দমা জিত হইল বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি নাগিশ করিয়াছিল, সে নিঃস্ব, তাহার নিকট খরচা আদার হইল না। এ দিকে মকদ্দমা খরচায় ভুবনের বাপের কোম্পানির কাগজ গেল। বাড়ী ও বাড়ীর নিকটস্থ জমি উকীলের খরচায় বিকাইল। বাড়ী ও জমি ধর্মদাস বাবু কিনিয়া রাখিলেন; কেননা ভুবনের পৈত্রিক সম্পত্তি ভুবন মানুষ হইয়া বড়পি, যে টাকার ধর্মদাস বাবু কিনিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু করিয়া শোধ করিতে পারে। এমন কি ছই পাঁচশো টাকা ছাড়িয়া দিয়া ভুবনকে সে সম্পত্তি পুনরর্পণ করিবেন। ভুবন ধর্মদাস বাবুর আশ্রয়েই রহিলেন। বন্ধুর পুত্র কোথায় বাইবে, ধর্মদাস বাবুই মানুষ

করিবেন। কিন্তু ভুবন মানুষ হইবার ছেলে নয়। ধর্মদাস বাবু অন্নদিনেই তাহা বুঝিলেন। ভুবনের লেখাপড়া হইবে না, তবে আর মিছা স্কুলের মাহিয়ানা দিয়া কল কি? কাছে রাখিয়াই কাজকর্ম শিখাইবেন। একে তো বয়সে ছেলে, তাহার উপর পাছে বয়সী যায়, এ নিমিত্ত ভাল কাপড় চোপড় দিতেন না; সদা-সর্বদা দাবো রাখিতেন; চাকর-বাকরের সহিত এটা সেটা ফরমান খাটাইয়া পরীক্ষা করিতেন, যদি কোনও রূপে কাজ শিখে; এইরূপে ছয় বৎসর কাটিল। ভুবনের বয়স এখন বৎসর ষোল। ভুবন অতি সূতী। একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রতি পূজার তাঁহার বাটীতে থিয়েটার দিতেন; সেই থিয়েটার তিনিই বসাইতেন, ভুবনকে সূতী দেখিয়া তাঁহার দলে নিলেন। ভুবন থিয়েটারের কার্য শীঘ্রই শিখিল। ধর্মদাস বাবুর বাড়ী ছাড়িয়া সেই থিয়েটারের কর্তার বাড়ীতে রহিল। ধর্মদাস বাবু খুব রাগিলেন; কিন্তু ভুবনের থিয়েটারের মুনিব বাবুও তো যে সে লোক নয়, ধর্মদাস বাবু গায়ের রাগ গায়েতেই সহ করিলেন। ভুবন থিয়েটারের অভিনেতৃগণকে সাজাইতে বিশেষ পটু হইল। একরূপ সাজাইত, যে যাহাকে সাজাইত, তাহাকে কেহ চিনিতে পারিত না। ভুবন ক্রমে একজন নিপুণ বহুরূপী হইল। স্কন্দের পরচুল তৈয়ারী করিতে পারিত। এখন ভুবন থিয়েটারের কাজের লোক।

ক্রমে ভুবন একটা সাধারণ রজালয়ের সাজঘরের কাজ পাইল। ধর্মদাস বাবুর বাড়ীর মেয়েদের থিয়েটার দেখিবার বড়ই লখ, থিয়েটার দেখাইতে অনেক টাকা ব্যয় হয়। এক-

দিন ধর্মদাস বাবু ভুবনকে দেখিয়া তাহার কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, আর আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—“তুই থিয়েটারে থাকতে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে, মেয়েদের থিয়েটার দেখাতে হয়! আহা, তোর বাপের সঙ্গে আমার কত বন্ধুতা ছিল! তা হু' একপানা পাশ টাস্ এনে দিতে পারিস্ নে?” ইহাতে ভুবন অতি সহজেই সম্মত হইল। হামেসা পাশ আনিয়া দেয়। ধর্মদাস বাবুর বাড়ীতে ভুবনের যাতায়াত চলিল। ধর্মদাস বাবুর শরীরে তো রাগ স্থায়ী হয় না, ভুবনকে আবার আদর করেন। এইরূপে কিছুদিন যায়। দিন কতক ভুবন আর আসে না। ভুবনের থিয়েটারে নূতন বহি হইয়াছে—বড় জাঁকের। ভুবনের খোঁজ পড়িল; দুই চারিদিন ডাকাডাকির পর ভুবন আসিল; ধর্মদাস বাবু আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কেনরে ভুবন, আসিস্ নি কেন?”

ভুবন। আজ্ঞে মনে বড় ভ্রংখ হয়েছে।

ধর্মদাস। কেনরে?

ভুবন বলিল—“আজ্ঞে আমার মাথায় টাক পড়ছে, আমার থিয়েটার ছাড়তে হবে, সকলে আমার ঠাট্টা করে।” ভুবনের মাথায় চাদর বাঁধা ছিল; চাদর খোলায় ধর্মদাস বাবু দেখিলেন, যে সতাই ভুবনের মাথার স্তনের চুলগুলি উঠিয়া গিয়াছে; চারিধারে চুল আছে, আর সমস্ত মাথায়ই টাক। ধর্মদাস বাবু অনেক সাঙ্ঘনা বাক্য দিলেন—“বেটা-ছেলে—দোষ কি।” কিন্তু ভুবনের মন সাঙ্ঘনা মানিল না। সে বলিল—“দেশে থাকিব না, বিবাগী হয়ে চলিয়া যাইব।” আভাসে বলিল, থিয়েটারে গিয়ে বরাটে হইয়াছে কি না, যে অভিনেত্রীরা আদর করিত, তাহারা ঘৃণা করে; মনের হুখে কোথায় চলিয়া যাইবে। তাহার পর দুই-তিন মাস আর ভুবনের সাক্ষাৎ নাই। ধর্মদাস বাবু সন্ধান লইলেন, ভুবন আর থিয়েটারেও যায় না। একদিন ভুবন আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত। ভুবনের আমোদ ধরে না। নমস্কার করিয়া বলিলেন—“মহাশয় প্রীতিভ্রত আছেন যে, আমার পৈত্রিক বাড়ীও

জমি বাহা কিনিয়াছেন, তাহা আমি টাকা দিতে পারিলে পুনরূর্ণ করিবেন! অবশ্যই পঞ্চাশ বাইট হাজার টাকা খরচ করেছেন, আমি সে সমস্ত টাকা মায় হৃদ আপনাকে দিতেছি, আপনি আমাকে আমার সম্পত্তি দিন।” ধর্মদাস বাবু অবাক, দুই তিন মাসের মধ্যে এত টাকা কোথায় পাইল! জিজ্ঞাসা করিলেন—“এতটাকা কিরূপে রোজগার করিলি?” ভুবন উত্তর করিল—“রোজগার করি নাই, করিব।” ধর্মদাস বাবু ভাবিলেন, ছোঁড়া পাগল হইয়াছে। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে রোজগার করিব?” ভুবন অদ্ভুত গল্প বলিল—“মহাশয় জানেন, আমি মনের হুখে নানা কারণে দেশ ছাড়িয়া যাই। নানা স্থান ভ্রমণ করি; সকলেই টাকের উপর দৃষ্টি করে, ঘৃণায় ভাবিলাম, এ প্রাণ রাখিব না। আমি জলে ঝাঁপ দিব ভাবিতেছি, এমন সময় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া, আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—“আরে মূর্খ, তুই কি নিমিত্ত মরিতে যাইতেছিস্? আমি তোরে ঔষধ শিখাইয়া দিতেছি, এক পক্ষের মধ্যে তোর মস্তকের কেশ ঘেরূপ ছিল, সেইরূপ হইবে। আর সে ঔষধ বেচিয়া তুই ধন কুবের হইবি।” ধর্মদাস বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“সে ঔষধটা কি?” ভুবন পকেট হইতে এক-শিশি তৈল বাহির করিয়া বলিল—“আজ্ঞে, এই তেল।” ধর্মদাস বাবু বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন,—“হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুই টাকা দিতে পারিস, আমি তোরে সম্পত্তি ফিরিয়া দিব।” ভুবন জিজ্ঞাসা করিল—“কত টাকা?” ধর্মদাস বাবু বলিলেন—“লাখ টাকা।” মহা আনন্দে ভুবন চলিয়া গেল।

ইহার দুই মাস পরে ভুবন ধর্মদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। সবিশয়ে ধর্মদাস বাবু দেখিলেন, ভুবনের মস্তকের কেশ পূর্ববৎ হই-হইয়াছে! হাতে কতকগুলি কাগজ, আহ্লাদের সহিত ভুবন দেখাইতেছে,—জার্মানী হইতে চিঠি আসিয়াছে, আমেরিকা হইতে চিঠি আসিয়াছে, ফ্রান্স হইতে চিঠি আসিয়াছে, তেলের মসলা বলিয়া দিলে ভুবনকে কেহ দুই লাখ,

কেহ তিন লাখ টাকা দিতে প্রস্তুত। ধর্মদাস বাবু অবাক! জিজ্ঞাসা করিলেন—“এত টাকা দিয়া তাহারা মসলা জানিতে চায় কেন?” ভুবন বলিল—“আরে মশায়, ক্রোর ক্রোর টাকা রোজগার করিবে। আমি কারকে দিতাম না আপনি বেচবো মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু পৈতৃক বাড়ীর আমার বড় লোভ। আমি শীঘ্র বাহাতে মহাশয়কে টাকা দিয়া আমার বাড়ী লইতে পারি, সেই জন্য আমি, যে বেশী টাকা দিবে তাকে তেলের মসলা বলিয়া দিব।” ধর্মদাস বাবু আশীর্বাদের ছলে ভুবনের মাথার হাত দিয়া চুল টানিয়া দেখিলেন, পরচুলা নয়। বলিলেন—“চিঠিপত্রগুলো আমার দিয়ে যা, আমি দেখিব, ছেলে মানুষ—না ঠকিস্!” ভুবন চিঠিপত্র রাখিয়া চলিয়া গেল। তিন চারি দিন পরে আবার ধর্মদাস বাবু টেলিগ্রাফ করিয়া জানিয়াছেন; একখানি চিঠিও জাল নয়। ধর্মদাস বাবুর বড়ই লোভ হইল। ভুবনের নিকট মসলা জানিতে পারিলে তিনিই তো রোজগার করিতে পারেন। ভুবনকে বলিলেন,—“আর অন্তকে কেন বেচবে, আমাকেই বোলে দে না!” ভুবন কুণ্ঠিত হইল। ধর্মদাস বাবু বলিলেন—“শোন না শোন না, আমি বাড়ী, তোর বিষয় সম্পত্তি, সব ছেড়ে দিচ্ছি।” ভুবন বলিল—“মহাশয় সে যো নাই!”

ধর্ম: কেন, কেন, কি হয়েছে?

ভুবন। সে সব থাক মহাশয়, আপনি শুনে হুঃখিত হবেন!

ধর্ম। বল, বল, কি বল?

ভুবন। সন্ন্যাসী মানা করে দিয়েছে, যে কদাচ ধর্মদাস বাবুকে বেচো না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘কেন?’ সে বললে কি জানেন মশায়, আপনি এক জনকে দিয়ে মিছে নাগিল করে আমাদের বিষয় বেচে নিয়েছেন! আমি বল্লম,—‘সন্ন্যাসী ঠাকুর, কখনো না, আমার অসহায় বাগ্যকালে তিনি আর দিয়া আমার প্রতিপালন করিয়াছেন! ধর্মদাস বাবু তো—ধর্মদাস বাবু!’ তাহাতে সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—আচ্ছা তুই পরীক্ষা কর, ধর্মদাস বাবু যদি তোর সমস্ত সম্পত্তি তোরে কিরিয়ে

দিয়ে লিখে দেন—যে আমি একজিকিউটার ছিলাম; ভুবন বয়টে হয়ে যায়, তাই এত দিন বিষয় দিই নাই, এখন মানুষ মুহূষ হয়ে এসেছে, আমি তার সম্পত্তি তাকে প্রত্যাৰ্পণ করলুম। যদি সত্যই ধর্মদাস বাবু—ধর্মদাস বাবু হন, এই যদি তোমার লিখে দেন, তা হলে তুমি তারে দিও।’ আমি তর্ক করিলাম—মশায়! তিনি ৫০৬০ হাজার টাকা খরচ করে বাড়ী ঘরদোর করেছেন, এমন অশ্রদ্ধা কথা বললে হবে কেন?’ এই না মশায়, সন্ন্যাসী চক্ৰ ছুটো লাগ করে—আমি তাবলুম বুঝি আমার ভ্রম করবে,—বলো, এ না করলে যদি তুই ধর্মদাসকে তেলের মসলা লিস, মুখে রক্ত উঠে মরবি! দিন মশায় কাগজপত্র দিন। আর ত বেশী দর পাচ্ছিনা ঐ তিন লাখ টাকাতোই বেচি।

এ কথা শুনিয়া ধর্মদাস বাবু একটু চিন্তা-ব্রিত হইলেন। সেই সময় একজন ধনাঢ্য বিধবা, ধর্মদাস বাবুকে তাহার সম্পত্তি তদারক করিবার ভার দিতে চায়, কিন্তু নানা লোকে নানা ভাংচি দেয়; বিশেষ ভুবনের সম্পত্তি লওয়ায় পাড়ার তাঁহার বিশেষ নিন্দা রটিয়াছে। ভুবনের সম্পত্তি যদি একরূপে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে লোকের নিন্দা আর বিধবা মানিবে না। আর কেশের তৈল লইয়া তো তিনি অপব্যাপ্ত রোজগার করিবেন। ধর্মদাস বাবু বলিলেন—“আচ্ছা সন্ন্যাসী বেরূপ বল আমি সেইরূপই করিব, তাহা হইলে আমি দিব।”

ভুবন। মশায়, আর লাখ খানেক টাকা দিতে হবে।

ধর্ম। না না, অত নয়, তোরে হাজার পঞ্চাশেক দেবো।

ভুবন। মশায় প্রতিপালক, আপনার অমুরোধ কিরূপে ছাড়াব, তাই করবেন।

ধর্ম। তবে আমি উকীল এনে লেখা পড়া করি?

ভুবন। তা করুন।

ধর্ম। কিন্তু দেখ, আমি যে তেলের মসলা জেনে নিয়ে তোর বিষয় কিরিয়ে দিয়েছি, একথা কারকে বলতে পারি নি।

ভুবন । আপনি যদি মানা করেন, আমি কেমন করে বলবো !

ধর্ম । দেখিস, খবরদার !

ভুবন দিব্য করিয়া স্বীকার পাইল, সে কাহাকেও বলিবে না । “আর—তৈলের কথা কত কেহ জানেও না । কাকেই বা বলবো, কে অত দর দিয়া নেবে ! আপনি মুকবি, আপনাকে এসেই বলেছি । ভালমন্দ কি করবো না করবো, সে আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে, আর কার সঙ্গে করবো বলুন ?

ধর্ম । বেশ বেশ, তা হলে আমি লেখাপড়া সব ঠিক করি ?

ভুবন । যে আজ্ঞে ।

দুইদিন পরে ধর্মদাস বাবু ভুবনকে ডাকাইলেন, ভুবনও তাঁর এক বাণ্যবদ্ধ এটর্নীকে সঙ্গে করিয়া আসিল । লেখাপড়া সব ঠিক, ভুবন দলিল পাইল, রেজেষ্টারী করা দলিল ভুবনের এটর্নী লইয়া যাইল । অন্দের এক নিরিবিলি ঘরে ভুবন তৈল তৈয়ারী করিল । ধর্মদাস বাবু, কিরূপ তৈল তৈয়ারী করিতে হয়, শিখিলেন । সুঁকিয়া দেখিলেন, ভুবনের হাতে যে তৈলের শিশি দেখিয়াছিলেন, সে তৈলেরও যেরূপ গন্ধ, ইহারও সেইরূপ । মাল-মসলাও শিখিয়াছেন । ভুবন চলিয়া গেল । ধর্মদাস বাবুও তৈলের শিশি লইয়া গাড়ীতে বাহির হইলেন ।

চারি পাঁচদিন পরে, একদিন, ভুবন, ধর্মদাস বাবুর অবিচার বাড়ী গিয়া উপস্থিত । সেখানে সেই মাগী ধর্মদাসকে আগাগোড়া কাঁটাপেটা করিতেছে । ধর্মদাস বাবু তেল মাখিয়া, সিঁথের কাছে একটু টাক পড়িয়াছিল—তাতে চুল হওয়া দূরে থাক, যে চুল ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে । এই নিমিত্তই ধর্মদাস বাবুর শাসন হইতেছিল । ভুবন যাইয়া বলিল—“মশায় সে সম্যাসী বেটা বড় পাজী, এই দেখুন—আমার মাথায় আবার পূর্ববৎ টাক পড়িয়া গিয়াছে ! ক্রোধে ধর্মদাস বাবু ভুবনকে ধরিতে গেলেন ; ভুবনের মাথায় হাত দেওয়ায় একটা টাকের পরচুলা, ধর্মদাস বাবুর হাতে আসিল । ভুবনের মাথায় যেমন চুল তেমনি । ভুবন আর দুইটা পরচুলা দিল একটির উপর যেন টাকের উপর ছোট ছোট চুল ; আর একটিতে তাহা অপেক্ষা বড় চুল । ভুবন বলিল “মহাশয়, মাথায় এই তিন তিন খানা ছাল উঠে পূর্ববৎ প্রায় হইয়াছে ! এ কেশ তৈলের মসলা, বাহা আপনি আমার নিকট শিখিয়াছেন, সে কথা আমি কাহাকেও বলিব না,—একথা আপনাকে আমি আবার দিব্য করিয়া বলিতেছি ।” এই বলিয়া ভুবন হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল । শুনা যায়, কোনও অজানিত কারণে, বিধবাও তাঁহার সম্পত্তি তদারকের ভার ধর্মদাস বাবুকে দেন নাই ।

বাল নিবন্ধ

শিখেছিস বুঝকো লতা,
 তপন-তাপে শুকিয়ে বেতে,
 শুকাতো জানিনে সই,
 তাপে অলি দিনে রেতে ।
 শুনলো চাঁপার কলি,
 নে না কেন আমার বরণ,
 কাঁচা সোণার মত হবি,
 খুলবে বরণ খেলবে কিরণ ।
 আঙ্গুরকে সাধি কত,
 দেয় যদি তার বরণ কালো,
 গুড়ে গুড়ে হইনি আঙ্গুর,
 আঙ্গুর হ'লে ছিল ভালো ।
 নলিনী নয়ন খুলে,
 চেয়ে থাকে রবির পানে,
 কার পানে চায় নয়ন আমার,
 আমার রবি অন্ত জানে ।
 উঠলো কত মেঘের মালা,
 রইলো না আর গেল ঝরে,
 বার'মাস ঘোর বরিষা,
 কেশ র'য়েছে আঁধার ক'রে ।
 বসন্তে ডাকে কোকিল,
 তারপরে তার গলা ধরে,
 আমার আর নাই বসন্ত,
 স্বর কেন গেল না হরে ।
 ব'য়ে যায় উজানে বান,
 থাকে না আর খানিক পরে,
 তরঙ্গ অঙ্গে আমার,
 সহান চলে উজান ভরে ।
 দিনে দিনে চাঁদ ক্ষয়ে যায়,
 শেখনা বদন চাঁদের কাছে,
 গোলাপে রাগ থাকে না,
 অধর-রাগ তো সমান আছে ।
 র'য়েছে দশন-পাঁতি,
 কুশ প'ড়ে থাকে কত,

এ কেমন কি হ'লো ছাই,
 কমল-কলি হয় তো নত ।
 শোন লতা হৃথের কথা,
 র'য়েছিস তুই তমাল বেড়ে,
 গেছে তমাল ঝড়ে প'ড়ে,
 ধরায় লোটা'ই তারে ছেড়ে ।
 হুঁই কি বেলা'র হু'দিন খেলা,
 মকরন্দ যায় তো ছুটে,
 সেফালি ঝ'রে পড়ে,
 দেখেছি সকালে উঠে,—
 সৌরভে যার গরব আমার,
 সে গরব তো গেছে ঘুচে,
 সবাই মিলে দে না ব'লে,
 সুরভি যায় কিসে মুছে ?
 দেখি যখন জলছে চিতা,
 ভাবি আমার শয্যা পাতা,
 শুইনি তাতে, কি জানি তার
 পাব কিনা জানি না তা ।
 আঁখাসে মধুর ভাষে,
 মিতা কত বলে আশা,—
 “গেলে কই কে আর ফেরে ?”
 তবু শ্রাণে আশার বাসা ।
 উদ্ধাদিনী ভাবি মনে,
 স্বপ্নে যদি আনে ফিরে,
 রাত কাটে হয়, দেখিনে তার,
 বুক ভেসে যায় নয়ন-নীয়ে ।
 গুড়ে গুড়ে কঠিন হ'লো,
 গল্গলো না কার মটর ব'লে,
 এ তাপে গ'লতো লোহা,
 গ'লে যেত পাষাণ হ'লে ।
 বিধবার কে আছে আর,
 আপনার শুধু আছে মরণ,
 সেও দেখি পর হ'য়েছে,
 দিন গেল কই ক'রলে অরণ ।

প্রেমের জ্বালা

বলি ওলো নবীন কলি,
 তোর প্রাণে ভাই সয়তো এত,
 ফুলে ফুলে বেড়ায় অলি,
 অলির ছলা বুঝিস্নে তো !
 অল্প ফুলে পিয়ে মধু,
 গুন্ গুনিয়ে আসে বখন,
 কে জানে তুইলো কেমন,
 সোহাগ ক'রে হাসিস্ন তখন ।
 ভাবি মনে শিখি মেনে,
 তোর কাছে তায় ক'রতে যতন,
 কাছে এলে আগুন জলে,
 অমনি ভেসে যায়লো নয়ন ।
 সয় কত তোর কোমল প্রাণে,
 বাসনে জ'রে রিশের বিবে,
 ফেলে তোরে সে চায় পরে,
 দেখে শুনে ভুলিস্ন কিসে ?

কোথায় পেলি ভালবাসা.
 থাকিস্ন ভাল ভালবেসে,
 সয় যদি তোর বৃকে এত,
 বরিস্ন কেন শুকিয়ে শেষে ?
 বলে বলুক মুখের কথা,
 প্রতিদান সে চায় না প্রেমে,
 লুকিয়ে রেখে আগুন বৃকে,
 তোর মত সে শুকায় ক্রমে ।
 সয় ব'লে সই সয়লো কত,
 সইতে কি হ'য়েছি নারী,
 ছি ছি ছি ধিক্ জীবনে,
 জীবনের সার নয়ন-বারি !
 অনল-তাপে গলে শিলা,
 গলে না তো নারীর কায়া.
 মজে তবু ভালবাসে,
 নারীর প্রাণে নাইকো হায়া !

মেঘনাদ-বধ শীতিকা ।

প্রস্তাবনা ।

যদি খন প্রয়োজন না হইত কদাচন,
 রঙ্গভূমি হেরিত কি রসহীন জন ?
 বিমল কবিত্ব আশে, কেহ রঙ্গালয়ে আসে,
 'কেহ হেরে কামিনীর কটাক্ষ কেমন !
 আসি এই রঙ্গস্থলে, কত লোকে কত বলে,
 সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন ;
 কাব্যে যার অধিকার, দাস তার তিরস্কার,
 অকপটে কহে, করে মন্তকে ধারণ ।
 স্বধীজন-পদধূলি, রাখি আমি মাথে তুলি,
 তিরস্কার তাঁর—দোষ বারণ কারণ ;
 'এনকোর' 'ক্র্যাপে' যার, আছে মাত্র অধিকার
 তাঁর (ও) আজি করি আমি চরণবন্দন ।

সবিনয়ে কহে ভৃত্য, নহে বারান্দা নৃত্য,
 মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জ্জন ;
 রণঝুণ্ডি নাহি আর, কঙ্কনের বনৎকার
 অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত বোর অশনিপতন ।
 গভীর তুলিয়া তান, মধুর মধুর গান,
 গম্ভ-পম্প মাঝে এই মনোহর সেতু ;
 শেখাফরে মিল নাই, গম্ভ যদি বল তাই,
 পম্প বলা যায় যতি বিভাগের হেতু ।
 হ'লে কাব্য অভিনয়, জীবনসঞ্চার হয়,
 কোন্ অল্পরোধে যতি করিব বর্জন ?
 পাষাণে বাধিয়া প্রাণ, সে যতিরে বলিদান
 নাহি দিব, হই হব নিষ্কার ভাজন ।
 যার মনে উঠে যাহা, তিনি বলিবেন তাহা,
 আমার বা কার্য আমি করিব এখন ॥

প্রমীলা ।—

সাহানা মিশ্র—৪৭ ।

মাধুরী স্বভাবে কিবা বিহরিছে মনে ।
তব সহবাসে নাথ জানিব কেমনে ॥
কোকিল তুলিছে তান, কিবা প্রাণ করে গান,
মেহিত হৃদি-বাদনে ॥
পরিণে কুসুম গাঁথা ধীর বায় নাচে লতা,
কিবা প্রাণ প্রণয়-পবনে ॥

মদন ও রতি ।—

বেহাগ-খান্ধাজ—ত্রিতালী ।

জয় রাজরাজেশ্বরী, শিবে শুভঙ্করী,
জয় ভুবনেশ্বরী পদ্মাসনা ।
জয় ভয়বারিণী, শশাঙ্ক-ধারিণী,
তারিণী জয় হর-বরাদনা ॥
হর উরুবাসিনী, সুর-অরি নাশিনী,
দামিনী-হাসিনী দিগঙ্গনা ।
তরুণ-অরুণ জিনি, চরণ নগিন ভাতি,—
দেহি দীন হীনে কৃপাকৃপা ।

মারা কতাগণের ছলনা ।—

খান্ধাজ—ত্রিতালী ।

কেন যোগীবেশে ভ্রম এ বিজন কাননে ?
না জানি কে অভাগিনী কঁাদে তোমা বিহনে ॥
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রাতৃজ্ঞেতে ফুলধনু,
কটাক্ষে কুসুম শরে, কেবা স্থির ভুবনে !
অধরে সুধার রাশি রেখেছে কে গোপনে ?
অমর-নগরবাসী, তব প্রেম-অভিলাষী,
চল হে হৃদয়ে ধ'রে ল'য়ে যাই বতনে ।
নন্দনকানন মাঝে সুরগণ সদনে ॥

রাক্ষস সৈন্তগণ ।—

সারঙ্গ মিশ্র—কাঁপতালী ।

অগ্রসর অগ্রসর, ডাকে শুন ভেরীধর,
ভীমরবে চরাচর কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে ।
বাজে ভেরী ধোর রবে, কে অলসে বাসে রবে,
কে আহবে পরাজবে, রণমত্ত রক্ষগণে ॥
কর্কর-গোরব হ্রাস, কে করে জীবন আশ,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস পড়েছে অস্তায় রণে ।
গরজে সমুদ্র-অরি, চল রণে তারে অরি,
বৈরী-গর্ক খর্ব্ব করি, নহে ত্যজি এ জীবনে ॥

স্বর্গে দেববালাগণ ।—

ভীমপলত্ৰী—দাদরা ।

শাণিত কিরণরাশি হাসি খেলে ।
পরিমল বিমল ফুল-অঁধি খোলে ॥
প্রেমিক প্রাণ, প্রেমে সুখ চালে,
প্রেমিক প্রাণ দোলে লহরমালাে
নয়নে নয়নে কথা, মিলনবিহীন ব্যাধা,
মোহন বদন মন নাহি হেলে ॥ ৫৮৩ ॥

রক্ষ ও রক্ষ—নারীগণ ।—

হরশঙ্কর মিশ্র—একতালী ।

পুরুষ ।—

ঘুচিল অরির শঙ্কা, শূন্তময় স্বর্ণ-লঙ্কা,
আর কার মুখ চেয়ে, রণে রক্ষঃ বাবে খেয়ে,
কাঁদ লঙ্কা কাঁদরে বিবাহে ।

স্ত্রী ।—

মরি অকলঙ্ক-চাঁদ, অস্তাচলে মেঘনাৎ,
বিধাতা সাধিল বাদ, সুখ-সাধ অবসাদ,
উঠরে বিলাপ-ধ্বনি গগনের ছাদে ॥ ৫৮৪ ॥

সীতানাম সীতিক্য।

মিশ্র ঠাকুর।—

বাঙ্গালি—কার্কা।

মেরে রামা হো—মেরে রামা হো!

বিভীষণ! চিত বাধ রহো।

রাক্ষাসা তু, নাহো কুলিন্ মে,

কপি হীনমতি বন্মে যুমে,

রাম কহো ভাই. রাম কহো।

আবি বীর ভরা, গির-শির ফাড়ে,

আকুল সাগর কুঁদ পড়ে,

কৃপাসিদ্ধ, ভাই, রাম ধিও ভাই রাম ধিও ॥

শ্রী ও চন্দ্রচূড়।—

সিদ্ধ মিশ্র—একতালা।

ভীমা রণ-রঙ্গিনী মা।

মুক্তকেশী ঘোড়শী উমা, হর-রঙ্গিনী শ্রামা ॥

দৈত্যদলনা নগনা, স্বর্কার ঘোর অঁধার দিশা,

ঘোর নিশাক্রপিনী বামা নিরুপমা।

সুভাষিণী, সুহাসিনী, শিব-সঙ্গিনী,—

শিবে ভক্তোন্মাদিনী মনোরমা ॥

শ্রী।—

সিদ্ধ-ভৈরবী—একতালা।

তারে ছেড়ে এসেছি।

সুখ-সাধে কেন সাধে জলাঞ্জলি দিয়েছি ॥

না হেরে তাহারে ব্যাকুল মন,

না জানি প্রাণ মম কঠিন কেমন!

এ জীবনে সার বিরহ-দহন,—

সহে কেহে এমন আরো—বত সহেছি ॥

চাঁদশাহ ফকির—

পিলু বারোঁয়া—ঠংরী।

মগন রহো মেরা ভাই।

মাশ খাজানা হুনিয়াসারি

কাম কেরা ভাই রহো য়াই ॥

করাক তুঁনে, তুঁহ আলোক নিরঞ্জন,

আপনা বেগানা, নেহি দোস্ত হুযমন,

হোই ইসাদি, বাদী-ফৈরাদি নেহি—

কোনতু তু আপন বাতাই ॥

জয়ন্তী।—

ভৈরবী—তেওরা।

উদার অশ্বর, শুল্ল সাগর, শুল্ল মিলো প্রাণ।

শুল্ল শুল্ল ফোটে কত শত ভুবন,

তারকা-চন্দ্রমা কত শত তপন,

শুল্ল ফোটে অভিমান ॥

অহম্ অহম্ ইতি শুল্ল বিভাসিত,

শুল্ল বিকসিত মনোবুদ্ধিচিত,

মদ-মাৎসর্য্য, ভোক্তা-ভোজ্য, শুল্ল সকলি এ ভান ॥

উড়েনীগণ।—

ঝিঁঝিট মিশ্র—খেমটা।

আরে কেমতি এমতি কৌচি কচাই।

ছোড়িদে দোধি বেচিবাকু যাই ॥

দোধি টকা তু নেই নে, মোতে ছোড়ি দে,

দোধিকো পাই, অঞ্চড় ধরুচি কায়?

তু এমতি সেমতি নহ বধাই ॥

জয়ন্তী।—

সুরাট মিশ্র—পটাতাল।

বনরাজী নীল সুনীল অশ্বর,

নীল নীলাচল নীলজলধর,

নীল কলেবর জগন্নাথ জন-জীবন ষড়পতি জনার্দন

রাধা-রঞ্জন রাস-রসিকবর, রমানাথ হৃদি-রমণ হে

বিশ্বরূপ বিশ্ব-স্বরূপ সুনন্দর,

কুঞ্জবনবিহারী কামিনী মনোহর,

জগদীশ্বর, মুরলীধর—

স্বর-সম্মোহন, পাবন পরমাঞ্জন,

বিপিন-বিমোহন গোপীকা-ভূষণ,

প্রেমিক-স্বপ্ন-রতন ॥

গঙ্গাধর স্বামী ।—

যোগিরা মিশ্র—ত্রিতালী ।

অশান-ভয়-বিলেপিত অঙ্গ—

নির্মল ধবল তরঙ্গ জটা-জুট'পর !

লম্বোদর বাধাধর, হর ধুজ্জিট যোগেশ্বর ॥

ডিমি ডিমি ডিমি ডমক তাল,

ববোয়াম্ ঘোর রোলে বোলে গাল ;

শক্তি-সাধন গান, গভীর তান,

তাণ্ডব-নর্তন, কম্পিত ত্রিভুবন.

সাগর-বোম বিলোড়িত—মর্ত্য-আমোদিত.

বোমকেশ শঙ্কর শুভঙ্কর ॥

শ্রী ।—

মুলতান মিশ্র—ত্রিতালী ।

আমি সন্ন্যাসিনী ।

রাজরাণী নহি আমি, শূন্যমনা উন্নাদিনী ॥

দেহ বিলাস-বর্জিত, অভিলাসহীন-চিত,

কিবা ধারা প্রবাহিত, নারি বুঝিতে কামিনী ॥

শ্রী ।—

বেহাগ মিশ্র—ঠুংরী ।

বিহগ-বিহগী অমুরাগী,

মাধুরী মোহিত তুলিছে তান ।

তটিনী তর তর স্নন্দর বহিছে এক তান ॥

ভুবন-ব্যাপিত পুলকিত একতান চলে,

একতান উঠে গগনমণ্ডলে,

স্থলে-জলে বহে গান, একতান বাঁধে প্রাণ ॥

জয়ন্তী ।—

ইমন-কলাগ—তাল ফেরতা ।

চিতহর স্বর মনোহর, বিহগ-কলস্বর তটিনী

তর তর ।

স্থল সলিল ভূধর জলধর স্নন্দর ॥

স্নন্দরোপবন বহে, ভুবন-ব্যাপিত স্নন্দর প্রবাহে,

ভুবন স্নন্দর স্নন্দর নয়নে, সকল স্নন্দর স্নন্দর

জীবনে,

স্নন্দর জীবনে স্নন্দর নেহারে,

মগন প্রাণ-মন স্নন্দর সাগরে,

খেলে স্নন্দর-লহর ॥

নাগরিকগণ ।—

খাষাজ মিশ্র—ধেম্‌টা ।

আমোদ-তৃকান চলে কানে কান ।

ডোবে ওঠে চলে হেলে ছলে ভেসে প্রাণ ॥

সেজেছে কুসুম-কানন, গগন-গহন যেতেছে মন,

মত্ত হৃদি ঢালে মাতুরারা তান ॥

নাগরিকগণ ।—

কিঁঝিট মিশ্র—ধেম্‌টা ।

নয়ন ভরি হেরি রাজা-রাণী—

মেঘের কোলে স্থিরা দামিনী ।

চল দেখি আদরভরা বদন হুঁথানি ॥

জয় সীতারাম, বল অভিরাম,

হিন্দুস্থান পাবে প্রাণ,

রবে ধরম-করম, জুড়াবে তাপিত মরম,

রবে মানীর মান, রবে ধন-প্রাণ,

হবে ভারতে হিন্দু-রাজধানী, জয় ভবানী ॥

জয়ন্তী ও শ্রী ।—

মল্লার—ত্রিতালী ।

বীর বীর চলে সমরে ।

বীর বীর অমর মর দেহ ধরে ॥

সন্ সন্ লোহ-ধারা বরিষণ, বীর-হৃদয় নর্তন,

তৃণ জ্ঞান প্রাণ, সমুখ সমরে অর্পণ—

বীর-হৃদয় সাধ করে ॥

জয়ন্তী ও শ্রী ।—

পঞ্চম-বাহার—ত্রিতালী ।

ত্রিপুরাস্তকারী, ভৈরব শূলধারী,

ভুবন সংহার কারণ হে ।

উর্দ্ধ বদনে “নাশ নাশ” রব,

স্রষ্টি ধ্বংস কর প্রলয় ভৈরব,

বব বোয়াম্ বব বোয়াম্ ঘোর রব,

দশ-দিশা-গ্রহি ভঞ্জন হে ॥

ভূত প্রেত সনে তাণ্ডব নর্তন,

টল টল টল টল ত্রিভুবন পদতরে কম্পন,

আপন জীবন নাশন হে ॥

মৃণালিনী সীতিকা

পর্যটক।—

কাফি-মিশ্র—ত্রিতালী ।
মন! বায়ু পরাজিত তব গগনে ।
কর অধেষণে মন রত ভ্রমণে ॥
বুদ্ধি-স্বতি সাথী পরিহরি,
চল আশা ধরি,—
পিয়াস কি মিটল না ভ্রমণ করি ?
আত্মহারা চল ক্ষিপ্ত পারা—
নিরাশ-সাগরে পৃথ্বাহারা ;
মন বুঝ যতনে,—
দিন গেল মন! ভুল কেমনে ?

দিগ্বিজয় ।

দেশমিশ্র—দাদরা ।

হয়েছি জ্যাস্তে মরা তোমায় হেরে ।
তোমার চোখ ছুটি বিধেছে বুকে,
আমার দফা দেছে সেরে ॥
রয়েছি এঁচে,—

পাই যদি তোম অধর-রূপা, উঠিলো বেঁচে ;

স'রে আশ ও কালোসোণা,
তোমার তিলক চাটি মনে বাসনা ;

পাথরে কমল-কলি, মন-অলি তোম সঙ্গে ফেরে ॥

পাটনী।—

ক্লি'ক্লিট-খান্ধাজ—দাদরা ।

আমি নবীন পাটনী—
কসে অকুল পাথর হব'পার ।
আমার ছোট তরী, বোকাই ভারি,
কুল ছাড়া সহি হলো ভার ॥

ভরা গাঙ চলে কানে কান,
জোর বাতাসে উঠেছে তুলান,
এক টানাতে নেজায় টেনে, বায় কি সে উজান ;
যে বাইতে পারে, পেলে তারে—
হাল ছেড়ে দিই হাতে তার ॥

গিরিজায়া।—

সিদ্ধমিশ্র—কান্দ্রী থেমটা ।

কালো মেঘ গেছে স'রে মৃণালিনী ভেসেছে ।
রসের ভরে দিয়ে সঁতার মরাল ভেসে এসেছে
হিল্লোলে হৃদয় দোলে নীরব ধারা বয়,
নীরবে মৃণালিনী নীরব কথা কয়—
নীরবে মরাল চেয়ে রয় ;
ভালবাসার মৃণালিনী মরাল ভাল বেসেছে

দিগ্বিজয় ও গিরিজায়া।—

সুরট-মিশ্র—থেমটা ।

গি। তুই যা স'রে, তোরে মালা দিছি রাগ ক'রে
দি। তুই মার ধ'রে, কে স'রে প্রাণ ধ'রে ॥

গি। তুই আমার চোখের বালাই,
দি। তোম কাছে কাছে ঘুরিলো তাই ;

গি। তোরে আমি দেখতে পারি নে,

দি। ও কথা ধরও ধারি নে,

ও কথা কাণে ধরি নে ;

গি। নে নে তুই স'রে যা—

দি। এই যে—এই যে তুই বদন তুলে চা ;

গি। কেন রে ছোঁড়া, কেন রে মুখপোড়া,

তুই আস'বি কি গায়ের জোরে ?

দি। ও ছুঁড়ি, ও ছুঁড়ি,—

ওলো প্রাণ মন কাঁধে যে তোম ভরে ॥

সূচী পত্র ।

পুস্তক	পৃষ্ঠা
১। শঙ্করাচার্য্য	১
২। ষায়সা-কা-তায়সা	৭৪
৩। কবিতামালা	৯৯
৪। বহুঋণীবিদ্ভা	১০১
৫। বর্তমান রঙ্গভূমি	১০৮
৬। পিতৃ-প্রায়শ্চিত্ত	১০৬
৭। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ	১১১
৮। স্বামী বিবেকানন্দের গান	১১৫
৯। হর-গৌরী	১১৫

শঙ্করাচার্য ।

(ধর্মমূলক নাটক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ।

(১৩১৬ সাল, ২রা মাস, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

উৎসর্গ।

আনন্দময় সহচর আনন্দধামবাসী—

কালীপদ ঘোষ ।

ভাই,

আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার ত্রিদক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান্ বেদান্ত দর্শন ক'রেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ—তুমি নরদেহে আমার “শঙ্করাচার্য্য” দেখলে না। আমার এ পুস্তক তোমায় উৎসর্গ ক'রলেম, তুমি গ্রহণ কর।

গিরিশ।

চন্ডিক

(পুরুষ)

মহাদেব ! ত্রিকা । ব্যাসদেব । শঙ্করাচার্য্য ।
গোবিন্দনাথ শঙ্করাচার্য্যের গুরু ।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ ।—

সনন্দন (পরে পদ্মপাদ), শান্তিরাম, গণপতি, মণ্ডনমিত্র (পরে সুরেশ্বর),
হাবা (পরে হস্তামলক), আনন্দগিরি, চিংসুখ, ভোটকাচার্য্য ।

রামদাস ও সখারাম	শঙ্করাচার্য্যের প্রতিবাসী ।
জগন্নাথ	ঐ পুরাতন ভূতা ।
কুমারিল ভট্ট	কর্ণকাণ্ডের প্রবর্তক ।
প্রভাকর	ঐ শিষ্য ।
ক্রকচ	কাপালিক গুরু ।
উগ্রতৈরব	কাপালিক ।
অভিনব গুপ্ত	তাত্ত্বিক পণ্ডিত ।

শিউলি ।

ইন্দ্রাদি দেবগণ, জটৈক ঋষি, বিষ্ণাধরগণ, চণ্ডালবেশী তৈরবগণ, বৃদ্ধ বোদ্ধকাপালিক ও
তৎশিষ্যগণ, চণ্ডালবালক, সূর্য্যদ্বা রাজার সেনাপতি ও সৈন্তগণ, কুমারিল ভট্টের
শিষ্যগণ, পণ্ডিতগণ, শিউলি বালকগণ, মণ্ডনমিত্রের পুরোহিত, অমরক
রাজার মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ও প্রেতাছা, প্রভাকর (হাবার পিতা) ও
তৎপ্রতিবাসী, কাপালিকগণ, ভূতপ্রেতগণ, তৈরব,
অভিনব গুপ্তের শিষ্য, ভগ্নম্বর ব্যাধি,
গোড়পাদ, কাশ্মীর-সারদাপীঠের
মন্দির-রক্ষক ইত্যাদি
ইত্যাদি ।

(স্ত্রী)

মহামায়া ।

বিশিষ্টা	শঙ্করাচার্য্যের মাতা ।
রমা ও গঙ্গা	ঐ প্রতিবেশিনী ।
উত্তরভারতী	মণ্ডনমিত্রের স্ত্রী (শাপভট্টা সরস্বতী)
সরমা ও অম্বালিকা	অমরক রাজার রাণীগণ ।
কামকলা	ক্রকচের উপপত্নী ।

শিউলিনী ।

মহামায়ার বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাসদ্বিনীগণ, বিষ্ণাধরীগণ, চণ্ডালিনীবেশী তৈরবীগণ,
হুইজন ব্রাহ্মণ, কুমারী, নর্ডকীগণ, যমজ-শিশুমাতা, শিউলিনীর
প্রতিবেশিনী, অমরক রাজার অজ্ঞাত রাণীগণ, কলাবিজ্ঞাগণ,
প্রভাকরপত্নী, কামকলার সদ্বিনীগণ, বিকটাগণ,
কামাখ্যাদেবী ইত্যাদি ইত্যাদি ।

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অগ্নি দেবগণ।
ব্রহ্মা। হে সর্বকর্তা, কি বা তব অজ্ঞাত ভুবনে,—
তথাপি চরণাশুভে করি নিবেদন,
হেরিয়ে রৌরুগ্ধমান কুধার্ত বালকে
মাতার মমতা হয় যেমতি বঞ্চিত,
তেমতি একান্ত আর্ন্ত দেবতামণ্ডল
আসিয়াছে মনস্তাপ করিতে জ্ঞাপন,
জগৎ-জনক, তব স্নেহ-বৃদ্ধি হেতু।
নিষ্ঠুরতা-বারণ-কারণ নারায়ণ,
ব্রাহ্মণের বিভ্রাদর্প করিতে দমন—
হইলেন বৃদ্ধ অবতার;
যুক্তিবলে পরাজিয়ে বেদজ্ঞমণ্ডলে
শূন্যবাদ প্রচারিলা রমেশ সংসারে।
হীনমতি নরে, দেবমায়ী বৃষিতে না পারে,
বেদবিধি যাগ-যজ্ঞ রহিত ধরায়।
নিরীশ্বর স্বেচ্ছাচার শূন্যবাদ মতে,
পাপভার বৃদ্ধি দিন দিন,—
যজ্ঞভাগ বিনা যত দেবতা মলিন।
কর দেব উপায় ইহার,
বেদবিধি করহ উদ্ধার,
সংসারে কল্যাণ পুনঃ হউক স্থাপন।

মহা। চিন্তা দূর কর দেবগণ,
ধরার রোদন নিত্য স্পর্শে কর্ণে মোর;
তাঁহে আমি মনে মনে করিয়াছি স্থির,
ধরি ভবে নরের আকার,
অতি গুহ্য তত্ত্ব আমি করিব প্রচার
মানব-কল্যাণ হেতু;
যেই গুহ্য তত্ত্ব মম আত্মার স্বরূপ—
প্রিয় গোপী-গণপতি-কান্তিকের হ'তে—
বিগুহ্য অদ্বৈত-জ্ঞান দানিব সংসারে।
যা'বে কান্তিকের ভবে,
বৌদ্ধগণে দমিয়া প্রভাবে
কর্মকাণ্ড করিবে উদ্ধার।
ধরি নরের আকার, শিষ্টরূপে তাঁর
পদ্মবোনি, কর্মকাণ্ড করহ প্রচার—
'মণ্ডন' নামেতে খ্যাত হও ধরাডলে।

নরকার ধরাতলে ধর, জনে জনে
নিজ আচরণে, আদর্শ-প্রদানে,
বৈদিকনিয়ম কর পুনঃ সংস্থাপন।
ব্রহ্মহত্রে বেদার্থের করিতে প্রচার
লইলাম ভার।
শিষ্যসহ হবে মম ধরায় বিহার।
যুক্তিবলে বৌদ্ধমত করিব খণ্ডন,
দমিব ব্রহ্মতগণে আছে যে যথায়।
যাও ইন্দ্র, ধর নর-কায়—
রাজ্যেশ্বর হয়ে রহ মম প্রতীক্ষায়,
যুধিবে অধম্য নামে তোমা সবে ভবে।
যাও সবে মায়ার প্রভায় ধর নর-কায়।
দেবগণ। জয় জয় উমাপতি, জয় মহেশ্বর,
বেদহত্রে প্রচারিতে প্রতিশ্রুত হই।

[দেবগণের গ্রন্থান।

মহা। এস মহামায়া, লীলায় আশ্রয় কর দান।

(পট-পরিবর্তন)

সঙ্গিনীগণসহ মহামায়ার আবির্ভাব।

(গীত) *

স্বপন-গঠিত সমস্ত বহিয়ে স্বপন-গঠিত স্থানে।
অষ্ট বরষ শোক-হরষ জাগাও মানব-প্রাণে ॥

স্বপনবোরে আপন পাসরে,
জনম-মরণে ঘূর্ণিত নরে,
মোহ তমসা যামিনী ঘোরা
জড়িত স্বপন-ডোরে;

সহিয়ে যাতনা, যাতনা কামনা, অবসাদ নাহি মানে ॥
মানব-বেদনা স্রবণে, স্বপন ঘোর হরণে,
জ্ঞান-কিরণ-দানে—
নর-শঙ্করে হের ধরাপরে,
জাগাইতে মোহ-নিদ্রিত নরে,
বিমল বেদগানে ॥

* সঙ্গীতকালীন দৃশ্যপটে শঙ্করাচার্যের অষ্টবর্ষ-
ব্যাপী লীলা বর্ণা—মাতৃকোড়ে শঙ্কর, 'মাতৃমুখে
শঙ্করের পুরাণ শ্রবণ,' 'পিতার নিকট শঙ্করের
শাস্ত্রপাঠ' 'গুরুগৃহে শঙ্কর'—দৃশ্য-চতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে
পরিদৃশ্যমান।

প্রথম অঙ্ক ।

—:—

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

শঙ্করাচার্যের বাটা ।

(শঙ্কর)

শঙ্কর । বোম সন্ন্যাস তপন সলিল ধরা,
অধঃ উর্দ্ধ মধ্যস্থল পূর্ণ সমুদয় ।
নিত্য যেন কর্ণে মৌর আসে,
কহে কত জন অনার্য্যী ভাবে—
“অলসে আবাসে কিবা হেতু ?
প্রতীক্ষার ব্রহ্মাণ্ড তোমার ।”
এ কি ধোর মস্তিষ্ক-বিকার !
কেবা আমি !—
কেন হেন উদ্ভেজনা মম প্রতি !
না না, কভু নয় মস্তিষ্ক-বিকার,
সিংহ সম গর্জি অনিবার
অস্তরাত্মা কহে,—“কর আঁখি নিমীলন,
হের নিত্য চৈতন্ত-স্বরূপ তুমি ।
কার্য্যে নরকার, এসেছ ধরায়,
বাও নিত্যধামে পুনঃ কার্য্য-অবসানে ।”

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা । বাবা, তুমি কেন এমন চূপ ক’রে ব’সে
থাক ? তোমার শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত হয়েছে ।
যদি তোমার অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম না হ’তো,
আমি তোমার বিবাহের উদ্যোগ কর্তেম ।
তুমি বিষয়কার্য্যে মনোযোগী হও । তিনি
বড় সাধ ক’রে মহাদেবের নিকট পুত্র-কামনা
ক’রেছিলেন, তাঁর কৃপায় তুমি সেইরূপ পুত্রই
জন্মগ্রহণ করেছ । তাঁর মৃত্যুর সময় তুমি বালক
ছিলে, তিন বর্ষ অতিক্রম করনি, আমার হাত
ধ’রে তিনি অহুরোধ করেছিলেন, এই বালক
হতে আমার সংসার উজ্জল হবে, পিতৃদেব
গণের নাম চিরস্মরণীয় হবে, তুমি একে যত্নে
লালন-পালন করো । বাবা, আমি তো তাঁর
সে আজ্ঞা পালন করতে পারছিমে ।

* জিবাহুর প্রবেশের অন্তর্গত ‘কালতি’ গ্রন্থে
শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান । এক্ষণে এই গ্রামের নাম
‘ক্যালাতি’ ।

শঙ্কর । কেন না—কেন এ কথা বলছো ? তোমার
অনীয় যত্নে আমি এক বৎসর বয়ঃক্রমে বর্ণ
উচ্চারণ করতে শিখেছি, দ্বিতীয় বর্ষে তোমার
ক্রীমুখে পুরাণ শ্রবণ ক’রে পুরাণ-পাঠে অহুরাগী
হয়েছি, তৃতীয় বর্ষে পুরাণের অমৃতলহরী পান
ক’রে অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করেছি । তোমার
লালন-পালন, তোমার শিক্ষার গুরুজনের সেবা
অভ্যাস করেছি, গুরুর কৃপালাভে সক্ষম হয়েছি,
সেই অনির্বচনীয় করুণায় তিনি আমার বেদবিজ্ঞা
প্রদান করেছেন । তুমি আদর্শ-জননী, সকলই
তোমার শিক্ষাপ্রভাবে । মা গো, বহু তপস্যায়
তোমার ছায় জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ।
বিশিষ্টা । বাবা, তুমি যে দিব্যরাজ্র অন্তমনে থাকো,
তোমার বাহুজ্ঞান শূন্য দেখি । যেমন বিজ্ঞা-
হুরাগ, বিষয়ানুরাগ সেরূপ নাই, এতে আমার
বড়ই আশঙ্কা মনে হয় ।

শঙ্কর । মা গো, কিবা ফল সামান্য বিষয়-
অহুরাগে ?

উচ্চ প্রাণে বিষয়ের অহুরাগ কিবা ?
বিষয়জড়িত চিত্ত উন্নতি-সাধনে
অক্ষম সতত মাতঃ ।

জন্ম-পত্রিকা মম হেরি সাধুগণে
করিয়ছিলেন তব সন্মুখে গণনা—
দীর্ঘায়ু নহিক আমি ।

তবে মাতা করদিন ভঙ্গুর জীবনে,
কি কারণে করিব বিষয়-আলোচনা ?
চতুর্থ আশ্রম সার শাস্ত্রে এ প্রশ্নার,
একমাত্র মুক্তিপথ চতুর্থ আশ্রম ।
তাই মা গো, সন্ন্যাস-গ্রহণে সাধ সন্না মনে,
দেহ যদি অহুমতি, জননি, কৃপায়—
মানব-জন্ম হয় সার্থক আমার ।

বিশিষ্টা । বৎস, বাক্যে তোয়—
আতকে শিহরে মম প্রাণ ।
বাহুমণি, অন্ধের নয়ন তুমি হৃথিনীর ধন ;
পতিহীন অনাধিনী আমি—
তব চাঁদমুখ হেরি পাসরি সকল আলা ;
দারুণ কথার,

কেন পুত্র, দেহ ব্যথা মারের স্বপ্নে ?

শঙ্কর । জনক-সমীপে মাতা অদীকৃত তুমি
উচ্চশিক্ষা দানিতে সন্মানে ।

সাধ সদা আছিল শি তার,
বাহে কুমার তাঁহার,
হয় তাঁর বংশমান রক্ষণে সক্ষম ।
যতি-পত্নী লভে কেহ যদি,
উচ্চগতি হয় সে বংশের,
সেই পত্নী-প্রার্থী পুত্র তব,
তাঁহে তুমি বিদ্বদান ক'রো না জননি ।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। হ্যাঁ মা, তুই যেন চিমড়ে মড়া মাগী, বাবা-
ঠাকুর মরা থেকে ক্রিদেতেটা খেয়েছিস, কচি
ছেলেটাকেও সেই ধারা শিখুচ্ছিস। এখানে
হ'জনে বিজ্ঞ-বিজ্ঞ কচ্ছিস, এখনো থেতে
দিচ্ছিস নি ।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, শঙ্কর কি বলে শোনো,—

জগ। কি বলে শোনো,—কচি ছেলে হ' একটা
বায়না নেবে নি ? আমরা ওদিনে খাবার দেব্রী
হ'লে হ্যাঁতাল দিয়ে হাঁড়ী ভেঙ্গে তবে ছাড়'তুম ।

বিশিষ্টা। বাবা শোন—বলে 'সন্ন্যাস নেবো' ।

জগ। হাউড়ে মাগী, ছেলে ভুলুতে জানে নি ।

সন্ন্যাস বায়না নিয়েছে, বল্ না কেনে সন্ন্যাস
কিনে দেবো । (শঙ্করের প্রতি) আর রে আর,
হাটে যাবো, ভাল ভাল সন্ন্যাস কিনি এনে
দেবো । নে রে খাবি আর, চল্ মাগী দিবি
আয় । ওহঁ ওহঁ—খাবি চল্ ।

কর। জগা দাদা, এখনো সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হয় নাই ।

জগ। নে—তখন খেয়েদেয়ে সার্বি । আমরা
বুড়ো মিলে, নাবার বেলা হ'লো, খিদেয় পেট
চুঁই-চুঁই ক'জে, আর তুই খাসনি । তা ছেলের
দোষ কি বল, ঐ মাগী সব শিখোয় ।

কর। না জগা দাদা, বলে ব্রাহ্মণের না সন্ধ্যা
সেরে থেতে নাই । মার এখনো স্নান হয় নাই,
মা স্নান ক'রে এসে অন্ন দেবেন ।

জগ। এখন হুঁজোশ পথ চান্কে যাবি না কি ?
তা বা মরুগা ! এই ছেলেটাকে শিকের টাঙ্গিয়ে
ওকো । জাত যাবে যে, নইলে দেখতুম—
কেমন উপোসী রাখিস, আমি তিনবার এড়া
ভাত ভেঁড়ল লঙ্কার চাটনি দিয়ে খাওয়াতুম ।
লে—কি ল্যাখাপড়া সার্বি আর, নে মাগী
লোয়ে আর ! এই যরে হ'বাট জল মাথার
দে কেলাই ?

বিশিষ্টা। না বাবা, নদীতে অবগাহন করবো ।

জগ। বাস্ বাবি, রোদে পুড়ে মরবি, তা
আমার কি ! আর, ছেলেটার লেগে ভাত চাপা
দিরে যাবি আর ।

বিশিষ্টা। আমি ঠিক ক'রে রেখে দিয়েছি, তুমি
বাবা থাইও । আমার বাবা শিবের মাথায়
জল ঢেলে আসতে দেব্রী হবে ।

জগ। বুঝেছি—বুঝেছি, আল্ বুঝি কি পালপর্ক-
ণের দিন, দাঁত ছিরকুটে থাকবি, কিছু খাবি
নি ! ছেলেটাকেও তাই বুঝি শিখুচ্ছিস ?

[বিশিষ্টার প্রস্থান ।

নে রে নে, কি ল্যাখাপড়া সায় ক'রবি কর,
তোরে থাইয়ে তবে নাওয়া-খাওয়া ক'রবো ।
শীগুগির শীগুগির সেরে নে, খেয়ে দেয়ে হ'ভেয়ে
হাটে যাব । তুই সন্ন্যাস চাচ্ছিস তো, তোর
জন্তে খুব ভাল সন্ন্যাস কিনে আনবো ।

শঙ্কর। এসেছি কি কাজে—কিবা কাজে যায় দিন !

ভীষণ তরঙ্গ রঙ্গে খেলে মহামায়া,
জীবকুল ভাসমান মহা অন্ধকারে,
ঘোরে ফেরে জন্ম-মৃত্যু-বৃর্ষিপাক-মাঝে ।
ভ্রম-বলে রহে ভুলে কল্যাণ না চায় ;
বার বার ঠেকে, পুনঃ পুনঃ দেখে,
শিখেও না শিখে হয় ।

মহাভ্রম অতিক্রম করিবারে নারে,
জেনে শুনে আছি বন্ধ আপন পাসরি ।

অন্ধকারে কত দিন র'ব—কত দিন স'ব—
ভ্রমে ভ্রমে গাঢ়তর ক্রমে ।

বাই—বাই, হেথা আর তিল নাহি র'ব,
হাহাকার ধ্বনি হয় কতই শুনিব,
ছেদিব—ছেদিব মায়া'র বন্ধন দুট ;
জীবকুল ব্যাকুল সংসারে ।

[শঙ্করের প্রস্থান ।

জগ। ওই—ও—ও খেপ'লো পারা ! আমার
গালে মুণ্ডে চড়ুতে ইচ্ছা হচ্ছে । সেই বামনা
বুড়োকে বলেছিলুম, তা শুনলে ? যে কচি-
ছেলেকে ল্যাখাপড়া শিখিও নি, মাথা ঠিক
থাকবে নি ।

* (রমার প্রবেশ)-*

রমা । জগন্নাথ, বিশিষ্টা কি জানে গিয়েছে ?

জগ। আরে সে মরে কেবাই, এখানে এক চং দেখ মাসী, দুধের ছেলোটো বলতেছে কি জানো, “যাই আমার ডাক্তেছে।” আমি মাগী-মিসেকে মাথা খুঁড়ে বলুম, তা শুনলে নি। বল—এখন ল্যাখাপড়া শিখিওনি, এখন মাঠে খামারে নিয়ে যাই, লাচুক কুঁচুক ; দুধের ছেলে ল্যাখাপড়া শিখিওনি,—তা মাগীও বুড়বুড় করে পুরাণ বলে, আর মিসেও পুখি নিয়ে বসে। এখন ছেলের যে মাথা বিগুড়লে, সামাল দেয় কে ?

রমা। কি হয়েছে রে—কি হয়েছে ?

জগ। ওগো মাসী, যদি দেখতে তো জানতে। গোটা দুটো চোক কপালে না তুলে বলে, “আমার ডাক্তেছে—ডাক্তেছে, আমি যাই।” এই ছেলে-বয়সে খেপে গেলো মাসী, আমার মাথামুড় খুঁড়তে ইচ্ছে ক’রে।

রমা। ওরে বাছা, খ্যাপেনি রে খ্যাপেনি। তবে শুন্বি ?—ঠাকুরপো তখন বিদেশে, বিশিষ্টা ছুঁড়ীকে মানা করতুম যে, ভর সন্ধ্যাবেলা শিবের মন্দিরে বাস্ নি, তা সে বাছা রোজ না গেলেই নয়। একদিন কালামুখী এসে বলছে কি জানিস্—লজ্জার কথা, তুই ছেলের মতন, তাই বলি,—বলে ‘ও দিদি, আমার গর্ভ হয়েছে।’ শুনে, আমার আফ্লাদ হলো, বলুম—‘বেশ তো রে বেশ তো, তোরা মাগী-মিসেকে ছেলে ছেলে করিস্।’ তা কালামুখী বলে কি জানিস্—বলে ‘ও দিদি, মন্দিরে আমার পেটে হাওয়া সোঁদিয়েছে।’ ভাগ্যিস্ ঠাকুরপো ফিরে এলো—তাই লজ্জা রফে হ’লো।

জগ। ক্যানে মাসী ক্যানে ?

রমা। তুই ছোঁড়া আবার জাকা,—স্বামী ঘরে নাই, গর্ভ হ’লো, তা হ’লে কি আর মুখ দেখানো যেতো।

জগ। তবে পেটে হাওয়া সোঁতুলো কি মাসী ?

রমা। ওরে গর্ভসঞ্চার হয়েছিল। মাগী বুঝতে পারে নি, ওই শিবের মন্দিরে গর্ভ থেকে কোন উপদেবতা আশ্রয় করেছে। তা আমি এত মিসেকে বোঝালুম যে, ঠাকুরপো, গুণিন-টুনি এনে ছেলেকে দেখাও, তা আমার কথার কান দিলে ?

জগ। না মাসী না। সোনার চাঁদ ছেলে, উপদেবতা, দৃষ্টি দেবে ক্যানে ?

রমা। তুইও ঐ হাউড়ো বামুনের ভাত খেয়ে হাউড়ো হয়েছিস্ কি না।

জগ। ক্যানে গো—আমি কি করুম ? আমার খেত-খামারের কাজে যদি একটু এদিক ওদিক পাও, তা হ’লে আমার কানহুটা দিয়ে দিও।

রমা। তুই আর কি করবি ? তার তো সব মনে আছে। ছেলে দিন হ’লো,—ছন্দো ছন্দো মিসে, ছন্দো ছন্দো মাগী সব ছেলে দেখতে এলো না ? সাত পুরুষ কেউ চেনে যে, কোথেকে তারা এলো ? আর এক মাগী এসেছিল—তা দেখেছিলি ? তার সঙ্গে গোটা আষ্টেক ছুঁড়ী।

জগ। হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই মাগীকে আজ মাঠের দিকে দেখলুম।

রমা। বটে। সে অলক্ষণে মাগী যত দিন দেশে থাকে, ছেনেপুলেকে সাবধানে রাখবে, বেরতে দেবো না। তুইও বাছা মাঠে যাতে বেশী রাত করিস্নি।

জগ। ওগো—ওই বুঝি সে মাগী আসছে !

রমা। এক পাশে দাঁড়া—এক পাশে দাঁড়া, মাগীটা বেরিয়ে যাক, কি অলক্ষণ হয়—কে জানে। ঠাকুরপো মরবার দিনও শুনেছি। শশানে মাগীরা এসেছিল। (অদূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) তোদের বাড়ীর ভেতর দিকে চলো যে রে।

জগ। দাঁড়াও, আমি দেখে নিচ্ছি। [*] হই অলক্ষণে মাগী রে হই ! ঘর বিগে যে চলেছিস্ ? তোরা কে বটিস্ বল তো ? জানিস্ বেটার, জগা এখনো মরে নাই, তোদের ভিন্নকুটি চলবে নি। ছেলোটোর মাথা বিগুড়তে এসেছিস্ ?

(অষ্টসখী-বেষ্টিতা হইয়া মহামায়ার প্রবেশ)

মহামায়া। হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ।

জগ। ভাল চাস্ তো এখন থেকে বা, নইলে কান্তে দিয়ে তেরে নাক কেটে নেবো।

(মহামায়ার ও সঙ্গিনীগণের গীত)

বেলপাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় থসী।

মান-অপমান সমান তো তার,

তার কাছে নয় কেউ দোষী ॥

এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তার ডাকে,
'বোম্ ভোলা' বলে কেন, নাও না যেচে যা খুলী।
বা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে ভাল মন্দ নাই
হুঁ-ই ॥

জগ। হই, আমাকেও লাচার্য গো! বোম্ ভোলা—
বোম্ ভোলা— [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

নদীতে স্নান করিতে বাইবার পথ।

(রমা, গঙ্গা ও পশ্চাৎ বিশিষ্টার প্রবেশ)

রমা। এসো না গো—এসো না, এমন পায়ে পায়ে
গেলে তোমাত দিনে নদীর ধারে পঁউছোবো না।
বিশিষ্টা। তোমরা যাও দিদি, আমাব শরীর
কেমন ক'ছে। (পথিমধ্যে উপবেশন)

রমা। দেখ দিদি, তোমার মিছে ভাবনা দেখে
বাঁচি নে। আট বছরের ছেলে কোথায় যাবে?
এই আমাদের ঘরের ছেলে একটা বায়না নেয়
না? এই যে ভূতো সে দিন মেলা দেখতে
যেতে চাচ্ছিল,—আমি হাত ধ'রে টেনে এনে
ঘুম পাড়ানুম—ভুলে গেল। সন্ন্যাসী হওয়া
মুখের কথা কি না, দুখের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে
বেরিয়ে যাবে, উনি ভেবে বাঁচছেন না। এসো
—এসো, বেলা প'ড়ে গেলে নাইবে না কি?

বিশিষ্টা। না দিদি, তোমরা এগোও, আমি আর
চলতে পারছি নি। (শয়ন)

গঙ্গা। ও ভাই, দেখ্ দেখ্—সত্যি সত্যি ভিন্নি
গেলো নাকি? বউ—বউ! ও মা, কি করবো
গো, কি হবে!

বিশিষ্টা। বাবা, দরিদ্রের নিধি দিয়ে কেন হ'রে
নিতে চাচ্চ? আমি যে জনমহুধিনী, আমার
অঙ্কের নড়ি কেন কেড়ে নিচ্চ? আমি কি
ক'রে প্রাণ ধরবো! আমি যে বাছাকে এক-
দণ্ড না দেখলে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি। এ
কি! এ কি! বাবা, আমার ছেলে কোথা
গেল—ছেলে কোথা গেল—

রমা। হ্যাঁগা—এ কি সস্ত সস্ত বিকার হ'লো
নাকি? মাগী কি ব'ক্চে গো!

(দ্রুতবেগে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। মা, মা—ওঠো মা!

বিশিষ্টা। বাবা, বাবা—আমার পুত্র দাও—
আমার পুত্র দাও!

শঙ্কর। এই যে মা—আমি তোমার কাছে র'য়েছি।
বিশিষ্টা। কে রে শঙ্কর! বাবা বল—আমার
ছেড়ে যাবি নি?

শঙ্কর। মা, তুমি না অহুমতি দিলে আমি কোথায়
যাবো?

রমা। দেখ দেখি মাগীর আক্কেল! বাবা শঙ্কর,
তোমার মাকে এতদূর আর স্নান ক'রতে
আসতে দিও না। এখন অর্থক্স হ'য়েছিল,
নেই এতদূর নাইতে এলি। এতদূর আসতে
দিও না বাবা!

শঙ্কর। আপনারা আশীর্বাদ করুন, আপনাদের
আশীর্বাদে মা শ্রোতস্বতী আমার উপর সন্তুষ্ট
হয়ে, আমাদের বাড়ীর নিকট দিয়ে যাবে,—
অনায়াসেই মা আমার অবগাহন-স্নান করতে
পারবে।

গঙ্গা। দেখ্ছি লো দেখ্ছি—এই ছেলে নাকি
সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে যাবে। কচি ছেলে—
আক্কেল কি বল, মার এতদূর আসতে দুঃখ
হয়, তাই মনে করেছে, নদীটা বাড়ীর দোর-
গোড়ায় নিয়ে আসবে।

রমা। হাঁ বাবা, তাই করো। তোমাদের বাড়ীর
দোরের কাছ দিয়ে নদী নিয়ে যেও, তা হ'লে
আমাদেরও কাছে হবে, নাইতে পারবো।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। এখন যদি হাঁতালি, তোর কোন্ বাবা
রাখে! অপঘাতে না ম'লে তোর চলবে নি
লয়? খুদে দাদা আর, আমি মাকে ধীরে ধীরে
নিয়ে বাই।

[শঙ্কর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শঙ্কর। এস দেবি সলিলরূপিণি, শস্ত্র-প্রদারিণি,
জীব-প্রাণ-সন্তাপহারিণি,
এস ভূধর-নন্দিনি, সাগর-গামিনি,
হুধিনী ব্রাহ্মণী ক্রীণা জননী আমার—
তব পুত-বারি চির-কাদালিনী।
বরদে বন্দিনি, ভক্ত-নিষ্ঠারিণি,
এস গো মা পশ্চাতে আমার,—
যথা সুরধুনী পতিত-পাবনী,
তুনি অগ্রগামী ভগীরথ-শঙ্খধ্বনি

স্বপ্ন-শাপে ভয়-বংশ উদ্ধার কারণ ;
 তেমতি গো, হে পুতুলসিলে,
 এস পাছে করতালি শুনি,
 বিলোল-তরঙ্গে জল-রাগি ।
 যুকুতা-নির্ঝর
 ফুৎকারে ফুৎকারে নিরন্তর করিয়া স্বজন ।
 হৃদে ধর' রবি-শশী তারামালাছবি,
 তা হ'তে স্নন্দর দয়ার্দ্ৰ হৃদয় তব ।
 এসো দরামরি পাছে পাছে,
 ছুঁখিনীর সস্তাপ বারিতে,
 ভেদি শাল তাল তমাল কানন,
 রক্ষা করি দেবতা-ভবন—
 পিতৃগণ স্থাপিত দাসের ;
 এস নৃত্য করি ভবঙ্গে তরঙ্গে পূতকায়ী ।
 এস মাতা,—
 শঙ্খ-ধ্বনি বিনা দাস দেয় করতালি ।
 ওই যে—ওই যে—বরদে বরদে—
 রূপাময়ী উল্লাসে নাচিয়া আসে !
 সার্থক জীবন মম,
 মাতৃকার্যে—
 করুণায় সমাগত আমোদিনী বারি !
 (করতালি দিয়া)
 নমো নমঃ শেখর-নন্দিনি জননি,
 তরল-তরঙ্গিণি, সাগরগামিনি ।
 পুতুলসিলে, সস্তাপহারিণি,
 জামলা-মেদিনী শত-বিধারিণি ।
 ভক্তজনপ্রিয়-সম্পদ-সুখদে,
 নমস্তে তটিনি, অভয়ে বরদে ।
 [করতালি দিয়া অগ্রে অগ্রে শঙ্করের গমন
 এবং পশ্চাৎ প্রোতস্থিনী-প্রবাহিতা হওন ।]

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

শঙ্করাচার্যের বাটীর সম্মুখ ।

মহামায়া উপবিষ্টা ।

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা । মা, তুমি কে ? তুমি একাকিনী হেথা
 ব'সে র'য়েছ কেন মা ?

* এই নবীর প্রাচীন নাম পূর্ণা বা চূর্ণা, এক্ষণে
 'আলোয়াই' নামে পরিচিত ।

মহা । মা, আমি আশ্রয়হীনা, পতি-পরিত্যক্তা,
 আমার আর এখান সেখান কি ?

বিশিষ্টা । তোমার সখবার মত বেশ দেখছি ।

মহা । আমার সখবা বিধবা কি ? আমার যা ব'লে
 ডাকো—তাই । যখন যে অবস্থায় পড়ি—
 সেই অবস্থায় থাকি । আমি সংসারে একরকম
 বহরুপী সেজেই বেড়াই ।

বিশিষ্টা । মা, তুমি এই যুবতী, তোমার তো পথে
 পথে বেড়ান ভাল নয় । লোকে যে তোমার
 নিন্দা করবে ।

মহা । আমার আর কি আছে মা, আমার নিন্দা-
 স্তুতি ছই সমান । আমি আছি বল আছি,
 না আছি বল না আছি । আমার সকল অব-
 স্থাই সইতে হয় ।

বিশিষ্টা । যদি তোমার আশ্রয় না থাকে, যদি
 ইচ্ছা করো, আমার গৃহে থাকতে পারো ।

মহা । রূপা ক'রে স্থান দাও—থাকবো । কিন্তু
 মা, আমি বড়ই চঞ্চলা, কখন কি ভাবে থাকি,
 আমিই জানি না । পতি রমণীর একমাত্র
 আশ্রয়, সে আশ্রয় যার নাই, তার দশা কি,
 তা তো তুমি জানো মা ।

বিশিষ্টা । আচ্ছা মা, তোমার বত দিন ইচ্ছা হয়,
 এইখানে থাকো ।

মহা । মা, তুমি আমার স্থান দেবে ? আমি আশ্রয়-
 হীনা হয়ে বেড়াই । আমার জাত নাই, কুল
 নাই, মান নাই, অপমান নাই, আমার সব
 সমান হয়েছে, আমার স্থান দিলে লোকে যে
 তোমার নিন্দা করবে মা ।

বিশিষ্টা । নিন্দা হয় হবে, অনাথাকে আশ্রয় দিতে
 আমি নিন্দাভয় করি না । এমন কি, আমার
 পুত্রের অন্ন নিয়ে অনাথাকে দিতে আমার
 পতির আজ্ঞা ।

মহা । আমি যদি কোথাও চ'লে যাই, তার পর
 এলে আমার আশ্রয় দেবে ?

বিশিষ্টা । হ্যাঁ মা, তুমি যখন কোথাও না আশ্রয়
 পাবে, এসো ।

মহা । তবে মা, আমি এখন যাই, আমার আসবো ।
 (জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ । হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুই যা, তোরে আর আসতে
 হবে নি ।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, ও অনাথিনী, ওকে কেন
রুঢ় কথা বলচ ?

জগ। হ্যাঁ হ্যাঁ—ও সেই বটে! বেটা বহুদুঃখী,
কা'ল এসেছিল—অমনি গেরুদা প'রে আটটা
চুঁড়ী নিয়ে। আজ আবার চং ক'রে পাঁথা
প'রে গেরুদের বউ হয়েছে।

মহা। বাবা, তুমি তো আমার চেনো না, আমার
চিন্লে কি আমি গৃহস্থের বউ, সামনে থাক্-
তুম। যে আমার চেনে, তার কাছে তো আমি
থাকি না।

জগ। শোনো শোনো—বেটীর চংএর কথা
শোনো ; বেটা স্বপ্নি ঘোরে, আর বলে, চিন্লে
সামনে দাঁড়ায় না। কা'ল বেটা কি কর্লে—
আমার ধেই ধেই নাচালে।

বিশিষ্টা। মা, তুমি কিছু মনে করো না, ও হেলা-
গোলা মাহুষ, কারে কি বলতে কি বলে।
তুমি এসো বাছা, তোমার যখন ইচ্ছা হয়,
আমার কাছে এসে থেকো।

মহা। মা, যদি বাঁধা থাকি, তোমার কাছেই
থাকবো।

[মহামায়ার প্রস্থান।

জগ। মা, খুদে দাদা তো যে সে লয়। শুন্চি,
নদীটে নাকি টেনে হিচুড়ে নিয়ে এলো গো!

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। না জগা দাদা, মা ইচ্ছা ক'রে এসেছেন।

জগ। উ'হ—তোরে চিন্তে লারলুম, তা আমার
চেনাচিনিতে কাজ নেই, তোদের খেয়ে মাহুষ,
তত দিন পারি, তোকে ছোট ভাইয়ের মতনই
দেখবো।

শঙ্কর। হ্যাঁ দাদা—তাই দেখো।

জগ। আমি থামারে বাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্তাক্ষ ।

শঙ্করাচার্য্যের বাটার সমুদ্র নদী।

শঙ্কর।

শঙ্কর। সংসার-বাসনা

আজি বৈরাগ্য-প্রভাবে এ শরীর ত্যজি

শীঘ্র হও স্বতন্ত্র।

ধরি ঘোর কুন্তীর আকার, স্বরূপ তোমার,
তটিনী-সলিলমধ্যে কর অবস্থান।

যতপি আমারে হের এ সংসারে—

করি আক্রমণ, সলিলে করিহ নিমগন,

পাপ-পঙ্কে প্রাণীরে করহ নিত্য যথা।

কিন্তু যদি পারি ল'তে সন্ন্যাস-আশ্রম,

তাজি এই পূতবারি করিও গমন।

যুগ-যুগান্তরে—

অন্ত দেহে কতু যদি আসি এ সংসারে,

দেখা হবে তব সনে।

(নদীতে অবতরণ।)

(রমা ও গঙ্গার প্রবেশ)

রমা। লোকে যে বলে—কলিতে ছেলের মুখে

আর পাগলের মুখে দৈববাণী হয়, দেখছি তো

ভাই, তা তো সত্যি ! ছেলেটা কা'ল বলে যে,

নদীটা আমার বাড়ীর দোর-গোড়ায় টেনে

নিয়ে যাবো, তা তো ঠিক।

গঙ্গা। আমাদের কর্তা বলে—অমন হয়। অমন

অনেক নদীর মুখ ফেরে। নদীর মুখে নাকি

চড়া পড়েছে, কালকের ঘোর বৃষ্টিতে এই

দিকে জল ভেসেছে।

রমা। ঠিক ওদের দোর দিয়ে জল ভাঙলো, ওদের

লক্ষ্মী-নারায়ণ ঠাকুরের মন্দিরের পাশ দিয়ে

বেকে এলো, সোজা এলে মন্দিরটে ডুবে

বেতো। এ সব ভাই ঠিক দৈববাণী মনে হয়।

গঙ্গা। (সহসা নদীগর্ভে শঙ্করকে দেখিয়া) ও শঙ্কর

—ও শঙ্কর !—জলে নামিস্ নে—কুমীর দেখা

দিয়েছে, ওরে উঠে আয়—উঠে আয়—

শঙ্কর। (জল হইতে) ওগো, আমার বুকি কুমীরে

ধরেছে, আমার মাকে ডাকো—

রমা। ওরে সর্বনাশ হলো রে—সর্বনাশ হলো,

শঙ্করকে কুমীরে ধরেছে।

(বিশিষ্টার বেগে প্রবেশ)

বিশিষ্টা। বাবা মহাদেব—রক্ষা করো—রক্ষা করো—

শঙ্কর। মা, আমার কালে ধরেছে, আমার কেউ

রক্ষা করতে পারবে না, তবে যদি আমার

সন্ন্যাসগ্রহণে অহুমতি দাও, তা হ'লে আমার

রক্ষা হয়।

বিশিষ্টা। ওগো, আমার সর্বস্ব নাও, কেউ রক্ষা

করো।

শঙ্কর। মা, রক্ষা নাই, অহুমতি দাও, বুধা কেন জলে অবতরণ করছে? এই দেখ, আমার দূর-জলে নিয়ে যাচ্ছে। মা, অহুমতি দাও, হরস্ত কুন্তীর এইবার গভীর জলে নিমগ্ন করবে—বিশিষ্টা। আমি অহুমতি দিলুম—আমি অহুমতি দিলুম,—বাবা আর—

শঙ্কর। (জল হইতে উখিত হইয়া) মা, কুন্তীর আমার পরিত্যাগ করেছে। মা গো, গর্ভে স্থান দিয়ে অশেষ যত্নগা ভোগ করেছে, অশেষ ক্রেশে লালন-পালন করেছে, আজ আমার জীবন দান করলে। মা, যে মহাপুরুষেরা আমার জন্ম-পত্রিকা দেখেছিলেন, তাঁরা তোমার সম্মুখে আমি অন্নায়ু, এইমাত্র প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরস্পর বলাবলি করেছিলেন, আমার তাঁদের বাক্য কর্ণগোচর হয়। তাঁরা বলেছিলেন, আমার অষ্টবর্ষমাত্র পরমায়ু। আজ সেই অষ্ট বর্ষ পূর্ণ; কিন্তু তাঁদের আদেশ ছিল, যদি অষ্টম বর্ষে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, আমার পরমায়ু বৃদ্ধি হবে। আমি এ সংবাদ অবগত হয়েই পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের অহুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। পুত্র-স্নেহে তুমি সে অহুমতি দিতে অসম্মত ছিলে; কিন্তু না, আজ প্রত্যক্ষ দেখলে, অন্তক কাল কুন্তীররূপে আমার বধ করতে উপস্থিত হয়েছিল। কৃপাময়ি, তুমি অহুমতি দান করে আমার জীবন রক্ষা করেছে।

বিশিষ্টা। বৎস! আজ আমি বুঝেলাম যে, কামনা অপেক্ষা হীনকার্য্য আর পৃথিবীতে নাই। আমি পুত্র-কামনা করে অশেষ যত্নগাভোগ করেছি। আজ আমি তোমা হেন রত্ন পেয়ে গৃহ হ'তে বিদায় দেবো—মা হয়ে সকলের সম্মুখে প্রতিশ্রুত হয়েছি। আমার—কি যত্নগা সহ করতে ভগবান্ সৃজন করেছিলেন? আমি অভাগিনী রমণী, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এসো বাবা, ঘরে এসো, আজ তোমার কোলে অনব্যক্তন দিই, কিন্তু কা'ল ঘেন আর সূর্য্যোদয় না দেখতে হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

গঙ্গা। হ্যাঁ লো, কিছু তো বুঝতে পারলুম না, মাগী অহুমতি দিলে আর কুন্তীর ছেড়ে দিলে।

রমা। বোন্, সকলেই অশচর্য্য! আজ আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে, শিবের মন্দিরে যে বিশিষ্টার গর্ভে একটা জ্যোতি প্রবেশ করেছিল, এ কথা সত্য। শঙ্করের সকলই আশচর্য্য।

গঙ্গা। হ্যাঁ ভাই, সব আশচর্য্য আশচর্য্য কথা শুনে পাই! যখন গুরুভিক্ষা করতো, এক হুগাধনী ব্রাহ্মণীর কাছে ভিক্ষা করতে যায়, ব্রাহ্মণী তিনটি আমলকী দিয়ে কাদতে কাদতে ব'লেছিল, “বাবা, বিধাতা আমাদের দীন-দুঃখী করেছেন, গৃহে মুষ্টিমান্ অন্ন নাই,—কি দিয়ে তোমার সেবা করবো?” শুনে পাই, ছয় বছরের ছেলে ধ্যান করে মা লক্ষ্মীকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনে তাদের ঘরে অচলা করেছে!

রমা। চল না দেখি, ওরা মাঝে পোয়ে কি ক'ছে।

গঙ্গা। না ভাই, আমি দেখতে পারবো না। আট বছরের ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে দেশত্যাগ করবে, দেখে বুক কেটে যাবে।

রমা। সত্যি সত্যি কি ওর মা মাগী ছেড়ে দেবে?

গঙ্গা। শঙ্করের মা পরিহাস করেও কখন মিথ্যাকথা বলে না, যখন অহুমতি দিয়েছে, ব্যর্থ করবে না।

রমা। আমরা ভাই প্রাণ ধ'রে পারতুম না। মিথ্যাকথায় নরক হয় হ'তো, ঐ ছেলেকে বিদায় দিয়ে কি স্থির থাকি যায়?

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্তাঙ্ক।

শঙ্করাচার্য্যের বাটী।

শঙ্কর ও বিশিষ্টা।

শঙ্কর। মা, তোমার অহুমতি পেয়ে মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করার, কালক্রমী কুন্তীরের কবল হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছি। সন্ন্যাসীর একদিনও গৃহে বাস অবৈধ; বিদায় দাও।

বিশিষ্টা। বাবা, শুনেছি, তুমি সকল শাস্ত্র প'ড়েছ, বলতে পারো, কি উপাদানে বিধাতা রমণী সৃজন করেন? সামান্য মুক্তিকার দেহ হ'লে কি এত সহ হয়? সে কি তোমার মত পুত্রকে সন্ন্যাসের অহুমতি দিয়ে প্রাণ ধ'রতে পারে

তুমি চ'লে যাবে, তাতেও কি মৃত্যু হবে?
জানি নি বাবা, কেন রমণী এত কঠিনা হয় ।

শঙ্কর । কর শোক পরিহার জননি আমার,

ভঙ্গুর শরীরে, ক্ষণপ্রভা-নীপ্তি সম
ক্ষণস্থায়ী প্রভামাত্র মানব-জীবন ;
ভূত ভবিষ্যৎ অসীম অনন্ত মেঘনয় ;
শোক দুঃখ আনন্দ বৈভব,
ক্ষণস্থায়ী এ ক্ষণ-জীবনে ।
অসীম অনন্ত ভবিষ্যৎ ।

ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে ক্ষণিকের হেতু
উপেক্ষিয়া ভবিষ্যৎ সুখের প্রয়াস,
হেন ভ্রান্তি ভ্রান্তিময়ী অবিষ্টা-প্রভাবে !
যাব গৃহ ত্যজি,

কিন্তু প্রাণ মম রহিবে তোমার পাশে ।
দেখ না দেখ মা—আনন্দিত পিতৃলোকগণে—
সন্মাস-গ্রহণে মম ।

তুমি ভাগ্যবতী,
সন্মাসীয়ে দেহ গর্ভে স্থান ।

ছিল বালক সন্তান মাত্র রক্ষক তোমার,
এবে মহা আশ্রমের বলে,
দেবতামণ্ডলে

নিরত রবেন সবে রক্ষণে তোমার ।

শুদ্র শক্তি মম,

তব সেবা কি সম্ভব আমা হ'তে ।

শত গুণে সেবা-প্রাপ্ত হবে গো জননি,—
কমলা আপনি

ধনধান্তে গৃহ পূর্ণ রাখিবেন তব ।

তুণ্ড তুমি অতিথি-সেবায় চিরদিন,
অতিথি না বিমুখ হইবে এই গৃহে ।

দান-ধর্ম্মে পূজা-ব্রতে রহ মা নিরত ।

যেইক্ষেণ করিবে স্মরণ

করি সত্য পণ—

সেই ক্ষণে আসিব মা তোমার সদনে ।

বিশিষ্টা । কেন বাবা, কেন আর দুঃখিনী
জননীকে প্রভারণা করো ? আমি তোমার
গুরু নিকট গুণেছিলাম, তুমি দেবকার্য্যে
এসেছ, দেবকার্য্যে ভ্রবন ভ্রমণ ক'রে জীবের
উদ্ধারসাধনে নিযুক্ত থাকবে । আমি দুঃখিনী,
আমায় কি তোমার স্মরণ থাকবে ? স্মরণ
থাকলেও তোমার সংবাদ কি ক'রে দেবো যে.

তুমি আমার নিকট আসবে ? অন্ত্যেষ্টি-
ক্রিয়াজ্ঞে সন্তান কামনা করে, তোমার
পৈতৃক সম্পত্তি জ্ঞাতীগণকে দিয়েছ, তাঁরা
আমার প্রাসাদাদানের ভার গ্রহণ করেছেন ।
আর আমি বিধবা ব্রাহ্মণী, আমারই বা প্রাসা-
দাদান কি, ভিক্ষামে অনায়াসে জীবন নির্বাহ
হ'তে পারে । কিন্তু বাবা, তোমার চাঁদমুখ
দেখে আমার আশ্বাস হয়েছিল যে, গর্ভজাত
পুত্রের হস্তে অগ্নি গ্রহণ করবো, সে আশায়
আজ নিরাশ হলেম ।

শঙ্কর । দেবকার্য্যে হয় যদি জনম আমার,
তিলমাত্র ভুলিব মাতায়,
হেন কি সম্ভব তার দেবকার্য্যে জনম যাহার ?
সত্য কহি দেবতার নামে,
যবে দেবি করিবে স্মরণ—
স্তম্ভদ্রুত আশ্বাদন পাব আমি মুখে ;
যথা রহি তখনি আসিব,
তিলেক না বিলম্ব করিব—
অন্তকালে অগ্নিক্রিয়া করিব নিশ্চয় ।
চিন্তা দূর কর গো জননি,
অসঙ্কেচ-চিন্তে দেহ বিদায় আমায় !

বিশিষ্টা । চিন্তা দূর করিব কেমনে,
চিন্তার সাগর-মাঝে ফেলেছ আমায় ।
বার মুখ তিলেক না হেরি,
দশদিশি অন্ধকার নয়নে আমার—
তারে না দেখিব,
শ্রশান সমান গৃহে একাকিনী রব,
বিজ্ঞ হয়ে কহ তুমি চিন্তা ত্যজিবারে ?
আজীবন চিন্তা তব মাতার সঙ্গিনী !
মৃত্যুকালে চিন্তা সনে বিচ্ছেদ আমার ।

শঙ্কর । জননি আমার—

এ হৃদ্যদৌর্জল্য দেবি কর পরিহার,
নহে তব উপযুক্ত হেন দুর্বলতা ।
যেহেতু করেছ মা গো পুত্রের কামনা,
পূর্ণ ক'রেছেন হর তোমার বাসনা ।
দেবকার্য্যে জীবন-যাপন—
অতি বাহনীয় কার্য্যে যবে পুত্র তব ।
ক্ষণিক বিচ্ছেদ হেতু চিন্তা নহে শ্রেয়,—
মাত্র মাতা দৈহিক বিচ্ছেদ,
বিচ্ছেদ আশঙ্কা-কেন স্মরণে মিলনে ।

যেই কালে করিলে প্রসব,
 হের সে আকারে নাহি আর মম,—
 কালে অল্প ব্যতিক্রম ঘটিবে এ ক্ষণস্থায়ী কায়।
 তবে কোন্ দেহ পুত্রের তোমার, :
 বিচ্ছেদ আশঙ্কা যার করে সস্তাপিত ?
 কোমার, যৌবন—শরীরের করিছে বর্তন,
 মুতাকালে জীর্ণবাস প্রায়
 প'ড়ে রবে শরীর ধরায়।
 শারীরিক বিচ্ছেদ আশঙ্কা করো দূর।
 জ্ঞানচক্ষে নেহারি জননি,
 তুমি আমি বিশ্ব অবিচ্ছেদ,
 দেখ, তুমি আমি—নাহি ভেদাভেদ,
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি আছি এক হয়ে।
 অলঙ্কিতে কালস্রোত ধায়,
 আর মা রহিতে নারি গৃহে—
 বিদাও তনয়ে, পদে প্রণাম জননি।

[শকরের প্রস্থান।

বিশিষ্টা। চল চল—আমারই বা কিসের গৃহ,
 আমি তোমার সঙ্গে যাই।

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক।

রামদাসের বাটা।

রামদাস ও সখারাম।

রামদাস। দেখ, ছোঁড়া ধাপ্লাবাজী ক'রে আমার
 প্রতিশ্রুত ক'রে নিয়েছে, কাজেই ওর মার
 গ্রাসাচ্ছাদন আমার যোগাতে হবে। কিন্তু
 সে খরচটা বাজে, আবার ফিরে এসে আপ-
 নার পৈতৃক বিষয় কেড়ে নেবে।

সখারাম। তুমি দেবে কেন ?

রাম। কি করবে বল ? রাজা রাজশেখর ওর
 সহায়, স্বয়ং ওর কুটারে এসে টাকা ঢেলে
 গেছেন।

সখা। ও সে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিল না তুনেছি ?

রাম। চং ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে। রাজা জেনে
 গেল—বড় সাধু, একেবারে গোলাম হয়ে
 রইল। দেখিস্ নে, ছদ্মবেশে রাজার লোক
 এসে ভারে ভারে ওর বাড়ীতে সামগ্রী দিয়ে
 যায়। ওর মা রাজরাণীর মত চুহাতে

বিলাস। ঐ দেখ্ দেখ্—ঐ সব সামগ্রী
 নিয়ে যাচ্ছে। ওঃ—বিস্তার সামগ্রী! দেখ্,
 ওর মার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার নিয়ে বড় বুদ্ধির
 কাজই করেছে। আমার বাড়ীতে মাগীকে
 নিয়ে আসবো, বা জিনিসপত্র আসবে, তা
 আমিই পাবো। মাগীও এক বেলা একমুঠো
 খাওয়া আর একখানা কাপড়, সেটা বড়
 গায়ে লাগবে না। ছোঁড়া ফিরে এসে
 বিষয়টা কিন্তু ফিরিয়ে নেবে।

সখা। মেজো খুড়ো, তুমি বিষয়টা আমাকে দাও
 দেখি, কই কে ফিরিয়ে নেয় ? দাও—তুমি
 আমার দাও।

রাম। না রে ছোঁড়া—লোভ করিস্ নি—লোভ
 করিস্ নি, ফিরিয়ে নেয় নেবে—ফিরিয়ে নেয়
 নেবে; তোরে বল্লম ব'লে কি সম্পত্তির আমি
 পিতোশ রাখি। জ্ঞাতির বউ, যদি কিছু নাই-ই
 থাকতো, আমি প্রতিপালন করতুম না ?

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। ওগো, বাছা আমার কোন্ পথে গেল ?
 আমি যে তার পিছু পিছু এসে তারে দেখতে
 পাচ্ছি না। কোথায় গেল ? আমি আর একটি-
 বার দেখবো। আমি বিদায় দেবো তো ব'লেছি,
 আর একটিবার দেখে বিদায় দেবো। ঐ যে
 —ঐ যে—ঐ বুকি যাচ্ছে—ঐ বুকি যাচ্ছে—

সখা। মেজো খুড়ো, তোমার বরাং ভাল, মাগী
 বুকি এইখানেই অঙ্কা পায়।

রাম। আরে দূর পোড়াকপালে, তা ত'লে সর্বনাশ
 হবে, ছোঁড়া এখনি ফিরে এসে মুখাণি করবে
 আর বিষয়-আশয় বেচে কিনে চ'লে যাবে;
 বুকের উপর ব'সে আর এক বেটা ভোগ করবে।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। ও মা, আমি যে তোমার বাড়ী থাকতে
 এসেছি। ওঠো, না না, ওঠো না।

রাম। এ আঙ্কাদী যেটা আবার কে রে—মা ব'লে
 এলো!

মহা। ওঠো ওঠো—যুমিও না। (অঙ্গ স্পর্শকরণ)
 বিশিষ্টা। (উখিত হইয়া)

এ কি ! এ কি ! এ কি দেখি একাকার !

বিশাল বিস্তার—আমি আমি—নহি কেহ আমি,
 অসীম অসীম—দশদিশি অনন্ত অসীম—

মহা । না, তোমার শঙ্করকে আমি দেখে এলুম ।
সে বলে, মাকে নিয়ে বাড়ীতে থাক্ গে । আমি
আসছি, আমি এলুম ব'লে ।

বিশিষ্টা । এই যে—এই যে—এই যে আমার শঙ্কর
এসেছে ! দেখ মা দেখ, আমার এক শঙ্কর
ছিগ—কত শঙ্কর হয়েছে—আমার শঙ্করময় ।
এই যে আমার কোলে শঙ্কর, আমার স্তন-
পান ক'ড়ে শঙ্কর, এই আমার আঁচল ধ'রে
শঙ্কর, এই যে আমার শঙ্কর বেদ পাঠ ক'ড়ে !

মহা । হ্যাঁ মা, এসো এসো, ঘরে এসো,—তোমার
শঙ্কর তোমার ঘরে, আমি তাইতে তোমায়
দেখতে এসেছি ।

[বিশিষ্টাকে লইয়া নহামায়ার প্রস্থান ।

সখা । মোজো খুড়ো, এ মাগী চোর ! এ পুত্রশোকে
পাগল হয়েছে, টাকা আছে সন্ধান পেয়েছে,
হাতাবে, তাই 'মা' ব'লে এসেছে । খুড়ো, ও
মাগীকে তাড়াও ।

রাম । তুই যা তো বাবা, দেখ্ তো—

সখা । খুড়ো, তুমিও এসো,—ও ডাকাতনী, আমি
একলা ওর কাছে যেতে পারবো না । ঐ দেখ,
পাঁজাকোলে ক'রে তুলে নিয়ে গেল । বেটী
ডাকাতনী, বেটীর সঙ্গে লোক আছে ।

রাম । চল্ তো—চল্ তো—দেখি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

সপ্তম গর্ভাক্ষ ।

নর্দা-তীর—গোবিন্দনাথের আশ্রম ।

ধ্যানময় গোবিন্দনাথ ।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর । হেরি এই বিজ্ঞান গুরুদেব মম,
স্ব-স্বরূপে অবস্থিত সমুখে আমার,
প্রত্যক্ষ অনন্তদেব নর-কলেবরে ।
হেরি যার সহস্র বদন
আসিত হইল জনগণ,
তাই ধরি মানব-মুরতি
ভগবান্ পাণ্ডুল্লসরূপে
বসিতেন প্রভু মম পাতাল-ভুবনে ।

এবে মম কল্যাণ-সাধনে

যতিবর উদয় গুহায়

গোবিন্দনাথের কলেবরে ।

তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,

পরব্রহ্ম মানব-শরীরে,

করি নমস্কার শত চরণ-অবুজো ।

অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ নয়ন আমার,

জ্ঞানাজনে দিব্য চক্ষু করিতে প্রদান,

অবতীর তুমি ভগবান্ !

কর কৃপা কাতর কিস্করে ।

(জনৈক ঋষির প্রবেশ)

ঋষি । বাপু, কার অমুসন্ধান করো ?

শঙ্কর । প্রণাম যতিবর ! - আমার ইষ্টদেবের নিকট

আগমন করেছি, তিনি অন্তরে অন্তর আকর্ষণ

পূর্বক কৃপায় এ স্থানে আমার ল'য়ে

এসেছেন ।

ঋষি । বৎস, বুঝছি তুমি কে !

[ঋষির প্রস্থান ।

শঙ্কর । কিবা শাস্তিময় স্থান !

যেন তরুলতা ফুলপুষ্প

একতানে করে বেদগান,

অলির গুঞ্জন ঐক্যতানে সম্মিলিত ;

ঈর্ষ্যাদ্বেষ-বর্জিত প্রদেশ,

হেরি সমুদয় নিত্যানন্দময় ।

এ কি ! অকস্মাৎ ঘোর ফলনাদে

প্রবাহিণী নর্দদা জননী !

শাস্ত হও কল্লোলিনি,

কল্লোলে তোমার—

ভঙ্গ হবে সমাধি প্রভুর ।

শাস্ত হও, শাস্ত হও—কল-নি-নি ।

এ কি ! উচ্চতর কল্লোল উথিত,

গুন বাণী, শাস্ত হও নর্দদা জননি,

সমাধিতে বিদ্র নাহি করো ।

তথাপিও উচ্চনাদ—

ক্ষমা কর অপরাধ—

বদ্ধ রহ কমণ্ডলু-মাঝে

যদবধি সমাধিস্থ রহিবেন প্রভু ।

(নর্দদার শঙ্করের কমণ্ডলু-মাঝে প্রবেশ

গোবিন্দ । (চক্ষু উন্মীলন করিয়া)

বৎস, মুক্ত কর নর্দদার ;

হের জলচর ব্যাকুলসকলে,
জল বিনা তাজিবে জীবন ।

(শঙ্করের নন্দ্যদাকে মুক্তকরণ)

কহ বৎস, কেবা তুমি, কি নাম তোমার ?
শঙ্কর । নাহি রূপ, নাহি নাম, বর্ণ বা উপাধি,
নাহি জল, নাহি স্থল, হৃদ্য, সমীরণ—
চিদানন্দ শিবম্বর স্বরূপ আমার ।
গোবিন্দ । প্রত্যক্ষ হইল মম ব্যাসের বচন ।
অবগত হইয়াছি স্ত্রীমুখে তাঁহার,
বেদবিধি উদ্ধারের তরে, ধরণী মাঝারে
বিশ্বনাথ আসিবেন নর-কলেবরে ।
হ'লে শিব অবতার, লক্ষণ তাহার—
কমণ্ডলু-মাঝে হবে আবদ্ধ তটিনী ।
বাড়াইতে গৌরব আমার
আগমন তব এ আশ্রমে ।
এস কহি তব-কথা শ্রবণে তোমার ।

(কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান)

শঙ্কর । গুরুবাক্যে শাস্ত্রবাক্য প্রত্যক্ষ সকলি,
বিকসিত বিজ্ঞান-নয়ন—
অনন্তের প্রতিক্রম হেরি ।
কল্পব্যাপী সমীম ধরার
চক্রাকারে মায়া প্রবাহিতা,
বাধে কত কাণ্ড-কারণের শ্রেণী,
গঠে আকাশে প্রস্তুত ;
'আমি' অহঙ্কার—ক্ষুদ্র কৌটের ভিতর,
প্রহেলিকা অনন্তের সগীম আকার গড়ে ।
এই বোর প্রহেলিকা-মাঝে
আত্মতত্ত্ব জাণ নাহি হেরে :
হৃদ্য যথা কুজাটিকাবৃত,
মায়া-ঘোরে চৈতন্ত ছাদিত ।
ভীম রোলো কারণ-প্রবাহ বহে,
ভাতে হৃদ্য চক্ষু মা তারকা
অনন্ত—অনন্ত কোটা ধার ।
অহমিতি গর্জিছে সলিল—
অহম্-পূর্ণ অর্থশূন্য গুল,
স্বপ্ন সমুদয়—আমি মাত্র জ্ঞানময়—
সত্য নিত্য আনন্দ-স্বরূপ ।
গোবিন্দ । বৎস, লীলার কারণ চক্ষু কর আবরণ ।
সন্ন্যাস-গ্রহণ পূর্ণ তব ।
কার্য্য মম অবদান—

এবে নিজ স্থানে করিব প্রাণ ।

যাও তুমি বারাগসীধামে ।

এই দণ্ড করহ গ্রহণ—শিবদত্ত দণ্ড সন্ন্যাসীর ।
সন্ন্যাস-আচারে বেই এই দণ্ড ধরে,
নরহ মোচন সেইক্ষেণে ।

(দণ্ড প্রদান)

এই দণ্ড-বলে ত্রিম ভূমণ্ডলে

দমিবে দ্রুত জনে ।

জনম সফল, বৎস, শিষ্যত্বে তোমার,
যাত্রা কর বারাগসীধামে ।

শঙ্কর । প্রভু, তব সেবা-অধিকার করুন প্রদান,
কিছু দিন রহি এই স্থানে
পূজিব রাজীব-পদযুগ,
অভিলাষ অন্তরে দাসের ।

গোবিন্দ । হইয়াছে গুরুসেবা সম্পূর্ণ তোমার ।

সমাধার বিয় কলোনি

কমণ্ডলু-গর্ভে বদ্ধ করিয়াছ তুমি,

তাহে তব পূর্ণ গুরুসেবা ।

এস বৎস, যাত্রা করি ছই জনে,

নর-হর মহেশ-প্রস্তুত—

একত্রে করিব দরশন ।

গুন, পুঙ্কিত চরাচর,

গন্ধর্ব্ব কিম্বর—

জয় জয় রবে, সম্ভাবিছে তোমায় চৌদিকে ।

হের অপ্সরী, কিম্বরী, বিজ্ঞাধরী আদি

মৃত্যু করে শিব সংকীর্ণনে—

ত্রিভুবনে জয় জয় রব ।

(বিজ্ঞাধর ও বিজ্ঞাধরীগণের প্রবেশ)

সকলে । জয় জয় বিশ্বনাথ !

(সকলের গীত)

বিমল কান্তি বিরাজে শান্তি, নেহার নর-শঙ্কর ।

বেদমন্ত্র—মুক্ত ব্যক্ত, সত্যমূর্তি স্মরণ ॥

মোচন মোহ-অঞ্জলি, সন্দ-বন্দ-ভঞ্জন,

জ্ঞানালোক রঞ্জন,—

উচ্চতান—বেদগান—পূর্ণ অবনী-অম্বর ।

জয় জয় জয় জগত-জ্যোতি, যতীশ যোগেশ্বর ॥

দ্বিতীয় ভ্রুক।

—*—

প্রথম গর্ভাক।

বারাগলী—মণিকর্ণিকার ঘাট।

(গঙ্গানানার্থে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। জগন্মাতা জগৎপিতা বিরাজিত ধামে ;—

বিশ্বের বিশ্বেশ্বরী আদি

ধরাবাসী বিশ্বপ্রেমে,

যাহে জগজ্জন লভি দরশন

মুক্তিধনে হয় অধিকারী।

শিব-শিরোজ্ঞাতিবিহারিণী সুরধুনী

উত্তরবাহিনী বেড়ি পুরী মেখলা যেমতি।

কৃতার্থ—কৃতার্থ নর-জনম আমার।

(সদলে চণ্ডালবেশী মহাদেবের বেদরূপী কুকুর

চারিটি সহ প্রবেশ)

(সকলের গীত)

ভরপুর নেসা কেন করবি ফিঁকে।

এটা সেটা ছুটো ফিঁকে দেখে ॥

মজা তো মজা আর ফিঁকে বেলকুল,

পুরা মজা লিয়ে থাক না মজগুল,

শাকা ভেকা পারা চাসনে জুল জুল ;

আপনা মজাতে দেল পুরা রেখে।

বে-মজা আসবে তো দিবি ফিঁকে ॥

শঙ্কর। এ কি বিয়! সুরাপানোন্মত্ত চণ্ডাল-

চণ্ডালিনী কুকুর সমভিব্যাহারে পথ রোধ

করেছে, (প্রকাশ্যে) আরে চণ্ডাল, এ কিরূপ

তোমার আচরণ? গঙ্গানানের পথ রোধ

ক'রে উন্মত্তের স্থায় নৃত্যগীতে মগ্ন আছ।

তুমি অস্পৃশ্য, পথ দাও, দূরে অবস্থান করো।

চণ্ডাল। (কুকুরকে সযোজন করিয়া) হাদে

কেলো, এটা কে বটে রে?

দ্বীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। আরে বর্বর, তুমি কথায় কর্ণপাত কছ

না? দূরে গমন করো।

চণ্ডাল। (অজ্ঞ কুকুরকে সযোজন করিয়া) কি

বলছে রে ধ'লো, কি বলছে বুঝ করতে

পাচ্চিস? আমি ত লার্চি! এটা মদ খেয়ে
কি আবল-তাবল বকে রে?

দ্বীগণ। আরে কি বকে রে—কি বকে!

* [শঙ্কর। (স্বগত) এ সুরাপানী তো গঙ্গানানের
বড় বিয় করলে। (প্রকাশ্যে) রে চণ্ডাল,
সব্বর পথ যুক্ত কর—দূরে যা।

চণ্ডাল। আরে এটা খাপা পারা! খেপুছ কেনে?

তোমার বাতটা তো বুঝতে লার্চি।

দ্বীগণ। আরে কি বলে রে—কি বলে?

শঙ্কর। উন্মত্ততা পরিহার কর—দূর হ!

চণ্ডাল। দেখছি তো সন্ন্যাসী, লেকেন তোমার

আকেলটা তো দেখি না। সাজাগোজা ক'রে

গেরন্তিকে ভোগা দিয়ে পেট চালাও।

(কুকুরের প্রতি নির্দেশ করিয়া) এই কেলো-

ধলোর আঁতে যা আছে, তোমার তা মালুম

নেই। তুমি কি নেলাখেলা বাৎ বলছ বটে?

দ্বীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!]

শঙ্কর। (স্বগত) এ বর্বরের আচরণে ক্রোধ

সংবরণ করা কঠিন। (প্রকাশ্যে) সব্বর

আমার নিকট হ'তে দূরে অবস্থান করো।

চণ্ডাল। আরে কেমন ধারা বাৎ বলে রে? হাঁ রে

কেলো, তোর আঁতের কথা জানে না, সন্ন্যাসী

হয়েছে! কে কাকে কোথায় সরতে বলছে,

রে? হাঁ কেলো, হ্যা রে ধলো, অন্নময় কোষ

ছেড়ে কোথায় যাবে রে? ওরে চৈতন্তকে

জুদা করে রে! সংচিং অথগু আনন্দ রূপটা

চেনে না, অজুদাকে জুদা করতে চায়! চৈতন্তকে

ফারাৎ করবে। এ কেমন মানুষ্যটা রে? এর

আকেলটা তো দেখি না।

দ্বীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। (স্বগত) কে এ চণ্ডাল, এ যে বেদ-নির্দীত

বাক্য প্রয়োগ কচ্ছে! চণ্ডালের মুখে এ কি

বার্তা! সত্য—অসঙ্গ, সং, অদ্বিতীয় স্বরূপ

ব্রহ্মবস্তুর ভো ভেদ নাই।

চণ্ডাল। আরে খোড়া খোড়া আকেল বুঝি আসছে

রে কেলো! আরে ধলো, তোর আঁতের বাতটা

সমজ করিয়ে দে!—বল তো—গঙ্গাজীকে

স্বর্ঘ্য আর হাঁড়িয়ার সরাপ যে স্বর্ঘ্য চমকে,

এ কি জুদা স্বর্ঘ্য? এ বাতটা বুঝে না। বুঝে

না, সোনার কলসীর বিচে আর কাঁজির হাঁড়ির

বিচে আকাশটা জুনা জুনা বলচে ! ও তো
ফাটাক্ দেখে—এক দেখে না। ও কেমন
সন্ন্যাসী রে ?

জীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে !

চণ্ডাল। কি অভিমান রাখে রে ! এ চণ্ডাল, এ
সন্ন্যাসী, এ কি ব'লে রে ? আঁধারে এককে
নানান্ দেখে, শুকিকে রূপা দেখে, দড়িকে
সাপ দেখে,—এক জানে না, জুনা জুনা জানে ।

—তুই কেমন মাহুষ রে ?

জীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে !

শঙ্কর। মহাঅনু, কি হেতু ছলনা অজ্ঞ দাসে ?

দেহ পরিচয়, কোন্ মহাশয়

উদয় সম্মুখে মম ।

শত কোটি প্রণাম চরণে,

অভাজনে ঈদৃশ করুণা তব ।

পূর মন-আশ, কর দেব স্বরূপ প্রকাশ,

ধন্য জন্ম হোক্ দরশনে ।

অকিঞ্চনে করো না বঞ্চনা,

পাদপদ্ম-পরশনে দেহ অধিকার ।

চণ্ডাল। হের মম স্বরূপ আকার শক্তি সমন্বিত,
চারি বেদ স্তনীকূপে সাথে ।

(সহসা চণ্ডালের মহাদেবমূর্তি ধারণ এবং চণ্ডাল-
চণ্ডালিনীগণের ভৈরব-ভৈরবীকূপে ও কুক্কর
চারিটির চারিবেদরূপে রূপান্তরিত হওন)

শঙ্কর। নমো নমঃ চিদানন্দ শঙ্কর মহেশ,

নমঃ লোকলোকেশ্বর, প্রকাশ বাহয়,

যে আজ্ঞা সন্তায় জ্ঞাতা জ্ঞের ভাসমান,

কাশীনাথ বিবেকধর শিব,

ব্রহ্মবিজ্ঞা বিবেকধরী চির-আলিঙ্গিত,

ধর প্রভু শত নমস্কার ।

শ্রোতব্য মন্তব্য বিধি-বিধায়ক গুরু,

ভিক্ষুবর যোগেশ্বর শূলী শঙ্কু ভব,

ভাবাতীত, শত শত নমস্কার পদে ।

সদানন্দ ঘন, বোধরূপ চিত্তর,

বিশ্বস্রষ্টা ঘটে ঘটে সম বিভাসিত

নিলেপ আকাশ সম—

পরব্রহ্মে নমস্কার মম ।

বীর রূপা-স্বদানে সংসার-দহনে

শান্তি প্রাপ্ত হই জনগণ ।

নমো নমঃ চরণে তোমার,

দেহ জ্ঞানে আমি তব দাস,

অংশ জীব জ্ঞানে,

আত্মজ্ঞানে অভেদ, চৈতন্যে সংমিলিত ।

দিব্যজ্ঞান কনিষ্ঠাছে তব দরশনে ;

ভ্রান্তি দূর শান্তিদাতা তোমার প্রসাদে ।

লোকনাথ, কোটি প্রলিপাত

আশে পাশে পশ্চাতে সম্মুখে তব ।

মহা। তব প্রতি তুষ্ট অতি শুন যোগিবর !

বৎস, তুমি স্বরূপ আমার,

বেদজ্ঞ সর্বজ্ঞ মহাকৃতি ।

কর মম কার্য সমাধান ভবে ।

কার্য অবসানে, পুন এক আত্মা হব হই জনে ;

বোধরূপে রহিব অনন্তকাল !

বেদবিধি বিশৃঙ্খল হের ধরাতলে,

জ্ঞানহীন শাস্ত্রব্যাখ্যাকার

বেদমর্শ ক'রেছে ছাদন ।

* [বেদবেত্তা বেদবাস,

ব্রহ্মাঙ্কিত মীমাংসা নিষ্ঠানে

ক'রেছেন সাভ্যাদি খণ্ডন ।

ব্রাহ্ম ব্যাখ্যা আবরণে লুপ্ত সে স মল ।

সর্বজ্ঞ ব্যতীত, সাধায়াস্ত নহে তো কাহার

স্বরূপ স্বত্বের মর্শ করিতে প্রকাশ ।

তুমি মূনে, সর্বশক্তি সর্বজ্ঞতা আধারস্বরূপ

অবনীতে অবতীর্ণ নরদেহে ।

ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রুতি স্থানীত,

অদ্বৈতপরতা ভাষ্য করিয়া প্রস্তুত] *

জনহিত করহ সাধন,

অজ্ঞানতা করহ দমন,

বিমল অদ্বৈত পন্থা দেখাও মানবে ।

ভাষ্য তব ভারতরসরূপ

মোহ-তম করিবে বিনাশ ।

সহ শিষ্য করিয়ে ভ্রমণ

ব্রাহ্মমত খণ্ডন করহ প্রিয়তম ।

[সদলে মহাদেবের অন্তর্ধান ।

শঙ্কর। নমঃ বিবেকধর শক্তি দেহ হর,

তব কার্যভার করিব উদ্ধার

শক্তিতে তোমার শক্তিময় ।

[শঙ্করাচার্যের গ্রন্থাবলী ।

(সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন । এ তাপপূর্ণ সংসার-অরণ্যে আর কত দিন
একাকী ভ্রমণ ক'রবো ? বহুহীন ভ্রমণ কর-
লেম, দৈববিড়ম্বনার সজ্জনলাভ তো হলো না।
তবে তো বুধা মানব দেহ, মুক্তি-বাসনা কে
পূর্ণ ক'রবে ? মহাশয়, মুমুক্শু, সজ্জনসংসর্গ,—
তিনের যোগাযোগ ব্যতীত তো মুক্তিলাভ হয়
না। হায়, মহাকনের তো কৃপা হলো না, দর্শন
তো দিলেন না।

(শঙ্করাচার্য্যের পুনঃ প্রবেশ)

শঙ্কর । এসো কে কোথায়,
মহাকার্য্যে যে আছে সহায়,
এসো দুরা কাল ব'য়ে যায়।
মহাকার্য্যভার—বর্ষ-সংস্কার,
জ্ঞানজ্যোতি বিকাশ ধরনীতলে ;
স্বার্থপরতায় কপট ব্যাখ্যায়
শাস্ত্রমর্ম্ম অচ্ছন্ন ধরায়।
গুরু তত্ত্ব করিতে প্রচার, জীবের উদ্ধার,
স্বৈচ্ছায় সে মহাভার করছি গ্রহণ।
উচ্চ প্রয়োজনে আবাহন করি তোমা সবে,
এস, এস, বিলম্ব না সহে আর,
অনাচার ব্যভিচারে কলুষিত ধরা !

সনন্দন । এই যে যতীশ্বর সর্ব্বজ্ঞ তেজঃপুঞ্জ
মহাপুরুষ গুরুদেব আমার সম্মুখে !
অকিঞ্চনে চাহ প্রভু করুণা-নয়নে।
দাবদগ্ধ শশকের প্রায় ভ্রমি এ ধরায়
শাস্তিহীন ত্রিতাপ-পীড়িত ;
বিপ্রকুলোদ্ভব দীন দাস—
কাবেরী তটিনীতটে চৌলদেশবাসী,
আশ্রিত শরণাগতে কর কৃপা দান।

শঙ্কর । বৎস, তব দর্শন-আশায়
প্রতীক্ষায় বহুদিন আছি কালীধামে।
শাস্তিদাতা বৈরাগ্য তোমার,
বিবেক বৈরাগ্য তব সাথী
বিরক্ত সম্যাসী তুমি ;
সাহায্যে তোমার,
বহুকার্য্য করিব উদ্ধার।
'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য করহ গ্রহণ,
নরত্ব তাজিয়ে নারায়ণ তুমি আজি।

যথায় ভ্রমিবে—তব অঙ্গবায়ু-পরশনে

জীব সিদ্ধ হবে ;

কৃপায় তোমার,

অজ্ঞানতা-অন্ধকার হবে বিদূরিত ;

জ্ঞানচক্ষুবলে—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম করিবে দর্শন।

সনন্দন । গুরুদেব—গুরুদেব—পতিতপাবন দয়াময়,

সিদ্ধ প্রাণ, নবীন জীবন দান ক'রেছ কৃপায়।

শঙ্কর । এস বৎস, ওই বটবৃক্ষমূলে আসন আমার,

সানন্দে করিব দৌহে শাস্ত্র-আলোচনা।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর প্রাঙ্গণ ।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ । বামুনগুলোর আক্কেল দেখ দেখি, বাড়ীতে
অতিথ-পতিত ফেরে না, তাইতে ভাবছে, মাগীর
পোতা টাকা আছে। মাগীকে তাড়িয়ে তাই
লিবে। মাগীকে তাড়াতে এলে হ্যাঁতাল
ঝাড়ু বো নি—যা থাকে বরাতে শেষে। সর্ব্বশ
দিয়ে গেল, তাতে মন উঠছে নি।

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা । কে রে, কে আমায় মা ব'লে ডাক্‌লি !
শঙ্কর এলি ?

জগ । (স্বগত) ইস্, মাগীর আর বাঁচবার ধারা নেই।
ব্রহ্মদত্তি মাগী এলে যে হুটি খাওয়াতো। সে
বেশ ভুতের ভূত, আমি তাকে খুব ভালবাসি—
তবে একটু ভয়ও লাগে।

বিশিষ্টা । বাবা এসো—ভূমি যে অনেকক্ষণ মা ব'লে
ডাকো নি তোমার চাদমুখে মা বলা যে অনেক-
ক্ষণ শুনি নি।

জগ । মা মা—তুই বাড়ীর বারকে আসবি ? চান
করবি ? আর কেননা, একটু ফাঁকায় যাবি,
ঘরে ব'সে কি করবি ? চান করবি আর আর,
আম—

বিশিষ্টা । বাবা, আমার শঙ্কর এ বাড়ী ছেড়ে
যাবে না। সে এখানটি না হ'লে বসে না,
ঐ ঘরটি নইলে তার পড়া হয় না, ঐখানে সে

ওতে ভালবাসে,—ঐখানে ব'সে ছুটি থায় ।
লোকে বলে, বিদ্যা শিখেছে—কিন্তু বাছা খেতে
জানে না । আমি না খাইয়ে দিলে খেতে
পারে না । আমি আবার জানে গিরেছিলুম,—
হৈসেলে জেথুবে এসো না, যেমন অন্ন তেমন
প'ড়ে আছে, বাছা খেতে পার নাই ।

জগ । এ, মাগী একটা ভাত পাতে কাটে নি ।
দূর তোমার ল্যাখাপড়ার মুখে ছাই । আমাদের
চাবার বরে ল্যাখাপড়া শেখে না—বেশ আছে,
আমার মাগছেলে বে নাই, তা হ'লে কি
ক'রে ছেলে শিখোর দেখাতুম—পুঁথিমুখো
হ'লে খাবাড়ে দিতুম । বামুনগুলো ওইটে
বুহ করেছে, আমাদের ল্যাখাপড়া শিখোর
না । ল্যাখাপড়া ছেলেকে শিখোর, আর
আপনারা মরে ।

(মহামায়ার প্রবেশ)

হাঁগা, তুমি কেনন ধারা গো—কেমন বেক-
দস্তির বরের মেরে গো ? মাগী ক'দিন থায় নি,
তা দেখনি,— আর 'মা' ব'লে ধেরে ধেরে এসো ।
লাও—পারো ছুটি খাওয়াও ; আর দেখ—ওর
জাতুললান মাগীকে বাড়ী থেকে খেদিয়ে
দেবার যোগাড়ে ফিরচে । চাবের জমী নিয়ে
মন উঠে নি, ছুটো খেতে দিতে জিব বেরুচ্ছে ।
তা নেই দিগকে, তো মাগীর ভূত বেঁচে থাক ।
অতিথ-পতিত নাগা-ফকীর কেউ তো ফেরে
নাই, তা দেখে পাড়ার লোক বুক ফেটে
ম'রুচে । সলা ক'চে গো, মাগীকে তাড়াবো,
ব'লেচে এসবে ।

মহা । আহুক, কার সাধ্য মাকে এখানে থেকে
তাড়ায় ?

জগ । বেশ কথা, আমার দেখে শুনে চিনে রাখো ।
রাতভিত্তে একলা হুকুলো মাঠ থেকে আসি,
আমার যাড়ে চেপোনি । লাও আজ একটা
বামুন আনা করাও, ছুটি রান্নাবান্না করাও ।

মহা । তুমি যাও, আমি খাওয়াচ্ছি ।

জগ । হ্যাঁ দেখ বাছা, তুমি ভাল বেকদস্তির বরের
মেয়েটি বটে, কিন্তু তোমার ভুতুড়ে ভাষাটি গেলো
নি । ও বেটার শোকে প্রাণ ছাড়বে, তার
বুহ রাখো ?

মহা । তুমি ভেবো না, আমি খাওয়াবো ।

জগ । শোন—একটা পরামর্শ করি ।

মহা । কি ?

জগ । তুমি আমার যাঁকে চাপতে পারো ? তা হ'লে
আমি এ বামুনাকুলানের কলজে ছিড়ে খাই ।
আর দেখ, তোমার সঙ্গে আমার এই কথা,—
আমার কেউ কোথাও নাই যে, রোজা এনে
বাড়ান-ঝোড়ান করবে । তুমি আগুনি ছেড়ে
দিয়ে যেও ।

মহা । জগন্নাথ, তুমি আমার ভয় কর কেন ?
তুমি মাকে ভালবাস,—আমি তোমার উপর
বড় সন্তুষ্ট, আমি তোমার বড় ভালবাসি ।

জগ । হ্যাঁ দেখ—ভালবাসার কাজ নেই, তুমি
মায়ের গৌণ-ধবরটা রেখো, আমি পালপার্কণে
এক আর্থটা কেলে ছাগল বোঁগাড় ক'রে
খাওয়াবো ।

বিশিষ্টা । বাবা, বাবা—আমার হৃদয় ছেড়ে কোথায়
গেলি ? আমি যে তোকে না দেখে থাকতে
পারি নি । আমি যে চারদিক অন্ধকার দেখছি,
আমি বাবা আমি ।

মহা । মা—মা—কেন কাঁদছ ? তোমার শরীর
আসবে ; শিশু পড়াচ্ছে দেখে এলুম ।

বিশিষ্টা অঁা—কখন আসবে ? সে যে থায়নি ।
তাকে ডেকে আনো ।

মহা । না মা, সে এখন শিশুদের পাঠ দিচ্ছে—
সে কি এখন আসবে ? তার কি এক আধ
জন শিষ্য যে, পড়ান শেষ ক'রে আসবে ? সে
তোমায় খেতে ব'লেছে, তোমার প্রসাদ নিয়ে
যাবো, তবে সে যাবে ।

জগ । (স্বগত) হ'—সন্ধান রাখে । এই যে কাগী
থেকে লোক এয়েছে, তার মুখে শুনলুম, খুশে
দানার পোণ পোণ শিষ্য সেবক হয়েছে ।
(প্রকাশ্যে) হাঁগা—তুমি কি ক'রে জানলো ?

* [মহা । আমি যে এই দেখে এলুম ।

জগ । (স্বগত) হ'—গাছ ডেলে যাওয়া-আসা করে ।
(প্রকাশ্যে) তা হাঁগা, একদিন গাছে চাপিয়ে
ছেলেকটাকে এনো না, মাগী হা-হতাশ করে,—
দেখিয়ে নিয়ে যেও না ।

মহা । সে আসবে না, আমি তো তার খবর এনে
রোজ দিই ।

জগ। তুই তার কাছে যাওয়া-আসা করো না কি?] *

মহা। আমি যে তার কাছে নিয়ত আছি। আমরা যে অভেদ, আমি যে তার শক্তি, তাকে ছেড়ে তো আমি একদণ্ড থাকি না।

জগ। এঃ! তার কাছে আর তোমায় বেসন্তে হয় নি। সে—সে বাহুনের বাহুন লয়, গায়িত্রী বাড়লে কাউকে আর টেকে হবে নি।

মহা। সে কি? আমি যে তারে ধরে নৃত্য ক'রে বেড়াই।

জগ। ঐ নাচন-কৌদন তফাতে—সে চিড়িং-চাড়াং ছাড়বে, তোর বাবার বাবা তার কাছে বেসন্তে লান্বে।

মহা। আমি কে জানো?

জগ। তুই বলি কই? আমি তো এগুতে এগুতে তোর গাই-গোত্র জানতে চেয়েছিলুম, আমি যার গন্ডায় গিয়ে তোর পিণ্ড দিতে চেয়েছিলুম, তা তুই বলি কই? তা না বলেছি নেই নেই, তুই যে এই মাগীকে দেখিস্ শুনি, এইতে মনে করি, তুই বাপের ঠাকুর পেরী। তা দেখ, ছেলের শোকে বা দেখছি, মাগী আর দিন কতক টেকবে, তার পর তোর খুসী হয় আমার বগিন্—আমি তোর পিণ্ড দেবো।

হা। যে হাতে প'ড়েছি, আমার কোটিকরেও নিস্তার নেই। চঞ্চল হয়ে বেড়িয়েছি, বেড়াচ্ছি, বেড়াবো।

হা। আচ্ছা, তুই কে?] *

হা। আমার চিন্বে; আমি তোমায় পরিচয় দিয়েছি—বুঝতে পারো নি। যখন বুঝবে—তখন চিন্বে।

(গীত)

য আমার চেনে, আমার জেনে আপ'নি থাকে না।
সবাই জানে, জেনে-গুনে মনে রাখে না।

য আমার জানতে পারে, তার কাছে থাকি স'রে,
এই ধরে ধরে ধ'রতে নারে, দেখে দেখে না।

গলবাসি খেলতে আসি, খেলার ছলে কান্না-হাসি,
কত দেখে কত ঠেকে, খেলা শেষে না।

গ। তুতুড়ে গানও এমন মিষ্টি।

বিশিষ্ট। মা, দেখ' দেখ'—ছেলে-বুদ্ধি কি না,

শঙ্কর আমার শিব সঙ্গে এসেছে। আচ্ছা,

দেখ' দেখ'—আত্ম-বিভূতিতে বাছার যেন

রূপের শরীর হয়েছে। আ মরি মরি—কি

জটাজুটধারী, কি হুন্দের লগাটে শশিকলা

এঁকেছে! কি উজ্জল চোখের দীপ্তি! সখ

ক'রে কপালে আর একটি হুন্দের চোখ

এঁকেছে! ও মা, ও মা—কি ক'রে গো—

বুড়ো মিস্কেগুলোর আকুল নেই গা, ত্রিকৈলে

মিস্কেরা আমার বাছার অকল্যাণ হবে বোঝে

না! দেখ' না দেখ' মা—বারণ করো, আমার

বাছার পায়ে যেন বিধপত্র দেয় না। কই

রে—কই,—আমার শঙ্কর কোথায় গেলি!

বাছা, দেখে যা, পল আমার যুগ জ্ঞান হ'চ্ছে,

কৈদে কৈদে চক্ষু অন্ধ হয়েছে, তো বিনা

আমার দশদিক্ শূন্য! আয় যাহ—আমার

অকলের নিধি ঘরে আয়। এই যে আমার

বাবা এসেছে,—ওই যে—ওই যে আমার

মা বলে ডাকে।

[বেগে বিশিষ্টার প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ মহা-
মায়া ও জগন্নাথের গমন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বারানদী—গঙ্গা। গীর্ষ শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম-সমুখ।
গণপতি ও শাস্তিরাম।

গণপতি। সনন্দনের প্রতি প্রভুর সর্কাপেক্ষা
মোহ, তা উনি ইচ্ছাময়, উনি সব করতে
পারেন। এ দিকে অনাচারী দেখতে পারেন
না, কিন্তু সনন্দন যে আচারভ্রষ্ট, তা দেখেও
দেখেন না। শীতের ভয়ে এক দিনও গঙ্গা-
নান করে না।

শাস্তি। বড় ফিকির শিখেছে, বলে কি জানো,
গুরুদেব বলেছে, “গঙ্গা আর আমি এক।”
গুরু-গঙ্গা এক—তা আমরাও জানি, তা
আমাদের অত নিষ্ঠা নাই; আমরা গঙ্গানান
না ক'রে তো বিশ্বের দর্শনে যেতে পারিমে।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। সনন্দন কোথা গেল?

গণপতি। (জনান্তিকে) শলকে প্রায় দেখছেন।
শান্তি। আজ্ঞে, আপনি যে পারেন কি কার্যে
পাঠিয়েছেন। ঐ যে—পারে এসে সনন্দন
দাঁড়িয়েছে, পার হ'তে পাচ্ছে না।

শঙ্কর। সনন্দন—সনন্দন; শীঘ্র এসো—সনন্দন,
এসো—এসো—

সনন্দন। (গঙ্গার পর-পার হইতে স্বগত) যার
রূপার ভবসিদ্ধি পার হ'বো, তিনি আহ্বান
ক'ছেন, আমি সামান্য নদী পার হ'তে চিন্তা
ক'ছি।

শঙ্কর। সনন্দন, এসো—

সনন্দন। বাই প্রভু বাই—জয় গুরুদেব।

(গঙ্গার অবতরণপূর্বক আগমন এবং সনন্দ-
নের প্রতিপদক্ষেপে গঙ্গার পদ্মের আবির্ভাব)

শঙ্কর। বৎস, দেখ'—দেখ'—কি আশ্চর্য্য!—
সনন্দনের পদবিক্ষেপের নিমিত্ত নদী-বক্ষে পদ্ম
প্রস্ফুটিত হ'চ্ছে।

সনন্দন। (নিকটবর্তী হইয়া প্রণামপূর্বক)
প্রভু, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয় ?

গণপতি। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জন্য
করুন। (সনন্দনের প্রতি) তাই সনন্দন,
ঈর্ষাবশতঃ তোমার কতই নিন্দা করেছি,
এতে গুরুদেবের নিকট অপরাধী হয়েছি,
তোমার রূপা না হ'লে সে অপরাধ মার্জন্য
হবে না।

সনন্দন। কেন ভাই—কেন ভাই—মিনতি ক'চ্চ ?

ভাই ভাইয়ে তো প্রেমের কলহ অনেক হয়।
গুরুদেব যখন তোমাদের শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন,
আমার মনে ঈর্ষা হয়, প্রভু বুঝি আমার গুরুপ
ব্যাখ্যা ক'রে দেন না। কিন্তু পুত্রের প্রতি
পিতার সমান রূপা, আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ
বুঝতে পারি না। মাতা যেরূপ কোন্ পুত্রের
কিরূপ আহার-বিহারে স্বাস্থ্য-বর্ধন হবে, তার
ব্যবস্থা করেন, গুরুদেব তরুণ অধিকারভেদে
জ্ঞান-স্বাধা বিতরণ করেন। ভাই, এসো
—আমরা গুরুদেবের জয়ধ্বনি করি।

শঙ্কর। জয় গুরুদেবের জয়।

শঙ্কর। বৎস সনন্দন, আজ হ'তে তোমার পদ্ম-
পাদ ব'লে ডাকবো। তোমার কি আশ্চর্য্য
মহিমা, কি আশ্চর্য্য গুরুভক্তি, তোমার গুরু-

ভক্তিতে আমার ঈর্ষা হয়। গুরুভক্তিতে
তোমার আদর্শ যে গ্রহণ করবে, ভব-সমুদ্র
তার গোপদ।

(ছদ্মবেশে ব্যাসদেবের প্রবেশ)

ব্যাস। অহে, এখানে কে আচার্য্য আছেন, শুনি
না ? তিনি না বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করেছেন ?
তিনি কোথায় ?

শঙ্কর। প্রভু, দাস আপনার সম্মুখে।

ব্যাস। কে—তুমি—তুমি ভাষ্যকার ? তুমি বালক,
গুরু বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রস্তুত করবার স্পর্শ
রাখো নাকি ?

শান্তি। কে আপনি—কাকে কি বলছেন ? সর্বজ্ঞ
মহাপুরুষকে কি ভাষার সম্বোধন করেন ?

ব্যাস। ভাল ভাল—সর্বজ্ঞ বটেন ? কি ভাষ্য
করেছ হে—শুনতে পাই ?

শঙ্কর। প্রভু, যে সকল গুরুপদস্থ মহাপুরুষেরা
স্বার্থ অবগত আছেন, তাঁদের আমি প্রণাম
করি। আমি তাঁদের অমুগামী, আমি ভাষ্য-
কার ব'লে স্পর্শ করি না, মহাশয় যদি অহু-
গ্রহ ক'রে প্রশ্ন করেন, আমি যথাসাধ্য উত্তর
দিতে প্রস্তুত।

ব্যাস। ভাল—ভাল,—আমি তোমার ভাষ্য-
দর্শনে উৎসুক। আমার অনেক প্রশ্ন আছে।

এই স্থানেই কি আমাদের প্রশ্নোত্তর হবে ?

শঙ্কর। রূপানিধে, যদি পদার্পণে আমার আশ্রম
পবিত্র করেন, দাস কৃতার্থ হয়।

ব্যাস। ভাল ভাল, তোমার আশ্রম উত্তম স্থান।
[শঙ্করাচার্য্য আসের প্রস্থান।]

সনন্দন। ভাই, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কে ? কোন অসা-
মান্য ব্যক্তি নিশ্চয় ; নচেৎ গুরুদেবের বৈরাগ্য
ব্যাতি জগদ্বিখ্যাত, কোন মহাপুরুষ ব্যতীত
এঁর সহিত তর্কে অগ্রসর হ'তে সাহস তরা
সম্ভবপর নয়।

গণপতি। তোমার ওই কেমন,—চারদিকে মহা-
পুরুষ দেখছ। ইদানীং কিছু বাড়াবাড়ি—
যোগিনী দেখছ, সিদ্ধচারণ দেখছ, গজানন
দেখছ, তোমার সম্মুখ দিয়েই সব বিবেচনা-
দর্শনে যায়, আর তৌ তাদের বিবেচনার
যন্ত্রেরে বাবার পথ নাই।

সনন্দন। ভাই, আমার সামান্য দৃষ্টি, মহাপুরুষেরা যদিচ আমাদের হিতার্থে আমাদের নিকট সর্বদা আগমন করেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা বুঝতে পারি না। চল না—শোনা যাক—কিরূপ পূর্বপক্ষ সিদ্ধান্ত হয়।

শান্তি। আর কি শুনবে, হ'কথায় গুরুদেব থাবানিয়ে দেবেন।

সনন্দন। না ভাই, আমি বড়ই উৎসুক হচ্ছি।

গণপতি। আরে বেণু এখন—শোনই না,—কি বৃক্ষরূকিতে করলে, বল তো? নদীর জলে পদ্ম ফোটাতে কি ক'রে?

সনন্দন। ভাই, আমি কিছুই জানি নে। গুরুদেব আজ্ঞা করলেন, আমি চ'লে এলেম।

[সনন্দনের প্রস্থান।]

গণপতি। হা দেখ—বুঝেছ—বললে না। গুরুদেব নিরিবিলা ওকে ভোজবিজ্ঞা দেন। আমি তাই তো ভাবি, এত গুরুভক্তি কিসের? অষ্টপ্রহর গুরুসেবার থাকেন, ওর অর্থ আছে—অর্থ আছে।

শান্তি। না ভাই, পদ্মপাদ গুরুভক্ত মহাপুরুষ, ওর প্রকার নদীবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটত হয়েছে।

গণ। ইস্ ইস্—তুমি যে একেবারে ভাবে গদগদ হয়ে গেলে! আজ থেকে উনি পদ্মপাদ হলেন না কি? পদ্মপাদ ক'রে বলে জানো? এক নন্দারগুই পদ্মপাদ, আর পদ্মপাদ কে?

শান্তি। কেন, তুমিও ত তখন পদ্মপাদের নিকট মার্জনা প্রার্থনা করলে?

* [গণ। আবার পদ্মপাদ—কানে যেন ঘোঁচার মত বাজে। এতে নারায়ণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ হয়—জানো? সে কথা যাক—এই যে, এত দিন পাঠ নিচ্ছি, কিছু বুঝতে-সুঝতে পাচ্ছ? আমি শুভো ভাই, কিছুই বুঝতে পারি নাই। উনি আজ এক কথা বললেন, কাল এক কথা বলেন। আমার এখানে পোষাবে না। স্পষ্ট কথা বলি, অল্প একটা অধ্যাপক দেখে নেবো।

শান্তি। ছিঃ ছিঃ—কি বলছ—এতে যে অপরাধী হবে। এর চরণাশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাবে?

গণ। ভাই, আমার স্পষ্ট কথা,—ভেবেছিলুম, হ'

একটা বিভাগ লাভ করবো। শুনেছিলাম, ওর কথায় কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে লক্ষী অচলা হয়েছেন, নদীর গতি ওর আজ্ঞায় পরিবর্তিত হয়েছে, নন্দী-সলিল কমগুনু করতেন,—তাই লোভে লোভে এসে পড়েছিলুম; তা কৈ, একটাও তো বিত্তে দিলেন না। দুটো একটা যদি ওষুধালা শেখাতেন, তা হলেও যা হোক, একরকম ক'রে কষ্টে খেতেম। বিফল পরিশ্রম করলেম।

শান্তি। কি হে—তুমি কি আমার পরীক্ষা কচ্চ? ব্রহ্মবিজ্ঞানভের প্রয়াস না ক'রে সামান্য চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রয়াসী? ক্ষুদ্র ভোজবিজ্ঞা শিক্ষা করা তোমার ইচ্ছা?

গণ। ভোজবিজ্ঞাটা ক্ষুদ্র হ'ল বুঝি? ওই সনন্দন একটা বিত্তের চোটে ওর কাজ শুছিরে নিলে; পদ্মপাদ নাম বাগিয়ে নিয়েছে। এখন যেখানে যাবে—ওর সম্মান কত? আর ব্রহ্ম-বিজ্ঞা—ব্রহ্মবিজ্ঞা কচ্চ—সে আর আমার মাথায়ুও কি—তা বলো না? “তত্ত্বমসি”—“সোহং”—পাঠ নিতে গেলে, এই নিয়ে লাঠা-লাঠি হানাহানি। ওই সব আসছে, আশ্রমে ছিল, আবার এইখানে এসে কিটিমিটি বাধাবে, আমি চমুম।

[গণপতির প্রস্থান।]

(শঙ্করাচার্য্য, ব্যাস ও সনন্দনের পুনঃ প্রবেশ)

ব্যাস। ভাল ভাল, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা সমাপ্তে আবার আমাদের তর্ক হবে। তুমি সুপণ্ডিত বট, তোমার তর্কশক্তি অতি প্রখর। আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার সহিত তর্ক ক'রে পরম আনন্দলাভ হয়েছে; এইবার দেখবো—তুমি কিরূপ উত্তর প্রদান করো। শঙ্কর। প্রভু, আপনি আনন্দলাভ করেছেন, এ অপেক্ষা দাসের ভাণ্য-প্রসন্নতার অধিক পরিচয় আর নাই। আমার ভাণ্ডে যদি দোষ থাকে, আপনার দ্বারাই সে দোষ সংশোধিত হবার সম্ভাবনা।

ব্যাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি খুব সাবধানী তর্কিক, এইবার তর্কে তোমার সতর্কতা বুঝবো।

সনন্দন। আপনাদের ত্রিচরণে প্রশংসা পূর্বক

দাসের নিবেদন, হরিহরের বাদামুবাদ তো
কোটিকলে অবসান হবে না । গুরুদেব,
যদিচ আমি অজ্ঞান, আপনার রূপায় আমি
যে রূপ দৃষ্টিলাভ করেছি, তাতে আমার অনু-
মান—ইনি স্বয়ং ব্যাসদেব—সাক্ষাৎ নারায়ণ
আর শঙ্করাচার্য—সাক্ষাৎ শঙ্কর । “শঙ্করঃ শঙ্করঃ
সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্”, আমি উভয়ের
চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি । আপনাদের
উভয়ের বিবাদ, এ স্থলে আমাদের কি কর্তব্য,
আজ্ঞা করুন ।

শঙ্কর । বৎস পদ্মপাদ, তুমিই ধৃত । আমি অজ্ঞ,
বুঝতে পারি নাই, ইনি ব্যাসরূপী স্বয়ং
নারায়ণ নিশ্চয় । হে লোকপালক, হে স্থিতি-
কর্তা নারায়ণ, আপনি ঋষিরূপ ধারণ করে
অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করেছেন, বেদ-বিভাগ
করেছেন, ভারতসাগর নির্মাণ করেছেন । এ
মহৎ কীর্ত্তি আপনাতাই সম্ভব ; আপনার
বেদহৃত্রের ভাষ্য করতে আমি সাহসী হয়েছি,
নিজস্বর্ণে দাসের প্রতি রূপা প্রদর্শনপূর্বক
আমার ভাষ্যের সংস্কার করুন ।

ব্যাস । ভাষ্যের সংবাদ তব পাই শিবলোকে,
হুজের হুত্রের ভাষ্য অত্রে অসম্ভব,
তোমারিই সম্ভব কেবল ।
বেদমর্থ প্রচারার্থে তব আগমন,
অভিলাষ পূর্ণ বৎস হইয়াছে মম,
হুজের হুত্রের ভাষ্য করেছ রচনা ।

শঙ্কর । প্রভু,
কার্য যদি পূর্ণ মম ধরণীমণ্ডলে,
পরমায়ু অবসান হয়েছে নিশ্চয় ।
রূপায় করুন সাথী অপেক্ষা করিয়ে,
জাহ্নবী-সলিলে আমি করি তনু ত্যাগ ।

ব্যাস । অষ্টবর্ষ পরমায়ু করিয়ে গ্রহণ
এসেছিলে ধরাতলে,
অষ্ট বর্ষ বৃদ্ধি আয়ু সন্ন্যাস-গ্রহণে ;—
যোড়শ বৎসর পূর্ণ যদিচ তোমার,
হয় নাই কার্য অবসান ।
মায়্যা-আবরণ করি উন্মোচন—
দেবলীলা কর দরশন,
কেবা তুমি, এসেছ কি কাজে,
মরসাক্ষে কোথায় কে বসে দেবগণ ।

শিষ্যত্ব গ্রহণ তব প্রয়াস সবার,
দ্বিগিজয়ে হবে সবে সহায় তোমার ।
হের যোগবলে—
বৌদ্ধগণ বিনাশ কারণ,
কর্মকাণ্ড করিতে প্রচার,
কার্ত্তিকের অবতার শঙ্কর-আদেশে,
বিখ্যাত ধরণীতলে কুমারিল নামে ।
যবে তুমি দেবে দরশন,
করিবেন বড়ানন স্বধামে গময়,
শক্তিধর রয়েছেন তব প্রসাদায় ।
স্বয়ং ব্রহ্মা শিষ্য তাঁর মণ্ডন নামেতে,
কর্ণিশ্রেণী-নাথে সেই আচার্য্য প্রধান,
গার্হস্থ্যের প্রবর্তক—

নিবৃত্তিতে অনাদর তাঁর ।
পরাজয় করি তাঁর,
গুরু সত্ত্ব ‘তত্ত্বমসি’ জ্ঞান করি দান,
জ্ঞানকাণ্ড-মাহাত্ম্য প্রকাশ যতীশ্বর ।
জ্ঞানলাভে কর্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল,
মুক্তিপ্রদ কর্ম কতু নহে,
করহ প্রমাণ—

মিশ্রে করি ‘তত্ত্বমসি’ দিব্যজ্ঞান দান ।
নারীরূপে সরস্বতী গৃহিণী তাঁহার,
ধরাধামে বদ্ধ দেবী তব প্রতীকার ।
আয়ুর্বৃদ্ধি মম বরে হউক তোমার,
যোড়শ বৎসর রহ অধিক সংসারে ।
নাস্তিকতা পূণ্যভূমে হোক বিদূরিত,
ব্রাহ্ম বেদব্যাখ্যা হোক নাথ,
হুজতি-দমন, পাপাচার-নিবারণ
কর বৎস প্রভাবে তোমার ;
জ্ঞান-মুখ্য হোক প্রকটিত,
ভারত উজ্জল হোক গৌরব-প্রভাষ ।

শঙ্কর । প্রভু, বর প্রদান করুন, আপনার শক্তিতে
আমার ভাষ্য যেন লোকসমীপে গৃহীত হয় ।
ব্যাস । তথাস্ত ।

(অন্তর্দ্বান)

শঙ্কর । কৃতার্থোহং—কৃতার্থোহমি ।—(শিষ্যগণের
প্রতি) বৎস, তোমরা প্রস্তুত হও, অতাই
আমরা প্রয়াগধামযাত্রা করবো ।

শান্তি । প্রভুর যেকোন আজ্ঞা ।

সনন্দন । যদি অমুমতি হয়, একবার মগর-প্রান্তর

ভ্রমণ করি। অতি মনোহর স্থান, যেন
তপোবন।

শঙ্কর। বৎস, ওরূপ কৃত্রিম তপোবন এক্ষণে ভারত-
বর্ষে অসংখ্য, এই সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদিগের
আবাস। ব্যভিচার, অনাচারের বিলাসভূমি।
তুমি অগ্রসর হও, আমরা ঐ পথেই গমন
করবো।

মনন্দন। প্রভু, যদি এরূপ কুৎসিত স্থান, তবে
আমাকে একক অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা কচেন
কেন?

শঙ্কর। বৎস, কি বিরাট্ অত্যাচার-দমনের
নিমিত্ত দেবদেব আমাদের উপর ভারাপণ
করেছেন, তা একাকী গমনে তুমি প্রত্যক্ষ
কর্বে। আমি অচিরে তোমার পশ্চাৎ গমন
কচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাশ্রম।*

বৃদ্ধ বৌদ্ধ-কাপালিক ও শিষ্যগণ।

শিষ্য! আপনাদের কি অদ্ভুত কৌশল! এ কুমারী
যে আপনাদের করগত হবে, এ আমরা সম্ভবপর
বিবেচনা করি নাই। আর অস্থূষ্পশ্চা,
আপনি সন্ধানই বা কিরূপে করলেন?

কাপা। বাপু, থাকো—থাকো, ক্রমে ঐ সকল
শক্তি তোমাদেরও আমি প্রদান করবো।
তোমরাও কতশত রাজকুমারীকে বশীভূত
করতে পারবে।

শিষ্য। অস্ত্র চক্ষুমাশালিনী রজনী, যদি আজ্ঞা দেন,
কুলশয্যা প্রস্তুত আছে, কুমারীকে লয়ে প্রভু
আজই বিহার করুন।

কাপা। আমার অশীতিবৎসর বয়ঃক্রম অতীত
হয়েছে। সেই সকল বালকের হৃৎপিণ্ডে যে

* ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময় এইরূপ
কুৎসিত-প্রকৃতি অনেক কপটাচারী বৌদ্ধ ভারতের
নান্যস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া জগতের
অকণ্যাগণের সাধনায় নিযুক্ত থাকিত।

সমস্ত সুরা প্রস্তুত হয়েছে, সে সুরা উপযুক্তপরি
একপক্ষ পান করেও আমি প্রকৃত যৌবন
লাভ করতে পারি নাই। আজ যে যমজ শিশু
তাদের মাতার সহিত আনীত হয়েছে, তাদের
বক্ষের উষ্ণ শোণিতে সুরা প্রস্তুত করে পান
করি, দেখি—যদি সবল হই।

শিষ্য। কেন প্রভু, চণ্ডালের হৃৎপিণ্ডে যে নূতন
সুরা প্রস্তুত করেছিলেন, তার তো আশ্চর্য্য
শক্তি আজ্ঞা করেছেন। অতঃ সেই সুরা পান
করুন, আমরা আপনার প্রসাদভোজী, কুমারীর
আলিঙ্গনভূষা দিন দিন বড়ই প্রবল হয়েছে।

কাপা। কুমারীকে আজও আমাদের কার্য্যতৎপর
করা হয় নাই। যদি তোমরা নিতান্ত ব্যগ্র
হয়ে থাক, দেখি সুরা ও সঙ্গীতপ্রভাবে আমার
আলিঙ্গনে কুমারী সম্মত হই কি না। নর্তক-
নর্তকী ও উদ্যোক্ত সুরা ল'য়ে এসো, আর
কুমারীকেও আনয়ন করতে বল।

শিষ্য। প্রভু, আমরা সকল আয়োজনই করেছি,
কেবল আপনার আজ্ঞা অপেক্ষা।

(বাঁশরী দ্বারা সঙ্কেতকরণ)

(দুইজন স্ত্রীলোকের এক কুমারীকে লইয়া প্রবেশ)
[নর্তক ও নর্তকীগণের যুগলে যুগলে আগমন]

১ মা স্ত্রী। (কুমারীর প্রতি) বসো, এইখানে
বসো, এখনই দেবী-শরীর লাভ করবে।
তোমার প্রতি প্রভুর বড় রূপা, সেই জন্ত
তোমার প্রধানা সঙ্গিনী করবেন।

কুমারী। কি বলছ? আমি ইষ্টদর্শনের নিমিত্ত
এসেছি। আজ পূর্ণিমা, আজ ইষ্টদর্শন
করাবেন—যেগিরাজ আমার নিকট প্রতিক্রান্ত।
সঙ্গিনী করবেন, এরূপ অহুচিত কথা কি জন্ত
বলছ? আমি চিরকুমারী-ব্রত অবলম্বন করেছি,
ইষ্টধ্যানে চিরজীবন অতিবাহিত করবো।

২য় স্ত্রী। বালিকা! পূজার বিধি জানে না, দেহ-
দানে যেমন পূজা হয়, সেরূপ কি অপয় পূজার
হ'তে পারে? ইনি তোমার ইষ্ট, এখনই
বুঝবে যে, ইনি মহত্ত্ব নন, নররূপী দেবতা।
চরণামৃত পান কর।

কুমারী। না, আমি ইষ্টদর্শন ব্যতীত চরণামৃত
পান করবো না।

কাপা। ব্যস্ত হইয়া না, আমার প্রসাদ পান করবে।

(নর্তক-নর্তকীগণের নৃত্যগীত)

ফুলকাননে—

চোখে চোখে মুখে মুখে থাকি হুঁজনে।

ধরি আদরে করে, কত রাধি আদরে,

তারই সোহাগে মাতি হৃদয়রাগে—

কত আশ-পিরাস আগে;

দৌড়ে দৌড়া চাহি কত সাধ মনে।

রসরস তরঙ্গিত তারই সনে ॥

কাপালিক। (কুমারীর প্রতি) প্রসাদ পান করো।

কুমারী। এ কি কুৎসিত সঙ্গীত! এ কি কুৎসিত নৃত্য! আমি এ কোন্ স্থানে এসেছি?

শিষ্য। (জনান্তিকে) প্রভু, সহজে হবে না—
সহজে হবে না। বিভীষিকা প্রদর্শন করা যাক।

কাপা। মাতার সহিত যমজ বালককে নিয়ে এসে।
মাতৃহন্তে বালকের বক্ষঃ বিদারিত দেখুক,
মন্ত্রপুত সেই শোণিতের কোঁটা ললাটে দিলেই
মুগ্ধ হবে। আর সেই চণ্ডাল-বালককে লয়ে
এসে সম্মুখে বধ করো।

[জনৈক শিষ্যের প্রস্থান।

(নৃত্য-গীত চলিতেছে, এমন সময়ে মাতার
সহিত যমজশিশু ও চণ্ডাল-বালককে লইয়া
শিষ্যের পুনঃ প্রবেশ)

শিষ্য। নাও, চরণামৃত পান করো।

(যমজশিশু-মাতার চরণামৃত পানকরণ)

তোমার সন্তান রক্ষা হয় না, সেই নিমিত্ত
প্রভু তোমার প্রতি কৃপা করে এই যুগল
সন্তান বলি গ্রহণ করবেন। এই যুগল শিশুর
শোণিতে তোমার দেবতার জ্বর পুত্র এই
দণ্ডেই উদ্ভব হবে, সে পুত্রের কোন কালে
কর নাহি। নাও, এই দুই ছুরিকা দ্বারা দুই
শিশুর বক্ষ বিদীর্ণ করো। (চণ্ডালের প্রতি) এই
নে, ছুরী নে, গুরুদেবের সম্মুখে বক্ষের রক্ত
দান কর—চণ্ডালদ্বয় ঘৃতে ব্রাহ্মণদ্বয় ও অমরত্ব
লাভ করবি।

চণ্ডাল। না না, আমার ছেড়ে দাও, আমি বৃকে
ছুরী মারতে পারবো না।

শিষ্য। ঝড় দ্বারা বধ করবো?

কাপা। না, তিষ্ঠ, অগ্রে এই কার্য সমাধা হোক।
শিষ্য। (যমজ শিশু-মাতার প্রতি) নাও নাও,
সন্তান বলি প্রদান করো।

কাপা। যুবতীকে অগ্রে আমার কোলে স্থাপন
করো, নচেৎ যুবতী ভীত হবেন।

কুমারী। কি বিভীষিকা! এ যে অনাচারী
ব্যভিচারী কাপালিক!

শিষ্য। (যমজ শিশু-মাতার প্রতি) নে—বলি দে।
মাতা। না বাবা, আমার সন্তান না বাঁচে না বাঁচুক,
আমি সন্তান বলি দিতে পারবো না।

চণ্ডাল। ও বাবা! মেরো না—মেরো না—
কুমারী। (আকর্ষিতা হইয়া) কঁপট সন্ন্যাসী,
আমায় স্পর্শ করিস্ নে—

কাপা। প্রেরসি, দ্রীলোকের মান—উদ্ধীপনা মাত্র।
কুমারী। মহাদেব—মহাদেব, রক্ষা করো—

(বেগে সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। ভয় নাই—ভয় নাই। কাপালিকের
প্রতি) আরে ছুরাচার কাপালিক—

কাপা। কে ও? সন্ন্যাসী!—তোমার মন্তকের
প্রয়োজন। (শিষ্যগণের প্রতি) বন্ধন করে
বধ করো।

সনন্দন। আমার বধ করবে করো, এদের পরিগ্রাণ
দাও।

(সকলের উচ্চ হাস্যকরণ)

কাপা। বন্ধন করে অগ্রে সন্ন্যাসীকে বধ কর।

(শিষ্যগণসহ শব্দরাচার্যের প্রবেশ)

শব্দর। সন্ন্যাসীকে বধ করা নিত্যন্ত সহজসাধ্য নয়
কাপালিক। (কমণ্ডলু হইতে জল নিষ্কাশ
পূর্বক) ছুরাচারগণ, নিষ্পন্দ হও।

(কাপালিক ও তৎশিষ্যগণের তদবস্থা প্রাপ্তি হওন)
(সমস্তে হৃদযারাজ্যের সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। এই যে, যতীশ্বর! আমরা মহারাজ
হৃদযার অমুচর, যতীশ্বর ভ্রমণে বহির্গত হয়ে
ছেন, রক্ষার্থে আমরা প্রেরিত।

শব্দর। বীরবর, মহাদেবীই আমার রক্ষাকর্ত্তা।
নরনাথকে আমার আশীর্বাদ প্রদান করবে,
আর আমার অমুরোধ জ্ঞাপন করবে যে, এই
ব্যভিচারীদিগকে যেন ভারতবর্ষ হ'তে বহিস্কৃত
করেন। এদের বন্দী করে লয়ে যাও।

(রাজসৈন্তগণ কর্তৃক কাপালিক ও তৎশিষ্যগণকে
বন্ধনকরণ)

(যমজ শিশু-মাতার প্রতি) মা, তোমার পুত্রদ্বয়
শতবৎসর পরমায়ু লাভ করবে। (কুমারীর
প্রতি) কুমারী জননি, অচিরে তোমার ইষ্টদর্শন
হবে। (চণ্ডালের প্রতি) যুবক, তুমি কার্যমনে
ব্রাহ্মণ-সেবার রত হও, তোমার চণ্ডালত্ব দূর
হয়ে বোগি-গৃহে জন্ম হবে।

সকলে। জয় যতীশ্বর শঙ্করাচার্য্যের জয়।

শঙ্কর। সেনাপতি, এদের নিজ নিজ স্থানে লয়ে
যাও।

[সশিষ্য শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত সকলের গ্রহান।

বৎস, স্বচক্ষে অবলোকন করলে, কিরূপ
অত্যাচার। শক্তিশ্বর কুমারিলভট বৌদ্ধগণের
সম্পূর্ণ বিনাশসাধন করতে পারেন নাই।
অনেকেই কৃত্রিম ভূপোবন নির্মাণ ক'রে
প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কচে। এদের প্রক্রিয়া
দ্বারা দানবীর শক্তিস্নাত হয়, সেই জন্য
অনেক ভ্রান্ত জীব এই দুর্য্যচারদিগের
অনুগামী। এই দুর্য্যচার-দমনভার মহাদেব
তোমাদের উপর স্থাপন ক'রেছেন
তোমরা সকলে মহাবাক্য গ্রহণ করো, বলো,
শিবোহং—শিবোহম্।

(সকলের গীত)

মনোবুদ্ধাহঙ্কারচিত্তাদি নাহং,
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ জ্ঞাপনেত্রম্।
ন চ ব্যোম ভূমিন্ তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং,
ন মদ্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥
ন মে বেবরাগো ন মে লোভমোহো,
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ম মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥
ন যুক্তান্ শব্দা ন মে জাতিভেদঃ,
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।

ন বন্ধনং মিত্রং শুক্লনৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥

অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো,
বিভূর্ব্যাপী সর্ব্বজ সর্ব্বোচ্ছিন্নাণাম্।

ন বা বন্ধনং নৈব যুক্তিন্ জাতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্ ॥

পঞ্চম গর্ত্তাঙ্ক।

কুমারিলভটের আশ্রম।

ভূবানলে তমুত্যাগাভিলাষী ভূষ্মকোপরি উপবিষ্ট
কুমারিলভট, সম্মুখে প্রভাকর
প্রভৃতি শিষ্যগণ।

কুমারিল। বাই বৎস, তোমা সবে করিয়া কল্যাণ।

পূর্ব্বকৃত মহাপ্রাণ-প্রায়শ্চিত্ত কারণ,
ভূবানলে দেহভাগ বিধান কেবল।

শোক পরিহর, কর্ত্তব্যো না হও পরামুখ।

প্রভাকর। প্রভু, অকৃতী এ অভাজনগণে,
বঞ্চনা করিছ কি কারণে।—

পাপ কি পরশে কভু এ দেব-শরীরে ?

তবে কেন সত্ত্ব দারূণ—

ভূবানলে তমু সমর্পণ ?

হেন কঠিন ব্রত কোন্ প্রয়োজনে ?

সংসার আঁধার হবে তব অদর্শনে।

প্রভু, তব আত্মবিন কঠোর সাধনে

কর্ম্মকাণ্ড বেদের হয়েছে প্রবর্ত্তিত ;

যোগ্যব্রত সংস্থাপিত পুনশ্চ ভারতে।

বিহনে তোমার—

কর্ম্মকাণ্ড নৃপ্ত দেব হবে পুনর্কার।

শিষ্য প্রতি তব স্নেহ জননীর প্রায়,

পুত্রগণ-মুখপানে চাহ করুণায়,

কাত্ত হও মহাশ্মদ, পুত্রের মায়ার।

কুমারিল। চিন্তা দূর কর বৎসগণ।

ছিন্ন বেবা প্রয়োজন শরীরধারণে,

সে কার্য্য হয়েছে সমাধান।

যত্নমাত্র জেনো এ শরীর ;

কার্য্য অবসানে কিবা যত্নের আদর ?

কর্ম্মকাণ্ড ঘিলুপ্ত না হবে কদাচন।

বেদবিধি উদ্ধার কারণ, হইয়াছে মহান্ উত্তর।

বাল্যার্থ্য প্রায় তাঁর কিরণমালায়
দশদিক্ প্রকাশিত ।
মধ্যাহ্ন-মার্ভণ্ড-জ্যোতি সবে বিকসিবে,
ভাষ্টি-ভ্রম কোথাও না রবে—
ভারতে হইবে পুনঃ উচ্চ বেদধ্বনি ।
প্রভাকর । প্রভু, কেন হেন ছলনা এ নীনপুত্রগণে ।
নির্মল শরীরে দেব প্রায়শ্চিত্ত কিবা ।
কুমারিল । জানো না জানো না বৎস
পাপের প্রভাব !
একমাত্র নিরঞ্জন নির্মল কেবল,
সমস্ত সকলি আর এ তিন ভুবনে,
কেবল অপাপবিদ্ধ বিভু সনাতন ।
শুন বৎস, যৌবন বধন,
বৌদ্ধগণে করিতে ছলনা
করিলাম শিষ্য স্বীকার ।
শিষ্য না করিলে গ্রহণ
গুহ বৌদ্ধ-তত্ত্ব নাহি হয় অবগত ।
করি এই কপট আচার,
হইলাম জ্ঞাত বৌদ্ধ গুহ সমাচার ;
করিয়াছি ব্যক্ত ব্যক্তিচার সে সবার ।
সুধা রাক্ষাস স্থানে পাইয়া আশ্রয়,
সাধিয়াছি বৌদ্ধের সংহার ।
২য় শিষ্য । বিনাশিয়ে কপট আচারী বৌদ্ধগণে
পাপস্পর্শ হইল কেমনে ।
কুমারিল । যে হোক সে হোক বৎস, শিক্ষাদাতা বেই,
এক বর্গ শিক্ষাদান যে জন করিবে,
গুরুপদবাচ্য সেই শাস্ত্রের বচন ।
বৌদ্ধনাশে স্পর্শিয়াছে গুরুবধ-পাপ ।
অন্ত মহাপাপ মম করহ শ্রবণ—
বেদ সত্য করিতে প্রমাণ,
বেদহীন বৌদ্ধবাদ খণ্ডন কারণ,
কোন এক বৌদ্ধ সনে রাক্ষাস সত্য,
আছিল সে বৌদ্ধ মম প্রধান শিক্ষক,
দৃঢ়গণে কহিলাম সবার নিকটে—
রূপ দিব গিরিশ-শূদ্র হ'তে,
বেদ যদি সত্য হয়, রবে মম প্রাণ ।
শূদ্র হ'তে লক্ষ্যনানে রহিল জীবন ।
কিন্তু সংস্রবাজক বাক্য করি উচ্চারণ,
“বেদ যদি সত্য হয়”—হেন বিধা জ্ঞাবে

“বদি” বাক্য উচ্চারণে সংশয় বুঝায় ;
সে মহাপাতকী, বার বেদেতে সংশয় ।
দৃঢ়রূপে কর শেব বচন গ্রহণ,—
সংশয় বুঝায় বাহে হেন বাক্য কতু—
বেদের সখকে বৎস, করো না প্ররোগ ।
প্রিয় পুত্র তোমরা আমার,
অন্তকালে কর দেহে অগ্নি-সংস্কার ।
প্রভাকর । প্রভু, মার্জনা করুন, সম্মানগণকে এ
কঠোর আজ্ঞা প্রদান করবেন না ।
কুমারিল । দেখ বৎস, পাপ-ভাগ ভীত কি প্রকার ।
পাপানল দেহ দহে দেখহ আমার
(অকস্মাৎ কুমারিল ভট্টের দেহে অগ্নি উদ্দীপ্ত হওন)
শিষ্যগণ । প্রভু কি করলেন—হার হার কি হলো ।
কুমারিল । রোদন সংবরণ করো, আমার ধৈর্য্যচ্যুতি
ক'রো না । প্রভু, কোথায় তুমি ! এখনো
তো দর্শন দিলে না ? এখনি তো দেহ-বস্ত্র ভগ্ন
হবে, আর কিরূপে তোমার দর্শন করবো !
কই প্রভু—এখনো তো দয়া হলো না ! এই
যে, এই যে দয়াময় কৃপা ক'রে উদয় হয়েছেন ।
(শিষ্যগণসহ শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)
শঙ্কর । অহো ধৈর্য্য—অহো তেজ !
কুমারিল । প্রভু, আজ্ঞা দেন, অনলে দেহ আহুতি
প্রদান করেছি—পূর্ণীকৃত হ'লে তোমার দর্শন
ক'রে স্বস্থানে গমন করি ।
শঙ্কর । বাক্য মম ধর তেজীরান্ !
মতিমান্ হও হে সন্ন্যত,
বোগবলে করি তোমা যৌবন প্রদান,
পূর্ণ-অঙ্গ দেহ লাভ করিবে এখনি ।
চিন্তা তব অমৃতপ্ত পাপে,
'তত্ত্বমসি' বাক্যে তাপ হইবে বিক্ষাণ ।
তুলা বণা অগ্নি-পরশনে,
জ্ঞানায়িতে পে প্রকার দ্বন্দ্ব পাপচন্ ।
মহাবাক্যে দেহে পাপ না রহিবে আর ।
• হে ধীমান্ কর মোরে সন্ন্যতি প্রদান ।
কুমারিল । মহাভাগ, অবসান কার্য্য এ সংসারে,
তবে আর পঞ্চভূত-নির্মিত বিকার
সহিবারে কহ দেব কোন প্রয়োজন ?
মারাবীণ তুমি প্রভু তবু যৌবনধর,
মারায় প্রভাব কি প্রকার

মহামার্য্য কঁাদে, ব্রহ্ম তার কঁাদে,
মুক্ত কর দারুণ বন্ধনে ।
যাই নিজ ধামে, করিরাছি আদেশ সাধন ;
লভিতে পরম দেহ আজ্ঞা দেহ দাসে ।
অজ্ঞান তব জ্ঞান করিতে প্রচার ;
লয়েছ অধৈত বাদ স্থাপনের তার,
তাহে নাহি হবে তব মোরে প্রয়োজন ।
মণ্ডন নামেতে সুধী মিশ্রকুলোদ্ভব,
কর্মকাণ্ড অধ্যয়ন করি মম স্থানে,
কর্মশ্রেণী-মাঝে সেই আচার্য্য প্রধান,
গার্হস্থ্যের প্রবর্তক, নিবৃত্তিতে অনাদর তার ।

পরাজয় কর প্রভু তার
শুদ্ধতত্ত্ব ‘তত্ত্বমসি’ জ্ঞান করি দান,
জ্ঞানকাণ্ড-মাহাত্ম্য প্রকাশ বতীশ্বর !
জ্ঞানলাভে কর্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল ।
মুক্তিপ্রদ কর্ম কভু নহে,
করহ প্রমাণ—

মিশ্র করি ‘তত্ত্বমসি’ দিব্যজ্ঞান দান ।

শঙ্কর । কহ ধীর, কোথা সেই মিশ্রের আশ্রম,
কোন মহাশয় সেই জন,
কিবা কার্য্য সিদ্ধ হবে পরাজয়ি তারে ?
মম সহ দ্বন্দ্ব বা কি হেতু প্রবেশিবে,
বেদ-দ্বন্দ্ব মধ্যস্থ কে হবে ?
জয় পরাজয় কেবা করিবে নির্ণয় ?
কুমারিল । রেবাতটস্থিত মাহিষতীপুরবাসী ।
পরাজয়ে তার, হবে তব মহাকাগোদ্ধার,
প্রধান অধৈত-পন্থা মানিবে সকলে ।
শাস্ত্র-ব্রহ্ম তব সনে বাধিবে যখন,
মধ্যস্থ স্বীকার ক’রো পরীয়ে তাহার ;
সরস্বতী শাপগ্রস্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে
মিশ্র-প্রণয়িনীরূপে আছেন ভূতলে ।
দম্পতীর পরাজয়ে মানিবে বিশ্বর ;
যোক্ষলুঙ্গ যথা বেই সাধু সদাশয়,
আদরে অধৈত-পন্থা করিবে আশ্রয় ।
কহি শুন মণ্ডনের আবাস-লক্ষণ,—
তথা বেদমন্ত্রগান করে পাকিগণ,
কর্ম হেতু পুনঃ পুনঃ বেদ উচ্চারণে
বেদবাক্য শিখিরাছে বহুপাকিগণে ।
বজ্রধ্বম সন্তত উষিত সেই পুরে,
কার্য্য সিদ্ধ হবে যশে আনি কর্মবীরে ।

যাবৎ এ পাপ-তত্ত্ব তন্ন নাহি হয়,
কৃপায় এ স্থানে তিষ্ঠ দেব দয়াময় !

(শিষ্যগণের প্রতি)

শুন মম প্রিয় শিষ্যগণ
আগকর্ত্তী হের, কর আশ্রয় গ্রহণ ।
শঙ্কর । ভট্টরাজ, বলো—শিবোহম—
কুমারিল । (শিষ্যগণের প্রতি) মহাবাক্য গ্রহণ
করো, বলো—শিবোহম শিবোহম—
সকলে । শিবোহম শিবোহম ।

(সকলের গীত)

মনোবুদ্ধাহকারচিত্তাদি নাহং ইত্যাদি ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

—:—

প্রথম গর্তীক ।

বনপথ !

উভয় পার্শ্বে তাল, নারিকেল ও খর্জুরবৃক্ষশ্রেণী ।
(কাতালহস্তে জনৈক শিউলীর প্রবেশ)
শিউলী । (একটি তরুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া)
এইবার তোকে দেখছি, তুই খুব বেহায়া,
আবার খুব পালা ছেড়েছিস্ । আয়, মাথা
নামা । (তরুর মস্তক অবনতকরণ ও
শিউলীর পালা কর্ত্তন) কেমন, আবার পালা
ছাড়বে ? এই কাতান আমার কাছেই
রইলো, যা—ঘাড় তোলা ।

(মস্তকত্যাগ ও তরুর পূর্কবহাপ্রাপ্তি ।)

পালা কটা গুছিয়ে নিই, মাগী রাধবে ।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর । (স্বগত) কি আশ্চর্য্য বিত্তা, এঁর নিকট
বিত্তা গ্রহণ করি । (প্রকাণ্ডে) প্রভু, অকি-
ঞ্চনের প্রতি কৃপাকটাক করুন ।
শিউলী । আরে কে রে ? তুই কাকে বলছিস্ ?
এই দড়াপাছটা দেখে বৃষ্টি বায়ুন ঠাণ্ডালা ?
তোদের গায়ে বৃষ্টি বায়ুন নাই, পৈতে চিনিস্
নি ? তোদের গাঁ-খানি তো বেশ, বায়ুনের

সৌরাশ্র্য নাই। আমাদের এখানে বায়ুনে
হাড় জালিয়ে খায়, আর যেগুলো জটা রাখে
—সেগুলো ডাকাত। ছোটলোকের ঘরে
বউ-ঝি বা'র করে রে—বউ-ঝি বা'র করে।
তোমের গাঁথানি বেশ, বায়ুন নেই বেঁচেছি।

শঙ্কর। প্রভু, আমার প্রতি কৃপা করুন।

শিউলী। আ গেল যা, আমি বলছি—আমি
বায়ুন নই। বায়ুন দেখছি তো চ,—দেখাই
গে। তোর কাঁথাকে কাঁথা কেড়ে লিবে।
আমি তাই ভরে বায়ুনের ছাঁই মাড়াই নি।
আর যদি জোরান বউ-ঝি দেখেছে তো অমনি
নোলা স্কস্কিয়েছে। বউ-ঝিরা রাত ক'রে
সব জলকে যায়, নইলে টেনে নিয়ে চ'ল্লো।
মদ খাওরালে, জবা ফুল পরালে, এই এমন
বাধায়ের বাধারে এই বায়ুনগুলো। * [বুঝি
—জাত-জন্ম আর রাখনি।

শঙ্কর। আপনার বিজ্ঞা আমার দান করুন।

শিউলী। আরে ওই—এ কোন গায়ের ছেলেরা !

আমার সাত পুরুষে ল্যাখাপড়া করে নি। যদি
বিজ্ঞে চাস্, একটা বায়ুন দেখে ধরগা যা,
তবে জল তুলিয়ে লিবে, কাঠ কাটিয়ে লিবে।
আর দেখ, তোর বাড়ীতে যদি তোর বুন-টুন
থাকে, দেখাস্ নি—দেখাস্ নি, জবার মালা
গলায় দি জাত থাকে। এই তো তোকে বলছ,
বায়ুন দেখেছি কি বউ-ঝি সুরিয়েছি। আর
আমরা তো পদে আছি, চাঁড়ালগুলোর
বউয়ের জাত থাকে, সস্তা ছেলেরা ছোটো পিঁড়ের
মাঝে ফেলে চেপে মারবে, শুকিয়ে তার উপর
ব'লে মদ খাবে, বলবে পদ্মে ব'লে মধু
থাকে।] * বিচ্ বেটারা যেন কেলে ভোমরা,
আর জোরান চাঁড়াল রাত ভিতে দেখেছে কি
ঠেঁলিয়ে বেরেছে।

শঙ্কর। শিব—শিব—শিব। কি অভ্যাচার। দেব-
দেব, শক্তি প্রদান করুন, এই বামাচার দমন
করি। বেদদেবী বৌদ্ধ, মানব-অহিতকর কুৎ-
সিত শক্তি-অর্জনের জন্য এইরূপ কুৎসিত
আচারে প্রবৃত্ত হয়।

শিউলী। তুই কি চাঁড়াল? তো স'রে যা।
জোরান চাঁড়াল ঘেরে হাড় বেছে নিয়ে মালা
বাশার, আবার মদে বুড়িয়ে রাখে।

শঙ্কর। প্রভু, দয়া করুন, আমি আগনার
শরণাগত।

শিউলী। তুই রস-টল খাস্ না কি? তা আর—
তোরে গাঁড়া ক'রে ঢেলে দেবো। আর রহই
হ'কে, হ'গরাস খেয়ে নিস্ তো খেয়ে লিবি।

শঙ্কর। প্রভু, আমি এ সকল প্রার্থী নই।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছা? আমার কাত্তে-
খানা লিবি?

শঙ্কর। না, আপনি যে মস্ত্র বৃক্ষের মস্তক অবনত
কল্লেন, আবার পূর্ববৎ হ'তে আদেশ দিলেন,
সেই মস্ত্র প্রদান করুন।

শিউলী। ও। তুই দেখেছিস্ না কি? মাগী বুঝতে
লারে, ওই ডরে তো রাত ক'রে কামাতে
আসি। কেউ যদি দেখে তো ব'লবে, ভুতুড়ে
মস্ত্র শিখেছে। বামনাগুলো ধ'রে নিয়ে গিয়ে
বলি দেবে।

শঙ্কর। দিন প্রভু আমার কৃপা ক'রে মস্ত্র দিন।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছা?

শঙ্কর। না বাবা, আপনার দাস—আপনার পুত্র।

শিউলী। ওরে পরাগটা জুড়িয়ে দিল রে।

আমার ঘরে 'বাবা' বলবার ছ্যালো, সেটা
যমে লিয়েছে। আখ্, মস্ত্র তোরে শিখুচ্চি, যত
দিন এ গাঁয়ে থাকবি, এক একবার আমার
বাবা বলবি, আর তা না বলিস্—মাগীকে
এক একবার মা বলিস্। মাগী ব্যাটাটার ভয়ে
বড় কাঁদে জানিস্। তোর চানুখে মা বাকি
গুনলে তার মনটা একটু সামাই থাকে। শঙ্কর
মস্ত্র দিবো।

[উভয়ের মনঃসংলাপ]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

মণ্ডন বিস্ত্রের বাসী।

মণ্ডন মিশ্র ও উভয়ভারতী ।

মণ্ডন। বিরক্ত ক'রে তুলেছে—বিরক্ত ক'রে
তুলেছে। কোথা হ'তে এক সস্ত্রবার শত্র-
জানহীন পাষাণেরা এসেছে, পরিচয় ঘের
সন্ন্যাসী, মুঢ়েরা অবগত নয় যে, কলিতে সন্ন্যাস
নিষেধ।

উভয়। এরূপ সন্ন্যাসগ্রহণ তো কলিতে বিধি
আছে?

মণ্ডন। কে বলে বিধি আছে?—তারা বোধার্থ বোঝে না, সেই জন্য বলে বিধি আছে। আর সন্ন্যাসপন্থা, বিধি থাকলেও সে পন্থা-গ্রহণ কদাপি উচিত নয়। তারা এক প্রকার বোদ্ধের স্থান নাস্তিক, কর্মকাণ্ড বাগবজ্ঞের প্রতি আস্থাহীন। ঈশ্বর, জ্ঞান, এই সমস্ত অযৌক্তিক বাক্য সর্বদাই আলোচনা করে। ভগবান্ জৈমিনি মীমাংসা-শাস্ত্রে দৃঢ়রূপ প্রতিপন্ন করেছেন, মন্ত্ররূপ ঈশ্বর ব্যতীত “ঈশ্বরো নাস্তি।”

উভয়। তুমি বুঝি আজ তর্ক করতে পণ্ডিত পাও নি, তাই আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসেছ?

মণ্ডন। এক প্রকার যথার্থই অনুমান করেছি।

উভয়। কেন—এত লোকের সঙ্গে বক্ বক্ করে মন ঠাণ্ডা হ’ল না?

মণ্ডন। আরে নাও, একটা যুক্তি খণ্ডন করবার শক্তি কারো নাই, তাদের সঙ্গে তর্ক করে কি তৃপ্তি হয়?

উভয়। না, আমার মার্জ্জনা করো, আমি তোমার সঙ্গে ব’সে সমস্ত রাত বকাবকি করতে পারব না। কল্যা তোমার পিতৃশ্রদ্ধ, ভোরেই আয়োজন করতে হবে।

মণ্ডন। কি অযৌক্তিক কথা সব বলে, শুনে তুমি হাস্য সংবরণ করতে পারবে না। আরে মূর্থ, অযৌক্তিক কথা কি মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে চলে। ঈশ্বর ফলদাতা, এ অযৌক্তিক কথা শিথাকে বোঝা গে যা। নিত্য প্রত্যক্ষ দেখে কর্মফল মানে না, একটা ঈশ্বর এনে ফলদাতা উপস্থিত করে। আরে মূর্থ, অগিতে হস্তক্ষেপ করলেই দণ্ড করবে। কর্মফল প্রত্যক্ষ, যুক্তিসাপেক্ষ নয়। ঐ প্রত্যক্ষ, তার বৈপ-রীত্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করবার প্রয়াস পায়।

উভয়। একটু স্থির হও ঠাকুর, আমি তো আর তর্ক করছি না যে, তুমি আমার কাছে হাত-মুখ নাড়ুচ।

মণ্ডন। আঃ শোনো না—শোনো না—কথাটাই শোনো না, আমি ভগবান্ জৈমিনি হ’তে শ্লোক উদ্ধৃত করে একেবারে সকলকে নিরস্ত করলুম।

উভয়। আর বলার কাজ নাই—ধামো।

মণ্ডন। তুমি বড় স্বার্থপর। এই তুমি যখন গণনাদি করো, আমি তোমার আনন্দের নিমিত্ত তোমার নিকট গিয়ে সে সকল আলোচনা করি। আর আমি আমোদ ক’রে বলতে এসেছি, তুমি আমার তর্কের কথা শোনো না। আজ হ’তে আমার প্রতিজ্ঞা, তোমার গীতও শুনবো না, বীণাবাদ্যও শুনবো না, তোমার অন্ধবিচারও দেখবো না। হ্যাঁ, আমি এমন মিশ্র নই, আমার এক কথা, তখন বুঝবে। হ্যাঁ—আমোদ ক’রে বলতে এসেছি, উনি শুনবেন না, কেন বল দেখি?

উভয়। তুমি আমার বীণা না শোনো নেই শুনবে, আজ আমি তোমার তর্ক শুনবো না।

মণ্ডন। তবে যাও, আমার মন্দাগ্রি হয়েছে, আজ আমি আহা করবো না। কা’ল পিতৃশ্রদ্ধ, চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে শয়ন করি।

উভয়। না না, রাগ ক’রো না, শুনবো বই কি, তুমি জলযোগ করতে করতে বলবে, আমি শুনবো।

মণ্ডন। যাচ্ছি—যাচ্ছি, শোনো না; শোনো না—

উভয়। এসো এসো, সব প্রস্তুত, নষ্ট হবে।

মণ্ডন। উদর এক মহা বিষ, ভগবান্ জৈমিনি উদরের দৌরাণ্ড্যে কেন অভিসম্পাত প্রদান করেন নি, আমি তাই ভাবি।

উভয়। এসো এসো—

মণ্ডন। অতি মুঢ়ের স্থায় কথা, কর্মফল প্রত্যক্ষ—
[মণ্ডন মিশ্রের হস্তধারণ পূর্বক টানিয়া লইয়া

উভয়ভারতীর প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিউলী-পল্লীর অপরাংশ।

শিউলিনী উপবিষ্টা ও সম্মুখে তৎপ্রতিবেশিনীগণ।
প্রতিবেশিনী। সর্দারগী, তুই ইখানকে ব’সে ব’সে কান্‌বি? আহা! কেনে কি কর্‌বি! যা ঘরকে যা।

শিউলিনী। আমার ঘর আর কোন্‌ ঝান্‌কে না! আমার ঘর বে আঁধার হয়ে গিয়েছে। প্রতিবেশিনী। তা না, সাজ হয়ে এলো, ইখান্‌কে

ব'লে কি করবি? যা, সর্দার খেটে আসবে, তার খাওয়া-দাওয়া দেখবি নি?

শিউলিনী। আর মা, সে কি মুণ্ডে ভাত দেই, আমি যে তার ডরে ঘরকে কানি নি, বুকে পাথর বেঁধে থাকি, আমাকে কান্দিতে দেখলে সে ভেউ ভেউ করে কান্দে, তাই ইধানকে কান্দিতে এছ। আমার সে চাঁদা গিয়েছে, আমার পরাগটা এখনো রয়েছে। এতক্ষণকে সে পালা কুড়িয়ে ঘরকে আসতো, খাবার নেগে হুজুত করতো, বড় বান্দরে ছালা, বলতো ঝাল হয়নি, হুন হয়নি, গোসা করতো; আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে মুখে খাবার দিতুম। এই ফাল পাড়ছে, এই পালা কাটছে, এই হাতা-সেখা দোড়ুছে, এই মা ব'লে ঘরকে আসছে। মিসেকে কাজে যেতে দিতো নি, বলতো—“কেনে—এখন আমি ডাগর হয়েছি, আমি গাছে ভাঁড় বানবো, হাটকে গিয়ে রস বেচবো।” মোর হাত থেকে বোটনকাটা লিয়ে বলতো—“গুড় বনাবো।” আমার সে চাঁদা ব্যাটাকে যমে নিলে মা—যমে নিলে! যাবার সময় বলে, হুঁচকে জল গড়ুচ্ছে, বলে—“মা, আমার রাখতে লারবি। তোরা মোর ছাতিতে পা-টা দে, আমার পরাগটা জুড়ুক।” মিশের লেগে ঘরকে থাকি মা—নইলে এক বিগ দিয়ে চ'লে যেতুম।

প্রতিবেশিনী। তা সর্দারগী, কেনে কি করবি! পোড়ারমুণ্ডো যম, ঘর-ঘর কাঁদাচ্ছে। নে গুঁ—ঘরকে বা, আবার মিসে এসে ঢুঁবে। শিউলিনী। যাই মা, ঘর তো নয় মা, আমার বন পারা ঠেক্চে।

(শঙ্করচার্যকে লইয়া শিউলীর প্রবেশ)

শিউলী। ওরে মাগী, দেখ্ দেখ্—কারে সাথে লিয়ে এসেছি দেখ্! আঁখ মেলে দেখ্, দেখে পরাগটা জুড়ুবে!

শিউলিনী। আহা! কার ছা রে কার ছা?

শঙ্কর। মা, আমি তোমার ছেলে।

শিউলিনী। ও বাছা! আমার মা ব'লে ডেকো নি, আমি রাক্ষসী, আমার মা বলা নয় নি! আহা, পরের বাছা, আমার মা বলো নি?

শঙ্কর। কেন মা, তুমি আমার মা, তোমার কেন মা বলবো না?

শিউলিনী। ওরে বাছমণি—বাছমণি—বাপুধন—আমার চাঁদাধন, আর আর ঘরকে আর, আমার আঁধার ঘর আলো করবি।

শিউলী। মাগী, মাগী,—চাঁদা-মুখে আমার বাপু বলেছে!

শিউলিনী। আর, চাঁদা আর, ঘরকে বসবি আর। প্রতিবেশিনী। (স্বগত) আহা, কার বাছা রে—আহা, কি চাঁদ পরা ছেলেটি রে। মা বাক্যিতে মাগীর পরাগটা জুড়ুলো।

(শিউলী-বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। সর্দার মাগি—সর্দার মাগি! এ কি নতুন চাঁদা দাদা এসেছে?

শঙ্কর। হ্যাঁ ভাই, আমি তোমাদের চাঁদা দাদা। বালকগণ। বাঃ বাঃ, বেশ নতুন চাঁদা দাদা।

২ম বালক। চাঁদা দাদা, তুমি খেলাও?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

২য় বালক। তুমি লাচো?

শঙ্কর। হ্যাঁ।

৩য় বালক। তুমি মোদের আদর ক'রবে?

শঙ্কর। তোমরা যে আমার ভাই, আদর করবো না? বালকগণ। বাঃ বাঃ বাঃ!

শিউলিনী। আর আর, তোরাও তোর চাঁদা দাদার সঙ্গে চল, আমি ফুলকে বানাবো, তোরাও এক এক গাল খাবি।

(বালকগণের গীত)

বাঃ বাঃ বাঃ—নতুন চাঁদা দাদা লিয়ে খেলবো। লেচে লেচে বাটে চলবো—চলবো—হেলবো।

খেলবো ছুটাছুটি, খেলবো ধলালুটি,

খেলবো কুলকাপ, খেলবো তুড়িলাক,

চাঁদাকে কাঁধে লিব, কাঁধে চাপবো।

চাঁদা দাদা লিয়ে, গাখ তালি দিয়ে,

লতার দোলায় ব'লে ছলবো ॥

[বালকগণের গান গাহিতে গাহিতে গ্রন্থান।

(জটমক পণ্ডিতের প্রবেশ)

পণ্ডিত। হেথার কোথায় নীল জবা, মণ্ডন মিশ্রের যেমন আকেশ—শিউলীপাড়ার নীল জবা—হলুড় পুষ্প তাঁর জন্ত এখানে ফুটে থাকবে।

আরে! ওই শিউলী হোঁড়াগুলো কাকে বেটন
ক'রে নৃত্য ক'চ্ছে? মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক
বস্ত্র পরিধান, এ তো দেখছি একজন সন্ন্যাসী
বালক, রহস্তটা কি দেখতে হ'লো। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম ।

শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন ।

সনন্দন । অস্ত্র মণ্ডনের পিতৃশ্রদ্ধা, দ্বারবানেরা কদাচ
প্রবেশ করতে দেবে না। সন্ন্যাসী মস্তক মুণ্ডন
পূর্বক নিজের পিণ্ডে নিজের দান করে, সে
নিমিত্ত গৃহে শব থাকায় যেক্রম কার্য্য পণ্ড হয়,
সন্ন্যাসীর আগমন সেইরূপ বিষয়কর, গৃহস্থের
ধারণা। সেই হেতু পিতৃশ্রদ্ধা সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ
হওয়ার প্রতি মণ্ডনের বিশেষ নিষেধ। আর
শুনলেম, মণ্ডন মিশ্র উগ্রস্বভাব। আপনার
আগমনে কার্য্য পণ্ড হ'লে আপনাকে অপ-
মানিত করতে পারেন।

শঙ্কর । বৎস, মহাদেব মহাদেবী দিয়াছেন ভার,
দেবকার্য্য করিব উদ্ধার,
ইথে বিঘ্ন কদাচ না হবে।
সেইময়ী জননী যেমতি
রাখেন সন্তানে ঝঞ্জে করিয়ে ধারণ,
সেইমত জগন্মাতা এ দীন সন্তানে
মহাশক্তি আবরণে রঞ্জন সতত।
দেবকার্য্যে বিঘ্ন অসম্ভব।
করিরাহি বিজ্ঞালাত গুরুর প্রসাদে,
যেই বিজ্ঞাবলে
মণ্ডনের গৃহ-পার্শ্বে নারিকেল-তরু
করি মোরে মস্তকে ধারণ
মণ্ডন-প্রোক্ষণ-মাঝে করিবে স্থাপন।
চিন্তা ত্যাগ করু'মতিমান;—
মহামারী প্রসন্ন সন্তানে,—
পুত্র তার কুজাপি না পাবে পরাজয়।
পরম পণ্ডিতগণ হ'লে সম্মুখীন,
বিজ্ঞা তার মহামারী করেন হরণ;
সেই হেতু সর্বত্র বিজয়, মম শক্তি-বলে নয়,
অজের জগতে আমি মারের প্রভাবে।

সনন্দন । বুদ্ধিশক্তিহীন এই দীন দাস তব,
সন্দেহ-কাটিকা করে আলোকিত হুদি।

শাস্ত্র-তর্ক হৈল তবে ব্যাসদেব সনে;
তাহে মম জন্মেছে ধারণা,
মীমাংসা সম্ভব নহে তর্ক-বলে কভু।
শাস্ত্রজ্ঞান-লাভে তব কিবা প্রয়োজন?
প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্র ঋষি-বিরচিত,
কিঙ্ক দর্শন বিরোধী পরস্পর;
এ বিরোধে আকুল অন্তর মম।
যদিও চরণাশ্রিত সন্তান তোমার,
তথাপি সন্দেহ মনে হয় নিরন্তর,
ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন কিরূপে হবে মম,
প্রত্যক্ষ কিরূপে হবে সত্যের মুরতি।

শঙ্কর । বৎস, স্থিরচিন্তে করহ শ্রবণ,
তর্কযুক্তি শক্তিহীন সত্য-নিরূপণে—
তর্কে তাহা হয় নিরূপিত;
তর্ক-বুদ্ধি-নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন;
শুন বৎস,
যে কারণ হইয়াছে দর্শন রচনা।
মানব-কল্যাণ হেতু মহাঋষিগণ,
যে সময় মানবের অবস্থা যেমন,
করেছেন উপযোগী দর্শন রচনা।
বেদমন্ত্র-বর্জিত কুতর্করত জন—
নিরাস কারণ, দর্শনের প্রয়োজন।
নির্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়,
সত্যমূর্ত্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন।

সনন্দন । মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান দাস অকিঞ্চন,
বিমল অদ্বৈতপল্লী বৃত্তিতে না পারি,
জ্ঞানদাতা, করো জ্ঞান দান।

শঙ্কর । বৎস! অস্তি, ভাতি, প্রিয়—

এই মহা বাক্যজয়ে,—

সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত।

বিদ্যমান পরব্রহ্ম, নিত্য সপ্রকাশ,

প্রিয় তিনি,—এই সার জ্ঞান।

এই মহা সত্যের আভাস

যে মুহূর্ত্তে পাইবে হৃদয়ে,

অরুণ-উদয়ে যথা হয় তমোনাশ,

সেইক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত।

‘ভিত্তিতে হৃদয়গ্রহিষ্টিতস্তে * সংশয়াৎ’

হয় বৎস জ্ঞানের প্রভাষ।

অস্তি, ভাতি, প্রিয়—মহা আলোক-প্রভাবে

আলোকিত হয় হৃদিহল।

তর্কযুক্তি দার্শনিক নীমাংসা সকল
স্থান নাহি পায়,
এক জ্ঞানে বহু জ্ঞান-ক্ষয়।
সনন্দন। প্রভু! ব্রহ্ম অন্তি, সপ্রকাশ,
প্রিয় বস্তু সেই,—
তিনি আমি বৈত বোধ, অধৈত কল্পে ?
এক জ্ঞান জন্মিবে কেমনে—
তিনি আমি ভেদ বস্তু-জ্ঞানে ?
শঙ্কর। ধীরভাবে কর বৎস, মন সন্নিবেশ,
আমা হ'তে প্রিয় আর কি আছে আমার ?
পুত্র পরিবার—প্রিয় বস্তু যা আছে সংসারে,
প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে।
ব্রহ্মবস্তু প্রিয় মম আমার সমান,
জন্মিলে এ জ্ঞান—
আমি তিনি ভেদ নাহি রহে,
প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্ম সনে।
এই প্রিয় জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম্ বিনাশ,
ক্ষুদ্র তাজিয়া হয় অসীম অহম্ !
ব্রহ্মজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্,
উদয় সোহং-ভাব অহং-বর্জনে !
মনোবুদ্ধি অহঙ্কার লয় সমুদয়,
আত্মজ্ঞানে অবস্থান ক্ষুদ্রাং-ক্ষয়ে।
সাধন-সাপেক্ষ এই মহা জ্ঞানার্জন,
সাধন-নিবৃত্তি,—তেঁই সন্ন্যাস-গ্রহণ।
সনন্দন। নিবৃত্তি-সাধন যদি এই জ্ঞানার্জনে,
তবে কেন আমা সবে দেন কার্য্যভার ?
কি হেতু বা কার্য্যভার করেন গ্রহণ ?
মণ্ডনের সনে বাদ কিবা প্রয়োজন ?
শঙ্কর। দেহধারী মাত্র বৎস মায়ার অধীন।
মায়, কার্য্যে নিয়োগ করিছে নিরন্তর।
সদস্য কার্য্য বিপ্রকার।
অসং কার্য্যেতে জ্ঞান করে আবরিত,
কার্য্য ক্ষয় হয় সংকার্য্য অন্তর্য্যানে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বিজ্ঞান,
বে কার্য্য-প্রভাবে,
অবিজ্ঞা বিনাশে হয় মহা বিজ্ঞান !
রহ সবে ভ্রাতৃবৃন্দ একত্র আশ্রমে,
চিন্তা কর দূর—
করিবে মণ্ডন মম শিষ্য গ্রহণ।
[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাক্ষ।

পথ।

উগ্রভৈরব ও গণপতি।

গণপতি। দেখ গুরুজি তোমার জ্ঞে যে
প্রকৃতি বাগিয়ে রেখেছি, যদি তুমি হাত
করতে পার।

উগ্র। কোথায়—কোথায় ?

গণ। দেখ গুরুজি, দেখলেই তোমার মণ্ড ঘুরে
যাবে।

উগ্র। বটে বটে—কোথায় বল দেখি ?

গণ। এই সহরেই বেড়াতে দেখেছি, সে এলো
ব'লে।

উগ্র। তবে কোন সামান্য বনিতা।

গণ। না গুরুজি—না, পিরীতবাজ—শিরীষের
জন্তে মরা। মনের মাহুণ পায় না ব'লে কেঁদে
বেড়ায়।

উগ্র। তবে যোগাড় করো বাবা যোগাড় করো।

গণ। যোগাড় কি আমার কর্ম্ম গুরুজি ? তা
হ'লে তো আমি বাগিয়ে নিভুম। বাগিয়ে
তোমার নিতে হবে।

উগ্র। তার কিছু আছে টাছে ?

গণ। আছে না আছে, কেমন ক'রে জানবে
গুরুজি ? অষ্টালকার-ভূষিতা ! সে দিন গজ-
গমনে আমার সামনে বম্-বম্ ক'রে চ'লে
গেল, আমি হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে
সামলে গিয়েছি। (অদূরে মহামারাকে
দেখিয়া) ঐ—ঐ—

উগ্র। আহা হা ! দেখ শিষ্য, আমি একটি ফুল
পড়ে দেখো, তুমি যোগাড় ক'রে ঐ ফুলটি ওর
নাকের গোড়ায় ধরতে চাও।

গণ। সে খুব সোজা, এ দিকে খুব মোলায়েম
মোয়েমাল্লব।

উগ্র। তুই আলাপ করেছিলি না কি—তুই আলাপ
ক'রেছিলি না কি ?

গণ। খুব আলাপী—ইয়ার মোয়েমাল্লব, আমার
সঙ্গে যেচে আলাপ করেছে।

(অবিভাক্ষপিতী মহামারার প্রবেশ)

মহা। কি হে ছোকরা—কি দেখেছ ?

গণ। গুরুজি, এগোও, পান্না দাঁড়া

মহা। উনি তোমার কে? গুরুজী না কি?
এগিয়ে আসুন না।

উগ্র। এগিয়েই তো আছি—এগিয়েই তো আছি,
এই তোমার প্রতীকার পাড়িয়ে আছি।

মহা। আমিও তোমার জন্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।
তোমার মতন লোক পেলে আমি প্রেম ক'রে
প্রাণ ঠাণ্ডা করি।

গণ। তা দেখে মেরেনামুখ, আমার গুরুজী খুব
রসিক।

মহা। শুধু রসিকের কৰ্ম্ম নয়, আমার একটি
কাজ করতে হবে।

উগ্র। কি হুকুম করো—কি হুকুম করো?

মহা। দেখ, মনের কথা তোমার খুলে বলি, আমি
বড় ছাখিনী।

উগ্র। তোমার কিসের দ্রঃখ, কি করতে হবে,
হুকুম করো?

মহা। আমি শত্রুর জালায় অস্থির হয়েছি, আমার
বিস্তৃত রাজ্য, হঠাৎ শত্রু উপস্থিত হয়ে বুঝি
আমার রাজ্য কেড়ে নেয়।

উগ্র। বল না বল না—কথাটা কি বল না?

মহা। আমি সত্যই বলেছি। আমার শত্রু প্রবল
হয়ে দিন দিন আমার রাজ্যচ্যুত করচে, তাই
তোমার আশ্রয় নিতে এসেছি।

উগ্র। কি তোমার যৌবনরাজ্য না কি?

মহা। হ্যাঁ—খন-জন-যৌবন-সোভাগ্য—সমস্তই
আমার অধিকারে।

উগ্র। এঁ্যা!

মহা। তুমি মিথ্যা বিবেচনা ক'রো না, এই আমার
অলঙ্কার দেখ—এ বহুমূল্য, তোমার মনে হয়
কি? আর তুমি কি চাও, আমার বলো—
আমি এখন তোমায় দেবো।

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, কিছু টাকা আদায়
করো না?

মহা। কি—টাকা চাও? নাও—এই এক থলে
মোহর নাও, আমার বা কিছু আছে, সব
তোমার দিতে প্রস্তুত, যদি তুমি স্বীকার পাও
—আমার তুমি প্রাণ দেবে।

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, দিবে কেলো—দিবে
কেলো।

উগ্র। চূপ কর না বেটা, রসের কথা হচ্ছে।

(মহামার্য্যার প্রতি) হ্যাঁ, তোমার দিলুম,
কায়মনপ্রাণ তোমায় দিলুম।

মহা। অমন না—চন্দ্র-হৃদয় সাক্ষী ক'রে বলো
যে, তুমি আমার।

উগ্র। (স্বগত) কি বলে বেটা!

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, ধোঁকা খাচ্ কেন?
ব'লে ফেলো না!

মহা। তুমি পেছছো, আমি চললুম। আমি আর
এক জায়গায় মনের মতন লোক দেখে
নিই গে।

উগ্র। না না—পেছোবো কেন—পেছোবো
কেন, কায়মনোবাক্যে আমি তোমার।

মহা। তবে আমার শত্রু দমন করো। আমার
প্রধান শত্রু শঙ্করাচার্য্য।

গণ। কেন—কেন—তিনি তোমার শত্রু কিসে?

মহা। তুমি ছেলেমানুষ—তুমি কি বুঝবে? ওই
শঙ্করাচার্য্য-সহায়ে আমার শত্রু মাথা কাড়া
দিয়েছে, নইলে কোথা তারে এক কোণে
ঠেলে রেখে দিয়েছিলুম। এত দিন শঙ্করাচার্য্য
না হ'লে হয় তো সে মারা পড়তো।

উগ্র। কে সে?

মহা। সে আমার ভগ্নী। এক মায়ের পেটে আমরা
যমজ সন্তান। ঠিক আমার মতনই দেখতে—
আমার ঐশ্বর্য্য আছে, তার বিনা ঐশ্বর্য্যতেই
ঐশ্বর্য্য; আমার শক্তি আছে, তার বিনা
শক্তিতেই শক্তি; আমার ভোগ আছে, তার
বিনা ভোগেই আনন্দ।

উগ্র। আচ্ছা, তোমার এত ঐশ্বর্য্য, তুমি তারে
দমন করতে পারো না?

মহা। না—সে হৃদম। তারে দমন করতে যদি
পারে—সে একজন, বোধ হয় তুমি।

উগ্র। কিসে জানলে?

মহা। আমার দেখছ—হৃদয়ী, কিন্তু আমি
তোমার মার চেয়ে বড়; তুমি আমার সঙ্গে
প্রেম করতে আসছ।

উগ্র। ও শাস্ত্রে আছে, রমণী জননী—জননী রমণী।

মহা। এইতেই তুমি আমার প্রাণের অধিক। তুমি
শঙ্করাচার্য্যকে বধ করো, তোমার এই শাস্ত্র
জগতে প্রচার করো; তা হ'লেই আমার
শত্রুদমন হবে।

উগ্র। আমিও তো তাই খুঁজি—আমিও তো তাই খুঁজি। শঙ্করাচার্য্যকে বলি দিলে আমি তো অষ্টসিদ্ধি লাভ করি।

মহা। দেখ, তুমি আমার প্রিয় সন্তান।

গণ। (জনাড়িকে) ও গুরুজি, এ যে বেয়াড়া বাকি খাড়ে?

উগ্র। তুই কি বুঝি ছোঁড়া, ও খুব রসিকা।

গণ। এরা আবার কন্ম কন্ম করে কারা আসছে গো?

মহা। ওরা আমার সখী, বুঝেছ? এখন তুমি আমার হ'লে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরা থাকবো।

(অবিস্ফা-সহচরীগণের প্রবেশ)

(গীত)

হেসে হেসে কাছে বসে মনমোহিনী মন মজাই।
যেরসে যে জন রসে। সে রসে তারে ভোলাই ॥
কার প্রেমিকা নারী, কার করে দিই তরবারি,
মানের কানে কেউ জটাধারী;
কাঙ্ক্ষনে বা সিংহাসনে, ভুলিয়ে আনি প্রাণের টানে,
পায় বা না পায় সাধের ফেরে,
আশা ধরে পায় ফেরে,
বুঝে না বুঝতে পারে, ধরতে সোনা ধরে ছাই ॥

[মহামারা ও তৎসহচরীগণের প্রস্থান।

উগ্র। নিদ্র হয়ে চ'লে যাচ্ছ যে—নিদ্র হয়ে চ'লে যাচ্ছ যে?

[উগ্রভৈরব ও গণপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডন মিশ্রের কক্ষ।

পিতৃশ্রাদ্ধোত্তম মণ্ডনমিশ্র ও পুরোহিত।

(সহসা নতশির নারিকেলবৃক্ষ হইতে মুণ্ডিতমস্তক ও কছাধারী শঙ্করাচার্য্যের অবতরণ)

মণ্ডন। এ কি বিয়! আরে অশুশ্রু শবদেহ-স্বরূপ কার্য্যহস্তা মুণ্ডিতমস্তক কোথা হ'তে?

শঙ্কর। আপনার তো চক্ষু আছে, দেখছেন—এই মুণ্ডিত মস্তক গলদেশ হ'তেই উঠেছে।

মণ্ডন। আরে গর্ভিত, শিখা-ধারণ যজ্ঞোপবীত ধারণ তোমার ভার হয়েছে, তাই তাপ করেছে; কিন্তু দেখছি, গর্ভভের ভার কছাধারন করতে পাই।

শঙ্কর। কিন্তু তোমাদের পুরুষাঙ্কুরে প্রতির

নিবৃত্তিমার্গ ভার বোধ হয়ে আসছে। গর্ভিত যেরূপ কেবল অন্নদ্রব্য-বহনে অক্ষম, সেইরূপ নিবৃত্তিমার্গ তোমাদের বংশে অসম্ভব; সেই নিমিত্ত নারী সেবার জন্ত কর্ম্ম গৃহস্থ ভাণে শিখা ও যজ্ঞোপবীত ইন্দ্রিয়পরতার আবরণ করেছে।

মণ্ডন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বোঝা গেছে, বোঝা গেছে,—জ্যৈষ্ঠ তরুণপোষণে অক্ষম হয়ে তাকে পরিত্যাগ করে এসেছ। এ দিকে শিষ্ট করেছে, পুথির ভার বহন করে লোককে ব্রহ্মনিষ্ঠা দেখাচ্ছে।

শঙ্কর। আর তোমারও কর্ম্মনিষ্ঠা কর্ম্মকাণ্ড বুঝতে আমার কিছু বাকী নাই। ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করে গুরুসেবার অলস হয়ে জ্যৈষ্ঠ সেবা করতে এসেছ; আর মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘৃত দাহন করে কর্ম্মবীর নামে আপনাকে প্রচার করছ।

মণ্ডন। আরে কৃত্তর মূর্থ, জীলোকের গর্ভে বাস করেছিল, জীলোকের দ্বারা পালিত হয়েছিল, আবার সেই জীলোকের নিন্দা করছিস? অকৃতজ্ঞ পামর!

শঙ্কর। আর তুমি পণ্ডিত! জীলোকের স্তনপান করেছে, জীলোকের গর্ভে জন্মেছ, আবার জীলোককে ভাষ্যরূপে গ্রহণ করে ইন্দ্রিয়-লালসা তৃপ্ত করছ।

মণ্ডন। তুই ব্রাহ্মণ হয়ে আমি ত্যাগ করেছি, শাস্ত্রমতে এতে ইন্দ্রহত্যার পাতক হয়, তা জানিস?

শঙ্কর। আমি ইন্দ্রহত্যার পাতকী হ'তে পারি, কিন্তু আত্মহত্যার অপেক্ষা মহাপাপ আর পারে নাই। তুমি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টা না করে আত্মনাশে প্রবৃত্ত হয়েছ, তুমি আত্মবাতী। যে আত্মবাতী, তার আত্মবৃত্তিমোহের লোভে বাস হয়।

মণ্ডন। তুই চোর, তুই দারবানদের প্রতারিত করে চোরের দ্বারা এ স্থানে প্রবেশ করেছিল।

শঙ্কর। গৃহস্থের অন্ন ভিক্ষকের অংশ আছে। তুমি ভিক্ষুককে বঞ্চিত করবার জন্ত গৃহস্থ আত্ম রাখো এবং চোরের দ্বারা সেই ভিক্ষকের অংশ ভক্ষণ করো।

মণ্ডন। দূর হোক—ইনি আবার ব্রহ্মবিৎ সেবেছেন। কোথার ব্রহ্ম আর কোথার জোমার

মত মূৰ্খ! কোথায় সন্ন্যাস আর কোথায় কলি।
পরিপাটা ভোজন ক'রে বেড়াবে ব'লে সন্ন্যাসী
সেজেছ ।

শঙ্কর। কোথায় স্বৰ্গ আর কোথায় তোমার মত
দুরাচার ; কোথায় অগ্নিহোত্র যজ্ঞ আর
কোথায় ঘোর কলিকাল ; তুমি নারীর সহিত
বিহার করবার জন্তে কর্মীর ভাগ করেছ

পুরোহিত । বৎস মণ্ডন, আমি তোমার পুরোহিত,
তোমার হিতার্থে বলছি, ইনি যতিবেশধারী
তোমার গৃহে আগত, এ ভেকের সম্মান
নৃপতি হ'তে সামান্য ব্যক্তিরও করা কর্তব্য ।
ইনি কপট ব্যক্তি হ'তে পারেন, কিন্তু ইনি
যিনিই হোন, পিতৃশ্রদ্ধের দিনে সমাদরে ভিক্ষা-
গ্রহণের জন্ত তোমার অহরোধ করা উচিত ;
এরূপ কর্তৃত্ব করা উচিত নয়। দেখ, তুমি ক্রুদ্ধ
হয়েছ, কিন্তু এই বালক সন্ন্যাসী—পরিহাস-
চ্ছলে তোমার কথার উত্তর প্রদান ক'রেন,
তিলমাত্র বিচলিত নন। তুমি স্তবোধ, ক্রোধ
পরিহার ক'রে এঁর অভির্থনা করো। আমার
অনুমান হয়, ইনি সামান্য ব্যক্তি নন, এঁর
বাস্তবপরিহাসও শাস্ত্রসঙ্গত ; এতে বোধ হয়,
ইনি শাস্ত্রজ্ঞ ।

মণ্ডন। ব্রাহ্মণ, আপনি যথার্থ আজ্ঞা করেছেন ।
(শঙ্করাচার্যের প্রতি) হে যতি, অতঃ আমার
গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন ।

শঙ্কর। পণ্ডিতপ্রবর, আমি সামান্য ভিক্ষার জন্ত
আপনার নিকট আগত নই, আমি সদ্ভিক্ষার
কামনায় সন্নাগত । আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত
হোন, এই আমার প্রার্থনা । কর্মকাণ্ড আপ-
নার প্রিয়, কিন্তু বেদান্তসিদ্ধান্ত আমার জীবন ।
আমার যাক্সা, তর্কে পরাজিত ক'রে আমার
কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করুন ; আর আপনি যদি
পরাজিত হন—আমার ব্রহ্মবৈতমত আশ্রয়
করুন । পণ্ডিতবর, বিচারে প্রবৃত্ত হোন,
নচেৎ আমার নিকট আপনি পরাজিত—
স্বীকার করুন, আমি প্রত্যাবর্তন করি ।

মণ্ডন। যতিবর, অনুমান হয়, আপনি সম্প্রতি এ
প্রদেশে আগত । যদি অনন্তদেব, কণাদ,
গৌতম প্রভৃতি আমার সহিত বাদান্তবাদে
ইচ্ছুক হন, আমি পরাজিত, এরূপ বাক্য

কখনও আমার মুখ হ'তে নিঃসৃত হবে না ।
আমি উপযুক্ত তর্কিক, চিরদিনই তর্ক করি ।
সামান্য ব্যক্তির সহিত তর্কে আমার তৃপ্তি
জন্মে না । যোগ্য পণ্ডিত উপস্থিত হ'লে
প্রকৃত বেদমার্গ কি, তা প্রতিষ্ঠিত করবার
নিমিত্ত আমি সর্বদাই ব্যাকুল । মধ্যস্থ স্থির
করুন,—আমি বিবাদে প্রস্তুত ।

শঙ্কর। পণ্ডিতবর, এক নিবেদন, বিবাদে যার
পরাজয় হবে, তিনি নিজ মত পরিত্যাগ ক'রে
বাদীর মত গ্রহণ করবেন । যদি আমি পরা-
জিত হই, আমি সন্ন্যাস আশ্রম পরিত্যাগ-
পূর্বক শিখা ও যজ্ঞোপবীত পুনর্বার ধারণ
ক'রে আপনার শ্রায় গৃহস্থআশ্রম গ্রহণ করবো ।
আর যদি আপনি পরাজিত হন, শিখামণ্ডন-
পূর্বক আমার নিকট সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ
করবেন । যে ব্যক্তি পরাজিত হবেন, তিনি
অপরের শিষ্য-গ্রহণে কুণ্ঠিত হবেন না, এরূপ
পণ করতে আপনি প্রস্তুত ?

মণ্ডন। নিশ্চয় । আপনি বালক, অনভিজ্ঞতাবশতঃ
কলিতে নিষিদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেছেন ।
আপনি মেধাবী দেখছি, আপনাকে সংসারী
করতে পারলে সমাজের হিতসাধন করা হবে ।
কারে মধ্যস্থ স্থির করবেন, বিবেচনা করেছেন ?

শঙ্কর। আপনার গৃহিণী ।

মণ্ডন। উত্তম—উত্তম । আপনি তবে আমার
গৃহিণীর গুণব্যাখ্যা শ্রুত আছেন ?

শঙ্কর। হ্যাঁ—তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী, আমার
এইরূপ ধারণা ।

মণ্ডন। বিচারের দিন স্থির করুন ।

শঙ্কর। আমি সর্বদাই বিচারের জন্ত প্রস্তুত, যদি
আপনার অভিমত হয়, কল্যাই বিচার আরম্ভ
হোক ।

মণ্ডন। উত্তম । আলুন—অতঃ কৃপা ক'রে
ভিক্ষা গ্রহণ করুন ।

[শঙ্করাচার্য ও মণ্ডন মিশ্রের প্রস্থান ।
পুরোহিত । এ কি, এই কি শঙ্করাচার্য ? শুনেছি,
শঙ্করাচার্য স্বয়ং ব্রহ্মাকে পরাজয় করতে
সক্ষম । কে জানে, বিচারের ফল কিরূপ হয় ।

[প্রস্থান ।

সপ্তম পর্বত।

বনপথ।

(তুই জন পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। আর কোথায় যাচ্—কি দেখবে?
মণ্ডনের গলদেশের মালা শুকপ্রায়। মণ্ডন
নিশ্চয় পরাজিত হবে।

২য় পণ্ডিত। মালা শুকপ্রায় কি?

১ম পণ্ডিত। মণ্ডনের গৃহীণী উত্তরভারতী মধ্যস্থ
নিবৃত্ত হন। তিনি স্রবোগ্য মধ্যস্থই বটেন।
মণ্ডনের স্ত্রী বলেন যে, একপক্ষে তেজঃপূজ
যতি—নারায়ণরূপ, আর অপরপক্ষে স্বামী
সতী স্ত্রীর সাক্ষাৎ নারায়ণ। এই জ্ঞান কার
জয় কার পরাজয়—তিনি যুগে প্রকাশ
করতে অসম্মত। যতির গলায় একটি মালা
প্রদান করেছেন, স্বামীর গলায় অপর একটি
প্রদান করেছেন। যুর গলদেশের মালা
অগ্রে শুক হবে, তিনিই পরাজিত প্রতিপন্ন
হবেন। আমি মণ্ডনের গলদেশের মালা
শুকপ্রায় দেখে এসেছি। দেখছি সর্বনাশ
হ'লো, লজ্জা রাধবার আর স্থান নাই,
একজন বালক এসে সমস্ত প্রদেশ জয় ক'রে
যাবে, এ অতি অসহ! বিশেষ মণ্ডনের পরা-
জয়ে কর্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে; তা হ'লে
আর আমাদের সম্মান কোথায় থাকবে?

২য় পণ্ডিত। চ'লে এলেন কেন? চলুন না,
দেখা যাক—শেষ কি হয়।

১ম পণ্ডিত। শেষ যা, তা আমি বুঝেই এসেছি।
হৃদয় বালক—বোধ হয় যেন স্বয়ং জৈমিনিকে
পরাস্ত করতে পারে।

২য় পণ্ডিত। তবে কি উপায়?

১ম। দেখি কি উপায় করতে পারি। যদি কোন-
রূপে ওর শরীরে পাপ প্রবেশ করে, তা হ'লে
বিজ্ঞান্রষ্ট হবে। যাতে গুরু-অপমান-জনিত
মহাপাপে লিপ্ত হয়, তারই চেষ্টায় এসেছি।

২য় পণ্ডিত। আপনি এ যতির বিজ্ঞান্রুদ্ধি যেরূপ
বর্ণনা করছেন, তাতে এরূপ মহাপাপে লিপ্ত
হবার তো কোন সম্ভাবনা নাই।

১ম পণ্ডিত। আছে।

(শিউলী ও শিউলিনীর প্রবেশ)

শিউলিনী। আরে মিলে, এখানে তো চাঁদাকে

দেখছি নি, তবে কোন্ বিগে গেল রে?
তোকে বরু, আমি ফুলকো বানাজি, তুই
বাহার সঙ্গে যা। তুই গেলি নি—তুই নড়তে
লাড়লি।

১ম পণ্ডিত। আরে, তুই কাকে খুঁজছিলি?

শিউলিনী। আমার চাঁদাকে খুঁজছি। হ্যা বাবা-
ঠাকুর, ছেলে বুদ্ধিতে কেন বিগে গিয়েছে,
বলতে পার?

১ম পণ্ডিত। (২য় পণ্ডিতের প্রতি জনান্তিকে)
কাকে খুঁজছে জান?—শঙ্করাচার্য্যকে।
(শিউলিনীর প্রতি) চাঁদা তোর কে? তারে
খুঁজছিলি কেন?

শিউলিনী। বাবাঠাকুর, সে আমার বাপ্পন,
আমার পরাণের পরাণ, সে চাঁদমুণ্ডে আমার
মা বলেছে গো, আমার পরাণ জুড়িয়ে গেছে!
আমি তার জন্ত মৌর ফুলকো বানিয়েছি, সে
খায় নি গো, আমার পরাণ কং কং কচ্ছে।

২য় পণ্ডিত। সে তোর ছেলে নাকি?

শিউলিনী। হে গো, সে আমার চাঁদমুণ্ডে মা
বলেছে, আমার বুক-জুড়োনো চাঁদা!

শিউলী। বাবাঠাকুর, আমি হু কঁড়ে রস দেবো,
আমার চাঁদা কোথায়, বলো দাও।

শিউলিনী। আরে চাঁদা রে চাঁদা—খেসে আর,
থেকে তবে খেলাতে যাবি।

১ম পণ্ডিত। তোর চাঁদা তো হেথায় নাই।

শিউলী। তবে কোন্ বিগে গেল বাবাঠাকুর—
কোন্ বিগে গেল? ছেলে বুদ্ধি গো—বাবার
খাওয়া নাওয়া মনে থাকে নি।] *

১ম পণ্ডিত। তোরা আমার সঙ্গে আর, তোদের
চাঁদাকে দেখিয়ে দিই গে।

শিউলিনী। চলো বাবাঠাকুর—চলো। মিলে
তোমায় হু কঁড়ে রস দেবে। আমি তার
চাঁদমুণ্ডে হুথানা ফুলকো তুলে দিয়ে পরাণটা
জুড়োব।

১ম পণ্ডিত। আর। (স্বগত) শঙ্করাচার্য্য, এইবার
তোমায় বুঝে নেবো।

২য় পণ্ডিত। (জনান্তিকে) এ আবার কি কচ্? এদের
নিরে কোথায় যাবে?

১ম পণ্ডিত। চল না, তোমায় বলছি।

(সকলের প্রস্থান।)

অষ্টম সর্গাঙ্ক ।

মণ্ডন মিশ্রের বাণীর বিচার-মণ্ডপ ।

মণ্ডন মিশ্র, শঙ্করাচার্য্য ও পণ্ডিতগণ এবং
কাণ্ডার-অভ্যন্তরে উত্তরভারতী ।

মণ্ডন । মালা ওক কণ্ঠে মম প্রত্যক্ষ নেহারি,

পরাজয় বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে ।

তর্কশাস্ত্র-সিদ্ধ তুমি বেদজ্ঞ পণ্ডিত,

প্রতি ছত্রে যুক্তি মম করেছ নিরাস,

অংশে অংশে করি মম তর্ক-বিশ্লেষণ ।

মহাশয়, জেনেছি নিশ্চয়,

সামান্য মানব তুমি নও ;

মান হত, দম্ব বিচূর্ণিত

প্রভাবে তোমার বতীখর ।

শঙ্কর । কহি আমি সভাস্থলে হে পণ্ডিতবর !

তর্ক-যুক্তি-শক্তি তব অতীব প্রথর,

বিভাবুক্তি শাস্ত্রজ্ঞানে অধিতীর তুমি ।

পণ্ডিতসমাজ মাঝে কহি সত্যবাণী,

পরাজিত নহ ক্লেদ মতে ;

তর্ক-যুদ্ধে জিনে তোমা নাহিক ভূষনে ।

কিন্তু—

মম সনে তর্কযুদ্ধে বাক্ বিজড়িত ;

বুঝ চিতে পণ্ডিতপ্রবর,

তর্ক-যুক্তি—বুদ্ধি-শক্তিবলে,

জ্ঞান মাত্র হৃদয়ের ধন ।

জ্ঞান—দীপ্ত নহে কদাচন,

বৈরাগ্য না করিলে আশ্রয় ।

বুদ্ধিবলে বুদ্ধি পরাজয়—

নিত্য হের শত শত হয় ;

কিন্তু জেনো বৈরাগ্যের অমোঘ প্রতাপ ।

হৃদি-মাঝে ধরে যে বিষয়-অনুরাগ,

তর্কযুক্তি বলে চাহে করিতে স্থাপন ;

শ্রেয়োমাত্র বিষয়-অর্জন ।

স্বার্থ তারে করে প্রতারণা—

বাগ-যজ্ঞে মতি স্বর্গস্থলের কামনা ;

যুক্তি-ভবে অন্ধ দৃষ্টি তার ।

রিষেক আশ্রয়ে হয় স্বার্থ বিদূরিত,

করে সত্য প্রত্যক্ষ অন্তরে ।

যুক্তি-বলে প্রত্যক্ষ না হয় পরাজয়

বৈরাগ্যে বিজিত তব তর্ক-যুক্তি-বল ।

প্রতিকৃত হিদাম হুজনে—

পরাজয় হইবে বাহার,

সে করিবে গ্রহণ আশ্রম অপরের ।

মান, যদি পরাজয় হইরাছে তব,

পণে তুমি বাধ্য মম আশ্রম-গ্রহণে ।

কিন্তু পণে মুক্ত করি তোমা সবার সম্মুখে ।

মণ্ডন । যতিবর !

হীনজ্ঞান কোন্ হেতু করহ আমার ?

পণে মুক্ত কর যদি তুমি,

কেন তাহা করিব গ্রহণ ?

নিরাস করেছ, আমি বদ্ধ আছি পণে,

এখনি প্রস্তুত তব আশ্রম-গ্রহণে ।

শঙ্কর । হে পণ্ডিতবর !

স্বার্থের স্বভাব জেনো এতই প্রবল,

পরাজয়ে অভিমান নহে বিদূরিত ;

অভিমাণে পণে মুক্ত না কর গ্রহণ ;

কিন্তু জেনো—মমোশ্রম অভিমানহীন !

অভিমানহীন বিনা নাহিক কাহার

সার পস্থা—সন্ন্যাস-গ্রহণ-অধিকার !

মণ্ডন । বতীখর, রুষ্ট নাহি হও মম ভাষে ।

দম্ব-অভিমান-পূর্ণ নেহারি তোমার ;

দম্বে মোরে ঋণে কঁর ত্রাণ,

অভিমাণে মম সনে তর্কে বাদী তুমি,

অভিমাণে সর্বস্থানে করহ ভ্রমণ,

শিক্ষাদান অভিমান রয়েছে নিশ্চয় ।

শঙ্কর । যতপি জানিতে তুমি অভিমান কিবা,

অভিমান হৃদে স্থান না পাইত আর ।

ঈশ্বর-প্রসাদে—

তুমি আমি সমজ্ঞান জন্মেছে আমার ।

ব্যথা পাই হেরি যথা অজ্ঞান-তিমির,

বাই তথা ঘোর তম হরণ কারণ ।

সেই হেতু তব সনে বন্দ প্রয়োজন ।

স্থিরচিত্তে গুন মতিমান,

জগদ্বস্ত্র নখর জানহ সপ্রমাণ ।

কর্ণজ্ঞাত স্বর্গলাভ নখর নিশ্চয় ।

কোটিকর স্বর্গভোগে তাহে কিবা ফল !

কোটিকর অন্তে যদি ভোগ শেষ হয়,

হুঃখ পুনশ্চয়—

পুনরায় কাণী-প্রবর্তনা ;

স্বর্গলাভ স্বর্গকর পুনঃ পুনঃ হয়—

ভাসে জীব অশান্ত এ স্রোতের প্রভাবে ।

কিন্তু জ্ঞানদীপ্তি পাইলে হৃদয়ে,

যেই জ্ঞান আবরিত মায়ার প্রভাবে,

স্ব-স্বরূপ পায় দরশন,

লভে তার—

নিত্যানন্দ অনন্তে বিশ্রাম ।

হেন শান্তি চাহে যদি প্রাণ,

কর মম আশ্রয় গ্রহণ ।

অন্তে নাহি জানে, বোঝে যার প্রাণে,

বোঝে মাত্র সেই জন ।

অবিবেকী জন,

স্বার্থ তারে করে প্রেরোচন

নির্কাণ মরণ সম ।

কিন্তু যেই ত্রিতাপ-দহনে

বুঝিয়াছে মনে

শান্তিলাভ বিনা নাহি যত্না গুটিবে,

সেই এই মহা-পথা ল'বে ।

যদি ত্রিতাপ-জ্বালায়

প্রাণ ভব চায়—

কর বিবেক আশ্রয় ।

স্বার্থ হবে ক্ষয়,

আবরিত জ্ঞান-জ্যোতি হবে উজ্জাসিত,

শান্তি দেবী বসিবেন হৃদয়ে তোমার ।

মণ্ডন । গুরু—কল্পতরু ।

অহেতুকী কৃপার আধার ।

এত কৃপা সন্তানে তোমার ?

মহাকষ্ট করি অঙ্গীকার,

সহি তিরস্কার,

এসেছ মঙ্গলদাতা মঙ্গল-প্রদানে ।

চল দেব, দাসে লরে শান্তিময় স্থানে ।

২য় পণ্ডিত । মিশ্র । ভূমি কুহকীর কুহকে কেন

মুগ্ধ হচ্ছ ? অন্যচারী ভক্ত সন্ন্যাসী ভোজবিজ্ঞা-

বলে তোমার পরাক্ষর করেছে । এখনি প্রত্যক্ষ

দেখে—ও সামান্ত ব্যক্তি ।

মণ্ডন । হাঁ, কুহকী বটেন । যাঁর কুহকে ভুবন মুগ্ধ,

সেই কুহকী । আর সামান্ত কি বলছেন,

সামান্ত হ'তেও সামান্ত ;—নচেৎ আমার শ্রায়

হীনের দ্বারে উনি প্রার্থী হন ? (শঙ্করাচার্য্যের

প্রতি) প্রভু, কৃপা ক'রে অদ্বৈত-জ্ঞান দান

করুন ।

শঙ্কর । বৎস, এ জ্ঞান-বিকাশের পূর্বে একটি

কার্য্যাত্মকতার প্রয়োজন । সে কার্য্য কাহারও

নিকট অতি সহজসাধ্য, কাহারও পক্ষে অতি

কঠিন । কার্য্য—গুরুবাক্যে বিশ্বাস । তখনমসি

বাক্য, গুরুবাক্যে মহাবিশ্বাস ব্যতীত কদাচ

ধারণা হয় না । 'জেনো, ভব-সংসারে গুরুই

একমাত্র সার বস্তু । জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা,

পরমৈশ্বর্য্যদাতা—গুরু ব্যতীত আর কেহই

নাই । গুরুবাক্যে উপলব্ধি হয় যে, আমি মুক্ত,

বদ্ধ নই । আমি বদ্ধ, এ কল্পনামাত্র ; মুক্ত

অবস্থাই আমার স্বরূপ অবস্থা । গুরুবাক্যে

এই পরম অবস্থা দর্শন হয় । মানবের হিতার্থে

মায়াধীশ ঈশ্বর, নিজমায়ার নরদেহ ধারণপূর্ব্বক

গুরুভাবে সংসারে বিচরণ করেন । অদ্বৈত-

জ্ঞান-বিকাশের একমাত্র উপায় গুরুবাক্যে

বিশ্বাস । অদ্বৈত-জ্ঞানবিকাশের পর গুরু

অভ্যর্হিত হন । ভ্রম মোচন করা গুরুর কার্য্য ।

সেই কার্য্যাবসানে নিত্য সত্য নিরঞ্জন গুরুদেব

তাঁর স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন । শিষ্যও

তখন দ্বৈত অবস্থা পরিত্যাগ ক'রে স্বরূপ-

দর্শনে অদ্বৈত-তত্ত্ব উপলব্ধি করে ।

(শিউলী ও শিউলিনীকে লইয়া প্রথম পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত । আরে মাগী, এই দেখ্ না, তোর চাঁদা ব'সে আছে ।

শিউলী । হই যে—সব টিকিবাজ ভট্টাচার্য্য দেখুচি

না ! তা দেখ ঠাকুর, আমার বড় কিছু নেই,

আমার কাছে কিছু পাবে নি ; তবে রসের

কঁড়েটা, ডেলের হাঁড়টে আর মোড়র রুটী

কম্বার চিমটেটা ; আর দেখুছো—তা—পাতা

শিয়োনো কাপড় পরনে । জোয়ান বউ-বিটীও

নেই যে, তোমাদের পুজো কর্ত্তে দেবো । তা

উধানকে আর ক্যানে লিয়ে বাচ্চ ?

১ম পণ্ডিত । আরে দেখ্ না—ওই তোর চাঁদা

ছেলে ।

শিউলিনী । আরে হ—হই বটে রে—হই তো

চাঁদা ব'সে বটে ! (নিকটবর্ত্তী হইয়া) আরে

বাপুধন—এ বামুনগুলোর ইথানে এলি ক্যানে ?

আহা বাছা, কা'ল রেতে তো কিছু খাসনে,

লে—এই রসেতে একটু গলা ভিজো,—এতে

বেশী নেশা হবে নি, এক এক চুমুক দে আর গলা ভিজো। ঝাল দে—টক্ দে কা'ল রেতে ডাল করেছি রে—

শঙ্কর। কেন মা, তুমি এত কষ্ট করেছ? আমি তো ভিক্ষা করেছি।

শিউলিনী। ক্যানে? তোর ভিক্ মাঙতে কি গরজ নেগেছে? ব'দিন এই বুড়ো-বুড়ী আছে, ত'দিন তুই ব'সে ব'সে খা ক্যান্না? পাখি-পাখালি যা খেতে চাইবি, তাই পাখি। বুড়ো ফাঁদ পেতে পাখিপাখালি খুব বাগিয়ে ধরে। কেনে গাছতলার ব'সে থাকিস্? আমার ঘর আলো ক রে ঘরকে এসে বোস, আর যা মনকে চায়, বল—রোঁদে দিই—খা।

শঙ্কর। আমি গৃহী নই, আমি সন্ন্যাসী!

শিউলিনী। ওরে বাছা, ত্রাসানিসিতে তোর কাজ নাই। ছেলেবয়সে ত্রাসাটাসা করিস্ নি। এই ত্রাখ্না—মিসে ত্রাসা ক'রে ভোমা মেরেছে, কাজকর্ম পারে নি।

শঙ্কর। মা! তোমার আর বাবার পৃথিবীতে তো আর কাজ নাই। তোমাদের কর্ম অবসান হয়েছে।

শিউলিনী। দেখ্ দেখ্ মিন্সে। ছেলেবুজ্জি—কি বলে শোন? বলে, কাজে কান্না নি। কাজকর্ম করবো নি বাবা তো খাব কি বল? ঘরে কি পোতা কড়ি আছে?

শিউলী। নে মাগি! বক্বি না খাওরাবি? ছেলেটা কা'ল রাত থেকে কিছু খায়নি, তার হুঁস রাখিস্? আর আমার বল্ছিচ্ছ্ ত্রাসা খায়,—ত্রাসা খাস্ তুই।

শিউলিনী। আ আমার পোড়া মু। মউরোর ফুল্কা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। নে বাছা খা। (শঙ্করকে স্পর্শকরণ) ও মিন্সে—ও মিন্সে, সব ফাঁক হয়ে যাচ্ছে! তুই আমি—আমি তুই! ও মিন্সে আমি—আমি—আমি!

শিউলী। আরে মাগি—কোথায় কে রে—কোথায় কে? (শিউলিনীকে স্পর্শকরণ) আরে নেই নেই নেই রে! আরে হোই—সেই।

১ম পণ্ডিত। হতিবর! এরা তোমার কে এসেছে? তোমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সব এসেছে

দেখছি—তুমি খাও। বোধ হচ্ছে, তোমার আত্মীয়।

শঙ্কর। পরম আত্মীয়। দেখছেন না প্রভু, সাক্ষাৎ হরপার্কর্তী! গুরুদস্পত্তিরূপে আমার কৃপা করেছেন। ধীর বাক্যের প্রভাবে—জড় নারিকেল-বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে আমার মণ্ডনের আলয়ে উপস্থিত করেছে। মিশ্র, তুমি আশ্চর্য হয়েছিলে, দারবানেরা কেন আমার আস্তে বাধা দেয় নি। তোমার গৃহপার্শ্বস্থ নারিকেল-বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে তোমার প্রাঙ্গণে আমার উপস্থিত করেছে। বৃক্ষের উপর আধিপত্য-লাভ আমি এই গুরু কৃপার প্রাপ্ত হয়েছি।

শিউলী। অস্বীকার অথও সক্রিয় স্বরূপ।

শিউলিনী। শিবোহং শিবোহং এই তো স্বরূপ। ১ম পণ্ডিত। এ কি। এ কি কোন কুহক নাকি? সামান্য শিউলী শিউলিনীর মুখে এ কি উক্তি? তবে তো এই মহাপুরুষের অহিত ইচ্ছার মহাপাশে লিপ্ত হয়েছি। প্রভু, প্রভু—রক্ষা করুন!

শঙ্কর। কেন মহাশয়, আমার কি নিমিত্ত স্তুতি ক'রেন?

১ম পণ্ডিত। গুরুদেব, আমার পায়ে ঠেলবেন না। আমার ছাত্র মহাপাপীকে উদ্ধার করাই আপনায় প্রশংসা। শুধুন—আমিকিরূপ পাপাশয়। আপনি শিউলীর নিকট যে বৃক্ষ অবনত করবার মন্ত্র শিক্ষা করেছিলেন, তা আমি জানতে পারি। যখন মণ্ডন পুরাজয়প্রার্থ বৃক্লেম, তখন এই শিউলীর উদ্দেশ্যে গিয়ে—এই শিউলীকে ল'রে এসেছি। আমার মনে মনে করনা ছিল যে, এই ব্রাহ্মণ-সভাস্থলে আপনি এই শিউলীর সম্মান করতে পারবেন না। আর শিক্ষাদাতার সম্মান না করলেই আপনি শক্তিশূন্য হবেন। এই আভ্যন্তরেই আমি এই শিউলী শিউলিনীকে ল'রে আসি। কিন্তু আমি অজ্ঞান! আমি জানি না যে, জীব-শিক্ষার্থে—এই মুক্তাশ্রা পুরুষ-প্রকৃতি—শিউলি শিউলিনীরূপে অবস্থিত। যখন আপনার শিক্ষাদাতা—তখন এঁরা সামান্য নন—এ জ্ঞান আমার জন্মায় নি। এক্ষণে আমার নয়ন উন্মীলিত। এ সমস্ত আপনার কৃপা। যখন

কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেন, তখন পদে স্থান দিন। (পদধারণ)

সকলে। জয় শঙ্করাচার্যের জয়! (সকলের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

মণ্ডন। প্রভু, দাসকে গ্রহণ ক'রে সেবায় নিযুক্ত করুন।

শঙ্কর। চল বৎস, সকলে একত্রে পরমানন্দ উপভোগ করি।

সকলে। সচ্চিদানন্দ শিবোহং—সচ্চিদানন্দ শিবোহম্।

(উভয়ভারতীর প্রবেশ)

উভয়। যতীশ্বর! আমার স্বামীকে নিয়ে কোথায় যাও? (পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান)

শঙ্কর। (স্বগত) শিব শিব!—দেবী সরস্বতী বিয় উপপন্ন করলেন।

উভয়। যতিবর! আপনি জ্ঞানী, আমার স্বামীকে পূর্ণ পরাক্রম করেন নাই। আমার স্বামী পরাজিত, কিন্তু শাস্ত্রমতে আমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ, আমার পরাক্রম ক'রে আমার স্বামীকে ল'য়ে যান।

শঙ্কর। জ্ঞানীশেকের সহিত তর্ক কিরূপ সম্ভব?

উভয়। যতীশ্বর, আপনি তো অবগত আছেন, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সহিত ও জনক সুলভার সহিত বাধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

শঙ্কর। হ্যাঁ মা, যথার্থ বলেছেন। যিনি অর্ষৈতমতের বাদী, তিনি পুরুষহন আর জ্ঞানী হন, তাঁর সহিত আমি তর্কে প্রবৃত্ত। আপনি প্রশ্ন করুন, আমি বথাসাধ্য উত্তর-প্রদানে যত্নবান হই।

উভয়। সুন্দর কাকে বলেন?

শঙ্কর। এক সচ্চিদানন্দই সুন্দর। অপর সুন্দর কি?

উভয়। রমণীতে কি সৌন্দর্য্য নাই?

শঙ্কর। সেই অতুল সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র এবং সেই তাঁরই প্রভাবে ক্ষণস্থায়ী। শ্রী, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সমস্তই সেই বৃহৎ বস্তুর অংশ। মাত্র সেই—আর কোথাও ত কিছুই নাই।

উভয়। তবে নারীর হাবভাব—নারীর সৌন্দর্য্য কিছুই উপলব্ধি করেন নাই?

শঙ্কর। সামান্য বিষয়—ওর উপলব্ধির তো বিশেষ প্রয়োজন নাই। একের উপলব্ধিতেই ত সমস্ত উপলব্ধ হয়। আমরা ব্রথা সময় ব্যয়

করছি। আপনার কি শাস্ত্রীয় প্রশ্ন আছে—করুন।

উভয়। আমার স্বামীর সহিত বিচারে আপনি যে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ, এই ধারণা আমার জন্মেছে। তবে কামশাস্ত্রের আশ্রয় আমার সহিত হয় নি। বলুন—কামকলা কিরূপ ও কয় প্রকার এবং তার আধার কি? নর-নারীতে তার কিরূপ অবস্থান?

শঙ্কর। (স্বগত) সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব। কিন্তু যখন বাধে প্রবৃত্ত, একে নিরস্ত করা আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) দেবি! মাসান্তে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবো। আমার একমাস কাল সময় প্রদান করুন। আপনি অবগত আছেন, বাদাশ্রুবাধে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

উভয়। ভাল, আপনি সময় গ্রহণ করুন।

(শঙ্করাচার্যের প্রস্থানোত্তম)

মণ্ডন। প্রভু, সন্তানকে ভুলবেন না।

শঙ্কর। চিন্তা দূর করো, সকলই সময়সাপেক্ষ; সময়ে দেবদেব তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—:—

প্রথম গর্ত্তাক।

পর্য্যন্ত-শৃঙ্গ।

শঙ্করাচার্য্য, সনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণ।

শঙ্কর। সন্ন্যাস-আশ্রম, মণ্ডন না করিলে গ্রহণ, জ্ঞানকাণ্ড হবে না প্রচার।

কিন্তু মহাবির তাহে বাগ্‌দেবী!

মণ্ডন গৃহিলীকূপে দেবী সরস্বতী,

কামশাস্ত্র ল'য়ে দ্বন্দ্ব মম দেবী সনে।

কিন্তু কামচিন্তা যোগিদেহে অতি অশুচিত

হয় তার সন্ন্যাস-পতন।

করি পরকার আশ্রয়গ্রহণ

কামশাস্ত্র করিয়ে অর্জন,

পরাজিব মণ্ডন-পত্নীয়ে;

তাহে হবে মিশ্রের সম্পূর্ণ পরাক্রম।

কর্মকাণ্ড করিলে খণ্ডন
জ্ঞানকাণ্ড ধরামাঝে হইবে প্রচার ।
(নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া)

যোগদৃষ্টে করি বিলোকন,
আসি ওই নরপতি যুগরা কারণ—
মহা শ্রমে হইয়াছে তম্বু-তাগ তার ।
ওই দেহে এখন পশিব ।
চল বৎস, অদূরস্থ পর্বত-কন্দরে,
সাবধানে রক্ষা কর যতি-দেহ মম ।
মাসান্তে এ দেহে পুনঃ করিব প্রবেশ ।

* [সনন্দন । প্রভু, পরকায়-প্রবেশ-শ্রবণে
হয় মম আতঙ্ক উদয় ।

পশি পরকায়—
যোগিশ্রেষ্ঠ মীননাথ মুগ্ধ হন তায়,
কামরূপা কামকলা রমণী-প্রভাবে ।
যোগীশ্বর শিষ্য তাঁর গৌরবনাথ নাম,
বিশেষ প্রয়াসে মুক্তি দানেন গুরুরে ।

শঙ্কর । তাজ ভয়, না কর সংশয়,
মুগ্ধ না হব কদাচন ।
বাঞ্ছা মম বিজ্ঞা-উপার্জন,
কামতৃপ্তি-বাসনারঞ্জিত চিত ।
যেই জন বাসনা-বর্জিত,
কদাচিত্ না হয় মোহিত ;
ব্রজধামে কৃষ্ণলীলা দৃষ্টান্ত তাহার ।

সনন্দন । প্রভু, শুনেছি শ্রীমুখে,
মহা বলবান্ কাম মোক্ষপথে অরি ।
কামচর্চা কাম-আলাপনে জন্মে সংস্কার,
বহু জন্ম-গ্রহণের হেতু তায় হয় ।

শঙ্কর । শাস্ত্রমত বাক্য তব হে তীব্র সন্ন্যাসি !

কিন্তু বৎস, করহ শ্রবণ,—
দেব-প্রয়োজনে মম ধরা আগমন,
কায়মনোবাক্যে যাচি জীবের কল্যাণ ।
করেছি উত্তম,
যদি তায় দৈব-বিড়ম্বনে

কোনক্রমে বিয় হয় মম,
যদি পশি পরকায়, সংস্কার পরশে আমার,
হুথিব অন্তরে,

দেবকার্য্য উদ্ধারের তরে—

করিবারে মানবের হিত—

সহি যথোচিত মহামায়া-ছলনা-প্রভাবে ।

শুন বৎস, নিজ স্বার্থ দিব বিসর্জন,
যে হয় সে হয়, কাম-বিজ্ঞা করিব অর্জন ।

দেবকার্য্য সাধনের তরে
না হব পশ্চাৎপদ আত্মবিসর্জনে ।

হয় বৎস, হৃদয়ে উদয়
দেবদেব-পদাশ্রিত আমি,
সংস্কার কভু না স্পর্শিবে, কার্য্যসিদ্ধি হবে ;
নির্বিঘ্নে পশিয়ে পুনঃ এ যোগি-শরীরে,
বিমল অদ্বৈত-পন্থা করিব প্রচার ।

এস বৎস, গুপ্ত স্থানে রাখিব শরীর,
সাবধানে গৌরবে রাখিও সবে মিলি ।] *

সনন্দন । হৃদিকম্প হয় প্রভু, সংকল্পে তোমার !

শঙ্কর । চিন্তা কর দূর, চল পর্বত-গহ্বরে ।

[সকলের গ্রহণ ।

দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ ।

বনস্থলী ।

সজ্জিত চিতা-পার্শ্বে অমরক নৃপতির যুতদেহ ।

উভয় পার্শ্বে সরমা, অশ্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণ,
সমুখে মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ।

সরমা । (মন্ত্রীর প্রতি) বাবা, তুমি হুযোগ্য মন্ত্রী,
রাজ্যভার তুমিই গ্রহণ করো ; আমি রমণী,
রাজ্যপরিচালনা তো আমাতে সম্ভব নয় ।
আমি উদ্ধারের দিন পণ ক'রেছিলাম যে, আমি
জীবনে-মরণে মহারাজের সঙ্গিনী । মহারাজ
আমার ছেড়ে যাবেন, তা তো কদাচ হবে না !
আমি সহমরণে যাবো, তার উজোগ করো ।
অত্যাচারী রাণীগণ । দিদি, আমরা তোমার দাসী,
আমাদের ছেড়ে যেও না ।

মন্ত্রী । হায় হায় ! কি কুলগ্নেই মহারাজ যুগরা-
যাত্রা ক'রেছিলেন ।

সরমা । বাবা, প্রাতঃকালে হাসি-মুখে বিদায় নিয়ে
এলেন, স্বর্ঘ্যাস্ত না হ'তে চক্রেমুখে ছায়া
পড়লো । হায় হায়, আমাদের মত অভাগিনী
কি কেউ জন্মগ্রহণ করেছে ! এ আলা কেবল
অনলে নিক্ষেপ হওয়া সম্ভব ।

ব্রাহ্মণ । মন্ত্রী মশায়, আর কেন—শবদেহ চিতার
উত্তোলন করুন ।

সরমা । বাবা, অপেক্ষা করো, আমি সহমৃত্যু হব ।

ব্রাহ্মণ । মন্ত্রী মশায়, যা হয়, শীঘ্র করুন । দ্বাদশ দণ্ড

অতীত হয়েছে, আর শব-দেহ রাখা উচিত নয়।

বিলম্ব হ'লে প্রেত আশ্রয় করতে পারে।

মন্ত্রী। (সরমার প্রতি) মা, দেখুন দেখুন—মহারাজ
যেন চক্ষু উন্মীলন কচ্ছেন। দেখুন দেখুন—

মুখের ভাবের পরিবর্তন দেখছি। মা, আপনি
মুখে একটু জল দেন তো।

সরমা। মা হুগা হুগুতিনাশিনি, মা রক্ষা করো।
রাজদেহে শরর। এ কি—কোথায় আমি—
এরা কে?

সরমা। মহারাজ, দেখুন, আমরা আপনার চরণের
দাসী।

শরর। মহামার্যার কি প্রভাব! কি ছিলেম, এ
তো আমার স্থান নয়। নিদ্রাবস্থা কি জাগ্রত
অবস্থা! (প্রকাশ্যে) তোমরা কে?

সরমা। মহারাজ, চিন্তে পাচ্ছেন না? আমরা দাসী

শরর। হাঁ, সত্য সত্য, আমি কে?

সরমা। মহারাজ, স্থির হন, আপনি মৃগয়ায় ক্রান্ত
হয়ে মুচ্ছাপন্ন হয়েছিলেন।

শরর। হুঁ, রাজকায়ে—রাজা—চলো গৃহে যাই।

জীবের গর্ভবাসের পর স্মৃতি থাকে অসম্ভব। চলো
চলো—অহো, মহামার্যার কি ভীষণ প্রভাব!

* [(মৃতরাজার প্রেতাশ্রয় প্রবেশ)]

কে তুমি? মৃত রাজার প্রেতাশ্রয়। এ দেহে
আর তোমার অধিকার নাই।

সরমা। মহারাজ, কি বলছেন?

শরর। না, কিছু না। (প্রেতাশ্রয় প্রতি) দেহের
মমতা এখনো পরিত্যাগ করো নি! বাও,

দেবদেবের রূপায় প্রেতদেহ পরিত্যাগ ক'রে
দিব্যদেহ ধারণ করো। যত দিন তোমার দেহ

ভোগ করি, তত কল্প তুমি স্বর্গভোগ করো।
কি হলো—কে আমি? আমি রাজা, এই

সকল রাজা। এসো—এসো প্রেরসি, গৃহে
যাই চলো। (উপবেশন)

সরমা। মহারাজ, স্থির হোন—স্থির হোন।

শরর। চিন্তা ক'রো না আমি সবল হয়েছি, এসো
প্রিয়ে! (গাতোথানকরণ)

অখালিকা। (জনান্তিকে সরমার প্রতি) দিদি, এ
কি কোন প্রেত আশ্রয় করেছে?

শরর। না না, প্রেত দেহ-মমতা ত্যাগ ক'রে
স্বর্গলাভ করেছে।]* [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শররাজ্যের বাটার সমুখ।

জগন্নাথ ও মহামার্য।

জগন্নাথ। হাঁরে, তুই কেমন পেদ্রীটে বল? মাগীর
হালটা দেখছন্? তবু তোর মনে হুঃখ হয়
নেই? মরবার আগে এক দিনকে খুদে
দাদাকে লিয়ে আয়।

মহামার্য। সে এখন রাজা হয়েছে, তাকে আন্বো
কি ক'রে?

জগ। তবে তুই কিসের পেদ্রী? তুই যে বলি,
মায়ের কাছে আসবে?

মহা। সময় হ'লে আসবে।

জগ। তোদের আবার কেমন সময়? মাগী ম'লে
এনে কি করবি?

মহা। আমি থাকতে মরবে কেন?

জগ। তুই থাকতে যদি মরে নি, তবে তুই মলি
কিসে?

মহা। আমি তো মরি নি, আমি অনাদি।

জগ। তুই তো ভারি মিছকতুরে, তোর কথা
প্রত্যয় আর থাকবে নি।

মহা। কি ক'রে শান্দি—আমি মরেছি?

জগ। জ্যাস্ত মানুষ আর কে কোথায় পেদ্রী হয়?

মহা। আমি তো পেদ্রী নই।

জগ। তোর বাপ পেদ্রী।

মহা। আমার তো বাপ নাই।

জগ। না থাকে নেই, আমার কথা একটা শুন্বি?

মহা। কি বল?

জগ। খুদে দাদা কোন্‌খানে আছে, আমার
বলে দে।

মহা। সে এখন অমরক রাজা হয়েছে।

জগ। ভূতে চিন্তে পারে?

মহা। তা পারে।

জগ। তবে ধর, আমার বাড়টা মুচুড়ে ধ'রে
যেরে ফেলে ভূত ক'রে দে।

মহা। কেন—ভূত হয়ে কি করবি?

জগ। কি করবো, তা তখন তোকে শুনাবো।

খুদে দাদাকে এনে মাগীকে দেখাবো।

মহা। ছিঃ ছিঃ, ভূত হ'তে আছে!

জগ। তা তোর কি বল না—আমার যদি এখন

সখ হই। তোর ছিঃ-ছিঁকারে আর কাজ নেই। আমার ভূত ক'রে দে, মাগীর হুঃখু আর আমি দেখতে লাব্ধি। আমি খুদে দাদাকে বাড়ীতে আনবো।

মহা। তোর কথায় সে আসবে কেন ?

জগ। এসবে, এসবে,—আমি তার কাছে গিয়ে বলবো, “আমি তোর জগা দাদা, আমার কাছে চেপে সেখানে একবার বেড়াবি চল্।” চখোচখি হলে সে আমার কথা আর ঠেলতে লাব্বে। ধর্ ধর্—ঘাড়টা মুচুড়ে ধর।

মহা। জগন্নাথ, তোমার যে প্রেম, তুমি মুক্তাআ ; তোমার উপর আর আমার অধিকার নাই।

জগ। হাদে, তুই ও সব কি বলিস্ বল তো ? খুদে দাদার কাছে শিখিস্ না কি ?

মহা। সে না শেখালে আমার কে শেখাবে বল।

জগ। আচ্ছা, তার না মাগীর উপর তোর দরদ হয় নি ক্যানো ?

মহা। না হ'লে আমি সেবা করতে আসবো কেন ?

জগ। তোর ছাই দরদ ! মাগীর আকারটা দেখ্-ছিন্স ? তবু একবার ছেলেটাকে এনে দেখাতে লাব্ধি ?

মহা। কেন আনি না জানো ? যে দিন ছেলের সঙ্গে মাগীর দেখা হবে, সে দিন মার শরীর থাকবে না।

জগ। না থাকে না থাকবে, বেঁচে আর কি কচ্ছে, না হয় একবার চাঁদমুখানা দেখে মরবে।

মহা। সময় না হ'লে তো আর দেখা হবে না।

জগ। তোরে লাব্ধুম, তোর ছেঁদো কথা কে বুঝবে বল্ ?

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। মা, তুমি কে ? আর আমার সঙ্গে প্রতারণা করো না। তুমি সামান্য নও, যদি ক্রুপা ক'রে দর্শন দিয়েছ, পরিচয় দিয়ে কৃতার্থ করো।

মহা। কেন মা আমি তো তোমার বলেছি, আমি তোমার মেয়ে !

বিশিষ্টা। না মা, আমার ভাঁড়িও না। আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুমি আমার শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গ। আমার কে স্বপ্নে বলেছে, আমার শঙ্কর আর তুমি ভিন্ন নও। পরিচয় না দাও, আমার বল—সত্যই কি দেবদেব আমার জঠরে জন্মগ্রহণ করেছেন ?

মহা। মা, দেবদেব তো স্বয়ং তোমার এ কথা বলেছেন।

বিশিষ্টা। তবে কেন মা আমার পুন্-জ্ঞানে এ যন্ত্রণা ? তবে কেন আমি তার চাঁদমুখ একদণ্ড ভুলতে পারি না ? তবে কেন আমি মহামায়ার আচ্ছন্ন ? আমি কত দিনে মুক্ত হব মা ! আমি তো দেহ হ'তে পৃথক্ হয়েছি, তবে কেন দেহ ছেড়ে যেতে পারি না ?

মহা। মা, তোমার যে কামনা,—তোমার পুন্নের হাতে অগ্নি নিয়ে দেহ ভস্ম করবে।

বিশিষ্টা। সত্যই কি আমার বাসনা পূর্ণ হবে ?

মহা। দেবমন্দিরে চল মা, দেবদেব স্বয়ং তোমার এ কথা বলবেন।

বিশিষ্টা। না মা, তোমার কথাতেই প্রত্যয় ; তোমার কথা দেবদেবের কথা পৃথক্ নয়। তোমার কথাতেই আমার তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। আমি না মায়ার প্রপঞ্চ বুঝছি, মায়ী কেন বল্চি, তোমার প্রপঞ্চ বুঝছি। আমার একটি সাধ পূর্ণ করো, আমি তোমায় স্বহস্তে রাজ্য জবা দিয়ে সাজাব। এসো মা, ঘরে এসো।

মহা। তুই পেত্নী পেত্নী করিস্, দেখ্ছিন্স—মা কত আদর কচ্ছে !

জগ। না না, যা যা—তুই পেত্নী লস্।

[বিশিষ্টা ও মহামায়ার প্রস্থান।]

জগ। ওটা কে বটে ? খুদে দাদা কি বে করেছে ? না, এ তো খাড়ি মাগী ! তবে এ কে ? ওই—ওই—যেন যেন—মনে মনে আঁচ দিচ্ছে। মা না বল্লে—মহামায়া ? অ্যা ! ওই বেটী সব ঘুরায় না কি ? খুদে দাদা বলতো,—ওই মায়ার ঘুরপাক খাওয়ায়। যা থাকে বরাতে, পরের মেয়ে মানবো নি, ওকে চেপে ধরবো, বলবো—বল্ বেটী তুই কে ?

[প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তীক ।

অমরক রাজার অন্তঃপুর-সংলগ্ন উপবন।

অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্য।

শঙ্কর। নিদ্রাগত অভিভূত-প্রায়—
স্বপ্নাচ্ছন্ন রয়েছে কোথায় ?

দিবানিশি কি যেন রয়েছে ভুলে ।
 সৌদামিনী-বলক সমান
 হয় কভু আলোকিত প্রাণ,
 যেন কোন জ্যোতির্মূর্তি হেরি বিভ্রমান,—
 হয় তার আকুল অন্তর ।
 আছি যেন আবদ্ধ পিঞ্জরে !
 মহাপ্রাণী রয়েছে শরীরে,
 কোন্ পথে যায় সে বাহিরে,
 প্রবেশে বা কেন্ পথে !
 এ কি ! কেবা আমি—
 আছি বদ্ধ এই ক্ষুদ্র কায় !
 জ্ঞান হয় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে মম স্থান !
 (সরমা, অশালিকা প্রভৃতি রাণীগণের রঙ্গরস

সহকারে প্রবেশ)

সরমা । এ কি মহারাজ, এইখানে পালিয়ে এসেছ ?
 তা যাও—আর তোমার সঙ্গে কথা কব না—
 আমরাও চলুম ।

শঙ্কর । তুমি সুবদনি, হয়ে না মানিনী,
 কামকলা-বিহারকুশলা,
 মাগি পরিহার, সমযোগ্য যোদ্ধা তব নই ।
 বিশ্রাম কারণে, এসেছি এ স্থানে,
 দীক্ষা পুনঃ করিব গ্রহণ ।
 পুনঃ কিবা নবরঙ্গ দেখিব রঙ্গিণি !
 দেখ দেখ হতেছে স্মরণ—
 কোথা—কোথা—এ কি ঘোর আবরণ !

সরমা । (জনান্তিকে) বোন্ তোরা মহারাজকে
 নিয়ে উপবনে যা । আমি মন্ত্রী মহাশয়কে ডাক্তে
 পাঠিয়েছি, মহারাজের বনে মুচ্ছাভাব হয়ে
 বেক্রপ অবস্থা হয়েছিল, এখন মাঝে মাঝে
 আবার সেই অবস্থা দেখছি ।

অশালিকা । দিদি, দিবারাত্র অন্তঃপুরবাসে হয় তো
 মহারাজের মস্তিষ্ক ক্ষীণ হয়েছে । ব'লে ক'য়ে
 মহারাজকে রাজকাৰ্য্যে পাঠান যাক্ ।

সরমা । না দিদি, এর বিশেষ তত্ত্ব আছে । আমরাই
 পরাজিত, এতে মস্তিষ্ক বিকল কি নিমিত্ত হবে ?
 অবশ্যই এর কোন শুভ কারণ আছে । মন্ত্রীর
 সঙ্গে পরামর্শ করবার প্রয়োজন ।

শঙ্কর । পর্ত্ত-কন্দরে নিবিড় গহবরে—

কই—কোথা—করি অব্বেষণ ।

[শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান ।

অশালিকা । এ কি ! এ যে কোন যোগীর পূর্বস্মৃতি
 বোধ হচ্ছে !

সরমা । আমারও সেইরূপ অনুমান হয় । যাও,
 মহা-উদ্দীপক সুরা আমার ঘরে আছে, নিয়ে
 পান করাও ।

অশালিকা । তাতেই বা কি ফল হবে, বুঝতে পারি
 না । সুরাপ্রভাবে মহারাজের তো ক্ষণিক
 চঞ্চলতাও কখন দেখি নাই ।

সরমা । যাও যাও, মন্ত্রী আসছে ।

[অশালিকার প্রস্থান ।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী । জননী রাজরাণি, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ গ্রহণ
 করুন ।

সরমা । মন্ত্রী, মহারাজের প্রতি লক্ষ্য ক'রেছেন ?
 যে দিন মহারাজ মুচ্ছাগত হন, তার পর হ'তে
 মহারাজকে কি পূর্ববৎ দেখছেন ?

মন্ত্রী । মা, আমরা রাজকর্মচারিগণ মিলিত হয়ে
 গোপনে এই পরামর্শই করেছিলাম । পূর্বে
 রাজকাৰ্য্যে মহারাণী একরূপ পারদর্শী ছিলেন না,
 শাস্ত্রালাপে পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজিত । মা,
 আপনি কিরূপ লক্ষ্য ক'রেছেন ?

সরমা । নন ইনি পূর্ব-নৃপবর ।

—বিপদ-সময়

তাই কহি মন্ত্রিবর রাজ পরিহারি—

যদিচ বিলাসে মগ্ন দিবস-যামিনী,
 রঙ্গরস-কৌতুক-কলাপে রত,
 কিন্তু কোন আসক্তি হেরি নে কভু ।

পূর্বে নৃপবর,

ব্যথিত হ'তেন চারু কটাক্ষ-প্রহারে ।

এবে যেন শিক্ষার কারণ,

শিক্ষাপ্রিয় বালক যেমন,
 অবিচল কটাক্ষ-ঈক্ষণ করে ।

অজ্ঞানপণে নাহি শিহরণ,

পুরুষ-উচিত নাহি আগ্রহ কখন,
 মুগ্ধচিত নহে সুরাপানে ।

আসক্তিবহীন,

কামিনীর গর্ষ হয় লীন,

শতনারী ঈর্ষ্যাহীন প্রভাবে রাজার ।

ল'য়ে কুলবতী, গোপিনী যুবতী,

ক্ৰীপতির রাসলীলা বিহারের আশ্রয়,

নারী সনে বিহার রাজার ।
জনে জনে মানি পরাজয় ;
ঈর্ষ্যানৈত্রে না চায় যুবতী
পরস্পর প্রতি,
পূর্ণ মনোরথ সবে রাজার সেবার ।
কভু নৃপমুখে শুনিবে বচন
কাঁপে প্রাণ মম !

যেন কোন পূর্বস্মৃতি হয় উদ্দীপন,
বিমন সতত হেরি !

ঠেই জ্ঞান হয়,
বুঝি যতীশ্বর কোন মহাশয়,
পশি মৃত নৃপতির কায়
ভোগ ইচ্ছা করেন খণ্ডন ।

দ্বী। বুদ্ধিমতী সরস্বতী সম তুমি রাণী,
ক'রেছ স্বরূপ অসুমান ।

তবে কি উপায়
যোগিবরে আবদ্ধ রাখিতে নৃপদেহে ?
হইয়াছে বুঝি বা সময়,
ভোগ অবসানপ্রায়,
ভোগ-অস্ত্রে প্রবেশিবে নিজদেহে ।

দরমা। কর, বৎস, উপায়-বিধান,
আত্মহার্য্য মোরা সবে ;
নিশিদিন আশঙ্কায় বিকল অন্তর ।

দ্বী। মা, আমরা মজ্জণা ক'রে চতুর্দিকে দূত প্রেরণ
করেছি, যথায় শবদেহ পাবে, তখনই তা দগ্ধ
করবে। প্রতি শবদেহের মূল্য শতমুদ্রা, আর
যোগীর শবদেহের মূল্য সহস্র মুদ্রা বোধণা
করেছি। উপস্থিত এ উপায় ভিন্ন অপর কোন
উপায় তো লক্ষিত হচ্ছে না ।

দরমা। বাবা, এ কার্য্য আমাদের পূর্বেই করা
উচিত ছিল। যেরূপ লক্ষণ দেখছি, বহুদিন যে
যোগীশ্বর এ দেহে অবস্থান করবেন, এরূপ
সম্ভব নয়। পূর্বস্মৃতি জাগরিত হ'লেই যোগি-
বর নিজদেহ গ্রহণ করবেন। তৎপর হন, অস্ত্রই
দূত নিযুক্ত করুন ।

দ্বী। হ্যাঁ মা, সত্বর হওরাই কর্তব্য। কয়দিন
কয়েকজন যোগিপুরুষ মহারাজের অসুস্থকান
ক'রে, আমি তাদের রাজপুরে আসা নিবারণ
ক'রেছি ; বোধ হয়, এই যোগিবরেরই তারা

শিষ্ট, গুরুর সন্ধানে এসেছে, যেরূপ গোরক্ষ-
নাথ মীননাথের অসুস্থকানে এসেছিলেন ।
সরমা। সতর্ক থাকুন, কোনরূপে না রাজদর্শন পায় ।
[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান ।

শুক্লম গর্তাক্ষ ।

নগরপ্রান্তে পথিপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষতল ।
শান্তিরাম প্রভৃতি শকরাচার্য্যের শিষ্যগণ ।
(গণপতির প্রবেশ)

শান্তি। দেখ দেখ, আমাদের সেই সহাধ্যায়ী গণ-
পতি নয় ? ওহে গণপতি— গণপতি—

গণ। (স্বগত) এই মজা! সেই শাস্ত্রে বেটা !
শান্তি। কি হে গণপতি, চিন্তে পাচ না না কি ?
গণ। তুমিও চ'লেছ, আমিও চ'লেছি, চেনাচিনিতে
কাজ কি ?

শান্তি। কেমন আছ ?

গণ। তোমরা কেমন আছ ? বাবা, আমি সাক্ষ-
বুঝে চ'লে এসেছি, কিছু পেলে ? না জল
তোলা আর পা টেপাই সার !

শান্তি। ভরপুর পেয়েছি, গুরুদেবের সংসারে
অভাব কিসের ?

গণ। তা তো বটে, অভাব অন্নবস্ত্রের !

শান্তি। তুমি কোথাও কিছু পেলে না কি ?

গণ। কোথাও কিছু নেই—বুঝলে ? বুঝির জোরে
যে বা ক'রে নিতে পারে ।

শান্তি। তোমার তো বুদ্ধি কিছু কম নয়, কিছু
বাগালে ?

গণ। বাগাবো কি, তেমন বাগমাফিক চেলা
পাচ্ছি নে, নইলে এখানে বোগাড় খুব ছিল !

শান্তি। বল না, আমরাই না হয় তোমার চেলা
হ'চ্চি ।

গণ। ভাই, তা যদি হও, তা হ'লে বাপের কাজ
করো ।

শান্তি। কি যোগাড়টাই বলো ?

গণ। দেখ, এ দেশের রাজা বেটা ম'রে গিয়েছে
মনে ক'রে চিত্তে চড়াতে যাচ্ছিল খামকা
বেঁচে উঠেছে। এই না—নগরে দিবারাজ
আনন্দ চলেছে। সন্ন্যাসী-কাকিরের খুব আদর,
রাণীদের কাছে পর্যন্ত যেতে পারে। আর

খালি ওষুধ খুঁজছে, কিসে রাজাকে বশ করতে পারবে। রাণীরা প্রায় এক হাজার—পরমা সুলভা। খাঙ্গা-ধুঙ্গি লাগাতে পারলে ছ'চার বেটা হাতেও লাগতে পারে। তোমরা যদি আমার শিষ্য হয়ে আমার জাহির করো, তা হ'লে বেশ মজার সব খাঙ্গা যায়। কামিনী চাও—কামিনী, কাঞ্চন চাও—কাঞ্চন, সব রকম মজা চলে। আর পরম মান, রাজার মাথার গিয়ে পা দাঁড়।

শান্তি। তা আমরা শিষ্য হব কেন, তুমি কেন আমাদের শিষ্য হও না?

গণ। আরে শোন না, আমি যে তেমন তোমাদের মত মন দিয়ে বুলিগুলো শিখি নি। তাই মনে কচ্ছি, আমি থাকবো মৌন, তোমরা সব বুলি ঝাড়বে। হুই এক পাই বখরা বেণী চাও, তাও নিও।

শান্তি। রাজার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

গণ। সে যো নাই বাবা। রাজা খালি অন্দরে রাণীদের নিয়ে আছে, দিনরাত সরাপ চলচে—আমোদ চলচে—গান চলচে।

শান্তি। রাজার সঙ্গে কেউ কি দেখা করতে পারে না?

গণ। হু'একটা গাইরে-গুণীকে কখনো ডাকে। সরাসী-ককিরের রাজার কাছে ঘেঁসবার যো নাই; মজা বেটারা খেদিরে দেয়। বড় মজার বেশ—বুঝলে, একটা বড়া—একশো একশো টাকায় বিকায়; সরাসী-মুদোরের দাম হাজার টাকা।

শান্তি। মুদোর নিয়ে কি করে?

গণ। কি জানি, বেটা বাপের পিণ্ডি চড়ায়। তিপা-স্তর মাঠে রাবণের চিতের মত চুলি জলচে, রূপ-রাপ করে দিনরাত মড়া এনে ফেলচে।

(সনন্দনের প্রবেশ)

শান্তি। (সনন্দনের নিকটবর্তী হইয়া জনান্তিকে)

সনন্দন, গুরুদেব এই স্থানে নিশ্চয় আছেন।

সনন্দন। (জনান্তিকে) আমারও তাই অনুমান হয়। নগর ভ্রমণ করে দেখলেম, পুরবাসীরা দিবারাত্র আনন্দে মগ্ন,—কোথাও রোগ, শোক, দৈন্ত নাই। অতি সুব্যবহার রাজ্য পরিচালিত। প্রজাগণ পরস্পর ঈর্ষা-ষেববর্জিত,

যেন এক পরিবার হয়ে একত্রে বাস কচ্ছে। প্রান্তরে, উপবনে দেখলেম—সাময়িক শস্ত, সাময়িক ফলপুষ্প অপৰ্য্যাপ্তরূপে ধরনী উৎপাদন করেছেন।

গণ। (স্বগত) কি বলাবলি কচ্ছে! (প্রকাশ্যে) কি হে, তোমাদের আচার্য্য এখানে এসেছেন না কি?

সনন্দন। তিনি কামরূপী, সর্বস্থানেই বিরাজমান। (জনান্তিকে শান্তিরামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত কোনরূপে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন।

গণ। ওহে সনন্দন—ওহে সনন্দন! না—পদ্মপাদ না বলে বুঝি উত্তর দেবে না?

সনন্দন। না, তুমি পদ্মপাদ বলো নাই, তোমার সঙ্গে আলাপ করবো না। (জনান্তিকে শান্তিরামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত সাক্ষাতের কিরূপ উপায় হয় দেখি। বোধ হয়, মহাপুরুষ যে রাজদেহে প্রবেশ করেছেন, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তা অনুমান করেছেন, সেই জন্ত শব্দে দাহন কচ্ছে। শীঘ্র গুরুদেবের স্বশরীরে না প্রত্যাগমন করলে বিপদের আশঙ্কা আছে!

[গণপতি ব্যতীত সকলের গ্রন্থান।

গণ। ব্যাটার কি বলাবলি করলে, কি দাঁওরে ফিরচে। এই সেই তান্ত্রিক ব্যাটা, যে ব্যাটা শব্দ চাখোর তত্ত্ব করে। গুরুজি, গুরুজি, শোনো শোনো—

(উগ্রভৈরবের প্রবেশ)

উগ্র। কি বলছ?

গণ। যদি ছোটো একটা বিস্তে ছাড়ে তুমি যা খুঁজছ, আমি ব'লে দিই।

উগ্র। আমি কি খুঁজছি? কি ব'লে দেবে?

গণ। আরে, আমার চিন্তা পাচ্ছ না? কানীতে তোমার সঙ্গে দেখা। আমি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলাম, তুমিও তরী বইয়ে নিয়েছ। তবে তোমার কাছে চং-চাংটা শিখে নিয়েছি বটে, তাইতে একরকম চ'লে যাচ্ছে।

উগ্র। না, আমি আর তাঁর অনুসন্ধান করি না।

গণ। বাবা, আমার চেয়েও সাক্ষি মথ্য। ঝাড়তে জানো। তা শোনো, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যের সব এসেছে, এইখানেই শঙ্করাচার্য্য কোথায় আছে।

উগ্র। আচ্ছা তুমি আমার নিকটে কি বিভ্রাট চাও?

গণ । ঐ তেলুকি বিত্তা—খুলোকে সোনা করা
শেখাবে ?

উগ্র । হ্যাঁ, শেখাবো। তুমি যদি আমি বেকরূপ
বলি, সেইরূপ ক'রে আমার কার্য্যের সহায়তা
করো ।

গণ । কি করতে হবে, বলো ?

উগ্র । কিন্তু দেখো, যদি আমার সহিত প্রতারণা
করো কি আমার বস্ত্রণা প্রকাশ করো, তা হ'লে
তোমার নিস্তার নাই ; স্বয়ং শিবও তোমায়
রক্ষা করতে পারবেন না। আমার শক্তি
দেখো—(ধূলিঝুটি লইয়া সম্মুখস্থ বটবৃক্ষে
নিক্ষেপ ও বৃক্ষের জলিয়া উঠা, পুনরায় ধূলি-
নিক্ষেপ ও বৃক্ষের পূর্বাৱস্থা প্রাপ্তি)

গণ । তুমি আমার ধরম-বাবা, তুমি যা বলবে,
আমি তাই শুন্বো ।

উগ্র । এই পুষ্পটি ল'য়ে রানীর কাছে যাও ।

গণ । বাবা, দরাজ তো ছকুম দিলে, আমার
চুকতে দেবে কেন ?

উগ্র । এই তোমার মস্তকে সিন্দূরের টিপ দিচ্চি,
কেউ তোমায় নিবারণ করবে না ।

(টিপ দেওন)

গণ । (স্বগত) বাবা ! এ বেটা আচ্ছা বুজরুক তো !
বেটার কাছে থাকতে হ'লো। তবে মল-মূত্র
খাঁটে, মড়া খায়, এতেই বেটার কাছ থেকে
স'রে প'ড়েছিলুম ।

উগ্র । কি ভাবছো ?

গণ । বাবা, তোমার গোলাম বাবা, তোমায় প্রাণ
সঁপুলুম বাবা। আমি সোনা করা বিত্তে-টিত্তে
চাই না—ঐ সিন্দূর পড়াটা শিখিয়ে দিও ।
যেখানে সেখানে যেতে পারলেই, আমি এক-
রকম চালিয়ে নেব । এখন কি করতে হবে,
বল ?

উগ্র । রানীকে এই ফুলটি দাও গে । (পুষ্প প্রদান)
ব'ল,—এই ফুল রাজাকে শু কতে দিলে রাজা
তাঁর বনীভূত হবেন, আর কয়েকটি রমণী তাঁর
নিকট পাঠাবো, তাদের অষ্টপ্রহর যেন রাজার
সঙ্গে থাকতে দেন । ব'লো, তা হ'লে আর
রাজ-শরীর ত্যাগ ক'রে যোগী নিজশরীরে
যেতে পারবে না ।

গণ । বাবাঠাকুর, ব্যা পারখান কি ?

উগ্র । পরে জানবে ; যাও—আজ্ঞামত কার্য্য
করো ।

[গণপতির প্রস্থান ।

নিশ্চয় রাজশরীরে শকরাচার্য্য প্রবেশ করে
ছেন । রাজাকে বলি দিতে পারলেই যোগি-
বরকে বলি প্রদান করা হবে, আমি অষ্টসিদ্ধি
লাভ করবো । এখন যাই, অবিজ্ঞা-শক্তির
নারিকাগণকে আবাহন ক'রে রাজসমীপে
প্রেরণ করি । তারা অমাবস্তা পর্য্যন্ত রাজাকে
মুগ্ধ ক'রে রাখতে নিশ্চয় পারবে ।

[প্রস্থান ।

(সনন্দন, শাস্তি'ম ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

সনন্দন । ভাই, সর্কনাশ ! কোন প্রকারে তো
রাজদর্শন পাওয়া গেল না । সন্ন্যাসীর রাজ্যার
নিকট যাওয়া একেবারেই নিষেধ । গুরুদেব
তো দেখছি, মহামায়ার প্রভাবে রাজশরীরে
আবদ্ধ হয়েছেন । এ দিকে তো শবদেহ দাহ-
নের আজ্ঞা প্রচার হয়েছে । কি জানি, যদি
কোন সূচতুর দূত গুরুদেবের দেহের সন্ধান
পায়,—তা হ'লে তো দেহ দগ্ধ হবে । আমাদের
মধ্যে যারা দেহরক্ষার্থে নিযুক্ত আছে, তারা
তো রাজশক্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না ।
বিষম সঙ্কট উপস্থিত । গুরুদেব স্বয়ং নি উপায়
করলে তো উপায় দেখছি নে । প্রভু, আশ্রিত
সন্তানগণের প্রতি বিরূপ হবেন না ! প্রভু,
স্বয়ং উপায় উদ্ভাবন করুন ।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা ।—

(গীত)

পরলে পরে সাধের বাঁধন, খুললে খোলে না ।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কথা চলে না ॥

সোনায লোহার ঘ'সে ঘ'সে,

তবে লোহার শেকল থসে,

যত্নে গড়ে সোনার শেকল, কিন্তু মেলে না ॥

সে শেকল শক্ত লোহার, আঁতে আঁতে বাঁধনি তার,
হার ব'লে পরেছে গলে, অমন ফেলে না ॥

লোহার শেকল মনে হ'লে,

তখন চায় সে শেকল খোলে,

চেনে, যে চোক পেয়েছে, চোক না পেলে, না ॥

সনন্দন । দেখ—দেখ ভাই, এ তো সমাজ রমণী
নয় ! সঙ্গীতের ভাবে বোধ হয়, যেন সাধন-প্রথা

সম্পূর্ণভাবে অবগত। সঙ্গীতজ্ঞলে আমাদের উপদেশ প্রদান করলে, যেন—বিজ্ঞানায়ার সংঘর্ষে বিজ্ঞানায়ী ও অবিজ্ঞানায়ী পরস্পর ধ্বংস না হ'লে জীবের চৈতন্য লাভ হয় না। (মহামায়ার প্রতি) মা, তুমি কে গা?

মহা। তোমাদের মা।

সনন্দন। যদি মা, এ মহাবিপদে আমাদের উপায় করুন।

মহা। তাই তো এসেছি। এ বেশে রাজদর্শন পারে না; এস, তোমাদের গায়ক ও যন্ত্রী সাজিয়ে দিই।

সনন্দন। মা, আমরা তো যন্ত্র-বিজ্ঞা ও সঙ্গীতবিজ্ঞা কোন বিজ্ঞাই অবগত নই।

মহা। এসো, আমি তোমাদের শিখিয়ে দেবো।

সনন্দন। (অস্তিত্ব শিষ্টগণের প্রতি) এসো ভাই।

শান্তি। কি হে, এ উন্মাদিনীর সঙ্গে কোথায় যাবে? আমাদের একদিনে সঙ্গীত-বিজ্ঞা, যন্ত্রবিজ্ঞা লাভ হবে না কি? অপর উপায় করা কর্তব্য।

সনন্দন। ভাই, তোমরা প্রত্যক্ষ মহাদেবীকে চিন্তে পাচ্ছ না? ইনি ব্যতীত উপায় নাই।

শান্তি। তবে চলো। তুমিই আমাদের নেতা, বেরূপ বলবে, তাই করবো।

[সকলের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অমরক রাজার শ্রীলাস-গৃহ।

সরমা ও অশালিকা।

সরমা। রাজাকে ফুটু শুকুতে দেবো কি না ভাবছি, কি জানি যদি কিছু অনিষ্ট ঘটে।

আমার এ সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস হয় না।

অশালিকা। ফুল শুকে কি আর অনিষ্ট হবে?

সরমা। [অবশ্য কোন অবিজ্ঞানশক্তির প্রভাব এই ফুলে আছে। এ সন্ন্যাসী শক্তিসম্পন্ন, আমার ধারণা হয়েছে; কিন্তু এ শক্তি সংসারের অহিত-সাধক। যদি কোন যোগিরাজ মহারাজের শরীরে সত্যই প্রবেশ করে থাকেন, তিনি রাজদেহে অবস্থান করুন, এই আমাদের কামনা; কিন্তু তাঁর কোন অনিষ্ট না ঘটে। যোগীর অনিষ্টসাধনে মহাপাপের সঞ্চার হয়।

অশালিকা। দিদি, যে পথে চলেছ, সেই পথেই

চলো। যোগিরাজকে রাজদেহ হ'তে বহির্গত হ'তে দেওয়া কোনরূপেই উচিত নয়। তা হ'লে আমাদের বৈধব্য ঘটবে, রাজা ছারখার যাবে। যদি উপায় থাকে, কেন না করবো? তোমার যদি ভয় হয়, আমার সঙ্গে আমি ফুল শোকাচ্ছি।

সরমা। [কিন্তু] যোগীর নিকট কি পণ করেছে, জানো? যদি আমাদের কার্যসিদ্ধি হয়, মহারাজকে নিয়ে ঘোর আশানে উপস্থিত হ'তে হবে। দাস-দাসী কারো সঙ্গে নিতে পারবো না।

অশা। সে তখন দেখা যাবে।

সরমা। ফুল শোকাতে চাও শোকাও। কিন্তু বোধ হচ্ছে সন্ন্যাসী—কাপালিক। কাপালিকদের রাজবলি, যোগিবলি প্রয়োজন হয়।

অশা। না না, তোমার ভাই সকলেই সন্দেহ। আমরা কেঁদে কেটে ধরেছিলাম, তাই আমাদের প্রতি রূপা করেছেন।

সরমা। আচ্ছা ভাই, তোমার কথাই শুনি, ফুল শোকাবো।

(অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। দেখ দেখ স্বপ্নের সংসার,

স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর।

ভোজবাজি প্রায়

এই আছে এই কোথা যার,

নির্ণয় না হয় কিছু তার।

বুঝ কিবা স্বপ্নের প্রভাব।

স্বপ্ন-গঠিত বহে অনন্ত সময়

স্বর্গ মর্ত্য রসাতল—অনন্ত এ স্থান,

সমুদ্র স্বপ্ন-বিনির্মিত।

যোম সমীরণ স্থল জল চন্দ্রমা তপন,

অনন্ত অনন্ত বিশ্ব স্বপ্নে সজ্জিত।

ঘোর স্বপ্ন—

স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন বুদ্ধি—স্বপ্ন সন্ধান।

সত্য কিবা কে জানে সন্ধান।

কেবা জ্ঞানবান্

সত্য তত্ত্ব করিবে প্রচার;

কেমনে এ স্বপ্নঘোর হবে বিদগ্ধিত!

সরমা। মহারাজ, দেখুন, কেমন সুন্দর ফুল—কেমন সুন্দর আজাগ।

শঙ্কর। (ফুল লইয়া আজাগপূর্বক) কে বলে

স্বপ্ন—এই তো, এই তো সব বিজ্ঞান—এই
তো সুন্দর সংসার !

সরমা । মহারাজ, ফুলটি সুন্দর নয় ?

শঙ্কর । ফুল নহে সুন্দর সুন্দরি—

তব করম্পর্শে সুন্দর কুসুম.

তোমার অধর-রাগে রঞ্জিত প্রহন,

সৌরভ—পরশি তব কর,

দৌলখ্যা-গঠিত তব কার ।

এসো প্রিয়ে বিলম্ব না সয়,

অধর-সুধার আশে ত্বিতি এ প্রাণ,

শিরায় অনল খেলে কটাক্ষে তোমার,

আলিঙ্গনে কর সুশীতল ।

আন সুরা—আন সুরা—জলুক অনল,

ভোগতৃষা-হলাহল হউক প্রবল,

ভোগমাত্র সার বস্তু মানব-জীবনে ।

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

নরি মরি ! বামাকর্ষ-বিনিঃসৃত কি সুন্দর গান !

অনিলে মিশিল যেন !

সঙ্গীতনিপুণা কেবা সহচরী তব ?

বিনুৎকারিণীগণে আন সন্নিধানে ।

অম্বালিকা । (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া সরমার প্রতি

জনাস্তিকে) দিদি, বোধ হয়, সন্ধ্যাসী বাদের গান

করতে পাঠিয়ে দেবেন ব'লেছিলেন, তারা আস্চে ।

(উগ্রভব-প্রেরিত অবিজ্ঞা-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

(নৃত্য-গীত)

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, বইছে মলয়-বার ।

সোহাগে গাইছে পাখী, চকোর উধাও ধার ॥

অবশে এলোকেশে, অরুণ-আঁধি চায় আবেশে,

কাঁচলী পড়ে খঁসে, কাতর পিপাসায় ।

ভরা লাবণ্য-জলে, তরঙ্গ রঙ্গে চলে,

হিলোলে কমল দোলে, উখলে মধু যার ॥

শঙ্কর । মাত প্রাণ, কর পান আনন্দলহরী,

গাও গাও, সুরাপাত্র দেহ বিধুস্থি !

তোল তান—মত্ত কর প্রাণ—

বয়ে থাক বিলাস-নিকর ।

(বিজ্ঞাসঙ্গিনীগণ সহ মহামায়া ও স্বহস্তে - সনন্দন,

শান্তিরায় প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের প্রবেশ)

(গীত)

কাতব কাত্য কন্তে পুত্রঃ, সংসারোৎসবতীবরিচিহ্নঃ ।

কন্তং বা কৃত আয়াতন্তব্যং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্হণং,

হরতি নিমেঘাৎ কালঃ সর্বম্ ।

মায়াময়মিদমখিলং হিহা,

ব্রহ্মপদং প্রবিশান্ত বিদিত্বা ॥

নগিনীদলগতজলমতিলতরলং,

তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ।

কৃণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা,

ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥

যাবজ্জননং তাবজ্জরণং,

তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্ ।

ইতি সংসারে ক্ষুণ্ডিতর-দোষঃ,

কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥

দিনযামিতৌ সায়স্ত্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ ।

কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছতায়ুক্তদপি ন মুক্ত্যশাশ্বতঃ ॥

সুরবরমন্দির-তরুতলবাসঃ,

শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ ।

সর্বপরিগ্রহ-ভোগতাগঃ,

কন্তং সুখং ন কুরোতি বিরাগঃ ॥

অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ,

ব্রহ্মপুরন্দরদিনকর-রুদ্রাঃ ।

ন হং নাহং নাহং লোক-

স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তকণ্ঠস্তাবতরুণীরক্তঃ ।

বৃদ্ধস্তাবচ্চিত্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ ॥

শঙ্কর । এ কি এ কি, ঘোর আবেশ !

সত্য বোধ অনিত্য স্বপনে ।

কি ঘোর ছলনে—

র'য়েছি আবদ্ধ এই স্থানে !

বিষব্যাপী আত্মা বদ্ধ এই ক্ষুদ্র দেহে !

(অবিজ্ঞাসঙ্গিনীগণের গীত)

রমণী রমণকুশলা ।

করে সুধাপেরালা-ভরা নয়ন-বিলোলা,

শিহরে আবেশভরে সুরত-বিললা ॥

শঙ্কর । যাও যাও—

নাহি আর মাধুরী এ গীতে,

জানারূপে বিকসিত চিত-শঙ্কল ;

বিদূরিত অবিজ্ঞা-আঁধার ।

আর বদ্ধ রাধিতে নারিবে ।

দেহ হ'তে পৃথক্ তো আমি ।

কিন্তু কোথা পথ?
কোন পথে হব বহির্গত?
অবিভাসজিনীগণ। মহারাধি মহারাণি,—এদের
ভাড়িয়ে কেন, নইলে সর্বনাশ হবে।
মহারাণী। (অবিভাসজিনীগণের প্রতি)

এসো, মেশো আমার শরীরে,
আর কার নাহি অধিকার।

কাল যত, অমিন আরম্ভ,
নাহি রবে আমার প্রেচ্ছা-আশ্রয়।

এসো বিভ্রান্তে হই পরিণত;
তাজি স্থান নাহি কহা অধিকার।

[বিভ্রান্ত অবিভাসজিনীগণের পরস্পর
মিশ্রিত হইয়া মহারাণীর সহিত প্রস্থান।
শব্দর। সত্য সত্য, এই তো নেহারি—

মন নিজ স্থান পরিহরি
ভ্রমে গুল-লজ-নাতিস্থলে,
কামপূর্ণ স্থান,—পাশবীর ইচ্ছার প্রসূতি!

এই কলুষিত স্থানে ভ্রমে সদা মন।
সামান্য মক্ষিকা বধা। পুরীষ-প্রয়াসী,
সেইরূপ নিম্ন পদ্যদলে ভ্রমে মন,
জড় প্রায় নাহি কোন জ্ঞান।

হৃৎপদ্য—বধা ব্রহ্ম-জ্যোতি দীপ্তিমান—
বারেক না উঠিবারে চার।

উঠ মন! তুমি মধুমক্ষিকার প্রায়,
হৃৎপদ্যে বসি হের
উর্দ্ধে পদ্য কণ্ঠমাঝে রাজিত বোড়শদলে,
তন শুন ব্রহ্মগাথা হইতেছে গান,
অন্ত শব্দ শুক সমুদয়।

উঠ উচ্চতর—জ-ধন-মাবে,
নেহার দ্বিদল পদ্য দামিনী-গঠিত যেন,
কোতিশ্রম স্থান।

হও স্থির! হের মন—

কিবা ব্যবধান
তুমি আর সঙ্কল্পের পদ্যমাঝে।

কর বটপদ্য ভেদ,
ব্রহ্মরূপে হের মুক্তিপদ্য,
ব্রহ্মরূপে পদ্য—ব্রহ্মরূপে পদ্য।

চল পদ্যপাদ—

[ব্রহ্মরূপ ভেদ করিয়া শব্দরাজ্যের অমরকরাজদেহ
পরিভাগকরণ এবং শব্দরাজ্যের শিক্তগণের প্রস্থান।

অমর।—সর্বনাশ হইবে, সর্বনাশ হইবে। কে
আছে, রাজবৈজ্ঞকে সংবাদ দাও।

সরমা। কারে সংবাদ দেবে? বোগিরাজ রাজ-
দেহ পরিভাগ করেছেন। এসো, আমরা
প্রস্তুত হই, চিত্তাভ্যাসে বৈধব্য-যজ্ঞা নিবারণ
করবো। চলো, রাজদেহ তুলনীক্ষণে গয়ে
যাই।

সপ্তম সর্গ।

মগুন-বিশ্বের বটী।

মগুন-মিশ্র।

মগুন। এতদিন এক-মোটে বহিত সময়,

অন্তরে মন মন না ছিল রাখন;

এবে সন্ধিলে উপনীত-জীবন-প্রবাহ।

*[অজানিত বিহৃত সূত্রে পদ্যায়,—

একদিকে টানে বাসনার,

অন্যদিকে বৈরাগ্যের আকর্ষণ।

আকর্ষণে ছিন্ন হয় বাসনা-বন্ধন,

কিন্তু বাজে বেদনা ক্রমে।

সত্য জ্ঞান করিতাম বাহা,

সুশোভিত স্মরণ সংসার,

বিবেক দেখায় তাহা প্রপঞ্চ কেবল।

মহা দ্বন্দ্ব—হয় তাহা আকুলিত মন।

সত্যমুর্তি হেরি হয় ভয়ের সঞ্চার।

প্রপঞ্চ সকল।

জ্ঞানালোক-বলকে ব্যথিত হয় প্রাণ।

সত্য মূর্তি মনোহর বিবেক-নয়নে,

বাসনা-জড়িত-চিত করে বিচলিত]]*

(উভয়ভারতীর প্রবেশ)

উভয়। কি মিশ্র ম'শার, আমার ছেড়ে যেতে
চান—বাবেন, তার আর ভাবনা কি? কিন্তু
আচার্য আমার না পরমজিত করলে আমি
ছেড়ে দেব না। আমার সহিত মাসান্তে
বিচার করবেন বলেছিলেন। কিন্তু কই,
একমাসের অধিক তো অতীত হয়েছে।
তবে আর কেন, এসো—যেমন ছিলুম,
তেমনি থাকি।

মগুন। আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু যেমন
ছিলুম, তেমন আর থাকবার উপায় নাই।
ইচ্ছা হয়, আমার বিবাস করি—সকলই

সত্য, কিন্তু উপায় নাই। যখন স্থির চিন্তায় বসি, আচার্য্য মরণ ক'রে চিন্তাপ্রবাহ যে কোথায় যায়, তা নির্ণয় ক'রতে আমি অক্ষম। আনন্দময় অসীম সাগরের অভাস যেন চক্ষে নিপতিত হয়। মনে হয়, স্বর্ষাদি তুচ্ছ কামনা লয়ে কি প্রকারে এতদিন কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলাম। ভেবেছিলাম, কর্মই সর্বস্ব, কিন্তু কেন—কিসের কর্ম—আমার কর্ম কি? কিন্তু সেই মুহূর্তে আবার তোমার কর্তব্যের স্মৃতিতে পাই, তুমি আমার নয়ন-পথে পতিত হও, তখনই বাসনা বলে—“কেন, এই তো ভোগের সংসার, ভোগই মোক্ষ, অপর যোক্ষ কি?”

উভয়। অমন গভীর হয়ে কথাবার্তা কইলে আমি কিন্তু তোমার কাছে থাকবো না। হায় রে, কি ভয়ই দেখালুম! আমি চ'লে গেলে তো তুমি বাঁচো।

মণ্ডন। তোমার আজ এ কোতুক-কলাপ কি নিমিত্ত? দেখছি, তোমার চিত্ত অতি প্রকৃত; বোধ হয়, আমার প্রতি দোষ দিয়ে তুমি ইচ্ছা ক'রেই চ'লে যেতে চাচ্ছ।

উভয়। কোথায় চ'লে যাব? আমার বাওয়া ইচ্ছা? এতদিন বিচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা আর থাকবে না।

মণ্ডন। তোমার কথার ভাব ত আমার অনুভূতি হচ্ছে না। তোমার মুখে কদাচ অসঙ্গত কথা নির্গত হবে না। তুমি এই মৃত্যুর আগার সংসারে ব'লুচ—চিরদিন অবিচ্ছেদে থাকবো? যদি বিচ্ছেদ না হয়, সে তো কেবল মরণাবধি।

উভয়। জীবন-মরণ আমাদের তো নাই; আমরা পরম্পর, প্রেমে আবদ্ধ, সে বন্ধন মৃত্যুতে ছিঁড়তে পারবে না। আজ এই অনিত্য বন্ধন-মুক্ত হ'য়ে সেই চির-বন্ধনে পরম্পরে এক হয়ে থাকবো।

* [মণ্ডন। উভয়ভারতি—উভয়ভারতি, তুমি কি আমার ছেড়ে যাবে?

উভয়। দিন দিন তুমি ত ভারি পণ্ডিত হ'চ্ছ? অবিচ্ছেদের নাম বুঝি ছেড়ে যাবে? তুমি মনে ক'চ্ছ, বুঝি সন্ন্যাস নিয়ে আমার ছেড়ে পালাবে? তা ছাড়বো না—পালাতে পারবে

না। আর পালাবেই বা কোথায়? তোমার আচার্য্য আর আমার সঙ্গে বিচার করতে আসবে না। আমার অতি কঠিন শাস্ত্রের তর্ক, এ প'ড়ে বেঁধে না, ঠেকে পেকে।]*
মিশ্র, মিশ্র—শুভক্ষণ উপস্থিত, এই যে তোমার আচার্য্য।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

বাবা, আমি পরান্ত।

শঙ্কর। মা, তবে বর যেন যে, বহু দিন আমার ভাষ্য প্রচলিত থাকবে, তত দিন আপনি আমার মঠরক্ষণী হবেন। মা বিভ্রান্তপিণ্ডি, তুমি না সংসারে বিভ্রামান থাকলে আমার ভাষ্য পৃথিবীতে লুপ্ত হবে।

উভয়। বৎস, তোমার কার্য্যে আমি সহায় মাত্র, তোমার ইচ্ছা কদাচ অপূর্ণ থাকবে না।

মণ্ডন। উভয়ভারতি, উভয়ভারতি—তুমি কে? এত দিন তোমায় চিনি নাই। এত দিন তুমি পরিচয় দাও নি! পরিচয় দাও—তুমি কে? কি ভাগ্যে আমার গৃহিণী হয়েছিলে?

উভয়। শোনো মিশ্র, ব্রহ্মলোক সপ্তর্ষি বেদপাঠ কচ্ছিল, আমি চতুশ্রুতের পার্শ্বে ছিলাম। ঋষি-মুখে বেদবাক্য স্থলিত হওয়ার আমি হাত্য করি। সে নিমিত্ত সপ্তর্ষি লজ্জিত হন। চতুশ্রুত তৃপ্ত হয়ে আমায় অভিষাপ প্রদান করেন যে, মানবী হয়ে ধরনীতে অবতীর্ণ হও। অভিষাপে আমার আনন্দ হ'লো।

মণ্ডন। এ দারুণ অভিষাপে আনন্দ?

উভয়। শোনো মিশ্র, কি নিমিত্ত ঋষিজিহ্বায় বেদবাক্য স্থলিত হয়েছিল। ধরায় বোদ্ধ-ধর্ম প্রচার হওয়ার বাগযজ্ঞ ধরনীতে লুপ্ত হয়। সেই জন্ত দেবতারাত্ত মলিন হয়, চতুর্বেদও মলিন আবরণে আবৃত হয়। সেই আবরণ উদ্ঘাতিত হবে, বিমল অবৈত-পদ্ম সূর্য্যের স্নায় মোহ-তম নাশ করবে, আমি উপস্থিত থেকে সেই নররূপী শঙ্কর দর্শন করবো। দেবদেবের নরলীলা কল্পে কল্পে কদাচ হয়; সেই লীলা দর্শন করবো—এই আমার আনন্দ হয়েছিল। এক্ষণে নররূপী শঙ্করের নিকট পরাজিত হয়ে বিধিবাক্যে আমি অভিষাপযুক্ত। এই মুষ্টিতে তোমার সহিত এই শেখ দেখা; কিন্তু জেনো,

আমরা অবিচ্ছেন। আমি কে কেনেছ, গুরুর
এসাদে অচিরে উপলব্ধি করবে—তুমি কে।

[উভয়ভারতীর অন্তর্ধান।]

মণ্ডম। কোথায় গেল ?

শব্দর। দিব্যচক্ষে দর্শন করো, ওই বা ষেতপতঙ্গল-
বালিনী—ষেত পদ্মাসনে বিরাজিতা। তুমি
মণ্ডন নাম গরিত্যাপ ক'রে আজ হ'তে
'হরেশ্বর' নামে খ্যাত হও। মোহমালিন্ত দুঃ
ক'রে চলো—মহাকাব্যে গমন কর।

পট-পরিবর্তন।

কমলবনে সরস্বতী।

(কলাবিভাগণের গীত)

কবি-রবি-ছবি নথরে টিকরে।

রাগ-রঙ্গ গুঞ্জরে করে, মোহ নাশি বেদহাসি অধরে ॥
ধ্যানগঠিত ষেত-মুরতি, দিব্যধরা ষেত-জ্যোতি,
ভূবণসিত জ্ঞানভাতি সহস্রারে বিহরে ॥
ষেতান্নিনী ভারতী, ষেত-সরোজে আরতি,
আলোকিত ভাস্তি-রাতি, ষেত কিরণিকরে ॥

পঞ্চম অঙ্ক।

—:—

প্রথম গর্তাঙ্ক।*

পল্লী-প্রান্তস্থ পথ।

ক্রীড়ারত বালকগণ।

১ম বালক। বুড়ী হবে কে ? তুই বুড়ী হ।

২য় বালক। বাঃ, নজা দেখ না ? আমি খেলবো
না, বুড়ী হয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকবো ?

৩য় বালক। ওরে ওরে—ঐ হাবা আসছে, ওকে
বুড়ী করি আর।

১ম বালক। না, না—ও ইচ্ছে হয় বসবে, নইলে
উঠে কোথা চ'লে যাবে।

২য় বালক। আচ্ছা ভাই, ও অমন কেন ? একদিন
খেলতে চায় না।

১ম বালক। তবে আর হাবা কি ? ওর মা খাবার
দিয়েছে, আমি কত দিন ওর হাত থেকে
কেড়ে খেয়েছি, কিছু বলে না।

২য় বালক। তুমি ভাই ওকে বড় মারো।

১ম বালক। কিছু বলে না, তাই হাতের জুখ
করি।

২য় বালক। না ভাই, ওকে মেরো-টেরো না।

৩য় বালক। দেখ, ওকে ঘোড়া করবি ?

২য় বালক। না, না—কেন বাবুনের পিঠ
চাপবো ?

১ম বালক। ওরে আর না, আর না—ও কাঁদে
নিরে বেড়িয়ে বেড়াবে এখন।

৩য় বালক। না ভাই, এখন তুমি চোর হয়েছ,
খেলা দাও।

(খাবার হস্তে হাবার প্রবেশ ও চুপ করিয়া
এক স্থানে উপবেশন)

এই হাবা এসে ব'সেছে।

১ম বালক। (অজ্ঞাত বালকের প্রতি) ওরে,
খাবার নিয়ে এসেছে, খাই আর।

২য় বালক। কেন ওর খাবার কেড়ে খাবি ?

৩য় বালক। তোর ইচ্ছা না হয়, তুই খাস নি।

(হাবার হস্ত হইতে খাবার লইয়া ২য় বালক
ব্যতীত সকলের আহার) হাবা বুড়ী হোক,
নাও চোখ বোজা, চোর হও।

১ম বালক। এই হাবা, চোখ টিপে ধর'মা,
কিসের বুড়ী হ'লি ? ধর না চেক টিপে,—
(মাথায় চড় মারিয়া) এটা পারিস্ নে ?

২য় বালক। কেন ওকে মারচিস্ ? নে খেল।

(বালকগণের ক্রীড়া ও গীত)

হয়েছে—তু দিয়েছি, লুকোবো না ছোঁ দেখি ?

তাড়া দাও, তা হবে না, চোর হয়েছ—চালাকি ?

ছাই জানিস্ লুকোচুরি ;

ছুঁবি ? তোর মুরোশ তারি,

এক ছুটে ছোঁব বুড়ী, ভাজবো তোর লারী,
সাত চাঁদ গায়ে দেব, ঝাড়বো মাথাধর চুম্বকি।

(৩য় বালকের ছুটিয়া আসিয়া প্রথমে হাবা
[বুড়ী] কে স্পর্শকরণ এবং তৎপশ্চাৎ ১ম
বালকের ৩য় বালককে স্পর্শকরণ)

১ম বালক। আমি তোকে ছুঁয়েছি, তুই চোর
হয়েছিস্।

৩য় বালক। আমি বুড়ী ছুঁলে, তার পর তুই
আমায় ছুঁয়েছিস্।

১ম বালক। মিছে কথা বলিস্ নে, আমি আগে
ছুঁয়েছি।

৩য় বালক। তুই মিছে কথা বলিস্ নি, আমি
আগে বুড়ী ছুঁয়েছি।

১ম বালক । আচ্ছা, বুড়ী বলুক । হাবা, বল তো
—আমি আগে ছুই নেই ? আমি আগে
ছুয়েছি, তার পর ও জোকে ছুয়েছে । বল না
—বল না বেটা (প্রহারকরণ)

২য় বালক । কেন ওকে মারিস্—কেন ওকে
মারিস্ ?

১ম বালক । ওরে, ওর যা আসিছে—পালাই চল—
[বালকগণের পলায়ন ।

(প্রভাকর ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

প্রভাকর-পত্নী । দেখ বেধি, ব'সে ব'সে মার খাচ্ছে ।
খাবার হাতে দিলে বেয়িরে আসে, আর ছেলে-
গুলো কেড়ে নেয় । তুমি তো ছেলেগুলোকে
কিছু বলবে না ! বেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেয়,
খাবারগুলো কেড়ে খায় ।

প্রভাকর । আমি কিছু বলি নি, যদি এতেও
চৈতন্য হয় । এদের সঙ্গে খেলতে ইচ্ছে হয়, কি
রাগ হয়,—তা হলেও বুঝবো যে, জ্ঞানসঞ্চার
হচ্ছে ।

প্রভাকর-পত্নী । আর তোমার মার খেয়ে জ্ঞানে
কাজ নেই । পোড়ারমুখো ছেলেরা !—আমি
আর বাছাকে বেরুতে দেবো না ।

(জনৈক প্রতিবাসীর প্রবেশ)

প্রতি । ওহে প্রভাকর—প্রভাকর, এই দিক্
দিয়েই মহাপুরুষ যাবেন । তুমি একেবারে
পায়ে ধ'রে পড়—আর ছেলেটাকে পায়ে
ফেলে দাও । ক্ষমতার কথা বলবো কি হে,
আমি স্বচক্ষে দেখলুম, মরা ছেলেটা বাঁচিয়ে
দিলে !

প্রভ-পত্নী । হ্যাঁ জ্যাঠা,—সত্যি ?

প্রতি । হ্যাঁগো, মরা ছেলে কোলে ক'রে মা মাগী
কাঁদচে, তাদের ভাগ্যক্রমে সেই স্থান দিয়ে
মহাপুরুষ যাচ্ছেন ;—দেখে দয়া হলো, 'বল্লেন,
'কাঁদচো কেন, তোমার পুত্র ত মরে নাই'
ওমনি মৃতপুত্র বেন ঘুম ভেঙে উঠলো !

প্রভাকর । আমার প্রতি কি দয়া হবে ?

প্রতি । অবজ্ঞাই হবে, উনি দয়ার সাগর ।

(শঙ্করাচার্য্য এবং সনন্দন, মণ্ড মিশ্র, আনন্দগিরি,

চিংসুখ, তোটিকাচার্য্য, শান্তিরাম

প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

শঙ্কর । সুরের, এ কোন্ দেশ ? যেন কোন

মহাপুরুষের আবাসস্থল বোধ হচ্ছে । দেখ
দেখ,—মাধব-মালতী পরম্পর আলিঙ্গিত ও
পুষ্পিত, বেন শান্তিদেবী বিরাজ করেন ;
প্রান্তর শতশালিনী, পার্শ্বীরা অসংখ্যচিত্তিতে
মহাশয়ের নিকট বিহার ক'রে গান কচে, বেন
হিংসা-ষেয-বর্জিত স্থান । হেথায় নিশ্চর কোন
মহাপুরুষ অবস্থান করেন ।

প্রতি । (প্রভাকরের প্রতি জনান্তিকে) নাও,
নাও—পায়ে ধরো ।

প্রভাকর । (হাবার হস্ত ধরিতা) নে, প্রণাম কর ।
(শঙ্করাচার্য্যের পদপ্রান্তে রক্ষা করিয়া) প্রভু !
কৃপা করুন,—বহুদিন অপূত্রক ছিলেম, শেষ
অবস্থায় এই পুত্রসন্তান লাভ হয় ; কিন্তু পুত্র-
প্রাপ্তি আমার ও আমার ব্রাহ্মণীর যন্ত্রণা শত-
গুণে বর্ধিত । পুত্রের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর,
কিন্তু অদ্ভাবি একটি বাক্য নিঃসরণ করে
নাই, দিবারাত্র অশ্রমণ । ভোজ্যবস্ত্র মুখে দিলে
কখনো আহার করে, পরিধেয় বস্ত্র সর্বসময়ে
কটিদেশে থাকে না, শুচি-অশুচি জ্ঞান নাই,
যজ্ঞোপবীত দেহ হ'তে পড়ে যায়, তার প্রতি
লক্ষ্য নাই । সমবয়স্কের সহিত কখন ক্রীড়া
করে না, কোন ছুটি বালক যদি কখনো প্রহার
বা অন্তরূপ পীড়ন করে, তাতে কোন প্রকার
বিরক্তি প্রকাশ করে না । মানবের আকার-
মাত্র, কিন্তু জড়ের ভ্রায় অজ্ঞান । প্রভু, আপ-
নার কৃপায় মৃতবালক জীবন পেয়েছে,—
আমার এই জড়বালকের উপায় করুন ।
দেখুন—কাঠবৎ আপনার পদতলে পতিত
রয়েছে, যে অবস্থায় রাখুন, সেই অবস্থায়
থাকে ।

শঙ্কর । আপনি জড় বলছেন, কিন্তু আপনি আমার
প্রণাম কর্ত্তে বললেন, তা তো বুঝলে ?

প্রভাকর । কিছুই বোঝে নাই । আমি আপনার
পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করলেম, সেই অবস্থাতেই
পতিত রয়েছে । প্রভু, আপনি মন্তকে পদার্পণ
করুন ।

শঙ্কর । বালক, তুমি কে ? কেনই বা এই জড়ের
ভ্রায় অবস্থান কর ? (হাবার মন্তকে হস্তার্পণ)
হাবা । নাহং মহাত্মো ন চ দেবযজ্ঞো,

ন ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বৈশ্বজ্ঞাঃ ।

ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো,

ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ ।

শঙ্কর । (প্রভাকরের প্রতি) শুনি বিজবর, তোমার
বালক কি আশ্বপরিচর দিচ্ছে ।

হাবা । তপন-কিরণে যথা ভুবন প্রকাশ,

সেইরূপ মনশ্চকু ইন্দ্রিয়াদি যত

ক্রিয়াবান্ বাহার প্রভাবে,

আকাশের তুল্য শুদ্ধ নিরঞ্জন যেই—

নিত্যজ্ঞানস্বরূপ সে শুদ্ধ-আত্মা আমি । ১

বহির উন্মত্ততা যথা বহির স্বরূপ,

নিত্যজ্ঞান স্বরূপ বাহার,

জড়মতি প্রকৃতি যে বিরটি আশ্রয়ে

সচঞ্চলা কার্যে পরিণতা,

অদ্বিতীয় নিত্যজ্ঞান-স্বরূপ অহম । ২

বদনের প্রতিবিম্ব দর্পণে যেমন

বদন হইতে নহে পৃথক্ কখন,

বুদ্ধিরূপ মুকুরে বিস্তিত আত্মা তথা

জীব-ভাব করিয়ে কলনা,

ভিন্ন ভাবে আপনার পরমাশ্রা হ'তে—

সেই নিত্য বোধরূপ পরমাশ্রা আমি । ৩

প্রতিবিম্ব নাহি রহে মুকুর বিহনে;

সেইরূপ আত্মবুদ্ধি হইলে বিলীন,

পরমাশ্রা বিস্তিত বাহাতে,

অখণ্ড অসঙ্গ আত্মা রহে বিভ্রমান,

সেই পরমাশ্রা মম আশ্ব-পরিচর । ৪

মনের যে মন, যিনি চকুর নয়ন,

ইন্দ্রিয় বাহারে নাহি পার নয়ন,

আমি সেই মুক্তজ্ঞান আশ্রার স্বরূপ । ৫

বহু জলপাত্রে যথা তপন বিস্তিত,

অদ্বিতীয় নির্মম সে চিৎ স্বপ্রকাশ—

নানা ঘটে নানারূপে হয় বিভ্রমান,

আমি সেই নিত্যজ্ঞান আশ্রার স্বরূপ । ৬

এক হৃদ্য যথা রূপ-প্রকাশ কারণ,

বহু চকু হেরে তাহা তাহার প্রভার,

সেইরূপ এক বহু বুদ্ধিতে প্রকাশ,

বহু জ্ঞানে বহু বুদ্ধি এক বস্তু হেরে,

বহুভাবে বিস্তিত সে নিত্য আত্মা আমি । ৭

মেঘাচ্ছন্ন হেরি দিবাংকর,

প্রভাহীন-রবি জ্ঞান করে মুচ্ছন,

সেইরূপ চিৎ বস্তু দ্বারা-আবরণে

বদ্ধ জ্ঞান করে আপনায়,

সেই নিত্য চিৎরূপ স্বরূপ আমার । ৮

জগতে সমস্ত বস্তু বাহ্যিক প্রকাশ,

অণু হ'তে বৃহত্তর-সংসার স্বরূপ,

স্বচ্ছরূপ বস্তুগত আকাশ যেমন—

সেই নিত্য জ্ঞানরূপ স্বরূপ আমার । ৯

কৃপাপ্রার্থী তব প্রভু, আশ্রিত তোমার,

হে শুদ্ধ, হে বিকার-বিহীন মহাত্মন,

ফটিকের পার্শ্বে রক্তজবা সংস্থাপনে

আরক্ত ফটিক হয় জ্ঞান,

চন্দ্র-প্রতিবিম্ব যথা চঞ্চল সলিলে

বহু চন্দ্র হয় অসংখ্যমান,

পরমাশ্রা পরমপুরুষ তুমি দেব,

তেমতি এ বহুভাবে মায়ায় প্রকট,

কৃপা কর নিরাশ্রয় জনে ।

শঙ্কর । হে বালক, তুমি জীবমুক্ত পুরুষ, করগত

আমলকীফলের শ্রায় ব্রহ্মভাব তোমার হৃদগত ।

তুমি হস্তামলক নামে জগতে বিখ্যাত হও ।

তুমি বহুজন্ম তপস্তার ফলে সংসার-বান্ধিত ।

তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান

করো । (প্রভাকরের প্রতি) পণ্ডিতবর,

প্রত্যাক দেখলেন—আপনার পুত্র জড় নয় ।

আপনি গৃহী; এ অসঙ্গ পুত্র আপনার এয়ে-

জন নাই । এ পুত্রসন্তান আমার দান করন ।

ভা-গদ্যী । না—না, আমার যেমন জড় ছেলেছিল,

সেই জড় ছেলে থাকুক, আমার ব্রহ্মজ্ঞানী

ছেলে চাই না । আমি এ সন্তান তোমার

দেবো না,—আমার বাছা জড় হয়ে আমার

ঘরে থাকুক ।

শঙ্কর । মা, কারে পুত্র বলছ ? স্বরণ করো, তুমি

তোমার শিশু পুত্র লয়ে যমুনার ত্রান করতে

গিয়েছিলে; যমুনার পতিত হয়ে তোমার

শিশুর প্রাণবায়ু নির্গত হয় । এই সাধু তোমার

রোদনে দয়াক্রিচ্ছিত হয়ে তোমার শিশুর শরীরে

প্রবেশ করেছেন । তুমি ভেবেছিলে, তোমার

পুত্র মুচ্ছাপন্ন হয়েছিল—তা নয়, তুমি এই

মহাপুরুষকে গৃহে লয়ে এসেছ । পাছে সংসার

স্পর্শ করে, সেই নিমিত্ত জড়ের শ্রায় ইনি

অবস্থান করতেন । এই সাধুর প্রভাবে এ

প্রদেশ শান্তিপূর্ণ । মা, তোমার গৃহে

নারায়ণ আছেন, পুত্রভাবে তাঁর সেবা করো,
বশ্যাদার ছাড়া নারায়ণ-পুত্র লাভ করবে ।

প্রভা। ব্রাহ্মণি, এসো—গৃহীর আবাসে যোগীর
প্রয়োজন নাই। পুত্রজ্ঞানে এত দিন যে এই
ব্রহ্মবিদ মহাপুরুষের সেবা করবার সুযোগ
প্রাপ্ত হয়েছি, সে আমাদের পরম ভাগ্যফলে।
পুত্রের মমতা এই যোগিবরের পদে অর্পণ
করো ।

প্রভা-পত্নী। যতীশ্বর, এ দেহে মহাপুরুষ থাকুন আর
যেই থাকুন, আমি এত দিন পুত্রজ্ঞানে পালন
করেছি। পুত্রস্নেহে যে কি কঠিন বন্ধন, আপনি
যতি, আপনি কি জানবেন? আমি অতি
অভাগিনী !

শঙ্কর। না দেবি, তুমি স্ত্রীভাগিনী, মুক্তাঙ্গার সেবা
করেছ,—অচিরে মায়ারাজ্যে পরিত্যাগ করে
প্রেমরাজ্যে নারায়ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হবে।

প্রভা। যতীশ্বর, আপনার বস্ত্র আপনি গ্রহণ করুন,
কিন্তু লম্বার আমার অঙ্গকার জ্ঞান হচ্ছে।
প্রণাম । (পত্নীর প্রতি) এসো, গৃহে বাই।
নারায়ণকে মনোবেদনা জানাই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

প্রতিবাসী। প্রভু, আমার পদধূলি প্রদান করুন।
আমার জীবন সফল হোক। ব্রাহ্মণকুলে আমি
একজন জ্ঞানহীন মূঢ় ব্যক্তি ।

[শঙ্করাচার্য্যের পদস্পর্শ করিয়া প্রণামকরণ ।

শঙ্কর। দেবদেবের প্রসাদে অচিরে দিব্যজ্ঞান
লাভ করবে ।

প্রতি। প্রভু, আজ আমার পরম ভাগ্য, যতীশ্বরের
দর্শন, স্পর্শ ও আশীর্বাদ লাভ করলেম ।

[প্রতিবাসীর প্রস্থান ।

শঙ্কর। এসো হস্তামলক, তোমার কার্য্য অবসান
হয়েছে। আমাদের এখনো বহুকার্য্য অসমাপ্ত।
(আনন্দগিরির প্রতি) আনন্দগিরি, তুমি ঋতু,
তোমার ভাষা জনসমাজে পূজ্য ও হিতকর
হবে। সনন্দন, চিত্রসুখ, তোমাদের ভাষা-
পাঠেও আমি পরম তৃপ্তিলাভ করেছি ।

সনন্দন। প্রভু, আমি অপরাধী, আপনি সুরেশ্বরকে
যখন ভাষা-রচনার আদেশ প্রদান করেন,
আমরা অনেকেই বিরূপ হয়েছিলাম, কিন্তু
বর্ত্ত: আমি। ভাব্যতম, যে ব্যক্তি সংসারে

লিপ্ত ছিলেন, কর্ত্তব্যকাণ্ডে বার জীবন ছিল,
তিনি বিমল অদ্বৈতভাষ্যের টীকা বিরূপে
করবেন। সে ভ্রম আমার খণ্ডন হয়েছে ।

শঙ্কর। সুরেশ্বর, প্রারব্ধ বলবান। প্রারব্ধে
তুমি অপর দেহ ধারণ করে বাচস্পতি
মিশ্ররূপে তোমার কার্য্য সমাপ্ত করবে।
তখন আমার ভাষ্যের টীকা পূর্ণ হবে।
সুরেশ্বর, তুমি কোন আভাস পেয়েছ কি,
তুমি কে ?

মণ্ডন। আমি আগনার দাস, অপর আভাস
আমার প্রয়োজন নাই ।

শঙ্কর। আমি তোমার পঞ্চাযোনিক্রমে দর্শন
করেছি। দেবী সরস্বতী তোমার গৃহে
আবদ্ধ ছিলেন,—এখনো তোমার সঙ্গিনী,
নচেৎ এরূপ টীকা সামান্য শক্তিতে প্রস্তুত
হয় না। (হস্তামলকের প্রতি) হস্তামলক,
তোমার ভো কথাই নেই, তুমি সংসারাত্মমে
বৈরূপ ছিলে, এ আশ্রমেও সেইরূপ। তা
তোমার কোন ভাষা-রচনার আদেশ করে,
তোমার আনন্দের বিষয় করবো না, তুমি নিরত
ব্রহ্মানন্দেই অবস্থান করো ।

[শঙ্করের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

পর্তুতোপরি কাপলিকের আশ্রমের নিকটবর্ত্তী বন
শঙ্করাচার্য্য ।

শঙ্কর। এ কোন্ স্থান? প্রকৃতি যেন কোন
পৈশাচিক শক্তিতে আচ্ছন্ন। তরলতা
মলিন, বিহঙ্গ রবহীন,—যেন অশান্তির
আবাসস্থান ।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। প্রভু, আজ আপনাকে ছাড়বো না,
আমার সকলের সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করিতে
লজ্জা করে, সবাই হাসবে আর বলবে, এটা
এক অহাশুখ। আজ একলা পেরেছি,
ছাড়বো না। আমার বড় গোল বেধে
গিয়েছে, আমি বেধাহীন—আমি কিছু বুঝতে
পারি না ।

শঙ্কর। কি বাপু, কি বুঝতে পারো না ?

শান্তি । এই প্রভু বলেন,—অধিতীয়, অসঙ্গ, অখণ্ড,
সচ্চিদানন্দ এক ব্রহ্মই বিস্তারিত—আর সকলই
মারা । আর দেবদেবী, নোড়াহুড়ি বাবেখানে
দেখেন, অমনি ছন্দে-বন্দে স্বর রচনা করেন ।
গঙ্গা, নন্দনা প্রভৃতি যে যেখানে নদী আছে,
এমন কি, ডোবা নালা বাদ বার না, তার স্তব
আওড়ান,—সকলকেই তো মুক্তিদাতা বলেন ।
কিন্তু বৈষ্ণব এলে তাকেও থক'রে দিচ্ছেন
শৈব এলেও তাই,—যেখানে যে উপাসক
আছে, খুঁজে খুঁজে গিয়ে তো তাদের পরাস্ত
করেন । এর কোনটা ঠিক আর কোনটা
অঠিক, আমি বুঝবো, বলুন ?

শঙ্কর । বত দিন দেহবুদ্ধি রহে,
পূজা, স্তব, বাগযজ্ঞ অতি প্রয়োজন ।
মুক্ত-আত্মা প্রভৃতি রহেন পূজারত
বত দিন দেহবুদ্ধি রয় ।
সমাধি ব্যতীত নহে দেহবুদ্ধি লয় ।
এই হেতু মুক্ত-আত্মাগণে
নিরত রহেন দেবদেবী-পূজারত ।
মুমুক্শু যে জন, দেবদেবী করিয়ে সাধন
মুক্তিপথে হয় অগ্রসর ;
উপাস্ত বস্তুতে তাহে জন্মে প্রিয় জ্ঞান,
ন মুক্ত অহর্নিশি রহে,
ইষ্ট-মুক্তি হেরে সে স্বদরে ।

ক্রমে দিবা জ্ঞানোদয়ে
উপাস্ত সহিত হেরে অভেদ আপনি ;
দেবদেবী উপাসনা তেঁই প্রয়োজন ।

শান্তি । প্রভু, আপনার কথা ভারি গোলমলে, যদি
এ সব প্রয়োজন, তবে দেশ-বিদেশ ঘুরে তর্ক
করেন কেন ?

শঙ্কর । হীনবুদ্ধি নরে, বিভ্রা-দম্ভভরে
হীনজ্ঞান করে মূঢ় ভিন্ন সাধকেরে ।
অহঙ্কারে ভাবে ব্রাস্ত অজ্ঞ সম্প্রদায়,
সত্য উপলব্ধি মাথ কেবল তাহার ।

শান্তি । আর আপনিও তো তাই বলেন, বলেন—
অষ্টৈতবাদই সত্য, আর সব ঠিক নয় । যে বা
বলতে আসে, অমনি মুখ ধাবড়ে দিয়ে তো তার
মত উল্টে দেন ।

শঙ্কর । দিব্যজ্ঞানে তাবে মনে বেই ভাগ্যান্বিত,
ইষ্ট তার জগতের ইষ্টের স্বরূপ

নিত্যানন্দময় বিহু ব্যাপ্ত চরাচরে,
ইষ্ট বার প্রিয় নিজ সম, চরাচরে,
তর্কে রহি বিরত সে মহাজন সনে ।
অন্তি, ভাতি, প্রিয়—এই মহাবাক্যজর
করিতে স্থাপন, মন তর্ক প্রয়োজন,
ইহার অধিক নাহিক শাস্ত্রশিক্ষা আর ।
সেই প্রিয় বৈষ্ণবের স্বামীর সমান,
পরীক্ষানে শাস্ত্র ভজে তাঁরে,
প্রকৃতি প্রভেদ—প্রিয় যে সমস্ত বার,
যেদ্রুপ সমস্ত করে ঈশ্বরের সনে ।

শান্তি । ও বান,—আপনার হেঁদো কথাই ভেতর
আমি মেন্দোতে পারবো না । আমার ব'লে
দিন—মন পর্যন্ত তো বুঝতে পারি, তার পর
আমার স্ব-স্বরূপ আবার কি ?

শঙ্কর । মন পর্যন্ত তো জানো ? কার মন বল দেখি ?

শান্তি । বড় সোজা কথাটি জিজ্ঞাসা কল্লেন কি
না ! তা জানলে আপনাকে বিরক্ত কর্তেম
কি না, আমিই আচার্য্য ব'নে যেতাম । আপনি
মরা মানুষ বাচান, বোবা কথা কওয়ান,
আমার একটু বুদ্ধি দিয়ে দিন, যাতে একটু
বুঝতে পারি ।

শঙ্কর । বৎস, সাধন প্রয়োজন । সাধন করো—
সমস্ত বুঝবে ।

শান্তি । যা করতে হয়—সে আপনি করুন । সাধন
ক'রে তো মন বশ করতে বলেন ? সে আমার
কর্ম নয় । সে সব পদ্যপাদ প্রভৃতিতে বলুন ।
আমি চোখ বুজে মন স্থির করতে নিরুজ্জনে
ব'সলেই, মন বেটা বরং সোজার ছিল ভাল,
চোখ বুজলেই অমনি স্থষ্টি-সংসার ঘুরতে
চললো । এ মন নিয়ে—কি সাধন ক'রবো
বলুন ? আমি একটা সোজামুজি বুঝছি,
আমার মিটিও লাগে,—

“ধানমূলং গুরোর্মুক্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্ ।

মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥”

এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার করলেম, যা
করবার—করবেন ।

শঙ্কর । বৎস, সার তত্ত্ব তোমার উপলব্ধি হয়েছে,
বহু সাধনকালে এ ধারণা জন্মে । ব্রহ্মজ্ঞান
তোমার করগত ।

(মন্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ)

শান্তি । ম'শায়, আপনি মাঝে মাঝে কাঁকিও চালান । কা'ল সকালে যদি ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, কা'ল আবার আপনার সঙ্গে পেড়াপিড়ি করবো । এই বলে রাখলেম ।

শব্দর । দেখ, এ অতি কুৎসিত স্থান । এ স্থানে আশ্রম করা উচিত নয় । পদ্মপাদ প্রভৃতিকে ডাকো, আমরা অতাই এ স্থান পরিত্যাগ করবো ।

[শান্তিরামের প্রস্থান ।

(উগ্রভৈরবের প্রবেশ)

কে আপনি ?

উগ্র । আমি আপনার চরণাশ্রিত—ভিক্ষাপ্রার্থী ।

শব্দর । কি, আত্মা করুন ?

উগ্র । আমি আত্মোন্নতির ইচ্ছা করি ।

শব্দর । আমার উপদেশ-গ্রহণে ইচ্ছুক কি ?

উগ্র । না, আমার অল্প পছা, অবৈত-পছা নয় ।

আমি শক্তির প্রেরাসী, সিদ্ধাই-অর্জন আমার কামনা ।

শব্দর । তবে কি নিমিত্ত এ স্থানে আগত ?

উগ্র । আপনার দ্বারা সেই সিদ্ধাই লাভ করবো ।

শব্দর । কিরূপ, প্রকাশ করুন ।

উগ্র । আমি বহুদিন ভৈরবের উপাসনার পর, তিনি প্রসন্ন হয়ে আমার আত্মা দেন যে, যদি কোন রাজা বা নির্মলাত্মা সাধুর মন্তক হোমে আহুতি প্রদান করতে পারিস্, তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, অষ্টসিদ্ধি লাভ করবি ।

শব্দর । মহাশয়, যদি অবৈতপছা অবলম্বন করেন, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি ক্ষুদ্র শক্তি পদদলিত ক'রে আনন্দধামে উপনীত হবেন ।

উগ্র । না, আমার সামান্যই প্রেরাস—আমার অষ্ট-সিদ্ধিই বাসনা । আমার ভিক্ষা, আপনি আমার বাসনা পূর্ণ করুন ।

শব্দর । আমি কিরূপে আপনার বাসনা পূর্ণ করবো ?

উগ্র । যদি আমার উপকারার্থে ইচ্ছা করেন, অনা-রাসেই পারেন । আপনি সর্বদাই প্রচার ক'রে থাকেন, এ অনিত্য শরীর পরকার্যে নিযুক্ত ক'রে রাখাই কর্তব্য । আমি আপনার সেই বাক্যের পরীক্ষা ক'চ্ছি । যদি পরকার্যার্থে

শরীর ধারণ ক'রে থাকেন, আমি বহুবার ইষ্টলাভ করি, দেহের দ্বারা সেই কার্য করুন ।

শব্দর । আমার কি করতে বলেন ?

উগ্র । নিবেদন করেছি, এক নির্মল সাধুর মন্তক আহুতি দেওয়া আমার প্রয়োজন । আমি সমস্ত স্থান অবেষণ ক'রে পবিত্র সাধু কোথায় দেখলেম না । বৌদ্ধ তান্ত্রিক অনেক আছেন, কিন্তু তাঁদের চিন্তা আমার জায়গায় সমল । অত-এব আপনি আপনার মন্তক ভিক্ষা দিন । প্রভু, আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার অবিসিত নাই, পরকার্যে দধীচি আপনার অস্থি প্রদান ক'রে-ছিলেন । আমার মন্তক প্রদান ক'রে জগতে দধীচির জায় বশব্দী হউন ।

শব্দর । উত্তম । আমি এ ভঙ্গুর দেহ তোমার কার্যে প্রদান করবো । বার্থ বলেছ—পরকার্যে দেহ-অর্পণ মানবের উচ্চ কর্তব্য । কিন্তু নির্জন কোন স্থান ব্যতীত আমার শিষ্যেরা তোমার কার্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করবে ।

উগ্র । আস্থন—আস্থন প্রভু, এখন আপনার শিষ্যেরা উপস্থিত নাই,—আমার আশ্রমে আস্থন—সে অতি নির্জন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(গণপতির প্রবেশ)

গণ । কি করো, কোথায় যাবো ! পথ চিন্তে পাচ্ছি না, কেন এ হ্রস্বত কাপালিকের কাছে এসেছিলুম । আমার নরবলি দেয় তো নিস্তার পাই । হায় হায়—ইচ্ছা ক'রে আপনার সর্ব-নাশ ক'রেছি ।

[সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিংসুখ, হস্তামলক, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্য-গণের প্রবেশ)

সনন্দন । কই—গুরুদেব কোথায় গেলেন ?

গণ । পদ্মপাদ,—পদ্মপাদ,—রক্ষা করো !

সনন্দন । কি গণপতি,—কি হয়েছে ?

গণ । উগ্রভৈরব নামে এক ঘোর কাপালিকের হাতে প'ড়ে আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ ।

সনন্দন । কেন—কি হয়েছে ?

গণ । দেখ, শত শত কুৎসিত কর্ত্ত আমায় করতে হয়,—সতীকে ভুলিয়ে আনতে হয়, কোথায়

কোন চণ্ডাল আছে, অহঙ্কানি ক'রে তাকে
ভুলিয়ে আনতে হয়। যদি না করি—যারে,
ধেতে দেব না। পালাতে পারি না,—
পালাতে গেলে—কি বাধ ক'রবে, পালাতে
গেলে পথ ভুলে যাই। সবত দিন ঘুরে-ফিরে
কের ওর আত্মানার এসে প'ড়তে হয়। যে
দিন পালাবার চেষ্টা করি, সে দিন আর বজ-
গার শেষ থাকে না। যে সব বুঝতী জীলোক
কুকার্যের নিমিত্ত এনেছে, আর এমন কি—
যারা জানে যে, তাদের বলি দেবার জন্তে
এনেছে, মেয়েই ইউক, পুরুষই ইউক, যে
খপ্পরে প'ড়েছে, পালাতে পারে না। ভাই,
তোরা আমার রক্ষা কর।

সনন্দন। সে কাপালিক কোথায় থাকে ?

গণ। এখানেই থাকে ! কিন্তু সে কোন্ স্থান—
আমি চিন্তে পারি না। আমি কোথায়
রয়েছি, আমি বুঝতে পাচ্ছি নে।

সনন্দন। তোমার কোন চিন্তা নাই, গুরুদেবের
শরণাগণ হও, আমাদের সঙ্গে এসো।

গণ। শোন শোন,—আচার্য্য এখানে আসবেন,
তাই এই পর্বতে কাপালিক এসেছে। সে
গুরুদেবকে খোঁজে, ওঁরে বলি দিতে চায়।
উনি কোন্ রাজশরীরে বধন ছিলেন, তখন
থেকে বলি দেবার জন্তে ঘুরচে। ভাই, তোরা
পায়ের ধূলো দে।

(সকলের পদধূলি গ্রহণ।)

তোরা কি জানিস্। এ কথা আর কেউকে
বলতে গেলে কে যেন আমার গলা টিপে
ধ'রতো, কিন্তু তোদের তো বলতে পারলুম।
আমি গুরুদেবের কাছে অপরাধী, তোরা
ব'লে ক'রে আমার অপরাধ মাফ ক'রতে
বলিস্। (চমকিত হইয়া) এই যে আমার
ভৃত নেবে গিয়েছে, এই যে আমি পথ চিন্তে
পাচ্ছি ? ও ভাই—ও ভাই—তোরা পায়ের
ধূলো দে, আমার আর পায়ে ঠেলিস্ নি,
আমার তোদের সঙ্গে রেখে দে। (পুনরায়
সকলের পদধূলি গ্রহণ।)

সনন্দন। এসো, তিনি দরার সাগর, তোমার
মার্জনা ক'রবেন।

গণ। ও ভাই, ও ভাই—আজ কি তিথি, অমাবস্তা

কি ? হাঁ, আজ অমাবস্তা,—আজ গুরুদেব
বলি দেবার চেষ্টা করবেন।

সনন্দন। তুমি কি বলছো ?

শান্তি। ভাই, আমার বড় আশঙ্কা হ'ছে, যখন
তোমাদের ডাকতে যাই, একজন তাজিক—
জবার মালা গলার, কশাধার রক্তচন্দন লেপন
করেছে ; বোধ হলো, আশ্রমের দিকেই
আসুছে। গুরুদেব কি তাঁরই সঙ্গে গেলেন।
তিনি দয়াময়, যে যা প্রার্থনা করে, তারই
প্রার্থনা রক্ষা করেন।

সনন্দন। আঁ—কি সর্বনাশ ! চলো—কোথায়
কাপালিকের আশ্রম দেখাবো।

গণ। এসো—এসো।

সনন্দন। চলো, সেই পাথরই গুরুদেবকে স্তবস্ততি
ক'রে কার্যোদ্ধার করবে। উনি পরকার্যে
মস্তক দিতেও প্রস্তুত হবেন।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্তীক।

উগ্রভৈরবের আশ্রম।

শঙ্করাচার্য্য ও উগ্রভৈরব।

শঙ্কর। ভূমি প্রস্তুত হও, আমি তোমার মস্তক
দেবার জন্ত ধ্যানস্থ হচ্ছি।

উগ্র। আমি প্রস্তুত, কেবল থুঁতাপূজা ক'রে
থুঁতগ্রহণ করি।

(থুঁত আনয়নার্থে গমন।)

শঙ্কর। মেদিনীতে মৃত্তিকা মিশাও,
মিল জলে সলিল দেহের,
অনিলে অনিল, তেজ সহ তেজ,
ঘট নাশে ঘটাকাশ আকাশে মিশাও।

(সমাধিস্থ হওন।)

(থুঁত লইয়া উগ্রভৈরবের পুনঃ প্রবেশ।)

উগ্র। এইবার মনকামনা সিদ্ধ হবে, এইবার অষ্ট-
সিদ্ধি লাভ করবো। এ কল্যাণে—ইচ্ছা হয়,
অপর কল্প পর্যন্ত জীবিত থাকুবো। কেবল
ভোগ—কেবল ভোগ। ভোগ অপেক্ষা মোক্ষ
কি মুখ। বহু কঠোর করেছি, এইবার কেবল
ভোগ। ব্রহ্মাণ্ডের সুখাদ বস্তু উপভোগ,
ব্রহ্মাণ্ডের সুন্দরী রমণীর সেবা-গ্রহণ, ইচ্ছা

সর্বত্র প্রবেশ, ইচ্ছার মূর্তি ধারণ। (শঙ্করা-
চার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া) নিশ্চল হয়ে রয়েছে,
এইবার কার্যোদ্ধার! অঙ্গ ভৈরবজি!

(বক্সান্ডোলন)

(জ্ঞানবেগে শনম্বনের প্রবেশ)

শনমন। আরে হরীচাঁদ পাখিও নয়রূপী দেতা!—

(গর্জন করিয়া শনম্বনের নৃসিংহমূর্তিতে প্রকাশ
হইয়া কাপালিককে বিদীর্ণকরণ)

(মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিংহুথ, শান্তিরাম,
হস্তামলক ও গণপতির প্রবেশ)

মণ্ডন। এ কি! গুরুদেব কি নৃসিংহদেবকে আবা-
হন করেছেন! গুরুদেবের কৃপার আমরা
সকলে কৃতার্থ।

শঙ্কর। (নৃসিংহদেবের স্তব)

নিম্নকায় নর, কেশরী উর্কে,
প্রাকট ভীম তম্বু অম্বর-বিরুদ্ধে,
নমস্তে নৃসিংহদেব।

হিরণ্যকশিপু-নিপাত নথরে
শত্রুরূপ বিভূ তারিতে নফরে,

মুক্তি-প্রদায়ক এব।

অনাদি এক সৃষ্টিপ্রারম্ভে,
প্রহ্লাদ-বচনে সম্ভব স্তম্ভে,

ভক্তাধীন নমস্তে!

নরক-নিবারণ, হৃকৃতি-হরণ,
ভীত নিরাশ্রয়-সঙ্কট-শরণ,

চরণ বর্গপ্রদ হস্তে!

গর্জন-স্তম্ভিত অম্বরপ্রমাদে,
গর্ভ নিপাতিত ভীষণনাদে,

হুর্জন কম্পিত দাপে।

দয়া-পয়োধি, নিধি-সম্পদদাতা,
রাতুল পদ ভব-অর্গব-ত্রাতা,

দীনতারণ তাপে।

সৃষ্টিস্থিতিলয়-বিধানকারী

ভক্ত-হৃদাসন নিয়ত বিহারী,

রাধিত সুরনর-নাগে।

শঙ্কা-সঙ্কুল-ত্রিভুবন ত্রীপতি,

উখলিত প্রলয়—সম্বর মুরতি,

দীনাপ্রিত জন মাগে।

(নৃসিংহদেবের অন্তর্ধান)

মণ্ডন। প্রভু, দেখুন, দেখুন—সংস্কারীন পদ্মপাদ
দণ্ডায়মান।

শঙ্কর। পদ্মপাদ—পদ্মপাদ, প্রকৃতিস্থ হও,—প্রকৃ-
তিস্থ হও, শান্তি—শান্তি।

শনমন। প্রভু, আমি কোথায়? এই যে সেই ছুই
কাপালিক! একে কে নিধন বরুলে? গুরুদেব
—গুরুদেব!—তিনি কোথায় গেলেন—
তিনি কোথায় গেলেন?

শঙ্কর। বৎস, কার অহুসন্ধান কচ্চ—নৃসিংহদেবের?
তিনি বার হৃদয়বাসী, আমার শত্রু নষ্ট ক'রে
তার হৃদয়েই প্রবেশ করেছেন।

মণ্ডন। তুমি কোথায় ছিলে?

শনমন। ভাই, আমি গুরুদেবের বিধদ্ জেনে
নৃসিংহদেবকে স্মরণ করেছিলাম, তার পর
আর আমার কিছু স্মরণ নাই।

শঙ্কর। পদ্মপাদ, সাধারণ ব্যক্তির পদরক্ষার জ্ঞাত
গম্ভাবক্ষে পদ প্রক্ষুটিত হয় না। তোমার
সাধনবলে রক্ষাকর্তা নারায়ণ—নৃসিংহরূপে
আমায় রক্ষা করেছেন।

গণ। (সাষ্টাঙ্গ হইয়া) প্রভু, আমার অপরাধ
মার্জনা করুন।

মণ্ডন। প্রভু, এই গণপতির দ্বারা আমরা কাপা-
লিকের সংবাদ পেলেম।

শঙ্কর। আমি অবগত আছি। শুন গণপতি, গুরু-
শিষ্যের সধক তুমি জান না, এই জ্ঞাত আমার
কত ক্রোধ দিয়েছ তা তুমি অনুভব করতে
পার নাই। তুমি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলে,
সন্নিহান হয়ে আমার স্থান ত্যাগ করে। তুমি
ত্যাগ করেছিলে, কিন্তু নিয়তই আমার
অন্তরাআ তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত তোমায়
সহিত অবস্থান করেছে, এতে আমার কিরূপ
আনন্দ জানো? যেক্ষণ কোন সংসারী ব্যক্তির
দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্ধেশ একমাত্র পুত্র গৃহে
প্রত্যাগমন করলে তার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়,
আমারও সেইরূপ। পাপ পশা কিরূপ ভীষণ,
দেখেছ, সৃষ্টির নিকট সেই ভীষণ মূর্তি
প্রকাশ ক'রে, জীবের কল্যাণসাধন করে।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাক।

কাপালিকগুরু ক্রকচের আশ্রম।
ক্রকচ, কামকলা ও কাপালিকগণ।

ক্রকচ। কে এ শব্দ! শুনেম, আমার প্রিয় শিষ্য
উগ্রভৈরব কাপালিকে বধ করেছে। বখার
যায়, তথায় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত
করে। আমার দূত সংবাদ এনেছে যে,
কাপালিক-বিনাশে কৃতসংকল্প হয়ে রাজা সুধার
সমুদ্রে সজ্জিত। আমাদের ক্রিয়া-বলে সশিষ্য
শব্দ ও সমুদ্রে রাজা সুধার বধনাথন করা
সম্ভব প্রাপ্তক।

কামকলা। তোমরা সকলেই বুদ্ধিহীন, একেবারে
ভয়ে অভিভূত। সশিষ্য শব্দকে বধ কি
নিমিত্ত করবে? আমাদের মতাবলম্বী করা
যাক, তা হ'লে সমস্ত ভারতবর্ষ আমাদের
নিকট অবনতমস্তক হবে।

১ম কাপ। তুমি কি মনে করছ, শব্দ সামান্য
ব্যক্তি, তুমি কটাক্ষে অভিভূত করবে?

কামকলা। কেন, শব্দ তো মহাশয়, স্বয়ং শব্দ
বিচলিত হয়েছিলেন। আমার পরীক্ষা করতে
দাও। শুনেছিলেন, অঙ্গনা-সন্তোষের নিমিত্ত
শব্দ পরদেহে প্রবেশ করেছিল, এ আশ্বাদ যে
পেয়েছে, তারে বশ করা অতি সহজ। আমি
প্রতিশ্রুত হচ্ছি, তারে বশীভূত করবো।

ক্রকচ। যাও, পারো উত্তম।

[কামকলার প্রস্থান।

আমাদের আর নিশ্চিত থাকে উচিত নয়।
বখার যে জৈন ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক,—বৈষ্ণব,
শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি পক্ষোপাসকরূপে
প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কচ্ছে, তাদের নিকট
সংবাদ প্রেরণ করেছে। তারা সব স্তম্ভিত
হয়ে আসছে। আমরাও স্তম্ভিত হয়ে অগ্রসর
হই, মানানদী প্রস্তুত করে রাজা সুধার
পতিরোধ করি। পরে ভৈরবদেবকে পূজার
সম্পত্তি করে, তাঁর মারণ-শক্তিতে সমস্ত নষ্ট
করবো। এসো—আমরা অগ্রসর হই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাক।

বটবৃক্ষতল।

(কামকলার প্রবেশ)

কামকলা। ক্রকচ, তুমি জানহীন। আমার দাস
ক'রেও রমণীর কটাক্ষ-প্রভাব বোঝো নাই।
তুমি কাপালিক, ময়ই জানো, রমণীর মত
অবগত নও। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কে কোথায়
শরীরধারী, যে নারীর কটাক্ষে না বিদ্ধ হয়।
শব্দ তো পরকারে রমণীর আশ্বাদ পেয়েছে।
সে আমার হাবভাবে, অঙ্গনাঙ্গন দর্শনে,
আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুতূহলের দ্বারা অহুগামী
হবে। আরে পুরুষ! নারীর নিকট তোদের
দস্ত কিসের? বুঝি আসছে, আমি সজিনী-
বেষ্টিতা হয়ে মাধুরীমাল্য বিস্তার করবো।
দেখি—যোগিনী আবিষ্ট হয় কি না!

[প্রস্থান।

(শব্দাচার্যের প্রবেশ)

শব্দ। বহুকার্য এখনো সমুদ্রে।

সাত্ব্য, পাতঞ্জল, মীমামসিক, জ্ঞান,
বৈশেষিক দর্শন প্রভৃতি
হীনজ্যোতি বেদান্ত-তপন-অভ্যাসে।

পরাজিত পঞ্চ উপাসক,
আছিল নির্মলচিত্ত যে পত্নী বখার,
করিয়াছে শিষ্য গ্রহণ,
প্রধান সকলে রত বেদান্ত-প্রচারে।
একমাত্র অজিত কুটিল কাপালিক।
বৌদ্ধগণ প্রচ্ছন্ন হইবে
অস্ত্রাবধি নানাতাবে আছে নানা স্থানে।

স্বার্থপর পাণ্ডু সকলে
মানব-অহিত কার্যে নিরুক্ত নিরত।

সে সবার বিনাশ ব্যতীত,
শান্তি নাহি হইবে স্থাপিত।

গৃহস্থিত বহি বখা দণ্ড করে গৃহ,
সেইমত সে সবার সিদ্ধিশক্তি বধ,
বিনাশিবে ঐশাচিক-চমু!

(সঙ্গিনীগণ সহ কামকলার পুনঃ প্রবেশ)
(গীত)

না হেরে মাধুরী যে নারীর অধরে।

ছি ছি সখি, মিছে আঁখি তার কিসের তরে।
রে না নারীর আদর, এত তার কিসের আদর,
কিসের এত গুমর নিয়ে থাকে লো সে গুমরে।
গর কাছে যেতে কে চায়, যেতে যে বাধে লো পার,
তার গায়ের হাওয়া কি সর পায়।—

প্রেমরসে বার প্রাণ রসে না,
তুকিয়েছে প্রাণ জোর করে।

কামকলা। আঁখি, মরি মরি তোমার পূর্ণ-
যৌবন, যুবতীসকল পরিভ্রমণ করে নিঃসঙ্গ
কেন ব'সে আছে? কুরি পণ্ডিত, শিকাই
ক'রেছ, তাকে পণ্ডিতকে নিরাশ করতে পারো।
কিন্তু খণ্ডানন্দ বিনা যে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না,
তা কি তুমি জান না? আমরা যুবতী, পর-
স্পর নির্ধাবজ্জিত। তোমার সেবার জন্ত
এসেছি। তুমি ভোগের জন্ত পরদেহে প্রবেশ
করেছিলে। রাজরাণীরা অশিক্ষিতা অদ্বন্দ্বা,
তাদের সহিত কি আনন্দ পাবে? আমাদের
সেবার নর-শরীরে নিত্যানন্দের আভাস প্রাপ্ত
হবে।

শঙ্কর। স্বাগত জননি,—
এসো এসো অবিত্যাক্রপিনি,
মায়াকান্তি স্বরূপিনি—
মহাকার্য্যে হও মা সহায়।
করো সহায়িত্ব প্রভাব বিস্তার,
অনাচারে নাশ অনাচার,
বিভ্যাক্রপে বিহর সংসারে,
এসো কুৎসিতাক্রপিনি,
দুর্জনের শাস্তি-বিধারিনি,
দুর্জতি কাপালীগণে করহ বিনাশ।
রূপ পরিহর—নিজ রূপ ধর,
কুৎসিতা, বিনাশ করো কুৎসিত প্রকৃতি,
হও নিজ সংহার-কারণ।

(কমণ্ডলু হইতে বারিনিক্ষেপ)

কামকলা। দেহে অধিবর্ষণ হ'চ্ছে, দোহাই
শঙ্কর—দোহাই শঙ্কর। রক্ষা করো।
আমরা প্রতিজ্ঞা করি, তোমার শত্রুবিনাশে
সহায় হব।

শঙ্কর। বাও মা বাও, দুষ্কৃতগণের ধ্বংসবিধান করো।
কামকলা। শঙ্কর, আজ হ'তে আমি তোমার
দাসী, আমি যোগিনী আরাধনায় যোগিনী-
শক্তি লাভ করেছিলাম, তোমার কমণ্ডলুর
বারিস্পর্শে আমি শক্তিহীন। আজ হ'তে
তোমার দাসী। তুমি সতর্ক হও। এই যে
ঘোরতর দুর্ঘোষণ দেখছ,—এ কাপালিক-
মায়াপ্রভাবে। তুমি শিবশক্তি প্রকাশ
ব্যতীত এই উগ্রমায়ার নিবারণ করতে
পারবে না। এখনি শত সহস্র বজ্রপাত হবে,
সৈন্য রাজা সুধরা ও শিশ্যি তুমি বজ্রাঘাতে
ধ্বংস হবে।

শঙ্কর। আমি জগদ্ব্যত্যাত্ম আশ্রিত, সামান্য কাপা-
লিকশক্তি আমার অনিষ্টসাধন করবে না।
আপনি যান, যদি আমার সাহায্য করবার
ইচ্ছা করেন, কাপালিকগণের ভৈরব-পূজার
ব্যবস্থা করুন।

*[কামকলা। কিরূপে করবে—আজ্ঞা দাও।

শঙ্কর। ক্রকচ যখন ভৈরব-পূজার নিযুক্ত হবে,
তুমি মোহিনীরূপে তার সম্মুখীন হয়ে মনোচা-
ঞ্চল্য উৎপাদন করবে। তা হ'লেই ভৈরব
রুষ্ঠ হবেন।]*

কামকলা। বাবা, আমাদের উপায় করো।

শঙ্কর। দেবদেবের কার্য্যে সহায়তা করো, দেব-
কার্য্যের সহায়স্বরূপ কৈলাসে যোগিনীরূপে
বাস করবে। চিরদিন কপট ব্যক্তির ধ্বংসের
কারণ হবে।

[প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান।

(সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। প্রভু, সম্মুখে সহসা বিপুল নদীপ্রোত
প্রবাহিত, রাজা সুধরা আপনার সাহায্যে যে
সকল সৈন্য প্রেরণ করেছেন, তাহা অগ্রসর
হয়ে কাপালি-প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে
নাই। আর বেরূপ ঘোর দুর্ঘোষণ উপস্থিত,
তাতে তো বিষম অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

শঙ্কর। চিন্তা দূর করো, রাজাকে সৈন্য আমার
পশ্চাতে আসতে বলো, এ মায়ানদী অনা-
দ্রাসেই আমরা পার হয়ে যাবো।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ পর্ভাক্ষ।

মনির-প্রাক্ষণমধ্যস্থিত হোমকুণ্ড।

পূজারত ক্রকচ।

ক্রকচ। হে প্রভু, হে রুদ্রমূর্তি বিকট ভৈরব,
আবির্ভাব হয়ে পূজা গ্রহণ করো। শত্রু
বিনাশ ক'রে তোমার ভক্তগণের হিতসাধন
করো।

(হুসজ্জিতা কামকলার প্রবেশ)

কি কামকলা, তুমি হেথায় কেন?

কামকলা। আমি অঞ্জলি প্রদান করবো।

ক্রকচ। আজ কি বোহিনীবেশ ধারণ করেছ।

আজ আমি তোমার সংসর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী
উপভোগ অপেক্ষা পরনানন্দ উপভোগ
করবো। মনোমোহিনি, পূজা সমাপ্ত ক'রে
ভৈরবের কৃপার অগ্রে শত্রু বিনাশ করি।

কামকলা। শীঘ্র সমাপ্ত করো, আমিও পিপাসী।

ক্রকচ। অপেক্ষা করো—অপেক্ষা করো, আমি
পূর্ণাহুতি প্রদান করি।

(শঙ্করাচার্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। কাপালিক!

ক্রকচ। কে তুমি?

শঙ্কর। তোমার শত্রু, তোমার সমস্ত অধিকার
রাজস্বস্বৈর পরিবৃত্ত, কিন্তু এখনো তোমার
জীবনরক্ষার উপায়বিধান করি। তুমি ভৈর-
বের নামে প্রতিশ্রুত হও যে, মানব-অহিতকর
কার্যে আর নিযুক্ত থাকবে না; তোমার
দলস্থ সকলকে হীনপন্থা হ'তে বিরত ক'রবে।
ভারবর্ষে কাপালিকগণের মধ্যে তুমি প্রধান,
তুমি আমার বশতা স্বীকার ক'রে জনহিতকর
অবৈতপন্থা স্থাপনের সহায় হও, গৃহকদাকার
সম্প্রদায় বিনষ্ট করো, নচেৎ মৃত্যুর নিমিত্ত
প্রস্তুত হও।

ক্রকচ। তুমি মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও।—

আয় আয় বিকটা প্রকৃতি,

কৃষ্ণায় বে আছ বধায়,—

এসো শীঘ্র মহামারি, বায়ু-সঞ্চালনে;

এসো, হও মহাবলে অশনি সম্পাত,

বহ বোর প্রলয়-পবন,

উধল প্রলয়-বারি সাগর হইতে।

[হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান।

(বিকটাগণের আবির্ভাব)

নৃত্যগীত।

খুট খুট খুট খুট শুট শুট শুট শুট

ঝাঁকে ঝাঁকে ঝোঁকে ঝোঁকে।

কিল্ কিল্ কিল্ কিল্ থিল্ থিল্ থিল্ থিল্

ডেকে হেঁকে একে বেকে ॥

তুড় তুড় তুড় তুড় তুড়ি, হাঁকড়ি চিকুরি,

তড় তড় তড় তড় তালি, হাড়ে হাড়ে ঢালি,

খুট খুট খুট খুট কেলে মেখে ডেকে,

ঝড়ি বড়ী ছোটে, কৌ কৌ সৌ সৌ হেকে ॥

কল্ কল্ কল্ কল্ চলে নোনো জল,

তাথাই তাথাই, আতি মাতি থাই,

গন্ গন্ গন্ গন্ গন্ আশুনে নেকে ॥

শঙ্কর। মহাবিভা হও মা উদর,

দুঃ শক্তি করহ হরণ।

[বিকটাগণের অন্তর্ধান।

কাপালিক, দেখ মন্ত্র বিফল তোমার।

ক্রকচ। ত্যজ দস্ত,

এখনি বুঝিবে মন শক্তির প্রভাব।

ভূত প্রেত পিশাচ দানব,

হও অবির্ভাব—

কর পরাভব এই হিংস্রক যোগীরে।

[হোমকুণ্ডে অহুতি প্রদান।

(ভূত-প্রেতগণের আবির্ভাব)

নৃত্যগীত।

দে—দে রে দে রে দে না হানা।

মার মার মার মার ধর ধর ধর ধর,

কাই কাই কাই কাই খা না খা না ॥

তড় তড় তড় তড় তোড়ে তাড়,

মাটি ফাঁড় পাড় পাহাড়,

মোছড়া বাড়,

চিঝো হাড়,—

শুমে শুমে পোড়া হাওয়া,

ভল্কে ভল্কে উঠুক ধোয়া;

ভোল রোল গঙগোল,
আকাশ জোড়া তুকান তোল;
ফেন্দে ফণা গুড়ে এসে,
ছনিয়া মেখে ফেল না বিধে;
এক গাড়ে—নিঃঝড়ে,
যে আছে—না বাঁচে,—
বুড়ো ধুবো মাগী ছানা ॥

শঙ্কর । হর শক্তি হে নমস্কেব্বর,
শিবশক্তি-প্রভাবে তোমার ।

[ভূতপ্রেতগণের অন্তর্দান ।

কাপালিক,
এখনো করহ নিজ মঙ্গল সাধন,
কুমতি করহ পিহাণ ।

ক্রকচ । তিষ্ঠ—তিষ্ঠ !

এস এস বিকট ভৈরব,
বিপদের দস্ত চূর্ণ কর আবির্ভাব ।
করি এই দুষ্টির নিধন,
নিজ পূজা ভূমণ্ডলে করহ স্থাপন,
রক্ষা করো আশ্রিত সকলে ।

(হোমকুণ্ডে আছতি প্রদান)

(হোমকুণ্ডে হইতে ভৈরবের আবির্ভাব)

ভৈরব । আরে ভ্রূচাচার কাপালিক, তোর এখনো
জ্ঞানোদয় হ'লো না ? প্রত্যক্ষ দেখলি, বিখ-
ণ্ডসংসকারী অমঙ্গল শক্তিসকল আবাহন ক'রে-
ছিলি, সমস্ত শক্তি বার শক্তিতে বিমুখ হ'লো,
এখনো তার পূজা না ক'রে বিরুদ্ধাচরণ
কচ্ছিস্ ? এখনি তোর বিনাশ-সাধন করি ;
ধরার অমঙ্গলশক্তি মঙ্গলময় নররূপী শঙ্করকে
অবলম্বন ক'রে মঙ্গলশক্তিতে পরিণত হোক ।

ক্রকচ । আমি যে হই, আপনার নিকট আমি
অপরাধী নই, আপনার আমি উপাসক ।

ভৈরব । তুই উপাসক নয়, মন্ত্র-বলে আমার বশীভূত
করবি, এই তোর কাম্যকল্পনা । কিন্তু স্বয়ংই
তার বিয় উপাদান ক'রেছিস্, কামাসক্ত হয়ে
আমার পূজায় প্রবৃত্ত হয়েছিস্ । তোর পূজা
পণ্ড, তোর মন্ত্রে আর আমি বাধ্য নই । বিনাশ
প্রাপ্ত হ । তোর বিনাশে পৃথিবীতে প্রচার
হোক যে, উৎকট কাম্যক্রিয়ায় ধ্বংস হবার

আশঙ্কা আছে । নিকাম বাক্তি বাতীত মহাশক্তি
অন্ত আধারে বহুদিন অবস্থান করে না ।

(ভৈরবের শূলাবাতে কাপালিকের মৃত্যু)

হে প্রভু, হে রুদ্রেব্বর, হে স্বয়ম্ভু, দাসকে
আজ্ঞা দেন, এই দণ্ডে যুদ্ধার্থে সমাগত দশ-
সহস্র কাপালিককে ভস্মমাং করি ।

শঙ্কর । হে ভৈরবদেব, হে শিবসহচর ! ধর্ম্মরক্ষা,
পৃথিবীরক্ষার ভার ভৈরবদের উপরেই অর্পিত,
—মানবের মঙ্গলবিধান করুন ।

ভৈরব । শিব-আজ্ঞা শিরোধার্য্য । হে প্রলয়ান্বিত,
উদ্বীণ হয়ে, কাপালিকগণকে ভস্ম করো,
প্রচ্ছন্ন বোধগণ বিনষ্ট হোক, পৃথিবীতে সতীত্ব-
নাশ, নরহত্যা প্রভৃতি দানবীর কার্য্যকলাপ
কপটাচারিগণের সহিত ভস্ম হোক ।

(ভৈরবের অন্তর্দান)

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি । প্রভু, প্রভু—আশ্চর্য্য ঘটনা । কাপালিকগণ
মহাবলে উষ্ণ জলপ্রবাহ স্বজন ক'রে সৈন্ত-
সামন্ত বিনষ্ট কর্তে প্রবৃত্ত হয়েছিল । সহসা
বিজ্ঞানবরূপী এক রমণী সেই মায়াস্রোত নিবা-
রণ ক'রেছেন । বহু উৎপাত উৎপাদন
ক'রেছিল, সেই রমণীর প্রভাবে সকলি বিফল
হয়েছে । সহসা যেন মুক্তিকা হ'তে মহা-অগ্নি
উথিত হয়ে কাপালিকগণকে ভস্মমাং ক'ছে ।
শঙ্কর । চল বৎস, দৃষ্টিগণ নিজ দৃষ্টিরূপ অগ্নিতে
দগ্ধ হ'য়েছে । উপস্থিত এ স্থলে আমাদের
কার্য্য সমাপ্ত । এক্ষণে কামরূপের তান্ত্রিকগণ
পরাজিত হ'লেই ভারতবর্ষের কোন স্থান
অপরাজিত থাকবে না । (সচকিত হইয়া)

মা- মা !—

শান্তি । প্রভু, অকস্মাৎ এরূপ চঞ্চল হ'লেন কি
নিমিত্ত ?

শঙ্কর । বৎস, আমি মাহুদর্শনে গমন করবো । মা
আমায় স্মরণ ক'রেছেন, আমি মুখে তাঁর স্তম্ভ-
দ্বন্দ্বের আশ্বাস পেয়েছি । তোমরা সকলে মিলিত
হয়ে অন্তই কামরূপ অভিযুগে অগ্রসর হও ।
আমি মাহুদর্শনানন্তর তথায় উপস্থিত হবো ।

শান্তি । যথা আজ্ঞা ।

[শান্তিরামের প্রস্থান ।

শব্দর। এস, বাঘবীর দেখো,

বাহুভরে লহ মোরে বাত্‌সল্যমানে।

[গগনমার্গে শব্দরচাখ্যের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাক।

শব্দরচাখ্যের বাটী।

(শয্যাশায়িতা বিশিষ্টার নিকট মহামায়া ও জগন্নাথ)

বিশিষ্টা। কই মা, এখনো তো আমার শব্দর এলো না? আমার তো সে বলেছিলো, আমি স্মরণ করলেই সে আসবে। সে তো আমার মিথ্যা-বাদী নয়, তবে কেন এখনো বিলম্ব ক'চ্ছে? এ জীর্ণদেহে আর অধিকক্ষণ তো প্রাণ থাকবে না—আমি জোর ক'রে ধ'রে রেখেছি, আমি বাছাকে একবার দেখবো ব'লে ধ'রে রেখেছি, বেরুতে দিই নাই। সে আমার 'মা' ব'লে ডাকবে, শুনে তবে বাবো। তবে কেন মা—সে বিলম্ব ক'চ্ছে?

জগ। (মহামায়ার প্রতি) হ্যাঁগা তুমি যে হও বাছা, তুমি কিন্তু বড় ছাঁচড়া,—আমাদের মত পরাগটা তোমাদের নয়। তোমাদের ঘুরপাক খাওয়ান বুদ্ধি—ওই ঘুরপাকই খাওয়াও। মাহুঘের দরদ জানো নি। লিয়ে এসো, মাগী একবার দেখে মরুক। ওঃ—খুদের একবার দেখা পেলে কানহুটো রঙড়ে ধ'রে হাঁচুড়ে আনতুম। "জগা দাদা—জগা দাদা" কইতো, আমি ভাবতুম ভালমাহুঘ। দয়ামায়ার ধার দিয়ে চলে নাই। দেবতাগুলো আর জায়গা পায় নি, ভালমাহুঘ দেখে তার পেটে ছেলে হন। আমার যদি কেউ ছেলে হ'তে আসতো তো ভাদনা বেড়ে তাড়াতুম—হর কেননা দেবতা। যদি মায়-দয়ার মাথা থাকি, তবে মাহুঘের ধরকে কেন আসিস? গাছ থেকে খুলে পড়্ কেয়াই। তার ধনুক লিবি লে, বাশী লিতে হর লে, মাথা মুড়ুতে হর মুড়ো,—কে তোরে কি ব'লতে যেতো।

বিশিষ্টা। বাবা শব্দর, আমি যে তোমার আশাপথ চেয়ে এখনো জীবন রেখেছি। বাপ আমার,

আর কি থাকে দেখা দেবে না? তুমি যে আমার সাধর-ছোঁচা মাগিক। আর বাপ—সরণ-সমর দেখা দে। বাবা, তুমি তো মিথ্যাবাদী নও, তবে কেন দেখা দিতে আসছ না?

(শব্দরের শূন্য হইতে অবতরণ)

শব্দর। এই যে মা—আমি এসেছি।

জগ। খুদে—খুদে—তুই কিঁকুড় বামা! একবার চোক চেয়ে দেখু—মাগীর কি হাল ক'রেছিলু এই তো উড়ে এসতে পারিস, এত দিন এক বার এসতে নারিলি, তা হ'লে তো মাগী এমন বেহাল হর নি।

মহা। জগন্নাথ, এসো, আমরা একটু অন্তরায় বাই, শুদের মায়ে-বেটার কথা হোক।

জগ। খুদে, একবার মা ব'লে ডাক,—মাগী প্রাণটা শীতল হোক, আমি শুনে যাই।

শব্দর। মা—মা, তুমি যে মুহূর্তে স্মরণ ক'রে তোমার স্তনহৃদয়ের আশ্বাদন আমার যু এসেছে।

জগ। তুই কি ছুথ খেয়েছিলি? মাগীর মাই ছুথ ছিল না, পাখর-কুচি দিয়ে তো পেলেছে। আহা, বা হোক, তবু মাগী যে দেখাটা দেখলে।

[জগন্নাথ ও মহামায়ার প্রস্থান]

বিশিষ্টা। বাবা, আমার সময় উপস্থিত, গুরে কার্য্য কর।

শব্দর। (শিখের স্তব)

নগেন্দ্র-নন্দিনী-নাথ নিরীশ্বর,
নিদ্রি রক্তভক্তিক নন্দকর।

নিশানাথ নবরঞ্জিত মূর্তিনী,
নগ্ন নীলগলা নাগধর ॥
নকারায় নম।

মদ্যধর্মদল, মূর্ত্তি মহান,
মহেশ মজিত মানব-তাল।

মহামায়াধর মহিমা-অর্ণব,
মুড় মৃত্যুদন করাল কাল ॥
নকারায় নম।

শিব শুভশঙ্কর রশেখর,
শক্তিসমম্বিত শিখরবাসী ।
ষেত-অস্থিদল শরীরশোভিত,
ভস্মখেতসিত অধরে হাসি ॥

শকারায় নম ।
বাঘাধর বিহু বিরিকি-বন্দিত,
বিষেখর বর অভয়কর ।
ঘোমকেশ ভব, ববঘোম্ ঘনরব,
বাহনবৃষভ বিঘাণধর ॥

বকারায় নম ।
যতীশ্বর যত যাজি যোগেশ,
যোগাসন যমুণ্ডহর ।
যোগমায়াজিঁত যোগী যাগব্রত,
যশস্বিন্ যুগ-অন্তকর ॥
যকারায় নমঃ ॥

বিশিষ্টা । বাবা, ডমরু-ধ্বনি শুন্ছি, আমি শিব-
লোকে যাবো না । শিবে আমার পূজ্ঞান
হয়েছে, আমি শিবলোকে দেবদেবের পূজা
করতে পারবো না । নারায়ণ আমাদের কুল-
দেবতা, 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ ক'রে স্বামী
আমার প্রাণত্যাগ করেছেন, তিনি নারায়ণ-
সেবায় নিযুক্ত আছেন,—আমি তাঁর সহিত
মিলিত হয়ে নারায়ণ-সেবায় নিযুক্ত থাকবো
—এই আমার সাধ ।

শঙ্কর । (নারায়ণের তব)

নত আশ্রিতা তাপিতা মাতা ।
মরণে দোহি চরণ জাতা ॥
নায়কবর নব জলধর ।
রাধা-রমণ রসিকপ্রবর ॥
যজ্ঞেশ্বর জগজীবন ।
শকার নিত্যামল বন ॥

পট-পরিবর্তন—বিফুলোক ।

বিশিষ্টা । এই যে—এই যে গোলোকবিহারী মুরলী-
ধারী । এই যে আমার স্বামী পরিবদরূপে
তাঁর পার্শ্বে । আমি ভাগ্যবতী, সার্থক পুত্র
গর্ভে ধারণ করেছিলাম । নারায়ণ—(মৃত্যু)

পট-পরিবর্তন—পুনরায় পূর্ব দৃশ্য ।

শঙ্কর । মা মা—যে রূপে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে,
যে রূপে লালনপালন করেছিলে, সে রূপে
হরণ করলে । বিশ্বজননি ! সন্তানকে ভুলে
থেকো না ।

(জগন্নাথ ও মহামায়ার পুনঃপ্রবেশ)

জগ । ওই যা—আহা, ছেলে দেখবার জন্তে মাগীর
পরাণটা ছিল ! আহা, জন্মদুখিনী গো—জন্ম-
দুখিনী ! মিসে-মাগীতে পেটে থায় নি, ভাল
একখানা পরে নি,—পরের লেগেই পাগল ।
আমি চাবার ছেলে, মা বলেছিলু,—তা ও
কুদেকে চেয়ে যত্ন ক'রে আমার পেলেছিল গো !
শঙ্কর । জগা দাদা—জগা দাদা—আজ আমরা
মাতৃহীন হ'লেম ।

জগ । কাঁদিস্ নে,—কাঁদিস্ নে, মাগী জুড়িয়েছে,
এখন বোটর কাজ কর । আমি এখন কেন
থানকে যাই—কি করি ? মাগীকে একবার
দেখে যেতুম, মা ব'লে ডাকতুম—পরাণটা
জুড়ুতুম । আমি এখন কি করি—বল তো
কুদে !

শঙ্কর । জগা দাদা, জগা দাদা—তুমি শিব-পারিষদ,
চিরপূজ্য হয়ে থাকবে ।

জগ । আর পারিষদে কাজ নি ! এখন কবে মরি,
তুই এক একবার দাদ, ব'লে মনে করিস্ ।
(চমকিত হইয়া) হাঁ রে কুদে—কি ভেলকী
দেখাস্ রে ? ওরে গাছপালা সব যে সাফ হয়ে
যাচ্ছে রে ! কুদে কুদে—তোরে চিনে নিয়েছি ।
(মহামায়ার প্রতি) মাগী মাগী, কেনেছি তুই
কে ! আমিই এক—আমিই অনেক ! আমি
—আমি নই, সেই-ই আমি—সেই-ই আমি ।

[প্রস্থান ।

মহামায়া । আরও কি ঘুরবে—আরও কি ঘোরাবে ?
শঙ্কর । ইচ্ছামরি, সে তোমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা
নয় । তুমি যতদিন ঘোরাবে, ততদিন ঘুরবো !
এখনো তো বঙ্গদেশ অপরাজিত, এখনো তো
আমার সংসারে সর্বজ্ঞ প্রচার করো নাই ;
এখনো তো কাশ্মীরে সারদাপীঠে বিভা-ভজা-
সনে স্থান পাই নাই । আমি তোমার ইচ্ছা-
বীন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ না হ'লে আমি
কিভাবে নিস্তার পাবো ?

মহা। ভাল ভাল—আমায় ছুঁবে বই কি! আমি
আর কি করবো, আমি ত স্বাধীন নই, কেঁদে
বেড়াই।

[প্রস্থান।

(রামদাস ও সখারামের প্রবেশ)

রামদাস। এই যে শব্দ, হেথায় কি মনে ক'রে?
শব্দ। মাতার মুখায়ি করবো।

রাম। বটে, তোমার ছেলেবরস থেকে এত ভিন্-
কুটা? মুখায়ি ক'রে মাতার সম্পত্তির অধি-
কারী হবে। কথার কথা বলে গিয়েছিলে,
'সম্পত্তি তোমার দিলুম, মাকে দেখো।' তা
মুখায়ি করো, আমরা চলুম।

শব্দ। আমি সন্ন্যাসী, সম্পত্তির তো প্রয়াসী নই।
রাম। কলির সন্ন্যাসী কি না, তাই মুখায়ি করবো।

তারপর শ্রাহের অধিকারী হয়ে, রাজাকে বলে
বিষয় কেড়ে নেবে, তা নাও। সংকার তুমি
একলা করো, আমরা ও দেহ স্পর্শ করব না।

তোমার জন্মবৃত্তান্ত তো আমরা জানি, শিবগুরু
ঘরে ছিল না, তোমার মা গর্ভবতী হয়েছিল।

সখারাম। মোজা খুঁড়ো—চলো চলো,—এখানে
থাকলে গ্রামে একঘরে করবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

শব্দ। শুককাঠে শব্দদেহ হোক আচ্ছাদিত,

গৃহে হোক চিতার নির্মাণ।

আজি হ'তে শূদ্রাচারী এ হীন প্রদেশে

শব্দদেহ দগ্ধ যেন হয় গৃহমাঝে;

ভিক্ষুক আসি ভিক্ষা নাহি করিবে গ্রহণ।

অগ্নিদেব, করে নম হও প্রজ্জলিত,

দগ্ধ করি মাতৃকার্য।

[সহসা শুককাঠে শব্দদেহ আচ্ছাদিত ও

অগ্নি প্রজ্জলিত হওন।

অষ্টম গর্তাঙ্ক।

কামরূপ—কামাখ্যাদেবীর নাটমন্দির।

অভিনব ও গুপ্ত, তংশিষ্য ও পলায়িত

বৌদ্ধ কাপালিকগণ।

অভিনব। হাদে শাস্ত্রজ্ঞান আছে কেডার? তত্ত্ব-
মর্শ অমৃতত্ব করুচে কেডা? শব্দটা তো সে
দিনকর ছাওরাল জুড়ি, শক্তি মান্‌বার চায়
নি, কাশীতে ঠেকছিলো। কামরূপ আস্‌বার
চায় আসুক, খোঁতা মুখটা ভোঁতা করা লগা
চক্রে বসাইমু।

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, যিনি শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান,
যিনি শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান,—বৈষ্ণব,
সৌর, জৈন, বৌদ্ধ, গাণপত্য,—যে যে সম্প্র-
দায়ের প্রধান ব্যক্তি যে স্থানে ছিল, সকলে
পাঞ্জিত হয়ে শব্দের শিষ্য গ্রহণ ক'রেছে।
রাজা সুধা অমৃতসন্ধান ক'রে যেখানে যে
বৌদ্ধ-কাপালিক, জৈন প্রভৃতি প্রচ্ছন্নভাবে
আছে, তাদের বিনাশসাধন ক'রে। আমরা
পলায়ন ক'রে, ভারতের একপ্রান্ত হ'তে অপর
প্রান্তে এসে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

অভিনব। ভালই করুচ, মহামারীর প্রসাদ পাতি
থাহো, চক্র কর্তিত থাহো, শব্দরাটারে আসুতি
দাও, তখন বোঝ্‌বার পার্শ্বা—শম্ভারাম কেডা।
এহন যাত্—নিশ্চিন্ত হ'য়া বাসার ব'স যাইয়া।
ভয়টা কিসির? ভাথ'বা এনে, শব্দইরা আইগা
পদসেবা ক'র'বা।

বৌদ্ধগণ। প্রভু, আমরা আপনার শিষ্য, আমাদের
রক্ষা-তার আপনার উপর।

অভিনব। হ—হ—বলুচি বে—নিশ্চিন্ত হ'য়া যাও।

[বৌদ্ধ কাপালিকগণের প্রস্থান।

শিষ্য। করুতা, আপনি শব্দইরার সাথ তর্ক কর-
বার চাও না কি? অমন কাজে যাইও না,
মান খোয়াবা—কলাম। সুই তার তর্ক জাখুছি
কথার তোর উঠুতি থাকে, টিক্বে কেডা।
তাই বলুতিছি, একটা উপায় করো, তর্কে
যাইও না।

অভিনব। হ—হ—শুনুছি বড় তর্কিক,—শুনুছি
বড় তর্কিক।

শিষ্য । যা শোনচ, তা পাকা জানবা ।

অভিনব । তুমি কি করবার সলা দাও ?

শিষ্য । তোমার নি মারণ আসে ? একটা রোগ চাইলা নিয়া শঙ্করির শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাও ।

অভিনব । ঠিক বলচো—ঠিক বলচো—ওই বগন্দর রোগডা চালমু, যন্ত্রণার চোটে এ দ্যাশ ছাইরা রর দিবে ।

শিষ্য । মারণ করবার চাও না ক্যান ?

অভিনব । তার বিয় আছে । শুন্টি—বর যোগী, তার মারণে বিয় হইলিই আপন মরণ উপস্থিত হইব । ওই কর্কট কাপালিক মারণ চাইলাছিলো, বিয় হওয়ায় তায়ে ভৈরবে মাইরে ফেলাইচে । ওই বগন্দর রোগ চালন করমু । আজই রাতারাইতি চলো—অভিচার করি ।

শিষ্য । অঃ—ওই কোশলই করে । শোনচি, শঙ্করী আইজই তোমার সাথ বিচার করবার আসবো ।

অভি । আইছা, তুমি এহানে রও, বলবা—পূজার আছি । কাইল বাইয়া বিচার করমু ।

শিষ্য । ভালো ভালো—কাইল আর বিচার করবো কেডা । বগন্দরের জালাতেই অস্থির করবে ।

(শঙ্করাচার্য ও মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ)

শঙ্কর । আপনি কি আচার্য অভিনব গুপ্ত ?

শিষ্য । না, আমি তাঁর শিষ্য, তিনি এহন পূজার আছেন ।

শঙ্কর । আপনি আমার এই শিষ্যকে তাঁর নিকট ল'রে বান, আমার মন্তব্য আচার্যের নিকট প্রকাশ করবে ।

শিষ্য । আজ্জা, চলেন চলেন । (স্বগত) এহনই টার পাইবেন অনে ।

[মণ্ডন মিশ্রকে লইয়া শিষ্যের প্রস্থান ।

(কামাখ্যাদেবীর প্রবেশ)

শঙ্কর । মা, তুমি কে ?

কামাখ্যা । আমি এই স্থানে থাকি । শোনো, তুমি বৃথা পরিশ্রম করে এ দেশে এসেছ । এ কর্পটাচারী বামাচার প্রদেশে সরল অশ্বৈতপন্থা গ্রহীত হবে না । তুমি গুনকীর বদদেশে জন্ম-

গ্রহণ করে বিহ্বলীলার সহায় হবে, তখন এই বামাচার দমিত হয়ে অশ্বৈতমার্গ গ্রহণ করবে ।

(অন্তর্দ্বান)

শঙ্কর । মা কামাখ্যাদেবী কি সন্তানকে দর্শন দিলেন ? জননীর আদেশ শিরোধার্য্য ।

(ভগন্দর ব্যাধির প্রবেশ)

শঙ্কর । তুমি কে ?

ব্যাধি । আমি ভগন্দর ব্যাধি, অভিনব গুপ্তের অভিচারে প্রেরিত হয়েছি । কিন্তু অহুমতি ব্যতীত আপনার দেবদেহে প্রবেশ করতে সাহস কর্তি না ।

শঙ্কর । কেন, দেহমাত্রই তো তোমার অধিকার ? ব্যাধি । হে সর্কজ, নিষ্পাপ শরীরে তো আমাদের অধিকার নাই ।

শঙ্কর । আমি নিষ্পাপ নই, আমি জগতের পাপ-তাপ গ্রহণ করে ভ্রমণ করেছি ; তুমি আমার দেহে প্রবেশ করো ।

ব্যাধি । প্রভু, জগতের পাপ গ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু সে পাপ আপনার অহুমতি ভিন্ন আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না । আর আমরা ব্যাধি, অশুচি অবস্থা ব্যতীত আমাদের প্রবেশে অধিকার নাই । আমার নিবেদন এই,—আমি অভিনব গুপ্তের অভিচার-বলে আহৃত হ'য়েছি, যদি আপনার দেহে স্থান না পাই, আমি সেই পাষণ্ডের দেহ অধিকার করে, তার পাপের দণ্ড-বিধান করবো ।

শঙ্কর । না, তাতে অভিচার বিচ্ছা ব্যর্থ হবে । এ বিচ্ছা শাস্ত্রমূলক, আমি শাস্ত্র-রক্ষার্থে এসেছি, শাস্ত্র নষ্ট করবো না । এসো, আমি পাপকে আমার শরীর অধিকার করতে প্রেরণ দেবো । ভোগ ব্যতীত পাপের নাশ হয় না, জগতের পাপের ভোগ আমার শরীরেই হোক ।

ব্যাধি । প্রভু, জগতের সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আপনার সন্তান, আমাদের কেন জন-অহিতকারী স্বজন করেছেন ?

শঙ্কর । তোমরা জন-অহিতকর নও, তোমাদের তাড়নার পাষণ্ডদ্বারে ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবেশ করে । এসো, গোপনে আমার দেহে প্রবেশ করবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

নবম গর্ত্ত'ঙ্ক। *

কামরূপ—শকরাচার্যের আশ্রম।

সনন্দন, মণ্ডনমিশ্র, শান্তিরাম, গণপতি, আনন্দ-
গিরি, চিংরুথ, ভোটকাচার্য প্রভৃতি

শকরাচার্যে শিষ্যগণ।

সনন্দন। ভাই, পবিত্র দেবশরীরে কিরূপে দুষ্ট
ভগবদ্রোগ প্রবেশ করলে?মণ্ডন। ভাই, এ সকল আমাদের পাপের ফলা-
ফল। গুরুদেব আমাদের পাপ গ্রহণ ক'রে
এই ব্যাধিবন্ত্রণা ভোগ ক'রেন। আহা, দেখ
দেখ—রোগের তাড়নার গুরুদেব শীর্ণ হয়ে-
ছেন। আমি অনেক অনুসন্ধান করলেম,
এ দেশে তো স্তুতিকিৎসক নাই।সনন্দন। রাজা সুখদা দুইজন ভিক্ষু লয়ে এসেছি-
লেম, তাঁরা বলেন, এ রোগ তাঁদের অসাধ্য।(হস্তামলক ও শকরাচার্যের প্রবেশ এবং
হস্তামলকের করদোড়ে শকরাচার্যের
সম্মুখে দণ্ডায়মান)

শকর। কি হস্তামলক?

হস্তা। প্রভু, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

শকর। তুমি আকাশের ছায় নিলিগু পুরুষ,
তোমার আবার প্রার্থনা কি?হস্তা। প্রভু, আমি আপনার দাস, আমার বঞ্চনা
করবেন না।শকর। ওহে, তোমরা শোন শোন—আজ মৌনী
হস্তামলক আমার নিকট কি প্রার্থনা ক'ছে।আনন্দ। গুরুদেব, আপনার নিকট তো বহু
বস্ত প্রার্থনীয় আছে।

শকর। এ বাতুলের প্রার্থনা কি জানো?

আনন্দ। আগনি অন্তর্ধামী, আগনিই জানেন।

শকর। এ বাতুল আমার ভগবদ্রোগ প্রার্থনা
করে। আরে পাগল, রোগ তোমার কিরূপে
প্রদান করবো?হস্তা। প্রভু, আজ্ঞা করুন, আমি আকর্ষণ ক'রে
লই।শকর। (ব্যস্তভাবে) না না হস্তামলক, তোমার
শরীর রোগগ্রস্ত হ'লে আমি রোগের বন্ত্রণা
অপেক্ষা শতগুণ বন্ত্রণা পাব।

হস্তা। ভাই পদ্মপাদ, গুরুদেব আমার প্রতি

বিমুখ। গুরুদেব অভিচার-বিজ্ঞার সম্মান-
রক্ষার্থে অভিনব গুপ্তের অভিচারে ভগবদ্র
রোগগ্রস্ত হয়েছেন। সেজন্য চিকিৎসকেরা
এ রোগ শাস্তি করতে অক্ষম।

সনন্দন। ভাই, তুমি কিরূপে সংবাদ পেলে?

হস্তা। রাজবৈজ্ঞেরা অসাধ্য বলার আমি অধীন-
কুমারদ্বয়কে আশ্বাসন করেছিলাম। তাঁদের
নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হলেম, তর্কে পরাজিত
হবার ভয়ে, অভিচার ক'রে গুরুদেবকে এই
খল রোগগ্রস্ত করেছি।সনন্দন। তুমি এখনো হস্তাচারকে ভয় করোনি?
হস্তা। গুরুদেবের নিষেধ, ভাই আমি নিজ
শরীরে রোগ-গ্রহণের প্রার্থনা করি।সনন্দন। হোক গুরুদেবের নিষেধ, আমি গুরু-
বাক্য-লজ্জা-অনিষ্ট মহাপাপভার বহন
করবো, তথাপি কপটচারীর প্রাণবধ করতে
নিরস্ত হব না। হে গুরুদত্ত চেষ্টন মম!
তোমার প্রভাবে খল রোগ অভিচারী অভিনব
গুপ্তের শরীরে প্রবেশ করুক।

(অভিনব গুপ্ত ও তৎশিষ্যের প্রবেশ)

অভিনব। ভ্রাহ ভ্রাহ—আমার অভিচারের বলতা

ভ্রাহ—বগবদ্রের জেরে ফেলতে! (প্রকাত্তে)

শকর কেভা? আমি তর্ক করবার আইচি।

সনন্দন। হে খলব্যাধি, যদিএই দণ্ডে গুরুদেবের
শরীর ত্যাগ ক'রে এই পশু-শরীরে প্রবেশ না
করো, আমি অভিচারীর সহিত তোমার বিনষ্ট
করবো।অভি। (অধীর হইয়া) ওরে বাপু রে— বাপু রে—
মইল্লাম রে—মইল্লাম রে— আম রে—

শকর। স্থির হোন—স্থির হোন—কি হয়েছে?

অভি। আমারে ক্ষমা করেন, আমারে রক্ষা
করেন। ওরে গ্যালাম রে—গ্যালাম! মইয়ে
চড়া আমারে মারবার আইসুতেচে—কনে
যামু—

সনন্দন। যমালয়ে যাও।

[শিষ্য অভিনব গুপ্তের পলায়ন।

শকর। পদ্মপাদ, কি করলে? তোমার বাক্য তো
ব্যর্থ হবে না, নরহত্যা হবে যে?সনন্দন। প্রভু, পশুহত্যা সামান্ত পাতক, আপনার
দর্শনে আমার দেহে স্থান পাবে না। দুষ্টের

মরণে পৃথিবীর তার লাবণ হবে, এ প্রদেশে
সতীর সত্য রক্ষা হবে, অভিচারীরা এই পণ্ডর
পরিণাম দর্শনে ভীত হয়ে আর দুঃস্থ ক্রিয়ার
প্রবৃত্ত হবে না। আর আমি আপনার নাম
স্মরণ ক'রে জনসমাজকে আলীকাদ কচ্ছি, যে
শঙ্করলীলা আলোচনা করবে, তার প্রতি
দুঃশক্তি বলহীন হবে।

শিষ্যগণ। জয় নররূপী শঙ্করাচার্যের জয়।

শঙ্কর। বৎস, সকলে প্রস্তুত হও, এ প্রদেশে
আমাদের কার্য সমাপ্ত, আমরা কাম্বীর অভি-
মুখে গমন করবো। যেমন সপ্তদ্বীপ ধরার অদ্ভু-
দ্বীপ সর্বোৎকৃষ্ট, জম্বুদ্বীপে যেকোন ভারতবর্ষ
শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ভারতবর্ষ মধ্যে কাম্বীর সর্ব-
শ্রেষ্ঠ,—যথায় সর্ববিজ্ঞা-প্রকাশিনী সারদাদেবী
বিরাজমানা। অতাই সকলে গমনার্থে প্রস্তুত
হও।

[শিষ্যগণের প্রস্থান।

কতদিনে হবে মম কার্য অবসান,
কর্মভূমে কত দিন করিব ভ্রমণ।

ধনু মহামায়া—

ধনু এ ভৌতিক দেহ মায়ার গঠিত,
চৈতন্য আচ্ছন্ন যার অদ্বিত প্রভাবে।

প্রারব্ধ-গঠিত দেহ না হইবে ক্ষর
কার্য অবসান বিনা।

বলবান্ কার্যের আসক্তি অজ্ঞাবধি।

বিজ্ঞা বা অবিজ্ঞা মায়ার উভয়ই শৃঙ্খল;

স্বর্ণ-লৌহ-শৃঙ্খলের প্রভেদ যেমতি

বিজ্ঞা আর অবিজ্ঞার প্রভেদ সেরূপ,—

উভয়ই বন্ধন,

কার্যে কার্য ক্ষর বিনা বন্ধন না যায়।

কে বলিবে কতদিনে কার্য ফুরাইবে।

(গোড়পাদের প্রবেশ)

এ কি, আমার পরম সৌভাগ্যের উদয়। পরম
গুরু গোড়পাদের পাদপদ্ম দর্শন করুলেম।

গোড়। বৎস, তোমার চিন্তায় আমি আকর্ষিত;
আমার পরমগুরু ব্যাসদেবের দর্শনলাভ করেছে,
তারই আদেশে ভাষ্য-প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছ,
তোমার কার্য সম্পূর্ণ-প্রায়। তোমার ভাষ্য-
প্রচারে অথবা শাস্ত্র-ব্যাখ্যা খণ্ডিত হয়েছে,

পুণ্যভূমি ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত
পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিত। তোমার বেদান্ত-
ভাষ্য ব্যতীত বৌদ্ধ-দর্শন খণ্ডিত হতো না।

ভগবান্ নারায়ণ বুদ্ধশরীরে বেদ অস্বীকার
ক'রে বোধিসত্ত্ব স্থাপন করেছিলেন, তোমার
ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারে বেদমর্যাদা রক্ষা হয়েছে;
বৌদ্ধ-দর্শন যে বেদের অন্তর্গত, তা তুমি সপ্র-
মাণ করেছ। তোমার অল্প কার্যই অবশিষ্ট

আছে, কাম্বীরগমনে কার্য পূর্ণ হবে। তথায়
বাগ্‌দেবীর বিজ্ঞাভদ্রাসন স্থাপিত। সেই বিজ্ঞা-
ভদ্রাসনে উপবেশন ক'রে সমসারে প্রচার
করো যে, তোমার প্রবর্তিত পন্থাই শ্রেষ্ঠ।
সর্বজ্ঞ ব্যতীত বিজ্ঞাভদ্রাসনে উপবেশনের
কারো অধিকার নাই। তুমি সেই মন্দিরের
দ্বাররক্ষক অপরাধিত পণ্ডিতগণকে পরাজিত
ক'রে, অজ্ঞাবধি অল্পদ্বাটি দক্ষিণ-দ্বার উন্মুক্ত-
পূর্বক আসন গ্রহণ করো। পণ্ডিতবর্গের
পরাজয়ে সকলের প্রতীতি জন্মাবে যে, তুমি
সর্বজ্ঞ। তোমার মতই প্রকৃত মোক্ষপদ গৃহীত
হবে। আমার বরে যোগশক্তিতে সশিষ্য মায়িক
স্থান অতিক্রম ক'রে অচিরে তথায় উপস্থিত
হও।

শঙ্কর। প্রভু, আপনার বাক্যে কৃতার্থ হ'লেম।
আমার কার্য বিফল নয়, আপনার আশ্বাস-
বাক্যে প্রতীতি হ'চ্ছে। আপনার চরণে
শতকোটি প্রণিপাত।

গোড়। বৎস, বর প্রার্থনা কর।

শঙ্কর। প্রভু, আপনার দর্শন লাভ ক'রেছি,
আমার আর বর প্রার্থনা কি! আজ্ঞা করুন,
নিরত ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন থাকি।

গোড়। তথাস্তু।

[প্রস্থান।

(মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ)

মণ্ডন। প্রভু, রাজা সুধর্য আপনার নিমিত্ত রথ
লয়ে উপস্থিত আছেন।

শঙ্কর। বৎস, সম্রাটের পদবর ব্যতীত তো অপর
রথের প্রয়োজন নাই। চলো—রাজদর্শনে
গমন করি।

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্তাক্ষ।

কাশ্মীর—সারদাপীঠ।

মন্দির-রক্ষক।

মন্দির-রক্ষক। এতদিনে কি কাশ্মীরের গোরব, বাণাপাণি বাগ্দেরবীর মহিমা—এই বালক সন্ন্যাসীর দ্বারা বিলুপ্ত হবে মার মন্দিরের দ্বারসমূহ দিগ্বিদ্বারী পণ্ডিতগণ দ্বারা রক্ষিত। জনে জনে অদ্বিতীয় দার্শনিক; যাদের তর্ক-শক্তি সমস্ত ভারতে প্রচারিত, যাদের সম্মুখীন হ'তে কেহই কখন সাহসী হয় না—এই দুর্দম বালক তাঁদের প্রতিভা বিনষ্ট ক'চ্ছে! যিনিই এই বালকের সম্মুখীন হ'চ্ছেন, তিনিই পরাজয় স্বীকার ক'রে অবনত-মস্তকে এই বালককে দ্বারপরিভ্যাগ ক'রেন। মার মনে কি আছে—কে জানে! এই বালক কি সর্বজ্ঞ? মার বিজ্ঞা-ভদ্রাসন কি অধিকার করবে?

(কয়েকজন পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। মহাশয়, সর্বনাশ! কে এ কুহকী? এর সম্মুখে বাকশক্তি বিজড়িড়। বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, সৌগত, নীমাংসক প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ পরাস্ত হয়ে দ্বার পরিভ্যাগ করেছেন। সাংখ্য, দার্শনিক, যার বিজয়-পতাকা এতাবৎকাল গর্বে উড্ডীয়মান ছিল, তিনিও সন্ন্যাসীর নিকট পরাজয় স্বীকার করেছেন। দিগ্বিদ্বারী পথরোধ করেছেন, কিন্তু তাঁর উত্তম নিশ্চয়ই বিফল হবে। বালকের তর্ক-শক্তিতে কাহারও জয়লাভের আশা নাই।

২য় পণ্ডিত। এখনও দেখুন—দক্ষিণদ্বার রুদ্ধ। দিগ্বিদ্বারী সাধারণ পণ্ডিত নন, তিনি নিশ্চয়ই বালককে নিরস্ত করবেন। মা সারদাদেবী—নিজ সিংহাসন নিজেই রক্ষা করবেন, বিজ্ঞা-ভদ্রাসনের গোরব কদাচ নষ্ট হবে না।

দৈববাণী। না।

২য় পণ্ডিত। ঐ গোন—দৈববাণী শোনো।

১ম পণ্ডিত। ঐ দেখ—দক্ষিণদ্বার উন্মুক্ত।

(দ্বার উন্মুক্ত হ'ওন—শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন, মণ্ডনমিশ্র, আনন্দগিরি, তোটকাচার্য্য, হস্তা-মলক, চিত্তরথ, শান্তিরাম, গণপতি প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

শিষ্যগণ। জয় সর্বজ্ঞ যতীশ্বর শঙ্করাচার্য্যের জয়। মন্দির-রক্ষক। এই কি শঙ্করাচার্য্য? পবিত্র বিজ্ঞা-ভদ্রাসন কি এই বালক কর্তৃক অধিকৃত হবে? দৈববাণীও কি মিথ্যা? (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) পণ্ডিতবর, আপনি বিজ্ঞাবলে পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত ক'রে দক্ষিণদ্বার উন্মুক্ত করেছেন, কিন্তু আমার নিরস্ত করুন। যে ব্যক্তি নির্মলচিত্ত নয়, তারে সর্বজ্ঞ ব'লে স্বীকার করা যেতে পারে না। কেবল তর্কবলে অতাকে পরাস্ত ক'রে বিজ্ঞার পরিচয় হয় না, প্রকৃত জ্ঞানলাভই বিজ্ঞার পরিচয়। আপনি যদি শঙ্করাচার্য্য হন, এইরূপ লোকপরম্পরায় শ্রুত আছে যে, অজ্ঞানাসক্তের নিমিত্ত আপনি পরকায় প্রবেশ ক'রেছিলেন। অতএব আপনার আসক্তিবর্জিত চিত্ত আমি কিরূপে অবগত হব? সে পরিচয় না পেলে, এ সারদাপীঠে বিজ্ঞা-ভদ্রাসনে আপনাকে স্থান দিতে আমি প্রস্তুত নই। মায়ের কৃপায় আমি এই স্থান-রক্ষায় নিযুক্ত আছি।

তোটকাচার্য্য। আপনি সারদাদেবীর পীঠ-রক্ষায় নিযুক্ত থেকেও কি নিমিত্ত একরূপ অযৌক্তিক ভাষা প্রয়োগ করেন? বস্তুপি পূর্বজন্মে কেউ শূদ্র থাকে, পরজন্মে ব্রাহ্মণ হয়েও কি তার বেদে অধিকার হয় না?

শঙ্কর। হে মহাশয়, আমি আমার আত্ম-কৃষ্টি জন্ত এই আসনে উপবেশনে ইচ্ছুক নই। আমি দেবদেব মহাদেবের আদেশে বেদাঙ্ক ভাষ্য প্রস্তুত করেছি। নারায়ণস্বরূপ ব্যাসদেব ভাষ্যপাঠে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে বরপ্রদান করেছেন। তথাপি জনসমাজে 'সর্বজ্ঞ' ব'লে যদি আমি প্রমাণ্য না হই, তা হ'লে আমার ভাষ্য জনসমাজে গৃহীত হবে না। এই আসনে স্থানলাভ সর্বজ্ঞতার পরিচয়। আমি দেব দেবের আজ্ঞানুরূপী হয়ে আমার ভাষ্য-প্রস্তুত প্রস্তুত। যদি আমি কৃতকাব্য হয়ে থাকি সারদাদেবী স্বয়ং আমার স্থান বাস করবেন।

দৈববাণী। বৎস, তুমি একজন এই আসনের গোপ

অসঙ্কোচে আসন গ্রহণ করে, তোমার উপ-
বেশনে আসনের মর্যাদা রক্ষিত হবে ।

শঙ্কর । দার্শনিক ঋষিগণে,

কূটবুদ্ধি মানবের নিরাশ কারণে,
দমিবারে চার্কাক সকলে,
দেশকাল অমুসারে করেছেন দর্শন রচনা ।
যোগমার্গ, কর্মমার্গ আদি
বিরচিত সময়-উচিত প্রয়োজনে ।
এবে মুক্তিপন্থা প্রসারিত ঈশ্বর-রূপায় ।
বেদান্তনৃত্রের অর্থ জগতে প্রচার
আত্মার প্রকাশ, অবিত্তা বিনাশ,
ব্রহ্মজ্ঞানে আত্ম-দরশন,
গুহ্যতত্ত্ব ‘তত্ত্বমসি’ প্রকাশ ভুবনে ।
মহাবাক্য হৃদিমাঝে করিয়ে ধারণ—
জনগণে আত্মজ্ঞানে কর অবস্থান ।
না সারদে তব পীঠে
মম কার্য্য তোক সমাধান ।

(শঙ্করাচার্য্যের সারদাপীঠে উপবেশন)

নির-রক্ষক । প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জনা
করুন । আপনি যে সাক্ষাৎ জ্ঞানময় শঙ্কর,
অজ্ঞানতাবশতঃ তা আমার উপলব্ধি হয় নাই ।
সর্ব্বজ্ঞ যতীশ্বর আমার প্রণাম গ্রহণ করুন ।
এতদিন সারদামাতার আসন-রক্ষক ছিলেম,
আজ হ’তে আপনার আসন-রক্ষক-পদে
নিযুক্ত ক’রে কৃতার্থ করুন ।

শঙ্কর । পণ্ডিতবর, আমার আসন নয়, জননী
সন্তানকে ক্রোড়ে স্থান দিয়েছেন মাত্র । মাতার
আসনের আপনিই যোগ্য রক্ষক ।

কলে । জয় নরশঙ্কর শঙ্করাচার্য্যের জয় ।

শঙ্কর । হে বিরক্ত সন্ন্যাসিগণ, এখনো প্রচার-
কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই । তোমরা দেশ-
দেশান্তরে এই অষ্টৈত-ভাষ্য প্রচার করো ।
আমি কেদারনাথ দর্শন ক’রে কৈলাস-দর্শনে
ইচ্ছুক । তোমাদের মধ্যে বারা আমার সঙ্গী
হবার ইচ্ছা করো,—এলো—আমরা অন্তই
যাত্রা করি ।

[সকলের প্রস্থান ।

একাদশ গর্ভাক ।

কৈলাস-সন্নিকট পর্ব্বতপ্রদেশ ।

(মহামায়ার প্রবেশ)

গীত ।

কব কারে আর সে বিনা কে জানে,
কি বেদনা তারি বিভনে ।
বিরহ-গাথা থরে থরে গাঁথা
রহিবে নীরব বিজনে ।
নয়নবারি মিশাও নীহারে,
ঘন খাস মিশ পবনে,
হৃদয়তাপ তপনে মিলাও,
কঠিন কায়্য মিল গিরিসনে,
শূন্য প্রাণ গগনে ।
বিনা প্রাণাধার, আমি আমি নই,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা তাই প্রাণমই,
কতই সহেছি কত সহে আর,
মিছার কেন বা সই—

বিফল আশা হৃদয়-মাঝে রাখিব কেমনে বতনে ॥

[গণপতির প্রবেশ]

গণপতি । (স্বগত) ওরে বাপ্ রে ! সেই
কাপালিক ব্যাটার অবিত্তা । এখানে কি
করতে মরতে এলো ! পাগাই—বেটী না
দেখে ।

মহা । বাবা—শোন—শোন—

গণ । কেন বাছা—তুমি পরের মেয়ে—পরের
বউ, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, কেন তোমার
কথা শুন্বো ?

মহা । আমি যে তোমাদের মা, আমার কথা
শুন্বে না ?

গণ । মা আছ মা-ই আছ, তুমি ভালয় ভালয়
পথ দেখ, আমিও ভালয় ভালয় পথ দেখি ।
আর বাছা তোমার পাল্লায় পড়ছি নে ।

মহা । শোন না, তোমার গুরুর সংবাদ দিচ্ছি ।

গণ । কে—সেই তোমার কাপালিক ? সে বেটী
অন্ধা পেয়েছে, তা জানো না বুঝি ? তাই
আমার ধোঁকা লাগাতে এসেছে ?

মহা । তুমি কি মনে ক’চ্ছ ? আমি সে তো
নই, আমি যে তোমার সতি মা । তোমার
চোখ ঢাকা রয়েছে, আমি তোমার চোখ
খুলে দিতে এলেছি । তুমি আমার কে মনে

করেছ? আমি সে নই, সে তোমার
বিমাতা, আমি তোমার সন্তা মা।
গণ। বাবা, তোমার আর মা-গিরিতে কাজ নাই।
মহা। বাবা, আমি না পথ ছেড়ে দিলে পথ
দেখতে পাবে না। তোমার চোখের আব-
রণ এখনো ঘোচে নাই। তুমি এখনো
তোমার গুরুকে চিন্তে পারো নাই। তাই
তোমার বলতে এশেছি, তোমার গুরু মানুষ
নয়, তোমার গুরু সাক্ষাৎ শঙ্কর। এই কথাটি
মনে রেখো, তা হলেই তুমি মোক্ষপ্রাপ্ত হবে।
গণ। (স্বগত) না, সে বোটা তো নয়। (প্রকাশে)
তুমি কে মা?

মহা। বাবা, আমি বল্লেও তো বুঝতে পারবে
না। তোমার বিমাতাও মরেছে, আমি
বে দিন মরবো, সেই দিন চিন্বে।]*

[মহামায়ার প্রস্থান।

*[গণ। তাই তো—তাই তো, আমি যেন আর
এক রকম সব দেখছি! আমি নিদ্রিত না
জাগরিত! আমি কোথায়, আমার শরীর
কি হ'লো! এ সব কি? গুরুদেব—গুরু-
দেব—চরণে স্থান দাও!]*

(মণ্ডনমিশ্র ও সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। অত্যাধি ভারতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিত-
মণ্ডলীকে পরাজয় করে কাশ্মীরের সারদাপীঠে
বান্ধেদবীর সিংহাসনে উপবেশন করতে কেহই
সক্ষম হন নাই। গুরুদেব যখন সমস্ত পণ্ডিত-
মণ্ডলীকে পরাজয় করলেন,—অকস্মাৎ দৈব-
বাণী হ'লো—“বৎস, আমার আসনে উপ-
বেশন করবার তুমি একমাত্র যোগ্য। আমার
আজ্ঞায় আসন গ্রহণ করে ভারতবর্ষে ‘সর্গজ্ঞ’
নামে প্রচারিত হও।” তাই সুরেশ্বর, সমস্ত
ভারতে অদ্বৈত মত স্থাপিত, পুণ্যভূমি জ্ঞান-
হুর্ঘ্যে আলোকিত। তাই, তুমি আনন্দ সংবাদে
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে কেন?

মণ্ডন। শুন তাই, অন্তর বিকল কিবা হেতু।

তুষার-আবৃত ঘোর পর্বত-প্রদেশে,

নিত্য রজনীতে—

বামাকণ্ঠে কেবা করে সসকল গান?

যেন কোন নারী বিরহবিধুরা,

মনোমগ্না করে এই জনশূন্য স্থানে।

দেখ, দেখ, নারীমূর্তি কে অগ্রগামিনী?

সনন্দন। হ'তেছে স্মরণ,

পূর্বে যেন এই মূর্তি ক'রেছি দর্শন।

আছিলেন গুরুদেব যবে পরজারে,

নাহি পাই কোন মতে রাজ-দরশন,

অকস্মাৎ কৃপা করি আসি এক নারী—

সকটে করিল মাতা উপার বিধান।

হেরি অববব মম হয় অহুমান,

অগ্রগামী রমণী-মূর্তি সে মুন্দরী।

মহা হিতৈষিনী সেই জননী-বরুণা,

তাহে কেন অনিষ্ট আশঙ্কা কর তুমি?

মণ্ডন। নহে এ সামান্য নারী হয় অহুমান।

প্রধানা প্রকৃতি।

মহাশক্তি ধরি নারী-কায় ভ্রমেন ধরায়,

তার বিরহ-সদীতে ভয় হয় চিতে,

লীলা বৃষ্টি অবসান-প্রায়;

অচিরে বা শিবশক্তি হয় সংমিলিত।

(শঙ্করাচার্য্য, শান্তিরাম, হস্তামলক, আনন্দগিরি,
চিংমুখ, ভোটকাচার্য্য প্রভৃতি
শিষ্যগণের প্রবেশ)

*[শান্তি। প্রভু, প্রভু—দেখুন, অকস্মাৎ গিরিশ্বর
ভেদ করে সলিল উখিত হচ্ছে! প্রভু, ফিরন,
হেথায় বিপদ হ'তে পারে।

শঙ্কর। না বৎস, ভগবতী কিরূপ কৃপাময়ী দেখ।

তোমার দারুণ শীতে ক্রিষ্ট হয়েছে, সেই নিমিত্ত

এই উষ্ণ প্রস্রবণ গিরিভেদ করে উখিত

হয়েছে। এর উষ্ণতায়—স্থান লক্ষ অহুতব

ক'ছ না? আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

সনন্দন। প্রভু, সকলই আপনার করুণা।

গণ। বাবা—বাবা, তুমি শিব, আমি জেমেছি, মা

আমার বলেছেন।

শঙ্কর। দেখ দেখ, গণপতি কি বলে শোনো।

সকলে। জয় শঙ্করাচার্য্যের জয়!]*

শঙ্কর। বৎসর, এ জনহীন প্রদেশে কয়দিন রমণী-

কণ্ঠনিঃসৃত কোন সঙ্গীতধ্বনি শুনেছ?

মণ্ডন। হাঁ প্রভু, আমি পদ্মপাদকে সেই কথাই

বলছিলাম,—বোধ হ'লো, কোন রমণীমূর্তি

দূরে দৃষ্টিগোচর হ'লো।

শঙ্কর। উনিই আমার সংসারে এনেছেন, আমার

উনিই আমার সংসার হ'তে ল'রে বাবার জন্ত এসেছেন। বৎস, আর আমি এ স্থানে কারে অবলম্বন ক'রে থাকবো?

টংস্খ। প্রভু, কি নির্দারণ কথা বলছেন? আমরা-
দের পরিত্যাগ ক'রে যাবেন? জানেন তো,
আপনি এই নরমুষ্টিতেই আমার হৃদয়েখর।

শঙ্কর। বৎস, কারে পরিত্যাগ করবো?—তোমা-
দের হৃদয়ে আমার ভাষা স্থাপিত। তোমরা
আমার হৃদয় অপেক্ষা প্রিয়, তোমাদের সাহা-
য্যেই আমার কার্য সম্পন্ন। বৎস, চলো—
কৈলাস দর্শন করি। কৈলাস হ'তে প্রত্যা-
গমন ক'রে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত হ'বো।

[সকলের গ্রস্থান।

যোগবলে হবে অবগত—

তোমা সবে জনে জনে কেবা।

কার্য অবসানে,

ময় সম নিজ স্থানে করিও প্রাণ।

সনন্দন। প্রভু, আপনি লীলা সংবরণ করলেন,

কিন্তু আমরা অনাথ হ'লেম।

শঙ্কর। বৎস, খেদ পরিত্যাগ করো। বে স্থলে
বেদান্তচর্চা হবে, জেনো— সেই স্থলেই আমরা
যুগলে উপস্থিত হব, হৃদয়-মধ্যে নিয়তই
আমাদের দর্শন পাবে।

(সমবেত সঙ্গীত)

পট-পরিবর্তন।

(কৈলাস)

দেবগণবেষ্টিত বৃষভোপরি হর-গৌরী।

শঙ্কর। বৎস, নরলীলা অবসান মম।

নিজ নিজ কার্য-অন্তে তোমরা সকলে,

বৃষভ-আসনে জগত-পিতা, জগত-জননী বামে।

কনক-রজত মিলিত ললিত, রাজিত যুগল ঠামে ॥

হর—গৌর কপূর, গৌরী—চম্পা স্নন্দর,

মনোমালিন্য-হরণ মুরতি, দীন-শরণ চরণ-জ্যোতি,

জয় জয় জয় হর-পার্বতী, দ্বিদল চণক পুরুষ প্রকৃতি,

নিত্য চেতন নিত্য শক্তি, লীলানিত্যধামে ॥

যবনিকা-পতন।

য্যায়সা-কা-তায়সা।

(প্রহসন)

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মল্যেরের “L' Amour Medecin” অবলম্বনে

প্রহসনোল্লিখিত চরিত্র।

পুরুষ।

হারাদন	“ম্যানিয়া”-গ্রস্ত বড়লোক। (পর হইবার আশঙ্কায় কত্থার বিবাহদান-বিরোধী)
রসিকমোহন	প্রেমোন্মত্ত যুব। (রতনমালার অমুরাগী)
সনাতন	হারাদনের প্রতিবাসী।
মাণিক	হারাদনের ভৃত্য। (গরবের অমুরাগী)
মিঃ নন্দী (দ্রুতভাবী)	}		এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ।
মিঃ ঢোল (মহুতভাবী)			

জহরী, এসেন্সওয়াল, ছবিওয়াল, পোষাকওয়াল, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, খেড়,
হকিম, পশুচিকিৎসক, ড্রেসার, গো-বৈদ্য, বাত্য়কারগণ, পুরোহিত,
নাগিত, মালী, বরবাড়ী ও কত্থাবাদ্রিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রতনমালা	হারাদনের কত্থা। (রসিকমোহনের অমুরাগিণী)
গরব	হারাদনের গৃহে প্রতিপালিতা দাসী খাদীঘর, জৌকওয়ালী, বেদিনী, এরোগণ, বদরমণীগণ, পুরজীগণ ইত্যাদি।

য্যায়সা-কা-ত্যায়াসা ।

প্রস্তাবনা ।

—:~:—

(গীত)

হুনিয়া পুরোনো, হেথা চলবে না কো নরা ঢং ।
হিঁহুয়ানী, টপকে গেলে, কালি মেখে সাজবে সং ॥
যতটা সর রস, তার বেশী ভাল নয়,
চাল-বেচাল কি হিঁহুর ঘরে সর ?
বেচালে বেজার নাকাল, দেখিয়ে দেবে রং বেরং ॥
সেয়ানো বে শুনে শেখে, সেও ভাল বে শেখে দেখে,
বেকুবের হাড়ে হাড়ে শিখতে হয় ঠেকে,
নাক কান আপনি মলে,
তালি দে লোক দেখে রং ॥

প্রথম দৃশ্য ।

হারাধনের বাটী ।

(হারাধনের প্রবেশ)

হারা । বেটাদের বায়না কত—দশ হাজার নগদ,
বিশ হাজার গয়না, হীরে-মাণিক, সোনা-
রূপোর খাট-বিছানা, আবার নিজের মেয়েটি ;
চোর-দারে ধরা পড়েছি,—সাদি নেই দেখা ।
আমার মেয়ে বড় ছয়া তো কার বাবার কেয়া
ছয়া ! বে কতি নেহি দেখা । জাত জাকা ?
—জাকা ! জাকা ! বটে—বে দেবো !
বেটারা লুচি খাবেন ? আর আমার মেয়ের
সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নবাবের বেটা নবাব
জামাই বাড়ী নিয়ে যাবেন,—আবার দান-
সামগ্রী দাও, টাকা দাও,—সে পাত্র আমি
নই, সে পাত্র আমি নই ।

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক । আজ্ঞে, সে পাত্র আপনি নয়, সে পাত্র
আপনি নয় ।

হারা । দেখ মাণিকে, তুই একটু বুকিস্ হুকিস্—
মাণিক । আজ্ঞে হাঁ ।

হারা । বল দেখি—মেয়ে আমার কি আর কার ?
মাণিক । আজ্ঞে—আজ্ঞে—

হারা । চোপরাও বেটা—বল মেয়ে আমার কি
কার ?

মাণিক । আজ্ঞে, কোন্ মেয়েটি ?

হারা । বল বেটা, আমার মেয়ে, আর কোন্ মেয়ে ?
মাণিক । আজ্ঞে, আপনকারই মেয়ে, আপনকারই
মেয়ে ।

হারা । তবে আর কে কি বলে ।

মাণিক । আজ্ঞে, কে কি বলে, কে কি বলে ?

হারা । যোল বছরের মেয়ে হয়েছে—হোক্ ।

মাণিক । আজ্ঞে হোক্—হোক্ ।

হারা । তবে আর কি !

মাণিক । আজ্ঞে, তবে আর কি ।

হারা । খপরদার বেটা, কারুক বাড়ী ঢুকতে
দিবি নি ।

মাণিক । আজ্ঞে, তা কি হয়—বাড়ী ঢুকবে কে ?

হারা । দেখ, ঘটক বেটাকে দেখবি কি অমনি
দোরের খিল দিয়েছি ।

মাণিক । আজ্ঞে, হুড়কো দেবো ।

হারা । শোন মাণিকে, বেটাদের আশ্পদার কথা
শোন ।

মাণিক । আজ্ঞে, শুনুবো বই কি—শুনুবো বই কি ।

হারা । এখন শোন বেটা ।

মাণিক । আজ্ঞে, কান পেতে খাড়া রয়েছি ।

হারা । বেটারা বলে,—যোল বছরের মেয়ে হলো,
একটি পাত্র ডেকে এনে বে দাও, আবার
বলে, দান-সামগ্রী দিয়ে বে দাও,—আবার
বলে, নগদ কিছু দিতে হবে । শুনেছি বেটা-
দের আশ্পদা ?

মাণিক । আজ্ঞে, খুব গরজে কথা বলে—খুবই
গরজে কথা বলে ।

হার। আবার শোন—বলে দোহিত্র হবে।

মাণিক। আজে, তা কি হয়—তা কি হয়?

হার। বলে—আমার বিষয় ভোগ করবে।

মাণিক। ইঃ—তা আর করতে হয় নি।

হার। তবে আর কি—আমি চল্লুম, তুই হাঁসি-
য়ার থাকিস্।

মাণিক। আজে, খুব হাঁসিয়ার রইলুম।

হার। দেখিস্। [হারাধনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হারাধনের বাটার সম্মুখ।

বাটার মধ্যে মাণিক।

(গরবের প্রবেশ)

গরব। (স্বগত) আমারও যেমন পোড়া কপাল,
দিদিমণিরও তেমনি। ভাগ্যিস গিন্নী ঠাই দিয়ে-
ছিল, তাই পেটের আলায় ভিক্ষে করতে হয়
নি। আহা, মাগী যেন মেয়ের মত ক'রে
পেলেছে। আর তার মেয়ের এই পোড়া
কপাল! আমার যেন বাবা টাকাকড়ি দিতে
পারে নাই, তাই যে হলো না। ও মা, বুড়ো
মিসে, টাকার কাঁড়ির উপর ব'সে আছিস্,
তুই মেয়ে আইবুড়ো রাখছিস্ কি হুঃখে!
দিদিমণি যে তেমন নয়, তা নইলে ওই তো
রসিক বাবু—ঘুর ঘুর ক'রে বোরে, দিদিমণিও
জানালা দিয়ে চেয়ে থাকে। আমরা হ'তুম,
জানালা দিয়ে উলে গিয়ে যে ক'রে তবে আর
কাজ।

মাণিক। (ভিতর হইতে) এই গরবি বেটা আসছে,
দোর দিই। (দ্বার বন্ধ করণ)

গরব। (অগ্রসর হইয়া) মাণুকে, দোর দিচ্ছিস্
কেন?

মাণিক। কর্তা না তোরে পাড়া বেড়াতে মানা
করেছে, আবার পাড়া বেড়াতে গিয়েছ? এই
কর্তাকে ডেকে দেখাচ্ছি।

গরব। আহা মাণিক, আমি তোমার জন্তে মরি,
আর তুমি আমার এ রকম কর?

মাণিক। আহা, মরো না, ম'রে দানো পাও।

গরব। তোকে কত সোহাগ করি—

মাণিক। সোহাগ তো তুড়-তুড় করে,—মাণুকে,

মুখপোড়া, ঝাঁটাথেকো! আমি কাকুনি
মিনতি করি,—গরব, একবার চাও না
চাইতে কিসে মুখে খুতকুড়ি দিয়ে যাও,—আ
ভেঁমনি খেঁজলান খেঁজলাবো।

গরব। তবে আমি বামুনবাড়ীর হীরের কা
চল্লুম, আমার মনের কথা তাকে বলি গে
মাণিক। কেনে—তাকে বলবি কেনে—আম
কি কান নাই, আমি কি শুনতে জানি নে
গরব। তবে শোনো মাণিক শোন—(হুঃ
শব্দ করণ)

মাণিক। তুই গলা হাঁকারে বল—ওমন হুঃ
করলে শুনবো কেমন ক'রে?

গরব। তুই দোরের আড়াল হ'তে শুনতে পারি
নে?

মাণিক। তুই গলা হাঁকারে বল দেখি—কে
শুনতে না পাই।

গরব। (স্বগত) ছোঁড়া আমার ভালবাসে, ব
তো আমাদের জাত। মুখপোড়া যেন পা
পারে বোরে। ওইতে তো আমার রাগ হ
(অস্পষ্ট শব্দ করণ)

মাণিক। আরে বুঝতে লাগিচি।

গরব। দোর দিয়ে কি বোঝা যায়?

মাণিক। বোঝা যায় না!—তুই ঠায়ে ব'য়ে
বুঝবো।

গরব। ও মনের কথা—ঠায়ে বসেও বোঝা য
না। কই, তুই বল দেখি, কেমন বুঝতে পারি

মাণিক। ও গরব—গরবমণি—

গরব। আ মম্ মুখপোড়া! কি হুঃ হুঃ ক'রে দে

মাণিক। হুঃ হুঃ করবো কেন? এই যে গ
হাঁকারে বলছি,—ও গরব—গরবমণি—তু
আমায় যে করবে?

গরব। এই দেখ কি তড়-বড়, তড়-বড় কে
আমি একটিও বুঝতে পাচ্ছি নে।

মাণিক। বুঝতে পাচ্ছিস্ নে—তবে শো
(দোর খুলিয়া বাহিরে আসিয়া) ও গরব-
গরবমণি—আমি তোমার জন্তে মরি।

গরব। ও মাণিক—মাণিকচাঁদ,—তোমার কা
কানে একটা মনের কথা বলি—দাঁড়াও।

মাণিক। আচ্ছা, কি বলবি বল?

গরব। তুই চোক বুজ কান পেতে পাড়া, আ

আন্তে আন্তে জনের কথা বলবো, নইলে কেউ
শুনতে পাবে।

মাণিক। আচ্ছা, আমি চোক হুদে দাঁড়িয়েছি, তুই
বল। (চক্ষু মুদ্রিমানগুহমান)

গরব। আচ্ছা, আমি বলছি, তুই দাঁড়া। (বাটার
ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করণ)

মাণিক। কই, বলি নি?

গরব। (ভিতর হইতে) তুই দাঁড়া—কর্তাকে বলি,
তুই পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলি।

মাণিক। ও গরব—তোমার পায়ে ধরি গরব।
দোর খুলে দাও গরব।

গরব। না—তুই দাঁড়া, আগে কর্তাবাবুকে বলি, তুই
সনাতন বাবুর কাছে সঞ্চয় করতে গিয়েছিলি।

মাণিক। দই—গরবের দই—এই নাক রঙুড়ছি—
কান মলছি, ঘাট করেছি—আর অমন
করবো নি।

গরব। আমি যা বলবো—তা শুনবি?

মাণিক। শুনবো—শুনবো—ঘাড় একাশি ক’রে
শুনবো, তুই যা বলবি, শুনবো।

গরব। আচ্ছা, তবে আর।

(দোর খুলিয়া দেওন)

(উভয়ের গীত)

মাণিক।—

নাক কান মলালি, এখন পীরিত একটু কর!

গরব।—

ও মা ছিঃ ছিঃ তোর পীরিতে ভূতে করবে ভর!

মাণিক।—

গরবিলী গরবমণি, কও না কথা,

চাও না ফিরে।

গরব।—

মুখখানা তোর গোমড়াপানা, আঁতকে উঠি,

চাইবো কি রে?

মাণিক।—

এত তোর গরব কিসে?

গরব।—

রূপের গরব—মু’মিসে?

মাণিক।—

তাইতে তো আছি ম’রে!

গরব।—

মরেছি বলি কি রে? দেখি দাঁড়া ছুড়ো খ’রে!

মাণিক।—

ইন্ তোর সোহাগ ভারি!

এতটা করবি কদর?

গরব।—

করবো না কদর?

সাত রাজার ধন সোনার মাণিক—

তুই কি আমার পর!

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

হারাধনের বৈঠকখানা।

(হারাধনের প্রবেশ)

হারা। ওঃ, শাস্ত্র কি মিছে!—গিন্নী যদি ম’লো
তো মেয়ে বিইয়ে গেল! তাই তে তো বলে
বিপদ একলা আসে না। মেয়ে যদি বিয়োলো
তো বড় হলো,—কোথেকে পাড়ার লোকও
জুটলো—বলে বে দাও। আচ্ছা, মেয়ে হবি হ
—বড় হবি হ—তা মুখ গুন্ডে অমন ব’সে
থাকবি কেন? কেন—তা আমার বোঝা!
কথাই কইবে না—তো বোঝাবে কি? এই
দেখ দেখি, এই এতগুলি বিপদ একেবারে
ঘাড়ে চাপলো! আবার বিপদ মেয়েটাকে না
দেখলে বাঁচিনে, মেয়েটার হাসি না দেখলে
বাঁচিনে! মনে করলুম, তোয়াক্কা রাখবো না;
—মন খারাপ হবে—টাকা নাড়বো-চাড়বো।
টাকা নেড়েও সোয়ান্তি পাইনে, মেয়েটাকে
মনে পড়ে!—মেয়েটার কি হলো—তাই তো
—কি হলো—

(জহরী, ছবিওয়ালার পোষাকওয়ালার ও এসেজ-
ওয়ালার প্রবেশ)

(স্বগত) এই দেখ, মাণিকে বেটা দোর খুলে
দিয়েছে। (প্রকাশ্যে) এখন তোমরা যাও
গো—ঘাও, এখন আমার বড় মন খারাপ।

জহরী। আজ্ঞে, তাই তো আপনার সঙ্গে দেখা
করতে এলুম।

সকলে। আজ্ঞে, তাই তে তো এলুম—তাই তে
তো এলুম।

হারা। আমার বিপদ—

সকলে। আহা, বিপদ শুনেই এসেছি—বিপদ শুনেই এসেছি।

(সনাতনের প্রবেশ)

হার। আমার মেয়ের ব্যামো—
ছবিওয়ালা। অ্যা, মেহের ব্যামো! তবে বসতে হলো।

পোষাকওয়ালা। বাওরাটা জানতে হলো।

এসেলওয়ালা। উপায় করতে হলো।

হার। আর উপায়!—উপায়ের ব্যাং।

সকলে। সে কি—সে কি?

হার। তা বই কি—কোন কথা ভাঙে না, দিবারাত্রি চুপ করে ভাবে, চোখ ছল-ছল করে, নিশ্বাস ফেলে, হলো—ই! করে আকাশ পানে চেয়ে থাকে।

জহরী। এর আর কি, সোজা উপায়। এই স্বদেশী শাকুরার গড়ন একছড়া হীরের “বঙ্গ-বাসী নেক্লেস” কিনে দেন, এখনি এক গাল হাসবে।

ছবি। ওতে হবে না, ওতে হবে না—এই স্বদেশী “কোকিল-কুজিত-কুজ-কুটার চিত্র” খানি দেন, এখনি হেসে লুটোপুটি থাকবে।

পোষাক। না—না—ওতে হবে না—এই স্বদেশী সঁজা “বঙ্গের অজস্র অ্যাকেস” কিনে দেবি, গায়ে দিয়ে আরনার মুখ দেখবে আর আছলামে আটখানা হবে।

এসেল। আঃ, ওতে কি হবে,—এই স্বদেশী “বঙ্গকট এসেল” দেন, শুক্বে—আর রোগ-বালাই দেশ ছেড়ে পালাবে;—প্রাণ ঠাণ্ডা হবে—মন ঠাণ্ডা হবে—বলবো কি, এসেল শুক্বে পাগল ভাল হয়েচে।

হার। আর আমার বুকি পাগল করতে এসেছ?

সনা। তাই তো, তাই তো,—যে যার মাল বেচতে এসেছেন। ওঁর স্বদেশী শাকুরা হামিলটন, ওঁর স্বদেশী ছবি ফরাসী, ওঁর স্বদেশী বডি র্যাঙ্কিনের আর ওঁর স্বদেশী এসেল জার্মানীর। কর্তা! ওতে তোলে না যে—কর্তা ওতে তোলে না। তোমাদের মত স্বদেশী জুটেই স্বদেশী কাজটা মাটি করতে বসেছ। আহা, শুভকপে লোকের স্বদেশী জিনিসে খোক হয়েচে, তোমরাও এক দাঁও

পেরেছ—বত বিদেশী জিনিস এনে জুড়ি করে স্বদেশী বলে ধাঙ্গা দিচ্ছ। কর্তা আমি-দের সব বোঝে। (হারাধনের প্রতি) আমার কথা শোনো—মেয়ে বড় হয়েছে, বের সময় হয়েছে,—

হার। হাঁ!

সনা। আমি যে ‘রসিকমোহন’ বলে পাত্রট ঠিক করেছি, রূপে-গুণে, কুলে-শীলে যেমন হ’তে হয়, কিছু খরচ হবে না—

হার। হাঁ!

সনা। রসিকমোহনের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দাঁও।

হার। হাঁ!—আর তিনি যে করে, আমার মেয়েটির হাত ধরে নে বাড়ী চলে যান। ওরে বাপু রে খুনে রে—

[ক্রত প্রস্থান।

সনা। এইখানে এসেছ দাঁও বাগাতে?

জহরী। আমরা তো বাগিয়েছিলুম, আপনি যে বাগড়া দিলেন।

সনাতন। নাও নাও, স’রে পড়ি এসো, এখানে বাগ-সাগ চলবে না, দেখছ না—টাকা খরচ হবে বলে মেয়ের বে দিচ্ছে না। বলে কি জানো, আমার মেয়ে আমার থাকবে না, পরকে দেবো?

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। ম’শায়েরা ভেতরে থাকবেন কি বাইরে থাকবেন বলুন, আমি দোর দোব।

সনা। কেন বাপু, দোর দেবে কেন?

মাণিক। আজ্ঞে কর্তার হুকুম—দোর দিতেই হবে।

সনা। দোর তো দেবে, আমার খুলে দেবে তো?

মাণিক। আজ্ঞে কালে সকালে,—কর্তার হুকুম।

সনা। তবে আমরা চমুম।

মাণিক। আজ্ঞে, থাকেন থাকুন, কর্তা বলেন নেই; কিন্তু দোর আমি দেবো।

সনা। আচ্ছা, বাপু, তুমি দোর দাঁও, আমরা চমুম।

(সকলের গীত)

বিক্রেতাগণ।—

রুখেছি স্বদেশহিতে জীবন দিতে চার জনে।

সনাতন।—

তিরকুজিতে সবাই সমান কমবেশী নাই ওমনে॥

হরী।—

ঠিক স্বদেশী “বঙ্গবাসী নেক্লেস” যে পরে,
দেশহিতৈষী ঠিক বলি তারে,
দেশের মুখ আলো সে করে ;

ছবি।—

“কাকিল-কুজিত-কুজকুটার” স্বদেশী তসবীর,
দেখলে ক্রমে স্বদেশ প্রেমে স্ব’রবে চোখে নীর ;

পোষাক।—

আঁটলে জ্যাকেট “বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ”,
আয়না ধ’রে বুকে দেখে স্বদেশ-প্রেমের জেদ,
জ্যাকেটে জমাট বাঁধে বঙ্গচ্ছেদের খেদ ;

এসেল।—

সাধের এসেল সাধের নাম “বরকট”,
ওঁক্লে পরে স্বদেশ-প্রেমে করে সে ছটকট,
ঝড়ে লেকচার চটপট, হয় বীরামনা চট ;

বিক্রেতাগণ—

ফিরি দেশের তরে ফিরি ক’রে,
অমুরাগ খুব গঙ্গগণে ।

সনা।—

এরা মনুবে কবে কে জানে,
কি আছে যমের মনে ॥

(মাণিকের প্রস্থান ও জ্ঞানদা লইয়া পুনঃ প্রবেশ)
মাণিক।—

গুড়ি গুড়ি দাও পাড়ি, বাও বাড়ী,
জানিলে এই জ্ঞানদা বাড়ি, থাকতে লাব্বে এখানে ।
হেথায় চলবে নি কো গান,
আমি মাণিক, নই পাঁড়ে দরোয়ান,
খুব সেটে দেবো দোর এঁটে,
কর্তার কড়া হুকুম নাও শুনে ॥

[মাণিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাণিক। আর একটা কি কর্তী বলে যে ? হ্যাঁ ।

এরা গেলো কি রইলো, খবর দিতে হবে ।
গেল বই কি ? যদি বলে কেথায় গেল ?
দোর খুলে পেছ পেছ দৌড়বো ? দেখবো
কোথায় বার ? না, এখন দেখবো নাকি ?
(দৌড়াইবার উপক্রম)

(হারাদনের পুনঃ প্রবেশ)

হার। মাণিকে, কি কচ্ছিস ?

মাণিক। আজ্ঞে, দৌড়ব মনে ক’রে কাপড়
গুছছি ।

হার। কেন রে বেটা ?

মাণিক। আজ্ঞে, যদি জিজ্ঞাসেন—ওরা কোথায়
গেল, তা হ’লে বলতে লার্বো, তাই পেছ
পেছ দৌড়ব ভাবছি ।

হার। নে, তুই রতনকে ডেকে আন ।

মাণিক। আজ্ঞে, গরব যদি সঙ্গে আসে ?

হার। আসে আশ্রুক ।

মাণিক। আজ্ঞে দেখুন—আমার দায়-দোষ নাই ।

সে আসবে, সে বড় বাধায়, দিদিমণির সঙ্গে
সঙ্গেই ফেরে । আজ্ঞে, চল্লুম তবে ?

হার। জালাতন করলে ! নে তোরে যেতে হবে
না, আমিই যাচ্ছি ।

[হারাদন ও তৎপশ্চাৎ মাণিকের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ।

রতনমালার কক্ষ ।

রতনমালা ও গরব ।

(হারাদনের প্রবেশ)

হার। শোন রতন, আজ আমি একটা হেতু-নেত
করবো—তবে ছাড়বো । তোর কি হয়েছে,
বলতেই হবে । বলবিনি ?

রতন। কই, কি হয়েছে ?

হার। কি হয়েছে ? অমন মুখ গোমড়া ক’রে থাক
কেন ? কি চাও, একটা মুখের কথা থা-
লেই তো হয় । কোন্ জিনিস তোমার দিই
নাই ?—গয়না দিয়েছি, পোষাক দিয়েছি, ছবি
দিয়ে বর সাজিয়ে দিয়েছি, ঘরের নীচে ফুল-
বাগান ক’রে দিয়েছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি,
গান শিখিয়েছি, বুনতে শিখিয়েছি, ছবি
আঁকতে শিখিয়েছি, ফটোগ্রাফ তুলতে শিখি-
য়েছি, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করেছি—

গরব। মাধা কিনেছ ।

হার। চূপ মাগী চূপ । গিন্নীর আস্কারাতে খুব
বাড়িয়ে তুলেছে । (রতনের প্রতি) হ্যাঁ রে,
এক ছড়! হীরের “বঙ্গবাসী নেক্লেস” নিবি ?

গরব। ঘুরে থাকবে !—ডের নেক্লেস আছে ।

হার। রবিবর্ণীর ছবি নিবি ?

গরব। গোল গোল বোঝাই মুখ দেখে স্বর্গে যাবে ।

হার। ব্রাধ বলে না,—“বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ জ্যাকেট”
নিবি ?

গরব। হ্যা—সোলতে পাকাবে।

হার। শিশি কতক “বরকট এসেন্স” নিবি?

গরব। একটা রাজা চুসি নিবি? এসেন্স কি করবে গো—চোখাছার জল বাড়াবে না কি? এসেন্সের শিশি যে আর ধরে ধরে না।

হার। তবে কি চায়—তুই ছাই আমার বল না?

গরব। চায় একট বর।

হার। চোপমাগী চোপ—বত বড় মুখ; তত বড় কথা!

গরব। তবে কাতলা মাছের মুড়ো খাবে।

হার। সত্যি নাকি—সত্যি নাকি?

গরব। সত্যি না তো আর কি? সত্যি কথা বলে তো আর তনুবে না।

হার। কি সত্যি কথা—বল না?

গরব। ঐ যে বললুম, বর চায়।

হার। বর চায়—ছেলের হাতে মো? বর চায়—বান্দর চায়—উল্লুক চায়—ভালুক চায়! রতন, বল কি চাস? বল—বল—বলছি? নইলে আমি আত্মহত্যা করবো, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবো, বিবাগী হয়ে চলে যাবো!

রতন। কি বলবো?

গরব। (জনান্তিকে) বল না কেন—বর চাই।

হার। (স্বগত) আমি স’রে পড়ি,—কি জানি, যদি বলে ফেলে। কথার কান দেবো না। (প্রকাশ্যে) তুই বলি নি, আমি চললুম বিবাগী হয়ে। [হারাদনের প্রস্থান।

গরব। হ্যাগা দিদিমণি, বলি, মুখ দুটে বলতে পারলে না যে বর চাই?

রতন। নে, তুই আর জালার উপর জালাস্ নি, আমার মরণই ভাল।

গরব। হ্যা—সে এক রকম মল নয়।

রতন। তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিস?

গরব। ঠাট্টা কি গো, তোমার এত জালা, স’রে জুড়াবে।

রতন। মরণ বলেই তো মরণ হয় না!

গরব। তা হবে না কেন গো, ঠিক মরণ হয়।

রতন। কিসে?

গরব। এই দড়ি, ছুরী, আকিং, গন্ধার ডোরা—

রতন। তুই ঠাট্টা করিস, আমি সত্যি বিষ পেলে খাই।

গরব। তা বেশ তো গো, যদি মন হয়ে থাকে, বিষ খেতে চাচ্চ, খাও না। যেখানে আট আনা আকিংএর ভরি, সেখানে বিষের ভাণ্ডার!

রতন। আকিং কে এনে দেবে?

গরব। তার জন্তে ভেবো না, আমি যোগাড় করবো।

রতন। তুই আমার আকিং কিনে এনে দিবি?

গরব। তা দিদিমণি, তোমাদের এদিন খাচ্চি, পরচি, গিন্নী কত বস্ত্র করেছে, কর্তা কত আবদার নয়, তুমি তার এক মেয়ে, সখ ক’রে আকিং খেতে চাচ্চ, একটু আকিং এনে দিতে পারবো না? লোকে যে বেইমান বলবে!

রতন। তুই কি সত্যিই আমার আকিং এনে দিবি? ঠাট্টা করিস?

গরব। হ্যাগা, তোমার এমন খাটো মন, বিশ্বাস করো না, তবে বুঝি তুমি ঠাট্টা ক’চ্চ?

রতন। বুঝছি বুঝছি, আমার বিষ এনে দিয়ে বাবাকে বলে দিবি।

গরব। মাইরি না, তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি। (গায়ে হাত দিয়া) হলো?

রতন। গরব, তোকে মনে করতুম, তুই আমার আপনার। তুই আমার হাতে ক’রে বিষ দিবি?

গরব। এ কাজ তো দিদিমণি, আপনার লোকেই করে।

রতন। স্মাথ—আমার দুঃখ কেউ বুঝে না!

গরব। তোমার ঢং কেউ বুঝে না বলে?

রতন। ঢং কি রে?

গরব। ঢং নয় তো কি? আমি কি মেয়েমানুষ নই, আমি কি কাণা? আমি কি দেখি নি—জান্লাম খুলে তাকিয়ে থাকে। কখন সে আসবে? সে চ’লে গেলে, আর বুক ধড়ফড় করতে থাকে, চ’খোচ’খি হ’লে ওমনি আত্মা আটখানা হয়ে যাও।

রতন। জান্লাম—আমোদে আটখানা, বুক ধড়ফড়—এ সব কি লো?

গরব। ঐ সব গো—ঐ সব—

রতন। বাঃ, তুই তো বেশ গল্প করতে পারিস।

গরব। আরো গল্প বলি শোনো, একজনের বাপের এক মেয়ে, মাগ-ছেলে আর কেউ নেই, বাপ মিলে মেয়ের বে মেয়ে না, জামাই মেয়েকে বাড়ী থেকে নে যাবে, মেয়ের ছেলে হ’লে

বিষয়ভোগ করবে। খুব আঁট ক'রে ব'সে আছে, লোকের কথাই কান দেয় না। এদিকে মেয়ে জান্না খুলে এদিক্ ওদিক্ দেখে, মনের মতন লোকেরও দেখা পোলে, হাছতাশ করে, বাপকেও কিছু বলতে পারে না, ভেবে ভেবে সোনার অঙ্গ কালি হ'তে লাগলো।

রতন। তার পর কি হলো?

গরব। দিনরাত আকাশ পানে চেয়ে ব'সে থাকে, চাঁদ দেখে, ফুল শোঁকে, খায় না-দায় না, শোয় না-খুমায় না, বাপকেও কিছু বলে না, জানে—বললেও বাপ শুনে না।

রতন। তার পর কি করলে?

গরব। সে কি করলে জানিনে। আমরা হ'লে উপায় করতুম।

রতন। কি উপায় করতিসু?

গরব। উপায়ের ভাবনা? মনের কথা খুললে উপায় হয় না?

রতন। কি উপায়—কি উপায়?

গরব। আমি তো বলেছি, অমনি উপায় হয় না, মনের কথা ভাজলে তবে উপায় হয়।

রতন। সত্যি গরব—কিছু উপায় আছে?

গরব। কিসের গো?

রতন। আচ্ছা, তুই এখনো ঠাটা কচ্ছিসু? আমার অবস্থা তো সব জেনেছিসু, তোর কাছে আর লুকোচুরি কি? বইয়ে পড়েছি, কিন্তু পরের জন্তে যে এত ক'রে ভাবতে হয়, যার সঙ্গে কেবল চ'থের দেখা, কখনো কথা কইনি, কাছে বসি নি, সে যে জীবনের সর্বস্ব হয়, তা আগে বিশ্বাস করতুম না। এখন আর কি করবো, দেখছি, এমনি ক'রে অ'লতে অ'লতে জীবন যাবে।

গরব। জীবন যাবে! নকড়া ছকড়া জীবন কিনা, গেলেই হলো। বালাই! তুমি সব কথা খুলে বলো,—কবে দেখা হলো, কোথায় দেখা হলো, এ যে দেখছি চোরে কামারে দেখা নাই, রাজমহলে সিঁদ। তুমি একা জলছ, না সে লোকটাও তোমার জন্তে জলছে, সব জানা চাই; দম্বাজ পুরুষের পাল্লায় না পড়ো।

(গরবের গীত)

পুরুষের নানান দম্বাজী।

মন বোঝানয় তো সোজা, সত্যি প্রেম কি কারসাজী ॥

আগে সে কত কঁাদে, পায়ে ধ'রে কত সাধে,

নারীর প্রাণ বাঁধে প্রেম-কঁাদে;

হাতে পেলে পায়ে ঠালে, কঁাদা সাধা ভোজবাজী ॥

সরলা কুলনারী, চলতে হয় সামলে ভারি,

অবুঝ হয়ে চলে নানা লাজনা তারি;

নাহাতে পেয়ে, হাতে যেতে কেউ যেন না হয় রাজী ॥

রতন। তার মনে কি আছে, জানিনে তাই। আমি

আড়াল থেকে শুনেছি, তার সঙ্গে সখ্যের

কথা নিয়ে তাদের পাড়ার সনাতন বাবু

এসেছিলেন। বাবা তো মাথাকে দিয়ে

বাড়ীতে লোক আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

গরব। তোমার সঙ্গে কি ক'রে দেখা হলো?

রতন। সে অনেক দিনের কথা, একদিন নতুন

ঝির সঙ্গে মাসীর বাড়ী হতে ভাড়াটে গাড়ী

ক'রে আসছি, আসবার সময় হাবাকালো মাগী,

গলীর ভেতর দিয়ে আসতে আসতে পথ চিনতে

পাল্লে না; গাড়োয়ানও বাড়ী চেনে না, আমি

তো কৈদে সারা,—সেই সময় দেখা। বিকে

জিজ্ঞাসা ক'রে খবর নিয়ে, কোচবাল্লো উঠে

বাড়ী রেখে গেল। আমিও গ্যাসের আলোর

আমার হৃদয়-দেবতাকে দেখলুম।

গরব। অমনি প্রেমের গ্যাস জেলে বুঝি বাড়ীতে

চ'লে এলে?

রতন। নইলে এত জলটি কিসে!

গরব। তাই তো এ গ্যাসের আলোর প্রেম, বড়

দবদবে প্রেম! তা কিছু কথাবার্তা হলো?

রতন। না, দেখলুম, আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছে

আমি লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিলুম। তার পর

থেকে দেখতে পাই, রোজ আমার জানালার

পানে চেয়ে চেয়ে রক্তায় বেড়ায়। এখন বল—

কিছু উপায় করতে পারবি?

গরব। এর উপায় যদি না ক'তে পারি, তবে গর-

বের আর গরব কি? তোমার কিছু বা বলি,

তা করতে হবে।

রতন। কি করতে হবে বল—কি করতে হবে বল?

গরব। বেশী কিছু না—গব্ গব্ ক'রে খেতে হবে

আর বিছানায় শুতে হবে।

রতন। অব্যব ঠাট্টা ?

গরব। ঠাট্টা নয়, তুমি চুপ ক'রে বিছানা কামড়ে প'ড়ে থাকো, আমি কর্তাকে বলিগে, তোমার বড় ব্যামো।

রতন। বাবা যে ডাক্তার ডাকবে ?

গরব। ডাকলেই বা, ডাক্তার রোগ ঠাণ্ডার পায়, ভিটকিলুমি কি ঠাণ্ডার পায় ?

রতন। আর চক্ চক্ ক'রে ওষুধ যে গিলোবে।

গরব। সে আমি আছি, সব ওষুধ পুকুরসই করবো।

রতন। তাতে কি হবে ?

গরব। তার পর বৈজ্ঞানিক এসে তোমায় আরাম ক'রে বাড়ী নিয়ে যাবেন।

রতন। সে কি লো ?

গরব। সে আছে আছে—তুমি এখন ঘরে গিয়ে রোগী হয়ে পড়। আমি চল্লুম, তোমার বাপকে গিয়ে খবর দিই গে।

রতন। উপায় করতে পারবি তো ?

গরব। না পারি, নিমেন আফিং এনে দেবো।

মাও বাও, চুপি চুপি শোও গে, দেখ না গরবের গরবটাই। এখন তুমি রোগী হ'তে পারলে হয়।

রতন। তা খুব পারবো, বেকবো চুরবো, মাথা চালবো, হিহি ক'রে হাসবো, কোঁস কোঁস ক'রে কাঁদবো, কখনো শুন্ থেয়ে প'ড়ে থাকবো, তা হ'লে তো হবে ?

গরব। বেশ হবে—খুব হবে—খাট আনবার মত হবে।

(উভয়ের গীত)

গরব।—

বাগটি মেয়ে ছিল পিরীত, চাগাড় দিলে এইবারে।

না হ'লে হিষ্টারিয়া হয় না পিরীত বাহারে ॥

রতন।—

এমন কি বরাত আমার পিরীতে হবে বাহার, আমি দাঁত ছিরকুটে থাকবো প'ড়ে একধারে ॥

গরব।—

ভিরকুটা দাঁতকপাটি, সেইখানে পিরীত খাটি, এইবারে—তোমারে—কে পারে।

রতন।—

আনিয়ে পারি হারি, কুলনারী—

বেকবো চুরবো চালবো মাথা, কইবো না কোন কথা,

কোঁস কোঁস নিষেধ ফেলে কোঁপাব বারে বা গরব।—

মরি মরি এমন পিরীত পায় কি আর যারে ত পিরীত যেমন পেলে তোমারে।

উভয়ে।

যে পিরীতে খাট না প'ড়ে, পিরীত কি বলি তা [উভয়ের প্রস্থ]

পঞ্চম দৃশ্য

হারাদনের ভিতর বাটা।

হারাদন ও মণিক।

হার। মানুষকে ?

মণিক। আজ্ঞে—

হার। কারকে আসতে দিসনি তো ?

মণিক। আজ্ঞে তেমন মণিকের মণিক নই

হার। কেউ এসেছিলো ?

মণিক। অনেক ।

হার। ঐ সনাতনে কে—ঐ যে সত্বক করে সে এসেছিল ?

মণিক। আজ্ঞে না।

হার। তবে কে এসেছিল ?

মণিক। বেলপেছে বাগানে—মালী ডালা এসেছিল।

হার। সে কোথায় গেল ?

মণিক। সে বাড়ী ঢুকতে বা। আমি ডাখানা কাছাড়ে ফেলে গর্দা দিলুম, সে ভেঁ ক'রে পালালো।

হার। আ ম'বেটা—ডা ফলে দিলি কে মণিক। আজ্ঞে—তাই, কেন ফেললুম ?

হার। বা বেটা, কোথা ফেলেছিস, কুড়িয়ে আয়। (মণিকের প্রস্থানোত্তর)

শোন্ শোন্—রেওতেরা খাজনা এসেছিল ?

মণিক। ঝাঁকে ঝাঁকে ! আমি জাদনা নিয়ে তাড়া করলুম।

হার। বা বেটা সর্বনাশ করলে, বা এখন বা সব ডেকে নিয়ে আয়।

মণিক। আজ্ঞে, এই চললুম—এই চললুম। [মণিকের প্রস্থ]

হার। দেখ, ব্যাটা আহাধুখ। বাই ডাখ কোথায় কেলে দেখি।

(কপট ক্রন্দন করিয়া বেগে গরবের প্রবেশ)

রব। ও মা, কোথায় যাবো—কি সর্বনাশ !
বাপ মিসে কোথা গেল, শুনলে এখনি গন্ধার
ঝাঁপ দেবে ।

রা। কি কি—কি হয়েছে—চোঁচাচ্ছি কেন ?

রব। ওরে কি হলো রে—হায় হায়, এমন
সর্বনাশ কি কারো হয় ? কর্তা গেল
কোথায় ?

রা। ওরে—এই যে আমি ! কেন দশবাই চণ্ডী
হয়ে নাচ্চিস ? কি হয়েছে বল না ?

রব। হায় হায়—বাপ শুনলে গলায় দড়ি দেবে !
মেয়ে তো নয়, বেন অগন্ধাজী ! এমন
সর্বনাশও হয় !

রা। ওরে, কি হয়েছে কি ? গরব, ও গরব—

রব। আমি জলে ঝাঁপ দিই গে—কর্তাকে এ
ধবর দিতে পার্কো না !

রা। কি সর্বনাশ হয়েছে ! মাগী বলবেও না,
কেবল খেই খেই করে নাচবে ।

রব। ওগো, তোমরা কেউ কর্তাকে ডেকে দাও—

রা। ওরে, এই যে আমি ?

রব। আমি ওমন দমবাকীতে তুলিনি ; বাও,
কর্তাকে ডেকে দাও !

রা। আরে এই যে কর্তা—ভাখ্ না ?

রব। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছিনি, আমার
বুকে দম্ব হয়েছে ! ওরে, কি সর্বনাশ হলো
রে—

রা। ফাল্ ফাল্ ক'রে চেয়েই রইলো !—এই
যে আমি, দেখ্ না, আমি কর্তা—আমি
কর্তা—

রব। তুমি কর্তা ?—দাঁড়াও—তোমার গোপ
দেখি ঠাউরে—ওগো, আমি চোখে দেখতে
পাচ্ছিনে গো—

রা। ভাখ্ না বেটি—ভাখ্ না—(গৌফ দেখান)

রব। কর্তা আমাদের লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়-
চারি করে,—

রা। এই রে বেটা—এই রে বেটা—(পায়চারি-
করণ)

রব। কর্তা আমাদের ঝাঁকারি মারে—

রা। তবে রে বেটা ভ্রাকাপনা—

রব। অ্যা—তুমিই তো কর্তা—তুমিই তো

কর্তা !—ওগো, সর্বনাশ হয়েছে গো—

সর্বনাশ হয়েছে ! দিদিমণি গো—

হারা। তোর কান্না রাখ্, কি হয়েছে বল ?

গরব। কেমন ক'রে বলবো গো—কর্তার যে এক
মেয়ে—

হারা। ওরে, তোরে ব্যগ্রতা করি, শীগ্গির বল ?

গরব। কর্তা বাবু, সেই যে তুমি কত মুখনাড়া

দিলে, বল্লে, “বিবাগী হবো !” সেই শুনে

দিদিমণি একেবারে ঘরে চ'লে গেলো । তার

পর বাগানের দিকে গিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে

পুকুর পানে চেয়ে চেয়ে—

হারা। তার পর—তার পর ?

গরব। তাড়াতাড়ি করো না কর্তাবাবু, আমাকে
দম্ব কেলতে দাও ।

হারা। তার পর—ও গরব—আর কত দম্ব
ফেলবি ?

গরব। এখনো একটু ফেলবো—

হারা। না বাছা, আর দম্ব ফেলিস্ নি—বল্—বল্,
তার পর—

গরব। তার পর পুকুরপানে চেয়ে বলতে লাগলো,

“বাপই যদি বিবাগী হলো, আমার আর তবে
থেকে কাজ কি, মরণই ভালো !”

হারা। ব'লে জলে ঝাঁপ দিলে ?

গরব। না,—

হারা। তবে কি কর্লে—তবে কি কর্লে ?

গরব। আন্তে আন্তে বিছানায় গিয়ে শুলো ।

হারা। আঃ বাঁচলেন, সর্বরক্ষে—

গরব। সর্বরক্ষে কি কর্তাবাবু ? শোন আগে—

হারা। আবার কি ?

গরব। বিছানায় শুয়ে এই কোঁস্ কোঁস্ ক'রে

কান্না ! কাঁদতে কাঁদতে একেবারে অজ্ঞান,

আর নড়েও না, চড়েও না ।

হারা। তার পর—তার পর কি, শীগ্গির বল ?

গরব। তাড়াতাড়ি করো না কর্তাবাবু, আমার

সব মনে করতে দাও !

হারা। আর মনে করিস্ নি গরব ! বল্—বল্—

গরব। হ্যাঁ, এইবার মনে হয়েছে—গা মুখ সব

পাঁশ হয়ে গেল, যত ডাকি “দিদিমণি দিদিমণি”,

সাড়াও নাই, শব্দও নাই । নাকে হাত দিয়ে

দেখি—ও মা, নিখেসও নাই ।

হারা। অ্যা—নিষেধ নাই? হার হার, কেন
আমার কুমতি হলো—কেন আমি বিবাহী
হব বললুম। হ্যারে নিষেধ নাই?

গরব। ছিল না—অনেকক্ষণ ধরে মুখে জলের
ঝাপটা দিতে দিতে, নাড়তে চাড়তে চোখ মিলে
চাইলে। ছোট ক'রে বলে 'বাবা।' আবার
অজ্ঞান। সেই থেকে একবার চেতন হচ্ছে,
একবার অজ্ঞান হচ্ছে। ওরে, কি রাত পুইয়ে
ছিলে রে—আজকের দিন কাটলে যে বাঁচি।

হারা। কি সর্বনাশ হলো—কি সর্বনাশ হলো—
মাগকে—মাগকে।
মেগথো। আজ্ঞে।

(মাগিকের প্রবেশ)

হারা। ওরে বা বেটা, শীগ্গীর যা।
মাগিক। যে আজ্ঞে। (মাগিকের গমনোচ্ছোগ)
হারা। বাস কোথায়? শোন, কোথা যেতে
হবে বলে দিই, ছুটে বাবি।

মাগিক। যে আজ্ঞে। [ছুটিয়া গমন।

হারা। ওরে আবাগের বেটা, শোন শোন, আমার
সর্বনাশ হ'তে ব'সেছে, জালায় উপর আর
জালাসনে।

মাগিক। আজ্ঞে না, আর জালাব নি।

হারা। যেখানে বত ডাক্তার-বন্দি পাস, ধরে
নিরে আর। শীগ্গীর যা।

মাগিক। যে আজ্ঞে। [মাগিকের প্রস্থান।

হারা। হার হার। কি হলো—কি হলো। কি
সর্বনাশ হলো। (গরবের প্রতি) চল চল,
দেখে আসি। [উত্তরের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চিকিৎসকের বাজার।

অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার মি: নন্দী ও মি: ডোল,
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বৈজ্ঞ, হকিম, খাজী-
ঘর, গো-বৈজ্ঞ, পণ্ড-চিকিৎসক, বেদিনী,
জ্যাক ওয়ালী, ড্রেসার ও মাগিক।

(গীত)

চিকিৎসকগণ।—

এসেছি সকাল সকাল

এড়িয়ে রোগী যার পাছে।

ক'রে আশ মুদকরাস মুখ চেয়ে আছে॥

ওলাউরো মোগ বসন্ত রক্ত-আমাশ,
আমরা আহি তাই সহরে করেছে বাস,
ম্যালেরিয়ার খাসা ভামাস।

আমরা সব লারেক ডারি বুঝারে বোকে আজ
লোকের ভিড় ক'নাই, তাই সহরে হয় ঠাই,
রোগে ক'টা চালান দিত ছাই;
গাড়ী গাড়ী চালান দেবার টাটকা নাওয়াই সব
আছে

অ্যালো: ডাক্তার।—

শিলপাউডার মিক্চার,
এডান এতে নাই কো কার,

বৈজ্ঞ।—

তৈল আর বটিকা আমার,
(সত) আনবার পারে ঘোর বিকার,

হকিম।—

দমকুল বার, এর'না গুণ মেরি হালুয়া
হোমি: ডাক্তার।—

আমি মবিউল বাড়ি উটে বইয়ের পাত,
ওলটাতে ওলটাতে পাতা রোগী কুপোকা
খাজী।—

আমরা সব শিক্ষিত দাই, পরিচর আর কি চাই
গো-বৈজ্ঞ।—

মুই গোদাগা, গরু দাগি,
পণ্ড-চিকিৎসক।—

কুতাকে মলম ক'নাই—

ঘোড়াকে খাওয়াই নাওয়াই,

বেদিনী।—

বাত ভাল করি, দাঁতে পোকা ভাল করি,
বেদিনী বসাই শিলে রক্ত চুষে খাই,
জ্যাক ওয়ালী।—

আমি খেড়ে খেড়ে জ্যাক লাগাই,
ড্রেসার।

আমি ড্রেস করি আর পিচকিরি বাগাই,
মাগিক।

সবাই দেখছি পোকা, রোগ বড় শক্ত,
এসো গিটগিট চলে এসো কর্তার এখন ব
তোমাদের দিক হাতে, হয় বাতে—
এস্পার কি ওস্পার—মেয়ে মরে আর বা

সকলে।—

মেয়ে মরে আর বাচে ॥

[মাণিকের পশ্চাতে সকলের ভক্তিসহ প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য

হারাধনের বহির্বাটা।

হারাধন ও মাণিক।

মাণিক। আর মাণিককে আহাম্মুক বলতে পাবে নি। এই যে বেথানে ছিল সব ঝেঁটিয়ে এনেছি।

হারা। আরে বেটা, ডাক্তার বন্দি আনতে বললুম, এ কি করেছিল?

মাণিক। আজ্ঞে, ডাক্তারে যদি না শানে, হোমা-পাখী লাগবে; তার না খই পায়, বন্দি গুলি বাড়বে; তাতে না বাগে, হকিম হালুয়া খাওয়াবে; এতেও না সামাল খায়, ডাক্তার ফাড়বে আর পিচকিরিওয়ালী পিচকড়ি বাড়বে, আর ল্যাংড়া জড়াবে, আর জেঁক-ওয়ালী জেঁক লাগাবে, আর বেদিনী বেটা শিল্পে বসাবে।

হারা। আর সব কাদের এনেছিল?

মাণিক। আজ্ঞে, গরু দাগতে জানে, ঘোড়ার বাত ভাল করে, কুকুরের ঘায়ে মলম দেয়।

হারা। আরে বেটা, সর্কনাশ করেছিল, —সর্ক-নাশ করেছিল, বিদেয় কর, বিদেয় কর।

মাণিক। আজ্ঞে, বিদেয় হবে নি—সব রুকে এসেছে।

(ডাক্তারগণের প্রবেশ)

সকলে। আমাদের valueable time ব'সে থাকতে পারি নে।

(বৈজ্ঞানিক প্রবেশ)

বৈজ্ঞানিক। আমিও বৈজ্ঞানিক, আমারও সময় খাটো নয়।

(হকিমের প্রবেশ)

হকিম। হাম হকিম, হামার ফুন্সং কম।

হারা। আচ্ছা—আমুন আপনারা, মেয়েটিকে দেখবেন।

[চিকিৎসকগণকে লইয়া হারাধনের প্রস্থান।]

(ধাত্রী, গো-বৈজ্ঞানিক, পশুচিকিৎসক, বেদিনী,

জেঁকওয়ালী ও ড্রেসারকে লইয়া

গরবের প্রবেশ)

গরব। ও মাণিক—মাণিক আমার—

মাণিক। আরে কি রে গরুবি—কি রে গরুবি,—

আজ যে তোর সোহাগ বড়।

গরব। মাণিক, একটু বসো।

মাণিক। হাঃ হাঃ, আমার বরাত খুলেছে।

(উপবেশন)

গরব। (জেঁকওয়ালীর প্রতি) নাও এর কপালে ছোটো জেঁক বসাও। (বেদিনীর প্রতি) তুমি শিল্পে বসাও। (গো-বৈজ্ঞানিকের প্রতি) আর তুমি ছেঁদো দাগোতো গা। (পশুচিকিৎসকের প্রতি) আর তুমি তোমার ঘোড়ার দাঁওয়াই খাওয়াও।

মাণিক। হাঃ—হাঃ—হাঃ হাঃ, খুব মস্করা কচ্ছিল।

গরব। আরে না না—মস্করা নয়—তোর বড় ব্যামো।

মাণিক। বেশ—বেশ—

গরব। নাও গো নাও—তোমরা কাজ করো।

(গো-বৈজ্ঞানিকের প্রতি) নাও—নাও ছাঁদো।

গো-বৈজ্ঞানিক। (দড়ি লইয়া অগ্রসর হইয়া) কই—গরু কৈ?

গরব। (মাণিককে দেখাইয়া) এই যে গরু। ও গরু ছিলো, মাহুষ হয়েছে! ছাঁদো—ছাঁদো (গো-বৈজ্ঞানিকের মাণিককে বাঁধিতে অগ্রসর হওন)

মাণিক। তবে রে বেটা, তুমিও মস্করা ক'চ্চ?

গরব। ছাঁদো গো—ছাঁদো—এখনি হায়া ক'রে খেপে উঠবে।

মাণিক। ওরে বাপরে—ছাঁদবে কিরে?

গরব। ধরো ধরো—নাও জেঁক লাগাও, শিল্পে বসাও, পিচকিরি দাও—

(সকলের অগ্রসর হওন)

মাণিক। ওরে বাপ রে—সারলে রে (পলায়ন।

ড্রেসার। রোগী যে পালাগ—পিচকিরি কাকে দেবো?

গরব। তুমি পিচকিরি আপনি নাও।

জেঁক। আমাদের টেকা দাও—টেকা দাও—

বেদিনী। আমরা চ'লে বাই, আমরা না ডাকলে আসি নি।

(জাহ্না লইয়া মণিকের প্রবেশ)

মণিক। আর কোন্ শালা ছাঁদবি—

বেদিনী প্রভৃতি। আরে দেইরায়ে দেইরায়ে—

[সকলের গোলযোগ করিয়া প্রস্থান।

(হারাদনের পুনঃ প্রবেশ)

গবর। হ্যাঁ গা কর্তা বাবু, মেয়েটির আর কতক্ষণ ?

হার। কতক্ষণ কি রে বেটা ?

গবর। কেন গো—সব বন্দুত ডেকে এনেছ তো ?

ওরা জনাকূতি বাড়ী ওজাড় করে। ক'জন

জড়িয়ে একটা খুদে মেয়ে আর সাবুতে পারবে না।

হার। চূপ বোট চূপ, ওরা সব আসছে, শুনলে এখন সব রাগ ক'রে বেরিয়ে যাবে।

গবর। সে তো ভাল গো, মেয়ে তো গিইয়েছে,

তোমার বাঁচবার উপায় হবে।

(বৈষ্ণব ও হকিমের প্রবেশ)

হার। আনুন—আনুন ক'বরেজ মশার, আনুন হকিম সাহেব, কি দেখুলেন ?

বৈষ্ণব। ও ডাক্তারেরা দেখছেন—দেখুন, রোগটি ত্রিদোষপূর্ণ, তৈল ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

হকিম। নেই, হালুয়া খিলাও—হালুয়া খিলাও, সব সারা পশিমা নিকাল দিয়েগা, তবে যেমারি ছুট রাগা।

বৈষ্ণব। আরে হালুয়া খাইলে প্যাটি ফুলে মরবে।

তৈল ঔষধ দিয়ে বায়ুর সাম্য করা চাই।

হকিম। নেই সরবৎ পিলাও। আউর এই মগজ কদুকা তেল শিরমে মালিস করো—ঠাণ্ডা হো জাগা।

বৈষ্ণব। আরে লও—লও—তোমার কর্ম নর—তোমার কর্ম নর। তোমার রাজমিস্ত্রীয়ে বাইরে হালুয়া খাওয়াও, সরবৎ পিলাও, আরে ইসে মালিস করো।

হকিম। কেয়া বুঝা বোলতে হো।

বৈষ্ণব। হ, হক্ বল্ভিছি।

হকিম। আও দেখে—

বৈষ্ণব। কি আশি : সুহরির বোল খাইরে বাক-ইচি, আমাদের কম পাইছ ?

[উভয়ের কন্ঠ করিতে করিতে প্রস্থান।

গবর। কর্তা বাবু—কর্তা বাবু, হুখা বোলো।

তোমার হাউ-কেউ কাটিলো।

(অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদেরকে আসিতে দেখিয়া)

এইবার শনি-বন্দন আসছে, এইটে সামলে

বাও তো অনেক দিন টেক্বে।

(মিঃ নন্দী ও মিঃ ঢোলের প্রবেশ)

ডাঃ নন্দী। (ক্রতভাব্য) আপনি মিছিমিছি

কতকগুলো টাকা খরচ ক'রে কতকগুলো

আনাড়ি কেবল জড় করেছেন। বন্দি, হকিম,

হোমিওপ্যাথি ওরা যোগের কি জানে,

প্যাথালজি পড়েছে ?

হার। আজ বা হর আপনারা উপায় করুন—

আপনারা উপায় করুন, মেয়েটি বাঁচবে তো ?

ডাঃ ঢোল। (মহর ভাব্য) ব—ড—স—ক—ট।

এমটিক অর্থাৎ বাতে বসি করে, এমন ঔষধ

ব্যবহার করতে হবে।

ডাঃ নন্দী। এমটিক ! by no means কথ-

নই না, পার্গেটিভ—জোলাপ দিতে হবে।

ঢোল। জোলাপ দিলে এখনই রোগী মারা যাবে।

নন্দী। বমন করালে এক মিনিট বাঁচবে না।

ঢোল। আপনার authority কি ?

নন্দী। আপনার authority কি ?

ঢোল। authority !—জোলাপ দিয়ে সেদিন

একটাকে মেরেছ।

নন্দী। নাও নাও, সেদিন বসি করিয়ে তুমিও

একটাকে মেরেছ।

হার। ম'শার, ঝগড়া করবেন না—ঝগড়া কর-

বেন না, আপনাদের এই কি নেন, রোগটা

কি ঠাওয়ারলেন ?

ঢোল। রোগ—ক্যাক্‌হেসিয়া।

নন্দী। ক্যাক্‌হেসিয়া !—কখনো না—কখনো

হ'তে পারে না, সন্দেহ নর—অসন্দেহ !—it is

asphyxia (অ্যাসফিক্সিয়া)।

ঢোল। ম'শার, উনি অস্তায় বলছেন।

নন্দী। অস্তায় বলছি, এ কি ছেলের হাতে পিটে,

যা তা বয়েই হলো—বে এলুম, কি নিলুম,

চ'লে গেলুম। ঠাওয়ারতে হবে, ভাবতে হবে,

বিবেচনা করতে হবে, বিচার করতে হবে,

চিন্তা করতে হবে, তবে একটা কথা বলতে

হবে।

হার। (স্বগত) এক শালা ছয় ধরছে এক-
বারে চিবে ফেটাপরি, আর এক শালা চৌহম।

টোল। মহাশয় হুয়ুন, আপনার একমাত্র কস্তা,
এদিক ওদিক কিছু হ'লে পাগল হবেন,
কেমন কি না, বিবেচনা করুন; বোগ হলো
সাংঘাতিক, মৃত্যু হ'তে পারে। ঔষধ দিতে
হবে খুব বিবেচনা ক'রে।

নন্দী। নিশ্চয়, তার কস্তে যা করতে হয়, আমি
প্রস্তুত। এ কি ছেলের হাতের পিটে, যে
এলুম; কি নিলুম, চ'লে গেলুম।

টোল। আপনি অস্ত্র বন্ধান,—অ্যাস্কিক্‌সিয়া
কখনই হ'তে পারে না, বরং অ্যাপোপ্লেক্সি
বলা যেতে পারে।

নন্দী। ননসেন্স, বাজে কথা, বরং বলতে
পারো ধনুটকার। কারণ, শরীরের রক্ত, মাংস-
পেশী, শিরা, অস্থি, মজ্জা সমস্ত বিকৃত
হ'য়ে রোগীকে ধনুকের মত ক'রে ফেল'বার
চেষ্টা ক'রে। এর লক্ষণ হাঁসকাঁস, এ পাশ
ও পাশ, ঘন ঘন শ্বাস, হা হতাশ,—
কখনো বা কাসে, কখনো হাসে, কখনো
বম্পন, কখনো বা কম্পন, হুস্‌হুস্‌ দাহন,
নাড়ী অতি দ্রুতগতি, কখনো বা মৃদুগতি, ঘন
ঘন মাথা ঢালা, সর্কাসে জালা—অ্যাস্কিক্‌-
সিয়া না বলে কোন্‌ শালায় বেটা শালা?

হার। (স্বগত) বাপ! যেন পাঞ্জাব মেল
চালালে। (প্রকাশ্যে) মশার হয়েচে তো?

নন্দী। এখনো আছে, সব নিঃশ্বাস হয় নাই।

হার। আপনার থাক্—এবার টোল মশার
কেমন বাজেন দেখি।

টোল। অপমান—Defamation.

নন্দী। Defamation—Dum nation.

টোল। Dam nation—Dam fool! (পর-
স্পর হৃদয়)

হার। মশার—ঠাণ্ডা হোন—ঠাণ্ডা হোন।

নন্দী। কি? ঠাণ্ডা হবো—শালা টোল বলে Dam
fool, চললুম।

টোল। চললুম!

(উভয়ের প্রস্থানোক্তম।)

(মাণিক ও গরবের প্রবেশ)

মাণিক। একে, কেউ যেতে পাবেন নি—কেউ
যেতে পাবেন নি।

গরব। আজ্ঞে, এই রেড়ীর তেল আর ঘন শুলে
এনেছি, কে বমি করবেন, কে জোলাপ
নেবেন?

টোল। আমি বমি করবো না—রোগী বমি
করবে।

নন্দী। আমি জোলাপ নেব না—আমি জোলাপ
নেব না, রোগী জোলাপ নেবে।

গরব। যদি নারায়ণ, আপনারা খেলেই রুগীর
খাওয়া হবে; আপনারা মলেই রুগী বাঁচবে।

মাণিক। খাও ডাক্তার ববু! খাও,—তোমাদের
চারটি পায় পড়ি, খাও।

নন্দী। সত্যি খাওয়াবেনাকি! (লক্ষ দিয়া পলায়ন)

টোল। ও বাপু! ওকে ধর, আমার পায় বাত
আমি পালাতে পারবো না।

[দীর্ঘপদে প্রস্থান।]

হার। এদের তো হলো—এখন সে ডাক্তারবাবু
কি কছেন? (নেপথ্যাভিমুখে উচ্চঃস্বরে)

মশার, কি হচ্ছে আপনার?

নেপথ্যে। সিম্‌টন্‌ নিচি—সিম্‌টন্‌ নিচি—

হার। আহ্নন—আহ্নন, বেরিয়ে আহ্নন।

নেপথ্যে। দাঁড়ান—দাঁড়ান—বই খুলে সিম্‌টন্‌
মিলুচ্চি—

গরব। আহ্নন—আহ্নন।

(পুস্তক পড়িতে পড়িতে হোমিওপ্যাথিক
ডাক্তারের প্রবেশ)

হোমিও। বলতে পারেন, ওয়ে কবার পাশ
ফেরে? জর উপর মাছি বসে কি না?

গরব। আজ্ঞে, উনি বলতে পারবেন না, উনি
বলতে পারবেন না, আমি বলছি। ঘুমিয়ে
পাশ ফেরে, পায়ের উপরভর দিয়ে দাঁড়ায়,
মশা কামড়ালে গা চুলকায়, মাছি বসলে
তাড়ায়, আর তোমার মত ডাক্তার পেলে—
যেটিয়ে বিষ ঝাড়ায়।

হোমিও। কি—কি, অপমান—অপমান! আমি
চললুম।

[প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ মাণিকের ভঙ্গীসহ গমন।
হার। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিলে, বুড়ি বুড়ি বকলে,

তড়ুড়িয়ে সরলো। বাক, এ বেটাদের কাজ নয়। কোন রকম টোটকা শুধু চেষ্টা করা বাক।

[হারানোর প্রহাস।

গরব। এইবার আমার ডাক্তার খুঁজতে বেরই—
যে এক তুড়িতে রোগ ভাল করবে। যেমন
তরা রস যৌবন, তেমনি রসিক বদ্বিও তো
চাই। এ রোগে বায়ু-পিত্ত কফ তিনই প্রবল,
তবে বাইয়ের ভাগটা কিছু বেশী। আমি বে
রুগী আর রোজা ছই-ই হ'য়ে হাড়ে হাড়ে
বুঝছি। ও বালাই ডাক্তারে হয় না, ধাম্কা
এসে জুলুম করে।

গরবের গীত।

যৌবন কেন আসে কে জানে।
বাণ ডেকে গাঙ্গু ভ'রে যেন ব'য়ে চলে উজানে ॥
ফিরে বয় মনের ধারা, থাকে না কুল-কিনারা
ভেসে গিয়ে কুল না পেয়ে হয় দিশেহারা ;
ডোবে ওঠে তুফান খেলে, কখন তোলে কখন ফেলে
পাণথারে পাক দে নে যায়, প্রাণ কাঁপে খর টানে।
তরতরে জো'র বয় কাণে কাণে ॥

(গরবের প্রহাস।

অষ্টম দৃশ্য।

পথ।

(গরবের প্রবেশ)

গরব। ঐ দেখ, আবার মাগকে ছোঁড়া পেছ
পেছ আসছে। ওকে তাড়াই, না তাড়ালে
রসিক বাবুর সঙ্গে দেখা করা হবে না। ভয়
দেখাই, মইলে সঙ্গ ছাড়বে না। বিস্তর
কাকূতি-মিনতি করে ; এক একবার ইচ্ছে
হয় ছোঁড়াকে বে করি। বড় বোকা, তা
বোকা তাতার না হ'লে, নাকে দড়ি দে
বেড়ানো কি ক'রে?

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। ও গরব গরব। তুই বা বলি, তাই তো
করছ, ডাক্তারদের তাড়াছ। তুই বিয়ে
করবি ব'লেছিলি, বিয়ে কর। বিয়ে করবি
তো?

গরব। এসেছিস—আর, আমার সঙ্গে চল।

মাণিক। কোথায় যাচ্ছিস?

গরব। ও পাঁকার ভাল বুড়ী বৈক্যার কাছে
যাচ্ছি, চ।

মাণিক। ছি—ছি—! সেখানে কেনে রে?

গরব। ডাক্তারকে বলিস্ নি, তোরে বে করবো,
তাই তোরে এখন চুপি চুপি বলছি। আমি
ওর কাছে ডাইনে মরগী শিখেছি,—এখন
গাছালা মরগী শিখতে যাচ্ছি।

মাণিক। ডাইনে মর শিখেছিস্ কিরে?

গরব। নইলে আর তোরে বে করতে চাচ্ছি
কেন? তোর কাছে শুনে থাকবো আর একটু
একটু ক'রে তোর বুকের রক্ত খাবো।

মাণিক। নে নে, ঠাট্টা করিস্ নে, তোর কথা
শুনে ভয় লাগে।

গরব। ভয় কিরে, তোর বুকের রক্ত খাবো,
তাকি তুই টের পাবি? এই ছাখ, তুই সামনে
দাঁড়া দেখি, একটু খাই, তুই টেরও পারি নে।

মাণিক। এমন করিস্ তো তোরে বে করবো নি।

গরব। বে করবে বই কি!—মাণিকচাঁদ—
মাণিক আমার—তোমাকে কি আমি
ছাড়বো, করবোই করবো। (উচ্চৈঃস্বরে
বিভীষিক। দেখাইয়া) ওরে তোর বুকের
রক্ত খাবার জন্য আমরা জিব শুকিয়ে উঠছি।
—মাণিকসামনে দাঁড়া, সামনে দাঁড়া,—আমি
তোরে বে করবো—আমি তোরে বে করবো।
হাড়িকা চণ্ডীর দোহাই, আর আর, বুকের
রক্ত মুখে আর।

মাণিক। ওরে বাসরে! [মাণিকের পলায়ন।

গরব। হাঃ হাঃ হাঃ—বাক—অপক—গেল।
এখন রসিক চূড়ামণি কোথায় গেল। ঐ বে
আসছে।

(রসিকের প্রবেশ)

রসিক। পিরীতে খুব আক্কেল দিলে বাবা।
পিরীতে যে রাস্তায় রাস্তায় এমন বোড়দোড়
করায় তা জানতেন না,—আবার রাতহুকুরে
বুকের উপর ঢেঁকির পা পড়ে। একবার
চোকের দেখা দেখে তাম, তা তো তিন নন্দন গা
ঢাকা নয়না-বাণ শুনেছিলুম, এমন হাড়ে হাড়ে
বৈধে তা কে জানে। দোতারা ঘর, বিভা-
সুন্দরের মত সুন্দর কাটতে পারলেও তো
সুবিধা নাই। মাথাল ঠাকুরের বয়ে যদি

একটা হুয়াই লাসে, গোখাই মদন
রাজা, একটা পথ দেখাত, তোমার পাঁচ
কড়া সিরি দেখা। এই যে—এই না গরবতের
গরবিনী এই দিকে আসছে? চাউনিটে যেন
আমার উপরে একটু নেকনসর বোধ হচ্ছে,
দেখি কথা ক'রে।

গরব। (স্বগত) এই যে দিদিমণির মতন মনে
মনে ভাবছে গড়ছে। নেহাৎ এক হাতে
তালি বাজে নাই।

রসিক। ও গরব—গরবমণি।

গরব। ও মা, রাস্তার মাঝখানে কে ডাকে গো?

রসিক। এই যে আমি ডাকছি, তোমার নাম
গরব না?

গরব। না।

রসিক। তুমি হারাধন বাবুর বাড়ী থাকে না?

গরব। ও মা, এ কে গো, পাগল নাকি?

রসিক। কেন গো, পাগল কি দেখলে?

গরব। আমি পাগল চিনি।

রসিক। পাগল চেনো?

গরব। চিনি বই কি?

রসিক। কি ক'রে চিনলে?

গরব। এই তোমায় দেখে।

রসিক। তোমার খুব জ্বর ঠাণ্ড, পাগলই ক'রেছে।

গরব। তবে আর কি, পথ দেখ, আমি চললুম।

রসিক। কোথায় চলে বল না?

গরব। আমার পাগলের সঙ্গে পাগলামো করবার
সময় নাই, সরো।

রসিক। আমি তো পাগল নই।

গরব। এঃ তুমি এমন মিথ্যাবাদী, আপনার মুখে
বলে পাগল, আবার বলছো পাগল নই।
আমি চললুম, আমার কাজ আছে।

রসিক। কোথায় যাচ্?

গরব। রসিক খুঁজতে।

রসিক। বাস্! তবে আর কি, এই তো থানকে
থান তোমার সম্মুখে বজায়, আমি নাম
রসিক, কাজে রসিক।

গরব। মিছে কথা।

রসিক। সে কি, আমি এত বড় রসিক, তোমার
পছন্দ হ'লে না?

গরব। না, তোমার রসিকের চেহারাই নয়।

রসিক। তোমার রসিক কিসে হয় তুমি?

গরব। রসিক আঁদাড়ে পান্দাড়ে ঘুরে বেড়ায়
গালে মুখে চড়ায়, দিন রাত বিরহে হা-হতাশ
করে, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে, আর গাঁহ
দেখতে পেলে একবারে ডালে গিয়ে চড়ে।

রসিক। তবে আর কি, তবে আমিই সেই।

গরব। রসিক হ'লেই হলো, রসিক এমনি প্রেমে
টুপ-টুপে হবে, যেন হুনে ফেলা জারক
নেবুট। যার বদহজমি হবে, একবার গা
চাটুলেই ভাল হবে।

রসিক। আমিও প্রেমের হুনে টুপ-টুপে হ'য়ে
আছি; তোমার বদহজমি হ'লে বুঝতে পারতো।

গরব। আবার তাতে লজা দেওয়া।

রসিক। আমিও লজার ঝোল মাখা।

গরব। তুমি ঠিক বলছ—প্রেমে টুপ-টুপে?

রসিক। ঠিক।

গরব। আচ্ছা দেখি, তুমি চাঁদ দেখলে কি কর?

রসিক। হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি।

গরব। হলো না, প্রেমিক চাঁদ দেখলে চোখে
কাপড় দেয়, ঝাঁজ সহিতে পারে না। মলয়
হাওয়ায় গায়ে ফোস্কা পড়ে, ফুলের গন্ধে
মাথা ধরে, আর ভোমরা দেখলে আঁৎকে
উঠে দোরে খিল দেয়। আর ঘন ঘন ভিন্নমি
যায়।

রসিক। আমার রোগ ধরেছ,—আমিও ঠিক
অমনি করি।

গরব। ওঃ, তবে তোমার কাঁচা প্রেম, পাকা প্রেম
হ'লে সে আর একরকম।

রসিক। আমার কাঁচা পাকা ছরকমই।

গরব। কই—তোমায় তো প্রেমে জখম
দেখছি নি?

(উভয়ের গীত)

গরব।—

পাকলে প্রেম জখম হয় বেজায়।

নিশিদিন করে সে হয় হয়—

থেকে থেকে গালে-মুখে দুহাতে চড়ায় ॥

রসিক।—

হায় হায়—(গালে চপটাঘাত করণ)

গরব।—

কখন বা হিঃ হিঃ হাসে,
কৈদে কৈদে কখন হাসে,

কখনো গুম্ব খায়, আকাশপানে চায়—

রসিক। ওঃ, প্রাণ বার। (হাস্ত, ক্রন্দন, কাসি,
পরে গুম্ব খাইয়া আকাশপানে দৃষ্টিপাত করণ)

গরব।—

যখন প্রেম বুক বাজে, চুহাতে বুক চেপে থাকে,
ধামকা তেঙড়ে উঠে, ঘুরপাক সে খায়।

রসিক।—

বুক বার, প্রেম গলার গলার।

(বুক চাপিয়া বসিয়া হঠাৎ বিচিয়া উঠিয়া

গরবের চারিদিকে ঘূর্ণন)

গরব। বেশ বেশ দেখছি শেষ ধামো ধামো—এমন

প্রেমে জমাট হয় না কার গোয়ার॥

রসিক। সোজা তো নয় বুঝেছ, এখন অভয় দাও।

গরব। অভয় দিতেই তো এসেছি তুমি না ভয়
দাও।

রসিক। তবে রতনমালা কি আমার কাছেই
তোমার পাঠিয়েছে?

গরব। ও না, তোমার কাছে কেন? ও পাড়ার
ভজহরিকে ডাক্তে বাচ্চি।

রসিক। আর নাকামি-চোবানি খাইয়ো না।

গরব। তুমি অবধূত হ'তে পারবে?

রসিক। অবধূতের আবার লক্ষণ কি, আঙড়াও,
শনে বুকি।

গরব। বাড়িরে দিদিমণিকে আরাম করতে
পারবে?

রসিক। একটু জ্বর হৈয়ালির খাতে চলেছ,
একটু সাধা কথার বুকিরে দাও।

গরব। পিঠীতে ধরলে কি হয়, তা তো তুমি
আপনিই দেখালে, তবে এর উপর একটু রং
চড়িয়ে, দিদিমণি আমার বিছানার শুয়ে
পড়েছে। আমি কর্তাকে বলেছি, দিদিমণির
ভারি অম্বুখ। কর্তা মিন্সে ভাঙলার বন্দি,
হকিম, কত কি আনলে, কিন্তু রসিক বন্দি
নইলে তো রোগ ভাল হবে না,—তাই রসিক
বন্দি খুঁজতে এসেছি। এখন বৈজ্ঞানিক,
চলুন।

রসিক। চলো—চলো—কোথার যেতে হবে

বলো? আমি যমের বাড়ী যেতেও রাজী
আছি।

গরব। বালাই! তা হ'লে আমার দিদিমণি
কাকে নিয়ে থাকবে?

রসিক। তাই তো, ঠিক বলেছ, যমের বাড়ী
বাজী হলে না, তবে কোথার নে যাবে
চলো।

গরব। অত ভাড়া কয়ল চলেবে না, তোমার তো
কর্তা ডেনের মা?

রসিক। না। আমার নাম জানেন, শুধু আমার
লবঙ্গ নিয়ে সনাতন খুড়ো আনাগোনা করে-
ছেন।

গরব। এখন কর্তা এমন লোক খুঁজছেন, যে
ঝাড়ান-ঝাড়ান ক'রে ভাল করতে পারে।
তুমি অবধূত সজে আমার সঙ্গে এস।

রসিক। আচ্ছা বাবা,—প্রেমে যোগী সাজাবে?
সাজাও, রাজী আছি। এখন সাজিয়ে কুঁহে
নিরে চলো।

গরব। শুধু যোগী সাজলে তো হবে না, একটু
ঝাড়ান ময় নিখুঁতে হবে।

রসিক। আচ্ছা টান, তোমার পাঠশালার প'ড়ে
ক'রে নাও।

গরব। এমন ময় ঝাড়তে হবে যে, এক ঝড়নে
তোমাদের ছবনের রোগ আরাম হয়। পারবে
তো?

রসিক। পারবো—খুব পারবো।

গরব। এতে একটু চালাকি চাই তুমি ছেলে
মাস্ক, পারবে না, তোমার সনাতন খুড়োর
কাছে তালিম নাও।

রসিক। আমার তালিম নিতে হবে না, মদন
রাজাই আমার তালিম দেবেন।

গরব। না না, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করি গে চলো।
বের সব জোগাড় করতে হবে; বরযাত্রী,
কস্তাযাত্রী নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

রসিক। তাতে কি হবে?

গরব। ঐ তো বললুম, তুমি ছেলে মাস্ক, সব
বুঝতে পারবে না। চলুন, সনাতন বাবুকে
সব বলি গে। তিনি বেমন বেমন বলেন,
সেই রকম করো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বঙ্গরম্যগণের প্রবেশ)

(স্বতঃ)

কাদালী বালালীর ঘরে, কাজ কি বিবিরানা বাই।
বুকে-পিটে স্টেটে ধরে, জ্যাকট বড়ির সুখে ছাই।

এখন চলছে কল্যাণেড়ে সাজী,
শাখার আদর বাড়ী বাড়ী,
ভেদে কাচের বাসন কাচের চুড়ি,
ঘুচেছে কাচের বালাই।

গরেছে দুতিচার, ষেড়েছে তাঁতির আদর,
কল্কচের কদর এখন,
লিবারপুল আমদানি নাই।

দেখেছে ঠেকে শিখে, সাহেবরানা বেবাক কিকে,
বলে না সাজতে বিবি,
সাধান ছেড়ে ব্যাসম তাই।

সাহেব ব'লেমিতে ঘোঁকা নাম রাখে না আকাবাকা,
(এখন) বলতে বালালীর ছেলে,
বালালীর আর সরম নাই।

বুঝি বা এত দিনে গরবের দিন এলো ভাই।
[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

হারাদনের বহির্কটীর প্রাঙ্গণ।

(হারাদনের প্রবেশ)

হারাদ। কি উপায় হবে? টোটকা ওষুধও তো
কিছু হলো না। ক্রমেই বৃদ্ধি—ক্রমেই বৃদ্ধি!
আগে কত সন্ন্যাসী অবধূত আসতো, শুনেছি,
তার। হুঁদিরে, ছাই দিরে মরা বাঁচাতে পারে।
কি করবো—কি হবে?

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। কর্ত্তা বাবু—কর্ত্তা বাবু, বড় ফ্যাঁসাদ
বেথেছে গো—

হারাদ। কি রে কি—আবার কি ফ্যাঁসাদ?

মাণিক। এই গরবী বেটা হজুত ক'রে আমার
বে করতে চায়।

হারাদ। নে নে থাম—বেলকোপনা রাখ।

মাণিক। না কর্ত্তা বাবু, তোমার পারে ধরি,
বেলকোপনা নয় কর্ত্তা বাবু।

হারাদ। বে করতে চায় তো কি?

মাণিক। বড় হাদানা গো—বুকের রক্ত চুষবে।

হারাদ। বুকের রক্ত চুষবে কি?

মাণিক। হেঁ গো হেঁ, এক চুমুক বুকের রক্ত
খাবে, তবে ছাড়বে। আমি দেশের মানুষ
দেশে চ'লে যাই।

হারাদ। এই দেখ, গরবি বেটা এ বোকা বেটাকে
কি ভয় দেখিয়েছে। নে তুই ভাবিস্ নে,
তোরা কে কি করে?

মাণিক। ওই এলো গো—

[বেগে প্রস্থান।

হারাদ। কি করবো, কি হবে, আমার বরাত্তে
তেমন একটা সরিসি-করিসি জোটে না।

(গরবের প্রবেশ)

গরব। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

হারাদ। মাগীর আকল দেখেছ। বেটা সকলের
সঙ্গে চ'ক'রে বেড়াচ্ছে। কারুর সর্কনাশ,
কারুর পোষ মাস। কি হয়েছে কি?

গরব। হিঃ—হিঃ—হিঃ—

হারাদ। আ মন্—তুই খেপুলি নাকি? হেসে মর-
হিস্ কেন?

গরব। হঃ—হঃ—হঃ—

হারাদ। কি কাণ্ডটা বল দেখি? তোরা আকল
কি? বাড়ীতে না ব্যারাম? দাঁড়া বেটা,
তোরা হাসি বার কচ্চি।

গরব। হোঃ—হোঃ—হোঃ—কর্ত্তা বাবু, হাসো
গো হাসো!

হারাদ। তোরা ব্যাপার দেখে সত্যি হাসি পাচ্ছে।
কি কাণ্ডটা বল দেখি?

গরব। হাসো—হাসো—আর দেরি ক'রো না,
—আমার মত হোঃ হোঃ ক'রে হাসো।

অন্তরাল হইতে মাণিক। হেসো নি গো—হেসো
নি, বেটা রুকে এসেছে।

হারাদ। থাম্কা হাসতে যাব কেন? কি হয়েছে
বল?

গরব। সে আমার মাথার দিবি দিয়ে বলেছে,
না হাসলে কিছুতে বলবো না, হাঃ হাঃ হাঃ—
হাসো কর্ত্তা বাবু হাসো—হিঃ—হিঃ—হিঃ—

হারাদ। এই নে বেটা, হিঃ হিঃ হিঃ—এমন পাগল
দেখি নি, হলো? এখন কি বল?

গরব। তবে শোনো—এইবার দিদিমণির অস্থখ
ভাল হবে।

হারা। কি বলিস্, কি বলিস্, কেমন ক'রে কেমন করে ?

গরব। আমি সেই তাকে পায়ে হাতে ধ'রে এনেছি।

হারা। কাকে রে ?

গরব। ওমা! তুমি কিছু শোন নি নাকি ? সহর শুদ্ধ লোকে ধন্তি ধন্তি ক'রে। বলে সাক্ষাৎ পকানন্দ শিব। সবাই বলছে, ইনি আর দিনকতক সহরে থাকলে, নিমতলা আর কান্দিমিত্রের ঘাট হাওয়া খাবার বাগান হবে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি কর্তাবাবু, একজনের মা মরা ছেলে কোলে ক'রে এনে পারের কাছে ফেলে দিলে, তা তিনি কি ছুঁলেন ? একটা ভুড়ি দিতেই ছেলেটা ধড়মড়িয়ে উঠে চিপ ক'রে তার পায়ে একটা গড় ক'রে, মাথের আচল ধরে তিড়িং তিড়িং ক'রে নাচতে নাচতে ঘরে চলে গেল। আস্তে ক'রে চানকত ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে তোমার নাম ক'রে, তবে এনেছি।

হারা। কই, কোথায় তিনি ?

গরব। এখনি ডেকে আনবো ?

হারা। আনবি না তো কি ?

[গরবের প্রস্থান ।

একদিনে বৃষ্টি অদৃষ্ট প্রসন্ন হলো ।

(অবদূতবেশী রসিকমোহনের সহিত গরবের পুনঃপ্রবেশ)

রসিক। তেরা ভালো হোয়।

গরব। ও ঠাকুর, খোঁটাই বুলি বলো না, উনি বুঝতে পারেন না।

হারা। একি—ইনি। এঁর যে এখনো ভাল ক'রে দাড়ী ওঠে নি, ইনি রোগ ভাল করবেন ?

গরব। চুপ করো কর্তা বাবু, ও সব কথা বলো না, শুনলে চ'টে চ'লে যাবেন। বড় দাড়ী হ'লেই বৃষ্টি বেগী বিজ্ঞে হয় ? দাড়ীর সঙ্গে বিজ্ঞের সঙ্গে কি ? দাড়ী বড় রাখলেই যদি পণ্ডিত হয়, তা হ'লে বোকা পাঁটাগুলো এক একটা দিগ্গজ পণ্ডিত।

মাণিক। (অন্তরাল হইতে) রোস্, মিদিনি একবার ভাল হোক, একে ধ'রে বেটীর ডাইনে বিজ্ঞি ছাড়াবো।

হারা। ম'শার, আমি শুনেছি, আপনি চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্যার।

রসিক। না, চিকিৎসাশাস্ত্র এমন কিছু নয়, তবে কি জানেন, আমি দৈববিজ্ঞা লাভ করেছি; মন্ত্র, কব্জ, জলপদ্মা, কাড়াঝোড়া, নানারূপ হুকৌশল আমার করমত।

গরব। শুনু কর্তাবাবু—শুনু ?

হারা। (হসত) কই তো, অদূত লোক। (একান্তে) আমি সেই কথাই বলছি, আমি সেই কথাই করছি।

রসিক। দেখি, আপনার হাত দেখি (হারাধনের দাড়ী দেখিয়া) আপনার কন্ডার দেখছি উৎকট পীড়া।

হারা। মশার, কেমন ক'রে বুঝলেন ?

রসিক। কই যদি না বুঝবো, তবে আর চিকিৎসা করি কি ? কি জানেন, “আত্মা বৈজায়তে পুত্রঃ” বাপ কি বেটা দিপাই কি ঘোড়া। আপনার ও আপনার কন্ডার দেখে একই ধরণ। একটি ত্রীলোক পাগলের মতন হয়েছিল, তার বাপকে তিন কিল মারলুম, আর তার পাগলানি ছেড়ে গেল।

মাণিক। (রসিকমোহনের নিকটে আসিয়া) ওগো, আমাকে গোটা ছই তিন কিলয়ে, গরবি বেটীর ডাইনে বিজ্ঞি ছাড়াও।

হারা। নে নে—চুপ—কর, স'রে যা। (মাণিকের অন্তরালে গমন)

রসিক। আপনাকে পরীক্ষা ক'রে আপনার কন্ডার সব রোগ নির্ণয় করবো। কি জানেন, আমি ত্রীলোকের দেহ স্পর্শ করি। জন্মাবধি আমার স্বভাবতঃ স্পর্শ। বিবাহ তো করবোই না, ত্রীলোকের দেহও কখনও স্পর্শ করবো না। এখন দাঁড়ান দেখি, হাঁ করুন। (হারাধনের হাঁ করণ)

মাণিক। (রসিকের আর নিকটে আসিয়া) ওগো, আমিও হাঁ করছি, এই বেটীর রোগটা ঠাওরাও।

হারা। জাধ—দিক্ করিস্নি। (মাণিকের অন্তরালে গমন)

রসিক। ইস্, কই তো—রোগ বড় সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। আত্মা ম'শার, হারুন দেখি। (হারাধনের হস্তকরণ)

ক। (অন্তরাল হইতে) এই দেখ আমিও—
(হাস্তকরণ)

। আবার আলাতন করে।

ফ। আচ্ছা, জোরে জোরে নিখাস ফেলুন।
(হারাধনের জোরে নিখাস ফাগকরণ)

ক। (অন্তরাল হইতে ইঙ্গিত করিয়া জোরে
নিখাস ত্যাগ করণ)

ক। হু—মানসিক পীড়া। আর কিছু দিন
আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল। বড় বাড়ি-
বাড়ি হয়ে উঠেছে।

।। হ্যাঁ ঠাকুর, তবে কি—এখন কোন উপায়
হবে না?

ক। সে আপনার কতাকে দেখলে বুঝতে
পারবো।

।। তবে চলুন।

ক। যাণে কোথা? আমি জীলোকের
মন্দিরে কখনো প্রবেশ করি না। আপনার
মেয়ে মলো কি বাচলো—তাতে আমার কি?
আমার চিরকুমারব্রত ভঙ্গ হবে? বটে—বেশ
তো আপনার উপদেশ? কোথায় সে মাগী,—
তুই কেন আমার এখানে আনলি?

গিক। (গরবকে দেখাইয়া) ওই যো—ওই
যো—

রা। ন'শায় শ্বাঁট হ'য়েছে, মাক করুন, কথাটা
হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। তবে
কি ক'রে রোগী দেখবেন?

সিক। হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ—এই, এই ভাবনা?
তিন তালিতে তাকে হেথা তুলে আনবো।

এক—হুই—তিন (তালি প্রদান)

(রতনমালায় বেগে প্রবেশ করিয়া বলিয়া পড়ন)

রা। বাপ—কি কাণ্ড!

গিক। বলিহারি রোজা, তিন তালিতে দ্বি-
মণিকে চেলে আনলে।

রব। ঠাকুর, আপনি আসুন, এইখানে বসুন।

চলুন কর্তাবাবু, আমরা এ ঘর থেকে যাই।

গিক। যাবি কোথা—তুই বেটা ব'স কর না।

রা। সে কি, বাব কেন?

রব। সে কি, রোজা দ্বিমণিকে সব কথা

জিজ্ঞেস করবে, তবে তো? চলো—চলো—

দাঁড়িয়ে কি দেখছে? এই বুঝি আবার

চটালে, আর আমি খোসামোদ ক'রে ডেকে
আনতে পারবো না।

হার। না—না—না—চ।

গরব। মানকে মুখপোড়া, চলে আর।

মাণিক। তোর পেছ চললুম এই যে—

[হারাধন ও গরবের একমুখ দিয়া এবং মাণি-
কের অতৃপ্ত দিয়া প্রস্থান।

রসিক। (রতনের সম্মুখে হস্তসঞ্চালনে ঝাড়নের
তাণ করিয়া) রতন, বেশ মেঘনাদের মুক্ত করছে।
জানালার আড়াল থেকে, দেবার নয়নাবাণ
হেনেছ, আর আমি প্রাণের জালায় রাস্তার ছোটো-
ছুটি করেছে। আর তুমি তোফা নিশ্চিত আছে।

রতন। তা বলবে বই কি, রাস্তা থেকে তোমার
তিরন্দাজি কি কম? তুমি তো নিশ্চিত ছিলে,
আমি গরবকে দিয়ে ধ'রে এনেছি, তবে তো?

রসিক। তা বেশ সম্মাসী সাজিয়েছ; এখন বাড়ী
ডেকে বেন অমনি বিলাস করো না।

রতন। আমার তো আর কিছুই নাই, সম্বন্ধের
মধ্যে একটি প্রাণ ছিলো, তা তো জোর ক'রে
কেড়ে নিয়েছ।

রসিক। আচ্ছা ভাল, যদি আমার জোর চলে,
তবে জোর করে নে তোমার বুকে রাখি।
(বাহ প্রসারণ)

রতন। ধামো ধামো—বাবা দেখছেন। আমাদের
যড় যদি জানতে পারেন, তবে তোমার বৃজ-
রুকি সব বেরিয়ে যাবে।

রসির। যো কি? আমি তো শুধু তালি দিয়েছি
—তুমি যে রকম বৃজরুকি ক'রে পাগলের
মতন ছুটে এসে ব'সে পড়লে, তাতে আমিই
ধোঁকা খেয়েছিলুম যে, সত্যি বা কি হয়েছে।

রতন। আমার ওস্তাদ কেমন—গরবিনী!

রসিক। আমরা হুজনেই এক গুরুম'শারের প'ড়ো।

হার। (দূর হইতে গরবের প্রতি) এত ফুসফুস
ক'রে কি বলছে?

গরব। ঝাড়ুক কচ্চে কর্তাবাবু—ঝাড়ুক কচ্চে।
দেখছে না, দ্বিমণির মুখে হাসি বেরিয়েছে।

রসিক। গরব তোমায় সব বলেছে তো?

রতন। সবই বলেছে, আমি ঠিক আছি। বাবা
আসছেন, আমি এখন যাই।

[রতনের প্রস্থান।

হার। (নিকটে আসিয়া) কেমন দেখলেন?
রসিক। দেখবো আর কি, সমূহ বিপদ উপস্থিত।
হার। কি—কি ঠাকুর, আরোগ্য হবার কোন
আশা নাই?

রসিক। আশা আছে, উপায় করতে পারলে হয়।
হার। উপায় আছে?

রসিক। আছেও বটে—নাইও বটে।

হার। ম'শার, আমরা মুখ্য হুখ্য লোক, আগনি
পণ্ডিত, আপনার সব কথা বুঝতে পারিনি।
যদি কোন উপায় থাকে, আপনি করুন। আমি
বুঝতে পেরেছি, আপনার ঠারাই আমার কষ্ট
আরোগ্য হবে, নয় তো নয়।

রসিক। আপনার কষ্টার গীড়া সম্পূর্ণ মানসিক।
আমি বিশেষ পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, মস্তিষ্কের
বিকার উপস্থিত। সেই জন্য একটি বাস্তবিক
সৃষ্টি হইয়াছে, বিবাহের বাস্তবিক। এর মনে
দিনরাত্তি বিবাহের বাসনা প্রবল। ছিঃ ছিঃ!
কি লজ্জা! কি ঘৃণার কথা! ম'শার, সমাজ
থেকে বিবাহের কুপ্রথা কবে উঠে যাবে?

হার। অতি উচ্চ প্রকৃতি—অতি উচ্চনের লোক।

গরব। মানুষ নয় বাবু, মানুষ নয়।

হার। এখন কি উপায় হবে?

রসিক। দেখুন, যে সব লক্ষণ দেখলুম, তাতে গীড়া
উপায় না করলে মৃত্যু সন্নিবিষ্ট।

গরব। দ্বিগুণ, তোমার কপালে এই ছিল। (কপট
ক্রন্দন)

হার। হার হার, কি হবে! ম'শার, আমি
আপনার গোলাম হয়ে থাকবো, আপনি রক্ষা
করুন।

রসিক। ব্যস্ত হবেন না, স্থির হোন। এক্ষণে
আপনার কষ্টার উপায় কি আনেন? বিবাহের
একটা অমুক কয়ে হইবে।

হার। বিবাহের অমুক কি রকম?

রসিক। যেমন মধ্যভাবে গুড়, ফুলচন্দন দিয়ে
পূজা না ক'রে যেমন গঙ্গাজলে ফুলচন্দনের
অমুক ক'রে পূজা করা হয়, তেমনি মিছি-
মিছি একটা বিবাহ-ব্যাপার বাধাতে হবে।
লবই মিছে, মিছিমিছি বিবাহ হবে।

হার। আজ্ঞে বে হবে?

(রসিকদোহনের কপট ক্রোধে গম্ভীরতম)
গরব। (ব্যস্ততার ভাণ করিয়া) বা, সর্বনাশ
করলে, বাপই শত্রু, মেরেটাকে খুন করলে।

হার। ম'শার চলে যাচ্ছেন কেন, শুভ নয়।

রসিক। কি শুভবো, আমার বাজে কথা ক'বা
সময় নাই, বতরুণ আপনাকে নিয়ে বকুটি
ততক্ষণ দশ বারটা লোকের প্রাণদান করতে
পারতেন।

হার। (স্বগত) কোথায় বাই, মিছিমিছি কে
করতে আসবে! যদি অনেক খুঁজে কো
বোটাকে পাই তো সে দাঁও বুকে একটি কাঁড়ি
টাকা নেবে। তা না হয় নিলে, কিন্তু পাট
পাব কোথা। একেই বলবো উপায় করতে!
সাহস হয় না, যেমন গুণী, তেমনি তিরিখে
মেজাজের ঠিক নাই।

রসিক। কি ঠাওরালেন? আমি যাব না থাকবো
দেখুন, আমার সময়ের মূল্য আছে।

গরব। কি হবে কর্ত্তা বাবু, কি হবে? তুমি এ
জানো, আর এর একটা উপায় করতে পারছ না

হার। (স্বগত) বা আছে অদৃষ্টে বলে ফেরি
এসপার কি ওসপার, মেয়ে এমনও গে
ওমনেও গেছে, (প্রকাশ্যে) ঠাকুর আপনি
করলে হয় না?

রসিক। বটে! আমার ডেকে এনেছিগ, সে মা'
কোথায়? আমার হাতে আজ তার মৃত্যু
আছে।

গরব। ওরে, বাপ রে, এখনি তত্ত্ব করবে!

(গরবের পলারন)

হার। দোহাই ঠাকুর, আপনার সাত দোহাই
তুমি আমার ধরম বাপ, আমার রক্ষা করো

রসিক। চূপ করো, আমি কাতরতা দেখতে পা
নে।

হার। দোহাই আপনার, দোহাই আপনার

রসিক। ধামো ধামো, কি চাও বলো। বুকে
মাগীতে বধন ডেকে এনেছে, তখন সা
বিপদ।

হার। ঠাকুর, আজই বিবাহের লগ্ন আছে—এ
গোহুটিতে। আপনি দয়া করুন, আপন
অক্ষর পূণ্য হবে; আপনি মিছিমিছি বর দো
ব'লবেন, মিছিমিছি সন্তান দান হবে, তার

আমার মেয়ে আমার বাড়ীতে থাকবে, আপনি
আপনার আন্তার্য চ'লে যাবেন ।

রসিক । শুধু তো। সম্প্রদান মিছি মিছি হ'লে হবে না,
তোমার কস্তার প্রত্যয়ের স্তম্ভ, বিবাহের সমস্ত
উৎসব করা চাই ।

হার। তাই তো, সমরভাব, কি করি ?

রসিক । তোমার দেখে হুঃখ হচ্ছে । আচ্ছা, তুমি
স্থির হও, আমি অন্তর দিলুম । এক ছই তিন
তালি আর কে কোথায় আছিস সব চ'লে ।

(বাস্তবকরণের প্রবেশ ও বাস্তবকরণ)

মাণিক । ইস, সব চলিরে আনছে ।

হার। (বাস্তবকরণের প্রতি) তোরা বেটারা কে ?
বেরো আমার বাড়ী থেকে, মজা পেয়েছ নয় ?

[সভয়ে বাস্তবকরণের প্রস্থান ।

রসিক । ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরোলুম ।

(গমনোচ্ছোগ)

হার। কেন মশায়, কেন ? আমার কি অপরাধ
হলো ?

রসিক । আমি ওদের ডেকেছি, তুমি বার ক'রে
দিচ্ছ ?

হার। আজে, আপনি কখন ডাকলেন ?

রসিক । তিনি তালিতে তোমার মেয়েকে তুলে
আনলুম, এখনো তা বিশ্বাস করো না ? দৈত্য-
দানা ভূত-প্রেত-জিন বে যেখানে আছে,
আসতে হবে । এক—ছই—তিন তালি ।

হার। ও বাবা, এ যে ভূতগত ব্যাপার ! মালীবেটা
ফুলের মালা আনছে, নাপিত বেটা এসে
হাজির, পুরুত মহাশয় শালগ্রাম হাতে করে !—
ও বাবা, খাতার খাতার লোক !

[মালী, নাপিত ও পুরোহিতের স্বাক্ষর
প্রবেশ ও প্রস্থান ।

মাণিক । দেখছি কি কর্তাবাবু, উড়োন ময়র বাড়ছে,
দেখো কেননা—গরলা বাড়ী থেকে বাকী শুদ্ধ
দই-কীর চাচ্ছে, ময়রা-বাড়ী থেকে লুচিমণ্ডা
আর যেমো বায়ুন ছকার গাম্ভা নিয়ে ভাঁড়ার
বিগে চলছে ।

হার। (স্বগত) নিশ্চয় এ কোন মহাপুরুষ ।

রসিক । দাঁড়িয়ে তাকছেন কি, মেয়ে সাজিয়ে
আসুন, সব আমি ঠিক ক'রে নিচ্ছি ।

[হারাধনের প্রস্থান ।

মাণিক । ঠাকুর, এই গরবির ডাইনেগিরিতে ভালো
করো ।

রসিক । ওর আর কি, তুমি বে ক'রে কেন্নেই ভাল
হয়ে যাবে ।

গরব । ও মা, সে কি গো, কি লজ্জা !

[হাসিয়া গরবের প্রস্থান ।

মাণিক । আজে, বে করলেই ডানগিরি ভাল হয় ?

রসিক । হয় বই কি, বে করলে মেয়েমানুষের আর
রোগ থাকে না ।

মাণিক । তবে আর যার কোথায় !

[মাণিকের প্রস্থান ।

(সনাতনের প্রবেশ)

সনাতন । (রসিকের প্রতি) বাবাজি, কাণ্ডটা যেন
যাছবিছা হয়েছে ! আমি ভাবছিলাম, পাছে
তুমি না পারো, কসকে যায় ; তোমার এমন
পোক্তাই আমি জানতুম না । এ না হ'লে
বুড়ো বে' দিত না ।

রসিক । খুড়ো, এ তোমারই তালিম, এখন চুপ
করো, না আঁচালে বিশ্বাস নাই ।

সনাতন । আর আচানো কি বাবাজি, পান চিবোনা
হয়ে গেছে । (নেপথ্যে বাস্তবকরণের প্রতি)
তোরা বাজা বাজা ।

[সনাতনের প্রস্থান ।

(এক দিক্ হইতে পুরোহিত, নাপিত প্রভৃতি
ও অস্তদিক্ হইতে সজ্জিতা রতনমালাকে
লইয়া হারাধনের প্রবেশ)

পুরোহিত । লগ্ন ব'য়ে যার কর্তা, কস্তা সম্প্রদান
করবেন চলুন ।

হার। (রসিকের প্রতি) চলুন ম'শায়, চলুন অল্প-
গ্রহ ক'রে ।

রসিক । কোথায় যাবে ?

হার। সে কি ! বিবাহ করতে ?

রসিক । বিবাহ করতে কি ? ওঃ, হাঁ, হাঁ, বটে
বটে, চলুন ।

[সকলের প্রস্থান ।

(এরোগণের প্রবেশ)

(গীত)

দেখিলু লো সামলে থাকিসু বর শুণিসু তারি।
 নয় যেমন তেমন বরণ করা, চাই হুঁদিয়ারি।
 বর মুখগানে চেয়ে, তিন ভালি দিয়ে,
 কি জানি মজার, কোথায় চলে নে গিরে;
 বর যেমন তেমন নয়, ওর তুড়ি কথা কয়,
 একে ছাঁদনাতা, কুলবালা, কি হ'তে কি হয়;
 ওনি শুণের টানে প্রাণ টেনে নে,
 মজার এ কুলনারী।
 যেন এরোগিরি—হয় না ককুমারি।
 [এরোগণের প্রস্থান।]

দশম দৃশ্য

হারাদনের বাটী।

হারাদন, সনাতনা পুরোহিত, বরগাত্রী
 ও কস্তাবাজীগণ।

(বর-কস্তাবেশে রসিকমোহন ও
 রতনমালায় প্রবেশ)

হার। (রসিকের প্রতি) ঠাকুর, এইবার আমার
 কস্তা সেয়েছে তো? আর ভয় নাই?

রসিক। আজ্ঞে, নারায়ণ সাক্ষাতে আপনি সম্প্রদান
 করেছেন, পুরোহিত মন্ত্র পড়েছে, এই সব বর-
 বাত্রী কস্তাবাত্রী উপস্থিত, ভয়ের কারণ তো
 কিছুই নাই। এখন আমাদের আশীর্বাদ
 করুন।

(হারাদনকে উভয়ের প্রণাম করণ)

হার। এ কি ঠাকুর, তাকে প্রণাম ক'চ্চ?

রসিক। আজ্ঞে, আপনি বখন খণ্ডর হলেন,
 পিতার স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম করবো না
 তো কি?

হার। এ অমুকুল প্রণাম—এ অমুকুল প্রণাম।
 ভাল ভাল, এইবার আমার কস্তা বাড়ীর
 ভেতর যাক?

রসিক। হ্যাঁ, বাসরে আমার উভয়ে যাব বই কি।

হার। বাসরও অমুকুল নাকি?

রসিক। আজ্ঞে, সবকটা অমুকুল হয়েছিল, বিবাহ
 তো ঠিকঠাক হয়েছে খণ্ডর মহাশয়।

হার। অ্যা—খণ্ডর কি—কার খণ্ডর?

রসিক। আজ্ঞে, বাসারের কস্তা, বাসারই আমি
 বসর, এ কোন্ অলের বাগ নয় যে, হু
 কেসকর হান।

হার। খণ্ডর—কেন? ভেড়ের ভেড়ে খণ্ডর? যে
 চোকপুসক খণ্ডর হোক। খণ্ডর কিসে
 হুত হির আর কারগা পাও নি?

সনাতন। তোমার কস্তাকে বিবাহ করেছে, তু
 খণ্ডর মও?

হার। বিবাহ করেছে। হ্যারে বেটা, বি
 কিয়ে বেটা? তবে রে বেটা, তুই কে
 বেটা?

রসিক। আজ্ঞে আমি রসিকমোহন।

হার। ও বেটা—তুমি রসিক বেটা। তবে
 বেটা, তোমার চিরকুমারব্রত বেটা। তু
 ক্রীলোকের বলিরে যাও না বেটা। তু
 বাসরে যেতে ঘুমঘুম ক'চ্চ বেটা? তবে
 বেটা, বিবাহ-প্রথা উঠিয়ে দেবে বেটা? হ
 লোক স্পর্শ করা না বেটা? তাই আমি
 মেরের হতে ধ'রে র'য়েছ বেটা?

রসিক। আজ্ঞে না, আমারও মন, আপনা
 কস্তারও মন, এরূপ বিবাহে তো আমার সপ্ন
 মত।

হার। মত বই কি রে বেটা, বেরো বেটা
 জুচ্চরী জুচ্চরী। পুলিশ ডাকে—ও মাগে
 ও গরবি, আমার মাথার জল দে। কখনে
 না—আমি মেরে ছাড়বো না।

সনা। ভায়া, বরহা মেরে ক'রে মেরে রেখেছিলে
 সে আপনার পথ আপনি ক'রে নিয়েছে
 তুমি বাধা দিলে কি বিধাতা। বিধান খণ্ডন
 হবে? কেন আর গোল ক'চ্চ? এই পাত্রে
 কথা তোমার ছশো দিন বলেছি। এমন হুপাজ
 আর কোথাও পেতে না।

হার। বলেছ তো আমার মাতা কিনেছ! হুপাজ
 নেই মাওতা আমার বাড়ী থেকে সব
 নিকালো।

রসিক। আজ্ঞে, শালগ্রাম সন্মুখে বিবাহ দিয়েছেন
 এ কি বলছেন?

হার। শালগ্রাম নেই মাওতা, হুড়ি নেই মাওতা
 আমার থুটানী মত। বেড়া বেটা, পাহারা
 ওলা ডাকবো। (রতনমালায় প্রতি) বাড়ীর

ভেতর বা বেটা? নইলে চুল ধ'রে
নে বাব ।

গরব । আজ্ঞে যার পক্ষে আমার সমর্পণ করেছেন,
তাকে ছেড়ে আমি কোয়ারি বাব ?

গরব । সমর্পণ করেছি বেটা ? সাধুভাষা কইচ
বেটা ? তোর কোন্ বাবা সমর্পণ করেছে ?

গরব । হ্যাগা—সে কি পো ? তুমি তো বাবা ।

গরব । তবে রে বেটা—সবাই কোটপাট খেয়েছ ?
বেটা ব্যামো ভাল করতে রেজি এনেছো ?

গরব । ঠাকুর রাগ ক'রে চলে যাবে ? ওরে বেটা,
এখন যে গলাধাক্কি দিলে যার না ! দাঁড়া

বেটা, তোর মাথা মুড়িগে বোল ঢালবে বেটা ।
মাণিক । আজ্ঞে ও কিছু করবেন নি, আমিই

জন্ম ক'রে দিছি ।
গরব । খুব নাকাল কর, সব বেটাবেটাকে নাকাল
কর ।

গরব । ভায়া, আর অমন কচ্চ কেন ? বে তো আর
ফিরবে না ? পাগারাওয়ালা ডেকেও কিছু

হবে না ।
গরব । ফিরবে না, ওর বাপ ফিরবে । আমার
হেমন বাপের বাপ পাও নি, এর হেস্তনেস্ত

না ক'রে ছাড়বে ?
গরব । ম'শায় আপনি কুদ্ধ হ'চ্ছেন কেন ? এই

দেখুন, আমার যথাসর্বস্ব আপনার কন্টার জন্য
লিখে এনেছি । আপনি তার টুটি । আপ-

নার কথা আপনারই থাকবে,—তার উপর
আজ হাতে আমি আপনার পুত্র হ'লেম ।

(দলিলাদি প্রদান ও হারাধনের পাঠ)
সনা । আর ভাবছো কি ? বর-ক'নে আশীর্বাদ

করে বাসরে পাঠাও ।
গরব । (পাঠ করিয়া) আ সনাতন এ সব কথা

তো তুমি সম্বন্ধের সময় কিছু বলো নি ?
আমার মেয়ে যদি পর না হয় আমার বে দিতে

আপত্তি নাই, এ তোমারই দোষ ।
মাণিক । আজ্ঞে, দোষ এই গরবির ।

গরব । দোষই তো, এইবার তুমি ওকে বে
করবে ।

মাণিক । এজ্ঞে, আর যার কোথায । আমি ল্যাংকা
ছিলুম, বস্ত্র পেলুম । (গরবকে টানিয়া) এই

তোর কপালে সিন্দূর লেপলুম ।
গরব । ও মড়া, কি কচ্চিস ?

মাণিক । আমি কি বে দেখি নি ? বের সময়,
রসিক বাব, দিদিমণির মাথায় সিন্দূর লেপলে,

গলায় মালা দিলে ।
গরব । জাখ্ জাখ্, গোড়ারমুখে, তোর বুকের
রক্ত খাবো ।

মাণিক । ধা, তোর মুখে চুম খেয়ে সে রক্ত আমার
করবো । তুই আমার বে করবি বলেছিল,

আর বাস কোথা ?
গরব । আমি মিছিমিছি বলেছিলুম ।

মাণিক । আমিও মিছে বে ক'ছি । এ বর্তাব্যব
বাড়ীটি কেমন, চোখের উপর তো দেখলি

ছুঁড়ি, মিছে বে সত্যি হ'য়ে যায় ।
গরব । তবে নে, আমিও তোর গলায় মিছে মালা

দিই ।
(উভয়ের গীত)

মাণিক ।—
আর গরবে ফরফারয়ে লাবি যেতে গুমোরে ।

বুকের মাকে রাখবো ধরে জোর কোরে তোরে ॥
গরব ।—

আমি কি গুমোর করি, মাণিক মাণিক ক'রে মরি,
স'রে বাস দোষ তো তোরি, তুই ভারি মিছকতুরে ॥

মাণিক ।—
মুয়ে তাই হুড়ো আলো,

গরব ।—
মুখখানি চাই করতে আলো,

মাণিক ।—
পীরিতের তোর রীতিটি খুব ভাল,

গরব ।—
এমন পীরিত পাবি কোথা আম'লো—

মাণিক ।—
গুক্ দে মুয়ে যাও পেছু কিরে,

গরব ।—
ঠোনাতে চাই এমনি করে, সত্যি বল্ মাথার কিরে,

গাল পেতে তুই দিস্ কিরে ?
মাণিক ।—

থাকুক সোহাগ তোমার গরবমণিরে—
উভয়ে ।—

যাবে দিন মজায়, মজায় চলবে পীরিত খুব জোরে ।
হারা । সাবাস্ মাণকে, বেশ করিছিস—খুব

করেছিল। বেটা খেই খেই করে নাচতো,
আমার বেটা নাচিয়েছে।

মাণিক। এজ্ঞে, এখনো আমার লাচাবে।

হার। তা বেটা পারে। (গরবের প্রতি) বেটা,
রোজা খুঁজে পেয়েছ বেটা, রোজা তোর ঘাড়ে
চাপলো বেটা! (সনাতনের প্রতি) ভায়া,
রসকে বেটা যখনবে ছাড়বে না, যখন অমুকল
বে সঙ্কল ক'রে নিলে, তখন এই ভদ্রলোক
সব এসেছে, খাইয়ে-দাইয়ে দাও। গিন্নী
খাক্লে আমোদ করতো, আর আমি মেয়ে
পর হবে ব'লে বেজার হতুম; তা বেজার তো
হয়েইছি,—এখন একটু আমোদ করি।

সনা। যে আজ্ঞে, পরিতোষ ক'রে খাইয়ে দিচ্ছি।
হার। আমার আক্কেল হয়েছে। বরযাত্রী, ক-
যাত্রী, সব উপস্থিত আছেন, সকলে শুভন,—
আমাদের প্রাচীন ঋষিবাক্য হেলন করে,
বিবাহ-প্রথা অন্তমত করা, আপনার মাথায়
কলঙ্ক-পসরা নেওয়া। আমার বাপ-মার পুণ্যে
ধর্ম্মে ধর্ম্মে অমুকল বে'তেই শ্রেয় হয়েছে মুখে
চূণকালি মাখতে হয় নি। ঋষিদের পায়ে প্রণাম
করে সকলকে বলছি যে, বাল্যকালে কছার
উপর পিতামাতার অধিকার, যৌবনে স্বামী
অধিকারী; সে স্বামীতে বকিতা করে যে
পিতামাতা কছাকে অবিবাহিতা রাখেন, তার
ঘর কলঙ্কিত হয় নিশ্চয়।

সনা। দেখলেন তো “ঘায়সা-কা-তায়সা” হলো,
এখন আমার অবিবাহিত ছেলের বাপেদের
প্রতি বোড়করে নিবেদন যে, তাদের পাওনার
দৌরাণ্যেই হিন্দুর ঘরে সব ধেড়ে মেয়ে রাখতে
বাধ্য হচ্ছে। হিন্দুশানীর মুখ চেয়ে কামড় একটু
কম করুন। তা হলে গৌরীদান প্রভৃতি
প্রাচীন শুভবিবাহক্রিয়া আবার স্থাপিত হয়।

হার। (রসিকের প্রতি) বাবাজি, তোমরা খুব
একচাল চলেছ, তোমাদের মেয়ে হ'লে

আমিও তোমা চেয়ে মজবুত রোজা এনে
দেখে নেব। (গরবের প্রতি) গরুবি, গিন্নি
তার জীধন হ'তে তোকে কিছু দিয়ে গেছে,
আর মাণকে, তোর যে টাকা আমার
কাছে-জমা আছে, তার উপর পাঁচশো টাকা
আমি তোরে দিচ্ছি, তোরা স্থখে ঘর-ঘরকরা
করিস। গরুবি, এইবার তোরা বর-কনে
নিরে বাসর ঘরে আমোদ করগে যা।
মাণকে যা।

[বর-কন্যা লইয়া গরব ও

মাণিকের প্রস্থান।

(সাধারণের প্রতি)

মশায় আমি এমন চটা মেজাজের লোক,
তবু আমোদ কচ্ছি, বের রায়ে আপনারা দোষগুণ
বিচার না করে সবাই আমোদ ক'রে যান।

[সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্তন।

বাসর ঘর।

সমাপ্তি গীত।

দেখে স্থখের মিলন বিষের রেতে আমোদ যে করে।

আমোদ উথলে ওঠে তার ঘরে ॥

সুচোখে চায় সুজন যে জন,

মুখপোড়ে তার বার পোড়া মন,

সরলের হাসি মুখে, কুটিলের বাঁশ চাপে বুকে,

ভাল বলা স্বভাব যাদের ভাল জায় ঘরে পরে ॥

“ঘায়সা-কা-তায়সা” হলো,

আমোদ করে ঘরে চলো,

সহদয় হও হে সদয়, এই মিনতি বোড় করে ॥

Happy New year to you all

নট নটীর সাধ অন্তরে ॥

যবনিকা।

কবিতা-মালা ।

বিগতা-যৌবন ।

—:~:—

গেছে দিন আছে তার স্মরণ কেবল,—
আছিল ললিত কায়, কেশজাল মেঘ প্রায়,
বিভাগী সীমন্ত-রেখা ধবল সরল,
অধরে আরক্ত রাগ, ভ্রমরার অহুরাগ,
ফুটিত ঈষৎ হাসে মুকুতার দল,
উথলিত যৌবন-তরঙ্গ ঢল ঢল,—
আছে তার স্মরণ কেবল ।

২

তখন আসিত আর না দেখি এখন,
ধনী-মানী যুবা কত, বেণ করি নানা মত,
গুণগ্রাম-বিকসিত সূঠাম বদন ;
কেহ বাঁধা কেশ-পাশে, কেহ বা হাসির ফাঁসে,
কাহার হৃদয়ে বিদ্ধ কটাক্ষ ঈক্ষণ,
ইঙ্গিতে প্রস্তুত দিতে জীবন-যৌবন,—
কারে আর না দেখি এখন ।

৩

সহিয়ে নিদাঘ-রবি, মেঘ-বরিষণ,
কুয়াটিকা-ঢাকা দিশা, হেমন্তের তীব্র নিশা,
ঝটিকা করকা বোর তরঙ্গ নর্তন,
উপেক্ষিত তৃণ জ্ঞানে, আসিতে আমার ধ্যানে,
প্রাচীর পর্কত সম করিত চঞ্চল,
দেখে যেত ব্যগ্র তত যত অযতন,—
সহি রবি মেঘ-বরিষণ ।

৪

কেন এলো কেন গেলো স্মৃতির স্বপন,
এবে যদি দেখি কারে, ফিরে নাহি চাহে বারে,
ডাকিলে চিনিতে নারে ফিরায় বদন ;
বেগীতে নাহিক ফাঁস, অধরে কুহকী হাস,
বেধে না নয়ন, গেছে চপল যৌবন,
করি নাই আবাহন করি নি বর্জন,—
এলো গেলো স্মৃতির স্বপন ।

৫

কাচ বাঁধি অঞ্চলে কাঞ্চনে অবহেলা,
কেন দিব দেহ দান, প্রাণ দিগ্নে নেব প্রাণ,
প্রণয়-বন্ধন প'রে হবে কিবা খেলা ;
চাহিতাম উপাসনা, কাঁদাইব—কাঁদিব না,
না বুঝে বেদনা সহি বেদনা একেলা,
দান-প্রতিদানে ধরা আনন্দের মেলা ;—
কাঞ্চনে ক'রেছি অবহেলা !

মদিরা ।

—:~:—

সরলা তরলা আমি মানব-মোহিনী,
সঙ্গমত রঙ্গ মম কত ;
বাসনার অহুগামী আনন্দদায়িনী
যে চাহে যে ভাবে তাহে রত ।
যোগাসনে উচ্চ ধ্যানে উচ্চ কামনায়,
আমি তাঁর হৃদি-আমোদিনী ;
বিরাগী বাসনা তুচ্ছ করে যে হেলায়,
উম্মাদের আমি উম্মাদিনী ।

শূর ধরি তরবারি শত্রুমাঝে ধায়,
নৃত্য যার অঙ্গ বন্ বনে ;
ভৃগুজ্ঞান করে প্রাণ বীর গরিমায়,
রঙ্গিনী সঙ্গিনী রণাঙ্গনে ।

বিলাসী নেহারে হাসি রমণী-অধরে,
রসবতী দূতী আমি তার ;
ভাসাই মাতাই মন রসের লহরে,
রঙ্গে-খেলে তরঙ্গের হার ।

নীচ সঙ্গ নীচ রঙ্গে করি নীচ সেবা,
তরলাঙ্গী ভাবের অধিনী ;
মনে মনে বুঝে দেখ নিন্দা মোরে যেরা
মস্ততার মঞ্চ এ মেদিনী ।

স্মৃতি।

—:—:—

বহু দিন পরে কি দেখি আবার,
সে ছ'টি নয়ন সোহাগে মাথা ;
সাথে সমীরণ খেলে ধীরে ধীরে,
অলকায় আধ বদন ঢাকা।।

সেই তো গোলাপ সলাজ কপোলে,
সেই তো গোলাপ অধর-রাগে,—
মুহু হাসি সনে বিবাদ মিলিত,
কেন হেন এ তো দেখিনি আগে।

সেই তো তটিনী সাগরগামিনী,
শশী-হাসি-ছবি হৃদয়ে ধরে ;
সেই তো কলিকা ক্ষমৎ ছলিয়া,
শিহরিছে ধীর সমীর-করে।

বাহু-পাশে বাঁধি নয়নে নয়ন,
যতনে দেখেছি বদন-ধানি ;
আজ' ধরি ধরি ধরিতে তো নারি,
আমার আমার—আমি তো জানি।

এলো এলো এলো, আবার ফুরালো,
চলে গেল কেন, কি অভিমানে,—
ছিল তো বেদনা মরমে লুকা'য়ে,
কেন বারিধারা নয়নে আনে।

এসেছিল সে কি দেখে গেল এসে,
প্রাণে প্রাণ আজ কঁাদে না কঁাদে,—
কঁাদে গেছে সে তো দেখেছে কঁাদেছি,
কঁাদিতে কঁাদাতে এলো কি সাথে।

দিয়েছি আশ্রতি হৃদয় সুসার,
হৃৎকনে যে ব্রতে ছিলাম ব্রতী,
নীরস জীবনে গেছে তো সকলি,
তবু কেন পুনঃ জাগিছে স্মৃতি।

শূন্যপ্রাণ।

—:—:—

মা ব'লে কঁাদিয়ে শিশু কাছে বেতে চায়
সবে মিলে করে নিবারণ,

কঁাদিছে কেন মা নাহি কোলে নেয় তার
ভাসে অঁখি না বুঝে কারণ ;
যত্নে করে কত জন, কোলে নিতে আকিঞ্চন,
মাতৃহারা শূন্য ধরা কে তারে ভুলায়,
শূন্যপ্রাণ—শূন্যপানে চায়।

সুখের কৈশোরকাল সুখের সংসার
না চাহিতে মিলে প্রয়োজন,
পাঠ করি পিতৃহানে স্নেহ পুরস্কার,
সবাকার আদর ভাজন ;

অকস্মাৎ বজ্রাবাত, বহিছে শ্মশান-বাত,
চিতায় পিতার মুখে অনল প্রদান
শূন্যপ্রাণ—নেহারে শ্মশান।

আমোদিনী প্রমোদিনী-জীবন-সজ্জিনী
ক্ষুদ্র গৃহ নাট্যাশালা প্রায়,
সোহাগ হৃদয়-রাগে রজনী রঞ্জিনী
সোনার স্বপন ব'য়ে যায়,
কালের কুটিল রঙ্গ, চমকিয়া অগ্নি ভঙ্গ,
শূন্য গৃহ—নহে ত উজ্জ্বল নাট্যাগার,
শূন্যপ্রাণ—শূন্য এ সংসার।

কুলের তিলক কৃত্তী স্বন্দর কুমার,
উচ্চ স্থানে প্রাপ্ত উচ্চাসন,
শ্রদ্ধাবান্ আজ্ঞাকারী নিয়ত পিতার,
শত স্রোতে বহে উপার্জন ;
শমন হরিল তার, হৃদি বিকল শেল-ঘায়,
চিঁড়প্রায় বাথা নাহি বুঝে বেদনায়,
শূন্যপ্রাণ—শূন্যেতে মিশায়।

একক বান্ধবহীন প্রবাসে নিবাস
কেহ আর নাহি আপনার,
বার্দ্ধক্যে অশক্ত দেহ—রূপার প্রদাস,
হৃদে সদা আতঙ্ক সঞ্চার,
কাটে দিন নাহি রহে, স্মৃতিমাত্র কথা কহে,
গোবুলি আলোক পিছে, সম্মুখে অঁধার
শূন্যপ্রাণ—কিছু নাহি আর।

বহুরূপী বিদ্যা।

কিংবদন্তী আছে যে, কুন্তকর্ণ রাবণকে বলে, “সীতার প্রতিবন্ধন তোমার অহুঃস্বপ্ন, তুমি রামরূপ ধরিয়া তাহার মন হরণ করিলে না কেন?” রাবণ উত্তর করিলেন, “আমি এরূপ কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু যে রূপ ধারণ করিতে হয়, সেরূপ ধ্যানের প্রয়োজন; নচেৎ সে রূপ ধারণ করা যায় না। রামরূপ ধারণ করিতে গেলে রামের ধ্যানের প্রয়োজন, কিন্তু রামরূপ ধ্যান করিলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, “পরবধুর সঙ্গ-প্রয়াস করিব কি?” কথাটি জগতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ প্রকাশ করে, বহুরূপী নটের কার্যও বিশেষ উপদেশপ্রদ। মিনার্ভা থিয়েটারে অর্জুনদূশেখরের শোকসভায় পঠিত যে প্রবন্ধ “অর্চনার”—“অভিনয় ও অভিনেতা”— নামে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে অভিনেতার কণ্ঠব্য সম্বন্ধে ছই এক কথা বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, অভিনেতা যে ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, কেবল সে ভূমিকা বুঝিলেই অভিনেতার পক্ষে বথেষ্ট নয়, সে ভূমিকার ধ্যান অভিনেতার প্রয়োজন; যে ধ্যানযুক্ত হইয়া অভিনেতা অনেক সময়ে নাট্যকারকে মুগ্ধ করিয়াছেন। অনেক সময়ে অভিনয়কালীন নাট্যকার অভিনয় দর্শনে বুঝিয়াছেন যে, তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই বোঝেন নাই, অভিনয় দর্শনে তাহা বুঝিলেন। “অভিনয় ও অভিনেতা” প্রবন্ধে তাহার দৃষ্টান্তও আমরা দিয়াছি। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যে নাট্যকার লিখিয়াছেন, অথচ বোঝেন নাই কিরূপ? তাহার কারণ এই, যে তন্ময় অবস্থায় তিনি লিখিয়াছেন, তাহার পর সে অবস্থা তাঁহার স্মরণ থাকে না। অভিনেতার তন্ময়ত্বে নাট্যকার তাঁহার তন্ময়ত্ব প্রত্যক্ষ করেন, এই তাঁহার চমৎকৃত হইবার কারণ। বলিয়াছি, ভূমিকা (part) বুঝিলেই অভিনেতা হয় না, নাট্যকার সকল সময়ে অভিনেতা নয়। সেক্সপীয়ার ‘হামলেটের’ Ghost মাত্র সাজিতে পারিতেন। কেবল ভূমিকা বুঝিয়া নয়, কেবল মানসিক ধ্যানে নয়, ধ্যানস্থ

ছবি তাঁহার দেহে পরিণত করিয়া অভিনেতাকে অভিনয় করিতে হয়। তাঁহার মাংসপেশী সকল ইচ্ছামত চালিত হওয়া চাই—প্রেমিকের প্রেমিকা দর্শনে তাঁহার প্রেমভাব বদনে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যিক; কাণ্ডাকেও বা মৃত্যুশয্যার মৃণ্মূরু তায় দর্শক দেখিবে। যে ভাবের অভিনয় হইতেছে, সেই ভাব সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাইবে। এ সকলে বেশের (Make up) সাহায্য অত্যাৱশ্যক। কোন যুবা বেশের সাহায্য ব্যতীত বৃদ্ধ সাজিতে পারে না, প্রৌঢ়াবস্থার অভিনেতাকে সাজের সাহায্য ব্যতীত প্রণয়মুগ্ধ যুবা দেখাইবে না। অভিনেতা ধ্যানে নিজ ভূমিকাহুমারে প্রত্যেক ভূমিকার বেশ পরিবর্তন করিতে না শিখিলে তিনি ভ্রম-উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। গদাধারী ভীমের বেশ ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের সাজিবে না, শত্রুসংহারকারিণী এলোকেশী দ্রৌপদীর বেশভূষা, মলিনবসনা জানকী হইতে বিস্তর প্রভেদ হইবে। অবশ্য, এক ব্যক্তির সকল ভূমিকা শোভা পায় না। যথা—কোন স্থলকায় খর্যাকৃতি লম্বোদর ব্যক্তি হস্ত্যরস উদ্দীপনের বিশেষ উপযুক্ত। সুন্দর সুগঠন পুরুষ নায়কের উপযুক্ত, অবশ্য খর্যাকার কখনও দীর্ঘাকার হয় না, স্থল দেহ কখনও সুঠাম হয় না। কিন্তু সুঠাম দেহ যাহা অভিনেতার হওয়া উচিত, তাহা বেশাহায্যে বিকৃত করা যায়; এবং যদি আকারে বিশেষ অন্তরায় না থাকে, রূপবান্ পুরুষ না হইলেও তাহাকে রূপবান্ সাজান যায়। কিন্তু প্রত্যেক অভিনেতাকে প্রত্যেক ভূমিকায় বুঝিতে হইবে, কিরূপ সজ্জা তাঁহার ভূমিকার উপযোগী হয়। প্রেমিক উপযোগী সরল সুঠাম কোমল বাহু সব্যাসাচী অর্জুনের চলিবে না। ধনুর্গুণ বর্ষণে কঠিনহস্ত, যাহা শত্রু দ্বারা আবরিত করিয়া অর্জুনকে বিরাট-গৃহে অজ্ঞাতবাস করিতে হইয়াছিল, তাঁহার সে রমণী চিন্তাকর্ষক বীরমুণ্ডি একরূপ এবং পঞ্চবাণধারী মদনমুণ্ডি অগ্নিরূপ—বেশের সাহায্যে

তাহা দর্শক দেখিবে। কোন্ ভূমিকায় কি বেশের প্রয়োজন, তাহা রঙ্গালয়ের স্বাধিকারী, ম্যানেজার বা নাটককার অপেক্ষা অভিনেতার বোঝা আবশ্যিক। দর্পণ-সাহায্যের করনার তাঁহার ক্রিয়াকর্মী হওয়া উচিত, তাহা অভিনেতাই অবগত। অবশ্য, নাটককার একরূপ ধারণা করিয়াই লিখিয়াছেন, তিনি 'থডির আদম' আঁকিয়াছেন, রং ফলাইতে হইবে অভিনেতাকে, ছবিকে প্রাণ দিতে হইবে অভিনেতাকে, ইহা অভিনেতার ধানের প্রাণ, অস্ত্রে তাহা জানে না।

পাশ্চাত্য বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয়ে দেখা যায় যে, ধ্যান অমুসারে বেশের পরিবর্তন হইয়াছে। যথা Mrs. Siddons-এর Lady Macbeth এর বেশ এবং Sara Barnhardt (বার্ণহার্) এর Lady Macbeth এর ধ্যানামুসারে প্রভেদ। মিসেস্ সিডনসের Lady Macbeth উগ্রস্বভাব, স্বামিসঞ্চালনকারিণী, ক্রুরকর্মী নারীমূর্তি। বার্ণহার্ (Barnhardt) লেডী ম্যাকবেথের স্বামী অমুরাগিণী মূর্তি। তিনি সিংহাসন প্রয়াসী নন; মিসেস্ সিডনস্ উচ্চাভিলাষী, সিংহাসনপ্রয়াসী। আমাদের যে প্রবন্ধ "অর্জন্য" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উল্লেখ করিয়াছি যে, এ দেশে রামলীলাতে প্রতিবৎসর ষ্ঠরূপ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বদল হয়, বিলাতে সেইরূপ প্রতিবৎসর রোমিও-জুলিয়েট বদল হয়। কিন্তু প্রতিবৎসরে প্রত্যেক রোমিও জুলিয়েট কোন না কোন প্রকার নূতনভাবে দর্শকের সম্মুখীন হয়। প্রত্যেক রোমিও-জুলিয়েটের ধ্যান পরস্পর স্বতন্ত্র এবং সেই ধ্যানামুসারে তাঁহাদের পরিচ্ছদও পরিবর্তিত হয়; নতুবা দর্শক নূতনত্ব দেখিত না।

অভিনেতার ধানের মূর্তি অভিনেতার প্রকৃত মূর্তি নয়। সাজের সাহায্যে তাঁহার শরীরে ধানের মূর্তি যতদূর প্রকাশ পায়, নিশ্চয় তাঁহাকে তাহা করিতে হইবে। রং, পরচুলা, মোম ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির সাহায্যে এত দূর মূর্তির পরিবর্তন হওয়ার সম্ভব যে, পরিবর্তিত মূর্তিতে পরামাখীরের মিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে চেনা যাইবে না। একজন স্ত্রীর পুরুষ কাঙ্গ্রী সাজিয়াছে, কালো রংএর ঢাকিয়াছে। নাকের অগ্রভাগ দড়ি দিয়া জুলিয়া দড়ি রংএর সহিত মিলাইয়া

দিয়া কাঙ্গ্রীর মাসিক। 'করিয়াছে, গালের হাং মোম দিয়া উহু করিয়াছে, মোম দিয়া ঠোঁট পুরু করিয়াছে, কৌকড়া পরচুলা পরিয়া পোষাকও কাঙ্গ্রীর বস্ত্র। কাঙ্গ্রীর চলন অমুরক করিয়াছে; ইহাতে সহজে তাহাকে চেনা কোরকমেই যায় না।

অভিনেতা কুরপই সাজুক, বা সুরপই সাজুক এমন কি, ভিখারী সাজিলেও যে সাজে দর্শকে ঘূর্ণীর উদ্বেগ হয়, সে সাজ পরিচার্য। কেন? দর্শক আমোদ করিতে আসিয়াছে, গলিতকু রোগী ভিখারী দেখিয়া তাহার আমোদের নিতা ব্যাঘাত হইবে। এ আবার এক তর্কের স্থল কেহ বা বলিবেন,—'স্বাভাবিক দেখান উচিত। কিন্তু যদি বোঝেন, কলাবিদ্যা ও স্বভাব এক না কলাবিদ্যাবলে স্বভাবছবি হৃদয়ে উদয় করিয়া দে মাত্র, কলাবিদ্যা আনন্দপ্রদ, যদি ইহা সকে বৃদ্ধিতেন, তাহা হইলে 'স্বাভাবিক' 'স্বাভাবিক বলিয়া এত চীৎকার করিতেন না।

চিত্রকরের জ্ঞান অভিনেতারও রং বোঝা আবশ্যিক। চিত্রকর যেমন তাঁহার অঙ্কিত ছবি কোণ হইতে দর্শক দেখিবে, তাহা লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ রং দেন, অস্ত্রাবস্থায় তাঁহার ছবি দেখিলে তাঁহা চিত্রবিদ্যা সেক্রপ বোঝা যায় না। অভিনেতা সেইরূপ দর্শক বাহাতে তাহার সজ্জিতরূপের ছা সম্পূর্ণ পায়, সেই অমুসারে রং মাখিবেন। দৃশ্যপট দিনের বেলায় দেখিলে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে। রজনীতে দূর হইতে দর্শক দেখিবে, চিত্রকর সেই ভাবে লিখিয়াছেন। দৃশ্যপট দীপালোকে দূর হইতে ভ্রমোৎপাদন করে, 'দীপালোকে মোটা রংয়ের দাগ দেখা যায়। অভিনেতাকেও মীথিবার সময় বিবেচনা করিতে হইবে যে বৈষ্ণব ধ্যানের ষ্ঠরূপ পাউডার মাখিয়া স্ত্রীর হইলে চরিত্রমঞ্চ হইতে সেক্রপ চলিবে না। বেশী কাল লাল রং তাহার গালে দিতে হইবে, তবে গোল আভার জায় দূর হইতে দেখাইবে। ক্ষুদ্র চক্ষু দেখাইতে গেলে চোখের কোণে কাজলের বিশেষ করিয়া দিতে হইবে বা চক্ষু কোণে করিতে হইলে চোখের কোণে বেগুনী কা কালো রং দেওয়া আবশ্যিক। দোকানে পর তাল দেখিয়া লইলে চলিবে না। পরচুলা তাহ

উপযুক্ত হওয়া উচিত। ভূমিকা (part) অনুসারে হুং লগাট কুহু লগাট হওয়া তাঁহার প্রয়োজন, তাঁহাকে প্রয়োজন অনুসারে করমাস দিতে হইবে চুল পরচুলাটি দেখিয়াই পরিলে চলিবে না। আমরা দেখিতে পাই, যদি কেহ পরের দেখিয়া ল ফেরান, তাহাতে অনেক সময়ে কদর্য দেখায়; কিন্তু যদি নিজের আকার অনুসারে মনু করণ না করিয়া যে তাব তাঁহাকে শোভা পায়, সেই ভাবে চুল ফেরান, তাহা হইলে মন্দ দেখায়। অতএব কিরূপ পরচুলা ও পরিচ্ছদে তাঁহাকে ভাল দেখাইবে, তাহা অভিনেতার বিশেষ বোঝা আবশ্যিক।

নাটকের ভাল ভূমিকা লইয়া সকলেই কাড়াকাড়ি করে। কিন্তু কোন্ ভূমিকা তাঁহার শোভা পাইবে, বেশ ভূষা করিলে সে ভূমিকার তাঁহাকে কিরূপ দেখাইবে, ইহা বিবেচনা না করিয়া যদি

ম্যানেজারের প্রতি কেহ ক্রুদ্ধ হন, তাহা যে কেবল অসঙ্গত হইবে, তাহা নয়—তিনি যে ভূমিকা না পাইয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তাহা পাইলে দর্শককে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য যে, কলনারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া কলনারাজ্যে দর্শককে আনা তাঁহার কার্য। সেই কার্যের সহায় সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান; দ্বিতীয়—ধ্যানানুসারে অভ্যাস; তৃতীয়—সজ্জা। তৃতীয় হইলেও সজ্জার স্থান সামান্য নয়। তিনি অভিনয় করিতে না পারিলেও যদি তিনি ভূমিকা অনুসারে ঠিক সাজিতে পারেন, তাহাতেও ভূরি ভূরি প্রশংসাজনক হইবেন। অভিনেতার কার্য যিনি সামান্য জ্ঞান করেন, তিনি ধ্যানাভ্যাস ও সাজের কথা কিছুই বুঝিবেন না; যিনি বুঝিবেন, তাঁহার জ্ঞানই প্রবন্ধ লিখিলাম। যিনি না বুঝিবেন, তিনি যেন বুদ্ধ বলিয়া আমার মার্জনা করেন।

বর্তমান রঙ্গভূমি।

থিয়েটারের বর্তমান অবস্থা লইয়া অনেক সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে সমালোচনা হইয়া থাকে। অনেকেরই মত, দর্শক কুরুচিসম্পন্ন হইয়াছে; নাটক অভিনয় হইলে, লোক-সমাগম হয় না। রং তামাসা নৃত্যগীত—দর্শক এই সকলই দেখিতে ভালবাসে। বাধ্য হইয়া রঙ্গভূমির অধ্যক্ষেরা দর্শকের রুচির উপযোগী আয়োজন করেন। আবার কোন কোন সমালোচক অধ্যক্ষেরই দোষ দেন, তাঁহাদের মতে সাধারণের রুচি মার্জিত করিয়া লওয়া উচিত। অধ্যক্ষেরা যদি কিঞ্চিৎ কতিস্বীকার করেন, ক্রমে রুচির পরিবর্তন হয়। এই উভয় শ্রেণীস্থ সমালোচকই কতক সত্য বলেন।

থিয়েটারের প্রাচুর্য্যবাবের পূর্বে কবি, হাফ-আকড়া, পাঁচালী ও যাত্রার প্রাচুর্য্য ছিল। হাফ-আকড়া, কবি ও পাঁচালীতে গালিগালাজ চলিত

এবং ঐ সকল গালি-গালাজ লইয়া সমাজে সকলে বিশেষ আনন্দ করিত। যাত্রায় বড় একটা কথা-বার্তা ছিল না। ছ একটা কথার পর, “তবে প্রকাশ ক’রে বল দেখি?” বলিয়া গান আরম্ভ হইত। সেই গানের কতক আদর ছিল, কিন্তু বিশেষ আদর সঙের। সঙ্ হাল্কা সুরে গাইত, অপেক্ষাকৃত ভারি সুরের পালার সুর হইতে সঙের সুরের আদর অনেকের নিকট হইত। সঙ্ গালাগালিও দিত। তাই লোকের বিশেষ প্রিয় হইত। গালাগালির আদর ছিল যে, সংবাদপত্রের সম্পাদকে সম্পাদকে অতি অবজ্ঞা ভাষায় গালি চলিত এবং ঐ সকল সংবাদপত্রেরই গ্রাহক অধিক হইত। যিনি গালাগালি দিতে হুনিপুণ হইতেন, আদর তাঁহার বেশী ছিল। ইংরাজী বিভায়া যতই কেন দোষ দেন না, ইংরাজী বিভায়া কৃত-বিদ্য ব্যক্তিগণ দেখিলেন যে, সমাজের এরূপ রুচি

ভাল নয়। সমাজের বড় বড় লোক নাটক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে নাটকের বড় চটক হইল। নাটকসম্প্রদায়েব মধ্যে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি অনেক ছিলেন; সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, সাতসব্বান পরিচ্ছদাদি ধনাঢ্য ব্যক্তির অর্থব্যায়ে প্রস্তুত করিতেন ও পারিবারিক অলঙ্কারাদি আনাইয়া অভিনেতাগণকে সাজাইতেন। অতি উচ্চ শ্রেণীর নাটক না হইলেও, অধিকাংশ দর্শক তাহার রসাস্বাদন না করিতে পারিলেও কৃতবিদ্য ব্যক্তির প্রশংসার অহুকরণ করিয়া সকলেই প্রশংসা করিতেন। টিকিট কিনিতে পাওয়া যাইত না, সাধারণের মধ্যে গাঁহাদের অদৃষ্টে টিকিট যোগাড় করিয়া নাটক দেখা ঘটত, তাঁহারা নাটক ভাল লাগুক আর না লাগুক, অঙ্গের নিকট তাঁহার সৌভাগ্যের পরিচয় দিবার নিমিত্ত বাহা দেখিচ্ছিলেন, তাহা শত-গুণে বর্ণনা করিতেন। গাঁহাদের অদৃষ্টে নাটক দেখা হয় নাই,—নাটক অভিনয় না জানি কি ভাবিতেন। কোথাও একখানি নাটকের অভিনয় হইলে, সেই অভিনয়ের কথা কিছুদিন চলিত।

অভিনয়েও সাধারণের পক্ষে অনেক আশ্চর্য্য ভিনিস ছিল। কোথা হইতে অভিনেতার আসে, কিরূপে পট উত্তোলন ও পট পরিবর্তন হয়,—মূল্যবান পরিচ্ছদ—বাহ্যার নায় দর্শকের নিকট হাত পা মুখ না নাড়িয়া পরস্পর কথা কওয়া, রাজা, রানী, রাজমন্ত্রী প্রভৃতির আবির্ভাব, এই সমস্তই অদৃত জ্ঞান হইত। গাঁহারা কাব্য-রসাস্বাদন করিতে পারিতেন, তাঁহাদের তো কথা নাই, গাঁহারা রসাস্বাদন করিতে পারিতেন না, তাঁহারাও লোকে পাছে বেসমজ্জার বলে, এই ভয়ে প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের শাদা বা কবির রুচির পরিবর্তন হয় নাই। রং-তামসা নীচ অঙ্গের আমোদ প্রের্তিও পূর্ববৎ রহিল।

বড়লোকের অহুকরণ করিয়া, নানা স্থানে থিয়েটার হইতে লাগিল। চলিত রঙ্গমঞ্চে নানা-স্থানে অভিনয় হওয়ায়, পূর্বে গাঁহারা বড়লোকের থিয়েটার দেখিতে পাইতেন না, তাঁহাদের থিয়েটার দেখিবার বিশেষ সুযোগ জন্মিল। এই সকল অভিনয়ে অনেক কৃতবিদ্য থাকিতেন। পূর্ববৎ তাঁহাদের মতে মত দিয়া সাধারণেও

তাঁহাদের প্রশংসা করিত। কিন্তু মাঝের থিয়েটারেও সর্ব-সাধারণের দেখিবার সুযোগ হইত না; প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চ হওয়ার সে অভাব দূর হইল।

প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চ “নীলদর্পণ” লইয়া আরম্ভ হয়। নীলদর্পণ বাহারা অভিনয় করেন, তাঁহারা ইতঃপূর্বে অভিনয় করিয়া অনেকটা দীক্ষিত নীলদর্পণও অনেক মহলা দেওয়ার পর সাধারণের সম্মুখীন হয়। তখনও সকলে জানিতেন না,—কিরূপে দৃষ্টপট চালিত, কিরূপে অভিনেতার সজ্জিত হইত। এখন খুব চটক, গাঁহারা অভিনয় করেন, কিছু বোধশোধও আছে। অদৃত শিব হইয়া দিলে শিথিতে পারে, এরূপ লোক অভিনয় কার্যে ব্রতী। চটকে চটকে অনেক দিন চলিল

কিন্তু সে চটক আর নাই। এক্ষণে প্রা সকলেই জানে, কিরূপে পটপরিবর্তন প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের আভ্যন্তরীণ কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে অপর কোন কার্যক্রম না হইলে অভিনয়-কাণ্ড ব্রতী হয়। এমন কি কেহ বা নিজ অভিনয় (Part) পড়িতে পারে না। ততো পাৰ্ব নায় সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া অভ্যাস করাইয়া দেও হয়। যেমনটি শেখান হয়, তাহা ঠিক পারে ন বিকৃত করিয়া বলে; কোন গভীর ভাবাপন্ন কে সেই ভাবের উপযোগী স্বর আনিতে না পারি একটা কৃত্রিম স্বরে বলিয়া থাকে; এরূপ দ্বা নাটক অভিনয় হওয়া একরূপ কঠিন হই উঠিয়াছে। কিন্তু নাচতামাসা গান কত শিক্ষা করিতে পারে। নিয় অঙ্গের স্বর শি করা অনায়াস-সাধ্য। প্রহসনে (Pantomim) যে সকল চরিত্র থাকে, তাহা সহজেই বুঝি পারে, অভিনয়ও কতকটা স্বাভাবিক হ অধ্যাক্ষেরা সাজ, পোষাক, পট প্রভৃতি উপযে করিয়া দেন। একখানি সামান্য ঘর জাঁ পটোর পক্ষে সহজ হয়, দজ্জী কি পো নির্মাণ করিতে হইবে,—তাহা বুঝিতে পা পরচুলগুলা কিরূপ চুল তৈয়ারি করি তাহাও জানে, এই সকল কারণে অতি কতকটা ভাল হয়। তাহাতে আবার যে ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চরং লেখক রা করেন। গাঁহাকে গালি দেওয়া মনস্থ, তাঁহ

য় অভিনেতাকে সাজান হয়। পূর্বোন্নিখিত
বি শ্রোতার রুচি দিয়া পুষ্ট করে।

কিন্তু নাটকের বেলা বিষম ছলছল পড়ে ;
হারা অভিনয় করিবে, তাহারা সে সব চরিত্র
থাকে না। বরের সজ্জা পরিয়া সমস্ত জগতের
জা আবির্ভূত হন,—রাজমুকুট রাজ-অলঙ্কার
বারটুণী হইতে আইসে। রাজার ছায় চাঁদে
ানে না—বলিতে জানে না। বীরত্ব প্রকাশ
রিতে যাইলে অভিনেতা গোষ্ঠারের ছায় চাঁদ
র করে। বহুদিন হইতে ঐরূপ চাঁদকার
নিয়া দর্শকও তাহা বীররস ভাবিয়া “এক্সেলেন্ট
(Excellent) করিয়া উঠেন। একখানি রাজ-
জা বহুদিন হইতে চিত্রিত আছে, সমস্ত পৃথিবীর
জা সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হন। পটো
ানে না,—রাজবাড়ী কিরূপ, দর্জী জানে
, রাজ পোষাক কিরূপ, পরচুলওয়াল কখনও
জা দেখে নাই, কোন অধ্যক্ষের উপদেশে রাজা
ইলেই বাড়ীচুল হয়, ইহা জানিয়াছে। এক
ক্তি যদি ‘নল’ ও ‘ভৌমসিংহ’ সাজেন, দর্শক
লার নাম শুনিয়া ইনি ‘ভৌমসিংহ’ কি ‘নল’
জিয়াছেন, বুঝিতে পারিবেন। তাহার পর এক
গ্রাহ রিহারসাল দিয়া অভিনয় হইতেছে, সকলের
জ নিজ অংশ অভ্যাস হয় নাই, সুতরাং প্রমু-
র কথা প্রতি কান রাখিতে হইয়াছে। প্রমু-
রও উচ্চৈঃস্বরে—চৈচাইতে বাধা,—তাহার
শুই অভিনয়ের প্রাণ, তিনি উচ্চৈঃস্বরে চাঁদকার
রিতেছেন, শ্রোতা ডবল অভিনয় শুনিতে পাই-
ছেন। কৃতবিদ্য হইয়া “কবি হাক আক্কাইর”
চি দমন পূর্বক যিনি উচ্চ রুচি লাভ করিয়া-
ন, তাঁহাকেই “পালাই পালাই” ডাকিতে
, অপর সাধারণের ত কথাই নাই।

নাটক বোঝাও কঠিন,—একটার একট্রেস
ক বুঝিয়া দেয়, সুযোগ্য একটার না থাকিলে
আজি উচ্চ নাটকেরও হতানন্দ হইয়া থাকে,
যা কৃতবিদ্যা ব্যক্তিমায়েই জানেন। একটার
ট্রেস তো একে লেখা-পড়া জানে না, তাহার
পর বহু চেষ্টায় যে একট্রেসটিকে শিক্ষিত করা
য়, তাহাকে অনেক কাণ্ডে বাবু ষ্টেজ হইতে
ইয়া যান। যে একটার একটু ভাল হইয়াছে,
ত বহু জুটিয়া তাহার সুখ্যাতি আরম্ভ করে যে,

তাহা দ্বারা আর কার্য হইতে পারে না। তাহার
পর অধ্যক্ষদেরও পুরাতন লোকদিগকে রাখিবার
চেষ্টা কম, তাঁহারা ভাবেন একজনকে তো
শিখাইয়াছি, আর একজনকেও শিখাইয়া লইব।
কোন একখানি নাটক সুখ্যাতির সহিত অভিনীত
হইবার দিনকতক পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে,
প্রায় সমস্ত অংশ পরিবর্তিত হইয়াছে, যাহারা
প্রথম বারে অভিনয় করিয়াছিল, তাহারা আর
নাই—এরূপ পরিবর্তন যে কেবল অধ্যক্ষের দোষে
হয়, তাহা নহ, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দোষেও
হইয়া থাকে। যাহারা অভিনয় করে, একবার
সুখ্যাতি পাইলে তাহারা মাথা তিনিয়া লয়। মুর্থ,
কোন কালে হৃদয়ের শিক্ষা হয় নাই, সুতরাং
কৃতজ্ঞতা কাহার নাম অনেকেই জানে না, আমরা
কি হইয়াছি ভাবে; অধ্যক্ষও মনে ভাবেন “এর
এত স্পন্দা সহিব কেন, দূর হইয়া যাক” কলহের
অত্যাচার কারণও আছে। তাহা অধ্যক্ষেরাও
বুঝেন, এবং তাঁহাদের সতর্ক হওয়াও উচিত।

অত্যাচার দেশে যথায় রঙ্গভূমি উন্নতি লাভ
করিয়াছে, সে উন্নতি অনেকটা সমালোচকের
সাহায্যে। সকল দেশেই অভিনয়-কার্য শিক্ষা
করিতে হইতেছে। প্রায়ই অশিক্ষিত ব্যক্তিরা
অভিনয়-কার্যে প্রথম ব্রতী। রাজসাহায্যে, ধনাঢ্য
ও পদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে নাটক অভিনীত হইত।
যোগ্য ব্যক্তি শিখাইত এবং সমালোচকের দ্বারা
যথাযোগ্য প্রশংসা পাইত। কোন অংশ অভিনয়
করিয়া একেবারে কেহ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য
হইতেন না। নাটকের ভাব, সমালোচকেরা
বুঝিয়া দিতেন এবং দৃশ্যপট প্রভৃতি যথা
উপযোগী হওয়ার সাধারণের প্রীতিকর হইত।
সাধারণ দর্শকেরা দৃশ্যকাব্যের দৃশ্য অংশে
বিমোহিত হইতেন এবং কাব্য অংশ সমা-
লাচক হইতে বুঝতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ
বাঙ্গালায় সেইরূপ সমালোচক বিরল। যে শ্রেণীস্থ
লোক একটার, প্রায় সেই শ্রেণীস্থ ব্যক্তি সমা-
লোচক। তার পর তাহারা কখনও হৃদয়ের শিক্ষা
পায় নাই। কাগজ হাতে আছে, তাহাতে যাহা
নয়, তাহা লিখিতে প্রস্তুত। তাহার মধ্যে
কেহ কেহ বা নাটক রচনা করিয়াছেন, সেই
নাটক অভিনীত হইবে, প্রত্যাশা করিয়া

কোন থিয়েটারের অযোগ্য প্রশংসা করেন; কেহ নভেল লিখিয়াছেন, সেইখানি নট্যাকারে পরি-
বর্তিত হইয়া অভিনীত হউক আকাঙ্ক্ষা করেন।
সুতরাং থিয়েটারের প্রধান ব্যক্তির প্রতি নানা
প্রকার ভাষামোদ-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়
এবং কাগজেও অলীক প্রশংসা করিতে বাধ্য
হন। অন্যান্য লোকের প্রত্যাশা রাখিয়াও সমা-
লোচক চাটুকায় হইয়া পড়েন। স্বার্থ সমালোচনা
করিবারও তাঁহার শক্তি নাই। কোন ভাষায়
কোন উচ্চশ্রেণীর নাটক পড়েন নাই। মাতৃভাষা
বাঙ্গালা বলিয়া বাঙ্গালা খবরের কাগজে তাঁহাদের
লেখা চলে। তাঁহার সমালোচক হওয়ার রঙ্গভূমির
সর্বাপেক্ষা সর্বনাশ হইয়াছে।

এই তো এক শ্রেণীর সমালোচক। আর
এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহার কৃতবিশ্ব
বলিয়া অভিমান রাখেন। তাঁহাদের চক্ষে কিছুই
ভাল লাগে না। বাঙ্গালার সেক্সপীয়ার নাই
বলিয়া তাঁহার ক্রন্দন করেন; আরভিং নাই, সারা
বাগহাট নাই—ইটালী দেশীয় চিত্রকর নাই—
তবে তাঁহার নাটক দেখিতেই বা যাইবেন কি?

—আর সমালোচনার কথাই কহিবেন কি?—
ইহারা যদি একবার ভাবিতেন যে, বঙ্গের রঙ্গ-
ভূমির এই প্রথম অবস্থা, বাহা হইয়াছে—তাহা
বিনা সাহায্যে; ইহার অধ্যক্ষেরা নানা প্রতিবন্ধক
অতিক্রম করিয়া কতক কৃতকার্য হইয়াছে এবং
যে কতক কৃতকার্য হইয়াছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ
অনেক ইংরাজ দর্শকের প্রশংসাপত্রে দেখিতে
পাইবেন। লেডী ডক্ট্রিশ—যাঁহার চক্ষে বাঙ্গালী
বাবু সম্পূর্ণ স্বাধীন,—তিনিও রঙ্গভূমির স্থখ্যাতি
করিয়াছেন। এডুইন আরনল্ডের ভারতভ্রমণ
পুস্তকে বাঙ্গালী অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা লিখিত;
অতএব সমালোচকগণের নিকট সবিনয় নিবেদন,
তিনিও বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর অবস্থা সম্পূর্ণ জানেন।
তুলনায় ইংরেজের সৰ্বকক্ষ বাঙ্গালী কোন বিষয়েই
হইতে পারে নাই, তবে যদি রঙ্গভূমি না হইয়া
থাকে, তাহা তিনি যত দোষের ভাবেন,—
তত নয়।

যে সকল বিষয় সংক্ষেপে স্পর্শ করিয়াছি,
সময়ান্তরে তাহার প্রত্যেক বিষয়টি ব্যাখ্যা
করিবার ইচ্ছা রহিল।

পিতৃ-প্রাশুচিন্তা।

আশুতোষ চিকিৎসা-বিদ্যা ও বিজ্ঞান-
শিক্ষার্থে ফ্রান্সে যাইবার প্রার্থনা করার তাঁহার
পিতা বলেন,—“কেন, কি হুঃখে যাইবে? আমার
অতুল সম্পত্তি, তোমার দুই ভাই মাত্র, বড়-
মানুষী করিয়া চলিবে।” আশুতোষ বিশেষ জিদ
করায়, তাহার পিতা ভয় প্রদর্শন করেন যে,
“যদি বাও, আমার সম্পত্তির এক কপর্দকও
তোমার দিব না, তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নামে
উইল করিয়া যাইব।” কিন্তু আশুতোষ নিবেদন না
শুনিয়া শিক্ষার্থে ফ্রান্সে গেলেন।

আশুতোষের মাসিক দুই শত টাকা ছাত্রবৃত্তি

ছিল ও যে কলেজে তিনি পড়িতেন, তাহা কোন
একজন ধনাঢ্য করাসী কর্তৃক স্থাপিত। তথায়
বাবস্থা ছিল যে, বিজ্ঞান-শিক্ষার্থে ফরাসীদেশে
যাইলে তাহার ব্যয় সম্বলান কলেজ হইতে হইবে
তিনি যাওয়ার প্রথমেই তাঁহার পিতা জুড় হন
কিন্তু পুত্রের যশঃসংবাদ দিন দিন শোনার পিতা
মন নরম হয় এবং পুত্রকে ইংলণ্ড বাইরা ব্যারি
ষ্টারী শিখিতে আদেশ দেন। ছয় বৎসর পণ
আশুতোষ ব্যারিষ্টার হইয়া প্রত্যাগমন করিলে
এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গৃহে স্থান পাইলেন।

আশুতোষের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দেবেন্দ্রের উপ

তাহার পিতা বিরক্ত ছিলেন। দেবেন্দ্র মূৰ্খ ও নীচাত্মা—ইহাই তাহার অসন্তোষের কারণ। উইলে দেবেন্দ্রকে সিকি সম্পত্তি দিয়া সমস্ত বিষয় আশুতোষকে দিয়া বান।

পিতার মৃত্যুর পর যখন উইল-পাঠ হইল, দেবেন্দ্রের ক্রোধের সীমা রহিল না। দেবেন্দ্র পিতাকে নানা কুবাক্য বলিতে লাগিলেন; কিন্তু আশুতোষ কহিলেন, “কান্ত হও, আমি পিতার সম্মতিতে ইউরোপ-যাত্রা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপে বাইলে তিনি আমাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন। এক্ষণে আমি পিতৃবাক্য রক্ষা করিব। উইলে আমার বাহা দিয়াছেন, তাহা তোমার; কিন্তু তোমার সিকি সম্পত্তি ব্যতীত, এ সম্পত্তিতে তোমার স্বেচ্ছাচার চলিবে না। অতিথিশালা প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়া কলাপ আছে, এই সম্পত্তির আর বারা তাহা প্রথমতঃ রক্ষিত হইবে; সে সকল ব্যয় নির্বাহ হইয়াও বাহা বাকী থাকিবে, তাহা সামান্য নহে; সে আরে তোমার সিকি সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ না করিয়াও একজন গণ্য বড়লোকের মত চলিবে।”

দেবেন্দ্র যদিচ আশুতোষের বৈমাত্রেয় ভাই এবং উভয়ের বয়সে তিন বৎসর মাত্র পার্থক্য, তথাপি তিনি দেবেন্দ্রকে ভালবাসিতেন। লখাপড়ার অযত্ন দেখিয়া শাসন করিতেন যত, কিন্তু যেমন শিশু ভ্রাতার প্রতি অধিকবয়স্ক জ্যেষ্ঠের সন্তানবৎ মেহ থাকে, দেবেন্দ্রের প্রতি সেইরূপ মেহই ছিল; বিশেষতঃ তাহার বুদ্ধিমত্তা বিমাতা মৃত্যুশয্যায় দেবেন্দ্রকে পুত্রী-পুত্রহস্তে সমর্পণ করিয়া বান,—বলেন, ‘বাবা, এ অভাগা নিশ্চয় মূৰ্খ হইবে, দিন দিন কর্তার বিরাগভাজন হইতেছে, তুমি ইহার শত দোষ মার্জনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বিপদ হইতে রক্ষা করিও।’ ইহাতে দেবেন্দ্রের প্রতি মধ্যে মধ্যে ক্রুদ্ধ হইলেও বিমাতার মৃত্যুশয্যায় অনুরোধ স্বরণ রাখিয়া আশুতোষ সমস্ত দোষ মার্জনা করিতেন।

দেবেন্দ্র অতি নীচচেতা। ভ্রাতার দিন দিন ঈর্ষি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইত। তাহার সর্বদাই চটা তিল,—কোথার কি সম্পত্তি অন্ন মূল্যে কনিবে; নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিবার সঞ্চয় তাহার ছিল। জহরতের প্রতি বিশেষ মনো;

অন্ন দরে বহুমূল্য কোনও দ্রব্য কিনিতে পারিলে, হুই চারিজন সমপ্রকৃতি বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া দেখাইত, কেমন অল্পমূল্যে ফাঁকি দিয়া ক্রয় করিয়াছে। বন্ধুরা সকলেই ধনাঢ্য ব্যক্তি, এবং দেবেন্দ্রের মত কোথায় কি অল্প মূল্যে পাইবেন খোঁজেন। মজলীস করিয়া পরস্পর কথাবার্তা হয় কে কেমন সেয়ানা; তাহারই বাহাগরী—অতি নীচ আলাপ—কে কেমন তাহার রক্ষিতা বেণ্ডাকে ফাঁকি দিয়াছে; কে কোন্ দরিদ্রের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া বেতি স্বদে আসল ভারি করিয়া সম্পত্তি বেচিয়া লইয়াছে; অমুক বাবু পাঁচ হাজার টাকা দিয়া জুড়ি কিনিয়াছে, কিন্তু তাহার একটা খোঁড়া হইয়াছে, আহা! কি দুঃখের বিষয়! সকলেই দেবেন্দ্রকে উপদেশ দিয়া বলিত, “তুমি তো এ দিকে এত দাঁওবাজ, পাল-পার্কণ অতিথিশালার খরচ কমাইয়া দাও না কেন?” দেবেন্দ্র নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিত যে, তাহার কুচুটে ভাই যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে তাহার কিছু করিবার যো নাই।

দেবেন্দ্রের সরোজিনী নামে পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিল, একটিমাত্র পুত্রসন্তান, নাম নৃত্যগোপাল, অতি সুবোধ; কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তাহার কোন যত্ন ছিল না। বিশেষতঃ সরোজিনী, অভিসম্পাত কুড়াইতে বারণ করায় একরূপ তাহার সহিত আলাপ রহিত হইয়াছে।

এই সমস্ত দেবেন্দ্রের নীচ-প্রবৃত্তির কথা শুনিয়া একদিন আশুতোষ আসিয়া বলিলেন, “দেবেন্দ্র, দুঃখে না পড়িলে লোকে কোনও দ্রব্য অল্পমূল্যে বিক্রয় করে না। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করাই আমাদের বংশাবলীর নিয়ম। কিন্তু তুমি লোকের বিপদের সুযোগ অনুসন্ধান কর, কখনও বা সম্পত্তির লোভে চেষ্টা করিয়া আপনাকে বিপদগ্রস্ত কর। অল্পমূল্যে জহরতাদি কেনো, হয় তো তাহা চোরাই মাল হইতে পারে। এ সমস্ত তোমার ভাল নয়।” কিন্তু তাহাতে দেবেন্দ্র কটুক্তি করিয়া বলিল,—“যাও, তুমি যা করেছ, সে সব জুচ্চুরি করে; আপনার প্রতি দৃষ্টি কর না, আমার উপদেশ দিতে এসেছ।” আশুতোষ বিরক্ত হইয়া গেলেন, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, বড় মন্দ বলে নাই। আমি তো লোকের নিকট টাকা

লই, কিন্তু টাকা র সম্পূর্ণ কাজটা করা হয় না। এ জন্মের ঘরে একবার, ও জন্মের ঘর একবার বেড়াইয়া কিসে ফি অধিক হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকি। সমস্ত বড়লোক আমার মজ্জল, কিন্তু প্রায়ই তাহাদের মকদ্দমা মিথ্যা; অনেক সময়ে গরীব প্রজাপীড়ন। এ কার্যটা আর করিব না। তাহার সমব্যবসায়ী বন্ধুবর্গ এ সকল বাতুলতা বলিয়া উপহাস করিল এবং সকলেই বলিল,—“মকদ্দমা সত্য মিথ্যা জানা তো আমাদের কার্য নয়, মজ্জলের পক্ষসমর্থন করাই আমাদের কার্য। কার্য গৌরবের—কার্য দোষের নয়, কেন পরিত্যাগ করিব?” আশুতোষ বলিলেন, “আমার বিজ্ঞান-চর্চা, বিশেষ উদ্ভিদবিজ্ঞান-চর্চাই আনন্দপ্রদ। আমি সেই কার্যই করিব।”

আশুতোষ কার্য পরিত্যাগ করার দেবেজ খুব খুসী। দাদা যে বুড়ি বুড়ি টাকা রোজগার করে, তাহা আর হইবে না, হুঁ হাতে খরচ করা, দান করা চলিবে না; সখ করিয়া নিত্য নূতন ঘোড়া কেনা বন্ধ হইবে। কিন্তু হুঁ এক বৎসরে সে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। আশুতোষ ঔষধের বাগান করিয়াছেন। ঔষধ প্রস্তুত করেন, সমস্ত পুণিবাব্যাপী যশ ও জাহাজ জাহাজ ঔষধ রপ্তানী হয়,—ইহাতে কমা দূরে থাকুক, চতুর্গুণ আয়বৃদ্ধি হইয়াছে। দাদাকে কিক্রমে টক্কর দিই, দেবেজের মনে এই চিন্তাই দিবারাত্র। এমন সময় এক ব্যক্তি একথণ্ড হীরক বিক্রয় করিতে আসিল। হীরকখানি প্রায় কহিনুরের সমকক্ষ বলা যায়। যাচাই করিয়া দেখা গেল, কৃত্রিম হীরা নয়, কিন্তু মূল্য অতি সামান্য। এ কি চোরাই মাল? না—সে বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণ রহিয়াছে। আদালতে প্রমাণ হইয়াছে, বিক্রেতা সত্যই তাহার অধিকারী। সে পারদ্রোহবাসী, হীরা বিক্রয় করিয়া দেশে যাইবে, কিন্তু বিলম্ব করিতে পারে না। যে সে ব্যক্তি তো এ হীরা ক্রয় করিতে পারিবে না। পঞ্চাশ হাজার টাকা কে সহজে বাঁচ করিবে? দেবেজ দর দাম করিয়া গ্রিফ হাজারে সে হীরা ক্রয় করিলেন ও পূর্বপ্রথামত বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন—কারণ, হীরক দেখাইবেন।

বন্ধুগণ আসিলেন, হীরার প্রকৃত মূল্য কত, যাচাই করিবার জন্য তাহার একজন জহরী সঙ্গে

লইয়া আসিলেন। হীরা প্রদর্শিত হইল, কিন্তু জহরী দেখিলামাত্র শিহরিয়া উঠিল। জহরী বলিল,—“বাবু, কি সর্বনাশ করিয়াছেন?” সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—“কেন, কেন—এ কি সত্য হীরা নয়?” জহরী বলিল, “সত্যই হীরা, কিন্তু সর্বনেশে হীরা।” সকলে বলিয়া উঠিল, “কেন, কেন?” জহরী বলিল, “এই হীরার লোভে পারস্তের রাজপুত্র এক ওমরাহপুত্রকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিল। কিন্তু সেই হীরক পরিয়া রাজপুত্র যখন শয়ন করিতে যান, দেখেন—সেই মৃত ওমরাহ ও পুত্র তাহার ঘরে আসিয়াছে—হস্ত প্রদারণ করিয়া হীরা চাহিতেছে! দিন দিন এরূপ হওয়ায় পারস্ত-রাজকুমার হীরা বিক্রয় করিলেন। তাহার নিকট হীরা থাকে, তাহার নিকটই সেই মৃত ওমরাহপুত্র যায়। এক মাস এই হীরা তাহার অধিকারে থাকে, অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হয়।” এ কথা সকলে উপহাস করিল। জহরী বলিল, “মহাশয়, উপহাস করিবেন না। এ হীরা শেষ তাহার নিকট ছিল, সে ঈঠাৎ একদিন পথে পড়িয়া যায়, চিকিৎসালয়ে আনীত হয়, অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিল, সেই অবস্থাতে বিহ্বল বাক্ত। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইত, যেন কেহ তাহার নিকট আসিয়াছে এবং সে সভয়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে। এইরূপ দুই তিন দিন গত হইলে তাহার মৃত্যু দিবসে চৈতন্য হয়। তখন সে ডাক্তারকে আত্মোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিল। ডাক্তার তাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। বৃত্তান্ত এই যে, পারস্ত রাজকুমার ওমরাহপুত্রকে বধ করিয়া হীরা গ্রহণ করেন। জহরী পাইয়া হীরা বিক্রয় করেন বটে; কিন্তু তাহাতেও তাহার নিস্তার নাই, অচিরে তিনি জলমগ্ন হইয়া যান। এইরূপে বার বার নিকট এই হীরা ছিল, তাহার প্রায় সকলেই সপরিবারে মৃত্যুমুখে পড়ে। শেষ তাহার কাছে ছিল, সে হীরা বিক্রয় করিতে আসে, কিন্তু পথে এক বিকটাকার মূর্তি দেখিতে পাইয়া মুচ্ছা যায়; তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভাই এই হীরা পায় এবং পুরোঁজরূপে ইসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে সে একজন ডোমকে এই হীরা দিয়াছিল, সেই ডোম তিন টাকায় একজনকে বিক্রয় করে। চোরাইমাল কিনিয়াছে

বলিয়া পুলিশ তাহাকে ধরে, কিন্তু আদালতে প্রমাণ হয়, চোরাই মাল-নয়। সেই ব্যক্তিই ইহা দেবেজ্ঞ বাবুকে বিক্রয় করিয়াছে। সে আমার নিকট বলিয়াছিল যে, যতপি সে ইহা দেবেজ্ঞ বাবুকে বিক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে সে আর মরিবে না।”

সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—“তোমার কি নিমিত্ত বলিয়াছিল?”

জহুরী উত্তর করিল, “সে একজন জহুরী, আমি দূষিত হীরা আনায়, তাহাকে হীরা রাখিতে নিবেদন করি। সে জ্ঞাত সে আমার উত্তরে এই কথা বলে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ‘দেবেজ্ঞ বাবুকে বিক্রয় করিতে তাহাকে কে বলিয়াছে।’ সে একটা চমৎকার ঘটনা বলিল। বলিল,—‘বাসায় শুইয়া আছি, রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন পারশ্ব উপসাগরে একখানি সম্ভ্রান্ত নৌকা। নৌকা হইতে কে একব্যক্তি এক জনকে জলে নিক্ষেপ করিল। দেখিলাম, সে উঠিয়া তীর হইতে যে তাহাকে জলে নিমগ্ন করিয়াছিল, তাহাকে জলে নিমগ্ন করিল। পরে উভয়ে উঠিয়া আসিয়া অনেক স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যথায় যায়, তথায় সকলে মরে। শেষে হাঁসপাতালে বাইরা এক-জনকে মারিল। কিছু পরে দেখি, প্রথমে যে জলমগ্ন হইয়াছিল, সে আমার বলিল,—‘আমি কে জানিস? হাঁসপাতালে হীরার কথা শুনিয়াছি—সে হীরা আমারই। হীরা তোর নিকট আছে, তুই যদি দেবেজ্ঞ বাবুকে বেচিতে পারিস, তোর ভাল হইবে। দেবেজ্ঞের শান্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে শান্তি দিব।’ এ কথায় নানা প্রকার বাদানুবাদ হইতে লাগিল, কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বিশ্বাস করিল না।

* * * *

দুই তিন মাস পরে বন্ধুরা শুনিল যে, দেবেজ্ঞ পাগল হইয়া সেই হীরাখানি জলে ফেলিয়া দিয়াছে।

দেবেজ্ঞ সত্যি পাগল হইয়াছে। দেবেজ্ঞের পুল নিত্যগোপাল আশুতোষের নিকট আসিয়া বলিল, “জ্যোতি মদ্যশর, বাবা যেন কিরূপ হইয়া গিয়াছেন, তাই না আপনাকে বলিতে আসিয়াছেন।”

ভ্রজবধু অন্তরালে থাকিয়া নিত্যগোপালের দ্বারা জহুরীর গল্পের কথা জানাইলেন। এই জহুরীকে হইবার তিনি চোরাই মাল কেনা অভিযোগ হইতে রক্ষা করেন। জহুরীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় জহুরী বলিল যে, “মহাশয়, আমি হীরার লোভে মিথ্যা গল্প করিয়াছিলাম, তবে যে হীরাখানি বেচিয়াছিল, সে ডোমের নিকট খরিদ করিয়াছিল সত্য;—সেই ডোম হাঁসপাতালে এক ব্যক্তির বিশেষ গুশ্রুণা করে, সেইজন্য মৃত্যুকালে সে ব্যক্তি হীরাখানি দেয়। সে একজন সৈনিক, চীন-যুদ্ধে লুণ্ঠ করিয়া হীরাখানি পাইয়াছিল। ডোমের নিকট কেনার পর পুলিশকেস্ হইয়াছিল—সত্য। ডোমের নিকট যে কিনিয়াছিল, তাহার ধারণা ছিল, হীরা প্রকৃত হীরা নয়। আমি অল্প দামে হীরাখানি খরিদ করিব, এইজন্য ‘ও খুটা হীরা’—এই ধারণা তাহার করিয়া দিই।” আশুতোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, “পারশ্বের রাজকুমার—এ সব কথা কি?” জহুরী বলিল, “আমি এরূপ একটা গল্প নভেলে পড়িয়াছিলাম। হীরাখানি দেবেজ্ঞ বাবুর নিকট ভয় দেখাইয়া লইব, এই উদ্দেশ্যে এই গল্প করি।”

প্রিয়নাথ নামে আশুতোষের এক সহাধ্যায়ী সুযোগ্য ডাক্তার ছিলেন। তাহাকে সঙ্গে লইয়া ভ্রাতাকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, দেবেজ্ঞের মূর্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। কেবল চন্দ্রাবৃত দেহ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, বিকট-জ্যোতিষকৃত চক্ষু, যেন ঠিকরিয়া আসিতেছে। গভীর হৃশিষ্টাক্রান্ত হইয়া বসিয়া আছে। আশুতোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবেজ্ঞ, তোর কি অসুখ হয়েছে?” দেবেজ্ঞ বলিল,—“না না, কিছু না, আর উপায় নাই, তারা সকলে একত্র হইয়াছে—আমি কোন রকমে ফাঁকি দিয়া কাটা হইতেছি।” জহুরীর গল্পের কথা বলিল। বলিল—“হীরা ফেলিয়া দিয়াছি, তথাপি সেই ওমরাও পুল হীরা চাহিতে আইসে। পারশ্ব রাজপুল তাহার পাশে দাঁড়াইয়া হাসে। আজ মাসাবধি হইল, তাহারা একা আসে না। বাহার বাড়ী ঠকাইয়া লইয়াছিলাম, সে বুড়ো আসে, সে ঐ কোণে বসিয়া কাসে। বাহার তালুক কিনিয়াছিলাম, তাহার মায়ে বেটার দোরের পার্শ্বে বসিয়া ফুল্‌ফুল্‌ করে। মাগী ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস

ফেলে। সেই নিঃখালে সাপের জাওয়ারী সৃষ্টি হইয়া, ছোট ছোট কণা তুলিয়া বর-বর বেড়ায়। সব মরিয়াও মরে নাই, সকলের চৰ্ম নাই, মাংস নাই, তবু জীবিত আছে। হাড়ে হাড়ে বাধাইরা নাচে, হাঃ হাঃ করিয়া হাসে; চক্ষু নাই—তবু চোখের কোঠর দিয়া আমাকে লক্ষ্য করে। এখনি সব আস্বে—এখনি সব আস্বে—তোমরা পালাও—পালাও।”

আন্ততোষ জহরীকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। অস্ত্র ঘরে ছিল, ডাকাইলেন। জহরী মিথ্যা গল্প করিয়াছিল—বলিল। কিন্তু দেবেন্দ্র উচ্চ হাস্ত করিল। দেবেন্দ্র বলিল,—কি মিছে—কি মিছে! ঐ যে তারা হৃদয়ে আসিয়াছে। ঐ যে সব সিঁড়িতে উঠিতেছে! বলিতেছে—হীরা গঙ্গাতে ফেলিয়া দিয়াছি—ডুব দিয়ে তোলা। ঐ দেখ, ওমরাও পুত্র হাত পাতিয়া বলিতেছে—‘দে হীরা আমার দে। যা—যা—জলে থেকে তুলিয়া আন।’ শুনিতেছ না—শুনিতেছ না?’ আন্ততোষ বলিলেন,—‘তুমি স্থির হও, আমি ডুবুরী দিয়া হীরা উঠাইয়া আনিব।’ দেবেন্দ্র বলিল—‘না না—ডুবুরী আনিলে হইবে না, আমাকেই তুলিতে হইবে। হীরা আনিলেও নিস্তার নাই,—এই ওরা সব বাড়ী ফিরিয়া চাহিতেছে, জায়গা-জমী চাহিতেছে—ভিনিসপত্র চাহিতেছে।’

আন্ততোষ সতর্ক লোকজন নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ভ্রাস্রবধূকে বলিলেন,—‘বৌ বিশেষ সতর্ক থাকিবে, যেন কোনরূপে উঠিয়া না যায়।’ নিত্য আসিয়া ভাইয়ের তথির করেন। ক্রমে পৈতৃক বাটীতে আসিয়া ভ্রাতার তথিরের জন্ত রাতিয়াপন করিতে লাগিলেন। সর্বদাই ভ্রাতার নিকট সতর্ক লোক থাকে। বায়ু-সেবনের নিমিত্ত লইয়া যান। এই সকল উপায়ে যেন নিদারুণ ব্যাধির কিঞ্চিৎ উপশম হইতে লাগিল। ক্রমে এতদূর উপশম হইল যে, স্ত্রীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করেন, স্ত্রীর প্রতি তাহার আর পূর্বের উপেক্ষার ব্যবহার নাই, ইহাতে সকলের মনে আশা জন্মিল।

নিত্যগোপাল তখন দশবৎসরের বালক; কিন্তু চিন্তাশীল। পিতার অবস্থার কথা চিন্তা করে। একদিন প্রিয়নাথের সহিত আন্ততোষের কথাই বুঝিতে পারিল, তাহার পিতার পাগলনিত ব্যতিক-

বিকার। বায়ুকের প্রতি যদিও দেবেন্দ্রের দেহের অভাব ছিল, কিন্তু বালক মাতার হৃদয়ে হৃদিত হইয়া পিতার স্থির ভাবিত। একদিন ‘গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী’ পড়িয়া বালক জানিল যে, ব্রহ্মাণ্ডে সগরবংশে ঋষি হওয়ার গঙ্গা আনিয়া ভগীরথ, বংশের উদ্ধারসাধন করিয়াছিল। বালক ভাবিতে লাগিল, পিতার পাগলোচনার্থে সে কি কোন কার্য করিতে পারে না? আন্ততোষের অপেক্ষাও যেন বালক পিতার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। সকলের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু বালকের ক্ষমতা নাই। যে দারপেট হউক, তাহার মনে হইত যে, তাহার পিতার কোনরূপ উপশম হয় নাই; বাহ্যিক উপশমমাত্র। আশা পিতৃব্যকে জানাইল, কিন্তু আন্ততোষ সাধনা-ব্যাক্যে বলিলেন—‘তুমি বালক, বুঝিতে পারিতেছ না, তোমার পিতা আরোগ্যের পথে আসিয়াছে।’ একরূপ আশারও যথেষ্ট কারণ, স্ত্রীর গুচে শয়ন করিতে দেবেন্দ্র নিত্য বান এবং ভাস্রবধূর দ্বারা আন্ততোষ সংবাদ পান যে, উত্তরোত্তর উন্নতিই বটে। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন প্রাতে একটা গোলযোগে আন্ততোষের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেবেন্দ্র হাত-মুখ ধুইতে বাইরা আর ফিরিয়া আইসে নাই। অনেক অহুসন্ধান হইতে লাগিল, দেবেন্দ্রের তথ্য পাওয়া গেল না। বৈকালে সংবাদ আসিল যে, কেদার একটা মড়া ভাসিয়া উঠিয়াছে, মৃতদেহ তাঁরে তোলা হইয়াছে, সকলেই বলিতেছে—সে দেবেন্দ্র। ব্যগ্রচিত্তে আন্ততোষ গিয়া দেখে যে, দেবেন্দ্রই বটে। দৃঢ় মুষ্টিতে কাদা ধরিয়া রহিয়াছে।

দেবেন্দ্রের এইরূপ অপবাত-মৃত্যুর পর সরো-জিনীর আর আশ্রয়ানির সীমা রহিল না। তাঁহার স্থির ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার অসতর্কতাতেই তাঁহার স্বামী বাটী হইতে বহির্গত হইয়া আত্ম-হত্যা করিয়াছে। এই বোর হৃদয়স্তর দুই তিন দাস পরে তাঁহারও মৃত্যু হইল।

আন্ততোষ নিত্যগোপালকে বাটী লইয়া গেলেন। নিত্যগোপাল সন্ধ্যাকরে জোঁটতাতকে মিনতি করিয়া বলিল, ‘আমি গঙ্গাধামে পিতা-ব্রাতার পিতৃদান করিব।’ আন্ততোষ নিজের সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন, কিন্তু বিশেষ কার্য-

বশতঃ যাইতে পারিলেন না, উপযুক্ত লোক সম-
ভিবাহারে পাঠাইয়া দিলেন । ইহার দুই চারি-
দিন পরে আশুতোষ নিত্যগোপালের হস্তাক্ষরে
একখানি পত্র পাইলেন । পত্র পড়িয়া স্তম্ভিত
হইলেন । নিত্যগোপাল লিখিয়াছে যে, তাহার
পিতা অগ্ৰ্যাত মরিয়াছেন, তাহার একমাত্র
প্রায়শ্চিত্ত তিনি করিবেন । ভগীরথ পিতৃপুত্র
উদ্ধারার্থে কঠোর তপস্যার গলা আনয়ন করিয়া-
ছিলেন । ভগীরথের সার্থক জন্ম । নিত্যগোপাল
স্তম্ভিত হইয়াছে যে, সরাস্য গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মজ হইতে
পারিলে চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধে ও নিয়ে মুক্ত
হয় । তাই পিতৃপুত্রের হিতার্থে নিত্যগোপাল
সেই পথ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাকে

তাহার বিশেষ অনুরোধ যে, যে সকল ব্যক্তির
নিকট মন উপারে তাহার পিতা সম্পত্তি
অর্জন করিয়াছেন, সে সকল, তাহাদের যে
উত্তরাধিকারী আছে, তাহাদিগকে পুনরপিত
হউক । বরূপে যে বিষয় থাকিবে, সমস্ত যেন
সংকার্যে নিয়োজিত হয় । পত্র পাঠে আশু-
তোষ নিখাস ছাড়িলেন । তিনি বিবাহ করেন
নাই, ভাবিয়াছিলেন, সমস্ত সম্পত্তি সুবোধ নিত্য-
গোপালকেই দিবেন । কিন্তু তাহার হৃদয়ে শোক-
মিশ্রিত আনন্দ ও জন্মিল, একবিন্দু অশ্রুপাতও
হইল । গদগদবচনে বলিথেন, “আমাদের কুল
উদ্ধারের নিমিত্ত পিতৃদেবগণের পুণ্য কে মহা-
পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে ।”

শ্রীশ্রীমহাশয় ও বিবেকানন্দ ।

ভক্তচূড়ামণি ৬ রামচন্দ্র দত্তের কথা, রাম-
চন্দ্র দত্তের সমভিবাহারে বিবেকানন্দ প্রথমে দক্ষি-
ণেশ্বরে যান । রামচন্দ্র দত্ত সুবাদে তাহার ভাই
এবং বাল্যকালে শিক্ষক ছিলেন । বিবেকানন্দের
সাংসারিক নাম নরেন্দ্র ছিল এবং বীরাধ্বরের মহা-
দেবকে মানত করিয়া তাহার জন্ম হওয়ার, তাহার
মাতা ও নিকট আত্মীয়েরা বীরেশ্বর বলিতেন ;
ক্রমশঃ বীরেশ্বর নাম “বিলে” নামে পরিণত হয় ।
রামচন্দ্র তাহাকে “বিলে” বলিতেন । বিবেকা-
নন্দের যুগে শুনিভাম, একদিন রাম দাদা বলিলেন,
—“বিলে, কি এদিক্ ওদিক্ ব্রাহ্মসমাজে ঘুরে
বেড়াস—বদি ধর্মকর্ম করবার ইচ্ছা থাকে,
দক্ষিণেশ্বরে চল;—এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়ালে
কিছু হবে না ।” রামদাদার সহিত বিবেকানন্দ
দক্ষিণেশ্বর আসিলেন, তিনি পরমহংসদেবের গৃহে
প্রবেশ করিবারাত্র, পরমহংসদেব ব্যস্ত হইয়া, তাহার
নিকটে আসিলেন এবং বিবেকানন্দ যেন তাহার
বহুদিনের পরিচিত, এইরূপ ভাষা প্রদর্শন করিলেন ।
বিবেকানন্দকে ধরিয়া তাহার ঘরের পশ্চিমদিকের

চাতালে লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন, “তোমার
অপেক্ষায় রহিয়াছি, তুমি আসিতে এত দেরী
করিলি ? গৃহীলোকের সহিত কথা কহিয়া আমার
ওষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে, এখন তোমার সহিত আলাপ
করিয়া জুড়াইব ।” বিবেকানন্দ বলিতেন, “আমি
ভাবিতে লাগিলাম, এ কি উন্মাদ । রাম দাদা
আমার কার নিকট আনিল ? বুদ্ধি উন্মাদ বলি-
তেছে, কিন্তু প্রাণ আকৃষ্ট । অদ্ভুত খ্যাতি—অদ্ভুত
তাঁহার আকর্ষণ—অদ্ভুত তাঁহার প্রেম । খ্যাতিও
ভাবিলাম, মুগ্ধও হইলাম । সে এক অপূর্ণ অবস্থা ।
বিবেকানন্দ যখন বাড়ী ফিরিলেন, পরমহংসদেব
তাঁহাকে আসিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে
লাগিলেন । বাড়ী আসিয়া বিবেকানন্দ ঐ খ্যাপার
কথাই ভাবেন । এ কি—এরূপ কখনো দেখেন
নাই । কিছুই বুঝিতে পারেন না—অথচ আকৃষ্ট ।

খ্যাপার কথা রাম দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
—পরিচয় পাইলেন,—খ্যাপা কামিনী-কামধন্যত্যাগী ।
এই পরিচয়ে তাঁহার আকর্ষণ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল ।
আশ্চর্য্য তিনি কামিনী-বিবেচী ; শিশুকালে

মুগ্ধ-কীরামমুগ্ধি কিনিয়া আনিয়া খেলা করিতেন ; কিন্তু যে দিন শুনিলেন, তিনি সীতাকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন, সে দিন হইতে সে পুতুল তাঁহার ভাল লাগিল না। যোগীধর মহা-দেবের পুতুল আনিলেন, একটা বড় কল্কে কিনিয়া আনিলেন, সেইটা মহাদেবের গাঁজার কলিকা হইল এবং সেই গাঁজার কলিকা লইয়া তিনি গাঁজা টানিবার ভান করিয়া বালাখেলা করিতেন। সন্ন্যাসী শিবের প্রতি বালাকালে বড়ই শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, সেই আদর্শে তাঁহার শৈশবকাল হইতেই সন্ন্যাসী হইবার সাধ জন্মে। পরে ইংরাজী শিক্ষার প্রতাপে যদিচ শিব-উপাসনা পৌত্তলিকতা মনে করিতেন, কিন্তু যোগের প্রতি অমুরাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এই অবস্থায় যখন তিনি শুনিলেন যে, দক্ষিণেথরের পাগল কামিনী-কাঞ্চন-তাগী, তখন সেই পাগলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কামিনী-কাঞ্চনতাগী পুরুষ কখনই সমান্য ব্যক্তি নন। তাঁহার সহিত মতের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু এ উচ্চত্যাগের আদর্শ আর কোথাও নাই! ‘সত্য-জাত তাগী বিবেকানন্দ’ সর্বতাগী মহাপুরুষের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেথরে না গিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না, প্রেতের শৃঙ্খল দিন দিন তাঁহাকে প্রগাঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে লাগিল। খাপার অমাহুযিক প্রেমে—এ প্রেম জগতে তিনি কোথাও পান নাই; গুরুর প্রেমে বিবেকানন্দ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় দক্ষিণেথরে বাতায়িত করেন। একদা পরমহংসদেব উপদেশ প্রদান করিতেছেন, উপদেশের প্রতি বিবেকানন্দের লক্ষ্য নাই। পরমহংসদেব ডাকিলেন, বলিলেন, —“শোন না, কথা শোন না।” বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন—“কথা শুনিতে আসি নাই।” পরমহংস জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তবে কি করিতে আসিস্?” বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন,—“তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে দেখিতে আসি।” ত্রুস্ত পরমহংসদেব উঠিয়া, বিবেকানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া অনেক-কণ স্থির রহিলেন।

এইরূপে গুরুশিষ্যের প্রেমের লীলা চলিতে লাগিল। কৈবরীর প্রসঙ্গ, বাদ্যহবান, তর্ক-বিতর্ক প্রায়ই হয়। বিবেকানন্দ সমাধি প্রভৃতি নানেন না। সমাধিকে বলেন,—“ও তোমার মাথায় ব্যায়রাম।” দেবদুষ্টিতে পরমহংসদেব যাহা দর্শন করেন, তাহা তাকিক বিবেকানন্দ বলেন,—“ও তোমার মস্তিষ্কের ভ্রম। অন্ধবিখ্যাসে সাকার মূর্ত্তি মান।” বিবেকানন্দ বলিলেন—এইরূপে তো তর্ক-বিতর্ক করি। একদিন পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল, তুমি অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্?” (পরমহংসদেব অন্ধ বিশ্বাসকে অন্ধের বিশ্বাস বলিতেন) জিজ্ঞাসা করিলেন, “অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্?” গদগদ হইয়া বিবেকানন্দ বলিতেন, সেই দিন বিষম দায়ে ঠেকিলাম! বলিতেন,—“অন্ধ বিশ্বাস বুঝাইবার চেষ্টা করা দূরে থাক্, আমি স্বয়ং অন্ধ বিশ্বাস কাহাকে বলে, যত বুঝিবার চেষ্টা করি, ততই দেখি, একটি অর্গহীন কথা ব্যবহার করি মাত্র। অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ যতই দিবার চেষ্টা করি, সব লক্ষণ অযৌক্তিক হয়। বিভ্রাট বৃদ্ধি যত ছিল, সব নাড়াচাড়া করিতে লাগলাম, অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ আর হয় না। এইরূপে শিক্ষিত বিবেকানন্দ অশিক্ষিত খাপার নিকট আপনাকে পরাজিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বৈজ্ঞানিক তর্ক-বুদ্ধি, শিক্ষাবিশ্বাসের নিকট কোনরূপ অগ্রসর হইতে পারে না। পরাত হইয়া বিবেকানন্দ, গুরুর নিকট যাহা শুনেন, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান। গুরু বলেন,—“না, এ তোমার পথ নয়,—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করো। আমি বলিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিও না।” ক্রীক্ৰপে দেখিয়া শুনিয়া লইতে হয়, তাহা বিবেকানন্দ জানেন না। দেখিবার শুনিবার উপায় দিন দিন গুরুর নিকট বৃদ্ধিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য গুরু দেখাইয়া দেন, নিত্য নিত্য শিষ্য দেখিতে পান যে, সমস্ত প্রত্যক্ষ। জড় বিজ্ঞানে যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক সত্যও সেইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়। গুরু-উপদেশে ও সাধনার চক্ষু উন্মোচিত হইলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্রমে আভাস পাইলেন, সমাধি মস্তিষ্কের বিকার নয়, গুরুর নিকট সমাধিলাভের প্রার্থী হইলেন,—বলিলেন,—“আমার পরম পদার্থ নির্বিকল্প সমাধি দান

করুন। আমি আপনার কৃপার সমাধিস্থ হইয়া থাকিব।” গুরু তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—“এই নির্দিকল্প সমাধি পাইলেই তুমি পরিতুষ্ট ? ইহা তো পূর্বে এক দিন, তুমি দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সময়, তোমার বন্ধে হস্ত দিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম, তুমি ভয় পাইয়া বলিলে,—‘করো কি গো, আমার যে বাপ আছে, মা আছে।’ দক্ষিণেশ্বরের এ ঘটনা কি, পাঠকের জ্ঞানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। বিবেকানন্দের নিকট শুনিয়াছিলাম,—একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার কোমল হস্ত বিবেকানন্দের বক্ষে প্রদানমাত্রই সমস্ত শূভ্রাকার হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি মহাভয়ে ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—‘করো কি গো! আমার যে বাপ আছে,—মা আছে।’

সমাধিলাভের প্রার্থী হইলে আমরা বলিতে-ছিলাম, গুরু শিষ্যকে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন—“জীবের যাহা পরম বস্তু, তাহা তোমার নয়। তুমি কেবল স্বার্থপর হইয়া আপনার নিমিত্ত জগতে আসো নাই। তবে কেন সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে প্রার্থনা করিতেছ ? সংসারে আসিয়াছ, সংসারের কার্য্য কর। জীবের নির্দিকল্প সমাধি হইলে পর, তাহার আর ফিরিবার শক্তি থাকে না। এক-বিশতিদিবস গতে শরীরত্যাগ হয়। তুমি শক্তিমান, সমাধিলাভের পরও ফিরিবে, তোমার মহা-কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। কার্য্য সমাধা না করিয়া জগৎ ত্যাগ করিতে পারিবে না। সমাধি চাও, সমাধি পাইবে।”

অকস্মাৎ একদিন কাশীপুরের বাগানে বিবেকানন্দের একটি অবস্থা হইল, যে সকল ভক্তেরা তাঁহার নিকটে ছিলেন, তাঁহার মৃতবৎ অবস্থা দর্শনে ভীত

হইলেন। ক্রমে বিবেকানন্দ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। গুরুর নিকট সংবাদ গেল, গুরু হাসিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দও উপস্থিত হইলেন। গুরু বলিলেন, “যাহা চাও, তাহা এই, এই নির্দিকল্প সমাধি। তোমার নিমিত্তই তুলিয়া রাখিলাম, কিন্তু উপস্থিত বাস্তবে আবদ্ধ রহিল, চাৰি আমার নিকট থাকিবে। কার্য্য করো, কার্য্যান্তে পাইবে।”

কি কার্য্যে বিবেকানন্দ গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা সঙ্গায় পৃথিবী দেখিয়াছে। বিবেকানন্দ কার্য্য করিতেন, বলিতেন, তাঁহার গুরুর কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দেহান্বিত। পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অসুভব করেন। সম্পূর্ণ ভ্রম। এইমাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহা জ্ঞান—সাধারণের চক্ষে মহা ভক্তি আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবরিত। উভয়ের একই ভাব, কার্য্যে ভিন্ন ভাব ধারণ। মহা মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন জ্ঞান আবরণে আবরিত হইতেন। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে গান করিতে শুনিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষে প্রেমশ্রী দেখিয়া থাকেন, কষ্টরোধ হইয়া গদগদ—ভক্তিবিশোধের মহাপুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি হৃদয়ে অসুভব করিবেন, জ্ঞান-ভক্তির পার্থক্য লোকে অজ্ঞানবশত করিয়া থাকে। জ্ঞান ভক্তি এক, জ্ঞান—বিবেকানন্দ; ভক্তি—পরমহংস অভেদ। এই অভেদ জ্ঞানলাভে তিনি বুঝিবেন, পরমহংসদেব বলিতেন যে, “ভাগ-বত, ভক্ত, ভগবান” তাহা সত্য।

স্বামী বিবেকানন্দোক্ত গায় ।

রাগিণী মালকোষ—তাল ৪৭ ।

তারা উজ্জল পশিল ধরা'পর,
নির্মল গগন বিকাশি ।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল
বিভোর বাণ সন্ন্যাসী ॥
রবিকরকর্ষিত,
কুঙ্কটিকা ঘন
আবরে দিনকর-কান্তি,
মারাবলম্বন, কারা প্রকটন,
নীলা আবরণ ত্রাস্তি ;
গুরুপদ ধারণ, আত্মসমর্পণ,
মহাহুদে নদ মহা সম্মিলন,
দরা উচ্ছসিত শ্রোত মহান,
দূরিত অশান্তি বিধোত মেদিনী
জন-মন-মার্জিত শান্তি প্রদান ;
শশিষ্য গুরুপদ হৃদে সাধে ধরি
গায় আকিঞ্চন গান,
কৃপা-কণা অভিলষী ॥

রাগিণী বাসেন্দ্রী—তাল একতাল ।

কে রে নরেন্দ্রবর বীরেন্দ্রদেহধারী ।
সিদ্ধ মহাবিভাবলে অবিষ্টাবিনাশকারী ॥
তমাজ্বর বহুমতী, হেরি কি ব্যথিত যতি,
বিলাইতে জ্ঞান-জ্যোতি, কে এমনছে সহকারী ॥
রহি পরহিতে রত, শিখাবে কি মহাব্রত,
এসেছ আশ্রিত রত, জন-মন-তাপহারী ॥
গুরুপদে বসিমান, জীবন-বোঝন-মান
হয়েছ কি অধিষ্ঠান, লাজিতে দীন-ভিখারী ॥

সাহানা—ধামার ।

জুবন ভ্রমণ কর যোগিবর ধীর ধ্যানে ।
তীহারি সন্তানগণ চেয়ে আছে পথ পানে ॥
উচ্চরতে আত্মহারা, স্মি সঙ্গাগরা ধরা,
বোহিলে মানব-চিত্ত, পাত্তর গৌরব-গানে ।
নানা দেশেনানা তাবে অরুণনি একতানে ॥
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর,
ইষ্টপূজা পূর্ণ তব, পুলক-আলোক দানে ।
জন-মন-পুলকিত, মোহ-নিশা অরণ্যানে ॥

হর-গৌরী ।

চরিত্র ।

পুরুষ

হর, নারায়ণ, নারদ, কাতিক, গণেশ, ইন্দ্র, মদন, নন্দী, ভৃঙ্গী, কুবের,
বিশ্বকর্মা, ভৈরবগণ, দেবগণ, ব্যাধগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী

গৌরী, লক্ষ্মী, জয়া, বিজয়া, পৃথিবী, রতি, মেনকা, ভৈরবীগণ, দেবীগণ,
ব্যাধপত্নীগণ, নাগরিকাগণ, পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি ।

হর-গৌরী

প্রথম অঙ্ক

—:—

প্রথম দৃশ্য ।

—*—

কৈলাস ।

(হর-গৌরী আসীন)

জয়া, বিজয়া, নন্দী, ভূম্বী ও ভৈরব-ভৈরবীগণ
উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান ।

(গীত)

হৃদয়-আসনে ধ্যানে হের আনন্দ-মিলন ।
নিঃশব্দে গুণ-সঞ্চার ধীর নীরে সমীরণ ॥
অনন্ত সাগর-মাঝে, অনন্ত তরঙ্গ গাজে,
লীলারঙ্গ নানা সাজে, শিব-শিবা-আলিঙ্গন ॥
প্রকৃতি পুরুষ ক্রম, একে বহু বোধ ভ্রম,
বিদল চণকসম চিরমিথুন বন্ধন ॥

গৌরী । জয়া, আমার কেশরী কোথায় ? তোরা
সব আনন্দ করছিস্, সে তোদের সঙ্গে নৃত্য
করতো, আজ কেন তাকে দেখছি নি ?
জয়া । কে জানে মা, সে মড়ার কি হয়েছে ।
বুড়ো ঐঁড়েটাকে দেখলে সে গর্জন ক'রে
উঠতো, এখন মুখে লাগি মেরে গেলেও কিছু
বলে না, এখন সে মুখ শুঁজড়ে কাঁছে ।

(পৃথিবীর প্রবেশ)

গৌরী । কে মা তুমি ? আহা, তোমার এমন
মলিন বেশ কেন ?
পৃথিবী । মা অন্তর্যামিনি, তুমি তো সকলই
জানো । তোমার সত্য-সেহত্যাপে নারী

সত্য শিখেছে, হর-গৌরী পুনর্নির্গমে
নর-নারীর সম্মিলন হ'ল ; কিন্তু তারা
আবাসহীন, এক স্থানে স্থায়ী নয়, তারা
আহার অভাবে পুণ্ড-অধেবণে বনে বনে ঘুরে
বেড়ায়, পুণ্ড-পান্ড-বধে জীবিকানির্বাহ করে ।
অবোলা পুণ্ড, নর-জ্বাসে দিন দিন মলিন ।
দেখ মা, তোমার বাহন পশুরাজ কেশরী
পুণ্ড হুণ্ডে দিবারাত্রি রোদন কচ্ছে । আমি
সকলের ধরিত্রী, তাদের হুণ্ড কত সুইবো ?
বাবা মঙ্গলময় সাদাশিব, মা সর্বমঙ্গলা শিবানি,
পুণ্ড-পক্ষীকে অন্তর দান করো, নর-নারীকে
আহার দাও, নিম্ফলা ভ্রুহিতাকে ফলবতী
করো ।

হর । তথাস্ত ।

(ব্যাধগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

ভুকে মরি জান হাররাণ ।
কেমন বাবা মারি, তোদের পুতে নেই টান ।
পূবে লাগি খেলে, অমনি কোবর খাঁটি,
করি ছুটাছুটি দিয়ে ভীষকানি,
কেখন শিকার বিনে,
কেখন বলে মারি মারি মিলে,
যাম পিরাসে ঘোরে মারি মারি,
আসে রাতি, তথা পাক মারি,
গাছে কি যোকে মরি মারি,
খোলা পাক মারি,
দিন দিন মারি মারি মিলে ।

ব্যাধ । সে বাবা মা যে মোদের পূজা সে ।
রোজ রোজ পূজা করবো বলে করি, তা
বনে বনে শিকার পেছনে ঘুরি, কোন দিন
মিলে—কোন দিন মিলে না । পেটে খেতে
পাইনে, কেমন ক'রে পূজা করবো । ঘর
নেই, ঘোরে ঘুরি, জলে ভিজি, মিলে

কাপতে থাকি, ছেলে-মেয়েগুলোর পানে
চাইবি নি। তোরা বাপ-মা—তোরা
দেখবি নি তো দেখবে কে ?

গৌরী। বাবা, পরমানন্দ সদাশিবের কৃপায়
তোমাদের সংসার আনন্দময় হবে।

(রতি ও পশ্চাতে মদনের প্রবেশ)

বাছা, তোমরা কে ?

দন। মা, আমি অনঙ্গ, তোমার কৃপায় মায়া-
অঙ্গে সঙ্গীক হয়গৌরী-দর্শনে এসেছি।
পুরুষ-প্রকৃতির নিত্য-নবলীলা দর্শন ক'রে
চরিতার্থ হবো।

তি। বাবা, তুমি সদাশিব শিবময়,—আর বাবা
বামদেব হ'য়ে না। রত্নময়ীর সঙ্গে নবরঙ্গে
তোমার দর্শন করবার বড় সাধ, সে সাধ
পূর্ণ করো।

র। তথাস্ত !

(পৃথিবী, মদন-রতি ও ব্যাধগণের গীত)

কলে।—পূর্ণ আশা এসে কৈলাসে।

দন ও রতি।—হবে নবজাবে নবলীলা,

নগবালা-দিক্বাসে ॥

ব্যাধগণ।—পেটের দায় আর কি ছুটি,

পেটে মিলবে ভ'মুটি,

পৃথিবী।—হব ফলবতী, সদয়-সুদয়

হৈমন্তী-ধুজুটি ;

কলে।—জয় জয় গৌরী-হর,

পরমানন্দময়ী পরম আনন্দ কর,

জয় আনন্দলীলা গাও রে পরম-উল্লাসে ॥

[পৃথিবী, মদন-রতি ও ব্যাধগণের প্রস্থান।

। ভগবতি, আজ সকলে আনন্দ ক'রে গেল।

এখন তুমি ভোজনানন্দের উদ্ভোগ করো।
আনন্দময়ীর কৃপায় ভূতদানী নিয়ে আনন্দ
করি।

গৌরী। ওদের তো মুখের কথা “তথাস্ত—
তথাস্ত” বলে বিদায় করলে, এখন হাঁড়ী বে
গুজুচে, ঘরে অন্ন নাই, তার হ'শ আছে ?
দেখ, কে যেন কাকে বলচে—উনি মেশার
খোঁকে ঢুলছেন। শুনছো, ঘরে অন্ন নেই !
। সে কি ? এই তোমার বাপের বাড়ী থেকে

অচেন সামগ্রী পড়ি

ফুকলো ? চের অন্ন আছে, দেখ সে।

গৌরী। সংসারের তো কিছু দেখ শোন না

ভূতদানী নিয়ে নেচে বেড়াও। বাপের
বাড়ী থেকে বা এসেছিল, তাতে এত দিন
চললো, চিরকাল চলবে ?

হর। তুমি দশ হাতে খরচ করবে, চলবে কেমন
ক'রে বলো ?

গৌরী। শোন, ভান্ডড়ের কথা শোনো, আমি
দশ হাতে তো খরচ করি, বার মুখে বে
খাও, তার হ'শ আছে ? এই গণেশটি
যা হোক, ডাগর-ডোগর হয়েছে, তুমি আপ-
নিই নাম রেখেছ লম্বোদর, সে ত হাতীমুখে
থায়, কাণ্ডিকটি দেবকার্যে ঘুরে বেড়ায়,
সোমন্ত ছেলে, খিদে পায়, সেটি ছ'মুখে খায় ;
আর তোমার পাঁচ মুখে সৃষ্টি দিলেও
কুলোয় না। আমি দশ হাতে সব খরচ
ক'রে ফেলেছি, বলতে লজ্জা হয় না ?
নিগুণ পুরুষের দশাই এক।

হর। আর বকিয়ে না—বকিয়ে না ! তুমি
তো সগুণ, সেই ভাল।

গৌরী। এই আমার গুণেই চলচ বলচ। আমি
বে ক'রে সংসার চালাচ্ছি, তা আমিই জানি।

হর। নাও নাও, তোমার গুণ জানা গেছে।
কথার বলে, স্বামি-ভাগ্যে পুত্র, আমার
দুই সোনার চাঁদ ছেলে ! আর স্ত্রীভাগ্যে
ধন, তোমার ভাগ্যেই আমি ভিক্ষা ক'রে
বেড়াই, আবার কথা ক'ছ ?

গৌরী। বলি হ্যাঁগা, নিমুরদে হ'লে কি হায়াও
থাকে না ? কত স্ত্রীই রেখেছ, আবার
খোঁটা দিচ্চেন। কখনো একথানা অলঙ্কার
পরতে পেলুম না, একথানা ভাল কাপড়
পরতে পেলুম না—লোকে নাম রেখেছে
দিগম্বরী। বাপের বাড়ী থেকে সাজিয়ে
গুজিরে পাঠিয়ে দেয়, গুঁর ভূতদানায় সব নর-
ছয় করে। তা করুক বাপু, কিছু বলিনি।
স্ত্রী-পুত্রকে অন্ন দিতে হয়, তা কি পাঁচ জনকে
দেখেও শেখনি ? আমার কপালে আগুন,
তাই এই ঘর কচি। আর তাবতে পারি
নি, দিন দিন ভেবে ভেবে কালী হলুম।

হর। আর তোমার নিতাই খেই খেই নাচুনিতে
আমারও হাড়মালা সার করেছ!

গৌরী। তবে থাক—আজ হাঁড়ি শিকের
তোলা থাক। আমি চমুস, তুমি গাঁজা খেয়ে
ঝিমোও। তার পর ছেলে দুটো ‘মা’ বলে
এলে বলবো,—‘বা, তোদের জন্মদাতার
কাছে বা, না হয় তো তোদের মামার বাড়ী
গিয়ে খেগে, এ ভান্ডারের বাড়ী অন্ন নেই।’

হর। নন্দি, এঁড়োটা খুলে আন, ভিক্ষের বেলুই।
শিব তো নয়, মাগীর তাড়নার শব হরে
রয়েছি।

গৌরী। ভিক্ষের যাচ্। নিতাই ভিক্ষে দেবে কে?

হর। আমার কপালে ছাই, তবে কি করবো বল?
ব’সে থাকলে বলবে, ‘কিমুচে’, ভিক্ষের যাচ্ছি,
বলছ, ‘দেবে কে?’ আমার কি তোমার
বাপের মত রাজ্য আছে যে, আমি চালাবো?
গৌরী। কেন, সংসারী হয়েছ, একটা উপায়
করতে পারো না?

হর। এখন কি উপায় করি বল?

গৌরী। ঘরে অন্ন নেই, বাতে অন্ন হয়, তাই
করো,—চাষ করো।

হর। নন্দি, শোন; মাগী বলে কি শোন।
বলে, লাজল ঠেলো :—তার পর দেবতার
জেতে ঠেলুক।

গৌরী। আহা, মিলের জাত-কুল তো কত
আছে—জেতে ঠেলবে! ঘটে বৃদ্ধি নাই,
আমার বৃদ্ধি নাও, চাষ করো যে, বার মাস
ঘর অগ্নে পূর্ণ থাকবে।

হর। ঝড় সোজা কথাটি ব’লে দিলে, চাষ কি না
হাত দে হয়! তার জমী চাই, বীজ চাই,
লাঙ্গল চাই, হেলে চাই, কুয়াশ চাই, সার
চাই,—কত কি চাই, তা জানো? তবে চাষ
হয়। সুখের কথা ব’লে দিলেন, ‘চাষ করো।’
বলছিলে নয়, আমার আকল নাই? কার
আকল নেই, দেশে-দশে দেখুক।

গৌরী। তোমার যদি আকল থাকতো, তা
হ’লে আমার আকল নেই, এ কথা সুখে
আনতে না। ইন্দের কাছে জমী পাটা ক’রে
নাও, কুবেরের কাছে বীজ নাও, বল-
রামের কাছে থেকে লাঙ্গল আনাও, আর

তোমার কুকো এঁড়োটা আছে, আর ঘরের
কাছ থেকে শোষটাকে নিয়ে এসো। আর
সার? তোমার এঁড়োতে আর আমার
সিংহীতে পূর্ণভ্রমণ ক’রে রেখেচে।

হর। নন্দি, কি বলিস্ রে?

নন্দী। বাবা, লেগে বাই এসো।

হর। আচ্ছা, লাঙ্গলের হাল, কোদাল, নিড়েন,
এ সব কোথায় পাই?

গৌরী। কেন, তোমার শূলটো ভেঙ্গে সব গড়ে
নাও না?

হর। শূল ভাঙবো?

নন্দী। (জনান্তিকে) বাবা—বাবা,—ভিক্ষের
বেরিয়ে পড়ো। বেটা তোমার শূলী নাম
ডোবাবে, শূলগাছটাও রাখবে না!

গৌরী। কেন, শূল নিয়ে কি করবে? ঐ এক
শুলেই সব চাষের স্বয়ং হবে। তুমি না পারো,
আমার দাও, আমি বিশ্বকর্ষাকে ডেকে সব
তোয়ের ক’রে নিচ্ছি।

হর। আচ্ছা, নাও।

ভূদী। (জনান্তিকে) বাবা, করলেকি গো!

হর। চুপ কর না, দেখি না, কোন্ অগ্নি আমার
শূল গালায়।

গৌরী। গালাতে পারি না পারি, তখন বুঝবো।
ভূদী, তুই বা, ইন্দের কাছ থেকে জমীর
পাটা নিয়ে আর, কুবেরের কাছ থেকে বীজ
নিয়ে আর, বলরামকে আমার আশীর্বাদ
জানিয়ে লাঙ্গলটা কাঁধে ক’রে আনিস।

ভূদী। মৃত্যুনাথের বাড়ী মোষ আনতে কে
যাবে না?

গৌরী। ভয় কি, মৃত্যুনাথের নাম ক’রে বা, মৃত্যু-
ঞ্জয় হরি।

হর। আচ্ছা, ও যাচ্ছে, বিশাইকে ডেকে আগে
শূল গলাও।

(বিশ্বকর্ষার প্রবেশ)

বিশ্ব। বাবা, কেন স্তব্ধ করেছ?

হর। বাবা বিশাই, এই শূলটা গলাও তো, গালিয়ে
চাষের বা বা দরকার, তোয়ের ক’রে দাও।

বিশ্ব। না কেনকরি, ক্ষমা করো, শিব-শূল
গলায়, এখন শক্তি অনলের নাই।

নন্দী। (জনান্তিকে) বাবা, বেটা খুব অস্ব
হয়েছে ।

গৌরী। কি শিব-শূল গলে না? কি ভোলা,
আমার দুলাবে? কার নামে তুমি দিগ-
দর? কার নামে তুমি আশানবাসী? কার
নামে তুমি সদাই বিভোর? কার নামে
পতিতপাবনী হরধুনী প্রবাহিণী হয়ে
তোমার জটামাঝে বিরাজ কচ্ছে?
কার নামে পাপীর পাবাণ-জদর দ্রব হয়?
পাপ-জড়িত কঠিন হৃদয় হ'তে কি তোমার
শূল কঠিন যে, দ্রব হবে না? ভোলা,
হরিনাম করো, দেখি, শূল দ্রব হয় কি না!

হর। উঃ, ফেণীর ঘটে বৃদ্ধি আছে বটে!

ভূঙ্গী। বাবা, বেটা শূল গলালে, গলুক বাবা!

—গাও বাবা, হরিনাম পাও, নেচে নি—
শূল গলুক বাবা।

হর। বেশ বলেছি সু বাপ। নাও বিশাই, এখন
শূল গলবে, তুমি গড়ন গড়ো।

(চতুর্দিক্ হইতে ভৈরব-ভৈরবীগণের প্রবেশ ও
সকলের হরিসংকীৰ্ত্তন)

বল প্রেমসে বদনে হরিবোল।

নেচে গগনভেদী তোলা রোল ॥

অচল সচল ভূচর খেচর গাও রে হরিনাম;

নামের রঞ্জে নাম-তরঞ্জে ভাস অবিরাম;

লজল পবন তপন, নামে দ্রব হও রে গগন,

নামে দ্রব হরির-ঐচরণ;

যামের প্রেমে দ্রবময়ীর তরঙ্গ গায় উত্তরোল।

হর। নন্দী-ভূঙ্গী তোরা সব আর, আমি
দেবতাদের কাছে আপনাই সব জোগাড়
কছি।

[অন্ন-বিজয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিজয়া। রত্নময়ীর আজ এ কি নুতন রত্ন?
দেবদেবকে কুবী সাজাচ্ছে!

হর। বিজয়া, তবে কুবী কে? তুই কি জানিস
নি, পুরুষ-প্রকৃতিতেই সৃষ্টি,—পুরুষ-প্রকৃতি
ভিন্ন সৃষ্টিতে আর কি আছে? দেবদেব
পুরুষরূপী, মহাদেবী ঐতিজ্ঞাপিণী। না সতী-
দেহ ত্যাগ ক'রে জগতে সতীত্বের হহিমা

প্রচার করেছেন;—হর-গৌরীর প্রেম-
সম্মিলনে জগতে নরনারীর প্রেম-সম্মিলন
হয়েছে। জগদগুরু শিব ব্যতীত কে কুবী-
কার্য্য শেখাবে, কার কৃপাদৃষ্টিতে পৃথিবী
শতশালিনী হবে। এ হর-গৌরীর কন্দল
নয়, জগতের মঙ্গল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠ।

নারায়ণ ও লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী। প্রভু, তোমার ছেড়ে আমি পৃথিবীতে
কতদিন থাকবো?

নারা। দেবি, তুমি তো জান, আমাদের পালন-
ভার। পৃথিবীতে নর-নারী সম্মিলন হয়েছে,
কিন্তু সে নর-নারী এখন পশুর ছায় বনে
বনে ভ্রমণ করে। প্রজাপতির প্রাণ-সৃষ্টি
হয়েছে, কিন্তু স্থিতির উপায়? দেখ, বর্ষের
নর আবাস-নির্মাণ জানে না। পশু যেমন
পশুবধ ক'রে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করে, বর্ষের নরও
সেইরূপ পশু-হননে জীবিকা নির্বাহ করে।
আবাস নাই, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই :—তরু-
তল আবাস, পশুমাংস অশন, পশুচর্ম্ম
বসন। নরের মঙ্গলার্থে মঙ্গলময় দেবদেব
কুবী হয়েছেন। তুমি ক্ষেত্রে উদয় হও।
বর্ষের মানব শাস্ত্র কুবী হোক,—অন্নের
সংস্থান হোক;—বনে বনে ভ্রমণ না ক'রে
একস্থানবাসী হোক। আবাস নির্মাণ
করুক, শিল্পী হোক;—গৃহে অন্ন হ'লেই
মানবের বর্ষেরতা দূর হবে; সৃষ্টি-স্থিতি-
কার্য্য সুসম্পন্ন হবে; ঘরে ঘরে লক্ষ্মী-
নারায়ণ স্থাপন ক'রে আমাদের পূজা
করবে, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি-স্থিতি হবে। ঐ দেখ,
বিমানচারী দেব-দেবীরা মহাদেবের শস্ত্র-
ক্ষেত্রে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য
আসছে ইন্দের বারিবর্ষণে পৃথিবী রত্নখলা।

বক্ষের বীজে গর্ভবতী, তোমার প্রসন্ন-
দৃষ্টিতে ফলবতী হবে।

লক্ষ্মী। দেখে প্রভু, আবার যেন সাগরে বিস-
র্জনে দিয়ে না।

নারা। দেবি, পৃথিবীতে আমার পালন-কার্য,
সে কার্যে তুমি আমার সহধর্মিণী, তুমি
সঙ্গে না থাকলে পালন-কার্য করবো
কেমন করে?

লক্ষ্মী। প্রভু, এক ভ্রান্তি দূর করুন,—দেব-
দেবের সংহার কার্য, তিনি হলধারী হলেন
কেন?

নারা। দেবি যোগ-দৃষ্টিতে দেখ, সৃষ্টি-স্থিতি-
লয় একই কার্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব একে
তিন, কেবল নামে পার্থক্য; সমস্তই পুরুষ-
প্রকৃতির লীলা। সংহার জীর্ণ পুরাতন
সৃষ্টির সংস্কার মাত্র—নব সৃষ্ণনের কারণ।
দেবদেব মহাদেব জগদগুরু, আর অস্ত গুরু
নাই, তিনি একমাত্র শিক্ষাদাতা। তিনি
কৃষিকার্য শিক্ষা দিতে হলধারী। শিব শুভ-
কারী, জীবের শুভকার্যে রত। কৃষিকার্য
অবলম্বনে মানব কৃষিকার্য শিক্ষা করে,
আর উল্লভ ধনুর্ধারী হয়ে পেটের দ্বারে
জীবহিংসা করবে না।

লক্ষ্মী। ঠাকুর, তবেই তো আমার মজালে,
ধরাতলে আমার অচলা হয়ে থাকতে হবে।

নারা। হ্যাঁ দেবি, থাকবে বই কি। সূক্ষ্মা
ভারত হল-সংকালনে অজস্র শস্তপূর্ণা থাক-
বেন, বুড়ু নরের ডাংখ দূর হবে। যতদিন
স্বর্ণপ্রদ কৃষিকার্য মানব না পরিত্যাগ
করবে, ততদিন তোমার অচলা থাকতে
হবে।

লক্ষ্মী। কিন্তু প্রভু, যে দিন কৃষিকার্য পরি-
ত্যাগ করে নর জঘন্য দাস-বৃত্তি অবলম্বন
করবে, সে দিন আমি নর-আবাস পরি-
ত্যাগ করবো।

নারা। সেই দিনই তো পৃথিবী শ্রীহীন হবে।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। এসো না—এসো, দেবী করো না,—
শিবের শস্তক্ষেত্রে বসে, হর-গৌরীর লীলা

দেখবে। বিরহ-বিধুরা গৌরী নবমোহিনী-
বেশে শিবকে মোহিত করে কৈলাসে
নিরে যাবেন। দেখবে এসো—দেখবে
এসো, আমি মরণ দিয়ে নিরে এসেছি।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

ক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

গৌরী, জয়া ও বিজয়া।

গৌরী। ওই তো অদূরে শস্তক্ষেত্র, কই জয়া,
ভোলা কই?

জয়া। মা, তুমি যেমন ঢেঁকীচড়া মিলের
কথা শুনে এলে, চল মা, ঘরে ফিরে চলো।

গৌরী। জয়া, শিব বিনা যে আমার ঘর শূন্য,
সে বিনা আমি যে অচেতন—জড়—তা কি
জানিস নে। তাঁর চেতনে আমি চেতনময়ী,
তাকে ছেড়ে কোথায় থাকবো! প্রায় বর্ষ
গত—মাঝ মাঝে তিনি কৈলাস ছেড়েছেন,
পৌষ উপস্থিত, আবার মাঝ ফিরুলো,—
জয়া, তবু তো ভোলা ঘরে ফিরুলো না।

(গীত)

ভোলা ভুলে কোথায়ছিল।

মাঝে অমুরাগে মেঘ বরষিল,

ফান্সন আগুন মলর বহিল,

মধুমাগে ভাসে মধু কুহুম ছুঁয়ে,

বিরহি-হৃদে মধু নহিল ॥

ঝড়ল বাদল, দামিনী দলকিল,

শারদা-কৌমুদী নিশা বিমোহিল,

মোদিনী মেদিনী, কুহুম-অগ্নিনী,

ছবি-কুহুম মন সুদিল ॥

হেমন্তে হিমহার অব বর বরিল,

মাজিল দিত গীত হরিত মোহিত নীল,

দিবাকান্তকর প্রশান্ত করিল,

প্রাণপাতে কে লো মোহিল ॥

জয়া, কি উপায় করি? আমি পারে ধ'রে
কৈলাসে নিয়ে যাই।

জয়া। মা, কেমন হৃদয় শতক্ষেত্র হয়েছ
দেখছো, উনি কি এ কৈলাসে
যাবেন?

গৌরী। তবে চল জয়া, কার্তিক-গণেশকে নিয়ে
আসি, তাদের মায়ায় যদি ফেরেন।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মামী এসেছ, বেশ করেছ!

জয়া। তুই হতচ্ছাড়া মিলে আবার কি করতে
এসেছিস রে?

নারদ। তুই কি বুঝি বল? আমার মামীর
জন্মে প্রাণটা কত কত করছে, তোর মত
কি ডাকিনীর প্রাণ!

জয়া। তবে রে, ঢেঁকীচড়া মিলে, আবার
কৌদল বাধাতে এসেছ বুঝি? হুগা হুগা!
সকালবেলার মিলের মুখ দেখলুম!

নারদ। আমার মুখ দেখলি, তোর ভাগি ভাল;
—খেতে না পেয়ে আঁতে-কতালে পেট পড়ে
গিয়েছে, আজ খুব পেট ভ'রে খেতে পাবি।
মামী, ও ডাকিনী যোগিনীর সঙ্গে পরামর্শ
ক'রে কি কিছু উপায় করতে পারবে? আমি
যা বলছি, শোনো। তুমি তো জান না,
মামা এখন ব'রে গিয়েছে, কতকগুলো এখানে
কুঁচনী মাগী জুটেছে, তাদের পাছ পাছ
ফিরছেন।

গৌরী। বটে—নারদ, বটে? জয়া, আমি তো
তোরে বলেছি, কোন্ ভাগ্যবতীর কামনা
পূর্ণ কচ্ছেন। কে কারমনোবাক্যে পূজা
করেছে, আশুতোষ আমার ভুলে তাদের
হয়েছেন।

নারদ। আ আবাগের বেটা! হু, কে আর পূজা
করেছে? মাষার খতাব তো জানো না,
মামা এ ঝুঁজে ঝুঁজে বেড়ায়।

গৌরী। অ্যা—বটে—বটে! ধর-সংসার ভাসিয়ে
দিয়ে কুঁচনী নিয়ে মেতেছে?

নারদ। তবে আর তোমার বলছি কি?

গৌরী। চ' তো জয়া—চ' তো। একবার বোঝার
মিলেকে দেখি। আজ ভাল ক'রে হ'কথা

তুলিয়ে দেবো। মা! কি অভাগি গো! এই
কুঁচনী মাগীদের নিয়ে আছে।

নারদ। মামী, ওতে কিছু হবে না, ওতে কিছু
হবে না! তুমি তো আর এখানে থাকতে
পারবে না, আর ধ'রে নিয়ে যেতেও
পারবে না। মামাকে কি ব'লে গাল দেবে
বল? মামার কি গাল আছে? কুঁচনী-
মাগীরা কত কি বলে গো—তা আর কি
বলবো। তোমার গালে কি মামার হায়া
হবে। তুমি ন'টো পুরুষের রীতি জান না
মামী, ওদের গালে লজ্জা নাই। আমার
কথা শোনো, তুমি কুঁচনী সঙ্গে মামাকে
জব্ব করো।

জয়া। মিলের কথা শোনো, মা কুঁচনী
সাজবে কি?

নারদ। তবে যা, মামীকে নিয়ে কৈলাসে ফিরে
যা। মামী সেথা বাঘছাল পেতে প'ড়ে
কাদতে থাকুন, আর মামা কুঁচনীর ঠোনা
খান। তুই মাগী ডাকিনী, মোষের রক্ত
খেগে, প্রেমের ধার ধারিস্ কি?

জয়া। তবে রে লক্ষীছাড়া মিলে, ঠোনার গাল
বৈকিয়ে দেব।

নারদ। ওঃ, মাগী কি লক্ষীমন্ত ডাইনী গো! এই
ডাইনীগুলো কাছে রেখেই তো মামীর
ঘরে অন্ন নাই। মামী, শোনো, যদি
মামাকে ঘরে নিয়ে যেতে চাও, তা হ'লে
কুঁচনী-সঙ্গে মামা বেটাকে বুড়ো এঁড়ের
মতন নাকে দড়ি দে কৈলাসে টেনে নিয়ে
যাও।

গৌরী। হ্যা নারদ, বলিস্ কি রে, কুঁচনীবেশে কি
মহাদেব মোহিত হবেন?

নারদ। তুমি জান না মামী, চাষ ক'রে মামার
চাষার মতন পচ্ছন্দ হয়েছে। নইলে আর
তোমায় মনে পড়ে না, কুঁচনী নিয়ে আছে।

গৌরী। কি বলিস্ জয়া?

জয়া। মুখপোড়া বলছে মন্দ না।

নারদ। মামী, স'রে যাও—স'রে যাও; মামা এই
দিকেই আসবে। এই গাছতলাটিতে বসে।

গৌরী। নারদ, কুঁচনীবেশে ভোলাতে
পারবো?

নারদ। মামী, আমি মদন-রতিকে ডেকে পাঠিয়েছি।

গৌরী। আবার তাদের কেন ডাকলি? রাগি মানুষ, আবার মদনকে যদি ভয় করে।

নারদ। তার যা কি মামী! মদনটা একলা গিয়েছিল বলে ভয় করেছিল;—রতি সঙ্গে থাকলে, রতি ফিরে তোমার মোহিনীমূর্তিতে মুগ্ধ হয়ে পাছু পাছু ছুটোছুটি করবে। দেখো মামী, বেটার কথাই যেন গ'লে বেও না, যেমন তোমার ছেড়ে আছে, তেমনি খুব নাকাল করো। বাও—বাও, সরে বাও—আসবার সময় হয়েছে।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

শতক্ষেত্র।

মধ্যস্থলে লক্ষ্মী বিরাজমান।

(ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ)

ইন্দ্র। দেখ—দেখ, ক্ষেত্রের কি শোভা হয়েছে। আমার নন্দন-কানন পরাজিত!

শতী। মরি মরি, দেবদেব হলধারী; স্বয়ং লক্ষ্মী এসে উদয় হয়েছেন। ক্ষেত্রের শোভা হবে না? ধন্ত ধরা, আজ হরের কুণার শত-শালিনী, জীবশালিনী!

(সকলের গীত)

নির্মল শ্রামল নীলগগনে মিলে!

নীল তরঙ্গিত ধীর অনিলে।

রাশি রাশি, নয়নবিলাসী,

নীলরাজি চলে হিলে॥

স্বর্ণ বিভূষিত রবিকর-চুখিত,

শিহরিত স্থলিত, তরে তরে কল্পিত,

আশ-বিকাশিত, মেদিনী মৌদিত,

অঙ্কিত স্থলজল গগন সুনীলে।

ইন্দ্র। চল, আমরা অন্তরাল হ'তে হর-গৌরীর নবলীলা দর্শন করি।

[প্রস্থান।]

(শিব ও নন্দী-ভূমীর প্রবেশ)

ভূমী। দেখেছ বাবা, কেমন ফসল, মা লক্ষ্মী আপনি এসে গাড়িয়েছে।

হর। মা লক্ষ্মী আসবে না বাবা, মা লক্ষ্মী আসবে না, যেহেতু বাপকে ফেলে থাকতে পারে? এইবারে বেটাকে কাছে রাখবো, আর নারায়ণের ঘরে পাঠাবো না।

নন্দী। তা চলো বাবা, ধান কেটে নে কৈলাসে যাই।

হর। না, আর কৈলাসে কে যার! এখন ধান হলো, মাকীর ডাকিনী বোগিনীকে খাওয়াতে? তুই যেমন, দিবিয়া মজার আছি, আর কৈলাসে যাবো না, মাকী যেমন সুখনাড়া দেয়, তেমনি একলা থাকুক।

ভূমী। বাবা, মাকে না দেখে মন কেমন কচ্ছে।

হর। নে নে, এইবার শীঘ্র টেনে নে, চল, ধান কাটি গে। নে, চল—

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মাথা, খুব শক্ত হয়েছে।

হর। (স্বগত) এ বেটা আবার কন্দল বাধাতে এলো না কি?

নারদ। মামী, দিবিয়া শক্ত হয়েছে! এইবার কেটে নিয়ে কৈলাসে চলো, আর ক?

হর। আর বাবা, এখন কি বাবার যা আছে, এখনো কত কি কারুকিত তো। তুমি কবি মানুষ, এ সব তো নিশানো না! কৈলাসে যদি বাও তো বা এখনও ঢের থাকে। এখনও চাষের তি হয়েছে?

নারদ। বটে—মামী, বটে, তবে আমি যাই, কৈলাসে গিয়ে বলি গে।

হর। কাজ কি বাবা, আমার তোমার কৈলাসে গিয়ে। সেখানে গিয়ে আর কি করবে?

নারদ। খবরটা দি গে গো,—এখনো মামী ছ'মাস আসতে পারবে না।

হর। না, না, তোমার আর সংবাদ দিতে হবে না, আমি আজ নন্দীকে দিয়ে খবর পাঠাবো। আমি চন্দ্র বাবা, আমার এখন, ঢের কাজ করতে হবে।

নারদ। তবে আর খবর দিতে হবে না, অ

হর। হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমি এসো—তুমি এসো ।
[নারদের প্রস্থান ।
বেটা কৈলাসে যাবে ! ধবর পেলে আসবে ;
যদি আসে, আমি বলবো যাবো না—আর
কি ! নেহাৎ পেড়াপেড়ি করে, বলদ চেপে
মার ছুট !
[নন্দী-ভদ্রী সহ মহাদেবের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

মাঠের প্রান্ত ।

(নারদের অবশ)

নারদ । বীশে ! নৃত্য রসের নৃত্য পালা গাইতে
পারবি তো ? বলছিল আবার—‘কি জানি ?’
বলছিল মন্দ নয়—বলছিল মন্দ নয় !
চতুর্ভুজ ধ্যানে যে ভাব পার না, সে ভাব
তুহ কোথায় পাবি ! বীশে, এক মজা
আছে—তা বুঝি জানিস নে ? বেশ পারবি
—ঠিক পারবি—হর-গৌরীর নাম করে
গান ধরবি,—ওরে, নামের শুনে রসে ভেসে
যাবে ।

(মদন ও রত্নির অবশ)

এসেছো, বেশ করেছে, ভালো মোর ভাইরে
—ভালো মোর দিদিরে ! দেখো, ঠিক বাগিয়ে
থেকো,—পাঁচটি বাণ একেবারে ছেড়ে,
রত্নিকে এগিয়ে দিবে, তার পেছনে থেকো ।
ভয় করো না দাদা, ধনুকে শুণ দিয়ে নাও ।
আমি যাই, মামী কেমন বাগ্দিনী সাজলে
দেখি । ধানের ক্ষেত অপচ কচ্ছে, দেখলেই
মামা ভেড়ে যাবে ।

[নারদের প্রস্থান ।

মদন ও রত্নি ।— (গীত)

মদন ।—

লুকিয়ে তোমার পাশে থেকে,

হানুবো হরে পঞ্চশর ।

রত্নি ।—

রমণ-রসে মন মাতাব,

কাভর হবেন যোগেশ্বর ॥

মদন ।—

রসবতী তোমা বিনা বিফল ফুলবাণ,

রত্নি ।—

ফুলবাণে না অধীর হ’লে আমার কিসের মান ;

মদন ।—

সাথী তুমি রসমই, তাইতে আমি ভুবনজই,

রত্নি ।—

একাকিনী আপনহারা আমার আমি নই ।

উভয়ে ।—

অরহর নয় তো আজ হর, রত্নময়ীর নটবর ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

—*—

ক্ষেত্র-প্রান্ত ।

কুঁচনীবেশে গৌরী ও সখীগণ ।

(গীত)

সামলে সই কাজ সেরে যাই,

আপন মনে জল সিঁচি ।

ছেতা কে মিলে করে কচকচি মিছামিছি ॥

নই তো লো তেমন মেয়ে,

এদিক্ ওদিক্ দেখবো চেয়ে,

কাজ করা তো মাছ ধরা নিয়ে ;

ঝিকিঝিক কচ্ছে বেলা,

বেলাবেলি সার এই বেলা,

সাঁজ না হতে না গেলে পর,

যরে হবে কিচকিচি ॥

গৌরী । ঐ নন্দী আমাদের গান শুনে আসছে ।

আমি একলা থাকি, কি জানি, সকলকে একত্র

দেখে যদি চিন্তে পারে । যদি না ভোলাতে

পারি, সকলে মিলে ধ’রে কৈলাসে নে যাবো ।

আল কেটে দিয়েছি, ধান-গাছগুলো ভেঙ্গে

দিয়েছি, নন্দী বেটা দেখে রেগে আগুন হবে ।

তোরা যা, আমি একলা জল সোঁচে মাছ ধরি ।

[গৌরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

(নন্দীর প্রবেশ)

গৌরী ।—

নন্দী ।—

করে বেটা—তবে রে বেটা—

করে বেটা—করে ?

গৌরী ।—

কেন রে বেটা—তবে রে বেটা—

বলতে গেলুম তোরে ।

নন্দী ।—

কসল ভাঙ্গলি অপুচ করলি,

তোর বাবার খেতে কি পেলি ?

গৌরী ।—

তোর মার ভাতারের ক্ষেত, না ?

ছ'গালে চড় খেলি ।

নন্দী ।—

দেখছি মাগীর মস্তি ভাঙ্গি,

তোর ভাতারের না কি ?

গৌরী ।—

নয় তো কি রে লাঙ্গলে,

তোর ভাঙ্গড় বাপের ভয় কি রাখি ।

নন্দী ।—

ভাল চান্ তো শোন্ আবাগী,

ভালোয় ভালোয় সর ।

গৌরী ।—

বেটার বড় লম্বা কথা,

তোর বাপের রাখি না ভর ।

নন্দী ।—

ওরে বেটা—তবে রে বেটা—

বড় বে লম্বা কথা ?

গৌরী ।—

সর বলছি মকট-মুখো,

নইলে মুখ করবো ভোঁতা ।

নন্দী ।—

দাঁড়া তো আবাগের বেটা,

কোন বাবা তোর-রাখে ।

গৌরী ।—

আয় তো বেটা, ডেকে আন্ তোর

যত বাবা থাকে ।

নন্দী ।—

দাঁড়া বেটা, বাড়ি মুঠি,

ভুঁড়ো করবো হাড় ।

তবে রে আবাগীর পুত,

কাষড়ে খাবো বাড়ি !

নন্দী ।—

বাপ্ রে বাপ, বিবম মাগী,

মোষ খাবার ওর দাত !

পাড়ি মারি বাবার কাছে,

মুখ দেখে কাঁপে জাঁত ।

(উচ্চৈঃস্বরে) বাবা—বাবা ।—

(হরের প্রবেশ)

হর । কিরে—কিরে ?

নন্দী ।—

দেখো—ক্ষেত ভাঙ্গলে, জল ছেঁচলে,

অপচো করলে মাগী,

বাড়ের রক্ত খেতে চায়,

ডাইনী বেটা মাগী !

হর । করে—করে—কই ?

নন্দী । ওই বাবা ওই !

হর । (স্বগত) মরি মরি, কি ভুবনমোহিনী মুষ্টি ।

(প্রকাশ্যে) কে তুমি ?

নন্দী ।

বেটা এখন বাড়ি হুইয়ে জল সেঁচুচে,

মুখে নাইকো রা ।

হর ।

নন্দী, আমি মাগীকে বিদায় কচ্ছি,

ভুই যা—ভুই যা ।

নন্দী । দোখো বাবা ! সাবধান, বেটা মস্ত ডান !

হর ।

কে তুমি হুলোচনা, চাঁদের কোণা,

কণ্ড না কথা, চাঁও না কিরে ?

কোথায় থাকো ? কথা রাখো,

বদন ভালো মাথার কিরে ।

কেন লো একাকিনী, বিনোদিনী,

ছেঁচচো পাণি কিসের তরে ?

এসো না সোনামণি, চন্দ্রাননী,

আদর ক'রে রাখবো ঘরে ।

গৌরী ।—

আ গেল, ছারকপালে বুড়ো হেলে,

তোর সনে মোর কিসের কথা ?

হর।—

বেঁধেছো রূপের ডোরে, এসো ঘরে,
কেন প্রাণে দাও লো বাঁধা!

গৌরী।—

আই আই, এ কি বালাই!
লাজ লাগে না, কেরে বুড়ো?

হর।—

দেখ না ও বুঝতী রসবতী,
নই তো বুড়ো, রূপের শুঁড়ো।
হৃন্দরী পান্নে ধরি, অপে মরি
থাকবো বাঁধা ভোর পীরিতে।

গৌরী।—

ছিঃ এ কি? বাইগো চলে,
অবাক্ করলে বুড়োর রীতে!

হর। যেও না মাথাটি খাও।

গৌরী। সর সর, পথ ছেড়ে দাও।

হর। কে তুমি? পরিচয় দাও।

গৌরী। মুই গিরে বাগদীর মেয়ে, বুড়ো বয়ে
দেছে বিয়ে, হাতী-শুড়ো, সরবুনো ছুই
ছেলে। গৌরী নামটি, খাই মচ্ছি ধরে, অন্ন
নাইকো ভাতার-ঘরে, কৌদল ক'রে মিলে
গেছে কেলে।

হর। মরি মরি ও বাগদিনী, কপাল পোড়া
আমার অমনি, সাত কুঁহুলি আমার গৌরী
নারী। ঘরে আমার জারগা তো নাই,
তাইতে হেঁতা চাব করে খাই, একা থাকি
মুখ নাড়াতে তারি। তোমার যেমন ছুটি
ছেলে আমার ছুটির নামে মেলে, ঠিক
মিলেছে, তুমি আমার সহ। একলা কেন
রাত কেটে যায়, এসো থাকি তোমার আমার,
পীরিত করো, সন্ন্যাসী তোমার হই।

গৌরী। করবে পীরিত? তাই তো সন্ন্যাসী! শক্ত
মাছের চেংড়া ব'রা, জল ছেঁচা কাজ লাঙ্গল
ঠেলা নয়। মচ্ছি ধরি, পানি ছেঁচি চাবীর
ঘরে আনি বাঁচি? তোমার সঙ্গে পীরিত
করা হয়? যদি সাথে মচ্ছি ধরো, জল
ছেঁচতে নাইকো ডর, তা হ'লে নয় সন্ন্যাসী
পাতাই।

হর। ও বাগদিনী চাঁদবদনী, ধরবো মচ্ছি ছেঁচবো
পানি, চাষে আমার মন তো তেমন নাই।

তবে আর কি স্থলোচনা, আর করো না
বঞ্চনা; (আলিঙ্গনোত্তত)

গৌরী। সরো, নই তেমন মেয়ে, ছোঁবে আমার
ফাঁকী দিয়ে! পাওনি তেমন বাগদিনী,
মরনের ভিরকুটি, সব জানি, আগে জল
ছেঁচো, তবে সন্ন্যাসী-আই, বাগদীর মেয়ে
স্পষ্ট কই।

হর। আচ্ছা, হাতে সিউনি দাও।

গৌরী। ভাল এই নাও।

হর। (কিয়ৎক্ষণ জল সঁচিয়া) বাপ বাপ কি,
প্রেমের দায়! জল ছেঁচে প্রাণটা যায়।

(কোমরে হাত দিয়া উত্থান)

গৌরী। এক সিউনি জল সঁচে কাঁকালে দিলে
হাত, এই গুণে থাকে তুমি বাগদিনীর ভাত।
হর। ফের ছেঁচি নাও—(কিয়ৎক্ষণ জল-
সিঞ্চন) বল আর কি চাও, এই তো জল
ছেঁচা হলো।

গৌরী। কুড়োও সামুক গুলিগুলো।

হর। রাম রাম! এ কি হলো?

গৌরী। চুবাড়িতে গুহিয়ে তোলা; ধরো এই
সোনা ব্যাঙ।

হর। ঔ্যা, ব্যাঙ! কি হবে?

গৌরী। মজা পাবে চিবিয়ে ঠ্যাং।

হর। জগন্নাথ—জগন্নাথ!

গৌরী। ধরো। ব্যাঙের কোলে জুড়োয় ঐত।

হর। (মৎস্তাদি ধরিয়া) চাঁদবদনি, এই তো সব
হলো।

গৌরী। এখন কি হবে বল?

হর। তুমি আমার আমি তোমার, আবার
দেবো কি?

গৌরী। ও কথায় ভুলি নে সন্ন্যাসী, চলবে না কো
ফাঁকি। দেখছি তুমি রূপের বুড়ো কথায়
পটু বটে, কি দেবে আগে দাও শুধু হাত কি
মুখে ওঠে? যৌবন তোমার অমনি দেবো,
এমন মেয়ে নই। না দাও কিছু, পথ দেখ
তাই স্পষ্ট কথা কই।

হর। এ তিন ভুবন দিতে পারি, বল সহি কি চাও?

গৌরী। বাড়াবাড়ি কাজ নেই, তোমার ঐ
আঙুলিটি দাও।

হর। (স্বগত) ভা ক্যাসাদ দেছেন অগরাধ।
(প্রকাশে) আচ্ছা এই নাও। (অকুরী
প্রদান করিয়া) দেওয়া নেওয়া এই তো
হোলো শশীমুখি! বুকে এসে এখন প্রাণ
জুড়োও।

গৌরী। দাঁড়াও গায়ের কাদা ধুয়ে আসি।

হর। আর কাদা ধুয়ে কি হবে?

গৌরী। ও মা কোথাকার নোঙরা চাবী! আগে
গা ধুয়ে আসি, রসো, এলুম বলে, তুমি ততক্ষণ
বাসর সাজিয়ে বসো।

হর। শীগগির এসো পায়ে ধরি।

গৌরী। তোমায় ছেড়ে কি থাকতে পারি।

[গৌরীর প্রস্থান।]

হর। (কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া) জ্যা কোথায়
গেল বাগিন্দী? এ কি মায়াবিনী? ওরে
নন্দী ও ভূঙ্গী, ত্যাগ ত্যাগ—খুঁজে দেখ, বাগিন্দী
মাগী গেল কোথায়?

নন্দী। বাবা, আছে প্রাণের ভয় ওটি আমাদের
কর্ম নয়।

ভূঙ্গী। বোক না বাবা, ও ডাইনির ঝাড়, কামড়ে
ধাবে হাড়।

নন্দী। বাবা দেখছো কি, ও আমি ঠিক ঠাও-
রেছি, ও বাগিন্দী নয়—মা।

হর। বলিস্ কি! তা হ'লেই তো সর্কনাশ
করুলে। চল—চল কৈলাসে চল। যদি সত্যই
মাগী এসে থাকে, তা হ'লে বড় ক্যাসাদ
হবে।

[সকলের প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য।

—৩—

ব্যাধগণের কুটীর।

(ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্নীগণ)

১ম ব্যাধ। বাবা কেমন মজার কাম শিখালে,
ঘর বেনিয়ে সব খাই দাই—কেমন মজার
আছি। আর শীকারের পিছে রাজমিন
রোদ-বর্ষায় ঘোরা নাই।

সকলে। বোন্ তো লা—জয় হর-পার্বতী!

[সকলের গীত]

মিলে জুলে থাকি এক সাত
খড়ে যোকে হিম বরষাতি,
মজ্জবে ওজারি ভোর রাতি।
কেমন কেমন পাকা শীষ কাটি,
নেই ছুটাছুটি, পেটে মিলে দিন ভোর পাতি
চিহ্ন সবুজ তাজা এমন খুদে মাটি।
আর কি ভুকে মরি,
কেতে খাবার খেটে সামে কিরি,
সবকই জুটে করি মা মা মাতি।
জয় জয় হর-পত্নী।

[সকলের প্রস্থান।]

অষ্টম দৃশ্য।

—৩—

কৈলাস।

(কৈলাসবাসিনীগণের গীত)

বিবাহ বন্ বন্ পত্নীর বাজে।
কৈলাস কৈলাস কুশোপরি বাজে।
বোন্ বোন্ বব বোন্ বোলত গাল,
হাড়-মালা সেই ডমক তাল,
বিশাল জিম্মান লালে লাল,
জটাছুট দল জাহ্নবী কল কল,
কণী-কর-কণা গাজে।

(নারীদের প্রবেশ)

নারদ। (স্বগত) বাবা কৌদল, এই বার কচ্চি
তোমায় খলিঝেড়ে, ছেড়ে না, লেগো তেড়ে,
ওরে ঢেকি দেখছিল্ কি মজা হবে বেড়ে—
বেড়ে—বেড়ে, মামী লাগে এই হাত নেড়ে।

(মহাদেব নন্দী ও ভূঙ্গীর প্রবেশ)

এই যে মামা চাণ করা হয়েছে।

হর। হ্যা বাবা, হয়েছে বাবা—চয়েছে।
নারদ। তবে যে সেদিন ক'কি দিলে, বলে ছমাস
এখন থাকতে হবে, আমি মামীকে খবর দিতে
এয়েছি।

(বেগে কার্তিক ও গণেশের প্রবেশ)

উভয়ে। বাবা এয়েছে—বাবা এয়েছে।

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী। হাবতে গুলো কোথা থাকিস্? ছুঁস্নে
বাগ্নী হয়েছে।

নন্দী। (জনান্তিকে ভূমীর প্রতি) বাবাকে
আজ সারলে!

ভূমী। (জনান্তিকে নন্দীর প্রতি) আজ প্যাচে
ফেললে।

হর। কি বলছো গৌরী বাগ্নী কে। আমি—
আমি।

গৌরী। পর চকো না বলছি, তুমি বাগ্নী হয়েছে,
আমার ছেলে-পুলে ছুঁয়ো না।

(দ্বার অবরোধ)

হর। এত দিনের পর চাব করে ঘরে এলুম,
চটো মিষ্টি কথা বলো, কি মিছে বকুচো।
নাও—সরো, ঘরে বসে একটু জিরুই।
অনেকটা আসতে হয়েছে।

গৌরী। জিরোও গে বাগ্নিনীর বাকী।

হর। তোমার কেমন কুঁছলে স্বভাব;—ধান্কা
বাগ্নিনী বাগ্নিনী এক চেউ তুললে।
শোন তো নারদ—কথার ঐ। চাববাস
করে এলুম, ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে কান্দল।
তুমি এত মিছে কথা কোথা পাও বল তো?

নারদ। মামী, বলতে কি বাছা, তোমার মুখ বড়
দড়। মামাকে কি বিছিমিছি বলছো?

গৌরী। না নারদ, তুমি জান না, বাগ্নী হয়েছে।
বাগ্নিনীর সঙ্গে জল সঁচেছে, কুঁচে-কাঁকড়া,
গেড়ি-গুগুলি, সাহুক কুড়িয়েছে, ব্যাঙের ঝোল
খেয়েছে।

হর। রাম—রাম! শোন নারদ—শোনো, মিছে
কথার ভণিতা শোনো। ছি: ছি: ছি:।
ওগুলো তুমি মুখে আনলে কি করে!

গৌরী। বটে—তুমি গিললে, আর আমি মুখে
আনলুম কি করে?

নারদ। সত্যি মামী, ছি: ছি:, ও কি কথা!

গৌরী। তবে নারদ দেখবে? এই হাতে
নাতে ধরে দিচ্ছি। তোমার সেই আংটিটে
কই?

হর। অ্যা, তাই তো! আর চাবের কাজে ছাঁশ
থাকে না, কোথায় পড়ে গিয়েছে।

গৌরী। ছাঁশ ছিল না বটে। বাগ্নিনীর মুখ
দেখে বেহুঁশ হয়েছিলে!

হর। নাও, মিছে বকো না, ভাল লাগে না।

নন্দী, ঐ ক্ষেতে কোথায় পড়েছে দেখেছিস্,
—কুড়িয়ে টুড়িয়ে রেখেছিস্?

নন্দী। বাবা—(নম্রক কণ্ঠস্বরে)

গৌরী। পথে শিথিয়ে আনতে পারো নি, মিছে
সাক্ষী দিতে হবে।

হর। ভূমী দেখেছিস্?

ভূমী। বাবা, সিকি বুটে আনিগে।

হর। অ্যা, সে যে বহুমূল্য আংটি!

গৌরী। নারদ, ভাবতে মানা করো। সেই
বাগ্নিনী আমার সে আংটিটি দিয়ে
গিয়েছে, আর গুর রীতের কথা সব বলে
গিয়েছে। বলে, “ও মা, এমন বুড়ো তো
কখন দেখি নি! গা ধোবার নাম ক’রে
তবে বুড়োর হাত এড়িয়ে বাঁচি।” নারদ,
দেখতে হলো—দেখতে বলো, এই আংটি
কি না দেখতে বলো। (নারদকে অঙ্গুরী
প্রদান)

হর। মিছে ফ্যাচাং দেখ! নে নন্দী চল,
গাঁছতলার বসিগে।

নারদ। (অগ্রসর হইয়া) মামা, এই আংটিটে
বটে তো?

হর। তবে রে বেটা, কান্দল পাকাবার বাড়ি!
যখন মাঠে গিয়েছিস্, তখনই বুঝেছি, কি
একটা ফ্যাচাং বাধবে।

নারদ। দোহাই মামা, আমি কিছু জানি নে
মামা! ঐ মামী বেটা কি করেছে।

[গৌরীর প্রস্থান।]

ওগো, যাচ কেন গো—এখন আমার ঘাড়ে
যে দোষ পড়ে!

হর। তবে রে বাটা, কান্দল বাধাবার আর
জায়গা পাওনি, বাগ্নিনী সাজিয়ে মাঠে নিয়ে
গিয়ে নাকাল করো।

নারদ। মামা—দোহাই মামা, এর আমি কিছুই
জানিনে। এর শোধ দাও মামা!

হর। নে বাটা নে, আমার আর শোধ দেও-

রায় কাজ নাই, আমি বিষমূলে গিয়ে
বসিগে ।

নারদ । রাগছো কেন মামী, আমার কথাটা
কণ পেতে শোন না । বেটা যেমন
বাগ্দিদারী সেজে তোমার নাকাল করেছে,
তুমি তেমনি শাখারি সেজে বেটাকে জব্দ
করো ।

হর । অ্যা—কি করে নারদ, কি করে ?

নারদ । ঠাণ্ডা হয়ে শোনো । আমি মামীকে
জপাই,—মামী, এবার তো মামা আড়ি
আড়ি ধান ঘরে এনেছে, তুমি এই বেলা
জুগাছি শাখা চাও, শাখা নইলে তোমার
হাত খুলবে না । মামী তোমার কাছে শাখা
চাইবে, তুমি দিবে না, এই ফরফরিয়ে
বাপের বাড়ী চলে যাবে, তুমি সেখানে
শাখারি সেজে গিয়ে বেটাকে জব্দ করবে ।

হর । হুঁ হুঁ,—ভালা মোর বাপু! ভালা মোর
বাপু! বুঝেছি—বুঝেছি! নারদ, এখানে
আর গোল না, এখানে আর গোল না,
আনাচ-কানাচ হ'তে কে কোথায় পরামর্শ
গুনবে; চল, বিষমূলে পরামর্শ করিগে ।

নারদ । এসো মামা । তুমি আমার দোষো,
আমি তোমার হয়ে টানি, আর তুমি বলো,
ও বেটা কুচক্র! মামী আমার কে?—মামী
তো পরের নেয়ে!—চল, পরামর্শ আঁটিগে ।
(স্বগত) লাগু লাগু আবার লাগু—চারদিকে
ছড়িয়ে পড়ে লাগু । আহা, কোন্‌দলের ধুকড়ি
রে । ক'সে লাগো বাপধন !

[সকলের প্রস্থান ।

(গৌরীর সহিত জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ)

জয়া । মা চলো, সেখে-পেড়ে আনবে চলো ।
রাগ ক'রে গিয়ে গাছতলায় ব'সেছে । এসো
—এসো, অনেকদিন যুগল দেখি নি; যুগল-
দর্শনে কৈলাস আনন্দময় হোক ।

গৌরী । হাঁ জয়া, এতদিনের পর ঘরে এসো,
কোন্‌দল ক'রে ভাল করিনি । চল বাই, ঘরে
নিরে আসি ।

(গীত)

চল তারে সেখে আনি চল গেছে অভিমানে ।

কাজ কি আমার মিছা মানে,

মামী আমি তারই মানে ॥

কিছু তারে বললে পরে, বয়ান ব'য়ে বারি করে,
বারি হেরি রইতে ন'টি থাকে অন্তবে ॥

কাতরা লো তারি তরে,

কেমন করে থাকবো ঘরে,

ব'সে কোথা শূন্য স্থানে চেয়ে আছে শূন্যপানে ॥

জয়া । আর লো সবাই আর, যুগল দেখবি:—

কন্দল দেখলি, মিলন দেখবি আর ।

[সকলের প্রস্থান ।

নবম দৃশ্য ।

—*—

বিষমূল ।

(মহাদেব আসীন)

নারদ—অদূরে নন্দী ও ভরদ্বাজ ।

নারদ । মামা ঠিক বুকে, তুমি যে আবার আলগা,
তাই ভয় হয় । তুমি হয় তো ব'লে দেবে,
নারদ এই বলছিল !

হর । না, আলগা ব'লে কি এত আলগা পেয়ে-
ছি! মামী বড় দাগা দিয়েছে, এর শোধ
তুলবো, তবে ছাড়বো ।

নারদ । তবে শোন, কোন্‌দল মিটিয়ে ফেলবে। বেটা
তোমার সাথে আসছে । একটু এড়ে
থেকো, দুটো সাধুক পাড়ুক, তার পর
বেরো ।

(জয়া ও বিজয়ার সহিত গৌরীর প্রবেশ)

মামী, আমি মামাকে বলছিলাম, আর রাগে
কাজ নেই, ঘরে চলো ।

গৌরী । এসো—এসো, আর রাগে কাজ নেই ।

হর । না—না, আমার ঘরে কাজ নাই, আমি
এখানেই থাকবো ।

গৌরী । হোগ মেনে এসো । আর বাগ্দিদারী
জন্মে তেবে কি করবে? তুমি ঘরে এসো,
আমি সেখে পেড়ে এনে মিলিয়ে দেব
এখন ।

হর। এখানেও বৃষ্টি থাকতে দেবে না, কন্দল করতে এসেছ।

গৌরী। এসো, আর রাগে কাজ নেই, ঘরে এসো।

হর। নাও, তুমি রাজার কি, তুমি ঘরে গিয়ে থাকো। আমি ভিখারী মানুষ, গাছতলার থাকি।

গৌরী। আমিও এই গাছতলার বসলুম।

হর। দেখ দেখি, মিছে এই ছেলেপুলের সামনে কি গুণগোল করলে।

গৌরী। তার আর লজ্জা কি? তোমার রীত সবাই জানে।

নারদ। (জনান্তিকে) মামা চেপে বাও।

গৌরী। তুমি ঘরে আসবে না? আমিও এই গাছতলাতে বসলুম।

হর। তা বসো না—বসো না, (হস্ত ধরিয়া) এই বাঘছালেই বসো না।

(গৌরীকে উরুর উপর স্থাপন)

(ভৈরব ও ভৈরবীগণের প্রবেশ ও গীত)

জটাজুট মিলে এলায়িত কুন্তল,
রজত-ভূধরে কিবা কনক উজ্জল,
মোহন-মোহিনী রাজে, রসময়ী রসরাজে।
হাড়-মাল সনে কুসুমমালিনী,
যোগেশ্বর যোগসিদ্ধিশালিনী,
চন্দ্রশেখর হর, হর-উরুবাসিনী,
মন-বিকাশিনী চরণ-কমলদল—
আদরে ধরে ছদিরাজে ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

—::—

প্রথম দৃশ্য

—*—

কৈলাস।

(গৌরী, জয়া ও বিজয়া)

(গীত)

কখনো তার মনের মত নই।

আপন-হারি, কেঁদে হারা, স্বতন্তরা সদাই রই ॥

যেখানে সে হেরে নারী, তখনি ত হয় গো তারি,

মোহনকারী বহুরূপধারী;

একরূপে তার পোরে না মন,

যে যেমন তার সনে তেমন,

পরধোঁসা সে কেমন কেমন,

সয় ব'লে আর কত সহি ॥

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মামী, মামা কোথা?

গৌরী। আর বাছা, জানই তো, আমার কাছে কি সে থাকতে চায়! কোথায় কে ডোমনী, কুঁচনী আছে, তারই সঙ্গে বৃষ্টি ঘুচ্ছে।

নারদ। পেট বাছা তোমার দোষে। আমার পরামর্শ শোনো, যাতে মামা তোমা ছেড়ে একদণ্ড না নড়তে পারে।

জয়া। যা বা কুঁচলে মিলে, তোর আর পরামর্শে কাজ নাই; তোর পরামর্শ শুনে বাবা আরও বিগড়ে গেছে। চাষ থেকে আসবার পর মা কন্দল কোরলে, তাইতে বাবা আরো আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো হয়ে বেড়াচ্ছে। কুঁচলে মিলে বৃষ্টি আবার কন্দল বাধাতে এসেছিল? না মা, তুমি ঐ টেকিচড়া মিসের কথা শুনো না।

নারদ। তোদের সঙ্গে বেড়িয়েই তো মামী, মামাকে ঘরবাগী কর্তে পারলে না। তো মামীদের যেমনি সাজ, তেমনি সাজে মামীকে রেখেছিল, এতে মামা ভুলবে কিসে? এই

স্বপ্নপরে সব বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখে এলেন—
তারা সব জানে—পড়কে সত্যি কি ক'রে
ঘরে রাখতে হয়। মামীকে বেশভূষা করতে
দিবি নি, তোদের ডাইনীর সর্দারনীর মত
করে নিয়ে বেড়াবি, এতে মামা ঘরবাসী হবে
কিসে? মামী, তুমি আমার কথা শোনো,
এই মাগীগুলোর সঙ্গে ওমন ছাই মেখে নেচে
বেড়িও না। আমার বুদ্ধি শোনো, ভাল
করে বেশভূষা করো; দেখ দেখি, মামা
কোথায় যার। তোমার ভুবনমোহিনী রূপের
কাছে ত্রিভুবনে কি আর রূপ আছে?

গৌরী। আর বাছা, ভুবনমোহিনী রূপ! এই
মা তো কত করে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল;
তাতে কি তোমার মামার মন পাওয়া যায়?
ও খালি এদিক্ ওদিক্ ঝুঁকি ঝুঁকি মেরে
বেড়াবে।

নারদ। তোমার মা কি সাজাতে জানে যে,
সাজাবে। হুহাতে শাঁখা পর দেখি, দেখি,
কেমন মামার মন না ভোলে। এই দেখে
এলুম—শাঁখা পরে লক্ষ্মী নারায়ণকে চোখে
চোখে রেখেছে, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মকে ব্রহ্মাণী শাঁখা
পরে গৃহী কোরেছে, শচী ইন্দ্রকে ভেড়ো
করেছে। সহস্রলোচন, সহস্র চোখে শচীর
পানে চেয়ে থাকে, এত অপ্সরী কিররী,
কারো পানে ফিরে চায় না। তুমি ছপাটি
শাঁখা পরো, দেখি, মামা কেমন না তোমার
বশ হয়।

গৌরী। বাছা, তিথারীর ঘরে এসেছি শাঁখা
কোথায় পাব?

নারদ। কেন—মামাকে বলো—মামা কিনে
দিক্। তুমি আদায় করে ঘরে বসো দেখি।
দেবে না তো কি? তুমি না দিলে ছেড়ো না।
তুমি কন্দল করতেই পারো বাছা, তুলিয়ে
ভালিয়ে কাজ নিতে জানো না।—ঐ মামা
আসছে, তুমি ধরে বসো, বলো—শাঁখা দাও।

গৌরী। যদি বলে, কোথায় পাবো?

নারদ। তুমি বলবে, যেখানে পাও। তুমি
ছাড়বে কেন? তুমি বাগিয়ে আদায় করতে
জান না, তাই। নাও, তুমি ধরে বসো,
ছেড়ো না। যেন বলো না, নারদ শিখিয়ে

দিয়েছে। একবার তুমি শাঁখা পরলে বুঝি,
মামা কেমন কাকে কাকে বেড়ায়।

(হরের প্রবেশ)

হর। কি নারদ, কি মনে করে?

নারদ। এই এদিক্ দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম,
মামা কেমন আছে, একবার দেখে যাই।

হর। বুঝি আবার কি কন্দলের মন্ত্রণা দিতে
এসেছে?

নারদ। আমি এইমাত্র আসছি, কেমন
মামী? (গৌরীর প্রতি জনান্তিকে) কোন
কথা ভেঙে না। (জনান্তিকে মহাদেবের
প্রতি) মামা, সেই কথা তুলেছি। বেটা এখন
শাঁখা চাইবে, তুমি না দিতে চাইলেই রাগ
করে বাণের বাড়ী চলে যাবে।

জয়া। ঐ দেখ মা, কুঁতুলে মিলে কাণে কাণে
কি পরামর্শ দিচ্ছে। (নারদের প্রতি) কিয়ে
মিলে—কি মন্ত্রণা দিচ্ছিস?

নারদ। (জনান্তিকে মামা, কথটা ঢেকে নি
(প্রকাশে) সত্যি কথা বলতে কি মামা
ঐটি তোমার বড় ধোঁষ। একদিন রাগে
মুখে এক কথা হয়ে গিয়েছে, শুন্চি না কি
তুমি ঘরে থাকো না;—মামী কেনে কেনে
বেড়ায়।

হর। বাছা, হুঃখের আলায় দোরের দোরের ভিমে
করে বেড়াই, ঘরে থাকবো কি বল
নারদ। (জনান্তিকে) মামী, আগে থাকে
কাটান গাছে; তুমি কথটা তোলো।

গৌরী। তা ভোলানাথ, বলছিলুম কি, হা
হুঁপানি খালি থাকে, বড় লজ্জা করে, মামা
হুঁহাতে শাঁখা কিনে দাও।

হর। আবার বুঝি নারদের পরামর্শ শুনেছ
হুঁহুৎ ঘরে এলুম, তা থাকতে দেবে না
আমি শাঁখা কিনে দেব। আমার তো সবলে
মধ্যে তিকের তুলি, আর বুড়ো এঁড়ো
আমি তিথারী নাগাড়ী, শাঁখা কোথায় পাব
গৌরী। দোহাই ভোলানাথ, তোমার পারে ধরি

আমার বড় সাধ হয়েছে—সকলে শাঁখা হারে
দিয়ে আসে, আমি লজ্জার হাত বার করতে
পারি নে।

হর। নাও বুঝেছি, আমার ঘরে থাকতে দেবে না। আমার অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, তুমি শাখার বাবনা ধরলে,—কোথার পাই ? একটা হিসাব করে কথা বল তো সাজে ।

গৌরী। কেন—দিতে কি নাই ? আর কখনো কি তোমার কাছে কিছু চেয়েছি ! বড় মুখ করে একটা জিনিষ চেয়েছি, তা কথার ত্রী শোনো !—বলে, ঘরে টেক্তে দেবে না। নাও—তোমার ঘর নিরে তুমি থাকো, আমার যেখানে ইচ্ছা হয় চলে যাই। কেন—এত কি ! তুমি শাখা দিতে পারবে না ?

হর। আমার বেচলেও শাখার দান হবে না।

গৌরী। তুমি দেবে না ?

হর। মুরাদ থাকলে তো দেবো। তোমার শাখার ভাবনা কি ? রাজা বাপ রয়েছে, গিয়ে নিয়ে এসো না।

গৌরী। তা বেশ, সেই কথাই ভাল। জয়া, ছেলে দুটোকে নিয়ে আর তো। আমি চল্লম, পেটে জায়গা দিচ্ছে, হাঁড়িতে জায়গা দেবে !—ও মা—ওঁর ঘর না করলে চলবে না।

(প্রস্থানোত্ততা)

হর। গৌরী বেণু না—বেণু না—আমার মরা মুখ দেখ, বেণু না—

গৌরী। (কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) না, আমি থাকবো না ; রোজ রোজ মুখনাড়া আমি স'ব না। আর জয়া, আমি এগোই, ছেলে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে আর।

[গৌরী, জয়া ও বিজয়ার প্রস্থান।]

হর। ও নারদ, সত্যি সত্যি গেল বে ?

নারদ। যাবেই তো—তোমার সঙ্গে কি কথা !—মায়ী বাপের বাড়ী যাবে, তুমি যেখানে বড়ো শাখার সঙ্গে শাখা বেচতে যাবে, নাম বলবে, তোলা শাখারি।

হর। না না নারদ, গৌরী গেলে আমি কৈলাসে থাকতে পারবো না ; ওকে ছেড়ে আমি এক দণ্ড থাকতে পারি না।

নারদ। ছেড়ে থাকবে কেন মায়া, তুমিও পেছ পেছ যাও না। তোমার নাকাল করেছে, তুমি শোধ নেবে না ?

হর। না বাছা, আর শোধশোধি কাজ নেই, আমার শোধবোধ হয়েছে,—আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে, তুই ফেরা। আমার উপর রাগ করেছে, আমার কথার ফিরবে না।

নারদ। মামা, আর যদি তোমার কোন কথার থাকি, তা হ'লে আমায় বে কুঁড়লে বলে, সেই কুঁড়লেই যেন হই। শোধ দাও না মামা, তুমি এমন আলগা কেন ?

হর। না—না আমি ফিরিয়ে আনি।

[হরের প্রস্থান।]

নারদ। না ঢেঁকি, ভাল হলো না, মামা বেটা হাতে পারে ধ'রে ফেরাবে। বলছি—ইন্দ্র রথ নিয়ে পথে দাঁড়িয়ে আছে, মায়ীকে গিরিপুরে পৌঁছে দেবে, মামা ধরতে পারবে না ? তুই জানিস্ নে ঢেঁকি, জানিস্ নে, মামা এক পা' ফেরে ব্রহ্মাও পার হতে পারে। চ'চ', পরামর্শ দিতে হবে, না করে। মামা-মামার শাখা পরাণের পালা না হ'লে নরলোকে স্ত্রীকে অলঙ্কার দিতে শিখবে কেমন করে ? পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে নর-নারী গৃহী হলো, চাষী হলো, শিল্পী হওয়া তো চাই। অলঙ্কার না হ'লে নারীর শোভা হয় না। মামা, মায়ীকে শাখা পরালে নরলোকে স্ত্রীর আদর হবে ; পুরুষ-প্রকৃতির লীলা দেখেই তো শিখবে।

চল—ঢেঁকি চ'ল, কচুকচি তো তুই ভাল বাসিস্, রাতদিনই তো কচ' কচ' করিস্।

(গীত।)

আজ ঢেঁকি, সেজেছ চমৎকার।

আ মরি আঁকুসলিধারী, বিজের খুঁটির কি বাহার ॥

চুণকালীতে টানা ছ'নরন,

শোণের লাগাম বাঁধা চাঁদবদন,

পেটে পাড়া মেটে কেশ চিকণ ;

ভাঙ্গা কুলোর কিবা ছুঁটি কাণ,

ছেঁড়া চটের পাখা হরে সাত কুঁহলির প্রাণ,

কৌদল ঠেলা, বাবুই বাসা,

রেকাব ছুঁটি ঝুলছে থাসা,

কৌদলের ধুকড়ি পিঠে নারীর কাজনাশা ;

গোদা পায়ের লাধি-থেকো সখের বাহন রে আমার ॥

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

— — —

শৈল-পথ।

(গৌরী, জয়া ও বিজয়া)

গৌরী। জয়া, নারদের পরামর্শে ভোলাকে ছেড়ে চলে এলুম, ভাল হলো না! একলা কৈলাসে ভোলা নয়ন-জলে ভেসে যাচ্ছে। আমার শাখায় কাজ নাই, কৈলাসে ফিরে যাই। কেন জয়া আমার বা অঙ্গ নাচ্ছে? কেউ কি আমার অরণ্য কচ্ছে? বোধ হয়, ভোলা ব্যাকুল হয়েছে, তাই চরণে চরণ বাজছে, দক্ষিণ নয়ন নাচছে।

জয়া। না মা, তান্নয়। গিরিপু্রে মেনকা রাণী অদীরা হয়েছেন। তুমি গিরিপু্রে চলো, বাবা গিরিপু্রে আপনিই যাবেন। তুমি রাগ ক'রে চলে এসেছ, বাবা সেধে না নিয়ে গেলে, তোমার যাওয়া ভাল দেখাবে না। ইচ্ছাময়ী, মেনকা রাণীরও তো ইচ্ছা পূর্ণ করা তোমার উচিত।

(ইচ্ছাদি দেবদেবীগণের প্রবেশ)

(গীত)

দামিনীদাম নলিনী চরণে, নব বামা নবরঙ্গিনী।
তরুণ-তপন নথর-নিকরে, তপত-কনক-অঙ্গিনী ॥
শশিশেখরা অমিয়-হাসি, মুক্তকেশী বিভূষিতাঙ্গী,

উমেশ-জয়বাসী;

বরাভয়করা অভয়া বরদে,

মাতঙ্গিনী আমোদ মদে,

বরবন্দি নগনন্দিনী,

ভুবনমোহিনী ভবেশ-সোহিনী,

শিবে—শিবলীলা-সঙ্গিনী ॥

ইচ্ছ। মা, আশীর্বাদ করো।

গৌরী। কে বাবা তুমি?

ইচ্ছ। আমি ইচ্ছ, তোমার বরে দেবরাজ। তুমি কঠিন পথে পদব্রজে যাচ্ছ, তাই আমি রথ নিয়ে এসেছি। কৃপা ক'রে যদি আমার রথে আরোহণ করো।

গৌরী। বাবা, তুমি চিরস্থায়ী হও। এরা কারা বাবা?

ইচ্ছ। এরা গিরিপু্রে তোমার পূজা দেখবে বলে এসেছে। এস না!

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

— — —

হিমালয়-পথ।

(কতিপয় নাগরিকার প্রবেশ)

১ম নাগ। ওই উমা আসছে—ওই উমা আসছে!
২য় নাগ। ঐ যে উমা, ঐ যে গিরিরাণী উমাকে দেখে পাগলিনীর মত ছুটছে; ঐ যে নগর-বানীরা আনন্দ-রব কচ্ছে!

(গীত)

আমার উমা এলো বলে।

পাগলিনী গিরিরাণী, চলে আকুল কুন্তলে ॥

মা এলো মা এলো সাড়া পড়িল নগরে,

সারি সারি নাগরী ধাইল সত্বরে,

মত্ত হৃদি বেগে জীবন-তরঙ্গ চলে ॥

চাকু চিকুরে কারো আধ' রচিত বেণী,

আধ রঞ্জিত অলকা-তিলকা-শ্রেণী,

আমোদ-মদভরে অচল টলটলে ॥

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

— — —

হিমালয়-অন্তঃপুর।

(মেনকা ও গৌরী)

মেনকা। উমা—উমা, তুই একলা কি করে এলি? হঠাৎ চলে এলি কেন? জামাই তো ভাল আছে? ছেলে দু'টি কার কাছে রইলো? আহা, মা আমার শুকিয়ে গেছে! কি রে, ঝগড়া-কলহ করে আসিনি তো?

গোঁরা। না—না না,—অনেক দিন তোমাদের দেখি নি, তাই দেখতে এলুম।

মেনকা। তা বেশ করেছিস্, ছেলে ছটিকে নিয়ে এলি নি ?

গোঁরা। তারা জ্বরায় সঙ্গে আছে, বাথাকে প্রণাম ক'রে আসছে।

মেনকা। তুই হঠাৎ এলি, একটা খবর পাঠাতে হয়, আমি লোকজন পাঠাচ্ছি।

গোঁরা। না মা, আমি চ'লে এলুম, রোজ রোজ ঝগড়া সহিতে পারি না।

মেনকা। আহা মা, ঝগড়া করে, সে খাপা মাহু। তা আর, তোর পৌছানোর খবর কৈলাসে পাঠাই। সে তোকে ছেড়ে থাকতে পারে না, কত ভাবছে। আমি কাঁদাকাটি ক'রে তিন দিনের বেশী তোকে রাখতে পারি নে। চারদিনের দিন সকাল বেলা শিকে ডমরু বাজিয়ে হাজির হয়। তা আর, একটু জিরুবি। আহা, পথে বড় হুং পেয়েছিস্, না ?

গোঁরা। না মা, ইজ আমার রথে ক'রে পাঠিয়েছে।

মেনকা। তা বেশ বেশ, দেবরাজের অনুরোধ হোক। তা এসেছিস্ তো দিন কতক এখানে থাক্। আমি জামাইকে আনতে রাজাকে পাঠাই।

(গীত)

এসেছিস্ মা থাক্ না উমা দিনকত।

হয়েছিস্ ডাগোর-ডোগোর

কিসের এখন ভয় এত ॥

বলিস্ যদি আনি মা জামাই,

সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই,

সবাই মিলে করবো যতন

যোগাব তার মনোমত ॥

খল কপট তো নাইকো তার মনে,

বে ডাকে, সে ফেরে তার সনে—

মান-অভিমান তার মনে নাই,

কুচুটে তো তুই যত ॥

এখন বুঝি বর চিনেছিস্, তাই হয়েছি পর,
কैसे কৈনে ভাসিয়ে দিতিস্, নিতে এলে হয়,

সাঁপে দিহি পরের চাতে,
জোর আমার তো নাই তত ॥

গোঁরা। সে হেথায় এসে থাকবে, তা হ'লে শ্মশানে শ্মশানে হাড় কুড়িয়ে বেড়াবে কে ? ভূতদান নিয়ে নৃত্য হবে কোথা ? হুংথের কথা বলবো কি মা—একদিনও ঘরবানী করতে পারি নেই। দেবরাজ কতবার মন্দির ক'রে দিলে, তা ভূতদানীদের বলে, 'ভেঙ্গে ফেল!' তার কি লোকালয় ভাল লাগে ? সখের মধ্যে এক ধূতরো ফুল ; আর যেথায় যা পায় বিলোয়। মা, আমার ভাবনা কি ছিল ? যে যা চাইলে, তারে তা দিয়ে দিলে, —ইন্দ্র ইন্দ্রই নাও, ব্রহ্ম ব্রহ্মই নাও, ঘর-সংসারে তো ছুখ-দরদ নেই। যদি মনে করতো তো লক্ষী ঘরে বাঁধা থাকতো। তা নয়, দোরের দোরের বাবে আর ভিক্ষা মাগবে।

মেনকা। হ্যাঁ উমা, সত্যি ? লোকে যা বলে, শুনে ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে।

(গীত)

জামাই না কি শ্মশনবাসী শুনতে পাই।

আমি ভেবে সারা, বল না তারা,

সত্যি কি না শুধাই তাই ॥

একে সে কেপা সন্ন্যাসী,

বুঝিয়ে কোথায় করবি ঘরবানী,

পোড়ার উপর এ কি পোড়া গুনে ভয় বাসি—

হরে এলোকেশী উলাগিনী

বসিস্ বুক শরম নাই ॥

মরি ভেবে বুঝি আর কবে,

কেপাকে কে বোঝালে তবে,

মার প্রাণে বল আর কত সবে—

ঘর করেছিস্ ভূতের বাসা,

মেতে বেড়াস মেখে ছাই।

নয় তো এখন কচি মেয়ে, সে দিন গিয়েছে,

যা হোক হুটো গুঁড়োগাড়া কোলে হয়েছে,

আর কতকাল এলো হয়ে বেড়াবি নেচে ?

তুই যদি না বুঝে চলিস্, বুঝবে কি ভান্ড জামাই

গোঁরা। আমি একলা বুঝলে কি হবে ? সে

বুঝি বুঝবে, সে বুঝি ঘরবানী হবে ?

মেনকা। সে রাহা একলা কেন জামাইকে চুপছো?

তুমিও তো শুন্তে পাই, তার সঙ্গে চে
বেড়াও। বেটা ছেলে, ওরা সংসারের কি
জানে, ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে হুকু করতে
হয়। তা এত বোকাই, তোর এ কান দিয়ে
সেঁদোর, ও কান দিয়ে বেরোর। শুন্তে
পাই, সে হেথায় থাকতে চায়, তার আমার
মান অভিমান নেই, তুই নাকি কুচুটেগিরি
করে বলিস,—‘এখানে কোথায় থাকবে?’
আয়, মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(কার্তিক ও গণেশের প্রবেশ)

কার্তিক। ওরে বাঁক বাঁক ময়ূর ধরে নিয়ে
যাবো। দেখলি নি, কত খেলা ক’রে
বেড়াচ্ছে। ধরতে যাবি?

গণেশ। না, আমি গান গাবো।

কার্তিক। না ভাই, তুমি গান ধরো না। তুমি
গান ধরলে ময়ূর তো ময়ূর, বাঘ সিংহী পর্যন্ত
পালাবে।

গণেশ। এখন আর আমি তেমন গাই না, বেশ
গাই, এই শোনো—

কার্তিক। ওরে না না—এখনি তোর গান শুনে
সব চমকে উঠবে।

গণেশ। তুমি জান না—এখন আমি বেশ গাই।
এই শোনো—

(গীত)

জয় ঘোমকেশ ঘোমকেশী মারি।

তাখেই তাখেই গরজ গভীর,—

আও আও আও, উধাও গাও,

গান মান, ভাল তান, রঙ্গে শূভধর

বরশির আওরো মাতারি ॥

উচ্চ শুও উচ্চ শুও, তাওবে তোল স্বর প্রচণ্ড,

সাগরাধর, গিরি-কন্দর, পূর’ তানে ব্রহ্মাণ্ড,

জান—জ্যোতি, উৎস’ তাতি, বগল ঘন বাজারি।

নেপথ্যে। আরে কি রে—কি রে?

কার্তিক। দেখ দেখি—কি গোল বাধালি, তোর
গান শুনে সব ছুটে আসছে।

গণেশ। শুন্তে আসছে।

(গীত)

উচ্চ শুও, উচ্চ শুও, তাওবে তোল স্বর প্রচণ্ড,
সাগরাধর, গিরি-কন্দর, পূর’ তানে ব্রহ্মাণ্ড,
নেপথ্যে। আরে কি হলো রে—কি হলো? পূর’
তোর চুড়ো তেজে পড়লো না কি?

(মেনকা প্রভৃতি পুন্ডরীকগণের প্রবেশ)

মেনকা। ভাই তো বলি—আমার গণেশ গান
ধরেছে। এসো দাদা, আর গান গেয়ে কা
নেই, থাকে এসো।

কার্তিক। দেখ দেখি, তোর বহুম—খামকা
গোল করলি!

গণেশ। কহুম কহুম, - তোমার কি, আমি
আব’র গাবো।

মেনকা। গেরো এখন দাদা—গেরো এখন। এখন
থাকে চল।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

হিমালয়-পথ।

(নন্দী, ভৃঙ্গী ও প্রমথগণ-সহ শীথারিবংশে
হরের প্রবেশ)

(গীত)

শীথা চাই।

তিনটি ভাই একই ধারা, কারো কষ্ট নাই।

তিন গুণাকর, তিনটি সোনার,

গুণের পালাম কোথা পাই ॥

শীথা চাই।

ব্রহ্মচারী ধ্যানে থেকে,

আপন বেটা তাকনে কোঁকে,

চার মুখে বেদ-বিদ্যি ছোটো,

নিজের বিধি নাই বালাই ॥

শীথা চাই।

একটি মাধব কত ঠাটে,

যুয়ে বেড়ান মাঠে ঘাটে,

তাকে তাকে ফাঁকে ফাঁকে,

কুল বজাতে চান সদাই ॥

শাঁখা চাই।

আর এটি তোলা শাঁখারি,
কেরেন দেখা থাকে নারী,
জাত কি অজাত, আচার-বিচার
হারা-বেলা নাই কো ছাই ॥
শাঁখা চাই।

হর। নন্দী, তোরা সরে পড়, গৌরীর সখী
আসছে, আমাদের একত্রে দেখলে চিনে
ফেলবে।

[নন্দী, ভূদী ও প্রমথগণের প্রস্থান]

(নাগরিকাগণের প্রবেশ)

চাই শাঁখা চাই।

১মা নাগ। ওলো—ওলো, মিলে শাঁখা বেচতে
এসেছে।

২য় নাগ। ও শাঁখারি—ও শাঁখারি, দেখি কেমন
শাঁখা। আঃ গেল যা, পোড়ারমুখো কথা
কানে তোলে না।

হর। চাই শাঁখা চাই।

১মা নাগ। আঃ গেল যা মিলে, তোর কপালে
ছাই। কেমন শাঁখা দেখা।

হর। চাই শাঁখা।

২য় নাগ। মিলে তুই কালা নাকি, শাঁখা
দেখা।

(জয়ার প্রবেশ)

জয়া। কি লোক, এখানে সব গোল কচ্ছিস্
কি ?

১মা নাগ। এই দেখ ভাই, এক মিলে কালা
শাঁখা বেচতে এয়েছে। খালি চোঁচাচ্ছে,
'শাঁখা চাই' বলছি দেখি, তা খুবড়ো
মিলে ছোট কথা বুলি কাশে তোলে না।

জয়া। কই কই, ওরে শাঁখারি শাঁখা দেখা না ?

হর। তোর আর শাঁখা দেখে কাজ নাই,
আমার মুখ দেখে যা।

জয়া। আঃ মরি, টানমুখের কি ছিরি, মুখের
বাগাই নিয়ে মরি। নে মিলে নে, শাঁখা

দেখি দে। মার হাতের শাঁখা নাই, ভাল,
মন পছন্দ করে যাই।

হর। এ শাঁখা দেখে তুই কি করবি ? শাঁখা
দেখলে অমনি দাঁত ছিরকুটে মরবি।

জয়া। আঃ গেল, কেরে মিলে, আমি পার্শ্বতীর
সখী, আমি শাঁখা দেখবো কি ? নে নে,
রাগ বাড়াস্ নি কথায়, তোর মত শাঁখারি
কত মার পায়ে গড়াগড়ি যায়।

হর। তা বুকে নিয়েছি, তোমার মুখখানি দেখে
আর তোমার মিষ্টি কথায়।

২য় নাগ। দেখাও না শাঁখারি, ও রাজার মেয়ের
সই, ওর সঙ্গে বকাবকি করে কি ?

হর। চোখ থাকে তো দেখে যা, এ শাঁখা চেনা
তোর কর্ম না, এ শাঁখা ব্রহ্মা পারে না
গড়তে ধ্যানে, আমার কারিকুরী তুই কি
বুঝবি, যে জানে—সেই জানে।

জয়া। আহা, রসের কারিকর, দেখাও মেনে।

হর। এই ছাখ,—(জয়া ও নাগরিকাগণের
শাঁখা দেখিয়া চমৎকৃত হওন) উল্টে
ফেল্‌লি যে নাক্! কেমন, তাক্ হ'য়ে
গেছিস্ তো ?

সকলে। আঃ মরি—আঃ মরি, দিবি শাঁখা—
দিবি শাঁখা।

জয়া। ও শাঁখারি—ও শাঁখারি, তুই আমার
সঙ্গে আর, তোর শাঁখা নেবে গৌরী। যে
দাম চাস্, পাবি। এই শাঁখা জোড়া বেচে
নেয়াল হ'য়ে যাবি।

হর। নে নে, আমার তেমন শাঁখারি পাস্
নে। যার সখ হবে, সে এখানে এসে
নেবে। আমি কারো বাড়ীতে দিই
না পা।

জয়া। শোন না—শোন না, সে রাজার ঝি,
এখানে আসতে পারে কি ?

হর। আরে নে নে, তোর গৌরীকে জানি,
ধরথরে মুখখানি ;—তার ভাতার মরে
ভিক্ষা ক'রে, তার আবার গুমর কি রে ?
শাঁখা পরতে চায়, আশ্রুক হেতায়, আমি
যাই নে কোথাও কারো কথায়।

জয়া। এই বুড়ো, হ'গালে চার চড় খাবে,
নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবো, তবে

বাবে। ভাল চাস তো আশ, নইলে মরবি
ঠানার ঘায়।

হর। ঢের দেখিছি ঠানা, তুই তো তুই,
তোর গোরীকে আছে জানা। তোর
মাগীর চোখ রাক্ষসীতে ভর করি, আমি
তেমন না।

জয়া। হাঁরে মিসে—তবে রে মিসে। ভর
করিস নে—দেখ তবে। (সবলে হরের
হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

হর। চল বাচ্ছি, টানাটানি করো না—টানা-
টানি করো না, কোথায় যেতে হবে?

জয়া। পথে এসো, এখন হলো। এখন আস্তে
আস্তে পেছু পেছু চলো।

হর। (স্বগতঃ) এরা মহামারার সঙ্গে ফেরে
ব্রহ্মা বিষ্ণুকে ফালে ফেরে, নিশঙ্কু-শঙ্কু-
বধের সাথী, যে শঙ্কুর বুক মারে লাধি,
তার সহি; এদের বলে কি শিব-বল চলে,
ভালয় ভালয় আগু হই!

(নাটীগণের গীত)

বুঝবো আজ কেমন শাঁথারি।

ভিরকুটা ছবকুটে দেব,
দেখবো তোর কিসের জারী॥

ছোটমুখে তোর বড় কথা,
করবো থোঁতা মুখ ভোঁতা,
রাজ ঝিয়ারী রাজেশ্বরী
আসবে তোর হেতা?

কপালে তোর ছাই,
বুড়ো ব'লে এড়িয়ে গেলি তাই,
নয় পাঁচ মাথা কার বেঁচে যেত,
বুকের পাটা কার ভারি॥

[হরের হস্ত ধরিয়া জয়া ও নাগরিকাগণের
প্রস্থান।

বঠ দৃশ্য।

হিবালয়-অন্তঃপুর।

মেনকা, গৌরী, বিজয়া ও পুরবাসিনীগণ।
(মহাধেবকে লইয়া জয়া ও নাগরিকা-
গণের প্রবেশ)

জয়া। যা শাঁথা পস্তুতে চেয়েছিলো, এই শাঁথা-
রিকে ধরে এনেছি।

মেনকা। কেমন শাঁথা, দেখি, দেখি।

হর। তুই নিবি না কি? এ শাঁথা তোরে বেচি
নি। তোর গাল তোবড়া, তুই বুড়ী হুড়ী,
তুই এ শাঁথা পরে করবি কি?

মেনকা। তা হলোই বা বাছা, দেখাও না
দেখাও না। শাঁথা কি আমি পরবো,
আমার মেরেকে কিনে দেব।

হর। মনে করেছিল, ওমনি শাঁথা পরাবো
না কি? যে শাঁথা পরবে, আগে তার মুখ
দেখি।

গৌরী। ও শাঁথারি, আমি পরবো।

হর। এগিয়ে এসো, ভাল করে ঠাউরে দেখি,
তবে শাঁথা বার করবো। (গৌরীর
অগ্রসর হওন)

১ম পুর। ও মা, বুড়ো মিসে মুখের দিকে হা
করে চেয়ে রইলো যে গো।

গৌরী। কই, শাঁথা দেখাও।

হর। ভাল করে আমার মুখের চাঁও,
ঠাওরে দেখি।

মেনকা। এ বুড়ো কে গো? সোমন্ত কি, কিছু
গুণ-গান করবে না কি?

হর। আচ্ছা, এই শাঁথা দেখ দেখি, পছন্দ হয়
না কি?

পুরবাসিনীগণ। আহা, দিবি শাঁথা—আহা,
দিবি শাঁথা! তোমার গৌরীর যেমন নখর
হাত, তেমনি সুন্দর শাঁথা!

মেনকা। ও শাঁথারি, নে—শাঁথাজোড়াট দে,
দাম চাস কত টাকা? দেখ তো গৌরী,
হাতে হবে না কি?

হর। ঠিক হবে; আমি মনে-ধ্যানে দিছি
জোঁকা।

মেনকা। কি দাম নিবি বল ?

হর। আন তেল-জল, আগে শাঁখা পরাই;
বেশ সেজেগেছে তো আছে, নতুন কাপড়
তো পরেছো, আর লাকগোজ কাজ নাই।

২য় পুর। জগো শাঁখা পরবে, শাঁখা বাজাও,
—তোমার কামাইয়ের মদল তো চাই।

গৌরী। তোমার নাম কি শাঁখারি? তোমার
খুব কারিকুরী। তুমি কোথার থাক?
মরি—মরি, দিবি শাঁখা—আ—মরি।
তোমার নামটি কি ?

হর। ভোলা শাঁখারি। আমার বড় দজ্জাল
নারী, তার মুখের তোড়ে ঘরে রইতে নারি,
তাই শাঁখা করি করে। কৌদল করে বাপের
বাড়ী চলে গেছে, তার শরীরে রাগ ভারি।

গৌরী। তোমার গিন্নীর নামটি কি ?

হর। গৌরী। ছুটি ছেলে, আমার কাছে থাকে না
মূলে। আমার দেখেছো যেমন পেটটি ডাগর,
একটি ছেলে তেমনি লম্বোদর। আর একটি
ছেলে, সদাই বেড়ান তীরধলুক নে খেলে।
আমি ঘুরে ঘুরে খরচ জোগাই; ছেলে যেন
ষড়ানন, ছ'মুখে করে খাই খাই। তার আবার
লম্বা কৌচা, রোচে না যা তা। এই শাঁখা
বেচে যা পাই, তাতেই খরচপাতি বোগাই।

গৌরী। বটে, তোমার গিন্নীর নাম গৌরী?—
তোমার ছুটি ছেলে? তবে সব তো গেছে
মিলে! তা হ'লে তুমি আমার সন্ন্যাসী, আমি
তোমার সই।

হর। সই, তোমার এত দয়া,—আমায় বল সন্ন্যাসী।
আমায় আজ ভাগ্যি গেল ফিরে। আমি তা
হ'লে এখানে থাকি, আর তোমার মুখখানি
দেখি,—পারি নি, হাররাণ হয়েছি শাঁখা
মাখায় করে ফিরে।

গৌরী। তা বেশ তো—বেশ তো, এখন বল,
শাঁখারি কি দর?

হর। কেমন শাঁখা আগে বল সই?

গৌরী। বলেছি তো সন্ন্যাসী, অতি সন্ন্যাসী।

হর। শাঁখার নাইকো জোড়া, ধ্যানে গড়া, এর
নাইকো অস্ত্র দাম। বিনামূলে দিয়ে বাবো,

আমিও সই বিকিয়ে রব, যদি কৃপা করে
শ্রীও মনকাম। তুমি সই, আমি সন্ন্যাসী,
একবার আলিঙ্গন দাও, করো দয়া।

মেনকা। তবে রে হতজোড়া ছাড়কপালে। যা
মুখে এসে, তাই বলে। এই মার খেলে।

(হরের গৌরীর পশ্চাতে লুকাইত হতন)

গৌরী। না না, রাগ করো না, তামাশা কচ্চে সই
ব'লে। নাও শাঁখারি, শাঁখা পরাও।

হর। হাতখানি বার করে দাও।

(গৌরীর তথা করন)

১ম পুর। ও মিলে, শাঁখা পরা, হাত ওমন করে
টিপছিন, লাগবে বে। দেখ, কথা শোনে
না—চেয়ে আছে করে হাঁ।

হর। যার যে কাজ, সেই বোঝে, তোমরা তো
বোঝো না? মুণালের মত কোমল হাতে,
বাজে যদি শাঁখা পরাতে, তাই টিপে টিপে
কচ্ছি সরল, নাও, শাঁক বাজাও, করো না
গোল। (শাঁখা পরাইয়া) কেমন সেজেছে,
দেখ—দেখ! সই, সন্ন্যাসকে ভুলো না কো!

(দ্বীগণের গীত ও হরের নৃত্য)

মনোমোহিনী শিবরাণী সেজেছে শাঁখা পরে।
সতীর জ্যোতি ভগবতীর রেজেছে মুণাল করে।

সীমন্তে সিন্ধুরের শোভা,

খেত শাঁখাতে আভা কিবা,

ভুবন-মনোলোভা, রান্ধা-পায়ে দে রান্ধা জবা,

নয়ন-তারি সাজলো তারা,

হেরে হৃদয়-তাপ হরে ॥

মেনকা। ও মা, বুড়ো নাচে যে গো—পা মুচড়ে
ঘাড়ে পড়বে না তো?

জয়া। রাণী-মা, তুমি ঘরে যাও তো, খুব রসের
বুড়ো, আমরা একটু নাচাই। মিলের বুড়ো
বয়সে এত গা, যৌবনে কি ছিল ভাবচি তা।

মেনকা। না—না, অন্তঃপুরে বাড়াবাড়ি ভাল
নয়। উমা, কি দাম চায়, জেনে আর দিবি
শাঁখা, তোরে দিবি সেজেছে, আমি দেব,
যা চায়।

[জয়া, বিজয়া ও গৌরী ব্যতীত মেনকার
সহিত অজ্ঞাত নারীগণের প্রস্থান।]

গৌরী। বল এখন কি দাম দিতে হবে ?

হর। ও কথা তো হয়ে গেছে, জিজ্ঞেস কচ কেন তবে ?

গৌরী। হিঃ, একশোবার ও তামাসা ভাল কি ? আমি সতী, আমার স্বামী পণ্ডপতি ; বুড়ো হয়েছো, বোঝো না, এমন কথা বলো না ; তিনি কাল গিরে এক কালে ঠেকেছে, এখন ধর্মে দাও মতি। যে পর-নারীকে চোখ দেয়, তার ইহকাল পরকালে নাই গতি। হুদে করে শিবের ধ্যান, পাবে দিব্যজ্ঞান, দূর হবে দুর্ভাগ্য ; তিনি অগতির গতি।

হর। তাই তারে ছেড়ে এসেছ রসবতী ! আর সতীগিরি আমার কাছে কেন নাড়ো ! সতী-গিরির বড়াই ছাড়ো ! আহা, বুড়ো শিবকে ফেলে এসেছ চলে। এই তুমি সুবতী, বাপের বাড়ী কার মুখ চেয়ে কাটাও রাত্তি ? নাও—নাও, আমি তোমার সন্ন্যাস, করো দয়া। আমি জানি তোমার প্রকৃতি, তুমি মহারসিনী গুণবতী। ক'রে দয়া, চাঁদমুখে বলেছ সন্ন্যাস। এখন দাও আলিঙ্গন, বাঁচাও জীবন। চিরকাল তো এই চলে, আলিঙ্গন দেয় আলাপ হ'লে, তাতে কি কেউ মন্দ বলে ?

গৌরী। আরে বুড়ো হুড়ো, তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা, আমার শেখাজিস্ পতিব্রতা ! আমাদের সোহাগের কন্মল, তুই কি জানুবি তা বল ? আমি কি একদণ্ড আছি তাঁরে ছেড়ে, শক্তি কি কখন শিব ছাড়া ? আমি শিবের নারী, আমার শেখাজিস্ সতীগিরি ! তুই তত্বকথা কি জানিস্ আমার বাড়ী ? দুই দিন এয়েছি রাগ করে, আজ বাদে কাল চলে যাব ঘরে। ছিল শাঁখার সাথ, তোমার কল্যাণে ঘুচলো বিষাদ, দিচ্ছি এনে যে দাম চাও, খুসী হয়ে ঘরে বাও।

হর। কাজ নাই আমার শাঁখার পণে, তুই হলুম কথা শুনে। বলেছ সন্ন্যাস, রেখো দয়া, ভুলো না, রেখো মনে ; আমি সন্ন্যাসী থাকবো তোমার ধ্যানে।

গৌরী। দাম নাও তো নাও, নইলে শাঁখা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

হর। তবে দাও।

গৌরী। (খুলিতে গিয়া) ও মা—এ যে খোলা বার না।

হর। ও মনের মত হাতে, শাঁখা বসেছে জেঁতে।

গৌরী। দেখ বুড়ো, তোর শাঁখা কয়বো শুড়ো, দাম নিবি তো নে, নইলে কেলি ভেঙ্গে।

হর। আচ্ছা ভালো, নিয়ে যাবো ভালো শুড়ো। তবু দাম নেব না, আমি দামের প্রত্যাশী নই, আমার কথা নড়ে না, আমি এমন নই বুড়ো। বা চেয়েছি, তা যদি পাই, নিয়ে স'য়ের বালাই, আমোদ ক'রে ঘরে চলে যাই।

গৌরী। (শাঁখা ভাঙ্গিবার নানারূপ চেষ্টা করিয়া) এ পোড়াশাঁখা ভাঙ্গে না লো। এ শাঁখা নয়, বজ্র। তাই তো, শাঁখা প'রে কি বালাই হলো ! শাঁখার কোণাও ঘরে না, শাঁখার ঠেকে পাথর হয়ে যাচ্ছে দু'খান !

হর। গড়েছি মনের সাথে, বেঁধেছি শাঁখার ফাঁদে, ও শাঁখা কি ভাঙতে পার সই। ভাঙবার শাঁখা নয়, মন না ভাঙলে শাঁখা ভাঙ্গে না। তোমার সঙ্গে মনে মনে মিল, তুমি সই, আমি সন্ন্যাসী হই।

গৌরী। আনতো ছুরি, হাত কেটে শাঁখা বার করি।

হর। কাটবে কাটো, কিন্তু দেখো, শাঁখার রক্ত মেথো না কো। রক্ত লাগলে এক ছিটে, শাঁখা নেব না, পালাব একছুটে। কাজ কি অত বালাই, দাওনা কেন রূপা করে যা চাই।

গৌরী। হ্যাঁ লো জয়া, কি বলে যে বুড়ো। আমি জগন্নাথ, আমার বলে নানান কথা, মহেশ্বর বিনা কার মাথার উপর মাথা। অস্ত্র যে কেউ আমার মুখপানে চাইতো, গুড়ে তখনই ছাই হতো। বুঝতে নারি বুড়োর প্রকৃতি, আমার হলুতে এলেন কি পণ্ডপতি ? আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করি, এ শাঁখা যে ভাঙতে নারি ! বলেছে, গড়েছে ধ্যানে, এ কে গড়েছে আর মহেশ বিনে !

জয়া। হ'রে ভয়ঙ্করী দেখা দাও শঙ্করী ! শিব যদি না হয় শিব, তোমার করাল-মূর্ত্তি দেখে তখনই পরমাণু হবে, কে এ বুড়ো বোকা বাবে।

গৌরী । এসো লখা, তোমার পণই দেব, কিন্তু
সইতে পারো কি না, আগে পরখ করে
নেব ।

হর । ভাল,—ভাল, কি পরখ করবে চলো ।
[সকলের প্রস্থান ।

পট-পরিবর্তন ।

—:~:—

হরের বক্ষোপরে কালীমূর্তি প্রকাশ ।

(বোগিনীগণের গীত)

বিষমোজ্জল জ্বালা নয়নে অট-বিকট-হাসি ।

করাল কাল লটপটকেলী বদন বিশ্বগ্রাসী ॥

বিশাল গোল রসনা, রক্ত-সিক্ত-দশনা,

কপাল-মাল কর-কিঙ্কিণী, উন্মাদিনী মাতঙ্গিনী,

ভীম প্রতিমা প্রলয়ঙ্করী চামুণ্ডা-চণ্ড-নাগী ॥

পট-পরিবর্তন ।

—:~:—

পূর্বদৃশ্য ।

(হর, গৌরী, জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ)

হর । পরখ করা তো হলো, এখন আমার
শাঁখার পণ কৈ সই ?

গৌরী । প্রভু, আমি তোমা বিনা তো আর কারো
নই, ঐ চরণে চিরদিন বাঁধা রই ।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ । কি গো যাম', কি গো মামী ! এখন চাপা
দিয়েছি দেখছি কোঁদলের ধামী ।

জয়া । কন্দল কি করে হর বল ? এখানে তো
ছিলো না তুমি !

নারদ । বলি মায়া কেমন ? মামী, কেমন শাঁখা ?
চক্ষু সার্থক করি, হাত নেড়ে একবার দেখা ।

হর-গৌরীর লীলে, একবার ভাব রে মন
স্বপ্নর খুলে ।

(ইন্দ্র, বিশ্বকর্মা, কুবের প্রভৃতি দেবগণ ও
মদন-রতি প্রবেশ)

বিশ্ব । মা, তোমার শাঁখায় সাধ ছিলো, আমার
বলে না ? হার হাতের শাঁখা আমি গড়্জত
পেলুম না ! বাবা, আর তো তোমার বাবা
বলে ডাক্‌বো না

কুবের । মা, আমি তোমার ধনের ভাগ্যারী,
তোমার ধন বক্ষ হ'য়ে রক্ষা করি । যদি
সাজবার ছিল সাধ, আমার কেন বল নাই
শঙ্করী ।

ইন্দ্র । মা—মা, এত ছলনা, মিথ্যা আমি দেবরাজ,
তোমার শব্দ দিয়ে আমার পূজা করা হলো
না ।

গৌরী । (বিশ্বকর্মার প্রতি) বাছা, তুই আমার
একটি কাঁচলি করে দে । কুবের, তুই
স্বর্ণ-বিদ্যপত্র এনে দিস্ তোমার চরণে ।

হর । (ইন্দ্রের প্রতি) তোমার মন্দনের জবার
পূজা ক'রো রাজা-পায় ।

নারদ । কোথায় গো—দেখ সে গো আই, বরণ
করে নাও তোমার বাগ্‌দিনী মেয়ে আর
শাঁখারী জামাই ! মামা, আজ আর মদনকে
কিছু বলো না । এসেছে রতি-মদন, ওদের
ছ'জনের আকিঞ্চন, দেখবে যুগল-মিলন । বড়
সাথে সাজিয়েছে বাসর, তুট্ট হয়ে দাঁও বর,
দিগম্বরী-দিগম্বর ! যেন পুরুষ-প্রকৃতির
কৃপার মদনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ।

উভয়ে । তথাস্ত ।

(মেনকা প্রভৃতি পুরজীগণের প্রবেশ ও চারিদিকে
বেঠন করিয়া হর-গৌরী বরণ)

গীত ।

খাপা পারা একি ভাংটা জামাই লো ।

মরি সরমে মরমে কেমনে বাই লো

একে বরণভালা নিয়ে মাথায়, বাধে পান্ন পার,

ভাঙে চ'লে পাছে পড়ে লো গায়,

দেখ লো মেনে, চার বদন পানে, চক্ষু বোমটা টেনে,

আছে কে জানে কি ভাবে ভাবি ভাই লো ॥

(বেগে নন্দী, ভূদ্রী ও প্রমথগণের প্রবেশ)

(গীত)

বাবা কি বিচার তোমার,
ওধু সারা হোলেম লাঙ্গল চ'বে ।
মাকে পরালে শাঁখা, না দেখে মরি আপশোবে ॥

বাবা মা কি হবে ঘরে,
নাচবো বগল বাজিয়ে জোরে,
ঠাসবো গাঁজা কলকে ভরে,
দম লাগাবে বাবা ক'সে ॥
মাকে দেবো জবা তুলে,
সাজাবে বাবা খুতরো-ফুলে,
এলোকেশীর দেখবো হালি,
জটাধারীর বাবে ব'সে ॥

১ মা পুর । ও মা, এরা কারা গো ?
২ রা পুর । ঐ তোমার উমার বের' দিন এই
ভূত-দানাপুলো আসনি ?

মেনকা । এদের ভূত-দানা ব'লো না,—এরা মহা-
শৈব, শিবসহচর—এদের কুপা না হ'লে শিবের
কুপা কেউ পার না । এরা আমার উমার
কার্তিক-গণেশ যেমন, তেমনি আদরের ছেলে ।
এরা মা—বাবা বই জানে না, ভক্তির নাই
তুলনা ।

নন্দী । বাবা, দম দিয়ে আমাদের সরিয়ে দিলে,
শাঁখা পরান দেখালে না ! মা, তুমি কোন্
ডাকলে ?

ভূদ্রী । মা, তুমি কেমন গা ? বাবা না হয়
ভোলা, তুমি কি করে ভুলেছিলে ?

নন্দী । ও ভোলা বাবা, ও পাণ্ডিগির ঘেরে মা !
আমরা তোমাদের ছেলে নয় বুঝি ? সবাই
আমোদে নাচবে, আর আমরা ভেসে বাই ।
এখন যদি বুড়ী আইয়ের কাপড় কেড়ে নি,
তা হলে কি হয় মা ?

ভূদ্রী । না—না, বেলগাছে নিরে তুলি আর না ।
মেনকা । তবে রে হতজ্ঞাভার, গণেশকে না
খাইরে তোমাদের খেতে দি, আর আমার এই
খোরার ।

নন্দী । না—না আরি মা, তুমি মায়ের মা,
তোমার চরণে শতকোটি প্রণাম ।

ভূদ্রী । আমরা বাবার চোলা, নেশার ঝোঁকে

খাকি, কখন কি বকি । আমরাই তোমাকে
সঙ্গে ক'রে গিরিশুরে আনি ; আমরা তোমার
আদরের নাতি, জননী—রত্নগর্ভা গিরিশাণী ।
নারদ । আরি, ধেরী ক'চ্চ কেন ? জামাই
কোলে করে নাও, বাসর জাগো গে ।
মেনকা । দূর কালানুখো !

(পুরবাসিনীগণের গীত)

আদরে বাসরে নে যাই চল,
মাখার ঢেলে দেব গঙ্গাজল ।
ওনেছি পাগলা তার হয় লো শীতল ।
একে কেপী মেরে, মেচে বেড়ার থেয়ে,
ঘর কেপা নিয়ে,
বুঝে চলে না তো এত বুঝাই লো ॥

[হর-গৌরীকে নইরা মেনকা প্রকৃতি পুরস্রীণ, পশ্চাতে নন্দী ভূদ্রী প্রকৃতি প্রমথগণের প্রস্থান ।

ইহ । কি মদন, কেমন বাসর সাজালে ?
কোথার রত্ন পেলে ? বা চাঁও, অমরাবতী
থেকে নিয়ে এসো । এমন দিন আর হবে না !
চলো চলো, বাবা বলেছেন, আমি নন্দনে
জবা আনতে যাবো ।

মদন । দেবরাজ, আজকের বাসর মণি-মণি-
কোর নয় । আজ পুণ্য-প্রকৃতির মিলনের
জন্ম বসুমতী : মনের সাথে তাঁর লতা-কুসুম
আমার দিয়েছেন । বাসরে বড়খুতু একত্র
হয়েছে । এই স্বভাব-কুঞ্জে আজ হ-গৌরী-
মিলন । দেবরাজ, আজ হ-গৌরী-মিলন
দেখে নয়ন সার্থক হবে ।

নারদ । দেবরাজ, মদন ঠিক বলেছে, ভগবতী
বাগিনীর বেশ ধরেছিলেন, সেই সময় মহা-
দেবের প্রতি মদন শর-নিষ্ক্ষেপ করেছে, রতি
তাঁর প্রকৃতি বৃদ্ধ করেছে, সেইরূপ হরের
হৃদয়ে জাগছে, আজ সেই শোভাময়ী প্রকৃতির
মাঝে স্বভাব-ভূমিতা বাগিনীর সঙ্গে কুবিরাজ
মহেশ্বরের মিলন হবে ; আজ নূতন ভাবে
নূতন লীলা । এ লীলার নর শিকারবৃত্তি ছেড়ে
কুবিরূপে অবলম্বন করবে, পৃথিবী কলবতী
হবে । মদন অনঙ্গ হয়ে মিলন-রঙ্গ দেখে
নাই, সেই রঙ্গ আজ দেখবে । দিগম্বর-

দিগদ্বরী বর দিয়েছেন, তাই সকলের মনো-
বাঞ্ছা পূর্ণ হবে ।

ইন্দ্র । বটে—বটে ঋষিরাজ, তবে আমি জবা
আনি গে । ঋষিরাজ, বুঝলেম, লোকে
তোমায় বলে, তুমি কন্দল বাধাও, আজ বুঝ-
লেম, তোমার কন্দল নয়, তোমার কন্দলে
জগতের মঙ্গল ।

নারদ । চল রে বীণে, দেখবি চল,—ভুবনে এই
রসের লীলা গেয়ে বেড়াবি ।

[মদন ও রতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

(মদন-রতির স্নেহ)

দেখবো যুগল নয়ন ভরে সাজিয়েছি বাসর ।

রতি মদন, বুঝবো ছ'জন,

আজকে কেমন যোগী হর ॥

শরৎ-বসন্ত সনে, দেখে কুসুম সবতনে,
হেমন্ত-শ্রামল সাজে, সিত পীত লোহিত রাজে,
কোকিলের তান-তরঙ্গ দোলে গগনে ;
প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন প্রকৃতির উদার আসর ॥

[মদন ও রতির প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য ।

—*—

বভাব-কুঞ্জ ।

(বান্দিনীবেশিনী গৌরী ও হর)

গৌরী । কি সয়া, আমি গা ধুয়ে এসে তোমার
খুঁজে বেড়াচ্ছি, তুমি কি না তোমার গৌরীর
কাছে পালিয়ে এসেছ ? তা হবে না, আজ

আমি তোমার নিয়ে থাকবো, আজ আর
তোমার গৌরীকে পাবে না ।

হর । আমার আর খুঁজেছ কই সই, এই তো
তোলা শাঁখারির কাছে আংটি দিয়ে শাঁখা
পরে এসেছ । সে আংটিটি আমার ফিরিয়ে
দিয়ে, তোমার গুণাগুণ সব বলে গেছে ।
এই নাও, তুমি আংটি চেয়েছিলে, তুমি নাও ।

(নারদ, নন্দী, ভৃঙ্গী, মদন, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও
প্রমথগণ এবং জয়া, বিজয়া, রতি, দেবীগণ
ও যোগিনীগণের প্রবেশ)

নারদ । দেখো দেবদেব, তোমার দাসের কথা না
মিথ্যা হর ! জগৎ শোনো, ভক্তি করে যে এই
“রামেশ্বর-শিবায়ন” শুনবে, যে তোলা শাঁখা-
রির চাতুরী ধ্যানে দেখবে, তার সঙ্গে ষড়রিপুর
চাতুরী চলবে না ! যে নারী হর-গৌরী স্মরণ
ক'রে শুভদিনে শুভ শয্য করে ধারণ করবে,
হর-গৌরীর কৃপায় তার পতি-ভক্তি অচলা
হবে, মাধার সিন্দূর উদার মত উজ্জল থাকবে ।
আমি হরিদাস, হর-গৌরীর দোহাই দিয়ে
বলছি, আমার কথা মিথ্যা নয় । জয় হর-
গৌরীর জয় !

সকলে । জয় হর-গৌরীর জয় !

(সমবেত-সঙ্গীত)

পিও চরণে সূখা মাত হরষে ।

কাণে কাণ রসের তুফান, রসে ভেসে প্রাণ রসে ॥

গৌরী-হরে বিমল খেলা,

শুনলে হরে মনের মলা,

কমলা থাকেন অচলা ;

ষট্পদ ফোটে, মধু ওঠে, প্রেমের ধারা পরশে ॥

জয় হর-গৌরী বল, থাকবে মনের সজোবে ॥

যবনিকা পতন ।



গিরিশ গ্রন্থাবলী

(নবম ভাগ)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ।

বঙ্গুমতী সাহিত্য-মন্দির ।

কলিকাতা ;

১৬৬ নং বহুবিজ্ঞান স্ট্রীট, “বঙ্গুমতী ইলেক্ট্রিক মেশিন যন্ত্রে”

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।

তপোবল ।

(পৌরাণিক নাটক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ।

শনিবার, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ।

পবিত্রা নিবেদিতা,

বৎসে ।

তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আশ্বাদ করিতে । আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায় ? কাল দার্জিলিং বাইবার সময়, আমার পীড়িত দেবীরা স্নেহবাক্যে বলিয়া গিয়াছিলে, “আসিয়া যেন তোমার দেখিতে পাই।” আমি তো জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে, দেখা করিতে আইস না ? শুনিতে পাই, মুকুশব্যার আমার স্মরণ করিয়াছিলে, যদি দেবকারণে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমার তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ উপহার গ্রহণ কর ।

১৩ নং বহুগাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা ।
৩রা পৌষ, ১৩১৮ সাল ।

}

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

চরিত্র

—*—

পুরুষ ।

ব্রহ্মা, ব্রহ্মণ্যদেব, ইন্দ্র, ধর্মরাজ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ।

বিশ্বামিত্র	কাত্তকুজের অধিপতি ।
বশিষ্ঠ	ব্রহ্মর্ষি ।
শক্তি	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র ।
ত্রিশঙ্কু	ইক্ষাকুবংশীয় রাজা ।
কল্যাণপাদ	ঐ
অম্বরীষ	ঐ
সদানন্দ	বিশ্বামিত্রের বয়স্ক ।
শুনশেফ	ব্রাহ্মণকুমার ।
পরশর	শক্তির পুত্র ।

বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদ, জ্যেষ্ঠপুত্র (যুবরাজ) ও দূতগণ ; ঘোষণাকারিগণ,
নাগরিকগণ, নগর রক্ষক, ব্রাহ্মণগণ, ঋষিগণ, ব্রহ্মদূত, দিব্যধামবাসীগণ,
অম্বরীষের দূতদ্বয়, সিদ্ধচারণগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

বেদমাতা	গায়ত্রী দেবী ।
শুনত্রী	বিশ্বামিত্রের মহিষী ।
অরুন্ধতী	বশিষ্ঠের পত্নী ।
বদরী	ত্রিশঙ্কুর রাণী ।
অদৃশ্যন্তী	শক্তির স্ত্রী ।

মেনকা, রম্ভা, উর্ধ্বশী, ঘুতাচী প্রভৃতি অপরাগণ, নাগরিকগণ,
দিব্যধামবাসিনীগণ, দেবীগণ ইত্যাদি ।

—*—

তপোবল ।

—০০০০০০—

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

—:~:—

বশিষ্ঠের তপোবনের একপার্শ্ব ।

বিশ্বামিত্রের সভাসদ, সেনাপতি ও সদানন্দ ।

সদানন্দ । ভারী অত্যাশ, ভারী অত্যাশ !

সভাসদ । কার অত্যাশ ঠাকুর ?

সদা । এই ব্রহ্মার—

সভা । কেন বল দেখি ?

সদা । এই দেখ না, আপনার বেলায় চার মুখ করে-
ছেন, আর পেটের ভেতর—গোটা আষ্টক না
হোক—চারটে তো খোল নিশ্চিত ক'রেছেন ;
আর মানুষের বেলা একটি মুখ আর একটি
পেটের খোল ! আরে ছাই, পেটও তো কারো
কাছে ধার ক'রবার জো নাট ! এই নিজের পেট
নিরে যত্ন ক'রো, আমার গালে মুখে চড়াতে
ইচ্ছা হ'চ্ছে !

সেনাপতি । আহা, তাই তো ঠাকুর, অত্যাশই তো
বটে !

সদা । অত্যাশ নয় ? পাহাড় পাহাড় মোণ্ডা, পাহাড়
পাহাড় পুরী, পাহাড় পাহাড় মিঠাই, পুকুর পুকুর
ক্ষীর, পুকুর পুকুর দধি ! হায় হায়, কি হ'লো রে,
এ সব ফেলে চ'লে যেতে হ'লো ! বামনী রে, তুই
কোথা ? ছেলেপুত্রের হাত ধ'রে চ'লে আয়—
আমার আপশ্রমে প্রাণ বেরুচ্ছে—শেষ দেখাটা
দেখে বা !

সেনা । আর কি ক'রবে ঠাকুর ! চল, মনের আপ-
শ্রম মনে মনে সহরে ফেরা যাক ।

সদা । যাও, আমার সঙ্গে কথা ক'ও না, আমি
রেগেছি ! ওই বশিষ্ঠের হস্ত-নেস্ত না
আমি আর এ বন থেকে নড়'চিনে ।
আবাগের বেটা মূনি হয় ! রাজারাজড়া বে
চোখে দেখতে পার না—সেই সকল
সামগ্রী—রাজার অনাথা চতুরঙ্গ সেনাকে
ফালে, একটা সামান্য পদাতিক পর্যন্ত ব
হ'লো না ; আর আমার কি না—মুখে
একটা দিতে না দিতে—পেট ভ'রে এলো !
হায়, কি হ'লো ! বামনী রে, তোর সঙ্গে
দেখা হ'লো না ! আমি বিবাসী হ'লেম, এ
ছেড়ে আমি আর কোথাও যাচ্চিনে ।

সভাসদ । কি ঠাকুর, বৈরাগ্য উদয় হ'লো না !
সদা । হবে না ? ব্রাহ্মণের ছেলে, তপোবন এ
যেতে পারি ?

(বিশ্বামিত্র ও বলিষ্ঠের প্রবেশ)

বিশ্বা । মুনিবর,
কল্পনা-অতীত এই অদ্ভুত ঘটনা !
ভ্রমিলান সঙ্গার ধরা,
বহুস্থানে বাহুবলে পাইলান পূজা ;
কিন্তু জন্মনি ধারণা—
এতাদৃশ আতিথ্য-সংকার-সম্ভাবনা কত !
অপূর্ণ বসন, অপূর্ণ আসন—
পূর্বে বাধা চক্ষে না হেরিছ—
অপর্যাপ্ত সে সকল তব তপোবনে !
চর্য্য, চোখা, লেহ, পেয়, যড়সমুত
ভক্ষ্যব্য কত, শতপুল্ল সনে,
চতুরঙ্গ নৈত্তে মিশি ভুক্তিতে নারিছ ।
কহ হে তাপস,
এ ঐশ্বর্য্য কোথায় পাইলে—
অনায়াসে হৈল যাহে আতিথ্য-সংকার ?

বশিষ্ঠ । কামধেনু আছে মম সবলা নামেতে,
যে ঐশ্বর্যবলে, যে জবা যখন প্রয়োজন,
সবলা দোহনে প্রাপ্ত হই সেইক্ষণে ।

বিখ্য । সুনিবর, কোটি গাভী করিব প্রদান,
বিনিময়ে সবলারে করহ অর্পণ ।

বশিষ্ঠ । এ কি আশ্রা দেন, মহারাজ,
সবলারে কিরূপে ত্যজিব ?

বিখ্য । শুন হে তাপস,
ধনরত্ন রাজ্য আদি বাহা অভিলাষ—
যেবা ইচ্ছা তব—

দানিব তোমায়, দেহ সবলা আমার ।

বশিষ্ঠ । মহারাজ, কি ঐশ্বর্য অভাব আমার,
সবলার কল্যাণে সকলি পাই আমি ।

বিখ্য । রাখ মান, দেহ দান, কৃপা কর, সুনি ।

বশিষ্ঠ । মহারাজ, পুরাইতে নারিব বাসনা ।

কামধেনু সবলা-প্রভাবে,
বাগযজ্ঞ, পিতৃলোক-ক্রিয়া,
আতিথ্য-সৎকার আদি
অনায়াসে হয় সমাধান ।

অস্ত্রাঘা বাচঞা তব কেন মহারাজ ?

বিখ্য । জান, সুনি, আমি সম্রাট তোমার ?

বশিষ্ঠ । কর্তব্য আছিল বাহা সম্রাটের প্রতি,
করিয়াছি সে কার্যসাধন ।

বিখ্য । উত্তম যে রত্ন যথা আছে ধরাতলে—
ভূপতি সবার অধিকারী ;

গোরত্ন রেখেছ তুমি রাজ্যে বঞ্চিত ।

বশিষ্ঠ । পাইয়াছি কামধেনু তপস্তা-প্রভাবে,
শাস্ত্রমত নাহি তাহে রাজ-অধিকার ।

বিখ্য । অধিকার সকলি রাজ্যর ।

দেহ, নহে বলে আমি করিব গ্রহণ ।

বশিষ্ঠ । তনয়া-অধিক প্রিয় সবলা গোধন,
যেচ্ছায় নারিব ভারে করিতে অর্পণ ।

কামধেনু ইচ্ছামত মম অঙ্গুগত,

ইচ্ছা যথা তথা খেহু রহে ;

যদি তবাপ্রয় করে আকিঞ্চন,

করহ গ্রহণ ;

যদি বলে রাজা করহ হরণ—

দরিদ্র ব্রাহ্মণ—মম কি আছে উপায় ?

কিন্তু মম স্নেহচরিত্র ।

যেচ্ছায় সবলা নাহি করিব প্রদান ।

বিখ্য । সেনাপতি, দেহ আজ্ঞা গোধন আমিতে ।

যে রত্ন রাজ্যর অধিকার,

বকনা করিয়ে ভূপে রেখেছে ব্রাহ্মণ ।

[সেনাপতির প্রস্থান ।

বশিষ্ঠ । মহারাজের জর হোক ।

[বশিষ্ঠের প্রস্থান ।

সভা । দেখেছ, দেখেছ সদানন্দ, ভণ্ড বায়ন বলে

“জর হোক”, কিন্তু মনে মনে বলে, “জর হোক” ।

আর তোমার এবার সুবিধা হ’লো, আর বনে
এসে বিবাগী হ’তে হবে না ; রাজপুরেই বিবাগী
হ’লে চলবে ।

সদা । উঁহ, ভাল বুঝিনে ।

বিখ্য । কি ভাল বুঝিনা ?

সদা । মহারাজ, ও বায়নের গরু, ও পথে-ঘাটে
যেখানে সেখানে নাহবে না, ও গোয়ালে এসে
নাদে ।

সভা । তুমিও তো ব্রাহ্মণ আছ, মহারাজকে ব’লে,
গরুটি তোমার গোয়ালেই রাখিয়ে দেওয়া বাবে ।

[সদানন্দের প্রস্থান ।

সভা । মহারাজ, অকস্মাৎ রণ-কোলাহল শোনা
বাচ্ছে! এ কি কোন বিপদসৈন্য আক্রমণ ক’রুলে
না কি ?

(প্রথম দৃতের প্রবেশ)

বিখ্য । কি সংবাদ ?

১ম দূত । মহারাজ—গাভী নর, গাভী নর—মামারী

দানবী! আমরা বলপূর্বক বন্ধন ক’র ল’য়ে

যেতে চেষ্টা ক’রলুম, গাভী রজ্জু ছেদন ক’রে বশি-

ষ্ঠের নিকট উপস্থিত হ’লো । মানবীভাবায়

বলে, “পিতঃ, কি নিমিত্ত আমার বিদায়

দিচ্ছেন?” বশিষ্ঠ বলেন, “না, আমি নিরুপায়,

রাজা বলপূর্বক তোমায় ল’য়ে বাচ্ছেন, আমি

তোমায় বিদায় দিই নাই । কল্লিরের বল—

তেজ, ব্রাহ্মণের বল—কমা ; তোমার যদি অতি-

কৃতি হয়, গমন কর ।” গাভী বলে, “আদেশ

প্রদান করুন, আমি আনুগত্য করি ।” বশিষ্ঠ

আদেশ দিলেন, এই গাভী হৃদয় তাগ ক’রলে

—সে এক বিকট মূর্তি—এখনো হৃৎকম্প হ’চ্ছে ।

গাভীর সর্বাঙ্গ হ’তে নানা বর্ণের সৈন্তস্বর হ’য়ে

আমাদের প্রতিরোধ ক'চ্ছে। সেনাপতি ঐ-
পথে তাদের নিরস্ত ক'রতে পাচ্ছেন না।

(সদানন্দের পুনঃ প্রবেশ)

সদা। মহারাজ—পালান, পালান। গাভী যেমন
ছানাবড়া নাদে, তেমনি সৈন্ত চোনার। পালান,
পালান, ভিলমাত্র অপেক্ষা ক'রবেন না।

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। মহারাজ অকৃত কথন!—
করিয়ে তাড়না, ধেছ ল'য়ে যাই রাজ্যমুখে,
অকস্মাৎ জীবন-সুরতি
কামধেনু করিল ধারণ।
প্রভাত-অরুণ সম আরক্ত লোচন,
গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়ে,
বজ্রনাথে হৃদ্য রব করি পরিত্যাগ,
স্বজিল অদ্বুত সৈন্ত-শ্রেণী!
লোহিত হরিত পীত বিবিধ বরণ,
সৈন্তগণ বিকট-দর্শন,
নানা অস্ত্রে অশ্বগজরথে,
জুসজ্জিত রাজসৈন্ত কৈল আক্রমণ।
আকুল স্বপক্ষ-সেনা—
চতুর্দিকে ধায় উভরড়ে।

বিধা। কি, ভীক সৈন্তগণ পলায়ন ক'চ্ছে! তুমিও
রণস্থল পরিত্যাগ ক'রেছ? এস, দেখি, বিপক্ষ
সেনার কত বল!

(যুবরাজের প্রবেশ)

যুবরাজ। রাজ্যধিরাজ কেন অগ্রসর হবেন, আমরা
শত ভ্রাতা উপস্থিত র'য়েছি।

বিধা। বাণ্ড, ভণ্ড তাপসকে আমার সম্মুখে ল'য়ে
এস। রাজ-আজ্ঞা উপেক্ষা ক'রে দণ্ডনীয়
হ'য়েছে।

[যুবরাজের প্রস্থান।]

সেনাপতি, যদি সাহস হয়, কুমারের পশ্চাৎ গমন
কর।

[সেনাপতির প্রস্থান।]

সদা। মহারাজ, বোর রণ-কোলাহল স্রুত হ'চ্ছে,
অত্র-দীপ্তিতে দশ-দিক্ আলোকিত।

বিধা। এ কি! মহা অজ্ঞ কে প্ররোগ ক'রে? কোন
দেবরথী কি বনিষ্ঠের সহায় হ'লো?

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

২য় দূত। মহারাজ—মহারাজ—

বিধা। শীঘ্র কহ কি সংবাদ, ভীক!

২য় দূত। মহারাজ, বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কালাস্তক বম,

যষ্টি-করে পশিল সময়ে—

অনল উৎপলে যষ্টি-মুখে—

রাজসৈন্ত তুলা সম হৈল ভস্মমাংস!

অগ্রসর শতক কুমার রণে,

কিন্তু কালাস্তক অনল-বরিষণে,

ব্রাহ্মণ-সমীপে সবে বাইতে অক্ষম;

কি জানি কি হয় মহারণে!

(তৃতীয় দূতের প্রবেশ)

৩য় দূত। মহারাজ, মহারাজ,

শত রাজপুত্র হত বশিষ্ঠের রণে!

যষ্টি-করে, অটল মেরুর সম মূনি,

যষ্টি হ'তে প্রদীপ্ত হইল মহানল;

হর-কোপানলে দগ্ধ সমগ্র বেমন,

তেমতি হইল ভস্ম শতক কুমার!

বিধা। পুত্রহস্তা ব্রাহ্মণের আজ নিষ্ঠার নাই।

[সদানন্দ ও সভাসদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

সদা। আর কি দেখছেন, চলুন—ওট ওট, রাজার
সঙ্গে গিয়ে ওড়া যাক।

সভা। এ সময় পরিহাস কর, ব্রাহ্মণ?

সভা। পরিহাস নয়, ভস্ম হ'লে দেহের ভারটা
কিছু লঘু হবে—দায়িত্বের বিচরণ ক'রতে
পারি যাবে।

সভা। কি, তুমি বুদ্ধ ক'রবে না কি?

সদা। না, বুদ্ধ ক'রবো না, ভস্ম হব।

সভা। সে কি?

সদা। সে কি আর! রাজার সঙ্গে অনেক চর্যা-

চোধ্য আহার হ'য়েছে, নানা রাজ-পরিচ্ছদ
ধারণ করা হয়েছে, নানা প্রকার আনন্দ আহ্লাদ
হ'য়েছে; শেষটা পোড়বার পালা, ওটা আর
বাকী রাখছি নে। ম'শার যদি না এগোন, ধীরে
ধীরে কিরুন। ব্রাহ্মণীকে খবর দিবেন যে, তাঁর
পতি অগ্নিস্পর্শে দেহ পবিত্র করেছেন।

সভা। না, আমিও দেহ পবিত্র করি গে চলুন।

সদা। বটে! দেখছি এক সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ

হবে। বেঁচে থাকলে অনেক প্রাণে ভোজন-
ক্রিয়াটা হ'তো।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাক।

—*—

বশিষ্ঠের তপোবনের অপর পার্শ্ব।

বশিষ্ঠ ও বিখামিত্র।

বশিষ্ঠ। আরে নৃপাধম, এখনো তোর দন্ত দূর
হ'লো না! শতপুত্র নাশ, অরণ্যবৎ সৈন্তক্ষয়
অন্ধে দেখুলি, তথাপি তোর ব্রহ্মতেজ উপলব্ধি
হ'লো না! অখ, রথ, সারথি বিনষ্ট, তুণীর অস্ত্র-
হীন, ধনুস্তপ্ত ছিন্ন, তথাপি গদা-হস্তে অফালন
কচ্ছিস?

বিখা। আরে কপট তপস্বি, তোরে এই দণ্ডেই
বিনাশ ক'রব, দেখি, জগতে কোন্ তেজ
ক্ষত্রিয়তেজ নিবারণ করে! বালক পুত্রগণ
ও সামান্য সৈন্ত বিনাশ ক'রে, তোর এত দূর
অহঙ্কার! সে অহঙ্কার এই গদাবাতে চূর্ণ
ক'রবে।

বশিষ্ঠ। নৃপকুলকলক, এখনি তোর গর্জ ঋক্স হবে।
(সহসা বশিষ্ঠ-হস্তস্থিত ব্রহ্মবটি প্রজ্বলিত হওন)

বিখা। কি আশ্চর্য্য, এ কোন কুহক, না এই ব্রহ্ম-
হস্তজ! এই তেজে কি আমার শত পুত্র নিহত
হ'য়েছে? আমার তুণীর শূত্র, মহা-অস্ত্র সকল
ভস্মীভূত, ব্রাহ্মণ অচল অটল অবস্থায় অবস্থান
কচ্ছে! আমি স্বয়ং বা ভয় হই! এ দারুণ অগ্নি
আমার গ্রাস ক'রতে আসছে।

(অন্ধকার প্রবেশ)

অরু। প্রভু, প্রভু, ব্রহ্মতেজ সংবরণ করুন!
সামান্য কামধেনুর নিমিত্ত তপোবনে বহু নর-
হত্যা হয়েছে; মহারাজ বিখামিত্রকে ভয় ক'র-
বেন না। ওঁর শত পুত্র ভয় হ'য়েছে; অর্দ্ধ-সৈন্ত
ভস্মীভূত, অর্দ্ধ-সৈন্ত পরায়িত; দেখুন—সৈন্ত-
হীন, অস্ত্রহীন, রথহীন—একমাত্র মহারাজ ব্রহ্ম-
বটি-তেজে মুহূর্ত্তমান অবস্থায় দণ্ডায়মান! আর

কেন ক্রোধ কচ্ছেন? আপনি তেজ না সংবরণ
করলে এখনি ভয় হবে।

বশিষ্ঠ। কিরূপ বলছ? আমি তেজ সংবরণ
করলে, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় এখনি আমার বধ
করবে।

অরু। প্রভু, ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণের যে জন্মমুহুর্ত্ত আছে,
তা তো কই শ্রীমুখে শুনি নাই। তবে ব্রহ্মতেজ
না সংবরণ করলে সংসারে ধোরতর অনিষ্ট উৎ-
পন্ন হবে; এবং জনবিনাশে—সে কেজ প্রয়োগ-
জনিত নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়ার—আপনি ব্রহ্মতেজ-
বজ্রিত হবেন। অনেক অনিষ্ট হয়েছে, কে জানে,
বিশ্ব-নিয়মে তার পরিণাম কি! ঐ দেখুন, দেব-
গণ, সিদ্ধাচারণগণ—প্রলয়কালীন কালানলসদৃশ
আপনার দণ্ডনিঃসৃত অনলদৃষ্টে—ভীত হয়েছেন।
ঐ শুনুন—“ক্ষাণ্ড হও, ক্ষাণ্ড হও”—সকলে উচ্চ
শব্দ কচ্ছেন।

বশিষ্ঠ। তুমি প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, তুমি সন্তুদেহ-
দাত্রী। আমি তেজ সংবরণ করলেম। সত্য,
আমার আবার জন্মমুহুর্ত্তা কি? আমি সামান্য
জীবের জায় ভয়-মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য করেছি।
তুমি প্রকৃত বিজ্ঞানসম্পন্ন, তোমার আশঙ্কা
সত্য। এ অনিষ্টসাধনের ফলভোগী—আমি,
এবং আমার দোষে তোমাকেও ফলভোগী হ'তে
হ'লো। বিখামিত্রের শত পুত্র-বিনাশে, আমিই
আমার বংশের অনিষ্টসাধন ক'রলেম। যদি
রক্ষা হয়, সে কেবল তোমার পূণ্যবলে। (বিখা-
মিত্রের প্রতি) মহারাজ বিখামিত্র, আমি না
বুঝে কামধেনু আপনাকে দান করা অসম্মত
হয়েছিলেম। আমি ধেনুর অধিকার পরিত্যাগ
করলেম, আপনি গ্রহণ করুন।

বিখা। না বশিষ্ঠ, কামধেনু অধিকারের যোগ্য আমি
এক্ষণে নই। কামধেনু তোমার শক্তিতে, নচেৎ
কামধেনু—ধেনু মাত্র। আমার চক্ষু উন্মীলিত,
ব্রহ্মশক্তিই শক্তি, ক্ষত্রিয়-শক্তিতে শত ধিক্!
আমার বজ্রধারী ইন্দ্র তুল্য শতপুত্র তোমার
তেজে ভস্মীভূত! যে অস্ত্রে সাগর শোষিত হয়,
সেই অস্ত্র তোমার তেজে নিফল। যদি
দিন পাই, তোমার সম্মুখীন আবার হব। ব্রহ্ম-
বলই বল, ব্রহ্মবলই বল,—শতধিক্ ক্ষত্রিয়-বলে!
এ অপমানের প্রায়শ্চিত্ত—মৃত্যু, অপর প্রায়শ্চিত্ত

নাই, অপর প্রার্থিত নাই। কিছু কিছু, ক্ষত্রিয়-বলে শতধিক ।

[[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান ।

অরু । প্রভু, বোধ হয়, রাজা মনোর আবেগে সংসার পরিত্যাগ ক'রে কোথায় গমন ক'রেন, আপনি ও রে নিবারণ করুন ।

বশিষ্ঠ । সে শক্তি আমার নাই । রাজা দৃঢ়সংকল্প, তাঁর সংকল্প কদাচ ভঙ্গ হবে না । বোধ হয়, তপস্তায় গমন ক'রেন । ব্রহ্মলোকে শুনেছি, আশ্চর্য্য তপোবলের দ্বারা অচিরে সংসারে প্রচার হবে । অমুমান হয়, এই তার সূচনা । কি কর্ণেয়, কি কর্ণেয়, সামান্য কামধেনুর নিমিত্ত এত গহিত কার্য্যে লিপ্ত হলেম !

অরু । প্রভু, আপনি ক্রান্ত হয়েছেন, কুটীরে আসুন, দাসীর সেবা গ্রহণ করবেন ।

বশিষ্ঠ । কল্যাণি, আর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করবো না । এই মহাপাপের প্রারম্ভিত প্রয়োজন ।

অরু । কেন, কেন, প্রভু, আপনার অপরাধ কি ? আপনি আশ্রয়লাভ করেছেন মাত্র ।

বশিষ্ঠ । সাধিব, তুমি ব্রাহ্মণের নিয়ম কি অবগত নও ? ব্রাহ্মণের রক্ষার ভার ব্রহ্মবাদেবের, অয়ং তার আশ্রয়ক্ষার অধিকার নাই । মারা-মোহের আবাস এই পাক্‌ভৌতিক দেহরক্ষার নিমিত্ত, কোটি কোটি নরহত্যা, রাজপুত্র-হত্যা দ্বারা কথিরে তপোবল বলুঘিত কর্ণেয় । এর প্রায়-শ্চিত্ত নিত্য প্রয়োজন, নচেৎ বেদমাতা গায়ত্রী আমার পরিত্যাগ করবেন । যদি তপঃপ্রভাবে দুর্দম মন দমন করতে বিশিষ্টরূপে সক্ষম হই, তবেই পুনরায় বশিষ্ঠ নামের যোগ্য হব ; নচেৎ তপ জপ হোম যজ্ঞ—সকলই বিফল ! শুভে, তুমি কামধেনু সবলাকে বলো, যেন সবলা কোন যোগ্য তাপসের আশ্রয় গ্রহণ করে ; আমার আশ্রমে সে কলুষিত হবে ।

(বশিষ্ঠের প্রস্থানোচ্চোগ)

(বেদমাতার প্রবেশ)

বেদমাতা । বশিষ্ঠ, কোথায় চলেছ ?

শিষ্ঠ । আপনি কে, মা ?

বেদ । আমি তোমার সঙ্গী আছি, আমার চিন্তে পাচ্ছ না ? বোধ হয়, ক্রোধান্বিত প্রজলিত

হওয়ার পেই ধূমে তোমার দৃষ্টিশক্তি আবরিত করেছে, তাই চিন্তে পাচ্ছ না । ব্রাহ্মণ পরের পাপের প্রারম্ভিত করবে, পরের পাপ গ্রহণ করবে, আপনার পাপ, কর্মকল-ভোগ দ্বারা শাস্তি করবে । ব্রাহ্মণের শাস্তি—জ্ঞানার্জন, কর্মকল অপ্রতীকার পূর্বক সহ করা । তুমি জানী হয়ে কেন আশ্রয়লাভ করছ ? তোমার শাস্ত্যায়ন কি সন্দেহে বিফল ?

বশিষ্ঠ । মা, মা, আমি জানী নই, আমি মহা অজ্ঞান ! তবে আপনার দর্শনে যদি জ্ঞানভাষ হয় । বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিনাশ করেছে, অপকপাতী বিধির নিয়মে তার প্রতিশোধ হওয়া উচিত ।

বেদ । যদি বুঝে থাক, তবে গৃহ ত্যাগ ক'র কেন ?

বশিষ্ঠ । হাঁ মা, তোমার রূপায় আমার উপলব্ধি হয়েছে যে, ক্রোধ বশতঃ আমি কুলক্ষয় করেছি ; তবে যদি স্মৃশীলা অক্লান্তীর পূণ্যবলে বংশরক্ষা হয়, পিতৃলোকের পিতৃরক্ষা হয় । মা, আমি গৃহে চলেম । মন—পুত্র, কথন মোহ আশ্রয় করবে, জানি না, তুমি আমার সর্ব্বনা সতর্ক করো ।

[বশিষ্ঠের প্রস্থান ।

অরু । মা, যদি রূপা ক'রে দর্শন দিলে, আমার সেবা গ্রহণ করবে এস ।

বেদ । তোমার সেবা তো আমি চিরদিনই গ্রহণ করি । তুমি তোমার স্বামীর সেবার দ্বিবাধা নিযুক্ত, এ অপেক্ষা প্রিয় সেবা আমার নাই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাক্ষ ।

—:—

প্রয়াগ—ত্রিবেণী-তীর ।

বিশ্বামিত্র ।

বিশ্বা । এই দম্ভ, এই বীৰ্য্য, ক্ষত্রিয়-ধোরব— পরাভব একমাত্র ব্রাহ্মণ প্রভাবে । শত পুত্র হত, চতুরঙ্গ সেনা নিপাতিত বিনা অস্ত্রে—একমাত্র বষ্টির প্রভাবে । বষ্টি-করে,

সশর নিবারে ঘোরে মরিচ ব্রাহ্মণ ।

অপমান—ঘোর অপমান—

রাখিতে নাহিক স্থান বিতীর্ণ ধরার ।

হইলাম উপহাসভাজন সবার,

তাজি ছার গ্রাণ, অপমানে পাব পরিত্রাণ ।

ত্রিধারার বহিছে ত্রিবেণী,

পুণ্য তীর্থ ভূনি,

দানি' দেহ বিসর্জন, করিব মনন—

অশ্রু যাছে হয় মম ব্রাহ্মণ-ঔরসে ।

ধিক্ ধিক্ ক্ষত্রিয়ের বলে শতধিক্ !

(অবসরভাবে উপবেশন)

(বালকবেশী ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্য । অহে ! ওঠ—ওঠ, চল চল, আমার সঙ্গে চল ।

বিখা । তুমি কে বাপু ?

ব্রহ্মণ্য । আমি যে হই না, তুমি এস ।

বিখা । কেন, তোমার সঙ্গে যাব কেন ?

ব্রহ্মণ্য । আমি তোমায় পুষ্ক ।

বিখা । পুষ্ক কে ?

ব্রহ্মণ্য । পুষ্ক কি জান না ?—যেমন বানর পোষে, হনুমান্ পোষে, ভালুক পোষে—

বিখা । আমি জানোয়ার ?

ব্রহ্মণ্য । জানোয়ারের বাড়ী ; জানোয়ারেরা মরতে চায় না, তুমি মরতে চাও ।

বিখা । আমি ম'রতে চাই, তুমি কি ক'রে জানলে ?

ব্রহ্মণ্য । আমি তো তোমার মত আহাশুক নই যে, বুঝতে পারবো না । বুড়া ধাড়ী বামুন, আকেশ নাই, গালে হাত দিয়ে—জলে বাঁপ দেবে কি না তাব্ছ ?

বিখা । বালক, কোথায় বাচ্চ যাও, আমি ব্রাহ্মণ নই ।

ব্রহ্মণ্য । ব্রাহ্মণ যদিও নও, তবে ম'রে বামুন হবে কি ক'রে ?

বিখা । কে তুমি ? আমার মনোভাব তুমি জানলে কি প্রকারে ?

ব্রহ্মণ্য । এই যে চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে বক্তৃতা করেছিলে, নইলে পোষবার জন্তে ধ'রে নিয়ে যেতে আসবো কেন ?

বিখা । কে তুমি ?

ব্রহ্মণ্য । আমি যে হই না কেন, তোমার আকেশের

মৌড়টা দেখি, যদি বামুন নও, তবে বামুন হবে কি ক'রে ?

বিখা । ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মে ।

ব্রহ্মণ্য । তা হ'লে কি হবে, তোমার চাঞ্চল্য হাত বেরোবে না লাজ বেরোবে ? এখন কোন্টী ক'ন আছে যে, তখন সেটা বেশী হবে ?

বিখা । বালক, তুমি জান না, ব্রাহ্মণের ঔরসে না জন্মালে ব্রহ্মতেজ লাভ করবো কিসে ?

ব্রহ্মণ্য । বোকারাম, তুমি জান না, এক ব্রহ্মতেজ ব্যতীত বেঁচে আছে কি ক'রে ? কথা ক'রু কি ক'রে ? ব্রহ্মতেজই জগৎ । যাও, তোমার কাছে থাকতে নাই, আমি চল ।

বিখা । বালক, তুমি কে ? ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম ব্যতীত কি ব্রাহ্মণ হয় ?

ব্রহ্মণ্য । আরে, কি আহাশকের মতন বকে ! ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মেও চণ্ডাল হয় । ব্রাহ্মণ-পুত্র গোতম চণ্ডাল হ'য়েছিল ; তার কৃতঘ্নতায়, শৃগাল-নুকুরে তার মাংস ভক্ষণ করে নাই ; কার্যে—ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল প্রভেদ । আত্মা সবার সমান । যে তপস্যার আশ্রয় কর, সেই-ই ব্রাহ্মণ ; নচেৎ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে, হ'গাছা হতো গলায় দিয়ে, “ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ” করলে কি ব্রাহ্মণ হয় ?

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান ।

বিখা । কে জানে, কে এ বালক ! সত্য, তপস্যাই বল । ব্রাহ্মণ তো অনেক আছে, কিন্তু বশিষ্ঠ একরূপ তেজস্বী কেন ? বশিষ্ঠ—তপের প্রভাবে বশিষ্ঠ । তপঃ-প্রভাবে আমিও ব্রাহ্মণ হব ; না, তাও কি সম্ভব ? কই, কোন্ ক্ষত্রিয় তপঃ-প্রভাবে ব্রাহ্মণ হ'য়েছে ? বা হোক, আজ ম'রবো না, চিন্তা ক'রে দেখি ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্তীক্ষ ।

—*—

কাতকুজ—সুদক্ষিত নগর-তোরণ ।

(ঘোষণাকারিণীর প্রবেশ)

ঘোষণাকারী । মহারাজাধিরাজ বিখামিজ দ্বিধিকর ক'রে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন ক'রেন । সপ্ত

তপোবল ।

দিশানিশি সকলে আনন্দোৎসব কর, মহারাজীর
আদেশ । রাজকোষ হ'তে উৎসবের ব্যয় হবে ।
জয়, মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয় ।

[নেপথ্য—জয়, মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয় ।]

[বোষণাকারিঘরের প্রস্থান ।

(নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

অবনত সঙ্গারগা অবনী ।

বাজে হৃদুতি বিজয়, উঠে গভীর জয়ধ্বনি ॥

উজ্জ্বলা দীপের মালা, হাসে নগরী,

স্বরতি কুসুম-হার পরি ;

গরবে উড়ছে ধ্বজা—নতশির অরি,

নয়ন ভরি এস নেহাতি,—এস নাগর-নাগরী ;

শৌর্য্য বীৰ্য্য ভুবন-পূজা রাজ্যে আসে নৃমণি ॥

[সকলের প্রস্থান ।

(মন্ত্রী ও নগররক্ষকের উভয়দিক্ হইতে প্রবেশ)

মন্ত্রী । নগর-রক্ষক মহাশয়, সর্বনাশ ! আহত সেনা-
নায়ক—এসে সংবাদ দিলে যে, তপোবনে মহারাজ,
বশিষ্ঠ-সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে, কোথায় গিয়াছেন,
কেউ সন্ধান পাচ্ছে না । উৎসব নিবারণ করুন,
চতুর্দিকে সতর্ক দূত প্রেরিত হোক, বোষণা
হেন, যে মহারাজের সংবাদ দেবে, কোটি স্বর্ণ-
মুদ্রা তার পারিতোষিক ।

নগর রক্ষক । এঁা, কি সর্বনাশ !

মন্ত্রী । বান বান, আক্ষেপের সময় নাই, তিলমাত্র
বিলম্ব না হয় ; দূতগণ এই দণ্ডেই চতুর্দিকে
ধাবিত হোক ।

[নগর-রক্ষকের প্রস্থান ।

(স্নেহজার প্রবেশ)

মন্ত্রী । এ কি, মা, আপনি হেথায় কেন ?

স্নেহজা । রাজার অদর্শন ;

রাজ্যের অব্যবস্থা কারণ,

আগমন মম, বৎস, তব সন্নিধানে ।

শিশুপুত্র দিয়ে রাজ্যভার,

রাজকাৰ্য্য করহ উদ্ধার,

যাব আমি পতি অঘেষণে ।

মন্ত্রী । সে কি, মা, রাজরাজী কোথায় যাবেন ?

স্নেহজা । নহি ক্ষার রাজরাজী, শুন স্বামীয়র !

পতি গৃহত্যাগী,

কেমনে রহিব সতী গৃহে ?

যথা পতি, তথায় বসতি আজি হ'তে,

নগরে নাহিক স্থান ।

হত পুত্র শত,

নিরুদ্ধে রাজ-রাজেশ্বর ;

হের, দীপমালা-সজ্জিত নগর,

জ্ঞান হয় তিমির-আচ্ছন্ন বেন !

শুধু পুষ্পমালা, কুঞ্চিত পতাকা—

উড্ডীন গৌরবহীন—

দন্তে নাহি হয় সঞ্চালিত—

রাজ্যেশ্বর বিহনে কাতর বেন !

তুমি বিচক্ষণ,

সতীর কর্তব্য তব নহে অবদিত,

দেহ, বৎস, বিদায় আমার ।

পারি যদি, পতি সনে কিরিব নগরে,

নহে মম কিবা রাজ্য—কিসের সংসার !

মন্ত্রী । মা, হয়েচে প্রেরিত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দূতগণ,

রাজার সংবাদ লয়ে অবশ্য কিরিবে ।

কেন হেন সহসা উডলা, রাজরাণি ?

কুলের কামিনী শুন গো জননি,

অকর্তব্য একাকিনী তাজিতে আলয় ।

স্নেহজা । কেবা দূত, তব কেবা দেবে,

কে পারিবে কিরাতে রাজার ?

জান কি কোথায় নরবর,

কেন তিনি নিরুদ্ধেশ ?

শুন মম স্বপ্ন-বিবরণ,

মিথ্যা স্বপ্ন নহে কদাচন ।

স্বপ্নেবোধরণ করেছি দর্শন,

হেরেছি তাপসবেশে রাজরাজেশ্বরে

পশিতে নিবিড় বনে ।

কভু মম স্বপ্ন মিথ্যা নয়,

উপস্থিত সংবাদ প্রমাণ তার ।

নিরুদ্ধেশ নরপতি তপত্যা কারণ,

ব্রহ্মতেজ করিতে অর্জুন—

যেই তেজে পরাভব বাহুবল তাঁর ।

অন্তরে অন্তরে

তপাচারী নেহারি রাজ্যে,

আজি আমি তপস্বিনী, নহি রাজরাণী ।

ওই মম স্বপ্নদৃষ্ট সংবাদ-দারিনী—

পথ-প্রদর্শিনী এবে;

নেহার, জননী

ব্যগ্রচিত্ত ল'য়ে যেতে ভূপাল-সমীপে।

চল, মাতা, পথ দেখাইয়ে।

[প্রবেশের প্রস্থান।

মন্ত্রী। এ কি সর্বনাশের উপর সর্বনাশ হ'লো! এ পাগলিনীকে তো নিরস্ত ক'রতে পার্বে না। আমি স্বয়ং রক্ষক ল'য়ে গোপনে এ'র পশ্চাৎ গমন করি, এ ভিন্ন তো অস্ত উপায় দেখি না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্তীক।

—:~:—

বন-পথ।

বৃক্ হেলান দিরা ব্রহ্মণ্যদেব দণ্ডায়মান।

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা। এই দিক দিয়ে রাজা এসেছিল, কোন্ দিকে গেল? কোন রকমে ফেরাতে না পারলে তো বিষম বিপদ! চিরদিন ননী ছেনা খেয়ে, ভিক্ষা তো চলবে না। বিভাশূন্য ভট্টাচার্য্যের চলে কিসে? ছোটো শ্লোকও শিখি নাই যে, আউড়ে মাতব্বর হয়ে কোথাও ভিক্ষা গিতে যাব। এই ছোঁড়াকে জিজ্ঞাসা করি, রাজা কোথায় গেল।
ওহে, ওহে—

ব্রহ্মণ্য। কি হে?

সদা। এ দিকে কেউ গিয়েছে দেখেছ?

ব্রহ্মণ্য। কত লোক আসছে যাচ্ছে, কে তার সন্ধান রাখে? আমি ভোজনানন্দ শর্মা, ভোজন ক'রে একটু বিশ্রাম ক'ছি। তুমি কে?

সদা। আমিও ভোজনানন্দ শর্মা, তবে আমি ভোজন না ক'রে এদিক ওদিক ঘুরছি।

ব্রহ্মণ্য। - বেশ!

সদা। তোমারই বেশ, আমার আর বেশ কি বল?

ব্রহ্মণ্য। এই বেশ—দেখা হ'লো। চল না, তোমার সঙ্গে একটু ঘুরে ক্ষিদেটা করি, দশ জায়গায় খেতে হবে।

সদা। আর ঘুরবে কেন? এইখানেই একটু বিশ্রাম

কর না, আমার না হয় প্রতিনিধিই পাঠাও না।

ব্রহ্মণ্য। তুমি আমার প্রতিনিধি হ'তে পার্বে কেন?

সদা। খুব পার্বে। পরীক্ষা ক'রলেই বুঝতে পার্বে

ব্রহ্মণ্য। না, না, তোমার কর্ম নয়। এই ধর না,

পদীর না ত্রত ক'রেছে, দশ পের ছধ মেয়ে কীর

ক'রেছে, সেইটুকু চুমুক দিতে হবে; তৃতোর

বাপের শ্রাদ্ধ, দশ গণ্ডা লুচি আর দশ গণ্ডা মোড়া

ওড়াতে হবে; নারায়ণের বাপের ছোট ছেলের

পৈতে, চিঁড়ে-মুড়কির ফলার—

সদা। আর বলিস্ নিদান, বলিস্ নি; তোর

যেখানে খুদী, আমার এক জায়গায় পরখ কর।

ব্রহ্মণ্য। তবে আমার সঙ্গে ঘুরবে না। বোড়শো-

পচারে ভোগ, যত পার, খেও।

সদা। বোড়শোপচার তখন হবে—এখন এক উপ-

চার—কাছাকাছি কোথা? ছে? তা হ'লে,

সেইটুকু সেরে নিয়ে, রাজাকে একবার খুঁজি।

ব্রহ্মণ্য। রাজাকে কেন খুঁজ? সে এখন বামুন

হবার কিকরে ফিরচে।

সদা। হায় হায়, রাজার ছেলেকে কে এ ছরুঁজি

দিলে গো।

ব্রহ্মণ্য। কেন, বামুন হবে—তার আর ছরুঁজি কি?

সদা। দাদা, বরাত তো আর সবার জোয়ার মতন

নয় যে, পাঁচটার মা ছধ মেয়ে কীরের বাটা মুখে

ধ'রবে? দেখ না, উদরের আগার এই ছটুফট,

ক'ছি!

ব্রহ্মণ্য। না, সে শুনবে না, সে বামুন হবেই হবে।

সদা। হায় হায়, ঐ বশিষ্ঠের ভপোবনে দে'দিয়েই

শনির দৃষ্টি ধ'রেছে।

ব্রহ্মণ্য। তা আর কি ক'রবে বল? তোমার রাজা

বামুন না হ'য়ে আর ছাড়ছে না।

সদা। তা হন হবেন, সধ হ'য়ে থাকে, ঘরে গিয়ে

বামুন হবেন।

ব্রহ্মণ্য। তা হ'লে লোকে মান্বে কেন?

সদা। না মান্বেই তো ভাল। নইলে কেউ এসে

ব'লবেন—“ঠাকুর, আজ উপবাস ক'রে থাকো,

রাত্রে লক্ষ্মীপুতা ক'রতে হবে।” কেউ কস্মাস

ক'রবেন—“আমার বাপের পিণ্ডি মাথাও।”

ক্ষিদের পেট জ'লে ভিন্নি মাও, আর বাই কর

—সকো আফিক না ক'রে, সখে কিছ দিতে

পাছে না। শীত নাই, বর্ষা নাহ, তোরে ডুব হুঁড়ে
কম্বে কম্বে পঞ্চাশ কোশা জল মরা বাপের নাম
ক'রে ঢা'ল! বার ছিটে কোটা আঙুল আছে,
সে এ হাঙ্গাম ক'রতে বার!

ব্রহ্মণ্য। কেন ঠাকুর, তুমি তো বামুন?

সদা। এখন হাড়ী হবার জো নাই, তা কি করি
বল, দাদা? এখন চল না, তোমার পাঁচীর মা
না টা'চীর মা কে কোথায় আছে, একবার ঘুরে
দেখা যাক। ভর পে'ও না, আমি একচুমুক
চুমকেই তোমার কীরের বাটা ছেড়ে দেব।

ব্রহ্মণ্য। চল, তোমার খাইয়ে আনছি। তুমি
রাজাকে কেঁরতে চাও?

সদা। চাই।

ব্রহ্মণ্য। তবে এক কাজ কর—রাজার গোটা কতক
ভারী ভারী বজ্রমান জোটাও। হোমের আগুনের
ঠেলাতেই বাপ্ বাপ্ ক'রে বামুন হওয়ার লখ
ছুটে বাবে।

সদা। বলেছ মন্ড নর, তোমার কলি-কল্যা আসে।

তা, বজ্রমান কে ছুটেবে?

ব্রহ্মণ্য। তার জন্ত ভেবো না, আমি তোমার জুটিয়ে
দেব। এখন এস তোমার গ্রুথের বাটা খাইয়ে
আনি।

সদা। না না—দাঁড়াও দাঁড়াও—ঐ রাজা আসছে।

খেপুলো না কি, কি ভাবছে?

(বিখ্যামিত্রের প্রবেশ)

বিখা। অতীব সজত বাক্য কহিল বালক,

কি কাজ অসাধ্য তপোবলে!

তপস্তার ব্রহ্মাওলাভ হয়,

ব্রাহ্মণ না হব কি কারণ?

নির্জন্ম এ স্থান

কঠোর তপস্তা ব্রত করি অমুঠান;

অনশনে, শবন-তরুণে

মহাধ্যানে রহি নিগমন।

দা। মহারাজ—মহারাজ—

বিখা। কে ও, সখা! কেন আমার অহুসরণ ক'চ্চ?

দা। মহারাজ শুন্দি বামুন হবেন, তা রাজ্যে

গিরে বামুন হ'লে হয় না?

বিখা। না, সখা! রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই।

রাজ্যে বিক্, ঐশ্বর্যে বিক্! তপস্তা ক'রে দেখি,

তপের বিরূপ প্রভাব।

সদা। রাজপুরে ঘরে দোর দিয়ে যে যেন
চলুন না?

বিখা। শোন ব্রাহ্মণ, আমি অনাহারে অনিদ্রার
দিনরাত্রি তপস্তা করবো; যদি যনকামনা সিদ্ধ
হয়, তবেই জীবন সার্থক, নচেৎ এই মাংসপিণ্ড
দেহভার বহন অনাবশ্যক।

সদা। মহারাজের, ও কাজের জন্ত, বনে বাঘ-
ভাল্লুকের মুখে বাস ক'রে কি আবশ্যক?
মশারি নাই, মশা কামড়ে সর্কাদে শুড়পিটে
ক'রে দেবে। রাজপুরে দোর দিলেই নির্জন্ম
হ'লো। আর অনাহারে থাকতে চান, যখন
রাজভোগ উপস্থিত হবে, আমি হাজির আছি,
ডেকে পাঠাবেন; অন্নব্যঞ্জন বেশ বাগিরে নেব,
স্বচ্ছন্দে অনশনে থাকতে পারবেন। চলুন,
রাজ্যে চলুন।

বিখা। হে সখা, ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম করিয়া এখন
ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য না বুঝ কি কারণ?

কিবা রাজ্য, কি ঐশ্বর্য কিবা ধনজন!

বশিষ্ঠ-আশ্রমে,

ব্রাহ্মণ-প্রভাব তুমি অচক্ষে দেখিলে।

সপুত্র সাজিয়ে রপে চতুরঙ্গদলে,

জিনিবারে নারিলাম বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।

অপমানে দগ্ধ হয় প্রাণ,

ব্রাহ্মণের অতি উচ্চ স্থান,

সেই উচ্চ স্থান যদি পারি লভিবারে,

রাজপুরে ফিরিব আবার;

নহে, সংসার-সম্বন্ধ নাহি রাখিব জীবনে।

তপ—তপ—তপমাত্র ঐশ্বর্য নরের।

[বিখ্যামিত্রের প্রস্থান।]

সদা। ছোকরা, এখন করি কি বল দেখি? কিদের
তো মাথা ঠিক ক'রতে পাচ্চি নে। এখন
রাজার পেছ নি, না তোমার সঙ্গে পাঁচীর মার
বাড়ী বাই?

ব্রহ্মণ্য। তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি উপায়
ক'চ্চি। আমি তোমার রাজার একটা মন্ত
বজ্রমান জুটিয়ে দিচ্চি।

সদা। ছোকরা, তুমি পোক্ত আছ; এখন আমার
স্মৃতিবৃত্তি কর দেখি। তোমার তো ছ'শটা
খন্ডের আছে বলে, আমার গোটা দুই বাড়ী
দিয়ে একবার প'রখে নাও। দেখ, রাজার সঙ্গে

থেকে মুখটা বিগ্ড়ে গেছে, ভাল ভাল সামগ্রীতে
কিছু খেতে ভালবাসি ।

ব্রহ্মণ্য । দাদা, আমিও ।

সদা । তবে চল, বেখানে হোক লাগিয়ে দাও ।

(উভয়ের গীত)

ব্রহ্মণ্য । উদরটি ব্রহ্মাণ্ড, দাদা,

বুঝে কে ভাই এর কলর,

সদা । আমারও ব্রহ্মাণ্ড খুদে,

এটিও জ্বলর উদর ॥

ব্রহ্মণ্য । আমার যে যা দেয়—তাই খাই,

সদা । আমারও ভাই—তাই,

রসকরা পকায় মিঠাই—সামনে দিতেই নাই ;

ব্রহ্মণ্য । আমার ক্ষীরসর নবনীর উপর ঝাঁক,

সদা । আমারও ওই রোগ—বুঝে দাদা,

ছাঁচার রসক পরখ আগে হোক ;

ব্রহ্মণ্য । আমি ক্ষীরে ভাসি দিবানিশি,

ক্ষীরোদবিহারী ।

সদা । ক্ষীরখোর রসনা আমার,

আমি কোন্ হারি ;

উভয়ে । যার ঘরে ভর ক'বো রে ভাই,

তারই বেজার বরাত জোর ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

যষ্ঠ গর্তাক ।

—:~:—

বন ।

বেদমাতা উপবিষ্টা ।

(বিখ্যামিত্রের প্রবেশ)

বিখা । কে এ রমণী, এ নিবিড় বনে একাকিনী
ব'সে আছে ? তেজস্বিনী জ্যোতির্গয়ী মূর্তি—
যেন ধ্যানগঠিতা । মা, কে তুমি ?

বেদ । বাবা, আমার জান না ? আমি তোমার
হিতৈষিনী ; যখন তুমি গর্ভে, তখন থেকে
তোমার মঙ্গল কামনা করি ।

বিখা । নিশ্চয় কোন পুত্র-শোকাভুরা পাগলিনী !
বোধ হয়, আমার পুত্রজান ক'রে, আমার প্রতি
দেহপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ ক'চ্ছে !

বেদ । বাবা, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, আমি তোমার
মঙ্গল-কামনাতেই এখানে ব'সে আছি । তুমি
একা—বদি তোমার এই নিবিড় বনে বাস
ক'রতে সঙ্কোচ হয়—তাই আমি এগিয়ে ব'সে
আছি । আমি ব্যতীত তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ
ক'রবে কে, বাবা ?

বিখা । মা, আমার কি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে ?
আমার কি মনোবাঞ্ছা জান, মা ? আমি ব্রাহ্মণ
হ'বার কামনা করি ।

বেদ । তুমি ব্রাহ্মণ হবে কি ?—তুমি ব্রাহ্মণ । অজ্ঞান-
তায় তোমার নয়ন আবদ্ধ আছে, তাই আপ-
নাকে চিন্তে পাচ্ছ না । যখন চিন্বে, তখন
বুঝে—তুমি ব্রাহ্মণ ।

বিখা । কিরূপে চিন্বে ?

বেদ । তপস্শ্রাব্য চিত্ত শুদ্ধ কর, আমি তোমার
চিনিয়ে দেব ।

(বেদমাতার গীত)

বিড়ম্বনা, যে চেনে না, আমার চেনা খুব সোজা ।

সেই চেনে, যার নাইকো মনে, গাট দেওয়া

শাতপীঠের বোঝা ॥

গেরোর ফেরে ঘুরে ঘুরে, থাকি কাছে, যার সে দূরে,
চিন্বে বল কেমন ক'রে, অঁধারে যার চোখ বোজা ?
মনে-মুখে একই বলে, সিঁদে পথে সবাই চলে,

চিন্তে পারে সরল প্রাণ হ'লে ;

তার কাছে তফাৎ থাকি, ভাবের মিলে যার গোঁজা ॥

[বেদমাতার প্রস্থান ।

বিখা । মা গো, আমি ক্ষত্রিয়কুমার, তপস্শ্রাব্য
আছি ; কিরূপে তপস্শ্রাব্য করতে হয়, তা জানি
না । আমার উপদেষ্টা নাই ; এস, মা, তুমিই
আমার উপদেষ্টা হয়ে আমার শিক্ষা প্রদান
কর ।

(বেদমাতার পুনঃ প্রবেশ)

বেদ । শুন বৎস, চঞ্চল মানব-মন,

সংযম কারণ, তপস্শ্রাব্যজন্ম ;

যথাযোগ্য অনুষ্ঠান বিনা,

সংযম না হয় কদাচন ।

রসাদি ইঞ্জিয়-ভোগ্য বিষয়-বর্জন—

প্রথম সোপান তপস্শ্রাব্য ।

তপোবিদ্য—চিন্তার বিক্ষেপ ।

ইন্দিয়াদি না হ'লে দমন,
সুখ-দুঃখ-মাঝে দোলে মন,
সংঘম না হয় তার ।
সেই হেতু তরুর সমান,
শীত, তাপ, ঝড়বাত, বরিষার বারি,
তাপদের সহ প্রয়োজন ।

করে তরু, হ'তে আহাির সংগ্রহ,
বায়ুভক্ষ্য তরু সম তাপস-জীবন ;
তরু সম কঠোর আচারে
হয়, বৎস, তপস্তার পথে অগ্রসর ।

বিশ্বা । কহ, মাতা, ভৌতিক এ দেহ,
আশৈশব অন্তরূপ নিয়মে পালিত,
এ কঠোর ব্রত তবে কিরূপে সহিবে ?
কিরূপে হইবে, মাতা, এ দেহ রক্ষিত ?
কেমনে তপস্তা-পথে হব অগ্রসর ?

বেদ । মনের প্রকৃতি, বৎস, অজ্ঞাত তোমার,
সেই হেতু হয় তব ভর ।
ভ্রমবশে ভাবে মন আমি অতি ক্ষীণ,
সুখ-দুঃখ-শীত-তাপাধীন ;
কিন্তু যবে হবে উদ্বোধন,
আপনারে জানে যবে মন,
বুঝে—আমি মহাশক্তিমান ।
সে শক্তি-প্রভাবে
অসম্ভব সকল সম্ভবে ।
মনের প্রভাবে—তরুর প্রকৃতি লভে দেহ ।
শীত-তাপে না হয় কাতর,
আত্মজ্ঞানে রহে নিরন্তর,
নারায়ণে প্রত্যক্ষ হৃদয়ে হেরে ।
রহ তপস্তা-মগন,
ইষ্টলাভ নিশ্চয় হইবে ।
তপ—তপ—তপ—
অস্ত্র পছা নাহি কিছু আর ।

[বেদমাতার প্রস্থান ।

শ্বা । আয়ে রে, ভৌতিক দেহ,
নহি আর তোমার অধীন,
তুমিই আমার দাস,
দাস নহি তোমার কদাচ ।
হও আজ্ঞাবাহী,
শিদ্ধ কর মম প্রয়োজন ।
কর ইন্দির-দমন,

তপোবির না হয় আমার ।
অনিল হইতে কর ভোজ্য আহরণ,
কুণ্ডকে করহ খাসরোধ,
দেহি-বোধ ভ্রান্তি আর না দেহ আমারে ।
তপ—তপ, মহাতপে হব নিমগন ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

বন ।

বিশ্বামিত্র ।

বিশ্বামিত্র । চতুর্দিকে আলিয়া অনল,
হেঁট-মুণ্ডে উদ্ধ'গদে—
সহস্র বৎসর করিলাম বোর তপ ;
অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রিশেখরে,
বিনা আবরণে
বহুদিন রহিলাম ধ্যানে ।
দ্রবময়ী হইয়া তুষার
প্রবাহিত স্রোতস্বতীরূপে,
মগ্ন তাহে রহিলাম কত কাল ;
কিন্তু সকল বিফল—
রাজর্ষি লাভ মাত্র হইল আমার ।
বশিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি—আমি রাজর্ষি কেবল,
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ ক্ষত্রিয়-জনমে ।

(বেদমাতার প্রবেশ)

বেদমাতা । কেন বাবা, কেন এমন আত্মবিকার
কচ্চ ?

বিশ্বা । মা, তুমি না বলেছিলে, তপস্তা কর, ব্রহ্মর্ষি
হবে ! কঠোর তপস্তা করলেম—কি ফল হলো ?
আজ লোকপিতামহ দেবগণ-পরিবৃত হয়ে এসে
আমার রাজর্ষি নামে সম্ভাষণ করেছেন মাত্র ।
ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, যদি তার সমকক্ষ না হই, আমার
জীবন বৃথা । আমি কামনা য'রে দেহত্যাগ
করবো, পরজন্মে যাতে ব্রহ্মর্ষি লাভ হয় ।

বেদ । বৎস, জান কি রাজর্ষি কিবা—

কি প্রভাব তার ?
 মহা ভাগ্যোদয়ে হর রাজর্ষি লাভ ।
 ব্রহ্ম-বরে রাজর্ষি করিয়া অর্জন—
 মহা শক্তি ধর তুমি,
 অচিরে হইবে তব শক্তির প্রচার ;
 দেবদলে পুরন্দর পাবে তাহে জ্ঞান ।
 চমৎকৃত হবে ত্রিভুবন,
 ব্রহ্মা আসি বরপ্রার্থী হইবে তোমার ।
 না কর সংশয়,
 কতৃ মম বাক্য মিথ্যা নয়,
 কিন্তু জেনো সোপানারোহণ—
 উচ্চ স্থানে উত্থানের হেতু—প্রয়োজন !
 রাজর্ষি-সোপান করিয়া আরোহণ,
 ক্ষত্রিয়তাপস করে ব্রহ্মর্ষি লাভ ;
 সে সোপান আরোহণ করিয়াছ তুমি ।
 অগ্রে তব শক্তির বিকাশ
 ত্রিভুবনে করহ প্রচার ।
 রজোগুণী মহাশক্তি জন্মেছে তোমার,
 যেই মহাশক্তিবলে সৃষ্টিকর্তা ধাতা ।
 রাজর্ষি সামান্য না কর, বৎস, জ্ঞান ।

বিধা । মা, তুমি কে ? তোমার আশ্বাস-বচনে
 হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হয় ।
 বেদ । বৎস, যে দিন ব্রহ্মর্ষি লাভ করবে, সেই
 দিন তোমার নিকট পরিচিত হব । তুমি আমার
 সন্তান, তোমার উন্নতিতে আমার উন্নতি ।
 যে দিন তোমার পূর্ণ উন্নতি হবে, সে দিন তুমি
 আর আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করবে না, তুমি
 আপনি বুঝবে—আমি কে ? বৎস, চঞ্চল
 হ'রো না, আজই তোমার তপঃপ্রভাব তোমার
 অমুভূত হবে ; জেনো, তোমার মাতা কেবল
 তোমার গর্ভে ধারণ করছেন, আমি চিরদিন
 তোমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ।

বিধা । মা, মা, তুমি আমার বল—কে তুমি ?
 বেদ । আমার পরিচয় অমুভূত হয়, শুনে বুঝতে
 পারে না ।

(গীত)

দেখতে পাবে মনে মনে, সামনে দেখে চিন্বে না ।
 প্রাণ খোলো—প্রাণ জানিয়ে দেবে, তা না হ'লে
 জানবে না ।

অন্তর্য্য থাকি অন্তরে, মনের করে রাখে অন্তরে,
 দূর ভেবে যে পর ক'রেছে, বুঝবে কি ক'রে,
 শুকনো ধানে পান না ঠিকানা,
 সন্ম এসে হৃদ্য বাধায়—ভাবে এই কি না !
 আমি প্রাণময়ী প্রাণে থাকি, প্রাণ দে আমার বার
 কেনা ।

[বেদমাতার প্রস্থান ।

বিধা । নিশ্চয় পাগলিনী ! আমার সদৃশ কোন
 বালককে প্রতিপালন ক'রেছিল, কিন্তুভাবে
 আমার সেই পালিত পুত্র বিবেচনা করে ।
 বাই হোক, পুনরায় তপস্তার প্রবৃত্ত হই । ব্রহ্ম-
 ষিষ্যলাভ বা দেহপাতন—এই আমার দৃঢ়সঙ্কল্প !
 [বিধামিজের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

—*—

রাজ-অন্তঃপুর ।

ত্রিশঙ্কু ও বদরী ।

ত্রিশঙ্কু । রাগি—রাগি, এবার এক ভারী মতলব
 ক'চ্চি ।

বদরী । নাও—নাও, আর তোমার মতলবে কাজ
 নেই । তুমি এক একটা মতলব করবে, আর
 আমার প্রাণ বেয়োবে । মতলব করলে এক
 বছর জলবিহার করবো—তা জলে জলেই
 বেড়ালে, একবার ডেয়ার নাবতে লে না ।
 বনভ্রমণ তো বন-ভ্রমণ, মাস্তকের মুখ দেখবার
 যো নাই ; গাছ দেখ—লতা দেখ—পাখী দেখ
 —আর চাপদেড়ে জটামাথা সরাসরি দেখ—

ত্রিশঙ্কু । না, না—এবার শু সব নয়, এবার
 মহা ধুমের বজ্র ।

বদরী । হ্যা গা—তোমার বজ্র ক'রে অকচি হয়
 না ? এই তো শুণে হাজার বজ্র ক'রলে,
 আমার প্রাণান্ত পরিলে, এক কাপড়ে সমস্ত
 দিন উপোস ক'রে থাকি, হোমের ধোঁয়ে চোখ
 কাণী হ'তে ব'শেছিল ।

ত্রিশঙ্কু । এবার মজার বজ্র, এই বজ্র ক'রেই ও
 কাজ খতম ! বাক—বজ্রের মুড়ো মেরে দেব ।

বদরী । এ আবার কি বজ্র তনি ?

ত্রিশঙ্কু । আমি সশরীরে স্বর্গে যাব ।

বদরী । না, না, অমন সর্বনেশে বজ্র ক'রো না ।

ত্রিশঙ্কু । আমি কি একলা যাব, তোমার নিয়ে যাব ।

বদরী । ও মা গো, কি সর্বনেশে কথা গো !

ত্রিশঙ্কু । স্বর্গে যাব, আবার সর্বনেশে কথা কি ?

বদরী । সে ম'রে তখন স্বর্গে যাওয়া যাবে, এখন ও সব কাজ নেই ।

ত্রিশঙ্কু । আরে ম'লে তখন মজা হবে কি ? এই জাদু স্বর্গে গিয়ে তোমার হাত ধ'রে এখানে বেড়াবো, ওখানে বেড়াবো ; কোথাও অঙ্গুরা নাহ'চে, ছ'ব'ও ঝাঁড়িয়ে দেখ'লুম ; শটীর সঙ্গে দেবরাজ সুধাপান ক'রে, হলো তোমার সঙ্গে ব'সে গেলুম, ছ'পাত্র পান ক'র'লুম ; নন্দনকাননে বেড়িয়ে এটা সেটা ফুল তুলে একটা তোড়া ক'র'লুম, হয় তো—একটা পারিজাত ছিড়ে তোমার খোঁপায় পরালুম ।

বদরী । দোহাই তোমার, এখন ও সব কাজ নেই, ম'লে তখন খোঁপায় পারিজাত পরিও ।

ত্রিশঙ্কু । আরে জানো না—মজা জানো না, এই চাঁদ তো দেখ'চাকাপানা উঠছে, সেখানে সে রকম চাঁদ নয়, সখের প্রাণ ছোঁড়া চাঁদ—সুখামেখেই বেড়াচ্ছে !

বদরী । আর স্থিতি ?

ত্রিশঙ্কু । সেও ছোঁড়া—অকৃমক ক'রে বেড়াচ্ছে,—সে দেখ'তেই এক তামাসা !

বদরী । তাই দেখ'বে,—আর সর্দিগর্শ্ব হবে না ?

ত্রিশঙ্কু । তোমার যে আকৈল কিছু নেই, তোমার বোঝাই কি ক'রে ? সর্দিগর্শ্বের স্থিতি ঐ চাকাপানা যেটা ওঠে,—স্বর্গের স্থিতি বড় মোলাম স্থিতি ।

বদরী । না, না, দোহাই তোমার, স্বর্গে যেতে পা'ব'ব না, মাহুকের মুখ না দেখ'লে দম ফেটে ম'র'বো । বিকট বিকট মুখ গো, ও সব পুছো ক'র'তেই ভালো । কেউ শু'ড় দোলাকে, কেউ জিব মেলিয়ে দাঁতখামটি মেরেছে, কেউ বাঁড়ে চড়েছে,—কারও চারটে মাথা, কারও পাঁচটা মাথা, কারো গামর চোথ—প্যাট্-প্যাট্ ক'রে চেয়ে র'য়েছে—মা গো—স্বর্গে যাওয়ার আর

কাজ নেই ।—স্বর্বার পর চোখকান বুজে স্বর্গে থাকা যাবে, এখন ও সব কাজ নেই ।

ত্রিশঙ্কু । সে তুমি না যাও, আমি যাবই যাব । বশিষ্ঠকে ডাক্তে পাঠায়েছি, এলেই কর্দ ক'র'ছি, সশরীরে স্বর্গে যাবার যজ্ঞে কি কি চাই ।

বদরী । দেখ—আমি মানা কচ্ছি, ও বজ্র ক'র'তে পাবে না ।

ত্রিশঙ্কু । আমি যখন ধ'রেছি, সে ক'র'বোই ক'র'বো, আমার কথা মিথ্যা কখনই হবে না । দেখেছ, আমি কখনো তোমার তামাসা ক'রে মিথ্যে কই ? সেই যখন এক বৎসর জলবিহার ক'রে-ছিলুম, ডাক্তার একবার পা'টি দিতে নিরেছিলুম ? আমার যে কথা—সেই কাজ ।

বদরী । তা তোমার কাজ তুমি কর গে—আমি যজ্ঞে যাচ্ছি নি । ও মা, সখ দেখ, সশরীরে স্বর্গে যাবেন ! কেন বল দেখি—এই সব ছেড়েছড়ে তাড়াতাড়ি স্বর্গে যাওয়া ? মাহুকের মতন কথা কও তো গায়ে নয়, আমি ও সব ভালবাসিনে ।

ত্রিশঙ্কু । তুমি না যাও নাই যাবে, আমি একলাই বজ্র ক'র'বো ।

বদরী । ওগো শোনো—ভাল কথাই বলছি । সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার নানা হাদ্যম । আমি শুনেছি—বছর কতক পা উ'চু ক'রে থাকতে হয়,—বছর কতক পা গাছে বেঁধে ঝুলতে হয়, বছর কতক চারদিকে আঙুন জেলে বসতে হয়, বছর কতক খালি হাওয়া খেতে হয়,—বছর কতক গলা ডুবিয়ে জলে ব'সে থাকতে হয়, অত হাদ্যমায় কাজ নাই, ও সব ক'র'তে গেলে একটা উৎকট ব্যামো-জানো হয়ে যাবে ।

ত্রিশঙ্কু । আমি যখন ধ'রেছি, তখন ছাড়'ছিনে ।

বদরী । ও'র মুরোদ ভারী, সশরীরে স্বর্গে যাবেন ! তুমি কখনো যেতে পা'ব'বে না, এ তোমার কর্দ নয়, সে শূজ উড়ে তবে স্বর্গে উঠ'বে হবে ।

ত্রিশঙ্কু । কি, যেতে পা'ব'বো না ?—বাজী ফেলো ।

বদরী । না না, আর বাজীতে কাজ নাই—খামো ।

ত্রিশঙ্কু । পেছছ কেন—বাজী ফেল না ?

বদরী । বাজী আর কি বাজী—ডিগ'বাজী ।

ত্রিশঙ্কু । বেশ কথা, একশো ডিগ'বাজী বাজী রইলো । বে হা'র'বে, সে একশো ডিগ'বাজী

ধাবে। এই আমি চল্লম, বশিষ্ঠের আস্তে দেরি
হচ্ছে—আমি চল্লম।

[ত্রিশঙ্কর প্রস্থান।

বদরী। ওগো দাঁড়াও—দাঁড়াও—

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

তৃতীয় গর্তাক।

বশিষ্ঠের আশ্রমের সমুখভাগ।

(ত্রিশঙ্কর প্রবেশ)

শক্তি। আগত মহারাজ।

ত্রিশঙ্ক। প্রণাম হই, দেখ দেখি—তোমার বাপের
আকল দেখ দেখি। আমি তাঁর যজমান, আমার
ক্রিয়া কত্তে অস্বীকার করলেন।

শক্তি। আপনি ক্ষুদ্র হবেন না, বোধ হয়, তিনি
কোন দেবকার্যে নিযুক্ত আছেন, সমরাস্তরে
তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানাবেন।

ত্রিশঙ্ক। না, না—একেবারে এ কাজ করবোই
না ব'লে দিলেন। তাঁর আর বৃদ্ধ হয়ে মন্ত্রতন্ত্র
আসে না বোধ হয়।

শক্তি। মহারাজ, পিতাকে অমন কথা ব'লবেন
না, তাতে আপনার অকল্যাণ হবে।

ত্রিশঙ্ক। সত্য কথা ব'লবো, এতে আর কল্যাণ
অকল্যাণ কি? আমি সহস্র যজ্ঞ সম্পাদন
ক'রেছি, জান তো? ছেলেবেলা থেকেই তো
রাজপুরে ফলার ক'রতে যাও, মনে নাই?

শক্তি। তার পর বলুন?

ত্রিশঙ্ক। আমি তাঁর ব'লতে গেলুম যে, আমি মহা-
পুণ্যবান, তা তো ঠাকুর জানো, এখন মানস
ক'রেছি, সশরীরে স্বর্গে যাবার জন্য যজ্ঞ করবো।
তাতে তিনি ব'ল্লেন কি জানো?—“না না, হবে
না—হবে না—সে যজ্ঞ হবে না।” কেন হবে
না?—টাকা খরচ করবো, হবে না কেন?—
এইতেই বলি, বৃদ্ধা হ'য়ে সব ভুলে গেছেন।
তুমি শুনে পাই দশকর্ম্মাবিত হ'য়েছ, চলো,
আমার যজ্ঞ করবো।

শক্তি। মহারাজ, যে কার্যে পিতা অসম্মত, আমি
সে কার্যে প্রবৃত্ত হ'তে পারি না।

ত্রিশঙ্ক। তিনি জানেন না—তাই অসম্মত, তুমি যদি
না পার—স্পষ্ট বল, আমি আশাশী পুরোহিত
দেখি। সশরীরে স্বর্গে আমার না গেলেই নয়
রাগীর সঙ্গে বাজী রেখে এসেছি। এখন যা হয়
একটা স্পষ্ট জবাব দাও।

শক্তি। মহারাজ তো আমার উত্তর শুনেছেন।
যাতে পিতা অসম্মত, তাতে কি আমি সম্মত
হ'তে পারি?

ত্রিশঙ্ক। আরে নাও নাও, তোমার শুভর রাখ
তিনি চীনদেশে গিয়েছিলেন, বলেন, তারামহ
সিদ্ধ হ'তে, তা নয়, সুরাপানের বোঁক হ'য়ে-
ছিল। তিনি মত্তপান ক'রেছেন, অখাভ খেয়ে-
ছেন, তাঁর কি আর বামনাই আছে যে যজ্ঞ
ক'রবেন? যদি যজমান রাখতে চাও, এসো,
একশো ভাই আছে, ভাল ভাল চেলির গরম
দেবো, যজ্ঞকুণ্ড ঘেঁরে ব'সবে চলো,—তার পর
জান তো,—আমি যুক্তহস্ত পুরুষ, সোনার
খাল, সোনার বাটি, সোনার ঘটি, সোনার গাড়ী,
সোনার ঘোড়া জোনাভূতি দেবো, আর দক্ষিণে
সিদেতে ছ'বছর এখন সংসারপানে চাইতে হবে
না। বুঝলে, এত বড় ভারী যজমান ঘরটা
ছেড়ো না।

শক্তি। না মহারাজ, আমার পিতা যে কার্যে
অসম্মত, আমি সে কার্যে সম্মত হ'ব না।

ত্রিশঙ্ক। তোমার বাপ যদি এখন ক্ষম যায়।
আর উচ্ছন্ন যাওয়া কারে বল বল? মদ
খেলেন, অখাভ খেলেন, তুমিও কি সেই পথে
চ'লবে? তোমার বাপ গোদার গিরেছে, বামনাই
ওতে নাই।

শক্তি। আরে নরায়ণ, পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মর্ষির নিন্দা
ক'চ্ছিস! তোর চণ্ডালের জ্ঞান বুদ্ধি, তুই চণ্ডা-
লও প্রাপ্ত হ।

[শক্তির প্রস্থান।

ত্রিশঙ্ক। এ্যা—শাপ দিলে না কি—শাপ দিলে
না কি? দিক্ শাপ, আমি সশরীরে স্বর্গে যাব,
তবে ছাড়বো।

[ত্রিশঙ্কর প্রস্থান।

চতুর্থ সর্গিক।

—:—

বনমধ্যস্থ নদীতীর।

(চণ্ডালপ্রকৃতিগ্ৰস্ত ত্রিশঙ্কর প্রবেশ)

ত্রিশঙ্ক। ওরে বাপ্ রে, ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এলুম রে! আমার নিশিতে পেলেন না কি রে? ও মন্নি, মন্নি, ভেড়ের ভেড়ে কোথায় গেল রে! ও সেনাপতি, ও সেনাপতি, কোন সখদ্বীই যে নাই দেখছি! ওঃ, তেঁটার ছাতি তকিরে যাচ্ছে! এই নদী থেকেই হ' অঁজলা জল তুলে খাই! (নদীতীরে জলগানে অগ্রসর হইয়া স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শনে) ও বাবা, এ কার মুখ রে? এ নদীতে একটা রাক্ষস আছে না কি রে? আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা, এঁটে আমার মুখ? আমার মুখই তো বটে! এ যে আমি বা ক'চ্চি—ও-ও তাই ক'চ্চে, এ তো আমার মুখই বটে! ঐ ভেড়ের ভেড়ের শাপ লেগে গেছে গো! তাই তো রে—কি করি রে! আমি যে সশরীরে স্বর্গে যাব, আমি যে রাণীর সঙ্গে বাজি রেখেছি। হার হার, কি হ'লো রে—কি হ'লো!

(ব্রহ্মণ্যদেব ও সদানন্দের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্য। ঐ রাজা, ওকে বিধামিত্রের বজ্রমান ক'রে দাও।

সদা। ওঃ! এত দিনে ছোকরা তোমার চিন্‌লুম; তুমি রাক্ষসের বাচ্চা!

ব্রহ্মণ্য। কেন তুমি আমার কটু ব'লছ?

সদা। কটু কেন ব'লবো—ব্রহ্মণ্য ব'লছি। বুঝলুম, এত দিন কেন নদী-ছানা খাইরে নিরে বেড়িয়েছ।

ব্রহ্মণ্য। কি বুঝেছ?

সদা। দিবা নথর মাংস পাঁচকুটু মিলে আটার কন্‌ধে, আর কি! তোমার সুবাদে উনি কে হন?

ব্রহ্মণ্য। আমার কে হবে, উনি যে রাজা ত্রিশঙ্ক।

সদা। রাজা ত্রিশঙ্ক যদি ওঁর সামনে প'ড়ে থাকেন, তবে ওঁর পেটে আছেন।

ব্রহ্মণ্য। না না, আমি সত্য ব'লছি, উনি রাজা ত্রিশঙ্ক, বশিষ্ঠদেবের পুত্রের অভিশাপে চণ্ডালস্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।

সদা। বুঝেছি—বুঝেছি, তোমার উনি কে হন?

ব্রহ্মণ্য। আমার কে হবে?

সদা। তবে ওঁর খোরাকের জন্ত আমার এনেছ কেন?

ব্রহ্মণ্য। দেখ, বাসুন, যাবি তো যা, নইলে তোরা বাড়ি ভাঙবো।

সদা। সে তো গোড়া থেকেই পারতে, এতদূর টেনে আনলে কেন? তা দেখ, ওঁর মুখে দিয়ে আর কি ক'চ্চ, পেছন থেকে ছ'থাবলা রাঙের মাংস কান্‌ড়ে নিরে আমার ছেড়ে দাও।

ব্রহ্মণ্য। ঠাকুর, তুমি দেখো না, ওকে বাগাতে পা'বলে দিব্য খোরাক চ'লবে।

সদা। তোমাদের চ'লবে, আমার হাড় ক'থানি প'ড়ে থাকবে।

ব্রহ্মণ্য। কথা শোনো না,—ওর কাছে বাও না।

সদা। তুমিই কেন গিয়ে, যে কথা ব'লবার ব'লে এসো না, আমার উপর বরাত দিচ্চ কেন?

ব্রহ্মণ্য। ও আমার দেখতে পাবে না।

সদা। তা দেখবে কেন? আমার মতন নাহিন্—মুহুন্ হ'লে দেখতে।

ব্রহ্মণ্য। তবে দেখ, এই ঘোর বনে তুমি একলা থাকো।

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান।]

সদা। তাই তো বাবা, এ ঘোর বনেই তো বটে!

এ ছোঁড়ার ধাপ্পার প'ড়ে শেষ রাক্ষসের মুখে এসে প'ড়লুম!

ত্রিশঙ্ক। হা ভগবান্—হা ভগবান্—চণ্ডাল হয়ে গেলুম! তবে সশরীরে স্বর্গে যাই কি ক'রে?

সদা। অঁা, ও কি ঢং ক'রে বুলি কাড়ছে। এতই, যা থাকে অদূটে।

ত্রিশঙ্ক। এখন বন থেকে বেরুই কি ক'রে? ঐ যে কে একজন র'য়েছে, ওকে পথ জিজ্ঞাসা করি; ও হয় তো ব'লে দিতে পারবে। অহে, অহে—একটা কাজ করতে পার?

সদা। কি হুড়ুহুড়ু ক'রে তোমার মুখের মধ্যে সেঁধোবো না কি, তুমি চুবে হাড় ক'থানি বার ক'রে দেবে?

ত্রিশঙ্কু। চুব্বো কি, আমি পথ দেখতে পাচ্ছিনে,
আমার পথ দেখিয়ে দাও। কোন্ পথে যাব—
ব'লে দাও?

সদা। এই যে সামনে নদী, উল্লে বরাবর সিনে
চ'লে য়াও।

ত্রিশঙ্কু। না না, ভুবে যাব যে, আমি তেমন সাঁতার
জানি না। আমি রাজা ত্রিশঙ্কু, পথ দেখিয়ে
দাও, তোমারুতোমার গুজনে সোনা দেবো।

সদা। রাজা ত বুল্লুম, তা এ রাজ-মুর্জিই বা পেলে
কোথার, আর এখানে এসেই প'ড়েছ কি ক'রে?

ত্রিশঙ্কু। ঐ ভেড়ের ভেড়ে বশিষ্ঠের ছেলেটা শাপ
দিয়েছে গো,—আমি ফেমন দিক্ ঠাহর
পাচ্ছিনে।

সদা। না পেরেছ বেশ করেছ; ঐ দু'মন চেহারা
নিরে রাজ্যে খাড়া হ'লে প্রজারা রাজ্য ছেড়ে
পালাতো।

ত্রিশঙ্কু। মোহাই বাবা, পথ দেখিয়ে দে বাবা, আমি
সশরীরে স্বর্গে যাব বাবা, একটা জ্বর মূনিটুনি
দেখে পুরোহিত ক'রে বজ্র বরষা, বাবা!

সদা। (স্বগত) দেখি, গিয়েছি না যেতে আছি;
মহারাজের কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা পাই।
(প্রকাশ্যে) পুরোহিও খুঁজছ—মহাতপা
বিশ্বামিত্র এই বনে থাকেন,—তার শরণাপন্ন
হ'তে পার?

ত্রিশঙ্কু। খুব পারি, বাবা, খুব পারি, আমি তাঁকেই
তো চাই। বশিষ্ঠের সঙ্গে বগড়া, আমি তাঁকেই
পুরোহিত করবো, তাঁকেই পুরোহিত করবো।

সদা। তা দেখ, ঐ তিনি আসছেন, একেবারে পারে
জড়িয়ে, কঁদে পড়ো, কিছুতেই ছেড়ো না।

[সদানন্দ্রের প্রস্থান।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। আজ হ'তে অনাহারে মহাতপে নিমগ্ন হব,
হয় অভীষ্টলাভ, না হয় দেহের পতন। যদি
শাস্ত্রবাক্য সত্য হয়, তপস্তার ফলে ইষ্টলাভ নিশ্চয়
হবে। কে এ রমণী!—এ তো পাগলিনী নয়!
এ যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিলে যে, তপঃপ্রভাবেই
ব্রাহ্মণ, তপস্তাই ব্রাহ্মণত্ব। ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম-
গ্রহণে তপস্তা শিকা হয়,—এই ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-
গ্রহণের গৌরব। যার নিরর্থক চিত্ত, বেদব্রাতা

গারজী তার প্রতিই প্রসন্ন হন, আমারও এ
প্রসন্ন হবেন।

ত্রিশঙ্কু। ও বাবা, ও বাবা, তুমি বিশ্বামিত্র বটে
বাবা! আমি তোমার শরণাগত—বাবা, তু
আমার রক্ষা কর,—বাবা!

বিশ্বা। কে তুমি?

ত্রিশঙ্কু। আমি রাজা ত্রিশঙ্কু, বাবা।

বিশ্বা। তোমার এ আকার কি নিমিত্ত?

ত্রিশঙ্কু। ঐ ভেড়ের ভেড়ে বশিষ্ঠের ছেলে শক্তি
আমার শাপ দিয়েছে বাবা।

বিশ্বা। কি নিমিত্ত শাপ দিয়েছেন?

ত্রিশঙ্কু। আমি সশরীরে স্বর্গে যাব ব'লে বশিষ্ঠে
নিকট বুল্লুম, “বজ্র করবে এস।” বোটা বললে
“হবে না।” আমি ভালমাহুবি ক'রে ভাবলুম
একেবারে পুরোহিত-ঘরটা ছাড়বো—তা
তার ছেলের কাছে গেলুম—সে ব্যাটা শাপ দিয়ে
বাবা! তুমি আমার রক্ষা কর, বাবা! আমি
রাগীর সঙ্গে বাজী রেখে এসেছি, বাবা, সশরীরে
স্বর্গে যাব। আমি শরণাগত, তুমি আমার পুত্র
হও বাবা, শরণাগতকে পারে তেল না, বাবা!

বিশ্বা। রাজন, তোমার অহুরোধ কিরূপে রক্ষ
করবো? তুমি সংসারী, আমি সংসারত্যাগী,
তোনার পুরোহিত কিরূপে হব?

(স্বনেত্রার প্রবেশ)

স্বনেত্রা। না প্রভু, তুমি ত ত্যাগী নও, তুমি যে
সদ্বীক তপস্তা করছ? আমি তোমার
তপের সহায়, তোমার সহধর্মিণী!

বিশ্বা। কে ও, রাণী!

স্বনেত্রা। আমি রাণী নই, আমি তাপস-সহধর্মিণী
তপস্বিনী।

বিশ্বা। তুমি কোথায় ছিলে?

স্বনেত্রা। আমার স্বামীর আশ্রমে—এই তপোবনে।

বিশ্বা। ওঃ, এতদিনে বুঝলেম, কে আমার পুত্র
আহারণ করতো।—কে বারি আনমন
করতো। দেখ, এই এক বিপদ উপস্থিত, রাজা
শরণাগত।

স্বনেত্রা। এ আর বিপদ কি প্রভু, আপনি ব্যতীত
এই শাপগ্রস্ত রাজাকে আশ্রয় দিতে কা শক্তি
হবে? এই দীন শরণাগতকে আশ্রয় দিয়ে

জগতে আপনার শক্তি প্রকাশ করুন—রাজার
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বিধা। প্রিয়, সত্য বলেছ, শরণাগতকে আশ্রয়-
দানই প্রধান তপত্ব। (ত্রিশঙ্কর ঐতি) মহা-
রাজ, আমি আপনার পৌরোহিত্য গ্রহণ কর-
লেম। আপনি যজ্ঞের উত্তোগ করুন, আমি সে
যজ্ঞ পূর্ণ করবো।

ত্রিশঙ্ক। এই তো ঋষি—একেই বলি তো ঋষি।
নইলে—ভেড়ো। বশিষ্ঠ—ভেড়ো। বাবা, আমি
এই দণ্ডেই উত্তোগ করবো। তোমার কৃপায়
আমি পথ চিনতে পেরেছি, বাবা। আমি এক
দৌড়ে রাজ্যে পৌঁছিচ্ছি; বাবা, এ চেহারাটা
বলে দাও, চেহারাটা বড়ই খারাপ হয়েছে।

বিধা। চিন্তা করো না, তুমি এই মুহূর্তেই স্বর্গে
গমন করে দেবশরীর প্রাপ্ত হবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্তাঙ্ক।

—:—

বিধামিজ ও ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র।

ইন্দ্র। কহ হে রাজর্ষি, এ কি বুদ্ধি তব ?

উচ্চ আকিঞ্চন দিয়ে বিসজ্জন,
এ কি অসম্ভব প্রয়াস তোমার ?

কি পুণ্য-প্রভাবে

ত্রিদিবে ত্রিশঙ্কু বাবে মানব-শরীরে ?

ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যেই জন,

তপ জপ কর পরিচর

পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছ তুমি তার !

কহি হিতার্থে তোমার,

রহ রত অভীষ্টসাধনে।

যজ্ঞ পূর্ণ কত কি সম্ভবে ?

উপহাসভাজন হইবে লোকমাঝে।

ধর উপদেশ,

অসম্ভব কল্পনা কর না কদাচন।

বা। রক্তপূজাবারি তুমি দেখিতে ব্রাহ্মণ,

কখন কি করো নাই শাস্ত্র অধ্যয়ন ?

আশ্রিত-রক্ষণ হইতে উচ্চ কার্য কিবা।

উপহাসভাজন হইবে লোকমাঝে,

হেন কি আশঙ্কা তব ?

ত্রিলোক দেখে,

অসম্ভব সম্ভব হইবে

তপের প্রভাবে মম !

নহে শাস্ত্র মিথ্যা—ক্রিয়া মিথ্যা—মিথ্যা সমুদয়।

হে ব্রহ্মণ, নিজ কার্যে করহ গমন,

তব উপদেশে নম নাহি প্রয়োজন।

ইন্দ্র। এ কেমন ছুরাণা তোমার ?

জান না কি ইন্দ্র হবে বাদী,

ত্রিশঙ্কুরে স্বর্গে স্থান কদাচ না দিবে ?

ব্রহ্মণি বশিষ্ঠ তব যজ্ঞে না আসিবে,

দক্ষযজ্ঞ সম পণ্ড এ যজ্ঞ হইবে।

হিত হেতু ব্রতী হ'তে নিবারি তোমায়ে।

বিধা। হীন ভূমি, হীন বাণী কহ সেই হেতু !

হয় হ'ক ইন্দ্র বাদী, দেবগণ সনে ;

না আসে বশিষ্ঠ যজ্ঞে, কিবা চিন্তা তার ?

যজ্ঞ পূর্ণ তপোবলে করিব নিশ্চয়।

ত্রিশঙ্কু ত্রিদিবে স্থান নিশ্চয় পাইবে,

মম কার্যে ঐশ্বর্য করে হেন শক্তি কার ?

ইন্দ্র। শুন, হে রাজর্ষি, আমি ইন্দ্রের প্রেরিত ;

ব্রহ্মশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত যেই জন,

স্বর্গে স্থান কদাচন তাহারে না দিবে।

বিধা। বাও তুমি, দেবরাজে কহিও, ব্রাহ্মণ,

ক'রেছি প্রতিজ্ঞা, কত না হবে লজ্বন।

আশ্রিত রক্ষণ ধর্ম মম,

ত্রিশঙ্কু আশ্রিত, হয়ে আখ্যাসিত,

করিয়াছি যজ্ঞ আয়োজন,

সম্পূর্ণ করিব যজ্ঞ না হবে খণ্ডন।

[বিধামিজের প্রস্থান।

ইন্দ্র। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যেই জন,

সে পাপিষ্ঠে স্বর্গে স্থান করিলে প্রধান,

পাপ সঙ্গে স্বর্গব্রষ্ট হইবে দেখতা।

অথবা সমস্ত কার্যে বিধামিজ রত,

কত্রিশশরীরে চাহে হইতে ব্রাহ্মণ !

এত দর্প রাজর্ষি হইয়ে,

চাহে স্বর্গে পাপিষ্ঠে প্রেরিতে।

ব্রহ্মণি হইলে নাহি ব্রহ্মাও রহিবে।

অঙ্কুরে অথবা কার্য উচ্ছেদ উচিত,

করিব সঙ্কম-ভঙ্গ, স্থির মম পণ।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

(জনৈক ধর্মির সহিত বিখ্যামিত্রের পুনঃ প্রবেশ)

বিখ্য। ত্রিশঙ্কর যজ্ঞে সকলেই উপস্থিত হবেন—
কেবল বশিষ্ঠের পুত্রেরাই আসবেন না! তাঁদের
আসবার বাধা কি বুঝলেন?

ধর্মি। তাঁরা উপহাস করে বলেন, এ আবার কি
যজ্ঞ; বজ্রমান চণ্ডাল—যাজক ক্ষত্রিয়। দেব-
গণ সে যজ্ঞে হবির্ভোজন কদাচ ক'রবেন না।
আমরা ব্রাহ্মণ, চণ্ডালপ্রদত্ত ভোজ্য দ্রব্য কিরূপে
আহার করবো? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ যে কার্যে হস্ত-
ক্ষেপ করেন নাই, সেই কার্যে ক্ষত্রিয় প্রবৃত্ত
হয়ে ত্রিশঙ্কর সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করবেন
—এ অপেক্ষা উপহাসজনক কথা আর দ্বিতীয়
নাই।

বিখ্য। ধর্মিবর, বশিষ্ঠের শত পুত্রেরই কি এইরূপ
অভিমত?

ধর্মি। আজ্ঞে হাঁ রাজর্ষি!

বিখ্য। শুন তবে বচন আমার—

অবহেলা এ যজ্ঞে করিবে যেই জন,
ত্রিশঙ্করে চণ্ডাল ভাবিলে,
অগুচি রাক্ষস-মুখে অপমৃত্যু তার।
করেন ক্ষত্রিয় জ্ঞানে অবজ্ঞা আমার,
শাস্ত্রজ্ঞান নাহি—হেন অবজ্ঞা সে হেতু!
কহি আমি দূত-বাক্যে শাস্ত্র সাক্ষ্য করি,
মম সম তপে রত যে জন রহিবে,
ধর্মি লভিবে,
ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মা আসি করিবেন দান!
অগ্রে করি যজ্ঞ সম্পূরণ,
করিব সংসারমার্কে আদর্শ স্থাপন,
যাহে উচ্চতো হবে উত্তেজিত
ব্রহ্মস্থ করিতে লাভ।

নাহিক বিচার—

ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র বা চণ্ডাল—
তপস্তার ব্রহ্মস্থ লভিবে।

স্বয়ং নারায়ণ ধর্মি নরকার

জন্মিবেন হেন জনে সন্মান কারণে।

হেরিবে সংসার—আচার জাতির মূল।

হইলে আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ—চণ্ডাল।

সদাচারী শব্দ—ব্রাহ্মণ।

শাস্ত্রমর্ম, সূত্র বাহা অথবা ব্যাখ্যাস,

প্রচার করিব কুমণ্ডলে।

বংশ-অভিমান নাহি রহিবে কাহার,
তপের প্রভাবে ব্যক্ত হবে তিন লোক।

[উভয়ের প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক।

—:—

পঞ্চ।

সদানন্দ ও ব্রাহ্মণগণ।

১ম ব্রাহ্মণ। নাও, নাও, আর বামুনাইরে কার
নাই, যজ্ঞে চল; বশিষ্ঠের পুত্রদের মত বি-
শাপগ্রস্ত হবে?

সদা। তাই তো বটে। ভাল্যা মোর দাদা! 'মিষ্টার-
মিতরে জনা':—আমরা এক পেট খেয়ে আসি
চল না।

২য় ব্রাহ্মণ। চল, জাতকর্ম আর কিছু হ'ল না!

১ম ব্রাহ্মণ। কেন কুণ্ঠিত হ'ল? বিখ্যামিত্র যে যজ্ঞে
হোতা। সে যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা হবি গ্রহণ ক'রবেন।

২য় ব্রাহ্মণ। করুন ব্রহ্মা হবি গ্রহণ, তাই ব'লে
চণ্ডালের অন্ন খেতে হবে?

সদা। মিষ্টার অশুদ্ধ হয় না, দেহে ন'রোগ আছে,ন,
শুদ্ধ ক'রে নেন।

(জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তোমরা কেন ইতস্তত: ক'ল? বিখ্য-
মিত্রকে কি সামান্ত ক্ষত্রিয় বিবেচনা কর? যদিচ
উনি ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, তথাপি
উনি গর্ভ থেকেই ব্রাহ্মণ।

২য় ব্রাহ্মণ। (স্বগত) বুড়ো হ'লে বেজার লোভী হয়।
এতদিন—এর অন্ন খাব না, ওর অন্ন খাব না,
পটুপটানি করুলেন—আচ্ছা নানাবিধ মিষ্টানের
লোভে বিখ্যামিত্রকে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ
ক'লেন! (প্রকাশ্যে) ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ব্রাহ্মণ, এ
কিরূপ আজ্ঞা ক'লেন?

সদা। হয়, হয়, ওর বচন আছে—আমরা টোলে
প'ড়েছিলাম।

২য় ব্রাহ্মণ। কি বচন আছে, তুমি? অজ্ঞার কথা
বললে হবে কেন?

সদা। অস্তার আমায় না অস্তার ম'শায়ের ? ব্রাহ্মণ-
ভোজনটা পও করতে ব'সেছেন ?

২য় ব্রাহ্মণ। কিসের ভোজন-ভোজন ! চণ্ডালের অন্ন
গ্রহণ করবো না।

সদা। স্বর্ণপাত্রে দোষ নাই, পুঁথিতে যে আনি নাই,
তা হ'লে বচনটা তোমার শোনাতুম। (বুদ্ধ
ব্রাহ্মণের প্রতি) বলুন তো, ঠাকুরদাদা মশাই।

২য় ব্রাহ্মণ। (বুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি) ইনি কি আপ-
নার পৌত্র ?

সদা। খুব পৌত্র ! যিনি কলারের বিধি দেন, আমি
তার পৌত্রের পৌত্র !

২য় ব্রাহ্মণ। শোন, আমি অস্তার বলি নাই, সন্দেহ
ক'রো না ! বিশ্বামিত্রের জনক গাধি রাজার
কন্তাকে, ঋতীক ধবি গ্রহণ করেন। তিনি
পত্নীর অহুরোধে, গাধিরাজের রাগী এবং স্বীর
পত্নীর নিমিত্ত, উভয়ের পুত্র-কামনার বিবিধ চক্র
প্রস্তুত করেন। তার পত্নীর জন্ত যে চক্র প্রস্তুত
ক'য়েছিল, সে চক্র ব্রহ্মভেজঃপূর্ণ, অপর চক্র
কজ্রিতভেজঃপূর্ণ। কিন্তু মাতার অহুরোধে, কন্তা
তার চক্র মাতাকে প্রদান করে এবং মাতার চক্র
নিজে ভঙ্গ কর। সেই চক্র-প্রভাবে গাধিরাজ-
মহিষীর গর্ভে ব্রহ্মভেজঃসম্পন্ন পুত্রজন্মগ্রহণ
করেন—তিনিই এই বিশ্বামিত্র।

২য় ব্রাহ্মণ। আপনার এক কথা, চক্রর প্রভাবে ! তবে
ঋতীকের পুত্র হয় নাই কেন ?

সদা। হয়েছে, হয়েছে, সে আমি জানি—সে দিগ্ধি-
জয়ে গিয়েছে !

২য় ব্রাহ্মণ। (সদানন্দের প্রতি) এরও তোমার বচন
আছে না কি ?

সদা। বচন নাই ? কলার তরুর ঐশ্বর্য অধ্যায়েরই
লিখেছে—

২য় ব্রাহ্মণ। কি লিখেছে ?

সদা। প্রথম স্নোকেই স্বক ক'য়েছে, ভোমার
বংশের শিশুদান; দাদা মশাই জানেন, জিজ্ঞাসা
কর।

২য় ব্রাহ্মণ। চিহ্নিত হ'রো না, কলার মাটি হবে না।

সদা। (২য় ব্রাহ্মণের প্রতি) দেখুন, এবার যদি না
বোঝেন, হাতাহাতি হবে !

২য় ব্রাহ্মণ। সন্দেহান হ'রো না। ঋতীকের মহাকজ্রি-
ভেজঃসম্পন্ন পৌত্র জন্মগ্রহণ করবেন। কজ্রি-

কুল নিধনার্থে বরং নারায়ণ পরতরায়রূপে
উদয় হবেন।

২য় ব্রাহ্মণ। চক্র খেলেন ঋতীকী, বউমার গর্ভ
হ'লো ! কজ্রিতভেজটা হড়হড়িয়ে এক পুরুষ
নেবে গেল !

সদা। অমন নাবে, অমন নাবে, আমি পাঁচপুরুষ
হড়হড়িয়ে নেবে এসেছি !

বুদ্ধ। শোনো, আমি স্বরূপ ঘটনা বর্ণন করছি,—
যখন ঋতীক অবগত হ'লেন যে, তার পত্নী মাতৃ-
অহুরোধে চক্র পরিবর্তিত ক'রেছে, তিনি পত্নীকে
বলেন, তোমার কজ্রি সত্যান হবে। কিন্তু পত্নীর
জবে সন্তুষ্ট হয়ে বরপ্রদান করেন যে, সেই চক্রর
প্রভাব তার পৌত্রে প্রকাশ পাবে।

৩য় ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, বলুন তো, বলুন তো, চক্রটো
কি ? এ চক্র খেয়ে ব্রাহ্মণ হয়, কজ্রি হয়, এ
ব্যাপারখানা কি ?

বুদ্ধ। চক্র অপর কিছুই নয়, চক্র শুদ্ধার ; এতে
অঙ্গ শুদ্ধ হয়। বেরমণী শুদ্ধাচার, তার চক্রর
প্রয়োজন নাই, সে ভাগ্যবতী নিজ আচার-
প্রভাবে শুদ্ধাচার পুত্র প্রসব করে। সে পুত্রের
অসাধ্য সংসারে কিছুই নাই। সে রমণী যদি
চণ্ডালিনী হয়, আচার-প্রভাবে তার গর্ভে ব্রহ্ম-
ভেজঃসম্পন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ করবে। শাস্ত্রমর্ম
এইরূপ, নিশ্চয় জেন। চল, আমরা বজ্রে উপ-
স্থিত না হ'লেও বজ্র পূর্ণ হবে, তবে আমরা অহু-
পস্থিতির জন্ত দোষভাগী হব।

২য় ব্রাহ্মণ। চলুন, সকলের যখন মত, আমি অন্যত
করবো না।

সদা। পথে এস, দাদা !

বুদ্ধ। ঐ শোনো, বিশ্বামিত্রের ভগঃপ্রভাবে ভগো-
বাল্যায়ণ নামবীরবংশে আনন্দকবনি ক'রতে
ক'রতে বজ্রে গমন ক'রেন।

[সকলের প্রস্থান।]

(ভগোবাল্যায়ণের প্রবেশ)

(গীত)

বিমলা সরলা, খেলি ভগোবালা, ভগঃ-প্রাণা

তপ-অশনা।

ভগাচারী জনে, রাধি সবভনে, পুরে বাহে ভগো-
বাসনা।

জ্যোতিঃকাস্তি, বধনে শান্তি, তপো-ভূষণ-বসনা ।
মিটাইতে ক্ষণ, দানি তপ-সুখ, পিরে

তাপস-রসনা ॥

তপোজ্ঞান হোমানস, দেখে লো তপ-ললনা ।

তপ-অঙ্গিনী তপ-সঙ্গিনী, দানি তপোবল, চলনা ॥

[তপোবালাগণের প্রস্থান ।

সপ্তম গর্ভাক ।

— : : —

যজ্ঞস্থল ।

বিধামিত্র, ব্রাহ্মণগণ, ঋষিগণ ও বদরী ।

ব্রাহ্মণগণ । ধৃত্ত বিধামিত্র ! ধৃত্ত বিধামিত্র ! ত্রিশঙ্কুকে
সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করুন !

ত্রিশঙ্কু । (নেপথ্যে) রাজর্ষি, রক্ষা করুন ! রাজর্ষি
রক্ষা করুন ! ইন্দ্র আমার স্বর্গ হ'তে নিক্ষেপ
ক'রেছেন, রক্ষা করুন !

২য় ব্রাহ্মণ । (জনান্তিকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি)
ঐ তোমার বিধামিত্রের ভিন্নকুটী বেরিয়ে গেল !
ঐ দেখ, হেঁটমুণ্ডে স্বর্গ হ'তে ত্রিশঙ্কু পতিত
হ'চ্ছে !

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ । এখনই অস্ত্র তরঙ্গ দর্শন করুন ।

ত্রিশঙ্কু । (শূন্বে) রক্ষা করুন ! রাজর্ষি, রক্ষা
করুন !

বিধা । ভিষ্ঠ ।

(ত্রিশঙ্কুর শূন্বে অবস্থান)

বদরী । ও ঠাকুর ! অমন তে শূন্বে রে'খ না গো !
নাবিরে নাও, নাবিরে নাও ! হায় হায়, আমি
তোমার এত ক'রে বারণ করলুম যে, তোমার
স্বর্গে ওঠার কাজ নাই, স্বর্গে ওঠার কাজ নাই !
দেখ দেখি, শুনে না, ডিগ্বাজী খেতে খেতে
তে শূন্বে র'য়ে গেলে !

বিধা । অবতীর্ণ হও ! [ত্রিশঙ্কুর অবতরণ ।]

কে তোমার স্বর্গপথ রোধ ক'রে তোমার
নিক্ষেপ ক'রেছে ?

ত্রিশঙ্কু । ঐ দেবরাজ ইন্দ্র । আমি স্বর্গে উঠছি, ঐ
কটমটিরে আগাগোড়া চোক রাসিয়ে, আমার
গর্জ্জা এলো । চোকগুলো সব দপ্-দপ্-ক'ছে !
আমি উঠতে পিরে ভরে হ'ড়কে প'ড়ে পেলুম ।

বিধা । ভাল, আমি পুনরায় আহুতি প্রদান
ক'ছি । ইন্দ্র তোমার বাধা দিয়েছে, আমি
তোমার ইন্দ্র প্রদান করবো ।

বদরী । ও ঠাকুর, কাজ নাই, ঠাকুর কমা দাও,
ঠাকুর, আমি ভালর ভালর খয়ে নিরে যাই !
(ত্রিশঙ্কুর প্রতি) আরে এ'স-এস, আর তোমার
স্বর্গে উঠার কাজ নাই । আমি তো তোমার
তখনই বারণ করেছিলুম যে, স্বর্গের দেবতাগুলো
সব বিদকুটে ! আর ঐ তেজিণ কোটির মধ্যে কি
মাহুষ টেকেতে পারে ? এখানে রাজা আহু, বেশ
আছ, এখনই তে শূন্বে যে প্রাণটা বেত !

ত্রিশঙ্কু । না, আমি স্বর্গে যাব ; এইবার দেখ না,
আমি ইন্দ্র হই !

বদরী । স্বর্গ যেতে যেতে একটা ফাঁড়া কেটে গল,
এবার ইন্দ্র হ'লে আর বাঁচবে না (বিধামিত্রের
প্রতি) ও ঠাকুর, দোহাই ঠাকুর, আর ইন্দ্র
ক'রে দিও না !

বিধা । শুভে, স্থির হও ! তোমার স্বামী ইন্দ্র হবে ।
বদরী । না ঠাকুর, মাপ করো,—ম'রে তখন বা
হয় হবে—আমি সশরীরে স্বর্গে যেতে পারবো
না ।

ত্রিশঙ্কু । খুব পারবে ! আমি তোমার পাজীকোলা
ক'রে তুলবো !

বিধা । স্থির হও । (আহুতি ধারণ) হে সর্বভূক,
আমার আহুতি গ্রহণ কর !

বৃদ্ধ । নিরস্ত হও । এ ব্রহ্মার সৃষ্টিতে ব্রহ্মা ব্যতীত
ইন্দ্র-পরিবর্তনের কারো শক্তি নাই ।

বিধা । ব্রাহ্মণ, সত্য ব'লেছ ! কিন্তু আমার বাক্য
মিথ্যা হবে না, আমি নূতন সৃষ্টি করবো—
ব্রহ্মার সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি । বহুক্ষণে,
আমার আহুতি গ্রহণ কর, ব্রহ্মা-সৃজিত তরু,
লতা, ফল, পুষ্প অপেক্ষা মানব-সুগত সুষ্মর ফল-
পুষ্প-শোভিত বৃক্ষলতা বকে ধারণ কর ।
স্বাহা ! (আহুতি-প্রদান ও হোমকৃত্য হইতে
ধর্জ্বরবৃক্ষের উত্থান) বৃক্ষ ! ধর্জ্বরবৃক্ষ নামে
ধরায় অভিহিত হও, স্মৃতি ফল ধারণ কর,
তোমার দৈহিক-রস-প্রস্তুত শর্করা, ইক্ষুরস-
প্রস্তুত শর্করা অপেক্ষা সুমিষ্ট হ'ক । স্বাহা !
(মর্তমান রক্তা-বৃক্ষের উত্থান) রক্তা-তরু, তুমি
ব্রহ্মা-সৃজিত রক্তা অপেক্ষা উপাদেয় রক্তা-ফল

ধারণ কর, বর্তমান নামে অভিহিত হও, বর্তমান
দীপের খোঁতা বর্জন কর। স্বাহা! (মাতা-
বৃকের উত্থান) তবু, তোমার কল তোমার সন্তান
নানা কলের অপেক্ষা প্রভু ও রমণ্য-ভূষিত
হ'ক। জনসমাজে আতা নাম ধারণ কর। স্বাহা!
(কুমারের উত্থান) নব কুমার লভ। তোমার কল
ব্রহ্মার সৃজিত কুমার অপেক্ষা প্রভু, সুমিষ্ট ও
সুবৃহৎ হোক। স্বাহা! (পলাতুর উত্থান) পলাতু!
তুমি লতন অপেক্ষা জনপ্রিয় হও। নানাবিধ
কলগুণ উদ্ভিত হও। স্বাহা! (নানাবিধ কল-
গুণের উত্থান) বিবিধ দেশে বিবিধ নামে পরি-
চিত হবে মানবের ব্যবহার্য্য হও। স্বাহা! (মাতা-
কলার বৃকের উত্থান) তুমি মাতা নামে অভিহিত
হও তোমার বীজ মাংসাপেক্ষা তেজঃসম্পন্ন হ'ক।
স্বাহা (মহুর বৃকের উত্থান) তুমি মহুর নামে
পরিচিত হও, তোমার বীজ অতীত বলবৎ হ'ক।

২য় ব্রাহ্মণ। রাওষি, তৎকলতা তো সৃষ্টি ক'বুলেন,
কিন্তু পৃথিবীর অধীশ্বর মানবসৃষ্টি তো ব্রহ্মার?
বিখা। না, বহুক্ষণ হই-সৃষ্ট মানবের অধীন হবেন,
আমি বৃক্ষ হ'তে মানব সৃষ্টি করবো; আর
মানবকে গর্ভবাস-বয়স ভোগ করতে হবে না,
এককালীন বহু সন্তান উৎপন্ন হবে। স্বাহা!
(নারিকেল-বৃকের উত্থান) বৃক্ষ! নারিকেল নামে
অভিহিত হও, এককালীন বহুসংখ্যক ফল উৎপন্ন
কর, তোমার ফলে মানব-মানবী সৃ—

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। বিখামিত্র, কাস্ত হও! কাস্ত হও! আমি
লোক-পিতামহ, যদি ইচ্ছা কর, ত্রিশত্বে বর্ণে স্থান
পাবে।

বিখা। প্রভু, আমি ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ ক'র্ব্বো মানস
করেছি। আমি ত্রিশত্বে ইন্দ্র প্রদান করবো।
ব্রহ্মা। বৎস, তোমার তপোবলে কোন কার্য্য অসম্ভব
নয়, কিন্তু আমার অহুরোধে কল্পনায় পরিণত
করো না। এ কল্পে যিনি ইন্দ্র আছেন, কল্পান্তর
পর্য্যন্ত তিনি ইন্দ্র থাকবেন।

[ব্রহ্মার অন্তর্ধান।

বিখা। প্রভু, আপনার বাক্য লঙ্ঘন ক'র্ব্বো না।
কিন্তু আমার সঙ্গ বিফল হবে না। মহারাজ

ত্রিশত্বে, আমার পক্ষাৎ এস, আমি নব বর্ণ সৃষ্টি
করবো, সেই বর্ণে তুমি সশরীরে ইন্দ্র প্রাপ্ত
হবে।

ত্রিশত্বে। প্রভু, ঠিক তো? আমার উল্টে ডিগবাজী
থেকে পড়বো না তো? যে'খ প্রভু, আমার মনে
ত্রিশত্বে না স্থিতি।

বিখা। কোন কথা নাই, তুমি সন্তোষে আগমন কর।
[বিখামিত্রের প্রস্থান।

ত্রিশত্বে। এস রাণি, শতী হবে এসো।

বয়সী। না, না, তোমার আর ও বালাইয়ের কাজ
নেই, এস, ঘরে এস।

(ত্রিশত্বেকে টানিয়া লইয়া বাইবার উত্থান)

ত্রিশত্বে। ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! তুমি না দাও,
নেই বাবে।

বয়সী। না, না, এস, এস—

২য় ব্রাহ্মণ। বিখামিত্র কি কারখানা করে, দেখা
যাক! পাখির বেটা ব্রহ্মা হলো না কি! বর্ণ
সৃষ্টি করবে কি ব'লে!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাক।

—:—

উত্তর-মেক।

ব্রহ্মা ও ইন্দ্র।

ব্রহ্মা। কহ, দেবরাজ, তাজি দেবের সমাজ,
কি কারণে, এ বিজ্ঞান স্থানে
আসিয়াছ তুমি-মনে?

কেন হেন ব্যাখিত-হৃদয়?

নিরানন্দ দেববৃন্দ তব আচরণে,
আসি মম স্থানে জানাইল সমাচার।

ইন্দ্র। বুঝিতে না পারি, হে স্বজনকারি,
ইন্দ্রকে মহাত্মা কিবা!

ব্রহ্মরূপে চণ্ডাল যে জন,
তাহার কারণ, নব বর্ণ হইল স্বজন,
ইন্দ্র পাঁইল সেই তথা।

অসম্ভব তুমি এ বারতা!

বিখামিত্র তপোবলে রাজর্ষি হইয়ে,

সৃষ্টিরাছে স্বরগ স্বন্দর !
 এত দত্ত তার মনে,
 বৃক্ষ হ'তে মানব সৃজন
 ক'রেছিল আকিঞ্চন,
 বাহা করিতে বারণ,
 স্তব্ধতা আগনি ক'রেছ কত ।
 সৃষ্টি রসাল ফল, স্বর্গকি কুসুম,
 অগণন ক'রেছে সৃজন,
 তুলনার তব সৃষ্ট ফলপুষ্প আদি,
 নরগণ হীন জ্ঞান করিবে বাহার ।
 তপে, ধাতা, তুমি তুষ্ট নিরন্তর ;
 বেবা মাগে যেই বর,
 তখনি প্রদান' তারে ।
 নাহি কাজ স্বর্গ অধিকার,
 কবে কার হইবে মনন,
 তপে তোমা করি তুষ্ট, হে চতুরানন,
 স্বর্গচ্যুত করিবে আমার ।
 বাই পাताल-স্তবনে,
 অপমান নাহি সর প্রাণে !
 বার বার উদ্বেগ না হব,
 শান্তিতে রহিব,
 পুনঃ পুনঃ না পাইব অপমান ।

ব্রহ্মা । সুন, পুরন্দর, নাহি হও বাধিত অন্তর !
 তপোবল যদি না রহিত,
 কি শক্তি-প্রভাবে বল ত্রিলোক জগ্নিত,
 স্বরপুরে ইচ্ছা পাইতে কি প্রকারে ?
 মহাশক্তি করি আরাধনা,
 পূর্ণ হয় সকল কামনা,
 তপ নামে অভিহিত মহাশক্তি পূজা ।
 সৃষ্টিকর্তা আমি সেই বলে,
 প্রেষ্ঠ তুমি দেবতামণ্ডলে,
 হরহরি তপের প্রভাবে ।
 কেন তুমি হও ক্ষুণ্ণমন ?
 সুন, যে কারণ
 ত্রিশঙ্কু পাইল নব-স্বর্গ-অধিকার ।
 করিল সহস্র বজ্র ত্রিশঙ্কু ভূপাল,
 চিরকাল ধর্মের তার মন,
 পরিহাসে না কহিল অসত্য বচন কহু ।
 শশুরীয়ে জিহিব-গমনে
 হইয়াছিল অধিকারী ;

কিন্তু তার জন্মে অহঙ্কার,
 সেই হেতু বশিত করিল অধীকার
 স্বর্গ-কামনার বজ্রে হইবারে ছোতা ।
 কিন্তু কণ্ঠকলে করেছিল জিহিবে গমন,
 অহঙ্কারে হইল পতন ।
 ব্রহ্মর্ষি বশিতধেবে করি অবহেলা,
 চণ্ডালস্ব জন্মেছিল তার ।

ইন্দ্র । স্বরপুরে সত্য সেই না পাইল স্থান,
 কিন্তু শতগুণে বর্দ্ধিত সন্মান,
 হইল নির্মাণ নূতন জিহিব তার হেতু ।
 সৃষ্ট হৈল সপ্তবিমণ্ডল,
 অথগের আরাধনা-স্থান ।
 পরব্রহ্ম-উপাসক ব্রহ্মবিদগণ
 তার স্বর্গে করিবে ভ্রমণ,
 স্বর্গ হ'ল গৌরববিহীন !
 মাত্র বিখ্যামিত্র লতি রাজর্ষি আখ্যান,
 ছেন বলবান, উপেক্ষি তোমারে
 স্রষ্টা নাম করিল গ্রহণ,
 এই হেতু ক্ষোভ জন্মে মনে ।

ব্রহ্মা । বিযগ্ন হ'য়ো না অকারণ,
 আমি বিনা, অস্ত্র আর
 কার অধিকার করিতে সৃজন ?
 সৃষ্ট বস্তু আমার রয়েছে যে সকল,
 বিখ্যামিত্র সৃষ্টিত ফলফল—
 যেন মাত্র তাহার বিকাশ !
 ক্রম-বিকাশের ক্রম—শক্তির নিয়ম ।
 কলিযুগে রহন্ত হেরিবে, বিজ্ঞান-প্রভাবে,
 নব ফল-পুষ্প কত মানব সৃজিবে ;
 সে বিজ্ঞান, জড় জ্ঞানে শক্তি-আরাধনা ।
 জড়শক্তি বিখ্যামিত্র করেছে অর্জন,
 প্রকৃত সাধক বাহা না করে গ্রহণ ;
 কিন্তু তাহে না হইবে পতন তাহার,
 করিয়াছে শক্তির চালন, আশ্রিত-রক্ষণ হেতু ।
 ব্রহ্মর্ষি হইতে তার মন,
 নিজ হৃষ্ট করিল বর্জন
 আশ্রিত রক্ষণ তরে ।
 বোধগম্য সত্ত্বগুণী শক্তির প্রভাব,
 কোটা বৎসরের তপ সম্পূর্ণ তাহার,
 উচ্চ পথে বিখ্যামিত্র হৈল অগ্রসর ।
 শান্ত হও বুঝ মনে শক্তির প্রভাব ।

হের বেই অগণন নক্ষত্র-স্বজন,
হইরাছে মানবের হিতের কারণ,
এ সকল নক্ষত্রমণ্ডল
বেই স্থল করিবে উজ্জল,
রহিবে তুমারপূর্ণ সবা,
আলোকিত জ্যোতির্মণ্ডলে •
নরের বসতি-যোগ্য হবে,
নহে অন্ধ-বর্ষ ঘোর অন্ধকারে
মরিবে, যে রবে এই স্থানে ।
জড়-বল হইবে প্রেতল,
তপ-জপে রত কেহ না হবে এ স্থানে ।
বাঁকা ধ'র, সুরপুরে চল, পুরন্দর ।

ইন্দ্র । নমস্কার মহাশক্তির চরণে !
জানদাতা, তব পদে শত নমস্কার !
দূর মম অন্তর-বিকার !

। উত্তরের প্রস্থান ।

নবম গর্তাঙ্ক ।

—:—

সপ্তর্ষিমণ্ডল ।

ত্রিশঙ্ক, বররী, ব্রহ্মদূত ও দিব্যধামবাসিগণ ।

ব্রহ্ম-দূত । মহারাজ ত্রিশঙ্ক, বর্গাপেকা স্বাক্ষর এই
বিখ্যামিত্র-সৃষ্ট দিব্যধামের তুমি অস্ত্র হ'তে
অধীশ্বর । তোমার সহস্র বজ্রের প্রভাবে বিখা-
মিত্র তোমার পুরোহিত হয়ে তোমার কামনা
পূর্ণ করেছেন । ধরাধামে যারা ভোগাশায় কাম্য-
ক্রিয়া সম্পন্ন করবে, তোমার এই লোকে
তাঁদের স্থান, হেথার কোটা কর্ত্ত তোমার অধি-
কার । রাজবম্পতি, সিংহাসনে উপবেশন কর ।

(ত্রিশঙ্ক ও বররীর সিংহাসনে উপবেশন)

অর, মহারাজ ত্রিশঙ্কর অর ।

ত্রিশঙ্ক । প্রভু, আর জম্ব্বানি করবেন না, আমার
লজ্জা বোধ হচ্ছে । যে বজ্রকলে দিব্যালোক সৃষ্টি

হয়, তার কলে ইন্দ্রজ্বলাত হয়, সে বজ্রে সম্পূর্ণ
মর্যাদা আমার অধিকৃত হয় নাই । যে
ব্রহ্মলোকবাসিন্, আর আপনাদের দর্শনে আমার
জানোদর হয়েছে । আমি কি ছার স্বর্ণ কামনা
করেছি, কি তুচ্ছ ইন্দ্রজ্বলাত ! ধরার বেরল
রাজ্যরক্ষার্থে সদাই সশক্তি হ'তে হয়, কখন
কোন শত্রু এসে সিংহাসনচ্যুত করবে—সদাই
এই আশঙ্কা থাকে, ইন্দ্রজ্বলাতেও সেইরূপ ।
বাসনানল নির্দীপন হয় না, ধরনীতেও সেইরূপ
অতৃপ্তি, স্বর্ণেও সেইরূপ অতৃপ্তি । হে ব্রহ্মলোক-
বাসিন্, আমার আশীর্বাদ করুন, যেন তপঃ-
প্রভাবে আমি নিঃশঙ্ক ব্রহ্মলোকে বাস ক'রে
ব্রহ্ম-ধ্যানে চিত্তনিয়োগে সক্ষম হই । যেন
কালে যে স্থান বৈকুণ্ঠ, সেই স্থানে আমার বাস
হয় ।

ব্রহ্মদূত । মহারাজ, ভোগকামনা করেছেন, আপনার
ভোগ পূর্ণ হ'ক ; কালে নারায়ণ আপনার বাসনা
পূর্ণ করবেন । মানবদেহ-ধারণ ব্যতীত সিন্ধি-
লাভ হয় না । ধরার তাপনরূপে অন্ন বহন ক'রে
বিভূর উপাসনার বৈকুণ্ঠবাসী হবার অধিকার
প্রাপ্ত হবেন ।

বররী । প্রভু, আমি কোথায় স্থান পাব ?

ব্রহ্মদূত । তুমি পতিব্রতা, তোমার পতির নিকট
স্থান ।

বররী । প্রভু, প্রভু, এ কি আনন্দে আমার স্বপ্ন
পরিপূর্ণ ! এ কি নবভাব ! এ কি উজ্জল
জ্যোতি দেহ হ'তে বহির্গত হচ্ছে !

ব্রহ্ম-দূত । রাজবম্পতি, বিবৃত হওয়া না, তোমরা
দেবশরীর প্রাপ্ত হয়েছ, দেবভাবে স্বদর পরিপূর্ণ !
অর, নব-স্বর্ণ-রাজবম্পতির অর !

দিব্যধামবাসিগণ । অর, নব-স্বর্ণ-রাজ-বম্পতির অর !

(দিব্যধামবাসিগণের গীত)

নব সৃষ্ট এই তারাদল, নভোমণ্ডল উজ্জল ।

নব জিহবে নব দেবেজ, বামে নব শচী বিরল ॥

ধন পুণ্য, ধন ধন, ত্বন পূর্ণ স্বপ্নে,

নর-শরীরে নব জিহবে ইঙ্গাঙ্গনে কে বসে,

অর অর মহাকুতী, নব দেবেজ-বম্পতি,

শাগর উৎসে, উঠে অর রোল,

ছ্যালোক টল টল ॥

তৃতীয় অঙ্ক।

—:—

প্রথম গর্তাক।

—o—

স্বর্গ।

মেনকা ও রজ্জা।

মেনকা। সাধি, কহ শুনি অদ্বুত ঘটন,
নব স্বর্গ করেছে সৃজন—

কেবা হেন জন বসে ধরণী-মাঝারে ?

যদি কেহ তপে রহে রত,

তথা হই আশ্রয় প্রেরিত,

তপোভঙ্গ হেতু তার।

কিন্তু যদি হেন তপা বিখ্যাত্তি ধ্বি,

কহ, লো ক্লগসি,

কেন দেবরাজ নাহি প্রেরিল অশ্রয়,

তপোবিঘ্ন করিতে সাধন ?

কেবা সেই বিখ্যাত্তি জানি কি স্মরি ?

রজ্জা। বিখ্যাত্তি ছিল শুনি মহাতেজা রাজা,

কিন্তু বন্দ করি বিশেষের সনে,

ব্রহ্মভেজে শত পুত্র হত,

পর্যন্তব পাইল ঘোর রণে।

সেই হেতু করি দৃঢ়পণ,

করে আকিঞ্চন,

ব্রহ্মর্ষি করিতে অর্জুন।

এ সঙ্কল্প অসম্ভব জানে,

তপস্তার বিঘ্নের কারণে

আশা সবে না প্রেরিল তথা।

মেনকা। এবে কি ধারণা, সাধি, অমরমণ্ডলে,

তপোবলে বিখ্যাত্তি ব্রাহ্মণ না হবে ?

যার তপোবলে নব স্বর্গ হইল সৃজন,

সে তো নহে সাধারণ কথন,

নরশ্রেষ্ঠ, স্নদুতসকল বীৰ্যবান !

জানি কি, স্বজনি, কোথা নরমণি

তপে এবে নিমগন ?

ভাগ্যবতী কে রমণী তার,

তেজীমান নরশ্রেষ্ঠ পুরুষ সেবার

অধিকার পাইয়াছে পুণ্যকলে ?

রজ্জা। নাহি জানি, কি বলে রজ্জি

আজি তুমি, অকেশিনি !

তাজিয়ে অমর নরে ভজিবারে

সাধি কি অস্তরে তব ?

মেনকা। যদি নাহি কর উপহাস,

হৃদয়ের সাধ মম করি লো প্রকাশ।

যাই হবে ধরণী-ভ্রমণে,

উঠে মম মনে,

প্রেমের বন্ধনে বঞ্চে সুখে নর-নারী।

উদ্বাহ-বন্ধন—প্রাণে প্রাণে অপূর্ণ মিলন !

দেহ দান—প্রাণ ধারে চায়,

নহে কাম-পিপাসার,

যখন যে চায়, দেবিতে তাহার,

স্বর্গের মতন, নিরম নহেক তথা।

নাহি হৃদয়-বন্ধন,

কামক্রিয়া হেতু সম্মিলন,

সত্য কহি, দিকার জন্মেছে মম প্রাণে !

ত্রিদিবমণ্ডলে

ক্রৌঞ্চাসী আশ্রয় সকলে,

ধরা-নিবাসিনী

ভাগ্য মানি যতেক রমণী !

প্রেমে দেহ বিতরণ ধরার নিরম।

রজ্জা। এ কি সাধ, তব কৃপাশ্রয় !

হইয়ে অমরপুরে দেব-সহচরী,

জন্ম কর ধরাবাসি-নারীগণে ?

রোগ-শোকাগার,

যৌবনে বার্ক্য পরিণাম,

পদপত্র-জল, ধরামাঝে চঞ্চল সকলি,

নিত্য নিত্য বর্জন সমর-জোতে।

হিরতা-বিহীন,

এই আছে, এই কোথা দীন,

বর্ণনার শরীর শিহরে !

মেনকা। বাধীন জীবন

অতি শ্রেয়ঃ শত কল্প স্বর্গবাস হ'তে !

মৃত্যু, রোগ, শোকাগার বজপি ধরণী,

কিন্তু নহে পর-ইচ্ছাধীন।

তথায় কানন

দেব-ইচ্ছাধীন নহে, নন্দন যেমন।

তল, লতা বিকট উদারভাবে,

নরনারী উদার-হৃদয়,

প্রেম-দান, প্রেম-বিনিময়,
মানব-জীবন সান্নাধ্য না কর জান।
ধরে, সত্য সৃষ্টিকার কার,
কিন্তু হর সে শরীরে আত্মার বিকাশ।
স্বদৃঢ়সকল যেই মানব মহীতে,
চিত্ত বার উচ্চপথে রত,
ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ করি,
জীন হর পরব্রহ্ম সনে।
ধরা, হেন স্থান, যথা জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান।
কর্মক্ষেত্র—
কর্মকালে ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব লভে।
স্বর্গ হ'তে শতগুণে শ্রেষ্ঠ মহীতল।
চল যাই, উদয় সময়, নৃত্য হেতু
হ'তে হবে সত্যর উদয়।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

—:—:—

বন-পথ।

পুষ্পচরন-রত শক্তি।

শক্তি। কি মহারাজ, কোথায় গমন ক'ছেন?
কন্যাপাদ। কে, শক্তি, নাকি? পথ ছাড়, পথ
ছাড়, আমি তপোবনে চ'লেছি।
শক্তি। তপোবন এ দিকে কোথায়? পিতার তপো-
বন যে পশ্চাৎ ক'রে এসেছেন?
কন্যাপাদ। আরে, রাখ রাখ, তোমার পিতার তপোবন।
দাড়ি রেখে, গোটা কতক বনে হরিণ ছেড়ে
দিয়ে, রাজ হোমের নাম ক'রে একটু বি-
পোড়ালে তপোবন হয় না! পথ ছাড়, পথ ছাড়,
আমার অনেক দূর যেতে হবে।
শক্তি। মহারাজ, আপনি কিরূপ আজ্ঞা ক'ছেন?
আমি দেবকার্য্যে পুষ্পচরন কচ্ছি। অপেক্ষা
করুন, আমি পুষ্প আহরণ ক'রে এখনই প্রত্যা-
বর্তন করবো। রাজার কর্তব্য, ব্রাহ্মণকে
সম্মান। বিশেষত: আমি আপনার পুরোহিত-
পুত্র, আমার কার্য্যে ব্যাঘাত করবেন না।
কন্যাপাদ। আরে, নাও নাও, তোমার আর বামনাই
দেখাতে হবে না। তোমার বাবার বামনাই

দেবে। এক রাক্ষস মিলনকে নিয়ে

বিভা-বুদ্ধি সব বেরিয়ে পড়েছে! আর তোমার

কি পুরোহিত রাখবো, মহাতপা-বিখ্যামিত্রকে
পুরোহিত করতে বাচ্ছি। নাও নাও, পথ ছাড়!
তুমি শাপ দিলে, "১৩শ হও।" তোমার শাপ
বললে, "কদাচ সপরীরে স্বর্গে যেতে পারবে
না।" মহাতপা বিখ্যামিত্রের প্রভাবে, সে এখন
পারের উপর পা দিয়ে ব'সে নূতন স্বর্গের
অঙ্গরা নিয়ে বিহার কচ্ছে। পথ নাও, পথ নাও।
তোমার বাবাকে ব'লো, আর আমি তাঁকে
পুরোহিত রাখবো না। পৌরোহিত্যে বিখ্য-
মিত্রকে বরণ করবো। নয়।

শক্তি। মহারাজের যেকোন অভিপ্রায় হয়, করবেন;
আমি পুষ্পচরন করি, অপেক্ষা করুন।

কন্যাপাদ। সন্ন্যাসিন, বিটলে বাসুন, আমার কাছে
আবার বামনাই ফলাতে এসেছে? সন্ন্যাসি!
(কশাদও দ্বারা প্রহার)

শক্তি। আরে নৃপাধম, তুই বৈরাগ্য রাক্ষসের ভায়
আচরণ করলি, তুই রাক্ষস হয়ে অবস্থান কর।

[শক্তির প্রস্থান।]

কন্যাপাদ। এ কি, আমার দেহে কি বিকার উপস্থিত
হ'ল! এ কি আমার প্রবৃত্তি, নর-রক্ত পানে
ইচ্ছা হ'চ্ছে! আমি কি সত্যই রাক্ষস হ'লেম।
তবে আমার উপায় কি? একমাত্র উপায় বিখ্য-
মিত্র, তাঁর নিকট উপস্থিত হই। রাক্ষসের ভায়
নর-মাংস-ভক্ষণে প্রবৃত্তি হ'চ্ছে, কিন্তু রাক্ষসের
ভায় বল শরীরে নাই, তা হ'লে ঐ বামনের বাড়
ভেঙে দেখতুম।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

—:—:—

বন—বিখ্যামিত্রের আশ্রম।

বিখ্যামিত্র ও সদানন্দ।

সদা। রাজা, আর কেন তোমার তপস্বী করা?
কখন জলে ডুবে, কখন চারিদিকে আগুন জেলে,
কখন ঠাণ্ডা উঁচু ক'রে কাছের খণ্ডন ক'রেছে।
এখন চল, রাজ্যে কিরি।

বিধা। সখা, যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, তবে রাজ্যে প্রতিগমন কর্ণবো।

সদা। বেণী বাড়াবাড়ি কেন কর্ণ? বশিষ্ঠকে খুব টকর দিয়েছ, বশিষ্ঠের বাবাও যা পারে না, তাই করেছে। মোহাই রাজা, রাজ্যে চল, দ্বিবি পায়ের উপর পা দিয়ে উন্নত পরিপূর্ণ কর্ণে থাই।

বিধা। কেন সখা, ত্রিশঙ্কর পুত্র তো তোমার খুব যত্নে রেখেছে?

সদা। না, অমন উমেদারি করতে আমার মন চায় না। যদি রাজ্যে না যাক, আমার চেলা কর্ণে নাও।

বিধা। আমার চেলা হয়ে তো তোমার চলবে না। দিনান্তে একটি আমলকী, কি একটি হরীতকী পাবে, তাই ভক্ষণ কর্ণে কালযাপন কর্ণে হবে।

সদা। কেন, বালাই, আমার শত্রু আমলকী খেয়ে থাকুক! তবে আর তোমার সাক্ষ্যেরি করতে চাচ্ছি কেন, বল না?

বিধা। পার্ণবে?

সদা। খুব পার্ণবো।

বিধা। উর্দ্ধপদে হেঁটযুখে জপ কর্ণে পার্ণবে?

সদা। না।

বিধা। গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে অগ্নিকুণ্ড রেখে জপ কর্ণে পার্ণবে?

সদা। না।

বিধা। শীতকালে জলে ব'সে জপ কর্ণে পার্ণবে?

সদা। না।

বিধা। তবে কি পার্ণবে?

সদা। ভোজনকালীন পদ্মাসনে ব'সতে পার্ণবো আর শয়নকালীন লম্বাসনে চোখ বুজে থাকতে পার্ণবো।

বিধা। এতটুকুঠোর কত দিন কর্ণ?

সদা। বছরদিন হ'তে!

বিধা। তবে আর কি! তুমি তো তপস্তার সিদ্ধ হয়েছ।

সদা। সিদ্ধ হ'লে আর তোমার কাছে সাক্ষ্যেরি করতে আসবো কেন?

বিধা। সিদ্ধ হয়ে কি কর্ণবে?

সদা। ছোটো চারটে গাছ তরের কর্ণবো আর কি?

বিধা। কি গাছ?

সদা। এই কোন গাছে খলো খলো হরিণমা বুলছে, টস্টসিয়ে গরম লাগে! বি কর্ণবে কোন গাছে বা বরাহ-নাংনের এক খালা পলা বুলছে; কোন গাছে বা ছাগনাংনের বাটি কত কোল; কোন গাছে আত মন্থের চকড়ি; আ কোন গাছের একটা ডালে মোণ্ডা, একটা ডালে মিঠাই, এক ডালে গরম পুরী, এক ডালে গরম কচুরী আর গরম ছক।

বিধা। আমি তো এখন হিমাদ্রি-শিখরে চলেম, তুমি সেই হিমে পাহাড়ে উঠে আমার সঙ্গে যেতে পার্ণবে?

সদা। অত বাড়াবাড়ি কর্ণলে পার্ণবো কেন বল? এইখানেই তো খুব সরগরম করেছে, আর কেন পাহাড়ে উঠবে?

বিধা। কি জানি, সখা, কি আমার মনের বিকার উপস্থিত! আমি যানে বসলে আমার মৃত শত-পুত্র যেন আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, বলে—“পিতা, বড় প্রতিহিংসা-তৃষা, বড় প্রতিহিংসা-তৃষা, বশিষ্ঠের শতপুত্রের শোণিতপান ব্যতীত সে তৃষা দূর হবে না।” এ অস্ত্র কিছুই নয়, এ আমার অন্তরের লুকায়িত মোহের প্রতিকল্প। এত তপস্তার নিকরীক হয় নাই। বলবান্ রিপু সকল কতদিনে ধ্বংস হবে! [বিধামিত্রের প্রস্থান।]

সদা। না, এবার চলো সেই হৃদয়ানার কাছাকাছি হিমাদ্রির চূড়ার! রাজাকে না দেখতে পাই না দেখতে পাব, আমি আর কি কর্ণি বল? যেতে পার্ণবা না। পাহাড় পথ, একটা হৌচট খেলে ব্রহ্মপদেব অশ্বনি ছিরকুটে যাবে। আর একটা অশ্বির বাচ্ছা কোন রাজাকে অশ্বনি অভি-সম্পাত দেয়, সে বেটা বজ্রমান হ'তে আসে, তা হ'লে ধুমধাম কর্ণে একে দিনকতক আটকে রাখা যার! তা রাজাগুলোও মরবে, আর অশ্বির বাচ্ছাগুলোও মরবে! বশিষ্ঠের সব ছেলে, চোখ বুজে সারি সারি ব'সে গিয়েছে দেখে এলেম। ঐ কে এক ব্যাটা আসছে নয়? পোষাক তো বন্ধককে আছে, রাজা হ'লেও হ'তে পারে।

(কস্মাধিপদের প্রবেশ)

কস্মাধ। প্রভু, এখানে মহাপ্রাণ—

সদা। ছুপ কর, ব্যাজ, ব্যাজ কর্ণে বেশী বকিরো না।

ছুটো কেজো কখার খবার নাও। তুমি তো রাজা !

কন্স। হ্যা, প্রভু।

সদা। ভাণা নোর বাপ ! তোমার শাপ নিরেছে ?

কন্স। হ্যা, দয়াময়, বশিষ্ঠের ছেলে শক্তি শাপ নিরেছে।

সদা। খুব করেছে! বিশ্বামিত্রকে পুরোহিত কর্ত্তে এসেছ ?

কন্স। হ্যা প্রভু, ঔষ চরণ আশ্রয় নিতে এসেছি।

সদা। তবে বাও, বজ্রের উত্তোপ কর গে; সমরীরে স্বর্গে যাবে।

কন্স। প্রভু, আমি বজ্র করবার মানসে আসি নাই।

সদা। সেই মানসেই আসতে হবে, নইলে যে উচ্ছন্ন যাবে, তেপুন্তে বুলতে হবে!

কন্স। প্রভু, আমি মনোহাঃখ তাঁর পাদপদ্মে নিবেদন করবো।

সদা। বা করবার তা ক'রো, এখন বজ্র করবে কি না বল।

কন্স। তিনি আজ্ঞা করলেই করবো।

সদা। তিনি আজ্ঞা করেছেন। তিনি ধ্যানযোগে জেনেছেন, তুমি আসবে, তিনি আমার ব'লে গেছেন, তুমি এখানে অপেক্ষা ক'রে থেক।

তুমি তো,—কি নাম তোমার ?—

কন্স। কন্সারপাদ।

সদা। হ্যা, হ্যা, কমলাপদো, ব'লে গেছেন কমলাপদো—

কন্স। আজ্ঞে না, কন্সারপাদ।

সদা। এঃ, এর নেহাৎ আভেল নাই, আমার কথা-কাটাকাটি কর্ত্তে লাগলো!

কন্স। কেমন হবে বাচ্চি, কেমন হবে বাচ্চি, শিপাসার কর্ত্ত শুক হচ্ছে!

সদা। হবেই তো, বজ্র কর্ত্তে চাচ্চ না!

কন্স। বশিষ্ঠের পুত্র আমার 'রাক্ষস হও' ব'লে অভিসম্পাত দিয়েছে। দেখছি তো আমার রাক্ষসের প্রবৃত্তিই উপস্থিত হলো। ওঃ, কর্ত্ত শুক হলো, সত্য সত্যই কি রাক্ষস হলেন! ভাই তো, রাক্ষস হয়েছি!

সদা। বাবা, এ বেটা বলে কি।

কন্স। হ্যা, হ্যা, আমি রাক্ষস হয়েছি, রাক্ষস হয়েছি!

সদা। বের ব্যাটা তপোবন থেকে! বেরিয়ে গিয়ে রাক্ষস হ'গিয়ে।

কন্স। ও প্রভু, ও প্রভু, বড় তুচ্ছ! তোমার একটু হাত কামড়ে নিয়ে রক্ত চুষে নেব ?

সদা। আরে, না, না! তুমি একটু স্থির হয়ে ব'স, আমি কাতান আন্তে চলুম, মুণ্ডটা কেটে দেবো, তুমি ডাবের মতন ছুহাতে খড়টা ধরে ঢক্ ঢক্ ক'রে রক্ত খেও।

কন্স। না, এক ঢোক চুষে খাব—এক ঢোক—

সদা। ওরে বাপ্ রে!

(বিশ্বামিত্রের পুনঃ প্রবেশ)

বিশ্ব। কি কথা, কি—কি—কি হয়েছে ?

সদা। রাজা, পালিয়ে এস, পালিয়ে এস, ঐ রাক্ষস বেটা বলে, চুষবো!

বিশ্ব। কে তুমি, রাজা কন্সারপাদ নয় ?

কন্স। হ্যা, দয়াময়, আমি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তির শাপে রাক্ষসপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছি। আমার নয়-রক্তপান, নয়মাংস আহারে রুচি হচ্ছে। আমার মনে ঘোর বিকার উপস্থিত।

বিশ্ব। আমার নিকট কেন এসেছ ?

কন্স। আমার কি উপায় হবে ?

বিশ্ব। মহারাজ, ব্রাহ্মণের রূপা ব্যতীত তো তোমার কোন উপায় দেখি না। আমি আজও ব্রহ্ম-ধর্ম প্রাপ্ত হই নাই, তুমি কোন ব্রহ্মধর্মের পরগণত হও। যদি অপর কোন বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার হিতে প্রস্তুত।

কন্স। তবে, প্রভু, বর দিন, যেদন রাক্ষসের প্রবৃত্তি হয়েছে, সেইরূপ দেহে রাক্ষসের শক্তি হোক।

বিশ্ব। বাও, সেইরূপই হবে। বিশ্বর নামে এক রাক্ষস, দূর-বনে অবস্থান কচ্ছে, সেই তোমার দেহে প্রবেশ ক'রে হতীর বল প্রদান করবে। যাও।

কন্স। বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে। রাক্ষস হয়েছি, উত্তম হয়েছে, বশিষ্ঠের শত পুত্রের খাড় ভাঙবো!

[কন্সারপাদের প্রস্থান।]

[অকস্মাৎ বিশ্বামিত্রের শব্দ—“পিতা, পিতা আমাদের প্রতিহিংসা-তৃষ্ণা তৃপ্ত! প্রতিহিংসা-তৃষ্ণা তৃপ্ত!”]

বিখ্য। কিছু না, আমার অন্তরের মোহজনিত প্রতি-
হিংসার প্রতিধ্বনি! কি কল্পে, কেন কল্পে-
পাদকে রাক্ষস-শক্তির বর প্রদান করলে! কে
জানে, সংসারে কি মহা অনিষ্ট সাধিত হবে!
আমার তপের মহা বিষ হলো।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।]

সদা। না, আর আমার রাজার মমতায় কাজ নাই!
প্রাণ বড় ধন! রাজা ঠাং উঁচু ক'রে কোলে
ঝুলুক, আমি আর এ মুখো হচ্ছি না! ময় বাটা
কলাবশিষ্ট! রাজা ত্রিশঙ্কর মতন চণ্ডাল হয়ে
আস, একটা শজ্জা হোক, তা নয়, বেটা রাক্ষস হয়ে
এলো, বেটা কি বেজিক গো!

(মেনকা প্রভৃতি অপসরাগণের নেপথ্যে সঙ্গীত)

সদা। বাবা, এরা আবার কে! আর কিছু নয়,
রাক্ষসী। শুনেছি, বেটারে মায়া ক'রে মোহিনী
বেশ ধরে। মাহুবে কি এমন হয়! এখন চুপি
চুপি পালাই কি ক'রে! নজরে পড়লেই ষাড়
মটকাবে! একপাশে কুম্ভোর মতন তাল হয়ে
পড়ে থাকি।

(সদানন্দের কুণ্ডলীকৃত হইয়া একপার্শ্বে অবস্থান)

(অপসরাগণের প্রবেশ এবং নৃত্য-গীত)

রাগ যদি না থাকে অধরে,
তা হ'লে বল স্বজনি, ফুলশরে কি করে।
লগ্নে ফুলশরাসন, কি করতো গো মদন,
সহায় যদি না হ'ত নয়ন!
নয়নে নয়ন মেলে, দেয় লো প্রাণে গরল ঢেলে,
ক্ষণ পেয়ে বাণ হানে, তখন, তাই তো বেঁধে অন্তরে ॥
প'রে ফুলসাজ, পেয়ে লাজ, যেতো ঋতুরাজ,
অঙ্গে লাষণ্য যদি না করে বিরাজ;
রয়েছে যৌবন, তাই মোহন কুঞ্জবন,
অঙ্গ ছুঁয়ে রঙ্গ ক'রে যার মলয়-পবন;
স্বরতি-কুহম হেসে, স্বরতি মাধব কেশে,
প্রাণ কি শিহরে, লো সই, কোকিলের কুহবরে ॥
উর্কশী। আহা! দেখ, দেখ, ব্রাহ্মণটি এমন ক'রে
ব'সে পড়লো কেন বল দেখি? আহা, দেখি চল,
বুঝি পীড়িত হয়েছে।

সদা। ঐ দেখ, আসছে বেটারে এই দিকেই!
বেটারা মাহুবে গন্ধ পায়। আজ কি কুহুণেই
তপোবনে আসবার জন্ত পা বাড়িয়েছি! রাক্ষসের

হাতে বেঁচে গেলেম তো এক ঝাঁক রা!
প্রবেশ করলে! ও মুখ দেখে ঠাণ্ড পেয়ে
বেটারে মাহুবে গন্ধ রক্ত চুবে খায়!
উর্কশী। আহা, ঠাকুর! তুমি এমন ক'রে প
রয়েছ কেন?

সদা। আমি মাহুবে নই, আমি কুম্ভো! রাক্ষ:
দিগিরে, সামনে এগিয়ে পড়, অনেক নধর ন
মাহুবে পাবে, দিনরাত রক্ত চুষো।

উর্ক। তুমিও তো মাহুবে, তুমি ত কুম্ভো নও!
সদা। তোমরা জান না, তপোবনের কুম্ভোই এ
রকম!

উর্কশী। আহা, আমরা কুম্ভো বড় ভালবাসি! চ
দিদি, নিরে যাই, ছেঁচকি ক'রে খাব।

সদা। না, না, আমি তিত কুম্ভো! একখানা কুে
মুখে দিলে সাত দিন মুখের তেতো ছাড়বে না
নইলে মূনির বাচ্ছারা ছেড়ে দেয়, এত দি
মোরকা বানাতো।

উর্কশী। আচ্ছা তিত কুম্ভো, বল দেখি, এখাে
বিশ্বামিত্রের আশ্রম কোথা?

সদা। এই পূর্বমুখে এক দোড়ে যেখানে পছছবে
দেইখানে।

স্বতাচী। দিদি, তরুলতার মনোহর শোভা দে'বে
বুঝতে পাচ্ছ না—এই তপোবন?

উর্কশী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তোমার মনচোরা বিশ্বা-
মিত্রের তপোবন।

মেনকা। আহা, ঐ না পুঙ্কর সরোবর! এস, আমরা
পূণ্যময় পুঙ্করতীরে মান ক'রে যাই।

উর্কশী। কুম্ভোঠাকুর, আমরা ব্যক্তি গো!

সদা। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে গুটি গুটি চ'লে যাক। আবার
পানে চাইলে চোখ কাঁপা হবে।

[মেনকা প্রভৃতি অপসরাগণের প্রস্থান।]

(উক্তি হইয়া) না, রাক্ষসী নয়। রাক্ষসী
হ'লে, ষাড়টা চেপে এক কাঁড় না দিয়ে
ছাড়তো না। তপোবনে তো নানা রকম
আমদানী হয়, এই বজাভেই রাজ্য ছেড়ে আছে।

[সদানন্দের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাস্থ ।

—*—

পুষ্কর-সরোবর ।

মেনকা প্রভৃতি অঙ্গরাগণের জলবিহার ।

(গীত)

চল্ লো চল্ মৃণাল-ভূজে কেটে জল ।
হেসে হেসে জলে ভেসে, গরব না করে কমল ॥
সলিলে করলে কেলি, নলিন অধরা,
মত্ত হয়ে শুজে ধেরে আসবে ভ্রমরা,
চাকুবো আঁচলে বদন, ভ্রমরা হবে বিকল ॥
রক্ত ক'রে অঙ্গে ঠেকে তরঙ্গ খেলে,
হিলোলে গা দোলে, ঢলে পড়ি লো হেলে,
থাকিসু সাবধানে, উথলে জল যায় কানে কানে,
দুব্ দিলে, সহি, থই পাবিনে, উপর উপর ভেসে চল্ ॥

উর্কণী । ঐ বুঝি বিখ্যামিত্র আসছে, ও দিকে চেয়ো
না, ফিরে স্নান কর, আ মন্, সরে যাই ।
বৃত্তাচী । দেবরাজ বলেছেন, যদি বিখ্যামিত্রকে মুখ
করতে পার, তাঁর গলদেশের মালা তোমার
পারিতোষিক দেবেন ।
মনকা । সখি, বিখ্যামিত্র যদি আমার পায় স্থান
দেন, আমি দেবরাজের শচী হবার বাহা করি
না । আমি বিখ্যামিত্রের গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধ
হয়েছিলেম । দেখ দেখ, কি তেজঃপুঞ্জ পুরুষ ।
উর্কণী । হ্যাঁলা, তুই অপ্সারার নাম ডোবালাি বে !
সাধের প্রাণে বেড়ি প'রুলি ? তুই দেব-কুসুমের
ভ্রমরী হয়ে নয়ের অঙ্গরাগিণী হ'লি ?
মনকা । সখি, পাও নাই প্রেমের আশ্বাস,
তাই হেন কহ বাণী ।
কাম-পিপাসার বারি অঙ্গরা জিরিবে ।
ভোগ্যকার প্রেমহীন দেবতা-সেবার ;
অথবা বে মন্,
পুণ্যবলে আসে অর্গ-স্থলে
ভোগতৃষ্ণা পূর্ণ হেতু,
বাধ্য মোরা সেবিতে তাহার ।
ছিঃ ছিঃ, হর মনে স্থগার উদয় ।
অর্গ-স্থখ—প্রেমহীন কান্দকিয়া ।
প্রাণের বিবল আশ্বাস—

পেতে গাধ হ'তেছে হৃদয়ে ;

পুঞ্জি বিখ্যামিত্র, চিত্ত তৃপ্ত করিব, স্বজনি !

উর্কণী । আচ্ছা, তাই ! বুঝছি, বুঝছি, তুমি সাধ
মিটোও, তোমার এক কাজে ছ'কাজই হবে ।
তোমার সাধও মিটবে, আর বিখ্যামিত্রের তপো-
ভঙ্গ কর্তে পারলে, দেবরাজও তোমার পুরস্কার
প্রদান করবেন । আমরা তোমার মত প্রেম
শেখবার চেষ্টা করবো, তাতে দেবরাজের প্রিয়
হ'তে পারবো । নাও, নাও, অমন মুগ্ধ হয়ে চেয়ে
থাকলে কি পুরুষ বশ হয় ? সলিলে তোমার
অনাবৃত রূপরাশি দেখে, এখনই বিখ্যামিত্র এসে
তোমার পায়-হাতে ধরবে । চল্ লো আমরা
যাই ; ওঁর মাটিতে বেড়ান সাধটা মিটে আসুক ।

[মেনকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

(বিখ্যামিত্রের প্রবেশ)

বিখা । আমার যশঃ-সৌরভ ভুবন-ব্যাপ্ত—অবশ্যই
বশিষ্ঠের মনে দীর্ঘা জন্মেছে । এই ব্রহ্মর্ষি লাভ
ক'রেই "নমো নারায়ণায়" বলে সামনে দাঁড়াবো,
তাকেও নমস্কার করতে হবে । বুঝবে, আমি
বিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । আমি কামজয়ী পুরুষ, সঙ্গে
জীসত্ত্বেও কামবিরত । এইবার পুনরায় কঠোর
তপস্যার রত হ'লেই ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি-প্রদানে বাধ্য
হবেন । (সহসা পুঙ্করে মেনকাকে দেখিয়া) এঁা,
ও কে ! যেই হ'ক না, আমি স্নান ক'রে চ'লে
যাই । এঁা, পরম সুন্দরী ! এমন সুন্দরী রমণী
তো কখনও দেখি নাই ! একাকিনী পুরুষের স্নান
করতে এসেছে ! কে সুন্দরী ? আর যেই হ'ক,
আমি স্নান ক'রে যাই, আমার অত প্রয়োজন
কি ? না, জিজ্ঞাসা করি না, কে ? সংবাদটা নিই
না, তাতে আর দোষ কি ? সুকেশিনী, গুরু-
নিত্যিনী ! বেক্রপ অঙ্গসৌভব, বোধ হয়, মুগ্ধমুগ্ধ
সেইরূপ লাষণ্যপূর্ণ !

মনকা । তেজঃপুঞ্জ তাপস, দাসীর প্রণাম গ্রহণ
করুন ।

বিখা । মরি মরি,
জল-বিহারিণী, কে তুমি রমণী,
নলিনীনয়না নলিনী-লালিত তব্ব !
কৃপা করি কহ, লো সুন্দরি,

কোথার আবাস তব?

বিশ্বামিত্র রাজর্ষি আমার নাম।

যেনকা। যেনকা দাদৌর নাম, তখন তপোবন,

জাতিতে অপরা, আসিরাহি ধরা,

দান হেতু পুঙ্কর-সলিলে।

কিঙ্করীয়ে কর, ধবি আশীর্বাদ,

পূর্ণ যেন হয় মনদাধ।

আজ্ঞা কর, যাই কিরে নিজ বাস।

বিশ্ব। লো সুন্দরি, রূপা করি

তখন মম কাতর বচন।

হেরি তব অমল বদন

হয় মম প্রেম আকিঞ্চন,

বাসনা পূরাও, কুশোদরি!

তপের প্রভাবে, অতুল বৈভবে

যতনে রাখিব সদা।

পূরাও কামনা,

এস সাথে, করো না বঞ্চনা,

অদূরে আশ্রম মম।

যেনকা। প্রভু, আমার বড় সঙ্কটে ফেললেন।

আপনার ঠাকুর্নাই বা কিরূপে লঙ্ঘন করবো,

আর স্বর্গে না ফিরে গেলে, দেবরাজ ক্রুদ্ধ হবেন।

আমার সঙ্গিনীরা সব ফিরে গেছেন।

বিশ্ব। কে ইঙ্গ? চিন্তা করো না; তুমি জান

না, আমি ইঙ্গ সৃষ্টি করি। আজ রজনীতে

আমার প্রভাব তোমার দেখাব—কিরূপ উজ্জল

এহ-তারা সৃষ্টি করেছি! প্রতি নক্ষত্রে সূর্যের

জার জ্যোতিঃ; তবে বহুদূরে স্থাপিত, তাই ক্ষুদ্র

দৃষ্ট হয়। নূতন স্বর্গ আমার সৃষ্ট। ইঙ্গের তর

করো না। ইঙ্গ আমার ভয়ে সদাই সশঙ্কিত—

পাছে তারে স্বর্গচ্যুত করে অপর ইঙ্গ আমি

স্থাপন করি। এস, এস।

যেনকা। যে আজ্ঞে, চলুন।

বিশ্ব। সাবধানে ওঠ, পায়ে কিছু না লাগে! হানটা

বড় প্রস্তরময়, চলতে ক্লেশ হবে, যদি অজ্ঞমতি

কর, আমি তোমার বহন করে লয়ে যাই।

যেনকা। আমি কি এতদূর স্পর্ধা করতে পারি যে,

আপনি আমাকে বহন করবেন?

বিশ্ব। দোষ কি? দোষ কি? (বাহু প্রসারণ।)

এমন সময়ে দূরে কলসী-কক্ষে সুনেন্দ্রাকে

আনিতে দেখিয়া, কণ্ঠ) আহ, প্রথম আবা

সুনেন্দ্রা এই দিকে আসছে।

যেনকা। প্রভু, কি দেখছেন?

বিশ্ব। শোন, শোন, যে জীম্বোকটি কলসী-

কক্ষে আসছে, তার সঙ্গে এ সব কথাই কোন

প্রয়োজন নাই। জিজ্ঞাসা করলে বলো, সাধ

হয়েছে, পুঙ্করে মনে ক'রে ধবির সেবা করবে।

এ সব কথা কিছু বলো না, ও আমার জী। আমি

আজই কোশলে ওকে স্বমুখে প্রেরণ করবো।

আমি বিরূপ বলি, তুমি সার দিও।

যেনকা। প্রভু, দেখছি, উনি তপস্বিনী, উনি তো

আমার প্রতি বিরূপা হবেন?

বিশ্ব। না, না, ওকে এ সব কথা বলবো কেন?

দেখ না, আমি কোশল করছি।

(সুনেন্দ্রার প্রবেশ)

আর কেন তুমি বারি হেতু আগমন করেছ?

আমি কমণ্ডলুতেই জল নিয়ে বেতেন, আমার

তো বারির অধিক প্রয়োজন হয় না।

সুনেন্দ্রা। প্রভু, এক কলসী জল নিয়ে যাব, তাতে

আর ক্লেশ কি?

বিশ্ব। তোমার ক্লেশ হয় না, আমার ক্লেশ হয়।

ভাবি, রাজর্ষাণী তপোবনে তপঃক্লেশে আর কত

দিন একপে থাকবে! আর আমার তো এক

রক্ষম কার্যাসিদ্ধি হয়েছে; হৃদয় দিন তপস্তা

কম্বেই ব্রহ্মর্ষি লাভ করবো। তার পরেই

রাজ্যে কিম্বো। তুমি রাজধানীতে ফিরে যাও,

আর তোমার কষ্ট কব্বার আবদ্ধ নাই।

আমার সেবা করা তো তোমার হয়েছে, আমি

তো তোমার প্রতি খুব প্রেম, আমি তো তোমার

প্রতি খুব প্রেম। (যেনকার প্রতি) এস, এস

তপোবন দেখবে এস।

সুনেন্দ্রা। প্রভু, ইনি কে?

বিশ্ব। কে একজন বিদেশী রমণী, সঙ্গিনী সম-

ভিষাচারে পুঙ্করে দান করতে এসেছিল, সঙ্গি-

নীরা সব ফেলে চলে গেছে, বিপদে পড়েছে।

আহা, অনাথা! আশ্রমে দুই একদিন আশ্রয়

দিই, যখন আশ্রম বেঁধে রয়েছে, অনাথাকে

আশ্রয় দেওয়া উচিত, কি বল? (যেনকার

প্রতি) এস গো এস, চিন্তা নাই, হৃদয় দিন

হেথায় থাকতে পারবে, তার পর তোমার লোক
বাড়ী থেকে এসে নিয়ে যাবে। এস, এস।

সুনেত্রী। প্রভু—

বিধা। কি বলছ? আমার সেবা? তা ইনিই
দিনকতক চাষিরে দেবেন; কেমন গো, তুমি
পারবে না? পারবেন বলছেন। আর আমি
তপস্বী, আমার সেবাই বা কি, সেবাই বা কি।
আর দেখ, তোমার বনবাসের ক্রেশ আমি আর সহ
করতে পারছি নে। তোমার ক্রেশ দেখে আমার
তপ তদ্ব হয়। আজই তুমি রাজধানীতে বাবার
জন্ত প্রেরিত হও। (অন্যন্তিকে মেনকার প্রতি)
কি ভাবছ? আমি আজই ওরে পাঠিয়ে দিচ্ছি,
তুমি নিঃশঙ্ক-মনে এস।

[মেনকা ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।]

সুনেত্রী। মা গো, মা মহামায়া! এ কি ঘোর মায়ার
আমার পতিকে আবদ্ধ করলে। কি হলো, তপ
অপ যে সমস্ত বিফল হবে। কি উপায় করবো!
আমি কদাচ অবাধ্য হব না; আমি কুটীর
পরিত্যাগ করবো; কিন্তু আমি সহধর্মিণী,
যেভাবে এই ঘোর ঘোহ দূর হয়, সে কার্য সাধন
আমার অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমি অবলা
রমণী, কি উপায়ে কার্য সিদ্ধ হবে? (যুক্তকরে;
মা শিবজানি, যোগিনি, যোগসিদ্ধি-প্রদায়িনি, দেব-
দেব মহাদেবের যোগসঙ্গিনি! নন্দিনীকে শিক্ষা
দাও, কি উপায়ে পতিকে কামকলার হস্ত হ'তে
উদ্ধার করবো! বোধ হয় দেব-প্রেরিতা)
মোহিনী, মায়াবিনী, যুদ্ধকারিণী, প্রভুকে যুদ্ধ
করেছে। রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে কি এ
কটোর তপস্তা সকলই বিফল হলো! মা
অগম্যে, আশ্রিতা দুহিতাকে পদ-ছায়া প্রদান
কর।

(বেদমাতার প্রবেশ)

কেন, মা, তুমি হেথায় অনাখিনীর স্তায়
ব'লে রয়েছ?

জ্ঞা। মা, দেহমরি, মধুরহাসিনি, তুমি কে মা?

। তুমি কি জান, মা? আমার পরিচয় দিলে
কি চিন্তে পারবে?

জ্ঞা। তুমি কোথায় থাক, মা?

বেদ। আমার চারুটি ছেলে, সকলের কাছেই ছুরি।

বে সে আমার বাছাদের ধরে নিয়ে যায়, আর

গালমল্য করে। বলে—তুই এই! তুই কেন! তুই

তেন। আহা, বাছাদের আমার বড় সরণ

প্রাণ! কুটিল লোকে কুটিল ভেবে গাল দেয়।

সুনেত্রী। তোমার ছেলেগুলি কি করে, মা?

বেদ। তাদের বড় সাধ, লোকশিক্ষা দেওয়া; তা

কে শিখবে বল? ভোগজ্ঞের কামনাই সবার;

শেখবার কামনা কার আছে বল, মা?

সুনেত্রী। তারা কি করে?

বেদ। গান করে, বিধান দেয়, মন্ত্র পড়ে, হোম

শেখায়।

সুনেত্রী। তোমাদের ছেলেদের নাম কি বল,

মা? আমি তাদের কাছে যাব।

বেদ। আমার ছেলেদের নাম সাম, বজ্র, ঋক,

অথর্ষ। তুমি তাদের কাছে যেতে চাচ্ছ, গিয়ে

কি করবে?

সুনেত্রী। মা, আমার স্বামীর চিত্তশালিত্ব জন্মেছে,

এর কি প্রায়শ্চিত্ত, আমি শিখবো। আমি সহ-

ধর্মিণী, আমি কি প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার

স্বামী মোহযুক্ত হন।

বেদ। এ জন্ত তাদের কাছে যাবে কেন? আমিই

তোমার ব'লে দিচ্ছি; আমি জানি না, মা,

আমি তাদের প্রসব করেছি? আমি সব

জানি।

সুনেত্রী। মা, যদি জান, আমার ব'লে দাও, আমার

নির্মল স্বামী—কেন তাঁর চিত্ত কলুষিত হলো?

বেদ। মা, হৃদয় কলুষের বহু সহায়। প্রধান

সহায় ঐর্ষ্য। সকলরূপ ঐর্ষ্যই সহায়, কিন্তু

সর্বাপেক্ষা যোগ-ঐর্ষ্য উচ্চ হৃদয়কে প্রভাবিত

করে। ঐ যোগ-ঐর্ষ্যে তোমার স্বামী প্রভাবিত

হয়েছেন। তাঁর মনে অহঙ্কার জন্মেছে যে, তিনি

তপঃসিদ্ধ—এই তাঁর পতনের কারণ। তাঁর মনে

অহঙ্কার জন্মেছিল, তিনি কামজরী মহাপুরুষ,

কিন্তু দর্পহারী তো কারো দর্প রাখেন না, সেই

জন্তই তাঁর পতন। কিন্তু চিন্তিত হয়ো না, তিনি

আশ্রিত-রক্ষার কলে যোগসিদ্ধ হবেন। তুমি

তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ, তোমার পবিত্রতায় তিনি পবিত্রতা

লাভ করবেন। মা, বাসনা ভোগ ব্যতীত পূর্ণ

হয় না। সকলই সমরণ্যপেক। বড় দিন

তোমার স্বামী ভোগে রত থাকেন, তত দিন তুমি
নির্জনে হুঁগার আরাধনা কর।

সুনেত্রী। আমি তো, মা, হুঁগার আরাধনা করি
জানি না, আমার শিখিয়ে দাও।

বেদ। শিখিয়ে আর কি দেব, অতি সহজ। মুখে
নাম উচ্চারণ করাই তাঁর আরাধনা, তা অপেক্ষা
তাঁর প্রিয় আরাধনা আর নাই। এস, তোমার
নির্জন স্থানে লয়ে যাই।

সুনেত্রী। মা, কিরূপে জানিবো যে, আমার কার্য-
সিদ্ধি হয়েছে? আমার স্বামীর হৃদয়-মালিন্য দূর
হয়েছে?

বেদ। স্বয়ং লোকপাবন অগ্নিদেব তোমার মূর্তি
ধারণ ক'রে ব'লে দেবেন। যখন তোমার স্বামীর
হৃদয়ের হবি তিনি পুনরায় গ্রহণ করবেন, তখন
জানবে, তিনি নির্মল লাভ করেছেন।

সুনেত্রী। মা, ও রমণী কে? যে আমার স্বামীকে
কলুষিত করেছে?

বেদ। ও অঙ্গরা মেনকা, ইন্দ্রের আদেশে মদন
মেনকাকে তোমার স্বামীর অনুরাগিণী করেছেন।

সুনেত্রী। মা, দেবতাদের কি হীন কার্য!

বেদ। বৎস, সংসার মহামায়ার শক্তিচালিত, কর্ম-
ক্ষেত্রে ধার্মিক রাজার প্রয়োজন। মেনকার
গর্ভে তোমার স্বামীর উরসে যে কত জন্মগ্রহণ
করবে, সেই কতবার পুত্র ভরত, তার পুণ্য-
বলে এই ধর্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষ নামে জগদ্বিখ্যাত
করবে। চল মা!

সুনেত্রী। তুমি কে মা?

বেদ। যে হই, সে তব্বের আবশ্যক নাই। তুমি নিজ
কার্যে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:—

বশিষ্ঠের আশ্রম।

বশিষ্ঠ ও অরুণ্ডতী।

বশিষ্ঠ। সান্নি, অতি কঠোর ব্রতগার অজ্ঞ প্রজ্ঞ
হয়; অতি কঠোর ব্রত, যে ব্রতগার আত্মহত্যা

প্রবৃত্তি করে। কিন্তু তোমার একমাত্র সাধনা
প্রদান করি, তোমার পতি পাপমুক্ত। কাম-
ধেনুর গোড়ে কোথায়? ত্র্যম্বকে-প্রণামে
বিখ্যামিত্রের শতপুত্র নাশ করেছিলেন, এই জন্তেই
এই কর্মফলভোগ দ্বারা আমি মহাপাপমুক্ত।
মহামায়ে, হুঁ দারুণ মোহ বন্ধনে আঁধারে আবদ্ধ
রাখ, আবার নির্মম হয়ে পুনরায় মুক্তি ছেদ কর।
লীলামরি, ইচ্ছামরি, তেঁজামরি সংসার, তোমার
অধিকার, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, না! এ
দেহবন্ধন ছেদন করে আমাকে মুক্ত কর। মা
গো, কি দারুণ শেলাঘাত করলে, কি দারুণ
শেলাঘাত করলে!

অরুণ্ডতী। প্রভু, প্রভু, বলুন, কি ঘোর বিপদ-ঝটিকা
প্রবাহিত হয়েছে—যাতে মেরুসমূহ অটল হৃদয়
বিকলিত! প্রভু, বলুন, দারুণ সম্বন্ধে আমার
হৃদয় আলিঙ্গিত করবেন না, আমার হৃদয় ঘোর
হাহাকার উথিত!

বশিষ্ঠ। সান্নি, রে'দন কর, রোদন কর, রোদনই
একমাত্র সাধনা, এ দারুণ যন্ত্রণার অজ্ঞ সাধনা
নাই।

অরু। প্রভু, বলুন, বলুন, কি ভয়ঙ্কর আশঙ্কা-
ছায়া আমার হৃদয়ে নিপাতিত ক'রেন!
আমার শক্তিরতো মঙ্গল? আমার মানা উপেক্ষা
ক'রে সে অতি ক্রুদ্ধে যাত্রা করেছে!

বশিষ্ঠ। সতি, জীব প্রারঞ্জে আবদ্ধ! শক্তি তোমার
মানা উপেক্ষা করে নাই। প্রারক্ত তারে ক্রুদ্ধে
লয়ে গিয়েছে।

অরু। তার কি কোন অমঙ্গল ঘটেছে?

বশিষ্ঠ। এখন সে সংসারের মঙ্গলামঙ্গলের অতীত,
সাংসারিক মঙ্গলামঙ্গল আর তারে স্পর্শ করবে
না।

অরু। প্রভু, প্রভু, আমার শক্তি কি নাই?

বশিষ্ঠ। আর আমাদের নাই, প্রারক্ত-নির্দীপ্ত স্থানে
গমন করেছে।

অরু। হা অগদীষরি! কি করলি, কি হলো! প্রভু,
এ দারুণ শোকে কি ক'রে জীবন ধারণ করবো?

বশিষ্ঠ। সান্নি, প্রহরবৎ হও। সংসার শোকজননী,
শোকতাপই সংসারের শিকা; সংসার-সুখ
বেদন বলবান, শিকা সেইরূপ কঠিন। আরও
উৎকট সংবাদে অজ্ঞ মন বাঁধ।

অরু। কি, কি, আমার অভ্য পুত্রেরা কোথায় ?
বশিষ্ঠ। পাপের পরিণাম অতি বিস্তৃত, ব্রহ্মতেজ
অপব্যয় ক'রে সেই তেজে আপনাকে দগ্ধ হ'তে
হয়। আমি বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে সেই তেজ অপ-
ব্যয় করেছি। সেই তেজ অপব্যয় ক'রে তোমার
পুত্র, রাজা ত্রিশঙ্কুকে অভিষাপ দিয়েছিল; রাজা
কন্বাবপাদকে অভিষাপ দিয়ে স্বয়ং বিনষ্ট হলো,
নিজ ভ্রাতৃগণের উচ্ছেদসাধন করলে। রাজা
কন্বাবপাদ শক্তির অভিধানে রাক্ষস হয়ে সক-
লকে ভক্ষণ করেছে।

অরু। প্রভু, প্রভু, আশ্রিতাকে পদতলে আশ্রয়
প্রদান করুন; যোগ-শক্তি-বলে আমার পুত্র-
গণকে পুনরর্পণ করুন। আপনার ইচ্ছা হ'লে,
যমরাজ কখনই তাদের নিজপুরে রক্ষা করতে
সমর্থ হবে না; তারা শরীর ধারণ ক'রে না ব'লে
আমার নিকট আসবে।

বশিষ্ঠ। সাধিব, আমার প্রোভিত করো না।
স্থাপিত নিয়ম-বিরুদ্ধে শক্তি-চালনের উপদেশ
দিও না। সত্য, ব্রহ্মশক্তিবলে পুনরায় আমি
তাদের ধরাতলে লয়ে আসতে সক্ষম; কিন্তু
বিশ্বনিয়ম পরিবর্তিত হবে—যে নিয়মে সৃষ্টি-
স্থিত-লয় পরিচালিত, ও যাহা কল্পে কল্পে পরী-
ক্ষার হিতকর—সেই নিয়মের বিপর্যয় উৎপন্ন
হবে।

অরু। সে রাক্ষস কোথায়? তারে বধ করুন,
আমার কথঞ্চিৎ যত্নগা দূর করুন।

বশিষ্ঠ। না, সাধিব, কন্বাবপাদের শাপমোচন
পূর্বক ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জগতে প্রচার করবো।
কজ্রিয়, বৈজ্ঞ, শূরাদি, যত্বপি তারা জানতো যে,
ব্রাহ্মণ কি কঠোর নিয়মাবলী, ভোগসুখ-বর্জিত
হয়ে দিবা-রাত্রি কি কঠোর সাধন তার কর্তব্য,
আততায়ী শত্রুর প্রতিও কিরূপ দয়া প্রকাশ
তার উচিত, কিরূপ ক্ষমতাশীলতা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্ম-
ণত্ব,—এ সমস্ত যদি অভ্য বর্ণাশ্রম অবগত হ'ত,
তা হ'লে কদাচ ব্রাহ্মণ হবার কামনা করত না।
আমি ব্রাহ্মণ, ভ্রাতাকলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছি,
কমাই আমার একমাত্র পরিচয়। বিশ্বামিত্রের
সহিত যুদ্ধে তুমিই আমার সেই কমানিকার
প্রদান করেছ, এখন বিপরীত উপদেশ
প্রদানে যাবার ব্রাহ্মণত্ব হ্রাসের ইচ্ছা প্রকাশ

করো না। অতি চঞ্চল মন,—পুত্র-শোকে
তোমার উত্তেজনায়—উত্তেজিত না হয়,
ধৈর্যাবলম্বনে শোক সংবরণ কর। পরম শত্রুর
অহিত কামনা বর্জন কর। তোমার উপদেশে
আমি ব্রহ্মতেজ সংবরণ করার বংশরক্ষা হয়েছে,
পিতৃশোকের পিণ্ডস্থল হয়েছে। বধুমাতা গর্ভ-
বতী, সেই গর্ভে তোমারই পুণ্যে মহাশবির উদ্ভব
হবে। এস, আমি বোর তপস্রায় নিযুক্ত হব,
তুমি আমার সহধর্মিণী, এস, আমার সহায়তা
করবে।

অরু। প্রভু, আপনার বাক্য আমার শিরোধার্য,
কিন্তু পুত্র-শোকে আমি বড়ই কাতরা।

(বেগে অদৃশ্যতীর প্রবেশ)

অদৃশ্যতী। পিতঃ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, এ
দ্রুত রাক্ষস আমার জীবন সংহারার্থে আগত।

(রাক্ষসবেশী কন্বাবপাদের প্রবেশ)

কন্বাব। দাঁড়া বশিষ্ঠ, হোর শত পুত্র খেয়েছি,
তোরে খাব, তোরে ভ্রাতা খাব, তোরে পুত্র-
বধুকে খাব! হা-হা—হা-হা!

বশিষ্ঠ। রাজা কন্বাবপাদ, আমার বাক্য তোমার
ব্রহ্মশাপমোচন হোক!—দ্রুত কিংবদন্ত রাক্ষসের
প্রভাব তোমা হ'তে অপহৃত হোক!—তুমি পূর্ব-
প্রকৃতি ধারণ কর। (কমণ্ডলুর জল নিক্ষেপ)
কন্বাব। (পূর্বমূর্তি প্রাপ্ত হইয়া) এ কি! এ কি!

আমায় কি পিশাচে আচ্ছন্ন করেছিল? হে
ব্রাহ্মণ, হে তপোবন, তুমিই ধন! ভগতে ব্রাহ্ম-
ণই প্রত্যক্ষ দেবতা! ঈশ্বরের কমা-শক্তি
ব্রাহ্মণরূপে জগতে অবতীর্ণ। হে ব্রাহ্মণ, তোমার
পাদম্পর্শে পৃথিবী পবিত্র! কমাগুণে তুমি
ত্রিলোকপুত্র, তুমি দেবপ্রিয়, দেবমাতা! তুমি
সৃষ্টি-শক্তিতে ব্রহ্মা, পালন-শক্তিতে বিষ্ণু, তোমার
সংহার-শক্তি দেবদেব মহাদেবকৃত্য; কিন্তু
তোমার কমা-শক্তির ভুলনা ত্রিলোকে নাই।
হে বশিষ্ঠদেব, হে জ্ঞানবান, হে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ,
তোমার পাদপদ্মে সন্তান প্রণিপাত করি। প্রভু,
রূপায় আদেশ করুন, এ দাঁস রাক্ষস-প্রকৃতিতে
নরহত্যা-জনিত-পাপে কিরূপে ত্রাণ পাবে?
আপনার শতপুত্র বিনাশ করেছে, এই অজ্ঞতাপে

আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে! এ দারুণ অনল কিরূপে
 নীতল হবে?
 বশিষ্ঠ। মহারাজ, শত্রু দূর কর, সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত
 সিদ্ধাশ্রম ভ্রমণ ক'রে স্বরাজ্যে গমন কর, তুমি
 পাপমুক্ত হবে। অস্ত্রে বৈকুণ্ঠলাভ করবে।
 কন্যাব। কুপাময়, তুমিই ধন্য! জয়, বশিষ্ঠদেবের
 জয়!

[সকলের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ গর্তাক।

—*—

বন।

অগ্নিকুণ্ড-সম্মুখে সুনেন্দ্রা।

সুনেন্দ্রা। ঠেক, অগ্নিদেব তো মুক্তিমান হরে দর্শন
 দিলেন না! ভাল, আমি আমার স্বামীর অঙ্গাঙ্গ,
 এই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আমার দেহ আহুতি
 প্রদান করি। অগ্নিস্পর্শে আমার দেহ পবিত্র
 হ'লে তাঁর দেহ অপবিত্র থাকবে না। আর
 যখন স্বামীর কার্য উদ্ধার হ'ল না, তখন এ
 দেহের প্রয়োজন কি? অগ্নিতে প্রবেশ করি।
 অগ্নিদেব, তোমার পবিত্র মুখে তনয়ার দেহ গ্রহণ
 কর।

[অগ্নিতে বাষ্পপ্রদানের উদ্ভোগ ও অগ্নির আবির্ভাব]

অগ্নি। না, তোমার কার্য সম্পন্ন হয়েছে! আমি
 তোমার স্বামীর হোমে আবির্ভূত হয়ে হবি গ্রহণ
 করবো। তুমি আর তোমার স্বামীর নিকট
 প্রত্যাগমন করে না, তুমি স্বরাজ্যে উপস্থিত
 হয়ে সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান কর। তুমি বিজা-
 মায়ার সহচরী, পৃথিবীতে যে রমণী তোমার আদর্শ
 গ্রহণ ক'রে, স্বামীর উচ্চপথে সহায় হবে, সে
 ভাগ্যবতী অন্তকালে বৈকুণ্ঠে বাস করবে।

সুনেন্দ্রা। পিতা, পিতা, শানীকে কৃতার্থ করেছেন।
 কিন্তু চরণে নিবেদন, রাজ্যের অধিকারী মহা-
 রাজের শিশু পুত্র যথুদান। সে রাজ্য আমি
 কিরূপে দান করবো?

অগ্নি। না, তোমার পুত্র এখন রাজপুত্র নয়—
 ঋষিপুত্র, সুসন্তান। শিক্ষার্থে তোমার মনাকু-
 তনয় ঋষীকে পুত্র ভ্রমদায়ক শিষ্য গ্রহণ
 করেছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লে আমি তারে ব্রহ্ম-
 জ্ঞান দিবার নিমিত্ত আমার নিকট আনয়ন
 করবো। রাজ্যদানে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার।
 তোমার পুত্র হ'তে ক্ষত্রিয়কুল রক্ষা হবে।

সুনেন্দ্রা। পিতঃ, জ্ঞানহীন কন্যাকে বলুন, ক্ষত্রিয়-
 কুল ধ্বংসের কারণই বা কে আর আমার পুত্রই
 বা সে কুল কিরূপে রক্ষা করবে?

অগ্নি। ভ্রমদায়ক পুত্রপুত্র, ক্ষত্রিয়কর্তৃক ব্রাহ্মণ-
 কুল পীড়িত হওয়ার যোবে একবিশেষবার
 পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া ক'রবেন। তোমার পুত্র
 ঋষির লাভ ক'রে সে কুল রক্ষা ক'রবে।
 স্বজন-স্নেহে পরপুত্রের তীর অহুরোধ উপেক্ষা
 ক'রবেন না।

সুনেন্দ্রা। প্রভু, ব্রাহ্মণবংশে একগুণ কঠোর ক্ষত্রিয়-
 ধর্ম্যাচারী পুত্র কিরূপে ভ্রমগ্রহণ ক'রবে?

অগ্নি। শুভে, চক্ৰ বিনিময়ে! এ সকল সংবাদ
 তুমি পশ্চাৎ অবগত হবে।

(অগ্নির অন্তর্ধান)

সুনেন্দ্রা। পিতঃ, শ্রীচরণ-কমলে দাসীর শত সহস্র
 প্রণাম।

[প্রস্থান।]

সপ্তম গর্তাক।

—*—

বিখ্যামিত্রের আশ্রম।

বিখ্যামিত্র।

বিখ্য। তাইতো, পূর্ণ গর্তবতী! পরিচর্য্যার জন্য
 কোন স্ত্রীলোক তো নাই, তা আমিই পরিচর্য্যা
 ক'রবো; কম দিন না হয় ধ্যানাদি বন্ধ রাখবো।

(মেনকার প্রবেশ)

একি, তুমি শয়ন না ক'রে হেথায় এলে কেন?
 মেনকা। বোধহয়, আমার প্রসব-সময় উপস্থিত,
 কোন বৃক-মূলে অঠরের কণ্টক উদ্ধার করি।

যা। সে কি, আশ্রম ছেড়ে তরমুলে কোথায়
যাবে? না না, কুটার ত্যাগ করো না।

মনকা। কি বলছ? কুটার অপবিত্র হবে!

যা। কি অপবিত্র—প্রজ্ঞালন করলে সব পরি-
কৃত হবে। যাও, যাও, কুটারে যাও। আমি
হৃতিকা-গৃহের প্রয়োজনীয় কাঠাদি আহরণ
ক'রে লয়ে বাই।

মনকা। কাঠের প্রয়োজন কি? আমরা অপসরা,
আমরা মানবী-নিয়মে সন্তান প্রসব করি না।

যা। তা না হোক, এখন যাও যাও; শয়ন কর গে,
শয়ন কর গে।

[মেনকার প্রস্থান।]

বড়ই উষেগ। সরলা জীলোক, কিছুই বাবে
না। প্রসবকাল জীলোকের পক্ষে বড়ই সঙ্কট-
সময়। ঐ না কে আসছে? ওকে জিজ্ঞাসা
করি, হৃতিকাগারে পরিচর্যার নিমিত্ত হেথায়
কোন জীলোক পাওয়া বাবে কি না। (নেপথ্যে
দৃষ্টিপাত করিয়া) এঁগ, সেই বালক না!

(ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

যা। কি হে হোকরা, বহুদিন যে তোমার দেখি
নাই, তুমি আর এস না কেন?

মনকা। কি ক'রে আসবো, তোমার গায়ে যে বৃদ্ধ
ছাগের দ্বার হুর্গন্ধ!

যা। কি হে, আমি চন্দন লেপন ক'রে রয়েছি,
আর তুমি বলছ হুর্গন্ধ!

মনকা। অঙ্গে চন্দন লেপন করো, আর মন মল-
মুক্ত-শোণিতে হাবুড়বু থাকে! দেশে কিরে
যাও, দেশে কিরে যাও; কেন তপস্বীর ভাণ
ক'রে রয়েছ? আমার সরল প্রাণ, কপটতা
দেখতে পারি না!

যা। কি, কি, আমি কপট?

মনকা। কপট আর ক'রে বলে? রাজা ছিলে,
রাজ্যে থাকলে সহস্র পত্নী গ্রহণ করলে কে কি
বলতো? এখন তপস্বী হয়েছ। কুটারবাসী
হয়েছ, সন্তানের কাঁধা সেলাই করবে। উনি
আমার ব্রহ্মবিদ হবেন!

যা। কি, কি, কি বলে বালক! হার, হার, কি
হলো! আমি কি ছিলেম, কি হ'লেম! আমি

নারীর প্রাণের আশ্রয় হয়ে লক্ষ্যব্রতী হলেম,
আমি লোকসমাজে উপহাসভাজন হলেম, আমার
সকল ভঙ্গ হ'লো! ধন-জন-রাজ্য পরিত্যাগ
ক'রে কাননে এসে সংসারী হলেম!

ব্রহ্মণ্য। ও এক রকম মন্দ নয়, ও এক রকম মন্দ
নয়! এই সন্তান হবে; বটা ক'রে অরপ্রাণনের
আয়োজন করবে, এই বন জন ঋষি-তপস্বী
আসবে, আমিও এসে কলার ক'রে বাব।
তোমার তো তপোবলে কিছুই অভাব নাই।
যা মনে করবে, তাই হবে! যেমন হুমিট
কলমূল প্রস্তুত করেছ, সুন্দর পুষ্ট সৃষ্টি করেছ,
তেমনি উৎকৃষ্ট মিটার সৃষ্টি ক'রো, আমরা সব
কলার করতে এসে তোমার সন্তানকে আশী-
র্বাদ ক'রে বাব!

যা। জানদাতা, কে তুমি? কে আমার মোহ-
অন্ধকার হ'তে উদ্ধার করতে এলেছ?

ব্রহ্মণ্য। কে আমি, কে আমি? কে তুমি, আগে
চেন, কে আমি তার পর চিন্বে। আমার চিন্বে
লেই হ'ল! দিনকতক চোখ বুজে ধ্যান ক'রে,
যোগশক্তি নিয়ে বাহ্যদ্রবী দেখিয়ে—ও কে, সে
কে—সব চিনে নেবেন! আপনাকে চেনেন
না, অন্তকে চিন্বে!—বুড়ো মিলের আঁকেল
নাই।

(গীত)

আপনাকে চেন আগে, চিন্বে আমার তার পরে।

দেখছ কি এমিকু ওমিকু, দেখ কে আছে ঘরে।

গরবে চোখ ঢেকেছ, বুঝে তাই পাক মেখেছ,

দোর খুলে চোর ঘরে ডেকেছ;

মনের ভুলে মূল ধোরালে, কাচ নিলে সোনার দরে।

মনকে ঠেরো না অঁথি, বুঝলে কি অঁথির কাঁকি?

মিলে অঁথি, ভাব দেখি, আছে কি বাকী!

অকূলে আর ভেসো না, ওঠ কূলে জোর ক'রে।

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান।]

যা। আমি কি মোহাক! এই বালক আমার
ইষ্টদেবতা নিশ্চয়; আমার কৃপার দর্শন দিয়ে-
ছেন। আমি সহস্র সহস্র বৎসর উপভ্রা ক-
লেম; আমি পলিতকেশ, পলিতমস্তক হয়েছি;
কিন্তু বালকের বে কিশোরমূর্ত্তি দর্শন করেছি,
সেই কিশোরমূর্ত্তি আজও আছে। আমি এতদ

চিন্তে পারলুম না! আমি কি হ'লেম, কি
কচি! তপত্তা করতে এসে নারীর প্রেমে
আবদ্ধ হ'লেম!

(কত্তা-কোড়ে মেনকার প্রবেশ)

মেনকা। তুমি ভাবছি, এই দেখ, আমি নির্ঝিয়ে
প্রসব হয়েছি। তোমার তো বলুম—অপরা-
নিরম মানবী-নিরমের স্তায় নয়। চেয়ে দেখ,
তোমার স্মন্দরী কত্তা—চাঁদমুখে কেমন হাসি
দেখ! মুখের ভাব তোমারই মত, তোমার
দিকে চেয়ে রয়েছি! একবার কোলে নাও,
স্পর্শে অঙ্গ শীতল হবে, মুখ দেখে প্রাণ জুড়বে!

বিধা। (মুখ ফিরাইয়া) স্মন্দরী, স্বস্থানে গমন কর,
আর আমার লজ্জা দিও না। দেবরাজের মন-
স্বামনা পূর্ণ হয়েছে! তোমার ছলনা ক'রতে
প্রেরণ ক'রেছিলেন, তাঁর সে কার্য সিদ্ধ হয়েছে!

মেনকা। প্রভু, প্রভু, আমি অপরাধিনী নই, আমি
আপনাকে ছলনা ক'রতে আসি নাই; দেব-
রাজও আমার প্রেরণ করেন নাই। আমি
আপনার গুণগ্রামে শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে, আপনার
পদ-সেবার নিমিত্ত পুকে এসেছিলাম।

বিধা। স্মন্দরী, বুকেছি। দেবরাজের আজ্ঞার মন
অলক্ষ্যে তোমার হৃদয়ে আমার প্রতি প্রেম-
মুরাগ সঞ্চার করেছিল। বাও, তোমার মঙ্গল
হ'ক,—কত্তা ল'রে গমন কর!

[প্রণামান্তর কত্তা লইয়া মেনকার প্রস্থান।

ধন্ত, ধন্ত, মদন-তাড়না!
নিরাহারে, কঠোর সাধনে,
নিস্তার নাহিক পক্ষবাণে!
দর্পে ধর্ম হ'ল সমুদর,—
কলঙ্ক রটিল লোকময়—
কামাসক্ত বিশ্বামিত্র অপকীর্তি ভবে।
আজি হ'তে সঙ্কল্প আমার—
বির-বাধা করি অতিক্রম—
রব ঘোর সাধনে মগন;
হর হ'ক শরীর-পতন,
প্রতিজ্ঞা না ভঙ্গ হবে মম।
তাজি এই স্থান,
নারায়ণ রাধাবারে তীর্থের সম্মান।

কঠোর তুবারাহৃত হিমাত্রি-শ্রমশে—
যথা দিবানিশি যেষের গর্জন,
ঝটিকা-তাড়ন, হীন-জ্যোতিঃ প্রভাকর—
ব্রহ্মার্চনা করিব বিরলে।
উত্থান বা দেহ-বিসর্জন!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্তাঙ্ক

স্বর্ণ।

ইন্দ্র ও রত্না।

রত্না। দেবরাজ, দাসীরে স্মরণ কিবা হেতু?

ইন্দ্র। শুন, শুন, রত্না গুণবতি,

ঘুচে বুঝি ত্রিদিব-বসতি,

বিশ্বামিত্র ইন্দ্র বা করে।

স্বমেক্ষণিথরে—

আছে ঘোর তপস্তামগন;

তপোভঙ্গ প্রয়োজন তার,

নহে তপায়িতে মজে বা সংসার।

কি জানি, কি বরপ্রার্থী কঠোর তাপস!

ধরাত্তরি বাও, ক্রশোদরি,

হানি অধি-বাণ, ভঙ্গ কর ধ্যান,

দেবকার্য করহ সাধন।

রত্না। দেবরাজ, শঙ্কা ভাবি চিতে,

বিশ্বামিত্র-সমীপে বাইতে;

অতি উগ্র ঋষি, মেনকা রূপসী

সশঙ্কিত রহিত সর্বদা।

যে দিন তাহার দানিল বিদায়—

করিল বর্ণনা চন্দ্রাননা—

অরিল অনলরাশি ঋষির নয়নে।

উগ্রমুখি হেরি কাপিল স্মন্দরী,

কত্তা ল'রে ডরে আইল পলায়ে।

শাপগ্রস্ত হব তথা করিলে গমন।

১। শুন বার্তা, চাকরেন্দ্রা, নাহি তব ডর ।
কৌশলে মদন, পঞ্চ বাণে !
প্রণয়ে পীড়িত মেনকার্য,
প্রেমিলাস বিখ্যামিত্রে করিতে ছলনা ।
কিঙ্ক, ধনি, জ্ঞান ভূমি পুরুষের মন ;
প্রেমাবীণী হইলে রমণী,
সে নারে মোহিতে কভু পুরুষের চিত্ত,
হারায় মোহিনীশক্তি বিমোহিতা নারী ।
তব ক্ষেপে প্রেম না পরশে,
তব প্রেম-কাঁদে,
মজাইবে বিখ্যামিত্রে অনারাসে ।
আমিও বাইব,
ঋতুরাজ বসন্তে লইব সাধে,
বাঁহে তুষার-ছাদিত
অভ্রভেদী ভীষণ পর্কতে,
সারি সারি নানা রঙ্গে ফুটিবে কুসুম
বিলাস-দীপনকারী ।
কোকিলের কুহবরে পঞ্চমে গাহিব ।
ভূমি নিতম্বিনি,
নিত্য নব বিলাস-রঙ্গিণী,
ভূলাইবে বিখ্যামিত্রে পৌনঃপরোধরা ।
অধর-সুধার আশে ব্যাকুল হইবে,
তপ পাসরিবে,
মম কার্য্য হইবে উদ্ধার ।

২। দেবরাজ, হরন্ত সে ঋষি,
মেনকা স্নেহকী কহে,
ভয় হবে যে বাবে নিকটে এবে তার ।
তপ করে কামজয় হেতু,
যেতে তথা কংকল্প হয় উপস্থিত ।

৩। শুন, হে চাকরবদনি,
অঙ্গরার মধ্যে ভূমি, ধনি,
তপোভঞ্জে স্নেহকৌশল !
এস, সুরঙ্গিণি, বিলম্ব না কর,
লজ্জাপিত সুরপুরী তপের প্রভাবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ ।

—:—:—

হিমালয় পর্কত ।

বিখ্যামিত্র ।

বিধা । দিগম্বর, দেব সুরহর,
দেহ বর অনাথ কিঙ্করে—
হই কামজয়ী তব নাম সুরি !
আন্তোষ ত্রিপুরারি,
মদন-তাড়ন, প্রভু পঞ্চানন,
পঞ্চবাণে কর ত্রাপ দেবদেব !
যেন তব কৃপাবলোকনে,
তপোবিয়কারিণী রমণী,
অধিবাণ হানি আর
পুনঃ নাহি মজার কিঙ্করে ।
কুন্তিবাস, মাগে দাস আশ্রয় চরণে !

(দৃষ্ট-পরিবর্তন)

এ কি ! সহসা, তুমারাবৃত এ তুঙ্গ বিজনে,
কোথা হ'তে কুসুম-সৌরভ আসে ?
হেথা কেন অলির গুঞ্জন,
কেন বহে মলয়-পবন ?
কোকিল পঞ্চমে তোলে তান !
এ কি হেরি, স্তবকে স্তবকে—
নানারঙ্গে কুসুম-বিকাশ !
তপোবিয় করিয়ে কামনা
নাহি জ্ঞান, কে করে ছলনা,
এ কি বিড়ম্বনা আজি পর্কত-শিখরে !

(গীত গাহিতে গাহিতে রস্তার প্রবেশ)

শিক কেন পঞ্চম তান তোলে ।
ধীর সমীরে কলিকা দোলে ।
কেন গুঞ্জে অলি, গলি কুঞ্জবনে,
সুরভি তরঙ্গিত কেন কাননে ;
কেন কাতর স্বরে, সারী ডাকিছে তকে,
কপোত গিরে সুধা কপোতী-মুখে,
বিগ্নে বিগ্নী সনে গাহিছে সুখে ;

সাজিয়ে লতিকা, তরু বেড়েছে ভুলে,
 ঋতুরাজ আসি কেন মননে পূজে,
 বুঝি সুবমানলে—
 কামিনী কোমলপ্রাণ মজাবে ছলে ॥

রজা। এ কি, পঞ্চেন্দ্রিয় রোধ ক'রে তপস্তা ক'রে!
 আমার স্বরূপি কণ্ঠে প্রবেশ করে নাই? আমি
 কথা কই। (বিখ্যামিত্রের নিকটস্থ হইয়া)
 কর আঁধি উন্মোলন, ওহে তপোধন,
 হের গুণমণি, আমি তপস্বিনী।
 তপোবনে, এ বিজন স্থলে—
 তুমার-আবৃত বাহা রয়ে চিরদিন—
 নন্দনগঞ্জন সজিয়াছি সুন্দর কানন।
 সাধ মনে, তাই নিবেদন করি ত্রিচরণে,
 এ সুন্দর স্থানে, বিরলে বসিয়ে,
 যুগলে করিব ধ্যান।
 চাও, চাও, হেসে কথা কও,
 সাথে নারী, কেমন কঠিন ভূমি!

বিখ্য। কে রে পাগিনি, আমার তপোভঙ্গের নিমিত্ত
 উপস্থিত হয়েছিন? আরে হুটী, বারবিলাসিনি!
 প্রেতর-ভূমিতে অবস্থান কর!

রজা। প্রেতু, প্রেতু, আমার কৃপা করুন, দেবরাজ
 আমার পাঠিয়েছেন। আমার অপরাধ নাই,
 অবলা রমণী বোধে ক্ষমা করুন।

বিখ্য। আরে হুটী, তোর প্রেতর হওয়ার আশঙ্কা কি?
 তোমার অন্তর প্রেতর, নচেৎ প্রেমহীন আলাপে
 তোমার প্রবৃত্তি হয়? ঋষির তপোভঙ্গ কামনার
 আগমন করিস? আমার বাক্য বিফল হবে না।
 বত দিন না কোন সাক্ষী তোরে স্পর্শ করবে,
 তত দিন এই অবস্থার তোর দুর্দশের ফলভোগ
 কর।

রজা। থিক্, থিক্,—স্বর্গস্থ থিক্! অঙ্গরা-জীবনে
 থিক্! পরাধীন জীবন! ঋষিরাজ, তুমি বিনা
 অপরাধে আমার অভিসম্পাত প্রদান করেছ,
 যদি আমি নিরপরাধ হই, আমিও তোমার
 অভিসম্পাত কচ্ছি, বত দিন না আমি মুক্ত হব,
 তত দিন তোমার অপকীর্তি ভগতে বোষণা
 ক'বে। মার্জনা তিকা ব্যতীত, তোমার অতীত
 সিদ্ধ হবে না।

(রজার প্রেতরাকারে পরিবর্তিত হওন)

বিখ্য। ইহু আমার প্রতিবাদী, নব স্বর্গস্থিতিতে হু
 আমি সহস্র বিঘ্ন অভিক্রম ক'রে ইষ্টলাভে নিশ
 কৃতকার্য হব। ঈর্ষাই ইহুের শাস্তি, আমি
 উন্নতিতে অহিনিশি ঈর্ষাতে দগ্ধ হ'ক! এ আব
 কে, এ বিজন প্রদেশে আগমন ক'রে?

(কন্যাযপাদের প্রবেশ)

কন্যা। রাজর্ষি, চরণাশ্রিত্যে শাস্তিলাভ করুন
 আমি বশিষ্ঠদেবের কন্যা শাপমুক্ত হয়েছি
 আমার রাক্ষস-প্রকৃতি দূর হয়েছে।

বিখ্য। কিরূপ?

কন্যা। প্রেতু, বশিষ্ঠদেব মার্জনা-গুণে দেবতার
 দেবতা! আমার রাক্ষস প্রভাবে তাঁর শতপু
 ধ্রুস ক'রে, তাঁকে সন্ন্যাস, গর্ভবতী পুত্রবধূ
 সহিত, বিনাশ ক'রতে উপস্থিত হ'য়েছিলেন
 তিনি আমার ভয়ভূত না ক'রে, অদ্বুত মার্জনা-
 গুণে, কমণ্ডলু হ'তে আমার অঙ্গে বারি সিক্ত
 ক'রে, আমার রাক্ষস দূর করেছেন। তাঁরই
 আজ্ঞায়, আমার রাক্ষস-বৃত্তির পাগলোচনাথে
 তীর্থস্থান ও সিদ্ধাশ্রম ভ্রমণ ক'রে, এই পরম
 পবিত্র সিদ্ধাশ্রমে রাজর্ষিকে প্রণাম করতে দাস
 উপস্থিত। আমার ভ্রমণ শেষ হয়েছে, শাস্তিলাভ
 করুন, স্বরাজ্যে গমন করি।

বিখ্য। রাজা, তুমি রাক্ষস-প্রভাবে বশিষ্ঠের শত
 পুত্র বিনাশ করেছ, বশিষ্ঠ তা অবগত?

কন্যা। হ্যাঁ, প্রেতু, তিনি সম্পূর্ণতা অবগত।
 তিনি দারুণ পুত্রশোক হিমাজির স্তায় অটল-
 ভাবে সহ করেছেন। এই জন্য, তাঁর অদ্বুত
 মার্জনাগুণেই প্রশংসা ক'রে, দেবতাগণ পুষ্
 বর্ধন করেছেন।

বিখ্য। অদ্বুত, অদ্বুত, বশিষ্ঠই ধন্ত। রাজা,
 তোমার মঙ্গল হ'ক! স্বস্থানে গমন কর।

[কন্যাযপাদের প্রস্থান।]

বিখ্য। বশিষ্ঠই ধন্ত! তার তুলনার আমি অতি
 হীন। আমার তপস্তার থিক্! বোটেগুথো থিক্!
 আমার স্বর্গস্থিতি, প্রেত-নরকস্থিতি, কল-পুষ্-স্থিতিতে
 থিক্! আমি নিরাধম, রিপূর দাস। দশ বৎসর
 কামরিপুর দাস করিয়েছিলেম। কাম-ধমন-
 প্রয়াসে তপস্তা ক'রে ক্রোধরূপ চঞ্চালপ্রভ হই
 অবলা, রজাকে অভিলাষ প্রদান করেছি।

বশিষ্ঠের শতপুত্রের নিধনের কারণ, আমিই কল্যাণপাদকে দ্রুত কিসের রাক্ষস কর্তৃক আচ্ছন্ন করেছিলাম। আমার পুত্রশোকের প্রতিহিংসা অন্তরে আগরূপ ছিল ; আমি মনের কপটতা, বশিষ্ঠের সঙ্গে শত্রুতা, আত্মপ্রতারণার অন্ধ হয়ে উপলব্ধি করি নাই ! আজ মন সেই গরল উদ্‌গিরণ ক'চ্ছে ! তপশ্চায় কিরূপে ফললাভ করবো ? কামক্রিয়ায় আমার অস্থি অশুদ্ধ, ক্রোধে মন অশুদ্ধ, এই অশুদ্ধ-কায়-মনে কিরূপে তপশ্চায় ফললাভ করবো ? সমস্ত তীর্থ পর্যটন করি। দেখি, যদি তীর্থের মাহাত্ম্যে আমার দেহ-মন পবিত্র হয় ! [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্তাক।

—:—

বন-পথ।

(অগ্রে ব্রহ্মণ্যদেব, পশ্চাৎ সদানন্দের প্রবেশ)

সদা। অহে ছোকরা, অহে ছোকরা, আমি তোমার খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ব্রহ্মণ্য। কেন বল দেখি ?

সদা। দেখ, তোমার অনেক রকম দাঁও আসে, রাজাটিকে ফেরাতে পারো ? আমি ত অনেক রকম চেষ্টা করলুম, ফেরাতে পারলুম না।

ব্রহ্মণ্য। না, তা হবে না, উনি ব্রহ্মর্ষি স্ব লাভ না ক'রে ফিরবেন না।

সদা। ব্রহ্মর্ষি স্ব ব্রহ্মর্ষি স্ব তো শুনি, ওর ব্যাপার-খানা কি বলতে পার ?

ব্রহ্মণ্য। কি জান, বশিষ্ঠের মতন হবেন।

সদা। রেখে দাঁও, বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠের বাবা হয়েছে ! এক কবিলে গাই নিয়ে তো বশিষ্ঠের নাড়াচাড়া, সে গাই না হয়, সরবৎ চোনার, মোহনভোগ লাগে, গা ঝাড়া দিয়ে বরকন্দাজ বা'র করে ! এ স্বর্গকে স্বর্গ বানিয়ে দিলে ! আর তোমার যে দেখা পাইনে ; যে কল সব তোরের করেছে, খাও যদি তো মণ্ডা মুখে দিলে থুঃ করবে ! তোমার বেশ বুলি-টুলি এসে, রাজাকে বাগিয়ে

দেশে নিয়ে চল, আর কোন কিকিরে ফিরতে হবে না। কি পাঁচীর বাড়ী, ভূতীর বাড়ী, ছানা-চিনি খেয়ে ফেরো ? রাজবাড়ীতে চল, খাও আর সুমোও, খাও আর সুমোও ! বাগিয়ে দেখ দেখি ! ব্রহ্মণ্য। সে হু'দিন যাক, যৌকটা কমুক। জান তো, তোমার রাজা বৌকের মাহুঘ—বৌকেই চলে ?

সদা। তা বটে।

ব্রহ্মণ্য। তুমি আমার একটা কাজ কর দেখি।

সদা। কি কাজ শুনি ?

ব্রহ্মণ্য। মস্ত একটা বজ্র হচ্ছে।

সদা। বেশ !

ব্রহ্মণ্য। রাজ্য অধরী বজ্র করবে।

সদা। বেশ !

ব্রহ্মণ্য। নরমেঘবজ্র।

সদা। ওটা কিরূপ ?

ব্রহ্মণ্য। কিরূপ জান ? মাহুঘ কেটে মাংস আহুতি দেবে।

সদা। ছোকরা, তুমি থাক থাক ধোঁকা মারো ! সেই মাংস খাবার যোগাড় আহ না কি ?

ব্রহ্মণ্য। না, তা কেন ?

সদা। না কেন ? তুমি বড় নিখিলে ! তোমার খাবার ভাল মন্দ বাচবিচার নাই, যে যা দেয়, খাও দেখেছি।

ব্রহ্মণ্য। তুমি শুনবে, না নানান কথা কইবে ? শোনো, ঐ আসছে দেখছ, একটা ছেলে সঙ্গে ?—

সদা। আচ্ছা, দেখলুম।

ব্রহ্মণ্য। ওকে যদি তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যেতে পার, তো এক মজা দেখ !

সদা। মজার চূড়ান্ত মজা দেখেছি ! আর মজা দেখবার সখ নাই।

ব্রহ্মণ্য। তোমাকে একটা কাজ করতেই হবে। এই ছেলেটিকে কটুতে নিয়ে যাচ্ছে ; কোন রকমে তোমার রাজার কাছে যদি ছেলেটিকে নিয়ে যেতে পার তো ছেলেটি বেঁচে যাবে।

সদা। ও তোমার কে

ব্রহ্মণ্য। ভাই, আমার কাছে বড় কাঁদাকাটি ক'চ্ছে, ওকে বাঁচাতে না পারলে আমার প্রাণটা কেমন করবে !

সদা। দেখ, আমারও প্রাণটা কেমন ক'চ্ছে!
তা আমি কি করবো?

ব্রহ্মণ্য। কোন রকমে, ওদের ভুলিয়ে ভালিয়ে
বিশ্বামিত্রের কাছে নিয়ে যাবে।

সদা। তার কাছে নিয়ে যাব কি? সে এখন পাছাড়ে
উঠেছে। গেছল বরফে উঠতে গেলে, ছাত্ত
হয়ে যেতে হয়।

ব্রহ্মণ্য। না, না, তিনি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হয়েছেন।
অদূরে নদীতীরে বৃক্ষমূলে আসন করেছেন,
দেখে এলুম।

সদা। বটে, নেবে এয়েছে যে?—মন ফিরেছে
না কি?

ব্রহ্মণ্য। তুমি ঐ ছেলেটার কাজে লাগিয়ে দাও
না। পাঁচটা কাজ করতে করতে মন ফিরে
যাবে।

সদা। আচ্ছা, কি করতে হবে,—বাংলাও শুনি।
বদি রাজা ফেরে, আদর ক'রে তোমার দাড়ি
ধ'রে চুমো খাবে। আর আগুনে বেটার মতন
তোমার বুকে করে থাকবে। বল।

ব্রহ্মণ্য। বিশ্বামিত্রের কাছে নিয়ে গিয়ে, ঐ
ছেলেটাকে শিখিয়ে দেবে, যেমন ত্রিশজুকে শিখি-
য়েছিলে,—বিশ্বামিত্রের পায়ে জড়িয়ে ধরে।

সদা। আচ্ছা,—দেখছি। চলে কেন? তুমিও
থাকো না। হু একটা তো দম্ব বাড়তে হবে,
নইলে চৌগোঁপা বরকন্দাজ ব্যাটারা ছেলেটাকে
পথ ছেড়ে বেপথে নিয়ে যাবে কেন?

ব্রহ্মণ্য। আমার তাই দম্ববাজী এসে না।

সদা। উট কিন্তু ভাই, তোমার বিনয়! তোমার
বদি গোঁপদাড়ী বেরতো, তোমার দম্ববাজী
টোল করতে বলতুম!

ব্রহ্মণ্য। না, আমার কথা শুনবে না।

সদা। আচ্ছা, আমিই দেখি।

(ব্রহ্মণ্যদেবের গীত)

বাজে না বেদনা প্রাণে, পরের প্রাণে ব্যথা দিতে।
আমি তার হিতকারী হই, তার কাছে রই, ফেরে
বে জন পরের হিতে॥
হৃদনের ছনিয়ানারি, কদর তারই, হিতবাণী
বোঝে না চিতে,

দীন দেখে যার মন কাঁদে না, জানে না দিন
কিনে নি

যে যতন করে, শরণ নিলে—সেই তো আমার
প্রাণের মিটে

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান]

সদা। বড় রকমারি গান বাড়ে, বাবা, প্রাণ
উদাস ক'রে দেয়!

(শুনঃশেককে লইয়া রাজদূতদ্বয়ের প্রবেশ)

ওরে বাপ রে! ভারী বেঁচে গছি! ভারী বে
গেছি! ওঃ, এখনি কোথায় ছিল আর কি!

১ম দূত। কি ঠাকুর, কি হয়েছে?

সদা। রস রস, চৈতরো না, গলার আওয়ার পে
এখনি ফিরবে!

১ম দূত। কে ফিরবে?

সদা। আরে শুনলে না? ওই—নেচে গেয়ে চা
গেল?

১ম দূত। কে ও?

সদা। আমার যেসোর সখসী! কে ও? মক
পেয়েছেন!

২য় দূত। কি হয়েছে ঠাকুর, বল না?

সদা। হবে আর কি! ও একটা রাক্ষসের ছান
মাহুষ হয়ে চরা করতে বেরিয়েছে! ঐ বনে
ভেতর কন্দকাটা—ওর মাসী আছে, ও ব্যা
গান ক'রে ভুলিয়ে নে যায়, আর সেই মা
অমনি দুটো হাত বাড়িয়ে ধরে, কাটা গর্দান
পূরে দেয়।

২য় দূত। সত্যি না কি?

সদা। ছ পা এগুলোই বুঝতে পারবে!

১ম দূত। শোন শোন ঠাকুর, আমি তো ঐ পথে
যাচ্ছিলুম।

সদা। বাবেই তো! কালে ধ'রলে আর কত কি

১ম দূত। হ্যাঁ ঠাকুর, সত্যই রাক্ষস আছে?

সদা। বিশ্বাস না হয়, ঐ নদী-তীরে বিশ্বামিত্র আ
জিজ্ঞাসা করবে চল।

২য় দূত। (১ম দূতের প্রতি) আরে নাও ওর ক
কি শুনছ? ওই পথ দিয়ে হামেলা আনাগো
করি, সোজা পথ ফেলে আবার বিশ্বামিত্র
ওদিক দিয়ে ঘুরে যাই!

সদা। ও চৌগোঁপা ভায়া, তোমার মাগছে
আছে তো?

১ম দূত। আছে বই কি, ঠাকুর।

সদা। তবে ওকে শুই সোজা পথে এগিয়ে দিবে,
তুমি একটু ঘুরে চল।

১ম দূত। না হে, বাসুন বলছে, চল একটু ঘুরে
যাওয়া যাক্, বেশী তো নয়, ক্রোশ পাঁচ ছয় ফের
পড়বে বই তো নয়, ঘুরেই চল।

২য় দূত। ঠাকুর, ওদিকে পথ আছে তো?

সদা। তোকা পথ, একদম ঠিকানায় পৌঁছে যাবে।
[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তাক।

—:—

নদীতীরস্থ বৃক্ষমূল।

বিখ্যামিত্র।

বিখ্যামিত্র। কই, তীর্থপর্যটন ক'রে তো শান্তি লাভ
করতে পারলুম না! বশিষ্ঠের শত পুত্র আমা
দ্বারা হত হয়েছে এই চিন্তা অগ্নির দ্বার মন্তিকে
জ্বলে! রক্তাক্ত অভিসম্পাত করেছে, —সে
কাতর সুখভাব চক্ষের উপর দেখছি! নিত্ৰা-
বস্ত্র মেনকাকে পাশে দেখি! অশান্ত মন,
কিসে শান্ত করবো? কি প্রাশস্তিত করবো?

(সন্ধানন্দ ও শুনঃশেফের প্রবেশ)

সদা। বা, বা, গিয়ে পারে জড়িয়ে ধর।

শুনঃ। (ছুটিয়া বিখ্যামিত্রের পদদ্বয় ধারণ করিয়া)
ঋষিরাজ, আমি অনাথ ব্রাহ্মণ-বালক, আমার
জীবন রক্ষা কর।

বিখ্য। কে বাবা তুমি?

শুনঃ। আমি অনাথ ব্রাহ্মণকুমার! আমি আমার
পিতার মধ্যম সন্তান! রাজা অশ্বরীষের নর-
বেধ যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্ত, আমার পিতা
আমাকে বিক্রয় করেছেন। আমার খড়্গ দ্বারা
হত্যা করেছেন, আমার মহাত্ম্য হত্যা, আমার
মহাত্ম্যে পরিজ্ঞান করুন!

বিখ্য। চিন্তা নাই, স্থির হও।

(দূতের প্রবেশ)

২য় দূত। দেখ দেখি, এ পথে এসে কি ক'রাসাদ
করলি! এ বিখ্যামিত্রের আশ্রয় নিয়েছে।

শুনঃ। প্রভু, ঐ রাজদূত আমার ধ'রে নিয়ে বেতে
এসেছে।

বিখ্য। ভর নেই, স্থির হও।

২য় দূত। প্রভু, আপনি এই ব্রাহ্মণ-বালককে
অভয় দিচ্ছেন, আপনার নিকট হ'তে আমরা
লয়ে যেতে পারবো না; কিন্তু এই বালককে
ছেড়ে গেলে আমাদের জীবন-সংশয় হবে।

বিখ্য। কি হয়েছে, বাপু?

১ম দূত। রাজা অশ্বরীষের যজ্ঞের জন্ত নির্দিষ্ট পণ্ড,
কে অপহরণ করেছে। তাঁর পুরোহিত বিধান
দিয়েছেন, সেই পণ্ডর পরিবর্তে নরমাংস যজ্ঞে
আহুতি না দিলে, রাজা নরকগ্রস্ত হবেন। সেই
জন্ত লক্ষ ধেনু ও তরুপাণ্ডী দক্ষিণা দান ক'রে
এই বালককে এর পিতার নিকট হ'তে ক্রয়
করা হয়েছে।

বিখ্য। বাপু, তোমার পিতা তোমাকে বিক্রয়
করেছেন?

১ম দূত। ওর পিতা অতি দীন দরিদ্র, বহুদিন
অনশনে সপরিবারে বাসন করেন। দরিদ্রতা-
নিবন্ধন পুত্র বিক্রয় করেছেন।

বিখ্য। তাঁর কয় পুত্র?

শুনঃ। প্রভু, আমরা তিন ভাই; —কোষ্ঠ পিতার
প্রিয়, কনিষ্ঠ মাতার প্রিয়; আমি অনাথ—
আমাকে বর্জন করেছেন!

২য় দূত। ঋষিরাজ, অগ্নিমতি প্রধান করুন, আমরা
বালককে লয়ে যাই।

বিখ্য। অপেক্ষা কর, আমিই বালককে লয়ে যাব।
(স্বগত) বোধ হয়, নারায়ণ আমার পাপের
প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ উপস্থিত করেছেন। কার-
মনোবাক্যে পরহিত-সাধনই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।
শরণাগতকে রক্ষা অবশ্যকর্তব্য। ছার ব্রহ্মবিষ,
পরহিত-ব্রতই শ্রেয়ঃ ব্রত! যে ব্যক্তি পরহিতে
ব্রত, তার মত উচ্চহানীর আর কে আছে!
আমি সেই উচ্চ ব্রত সাধন করবো, আমার
ব্রহ্মবিষলাভের প্রয়োজন নাই।

২য় দূত। তবে আহুন, বালককে ছেড়ে গেলে
আমাদের প্রাণবধ হবে।

বিখ্য। চল। বালক, তুমি পিতৃ-মাতৃ-বর্জিত;
আমি তোমার পিতা, আমি তোমার মাতা।
রাজা তোমার প্রাণবধ করবার মানস করে-

ছেন, আমি ভগবান্ পদ্মযোনির কৃপায় রাজবিশ্ব! প্রাপ্ত হয়েছি, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করবো! তুমি নির্ভয়ে আমার সঙ্গে আগমন কর। জেন, বিশ্বামিত্রের প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ হয় না।

শুনঃ। পিতা, পিতা, আমার প্রাণরক্ষা হবে? আমার ভয়ে প্রাণ আকুল হচ্ছে! আমি ম'রে কোথায় বাব?—আমি মরতে পারবো না! আমি বলি দেখেছি; সুও, ধড়, পৃথক্ হয়ে প'ড়ে থাকে,—আর চলে না, আর দেখে না! মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর—অতি ভয়ঙ্কর!

বিশ্ব। বালক, নির্ভয়ে এস! আমার নিকট হ'তে বমরাজও গ্রহণ ক'রতে সক্ষম হবে না। তুমি প্রকৃতই আমার সন্তান, তোমার কল্যাণে আমি ব্রহ্মবিদ্য অপেক্ষা উচ্চগদ প্রাপ্ত হব।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম গর্তাঙ্ক।

—:~:—

বন।

বেদমাতা ও সুনেন্দ্রা।

বেদমাতা। মা, তুমি কোথায় চলেছ?

সুনেন্দ্রা। আমার তো নিরুপিত স্থান কোথাও নাই, মা! আমি অগ্নিদেবের আজ্ঞায়, রাজ্য ব্রাহ্মণকে দান করেছি। পতির নিকট যেতেও অগ্নিদেবের নিষেধ। তাব'ছি, কোন নির্জন স্থানে পতির ধ্যানে নিমগ্ন থাকবো। পতি ব্রহ্ম-আরাধনার নিযুক্ত। আমার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পরমব্রহ্ম—আমার পতি! আমি তাঁর ধ্যানে নিযুক্ত থাকবো, বহি ভাগ্যকালে তাঁর চরণে স্থান পাই!

বেদ। মা, তোমার পতির ধ্যানে তো আর প্রয়োজন নাই, তুমি সে ধ্যানে সিদ্ধ হয়েছ। তুমি পতিপতপ্রাণা, অহোরাত্র পতি তোমার হৃদয়ে বিরাজমান।

সুনেন্দ্রা। তবে, মা, পতিবিরহে কিরূপে দিনযাপন করবো?

বেদ। পর-কার্যে রত হও। সতীপুর হ'তে সতী রাণী এসে তো তোমার উপদেশ দিয়েছেন? সুনেন্দ্রা। কই, মা, কেউ তো আমার উপদেশ দেয় নাই?

বেদ। উপদেশ দিয়েছেন, হুমি স্বপ্নজ্ঞানে সে উপদেশ উপেক্ষা করেছি।

সুনেন্দ্রা। হ্যা, মা, স্বপ্নে অপরূপ নারীমূর্তি দেখেছি স্বপ্ন হ'চ্ছে।

বেদ। সতীদেবীই দর্শন দিয়েছেন।

সুনেন্দ্রা। মা, নিশ্চয় স্বপ্ন, নচেৎ সতীদেবীর মুখে কি অলৌক কথা শুনলাম! পাষণে প্রাণ কিরূপে জাগরিত করবো?

বেদ। না, সতীর স্পর্শে, পাষণপ্রাণা রমণীয় মন জাগরিত হয়।

সুনেন্দ্রা। মা, আমি জ্ঞানহীনা, তোমার বাক্য তো আমার হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।

বেদ। জেন, বৎসে, প্রেমহীন অন্তর পাষণ।

যে রমণী কুল-কলঙ্কিনী,

পতিপদে জীবন-বোবন-প্রাণ করেনি অর্পণ,

পতিধ্যানে বক্ষিতা যে নারী,

জীবনে পাষণ সে রমণী,

জীবনান্তে প্রস্তর-শরীর ধরে।

রহে আকাজ্জা অন্তরে,

যুগ-যুগান্তর,

জলে নিরন্তর—সে অমল প্রস্তর-হৃদয়ে।

অসতীর কঠোর শাসন!

হেরে, সাধবী সতীপুরবাসিনী কাতরা,

অমলিনা করিবারে ধরা,

তোমায়ে দেছেন দরশন।

যাহে কলঙ্কিনী, রূপে গরবিলী

কুশটা কামিনী, না মজার পুরুষের মন,

উচ্চপথে বাধা না প্রদানে;

পায় পরিজ্ঞান,

বিধির নিয়মে, পাষণ হইতে পরিণামে।

সুনেন্দ্রা। কহ, মাতা, কহ,

কোন দেশে হেন নারী বসে,

প্রেমহীন শুষ্ক প্রাণ বার?—

রূপ বা বোবন, কিবা প্রয়োজন,

পতিমুখে বক্ষিতা যে নারী,—

নচে তেরা পতিন

পতি ধ্যান জ্ঞান নহে যার ?

এ কি কঠোর বিকার কোমল রমণী-প্রাণে !

হেন অভাগিনী হান পায় কোন্ লোকে ?

বেদ । বৎসে, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রদেশে,

অদৃষ্টের বিড়ম্বনাবশে,

হেন প্রেমহীনী করে অবস্থান ।

অনেক । কেন হেন বিধির নিয়ম,

কেন হেন কুৎসিত স্বজন ?

ভনি, মা গো, ধাতার স্বজনে

নহে কিছু প্রয়োজনহীন ;

কিবা প্রয়োজনে হেন রমণী স্বজন ?

বেদ । বৎসে, ভোগবাসনার ধরে নর-কার,

ভোগ-তৃপ্তি হেতু ;

কামনা পুরাতে করে ধর্ম উপার্জন ।

তাদের শিক্ষার কারণ,

করিবারে বাসনা পূরণ,

স্বর্গপুরে

অঙ্গরা নামেতে খ্যাত প্রেমহীনী নারী ।

পরে, কামনার বিষময় কল

বৃক্ষে নর, স্বর্গত্রুট হয়ে ;

মৃত্যু সম ক্লেশ সে সময় ।

পুনঃ গর্ভবাসে কঠোর ব্রতণা,

রোগ-শোক-মরণ-তাড়না পুনঃ ;

ক্রমে অশ্মে সংস্কার মনে,

নাহি শক্তি কামনা-বর্জন বিনা ।

পশু সম যে সব মানব,

ভোগ্য বস্তু লাভ মাত্র বাহার গোরব,

অতুল বৈভব নষ্ট করে কদাচারে,

তারি তরে, বিলম্বকারিণী প্রেমহীনী

কুটিল রমণী, ধরাধামে স্বজন ধাতার ।

স্পর্শি যার বিধাক্ত অধর,

ইহকালে যোগের তাড়নে জরজর,

দুস্তর নরকভোগী হয় পরলোকে ।

নিবস্তর দহে, জন্মে জন্মে বহু ক্লেশ সহে,

ব্রতণাক্রমে হয় জ্ঞানের বিকাশ ।

বিষজ্ঞানে কামনা-বর্জনে,

ঈশ্বর-চরণে মনপ্রাণ করে সমর্পণ ।

মানবমোহিনী, পাগ-বিধারিনী,

প্রস্তর-শরীরে, নিবিড় তিমিরে

পশে শেবে রসাতলে ।

অনেক । কহ গো জননি, যে রমণী এ হেন ছদ্মিনী,

দুস্তর বস্ত্রপার্শ্বে কিসে পাবে জ্ঞান ?

বেদ । সাধ্বীর করুণামাত্র উপায় সবার,

সাধ্বী-সেবা, সাধ্বী-উপাসনা ।

সাধ্বীর সেবায় যদি জন্মায় বাসনা

হীন পছা করিতে বর্জন,

সাধ্বীর চিন্তায় হয় পবিত্র জীবন ;

কালে, সাধ্বী-সেবা মহা পুণ্যফলে,

পায় পুনঃ পাষাণে জীবন ।

সাধ্বীর করুণামাত্র উপায় সবার ।

তাই সতীপুরবাসী সাধ্বী নারী আসি,

উপদেশ দানিল তোমার

পাষাণীরে করিতে উদ্ধার ।

অনেক । আমি মা গো, কিছরী সবার ;

কলঙ্কিনী উদ্ধারের ভার,

কি কারণ ক'রেছেন আমারে অর্পণ ?

সাধ্বীগণ-চরণ-পরশে

অনারাসে তরে যত কলঙ্কী কুৎসিত ।

বেদ । চৈতন্ত চৈতন্ত সনে হয় সংমিলন,

জড় বিনা জড় না পরশে ।

আবির্ভাবি তোমার শরীরে

করিবেন আদর্শ স্থাপন ;

সতীত্ব-প্রভাব বাহে সংসার বুরিবে,

ভুলোক ছালোক হবে উজ্জল বিভার ।

মহাকার্য্য তোমার সংসারে,

যেই কলে, ভূমণ্ডলে, অতুল গৌরব,

বিখ্যামিত্র ব্রহ্মর্ষি করিবে অর্জন ।

বিভাশক্তি, ভূমি পুণ্যবতি,

উচ্চকার্য্যে বিভাশক্তি পরম সহায় ।

[বেদমাতার প্রস্থান ।

অনেক । মা জগদম্বা, তোমার চিনেছি, তোমার

আজ্ঞা পালন করুবো ।

[প্রস্থান ।

যষ্ঠ গর্ভাক ।

—:~:—

হিমালয়-সংলগ্ন বন ।

রক্তার প্রসঙ্গ-মুদ্রি ।

(উর্ধ্বশী, দ্বতাচী প্রভৃতি অঙ্গরাগণের প্রবেশ)

উর্ধ্বশী । হের, সখি, শোচনীয় কি পরিবর্তন !

সেই কমলীয় কায় কঠিন প্রস্তর এবে !

চল চল লাবণ্যের জল

যে বয়ানে খেলিত সর্ষদা,

প্রস্তর আকার

সে বদনে কান্তি নাহি আর,

শীতল পাষণ এবে !

নলিনী-লাঙ্ঘিত, সুরাগরঞ্জিত,

বজ্রন-গজ্ঞন, চঞ্চল নয়ন,

ঈক্ষণে বাহার বিমুগ্ধ যোগীর মন,

শিলাময় ভাববিবর্জিত !

শ্রামল উজ্জল কুন্তল মদন-কঁস,

স্পর্শনে আত্মাণে চরণে ঢালিত প্রাণ,

রয়েছে আকার মাত্র তার !

অধরের রাগ, বৈরাগ্য টুটিত বাহা হেরি,

শুষ্ক অলি ধাইত বসিতে তার,

পুতলি-অধরে পরিণত ।

হার কি কঠিন পরিণাম !

দ্বতাচী । সখি, কে জানে, কখন এ হেন বর্তন

ঘটিবে মোদের ভালে !

শত ধিক্ অঙ্গরা-শরীরে !

ধিক্ স্থির-ধোবন, সুরূপে !

দাসী সবাকার, সেবা ব্যভিচার,

অভিশাপভাজন নিরন্তর !

আমা সবাকার, স্বজন বাতার,

বহনি গো, সহিবারে অশেষ ব্যগ্রণা !

উর্ধ্বশী । সখি, জান কি ব্যর্থতা ?—

কত দিনে, শাপ-বিমোচনে,

জিহবসজ্জিনী,

তুলি পুনঃ তান-তরঙ্গিনী,

বিমোহিবে দেবের সমাজ ?—

বাঁজিবে কিঙ্কিনী, নৃত্যে নিভবিনী,

দেবরাজে মোহিবে আবার ?—

রক্তাসনে, নন্দন-কাননে,

ক্রমিব আমরা সবে ?

দ্বতাচী । কে জানে কি আছে, সেই বিধির লিখন ।

সুরলোকে করেছি জন্ম,

সাধা নারী পরিত্যক্ত হবে,

রসবতী রক্তা অমোদিনী শাপমুক্তা হবে ।

নাহি জানি কত পাপে অঙ্গরা-জনম !

উর্ধ্বশী । চল, ভাই, চল, কে এ দিকে আসছে ।

দ্বতাচী । কে আর এ বনে আসবে ? কোন ঋ

তপস্বী ম'রুতে আসবেন, আমাদের দে

মদনবাণে মজ্জবেন, শেষটা শাপ দিয়ে ঋ

জানাবেন ! শস্তর তিন কুল মুক্ত, মদনের বি

করতে পারেন না ! আপনার মন স্থির রাখ

পারেন না ! চল স'রে বাই, কোন্ মড়া দেখে

আর দাড়ি নেড়ে বলবে,—“সুন্দরি, কৃপা ক'

আমার কুটীরে এস ।” যত পোড়ারমুখের মর

এই আমাদের নিয়ে !

উর্ধ্বশী । ও ভাই, না, না, যেন তপস্বিনী মনে হ'চ্ছে

দ্বতাচী । ওলো, না, না, কে বুড়ো মড়া গুর মনে

আমাদের দেখলেই এখনি দাঁত ছিন্নকুটে প্রে

বাচ'কা করবে । দেখে, এই বুড়ো মড়া

তপস্বিনীর সঙ্গে প্রেমালাপ হচ্ছে না কি ? আর

আর, লুকিয়ে দেখি আর ।

[সকলের অন্তরালে অবস্থান

(স্নেনেত্রী ও ব্রাহ্মণবেশে ধর্মরাজের প্রবেশ)

ধর্ম । আহা, বাছা, কে তোমার এ বনে আসবে

বলেছে ? এ ভয়ঙ্কর অভিশপ্ত বন ; এখানে

যে আসে, সে প্রস্তর হয় ! এই দেখ, এক ছুঁড়ি

প্রস্তর হয়ে আছে ।

স্নেনেত্রী । প্রভু, কত দূরে ?

ধর্ম । ঐ দেখ না, ঐ বে ।

স্নেনেত্রী । প্রণাম হই, আমি চললাম ।

ধর্ম । কোথা যাবে গো, কোথা যাবে ?

স্নেনেত্রী । আমি ঐ প্রস্তর-মুর্তি স্পর্শ করবো ।

ধর্ম । সে কি, না, কি বলছ ? ও ছুঁড়ি, ও মরা

পাপে প্রস্তর হয়েছে ! তুমি সাধনী মন্ডী, অ

বিজ্ঞা কলটাকে স্পর্শ করো মন্ডী ।

হুনেত্রা। ব্রাহ্মণ, কুণ্ডার আচার স্থগিত, সভ্য! কিন্তু যেই হ'ক—যে তাপিত, বধাসায্য তাঁর তাপ-বিমোচন করা সকলেরই কর্তব্য। পাপীর বিচারকর্তা আমরা নই, কিন্তু সকল দেহেই নারায়ণ জ্ঞানে সকলের সেবা আমাদের কর্তব্য।

ধর্ম। ওগো, যেও না, যেও না; অপবিত্রকে স্পর্শ করলে, অপবিত্রা হয়ে ওরই মত পাপাণ হবে।

হুনেত্রা। ব্রাহ্মণ,—স্বামীর চরণে আমার স্থির মতি—পৃথিবীতে কে এমন অপবিত্র আছে, যার স্পর্শে পতিপরাধী অপবিত্রা হবে? আপনি বুদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরহিত-কার্যে বাধা প্রদান করবেন না। প্রাণময়ী সাধ্বী জননীর উপদেশে আমিও প্রাণ-ময়ী, আমি কখনও প্রস্তর হব না।

(প্রস্তর-মূর্তির নিকট গমন)

ধর্ম। এখনও নিরস্ত হও, স্পর্শ করো না!

হুনেত্রা। প্রস্তর মূর্তি, তুমি যে হও, যদি কোন কঠিন পাশে প্রস্তর হয়ে থাক, আমি তোমার স্পর্শের সহিত আমার পতি-সেবার ফল তোমার অর্পণ করি; প্রস্তর-দেহ পরিত্যাগ ক'রে পূর্বদেহ প্রাপ্ত হও।

রত্না। (চেতনা লাভ করিয়া) ঋষিরাজ, ঋষিরাজ, আমার মার্জনা কর, আমার মার্জনা কর, আমার অপরাধ নাই।

হুনেত্রা। ভয় নাই, ভয় নাই, স্থির হও! তুমি শাপমুক্ত, স্বস্থানে গমন কর।

রত্না। কে না, সাক্ষি, এই ঘোর বনে প্রবেশ ক'রে আমার কৃপা ক'রে উদ্ধার করেছ? দেখি, আমার বর দাও, যেন তোমার পবিত্র স্পর্শে ধরণীধামে সত্য হয়ে জন্মগ্রহণ করি।

হুনেত্রা। তোমার মনোবাঞ্ছা নারায়ণ পূর্ণ করবেন। কেন না, তুমি এ দশাপদ হয়েছিলে?

রত্না। ক্রোধনশ্চতাবি বিদ্বান্নিত্র আমার অভিলাষ প্রদান করেছিলেন। অতি কঠিন ঋষি, দয়ার লেশ নাই।

হুনেত্রা। না, তুমি আমার প্রতি লক্ষ্য হয়ে—ঋষি তোমার অভিলাষ প্রদান করেছিলেন—বিস্মৃত হও। আমি তাঁর পরী, আমার এই মিনতি।

রত্না। না, তোমার পদে আমার এই মিনতি, ঋষিরাজকে বলো যে, আমি ইচ্ছাকৃত অপরাধিনী নই। দেবরাজের আদেশে আমি তাঁর যোগ-ভঙ্গের প্রয়াস পেয়েছিলাম। সাক্ষি, তোমার দয়োগুণে দয়াময়ী জগজ্জননা তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করুন।

হুনেত্রা। ত্রিদিববাসিনি, তোমার আশীর্বাদে অবশুই আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

ধর্ম। শুভে, আমি ধর্মরাজ। আমি তোমার ধর্মাহুগ পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। আমি পরম সন্তুষ্ট, তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হ'ক।

[ধর্মরাজের প্রস্থান।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। না, তুমি আমার অমুতাপানলে রক্ষা করেছ। আমারই আদেশ প্রতিপালন করতে এসে রত্না শাপগ্রস্ত হয়েছিল। আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

হুনেত্রা। সুরপতি, আশীর্বাদ করুন, আমার স্বামীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ হ'ক।

ইন্দ্র। অবশ্য হবে। তুমি যার সহধর্মিণী, স্বয়ং ধর্মরাজ তাঁর পুণ্যকার্যের মহার, ব্রহ্মা দব তাঁর রক্ষাকর্তা! সত্যের অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ক। তুমি আমার সহিত এস, আমি তোমার কোন দ্রব্য অর্পণ করবো, সেই দ্রব্য লয়ে তুমি অশ্বরীষ রাজার যজ্ঞে উপস্থিত হও; সেই দ্রব্যে তোমার স্বামীর মহাকাব্য সম্পন্ন হবে।

[ইন্দ্র ও হুনেত্রার প্রস্থান।

পট-পরিবর্তন।

বন-পথ।

(রত্নাকে মধ্যযন্তিনী করিয়া অঙ্গরাগণের প্রবেশ)

(নৃত্য-গীত)

নই লো, হানিসনে নরন-বাণ।

সামলে থাকিসু কেশের কাঁদে বাঁধিসু না কার প্রাণ।
তোলে তান শিখবে পাখী, লতার সনে তনুবে শাবী,
কলিকা শিখবে হালি, কনু লো হেসে পান।

দেখে নাচ নবীন পাতা, মলয় সনে কইবে কথা,
অঙ্গ হেরে তরঙ্গিনী বইবে লো উজান।
নুপুরের রুণ রুণে, শিখবে ভ্রমরা শুনে,
চুম্বিবে শুন্ডনিরে কুন্তলের বয়ান ॥

[সকলের প্রস্থান ।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক ।

—:—

অধরীষ রাজার যজ্ঞস্থল ।

অধরীষ, পুরোহিত, শুনঃশেক, ব্রাহ্মণগণ ও রক্ষিগণ ।

পুরোহিত। আরে, সময় উপস্থিত হ'লো, বলি-নরকে
কুশরজ্জ্বর দ্বারা যুগকাঠে বন্ধন কর। (অন্ত
ব্রাহ্মণের প্রতি) অহে, থড়া উৎসর্গ কর, এখন
নই হোমাগ্নি প্রজ্জলিত কর্বো।

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদানন্দ। অ'্যা, সে ছোঁড়াকে এনেই যে বাধুছে !
(শুনঃশেকের নিকট অগ্রসর হইয়া) তুই কোথা-
কার বোকা ? তোকে শিখিয়ে দিলুম যে, পায়ে
ধ'রে প'ড়ে থাকবি, ছাড়বি নি, তা পান্থি নি
যুঝি ?

শুনঃ। আমি তো পায়ে ধ'রেছিলুম।

সদা। তোর বাপের কান ধ'রেছিলি, নির্কীংশের
ব্যাটা !

শুনঃ। হ'্যা, ঠাকুর, তিনি ব'লেন,—‘তুই যা, আমি
যাকি’।

সদা। তা যাও এখন যমের দক্ষিণ দোর ! এই খাঁড়ার
ফুল দিচ্ছে দেখছি ? (নেপথ্যে দৃষ্টিপাতপূর্বক)
অরে, তোর ভাগ্যক্রমে বিশ্বামিত্র আসছে !
চোঁচাতে থাক, চোঁচাতে থাক,—দোহাই বিশ্বামিত্র
ব'লে !

শুনঃ। তিনি আসবেন, আমার বলেছেন।

সদা। না, ছোঁড়াটাকে যমে ধরেছে, ও কি ওষুধপাল
মানে ! স'রে যাই, ছেঁচোটা কাটা দেখতে
পারবো না। আঃ, উত্তম অয়োজন করেছিল !
এখন কি করি ! এ যে, এ কুল ও কুল, হু'কুল
মেতে বসলো ! ঐ নৈবিড়ির গোটা ছই মোঙা
নিরে দৌড় দিই ! না, ঐ চৌগোপা ব্যাটার

রয়েছে, তা হবার ঘো নেই ! আমাদের রাজ
আসছে, একটা কিছু করবে ! করবে না কি
ভাখু'দেখি ব্যাটা, ভেড়ে ব্যাটা ! অদ্রায়ে ব্যাটা
বলুম ব্যাটাকে, পায়ে ধ'রে প'ড়ে থাকিস
আমিই রাজার পায়ে ধ'রে পড়িয়ে পড়ি, বলি
ছেলেটাকে ও বাঁচাও, ব্রাহ্মণের খুন রক্ষা কর
নচেৎ উপায় তো দেখছি নি, এই রাশি রাশি
ভোক্তা-সামগ্রী ছেড়ে যেতে হয়। আমাদের
রাজা যেন কি মতলবক'রে আসছে, দেখা যাক !
যদি না কিছু ছেলেটার উপায় হয়, আর বি
করবো বল ! জিহ্বার লাগি বস্তুতে বস্তুতে,
কোন বৃক্ষমূলে গিয়ে ব'সে জিহ্বাকে সাঁতনা
করবো, আর কি ! আঃ, অবলা জিহ্বা কি
বুঝবে। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ নেহাত বিরল হয়ে
প'ড়লো ! আহা, নাক রে ! আর গন্ধ ত'কিস
নি ! গেলুম, প্রাণে মারা গেলুম !

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। মহারাজ, আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

অধঃ। রাজর্ষি, আগত ! আপনার আগমনে আনার
যজ্ঞস্থল পবিত্র।

বিশ্বা। মহারাজ, এ অপবিত্র যজ্ঞস্থল, অরুং নার-
ায়ণের আগমনেও পবিত্র হবে না, আমি কোন্
ছারি ! এ নরবলির বিধান আপনাকে কে
দিয়েছে ?

পুরো। কেন ? শাস্ত্রমত আমিই বিধান দিয়েছি।
যজ্ঞের উৎসর্গাকৃত পশু অপহৃত ; নরমেধ অস্বাভি
ব্যতীত অগ্নিদেবকে বঞ্চিত ক'রে, রাজা মহা-
পাপে কিরূপে জ্ঞান পাবেন ?

বিশ্বা। পশু অপহৃত হয়ে থাকে, এক পশুর পরি-
বর্তে সহস্র পশু প্রদান করুন।

পুরো। না, ম'শায়, তা হয় না ! আপনি তপস্বী
ক'রে রাজর্ষিই প্রাপ্ত হয়েছেন, এ সব ক্রিয়া-
কাণ্ড তো বড় অভ্যাস নাই। (অন্ত ব্রাহ্মণের
প্রতি) নাও, নাও, থড়া মন্ত্রপুত হয়ে থাকে,
মহারাজকে দাও। অগ্নিদেবতা নরমেধের
নিমিত্ত জিহ্বা বিস্তার ক'রেন।

সহকারী ব্রাহ্মণ। মহারাজ, থড়া গ্রহণ করুন।

(অধরীষের থড়া লইবার উদ্ভোগ)

বিশ্বা। মহারাজ, ক্ষান্ত হ'ন! যজ্ঞস্থলে কি কাম্য বস্তু লাভ করবেন, যার জন্ত নরহত্যা, বালক-হত্যা, ব্রহ্মহত্যার প্রবৃত্তি হচ্ছেন? এ মহাপাতকে কিরূপে নিস্তার পাবেন? মহারাজ অবশ্যত আছেন, যদিও স্বয়ং রাজ্য লোক-সমক্ষে লক্ষ ছাগবলি দিয়েছিলেন, কিন্তু বধজ্ঞানত পাপে লক্ষ অস্ত্রাঘাত। তাঁরে সন্ত বস্তুতে হয়েছিল। দেবীর রূপায়ণ অস্ত্রাঘাত প্রোধকর নাহি, লক্ষ অস্ত্র এককালীন তাঁর দেহে পতিত হয়। নর-হত্যা মহাপাপে আপনি কিরূপে নিস্তার পাবেন? অথ। রাজর্ষি, উনি আমার পুরোহিত। ওঁর আজ্ঞা আমি কেমন ক'রে লঙ্ঘন কর'বা?

বিশ্বা। যদি নিতান্ত নরহত্যা আপনার সম্বল হয়, বালককে দেবারাধনার অবসর দেন। (শুনঃশেকের প্রতি) বালক, উপদেশমত দেবারাধনা কর।

(শুনঃশেকের নারায়ণ-স্তব গান)

নবীন নীরদ, নব নটবর, নীল নলিন-নয়ন।

মধুসূদন, মুরলী-মোহন, মণিত-মান-মদন।

নাভ-নীরজ, নাগশয়নে নিদ্রিত নিরঞ্জন।

রাজীব-রাজ রাতুল চরণ রাধিত হৃদিরঞ্জন।

বজ্রেশ্বর, যোগেশ্বর, যম-বসুধা-ভঞ্জন।

ণ-নিবাস, নরকনাশ, নীরতা-নয়ন-অঞ্জন।

নারায়ণ, নারায়ণ, নমো নম নারায়ণ!

পুরোহিত। রাজর্ষি, যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ যজ্ঞ পূর্ব করবার জন্ত শিলারূপে উপস্থিত। তিনি অবৈধ কার্য ক'রে, বালককে আশ্রয় দিয়ে, যজ্ঞে বিষ উৎপাদন করবেন না।

বিশ্বা। রাজ-পুরোহিত, যদি পশুর পরিবর্তে বালক দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তবে এট বালকের পরিবর্তে ঋষির মেদ দ্বারা যজ্ঞ পূর্ব করুন। (অশ্বরীষের প্রতি) মহারাজ, আজ্ঞা দেন, এই বালকের বন্ধন মুক্ত ক'রে আমাকে এই বৃপকাঠে বন্ধন করুক।

অথ। রাজর্ষি, কিরূপে আজ্ঞা কছেন?—আপনি ঋষি, আপনাকে বধ কর'বা কিরূপে?

বিশ্বা। মহারাজ, আমি স্বেচ্ছায় শব্দই অর্পণ কচ্ছি। আমি যজ্ঞেশ্বর শালগ্রাম সম্মুখে বস্তুি যে, আমার বধজ্ঞানত পাপ আপনাকে স্পর্শ করবে না। এই ভয়ানক বালককে বধ করলে নিশ্চয়

আপনি পাপভোগী হবেন; আমার বধ করলে, আপনি পাপভোগী হবেন না; আপনার যজ্ঞ পূর্ণ হবে। আপনার মঙ্গল হ'ক! এই বালক-পরিবর্তে আমাকে বধ করুন।

পুরোহিত। বিশ্বামিত্র, তোমার বে বড়ই উদারতা! ভাল, পরিবর্ত গ্রহণ করলেম। এই উৎসর্গীকৃত দ্রব্য সকল আহার ক'রে বৃপকাঠে মস্তক প্রদান করুন। অভুক্ত বলি-প্রদান নিষেধ।

সদা। এই যে আমি ভোজন কচ্ছি। (অশ্বরীষের প্রতি) রাজা, আমি বলি যাব; আর কিছু নিয়ে এস, ততক্ষণ এই মোড়া ছুটো ভুগে খাই।

পুরোহিত। কে এ, কে এ?

সদা। কে এ, কি? আমি ব্রাহ্মণ।

অথ। ব্রাহ্মণ, দণ্ড পাবে!

সদা। আর কি দণ্ড দেবে, রাজা? মুণ্ড দিতেই ব'সেছি, তা আর দণ্ড দেবে কি?

অথ। ব্রাহ্মণ, হির হও! যদি তোমার ভোজন করবার ইচ্ছা হয়, প্রচুর ভোজ্যসামগ্রী দিচ্ছি, জিহ্বা নষ্ট ক'রো না।

সদা। প্রচুর দেন, এখনি ভক্ষণ করবো। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, যজ্ঞস্বত্ব ধারণ করি; পেটের জ্বালায় সন্ধ্যা-আহিক তত পারি আর না পারি, বাপ পিতামহের নর্যাদা ভুলি নাই। বালক-রক্ষা, ঋষিরক্ষার্থে দেহদানে আমি কাতর নই। আমি বিশ্বস্ত নই যে, ব্রাহ্মণই লোক-হিতার্থে ইজ্ঞের বজ্রনির্ঘাণের জন্ত অস্থি প্রদান করে-ছিলেন, বে বজ্রে বুজায়ের বধ হয়। আমিও সেই ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণের যজ্ঞস্বত্ব ধারণ করি, আমিও রাজর্ষি-রক্ষার্থ, বালক-রক্ষার্থ মুণ্ড প্রদান করবো! তবে এক আক্ষেপ রইল, আপনার পুরোহিত হ'তে পারিলাম না; যদি পুরোহিত হ'তেন, বে যজ্ঞের পণ্ড হারিয়েছে, তার পরিবর্তে আপনার ওট নরপণ্ড-বরূপ পুরোহিতপণ্ডকে বলি প্রদানের বিধান দিতুম।

অথ। এ কি বাতুল না কি!

সদা। আরে, না, না, ভূমি ভোজ্য বস্তু আনিও।

জিহ্বার অভিশাপ হ'তে মুক্ত হবে তোমার যজ্ঞে মুণ্ড প্রদান কচ্ছি। আনিও, আনিও—ততক্ষণ আমি ততুলই চালাই।

(নৈবেদ্যাদি আহারকরণ)

বিশ্ব। মহারাজ, এ বাতুল ব্রাহ্মণকে নিরস্ত করুন! আমার অস্বাধাত করুন। (সদানন্দের প্রতি) সখা, কার নিমিত্ত পবিত্র ব্রাহ্মণ-জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছ? আমি ব্যভিচারী, কাম-কলার মোহে মুগ্ধ হয়ে তপস্বী বিসর্জন দিয়ে-ছিলেম। ক্রোধের বশীভূত হয়ে নিরপরাধ রক্তকে কঠোর শাপ প্রদান করেছি। আমি ক্ষত্রিয়ধন, আমার নিমিত্ত দেব-শরীর পরিত্যাগ করো না। (যুগান্তে মন্তক প্রদান)

সদা। মহারাজ, মহারাজ, ও বলি হবে না, ওঁর গারে যা আছে। আরে ও ভেড়ে, ও পশু-পুরুত, আমার উপর তোর রাগ হচ্ছে না? আমার বলি দিতে বল না! ও রাজা, ও বিশ্ব-মিত্র, তোর আক্কেল-অকুব সব খুইয়েছিস? মরুতে বাচ্চিস কি! উঠবি তো ওঁ—

বিশ্ব। সখা, ক্ষান্ত হও! তুমি আমার জীবন-রক্ষা ক'রে আমার প্রায়শ্চিত্ত হ'তে বঞ্চিত করবে? কলঙ্ক-কালিমানস জীবন রক্ষা ক'রে তুমি কলঙ্কিত হবে। আমার কঠোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের বাধা দিও না।

সদা। তবে আর, আর যাওয়া হলো না, একজ্রেই মরি। দাও, রাজা জোড়া কোপ দাও।

বিশ্ব। (সদানন্দকে নিবারণ করিয়া) রাজা, এই বাতুল ব্রাহ্মণকে স্থানান্তর করুতে আজ্ঞা দিন।

সদা। রাজা, রাজা, আমার মমতা ক'চ্চ? তুমি রাজ্যধন সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে, ব্রহ্মবিদ্য-লাভ-আশায় তপস্বায় প্রবৃত্ত হয়েছ, এখন তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। অভীষ্ট সিদ্ধ না হ'লে তোমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে। আমার অকর্মণ্য জীবন-দানে পৃথিবীর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। মহারাজ অধরীষ, আমার বলি প্রদান কর, ধর্মি-হত্যা ক'রো না। আমি ব্রাহ্মণ, তোমার আশীর্বাদ ক'চ্ছি, তোমার যজ্ঞপূর্ণ হ'ক! পুরোহিত। (রক্ষিগণের প্রতি) তোমরা! দাঁড়িয়ে দেখে কি। এই উদ্ভাদটাকে টেনে নিয়ে যাও।

(রক্ষিগণের সদানন্দকে আকর্ষণ করণ)

(অধরীষের প্রতি) রাজা, বলি প্রদান কর।

সদানন্দ। ব্রহ্মগদেব, তুমি কি নাই?—আমি ব্রাহ্মণ হয়ে প্রতিপালকের জীবন, রাজার

জীবন, ধর্মের জীবন রক্ষা করুতে পারিলুম না! তবে আমার যজ্ঞসূত্র ছিন্ন করুণো,—স্বর্গে অরু কেন গলার ধারণ করি! (বজ্রোপবীঃ ছিন্ন করণের উপক্রম)

(ব্রহ্মগদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মগদা। কে বলে ব্রহ্মগদেব নাই? এই দেব, রাজার খড়্গ ভেঙ্গে গেছে।

অধ। (বিশ্বামিত্রকে বধ করিতে গিয়া ভগ্ন-খড়্গ দেখিয়া) কি হ'ল! মহাবির—আমার কার্য্য পণ্ড হ'লো!—পিতৃলোকের তৃপ্তার্থে যজ্ঞের সূচনা করেছিলেম, পিতৃলোকের অভিশাপগ্রস্ত হ'তে হ'ল। দেবগণ আহুত হয়ে বিমূখ হয়ে যাবেন, বিধি-বিড়ম্বনে নরকগামী হলেম! হায়, হায়, বহুকালব্যাপী আয়োজন করেছিলেম, সমস্ত পণ্ড হ'লো।

(ছাগ লইয়া সুনেন্দ্রার প্রবেশ)

সুনেন্দ্রা। না, মহারাজ, আপনার কার্য্য পণ্ড হবে না; রাজর্ষির পদার্পণে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়! এই নিন, আপনার অপহৃত যজ্ঞের পশু,—দেবরাজ আপনাকে ছলনা করবার নিমিত্ত হরণ করেছিলেন। আপনাকে নরহত্যার লিপ্ত হ'তে হবে না, আপনার যজ্ঞ পূর্ণ হবে। স্বয়ং চতুস্রুৎ দেবরাজের সহিত আপনার যজ্ঞের হবি-গ্রহণার্থে উপস্থিত।

বিশ্ব। সাক্ষি, ধর্মদগারিনি, যদি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সে তোমার অতুল পতিভক্তি প্রভাবে! আশ্বত্থাগিনি, নারীকুলে তুমিই ধন্ত।

(ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র, তুমি ধন্ত! ধন্ত তোমার আশ্ব-ত্যাগ! আজ তোমার মহর্ষি প্রদান করলেম, লোকসমাজে মহর্ষি নামে পরিচিত হও। মহারাজ অধরীষ, এই তোমার উৎসর্গীকৃত যজ্ঞের পশু। নরহত্যার প্রয়োজন নাই, আহুতি প্রদান কর। মহাতপা বিশ্বামিত্রের আগ্রহে তোমার যজ্ঞ পূর্ণ।

সকলে। জয়, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জয়!

পঞ্চম অঙ্ক ।

—:—

প্রথম গর্তীক ।

—:—

হিমালয় পর্বত ।

তপস্তারত বিশ্বামিত্র । তপঃপ্রভাবে চতুর্দিকে
অগ্ন্যাংগাদিন ।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা । মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ব্যতীত যে কর তুমি প্রার্থনা
কর, সেই বর আমি তোমার প্রদান করছি,
তপস্তার কান্ত হও ।

বিশ্বা । পদ্মধোনি, আমি পুনঃ পুনঃ চরণে নিবেদন
ক'চ্ছি, আমি অন্ত-বর প্রার্থী নই । আপনি
স্বস্থানে গমন করুন ।

ব্রহ্মা । তুমি মহর্ষি লাভ ক'রে কেন জীবের অক-
ল্যাণ সাধন ক'চ্ছ ? তোমার যোর তপস্তার
সংসার তাপিত, দেবকুল আবুল, দেখ, এই
তুষারাবৃত হিমালয়-শৃঙ্গে অগ্নি প্রজলিত হ'চ্ছে ।

বিশ্বা । দেব, আপনার আজ্ঞার আমি তো তপস্তার
কান্ত হয়েছি । আমি প্রায়োপবেশনে আছি ।
আমি অনাহারে দেহ পরিত্যাগ করবো ।

ব্রহ্মা । তুমি উচ্চ মহর্ষি লাভ করেছ, তথাপি ক্ষুধ
কি নিমিত্ত ?

বিশ্বা । হে বিরিকি, রাজীব-চরণে নিবেদন,
দৃঢ়পণে, ধন-জন-সংসার-বর্জনে,
ব্রহ্মর্ষি-লাভের কারণে
প্রতিজ্ঞা করেছি দৃঢ় ।

কহ কোন্ বর্ণাগ্রমে স্থান মম এবে ?

যদি না হই ব্রাহ্মণ,

হব আমি ক্ষত্রিয়-অধম ;

প্রতিজ্ঞা-পূরণ, ক্ষত্রিয়ের জীবনের সাধ ।

প্রতিজ্ঞা-পালনে যেই ক্ষত্রিয় অক্ষম ;

শ্রেষ্টঃ তার দেহ-পরিত্যাগ,

কর, খাতা, স্বস্থানে গমন ।

[ব্রহ্মার প্রস্থান ।

করিলাম কঠোর সাধন,

উপহাস-ভাজন হইতে তিন লোকে ।

জান হয়, স্বল্পকালে

দেহ-ক্ষয় হইবে নিশ্চয় ।

(ছদ্মবেশী ধর্মরাজের প্রবেশ)

কে তুমি ?

ধর্মরাজ । আমি শমন-কিঙ্কর ।

বিশ্বা । হেথার কি নিমিত্ত ?

ধর্ম । বিচারার্থে আপনাকে বমপুরে ল'য়ে বাবার
জন্ত ।

বিশ্বা । বাও, আমি বমরাজের বিচার্য্যাদীন নই ।

ধর্ম । অবশ্য বিচার্য্যাদীন ! যে ব্যক্তি পাপ সঞ্চয়
করে, সেই বিচার্য্যাদীন । ঋষিগণ, তপস্বীগণ,
যিনি পাপাচার, তাঁরই প্রতি দণ্ড-প্রদানে বম-
রাজের অধিকার আছে ।

বিশ্বা । আমার কি নিমিত্ত পাপাচার বলছ ?

ধর্ম । আপন আত্মহত্যার মানস করেছেন, আপ-
নার আধক পাপাচার কে ?

বিশ্বা । প্রায়োপবেশন শাস্ত্র-সঙ্গত, এতে আমি পাপা-
চারী নই ।

ধর্ম । এ প্রায়োপবেশন নয় । যে পুণ্যবান ঈশ্বর-
লাভাণয় অনশনে দেহ ত্যাগ করেন, প্রায়োপবে-
শন তাঁর হয় । আপনি অভিমানে দেহত্যাগে
প্রবৃত্ত হয়েছেন, মানসিক আত্মহত্যা-পাপে
আপনি লিপ্ত !

বিশ্বা । আমার কি মুহূর্ত্তকাল নিকট ?

ধর্ম । আপনার পরমাণু এখনও বহুদিন আছে, কিন্তু
স্বচ্ছায় দৈহিক নিয়ম পরিত্যাগ ক'রে দেহ ক্ষয়
করেছেন । আজ যদি অনাহারী থাকেন, আপ-
নার আত্মা এ কলের ত্যাগ করবে । দেহ-ভঙ্গে
আত্মার দেহে আর স্থান হয় না । যে দিন আপনি
মরণ-সঙ্কল্প করেছেন, সে দিন হ'তে আমি
আপনার সঙ্গে ছিলাম ; দূরে ছিলাম, এক্ষণে
নিকটে এসেছি । আপনার যোগদৃষ্টি প্রস্ফুটিত ;
ঐ দেখুন, সমুখে নিবড় অন্ধকার—ঐ তোমার
স্থানে আত্মহত্যাকারীদের বাস । এরা অভিমানে
আত্মহত্যা করেছে । আপনিও আত্মহত্যার
প্রবৃত্ত হয়েছেন । ওদের দল পুষ্ট হ'বে, সেই জন্ত
দেখুন, সকলে আনন্দ কতে ।

বিশ্বা । সত্য বলেছ ; দেহনাশে প্রয়োজন নাই
এই তুষারাবৃত জনশূন্য দেশে কোন ভোগ্যবস্তু

তো নাই, দেখি যদি কোথাও কিছু পাই।
দেহীর নিয়ম রক্ষা ক'রে পুনরায় ঘোর তপস্যায়
প্রবৃত্ত হব।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

(ব্রাহ্মার পুনঃ প্রবেশ)

ধর্ম। পদ্মঘোষিনি, ব্রহ্মর্ষিহ প্রদান করুন, নচেৎ
মহর্ষি পুনরায় ঘোরতপাক্রম হবেন।

ব্রহ্মা। এখনও অন্তরায় আছে; সে অন্তরায় না দূর
হ'লে ব্রাহ্মণত্ব কিরূপে প্রদান করবো?

ধর্ম। এখনও অন্তরায়? হে ধাতা, আপনার নিয়মে
কি নরক-দর্শনেও অন্তরায় দূর হয় নাই?

ব্রহ্মা। ধর্মরাজ, তুমি তো সকলই অবগত আছ।
পাপের ফল ভগ্নপ্রভাবে লাভ হয় নত্যা, কিন্তু
একেবারে নিমূল হয় না। তপের প্রভাবে যে
স্থলে বজ্রাঘাত হ'ত, তা নিবারিত হয়ে সূচিকা-
ঘাত হবে নিশ্চয়। কিন্তু, ধর্মরাজ, তোমার যখন
কৃপা হয়েছে, সে অন্তরায় দূর হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

— ০ —

হিমালয়-শৃঙ্গোপরি হ্রদ।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। এ তুষারময় প্রদেশে তো কোন ভোজ্য বস্তুই
পেলেম না। (সহ্যা সমুখস্থ হ্রদের প্রতি লক্ষ্য
করিয়া) এ কি, এ স্থানে এমন সুন্দর হ্রদ আছে,
তা জানিনি! আশ্চর্য্য হ্রদ, তুষারচ্ছাদিত নয়,
একটি কমল বিকশিত রয়েছে নয়? অসুমান
হয়, কোন তাপসের তপঃফলে, নচেৎ এ
প্রদেশে একরূপ কমল সম্ভব নহে। এই মৃগাল
উত্তোলন ক'রে জীবন ধারণ করি। (হ্রদ হইতে
মৃগাল উত্তোলন করিয়া) যদিও আমি দৈনিক
নিয়ম লভন ক'রে যমদণ্ড উপেক্ষা কর্ত্তে সক্ষম,
কিন্তু নিয়ম-লভনের প্রয়োজন নাই। আমার
আদর্শে বহু অনিষ্টের সম্ভাবনা, আত্মঘাতী হ'তে
লোকে ভীত হবে না। ইষ্ট-দেবকে নিবেদন
ক'রে, মৃগাল ভক্ষণ করি।

(ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া মৃগাল আচ্ছাদে উত্তোলন
এমন সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে ইজের প্রবেশ)

ইন্দ্র। এ কি, ও কি, ও কি মৃগাল? আমার মৃত
উপস্থিত অজ্ঞ অনাহারে পাকগেই মৃত্যু হবে
বিশ্বা। আপনি কে?

ইন্দ্র। আমি অনাহারী ব্রাহ্মণ শ্রীমন্ন ময়ন হ'লে
যত্রণার অবসান হয়।

বিশ্বা। স্থির হ'ন! এই মৃগাল প্রকার ক'রে জীব
রক্ষা করুন।

ইন্দ্র। আর, বাবা, তুমি? বোধ হয় মোঃ
ভোজ্যবস্ত্র পাও?

বিশ্বা। না, আমিও উপবাসী আছি।

ইন্দ্র। তুমি উপবাসী থাকলে তো তোমার মৃত্যু হতে
না?

বিশ্বা। অজ দিবারাত্র উপবাসী থাকলে আমার মৃত্যু
হবে।

ইন্দ্র। যেখান থেকে মৃগাল এনেছ, তথায় বোধ হয়
আরও আছে, আহরণ করবে?

বিশ্বা। তুষারাবৃত প্রদেশ, তৃণ পর্য্যন্ত জন্মে না, এ
স্থান হ'তে চতুর্দিকে শত কোশের মধ্যে ভোজ্য
বস্তু নাই। সমুখস্থ হ্রদে একটিনাত্র মৃগাল ছিল।

ইন্দ্র। এঁ্যা, তবে কি হবে! তুমি যে মারা যাবে!
আমি কিরূপে এ মৃগাল গ্রহণ করবো?

বিশ্বা। আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, গ্রহণ করুন। আমি
স্বচ্ছায় উপবাসী, আপনার ভায় দৈ বিড়ম্বনার
নয়।

ইন্দ্র। এঁ্যা, তুমি স্বচ্ছায় উপবাসী! এ কি? তুমিই
আহার ক'রে প্রাণরক্ষা কর। আমার মৃত্যুতে
আমি পাতকভাগী হব না। তুমি আত্মহত্যার
পাপে পাতকী হয়ে, যমপুরে দণ্ড প্রাপ্ত হবে।

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ, তুমি যেরূপ কাতর, তোমার কাতরতা
দূর করবার জন্ত আমি কোটিকল্প নরক-যন্ত্রণায়
ভীত নই। তুমি প্রকৃষ্টচিত্তে আমার দান গ্রহণ
কর। (মৃগাল প্রদান)

ইন্দ্র। ধন্য তোমার দয়াক্ষণ! তুমি ব্রাহ্মণের জীবন-
রক্ষার্থ আত্মহত্যা পাপ-জনিত নরকগামী হ'তেও
প্রস্তুত। তোমার এ মৃগালদান ত্রৈলোক্য অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ!

[মৃগাল লইয়া ইজের প্রস্থান।

বিখ্য। বোধ হয়, মৃত্যু নিকট, ইন্দ্রিয় সকল বিকল হচে ! কিন্তু যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়েছে, এর নিকট ব্রহ্মবিষ্ম-লাভ তুচ্ছ ! নরক-যন্ত্রণাও আমার পীড়িত করবে না । তুমুত্যাগের সময় উপস্থিত নারায়ণের স্মরণ করি । নারায়ণ ! নারায়ণ !—

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। বিখ্যামিত্র, আমি পুনরায় তোমার নিকট এসেছি। ব্রহ্মবিষ্ম ব্যতীত তুমি অপর বর প্রার্থনা কর । আমার আগমন নিশ্চল করো না, আমি তোমায় মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা করছি।

বিখ্য। চতুরানন, আমার অভীষ্ট বিকল ; আমি মৃত্যু-মুখ হ'তে পরিত্রাণপাতে ইচ্ছা করি না । যদি বর প্রদান করবেন, আমার এক প্রার্থনা, তপ-শ্রায় আমি যে যোগৈশ্বর্য লাভ করেছি, সেই যোগৈশ্বর্য গ্রহণ ক'রে আমার ঐশ্বর্যবিহীন করুন।

ব্রহ্মা। যোগৈশ্বর্য-বর্জনে তোমার লাভ কি ?

বিখ্য। মৃত্যুকালে অভিমানশূন্য হওয়া আমার প্রার্থনা ; নিরৈশ্বর্য হয়ে প্রাণত্যাগ করতে আমি ইচ্ছা করি । আমি অভিমানশূন্য হই, এই আমার একমাত্র বাসনা ।

ব্রহ্মা। বিখ্যামিত্র, আজ হ'তে তোমায় ব্রহ্মবিষ্ম প্রদান করলাম । আজ হ'তে তুমি ব্রাহ্মণ ।

বিখ্য। লোক-পিতামহ, দান কৃতার্থ ! কিন্তু আমার ব্রাহ্মণ্য-প্রাপ্তি আপনি জনসমাজে প্রকাশ করুন, নচেৎ আমি জনসমাজে ব্রাহ্মণ ব'লে কিরূপে পরিগণিত হব ?

ব্রহ্মা। বৎস, বশিষ্ঠের নিকট গমন কর । তাঁরে ব'লো, আমি তোমায় ব্রহ্মবিষ্ম প্রদান করেছি । তিনি তোমার ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করলেই তুমি লোক-সমাজে ব্রাহ্মণ ব'লে গণ্য হবে।

বিখ্য। বশিষ্ঠ আমার কথায় প্রত্যয় করবে ?

ব্রহ্মা। বশিষ্ঠ জানে, তুমি মিথ্যাবাদী নও, আমি বর প্রদান করেছি, এ কথা সে অবিশ্বাস করবে না । তুমি বশিষ্ঠের নিকট গমন কর ।

বিখ্য। প্রভু, আমি অনাহারী, শারীরিক নিয়মে অল্পই আমার দেহত্যাগ হবে। আমার অভীষ্ট-লাভ হয়েছে, আর আমার দেহধারণে প্রয়োজন

নাই। আমি ব্রহ্মবিষ্ম লাভ করেছি, সংসারে প্রচার হয়, এইমাত্র আমার অভিপ্রায় ।

ব্রহ্মা। তোমার যশোলাভ ইচ্ছা ?

বিখ্য। না ।

ব্রহ্মা। তবে প্রচারের প্রয়োজন ?

বিখ্য। আত উচ্চ প্রয়োজন, শুন পদ্মধোনি !

উচ্চ তত্ত্ব বুঝিবে অবনী,

ব্রাহ্মণ্য তপশ্চা-অধীন ।

বর্ণান্তরে ভ্রমি, যদি উচ্চচেতা জন

করে আকিঞ্চন ব্রাহ্মণ্য করিতে অর্জন,

তপের প্রভাবে তাহা লভিবে নিশ্চয় ।

ব্যাপিয়ে সংসার, আছে সংস্কার,

ব্রাহ্মণ-গুরসে মাত্র জনমে ব্রাহ্মণ ।

আদর্শে আমার, হবে ভুবনে প্রচার,

শ্রেষ্ঠ নীচ আচারে মানব ;

তপাচারী যেই নর, ব্রাহ্মণ্য তার ।

শ্রেষ্ঠ হয় সর্বাপেক্ষা আচারে ব্রাহ্মণ ।

জন্ম লাভ ব্রাহ্মণের ঘরে,

বালাবধি সুদীক্ষিত হয় নিষ্ঠাচারে,

এই মাত্র বিপ্রগৃহে জনমে গৌরব ।

এই সত্য অবনীতে হইলে প্রচার,

নিশ্চয় হইবে, ধাতা, উন্নত সংসার ।

সংসারের হিত-অর্থে মন আকিঞ্চন,

ব্রাহ্মণ্য লভিয়াছি, জানে জগজ্জন ।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ব্রহ্মবিষ্ম, আমি ইন্দ্র । তোমায় চলনা করবার জন্ত ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করেছিলাম । তুমি ব্রহ্মবিষ্ম, তোমার আর দেহাদির নিয়ম কি ! তুমি সমস্ত নিয়মের বহির্ভূত ।

বিখ্য। দেবরাজ,

কুদৃষ্টান্ত-স্থাপনে বাসনা নাহি মনে ।

শাস্ত্রের বচন, ত্রিকালজ্ঞ হয় যেই জন,

ইচ্ছামাত্র সাগর লজ্জিতে ক্ষম ;

তথাপিও বিধির নিয়ম,

লজ্বন উচিত নহে তার !

ধাতার নিয়ম করি মন্তকে ধারণ ।

ব্রহ্মা। আমারই নিয়মে, তোমার জ্ঞান তপাচারী সকল নিয়মের অতীত । অত্ৰ হ'তে যেচ্ছায় তুমি ত্রিলোক-ভ্রমণের অধিকারী । যখন যে

লোকে ভ্রমণ ইচ্ছা হবে, মানসগতিতে তখনই
সে লোকে উপস্থিত হ'তে পারবে। বৎস,
ধরার হিতসাধনের জন্ত তোমার দেহধারণ,
কালে স্বয়ং নারায়ণ তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ
করবেন। তোমায় মঙ্গল হ'ক!

বিধা। নমো নম, হে চতুরানন,
নম রক্তাশ্বর, আরক্ত-বরণ!
ভীম একাগ্রবে, নাগপৃষ্ঠে অনন্ত-শয়ন
নাভিপদ্মে মহান্ উদ্ভব!
সৃষ্টির আকর, লোকপ্ৰভা লোক-পিতামহ,
নম ধাতা, ব্রহ্মজ্ঞানদাতা!
বেদবিভা বীণাপাণি নিরত আশ্রিতা।
বেদবক্তা, মগ্ন মহাধ্যানে!
নমো নমো বিধি,
নিরবধি লোকত্রয় কল্যাণ-কামনা।
পূরিল বাসনা, অপার করুণা,
নমো দাস চরণ-অনুজ্ঞে!

(সিন্ধুচারণগণের প্রবেশ)

(গীত)

শুদ্ধ চিত্ত, ধরা পবিত্র, বর নর তপাচারী।
পৌরুষ বশ, পরম আদর্শ, তাপস-হর্ষকারী॥
বিশ্বামিত্র জগৎমিত্র, উত্তম প্রচারি,
উচ্চবিভব গৌরবলাভ, বিশ্ববাধা বারি।
ব্রহ্ম-ঋষি, মনীষী পুরুষ, রাজী, যোগধারী,
জয় জয় জয়, পরহিতব্রত, আশ্রিত-ভয়হারী॥

[ব্রহ্মা ও ইন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ইন্দ্র। হে পদ্মযোনি, যখন স্বয়ং ব্রহ্মর্ষি প্রদান
করেছেন, তখন বশিষ্ঠের অপেক্ষা কি?

ব্রহ্মা। দেবরাজ, ব্রাহ্মণ সামান্য নয়—বার পদাঙ্ক
নারায়ণ স্বয়ং বক্ষে ধারণ করেন। সম্পূর্ণ সংস্কার
ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় না। বশিষ্ঠের সহিত মিলনে
সে সংস্কার পূর্ণ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাক।

—:—

বশিষ্ঠের আশ্রম।

বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী।

অরু। প্রভু, আবার বিশ্বামিত্রের সহিত ক।
আমার হৃৎকম্প হ'ছে! অতি ক্রোধান্বিতাবস্থা
তারই ক্রোধে আমার শতপুত্র বিনষ্ট হয়েছে
শক্তির একমাত্র পুত্র পরাশরীর মুখ চে
গৃহবাসী হয়ে আছি। বংশধর একটি সন্তা
বিশ্বামিত্রের কোপে তার না অমঙ্গল হয়
তা ক'লে, প্রভু, কাকে নিয়ে গৃহবাসী হব
বিশ্বামিত্রের সহিত আর কলহের প্রয়োজন নাই
বশিষ্ঠ। সাক্ষি, আমি কলহপ্রিয় নই; বিশ্বামিত্র
সহিত আমার কোনও বিবাদ নাই।

অরু। তবে, প্রভু, কি নিমিত্ত তাঁকে ব্রাহ্মণ স্বীকা
করেন না? বিশ্বামিত্র হ'বার দ্বারস্থ হয়েছেন
তথাপি কেন তাঁকে বিমুখ করেছেন?

বশিষ্ঠ। শাস্ত্রের অমাত্য আমি কিরূপে করবো
ব্রাহ্মণের লক্ষণ-দর্শন ব্যতীত কিরূপে ব্রাহ্ম
ব'লে স্বীকার পাব?

অরু। প্রভু, অবলার অপরাধ মার্জনা করুন! স্বয়ং
পদ্মযোনি তাঁকে ব্রহ্মর্ষি প্রদান করেছেন
আপনি কেন অস্বীকার করেন? তবে বি
পদ্মযোনি তাঁকে ব্রহ্মর্ষি প্রদান করেন নাই?

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র মিথ্যাবাদী নন। ব্রহ্মা তাঁকে
ব্রহ্মর্ষি প্রদান করেছেন।

অরু। তবে, প্রভু, আপনি কেন অস্বীকার করেন?

বশিষ্ঠ। সাক্ষি, বেদবিধি ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত। তিনি
ব্রহ্মর্ষি প্রদান করেছেন, আমার বিশ্বাস;
তথাপি আমি চির-প্রচলিত শাস্ত্র অমাত্য কদাচ
করবো না। যখন তাঁরই আদেশ যে, আমি
ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করলে, তবে বিশ্বামিত্র
জগতে ব্রাহ্মণ ব'লে প্রচার হবে, তখন আমি
শাস্ত্রীয় লক্ষণ বিশ্বামিত্রের না দেখে কদাচ তাঁকে
ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করবো না।

অরু। প্রভু, বংশধর জন্ত দাসী অহুরোধ ককে।
ব্রহ্মা ধীরে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করেছেন,

আপনি কেন তাঁরে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করবেন না ?

বশিষ্ঠ। সাধি, বংশরক্ষা কি ছার! আমি কোন প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কার, ব্রাহ্মণ হয়ে শাস্ত্রের অমাত্র কদাচ করবো না। যত দিন না বিশ্বামিত্রে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দৃষ্টি করি আমি কদাচ তাঁরে ব্রাহ্মণ স্বীকার করবো না।

অরু। প্রভু, ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি ?

বশিষ্ঠ। সাধি, তুমি তো সে সকল অবগত। যখন শব্দার নিমিত্ত বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বিবাদ হয়, তখন ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, তুমিই তো আমার শ্রবণ করিয়ে দিয়েছিলেন। শম, দম, তিতিক্ষা, অহিসা, ব্রজন, বাজ্ঞন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রভিগ্রহ, এই সকল লক্ষণ যাতে প্রকাশ, সেই-ই ব্রাহ্মণ! কুটীরে গমন কর, বিশ্বামিত্র আসছে।

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।]

বিশ্ব। নমো নারায়ণ! কি তুমি এখনও আমার ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করলে না? আমি তৃতীয়-বার তোমার নিকট এসেছি। এবার যদি তুমি আমার ব্রাহ্মণ ব'লে না স্বীকার কর, তোমার ঘোর অনিষ্ট হবে!

বশিষ্ঠ। ইষ্ট হ'ক বা অনিষ্ট হ'ক, অত্রাহ্মণকে আমি কি ব'লে ব্রাহ্মণ স্বীকার করবো ?

বিশ্ব। শোন, তুমি কি আমার অবিস্থান কর? ব্রহ্মা আমার বর প্রদান করেছেন, আমি ব্রহ্ম-ধিষ্ঠ লাভ করেছি।

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মা বর প্রদান করেছেন, আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু যত দিন তোমাতে আমি ব্রাহ্মণের লক্ষণ না দেখবো, আমি ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করবো না।

বিশ্ব। আমি কোথা হ'তে আগমন ক'চ্ছি, জান ?

বশিষ্ঠ। সে জানবার প্রয়োজন আমার নাই।

বিশ্ব। শোন, আমি ব্রহ্মার আদেশে তোমার নিকট এসে তোমার নমস্কার করায়, তুমি প্রতি-নমস্কার কর নাই। এ সংবাদ আমি ব্রহ্মাকে জানাই, তিনি পুনরীকৃত তোমার নিকট আসতে বলেন। আমি পুনরীকৃত এসে তোমার নমস্কার করি, তুমি প্রতি-নমস্কার কর নাই। সেই অজ্ঞ পুন-রীকৃত ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেন।

বশিষ্ঠ। এ সংবাদে আমার প্রয়োজন কি ?

বিশ্ব। আমি ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হয়েছি।

বশিষ্ঠ। উত্তম, আমি তাঁর অংশী নই।

বিশ্ব। আমি তোমার বোর অনিষ্ট করতে পারি, জান ?

বশিষ্ঠ। তা তুমি পারতে পার, এই যে তুমি আমার শতপুত্রকে রাক্ষস দ্বারা নিহত করেছ।

বিশ্ব। ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে মার্জনা কর, সে শোক বিবৃত হও। আমারও শতপুত্র তোমার ব্রহ্মতেজে গুপ্তীভূত হয়েছে। যা হবার হয়েছে, তুমি প্রসন্ন হয়ে আমাকে ক্ষমা কর।

বশিষ্ঠ। তোমার ক্ষমা-প্রার্থনার অপেক্ষা করি নাই, তোমার বহুদিনই ক্ষমা করেছি।

বিশ্ব। তবে তুমি আমার ব্রহ্মধিষ্ঠ অস্বীকার কর কেন ?

বশিষ্ঠ। যা অসত্য, তা কিরূপে স্বীকার করবো।

বিশ্ব। কি, বার বার তোমার এই উক্তি ?

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণের বাক্য অটল। তুমি ব্রাহ্মণ নও, তাই জান না।

বিশ্ব। বটে, তোমার এত দূর স্পর্ধা! ব্রহ্মার বাক্যে আমি ব্রহ্মধিষ্ঠ, তা তুমি অস্বীকার কর? ব্রহ্মার নিকট আমি শক্তি প্রাপ্ত হয়েছি, জান, যে শক্তিতে তোমার বধসাধন করতে পারি ?

বশিষ্ঠ। ইচ্ছা হয়, বধসাধন কর।

বিশ্ব। আমি তোমার ইষ্টের নিমিত্ত বলছি, আর আমার উপেক্ষা ক'রো না। আমি মারণ-যজ্ঞ ক'রে তিনবার তোমার নামে অজ্জিতি প্রদান করলে, তৎক্ষণাত্ তোমার মুণ্ড স্বকচাত হয়ে যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হবে। তুমি যদি বার বার আমার অবজ্ঞা কর, আমি সেই মারণ-যজ্ঞে প্রবৃত্ত হব।

বশিষ্ঠ। আমি শাস্ত্রের বশীভূত, তোমার প্রবৃত্তির বশীভূত নই। আমি শাস্ত্রের মৰ্যাদা ক'রে তোমার ব্রাহ্মণ স্বীকার করবো না, আমার মুকুট হলেও না।

বিশ্ব। আমি নিশ্চয় তোমার মারণযজ্ঞ করবো।

বশিষ্ঠ। তুমি যথা ইচ্ছা করতে পার।

বিশ্ব। তুমি আমার ব্রহ্মধিষ্ঠ স্বীকার করবে না? আমার মহর্ষি স্বীকার কর ?

বশিষ্ঠ। অবশ্য : করি। অধরীষের বজ্র সমস্ত

দেবগণের সহিত তোমার মর্হি ব'লে অভিবাদন
করেছি ।

বিশ্বা । আমি কল্য তোমার বধ-যজ্ঞের আয়োজন
করবো । তোমায় পোরোহিত্যে বরণ করছি,
তুমি সেই যজ্ঞে উপস্থিত থেকে আমার যজ্ঞ
সম্পন্ন কর ।

বশিষ্ঠ । অবশ্য করবো । তুমি মহর্ষি, আনায় বরণ
কচ্ছ, কদাচ উপেক্ষা করবো না ।

বিশ্বা । ভাল, বুঝবো তোমার দার্ঢ্য ! আমি
প্রতিজ্ঞা করছি, যদি তুমি উপস্থিত হয়ে আমার
যজ্ঞে পোরোহিত্য গ্রহণ না কর, আমি যজ্ঞে দ্বন্দ্ব
হব ; কিন্তু তোমার ভীক, মিথ্যাবাদী, পোরো-
হিত্য গ্রহণ ক'রে উপস্থিত হ'লে না, কপটাচারী
কাপুরুষ ব'লে প্রচার করবো ।

বশিষ্ঠ । ব্রাহ্মণ-বাক্য অলঙ্ঘ্য । [বশিষ্ঠের প্রশ্নান ।

বিশ্বা । অতিশয় দস্ত ! ব্রাহ্মণ বাক্যে উপেক্ষা !
পুত্রশোক ভোলে নাই : ও আমার কদাচ
মার্জনা করে নাই । আমার সহিত শত্রুতা
পোষণ ক'চ্ছে । একে দমন করা নিতান্ত
কর্তব্য, নচেৎ আমার সমস্ত তপ-জপ পণ্ড হবে ।
বশিষ্ঠের প্ররোচনায় লোকে আমার ব্রহ্মর্ষি ব'লে
স্বীকার করবে না । যজ্ঞে উপস্থিত হয়,
আমি নিশ্চয় ওর মরণ-আহুতি প্রদান করবো ।
কিন্তু যদি না যায়, দেও আমার পরম মঙ্গল ।
ব্রহ্মহত্যা হবে না, বশিষ্ঠ মিথ্যাবাদী প্রচার হবে ।
বশিষ্ঠের কথায় কেহ আর আস্থা স্থাপন করবে
না । সকলে আমার ব্রহ্মর্ষি স্বীকার করবে ।

[প্রশ্নান ।

চতুর্থ গর্তাক্ষ ।

—:—

বন-পথ ।

হামাগুড়ি-রত সদানন্দ ।

(ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্য । ও কি ক'চ্ছ ?

সদা । (উষিত হইয়া) এই বে, জোকরা, এত দিন
কোথায় ছিলে ? দেখতে পাইনি যে ?

ব্রহ্মণ্য । তুমিই কোথায় থাক ।

সদা । আচ্ছা, জোকরা, তুমি মেয়েমানুষ না ব্যাটা-
ছেলে ? তুমি কি মেয়েমানুষ, ব্যাটা ছেলে
সেজে বেড়াচ্ছ ?

ব্রহ্মণ্য । কেন বল দেখি ?

সদা । তোমার সঙ্গে তো এই কত বৎসরের
আলাপ, তুমি তো তোমার চেহারাখানা সমান
খাড়া রেখেছ । বাড়লেও না, কমলেও না ।

ব্রহ্মণ্য । আমার যোগের শরীর তাই এমন আছে ।

সদা । যোগের শরীরটা কি হে ?

ব্রহ্মণ্য । ও এক রকম ।

সদা । তার ক'টা পেট ? তার খুব জ্বর রকম
খোল, না ? তাহাতে অনেক বজ্রমান বজ্র
রাধ, দিবি আহার চলে !

ব্রহ্মণ্য । তুমি কি ক'চ্ছ ?

সদা । ভারী বিপদ, ভাই, ভারী বিপদ !

ব্রহ্মণ্য । কি বিপদ হে ?

সদা । এই একদিনে পাঁচ পাঁচটা নিমন্ত্রণ ।

ব্রহ্মণ্য । তা হামাগুড়ি দিচ্ছিলে কেন ?

সদা । শুনেছি, চার পায়ে চ'লে পেট'টা বাড়
গুরুগুলো চার পায়ে চ'ল দেবার খার । তাই
কুধা কচ্ছিলেম ।

ব্রহ্মণ্য । তোমার খেয়ে আশ মেটে না না কি ?

সদা । খেয়ে কি আশ মেটে, দাদা । জুজ্বল রস
না কাণীর জিবার মতন লকলকই কচে
রক্তবীজ-গোত্রের মিষ্টানের বীজ থাকতে, "
রসনার ভূষি হচ্ছে না । এই, দাদা, আপন
হ'তে বোঝো না, এই তো তোমায়ও পাঁচ জায়
গায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে ?

ব্রহ্মণ্য । আমি মুখে খাই না, দৃষ্টিতে খাই ।

সদা । এঁা, বল কি ? আমার শিখিরে দিতে পা
তো ভূতে ময়রার দোকান উল্লঙ্ঘ্য করি ।

ব্রহ্মণ্য । তুমি যা মনে করবে, করতে পারবে । ইচ্ছ
কর তো না খেয়ে থাকতে পারবে ।

সদা । তোমার চৌক পুরুষ না খেয়ে থাকুক !

ব্রহ্মণ্য । তুমি দেবপ্রিয় ব্রাহ্মণ, তোমার মরল প্রাণ
তাই ব্রহ্মণ্যদেব তোমার অন্তরে-বাহিরে,
তোমার আর খাওয়ার প্রয়োজন কি ?

সদা । আমার প্রয়োজন তুমি কি বুঝবে বল !
মনের আবেগ অনেক ক'রে সঙ্ক করে থাকি ।
আর কেউ হ'লে রম ফেটে ম'রে যেত ।

কথা। তোমার আবার মনের অবৈগ কি ?

দাদা, আমার মতন যদি ছরস্ত রসনা তোমার হ'ত, তা হ'লে তুমি বুঝতে। ভোরের বেলায় উঠেই মধোর বাপের শ্রাবের মোণ্ডার কথা রসনা মনে ক'রে রাখে, যেন আব্দারে ছেলে, বলে 'খাব খাব !' সে তাল যদি সাম্ভালুম, ক্ষুদি বামনীর তালনবমীর ব্রত, তালের বড়া মনে পড়লো ! সেও বন্ধি সঙ্গে সমূ'র নিলুম— 'নবা, এড়াবি ক'বা, অমনি সারবন্দী চেউয়ের চেউ চলতে লাগলো ;—কারো বেটার অন্ন-প্রাশন, কারো মার সপিণ্ড-করণ, কারো ভিলে সংক্রান্তির তিলেখাজা কারো ইতুস ক্রান্তির পিটে—এই দৈত্যদানার মত সাম্মনে নাচতে লাগল ! এতে কি আর প্রাণ বাঁচে, দাদা ! যাক, ও কথা ছেড়ে দাও, কোথাও স্বজ্ঞ-টজ্ঞ একটা বাগালে নাকি ?

না। না, আমি তোমার কাছে একটি জিনিসের জন্তে এসেছি।

।। বাঃ—বেশ মুকুববী ধ'রেছ ! এদিকে এমন ঢালাক-চতুর দেখতে পাই, আমি পাঁচ দোরে খেয়ে বেড়াই, আমার কাছে কি নিতে এসেছ ?

না। এই—তোমার পাঁচ বাড়ীর খাওয়াটি।

।। ও, প্রাণে মারতে এসেছ ! কেন, দাদা, তোমার সঙ্গে কি শক্ততা করেছি যে, আমার পাঁচবাড়ীর খাওয়া মারতে এসেছ ?

না। তোমার আমি বড় ভালবাসি।

। হ্যা, তা তো দেখছি ! গলায় পা দিতে এসেছ ! বন্ধুর কাজ করতে এসেছ !

না। সত্যি, আমার ইচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমি অষ্টগ্রহর থাকি, তোমার ঐ হৃদয়লাপনাতে পারিনে।

। কেন, দাদা, ও দোষটা আমার উপরে চাপাচ্চ ! তোমার হৃদয়লাপনিত্তে আমিই চমকে বাই ! চাঁড়াল মাগীর পাশ্চাত্তলো সে দিন মারলে, আমি দেখে অবাক !

টি। আহা, সে না খেলে যে মাগী হুঃখ করতো ! । দাদা, সেই চাঁড়ালমাগীর হুঃখ ভাবছ ; আর এই বাম্বনের ছেলে যে না খেতে পেয়ে মারা যাব, তা একবার ভাবনা দাদা !

ব্রহ্মণ্য। আচ্ছা, তোমার যদি এমন সামগ্রী দিই, যাতে তোমার ক্ষুধা আর না হয় ?

সদা। ঐ তো দাদা, বুঝলে না ! ক্ষিদের চোটে কি খাই, রসনার তাড়নায় খাই ! ভালমন্দ সামগ্রী দেখলে অমান কঁদে কাপড়-চোপড় ভাসিয়ে দেয়, বলে—“দে দে, আমায় দে !” উদর বলে, “আমি গেলুম !” রসনা বলে, “গেলি গেলি, আমার বয়ে গেল ! ম'রতে হয়—তুই কেটে মর ; আমি মিষ্টান্ন ছাড়তে পারবো না !”

ব্রহ্মণ্য। তুমি একটি কাজ যদি কর, তুমি রসনার দিব্যরাত্র অমৃতের আশ্বাদ পাও।

সদা। দাদা, তা যদি বাৎলে দাও, তোমার গোলাম হয়ে থাকি। কি করতে হবে—বল তো, কি করতে হবে—বল তো ?

ব্রহ্মণ্য। এই—লোভ সংবরণ করা।

সদা। বেশ বলেছ ! আমি আপনি রোগ ভাল করি, তার পর তুমি গুণ্য দেবে !

ব্রহ্মণ্য। অহে, বড় সোজা।

সদা। সোজা হয়, তুমিই কর না। দুটি দিগে খাও, আর মুখেই খাও,—পাঁচ জায়গায় তো খেয়ে বেড়াতে হয় ?

ব্রহ্মণ্য। কি করবো বল, আমার যে ছাড়ে না !

সদা। তোমায় যে বললুম, আমার রসনাও নাছোড়-বান্দা।

ব্রহ্মণ্য। তুমি এক কাজ কর দেখি, এক মুহূর্ত আমি যা বলি, তা কর দেখি ?

সদা। কি বল, মরি বাঁচি দেখি।

ব্রহ্মণ্য। একবার গায়ত্রী জপ কর।

সদা। ঐ তো দাদা, সে বহুদিনের কথা, সেটি ভুলে গেছি।

ব্রহ্মণ্য। আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি, শোনো,—নাও, পৈতে হাতে জড়াও, আমি কানে কানে বলছি।

(সদানন্দের কর্ণে ব্রহ্মণ্যদেবের গায়ত্রী-মন্ত্র প্রদান)

সদা। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) তাই তো, এ কি হ'লো, এ কি ভোক লেগে গেল ! ও নীরবশের ব্যাটা, কি মন্ত্র দিল ? আমার সব ঘোচালি। দে, দে, আমার মা কোথায় এনে দে ! মা ব্রহ্মবাদিনি, কোথায় তুমি !

(বেদমাতার প্রবেশ)

বেদ। এই যে, বাবা, আমি তোমার হৃদয়েই
অষ্টগ্রহর আছি।

সদা। মা, মা, এত দিন আমার সামান্য মিষ্টান্ন দিয়ে
ভুলিয়ে রেখেছিলে ?

বেদ। বাবা, খেলতে এসেছ, চোখ বেঁধে খেল ;
খেলা ফুরলেই তোমায় নিয়ে চ'লে যাব।

ব্রহ্মণ্য। অহে, চল হে চল, একটা যজ্ঞের যোগাড়
দেখা যাক।

সদা। আরে নে ছোঁড়া, তোর চালাকী আমি
বুঝে নিরেছি। তোর গরজ, পাঁচ বাড়ীতে তুই-ই
ঘুর গে যা। আমার তোর মতন ডেকীবাজী
করতে হবে না, আমি মা চিনেছি।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম গর্ভাক্ষ।]

—:—:—

বশিষ্ঠের আশ্রম-সমুৎখ।

(বশিষ্ঠ, তৎপশ্চাৎ অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। প্রভু, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ গমন কছেন ?

বশিষ্ঠ। সাধি, কি নিমিত্ত চমৎকৃত হ'চ্চ ?

অরু। আপনায় মারণ-যজ্ঞ, আপনি পোরোহিত্য
গ্রহণ ক'রে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবেন ? সত্যই
যদি ব্রহ্মা তারে বর দিয়ে থাকেন, তার ব্রহ্মর্ষি
স্বীকার করলে সকল বিষ দূর হয়। কিন্তু আমি
হীনবুদ্ধি রমণী—আমার বলা শোভা পায় না—
বোধ হয়, শ্রীচরণে কোন আপরাধী, নচেৎ এ
শোভাযাত্র করতে কেন প্রস্তুত হয়েছেন ? আমি
পুত্রশোকাতুরা, মনকে কি প্রবোধ দেব ! স্বামী
করাল মৃত্যুযুগ্মে অগ্রসর দে'খে, কিরূপে ধৈর্য-
ধারণ করবো ? আত্মীবন শ্রীচরণ ধ্যান, শ্রীচরণ
সেবা ভিন্ন দাসীর অন্য কামনা নাই ; আমার
দেবসেবার অধিকার কি এত দিনে দূর হবে ?
আমি দশদিক্ শূন্য দেখছি ! প্রভু, কি ব'লে
মনকে প্রবোধ দেব !

বশিষ্ঠ। অরুন্ধতি, তুমি কি নিমিত্ত আত্মবিস্মৃত
হচ্চ ? যখন প্রাণরক্ষার্থ ব্রহ্মদণ্ডপ্রস্থাবে বিশ্ব-

প্রাণ বধ করতে উদ্বৃত্ত হয়েছিলে, তুমিই আমার
নিবারণ ক'রে বলেছিলে—ব্রহ্মপের আবার জন্ম
মৃত্যু কি ? যখন বিশ্বামিত্রের কৌশলে তোমার
শতপুত্র বিনষ্ট হয়, তখন তোমায় অভিযানে
বিশ্বামিত্র ভয় হ'তো, তুমি নিমিত্ত সে অভি-
যান প্রদান কর নাই ? তুমি বিভ্রাণ্ডিত, তোমার
নিকটেই আমার কর্তব্য-শিক্ষা, আমার ক্ষমা-
শিক্ষা। সাধি, কর্তব্য কার্যে কি নিমিত্ত বিরত
করবার আকাঙ্ক্ষা ক'চ্চ ? বিশ্বামিত্র মহর্ষি,
আমায় পোরোহিত্যে বরণ করেছে। এ উপেক্ষা
করলে মহর্ষির অমর্যাদা করা হয়। বিশেষতঃ
বিশ্বামিত্রের মনের ভ্রম যে, আমি ঈর্ষায় তার
ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করি নাই। আমি ব্রাহ্মণ,
সে ভ্রম দূর করা আমার অবশ্য কর্তব্য। যজ্ঞে
উপস্থিত হ'লে বিশ্বামিত্র দেখবে, প্রকৃত ব্রাহ্ম-
ণ্য কি ! বুঝবে যে, ঈর্ষায় নয়, তার ব্রাহ্মণ-
ত্বের অভাবেই আমি তার ব্রাহ্মণ্য স্বীকার পাই
নাই। আমার ক্ষণভঙ্গুর দেহবর্জনে যদি
তপস্বীচরী বিশ্বামিত্রের শিক্ষালাভ হয়, আমি
শতবার দেহবর্জনে প্রস্তুত। তুমি আমার সহ-
ধর্ম্মিণী, অবিচলচিত্তে সহ্য কর। ধৈর্য-ধারণ
শিক্ষা-লাভার্থে ব্রাহ্মণ্যগ্রহণ করছে,
ব্রহ্মপের সহধর্ম্মিণী হয়েছ। জ্ঞান ভো সাধি,
কর্তব্যপথ কুহুমাবৃত নয়।

অরুন্ধতী। প্রভু, আর আপনাকে নিবারণ করবো
না, কিন্তু নয়নজল মার্জনা করুন—আমি রমণী,
আমার প্রাণের ব্যাকুলতা কিরূপে নিরোধ
করবো ? একবার পাদপদ্ম বক্ষে প্রদান করুন,
নচেৎ হৃদয়পিঞ্জর ভেদ করে এখনি প্রাণ
আপনায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হবে ! ধৈর্য ?
কোথায় ধৈর্য ! পতি ধৈর্য, পতি জীবন,
পতি প্রাণ, আমি কিরূপে ধৈর্য ধারণ
করবো ! অতি কঠোর কর্তব্য ! আমার
ধৈর্য-ধারণ-শক্তি প্রদান করুন, আমি বড়ই
অধীর !

বশিষ্ঠ। নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনিই তোমায়
ধৈর্য প্রদান করবেন।

অরুন্ধতী। প্রভু, সমুখে আমার নারায়ণ, অপর
নারায়ণমূর্তি কখনও আমার হৃদয়ে স্থান পায়
নাই।

নষ্ট । দাখি, আমার বাক্য তোমার জ্বরে সে
মূর্ত্তি কখনও বিলুপ্ত হবে না ।

(প্রস্থানোক্ত)

(বেগে অদৃষ্টতীর প্রবেশ)

দৃষ্টতী । পিতঃ, পিতঃ, কোথায় বান ? পতি-
হারী কতাকে অকুল সাগরে ভাসাবেন না,
বালক পরাশরকে বর্জ্ঞন করবেন না ! পিতঃ,
আমরা নিরাশ্রয়, আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় !
আপনি বর্জ্ঞন করলে কোথায় স্থান পাব ?
নিষ্ঠুর হবেন না ! যদি আমাদের বর্জ্ঞন
করেন, বালক পরাশরকে বর্জ্ঞন করবেন
না ! সে পিতৃহীন বালক, আপনার চরণ
আশ্রয় ব্যতীত তার আর স্থান নাই । ছার
যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে সর্বনাশ করবেন না !

নষ্ট । বৎসে,—রক্ষাকর্ত্তী আশ্রয়দাতা একমাত্র
ধর্ম্ম ! সে ধর্ম্মবর্জ্ঞনে পরাশরের ঘোর অমঙ্গল !
আমি ধর্ম্মের নিমিত্ত যজ্ঞে গমন করছি । ধর্ম্ম
তোমাদের রক্ষা করবেন ।

(পরাশরের প্রবেশ)

দৃষ্টতী । (পরাশরের প্রতি) আরে অনাথ, আরে
অভাগী, তোর পিতামহকে ফেরা ! আমাদের
কথার উনি কর্ণপাত কচ্ছেন না । যদি তোর
কথার ফেরেন,—অনাথ ব'লে যদি দয়া করেন !
শ্র । দাদা, দাদা, কি নিমিত্ত আমার পরিত্যাগ
কচ্ছেন ? মাতৃগর্ভে পিতৃহীন, পিতার কখনও
মুখ দেখেলাম না ! মহাতপা ধ্রুতাতগণ অভাগার
ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন ।
তুমি আমার পিতা, তুমি আমার ধ্রুতাত ! আমি
বালক, আমার শিক্ষা—দীক্ষা—ভরণপোষণের
ভার আপনার । সে ভার কারে অর্পণ কচ্ছেন ?
দাদা, তুমি তির আমার দশদিক্ শূন্য ! এ
সংসার-অরণ্যে তোমাহারা হয়ে আমি কিরূপে
জীবনধারণ করবো ? পিতৃহীন ব'লে কখনও
চোখের আড়াল কর নি ! স্নেহের আবরণে
কখনও পিতৃহীন ব'লে জানতে দাও নি ! আজ
কেন নির্ধম হয়ে বর্জ্ঞন ক'রে বাজ ?

নষ্ট । পরাশর, পরাশর ! আমার নয়ন-আনন্দ,
কেন তুমি স্কন্ধ হচ্ছ ?

শ্র । যদি অজ্ঞানতাবশতঃ ত্রিচরণে অপরাধী

হয়ে থাকি, আমার ছবিনী জননী অপরাধিনী
নয়, আমার পিতামহী আপনার চরণাশ্রিতা,
কেন তাঁদের পরিত্যাগ কচ্ছেন ? দাদা, দাদা,
আমি কি কোন অপরাধ করেছি ? পিতামহী
কি কোন অপরাধ করেছেন ? না আমার
অভাগিনী জননী কোন অপরাধ করেছেন ?
তাই আমাদের শিক্ষা দেবার জন্ত, আশ্রয়হীন
ক'রে চলে যাচ্ছেন ? দাদা, দাদা, আমাদের
চরণে ঠেলেবেন না ।

বশিষ্ঠ । বৎস, যদিও তুমি বালক, কিন্তু যজ্ঞস্থলধারী
ব্রাহ্মণ । কর্ত্তব্যপালন যার জীবন, সেই কর্ত্তব্য-
পালনে তোমার পিতামহ অগ্রসর । তুমি শিক্ষা
কর, ব্রাহ্মণের জীবন কি কঠোরতাপূর্ণ ! অত্যা-
বর্ণ ব্রাহ্মণের দীর্ঘ্য করে, তারা জানে না যে,
নিরবচ্ছিন্ন কণ্টকাকীর্ণ পথে ব্রাহ্মণের গমন-
গমন । বিরামহীন কার্য্য, আত্মত্যাগ কার্য্য,
পরহিত-সাধন কার্য্য,—সে কার্য্যে কায়মনঃপ্রাণ-
বিসর্জ্ঞন ব্রাহ্মণের আজীবন ব্রত ।

পরশর । দাদা, এ কঠোর বিশ্বাসিত্র ! একে কি
কেউ শান্তি প্রদান করে না ? শুনেছি, এর
কোঁশলেই আমার পিতৃদেব হত, উনশত ধ্রুতাত
হত । আবার আপনার নিধন-কামনা করেছে ।
এ ছরাচার কি দণ্ডনীয় নয় ?

বশিষ্ঠ । বৎস, দণ্ড-প্রদানের ভার আমাদের নয় ।
রোষ পরিত্যাগ কর । রোষপরবশ হয়ে দেবদ্বন্দ্ব
ব্রাহ্মণ্য বর্জ্ঞন ক'রো না । ব্রাহ্মণের বল কমা,
দণ্ডপ্রদান নয় । বৎস, আমি বিদায় হলেম ।

(গমনোচ্ছোগ)

(বেগে স্নেনত্রার প্রবেশ)

স্নেনত্রা । প্রভু, প্রভু, দাসীর প্রতি করুণা করুন !
চিরজ্ব্বিনীকে আশ্রয় প্রদান করুন ! চরণা-
শ্রিতাকে চরণে স্থান দিন !

বশিষ্ঠ । কে মা তুমি ?

স্নেনত্রা । আমি গাধিরাজকুলকামিনী মহর্ষি বিশ্বা-
মিত্রের ঘরণী ।

বশিষ্ঠ । আমার নিকট কেন মা ?

স্নেনত্রা । স্বামীর কল্যাণ-কামনায় । স্বামীর ব্রহ্ম-
হত্যা-নিবারণের নিমিত্ত ! স্বামীর জীবনব্যাপী
কঠোর তপস্বী না বিকল হয়, সে জন্ত আপনার

শরণাগতা, দাসীর প্রতি কৃপা করুন, যজ্ঞে উপস্থিত হবেন না।

বশিষ্ঠ। মা, আমি প্রতিশ্রুত। আমার মিথ্যাবাদী করবার কামনা ক'রো না।

সুনেত্রী। প্রভু, প্রভু, আমার স্বামীকে ব্রহ্মচর্য্য-মহাপাপ হ'তে রক্ষা করুন, সতীকে পতি ভিক্ষা দিও।

বশিষ্ঠ। শুভে, তপঃপ্রভাবে তোমার স্বামী দেব-রক্ষিত, তাঁর অমঙ্গল আশঙ্কা কি নিমিত্ত কর? সুনেত্রী। প্রভু, প্রভু, দাসীর সহিত কি নিমিত্ত প্রতারণা ক'রেন?

কোথা, কেবা আছেন দেবতা।

ব্রহ্মবাহী-রক্ষণে সক্ষম?

মহা অমঙ্গল সমুখে আমার—

ব্রহ্মবধ স্বামীর কামনা।

যে ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মার বদন-বিনিঃসৃত,

যেই ব্রাহ্মণের পদধূলি

বক্ষঃস্থলে করিয়ে ধারণ,

নারায়ণ গৌরব করেন জ্ঞান;

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মশক্তি-বলে—

সুবধূনী গুণে করেন পান;

বিন্দু সম সিদ্ধবারি করিলা শোষণ;

যে ব্রাহ্মণ তাগ-শক্তি-বলে,

বাসরের স্বর্গলাভ হেতু,

তৃণসম নিজ অস্থি করিলেন দান;

যেই ব্রাহ্মণের কৃপা-দৃষ্ট লভি—

মহাপাপী পাপ-মুক্ত হয়;

সেই ব্রাহ্মণের নিধন-সাধনে,

যজ্ঞ আয়োজন পতির আমার।

প্রভু, প্রভু,

অমঙ্গল এ হ'তে অধিক কিবা!

রক্ষা কর পতিরে আমার।

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, ব্রাহ্মণের কার্য্যে কেন বাধা প্রদান কর?

(গমনোচ্ছত)

সুনেত্রী। না, প্রভু, সে নিদারুণ যজ্ঞে আপনাকে যেতে দেব না। এই আমি আপনার গমনপথ রোধ ক'রে পতিত হলেম, দাসীকে বধ ক'রে যজ্ঞে গমন করুন।

(বশিষ্ঠের পথাবরোধ করিয়া পতন)

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, গজেন্দ্রোথান কর, তোমার সতীত্ব প্রভাবে তোমার স্বামী জগৎপুত্র্য হবে।

সুনেত্রী। প্রভু, অবলাকে বধনা করবেন না, বলুন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে?

বশিষ্ঠ। সতীর মনোবাঞ্ছা নারায়ণ পূর্ণ করেন।

অগ্রা বশিষ্ঠ, তৎপশ্চৎ সুনেত্রীর প্রস্থান অদৃশ্যতী। মা, তুমি কি কঠিন, যজ্ঞে যেতে বির

করলে না! অকুল সাগরে আমাদের ভাঙ্গলে আমরা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ি। জীবন ধার করবো? আমার পরাশরের দশা কি হবে?

অরুন্ধতী। মা, আমার ভৎসনা কি নিমিত্ত কচ্ছ তুমি ব্রাহ্মণকৃত্য, ব্রাহ্মণপত্নী, ব্রাহ্মণজননা-তুমি ব্রাহ্মণ-গৃহে অবস্থিতি ক'রে কি ব্রাহ্মণে আচার অবগত নও? আমি সাদাভা রূপ আমার কি শক্তি যে, তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি করণাময় ব্রাহ্মণ কোমলহৃদয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞা মেরু হ'য় অটল। যদি তিন লোক সমবে হয়ে প্রভুকে নিবারণ করতে তথ্যচিতি যজ্ঞে যেতে বিরত হতেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের বাক্যও ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন ব্রাহ্মণ সত্যবাদী, তাঁর সত্যভঙ্গ হওয়া অদৃশ্য বৎস পরাশর, এই বালক-বয়সে তুমিই আমাকে আশ্রয়। মা, তুমি বালকের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাক, বিগাপে ফল কি?

পরাশর। না, যদি ব্রাহ্মণের বাক্য একপ অটল হ'ত আমিও ব্রাহ্মণ, গায়ত্রী আমার সহায়,—আমি প্রতিজ্ঞা ক'ছি, গায়ত্রীদেবীর দাহাঘো আ বিধামিত্রের নারণ-যজ্ঞ বিফল করবো। আ তাঁরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হলেম।

[পরাশরের প্রস্থান

অদৃশ্যতী। মা, মা, পরাশর আবার কি করে! আবার কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল? জানি না, অরুন্ধতী! আরও কি আছে!

অরুন্ধতী। মা, চিন্তিত হ'য়ো না, একমাত্র বেদম গায়ত্রী ব্রাহ্মণের সহায়। বালক সেই ব্রহ্মবাদিন আশ্রয় গ্রহণ করবে, এতে অমঙ্গল-আশঙ্কা ন'চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান

তপোবল ।

বর্ষ গর্তাক ।

—:—

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-স্থল ।

বিশ্বামিত্র ও ব্রাহ্মণগণ ।

ঋ। সভান্ত সকলে শ্রবণ করুন। যদিচ স্বয়ং লোক-পিতামহ আমার ব্রহ্মবিদ্য প্রদান করেছেন, তথাচ বশিষ্ঠ বলেন, আমাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণের অভাব। কোন্ স্থানে আমার ক্রটি, তা পরীক্ষার নিমিত্ত আমার এই যজ্ঞের আয়োজন। বশিষ্ঠ দম্ভভরে ব্রহ্মার বাক্য উপেক্ষা করেছেন। দম্ভভরে তাঁর মারণ যজ্ঞে আমার পৌরোহিত্য স্বীকার করে আমার যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন অঙ্গীকার করেছেন। আজ পরীক্ষিত হবে, তাঁর ব্রাহ্মণত্বের কত তেজ, তিনি কোন্ তেজে ব্রহ্মার বাক্য উপেক্ষা করেন।

ম ব্রাহ্মণ। মহর্ষি, আপনি ক্ষান্ত হ'ন, ব্রাহ্মণের মারণ-যজ্ঞ আপনার উচিত নয়।

ঋ। আমি সর্বসমক্ষে বলছি, আমি মারণ-যজ্ঞে বিরত হব, যদি বশিষ্ঠ উপস্থিত না হন। তবে এইমাত্র প্রচার করবো, বশিষ্ঠ অসত্যবাদী।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ অসত্যবাদী হয় না। আমি তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করার জন্য উপস্থিত! হোমানল প্রজ্জ্বলিত কর, আমি তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন করছি।

ব্রাহ্মণগণ। বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ, উন্নত হ'রো না। বিশ্বামিত্রের সহিত সঙ্ঘাত কর। ব্রহ্মার বচন কি নিমিত্ত উপেক্ষা করছ?

বশিষ্ঠ। আমি ব্রহ্মার বচন উপেক্ষা করি নাই, শাস্ত্র-মর্যাদা রক্ষা করছি।

বিশ্ব। তোমারই মারণ-যজ্ঞ, স্রবণ আছে?

বশিষ্ঠ। আমি কর্তব্যপরায়ণ, তোমার পুরোহিত,— তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন করতেই উপস্থিত হয়েছি।

(বজ্রকূট-সম্মুখে উপবেশন)

বিশ্ব। (স্বগত) এ কি উন্নাদ ব্রাহ্মণ!

কিংবা মিথ্যা জ্ঞান করিয়াছে ব্রহ্মার বচন?

নহে, নিজ প্রাণ আহুতি-প্রদানে,

কি সাহসে উপস্থিত মম যজ্ঞ-স্থানে?

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র, কি চিত্তা করছ? হোমানল প্রজ্জ্বলিত, উপবেশন কর।

বিশ্ব। তথাচ তুমি আমার ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করবে না?

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ হয়ে অশাস্ত্রীয় কার্য কিরূপে করবো? বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, যজ্ঞ আরম্ভ করি।

ব্রাহ্মণগণ। ওঠো, ওঠো, ব্রহ্মহত্যা কে দেখবে!

বশিষ্ঠ। হে ব্রাহ্মণমণ্ডলি, আমার করঘোড়ে নিবেদন,

—সকলে আমার ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা নির্বাচন করেছেন,— আমার অমুরোধ, সকলে যজ্ঞে উপস্থিত থাকুন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে যেন ব্রাহ্মণের মান, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে সক্ষম হই।

বিশ্ব। (স্বগত) এ কি চমৎকার!

অগ্রসর আপন মন্তারে,

ভূগম উপেক্ষা করিয়া প্রাণ!

কোথা হ'তে হেন তেজ ধরে এ ব্রাহ্মণ!

আসন্ন মরণ,

ভিলমাত্র নহে বিচলিত!

ব্রাহ্মণত্ব যদি ইহা হয়,

এ অতি অদ্ভুত পরিচর!

নাহি মম হৃদে হেন বল,—

অহেতু আপন মৃত্যু আহুতি-প্রদানে!

অদ্ভুত—অদ্ভুত!

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র, উপবেশন কর।

(বিশ্বামিত্রের উপবেশন)

হে সর্ব্বভূক, আমার যজ্ঞমানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, ব্রহ্মার বাক্য রক্ষা কর! বশিষ্ঠ-নিধন বাহা!

(বজ্রকূটে ১ম বার আহুতি প্রদান)

বিশ্ব। বশিষ্ঠ, স্থির হও।

(স্বগত) বাতুল ব্রাহ্মণ!

বাতুল ব্যতীত,

যেচ্ছায় কে হয় আত্মবাতী!

উন্নাদ-লক্ষণ অধিক কি আছে আর—

নিজ-বধ-যজ্ঞ পূর্ণ করিতে উদ্ভূত!

প্রক্লান্ত বদন,

উদ্বাসিত চেত্নোরাশি তার,

হোমানি সৃশ্ণ জ্যোতি বদনমণ্ডলে!

উন্নততা-প্রভাবে এ রাগ !

হিতাহিত নাহি জ্ঞান আর !

একাগ্রতা সহ করে লয়েছে আহুতি,

সত্য বেন হিতকারী পুরোহিত মম !

উন্নততা এ যদি না হয়,

তবে কিবা উন্নাদ-লক্ষণ !

নাহি কার্য্য এ উন্নাদ-বধে ।

তপ, জপ, বিফল সকল !

বিফল ব্রহ্মার বাক্য উন্নাদের হেতু !

মম কর্মফল, দোষ ইথে নাহি কার ।

যা হবার হবে,

এ উন্নাদ-বধে নাহি প্রয়োজন !

বশিষ্ঠ । বিশ্বামিত্র, আমি যখন তোমার পোরোহিত্য
গ্রহণ করেছি, তুমি নিষেধ করলেও আমি
যজ্ঞ পূর্ণ করবো । চিন্তা ত্যাগ কর । বিলম্ব
কি নিমিত্ত ?

বিশ্বা । দম্ভ, দম্ভ,—নহে বাতুলতা ।

অবিশ্বাস ব্রহ্মার বচনে !

কর আহুতি প্রদান ।

বশিষ্ঠ । বশিষ্ঠ নিধন স্বাহা !

(যজ্ঞকুণ্ডে ২য় বার আহুতি প্রদান)

বিশ্বা । (স্বগত) সত্যই কি উন্নাদ ! উন্নাদ না
দান্তিক, কিছুই স্থির করতে পারছি নে । যাই
হোক, ব্রাহ্মণকে নিরস্ত করি । (প্রকাশে)
এখনও বিবেচনা কর । আমি সত্য বলছি
আমি ব্রহ্মার নিকট বর-প্রাপ্ত । ব্রহ্মার বাক্য
বিফল হবে না । এই তৃতীয়বার আহুতি-
প্রদানে তোমার মুণ্ড স্বক্ৰান্ত হবে ।

বশিষ্ঠ । আমি তোমার পোরোহিত্যে ব্রতী হয়েছি,
তোমার যজ্ঞ পূর্ণ করাই আমার কার্য্য । এই
তৃতীয় আহুতিদানেই তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে ।

বিশ্বা । স্থির হও ।

এ কি, এ কি, কি প্রপঞ্চ করি দরশন !

অটল মেরুর সম নেহারি ব্রাহ্মণ !

কি মহাপ্রভাবে হেন মহা আশ্চর্য্য !

এ মাহাদ্ব্য অভাব আমার,

হেন কার্য্যে নহি তো সক্ষম আমি ।

প্রার্থবধ হেতু করি যজ্ঞ আরোহণ,

নাহি তাহে রোধের লক্ষণ, °

উন্নত আহুতি-দানে অবিচল ভাবে !

জগদধি, বুঝিয়াছি কি ত্রুটি আমার,—

ক্ষমাহীন কঠোর হৃদয় মম !

মহামার্য্য, মোহঘোর নিষ্কিঞ্চ তোমার !

তপোবলে ঘোর তম নাহি হয় দূর !

রোষ-বশে অভিশাপ প্রদানি রক্তার,

উন্নত হয়েছি পুনঃ ব্রহ্ম-বধ হেতু !

ধিক্, ধিক্, তপস্তায় মম !

ধিক্, ধিক্, রাজর্ষিষ, মহর্ষিষ লাভ !

শত ধিক্, ব্রহ্মর্ষিষ-লাভ-আকাঙ্ক্ষায় !

ক্রোধনযতাব, চণ্ডালত্ব করেছে আশ্রয় ।

পদধেণু ব্রাহ্মণের করিবে গ্রহণ

কদাচন যোগ্য নহি অ ।

হে ব্রাহ্মণ, কর ক্ষমা,

ক্ষান্ত হও আহুতি প্রদানে ।

বশিষ্ঠ । করিয়াছি আহুতি গ্রহণ,

নিফল না হবে কদাচন ।

লোলুপ করাল জিহ্বা অগ্নি দেবতার

আহুতি-গ্রহণ হেতু,—

হব তবে নিরস্ত কিরূপে ?

বিশ্বা । আহুতি প্রদান কর মম বধ হেতু !

কর আশীর্বাদ,

মৃত্যুতে হউক মম চণ্ডালত্ব দূর !

হে ব্রাহ্মণ,

কৃপায় মার্জনা কর অবম কিভাবে,

বুঝি নাই মাহাদ্ব্য তোমার ।

যজ্ঞস্থত্রধারী, দেবতার দেবতা ব্রাহ্মণ,

অজ্ঞান অধম,

হয় নাই ধারণা আমার ।

প্রাশ্চিতকরূপে,

মস্তকে করহ মম আহুতি প্রদান ।

ধিক্ও হউক মুণ্ড আহুতি-প্রভাবে ।

দাও দাও, বিরত কি হেতু ?

বশিষ্ঠ । আমি পুরোহিত তব,

আসি নাই অহিতসাধনে ।

বিশ্বা । নিকীর্ণ হউক তবে পাণ-যজ্ঞানল ।

(বারি-নিষ্ক্ষেপে যজ্ঞানল নিক্ষেপকরণ)

বশিষ্ঠদেব, ব্রহ্মার বচনেও আমার ব্রাহ্মণ-লা

তপোবল ।

হয় নাই । তোমার রূপায় আমার মনের প্রতারণা
বুঝতে পেরেছি । আমি ক্রোধন-স্বভাব, আমার
মার্জনা শিক্ষা দাও ।

। সাধু, সাধু ! তুমি পরম মার্জনাশীল,
তোমার নিকট জগৎ মার্জনা শিক্ষা করবে ।
হে ব্রহ্মর্ষি, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন ।

। নমস্কার ! এ কি, তুমি আমার ব্রাহ্মণত্ব
স্বীকার করলে ?

। অবশ্য স্বীকার করবে । তুমি পরম
তিত্ত্বাঙ্গীল ব্রাহ্মণ । পবিত্র ব্রহ্মণ্যশ্রীতে তোমার
মুখমণ্ডল দীপ্তমান । তুমি ব্রহ্মর্ষিও লাভার্থ
কঠোর তপস্যা করেছ ; আমি তোমার ব্রাহ্মণত্ব
অস্বীকার করার তোমার ব্রহ্মার নিকট বর লাভ
বিফল হয়েছিল । আমি তোমার পরম শত্রু,
তোমার ইষ্টলাভের বাধা । তৃতীয় আহুতি-
প্রদানে আমার মুণ্ড স্বকচুত হ'ত নিশ্চয় । কিন্তু
তুমি পরম মার্জনাশীল, এ পরম শত্রু সংহারের
শক্তিপ্রাপ্ত হ'য়েও ব্রাহ্মণ-ভূষণ তিত্ত্বাঙ্গ-গুণে
মার্জনা করেছ । তুমি রাজর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি,
আমার প্রণম্য ।

। বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ, তুমি আমার গুরু, তুমি
আমার নয়ন উন্মুক্ত করলে । আমার এতদিন
ধারণা হয় নাই যে, অভিমান-বর্জনই ব্রাহ্মণত্ব ।
আমি তপাতিমানী ছিলাম, আজ তোমার রূপায়
আমার সে অভিমান দূর হ'ল ! আমার পদ-
ধূলি প্রদান কর ।

। বিশ্বামিত্র, তুমি আমার সখা, আমার আলি-
ন প্রদান কর । তুমি মহাতপা, আমি তোমার
পদধূলি-প্রদানে সক্ষম নই ।

গণ । অবশেষে বিশ্বামিত্রের ধর !

(ব্রহ্মাদেবের প্রবেশ)

। বিশ্বামিত্র, তুমি আমার পরিচয় পেয়েছ
কি ?

। হ্যাঁ প্রভু ।

মোহিতব্রহ্মাদেবের গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।

গতিভার কৃপায় গোবিক্রায় নমো নমঃ ॥

(বেদমাতার প্রবেশ)

বেদ । বিশ্বামিত্র, আমি তোমার নিকট নিয়ত
অবস্থান করিতে এসেছি ।

বিশ্বা । মা ব্রহ্মবাদিনি, এতদিনে প্রসন্ন হ'লে ?

বেদ । এই আমার প্রবৃত্ত বজ্রযন্ত্র ধারণ কর ।

(বিশ্বামিত্রের গলদেশে বজ্রোপবীত অর্পণ)

(সুনেন্দ্রার প্রবেশ)

সুনেন্দ্রা । মা, মা, বিশ্বজননি, কতবার প্রতি তোমার
অপার মেহ !

বেদ । মা, মা, তোমার স্বামী তপস্বী, তুমি তপ-
স্বিনী । পতি-পত্নী-সম্বন্ধ পরিত্যাগ ক'রে,
তপস্বী-তপস্বিনীভাবে অবস্থান কর ।

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা । ব্রাহ্মণেন্দ্রো নমঃ । রাজা, আমি এসেছি ।
এই বেটা, আর এই ছোঁড়া, আমার চেনা
দিয়েছে । তুমি লুচি-মোড়া সামনে এনে ধর,
আর আমার নোলায় জল ব'সবে না ।

বিশ্বা । সখা, সখা, হিতৈষী ব্রাহ্মণ !

(সদানন্দকে আলিঙ্গন)

হে মানব,

ব্রহ্মর্ষিও, দেব-বিজ্ঞ-রূপায় লভিরে,
আকাজকা নহেক সম্পূরণ ।

আকাজকা আমার—

নরত্ব জলন্ত অতি বৃহৎ মানব ।

নাহি জাতির বিচার,

লভে নর উচ্চপদ তপোবলে ।

তপ দৃঢ় সহায় জীবনে ;

প্রভাবে যাহার,

যুচে নীচ সংস্কার,

মলিনত্ব হয় বিন্মুরিত,

জন্মে আত্মবোধ,

যুচে তার জনম-মরণ-ভ্রম ;

উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে,

তপোবলে করে আরোহণ ।

তপ অতুল সম্পদ,

দানে সেই উচ্চপদ,

বেই পর আকাজকা যাহার ।

সাধাসাধা নাহিক বিচার,
 পায় সৰ্ব্ব অধিকার,
 হীনজন অতি উচ্চ হয় তপোবলে।
 বেমমাতা কোলে লন তারে,
 বিহর ব্রহ্মণ্যদেব হৃদয়-মাঝারে,
 তপের প্রভাব বুঝ, মানবমণ্ডল !
 যদি মম উপদেশ করহ গ্রহণ,
 বুঝিব, সফল মম শরীর-ধারণ !
 তপ, তপ, হও তপাচারী !

(দেব-দেবীগণের প্রবেশ)

(সমবেত সঙ্গীত ।)

ব্রহ্মবিদ, হিতব্রত, বর্জিত-চিত-বাসনা,
 চিরভূষণ মার্জনা, বরুণা হৃদয়-আসনা,
 অজ্ঞান-তম-বারণ, পদ-রত্ন ভব-তারণ।
 উদারচেতা, বিধান-নেতা, মহাবিশ্বা অর্জন,
 পূর্ণকাম আশ্রয়াম, প্রেমে আত্ম মজ্জন,
 হৃদয়-ভীতি-ভঞ্জন, দেহি দিকুল-সরোজ ব্রাহ্মণ

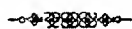
— — —
 যবনিকা-পতন।

বাসর ।

(আৰ্য্যরাজ-মহিমা-কীৰ্ত্তিত গীতিপ্রধান নাটক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ।

চরিত্র ।



পুরুষ ।

বিজ্ঞানাদিত্য	উজ্জয়িনীর রাজা ।
মন্ত্রী	ঐ মন্ত্রী ।
গন্ধাধর	দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
বিকুপদ	গন্ধাধরের পুত্র ।
শুরধ্বজ	চিত্রকূটের রাজা ।
অধ্যাপক	ঐ রাজকন্ডার শিক্ষক ।
অগস্ত্য	অধ্যাপকের দৌহিত্র ।

বিধাতাপুরুষ, পুরোহিত, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, নবরত্ন, ইতরজাতীয় পুরুষ, সন্ন্যাসী ও শিষ্যগণ,
বজ্রদেবীর শিষ্যগণ, বালকগণ, বাস্তকারগণ, ভারবাহকগণ, ঋষিগণ,
প্রতিবাসিগণ, সৈন্তগণ, হিজড়াগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

রানী	রাজা শুরধ্বজের স্ত্রী ।
বিধাবতী	ঐ কন্যা ।
ব্রাহ্মণী	গন্ধাধরের স্ত্রী ।
সুযতি	বিকুপদের স্ত্রী ।

সরস্বতী, বজ্রদেবী, পুরোহিত-পত্নী, অধ্যাপক-পত্নী, স্তম্ভিকার বি, জনৈক স্ত্রীলোক,
ইতরজাতীয়া স্ত্রী, সরস্বতী-সকলীগণ, বিধাবতীর সখীগণ, পল্লীবাসিনী-
গণ, ব্যাধপত্নীগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি ।

বাসর ।

— — —

প্রস্তাবনা ।

— — —

দৃশ্য—ভারত-মানচিত্র ।

(সমবেত সঙ্গীত)

জয় জয় ভারতজননী ।
বিহঙ্গ-কুজিত, বড়-ধ্বজ-শোভিত,
ধ্বনিত-বেদগীত, ধরিত্রী-মুকুটমণি ॥
রক্ত-আঁকর কেনিল নীলসাগর-বিধৌত-চরণ,
মলয়া চঞ্চল তরুরাজি অঞ্চল, বিচিত্র ফুলদল ভূষণ,
ক্ষীরধার তব পরোধর-নিঃসৃত,
পবিত্র স্রোত শত বক্ষে প্রবাহিত,
বৃক্ষ মুক্তধারে জিবেণী, বজ্রমুদ্রোপম গঙ্গা সুরধুনী ॥
স্বর্ণলতাপ্রসূ শ্রামলা, বিদ্যাচলশ্রেণী মেখলা,
কীৰ্ত্তিমালিনী, ধর্মমালিনী, বজ্রধুম-কুমুদা,
শক্তিদাতী, বীরধাতী, শুভ হিমালি-কিরীটিনী ॥
জাল ধূপ-দীপ কর অর্ঘ্য প্রদান,
সমস্বরে তোলা মঙ্গলতান,
কর শঙ্খধ্বনি, ভারত-নন্দন-নন্দিনী,
উঠ পতীর জয় রবে প্রেতিধ্বনি ॥
তত্ত্ব-কুসুম কর অর্পণ চরণে,
জয় মা, জয় মা, বল লবে সযন,
দূরিত পাপ, দূরিত তাপ ।
আর্য্যরাজ পুনঃ আর্য্য-সিংহাসনে ;
প্রসাদ মাতঃ, সুদিন আগত,
বিগত নিবিড় তমসা রজনী ॥

— — —

প্রথম অঙ্ক ।

— — —

প্রথম দৃশ্য ।

পল্লী-পথ ।

সন্ন্যাসিবেশে বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী ।

বিক্রম । মন্ত্রী, আশ্চর্য্য দেখ, ভারত কিরূপ দুর্দশ
পন্ন । রাজধানী হ'তে একদিনের মাত্র প
এসেছি, এখানকার সাধারণ লোকের জানে
যে, কে তাদের রাজা । পুনঃ পুনঃ রাজা প
বর্তন হচ্ছে, আজ একজাতীয় শক রাজা, কা
একজাতীয় শক রাজা, মধ্যে কয়দিন হিন্দুরাজা
প্রজাদের উপর নিয়তই দৌরাণ্য—করবুদ্ধি
কিন্তু রাজা কে, রাজপুরুষগণ কে, তারা অব
গত নয় ।

মন্ত্রী । মহারাজ, সত্যই আশ্চর্য্য ! মহারাজে
রাজ্যাভিষেক নগরে উপস্থাপিত সপ্তাহ আনয়
স্রোত প্রবাহিত, কিন্তু রাজধানীরও সমস্ত ইত
লোক অবগত নয় যে, অনার্য্য শক পরিব
আর্য্যরাজা ভারতের সিংহাসনে ।

বিক্রম । মন্ত্রী, এর কারণ আমার অসুস্থান হয়
শক অধিকারে—শক, হুন বা অপরাপর বিদে
শীয় অধিকারে, বিদেশী লোকই রাজকর্মচারী
নিযুক্ত হয়েছিল, সেই জন্য প্রজারা রাজকাণ্ডে
কোন সংবাদই অবগত ছিল না । কর প্রদা
করতো, অসুস্থান পরিত্যাগ করতে পারে ন
এই জন্য বহু পীড়িত হয়েও নীরবে সকলই সা
করেছে ।

মন্ত্রী । মহারাজ, বিচিত্র এই—সিংহাসনে স্থাপি
হয়ে, ধর্ম সাক্ষী করে, রাজদণ্ড করে লয়ে
প্রজার মঙ্গলে যে রাজার মঙ্গল, এ কথা কিরূপে

বিস্মৃত হতো। কিরূপে বিস্মৃত হতো, যে ভগবান্
প্রজাপালনের নিমিত্ত লিহাসন প্রদান
করেছেন, প্রজাপীড়নের নিমিত্ত নয়। কিরূপে
বিস্মৃত হতো যে, রাজ্যের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য
প্রভৃতির উন্নতিতে রাজ্যের উন্নতি, প্রজার অভাব
মোচনে রাজকোষের অভাবমোচন হয়, এ সকল
রাজনীতি নিমিত্ত কি তাদের অগোচর ছিল?

ম। মন্ত্রী, তারা বিদেশী। তাদের ধারণা ছিল
যে, বাহুবলে রাজ্য অধিকার করেছে, ঈশ্বর-
রূপায় নয়; তাদের ধারণা ছিল, লুণ্ঠনের নিমিত্ত
তারা আগত, পাগনের নিমিত্ত নয়; তাদের
ধারণা ছিল, প্রজা-শোষণ করাই তাদের মঙ্গল,
রাজ্যের জীবিকিতে নয়। পরদেশ হ'তে অর্থ
ল'য়ে স্বদেশের পুষ্টিসাধন করবে, পরদেশের শিল্প-
বাণিজ্যের পরিবর্তে স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য স্থাপন
করবে,—এই তাদের মন্ত্র। বিজিত রাজ্যের
প্রজা ক্রীতদাস, তাদের সেবা করবে, অপর কার্যে
সে প্রজার অধিকার কি? এই নিমিত্ত তদেন্দীয়
কর্মচারীরা রাজকার্য সম্পন্ন করতো। তাদের
রাজনীতি ধর্মনীতি নয়, এই নিমিত্ত তাদের
হৃদয়ঙ্গম হয় নাই যে, বিজিত রাজ্যের প্রজা বিনষ্ট
হ'লে, যে স্বার্থের জন্য প্রজা পীড়ন করছে, সেই
স্বার্থেরই ব্যাঘাত। বাণিজ্যাদি নষ্ট হ'লে প্রজা
ধনহীন হবে, কি লুণ্ঠন করবে? দারুণ পীড়নে
প্রজা ধ্বংস হ'লে, কে তাদের দাসত্ব করবে?
প্রজার রাজভক্ত হ'লে, তাদের হয়ে অল্প ধারণ-
পূর্বক তাদের শত্রুদমন করবে, এ সকল উচ্চ
রাজনীতি, তাদের রাজনীতির অন্তর্গত নয়।
আর্য্য ও অনার্য্য রাজ্যের প্রভেদ এই।

১। মহারাজ, স্বার্থ আজ্ঞা করেছেন।

ম। এখন দেখ, শক-বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের
শ্রম অবসান হয় নাই। রাজ্যে সমস্তই বিশৃঙ্খল।
দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য লুপ্তপ্রায়, আর্য্যশাস্ত্র, আর্য্য-
শিক্ষার উৎসাহ নাই; বিজিত সংস্কৃত ভাষার সহিত
শকভাষা মিশ্রিত, সকলেই বিপন্ন নিরমে পরি-
চালিত। আমরা যেন দেখি, কেত্র সকল শত্রু-
শীর্ষে ভরজারিত, শিল্পিগণ রাজপ্রসাদলাভের
প্রত্যাশায় পরস্পর প্রতিযোগিতার দিবারাত্র উৎ-
সাহিত, যেন দুই অনার্য্য-দেশে আমাদের শিল্প-
বিনির্দিষ্ট বজ্রধারণ, উচ্চ শিল্প-কৌশলে আদরে

গৃহীত হয়। পুনর্বার প্রভাত-সন্ধ্যার লক্ষ্যবর্তী-
নির্নায়ে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত হয়, যেন বেদমন্ত্র-
পাঠে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হোমারিতে আহুতি-প্রদান
দ্বারা মন্ত্রল ধূমে দিব্ আচ্ছন্ন করে, যেন বিজিত
সংস্কৃত ভাষা অমিশ্র স্রোতে প্রবাহিত হয়, আর্য্য-
ভূমি যেন পুনরায় আর্য্য-জী ধারণ করে।

মন্ত্রী। মহারাজের সাধু কামনা অসম্পূর্ণ থাকবে না।

(পুঁথি কক্ষে বালকগণের প্রবেশ)

(গীত)

ঝাড়বো টাটি পণ্ডিতের মাথায়।

ছেড়ে ছুটোছুটি বোড়ালুটী, পড়বো, এত নাইকো
হায়।

একবার ম'লে হয় বাবা, দেখে নিই বাবা!

মার কথাতে পড়তে যাবো, নই এমন হাবা!

করি পুঁতি কাঁত্রা-কাঁক,

মজা মেরে বেড়াই তাই দিন-রাত,

গিলে থাবার থাবার ভাত;

ছেড়ে উল্টো লাথি, ভাঙবো ছাতি, যে বেটা পড়াতে
চায়।

[বালকগণের প্রস্থান।]

বিক্রম। বালকদের কি উচ্ছ্রল অবস্থা দেখ! বিভ্রা-
লয়ে বাহাতে বিভ্রাশিক্ষার সহিত বালকগণের
নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠিত হয়, সেক্ষেপ ব্যবস্থা
করা অগ্রােই কর্তব্য।

(অনেক জীলোকের প্রবেশ)

দেখ দেখ, ঐ জীলোক যোদন কর'চ কেন?

(অগ্রসর হইয়া) বাছা, তুমি কাঁছো কেন?

জীলোক। আর কি বলবো বাবা! মরেটির সাত
দিন অর। কা'ল কবিরাজ ডেকেছিলুম, ষটা-বাটা
বেচে কা'ল দর্শনী দিয়েছি আর ঔষধ এনেছি।
আজ তাঁর কাছে গেলুম, তিনি এলেন না, ঔষধও
দিয়েন না। কি করবো, বিনা ঔষধপত্রােই
যেয়েটি মারা যাবে।

মন্ত্রী। তুমি কৈনো না, এই অর্থগ্রহণ কর, তোমার
কস্তার চিকিৎসা করো।

জীলোক। বাবা, তোমরা সন্ন্যাসী, তোমাদের অর্থ
নেব কেন?

বিক্রম। তুমি গ্রহণ কর এতে দোষ হবে না।

আর্থিক দিক, তোমার কথা আরোও দাঁত
করবে। মধ্যমীর দান প্রকাশ করে না।
(অর্থ প্রদান)

দ্রীলোক। বাবা, ধর্ম পড়িত হব না তো?

বিক্রম। না। তুমি শীঘ্র কবিরাজের স্থানে গমন
কর।

দ্রীলোক। বাবা, তোমরা কি রাম-লক্ষণ, দীনের
হুখ ঘোচন করতে বেরিয়েছ!

[দ্রীলোকের প্রস্থান।]

বিক্রম। মন্দির, বেধ, আর্থিকের প্রভাব বেধ।
এখনো দীনের আশ্রমে ধর্ম অবস্থান কচ্ছেন।
কিন্তু আর্থনিয়ম আর কবিরাজের মধ্যে নাই।
শক-নিষ্ঠে জীবনপ্রদারিনী বিত্তা ব্যবসারে পরি-
ণত। মন্দির, সমস্ত ভারতব্রহ্মে যাতে আর্থনিয়ম
পুনঃস্থাপিত হয়, সে নিমিত্ত সচেষ্ট হওয়া আমা-
দের সর্বপ্রাণে কর্তব্য। বেধ বেধ, কে এ ব্রাহ্মণ!
অতি বিবর, বেন হুখভারে অবসর হয়েছ।

(গঙ্গাধর ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

মন্ত্রী। ঠাকুর, তুমি বিবর কেন?

গঙ্গা। আর বাবা, কি বলবো বল!

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, সমস্ত বৃত্তান্ত বল, তোমার হুখের
অবস্থান হলে। প্রণাম করে না, আমাদের
হাটপন্থী প্রণাম-প্রহণে নিবেধ।

গঙ্গা। বাবা, হুখের কথা কি শুনে? আমার
আবার পুত্র-সন্তান হয়েছে।

বিক্রম। ঠাকুর, তোমার কি এরূপ অবস্থা বে,
সন্তানপ্রতিপালনে অক্ষম, সেই নিমিত্ত পুত্রের
করে বিবর হয়েছ?

গঙ্গা। না বাবা, যদিচ আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বখা-
সাধ্য সন্তান-প্রতিপালনে পরাধীন নই।

বিক্রম। পুত্রমুখ-দর্শন বহুগুণ্য হয়, তবে কেন নিরা-
নন্দ?

গঙ্গা। বাবা, আমার পুত্রমুখ-দর্শন বহু পাণের কল।
ক্রমে ক্রমে চারিটি পুত্র দশকে দিয়েছি। এটি
পঞ্চম, এর অগ্রকন্ডের যে দশা হয়েছে, এরও
সেই দশা হবে।

বিক্রম। ঠাকুর, তুমি গ্রহশান্তি করেছ?

গঙ্গা। বখাশাধ্য করেছি।

বিক্রম। কোন কি অনিষ্ট হয়?

গঙ্গা। আমি ব্রাহ্মণ, জীবিকা করে খানি, পরিবার-
জ্বলেও মিথ্যাকথা কই না, বখাশীতি আর্থনিয়ম
পালন করি। কিন্তু কি কল হবে? অকাল-
মৃত্যুর কারণ—রাজার পাণ!

বিক্রম। তুমি রাজাকে এ সংবাদ দিয়েছিলে?

গঙ্গা। রাজাকে সংবাদ দিয়ে কি হবে? শক রাজা!

বর্ষের শক, ছন, স্নেহ, এ সব রাজার কি অকাল-
মৃত্যু নিবারণ করবে? হুজিক নিবারণ করবে?
জলকট নিবারণ করবে? আমাদের মহাপাণ,
তাই পাণ-রাজার রাজ্যে বাস করি। তারতের
কি সে দিন আছে যে, অনাবৃত্তির জন্ত
ইন্ডের সহিত যুদ্ধ হবে, অকালমৃত্যু-নিবারণের
নিমিত্ত যজ্ঞধূমে গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত হবে, তার-
তের কি সে দিন!

মন্ত্রী। সে কি ঠাকুর, তুমি কি সংবাদ রাখ না?
অনার্য শক পরাজিত হয়েছে, বিক্রমাদিত্য
সিংহাসনে।

গঙ্গা। কি সংবাদ রাখবো বল? রাজার-প্রজার
কর নেওড়া-দেওরা সম্বন্ধ, আর কি সংবাদ
রাখবো। আর্থ রাজা হতো, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত
নিরে রাজকাৰ্য্য নির্বাহ হতো, রাজ্যের মঙ্গলা-
মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি থাকতো, রাজা কুটীরে কুটীরে
ভ্রমণ করে প্রজার হুখ অহুসান করতো, তা
হ'লে সংবাদ পেতেন।

মন্ত্রী। ঠাকুর, এখন আর শক রাজা নয়।

গঙ্গা। শক রাজা না হন, তার মাসকুতো তাই ঠক
এসে রাজা হয়েছেন। তারতবাসীর যে হুখ—
সেই হুখ!

মন্ত্রী। ঠাকুর, সংবাদ শোনো,—আর্থকুলোডব মহা-
রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে, প্রজার কোন কথা
থাকবে না।

গঙ্গা। সে বুঝতেই পেরেছি। যদি আর্থবংশীর
রাজা হতেন, তা হ'লে আমার পুত্রপণের অকাল-
মরণ তাঁর অগোচর থাকতো না। তিনি ছাড়া
বেশে আমার কুটীরে এসে সংবাদ নিতেন।

বিক্রম। আমি নিষ্ঠুর জানি, রাজা নান্যস্থানে ছাড়া
বেশে ভ্রমণ করছেন।—আমরাও রাজ্যে আর্থ
ধর্ম পুনঃস্থাপিত হয়,—এই নিমিত্ত ভ্রমণ করছি
তোমার পুত্রের কত যতন?

৭। আর দ্বন্দ্ব কি—কল খেলার পূজা ?
হুম। তার ঠাকুর, তুমি বড়পুত্র আয়োজন কর ।

৮। আর আরোজন কি করবে। আমি দরিদ্র,
সেইরূপ সন্ধি দিতে পারি না, পুরোহিত ঠাকুর
আসবেন কি না আমি না। আর তাবুছি,
ঘেটেরা পূজা করে কি কল ? চারটির বেলা তো
ক'রে বেধেলেম, যা বজী তো বুধ তুলে চান না।

৯। না ঠাকুর, তোমার নিয়ম পালন করা উচিত ।
পণ্ডিতেরা কলাকলের প্রতি দৃষ্টি না রেখে
কর্তব্যকার্য সাধন করেন ।

১০। হ্যাঁ হ্যাঁ, বখাতখা বলেছেন—বখাতখা বলে-
ছেন। তাবুছি, পুরুতমাকুর কি আসবেন ?
তাদের এখন বড় বড় খাঁটি, বড় বড় বজমান
হয়েছে ।

১১। সে কি, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর অঙ্গেই সন্তুষ্ট
হওয়া উচিত ।

১২। বাবা, তোমরা সম্রাসী, কোন নির্জনে গুহার
ব'সে ভগ্ন কর, সকল সংবাদ তো রাখ না।
অনার্য্য শক-প্রভাবে ব্রাহ্মণ নষ্ট হ'তে আরম্ভ
হয়েছে,—ব্রাহ্মণ আর অঙ্গে সন্তুষ্ট নয়। যদি
ব্রাহ্মণ না নষ্ট হতো, তা হ'লে কি রাণ্যে শক
রাজ্য হয় ? ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হয়েছে সকল নষ্ট
হয়েছে। তা কালের কুটিল গতি কে নিবারণ
করবে !

১৩। ঠাকুর, তুমি সংবাদ দাও, তিনি না পৌরো-
হিত্য করেন, অপর ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-ক আমরা
এনে দেবো ।

১৪। আচ্ছা, আমি ধাত্রীকে দিয়ে সংবাদ পাঠাচ্ছি ।
বিক্রম। কি অরিষ্টে তোমার পুত্রনাশ হয়, আমি
সেবসেবীর রূপার অবগত হয়ে, কাল সন্ধ্যার
তোমার সহিত সাক্ষাৎ করবো, কৃতকার্য হব
সন্দেহ নাই। তুমি চিন্তা ত্যাগ কর, তোমার
পত্নীও অবশ্য চিন্তাশ্রিতা, তাঁরেও আশ্বস্তা কর ।

১৫। বাবা, বাবা, আমার পুত্র কি রক্ষা পাবে ?
বিক্রম। কেন চিন্তা করছেন, দৈবাত্মকুলো সকলই
হয়। যান, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ।

[গঙ্গাধরের প্রস্থান ।

মহি, আমার পুত্র সন্তান হ'লে বেক্স উৎসব
হতো, এ ব্রাহ্মণবাড়ী সেইরূপ উৎসবের আয়ো-

জন কর। বাজকর, হিন্দী প্রভৃতিকে কংকর
দাও, ব্রাহ্মণবাড়ীতে এসে আনয় কর। অগ্রে
সকলকে তাদের আশাভীত কর্তৃক বিভ্রান্ত
তারা দরিদ্রব্রাহ্মণের কুটীরে বেতে সম্মত হবেনা।
বজীপুত্রের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ করো,
ব্রাহ্মণের নিকট আমরা কে, যেন প্রকাশ না
পায় ।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত
হবে। (বগত) দরিদ্র ব্রাহ্মণ সহসা বাজকর
প্রভৃতিকে দেখে বিস্মিত হবেই, নিশ্চয় তাড়াতাড়ি
চেষ্টা করবে। তাদের এখনি ক'রে শিক্ষা দিতে
হবে যে, ব্রাহ্মণ তাড়ালেও তারা গীতবাক্তে কাত
না হয়। নিকটেই বাজকরের আলয় দেখে
এসেছি, অগ্রে তাদের সংবাদ দিই ।

বিক্রম। ব্রাহ্মণকে তো আশ্বাসিত করলেম, এখন
এ দাব্যে কিরূপে উদ্ধার হব ! ব্রাহ্মণের সন্তান
না রক্ষা করতে পারলে শাপগ্রস্ত হব। ভগবতী
বজীদেবী ব্যতীত এর আর কিছু উপায় দেখিনে।
আমি নির্জনে একবার মার স্মরণ করি গে। এই
অকালমৃত্যুর যদি প্রতীকার করতে না পারি—
আমার আর্ঘ্যবাঞ্চে স্রম বিফল, আর্ঘ্য-সিংহাসনে
উপবেশন বিফল, আর্ঘ্য-মুকুট ধারণ বিফল;—
প্রাণত্যাগ ব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত নাই। মার
শরণাগত হই ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—:—

গঙ্গাধরের বাটীর প্রাঙ্গণ ।

গঙ্গাধর ও স্ত্রীকার ঝি ।

গঙ্গা। যা মা যা, একবার পুরুতঠাকুরকে বলে
আর, যে কাল ঘেটেরা পূজা করতে হবে ।

ঝি। না, আমি যেতে পারবো নি, মাগী লাকনাড়া
দেই, সইতে লারবো। মিলে কি জামে নেই
বে, থকা হইছে। যে দিন থকা হয়, তার
পরদিনকেই আমি ঠাকুর খেতে লাইতে বাজিছ,
তাবু, পুরুতবাড়ী থকর দেই। মাগী অমনি

হাঁকারে এলো। বলে,—“বড় বিরে, তার
হুঁপায় আলতা।”

গঙ্গা। তুই তো খবর দিয়ে আর, আমাদের বাজ
তো করি।

ঝি। সে যাবো এখন গো—যাবো এখন। আমি
এত বেলায় যেতে পারবো নি। আমার এখন
ছেলেকে তাপ দিতে আছে। কাঁট আনি গে।

গঙ্গা। কর্জ তো না করলে নয়, যেমন ক’রে হোক
বজীপুজার নিয়ম রক্ষা তো করতে হবে। বজী-
মার্কণ্ডের জোড়-সাড়ীতেই যা হাতে আছে, সব
সুয়োবে। ষোড়শ-মাতৃকা-পুজায় ষোড়শখানি
সাড়ীর বদলে তো একখানা সাড়ী দেওয়া চাই।
তৈল, হরিদ্রা, তাম্বুল, গুবাক, তিল, ঘর, সর্বপ,
—উনকুটী চৌষটি সবই তো চাই, নইলে
পুণ্ডরীকাকুর অগ্নিমূর্ত্তি হবেন। এ ক’মাসই
টানাটানি যাচ্ছে, এখন তো টোলের তেমন
নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ নাই।

(বাত্তকরগণের প্রবেশ ও বাত্তকরণ)

ওরে, এ বাড়ী নয়—এ বাড়ী নয়।

বাত্ত। ঠাকুর, আমরা দম্ খাবো নি। সে হাঁস
ক’রে দিয়েছে, তুমি বলবে,—“এ বাড়ী নয়।”
ওরে বাজা—বাজা—

(বাত্ত ও নৃত্য-গীত)

ওরে নন্দরাণীর কোলে কেলে ছেলে।

গঙ্গা। তোর নন্দরাণীর গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ রে বেটা।
বেরো এখন।

বাত্ত। তা ঠাকুর, এখন বেকছি নি, আমরা এখন
ভোরপাটি লাচ্‌বো গাইবো! আমাদের ও
পাড়ার জাত-ভাইদের খবর দি’ছি, তারাও এই
লাচ্‌তে আসছে।

গঙ্গা। বেরো বেটা, মস্করা পেয়েছ ?

বাত্ত। মস্করা তো হবেই—সে বলেছে, তুমি খুব
ঝাঁজবে।

(বাত্ত ও নৃত্য-গীত)

ঘর আলো এ কালো মণিক, কোথায় রাণী পেলো ॥

গঙ্গা। ওরে কে—কে ? কে তোদের পাঠিয়েছে ?

বাত্ত। ঠাকুর, যেন চেন নি যেন ! লাও—লাও,
তুমি ঝাঁজো, আমরা ছেলের কল্যাণ গাই।

তুনেছি—তুনেছি—তুমি বড় ঝাঁজবে, ছেলের
তত পরমাই বাড়বে। ওরে বাজা—

(নৃত্য-গীত)

কেলে সোনার হেরে চাঁদবদন,

তুনে ক্ষীর ঝরে লো সই ফেরে না নয়ন,

ঘরে যেতে সরে না আর মন ;

গঙ্গা। ওরে খাম বেটা—খাম, এ বাড়ী নয় রে

বেটা—এ বাড়ী নয়, নেচে কি করবি বেটা—

একটা কাণা-কড়িও পাবি নি যে রে বেটা !

(নৃত্য-গীত)

ওরে নন্দরাণীর কোলে কেলে ছেলে।

ঘর আলো এ কালো মণিক, কোথায় রাণী পেলো ॥

কেলে সোনার হেরে চাঁদবদন,

তুনে ক্ষীর ঝরে লো সই ফেরে না নয়ন,

ঘরে যেতে সরে না আর মন ;

ওরে মায়ের কোলে যেন বলে,—

“তুলে আমার নাও না কোলে”

নয়ন মেলে মুখ পানে চায়, মা বলে যেন খেলে ॥

গঙ্গা। হ্যাঁ বাবা, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, আমি তো
কিছু দিতে পারবো না, আমার উপর উপদ্রব
কেন কচ্ছ বাবা !

বাত্ত। ঠাকুর, আমরা হুদিস পেয়েছি—হুদিস
পেয়েছি—এই লাও আবার ঝাঁজো, এই হিজড়েরা
আসছে, ওদের সঙ্গে আবার আমরা লাচ্‌বো।
সাতদিন সাতরাত্রি ঘুমবে, তা মনে করো নি,
আমরা একশো ঘর ঢুলি আছি, সব হুঁপুড়ি
ক’রে লেচে যাবো।

গঙ্গা। বাবা, তোমাদের সঙ্গে কি দুঃখনি করেছি
বাবা ! আমরা কি বাস্তছাড়া করবে ?

(হিজড়াগণের প্রবেশ)

হিজড়া। বালাই—বালাই, থকা বৈচে থাক—থকা
বৈচে থাক !

(হিজড়াগণের নৃত্য-গীত পশ্চাতে বাত্তকরগণের
বাত্ত ও নৃত্যকরণ)

পাঁচ পোয়াতির আশীষ নিয়ে

থোকা আছে ভালো।

থোকা কোল করেছে আলো,

মায়ের কোল করেছে আলো ॥

। ও বাছা—ও বাছা, শোনো না—শোনো না, আমার কথাটা বুকে, তার পর যত পারো নাচ-গান ক'রো। এই তো বাড়ী-ঘর-দোর দেখুছ, এ বাড়ীতে কি বিদায় পাবে যে, খাঁক বেঁধে এসেছ ?

ডা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এইটে ছেলের বাপটা ও মানা করতে থাকবে—মানা করতে থাকবে। আমরা গান ধরি, মানা করো ঠাকুর—মানা করো।

। আচ্ছা বাবা,—তবে খুব গাও বাবা—খুব গাও। ও তুলির পো, তোমার গানটা আমার শেখাও, আমিও তোমাদের সঙ্গে চেষ্টাই।

।। দেখছিস—দেখছিস, ঠিক ব'লে দিয়েছাল, শুধু খাঁকবে নি—কত রকম করবে।

(ব্রাহ্মণের অবাক হইয়া উপবেশন)

গাও।

। পোয়াতির আশীষ নিয়ে থোকা আছে ভালো। কা কোল করেছে আলো, মায়ের কোল।

करेছে আলো ॥

। য দেখে সোনার টাদে, দেয়লা করে হাঁস কঁাদে, কা খেল করে, মায়ের দেল ভরে, থোকা খেল করে কত ছাঁদে ;

। ত আলাই বালাই হিজড়া এলো, ছোড়া ছোড়া টাকা ফেলো,

। কাকে যে খোঁড়ে তার মুখখানা হোক কালো, তার স্নেহে আশুন আলো ॥

।। এইবার বাবা, আমি বাড়ী ছেড়ে চলুম।

(পটুবজ্র ও অলঙ্কার-ভূষিতা হইয়া)

স্মৃতি কার বিশ্বের প্রবেশ)

। (প্রণাম করিয়া) বাবা, আশীর্বাদ করো।

।। কে না মহিষমর্দিনী এলে—ভুমিও কি নাচবে না কি ?

। না বাবা, এইবের পুরুতবাড়ী খপর দিতে যাচ্ছি।

।। কে আঁতুড়ের ঝি! হ্যারে, তুই এ সব কোথা পেলি ?

।। আর কেন চাচ্ছো বাবা—গী-মর কথা রটেছে বাবা, যকের দৌলত পেয়েছ বাবা।

ছেলের কল্যাণে ছ-হাতে বিলুচ্ছো, মুখে বলতে নেই বলে বলছো নি; আমি পুরুতবাড়ী চলুম।

[প্রস্থান।

(দ্রব্যগামগ্রী লইয়া ভারবাহকগণের প্রবেশ)

১ম বাহক। ওগো, যেটার পূজোর সামগ্রী-পত্র কোথা রাখবো গো ?

গঙ্গা। কোন্ বাড়ীতে এসেছ, তা ঠিক জানো ? গঙ্গাধর শর্মার বাড়ী এসেছ ঠিক জানো ? এই বাড়ী ঠিক জানো ?

২য় বাহক। ঠাকুর খুব মস্করা করে—খুব মস্করা করে! কোথায় রাখবো ঠাকুর বলো।

গঙ্গা। বাবা, আর তো আমার বলাবলির ভেতর নাই। তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করো।

(একজন জ্বীলোকের সোনার ঘট লইয়া প্রবেশ)

জ্বীলোক। আর আর আর—আমি সব রাখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, এই বগীর সোনার বটগাছ কেমন হয়েছে বল ? কেমন মানিকের ফলগুলি ফলেছে বল ?

গঙ্গা। না—ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। সন্ন্যাসীও মিছে, এরা সবও মিছে, খুব অঘোরে নিদ্রা এসেছে। এই যে দাঁড়িয়ে রয়েছে! এই যে চেয়ে রয়েছে—যুগোশে চেয়ে আছি!—এ যে জাগবার জো নাই দেখছি। ও বাবা স্বপ্নের ঢুলী, স্বপ্নের ঢোল তো খুব জোরে বাজাও, স্বপ্নের ছ ফোঁটা সর্ব্বের তেল আমার চোখে দাও তো—ঘুম ভাঙ্গাই।

বান্ধ। ঠাকুর, খুব মস্করাবাজ!

(সন্ন্যাসিবেশে মস্ত্রীর প্রবেশ)

মস্ত্রী। (বান্ধকার প্রভৃতির প্রতি) তোমরা এখন যাও, ঐ মাঠে আঁটচালা বেঁধেছি, গিয়ে খাওয়া-দাওয়া কর গে। (হিজড়াদের প্রতি) তোমরাও যাও বাছা, ব্রাহ্মণবাড়ীর প্রসাদ পেয়ে যেও। কাপড়ের গাদা রয়েছে, যার বা পছন্দ, নিয়ে যাও। আর তোমাদের যে যেখানে আছে, খবর দাও, যোজ বেন এমনি আনন্দ হয়।

[বান্ধকার হিজড়া প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

গঙ্গা । আপনি এসে তো উদর হয়েছেন, আপনার
সে শুকনো কোথায় ?

মন্ত্রী । তিনি আসেনে আছেন ।

গঙ্গা । এক্ষণে আমার উপায় কি বল ? আমার
ছেলে তো তিনি রক্ষা করবেন, এখন আমার
তুমি রক্ষা কর ।

মন্ত্রী । কেন ঠাকুর, কি হয়েছে ?

গঙ্গা । আর কি হবে বল ? বামুনের ছেলে,
আঁতাকুঁড় ইটিকালে তবে খুঁদী হবে ? কি
কীর্তিটা সব হচ্ছে ? আমি ঘুমিয়েছি—কি
জেগেছি—কি কেপেছি—এই একটা ঠিক ক'রে
ব'লে বেথানে তোমার ইচ্ছা গমন কর ।
আর তোমার এই সোনার বট, মণিকের ফল
সব সরিয়ে ফেল ।

মন্ত্রী । ঠাকুর, কি কথা বলছ ?

গঙ্গা । বাবা, বলবার কথা আর কি আছে ? আমার
বাড়ীতে বাকৈ বাকৈ হিজড়ে, ভারে ভারে
সব সামগ্রী, সোনার বটগাছ, মণিকের ফল,
না ফেপলে তো এ সব হয় না ।

মন্ত্রী । ঠাকুর, সন্ধিহান হরো না । আমার গুরুদেব
অসামান্য ব্যক্তি, তাঁরই রূপায় এ সব মাজলিক
আয়োজন হয়েছে ; আপনি চিন্তা দূর করুন ।
আপনার অদৃষ্ট প্রসন্ন, দেব-রূপায় অসম্ভব কি ?
ছিন্ন হোন, ছিন্ন হয়ে সমস্ত আয়োজন করুন ।

গঙ্গা । অ'্যা অ'্যা, সত্যই কি অদৃষ্ট প্রসন্ন—সত্যই
কি অদৃষ্ট প্রসন্ন ?

মন্ত্রী । প্রত্যক্ষ দেখছেন । বান, ব্রাহ্মণকে সমস্ত
বৃত্তান্ত অবগত করান । নিবেদন করবেন, সন্ন্যাসীকে
না প্রণাম করেন আপনি ; জানেন, তিনি
ষাটশ বর্ষ কারো প্রণাম গ্রহণ করবেন না ।
কিছু চিন্তা করবেন না, সকল শুভ হবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

—:~:—

গ্রামপ্রান্তে বগীচলা ।

(পরপুষ্প সংগ্রহ করিয়া ছইজন ইতরজাতীয়
শ্রী-পুরুষের প্রবেশ)

(উভয়ের গীত)

পু । এ কোটা ফুলের মতন গো তোর মুখখানা ।

শ্রী । রাখ তোর মন-ভুলান, কদরতোর আছে জানি ॥

পু । ভেঙে হয়ে মুখ পানে তোর সলাই লোঁতাকাই,

শ্রী । পথের মাঝে কি করে ছাই দ্যাখ্‌ দিনি বালাই,

পু । ভেসে যাই ব্রথঙ্গাপরে তোর হাসি দেখে,

শ্রী । ঢের জানি তোর জাকাপানা দে যেনে রেখে ;
উভয়ে । তোর কখন হাসি কখন কাঁসি

পিরীতটে তোর দোঁটানা ॥

পুরুষ । ওরে, একটা ফুল—একটাকা দেবে বলেছে ।

শ্রী । গায়ে এমনি হুটো একটা বগীপুজো হয়, তা

হলে তোর বহর খাটুতে হয় নি ।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম । হ্যাঁ দাপ, এ বনে বগীতলা কত দূর ?

পুরুষ । এঁজো, এই বটগাছটি দেখছেন, এটিকেই বগী
তলা বলে । দেখছেন নি, ঐ সিল্পুর লেগা রয়েছে ।

বিক্রম । আচ্ছা বাবা, তোমরা এসো,—এই ঘোঁহরটি
নিরে বাও ।

পুরুষ । হ্যাঁগা, এটা দিলে না কি ?

বিক্রম । হ্যাঁ বাবা ।

পুরুষ । হ্যাঁগা, তোমরা কি লোক গো—কি জাত
গো ?

শ্রী । আর—আর তোকে তো বলছ, ওরা বাক । তুই
চ'লে আর—চ'লে আর, এখানে আর থেকে
কাজ নি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

বিক্রম । মা গণেশজননি, তুমি বগীচরণে সন্তান পালন
কর, বড় দারে তোমার শরণাপন্ন হয়েছি, রাজা
পদে সন্তানকে স্থান দাও ; নচেৎ মা সকলই নষ্ট
হয় । নারায়ণি, জগৎ-পালিনি, জগদ্ধাত্রি, ব্রহ্ম-
প্রকাশিনি জননি । আর্চাকুলের মর্যাদা রক্ষা
কর । জাখণ আমার কথার আখণ্ডিত, আমি

রাজকর্তব্য পূরণ ক'রে আশ্বাস প্রদান করেছে।
মা, বৎস রাজ্যে প্রবেশ করেছে, রাজ্যে অকাপ-
মুখ্য নিবারণ কর, নতুন মা ভোবার লক্ষ্যে
জীবন বিসর্জন দেবে। ভ্রাতৃপুত্র যদি আশ্বাস-
ভর্য কর, করুণাময়ি, পুণ্যময়ি, ভারতভূমির আশ্বাস
পৌরব বিনষ্ট হবে, রাজধর্ম লোপ হবে; দেবি,
করুণাময়ি, দীনসন্তানকে করুণা কর।

বিভূজাং হেমগৌরীকীং রাজ্যলক্ষ্যকৃত্বতাম্ ।
বরদাভরহস্তাং শরচ্ছত্রনিভাননাম্ ।
পট্টবস্ত্রপরাধানাং পীনোরতপরোধরাম্ ।
অক্ষার্পিতমুতাং বজ্রমধুজহাং বিচিন্তয়েৎ ॥
প্রসাদ মম কল্যাণিনমস্তে বজ্রদেবিকে ॥

পট্ট-পরিবর্তন ।

(শিশুগণবৈষ্ণবী বজ্রের আভির্ভাব)

(গীত)

কৈছে শিশু আসে অবনী ।

রাখেন পায়ে স্নেহময়ী বজ্রী জননী ॥

অনাথ নিরাশ্রয়, পদে পদে ভয়,

অসময় সদয়া মা অভয়া বরাননী ॥

হেয়ে মায়ের বিচিত্র অঞ্চল,

শিশু হেসে ঢল ঢল,

ছলে মা, না দেখা দিলে কৈনে হয় বিকল ;

হেসে কৈনে বাড়ে কারা, খেলেন তাই সনাতনী ॥

বজ্রী। বৎস, তুমি আমার নিকট কেন এসেছ, আমা
হ'তে ব্রাহ্মণের কি উপায় হবে? পঞ্চবর্ষ আমার
অধিকার; আমি পঞ্চবর্ষ পর্যন্ত লালন-পালন
করি। পঞ্চবর্ষের পর ব্রাহ্মণের পুত্রহানি হয়।

বিক্রম। তবে মা, কি উপায় হবে?

বজ্রী। তুমি কলা রাজ্যে সৃষ্টিকাপ্তের দ্বারে জাগ্রত
থেকে। বিধাতাপুত্রব পুত্রের লগাটে জীবনের
ফলাফল লিখবেন; কি অরিষ্ট, তাঁর নিকট
অবগত হ'তে পারবে।

বিক্রম। মা, আমি সামান্ত ব্যক্তি, দেবদর্শন কিরূপে
পায়?

বজ্রী। তুমি ভেদবী রাকচক্রবর্তী তুমি দ্বারদেশে থাকতে
বিধাতাপুত্রব ভোবার লক্ষণ ক'রে গৃহে প্রবেশ
করতে পারবেন না। আমার বরে তুমি তাঁর
প্রত্যক্ষ মুখি-দর্শন করবে।

বিক্রম। বিধাতাপুত্রব যদি অরিষ্টই লেখেন, সে অরিষ্ট
কিরূপে খণ্ডন করবো? শাস্ত্রে বলে, বিধিনিষি
খণ্ডন হয় না।

বজ্রী। তুমি বিধাতার নিকট নিজস্বা ক'রো, কিরূপে
তা খণ্ডন হবে। তিনি যদি কোন উপায় না
করেন, ব্রাহ্মণের সম্মান যদি সত্যি কাগজাদে
পণ্ডিত হয়, তুমি সে মৃতশরীর দখল করতে দিও
না। তপাণমোচন দেবেদেব মহাদেবের কৃপায়
তুমি তারে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হবে।

বিক্রম। মা, একটি সংশয় মোচন করুন। শাস্ত্রে বলে,
যথানিয়মে যদি পুত্র পাণ্ডিত হয়, যথানিয়মে যদি
পুত্রের সমস্ত দৈবকার্য সম্পন্ন হয়, তা হ'লে
অকালমৃত্যু হয় না। এ ব্রাহ্মণ দেখলেম ধর্মনিষ্ঠ,
তবে কেন তার এক্ষণ অনিষ্ট হচ্ছে?

বজ্রী। বৎস, এখন কি যথানিয়মে কোন কার্য হয়?
দৈবকার্য কে করবে? ব্রাহ্মণ অতি বিরল,—
অধিকাংশই লোভী, প্রমদাতর, অনাচারী,—
তাদের দ্বারা দৈবকার্য কিরূপে হবে? আমার
পুত্রাই ভারতবর্ষে প্রায় লোপ হলো। নিষ্ঠাচার
হ'রে, উপবাসী থেকে, পূজা করে, এমন ব্রাহ্মণ
করুণ আছেন? বৎস, শাস্ত্র মিথ্যা নয়, মানুষই
মিথ্যা-বাদী। অনাচারে দৈবকার্য কিরূপে সম্ভব?
একটি সদ্ভ্রাহ্মণের অহুসন্ধান ক'রে, আমার
পুজা সমাধা কর। আমার পুজার ক্রটিতে
আমি কুপিত হই না, আমার পালনভায়,
আমি পালন করি, কিন্তু ধর্ম কুপিত হন।

বিক্রম। অর মা সৃষ্টিপালিনী নারায়ণী!

(বজ্রীর অন্তর্ধান)

মার বরে অবশ্যই কৃতকার্য হব।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:—:—

পুরোহিতের বাটী।

পুরোহিত ও পুরোহিত-পত্নী।

পুরো। হেউ, আজ মৎস্তের ঝোল অতি উত্তম রন্ধন করেছে। আজ আর তাম্বুল চর্ষণ করবো না।

পত্নী। কেন গা, এত রস কেন? ঐ গঙ্গাধর বামুনের বাড়ী যাবে বুঝি?

পুরো। হ্যাঁ, একবার যেতে হবে বই কি?

পত্নী। কেন, কেউ খবর দিয়েছে না কি?

পুরো। আরে, সেই ছেলে হবার পরদিন দাই মাগী তোর সামনেই তো খবর দিয়ে গেল। আজ আবার ভোরে এক বেটা ব'লে গেল। আজ কর্ত্তভোগ আছে, কি করবো।

পত্নী। তোমার সখ! তাঁতি-বউ ব'লে গেল, নুতন তাঁত করেছে, তাতে একটা কোঁটা দেবে, তা হ'লেই নুতন তাঁতের খুঁত চাদর পেতে, তা মনে ধরুন, —দশকড়া দক্ষণ পাবেন, সেইখানে যাবেন। খবরদার মিলে, যেতে পারিনি। বড় বড় ক'রে বকে সমস্ত রাত ঘুমবে না, খালি নিশা নেবে, আর নাক কাড়বে, আর আমি শুদ্ধ ঘুমতে পারবো না।

পুরো। সে বেটা যখন ভোরে খবর দিতে এসেছিল, তুই কেন আমার ডেকে দিলি? কোন বলি নি যে, বাড়ী নাই।

পত্নী। ও ম', সেই হোমস'-চোমস' মিলে গঙ্গাধরের বাড়ী থেকে খবর দিতে এসেছিল? আমি কি অত জানি! আমি মনে করলুম, কোন বড়-মাছুষ বুঝি কি বলতে এসেছে।

পুরো। তবে জাখ, তুতকে দিয়ে ব'লে পাঠা, আমার পেটের পীড়া হয়েছে।

পত্নী। জুতো এখন কোথা খেলতে গেছে। না গেলেই হলো, অত খবর পাঠাতে হবে না।

পুরো। আঃ, যা বলেছ, যেতে গা সরে না। সংক্ষেপে যে ক্রিয়া সাধবো, তার জো নাই, খুঁটিয়ে সব মন্ত্র আওড়াতে হবে। আরে বেটা, মন্ত্র পড়বো কি, দক্ষিণা দেখেই গারে অর আসে।

পত্নী। তাঁতি বউয়ের বাণী বাও না? আজবে বাকারে দেশী তাঁতের খুঁত চাদর দিতে চাও তা মনে উঠছে না। সব বামুন যজ্ঞমান করেছেন। ও বছর থেকে একটা নং চেয়ে আসছি তা আজও মুরোদ হলো না।

পুরো। আরে নাও নাও, জোয়ার দান কি গ্রহ করতে পারি? তা হ'লে জাতে ঠেকবে।

পত্নী। তে'মার এক কথা, কত লোক রাতে লুকিয়ে নিয়ে এলো। তাদের জাতে ঠেললে না পুরো। তাদের সব বড় বড় যজ্ঞমান, তাদের জাতে ঠেলবে কে? আমি গেলে, এখন তারা আমার জাতে ঠেলবে।

পুরো। ও তাঁতি বউ বলেছে, কাককে বলবে না।

পত্নী। ও তাঁতি বউ বলেছে, কাককে বলবে না।

পুরো। বলবে না, দোর থেকে বেকতে না বেকতে ঢাক পিটবে।

পত্নী। তবে বাও, দশ কড়া কাণা কড়ি গুণে নিয়ে এসো।

পুরো। ঐ এক বালাই! মড়াকে শোঁরাতির পে

ওর আবার কলাপে কি? ঐ জাখ, আবার দাই মাগী ডাক্তে আসছে।

পত্নী। মর মিলে, বাহাদুরে হয়েছে! অমা গরনা গাটি কাপড়-চোপড় প'রে গঙ্গাধরের বাড়ী থেকে ডাক্তে আসছে!

পুরো। ওরে হাঁসের হাঁ, সেই মাগী। ওরে অমন কাপড় চোপড় গরনা-গাটি আছে।

(স্বভিকার ঝিরের প্রবেশ)

(গীত)

যদি যথের ছেলে হয় ঘরে ঘরে।

নিতি পরি নুতন সাজী কই নি কথা শুমরে॥

থোকা থাক বেঁচে, আমি রেখেছি এঁচে,

থোকায় ভাতে গরনাগাটি নে বাব বেছে;

আঁতুড়ের ঝি বলবে কে কি, আসবে নেব জোর করে,

মিলে কত মুখনাড়া দেয়, দেখবো এখন তাই,

এক কথা কর—দশ কথা শোনাই,

মান ক'রে আড়ম্বাটী টেনে বারুকে চলে যাই;

আর না কি সরে থাকি শাসিয়ে রাধি গা-জোরে॥

পুরো। ও বাছা, তুমি ডাক্তে এসেছ? আমার তো বাছা বড় পেটের পীড়া, এই আবার পেট কনু কনু ক'রে আসছে।

১। ওগো, পেট কুহুতে হবে নি গো—পেট কুহুতে হবে নি! আজ বা পাবে, দশ বছর চাল কিনতে হবে নি, দশ বছর কাপড় কিনতে হবে নি, আর মোহর ডাঁই দক্ষিণে পাবে।

২। শোন বাহাতুরে মিলে! তোর পেট কুহুতে, আজ মলেও তোমার যেতে হবে। হাঁরে আঁতুড়ের ঝি, কোথার—কোথার? কোন্ বড়লোকের আঁতুড়ে সেঁদিয়েতিস্?

৩। আর কোথার বাব গো, ঐ গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়ী আঁতুড়ে আছি।

৪। ঐ শোন শোন মাগী শোন! এখন পেট কুহুবে কি না বল?

৫। ওগো শোনে, আর পেট কুহুয়ে কাজ নি। এখন কি আর সে গঙ্গাধর ঠাকুর আছে? যথের ধন পেয়ে ফেঁপে উঠেছে! এই দেখ না, আমার এই সোনা-নানা, এই কাপড় দিয়েছে।

৬। সে কি লো—সে কি লো, সত্যি না কি?

৭। ব্যাপারখানা কি বল দেখি বুঝ?

৮। আর বুঝবে কি? কাল দু মিলে যথ এলো, বড়া বড়া মোহর চালতেছে, আর যে পাচ্ছে কুড়ুকে। লাঞ্চে, গাঞ্চে, ঢুলুকি বাজাঞ্চে, আর মুটো মুটো টাকা পাঞ্চে।

৯। তা যথ টাকা দিচ্ছে কেন বল দেখি?

১০। দেখ, সাত কান করো নি, বথ শুনে আমার অস্বেতো রাখবেনি। আমি বামুনের ছেলেকে তাপসেঁক দিয়ে পেছু ফিরে গুয়েছি। ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, আর সে বামুনের ছেলে নেই, বথের ছেলে খেলছে।

১১। সে কি লো?

১২। ইয়া গো—ওরা জাতহরনী, জান নি? জাতহরনীতে ছেলে বদলে নে যায়।

১৩। আরে সত্যি না কি?

১৪। আরে চলো কেরা, দেখবে। বজী-পুজোর সোনার বটগাছ করেছে, ভাতে মাণিকের ফল ঝুলছে; বজী-মার্কণ্ডের বারাগলী কাপড়ে—মুটো পাহাড় হই; দক্ষিণে সাত বড়া মোহর।

১৫। ও মিলে, চল—চল, আর দেবী করিস্ নি।

১৬। বামনি—বামনি—আমার ধ'রে নিয়ে চল, আমার পা টুচ্ছে। ওরে আবানী—সোনার

কটকট—সোনার

কের ফল ঝুলছে।

১৭। ইয়া গো—এবার নত দিবে তো?

১৮। ও আবানী! দেবো—দেবো, চোখে—কানে—ঠোটে—নাকে বত পারিস পরস্।

১৯। ইয়া—ইয়া, বলতে ভুলুথু—যজীর গমনার ডাঁই করেছে, দু ঝোড়া মত রেখেছে।

২০। ও মিলে—ও মিলে, আমার ধর, আমার গা টলছে!

২১। ওগো, ধরাধরি করে এসো গো—ধরাধরি করে এসো!

(তিনজনের গীত)

২২। ধরনা আমার পড়ি যে চলে।

২৩। আমার ভারি ঘোর লেটেতে, গা মাথা টলে।

২৪। অমনি গা টলে, টলে টলে এসেছি চলে।

২৫। দেখতে পাইনে পথ, ওরে ঝোড়া ঝোড়া নং,

২৬। পোনার বটে, মাণিকের ফল, মোহরের পর্ত।

২৭। এসো ছ'পা পথ, ঝরছে নোলা, মোণ্ড লুচী গিলবে গে কং কং;

২৮। সকলে। চলে যায় মজার, বথের পুজোরোজ হ'লে?

[তিনজনের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ।

নারীগণ।

১ম নারী। ওলো, চল—চল, গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়ী চল, বথের বজীপুজো দেখ'বি চল।

(সকলের গীত)

২ জনেছি না কি বথের ছেলে মোহর দুখ তোলে।

হাসলে মোহর, কাঁদলে মোহর, মোহর না কি

গার চলে ॥

গড়ার মোহরের বড়া, পড়ে মোহরের ঝোড়া,

আঁতুড়ে মোহরের ছড়া,

তোড়া তোড়া মোহর না কি আঁতুড়ের চালে বোলে ॥

মেজের মোহর পাঠা, মোহর গাঁথা ছেলের কাঁথা,
পুড়ির মোহর কাজল পরায়, মোহরের কাজলনতা ;
খায় মোহর, মাখছে মোহর, মোহরের বাতি জ্বলে ॥

[সকলের প্রস্থান।]

বসন্ত দৃশ্য।

—:—

গঙ্গাধরের বাটা।

(বিক্রমাদিত্য, মন্ত্রী ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

বিক্রম। কি মহাশয়, আপনার পূজা কি সমাপ্ত হয়েছে ?

ব্রাহ্মণ। না, আমার ভ্রম হচ্ছে, কোন্ বাটিতে এসেছি। আপনি বলেছিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পূজা করতে হবে, কিন্তু এ তো দেখছি, কোন রাজচক্রবর্তীর পূজা। তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আপনি কার পূজার জন্য আমার আহ্বান করেছেন ?

বিক্রম। কেন ব্রাহ্মণ, এ দরিদ্রের কুটির দেখেছেন না ?

ব্রাহ্মণ। কিন্তু এ রাজসিক উদ্যোগ কিরূপে হণো ? আমি সমস্ত অবগত না হয়ে জিয়ার নিযুক্ত হ'তে পারি না।

মন্ত্রী। কেন ঠাকুর, আপনার এতে কতি কি ? যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থে এরূপ আয়োজন ক'রে থাকেন, মহাশয়েরই তো বিশেষ প্রাপ্য হবে।

ব্রাহ্মণ। তুমি কে হে ? আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রলোভিত কন্যার চেষ্টা কর ? যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি আয়োজন ক'রে থাকেন, তা হ'লে এ ব্রাহ্মণের গুরু-পুত্রোচিতের এ সকল প্রাপ্য, আমি এ সকল গ্রহণ করবো না।

মন্ত্রী। এর পুরোহিত তো পূজা কন্যার উপযুক্ত নন। অতুঃ হয়ে পূজা করতে হয়, ইনি তুঃ।

ব্রাহ্মণ। এমন হলে আমি প্রতিনিধি রাজ।

বিক্রম। প্রতিনিধিরও তো প্রাপ্য আছে।

ব্রাহ্মণ। অবশ্য, যা তিনি যেজ্ঞায় দেবেন, কিন্তু এ হলে আমি ভাও গ্রহণ করতে অক্ষম। আমি

প্রতিক্রমত কেবলমাত্র হরীতকী গ্রহণ ক ব্রাহ্মণের কার্য সম্পন্ন করবো।

বিক্রম। কেন ব্রাহ্মণ, আপনার তো নিত্য অবস্থা। একটিমাত্র ভগ্ন কুটির, এ সকলের গ্রহণ করলে আপনার সঙ্কলান হবে, তবে এসম্পত্ত হচ্ছোন ?

ব্রাহ্মণ। বাপু, তুমি যে আমার প্রলোভিত ব এরূপ বোধ হয় না। ব্রাহ্মণের আচার ভূমি গত নও। ব্রাহ্মণের জীবনধারণ কর্তব্যপাল নিমিত্ত, সঙ্কলানভার ঈশ্বরের। ঈশ্বর-ক আমার সঙ্কলান হয়, আমার অপর উপার্জ প্রয়োজন নাই।

বিক্রম। আচ্ছা ঠাকুর, তবে হরীতকীই গ্রহণ করেন। এক্ষণে বান, পূজা সম্পন্ন করুন।

ব্রাহ্মণ। উত্তম—উত্তম। বুঝ্লেম—বুঝ্লেম, আপ বিচক্ষণ—আপনি বিচক্ষণ; আমার পরী করছিলেন—আমার পরীক্ষা করছিলেন; অন্তায় আদেশ কেন করবেন ? তবে চলেম, প আরম্ভ করি গে।

[নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের প্রস্থান]

মন্ত্রী। মহারাজ, ব্রাহ্মণকে কোথায় পেলেন ?

বিক্রম। প্রাতে এর অনুসরণ করেছিলেম। দেখে প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন ক'রে ভিক্ষার বেরলে তিনটি মাত্র ব্রাহ্মণ-গৃহ ভ্রমণ করলেন। সে গৃহস্বামীরা সপরিবারে আহৃত হয়ে এখা উপস্থিত, স্তব্ধতা ভিক্ষা পেলেন না। কুটা ফিরে এসে নিজ কার্যে নিযুক্ত হলেন। আ সেই সময়েই একে পূজা কন্যার নিমিত্ত ব্র করছি।

মন্ত্রী। মহারাজ, এইরূপ ব্রাহ্মণের প্রভাবেই আর আধাবর্ষে ধর্মলোপ হয় নাই।

বিক্রম। মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ কিরূপ পূজা করে, দেখে আমার বড় কৌতুহল হচ্ছে, আমি পূজাহা চলেম।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান]

(পুরোহিত ও ভগ্নপত্নীর প্রবেশ)

পুরো। কে কোথা গো, আমরা এসেব।

পত্নী। দেখ'ছিস্—দেখ'ছিস্—বাড়ী নাজিরেছে দেখ'ছিস্ ?

পুরো। সাক্ষাৎ না, যথের পূজা! চুপ, ঐ যথ
বেটা বুঝি হয়েছে।

মন্ত্রী। আসতে আজ্ঞা হয়—আসতে আজ্ঞা হয়।

পুরো। পূজার লগ্নবিচার করতে বিলম্ব হলো, অনেক
অঙ্ক পেতে শুভলগ্ন নির্ণয় হয়েছে; উপযুক্ত
সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছি।

মন্ত্রী। (পুরোহিতের প্রতি) ঠাকুর, উপবাসী
আছেন না কি?

পুরো। থাকবো না বাবা! বহুমানের পূজার কল্যাণ
চাই নে? আমরা কি সে ব্রাহ্মণ যে, মাছ-ভাত
খেয়ে পূজা করবো?

মন্ত্রী। তা তো হবে না। আমাদের যতীপূজা না
খেয়ে হবে না। মাছের ঝোল ভাত রান্না
আছে, খেয়ে চলুন।

পত্নী। ও বাবা যথ, কেন, মিলের ঢং শোন। আমি
কি যথের নিয়ম জানি নি? আমি সকালে ওরে
মাছ-ভাত খাইয়েছি।

পুরো। অ্যা, আজ খেয়েছি না কি—আজ খেয়েছি
না কি?

পত্নী। সর মিলে, গুপ গুপ করে গিলি নি? পান
না খেয়ে যথ পুড়িয়ে এসেছেন? যথের
পূজো, মচ্, মচ্ করে পান চিবাবে, তবে যথের
যতীপূজো হবে—কেমন বাবা যথ?

মন্ত্রী। আর এই বিধানটি জানো না মা, ঘুমতে ঘুমতে
আমাদের পূজা করতে হয়।

পত্নী। জানি বই কি বাছা—জানি বই কি?
মিলেকে বললুম, কল্লখানা নিয়ে চল—যথের
পূজো, শুয়ে শুয়ে পূজো করতে হবে।

পুরো। বাবা, আমার ভূমিশয্যার নিদ্রা হয়—ভূমি-
শয্যার নিদ্রা হয়।

(বিজ্ঞানমিত্য ও গন্ধারের প্রবেশ)

বিজ্ঞান। আজ স্তম্ভিকাগারের দ্বারে আমি শয়ন
করবো—কেমন, আপনি সম্মত তো?

ব্রাহ্মণ। বাবা, নিদ্রা হবে না তো—নিদ্রা হবে
না তো?

বিজ্ঞান। নিদ্রা কিসের?—সন্ন্যাসীর কোন স্থানে
গমনের নিষেধ নাই।

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা বাবা, নিদ্রা না হলেই হলো—নিদ্রা
না হলেই হলো। তুমি মহাপুরুষ, তা বুঝতে
পেরেছি।

মন্ত্রী। প্রভু, ইনি মাছ-ভাত খেয়ে এসেছেন, শুয়ে
শুয়ে যেটেরা পূজা করবেন।

বিজ্ঞান। কই, ইনি তো উপবাসী দেখছি!

পত্নী। ও বাবা যথ, আমি মাছ-ভাত খাইয়ে
এনেছি, তবে আর বলছি কি?

পুরো। তাবুল চর্কণ করি নাই, তাই যথ শুকনো
শুকনো দেখাচ্ছে।

বিজ্ঞান। ব্রাহ্মণ, তুমি আহার করে পূজা করতে
এসেছ! এই কি তোমার পুরোহিত্য?
আমি এখন বুল্লেম, কেন ব্রাহ্মণের পুত্র রক্ষা
পায় না। যাও, তোমার পূজা কব্ধার প্রয়ো-
জন নাই। তুমি এরূপ ব্রাহ্মণ, রাজা বিজ্ঞ-
মানিত্য জানলে, তাঁর রাজ্যে স্থান পেতে না।

পত্নী। তা এখন আমরা নেই বাড়ী গেলুম,
থোকাঁকে আশীর্বাদ করে সব শেষেই বাব।

পুরো। হাঁ, হাঁ।

বিজ্ঞান। কেন ক্রোধ করবেন, গৃহে যান। ঠাকুর,
আর কদাচ এমন গর্হিত কার্য্য করো না।

মন্ত্রী। এখন শক রাজা নয়, অর্ঘ্য রাজা! তোমার
ব্যবহার রাজার নিকট প্রকাশ হ'লে, রাজ-
নীতি অল্পসারে দণ্ডনীয় হবে।

পুরো। কেন বল দেখি মাগী, বিষ্ঠা রন্ধন করেছিলি?

পত্নী। তুই গিলি কেন রে মিলে?

[পুরোহিত ও তৎপত্নীর প্রস্থান।

বিজ্ঞান। (মন্ত্রীর প্রতি) বাঁরা পূজা দেখতে এসে-
ছেন, তাঁদের বিদ্যার ব্যবস্থা হয়েছে?

পত্নী। হ্যাঁ বাবা, ঐ যে তাঁরা আনন্দ করে
আসছেন।

বিজ্ঞান। তবে বোধ হয়, পূজা সমাপ্ত হয়েছে।
চলুন আমরা বাই। (মন্ত্রীর প্রতি) তুমি
আজ্ঞামে সংবাদ দাও পে, আজ রাজ্যে আমি
এই স্থানেই অবস্থান করবো।

[সকলের প্রস্থান।

(পত্নীবাসিনীগণের প্রবেশ)

(ঈত)

খাঁকু হেলে মায়ের কোল ছুঁতে।
মায়ের কোল আলো করে, খেলে হেলে আঁকুতে।

বাধার বেশ বড়, ছেলের পেরুমাই হোক তত,
দিন দিন গড় ক বাহা নোর ভাঙ্গি মত;
বজীর দাস বেঠের বাহার আসাই বালাই কত পুড়ে।
কমলা সদর হয়ে, এসেছেন বাহার পরে,
মাঝের কপার যে বত চার, নিরে বায় ব'রে;
হেসে মা ব'সেছেন ঘরে, হাসছে তাই দীনের কুঁড়ে।
[প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য।

—:—:—

স্থিতিকাগৃহ।

গৃহমধ্যে গন্ধাধর-পত্নী ও দ্বারদেশে বিক্রমাদিত্য।
বিক্রম। মা, আপনি অসুস্থ চিত্তে নিদ্রা যান,
আমি আপনার সন্তান, যেটার পূজার নিয়ম
পালন করে জাগরিত থাকবো।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার সন্তান রক্ষা পাবে তো?

বিক্রম। অবশ্যই মা বজীর কপার রক্ষা হবে।

আপনি গৃহ-দ্বার আবরণ করুন। (ব্রাহ্মণীর
দ্বার অবরোধ করণ) রজনী গভীরা, জনরব
বিলুপ্ত, নিদ্রার অন্ধে জীবকুল মগ্ন, কেবল হিংস্র
পশু জাগ্রত। এক একবার পেচকের শব্দমাত্র
—অপর শব্দশূন্য। শুনেছিলাম, বিধাতা পুরুষের
আগমনের পূর্বে স্থিতিকাগারে বারা জাগ্রত
থাকে, তারা নিদ্রিত হয়। কি আশ্চর্য্য, আমারও
নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে! বোধ হয়, বিধাতাপুরুষ আগত-
প্রায়। ঐ যে ধীরে ধীরে কে পুরুষ আসছে!
জর মা বজীদেবি! চিনেছি, উনিই বিধাতা-
পুরুষ! কিরে গেলেন যে—ঐ আবার আস-
ছেন।

(বিধাতা-পুরুষের প্রবেশ)

বিধাতা। মহারাজ, পথ দেন।

বিক্রম। আপনি কে?

বিধাতা। আমি বিধাতা-পুরুষ, সন্তানের তাদ্যলিপি
লিখতে এসেছি।

বিক্রম। ভগবান্, দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। কি
লিখবেন, যদি কপার আজ্ঞা করেন।

বিধাতা। এখন আমি অবগত নই, আমার অপরি-
বর্তনশীল লৌহলেখনোতে অদৃষ্ট কারণে কি
লিপি বন্ধ হবে, তা আমার অপোচর।

বিক্রম। ভগবান্, কিরূপ আজ্ঞা করছেন? আ-
নিই অদৃষ্টের কর্তা। অদৃষ্ট কারণ কীভাবে
শুনলেন? কৃপা করে আমার যদি বোঝান
অদৃষ্টের কর্তা বিধাতা, বিধাতার নিকট আ-
কি?

বিধাতা। মহারাজ! মারাত্মকভাবে কলেবর ধার
দেব-কলেবরও মারার প্রভাব। কি কর্তব্য
কি কাব্য সম্পন্ন হয়, তা মহামারার মার
আবৃত। জানবেন,—সে সমস্ত বিধাতার
গোচর নয়; সময় বয়ে যাচ্ছে, পথ দেন।

বিক্রম। ভগবান্, আমি কি নিমিত্ত হেধার উপস্থিত
তা আপনার অগোচর নয়। আমার প্রার্থনা—
এই জ্ঞাত-সন্তানের লগাটে কি লিপি বন্ধ কর-
বেন, আমার নিকট জ্ঞাপন করেন।

বিধাতা। মহারাজ, আপনি বজীদেবীর প্রিয়
আমি অঙ্গীকার করলাম—এই বালকের অদৃষ্ট
আপনার নিকট প্রকাশ করবো। পথ মুক্ত
করুন।

বিক্রম। যে আজ্ঞা! (বিধাতা-পুরুষের গৃহপ্রবেশ)
কি আশ্চর্য্য! মারার অদৃষ্ট প্রভাব;—বিধা-
তারও অজ্ঞের। আমরা ক্ষুদ্র মানব! মহামারী,
তোমার নমস্কার!

(বিধাতা-পুরুষের পুনঃ প্রবেশ)

বিধাতা। মহারাজ, পথ ছাড়ুন।

বিক্রম। কি লিখলেন, আজ্ঞা করুন।

বিধাতা। এই বালক অতি সুবোধ, নিষ্ঠাবান
ও শাজ্জ হবে, কিন্তু বিবাহের রাজ্যে ব্যাধের
দ্বারা নিহত হবে।

বিক্রম। ভগবান্, এ দাসের উপায় কি? আমি
রাজা, ব্রাহ্মণের নিকট তাঁর পুত্রের অকাল-
মৃত্যু নিবারণ কর্বো প্রতিজ্ঞিত। আপনার
দর্শন লাভ করেও যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে
অক্ষম হই, মৃত্যু ভিন্ন অপর প্রারম্ভিত আর
আমার নাই। করুণাময়, দাসের প্রতি কৃপা-
কটাক্ষে উপায়বিধান করুন।

বিধাতা। এই লৌহনির্মিত লেখনীর লিপি কখনও
খণ্ডন হবে না; বিবাহ-রাজ্যে ব্রাহ্মণপুত্রের
কালদর্শন হবেই। তবে সে সময় যদি কেউ
কপালমোচন মহাদেবের কপার এই শ্লোক
আহুতি করতে পারে, ব্রাহ্মণসন্তান পুনর্জীবিত

হবে। বজ্রবোম্ব আঁকার এই দুর্জগেরে লিখে
এনেছি, গ্রহণ কর।

[দুর্জগের প্রদান]

কম। ভগবান্, প্রণাম। কৃতার্থ হলেম।

[বিধাতা-পুরুষের প্রস্থান।]

(শ্লোক পাঠ)—

* লক্ষ্যার্থে লভতে মনুষ্যো

দৈবোহপি তং বারিহং ন শক্তঃ।

অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে

ললাটলোখো ন পুনঃ প্রেরতি ॥ *

অতি বয়ে শ্লোক রক্ষা কর্ত্তে হবে, কি জানি,
যদি বিশ্বত হই। প্রভাত নিকট।

ব্রাহ্মী। (স্মৃতিকা-গৃহ হইতে) বাবা, আছেন
কি? আমার সন্তানের কি উপায় হবে?

বিক্রম। চিন্তা দূর করুন, নিশ্চয় হবে।

ব্রাহ্মী। বাবা, আমার মৃতদেহে জীবনসঞ্চার
করুন।

(গঙ্গাধরের পবেশ)

গঙ্গা। বাবা, কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে?

বিক্রম। ভাঁ। কিন্তু এক কথা—এই সন্তানের বিবাহের
দিন আমার সংবাদ দেবেন।

গঙ্গা। আপনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, আপনার
তত্ত্ব কোথায় পাব?

বিক্রম। রাজাকে সংবাদ দিলেই আমাকে সংবাদ
দেওয়া হবে।

গঙ্গা। আপনি কে?

বিক্রম। দেখছেন তো সরাসী।

গঙ্গা। পূর্বাশ্রমে আপনি কি কন্ট্রিয় ছিলেন?

অনবনত মস্তক, প্রশান্ত ললাট, বিশাল বাহু,
নয়নকোণে বীরবাজক অগ্নিসুন্দি, মূঢ়প্রতিজ্ঞা-
বাজক ওষ্ঠাধর, শত্রুভীতিকর প্রশস্ত বক্ষ, করে
অস্ত্রধারণের চিহ্ন, ধনুর্জ্যা-বর্ণণ-চিহ্ন—ব্রাহ্মণের
পুষ্পচরনোপযোগী কোমল হস্ত নয়,—সগর্ক

পরিবেশ, সমস্তই বীরপুরুষের লক্ষণ—এ পদ-
তাই তো কন্ট্রিয়ের পরিচয়।

বিক্রম। আপনার অস্থান সত্য হ'তে পারে।

গঙ্গা। তখন আমার নমস্কার কর্ত্তে নিবারণ করে-

ছিলেন, তখন আমি অবসর জিলাম, স্বরূপ বুঝতে

পারি নাই। সরাসীর ব্রাহ্মণের নমস্কার গ্রহণে

শোন সময়েই নিবেদন নাই, তখন আমার এ

অসুস্থিত হয় নাই। শাস্ত্র, রাজচক্রবর্ত্তীর বে

সব লক্ষণ—আপনার ললাটে, আছে—সে সম-

তাই প্রকাশিত। বজ্রপূজার বা আয়োজন হয়েছে,

রাজচক্রবর্ত্তী তির কারো দ্বারা এরূপ আয়োজন

সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণের নিকট প্রতারণা করবেন

না। বলুন—আপনি কে?

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমিই বিক্রমাদিত্য।

গঙ্গা। জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়! ভারতে

সুদিন উদয়, আর্ঘ্যরাজ্য আবার ভারত-সিংহাসনে;

আদিত্যপ্রতাপে বিক্রমাদিত্য উদয়। ভারতে

নিশ্চয় অকালমৃত্যু রহিত হবে। মহারাজ দৌনের

কুটীরে দৌনের ত্রাণ অবস্থান করেছেন। জয়

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়! এসো, কে

কোণার আজ দৌনের কটীক রাজদর্শন কর্ত্তে

কৃতার্থ হও। বল, জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের

জয়!

(পল্লীস্তম্ভপুরুষগণের প্রবেশ)

সকলে। জয় বিক্রমাদিত্যের জয়!

(গীত।)

ভুবন-পুজা আর্ঘ্যরাজ্য শোভা-বীণা-ভূষণ,

পুণ্যক্ষেত্র একচ্ছত্র ধন্য আর্ঘ্য-আসন;

বিক্রমাদিত্য নৃশক্তি।

মেঘমাল সরস বরষে ক্ষেত্র শস্তশালিনী,

বীর পবনে জ্বলিছে কুসুম সরসী সরোজমালিনী;

তাজো লক্ষী-সরস্বতী ॥

উৎখলিত পুত বেদধরনি, প্রোভাত সন্ধা-গুণগে,

অর্ণবর্ণ অনলশিখা আহুতি হবি-গ্রহণে;

ভারতে শান্তি বসতি।

দুর্জয়গণ শমন দণ্ড নরবর-কর-চালনে,

দয়াদায় বহে শতধারে, প্রজাপুঞ্জ পালনে;

উদিত আদিত্য-জ্যোতি ॥

* লক্ষ্যার্থে ফল নয় পাইবে নিশ্চয়।

নিবারণে দেবতার সাধা তাহা নয় ॥

সে হেতু না করি কোত না মানি বিস্ময়।

ললাট-লিখন করু অস্তথা না হয় ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

—:—

প্রথম দৃশ্য ।

—:—

উজ্জ্বলিনী—বিক্রমাদিত্যের উদ্ভাৱন ।

বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী ।

(ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্নীগণের প্রবেশ)

(গীত ।)

দ্রী-পুরুষগণ ।—

পরি লভ্যাপাতা বনে ফুল তুলি ।

বনে মন খুলি কেমন, তাই বনে বুলি ॥

দ্রীগণ ।—

পাতা ফুঁড়ে স্বরজ্ঞ আসে, চিকি মিকি খেলে বাসে,

বাস যেন হাসে ;

বাসের ফুল খেলে ছলি ছলি ॥

পুরুষগণ ।—

ভালে বে চিড়িয়া ডাকে, সাতনলার ধরি তাকে,

শুল্ভি ঝাড়ি ময়ূরের কাঁকে ;

বাঘা ভাল, বাঘে তীরে তাপি, ওষনি হয় দাগী,

দ্রী-পুরুষগণ ।—

গিরে তেড়ে, হেম্‌ড়ে পড়ে, মিলে-মাগী ছাল খুলি ॥

১ম ব্যাধ । কি রাজা, আবার আমাদের মায়ার

ছকুম দিবি বল ? বাঘের তো কাড় মেরেছি,

এবার কি ভাল মানুষের ছকুম হবে ?

মন্ত্রী । তোরা সব বাঘ মেরেছিস ? বনে আর তো

বাঘ নাই ?

২য় ব্যাধ । যদি বিশ কোশের বিচে একটা বাঘের

ডাক কেউ শোনে, আমার নাকটা উৎরে নিস্ ।

মন্ত্রী । কিন্তু আজ যদি সহরে বাঘ আসে ?

১ম ব্যাধ । বিধাতা-পুরুষকে বাঘ গড়তে হবে,

তবে বাঘ আসবে, নইলে বাঘের সুখ কেউ

দেখবে না ।

বিক্রম । আর বিধাতাই যদি বাঘ গড়ে পাঠায়,

তোরা মানুষে পারবি ?

১ম ব্যাধ । বিধাতার বাবা বাঘ হ'লে মানুষো !

বিক্রম । আচ্ছা বা, যে বাড়ীতে আমার সৈন্তেরা

পাহারা দিচ্ছে, সেই বাড়ীতে খুব সতর্ক হয়ে

থাক্ । আজ যদি কেউ বাঘ দেখতে না পার

কিন্তু যদি বাঘ এলে, সেই বাঘ তোরা মানুষে

পারিস্, তা হ'লে আর তোদের ব্যাধের কাজ

করতে হবে না ।

১ম ব্যাধ-প । তুই তো বড় রাষ্টাটারে ! শীকার

করবে না তো কি কাম করবো ? শীকার না

খেললে আমরা বাঁচি ?

বিক্রম । আচ্ছা, তোরা যে বা চাস্—পারি ।

১ম ব্যাধ । এ কথাটা ভাল । ঐ বাড়ীখানা আমাদের

দ্রিবি ?

বিক্রম । সেবো ।

২য় ব্যাধ-প । বাড়ী নিয়ে কি করবি মিলে ? রাণীর

মত গরনা নেব ।

বিক্রম । সাতদিন যে বা গরনা চাপ্—সেবো । বা,

বা, খুব সতর্ক হয়ে থাক্ গে বা !

২য় ব্যাধ । ভালো—ভালো !

সকলে । জয় রাজাটার জয়—জয় রাজাটার জয় ।

বিক্রম । মন্ত্রী, এদের নিয়ে বাও । এরা বেন বাসর-

ঘর বেঠান ক'রে থাকে ।

মন্ত্রী । যে আজ্ঞে মহারাজ !

[ব্যাধগণকে লইয়া মন্ত্রীর প্রস্থান ।

(নবরত্ন—কালিদাস, বরকচি, অমরসিংহ, বরাহ-

মিহির, ধবন্তরি, শঙ্কু, কপণক, বেতালভট্ট ও

ঘটকর্পরের প্রবেশ)

বিক্রম । আস্তে আস্তে হয় । (বরাহমিহিরের প্রতি)

পণ্ডিতবর, সেই কত্ভার জন্মপত্রিকা কিছু নির্ণয়

ক'রে দেখলেন ?

বরাহমিহির । মহারাজ, অতি কঠিন সমস্যা । যদি

জ্যোতিষ সত্য হয়, আর এই জন্মপত্রিকার কোন

দোষ না থাকে, এ কত্ভা বিবাহের রাজ্যে বিধবা

হবে । কিন্তু এ কত্ভা সত্যী, কোটীর কল দেখছি,

পাঁচটি পুত্রের জননী হবে । এর মীমাংসা ক'রতে

দ্রিগ্ন জ্ঞান অক্ষম ।

বিক্রম । আপনারা কি বলেন—এ সমস্যা কিছু

পূরণ করতে পারেন ?

বিরক্তি। প্রস্তর সলিলে ভাসে, গ্রহ নিভে নীলাকাশে,
মৃত যদি সঞ্জীবিত হয়।

তবে নৃপ গণনার জন্মায় প্রত্যয় ॥

কালিদাস ব্যতীত সকলে। কবির ভবভূতি বার্থ
বলেছেন,—এ সমস্তা আমাদের দ্বারা পূরণ হয়
না।

বিক্রম। কবির কালিদাস কি বলেন?

হালি। রামেশ্বর শিব বলে, শিলা ভেসেছিল জলে,
প্রলয়ে গ্রহের জ্যোতি নিভিবে নিশ্চয়।

মৃত সঞ্জীবিত হয়, কথা অসম্ভব নয়,
কপাল-মোচন নাম দেব মৃত্যুঞ্জয় ॥

ধর্মে যার সদা মতি, রূপাবান পশুপতি
পূর্ণকাম শিব নাম শিব শিবময়।

যম দ্বার পদাশ্রিত, মৃত হবে সঞ্জীবিত,
রূপায় তীহার, ইথে আছে কি বিস্ময় ॥

রাহিমিহির। সাধু! সাধু! মহারাজ, মৌমাংসা করছে।

বিবাহরাজে ঐর পতির প্রাণনাশ হবে নিশ্চয়,
কিন্তু কোন রাজাক্রবর্তীর তপোবলে, দেবদেব
কপালমোচনের রূপায়, ঐর পতি পুনর্জীবিত
হবে। বৃচ্ছপতির শুভভাবে আমার সম্পূর্ণ জন্ম-
মিত হচ্ছে।

পণক। মহারাজ, কত্ভার বিষয় কেন এত তব্ব
কচ্ছেন? আমি বুধা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে
এ কথা জিজ্ঞাস্য নই।

ক্রম। এক ব্রাহ্মণের চারিটি পুত্রের অকাল-মৃত্যু
হয়। যখন পঞ্চম সন্তান জন্মায়, আমি স্তম্ভিকা-
গারের দ্বারদেশে যেটেরা পূজার দিন অবস্থান
ক'রে, বিধাতা-পুরুষ দ্বারা জাতকের লগাট-লিপি
অবগত হই। বিধিলিপি এই যে, বিবাহের
দিন বাসরে ব্যাজ কর্তৃক নিহত হবে। কিন্তু
আমা দ্বারা সঞ্জীবিত হওয়া সম্ভব—ভাগ্যবলে
বগীদেবীর নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হয়েছি।
অতঃ এই কত্ভার সহিত এই ব্রাহ্মণকুমারের
বিবাহ। সেই নিমিত্তই এই জন্মপত্রিকার কল
জানবার ইচ্ছা করেছি।

পণক। মহারাজ, এই ব্রাহ্মণপুত্রকে যে রাজচক্র-
বর্তী পুনর্জীবিত করবেন, তিনি যে রাজচক্রবর্তী
বিজয়াদিত্য, এ আমার অস্মিত হয়েছিল।
কিন্তু মহারাজ, বিধিলিপি খণ্ডনের নিমিত্ত যে
ব্যাদের দ্বারা ব্যাজ বিনাশ করেছেন, এটি মুক্তি-

সঙ্গত হয় নাই। হিংসার দ্বারা মঙ্গলকার্য সম্পা-
দিত করার চেষ্টা বুদ্ধিবৃত্ত নয়। ‘অহিংসা
পরম ধর্ম’ বধাজ্ঞান নিবেদন করলেম।

বরাহমিহির। প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।

(গম্বাধরের প্রবেশ)

বিক্রম। যা বিধি হয় করুন, আমার এখন যেতে
হবে।

গদা। মহারাজ, আহ্নন, বিবাহের লগ উপস্থিত
হয়েছে।

বিক্রম। আপনি অগ্রসর হোন, আমি এখন যাচ্ছি।
বাসরে কারও বেন গমন-অধিকার না থাকে।
সভাভঙ্গ হোক। আপনারাও প্রস্তুত হোন,
বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকবেন!

[নবরত্নের প্রস্থান।]

বিধিলিপি যদি মিথ্যা না হয়, বিধাতার বাক্যও
মিথ্যা নয়। সেই শ্লোক আবৃত্তিতে ব্রাহ্মণকুমার
অবশ্যই পুনর্জীবিত হবে। “লব্ধব্যমর্থং লভতে”
—চিন্তার কারণ কি? শ্লোক বিস্মৃত হই,—
সম্পূর্ণে বিধাতৃপ্রদত্ত লিপি বন্ধে স্থাপিত আছে।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:~:—

কমলবন।

সরস্বতী ও সঙ্গিনীগণ।

(সঙ্গিনীগণের গীত।)

শুভ্রবরণা, শশিশেখরা, শ্বেত-সরোজবাসিনী।
দিবাধরা বিমল-কমলমালিনী, বিভাবিনী ॥
বিদ্যাদাত্রী, বিদ্যা-প্রার্থি হৃদি শতদল-আসিনী,
বীণাবর-রঞ্জিত-কর, গঞ্জিত-বিদুহাসিনী ॥
বাগ্‌বাণী, বেদপাণি, বেদধ্বনি-ভাষিণী,
বাদ্যগান তানমান, বন্দিনী বিলাসিনী,
জানোজ্ঞান ত্রিনয়ন বন, অজ্ঞান-ভ্রমো-নাশিনী।
চরণ অমল-কিরণদানে, মুদিত-চিত-বিকাশিনী ॥

(বিধাতার প্রবেশ)

সর। পিতা, এত দিনে কি কতাকে মনে পড়েছে?

বিধাতা। আরে নাও—নাও বাছা—সে সব কথা হবে, বড় বিপদ!

সর। সে কি? আপনি বিধাতা, আপনার বিপদ?

বিধাতা। আরে বাছা, জেনে শুনে তুমি যদি অমন কর, দাঁড়াই কোথায়? জান না কি—“মহা-মায়ার কান্দে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাধা প'ড়ে কান্দে!” এখন তুমি না শ্রুত রাখলে তো বিধি-লিপি খণ্ডন হয়।

সর। সে কি পিতা! বিধিলিপি কি খণ্ডন হয়?

বিধাতা। আরে, যষ্ঠী বেটার বরে তারই তো জোগাড় দেখছি!

সর। সে কি?

বিধাতা। আর সে কি! এক ব্রাহ্মণের ছেলের অদৃষ্টলিপি লিখে এই ক্যান্সাদ!

সর। এ কিরূপ আজ্ঞা কচ্ছেন?

বিধাতা। আর গ্রহের কথা বল কেন? আমি ছেলেটার অদৃষ্ট লিখতে যাচ্ছি, দেখি আবেগের বেটা বিক্রমাদিত্য। স্মৃতিকাগারের দ্বারদেশে শুয়ে। বেটা আমার জন্ত ওত পেতে ছিল, যষ্ঠীর বরে চিনে ফেল্লো! দোর ছাড়ে না, এদিকে সময় ব'য়ে যায়, ঠাকুরগণের রূপাশ্রয়—লজ্বন ক'রে বেতে পারি না। ব্যাটা নাছোড়, কি লিখবো, ব্যাটাকে বলতে হবে। কি করি না—স্বীকার পেলেম।

সর। কি লিখলেন?

বিধাতা। লিখলেন, ছেলেটাকে বের রাজে বাসর-ঘরে বাধে থাকবে।

সর। আহা, পিতা, কেন এমন লিখলেন?—আপনার দয়া হ'লো না?

বিধাতা। তুমি জেনে শুনে ন্যাকা হও, তোমার আর কি বলবো! আমি তো কলম টানি—কর্মফলে হাত চলে—আমার কি দোষ বল?

সর। তা একটু সামলে লিখলে তো হয়।

বিধাতা। সামলাবো! তবে এখন অসামাল হয়েছি কিসে?

সর। তারে বাধে ধরেছে?

বিধাতা। বাধে ধরেছে! বাঘের বংশ নিপাত হয়েছে, বিক্রমাদিত্য বেটা শীকারী দ্বিধে সব বাধ

মেরেছে। স্মৃতিরকার জন্ত এক জোড়া বাঘ নিবিড় পর্বত-গুহার রেখে দিয়েছি।

সর। তবে আর কি—তাকে দিয়েই বা হেলেকে খাওয়াও না?

বিধাতা। হ্যাঁগা, তুমি এই হুঃখের সময় নানা কে তুলছ? আর কি বলবো বল! আবেগের রাজা কি বাসরে বাধ বাবার যো রেখে পাথরের বাড়ী করেছে, তারই ভেতর বা চারিদিকে পিপড়ের মত পাহারা; শী বেটারা ধুক-তীর জুড়ে ব'সে আছে; পা ওড়বার বো নাই; আর ঐ রাজাটা অজ্ঞ বাগরের দোরে পাহারা দিচ্ছে। এখন করি?

সর। আপনিই কেন অসম্মিত বাসরে প্রবেশ? ব্যর্থ হয়ে তারে বধ করুন না?

বিধাতা। আরে, এ দিকেও কলম ডেলিছি! তাই প্যাচে পড়েছি, নইলে কেমন রাজার রাজা দেখতেন, ছাদ ভেদ ক'রে প্রবেশ তেমন। এ তো আর সামনে দিয়ে যেতেম যে যষ্ঠীর বরে দেখবেন।

সর। আবার কি কলম ডেলেছেন?

বিধাতা। বালুতি-বামনি-বেটা কতবার অদৃষ্টে লিখে তার দোষে পতির মৃত্যু হবে। এখন দোষ না পেলে তো বাধ হয়ে মারতে পারি সর। আমার কি করতে বলেন?

বিধাতা। না, তুমি দুটা-সরস্বতীরূপে বাসরে বকটে ব'সে বরকে জিজ্ঞাসা করায়—কিরূপ? আর বরের বৃদ্ধি-প্রশ্ন ক'রে, দ্বারা ব্যাভ্রমুষ্টি চিত্রিত করায়। আমি অস্মিত ব্যাভ্রে আবির্ভাব হয়ে ব্রাহ্মণবাণ বধ করবো।

সর। বাবা, বড় নিষ্ঠুর কর্ম! বিনা অপরাধে কি এ কার্য করবো?

বিধাতা। কেন—অপরাধ বর্ন্তে নাই? বরের জী রক্ষার নিমিত্ত রাজার দ্বারা ব্যাভ্রকুল হয়েছে। হিংসার ফলে প্রতিহিংসা, সেই ও হিংসার বশপুত্র নাশ হবে।

সর। পিতা, আপনি বিধি দিচ্ছেন—আমার নাই।

বিধাতা। বিধি দেবো না তো কি কলমট

বল ? ফলাফল না লিখে কি স্মৃতিটা নাশ
করতে বল ?

। পিতা, এবার থেকে একটু সামলে লিখো।
কচি মেয়ে বিধবা করা, একটি ছেলে মার কোল
থেকে কেড়ে নেওয়া, বুড়ো বাপকে কাদিয়ে
উপযুক্ত ছেলেটিকে সরিয়ে দেওয়া, ও সবগুলো
আর লিখো না।

তা। তবে রে আবেগের বেটি, দোষ চাপাচ্ছে।
আমার ঘাড়ে ! কুমতি দিয়ে পাপ করাবে তুমি,
আর দোষ দিচ্ছে আমার ! নাও, নাও, সময় হয়েছে,
নীত্র এসো, এবার যতী বেটীর সঙ্গে দেখা করে
পাবো, সে বেটি আবার না রুগে হয়।

[বিধাতার প্রস্থান।

দ্বিনী। দেবি, অতি নিষ্ঠুর কার্য !

শুনলে তো, স্বয়ং বিধাতা কর্ম-সূত্রে আবদ্ধ !
কর্ম-সূত্রে আমিও বাধ্য ; সকলই মহা-
ায়ার প্রভাব !

(সঙ্গিনীগণের গীত)

ধল' মা ভাল খেলা! ভুলিয়ে রাখ' মোহিনী।

ছায়া কি কারা তুমি অনাদি-প্রবাহিনী ॥

। তোমার অসৌম্যপথে, বিহার কর সময়-রথে,

ছায়ার কারা গড়েছ মা ভ্রমের জগতে ;

মালো কি তুমি তম, অনিল অনল ধরা ব্যোম,

স্বর্গমর্ত্য পাতালপুরী, তুমি ছায়ায়িনী ॥

কে তোমায় চিন্তে পারে,

যে বলে পারে, সেই তো নারে,

এই দেখি, এই হও মা লুকি মোচের আঁধারে ?

তোমার ঘোহের কঁাদে ধরলে আকার পড়ে কঁাদে,
বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত মা অনন্ত-মোহিনী ॥

[প্রস্থান।

:—

তৃতীয় দৃশ্য।

—:—

রাজপথ।

(সৈন্তগণের প্রবেশ)

১ম সৈন্ত। চল—ক্রতপদে চল—বিবাহের লগ্ন
উপস্থিত। মহারাজের আদেশ, আমাদেরও
বিবাহবাড়ী বেঠন ক'রে থাকতে হবে।

(নেপথ্যে ভেরী-নিবাদ)

২য় সৈন্ত। চল—চল, ঐ ভেরী-নিবাদ হচ্ছে।

(সকলের গীত)

চিরপবিত্র কর্মক্ষেত্রে কৌণ্ডিনালী ভুবনে।

রব গভীর আর্ধ্যভেরী কম্পিত অরি-শ্রবণে ॥

দাস্তিক-দম বীরদন্ত, ধনিত দূর-গগনে,

ধ্বজ বিশাল জয় গোরব—সঞ্চালিত পবনে ;

(নমি) স্বর্গাদপি গরীরসী জন্মভূমি চরণে—

চলে চঞ্চল পদে আর্ধ্যসেনা, তুর্ঘ্যানাদ সর্বনে ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:—

বাসর-গৃহ।

গৃহে পাত্র-পাত্রী—দ্বারে বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। আমার স্বয়ং বাসর-গৃহে থাকা উচিত

ছিল। অলঙ্কিতে যেন দেব-সমাগম অমুমান

হচ্ছে। হোক বিধিলিপি ! প্রস্তর-নির্মিত গৃহ,

চতুর্দিকে সতর্ক প্রহরী, দ্বারদেশ স্বয়ং রক্ষা

কছি,—ব্যাক্ত কখনই প্রবেশ করতে পারবে না।

কিন্তু,—বরকথা পরম্পর আলাপ কচ্ছে।

স্বমতি। তুমি চেষ্টায়ে বলো, আমি বুঝতে পারলুম
না।

বিষ্ণু। রাজা দ্বারে রয়েছেন, কথা শুনতে পাবেন।

স্বমতি। তার পর—

বিষ্ণু। কোন রকমে আমার বাবে না আক্রমণ
করতে পারে, সেই জন্তই এই প্রস্তরের বাড়ী,

চকুর্দিকে গ্রহরী, অস্ত্র কারোর উপর তার না
দিয়ে, রাজাও তাই বয়ঃ ঘায় রক্ষা কচ্ছেন ।

সুমতি । হ্যাঁগা—বাঘ কি রকম ?

বিষ্ণু । আজ ও সব কথা থাক্, আমার নাম করলে
ভয় হয় ।

সুমতি । বললে তো বাঘ বনে থাকে, তোমার
এখানে এড ভর কিসের ?

বিষ্ণু । না—না, আমার কেমন বুক কাঁপে ।

সুমতি । নাও—বলো ।

বিষ্ণু । বাঘ বড় ভয়ানক ! দেখতে কি রকম জানো,
বেরালের মত ।

সুমতি । ও মা—এরই এত ভয় ! বেরাল কি
করবে গো ?

বিষ্ণু । না—না, বেরাল কেন ? বেরাল ছোট,
সেগুলো বড়—সে ভয়ঙ্কর !

সুমতি । কত বড়ই বেরাল !

বিষ্ণু । বেরালের ছোট মুখ—সে বৃহৎ মুখ ! বৃহৎ
দন্ত—বৃহৎ চক্ষু—যেন দব্-দব্ করে জ্বলে !

সুমতি । হ'লেই বা বৃহৎ চক্ষু—আমি এক চড়ে
মেঝে ফেলতে পারি ।

বিষ্ণু । মেঝে ফেলতে আর পার না, মুখ দেখলে
দাঁতকপাটা বাও ।

সুমতি । সে তোমাদের দেশে বেরাল দেখলে দাঁত-
কপাটা যায় । আমি এমন খেতে খেতে কত
বেরালের মুখ ছেঁচে দিয়েছি ।

বিষ্ণু । মুখ ছেঁচবে ? তবে দেখবে কেমন মুখ ;—
এই তোমার দেখাছি, কাজলনতাপানা দাঁও ।—
(গৃহের দেওয়ালে ব্যাঙ্গ চিত্রিত করিতে আরম্ভ
করিয়া) এই লাজটি—এই চারটি পা—এই
থাবালি—এই ষড়—

সুমতি । তবে যে বলছে—বেরাল ?

বিষ্ণু । বেরালের মত রকম না ?

সুমতি । আমি বুঝতে পারি নি !

বিষ্ণু । ভ্রাতা ! এই দেখ—মুখ দেখ, এই একট
একটি দাঁত, এই চোখ, এই মুখের হাড়াল—
(চিত্রিত ব্যাঙ্গ সজীব হইয়া বিকটভাবে বিষ্ণু-
পদকে আক্রমণ) মহারাজ, রক্ষা করো—(বিষ্ণু-
পদের পতন ও ব্যাঙ্গের অন্তর্ধান) ।

সুমতি । ওগো সর্জনশ হলে,—সর্জনশ হলো !

বিষ্ণু । এ কি, ব্যাঙ্গের নিদাশ !

নেপথ্যে । বাঘ এয়েছে—বাঘ এয়েছে !

বিক্রম । (বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া) ব

কোথায় ব্যাঙ্গ ?—এ কি ব্রাহ্মণহুমার মু

এই যে রক্তধারা, মস্তকে ব্যাঙ্গ-নখ-চিহ্ন !

(গঙ্গাধর ও গঙ্গাধর-পত্নী, মন্ত্রী ও নবরত্নের প্রবে
ব্রাহ্মণী । কি হলো—কি হলো ?

গঙ্গা । আর কি হলো ! ব্রাহ্মণি, ষ্ট্রিয় হও—বিধিনি
পূর্ণ হয়েছে—দেখছো না, বাছার মস্তকে ব্যাঙ্গ
নখচিহ্ন !

বিক্রম । (সুমতির প্রতি) না বলো—ব্যাঙ্গ কো
গেলো ? রোদন সম্বরণ করো—বলো, তোম
স্বামীর মৃত্যু কিরূপে হলো ?

সুমতি । মহারাজ, অভাগীর ভাগ্যদোষে, এই চিত্রি
ব্যাঙ্গ সজীব হ'য়ে আমার স্বামীকে আক্র
করেছে ।

বিক্রম । মুখলেশ, বিধাতার ছলনা ;—বি
তোমারই প্রদত্ত মন্ত্র-প্রভাবে আমি পুনর্জীব
করবো । এ কি, শ্লোক বিস্মৃত হলেম না কি
এই যে সম্পূট-মধ্যে শ্লোক লেখা আছে
(পরিচ্ছদ হইতে সম্পূটস্থ জীর্ণ ভূষ্যপত্র বা
করিয়া) এ কি, ভূষ্যপত্র কাট দ্বারা বিনা
কেবল 'লক্ষ্য' এই কথাটি নষ্ট হয় নাই ।

জগদ্ধাত্রী, তোমার মনে এই ছিল না, আমি
মস্তকে এই কলঙ্ক অর্পণ করলে, রাজা হ
অকালমৃত্যু নিবাঞ্ছন কর্ত্তে পারলেম না, ব্রাহ্ম
ব্রাহ্মণীকে আশ্বাস দিয়ে নিরাশ করলেম !

গঙ্গা । মহারাজ, ক্ষুদ্র হবেন না । আমার অদ্
ফল, আপনার ক্রটি হয় নাই । 'দৈবলিপি'
হলো ! নচেৎ চিত্রিত ব্যাঙ্গ কি সজীব হয় !

বিক্রম । লক্ষ্য-লক্ষ্য !

ব্রাহ্মণী । বাবা কোথায় গেল—ছদ্মনি মাঝে ফে
কোথায় গেলি ? হায় অভাগা, অভাগিন
জঠরে কেন আসিস ? রাক্ষসীর নিকট
আসিস ? সন্তানঘাতিনীকে কেন মা বলি
কি হলো—কি হলো, ওরে বড় আশায় বড়
ক'রে যে তোর বিবাহ দিয়েছি, বড় সাধ ক'
বউ এনেছি । বাবা, ওঠো, চাঁদমুখে একবার
বলো ; তুমি তো স্তবোধ, আমি ডাকলে যেন
থাকো, মা বলে ছুটে এসো, অন্ধ কেন উ
- দিচ্ছ না ?

ভ্রমতি। মা—মা, কেন কালসাপিনীকে ঘরে এনে-
ছিলে? আমিই বাব দেখতে চেয়েছিলুম, তাই
এই সর্বনাশ হলো! উনি নিষেধ করেছিলেন,
স্বামীর নিষেধ শুনি নাই। আমি মহাপাতকিনী
আমার বৃদ্ধির দোষেই সর্বনাশ হলো!

গঙ্গা। হা দ্রুদৃষ্ট! বড় আশা করেছিলেন।

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমিই আশায় নিরাশ করেছি।
আমার কথামত সকল কার্যই করেছেন, আর
একটি কথা রক্ষা করুন। আমি সমস্ত অবস্থা
বুঝেছি, আমার পাগেই এই সর্বনাশ! পণ্ডিত-
বর কপণক, বুঝলেম ‘অহিন্সা পরম ধর্ম’।
আপনি যথার্থ আজ্ঞা করেছেন। আমি ব্যাঘ্র
হিংসা করেছিলেন, সেই হিংসা-কীট, সঞ্জীবনী-
মন্ত্র-লিখিত পত্র রেণুবৎ করেছে। পশু হিংসা
না করে, হোমানি কার্য আমার উচিত ছিল।
ভাবকর ধর্মস্তরী, দেখুন আপনার চিকিৎসার-
প্রভাবে এই ব্রাহ্মণকুমার কি সঞ্জীবিত হ’তে
পারে?

ধর্মস্তরী। না মহারাজ, ঔষধ-প্রভাবে মৃত সঞ্জীবিত
হয় না। ব্যাঘ্র নখাঘাতে মস্তক ভেদ হয়েছে,
আমার দ্বারা উপায় হবে না।

বিক্রম। নবরত্নই উপস্থিত আছেন, এই ‘লঙ্কব্য’
শ্লোক পূরণ করতে আপনাদের মধ্যে কেহ কি
সক্ষম? পণ্ডিতবর বরকৃষ্ণ কি বলেন?

বরকৃষ্ণ। মহারাজ, এ শ্লোক পূরণে আমি সক্ষম
নই। এ শ্লোক-পূরণ আমার অধিকার-বহি-
র্ভূত।

বিক্রম। আপনাদের মধ্যে যদি কেহ শ্লোক-পূরণে
সক্ষম থাকেন, আমার এই মহাদার হ’তে উদ্ধার
করুন। কবিবর কালিদাস, লোকে আপনাকে
বাগ্‌দেবীর বরপুত্র ব’লে ব্যাখ্যা করে, আপনিও
নীরব দেখছি।

কালিদাস। মহারাজ বে সময়ে ‘লঙ্কব্য’ উচ্চারণ
করেছেন, সেই সময় হতেই আমি শ্লোক-পূরণে
চেষ্টা করছি। কিন্তু আমার শক্তি জড়িত,
দেবী বাগ্‌দেবী এস্থলে আমার প্রীতি প্রসন্ন নন।
আমার একমাত্র অহুমান, সরস্বতী-অংশে কোন
রমণী ভিন্ন এ শ্লোক পূর্ণ হবে না।

বেতাল। মহারাজ, বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন এ শ্লোক
পূরণ হবে না।

বরাহমিহির। কবিবর কালিদাস বেক্ষণ আজ্ঞা
করলেন, আমার গণনার সেইরূপ সিদ্ধান্ত।
কোন রাজকন্তার দ্বারা এই শ্লোক পূরণ হবে।

গঙ্গা। মহারাজ, বুধ! প্রয়াস কেন পাচ্ছেন? আমার
দুর্ভাগ্য, আপনি কিরূপে খণ্ডন করবেন?

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমার এক ভিক্ষা দেন। যদি
আমার ক্ষত্রিধবংশে জন্ম হয়, যদি পূর্বপুরুষগণের
কুসন্তান আমি না হই, যদি আমার ভরণ পিতৃ-
লোকের গ্রাহ্য হয়, আমি আপনার মৃতসন্তান
লয়ে যাই, সঞ্জীবিত ক’রে এনে দেব;—ততদিন
শ্রাদ্ধাদি কোন কার্য সম্পন্ন না হয়। বিধাতা-
পুরুষ, বুঝেছি, তোমারই ছল, তোমারই দিপি
পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এখন আমি পরীক্ষা করবো
বে, ভগবান্ কপালমোচন আর্ঘ্য-ভূমিতে বিরাজিত
কি না? ব্রাহ্মণ, না ব্রাহ্মণগণী, জননী ব্রাহ্মণ-
পুত্রবধূ, সকলে আশীর্বাদ করুন—আমি কৃত-
কার্য্য হব।

গঙ্গা। মহারাজ, মৃত্যুমুখ হ’তে কেউ কখন প্রত্যা-
বর্তন করে নাই। অনেক কষ্ট স্বীকার করে-
ছেন, অহেতু কেন ক্রোধ স্বীকার করবেন?

বিক্রম। দ্বিগোত্তম, শক-কলুষিত আর্ঘ্যভূমে আমি
নরপতি, এই নিমিত্ত আমার কথার অবিশ্বাস
কচ্ছেন, এই নিমিত্ত পূর্বতন রাজ-কীর্ত্তি বিস্মৃত
হচ্ছেন, এই নিমিত্ত আমি শপথ পালনে অক্ষম
হব—এইরূপ বিবেচনা কচ্ছেন, এই নিমিত্ত
ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ আমার ফলবতী হবে না—
বুধা ক্রোধ পাব—আশঙ্কা কচ্ছেন। কিন্তু
ব্রাহ্মণ, এখনও পবিত্র আর্ঘ্য ভূমির পবিত্র আচ-
রণ বিলুপ্ত নয়, এখনও পুতঙ্গিলা স্রবধুনী
আর্ঘ্য-ভূমে প্রবাহিতা, এখনও হিমাদ্রি, কৈলাস-
শেখর শিরে ধারণ ক’রে আছেন, এখনও তীর্থ-
স্থান মহাআশুত নয়, এখনও আপনার জায়
নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আর্ঘ্য-ভূমিতে বেদধ্বনি কচ্ছেন;
—আমিও আর্ঘ্য-সন্তান ব’লে আত্মদ্রাব্য করি,
আর্ঘ্য-পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ ক’রে
তাদের পদাশ্রয় করবো আশা করি, তাঁদের
জলাপণ্ডাদি দান আকাজকা করি; আমিও
পূর্বতন আর্ঘ্য রাজগণের জায় ব্রাহ্মণের পদধূলি
মস্তকে ধারণ, মুকুট ধারণ অপেক্ষা সৌরবব্যঞ্জক
বিবেচনা করি, শকের কুৎসিত কীর্ত্তির কুৎসিত

ফল সমূলে উচ্ছেদ করবো—ইষ্টদেবের নিকটে প্রার্থনা করি। বিজ্ঞাতম, আমার কার্যে সাহায্য প্রদান করুন, আমার উত্তমে উৎসাহ প্রদান করুন রাজার কর্তব্যকার্যসাধনে সুযোগ দেন। আমি উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় আপনার নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী, আমার বিমুখ করবেন না। যদি করেন, এই দণ্ডে, যে অসি ব্রাহ্মণকুমারকে রক্ষা করতে অসমর্থ, সেই অসি দ্বারা হৃদয় বিধগু করবো, ছার প্রাণের আর প্রয়োজন বিবেচনা করবো না। আজ্ঞা দেন, নচেৎ আপনার সম্মুখে আত্ম-ঘাতী হব।

গজা। মহারাজ, স্থির হোন, আমি সম্মত।

বিক্রম। আপনার পত্নী ও পুত্রবধূকে লয়ে যান। দেবী জগদ্ধাত্রীর রূপায় আপনার পুত্রকে জীবিতবাহুর এনে আপনাদের ক্রোড়ে অর্পণ করবো।

ব্রাহ্মণী। মহারাজ, আমার যে ঘর শূন্য হলো!

বিক্রম। মা, আপনার আশীর্বাদে আমার কলঙ্ক অবশ্যই মোচন হবে, আপনার পুত্র পুন-জীবিত হবে। ব্রাহ্মণ, এঁদের এ স্থান হ'তে ল'য়ে যান।

সুমতি। মহারাজ, আমার কলঙ্ক কিসে মোচন হবে? আমি যে পতিঘাতিনী!

বিক্রম। মা, শোকভর্তি শব্দ-শব্দীর সেবার নিযুক্ত থাক, তোমার ললাটে সিন্দুর মলিন হয় নাই। তোমার এরোক্ত-প্রভাবে তোমার মৃতপতি জীবিত হবে। যাও মা, এ স্থানে থাকবার প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মণী। কি হলো! কি হলো! বাছাকে কি আমি বমকে দিতে সহজে সাজিয়ে দিলুম! বাবা ওঠ, তোমা বিনা আর যে আমার কেউ নাই, আমি শূন্য ঘরে কি ক'রে থাকবো?

গজা। স্থির হও, স্থির হও! রাজ-আজ্ঞা আমা-দের পালন করা কর্তব্য। চল, বৃথা রোদনে কল নাই।

[গন্ধাধর, গন্ধাধর-পত্নী ও সুমতির প্রস্থান।

বিক্রম। পণ্ডিতবর বেতালাভট্ট, আপনি বথার্থ গণনা করেছেন; প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন, প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত শ্লোক পূরণ হবে না। আপনারা আশ্বন, মন্ত্রী, অপেক্ষা কর। [নবরত্নের প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, আজ হ'তে রাজ্যভার তোমার, আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ এই মুকুট ধারণ কর, আর আমার নামাঙ্কিত এই রাজ-অঙ্গুরী গ্রহণ কর। নবরত্নের সহিত পরামর্শ ক'রে রাজ-কার্য নির্বাহ কর। যদি ব্রাহ্মণকুমারকে পুন-জীবিত করতে পারি, প্রত্যাগমন করবো।

মন্ত্রী। মহারাজ, হস্তীর তার মূষিক কেমন ক'রে বহন করবে?

বিক্রম। মন্ত্রী, আমার শপথ শুনেছ, আর উপায় নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ মুকুট আমার মস্তকে শোভা পাবে না। অহুমতি করুন, মুকুট সিংহাসনে স্থাপন ক'রে মন্ত্রীর চার কাষ্য করি।

বিক্রম। তোমার রাহুভক্তিতে তৃপ্ত হইলাম। ধনুস্তরি যে তৈল প্রস্তুত করেছিলেন, তদ্বারা মৃত শরীর বিনষ্ট হয় না। সেই তৈল আর একটি ঢোলক ল'য়ে অদূরে বটবৃক্ষতলে এনো। আমি এই মৃতদেহ তৈলাক্ত ক'রে, ঢোলকের মধ্যে আবৃত রেখে বহন করবো।

মন্ত্রী। মহারাজ, মিশরদেশীয় তৈল পরীক্ষিত; সে তৈলপ্রভাবে মিশরবাসিগণ তাদের সামাজিক রীতি-নীতি অহুসারে, আত্মীয়ের মৃতশরীর রক্ষা করে। সে তৈল পরীক্ষিত, সেই তৈল ব্যবহার তো যুক্তিযুক্ত? রাজ-আজ্ঞায় সে তৈল ক্রয় করা হয়েছে, কিরূপ অহুমতি করেন?

বিক্রম। ভাবিক্রম ধনুস্তরীরই তৈল প্রয়োজন। মিশরদেশীয় তৈল প্রভাবে অঙ্গের অস্থি, মাংস, ত্বক্ প্রভৃতি রক্ষিত হয়, কিন্তু উৎসাহ নাড়ী ও মজ্জা রক্ষিত হয় না। ধনুস্তরীর প্রস্তুত তৈলের প্রতি সংশয় করা উচিত নয়। তিনি শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে তৈল প্রস্তুত করেছেন, সে তৈল অবশ্য ফলপ্রসূ। সর্বাপেক্ষা মন্ত্রী, মা বটীর রূপার উপর আমার সমস্ত নির্ভর। তাঁরই আদেশ অহুসারে, দেবদেব কপালমোচনের আশ্রয় গ্রহণ করুলেম। এখন বাবার মনে যা আছে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, হাঁনের চার কুংসিত ঢোলক বহন করবেন?

বিক্রম। ঢোলক বহন করবো দুই কারণে। প্রথমতঃ ঢোলকের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণকুমারের দেহ রক্ষিত হ'লে, বায়ু প্রবেশ ক'রে দেহ নষ্ট করতে পারবে

না । বিভীষতঃ ঢোলক বাজ ক'রে “লক্ষ্মী” নাম উচ্চারণ কর্বো, শব্দে লোক আকর্ষিত হবে, কেহ যদি স্নোঁক পূরণ করতে পারে ।

মন্ত্রী । মহারাজ, কোথায় গমন করবেন ?

বিক্রম । জানি না, ব্রাহ্মণ-অস্থি দ্বাদশ বৎসর বহন কর্বো । যদি সত্যই শক-প্রভাবে কপালমোচন মহাদেব ভারত হ'তে অস্তিত্ব না হয়ে থাকেন, ব্রাহ্মণকুমারকে পুনর্জীবিত কর্বো, নচেৎ জীবন বিসর্জন দেব !

[বিষ্ণুপদের দেহ লইয়া বিক্রমাদিত্য ও পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রস্থান ।

(স্মৃতির পুনঃপ্রবেশ)

স্মৃতি । এই যে নাথের পাছকা রয়েছে, এই পাছকা আমার সম্বল । রাজ-আজ্ঞা হেলন করবো না, এই পাছকা পূজা ক'রে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত কর্বো । কে যেন আমার বলছে, আমি বিধবা নই—সধবা । এই পাছকা লয়ে সধবার আচারে আমার পতির কল্যাণ কর্বো সতীপুর-নিবাসিনী সতীরাণী দক্ষমতা-সঙ্গিনী সতী-সীমন্তিনী আমার সীমন্তের সিন্দূর রক্ষা ক'রো । শুনেছি, সতীত্ব-প্রভাবে সাবিত্রী দেবীর মৃতপতি পুনর্জীবিত হয়েছে । সতীর পদধ্যানে যেন আমার সধবার আচার বিফল না হয় । মা কুমতি স্মৃতি-দাত্রি ! আমার কুমতিতে পতির অকল্যাণ হয়েছে । লজ্জা রাধ মা,—আমি অনাথিনী পতিহারা ! অন্তর্যামিনি, আমার অন্তরের ব্যথা বোধ !

(গীত)

কলঙ্কিনী পতিবাতিনী ।

ধরণী ধরে কি হেন মতিহীনী অভাগিনী ॥
শমনে ডাকিয়ে ঘরে, পতিরে দিয়েছি ধ'রে,
সিন্দূর মুচেছি শিরে নিজ করে, সীমন্তিনী !
মৃতপতি, পতিব্রতা পেয়েছ সাবিত্রী মাতা,
এসো সতী, হর ব্যথা, দাসী পতি-ভিখারিনী ॥

(পাছকা বক্ষে লইয়া ধ্যানমগ্না)

(সতীরাণী ও সতীসঙ্গিনীগণের শূন্তে আবির্ভাব)

(সতী-সঙ্গিনীগণের গীত)

হরো না বিবাদিনী, ফিরে পাবে মৃতপতি ॥
সদয়া তোমার প্রতি পতিপ্রাণা ভগবতী ॥

সতীরাণী শিবজায়া, রাধেবন তোমার পতির কায়া,
সতীর ব্যথার ব্যথিত মাতা, উদয় দক্ষমতা সতি ॥
শমন কি শক্তি ধরে, তোমার পতির জীবন হরে,
কপালিনীর বরে, সদয় কপালমোচন পত্তপতি ॥

তৃতীয় অঙ্ক ।

—:—

প্রথম দৃশ্য ।

—:—

চিত্রকূট রাজ-প্রাসাদ—বিধাবতীর পাঠাগার ।

অধ্যাপক ও জগন্নাথ ।

জগ । দাদা, এখানে তুমি আমার এক দিনও আনো নি । রাজসভায় নিয়ে গিয়েছিলে, সে খুব সাজান বটে, কিন্তু এর কাছে লাগে না ।

অধ্যাপক । নে, এখানে বর্বরতা করিস্ নে ।

জগ । তোমার সব কথাতেই দাবড়ি, আমি দিদি-মাকে তাই বলেছিলুম যে, আমি দাদার সঙ্গে যাবো না ।

অধ্যাপক । মুখ, চুপ করবি ?

জগ । হ্যা—হ্যা, আমার মুখা মুখ্য করো, কিন্তু কত কবিতা শিখেছি জানো ? একটা কবিতা রচনা করেছিলেম, কবিতাটা ভুলে যাচ্ছি, তার ভাব যদি শোন—তুমি হাঁ ক'রে থাকবে । ভাব শোন, ‘হে চন্দ্রবদনি, তোমার মুখ-সুখা ক্ষরে ক্ষীরোদ-সমুদ্র তরঙ্গিত হয়ে, তন্মধ্যে পূর্ণচন্দ্র প্রবেশ করেছিলেন ।’ হুঁ হুঁ—কানিদাসের বাবাও এ ভাব আনতে পারবে না ।

অধ্যাপক । দাদা, রাজ-আশ্রয়ে প্রতিপালিত হচ্ছি, যে ভালে দাঁড়য়ে আছ, সে ডালটি কেটো না । নাভবউ হ'লে যত কবিতা পারো, রচনা ক'রো । তোমার স্বেক্ষার হেথা অন্তিম না,—রাজকন্যা নিত্য অমুরোধ করেন, তাই তোমার সঙ্গে এনেছি । ক্ষণকাল একটু শাস্ত হও, চিরদিনের অন্নস্থান ঘুচিও না ।

জগ । দাদা, কবিতা নইলে জগন্নাথ এক দণ্ড থাকতে পারে না, আমার পেট ফুলচে !

অধ্য। গৃহে গিয়ে তৈল-বারি লেপন ক'রো; শান্ত হও।

জগ। আমি তো দিদিমাকে বলি, তোমার সামনে আমোদ করবার বো নাই।

অধ্য। দাদা, এখান হ'তে গিয়ে বত পারো, আনন্দ ক'রো। আমি প্রবাসে চলেম, আর তো নিবেদন করতে আসবো না! তবে এইটি ক'রো, ছাত্র-দের পড়াশুনার ব্যাঘাত ক'রো না।

জগ। দাদা, তুমি মিছিমিছি আমার বকো, এইতে আমার বড় ব্যাজ'র ধরে। তোমার ঐ চায়ের কিচকিচি আমার ভাল লাগে? আমি তোমার পাঠ ঘরের ধ'র দিয়ে চলি? কারোকে শেখাচ্ছো, 'স্বর্ণে নাক দীর্ঘ,' কারো সঙ্গে করছ—'তৈলা-ধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল'; ছোটো একটা কবিতা শেখাতে, তা হ'লে সেখানে ব'সতেম, আমার কবির প্রাণ!

অধ্য। ভায়া, এ ভ্রম তো অনেকবার স্বীকার পেয়েছি।

(বিধাবতী ও সখীগণের প্রবেশ)

চুপ—কর।

(সখীগণের গীত।)

থাকে হার মাথুরী কোথায়?

ধরি ধরি ধরতে নারি, এই আসে এই কোথায় যায় ॥

থাকে স্পর্শে কি যবে, কিছা আলোর বিহয়ে,

রসে ভাসে কিবা সৌরভের ভরে;

গোধূলি কি থাকে উবার, রবিশশী তরার বিভার,

কখন হেসে কুলে বসে, কখন খেলে মেঘমালায় ॥

বিধা। গুরুদেব, আজ একটি নূতন শিবের গান শিক্ষা দেন।

অধ্য। মা, কিছু দিন তোমাকে নূতন পাঠ দিতে পারবো না। মহারাজ তাঁর রাজ্যের সমস্ত চতুষ্পাঠী পরিদর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করছেন। রাজচক্রবর্তী বিক্রমাদিত্যের সভায় শীঘ্রই ছাত্র-দের পরীক্ষা হবে, সেই নিমিত্ত ছাত্রগণকে পরীক্ষা ক'রে স্থানান্তরে ভ্রমণ ক'রবো। অপর ব্যক্তিকে তোমার শিক্ষার ভার দিয়ে যেতেন, কিন্তু তোমরা উচ্চশিক্ষার শিক্ষিতা, তোমাদের পাঠ দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি অল্পসংখ্যক করবার

সময় পেলেম না। তোমরা পরস্পর আলোচন করো।

বিধা। যে আজ্ঞে। ইনি কে?

অধ্য। মা, এই আমার গল্পগ্রহ! জান তো আমি পুত্রহীন। একমাত্র কন্যা, এই পুত্রটি প্রসব ক'রে পরলোক গমন করেছেন। নিতান্ত মেধাহীন; নানাপ্রকার শিক্ষা শিক্ত করতে পারি নাই। তোমরা নিজের এরে দেখবার জন্য অনুরোধ কর, কিন্তু আমি নাই, তার কারণ—তোমাদের নিকট কি চপলতা করবে।

জগ। দেখ দাদাম'শায়, দিদিমার সাক্ষাতে বা বল, তা বলো। তুমি কি বলছ?—আমি এদের কবিতা পড়াতে পারি।

অধ্য। তা দাদা, স্থির হও। (বিধাবতীর প্রতি) দেখলে মা, এই জন্ত সঙ্গে নিয়ে আসিনে। কা'ল তোমরা নিতান্ত প্রতিশ্রুত ক'রে লয়েছ, তাই এনেছি। আমি চলেম।

বিধা। প্রণাম!

অধ্য। চির-স্থিতি হও। আর জগন্নাথ।

জগ। দেখ গা, দাদাম'শায়ের কথা শুনো না, ওর ঐ কিচিমিচি ব্যাকরণ না শিখলে আর পণ্ডিত হয় না। আমার কবিতার খুব অধিকার, আমার নাম জগন্নাথ কবিরত্ন, আমি পরিচয় দেবো।

অধ্য। নে—নে, আর পরিচয় দেয় না; পরিচয় পেয়েছে। আর, আমার প্রবাস বাবার উজোগ ক'রে দিবি চল।

জগ। আমি তোমার তল্ফি বাঁধতে পারবো না।

অধ্য। মা, একটি কথা;—সেবার প্রবাসে গিয়ে-ছিলেন, তুমি নিতাই রত্নাদি নানাবিধ দ্রব্য গৃহি-ণীর নিকট প্রেরণ করতে। তা মা, আমি টুলো ব্রাহ্মণ, সে সব রত্নাদি রাখবার স্থান কোথায়? রাজ-রূপায় আমার কোন অভাব নাই।

বিধা। কেন প্রভু, গুরুপত্নীর নিকট বৎসিকিৎ পাঠাতে নিবেদন কচ্ছেন কেন?

অধ্য। মা, তুমি তো শান্ত জানো, ব্রাহ্মণের লোভ হওয়া উচিত নয়। তুমি যা দিতে ইচ্ছা করো, বাবা উমানাথের পূজায় দিও, তাতেই জানবে, আমার গ্রহণ করা হবে, তাতেই আমার ভূগ্টি-লাভ হবে, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। একেই মা ধন্যাকাঙ্ক্ষা প্রবল, বাগ্যাবধি সে আকাঙ্ক্ষা

বনের চেষ্টা করি, বৃদ্ধকালে সে জলাশয় বেন না উপস্থিত হয়। বিশেষ ছাত্রদের পরিমিতাচারী হওয়া উচিত, তোমার দানে নিত্য চর্যাচোষ্য ভোজনে পাঠে অলস হবে। (জগন্নাথের প্রতি) এসো ভাই, এসো, আমার যাত্রার সময় উপস্থিত। (জগন্নাথের জোরে হাত ধরিয়া অধ্যাপকের

গমনোদ্ভোগ।)

গ। (বিষাবতীর প্রতি সঙ্কেতে) আমি আসছি।

[উত্তরের প্রস্থান।]

মা সখী। ও যাবার সময় কি ইঙ্গিত ক'রে গেল ? ও কি বরষ না কি ?

মা। বিকলমস্তিষ্ক। নচেৎ গুরুদেব তাঁর শিক্ষা দিতে পারেন নাই ?

মা সখি। আচ্ছা সখী, এ কদিন তুমি কি ভাব ?

বিধা। ঝাঙ ভাই! পিতা, মাতার সঙ্গে আমার বিবাহের পরামর্শ করছেন, অন্তরাল হ'তে শুনলেম। কিন্তু যে সকল রাজাদের কথা বলছিলেন, তাদের গুণের পরিচয় শুনে আমার হৃৎকম্প হোল। বুঝলেম, একমাত্র বিক্রমাদিত্যই অদ্বুত গুণসম্পন্ন। পিতার ইচ্ছা, বিক্রমাদিত্য আমার গ্রহণ করেন। কিন্তু আশঙ্কা যে, তিনি রাজচক্রবর্তী, পিতা করপ্রদ রাজা, হয়তো তিনি আমার পাণিগ্রহণ করতে সম্মত হবেন না।

২মা সখী। ও মা, এমন ভাবনাও শুনি নাই।

বিধা। সখি, কি বলছ ? চিরদিন বার দাসী হয়ে থাকবো সে যদি বরষ হয়, এ অপেক্ষা অধিক যত্নগা জীলোকের আর কি আছে ? যত রাজার কথা শুনলেম, সকলে কেবল আশোদপ্রিয়, মুগরাপ্রিয়, কেউ বা শকবিজ্ঞার কতক পারদর্শী, একমাত্র বিক্রমাদিত্যই ভক্তির উপযুক্ত।

১মা সখী। তা তুমি অত ভাবছ কেন ? তোমার রূপ-গুণের পরিচয় শেলে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য মুগ্ধ হবেন, কখনই তোমার পাণিগ্রহণে অসম্মত হবেন না।

বিধা। তুমি কি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পরিচয় জান না ?

১মা সখী। জানি, কিন্তু তোমারও প্রত্যক্ষ করছি। শুনেছি, তাঁর নবরত্নের সত্য, কিন্তু এরূপ নারী-রত্ন যে তাঁর গৃহে নাই, এ কথা নিশ্চয়।

বিধা। গুরুদেব বলেন, আজকের তিথিতে উমানাথের পূজার বড় মাহাত্ম্য।

২মা সখী। হ্যাঁ, আজ পূজা করলে মনস্তাননা পূর্ণ হয়। পূজা করবে ?

বিধা। বেশ তো।

(জগন্নাথের পুনঃপ্রবেশ)

জগ। দেখ, আমার কথার ঠিক আছে কি না দেখ। আমি ইসারা ক'রে ব'লে গেলাম আসছি, এই এসেছি।

১মা সখী। তা আপনার কথা কি মিথ্যা হয় ?

জগ। আমি রোক্ত ক'রে এসেছি। দাদাম'শায় ব'লে গেলেন, আমি খুব, তোমাদের সাক্ষাতে পরিচয় দেবো যে, আমি কত বড় কবি। দাদাম'শায়ের কি জানো, কটমট শব্দ পড়িয়ে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, কাব্যরস আবাদন করতে পারেন না। যতদিন তিনি প্রবাসে থাকেন, ততদিন আমি তোমাদের কবিতা শিক্ষা দেবো। তিনি ফিরে এলে, তোমরা কবিতা রচনা ক'রে তাঁকে শোনাবে, অমনি তাকে হয়ে যাবেন;—তখন বুঝবেন জগন্নাথ কবিরত্ন কত বড় দিগ্গজ শর্মা!

১মা সখী। বটে বটে!

জগ। এখন তো দাদা ম'শায় চলে গেছেন, এখন তো এসে ব্যাঘাত দিতে পারবেন না, আর হাত ধ'রে টেনে হিড় হিড় ক'রে নিয়ে যেতেও পারবেন না। আমি হাত ছাড়াতে পারতেন, বুড়ো মাহুষ ব'লে কিছুই বল্লুম না—এখন কবিতার ছটা একবার শোন,—

মৈনাক-শিখর ক'সে দিল রড়,

কুচকুস্ত হেরে তোর।

বনে ময়াল সাপ, ছাড়ে গিয়ে হাঁপ

করাল বেণীর তাপে—

উহ 'তোর সঙ্গে মিল হলো না,—

গর্জন, গর্জন, ফোঁস, ফোঁস—'অজগর'!

এইবার মিল হয়েছে।

মৈনাক শিখর, ক'সে দিল রড়,

কুচকুস্ত হেরে তোর।

বনে ময়াল সাপ, ছাড়ে গিয়ে হাঁপ

অজগর॥

একটা কথা কম হ'চ্ছে।

মৈনাক শিখর,

ক'সে দিল রক্ত

ফুটফুট হেরে তোর।

বনে মরাল সাপ,

ছাড়ে গিরে হাঁপ,

কোঁস কোঁস অন্ধগরু

এইবার ঠিক হয়েছে। তার পর—

তোর নিতম্ব বিশাল।

'শাল' এর সঙ্গে মিল দিতে হবে—

তমাল কি তাল ॥

এমনি নিতম্ব গুরু—

না, ও যে 'ভুরু'র সঙ্গে মিল হবে; হয়েছে—

নিতম্ব গুরু, রামধনু ভুরু,

'চুরু' কথাটা দিতে পারলে অহুপ্রাসের ছটা হতো—

ক্ষীণ কটি কেশরী গজ্জন।

দেখ, এ সকল উপমা আমার আপনা হ'তে ওঠে!

১ম সখী। চমৎকার—চমৎকার!

জগ।—

চমৎকার মুক্তার হার

শুক্রির জঠরে যেমন।

তোমনি চন্দ্রবদনী

তোমাদের দন্তশুলন ॥

ভাব কি বুঝলে বল দেখি!

১ম সখী। ও সব ভাব কি আমরা বুঝতে পারি?

জগ। তোমরা কি? কার সাধ্য বোঝে! কবিতা

যদি বোঝা গেল, তার নাম কি কবিতা? শুধু

সরস অহুপ্রাসের ছটা, আর শব্দের ঘোর ঘটা

চলবে,—যেমন ঝর ঝর, জমর ভ্রমর, কোমর

কোমর, তবে তো কবিতা!

১ম সখী। আপনি খুব কবি—খুব কবি।

জগ। আর সঙ্গীতেও সেইরূপ। একটা শুনে না

কি?

হ্যা—

অ্যা—সা—

লুম তা ধুম শুভুম শুম

নি ধা সা নি পা—

এর নাম আলাপ। বিজ্ঞা দা—দা—দামিনী—

২য় সখী। এ বুঝি জ্ঞাপ?

জগ। হ্যা অর্থাৎ জ্ঞবপদ। এই পদ—দা—দা—

পদ অর্থাৎ পায়চালি করচে। (পায়চালি করণ)

২য় সখী। হ্যা ঠাকুর, খেয়াল কি রকম?

জগ।—

কুলধনু—এ ধনু—সে ধনু

কণু—কণু—কণু—

এ ধনু—এ ধনু—এ ধনু

কুলধনু—কুলধনু—

কোলঙ ধনু—কোলঙ ধনু—

ধনু—ধনু—তীর—কটাক—

ও—ও—ও—

দেখ, এ সকল ভারি অঙ্গের গান। তোমানে

টপা শিক্ষা দেবো।

সা দে হেঁ। তুদি তুদি—মুদিনী—

এ সব শেখো, শিক্ষা দিতেই এসেছি।

বিধা। ঠাকুর, আজকে আমরা শিবপূজার ব্যব

কা'ন হ'তে আমরা আপনার কাছে পাঠ গ্রহ

করবো।

জগ। বেণ তো—বেণ তো—চল না, আমি তোনা

দের সঙ্গে যাই।

বিধা। আজ আর কেন যাবেন, কা'ল আপনাকে

প্রণামী নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবো। আজ এখা

আহ্নন, প্রণাম।

জগ। অজিই কেন দাও না!—আজিই কেন দাও না

২য় সখী। শুদ্ধাচারে প্রণাম করবো।

বিধা। আপনি আহ্নন।

জগ। চলেম—চলেম, তোমাদের নিকট হ'তে

যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

১ম সখী। কি করবেন, প্রহরীরা রাজকজ্ঞাকে নিতে

আসবে, আপনাকে চেনে না, আর তা'রা বিদেশী

লোক, কথাও বোঝে না, যদি জোর ব'লে

ধ'রে ফেলে? আমাদের কথাই ছেড়ে দেবে না।

জগ। অ্যা সত্যি নাকি—সত্যি নাকি?—তবে

আসি। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) কল্যা যেন

এরূপ ব্যাঘাত না থাকে।

২য় সখী। না, মহারাজকে আমরা ব'লে রাখবো,

তিনি প্রহরীদের হুকুম দেবেন, কা'ল আর তা'রা

কিছুই বলবে না। বান—বান—তাদের আস্-

বার সময় হলো।

জগ। বেরোবার সময় তো কিছু বলবে না?

১ম সখী। না, সে ভর নাই, আপনি আহ্নন।

জগ। তবে চললুম—চললুম।

[জগন্নাথের প্রস্থান]

বধা। কি উৎপাত!

মা সখী। সখি, বরের জীবনা ভাবছিলে, এই তো
হর-পূজা না করলেই বর দেখছি।

বধা। ওঁর চরিত্র ভাল নয়, ওঁকে আর আস্তে
দেওয়া হবে না। কাল প্রণামী পাঠিয়ে দিবে
আস্তে বারণ ক'রে দেবো। ওঁর মুখের ভাব
দেখেছিস? হ্যাঁ ক'রে আমাদের মুখের পানে
চেয়ে রইলো।

মা সখী। দেখেও না কেন, গা'বার সময় কত চোখ
ঠেঁরে ভদ্রী কল্লে, কত ভাগ্যে এমন কবি-গুরু
পাওয়া যায়।

বধা। যা বলি।

(সখীগণের গীত)

ভাল জুটেছে গুরু।

কতক নাগিক, মুচকি হাসে, কতক হু'তুর ॥

রসের সাগর রসেতে টস্টস্

রস বেয়ে যায় হ'কস,

কথার কথায় ক'রে পড়ে রস,

ছবড়ি দাঁতে রসের মাতে কশ ধরেছে হু'পুর ॥

বিদ্যা এক ছুঁড়ি, পেটে কাটে বুড়বুড়ি,

ধোপার বাড়ী মেলে না জুড়ী,

বাঁধা ছিল, ছাড়া পেয়ে চবা করেছে গুরু ॥

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:—

চিত্রকূট—শিবমন্দিরের সম্মুখস্থ পথ।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। নানা স্থান ভ্রমণ করলেম, কিন্তু কই, কত-
কার্য্য তো হলেম না। দিবারাত্র 'লক্ষ্য—লক্ষ্য'
বলছি, কিন্তু কেউ তো এই 'লক্ষ্য' শ্লোক পূরণ
করতে পারলে না। যদি পরমায়ু-প্রদানের শক্তি
থাকতো, আমি এই দণ্ডে প্রাণান করতাম। না,
এখন মরণ কামনা করবো না, ষাঁদশ বৎসর পদ-
ভ্রমে ভ্রমণ করি; যদি মনোরথ পূর্ণ হয়, বিপ্র-
কুমারের সংকার করে, অগ্নিতে প্রবেশ করবো।
ভগবান্, কেন আমার রাজসিংহাসন প্রদান

করেন? বিভীষণের দিবা কি আমি হ'তে প্রমাণ
হবে। তিনি, 'কলির রাজা হবেন' কি আমার
লক্ষ্য ক'রে দিবা করেছিলেন! রাজ্য লাভ কি
পাপ-সঞ্চয় করবার জন্ত হয়েছে। রাজার তো
কর্তব্য কার্য্যই করতে পারলেম না। শকদলিত
রাজ্যে ধর্ম্ম লুপ্ত, কর্ম্ম লুপ্ত, বাণিজ্য লুপ্ত, শিল্প লুপ্ত
কৃষিলুপ্ত, বিপ্রকুমারের অকালমৃত্যু!

(সন্ন্যাসী ও শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

(গীত)

ভস্মভূষিত গিত-কলেবর,
সিত-বিভাদিত হসিত অধর,
সিত কুণ্ডল দল দল শ্রবণ।
শুভ্র আয়ুধর, শুভ্র বুধতপস,
সিত-কপাল করতল শোভন ॥
গঙ্গা-ফেন-সিত, জটা-বিলসিত,
শেখর শিশুশরী-সিত-কিরণ ॥
শিব শুভ্রময়, ভব-পাপ-ফর
কুরু ভব-বন্ধন-মোচন ॥

সন্ন্যাসী। দেখ আমি যেন দেখছি যে, বাবা নব-
কলেবর ধারণে ক'রে, এই ভাবে দেব-ভাষার
নিজ জ্ঞতিগান করছেন।

১ম শিষ্য। (স্বগত) দেখ গাঁজাধরি! (প্রকাশ্যে)
প্রভু, আজ্ঞা করছিলেন, মহাদেব সকলই পাবেন,
কিন্তু সংশয় হচ্ছে, অসম্ভব কিরূপে সম্ভব হবে?

সন্ন্যাসী। কি অসম্ভব একটা বল।

১ম শিষ্য। ধরুন, যা হয় একটা অসম্ভব।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা, তোমার হয়েছে আমি একটা অসম্ভব
কল্পনা করছি; ধরো, রাজা বিক্রমাদিত্য ঢুলী
হয়ে এইখানে উপস্থিত হয়েছে।

২য় শিষ্য। ঐ দেখুন প্রভু, একটা ঢুলি দাঁড়িয়ে।

সন্ন্যাসী। সহসা যদি ঐ ঢুলী, রাজা বিক্রমাদিত্য হয়,
এ একটা অসম্ভব।

২য় শিষ্য। (সহাস্তে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

সন্ন্যাসী। এই মুহূর্ত্তেই এই অসম্ভব—সম্ভব হ'তে
পারে।

১ম শিষ্য। না গুরুদেব, এ ঠিক অসম্ভব নয়। হয়
তো ঐ রাজা বিক্রমাদিত্য, ছদ্মবেশে ঢুলী হ'য়ে
রয়েছে।

সন্ন্যাসী। আরও অসম্ভব কল্পনা করি। বাবার পুরো-
হিতের মুখে শুনলেন, রাজকন্তা আচ্ছ জা
কল্পতে আসবে; ধরো, ঐ তুলীর পলার যদি
রাজার সেই কন্তা বরমাণ্য প্রদান করে?

১ম শিষ্য। এও অসম্ভব নয়। কল্পনা করলেই হয়,
এই তুলী রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজকন্তা তাঁর প্রাণা
—বরমাণ্য দিয়েছে।

সন্ন্যাসী। তার পর শোনো;—কন্তা একটি শ্লোক
বললে, সেই শ্লোক একটি মন্ত্র হলো, সেই মন্ত্রে
মরা মানুষ বাঁচলো,—এটি অসম্ভব জ্ঞান করো?
আমি কিছুই বিস্মিত হবো না; যদি এই যে
অসম্ভব কল্পনা করলেন, এই স্থানে পূর্ণ হয়।
বাপু, শিকার আর আমার কাছে অধিক কিছু
নাই, জেনো—সকলের মূল—বিশ্বাস। আমি
চল্লেন।

২য় শিষ্য। কখন দর্শন পাবো?

সন্ন্যাসী। ইচ্ছা হ'লেই পাবে। (বিক্রমাদিত্যের প্রতি)
বাবা, কেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ? তোমার কর্তব্য
করো, কর্তব্য কার্য্য করতে কুণ্ঠিত হরো না।
কেমন জান? রাজকর্তব্য দোষীর প্রতি দণ্ড-
বিধান করা—ব্রাহ্মণ হ'লেও তার প্রতি উচিত
বিধান করা—কোশল দ্বারা কোশল নিবারণ
করা। এইখানে থাকো, ঢোল বাজাও, বাবাকে
শোনাও।

[প্রস্থান।

বিক্রম। (স্বগত) কে এ সন্ন্যাসী, আমার এইখানে
থাকতে আদেশ দিয়ে আশ্বাস প্রদান করলেন?
রাজ-কর্তব্যের কথা কি বললেন?

১ম শিষ্য। কি এক বেটা বুজবুকের পেছনে ঘুরচিস
আর আমাকেও ঘোরাচ্ছিস? ও বেটা আমার
সোনা করতে জানে! ও বেটার সব কথাই
এক 'বিশ্বাস'!

২য় শিষ্য। নারে—ওদম্বাজী খেলছে,—এই দাঁড়া
না, ভুগিয়ে আদার করছি।

১ম শিষ্য। আরে তুই যেমন খেপেছিস? বেটা বলে,
গাঁজা খাই নি কিন্তু আমাদের চেয়েও গাঁজা-
খোর। গাঁজাখুরি ঝাড়লে দেখছিস? রাজা
বিক্রমাদিত্য এসে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজকন্তা
এসে বাল্য দেবে, শ্লোক বলবে, মন্ত্র হবে,
মরামাহুৎসব বাঁচবে!

২য় শিষ্য। তুই তো আমার নিরে এসেছিলি
বল্গি—উমানাথের মন্দিরে মত্ত কে একসন্ন্যাস
এসেছে, হরিভাল ভয় করতে জানে। সো-
ক করতে জানে।

১ম শিষ্য। আমি তো ভাই যে দিন থেকে ওর মু-
'বিশ্বাস' শুনেছি, সেই দিন থেকে বলছি, 'চল
সরে পড়ি।' এ বেটার সঙ্গে ঘুরে কি ক-
লোকসান করেছে?

২য় শিষ্য। শোন না,—এক কোটা হরিভাল ভয়
ওর আছে, আমি গিরিবিলি খেতে
দেখেছি।

১ম শিষ্য। তুমিই ঠাণ্ডর রেখেছ, আমি বুঝি ঠাণ্ড
রাখি না? সে বুঝি হরিভাল ভয়?—জগন্নাথো
আটিকে প্রসাদ

২য় শিষ্য। আঃ ছাঃ! তবে বেরিয়ে পড়ি চ'—
(বিক্রমাদিত্যের প্রতি) কিবল হে বিক্রমাদিত্য?

বিক্রম। লজ্জা!

১ম শিষ্য। রাজকন্তা তোমার বরমাণ্য দিতে
আসছে

বিক্রম। লজ্জা।

২য় শিষ্য। দেখ কাশীধামে গিয়েছিলেম, সেখানে
এই পাগলাকে দেখেছি।

১ম শিষ্য। আমিও সেতুবন্ধ রামেশ্বরে ওকে দেখেছি।

২য় শিষ্য। আচ্ছা, তুমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াক
কেন? তোমার বাড়ী কোথায়?

বিক্রম। সেই—সেখার।

১ম শিষ্য। তোমার কে আছে?

বিক্রম। লজ্জা—লজ্জা! (স্বগতঃ) বাবা, তুমি
সন্ন্যাসীর বেশে আশ্বাস প্রদান করছে, তুমি
সন্ন্যাসীর বেশে এই স্থানে থাকবার আদেশ প্রদান
করেছ তুমিই মৃত সঞ্জীবিত হবে আচ্ছা করেছ,
আমার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হবে। পূজার ফুল
সংগ্রহ করে আমি, রাজকন্তাকে দেবো।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

২য় শিষ্য। উদ্দাম—পাগল!

১ম শিষ্য। নে, তামাসা রাখ, এখন কি করবি বল?
এ বেটার সঙ্গে তো ঘুরে ঘুরে ক'দিন মাটা হলো।

২য় শিষ্য। একটা কন তো কিছু করতে হবে?

১ম শিষ্য। রাজকন্তা পূজা দিতে আসবে শুনছি,
এখান থেকে কিছু ঠকিরে নিলে হ'তো না?

শিখা। না রে ধরা পড়ে যেতে হবে। চল—
পালাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

উমানাথের মন্দির।

বিদ্যাবতী ও সখিগণের প্রবেশ।

সখিগণের গীত।

মরি মরি কে রে বালিকে।

বিক্রম-বিভূষণ সোনার চাঁপার কলিকে।
ভেসে যার নয়ন জলে, ববব্যোম সদাই বলে,
বেলপাতা দেয় বাবার মাথার গজাজল ঢালে;
ক্ষেপা মেয়ে, আচ্ছন্ন রে আগুনজ্বলে চোদিকে।

ক্ষেপী পুঞ্জ দিগম্বর, ডাকে কোথায় আহঁ তর,

যোগিনী যোগাসনে মাগে যোগীবর,

ছিল গৌরিবালা, তেবে তোলা স্বদর-তাপে কালাকে।

১ম সখী। হ্যাঁ লো, প্রহরীদের মন্দিরের বাইরে
রেখে এলি কেন!

বিদ্যা। এ দেবস্থান, হেথায় আমরা রাজকন্যা নই।
বাবার স্থানে দীনদরিদ্র পর্যন্ত সমান, হেথায়
প্রহরীর প্রয়োজন কি? বাবাই আমাদের রক্ষক!

(ফুল লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম।—লক্ষ্য—লক্ষ্য।

বিদ্যা। এ কে লো?

১ম সখী! দেখ, বুঝি তোর বরাতে বিক্রমাদিত্য
এলো।

বিদ্যা। কেন তোর বরাতেও তো হতে পারে।

১ম সখী। আমি তো বিক্রমাদিত্যের ভক্ত হেই নি।

বিক্রম। লক্ষ্য।

বিদ্যা। আহা দিবি ফুলগুলি, বেচে না? বাবার
পূজার উপযুক্ত ফুল!

২য় সখী। ও চল—ও চল, এই ফুলগুলি আমা-
দের মেবে?

বিক্রম। তোমরা বাবার পূজা ক্রমে বলেই তো
ফুল এনেছি। এই নাও—এই নাও।

বিদ্যা। কি নেবে?

বিক্রম। কি, বাবার পূজার ফুলের দাম নেবে?

লক্ষ্য—লক্ষ্য!

বিদ্যা। তুমি কে?

বিক্রম। লক্ষ্য!

বিদ্যা। কোথায় থাক?

বিক্রম। লক্ষ্য!

২য় সখী। কুমারী ঠাউরে কি দেখছ—ও একটা
পাগল।

বিদ্যা। কি আশ্চর্য্য, এমন রূপবান পুরুষ তো আমি
কখন দেখিনি। রাজ্য বিক্রমাদিত্য যে এতপেক্ষা
অধিক রূপবান, আমার কল্পনা হয় না।

১ম সখী। না। বাবা উমানাথ, তোমার পূজার
আগেই বিক্রমাদিত্যকে এনে দিয়েছে।

বিদ্যা। সখি, পরিহাস রাখ। কোন উচ্চকুলোদ্ভব,
পার আর সন্দেহ নাই, দৈববিড়ম্বনার এ দৃশ্য
হয়েছে। বার বার ‘লক্ষ্য—লক্ষ্য’ কি বলচে?
লক্ষ্য শব্দের অর্থ—অদৃষ্ট বা ফল আছে। এ
কি কোন লক্ষ্য ফলে বঞ্চিত হ’য়ে ‘লক্ষ্য—
লক্ষ্য’ করছে? পূজা অস্ত্রে যদি সঙ্গে নিয়ে
যেতে পারি—দেখবো। রাজ-বৈজ্ঞকে দেখাবো,
যদি কোন উপায় হয়।

১ম সখী। সত্য কুমারি, রূপবান পুরুষ বটে!
(বিক্রমাদিত্যের প্রতি) তুমি আমাদের সঙ্গে
বাবে? রাজকুমারী বলছেন, তোমার নিয়ে যত্ন
করে রাখবেন।

বিক্রম। লক্ষ্য!

বিদ্যা। তোমার কোন কি উৎকট দনোবেদনা
আছে? তুমি ‘লক্ষ্য’ কি বল?

বিক্রম। লক্ষ্য!

বিদ্যা। তুমি কি কোন মনস্কামনা ক’রে বাবার
নিকট এসেছ? স্বরূপ উত্তর দিচ্চ না কেন?
তুমি তো আমাদের কথা বুঝতে পাচ্ছ।

বিক্রম। পূজা দেখবো—লক্ষ্য।

বিদ্যা। আচ্ছা, পূজা করি, তুমি ব’সো।

১ম সখী। দেখ—শোনো,—ইনি রাজকন্যা,
তোমার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে, আমাদের
না ব’সো, এঁর নিকট বলে সে প্রয়োজন সিদ্ধ
হবে।

বিক্রম। তাইতে এসেছি—লক্ষ্য।

১ম। সখী। শোন, তোমার কাছে এসেছে।

বিধা। যদি আমাদের সঙ্গে যাও, তা হ'লে তুমি
যা চাবে, দেবো।

বিক্রম। বা চাই, টের পাবে—লজ্জা।

বিধা। (স্বগত) পাগল কি না—আমার সম্বন্ধ
হচ্ছে। বোধ হয়, কি মানস ক'রে বাবার
নিকট এসেছে। (প্রকাশে) আর ভাই, পূজা
করি।

(লজ্জার মহাদেবের স্তবগান)

জলধর জিনি জটাজাল গঙ্গাজল ধবল।
বিষমোক্ষল জিনয়ন বল, চন্দ্রভাল বিমল॥
অহিন্দাম দলমলদল, ঢল ঢল রজ অচল,
কণা-কল্প-মণি-মণ্ডিত-কণ্ঠ-নীল গরল,
অম্বর দিগ বরভর-হর-কর লোহিত কমল ;
উমেশ জৈশ আশুতোষ কুরু মানস সকল॥

বিধা। কই, তোরা বাবার কাছে কামনা করলি নি ?

১ম। সখী। কামনা করেছে। কামনা এই—মহা-
রাজ বিক্রমাদিত্য তোমার পতি হোন, আমরা
তোমাদের ছ'জনের সেবা করি। পরম্পর এই
কামনা ক'রে আমরা এসেছি। তুমি নির্জনে
পূজা কর, আমরা আসছি।

বিধা। সখি, আমার একটি কামনা ছিল, ছ'টি
কামনা হলো। যেন রাজা বিক্রমাদিত্য আমার
পতি হন, আর তোরা যেন আমার সপত্নী
হোম্। যেমন ভগ্নীর মত আছি, তেমন ভগ্নীর
মতন চিরদিন থাকবো।

১ম। সখী। ওঃ! আমাদের শুদ্ধ বর জোটাতে
এসেছে ? চল ভাই, উনি সযত্ন করুন।

বিধা। বাবা উমানাথ, আমার পূজা গ্রহণ কর।
আমার মনকামনা পূর্ণ কর। দেবদেব, তুমি
শতাকে ইন্দ্র দিয়েছ, লক্ষ্মীকে বিষ্ণু দিয়েছ,
আমারও মনোমত বর দাও,—এই বিশ্বদল
গ্রহণ কর, রাজা বিক্রমাদিত্য যেন আমার স্বামী
হন। (শিবলিঙ্গোপরি বিশ্বপত্ত প্রদান ও পত্রের
নিম্নে পতন।)

বিক্রম। (শিবলিঙ্গ হইতে বিশ্বপত্ত পড়িতে দেখিয়া)
তথাক্ত।

বধা। একি ! শুনেছি, কলিতে বালক আর
পাগলের মুখে দৈববাণী হয়। বাবা কি এই

পাগলের মুখে আমার বর দিলেন ? এই
বাবার মাথার ফুল পড়লো ! তবে কি না
বাবা কৃপা করলেন ?

বিক্রম। বাবা কৃপা করেন না ? তবে কি কর
এসেছি। লজ্জা—লজ্জা।

বিধা। পাগল, তোর মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক।

(অগস্ত্যের প্রবেশ)

ইনি আবার কি করতে এসেছেন ?

অগ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ ঠিক সময়ে উপস্থি
হয়েছি। (বিক্রমাদিত্যের দেখিয়া) এ কে ?
রে বেল্লিক, দূর হ !

বিধা। ঠেকে কিছু বলবেন না—ঠেকে বি
বলবেন না।

অগ। ও থাকলে যে আমার কার্য হবে না।

বিধা। কেন হবে না—ও পাগল, ও কোন কথা
বোঝে না।

অগ। কেমন রে, কোন কথাই বুঝি না তো ?

বিক্রম। লজ্জা।

অগ। শোন—শোন, আমি যা এই নবযুবতীকে
বলবো, তা তো বুঝতে পারিবি না ?

বিক্রম। লজ্জা।

বিধা। ও কিছুই বোঝে না, কি বলবেন—বলুন

অগ। ভাল, তবে শোনো, এইবার তো শুদ্ধাচারে
আছ, আমাকে যে প্রণামী দেবে বলেছিলে ?

বিধা। কি চান—বলুন ?

অগ। বত রত্ন আছে, তার যে সেরা রত্ন—তাই
চাই। প্রতিজ্ঞা কর—দেবে ?

বিধা। কি রত্ন—বলুন ? আমার নিকট সে রত্ন ন
থাকলে কিরূপে দেব ?

অগ। তুমি অনায়াসেই দিতে পারবে।

বিধা। এমন কি রত্ন—বলুনই না ?

অগ। আগে তুমি এই ব্রাহ্মণের সম্মুখে—বাবার
সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর।

বিধা। আচ্ছা, যদি আমার অসাধ্য না হয়, প্রতিজ্ঞা
করলেম।

অগ। যদি সাধ্য হয়, দেবে ?

বিধা। দেবো।

বিক্রম। যদি বাবা না বিরূপ হন।

বিধা। (স্বগত) পাগল যথার্থ বলেছে।

১। দেবে বল ?
 ২। হ্যাঁ, যদি বাবা না প্রতিরোধ করেন।
 ৩। বাবা প্রতিরোধ করেন, সে আমি বুঝবো, তোমার দোষ থাকবে না, বলো—দেবে ?
 ৪। দেবো।
 ৫। এই প্রতিজ্ঞা করলে ?
 ৬। ব্রাহ্মণ, কেন বার বার বৃদ্ধো—আমি প্রতিজ্ঞিত।
 ৭। আমার বরমালা প্রদান করো।
 ৮। ঠাকুর, কি বলছে ? পিতা জানলে, সর্বনাশ হবে। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি কত্রিয়-কন্যা।
 ৯। কেন, বৃদ্ধো ব'লে গিয়েছে ব'লে আমি সত্য-সত্য কি মুখ ? ব্রাহ্মণের চতুর্ভুজ বিবাহ করবার অধিকার আছে।
 ১০। কিন্তু পিতা জানলে, কি বলবেন ?
 ১১। কেন ভাবছো, বিবাহ হ'লে তো আর ফিরবে না। আমি খুব রসিক, আমার সহিত দিব্যরাজ—কাব্যমালাপে পরমস্থখে কাটবে।
 ১২। বাবা উমানাথ, কি সঙ্কটে ফেললে ! আমি যে তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেম ! বাবা, আশা দিয়ে নিরাশ করলে ! তোমার পুণ্য পেয়ে ভেবেছিলাম, বিক্রমাদিত্য স্বামী হবে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হলেম ! যদি প্রতিজ্ঞা পালন করি, পিতার কোপে হয় তো ব্রহ্মহত্যা হবে ; প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করলে নরকস্থ হতে হবে। বাবা উমানাথ, এ সঙ্কটে তুমি উদ্ধার করো।
 ১৩। বৃদ্ধোর কথায় তোমার মন চটে আছে, বুঝতে পাচ্ছি। একদিন আমার রসিকতা স্থির হয়ে শুনলেই মুগ্ধ হয়ে যাবে—তখন আমার বলবে—ঠাকুর, কৃপা করে আমার চরণে স্থান দিয়ে বেশ করো।
 ১৪। তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না, রাজকোপে সর্বনাশ হবার সম্ভাবনা। রাজা কারও কথা শুনবেন না। এক গুরুদেবের কথা মানেন। তিনি ফিরে আসুন, তিনি মহারাজকে বোঝালে বৈরূপ হয় হবে।
 ১৫। সে বৃদ্ধো রাজী হবে না, আমার বাড়ী থেকে বার করে দেবে, আমি তাকে জানি। হুঁ হুঁ, আমি ক'কে পড়বার ছেলে নয়। তুমি ক'কি

দিচ্ছ। প্রতিজ্ঞা করেছ—প্রতিজ্ঞা করেছ ! গোপনে মালা দিলে রাজা কি করে টের পাবে ?
 ১৬। গোপনে কি করে মালা দেবো ? এখনি সমীরা আসবে।
 ১৭। তার কি কাটান ময় নেই ? তবে শোন—আজ রাজ্যে শুভলগ্ন আছে। আমি দুই গ্রহর যাত্রিতে এসে মন্দিরে প্রবেশ করবো, তুমি গোপনে এসে বরমালা দিও। তারপর ভট্টাচার্য এলে রাজাকে বোঝাবে।
 ১৮। বিক্রম। আচ্ছা, ঠাকুর যদি ভুলে যায়, মন্দিরে না আসে, তা হলে তুমি কাকে বে করবে ? তোমার প্রতিজ্ঞা কি করে থাকবে ? বলো—“ঠাকুর, তুমি যদি মন্দিরে থাকো, তবেই আমার প্রতিজ্ঞা, না থাকলে নয়।”
 ১৯। জগ। পাগলা কি বলছিস ?
 ২০। বিক্রম। লজ্জব্য।
 ২১। বিদ্যা। (স্বগতঃ) পাগলকে কি মহাদেব শিখিয়ে দিচ্ছেন !
 ২২। বিক্রম। হুঁ—হুঁ,—লজ্জব্য।
 ২৩। বিদ্যা। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য, পাগল বা বলছে, তাই বলি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঠাকুর, আজ রাজ্যে যদি তুমি মন্দিরে উপস্থিত থাকো, তা হলে বিবাহ করবো, নচেৎ আর আমি প্রতিজ্ঞার বদ্ধ নই।
 ২৪। জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই—তাই। থাকবো না—মুসজ্জিত হয়ে, অলংকারিতা কেটে এসে, রাজহংস যেমন জলধরের প্রতীক্ষা করে ; চাতকের স্থলে রাজহংস কেন বললুম জানো ? চাতক হলো ক্ষুদ্র পাখী, তেমন শোভামুক্ত নয়। আমি একরূপ সজ্জা করবো যে শোভা দেখেই মুগ্ধ হবে।
 ২৫। বিদ্যা। না—না, ঠাকুর অন্ধকারেই থেকো, নইলে কেউ দেখে ফেলবে।
 ২৬। জগ। হু—হু, অন্ধকারে থাকবো না তো কি আলো জ্বলে বসে থাকবো ? আমার কি ভয় নাই ! তবে আমি চললুম, নটবর বেশ ধারণ করি গে।
 ২৭। বিদ্যা। কিন্তু ঠাকুর, যেন মন্দিরে উপস্থিত থেকো, নইলে আমি প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ থাকবো না ; দেখো যেন মালা নিয়ে না ফিরি।

জগ। যদি না থাকি, তা হলে এই পাগল। ব্যাটার
গলার মালা দিও।

বিক্রম। লক্ষ্য—লক্ষ্য। (স্বগতঃ) রাজকুমারী
আমার প্রার্থী হয়েছেন, বাবার রাজক হ'তেও ফুল
পড়েছে, কিন্তু এই পাবও এর সজাবার প্রয়াস
পাচ্ছে, এর উদ্দেশ্য বিকল করা রাজকর্তব্য।
সন্ন্যাসী বোধ হয়, এই পাবও প্রাপ্তের কথাই
ইলিতে আমার বলে দিয়েছেন—তবে কেন
সম্মিহান হচ্ছি।

জগ। তবে চলুন—চলুন, কথা ত রইল?
বিধা। কিন্তু ঠাকুর, বতদিন না গুরুদেব ফিরে
আসেন, এ কথা প্রকাশ করো না, তা হলে
তোমার প্রাণবধ হবার সম্ভাবনা।

জগ। না—না, অত কাঁচা পাও নি। কেমন বুদ্ধি!
কেমন বাগিয়ে তোমার প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি!
চলুন—চলুন।

[জগন্নাথের প্রস্থান।]

বিধা। এ কি! বাবার মাথার ফুল পড়লো!—তা
কি বিকল হলো? অদৃষ্ট খণ্ডনকে করবে! কেমন
লক্ষ্য?

বিক্রম। কেন, বাবা!

বিধা। (স্বগতঃ) এ পাগল। কি বলে! সখীরা
আসছে, কারণে কিছু প্রকাশ করা হবে না।
রাজে কি করে আসবে? মাকে বলবো, আজ
নিশা পূজা করবো মানস করেছি। তারপর
প্রহরীদের বেমন মন্দিরের বাইরে রেখেছি, সেই-
রূপ রেখে এসে মালা দিয়ে যাব। গুরুদেব এসে
যা হয় করবেন।

বিক্রম। তারছো কেন গো—বাবার কথা মিছা
হয়? তবে তুমি এত শত্রু পড়লে কি?
আমি—পাগল মাহুদ—বিশ্বাস করি, আর তুমি
বিশ্বাস করো না? লক্ষ্য—লক্ষ্য!

বিধা। (স্বগতঃ) কে এ পাগল। এর কথার বে
প্রাণ লীভল হয়। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

বিক্রম। বাবো, বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবো।
একটা সিঁদুক আমাকে দেবে?

বিধা। দেবো। সিঁদুক কি করবে?

বিক্রম। ঢোল রাখবো। বেশ ভাল সিঁদুক?

বিধা। আচ্ছা দেব—চলো। (উমানাথের প্রতি)

বাবা, তোমার মনে বা আছে, তাই হবে।

শ্রীত।

অপরাধী বুঝি চরণে।

কলঙ্কিনী মনে মনে হ'তে হোল জীবনে।

বরি হেন হীন গতি, মনে কিসে রব স
গতিপথে মতি গতি রাখিব হে কেমনে ॥

হলে কলুষিত মন, দিব প্রাণ বিনশ্জ
বরিব রাখিব গণ তব পদ পরণে ॥

শিরেগন্ধা তরঙ্গিণী, পুছে তারে কলঙ্ক
কারে কবে অভাগিনী, ব্যথা মনে মনে ॥

[বিক্রমানিত্যকে লইয়া দিঘাবতীর প্রস্থ।]

চতুর্থ দৃশ্য।

—:—

অধ্যাপকের বাটী।

সজ্জিত জগন্নাথ।

জগ। এই তো সুন্দর অলকাতিলাকা হয়েছে। ন
ছুটি একটু ছোট—তা তদ্বী করলেই সুন্দর হবে
তাগুলো জিহ্বা জড়িত হওয়ার লীভ দেওয়াটা ভ
হয় না। লীঘটা নাগরালির একটা প্রধান লক্ষণ
বংশীধারীর বেমন বংশী ছিল, কলিতে তেমন
লীঘ! ওঃ টিকাটা বড় বেপালট করেছে, রাজ
জামাতা হলেই অগ্রে টিকি কর্তন, তখন কো
বেটা কি বলে! কাপড়খানা একটু খাটো—
হোক, ত্রীকক যে খড়া পরে বেড়াতে।

(বিক্রমানিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। ওগো, আমি এসেছি!

জগ। কেন রে বেটা—কেন রে?

বিক্রম। রাজকত্তা পাঠিয়ে দিলে।

জগ। কেন—কেন, কি বলেছে?

বিক্রম। তুমি কিসে যাবে?

জগ। কেন রে বেটা—পবত্রজে যাবো।

বিক্রম। যে প্রহরীরা রাজকত্তার সঙ্গে আসবে,
তারা যে চোর বলে ধরবে।

জগ। অ্যা, তবে কিসে যাবো—তবে কিসে যাবো?

বিক্রম। আমার তাই বলে।

জগ। কি বলে—কি বলে?

জন। বলো—ঠাকুরকে মাথাধ করে নিয়ে আর।
গ। মাথাধ করে গেলে তো প্রহরীরা দেখতে
পাবে।

বিক্রম। না গো—সিন্দুক পাঠিয়ে দিয়েছে, এই
সিন্দুক মাথাধ করে নিয়ে যাবে।

গ। তোরে প্রহরীরা কিছু বলবে না?

বিক্রম। আমি যে চাকর হয়েছি।

গ। কই, সিন্দুক কই?

বিক্রম। এই যে এনেছি।

গ। রাজার বাড়ীর সিন্দুক বটে! ওরে, সিন্দুকের
ভেতর যাবে, হাঁপাবো যে?

বিক্রম। সিন্দুকে ছেঁদা করে দিয়েছে;—আর এই-
টুকু যাবে বইতো নয়?

গ। হ্যাঁ রে—আমার চেহারাটা কেমন হয়েছে?

বিক্রম। ভাল নয়।

গ। অ্যাঁ, বেটা তোর পছন্দ নাই!

বিক্রম। তারা চুড়ো পাঠিয়ে দিয়েছে।

গ। অ্যাঁ, সত্যি না কি—সত্যি না কি?

বিক্রম। এই দেখ না?—এই ষড় পাঠিয়ে দিয়েছে,
এই বাঁশী পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আমার সাজিয়ে
দিতে বলেছে!

গ। তুই বেটা আমার সাজাযি কি?

বিক্রম। আমার সাজাতে শিখিয়ে দিয়েছে।

গ। তবে বেটা সাজা।

(বিক্রমানিত্য কর্তৃক জগন্নাথের রাখালবেশে
সজ্জিত হওন)

বিক্রম। ওগো, তোমার দিদি-মা আসছে।

গ। ওরে বেটা কি সাজালি। দিদিমা দেখে কি
বলবে?

বিক্রম। কি আর বলবে, তুমি হামা টানুতে থাকবে,
বলবে, গোপাল ভাব।

গ। বেশ বলেছিস্ বেটা—বেশ বলেছিস্।

(অধ্যাপক-পত্নীর প্রবেশ)

ধ্যা-পত্নী। জগন্নাথ,—ও মা—এ কি!

বিক্রম। (জনান্তিকে) হামা টানো—হামা টানো।

ধ্যা-পত্নী। হ্যাঁ রে—এ কি করেছিস্?

বিক্রম। (জনান্তিকে) ননী চাও, মাখন চাও—হামা
টানুতে থাকো।

জগ। (হামা টানিয়া) ননী দে—

অধ্যা-পত্নী। নে—নে—ননী বাস্ এখন। ছোঁড়ার
রোজ রোজ এক একটা নুতন ঢং!

জগ। আজ আমার ক্লক ভাব—নটবর ভাব!

বিক্রম। (জনান্তিকে) পায়ের উপর পা দিয়ে
দাঁড়াও, বাঁশী ধরে 'আবা আবা' করো।

জগ। (মুখে হাত দিয়া) আবাবা—আবাবা।

অধ্যা-পত্নী। শোন্ এখন, ছাত্রেরা স্তায়রর মেয়ের
বেঁতে কল্হায্য গছে। আরিও সেখার বাচ্ছি,
ভারী লগের, খাওনদাওন করতে ভোর হ'রে
যাবে। তুই কোথা নিমন্ত্রণে যাবি বললি,
পারিস্ তো সকাল সকাল ফিরিস্, নইলে ভাল
ক'রে দোরতাড়া দিয়ে বাস্।

জগ। যাও যাও,—খুব রাজি আছি, খুব রাজি
আছি।

অধ্যা-পত্নী। এ মিসেকে আবার কোথা থেকে
এনেছিস্?

জগ। কেন? এ আমার হিদেরম সখা।

অধ্যা-পত্নী। তা গরু চরাও, আমি চলুম।

[অধ্যাপক পত্নীর প্রস্থান।

বিক্রম। ওগো, ঐ আরতির শাঁক বাজছে, পুরুত-
ঠাকুর পূজা ক'রে চ'লে যাবে।

জগ। বটে—বটে, তবে আমি সিন্দুকের মধ্যে
প্রবেশ করি।

বিক্রম। তা করো।

(সিন্দুক মধ্যে জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। আচ্ছা, তুই আস্তে আস্তে তোল্।

বিক্রম। দাঁড়াও, তালা বন্ধ করি (তথাকরণ)

জগ। তোল্—

বিক্রম। এই তুল্টি।

জগ। ওরে বেটা, কোথা যাচ্ছিস্?

বিক্রম। চৈচিও না! আমি দেখে আসি, তারা এলো
না কি। ঠিক সময়ে নিয়ে যাবে।

জগ। তবে এখন খুলে দে—তবে এখন খুলে দে।

ওরে বাবারেকে আছিস্ রে? ওরে বাবারেকে
আজকে টোলে যে কেউ নেই রে।

বিক্রম। (স্বগত) না, বড় চাঁৎকার করতে।

আজ বড় সুলভ, বিবাহের সংখ্যা অধিক,
রাত্তার বড় শোক সমাগম, এখানে কেউ

স্বপ্নে পাবে, আমি রক্তনগার রেখে
চাবি দিয়ে যাই।

অগ। খুলে দে বাপ—আমার খুলে দে।

বিক্রম। চল না গো—এই মাথায় ক'রে নিয়ে যাই।

[সিন্দুক লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

—:—:

পথ।

(নারীগণের প্রবেশ)

গীত।

আজ যদি না পোহায় নিশি সাধ মেটাই জেগে বাসর।

বর এসেছে সারি সারি ছড়াছড়ি বাসর ঘর ॥

নিতি থাকি কত স'য়ে, পেট ফোলে—না কথা কয়ে,
ভাতার দেখে ঘোমটা দিয়ে স'রে যাই, যেন সে পর ॥

হাসি যদি দেখেন মুখে, শেল বাজে খাণ্ডীর বকে,
নাক-নাড়া দেন পড়'সী ডেকে, নন্দ ছুঁড়ী তার উপর ॥
হেসে হেসে ঠসক্ ক'রে, কর্বো সোহাগ রসের ভরে,
সোহাগের বাসর ঘরে, আজ রৈতে পর নয় তো বর ॥

[সকলের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:—:

উমানাথের মন্দির।

বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। বাবা দেখো, বড় আশা করেছি, নিরাশ
না হই। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, বালিকা পুত্রবধূটি
আমার আশাসে আশাসিত হ'রে, জীবন ধারণ
কচ্ছে। কপালমোচন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো।

(বিদ্যাবতীর প্রবেশ)

বিদ্যা। (স্বগত) এই যে উপস্থিত হয়েছেন। টোপের
বোম্ব হচ্ছে না? (প্রকাশে) আপনি এসেছেন?

বিক্রম। হুঁ।

বিদ্যা। মালা নেন—(মালা গ্রহণ)

বিক্রম। লক্ষ্য।

বিদ্যা। এ কে, লক্ষ্য! তুমি হেথায়?

বিক্রম। হ্যাঁ।

বিদ্যা। লক্ষ্যমর্থ লভতে মনুষ্য:

দৈবোপি তং বারমিত্বং ন শক্।

অতো ন শোচামি ন বিষয়ো বে

ললাট লেখো: ন পুন: প্রয়াতি ॥

বিক্রম। লক্ষ্য—লক্ষ্য—

[বিক্রমাদিত্যের বেগে প্রস্থান।]

বিদ্যা। কে এ পাগল?—এ কি বেশধারী? আমি
তো এর গলায় মালা দিয়ে ফুঁক নই! আমার
হৃদয়ে যেন মহাদেব বলচেন, 'এই তোর স্বামী।
'লক্ষ্য' কি আমার হৃদয় অধিকার করেছিল?
আমার যেন আনন্দ হচ্ছে—এই আমার স্বামী।
একেই দর করবো, এ বাবা উমানাথের দান,
আমার মাথার মণি! গুরুদেব এলে সকল অবস্থা
তার নিকট প্রকাশ করবো মহারাজ আমার
ত্যাগ করেন, পাগলকে নিয়ে ভিখারিণী হবো।
কোথায় গেল—কোথায় গেল? (নেপথ্যে
ঢোলের শব্দ) এইখানেই কোথায় আছে, গৃহে
নিয়ে যাই। আনন্দে আমার মন পরিপ্লুত
হচ্ছে। এ কি, আমার মন—আমি আপনি
বৃত্তে পাচ্ছি নি।

(গীত)

কেমন এ মন কে জানে।

তব্রিত বদ্রিত চিত কিবা অজানিত তানে ॥

মাধুরী উজান চলে, হৃদয় হিলোলে দোলে,

ভুবনে মাধুরী উথলে;—

ভাসাইয়ে ফুলমান, ভেসেছে পাগলপ্রাণ,

অবশে পাগল সনে ভেসেছে মাধুরী টানে ॥

[প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য।

—:—

গঙ্গাধরের বাটা।

গঙ্গাধর ও গঙ্গাধর-পত্নী।

গঙ্গাধর। কই, আজও তো আমার বাছা ফিরে এগ না? আজও যে আমার ঘর অন্ধকার রইল? তবে কেন এখনও প্রাণ গেল না? তবে কেন এখনও আশাপথ চেয়ে রয়েছি? আর কি আমার বাছাকে পাব না?

পত্নী। ব্রাহ্মণী, কি আশ্চর্য্য! সন্তুষ্ট জেনে শুনে তবু তো আশা বিসর্জন দিতে পারছি না। জানি, শমনের মুখ হতে কেউ কখনও কিরিয়ে আনতে পারে না! তবু কেন রাজার কথায় প্রত্যয় করে প্রাণধারণ করে আছি। কই, মরুবার সাধ তো এখনও হয় না।

গঙ্গাধর। পোড়া প্রাণে দেহের মমতা বড়! নইলে কেন জীবন ধারণ করছি, কেন মুখে অন্ন দিচ্ছি? কেন অনশন ব্রত করি নি? আর বুধা আশা, সংসারে আর প্রয়োজন কি? এ যে আমার অশান জ্ঞান হচ্ছে! আর কেন ঘরে রয়েছ? চলো বউমাকে ঠুঁর বাপের বাড়ী রেখে, আমরা কোন বিজন স্থানে বাস করি; এ যন্ত্রণা আর কত দিন সহ্য করবো।

পত্নী। সবই সত্য, তবু আমি আশা বিসর্জন দিতে পারছি নে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে বাবা আমার আসছে, প্রতি পদক্ষেপে মনে হয়, সে বুঝি আমার এলো।—রোজ প্রাতে উঠে মনে হয়, বাছা আমার এয়েছে।

গঙ্গাধর। মিথ্যা—মিথ্যা—সবই মিথ্যা। আমাদের অদৃষ্টে দেবতা মিথ্যা, হোম মিথ্যা, পাথরের বাড়ী মিথ্যা, রাজার আশ্বাস-বচন মিথ্যা, রাজার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা, মিথ্যা জন্মগ্রহণ করেছিলাম—সকলি মিথ্যা হলো! আর আশা ধরে থেকো না, চলো—আজই বিদাই হই।

(স্বমতির প্রবেশ)

গঙ্গাধর। বাবা, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়েছে, আনুন, আপনাকে স্নান করিয়ে দিই। আপনার আহা

না হ'লে মা তো আহায়ে বসবেন না। মা, তুমি ওঁকে আজ্ঞা দিতে বলো, আমি ওঁকে স্নান করিয়ে দিই।

ব্রাহ্মণী। মা, তুমি বালিকা, কেন বুধা ক্রেশ করো, তোমার দেখে শতগুণে শোক উথলে ওঠে। কেরে অভাগিনী! নইলে অভাগিনীর ঘরে কেন এসেছি? আহা! মা, কেন ক্রেশ ক'ছ? তোমার কোমল শরীর, কত সর? আমি পাষাণী আমার সকল সহ্য হয়।

স্বমতি। বাবা, মা, আমার দেখে স্থির হ'ন। আমি তোমাদের কষ্টা, আমি কোথায় দাঁড়াবো? আমার কে দেখবে? মা, আমার অন্তর বলছে, আমি কখনও বিধবা হবো না, ছার বিধবা-জীবন কখনও বহন করবো না! রাজা বিক্রমাদিত্য বলেছেন, আমার লগাটের সিন্দুর মলিন হয় নাই। আমি নিত্য সৌমস্তে সিন্দুর দিই। আমার স্বামী মুচ্ছিত, তাঁর অমঙ্গল হয় নাই, তা হ'লে আমি অন্তরে বুকতে পারতাম। ধার্মিক রাজা কখনও অনাচার দেখতেন না, আমার বলতেন, —‘বিধবার আচার করো’। মা, তুমিও ওঠো। বাবাকে স্নান করিয়ে দিই, উনি পূজা করুন, তারপর তুমি স্নান করো। বাবা আজ্ঞা করুন, নৈলে অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবো না।

গঙ্গাধর। ও মা—মা, তোর কথায় মনঃ যে বড় আখ-সিত হয়, আর কত দিন আশা ধরে থাকবো!

(মস্ত্রীর প্রবেশ)

মস্ত্রী। ব্রাহ্মণ, আমি আপনাদের সন্তান। রাজার আমার প্রতি আদেশ, বত দিন না তিনি ফিরে আসেন, আপনাদের না ক্রেশ হয়। দাস-দাসী নিযুক্ত কর্তে আপনারা নিবেদন করেছেন, তাই পারি নাই। আপনাদের ক্রেশ হ'লে রাজার নিকট অপরাধী হবো।

গঙ্গাধর। রাজ-কুপায় আমার কোনও অত্যাচার নেই, কিন্তু তবুও দেখুন, আমার পুত্রী অন্ধকার।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার যে সকল শূন্য হ'য়ে রয়েছে, সে নাই, আমি যে সব শূন্যময় দেখছি! আমার যে সব মনে পড়ছে! এইখানে হামা দিত, ওই-খানে হাঁটতে হাঁটতে প'ড়ে গিয়েছিল, এইখানে

আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে আসতো, পাঠশালা হ'তে এইখানে দাঁড়িয়ে মা ব'লে ডাকতো, শুইখানে বর সাজিয়েছি, এইখানে দাঁড়িয়ে বিদায় দিয়েছি, আর তো বাহা এলো না ! পাষণে নির্ধিত, তাই এত তাপে বক্ষ: বিদোর্ধ হয় নাই । বাবা, আমি যে, উপবৃত্ত ছেলে বাসরে ঘমকে দিয়েছি ।

মন্ত্রী । মা, কেন শোকাচ্ছন হচ্ছেন ? ব্রাহ্মণ, আপনি নিশ্চয় জানবেন, রাজা বিক্রমাদিত্য মিথ্যাবাদী নয় । যদি উপায় না থাকতো, তিনি বুথা আশ্বাস দিতেন না ।

গঙ্গা । বাবা, আমি কি ভাগ্যহীন ! পুত্রহীন হয়েছি, বালিকা পুত্রবধু দ্বিবারাত্র আমাদের জন্ত ক্লেণ করছে,—রাজচক্রবর্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্য আমার-অদৃষ্ট দোষে দেশে দেশে ভ্রমণ কচ্ছেন ; আমার ছায় হতভাগ্য ভারতে আর বিত্তীয় নাই !

(সিন্দুক লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম । না ব্রাহ্মণ, তুমি ভাগ্যবান,—তোমার ভাগ্যে আমি ভাগ্যবান ! আমার সকল কথাই পালন করেছে,—আমার শেষ কথা এই—তোমার পুত্রবধুকে বাসরের বেশে ভূষিত করো, আর তোমার ব্রাহ্মণী যে বেশে পুত্র—পুত্রবধুকে বরণ করেন, সেই বেশে মাল্লিক সামগ্রী লয়ে আসুন ।

গঙ্গাধর ও ব্রাহ্মণী । বাবা—বাবা,—আমার পুত্র কোথায় ?

বিক্রম । মা, এখনি পাবেন । ব্রাহ্মণ, আপনি বিজ্ঞ, কুটিল লোকের জিহ্বা অতি বিদারক । আমি সকলের সম্মুখে প্রমাণ করবো যে, তোমার সেই মৃতপুত্রই জীবিত হয়েছে ; আমি যেক্রপ বল্লম, করুন । ব্রাহ্মণীকে পুত্রবধু সুসজ্জিত ক'রে আনতে বলুন ।

গঙ্গা । বাও ব্রাহ্মণী, রাজ-আজ্ঞা পালনীয় । রাজার আশ্বাসে জীবনধারণ ক'রে আছি, এখনই সকল আশা পূর্ণ হবে, নয় নৈরাশ্রসাগরে ঝাঁপ দিব ।

সুমতি । এস মা, রাজা কখনই মিথ্যাবাদী নন ।

[ব্রাহ্মণী ও সুমতির প্রস্থান ।

বিক্রম । মন্ত্রী, তোমার পত্রে যেক্রপ আদেশ করেছি, বোধ হয় সেইরূপ করেছে ?

মন্ত্রী । হ্যাঁ মহারাজ, গ্রামের সকলকে সংবাদ দিয়েছি । বিশেষ বিবাহ রাতে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অনেকেই আগতপ্রায় ।

(প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ)

বিক্রম । (ব্রাহ্মণের মৃতদেহ সিন্দুক হইতে বাহিরে আনিয়া) সকলে দেখুন, এটাই ব্রাহ্মণকুমার কি না ?

সকলে । হ্যাঁ মহারাজ !

গঙ্গা । মহারাজ—এ যে মৃতপুত্র !

বিক্রম । চিন্তা দূর করুন ।

(শ্লোক পাঠ)

লক্ষ্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ

দৈবোপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ ।

অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে

ললাট লেখো ন পুনঃ প্রেরতি ॥

বিক্রম । মহারাজ, রক্ষা করুন ।

বিক্রম । ভয় কি ?

(ব্রাহ্মণী ও তৎপশ্চাতে সুমতির প্রবেশ ।)

ব্রাহ্মণী । বাবা, বাবা ! (বিক্রমকে জড়াইয়া ধর্য)
বিক্রম । মা, তোমার পুত্র-পুত্রবধু বরণ ক'রে ব তোলা ।

গঙ্গা । মহারাজ বিক্রমাদিত্য, আমি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ বলেছিলাম, রাজার পাপে, আমার পুত্রগণে অকালমৃত্যু হয়েছে । আমি এখন জানি না । আর্ধ্যকুলতিলক রাজচক্রবর্তী বিক্রমাদিত্য সিংহ সনে, ইতিপূর্বেও জানি না যে, আর্ধ্য রাজাগণে ঈদৃশী মহিমা ! রাজ্যেশ্বর যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি তার প্রমাণ একমাত্র মহারাজ ! মৃত পুত্র সজীবিত করেছেন !—সকলে সমন্বরে জয়ধ্বনি কর—জয় আর্ধ্যরাজের জয় ! জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয় !!

সকলে । জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয় !

বিক্রম । তোমরা আমার জয় গান ক'রো না জননী আর্ধ্যধাত্রী পুণ্যবতী ভারতমাতার জয় গান করো, আমি তোমাদের সেই জয়গানে যোগদান করি ! আমার আর্ধ্যধামে আর্ধ্যরীতি নীতি প্রচার হোক, জননীর পুণ্যবলে আর্ধ্য

ভূপতিগণ প্রজাপালনে সক্ষম হোক! জয় ভারতের জয়।

সকলে। জয় ভারতের জয়!

গীত

জয় জয় ভারত মাতা জয় মা শ্রীমা ভগবতী।

দেখ মা থাকে যেন তোমার পদে মতি গতি।
জননী ভুবনমোহিনী, তীর্থকারী কীৰ্ত্তিদাহিনী,
বান্ধিকী ব্যাস গায় মা তোমার পুরাকাহিনী,
সাম গানে তপোবনে নিত্য তোমার আরতি।
কর মা নরত্ব প্রদান, দে মা শক্তি মাতৃভক্তি
করি গুণগান,

গগনে সমীরণে উঠুক ঐক্যতান;
ওনি আধ্যাত্মেরি, কাঁপুক অরি, পূজা বীর-প্রসূতী ॥

চতুর্থ অঙ্ক।

—:—

প্রথম দৃশ্য।

—:—

উদ্ভান

সুসজ্জিত বিক্রমাদিত্যের চিত্রপট স্থাপিত।

বিদ্বাবতীর সখীগণ।

গীত।

দেখবো কেমন করে লো ওয়ার।

যখানে মনটানে সই, কই থাকে আর নারীর জোর।

বারে প্রাণ বিলিয়ে মেছে, যেচে কাছে সে এসেছে;

ওলট পালট কি হয় কি হয়, ভয় ঘুচেছে;

হি সরম ঢাকা, প্রাণে আঁকা, ভাববে গুমরের কদর
কথা কবে ছবি নীরবে, মনের আঁটক তখন কি হবে,

বিভোর আঁখি মনের কথা নীরবে কবে,

ছালা কার থাকে লো আর, অহুরাগে যে বিভোর ॥

১মা সখী। বিক্রমাদিত্যের ছবি তুই কোথার পেলি?

২রা সখী। ঘটক এনেছে, আমি রাগি মার কাছ
থেকে নিয়ে এসেছি।

১মা সখী। রাজকুমারী ছবি দেখেছে?

২রা সখী। দেখবে না কেন লো?—আমি ছবি এনে
দেখাতে গেলেম, ঢাক করে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

১মা সখী। হ্যাঁ ভাই, এখন বিক্রমাদিত্যের কথা
তুলে, বেজার হয় কেন বল দেখি?

২রা সখী। ওলো আমাদের কাছে চাপা দেয়।
শিবপূজা করে এসে বুদ্ধি ধরেছে, দেখিস নি।
আমি বে করবো না।

১মা সখী। বোধ হয় মনে করে যে, আমাদের বলে
বুদ্ধি মহাদেবের বর বিফল হবে। সুস্থপ্নের কথা
প্রকাশ করে না জানিস নি? ঐ রাজকুমারী
আসছে, আমরা সরে থাকি আর। এই সাজান
বিক্রমাদিত্যের ছবি দেখে কি করে আড়াল
থেকে দেখি।

২রা সখী। কই সে লেখা কাগজখানা উপরে মেয়ে
দিলি নি? প্রাণেশ্বরী, দেখ আমি বিক্রমা-
দিত্য, তোমার আশায় উপস্থিত হয়েছি, আমার
বরমালা দাও!

১মা সখী। এই যে লো ছবির মাথার উপর রয়েছে।
ঐ আসছে লো আসছে, সরে আর।

[সখীগণের প্রস্থান।

(বিদ্বাবতীর প্রবেশ)

বিদ্বা। এ কার ছবি? বোধ হয় বিক্রমাদিত্যের ছবি।

সখী এই ছবিই আমার দেখাতে এসেছিল বটে।

এই যে পরিহাস ক'রে লিখেছে, বরমালা দাও!

সখীরা তো জানে না যে, পাগল আমার পাগল

করে পালিয়েছে। শুদ্ধি রাজা বিক্রমাদিত্য

আমার বিবাহ করতে আসবেন। কি সর্বনাশ

হলো! পিতাকে কি বলবো? আর উপায়

নাই, সকল কথা প্রকাশ করবো। লক্ষ্যের

গলার মালা দেওয়া অবধি কায়মনবাক্যে তার

দাসী হয়েছি। তার গলার মালা দেওয়া ছরদুই

বোধ হয় নাই, সৌভাগ্য মনে হয়েছে। যতই

সে মুখ মনে পড়ে, ততই মনে হয়, আমার হৃদয়-

সর্বস্ব! বতই তার শিব-ভক্তি স্মরণ হয়, ততই

ভাবি, সে থাকলে তাকে নিয়ে পরম সুখী

হতাম।

১মা সখী। (অন্তরাল হইতে) ওলো ছবির দিক
থেকে ফিরে বসে রইল যে?

২রা সখী। (অন্তরাল হইতে) বোধ হয় আমরা রয়েছি
—টের পেয়েছে। চল আমরা বাই, ততক্ষণ কু
তুলি গে। ও একলা বসে ঠাট করগ।

বিষা। সেই পাগলের মুখে যে জ্যোতি দেখেছিলেম,
সে জ্যোতিতে পাগলকে মলিনবেশে যে স্তম্ভর
দেখেছিলেম, বোধ হয় সে দৌলখ্যের সহিত
রাজকুমার বিক্রমাদিত্যেরও তুলনা হয় না। সে
পাগল যদি ফিরে আসে, রাজ-সংসার পরিত্যাগ
করে, তার সঙ্গে কুটীর-বাসিনী হয়েও, তার পদ-
সেবা করতে পারলে পরম সুখে থাকতাম!
পাগলের কি শিব-ভক্তি! তার মুখে এমন
শিবের কথা শুনেছিলেম যে, মনে হয়েছিল, এ
পাগল নয়, নিশ্চয় শিবের বরপুত্র।

গীত।

এ সময়ে সে আছে কোথায়।

পাগলে পাগল ক'রে চলে গেছে ঠেলে পায় ॥
পাগলের অভিলষী, পাগলের আশে ভাসি,
হইতে কুটীরবাসী, তারি সনে প্রাণ চায় ॥
জীবন-বোঁবন-মান, চরণে করেছি দান,
তাজি কুল-অভিমান, বিমোহিত চিত্ত ধার ॥
আমোদে বিবাহ মাথা, মনে মন আছে ঢাকা,
সতী-জন্মে পতি আঁকা সে ছবি কি মোছা যায় ॥

(সখিগণের প্রবেশ)

বিষা। হ্যাঁ গো, তোরা কোথা গিয়েছিলি?

১ম সখী। কেন, তোমার ইষ্ট-দেবতা পূজার কুল
আনতে গিয়েছিলেম।

বিষা। সে কি গো?

২য় সখী। বুঝতে পাচ্ছ না?—এ কি দেখ না?

বিষা। কি দেখবো, বিক্রমাদিত্যের ছবি! সখি,
তোমার বার বার মিনতি কছি, আর ও কথা
বলো না।

২য় সখী। হ্যাঁ গো—আমাদের সঙ্গে আর কেন
ঠাট কচ্ছিস? সে দিন আমাদের বলে ক'রে বর
নিতে গেলি, তার পর থেকে বিক্রমাদিত্যের
কথা তুলে বেজার হস! মনে করছ—আমাদের
কাছে প্রকাশ করলে স্তম্ভর ফলবে না; কলোছে
গো—কলোছে!

সখিগণের গীত।

বিমলা রাজবালা হর পূজে পেয়েছে বর।

ফুটলে কলি আসে অলি সোরতে সে পায় খবর ॥

মন টানে যার বেখানে, মনের টানে সে তা জানে,
প্রাণের কথা প্রাণে প্রাণে, পার হয়ে গিরি-সাগর।
হয়ে সই পিপাসিনী, বারি চার চাতকিনী,
শুনে গগনে তার করুণবাণী, উদয় নব জলধর ॥

১ম সখী। তুমি কি ভাবছ, আমরা মিথ্যা বলছি?
যার চিন্তায় দিন দিন মলিন হ'চ্ছ, আহার নাই,
নিদ্রা নাই, মুখে হাসি নাই, সে নিষি তোমার
হাতে না এলে কি আমরা পিপাস ক'রতাম?

বিষা। কি হচ্ছে বল তো?

২য় সখী। এখন পথে এসো।

বিষা। কেন—কি হয়েছে?

১ম সখী। ওলো বলিস নে—আমরা শুমোর
করি আয়?

বিষা। বল—বল, কি হয়েছে?

২য় সখী। এখন সাদা পথে চলো—অত ঢং কর-
ছিলে কিসের?

বিষা। না—না, বলো—বলো।

১ম সখী। রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে মহারাজ
বটক পঠিয়েছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য বলে-
ছেন, 'আমার সোভাগ্য, আমিও তাঁর কস্তার
পানিগ্রহণের জন্য দূত প্রেরণ করছিলাম। বখন
আপনি সম্বন্ধ এনেছেন, আমি স্বয়ং গিয়ে উপ-
স্থিত হব।' বোধ হয়, আজিই উপস্থিত বেন।
এ ছবি আমরা কোথায় পেলেম? মহারাজ
আপনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঐ দেখ, মহারাজ
ও রাণী-মা আসছেন, ওদের কাছে শো'।

(রাজা শূরধ্বজ ও রাণীর প্রবেশ।)

১ম সখী। না, এতদিনে তোমাদের শিবপূজা করা সার্থক
হলো। রাজা বিক্রমাদিত্য তোমার পানি-গ্রহ-
ণের জন্য এসেছেন। উত্তানবাটিতে তাঁর স্থান
দিয়েছি। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলেন, যদি
আপনার কস্তা আমার মনোনীত করেন, তবেই
পানি-গ্রহণ করবো; আর যদি আমার মনো-
নীত না করেন, তা হলে কি করে বিবাহ হবে।
আমি কথা শুনে হেসে উঠলেম; আমি বললুম—
আমি জানি—তার মনোনীত। মহারাজ
বিক্রমাদিত্য আহ্লাদের সহিত উত্তর করলেন,—
'তবে মহারাজ বিবাহের উত্তোগ করুন'। তুইও
বাছা,—এতদিন লেখা-পড়া শিখালেম,—রাজাকে

মনের ভাব প্রকাশ করে, একটি কবিতা লেখ।
পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে শুনেছি, তুমি কবিতা
রচনায় অভিশয় স্নিগ্ধা! এত কি গো, তুমি
এ আত্মাদের সংবাদে মাথা হেঁট করে রইলি যে।

১। মাথা হেঁট করবে না? আমি বললুম,
তোমার আস্তে হবে না, আমি গিয়ে সব
বলছি। মাথা হেঁট করবে না তো কি? তুমি
যেমন আত্মাদে নাচো, ওরা তেমনি তোমার
সামনে খেঁই খেঁই করে নাচবে বুঝি? ঐ দেখছো,
রাজা বিক্রমাদিত্যের ছবি ফুল দিয়ে সুসজ্জিত
করে রেখেছে।

২। হ্যাঁ—হ্যাঁ, পেটের ছেলে—পেটের ছেলে,
তুমিও যে, আমিও সে, তা আর গজা কি—তা
আর লজা কি, তা আমি চললুম—তা আমি
চললুম! মা, সুন্দর করে কবিতাটি লিখো।
রাজ-সভার কালিদাস, বয়সটি প্রভৃতি বড় বড়
কবি আছেন, যেন তাঁরা প্রশংসা করেন।

৩। হ্যাঁ পা—তুমি যাও না গা।

৪। এই বাচ্চি—বাচ্চি, রাজা মেরেকে শিব-মন্দিরে
ছয়বেশে দেখেছেন, দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

৫। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হয়েছেন—হয়েছেন, তুমি যাও।

৬। রাজী, বড় আনন্দ—বড় আনন্দ! রাজা
বিক্রমাদিত্য জামাতা হবে! (সখীদের প্রতি)
মা, এইবার তোমাদের নৈপুণ্য বুঝবো, দেখবো,
কতটুকু কেমন সুসজ্জিত করো।

[শ্রদ্ধাজের প্রস্থান।

৭। দেখ মা, রাজা কবিতা লিখতে বলুন। তুমি
বিবাহের পর যা হয় করিস। বিজ্ঞাই শিখো—
আর যাই করো—পুরুষকে কবিতা লেখা
আমাদের পক্ষে বাচালতা! সে কি—তুমি
কাঁদছিস কেন?

৮। মা,—

৯। কি রে, কি হয়েছে বল না। চুপ করে
রইলি কেন? আয় আমার ঘরে আয়।

[বিধাবতীকে লইয়া প্রস্থান।

সখী! দেখছিস ভাই, চং দেখছিস?

সখী। না ভাই, চং নয়, আমি কিছু বুঝতে
পাচ্ছি নে।

সখী। তুমি আবার এক নেকী, বুঝতে পাচ্ছেন
না!—আনন্দ অক্ষ।

২য় সখী। না ভাই, তা নয়।

১মা। তবে কি, তোমার কথাটা শুনি?

২য় সখী। জাখ ভাই, সেই যে 'লক্ষ্মী' পাগলা এসে-
ছিল, তার ঢোলের এক পিঠি ছিঁড়ে গিয়েছিল,
সেই ছোঁড়া ঢোলটা বন্ধ করে নিয়ে এসেছে;
নিয়ে শয্যা গৃহে রেখেছে। দিনের বেলায়
বুকের সাথে, রাজে সেই ঢোলটা সুসজ্জিত করে
শযায় নিয়ে শোয়; আমি একদিন দেখেছি।

১মা সখী। তোর এক কথা! সে রাজার মেয়ে,
কি একদিন কি দেখেছিল চপেছিলো?

২য় সখী। আচ্ছা, বিক্রমাদিত্যের ছবি এমন করে
সুসজ্জিত করে রাখলুম, সে দিক পানে পেছ
কিরে কি ভাবতে লাগলো?

১মা সখী। তোরে তো বললুম, আমরা অন্তরালে
ছিলেম, টের পেয়েছিল। হ্যাঁ রে নারী হয়ে নারীর
ছল জানিস নি? এখন চল, ভাল করে রাজ-
কর্তাকে সাজিয়ে দিইগে চল।

সখীগণের গীত।

নারী হয়ে বুঝি নি লো নারীর ছল।

শরমের মরম কথা গোপন কি সে রাখবে বল ॥

সঁপেছে জীবন বাবে, অভিমান দিতে নারে,

নইলে কি মান রাখতে পারে,

পুরুষ তো সই নয় সরল ॥

ছল করে মন বুঝে দেখে,

নারী কি ছল সাথে শেখে,

মনে মন রাখে ঢেকে, ছল বিনা নাই নারীর বল ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

অধ্যাপকের বাটী।

অধ্যাপক ও অধ্যাপক-পত্নী।

অধ্যাপক-পত্নী। আমি বিবাহ বাড়ী যাবার সময়
বলে গেলেম, যে ছাত্রেরা নিমন্ত্রণে গেছে, আমিও
বাড়ীতে থাকব না, তুমিও যদি বেরিয়ে যাস, ভাল
করে দোর টোর বন্ধ করে বাস। ছোঁড়া ছোঁড়া

পরে, বড় পেরে, হামা টানতে টানতে এসে বলে,
'ননী দে'। আমি ভাবলুম, আমি দ্বিধা বলে
বুঝি আমার সঙ্গে তালাস কক্রে, বে বাড়ী চলে
গেলেন। ভোরে কিরে এসে দেখি, ছাত্রেরা
সব ধরে রেখেছে, আর উম্মাদ পাগল, খেই খেই
করে নাচে, আর বলছে 'লক্ষ্য—লক্ষ্য!'

অধ্য। কোথায় গেল?

পত্নী। ঐ যে আসছে।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। রাধে—রাধে তুমি কি বংশী-ধ্বনি শুনে
পাচ না? এখনি কেন মালা দিতে আসছো
না?

অধ্য। এই যে দেখছি কবিরাজ প্রেমের তুফান তুলে-
ছেন, তোমার এত প্রেম উধায়ে উঠলো কিসে?

জগ। দাদা, প্রাণ গেল—প্রাণ গেল! রাজকন্তা
—রাজকন্তা! ওরে বেটা লক্ষ্য—ওরে বেটা
লক্ষ্য!

অধ্য। ও আবাবীর পুত্র, রাজকন্তা—রাজকন্তা কি
বল্ছিল?

পত্নী। হ্যাঁ গো, একবার বলে রাজার জামাই,
একবার বলে 'লক্ষ্য'।

অধ্য। আর দেখছি কি! আরে বেলিক, কানালের
ঘোড়া রোগ ধরলো কেন?

জগ। আমার বরমালা দিয়েছে। আবাবী—আবাবী,
ধবলি, তাক্তা, থৈ থৈ! ঐ লক্ষ্য—ঐ লক্ষ্য!

অধ্য। কি তোমার গুপ্তির মাথা আমার ভেঙ্গে
বলতে পারিস? একটু স্থির হ না, কি হয়েছে
বল না?

পত্নী। আহা, ওকে আর মুখঝামটা কেন দিচ্ছ বল?
বাছাকে বুঝি কে কি গুণগান করেছে।

অধ্য। আর গুণগান করতে হয় না, ওঁরই গুণে
থৈ পায় না। সে রাজে কি কোথাও গিয়েছিল?

পত্নী। বলেছিল তো যাব!

জগ। দাদা, রাজকন্তা—রাজকন্তা! প্যারী—
প্যারী, কোথায় গেলে—কোথায় গেলে? আমি
যাব কি ক'রে, প্রহরীরা চোর বলে ধরবে।
লক্ষ্য—লক্ষ্য। কি হলো—কি হলো!

রাধে রাধে, দেখে বাও আমি ধুলার শোটাছি।
অধ্য। কোন্ রাজকন্তা?

জগ। কেন এ এই রাজকন্তা! বরমালা—বরমালা,
প্রণামী—প্রণামী, শিবের কাছে প্রতিশ্রুত!
শিবের কাছে প্রতিশ্রুত! দাদা, আমার রাধা
কোথায়, আমার প্যারী কোথায়, আমার চন্দ্রা-
বদৌ কোথায়, আমার ললিতা কোথায়? দেখ—
দেখ, লক্ষ্য—লক্ষ্য, আমার বৈধে কেলবে,
সিন্দূকে পুর্বে, আমি বাবো না, ধ'রে কেলবে।

পত্নী। হ্যাঁ গো, এ কি বাই?

অধ্য। ঢেকি বাই! সে দিন রাজকন্তার নিকট
ল'রে গিয়ে সর্কনাশ করেছি, তাদের রূপে মুগ্ধ
হয়ে উন্মাদগ্রস্ত হয়েছে।

জগ। দাদা—দাদা, রাজার জামাই—রাজার
জামাই, না—না, লক্ষ্য—লক্ষ্য!

অধ্য। হ্যাঁ রে, 'লক্ষ্য' কি? রাজকন্তা তোর
'লক্ষ্য' কি? হেঁড়া চোটার শুরে, এ কি
দুঃস্বপ্ন দেখছিস? স্থির হ'না!

জগ। প্রাণ যে ধৈর্য মানেন না গো!

অধ্য। জগন্নাথ, একটু ধৈর্য ধরো, আর করবে
কি? এখন চলেম; রাজা ধূলো পায়েই যেতে
আদেশ দিয়েছেন। রাজবৈজ্ঞকে আনি, যদি
কিছু উপায় হয়।

জগ। যেয়ো না—যেয়ো না, বুক ফেটে গেল—বুক
ফেটে গেল! রাজ-জামাতা—রাজ-জামাতা!

পত্নী। ভাই, তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজ-জামাতা
কেন বলছে? রাজা শুনে কি বলবেন!

জগ। না, না—লক্ষ্য—লক্ষ্য!

[জগন্নাথের প্রস্থান।]

অধ্য। কোথায় গেল—কোথায় গেল?

পত্নী। কোথাও যাবে না, চুপ করে রান্নাঘরের এক
কোণে গিয়ে ব'সে থাকবে।

অধ্য। যাক, এখন রাজবাড়ী হ'তে আসি।

পত্নী। আমি মিটি ক'রে জিজ্ঞাসা করি, 'কেন
অমন কচ্ছিস?' তা বলে কি জানো, দ্বিধা
পাগলামি কচ্ছি সাথে! রাজকন্তাকে বে' করতে
গিয়েছিলেম, রাজা জানতে পারলে আমার ঘেরে
কেলবে।' এ কি বাই?

অধ্য। কুসন্তান, ত্যাগ করাই উচিত ছিল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

—ঃঃ—

রাজ-অন্তপুর।

শূরসভা।

শূর। রাজা বিক্রমাদিত্যের খবর হবো। কি আনন্দ—কি আনন্দ!

(রাণীর প্রবেশ)

এই যে রাজ্ঞী, এসো এসো! দেখ, আমার অত্যর্থনায় মহারাজ যে সন্তুষ্ট, সে কথা কি বলবো! নগরসজ্জা দেখে আনন্দ করেছেন, উড়ানবাটী দেখে আনন্দ করেছেন, আর যখন গিরে বল্লম, আমার কত্তা কবিতা প্রেরণ করবে, তখন আর আনন্দের পরিসীমা রইলো না! মহারাজ বলেন—

গী। স্থির হও,—কথা শোনো!

র। আর শোনাননি কি? কলাই বিবাহের আয়োজন! আমি পণ্ডিত মহাশয়কে আস্তে বলেছি। তিনি কি কি মাসলিক কার্য্য করতে হয় করুন। আর দেখ—নগর যে সুসজ্জিত করবো, তা আমার মনেই আছে, মর্ত্ত্যে অলকা-ভূবন করবো, আর রাজনানে রাজ্যের দরিদ্র রাখবো না।

গী। মহারাজ, সর্বনাশ!

র। যেথো দাও সর্বনাশ! ভাণ্ডার লুটিয়ে দেবো, কেবল তোমার আর আমার পরিধান বস্ত্র রাখবো। আর সব দান কর্ণো। এ কি যে সে আনন্দের কথা।

গী। মহারাজ, শোনো।

র। শুন্বো কি—শুন্বো কি? রাজাধিরাজ রাজ-চক্রবর্ত্তী, বিক্রমাদিত্যের খবর।

গী। এ দিকে মহা বিপদ উপস্থিত!

।। কি—কি, বিপদ কি?

গী। মহারাজ, স্থির হও।

।। কি—কি, স্থির হবো কি? কি বিপদ বলো না?

গী। তোমার কত্তা বিবাহিত।

।। রাজ্ঞী, আনন্দের সময় কি পরিহাস করো?

রাণী। মহারাজ, কত্তার সম্বন্ধে কি একরূপ পরিহাস করা যায়?

শূর। তবে কি—তবে কি বলছ?

রাণী। সত্যই বিবাহিত।

শূর। অ্যা—অ্যা—কি সর্বনাশ! বিক্রমাদিত্য বিবাহ করিতে নগরে প্রতিধি, কত্তা কুলে কলঙ্ক দিয়ে গোপনে বিবাহ করেছে? কি হবে! উমানাথ কি বিষম সঙ্কটে কেল্লেন! আহি সমাজে কি ক'রে মুখ দেখাবো! এর অগ্রে আমার মৃত্যু কেন হলো না? কি হলো—কি সর্বনাশ! রাজগৃহে একরূপ কলঙ্কের কারণ কে? তার এখনি প্রাণবধ করবো, তার মৃতদেহের সহিত কুল-কলঙ্কিনী কত্তাকে দগ্ধ করবো! কি হলো—কি সর্বনাশ হলো! রাজ্ঞী, সত্য বলছো, এখনো আমার প্রত্যয় হচ্ছে না। সমস্ত ঘটনা বলো।

রাজ্ঞী। মহারাজ, একজন পাগল “লক্ষ্য” বলে ঘুরে বেড়াতো, তারই গলায় কত্তা মালা দিয়েছে।

শূর। একি! একি রহস্য—একি পরিহাস! এ অসম্ভব কথা কেন বলছ?

রাণী। মহারাজ, কোন পাণ্ডু ব্রাহ্মণের ছলে, কত্তা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে শিব-মন্দিরে তারে বিবাহ করতে যায়। সে ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে সে স্থলে এক পাগল উপস্থিত ছিল, তারই গলায় মালা প্রদান করেছে।

শূর। সে ব্রাহ্মণ কে? সে পাগল কোথায়?

রাণী। সে পাগল নিরুদ্দেশ। তোমার নাম ক'রে, তার অনুসন্ধান করতে মন্ত্রীকে আদেশ দিয়েছি।

শূর। সে কপট ব্রাহ্মণ কে? বল—বল? কে সে ব্রাহ্মণ-কুলাধম দেখি।

রাণী। মহারাজ, শান্ত হোন্ দেই হোক—সে ব্রাহ্মণ।

শূর। হোক ব্রাহ্মণ, তার প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান করবো। বল—বল—সে কে?

(অধ্যাপকের প্রবেশ)

ঠাকুর এসেছেন, আর কি দেখেছেন, সর্বনাশ!

অধ্যাপক। মহারাজ, কি হয়েছে?

শূর। আর কি হবে, আমার কুল গেল, মান

পেল, রাজা বিক্রমাদিত্যের কোণে বা সর্বস্ব
যায়।

অধ্যা। কেন মহারাজ, সহসা এমন কি ঘটনা উপ-
স্থিত হ'লো?

শূর। এই রাজ্যের নিকট শুভ্রন, একটা পাগলের
গলায় আমার কত্যা বর-মালা দিয়েছে।

অধ্যা। সে পাগল কোথায়?

শূর। নিকৃদেব।

অধ্যা। (স্বগত) বা ভেবেছি তাই, (প্রকাশে)
মহারাজ, কোন বিশেষ রহস্য আছে।

শূর। আর রহস্য কি, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের
কোণে আমার সর্বনাশ!

অধ্যা। সে চিন্তা করবেন না, ঘটনা যদি সত্য হয়,
মহারাজ বিক্রমাদিত্য একরূপ অবস্থায় নন যে,
যুবতী কত্যা চপলতার নিমিত্ত আপনাকে দোষী
করবেন। কি ঘটনা যদি আমার নিকট বর্ণনা
করেন, প্রতিকারের মন্ত্রণা করা যায়।

শূর। এই শুভ্রন, রাণীর নিকট শুভ্রন, যার মূল-
কণা কত্যা, তাঁর নিকট শুভ্রন।

রাণী। কোন এক ব্রাহ্মণকুমার, আমার কত্যা
নিকট প্রণামী গ্রহণচ্ছলে প্রতিক্রমিত ক'রে লন
যে, শিব-মন্দিরে উপস্থিত হ'য়ে আমার কত্যা
তাঁর গলে বরমালা প্রদান করে।

অধ্যা। (স্বগত) দেখ—দেখ, ভেড়ের কাজ দেখ!
(প্রকাশে) তার পর মা—তার পর?

রাণী। তার পর শুভ্রন, —অন্ধকার মন্দিরে তিনি
উপস্থিত ছিলেন না, তাঁর পরিবর্তে 'লক্ষ্মণ' নামে
একজন উন্মাদ সেথায় ছিল, ভ্রমবশতঃ বিধবাতী
তাঁরই গলে বরমালা প্রদান করে। মালা দেবার
পরই সে 'লক্ষ্মণ' পলায়ন করেছে।

অধ্যা। (স্বগত) ঐ আবাগের ব্যাটাই 'লক্ষ্মণ'
সেজেছিল। ভাবলে যদি কত্যা রাজার নিকট
প্রকাশ করে, দণ্ড পাবে, কেন না, কে 'লক্ষ্মণ'
—তাঁর তত্ত্ব হবেনা! ঠিক ঠাউরেছি, ঐ অকাল-
কুদ্রাণ্ডই বটে।

শূর। আর কি জাবুছেন? ভেবে কি কুল-কিনারা
আছে?

অধ্যা। সে লক্ষ্মণ কোথায়?

রাণী। তার আর উদ্দেশ্য নাই।

অধ্যা। বিশেষ তত্ত্ব লওয়া হয়েছে কি?

রাণী। কত্যা গোপনে, বিস্তর অর্থ পুরস্কার দিয়ে,
লোক দ্বারা অনেক অন্বেষণ করেছেন, কিন্তু
পায় নাই। মন্ত্রীও অন্বেষণ করেছেন।

শূর। আর কি জিজ্ঞাসা করেন? রাজচক্রবর্তীর
কোণে আমারই সমূলে বিনাশ।

অধ্যা। মহারাজ, রাজা বিক্রমাদিত্য রাজচক্রবর্তী
সত্য, কিন্তু যদি সে 'লক্ষ্মণ' ব্রাহ্মণ হয়, আর
তাঁকে যদি আপনার কত্যা বরমালা প্রদান
ক'রে থাকেন, তাতে আপনার কুলগৌরব
ব্যতীত কলঙ্ক নাই।

শূর॥ ব্রাহ্মণ কোথায়?—পাগল!—পাগল!

অধ্যা। মহারাজ, বিশেষ তত্ত্ব তো কিছু অবগত
হওয়া যায় নাই। রাজকত্যা-দর্শনে মুগ্ধ হয়ে, হয়
তো কোন ব্যক্তি পাগলের ভাণ করে বরমালা
গ্রহণ করেছিল, এক্ষণে রাজ্যে ছদ্মবেশ পরি-
তাগ ক'রে গোপনে অবস্থান কচ্ছে।

রাণী। শুভ্রন, সে একজন ঢুলি।

শূর। ওরে কি সর্বনাশ হ'লো—কি সর্বনাশ
হ'লো! ঢুলীর গলায় বরমালা দিলে! ঢুলি
জামাই। মুচি বেয়াই, মেথরাণী বেয়ান! এত
দুর্গতি আমার অদৃষ্টে ছিল!

অধ্যা। মহারাজ স্থির হোন। রাজী, বিনা কারণে
এ সব তত্ত্ব লই নাই। এ পাগল ব্রাহ্মণকুমার
হওয়াই সম্ভব।

শূর। সে কিরূপ? সে লক্ষ্মণকে কি আপনি জানেন?
সে কি ব্রাহ্মণ?

অধ্যা। মহারাজের নিকট সবিশেষ বলতে পারলেম
না, সম্ভবতঃ সে ব্রাহ্মণ।

শূর। তিনি না হয় ব্রাহ্মণ হ'লেন, এখন বিক্রমা-
দিত্যের কোণে কি করে নিস্তার পাই? তিনি
বিবাহের লগ্ন স্থির করতে বলছেন।

অধ্যা। আমি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট উপ-
স্থিত হ'য়ে বৈরূপ কর্তব্য—করবো। মহারাজ
তাঁর নিকট গমন করতে প্রস্তুত হোন। আমি
বিক্রমাদিত্যের নিকট গমন করেছি সংবাদ
পেলে, মহারাজ গিয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ
করবেন। কত্যা কে সঙ্গে লয়ে যাবেন। কোন
চিন্তা নাই, আমি ব্রাহ্মণ, আশ্বাস দিচ্ছি।

শূর। সর্বনাশ হ'লো—সর্বনাশ হ'লো! মহানন্দে
—নিরানন্দ! অমৃত—হলাহল!

মধ্য। মহারাজ, এরূপ উদ্দিগ্ধ হ'লে কোন কলই হবে না, স্থির হোন। যদি আশ্বপকুমারের সহিত সত্যি বিবাহ হ'য়ে থাকে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এরূপ নীচচেতা নন যে, আপনায় কোন অনিষ্ট করবেন। (স্বগত) আমার মাথাতেই কলঙ্কের বোঝা উঠলো, আর হুগুধিনী রাজকুমারীরই দুর্ভাগ্য! আহা! অবলার যে সর্বনাশ হবে, নইলে রাজদণ্ডে এই ব্রাহ্মণকুল-কলঙ্কে দণ্ডিত করতেন। বাই, স্বরূপ অবস্থা অবগত হ'য়ে, বিক্রমাদিত্যকে আবেদন করি, স্বয়ং পাবণ্ডকে ল'য়ে তথায় উপস্থিত হই। বিক্রমাদিত্যের দ্বারা কদাচ অস্ত্রার বিচার হবে না।

।গী। প্রভু, কি হবে?

মধ্য। মা, স্থির হও। মহারাজ, চিন্তার কোন কারণ নাই।

[অধ্যাপকের প্রস্থান।

।র। ভট্টাচার্য্য বলেন, চিন্তার কোন কারণ নাই। চিন্তার সাগর—কোন দিকে কুল নাই!

।গী। মহারাজ, আপনায় ত্রিমুখেই শুনেছি, অদৃষ্ট লজ্জন হয় না। যা অদৃষ্টে ছিল—হ'য়েছে, তবে কেন এরূপ চঞ্চল হচ্চেন? শান্ত হোন।

।র। আমার অদৃষ্টে এরূপ হবে, আমি এ স্বপ্নেও জানি নে। রাজী, কত সাধ করেছি, বড় আশায় নিরাশ হলেম। ভেবেছিলাম, ভারতবর্ষে সর্ব-প্রধান করপ্রব রাজা হবো; ভেবেছিলাম, বিধাবতী বিক্রমাদিত্যের মহিষী হবে; ভেবেছিলাম, গৌরবের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করবো, সকলই বিফল! এখন রাজ-কোপে নিস্তার কিরূপে পাবো, তার উপায় দেখি না।

।গী। অধ্যাপক অবশ্যই কিছু স্থির করেছেন।

।র। স্থির করেছেন আমার মাথা আর মুণ্ড! ওঃ, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কি সাধাশ্রু অপমান হবে! সে অপরাধ কি মার্জনা করবেন।

।গী। যা হবার হবে, অধ্যাপক বেক্ষপ বলেন, ক'রো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:—

উদ্ভান-বাট।

বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী।

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজকন্ডা কিরূপ সত্য পরীক্ষা করবো। লক্ষ্য জ্ঞানে আমার বরমাণ্য দিয়েছে। সে কথা গোপন রেখে যদি আমার বিবাহ করতে চায়, অবশ্য রাজ-অস্ত্রপুরে গ্রহণ করতে আমি বাধ্য, কিন্তু তিনি বিস্তরচিত্র নন, এ কথা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, অধ্যাপকের দৌহিত্রকে কেন পরীক্ষা করবেন?

বিক্রম। অধ্যাপকের আবেদন পড়ে প্রকাশ হচ্ছে যে, অধ্যাপকের সম্পূর্ণ ধারণা—তার দৌহিত্রকেই রাজকন্ডা বরমাণ্য প্রদান করেছেন। তাঁরও সে সন্দেহ দূর হওয়া আবশ্যক। নচেৎ কুলো-কেরা বলতে পারে যে, কন্ডার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আমি অধ্যাপকের দৌহিত্র-পত্নীকে গ্রহণ করেছি। সে বর্ষর এখন কি বলে, শোনা যাক।

মন্ত্রী। ঐ আসছে।

বিক্রম। তুমি পরীক্ষা করো।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

(অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রবেশ)

অধ্য। মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। তিনি এখনই আসবেন।

অধ্য। রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়েছেন?

মন্ত্রী। হ্যাঁ, আপনায় আবেদন পড়ে রাজার নিকট পাঠ করেছি। আবেদন পড়ে ব্যক্ত, আপনি প্রবাস হ'তে গৃহে প্রত্যাগমন ক'রে, আপনায় দৌহিত্রকে উন্নাদ অবস্থার দেখলেন। এখন যে উন্নত নয়, তার প্রমাণ?

অধ্য। সে কথাও আবেদনে প্রকাশ করেছি, ভয়ে উন্নততার ভাগ করেছিল। যদি কথা স্বরূপ না হতো, লোকসমাজে কলঙ্ক ভার গ্রহণ করে, এ সমস্ত হোরাঙ্কের নিকট প্রকাশ করতেন না।

মন্ত্রী। আপনায় কলঙ্ক কিসের?

অধ্যা। কলঙ্ক নয়? আমি প্রবাসে নাবার দিন দৌহিত্রকে রাজকন্ডার নিকট লয়ে যাই। প্রবাস থেকে এসে আমিই প্রকাশ কছি যে, কোশলে আমার দৌহিত্র রাজকন্ডা বিধাবতীর মালা গ্রহণ করেছে। লোকে সহজেই সন্দেহ করতে পারে, এ সমস্তই এই বুদ্ধ লোভী অধ্যাপকের মন্ত্রণা। কিন্তু আমার কলঙ্ক হোক, উপায় নাই। আমি এ সমস্ত প্রকাশ না করলে মহারাজ বিক্রমাদিত্য আমাদের রাজ্যের উপর কুপিত হবেন, আমার ছাত্রীর কুলটা অপবাদ হবে, রাজকুলে কলঙ্ক থাকবে, তাই ভাবলেম,—কলঙ্কপশরা আমিই মস্তকে ধারণ করবো। মন্ত্রীমহাশয়, শত্রু কখনো মিথ্যা নয়,—কুসন্তানকে গৃহে স্থান দেওয়া অকর্তব্য। এই পাষণ্ড দৌহিত্রকে বর্জন না করে এইরূপ জনসমাজে অপদস্থ হ'লেম।

মন্ত্রী। ভাল, এখন কিরূপে বুঝাবো যে উন্মাদ নয়।

অধ্যা। এইক্ষণেই আপনার উপলব্ধি হবে যে—উন্মাদ নয়, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। (জগন্নাথের প্রতি) ঝাং, কোন ভয় নাই, রাজ্যের নিকট স্বরূপ বৃত্তান্ত বলিস্। মহারাজ অতি ধার্মিক। যদি তোর কথা সত্য হয়, রাজকন্ডার প্রতি কৃপা করে, তোরে মার্জনা করবেন, আর রাজকন্ডাকেও পাবি, কিন্তু মিথ্যা বললে রাজ-কোপে দণ্ডিত হবি।

জগ। না—না, তুমি রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করো, সে আমার বরমালা দিতে চেয়েছিল।

মন্ত্রী। তিনি বরমালা দিতে চেয়েছিলেন, তুমি মন্দিরে উপস্থিত হ'য়ে বরমালা গ্রহণ করেছিলে কি?

জগ। হ্যাঁ—না—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

অধ্যা। ভয় কি, স্বরূপ বল। ঘটনাটা কি জানেন মন্ত্রীমহাশয়, এ মুখ ভয়ে পাগল বেশে তথ্য উপস্থিত হয়েছিল। মালা প্রদানের পর আরও ভয় হলো, তাই পলায়ন করেছিল।

মন্ত্রী। এক্ষণ কি ম'শায়ের নিকট ব্যস্ত করেছে?

অধ্যা। ও মুখ, ও কি সমস্ত শুছিয়ে বলতে পারে। আমি অহুমান ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, ও সমস্ত কথাতে সায় দিয়েছে।

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি বোকা বামন, সব বলতে পারি নাই।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

অধ্যা। মহারাজের জয় হোক!

জগ। (স্বগত) ও বাবা, এ সেই লজ্জাব্যের মত।

বিক্রম। আচ্ছা, এখন ভূমি বল, কি হয়েছিল?

অধ্যা। মহারাজ, আমি নিবেদন ক'ছি।

বিক্রম। না, ও'র নিকট না শুনলে স্মৃতির হবে না, আপনি ক্ষান্ত হোন।

অধ্যা। বল না রে, বল না। (স্বগত) কি বলব, তোরে দণ্ড দিলে যে রাজকুমারীর কষ্ট হবে, নচেৎ এইক্ষণেই তোরে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করতাম। (প্রকাশ্যে) বল, তোর গলায় মালা দিলে, তারপর কি করলে?

জগ। অ্যা—অ্যা—কখন?

বিক্রম। তুমি ভয়ে ছুটে পালালে?

জগ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মহারাজ, হ্যাঁ—হ্যাঁ।

বিক্রম। তারপর কি হলো, তারপর কোথায় গেলে?

জগ। বাড়ীতে গিয়ে শুলুম।

বিক্রম। সত্য?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি তবু লয়েছি, একটা সিন্দূকের ভেতর লুকিয়ে ছিলেন।

বিক্রম। এই তো মিথ্যা বলচ? সিন্দূকের ভেতর লুকিয়েছিলে, আর বলছ বাড়ীতে এসে শয়ন করেছ।

জগ। সিন্দূকের ভিতরে এসে শয়ন করেছিলুম।

মন্ত্রী। শুনলুম, সে সিন্দুক কুলুপ আবদ্ধ ছিল। কে বন্ধ করেছিল?

জগ। আমি করেছিলুম—আমি করেছিলুম।

বিক্রম। দেখুন, ব্রাহ্মণ কিরূপ মিথ্যাবাদী। বলছে সিন্দূকের ভেতর শয়ন ক'রে, নিজেই কুলুপ বন্ধ করেছে।

অধ্যা। মহারাজ, রাজদর্শনে ও'র মস্তিষ্ক বিকল হ'য়ে যাচ্ছে।

বিক্রম। না, ও মিথ্যা বলছে, স্বরূপ বৃত্তান্ত এখনই শুনবেন। (উচ্চকণ্ঠে) 'লজ্জা'! 'লজ্জা' তোমার আবদ্ধ করেছিল।

জগ। ও বাবা রে—সেই 'লজ্জা' রে!

বিক্রম। স্বরূপ যদি না বলো, তোমার প্রতি শুভ্র-তর দণ্ড আদেশ হবে। আর সত্য বলো, মার্জনা করবো।

গ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মহারাজ! আমি বে' করতে বাবার জন্তে রাজচি-গুজি, লক্ষ্য সিদ্ধি কঁধে করে এলো, বরেন, সিদ্ধি ক'রে রাজকন্তা বেতে বলেছে। আমার চুড়ো পরিষে, ধড়া পরিষে, সিদ্ধি ক'রে করালে, তারপর কুলুপ দিয়ে হেঁসেল ঘরে রেখে পালালো।

কম। তুমি কিরূপে মুক্ত হ'লে?

গ। তারপর খানিক রাজে এসে সিদ্ধি খুলে দিলে, আমি বেরিয়ে এলাম, বলে, "আমি ভূত, আমি ভূত"। তারপর সিদ্ধিটা নিয়ে পালালো।

গা। মহারাজ, অতি ভীক, তাই বালাবধি হীন মস্তিষ্ক; রাজসমীপে ভয়ে কি আবল-তাবল বন্ধে।

কম। না ব্রাহ্মণ, এইবার স্বরূপ বলছে। সমস্ত প্রমাণ এখনি পাবেন। মন্ত্রী, এঁদের দুজনকে অপর স্থানে ল'য়ে গিয়ে অধ্যাপকের পরিচর্যায় লোক নিযুক্ত করো।

গ। আসুন ঠাকুর।

গা। মহারাজ, যেন সুবিচার হয়। আমাদের রাজার কোন দোষ নাই। যদি মহারাজের বিচারে কুলদ্বার রাজকন্তার স্বামী না হয়, এর পাপের সমুচিত দণ্ড দেবেন, ব্রাহ্মণ ব'লে মার্জনা করবেন না।

কম। চিন্তা দূর করুন, কখনই বিচার হবে না।

[মন্ত্রী, অধ্যাপক ও জগদ্বাণের প্রস্থান।

(প্রহরীবেশে রাজ-অমাত্যের প্রবেশ)

গা। মহারাজ, রাজা শ্রদ্ধা রাজ দর্শনে অবগত।

কম। শব্দ সমাদরের সহিত ল'য়ে এসো। (স্বগত) এইবার আর এক অভিনয়।

[অমাত্যের প্রস্থান।

আসতে আজ্ঞা হয়—আসতে আজ্ঞা হয়। আসন গ্রহণ করুন।

গ। রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী, আমি অপরাধী, আপনার সম্মুখে আসন গ্রহণের উপযুক্ত নই?

কম। সে কি কথা বলছেন—সে কি কথা বলছেন!—বিবাহের দিন স্থির কি হয়েছে?

গ। মহারাজ, অধ্যাপক কি আপনার নিকট আসেন নাই!

বিক্রম। এসেছিলেন,—তিনি এক ভণ্ড বর্বর দৌহিত্রের সহিত সভার উপস্থিত হয়েছিলেন।

শূর। তবে কি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হন নাই?

বিক্রম। কি বৃত্তান্ত আজ্ঞা করুন।

শূর। আমার কন্তা বিবাহিতা।

বিক্রম। সে কি? আমার সহিত প্রতারণা!

শূর। আমি অপরাধী, কিন্তু আমার জ্ঞানকৃত অপরাধ নয়।

বিক্রম। তবে কিরূপ?

শূর। আমার কন্তাকে ল'য়ে এসেছি, তার নিকট শ্রবণ করুন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজা কি বলছেন শুনেছো? আমার নিকট ঘটক প্রেরণ ক'রে, এখন বলছেন, তাঁর কন্তা বিবাহিতা!

মন্ত্রী। সে কি মহারাজ?

শূর। আমার কন্তা উপস্থিত আছেন—শুভুন।

বিক্রম। তিনি কি সভার আসতে প্রস্তুত?

শূর। হ্যাঁ মহারাজ, আমি নিয়ে আসছি।

[শ্রদ্ধাভ্রের প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজহুমারী সত্য, নচেৎ অলঙ্কিত মালা দেবার কথা প্রকাশ করতেন না। আরও একটু দেখা যাক। পরীক্ষা করা যাক, উপস্থিত প্রলোভন কিরূপ পরিত্যাগ করেন।

(বিবাহবতীকে লইয়া শ্রদ্ধাভ্রের পুনঃ প্রবেশ)

মহারাজ, আপনার কন্তা পরমাহুন্দরী! বোধ হয়, আমার এর উপযুক্ত বিবেচনা না ক'রে, এরূপ কৌশল ক'রছেন।

শূর। মহারাজ, আপনি জ্ঞানবান, ধার্মিক, রাজচক্রবর্তী, সমস্ত সঙ্গুণ-বিতুষিত। আমার বাহুল্য কেন কল্পনা ক'রছেন? মহারাজকে পরিত্যাগ ক'রে অপর পাত্রের অর্পণ করবো, কদাচ কি এরূপ সম্ভব?

বিক্রম। তবে কি? মন্ত্রী, এঁদের জিজ্ঞাসা করো।

মন্ত্রী। আপনি কি বিবাহিতা?

বিধা। হ্যাঁ।

বিক্রম। মন্ত্রী, জিজ্ঞাসা করো, কোন্ ভাগ্যবানকে বরণ করেছেন?

বিধা। মহারাজ, একজন অভাগা। কিন্তু তিনিই
আমার প্রাণেশ্বর।

বিক্রম। তিনি কোথায়?

বিধা। মালা অর্পণের পর তিনি কোথায় চ'লে
গেছেন, আর তাঁর উদ্দেশ্য নেই।

বিক্রম। তাঁর নাম কি?

বিধা। মহারাজ, তা জানি নি। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা
ক'রলে বলতেন, 'লক্ষ্মণ',—আবাস জিজ্ঞাসা
ক'রলে বলতেন, 'লক্ষ্মণ',—তাঁর সকল কথাতেই
'লক্ষ্মণ'।

বিক্রম। তবে তাঁকে কোথায় পেলেন?

বিধা। মহারাজ, উমানাথের মন্দিরে পূজা করতে
গিয়েছিলাম, সেইখানে তাঁর দর্শন পাই।

বিক্রম। উমানাথের মন্দিরে কেন গিয়েছিলেন?

বিধা। সে দিন শুভদিন, শুনেছিলাম। সে দিন পূজা
করলে, বাবার রূপায় মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

বিক্রম। কি কামনা করেছিলেন? নীরবকি নিমিত্ত?
বোধ হয়, কোন বাঞ্ছিত পাত্রের কামনা করে-
ছিলেন?

মন্ত্রী। প্রকাশ করুন, নচেৎ স্বরূপ অবস্থা কিরূপে
প্রতীয়মান হবে?

শূর। বল মা—বল। রাজচক্রবর্তীর আজ্ঞা, আমি
তোমার পিতা, আমার আজ্ঞা, স্বরূপ বলে,
লজ্জা নাই।

বিধা। বাচালতা মার্জনা হয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের
কামনা করেছিলেন।

বিক্রম। ওঃ! সেইখানেই কি অধ্যাপকের দৌহি-
ত্রকে বিবাহ করবেন প্রতিশ্রুত হন?

বিধা। হ্যাঁ মহারাজ।

বিক্রম। তার পর?

বিধা। অর্দ্ধরাত্রে প্রতিজ্ঞাপালনের জন্ত বরমালা
ল'য়ে উপস্থিত হই। তথায় ব্রাহ্মণ ছিলেন না,
অন্ধকারে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে 'লক্ষ্মণ' গলায় মালা
প্রদান করি।

বিক্রম। ওঃ—এ বিবাহ বিবাহই নয়। যখন আপনি
শিবমন্দিরে আমার কামনা করেছিলেন, তখন
আপনি আমারই পত্নী।

বিধা। মহারাজ, কিরূপ আজ্ঞা ক'ছেন? আপনি
কি ঘিচারিণীকে গ্রহণ করবেন?

বিক্রম। আপনি নারীহীন, ঘিচারিণী কি।

বিধা। মহারাজ ক্ষমা করুন আপনি রাজচক্র-
বর্তী, আর্ধ্যকুলোদ্ভব মহাশয়, আর্ধ্যনারীর
রীতিনীতি মহারাজের অগোচর নয়। আমি
কায়মনোবাক্যে সেই 'লক্ষ্মণ' পত্নী। আপ-
নার পত্নী হ'বার নিমিত্ত ভারতে শত শত
রমণী আমার তায় শিব-পূজা ক'ছে, কিন্তু
মহারাজ, আমার স্বামী 'লক্ষ্মণ' দেবদেব মহাদেব
নির্দিষ্ট করেছেন, নচেৎ তাঁর সম্মুখে 'লক্ষ্মণ'কে
বরমালা প্রদান কর্তেমন না। আমি আর্ধ্য-
মহিলা, স্বামীর পদাশ্রিত। স্বামীই আমার সর্বস্ব,
সতীত্ব আমার ভূষণ, পতিসেবা আমার কার্য।
আমি পতির কৃতদানী, আমি স্বাধীন নই,
মহারাজকে গ্রহণ কিরূপে করবো?

বিক্রম। আমি রাজা, আমি বলছি, আমার গ্রহণে
তোমার কোন দোষ হ'বে না।

বিধা। মহারাজ রাজা সত্য, কিন্তু নারীর কর্তব্য
নারীর নিকট। 'লক্ষ্মণ' আমার পতি, অপর
পতিকে বরণ করতে জীবন থাকতে পারবো
না। পিতা অজ্ঞাতে মহারাজকে আবাহন ক'রে
এনেছেন। পিতাকে মহারাজ অপরাধী করবেন,
সেই নিমিত্তই এই লজ্জা-যুক্তক বিবরণ মহা-
রাজের নিকট ব্যক্ত করলাম।

বিক্রম। মহারাজ, আপনি কথা সম্প্রদান করুন,
আমি গ্রহণ করবো।

শূর। মহারাজ, পিতা হ'রে, আপনাকে আশ্রিত রাজা
হ'রে, কিরূপে এই অর্থব্যবহারে প্রবৃত্ত হবো?

বিক্রম। উঃ, এত অপমান! কিরূপে উজ্জ্বলীভূত
প্রত্যাগমন করবো! মন্ত্রী, যেখান পাও, সেই
'লক্ষ্মণ'র অঙ্গসন্ধান করো, যদি পাওয়া যায়,
এই কথার সম্মুখে তার প্রাণবধ ক'রো, এই
আমার আজ্ঞা। আমি চলেম, রাজাকে বোঝাও
আমার বড় অপমান হবে।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।]

মন্ত্রী। মহারাজ, কেন অমত ক'চ্ছেন? সে বিবাহ
বিবাহই নয়, আপনি মহারাজকেই কত সম্প্র-
দান করুন। পুরাণে শুভ্রত পাই, গান্ধারী
দেবীকে ছাগের সহিত বিবাহ দিলে, গান্ধার
রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সমর্পণ করেছিলেন, তাতে
শাস্ত্রে কোন দোষ হয় নাই।

১। মন্ত্রীবর, বিক্রমাদিত্য রাজার ক্রোধের আশঙ্কায়ও এ কার্য আমার দ্বারা হবে না।

২। মন্ত্রী মহাশয়, রাজা বিক্রমাদিত্য প্রতাপশালী, কিন্তু আমার তত্ত্ব তাগ নিবারণ করতে পারবেন না। আমার সম্মতি ব্যতীত কখনই বিবাহ হবে না।

৩। পথ্যে। লক্ষ্য ধরা পড়েছে—লক্ষ্য ধরা পড়েছে।

একদিকে ‘প্রহরী’ বেশধারী দুইজন অমাত্যের সহিত ‘লক্ষ্য’ বেশধারী বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ও অল্প দিকে অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রবেশ।

৪। (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) এই আমার প্রাণেখর।

ক্রম। লক্ষ্য—লক্ষ্য।

৫। ও দাদা! গেলুম—ও দাদা! গেলুম, এই ব্যাটা ‘লক্ষ্য’, আমার আবার সিন্দূকে পুবে!

ক্রম। লক্ষ্য—লক্ষ্য।

৬। (বিধাবতীর প্রতি) আপনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পরিবর্তে এই নীচ ব্যক্তিকে গ্রহণ করবেন?

৭। মন্ত্রীবর, নীচ বলবেন না, ইনিই আমার ইষ্টদেবতা।

৮। যদি না এর পরিবর্তে বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করেন, রাজ-দণ্ডে এর প্রাণদণ্ড হবে।

৯। রাজা যদি অস্তায় করেন, আর্থ্যমহিলা বদাচ ধর্ম বিপর্যজন করবে না। রাজার উপর অধিকার নাই। যদি বিনা অপরাধে এর প্রাণদণ্ড হয়, আমি সহগমন করবো।

ক্রম। লক্ষ্য—লক্ষ্য, আমি মরতে পারবো না গো! তুমি যে বর চেয়েছিলে বিক্রমাদিত্য পতি হোক, মহাদেব আশীর্বাদ করে মাথা থেকে ফুল দিয়েছিলেন। সেই যে আমি তথাস্ত্ব বললুম।

১০। হে উমানাথ, আমার অন্তরে এই ছিল, বর দিয়ে বিমুখ হ’লে!

১১। মহারাজ, ছির হোন, উমানাথের বর বিফল নয়। মন্ত্রী মহাশয়, এ লক্ষ্যের পরিচয় আমি পেয়েছি।

বিক্রম। গো, তুমি বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করো না।

বিধা। স্বামী, ইষ্টদেব, কিরূপ আজ্ঞা করছেন? প্রভু, জীবনে-মরণে আমি আপনার আশ্রিতা, আমার কেন পায়ে ঠেলেছেন? আমি যে অীচরণে আত্ম বিক্রয় করেছি!

মন্ত্রী। ভণ্ড, তুই বাহুর; তুই এই রাজকন্যাকে বাহুর করেছিস, এই ব্রাহ্মণ কুমারকে বাহুর করেছিস, রাজকুলে কলঙ্ক দিয়েছিস।

জগ। হ্যাঁ মন্ত্রী মহাশয়,—হ্যাঁ মন্ত্রী মহাশয়, বেটা বড় পাজী!

অধ্য। চূপ বর্বর।

মন্ত্রী। শোন চুরাচার, তোর এখনই প্রাণদণ্ড হবে। যদি জীবনের আশা করিস, রাজকুমারীকে বাহুর মুক্ত কর। তোর বাহুর প্রভাবে ইনি বিক্রমাদিত্যকে তাগ করে, তোর প্রবেশ কচ্ছেন।

বিক্রম। হ্যাঁ গো, তুমি বিক্রমাদিত্যকে চাও না?

বিধা। কেন একরূপ চূর্ণিত বাণী বলছেন! আপনি যে হোন, আপনার কথায় বুঝেছি, আপনি শিবভক্ত। হ’তে পারেন আপনি পাগল, কিন্তু পাগল ভোলায় পাগল! পাগল ভোলা তাঁর পদাশ্রিত গৌরীকে পদে স্থান দিয়েছেন, আপনি কেন আমার প্রতি কঠোর বাণী বলছেন? স্বামী হ’য়ে যদি একরূপ আজ্ঞা করেন, দেবদেব মহাদেবের অমর্যাদা হবে, শিবরাজীর অমর্যাদা হবে, তাঁর অতর্ঘ্যদা হবে, আমার পায়ে রাখুন।

বিক্রম। কেন কো তুমি বিক্রমাদিত্যকে তাগ কচ্ছ?

বিধা। বার বার কেন এমন মিথ্যার বাক্য বলছেন, বার বার কেন হৃদয়ে শেলাঘাত কচ্ছেন, বার বার কেন নিজ পত্নীকে অধর্মে প্রবৃত্তি দিচ্ছেন? আপনি আমার তাগ করেন করুন, কিন্তু আপনি আমার তাজ্য নন, জীবনে-মরণে তাজ্য নন, আমার ইষ্টদেবতা! আমি ইষ্টদেবতার ধ্যানে, ইষ্টদেবতার পদ স্মরণ করে, ছার দেহ বিসর্জন দেবো, কদাচ কলঙ্কিত হবো না।

মন্ত্রী। চুরাচার, এ সমস্তই তোর বাহুর প্রভাব;—এখনি রাজকন্যাকে বাহুর মুক্ত কর।

বিক্রম। আমি কি করবো? এ যে বিক্রমাদিত্যকে চাও না!—কেমন গো, না?

মন্ত্রী। এখনও হলনা। (অসি নিদান)

বিধা। মন্ত্রী মহাশয়—মন্ত্রী মহাশয়, অগ্রে আমার শিরশ্ছেদ করুন।

মন্ত্রী। কুমারী, আপনি কি ভ্রমে পতিত? রাজচক্র-বত্তী বিক্রমাদিত্যকে পরিত্যাগ কচ্ছেন! তার-তের ঐশ্য পরিত্যাগ কচ্ছেন! ভাল তাই যেন করলেন, সম্মুখে স্বামীর প্রাণবধ, সতী হ'য়ে কিরূপে দেখছেন?

বিধা। মহাশয়, সতী-রাণী মা জানকী আমার আদর্শ, স্বর্ণলঙ্কা রাবণের ঐশ্বর্য্য প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই, নাগপাশে আবদ্ধ রামচন্দ্রকে দেখে সতীত্ব বিস্মৃত হন নাই। অস্ত্রায় করেন, আমি অবলা, আমার উপায় নাই, কিন্তু পতির অমু-সরণ করা আমার সাধ্য। সতীর কর্তব্য সতী জানে, সে কর্তব্যের উপদেশ আপনি দেবেন না। আমার নিকট বিক্রমাদিত্যের রাজমুকুট তুচ্ছ, ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ, ভারতবর্ষ তুচ্ছ! যে চরণ সর্ব্বদা করেছি, সেই আমার সর্ব্বদা। মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে আমি তৃণ জ্ঞান করি।

বিক্রম। (বেশ পরিবর্তন করিয়া) তবে মহারাজ শুরধবজ, আমার অপরাধ নেই, আপনার কথায় আমার গ্রহণ করবেন না, আমি উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন করি।

সকলে। জয় মহারাজ! বিক্রমাদিত্যের জয়!

বিধা। (স্বগত) বাবা উমানাথ, তোমার বিচিত্র লীলা!

বিক্রম। (বিধাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রাণেশ্বরী, শিব-বর বিকল নয়। তোমার সতীত্ব-প্রভাবে, আমি মৃত ব্রাহ্মণকুমারকে সঞ্জীবিত করেছি! বিধাতা-দত্ত 'লঙ্কায়' শ্লোক বিস্মৃত হ'য়ে সেই শ্লোক পূরণ আশায় দেশে-দেশে ভ্রমণ কর্তেম। সে শ্লোক তোমা দ্বারা পূরণ হয়েছে! আত্মোপাস্ত বিবরণ তোমার নিকট বল্‌বো। জেনো, ব্রাহ্মণের নিকট তুমি আমার ধ্বংসে যুক্ত করেছ, জেনো সেই ধ্বংসে আমি তোমার নিকট ধ্বংস! 'লঙ্কায়' রূপে তোমার নিকট থাকবো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবো, জীবন থাকতে বিচ্ছেদ হবে না। মুখ তুলে চাও, 'লঙ্কায়ের' মুখের পানে চাইতে যাব নাই।

শুর। আমার কি ভাগ্য—কি ভাগ্য! রাজ-

রাজেশ্বর বিক্রমাদিত্য আমার জামাতা। একে আছিন, নগরে উৎসব করতে বল। ভা-শুভ করবো, নগরে দরিদ্র রাখবো; জলধনি দে, শস্যধনি কর। রাজী—রা-বিক্রমাদিত্য জামাতা—বিক্রমাদিত্য জামাতা
[শুরধবজের প্রস্থ।

(গঙ্গাবর, গঙ্গাবর পত্নী, বিষ্ণুপদ ও স্তম্ভভীর প্রবেশ)

গঙ্গা। মহারাজ, আমরা পুত্র-পুত্রবধূকে ল'য়ে দম্প-মিলন দেখতে এসেছি। মহারাজ জানান, দরি ব্রাহ্মণ, রাজরাজেশ্বর, ব্রাহ্মণের অকপট আলীরা গ্রহণ করুন। (বিধাবতীর প্রতি) মা রাজরানী, তুমি শক্তিরূপিনী রাজশক্তি; তোমার শক্তি প্রভাবে প্রজাপুত্র পালিত হ'য়ে যেন প্রতি গু-আনন্দ পূর্ণ হয়—যেন আর্ঘ্যরাজ-বশে গোহি-শরচ্ছত্রের ভাতির স্তায় ভুবনে বিভাসিত হয়।

গঙ্গা-পত্নী। মা রাজরানী, পতির আদরিনী হও, পতি ভক্তি তোমার হৃদয়ে চির বিরাজিত থাকুক;—এর অধিক আলীরাই আমি জানি না।

বিক্র। মহারাজ, মা রাজরানী, তোমরা এই ব্রাহ্মণের জীবন দান করেছ, এ জীবন রাজকল্যাণে চি-সমর্পিত। ব্রাহ্মণ্য-দেব আমার সহায় হয়ে, তোমাদের চিরকল্যাণ সাধন করুন!

স্মৃতি। মহারাজ, আমার এই সিন্দুরের কোট এনেছি। তোমাদের মহিমায় মৃতপতি ফিরে পেয়েছি। আমার ললাটের সিন্দুর যেমন উজ্জল করেছ, মার কপালে এই সিন্দুর পরাও, দাক্ষা-য়ণী সতী-রাণীর রূপায়, যেন এই সিন্দুর উদার তায়, মার ললাটে দীপ্তিমান হয়। মা জান না, আমার কুমতিতে অঙ্কিত ব্যাজ, সজীব হ'য়ে আমার পতিককে আক্রমণ করেছিল;—সেই মুক্তি পতি তোমাদের মহিমায় ফিরে পেয়েছি।

সকলে। জয় রাজদম্পতীর জয়!

বিক্রম। প্রিয়ে, আজ আমরা অমূল্য বৌতুক লাভ করেছি। ব্রাহ্মণ সপরিবারে আলীর্বাদ করেছেন, আমাদের মতকে মুকুট অপেক্ষা এ আলীর্বাদ শোভাময়। ব্রাহ্মণ-পরিবার জয়-ধ্বনি করেছেন, ভারতে অরক্ষণ নিশ্চর উদ্ভিত হবে।

বিধা। মহারাজ জানান, আমি ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণিগণের চির-সেবিকা।

—মা, এ তোমারই উপযুক্ত কথা, আমার বিজ্ঞা-
দান সার্থক।

গ। (স্বগত) তাই মালা দেবে পণ করেছিল, আমি
ভেবেছিলাম, আমার রসিকতায় ভুলে প্রেমে
পড়েছে।

ধা। বরীক, ব্রাহ্মণ-প্লাধন, রাজার নিকট কমা
প্রার্থনা কর। শূণ্য হ'য়ে সিংহের দ্রব্য প্রদাস
করেছিল!

গ। (বিশ্বাবতীর প্রতি) মা, এই কাণ মল্লি নাক
মল্লি। (অধ্যাপকের প্রতি) দাদা, আমার খুব
আক্ষেপ হয়েছে।

ক্রম। হে অধ্যাপক, আপনি কলঙ্কের ভয় করে
ছিলেন। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি,
আপনি যথার্থ সত্যব্রাগী ব্রাহ্মণ,—নিজ কলঙ্ক
উপেক্ষা করে, সত্য প্রচার করবার প্রয়াস
পেয়েছেন; আপনার ধর্মনিষ্ঠা ভারতে ব্রাহ্মণের
আদর্শ।

ধা। মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, বিশ্বাবতী
আমার ছাত্রী নয়—কন্যা। এ সংবাদ ব্রাহ্মণীকে
না দিয়ে একা কত আনন্দ করো! মহারাজের
জয় হোক!

ক্রম। মন্ত্রীস্বর, ব্রাহ্মণ-সেবার ভূমি সম্পূর্ণ পটু। এই
আশীর্বাদক ব্রাহ্মণ পরিবারের পরিচাখ্যার ভার
তোমায় আর অধিক কি দেব,—মনে রেখ,
এঁদের কুপায় আমি রাজকর্তব্য পালনে
সক্ষম হয়েছি।

দ্রী। আহুন, আমরা যাই, রাজদম্পতী বিশ্রাম
করুন। (রাজ-দম্পতীর প্রতি) মহারাজ, মহা-
রাজি,—আদেশ মত বাচালতা-অভিনয় করেছি,
মার্জনা আজ্ঞা হয়। মা, আমি আপনার বাচাল
সন্তান।

[সকলের প্রস্থান।

(সখিগণের প্রবেশ)

১মা সখী। কি লো, লক্ষ্মী ভাল—না বিক্রমাদিত্য
ভাল?

২য় সখী। কি লো—কি লো, বিক্রমাদিত্যের নাম
কাণে ভূত্বিত্ব নি, বিক্রমাদিত্যের ছবি দেখাতে
গেলুম, ফিরে চাইলি নি, এখন যে বিক্রমাদিত্যকে
নিয়ে বাসর ক'রে বাঁধে দাঁড়িয়েছিল! রাজাকে
আমরা নেব, তুই এই 'লক্ষ্মীর' চোপু নিয়ে
শুগে যা।

১মা সখী। মহারাজ, রোজ এই চোলট ফুল দিয়ে
সাজিয়ে, কোলে করে নিয়ে শুতেন। উন এই
চোল নেন, আপনাকে নিয়ে আমরা বাসর করি।
বিক্রম। আমি তো তোমাদেরই, তোমাদের নিয়ে
বাসর করবো বলেই তো এসেছি। ব্রাহ্মণ-
কুমারের বাসরে ব্রাহ্মণহত্যা দেখেছিলাম,
তোমাদের আশ্রয়ে এই সাধের বাসরে আমার
সেই মহাপাপ মোচন হলো। আমি তোমাদের
নিকট চিরঞ্চণে আবদ্ধ।

১মা সখী। মহারাজ, 'লক্ষ্মী' রাজাকে বিশ্বাস কি
বলুন? রাজকুমারীকে ফেলে পালান, তা আমরা
কোন ছার!

২য় সখী। আবার পালাবে কোথা লো? ধরা পড়েছে,
বেধে রাখবো।

বিক্রম। আমি ত বাঁধা দিয়েছি, আর বাঁধবে কেন?

সখিগণের গীত।

পাগলি পেয়েছে পাগলে।

পূজে পাগলা হরে দেছে মালা, পাগলি পাগলের গলে ॥
পাগলি পাগল যুগল মিলন এ কেমন পাগল করে মন,
সামলে থাকিস, দেখিস রাখিস, প্রেমের নয়ন;—
কত ছল জানে পাগল, পাগলী নে না যায় চলে ॥

সখিক-পতন।

লীলা ।

প্রাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বালাকালে একবার খ্রিস্টান হইতে বান, আত্মায়েরা মিসন হাউস হইতে ফেরাইয়া আনেন। তদবধি তাঁহারা একরূপ একঘরে হইয়াছিলেন। অবশ্য যদি বিশেষ আগ্রহের সহিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় করিয়া পাড়াপ্রতিবাসীর নিকট গমন করত হইয়া ঘরে ঘরে ফিরিয়া ভোজ দিয়া, ব্যক্তিবিশেষকে ধন দিয়া চেষ্টা করা হইত, তাহাতে সম্ভবতঃ সমাজে ঠেলা থাকিতেন না। কিন্তু প্রাণকুমারের বাপের সেরূপ সঙ্গতিও ছিল না এবং মাঝে উঠিবার জন্য বিশেষ আগ্রহেরও অভাব ছিল। হারী প্রথমে ইংরাজি পড়িয়া Young Bengal বলিয়া পরিচিত হন, প্রাণকুমারের পিতা তাঁহাদের মধ্যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। বাহ্যিক দৃষ্টে হিন্দু-য়ানি রাখিতে হয়—রাখিতেন, পরিচয় ছিল হিন্দু, কিন্তু অন্তরে সকল ধর্মের প্রতি অনাস্থা ছিল। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম—কপটচাচারী ব্রাহ্মণের গঠিত, এই ধারণাই তাঁহার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। পুত্র প্রাণকুমার একবার অন্ধকার হইতে আলোয় যাইবার চেষ্টা করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর পিতৃ উপদেশে তিনিও বুঝিয়াছিলেন, মরিলেই ফুরায়, জন্মের কলন্য মাত্র। বিজ্ঞাচর্চা করো, অর্থ উপার্জন করো, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকো, এই মাত্র জীবনের উদ্দেশ্য। একরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া পিতৃ-বিয়েগের পর তিনি যখন উপার্জনে প্রবৃত্ত হইলেন, একরূপ দৃঢ় সংকল্পে কার্য আরম্ভ হইল—যে অচিরে ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থের অধিকারী হন।

এখন আর পল্লীর লোক তাঁহাকে একঘরে করিতে চাহেন না; কিন্তু সকলকে তিনি এক প্রকার একঘরে করিয়া রাখিলেন। যেক্রপ সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, রাজস্ববরাগেও তাঁহার সুইরূপ সম্মান। রাজপুরুষদের ভোজ তাঁহার টীতে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া। সুতরাং অনেক ই তাঁহার পোতাশাপ হইল। তিনিও মধ্যে মধ্যে এম ওয় ঢাকরী করিয়া দিলেন, কখনও বা

কাহাকে কিছু সাহায্য করিতেন; ক্রমে তিনি সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি হইলেন। ইংরাজি-বিজ্ঞান তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, মাঝে মাঝে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে লেকচার দিতেন; লেকচারে তাঁহার বড় যশ। বিধবা-বিবাহ, বাণ্যবিবাহ রহিত, জাতিভেদ রহিত, স্বাশ্রিত্য—বাধীনতা—এই সমস্ত তাঁহার লেকচারের বিষয় ছিল। কেবল লেকচার দিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। উপযুক্তি তাঁহার দুইটি কন্যা হয়, তাহাদের শিক্ষাও করিয়াছিলেন ও বায়ুসেবনের নিমিত্ত কেটনে সঙ্গে গিয়া বেড়াইয়া আনিতেন। কেবল তাঁহার গৃহিণী সত্য হইতে পারেন নাই,—কুসংস্কার সহজে যায় না ভাবিয়া—প্রাণকুমার ক্ষান্ত থাকিলেন, কিছু বলিলেন না। দুইটি কন্যার পর নয় বৎসর আর কোনও সম্মান দি হয় নাই, নয় বৎসর পরে দৈবাবধীন আর একটি কন্যা জন্মিল। এদিকে প্রবমা ও দ্বিতীয়া কন্যার অবিবাহিতা অবস্থাতেই দ্বিতীয় প্রকৃতি হইয়াছে,—গৃহিণীর নিত্যন্ত অগ্রয়োদে পায়ে খুঁচি ও বাধ্য হইলেন, নচেৎ এখনও বিবাহ দেওয়া হইত। অভি-প্রেত নয়। কিন্তু কুৎসিত প্রথামত হ দেওয়া হইবে না। বিবাহের পূর্বে বরকপে সম্পন্ন পরি-চিত হওয়া উচিত। বাপ মা ধরিয়া বিবাহ দিলে যোগা পাত্রে যোগা দ্বী হয় না, যেমন তাঁহার হয় নাই। তিনি সম্পূর্ণ সত্য, তাঁহার স্ত্রী সম্পূর্ণ অসত্য, —এই কুৎসিত প্রথামত্রে অনেক সময়েই যোগা রমণী উপযুক্ত স্বামী পায় না। বাপ মা ধরিয়া বিবাহ দেয়, তাহাতে মনোনীত বর পছন্দ করিয়া লইবার অবকাশ পায় না, সুতরাং কোন হতভাগ্যের হাতে পড়িয়া দুঃখ পায়। তাঁহার কন্যাস্বরের একরূপ যন্ত্রণা যাহাতে না হয়, তাহার উপায় করা আব-শ্যক। তিনি সেইজন্য কতকগুলি বুঝা পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্রাত্রে একত্রে ভোজন করিতেন, কন্যাস্বরও বাপের সঙ্গে বসিয়া টেবিলে খাইত। এইরূপে যুবতীস্বর যুবকস্বরের সহিত একত্রে আলাপ

করিবার সুযোগ পাইত। নানা বিষয় তর্কবিতর্ক হইত। যুবকবৃন্দ শিক্ষিত, যুবতীদ্বয়ও শিক্ষিতা, যে বর মনোনীত হয়, তাহাকে বিবাহ করিবে।

সর্কাপেক্ষা শাও একটি যুবা প্রাণকুমারের জ্যেষ্ঠা কন্যার নিমিত্ত মনোনীত হইল। যুবক অতি ধীর অতি শান্ত, কোনরূপ দোষের ছায়াও তাহাতে স্পর্শে নাই। যদিচ পরাকার উচ্চশ্রেণীতে পাশ হয় নাই, কিন্তু বিত্তার প্রকৃত গভীরতা তাহাতে জন্মিয়াছে। সেই গভীরতাই নিম্নশ্রেণীতে পাশ হইবার কারণ। কেন না, এক প্রকার বুদ্ধিহীন পরীক্ষকেরা অত্যাচ্ছাদিত্রের মৌলিকতাশূন্য উত্তর পুস্তকের সহিত মিলাইয়া অধিক নম্বর দেয়। এ যুবার প্রত্যেক উত্তরেই মৌলিকতা তাহা শিক্ষকের কঠিন মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। ক্রমে আনন্দের সহিত দেখিলেন, জ্যেষ্ঠা কন্যাও এই যুবার পক্ষপাতী। দ্বিতীয়া কন্যারও তাঁহার মনোনীত পাত্রের প্রতি অমুযোগ দেখিলেন। ক্রমে যুবায়ে কন্যাদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ায় ভ্রাম্য ফিরিতে লাগিল। প্রেমের তো সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ধূমধামের সহিত দুই কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। উভয় পাত্রই প্রায় নিঃস্ব, তাহাতে ক্ষতি কি? তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, দুই জামাতার জন্ত অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া দিলেন এবং প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার টাকা বোতুক প্রদান করিলেন। প্রত্যেক কন্যার অলঙ্কারও প্রায় বিশ হাজার টাকা। অবশ্য জামাতার সম্পত্তি নয়, কন্যার সম্পত্তি বলিয়া লেখা পড়া করিয়া দিলেন।

প্রাণকুমার মনে মনে স্পর্ধা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার দৃষ্টান্তে কুসংস্কারের ভিত্তি উৎপাটিত হইবে। কিন্তু কুসংস্কার বড় দৃঢ়মূল, এ দৃষ্টান্তে তাহা উৎপাটিত না হইয়া মূলের দৃঢ়তার অধিকতর প্রমাণ করিল। তাঁহার সংস্কার যে ভিত্তিশূন্য, তাহা তিনি ধীরে ধীরে বুঝিতে লাগিলেন। অচিরে বুঝিলেন, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। কন্যাদ্বয়ও বুঝিতে পারিল যে, যে পাত্রেরা বিবাহের পূর্বে তাহারা চলিয়া গেলে বুক পাতিয়া দিতে পারিত, এখন তাহাদের সহিত গভীর রাতে একবার সাক্ষাৎ হয়, কোন দিন বা হয় না, অনেক দিন বজুর বাড়ী ভোজে রাজি প্রভাত করিয়া আসেন। নিত্য টাকার প্রয়োজন, এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

জ্যেষ্ঠা কন্যা যখন গর্ভবতী, স্বামীর দুর্ভাব্যতার

পিত্রালায়ে আসিতে বাধ্য হইল। প্রাণকুমারের গৃহিণী অবস্থা শুনিয়া বুঝিলেন যে, কোন প্রত্যক প্রেমের ভাণে অর্থলোভে কন্যার মন ভুলাইয়া সর্বনাশ করিয়াছে। বেণ্ডাসক্ত মাতাও, শিষ্ট-শান্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া প্রাণকুমারের চক্ষু বন্ধ করিয়াছিল। যদিভঙ্গে স্ত্রীকাগারে জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যু হইল। ইহার পবণ দ্বিতীয়া কন্যাও নিঃস্ব অবসার উন্মাদরোগ প্রাপ্ত হইয়া পিত্রালায়ে স্থান পাইল। কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগের পর তাহারও মৃত্যু হইল।

বে সময় উক্ত কন্যাদ্বয়ের কোর্টসিপ চলিতেছিল, তখন তৃতীয়া কন্যা লীলা বলিল। তাহার ভবিষ্যৎ দুইটি যুবার দ্বারা কিরূপে আরাধিত হইত, তাহা দেখিয়াছিল। পরে তাহাদের প্রতি অনাস্থা, যদিভঙ্গে উভয় ভ্রাতৃর মৃত্যু, লীলার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইল। এই সময়ে তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায়। একদিন সকলকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া, লীলাকে শয্যায় বসাইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—“লীলা, আমার মৃত্যু নিকট, এই মৃত্যুশয্যায় আমার নিকট একটি শপথ করো। তুমি কখনো বিবাহ করিও না।” লীলারও মনে বহুদিন হইতে সেই সঙ্কল্প উঠিতেছিল। পিতার নিকট শপথ করিল।

প্রাণকুমারের মৃত্যু হইল। সম্পত্তিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ জীবনসঙ্গ, পরে সমস্ত সম্পত্তিই কন্যার। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রম পবিত্রা ছিলেন, হিন্দুর গৃহে বৈষ্ণব থাকা উচিত, সেইরূপ। তিনি লীলার বিবাহ দিবার উত্তোগ করায় লীলা তাহার শপথের কথা বলিল। এবং ইহাও প্রকাশ করিল যে, যদি সে পিতার নিকট সত্যে বন্ধ না থাকিত, তথাপি সে বিবাহ করিত না। পুরুষ অতি কপট, তাহার ধারণা জন্মিয়াছে। এই সংস্কার দূর করিবার জন্ত তাহার মাতা বিশেষ বুঝাইতে লাগিলেন। বুঝাইলেন, সংসার প্রেমেরই চলিতেছে, দুই একটি বিপরীত দৃষ্টান্তে প্রেমহীন সংসার ধারণা করা অসুচিত। লতা বৈষ্ণব আশ্রয় ব্যতীত থাকে না, বিনতাও সেইরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকিতে পারে না। সংসার প্রলোভনময়, বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত ধর্ম্মনষ্টের সম্ভাবনা। কিন্তু কন্যা কিছুতেই বোঝে না। শোকে তাপে লীলার মাতা জীর্ণ হইয়াছিলেন। কন্যার এরূপ দৃঢ়পণেও নানা হুশিয়ার্য তিনিও মৃত্যুশয্যায় পতিত। যুযু অবস্থায় শুশ্রূষারত কন্যাকে বলিলেন, “মা, তুমি আমার যন্ত্রণা

দূর করিবার নিমিত্ত গুপ্তাশ্রয় করো, কিন্তু যদি তুমি অবিবাহিতা অবস্থায় থাকো, মুক্তার পরও আমার যত্নগা দূর হইবে না।" লীলা বলিল, "মা, আমি বিবাহ করিব।" দুই এক দিনেই লীলার জননী, যথায় কর্তব্য-রায়ণী সাধবীরা অবস্থান করেন, সেই-লোকে গমন করিলেন। প্রাদ্ধিকি যথানিয়মে সম্পন্ন হইল।

এখন লীলা স্বাধীন। যেরূপ সুশিক্ষিতা বিষয়-কর্মেও সেইরূপ নিপুণা ছিল। সম্পত্তি রক্ষণেও সম্পূর্ণ পারক। কিন্তু এক প্রবল চিন্তা তাহার মনকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। পিতা ও মাতার নিকট তিনি বিপরীত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত। পিতৃব্যাক্য রক্ষা করার প্রতি তাহার আন্তরিক অনুরাগ। তিনি পুরুষকে ঘৃণা করেন। ভগ্নদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া তিনি সকল পুরুষকেই কপট বলিয়া জ্ঞানেন। এইরূপ কপটচারিণীগণকে শান্তি দেওয়াই তাহার জীবনের এক উদ্দেশ্য হইল।

তিনি এক সুন্দর উপবন প্রস্তুত করিলেন, কৃত্রিম পর্ব্বত, কৃত্রিম নিষ্কার শোভিত দেশী বিদেশী পুষ্প, ঐতর্য্যপ্রদেশ হইতে নানাবিধ বৃক্ষলতাাদি, নানা দেশ হইতে যে সকল ব্যক্ত উপবন প্রস্তুতে নিপুণ, গাছার তাহার কার্য্য করিতে লাগিল। নাম 'নন্দন-গানন' রাখিলেন। আবার সেই উপবনে নানাবিধ ফলী, নানাবিধ জীবজন্তু পালিত হইতে লাগিল। ঐ সুন্দর অট্টালিকা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী দ্বারা শিল্পিত নানা কারুকাৰ্য্যে শোভিত। যে বস্ত্র যথায় খিলে নয়নসুখকর হয়, কলাবস্ত্রায় যত প্রকার ভাষা বর্ণিত হইতে পারে, অট্টালিকা সেই শোভার ধার হইল। ভোগের নিমিত্ত যে যে বস্তুর প্রয়োজন, সকলই সেই ভবনে রহিল। অট্টালিকা সুন্দর, বন সুন্দর, লীলা সুন্দরী, সুন্দরী সহচরী পারিত। নানা সুন্দর বানে সুসজ্জিতা হইয়া সহচরীর নানা স্থানে উচ্ছাসিত ভ্রমণ করেন, বুৎকল্লুন্দের চমকিত। সত্যশ, যতীশ, শিরীশ, নগেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, গগন, ধরনী, যামিনী প্রভৃতি বুৎক সকলেরই মনে মনে কল্পনা, কিরূপে এ সুন্দরী ধীন হইবে। লীলার সহিত আলাপ করিবার অতি সহজ, উত্তানে ভ্রমণ করিতে অনায়াসে যায়, বেশভূষা করিয়া তথায় গেলে সুন্দরী রক্ষা আদিরা অত্যাশ্রয় করে। কখন লীলার

সহিতও দেখা হয়। ক্রমে কোন কোন ধনাঢ্য সন্ততিও আলাপ হইল। লীলা গান করেন, বাজান—তাহাও শুনিবার সুযোগ হইল। ধীরে যেন এক প্রকার সন্ততি জন্মিল। হস্তা হাঙ্গ ও চলিত লাগিল। সত্যশ নামে একজন বুৎক প্রেমকথা কহিবারও সুযোগ পাইলেন। আ ইচ্ছিতে তিনি অনেক দিন মনের জালা ব্যক্ত করি দেন। আজ একাকী পাইয়া কথার তাহা প্রক করিলেন। এ দিক ও দিক, এ কথা সে কথার বলিলেন, "লীলা, আমি তোমার ভালবাসি।" লী উত্তর করিলেন, "বটে, এ আমার শৌভাগ্য। আমি তো আপনার কেহই নাই, আমার ভালবাসিবার জগতে কাহাকেও দেখি না। আপনার জ্ঞান যদি যে আমার ভালবাসেন, ইহাতে আমি পরন বাধিত। অতি মধুর করে, মধুর ভঙ্গিতে উত্তর প্রদত্ত হই কিন্তু যে ভাবের উত্তর যুবা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন সে ভাবের উত্তর নয়। বুবা পুনর্বার বলিলেন, "বিস্ময় করো লীলা, আমি তোমার বড় ভালবাসি আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। তুমি বিবাহ করো।"

লীলা। শপথের প্রয়োজন কি, আপনি ভদ্র-লোক, কেন আমার মিথ্যা বলিবেন?

সত্যশ। তবে—

লীলা। তবে আর কি?

সত্যশ। তুমি কি আমার একটু ভালবাসিতে পারিবে?

লীলা। আমি তো মনে করি ভালবাসি, নচেৎ কেন আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব, কেন আপনার সহিত একত্রে বসিয়া কথোপকথন করিব?

সত্যশ। তবে কি আমি আশা করিতে পারি, এক দিন তুমি আমার হইবে? আমি কি পৃথিবীতে স্বর্গ পাইব?

লীলা। বুঝিয়া বলুন, আপনার হইব কি? আপনার হওয়া কাকে বলে? আপনিই বা স্বর্গ পাইবেন কি, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

সত্যশ। লীলা, তুমি কি আমার প্রাণের আবেগ বুঝিতে পারিতেছ না?

লীলা। মনের আবেগ তো আপনি আমার জানাইয়াছেন, আপনি আমার ভালবাসেন।

সতীশ । তুমি কি সত্যই বুঝিয়াছ—আমি ভালবাসি ?

লীলা । কেন বুঝিব না, এ তো বুঝা কঠিন নয় ।

সতীশ । তবে তুমি আমার অন্তর্জালা নিবারণ ফরো, তুমি আমার হও ।

লীলা । ভালবাসেন তো ভাল, এতে আবার অন্তর্জালা কি ?

সতীশ । লীলা, আমার প্রাণ রাখ, আমার বিবাহ করো । এই বলিয়া সতীশ লীলার চরণ ধরিতে গিয়াছিলেন, লীলা সম্বর সরিয়া গিয়া কষ্টভাবে লিলেন, “এই জন্ত শপথ করিয়া বলিতেছিলেন, ভালবাসি !” এই জন্ত পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন, বিবাহ করো ভালবাসি ! এখন বুঝিলান, আপনি ভালবাসেন না ।”

সতীশ । কেন, কেন,—কি হইলে বুঝিব—আমি ভালবাসি ।

লীলা । আপনি যে ভালবাসেন না, আপনার কথাই তাহার প্রমাণ । আপনি ভালবাসেন না, বাদী করিতে চান । স্বাধীন আছি, আপনার অধীন করিতে চান । যদি সত্য ভাল বাসিতেন, আমার ভালতেই আপনার ভাল হইত । আমি বাহাতে সুখী হই, সর্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেন । আপনার ভালবাসা নয়—পাশবীয় পিপাসা !

লীলা প্রস্থান করিলেন, যুবা বাক্‌হীন হইয়া দণ্ডায়মান । লীলার চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । তিনি মনে ভাবিলেন, কেহ কি লীলাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে, তাঁহার বিবাহিতা পত্নী মৃত, তাঁহার ভালবাসার পাত্রী অপর স্থানে ছিল ! তিনি স্বার্থপর, লীলাকে বিবাহ করিলে তাঁহার স্বার্থ চারতর্ফ হইবে, এই জন্ত তাঁহার প্রেমের প্রস্তাব ! লীলা ইহা কিরূপে বুঝিল । নিজ বাটীতে ফিরিয়া গেছেন, কতকটা উপেক্ষা সহ্য করিয়াও দুই এক দিন লীলার নিকট আসা বন্ধ করলেন না । কিন্তু ক্রমে লীলার ভাব দেখিয়া তিনি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন ।

সকলে দেখিতে লাগিল, যদি লীলার কাহারও উপর টান থাকে তো ধীরেন্দ্রের উপর । ধীরেন্দ্র অপরূপ, সুরসিক, সঙ্গীতবিজ্ঞা ও বস্ত্রবিজ্ঞার পারদর্শী, বিশ্ব-বিজ্ঞানের উপাধিধারী ও ধনবান । যে যখন লীলার বাটীতে আসে, ধীরেন্দ্র ও লীলা একত্রে বসিয়া কথা-

বার্তা কহিতেছে দেখিতে পায় । উত্তান ভ্রমণের সম্বন্ধ কখনও লীলার পশ্চাতে ধীরেন্দ্র, কখনও ধীরেন্দ্রের পশ্চাতে লীলা, যুবক যুবতী যেন পরস্পর সঙ্গ পরি-ত্যাগ করিতে চায় না । ধীরেন্দ্রের সৌভাগ্যে অনেক যুবাই দ্বিধাশ্রিত । ধীরেন্দ্রও মনে মনে গর্কিত । ধীরেন্দ্র ভাবিতেন, আমি অগ্রে কোন কথা বলিব না, লীলা আরও অগ্রসর হোক । যাবে কোথা, —আজ না হয় কাল—লীলা তাহার সম্পূর্ণ অধীন হইবে । দিন গেল, কিন্তু লীলা আর এক পদও অগ্রসর নয় । ধীরেন্দ্র বুঝিলেন, ইহা রমণীর সহজাত লজ্জা, তিনি প্রস্তাব করিবেন ।

পূর্ণিমার চন্দ্র উদয় হইয়াছে, পূর্ণগন্ধে উপবন আমোদিত, পাণিরা প্রভৃতি পাখীর তান উঠিতেছে । লীলার সহিত ধীরেন্দ্র কোন নিভৃত কক্ষে বসিয়া আছেন । ধীরেন্দ্র যেন অত্মমন, লীলা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ এ ভাব কেন ? স্ত্রীর সহিত কলহ হইয়াছে না কি ?” ধীরেন্দ্র যেন গভীর ভাবে উত্তর করিলেন, তুমি কি আমার হৃদয়গৃহিতে ঘৃতাছতি দিবার নিমিত্ত এ কথা বলিলে লীলা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন কেন, যদি আমার কথায় আবাত পাইয়া থাকেন, মার্জনা করুন । আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি ।” ধীরেন্দ্র উত্তর করিলেন,—“লীলা তোমার কথায় আমার আরও বহুগা বৃদ্ধি হইতেছে, তুমি কি সত্যই আমার কি বহুগা জানেনা ? আমি যে অহর্নিশি দৃষ্ট হইতেছি, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারেনা নাই ?”

লীলা । আমি কিরূপে জানিব, আপনি তো কখনও আমার বলেন নাই ? আপনি আসেন, আমোদ করেন, গানবাজনা করেন, আপনার যে কোন অহুতের কারণ আছে, তাহা কিরূপে জানিব ?

ধীরেন্দ্র । লীলা, তুমি অতি কঠিনা !

লীলা । কেন মহাশয় ! কি করিলাম, যতপি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, মার্জনা করুন, আমি পুনরায় মার্জনা প্রার্থনা করিতেছি ।

বাকুল ভাবে ধীরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—“লীলা, লীলা, তুমি কি সত্যই জান না—যে তোমার অলৌকিক রূপলাভে আমার হৃদয় তরিতা গিয়াছে । তুমি ধান, তুমি জ্ঞান, তুমি আমার হৃদয়সর্বস্ব ! যতক্ষণ তোমার নিকট থাকি, ততক্ষণ

সমস্ত সংসার আলোকময়, তুমি নিকটে না থাকিলে ঘোর তমাস্কর হই। ভাবিয়াছিলাম, তুমি একদিন আমার মনোভাব বুঝিবে। ভাবিয়াছিলাম, তোমার সহানুভূতি পাইব, তুমি আমার দয়া করিবে। কিন্তু এত দিনে যে তুমি আমার মনোভাব বুঝি নাই, এ অপেক্ষা আমার মনোবেদনার কারণ কি অধিক হইতে পারে।" লীলা গাজোখান করিয়া বলিলেন, "ধীরেন্দ্রবাবু এত দিনে আমার চক্ষু খুলিল, এত দিন আমার সহিত আপনার আলাপ, আমার প্রতি বস্তু সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম। আপনার মনোবেদনা, আমি আপনার উপপন্নী হই নাই। আপনি প্রত্যয়ক, বিবাহিতা স্ত্রী আছেন, আমার সহিত প্রেম কথা কহিতেছেন। আপনি একজন অবলার সর্বনাশ করিয়া ক্ষান্ত নন, অপর একজনের সর্বনাশ করিতে চাহেন। আপনার সহিত আলাপ রাখিলে গাপগ্রস্ত হইতে হয়।" এই বলিয়া লীলা প্রস্থান করিল। যেরূপ রুটস্থরে লীলা কথা কহিয়া গেলেন, তাহার পর ধীরেন্দ্র আর লীলার বাটিতে যাইতে সাহস করিলেন না।

গগন নামে যুবা বিবাহ করেন নাই, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ফুলে ফুলে মধুপান করিবেন। খুব সৌখিন,—খুব রসিক, লীলাকে প্রেম জানাইয়া বলিলেন,—“এক দারুণ শৃঙ্খলে আমার আবদ্ধ করিয়াছ? আমি চির জীবনের জন্ত তোমার ক্রীতদাস। আমার চরণে স্থান দাও।” যুবা লীলার কঠিন পায়ে স্থান পাইলেন না।

কেহ লীলাকে না পাইলে দেশান্তরে চলিয়া যাইবেন, কেহ আত্মহত্যা করিবেন, কিন্তু স্বাধীন লীলা, বাহার বাহা ইচ্ছা করিবার নিমিত্ত স্বাধীনতা মিলেন। দেশান্তরে যাইবার নিমিত্ত বা আত্মহত্যা করিতে বাধা প্রদান করিলেন না।

অনেক যুবাই পরীক্ষিত হইল। কিন্তু বেগীমাধব নামে এক যুবা, তাঁহার আজ্ঞাও পরীক্ষা হয় নাই। বা সর্বশুভসম্পন্ন, অতি সুপুরুষ, অতুল ঐশ্বর্যশালী। হার অকৃত্রিম দয়ার প্রশংসা ঘরে ঘরে, তাঁহার কল প্রকার সখ—গাওনা বাজনার সখ, কবিতার সখ, পাখীর সখ, ফুলের সখ সর্বাপেক্ষা অধিক। লীলার সহিত লীলার উপবনে ফুল লইয়াই কথাবার্তা হইত, কখনও কোন ফুলগাছে কলম করিয়া লইতে অগ্রমতি চাহিতেন, লীলার আপত্তি ছিল না। আবার

তিনি এমন ফুলের চারা লাগাকে দিতেন যে, গা বহু অর্থে সংগৃহীত উৎসবনে সে ফুলের চারা না তিনি অদ্ভুত বিজ্ঞাবশে একরূপ ফুল ফুটাইতেন তাহা নূতন ফুল বলিয়া গণ্য হইত। উদ্ভিদ বি তিনি অসামান্য ব্যক্তি। কখনও কোন উৎসবের আশলে, লীলার বাগানে আনিয়া লাগা গান শুনাইয়া যাইতেন। কাবতা বা রচনা করিতে তাহাও শুনাইতেন। দরিত্রের অবস্থা লইয়া লাল সহিত কথাবার্তা হইত। কিন্তু লীলা বিঃ সুযোগ দিয়া দোখালেন যে, আকাশ ইঙ্গিতে বা কং বেগীমাধব প্রেম প্রকাশ করেন নাই; বরং একা কিস্তক্ষণ বসিলেই বাহিরে আসিতে চাহিতেন, লীলার সহিত একসঙ্গে তিনি নির্জনে থাকি ভালবাসেন না। বরং সুরো নামে লীলার এক পরচারকা ছিল, তাহার সহিত বেগীমাধব গোপ কখনও কখনও দু'একটা কথা কহিতেন। বেগীমাধবের ভাব, লীলা কিছুই বুঝিতে পারেন ন। বেগীমাধব অবিবাহিত, কিন্তু তাহার শত্রুর মুখে কোন নিন্দা নাই। বত দিন যার, বেগীমাধবে চরিত্রে লীলা ততই বিস্মিত।

সুরো লীলার বাল্যসখী। নাম সুরবালা, আদর করিয়া লীলার মা সুরো বলিতেন। সুরো ঠাকুরদাদা ও লীলার ঠাকুরদাদা জাতি-সম্প্রদায় তাহা ছিলেন, কলিকাতায় এক পাড়ার বাস। সুরোর পিতা সুরোর ঠাকুরদাদা জীবিত থাকিতে পরলোকগত হন। কথার সমবয়সী দোখর লীলার মাতা একপ্রকার সুরোকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সুরোর দুই তিনবার বাহের কথা উত্থাপিত হয়; কিন্তু একবার নিতুবিরোগ, একবার মাতাবিরোগ এবং একবার ঠাকুরদাদার গঙ্গাগাত হওয়ায় বিবাহ হয় নাই। লীলার মাতার মৃত্যুসময়ে সুরোর ঠাকুরদাদার মৃত্যু হয়। তদবধি লীলা সুরোকে ভগ্নার ভ্রাতৃ আদর করিয়া নিজ গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। লীলার দৃষ্টান্তে সুরোরও বিবাহে বিঘ্ন ছিল, কিন্তু লীলার জ্ঞায় বিঘ্নে দৃঢ়মূল নয়। লীলা যখন পুরুষজাতিকে শঠ, কপট, লম্পট বলিয়া গালি দিতেন, সুরো কখন কখন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিত,—“সকল পুরুষ ওরূপ হইলে কি সংসার চলিত?” লীলা সুরোর মন পরীক্ষা করিতে বলিতেন, “তবে তুমি কেন বিবাহ কর না?” সুরো

লীলা, “না দিদি, আমি তোমার ছোট ভগ্নী, তোমার রসদ্বিনী, তোমার দাসী ।” কথা শুনিয়া লীলা তুমি আমার আদরের ভগ্নী !” বলিয়া সম্মুখে মালিন্দন দিভেন ।

লীলা দেখেন, দিন দিন বেণীমাধবের সহিত রোর বনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতেছে । উভয়েই যেন উভ-কে অল্পসন্ধান করে । বেণীমাধবের মুখে সুরোর কথা, সুরোর মুখে বেণীমাধবের কথা অনেক সময়েই প্রকাশিত হয় । ক্রমে লীলার মনে ধারণা হইল যে, চাঁদের পরস্পরের অনুরাগ জন্মিয়াছে । একদিন সুরোকে বিরলে লইয়া গিয়া একথা ওকথা তুলিয়া পরে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুরো, তুমি আমার প্রকাশ করিয়া বল,—তুমি কি বেণী-মাধবকে ভালবাসিস্ ?” সুরো বলিল—“হ্যাঁ ।” লীলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কি বিবাহ পরিবার ইচ্ছা হইয়াছে ?” এ কথা শুনিয়া সুরো উচ্ছ্বাস করিয়া উত্তর করিল, “তোমার কি মনে ধারণা হইয়াছে যে, আমরা গোপনে প্রেমকথা করি ?” লীলা অকপটে বলিল, “হ্যাঁ—আমরা এইরূপ ধারণা হইয়াছে বটে ।” সুরো বলিল, “তবে দেখিবে এসো, তোমার সংস্কার দূর হইবে ।” সুরো লীলাকে গাহার ঘরে লইয়া গিয়া একখানি ছবি হইতে দৃষ্টিকাণ্ডিত রেসমের আবরণ উন্মুক্ত করিল । লীলা দেখিল, সে ছবি তাহাবই প্রতিমূর্তি । জিজ্ঞাসা করিল,—“এ কি, আমারই ছবি ?” সুরো বলিল, “হ্যাঁ” ।

লীলা । ইহাতে আমি কি বুঝিব ?

সুরো । আমার ছবি অঁাকিবার বড় সখ ।

লীলা । ভাল, তারপর ?

সুরো । এইখানি আমার আদর্শ, এই দেখিয়া অঁাকিবার চেষ্টা করিতেছি ।

লীলা । এ আদর্শ কোথায় পাইলে ?

সুরো । বেণী বাবু দিয়াছেন ।

লীলা কিম্বৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন । পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“দেখি, তুমি কিরূপ অঁাকিয়াছ ?”

সুরো । এখন দেখাইব না ।

লীলা । কেন ?

সুরো । বেণী বাবু বলিলেন, এখনও ঠিক হয় নাই । বেণী বাবু যতদিন ‘ঠিক হইয়াছে’ না বলেন, ততদিন আমি কাহাকেও দেখাইব না ।

লীলা । কতদিনে ঠিক হইবে ?

সুরো । বেণী বাবু বলেন,—অনেকটা হইয়াছে, চোখের ভাব আনিতে পারিলেই ঠিক হইবে । কিন্তু দেখিতেছি, তাহা আনা কঠিন ।

লীলা । আমার ছবি লইয়াই কি তোমরা বিরলে কথাবার্তা কও ?

সুরো । নচেৎ আমার সহিত গোপনে অন্তরে আর কি কথাবার্তা আছে ?

লীলা । এ ছবি কে অঁাকিয়াছে জান ? বেণী বাবু কি ?

সুরো । জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বেণী বাবু বলেন, না, তাঁহার এক বন্ধু অঁাকিয়াছেন ।

লীলা আর কিছু বলিলেন না, বাহিরে চলিয়া গেলেন । তাঁহার মনে নানা কথা উদয় হইতে লাগিল । কিছুই বুঝিতে পারিলেন না,—কে এ ছবি অঁাকিয়াছে ? বেণী বাবু যে চিত্রনিপুণ, তাহার পরিচয় তিনি পাইয়াছেন । সম্ভবতঃ বেণী বাবুই অঁাকিয়াছেন ; কিন্তু কিরূপে অঁাকিলেন, তাঁহার ফটোগ্রাফ নাই, প্রতিমূর্তি নাই, কখনও ছবি অঁাকি-বেন বলিয়া তাঁহাকে বলিতে অনুরোধ করেন নাই । হঠাৎ মনে হইল, বেণী বাবু কি আমার ভালবাসেন ! সেদিন লীলা বেণী বাবুর কথাই ভাবিতে লাগিলেন । বেণী বাবু বলিয়াছেন, তাঁহার বন্ধু ছবি অঁাকিয়াছেন, এ কি মিথ্যা কথা ? যদি সত্য হয়—কে সে বন্ধু ? সেদিন কিছুই মাথাংসা হইল না । ভাবিলেন, বেণী বাবুকেই জিজ্ঞাসা করিব ।

পরদিন বেণী বাবু আসিলেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হইল । সুরোকেই তত্ত্ব লইতে বলি-লেন । সুরো যদিচ বেণীবাবুর নিকট শুনিয়াছিল, যে বেণী বাবুর বন্ধু অঁাকিয়াছে, কিন্তু তাহার ধারণা অশ্রমত । বেণী বাবু অঁাকিয়াছেন, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস । সুরো বলিল, “জিজ্ঞাসা কি করিব ? বেণী বাবুই ছবি অঁাকিয়াছেন ।” লীলা বলিল,—“কিরূপে অঁাকিলেন ?” সুরো উত্তর দিল, “দিদি ! তুমি এত জান, কিন্তু যে অঁাকিতে জানে, সে তাহার ধ্যানের মূর্তি অঁাকিতে পারে, ইহা জান না ? তুমি কি এতদিনে যোঝা নাই যে, তুমি বেণী বাবুর হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছ । যে মুখের ভাব আমি এতদিন তোমার নিকট থাকিয়া লক্ষ্য বুঝি করি নাই, সে চক্ষের চাহনি আমি এতদিন

নাই, বেণী বাবু কয়দিন আসিয়া তাহা আমার বুঝাইয়া দিলেন। বেণী বাবু তোমার ভালবাসেন, একথা কেন বুঝিয়াও বুঝিতেছ না। আমার মনে হয়, তুমি চলিয়া গেলে বেণী বাবু তোমার পদাচল চুষন করিতে প্রয়াস পান।” লীলা বলিলেন—“ও কথা রাখ, তুই বড় বাচাল হইয়াছিস।” কিন্তু স্বরো অপেক্ষা তাহার মন অধিক বাচাল হইয়া উঠিল। বেণী বাবুর ব্যবহার তিনি আত্মোপাস্ত আলোচনা করিতে লাগিলেন। বেণী বাবুর প্রতি কার্য্যে তাঁহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য হইল। যাহা তাঁহার সম্ভাষণজনক, বেণী বাবু তাহা প্রাণপণে করেন। কি তাঁহার প্রিয় সকলই বেণী বাবু স্বত্ত্ব করিয়া জানিয়াছেন। লীলা, ডাবলেন, এও কি পুরুষের কপটতা?

সেদিন অনেক রাজ পর্য্যন্ত লীলার নিজা হইল না। পিতার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন, বিবাহ করিবেন না। মাতার নিকট বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত, এই কথা পুনঃপুনঃ মনে উঠিতে লাগিল। নিজা না হওয়ায় শয্যা ত্যাগ করিলেন; বাহিরে আসিলেন, বায়ু সেবনের নিমিত্ত বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানের একদিকে গেলেন,—অকস্মাৎ তথায় কে? এ কি—বেণী বাবু যে! চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ কি, বেণী বাবু এখানে?” বেণী বাবু উত্তর করিলেন,—“হ্যাঁ, আমি একটা হৃদয় ফুলের চারা আনিয়াছি,—তাহা সূর্য্যোদয়ের পূর্বে রোপণ করিতে হয় এবং অরুণোদয়ের পরই ছায়ায় রাখা প্রয়োজন, এই জন্ত আমি কল্যাণ রাজে বাইবার সময় দ্বারবানকে বলিয়া গিয়াছিলাম যে, আমি বহু প্রত্যাশে আসিব। যেরোয়ান সেইমত ফাটক খুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আপনি এ সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া বাগানে আসিয়াছেন কেন?” লীলা বলিলেন, “সে তো ভালই হইয়াছে, এ সময় আপনি তো আসেন না। আসুন না! অকুন উদয় দেখিতে দেখিতে কথাবার্তা কহি।”

নানা কথা হইতে লাগিল। প্রভাত-শোভা, ফুলের কথা, পাখীর গানের এ কথা,—সে কথার পর হঠাৎ লীলা জিজ্ঞাসা করিল, “বেণী বাবু, আপনি বিবাহ করেন নাই কেন?” বেণী বাবু বলিলেন, “মার্জনা করুন, ও কথা থাক।” লীলা বলিলেন, “আপনাকে বলিতেই হইবে। আমি কেন বিবাহ করি নাই, আপনাকে বলিব।” বেণী বাবু বলি-

লেন, “যদি নিতান্তই শুনিবেন, শুধুন,—আমার দু ভাই ছিল, উভয়েই হৃদয়ী স্বামী দ্বারা প্রতারিত হইয়া হৃদিভঙ্গে মৃত্যুবরণ করিয়া গিয়াছেন।” বেণী বাবু চুপ করিলেন। লীলা বলিলেন, “আমি কে বিবাহ করি নাই—শুনিবেন?”

বেণী। আপনি তো বলিতে প্রতিশ্রুত।

লীলা। আমি উভয় স্ত্রীতে পড়িয়াছি। পিতা নিকট প্রতিশ্রুত, বিবাহ করিব না, মাতার নিকট বিবাহ করিব অস্বীকার করিয়াছি। আমি ইতি কষ্টবোধমূলক হইয়া দিব্যরাত্রি চিন্তা করি।

বেণী। কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই?

লীলা। না।

বেণী। চিন্তাই করিয়াছেন। স্থির করিবার চেষ্টা করিলে পারিতে পারিতেন।

লীলা। কিরূপে?

বেণী। অবশ্যই কোন বিশেষ কারণবশতঃ আপনার পিতা বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া থাকিবেন। বোধ হয় স্বামীভাবে পুরুষের সহিত আলাপ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু আপনার মাতা সংসারের নিয়মামুগারে আপনাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন। এ অবস্থায় অনায়াসে উপায় করিতে পারেন।

লীলা। কিরূপ?

বেণী। সহজ উপায়। বিবাহ করিলে মাতৃ-আজ্ঞা-পালন হইবে, কিন্তু এমন সপ্ত করিয়া কোন দীন ব্যক্তিকে বিবাহ করুন, যে সে বিবাহ করিয়া কিছু টাকা লইয়া চলিয়া যাইবে। লিখিয়া দিবে, আপনার সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, তাহা হইলেই উভয় দিক বজায় রহিল।

লীলা হাসিয়া বলিলেন, “এরূপ দীন ব্যক্তি কোথায় পাইব?”

বেণী। “কেন, আমি ঘটককে বলিয়া এরূপ ব্যক্তি সহজেই ভোগাড় করিয়া দিতে পারিব। ফুলের কোনও কলঙ্ক হইবে না, সে ব্যক্তি বিবাহ করিয়া চলিয়া যাইবে, আপনার পিতার কথাও রক্ষিত হইবে।” কথা শুনিয়া লীলা গভীর হইলেন সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিছুই প্রকাশ পাইল না। কিছু পরে উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় লইলেন। লীলা গৃহে প্রবেশ করিলেন। বেণী বাবু বাড়ী বাইতেছেন, এমন সময় স্বরো আসিয়া

তাঁহার হাত ধরিল। বেণী বাবু বলিলেন, “কি সুরো ?” সুরো বলিল,—“কে ছবি আঁকিয়াছে, তাহাকে আমার দেখাইতে হইবে।” বেণী বাবু উত্তর করিলেন,—“আমার বাড়ী যাইও, দেখাইব।” সুরো বলিল, “আমি দ্বিধিক বসিয়া আজই আপনার বাড়ীতে যাইব, আপনার বন্ধুকে থাকিতে বলিবেন।” “উত্তম”—এই কথা বলিয়া বেণী বাবু চলিয়া গেলেন।

সুরো লীলার নিকট আসিল; দেখিল লীলা অতি বিবশ। সুরোকে দেখিযামাত্র লীলা বলিলেন, “তুমি না বলিয়াছিলি, বেণী বাবু আমার ভাল বাসেন ? পুরুষের মন বুঝিবার তোমর অনেক দেয়। বেণী বাবুর হৃদয়ে ভালবাসা স্পর্শ করে নাই। কলা-বিজ্ঞান তাঁহার জীবন, কলাবিজ্ঞান লইয়াই থাকেন। আমি একরূপ পুরুষ কখনও দেখি নাই—” এই বলিয়া লীলা নিস্তব্ধ হইলেন। সুরো সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া, প্রার্থনা করিল, “দিদি, আজ আমি বেণী বাবুর বাড়ীতে যাইব। সমস্তদিন সেইখানে থাকিব মনে করিয়াছি।” লীলা বলিলেন, “আজ্ঞা যাও।”

সুরো চলিয়া গেল। সেদিন আর লীলার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। মনোমধ্যে কি এক বিকার উপস্থিত হইয়াছে। ভাবিলেন, বেণী বাবু যে উপায় বলিয়াছেন, সেই উপায় অবলম্বনই উচিত। সত্যই ছই দিক রক্ষা হইবে। তাহার পর তিনি—যেমন আছেন সেইরূপ থাকিবেন। না—সেইরূপ থাকা অসম্ভব। দিন একরকমেই কাটিতেছে, তাহা আর ভাল লাগে না। তরু, লতা, ফুল পাখী কিছুই আর সে ভাব নাই। অনেক পুরুষের সহিত ছল করিয়াছেন, সে খেলা আর ভাল লাগে না। নানাদেশ দেখিবেন, নতুন নতুন স্থান দেখিবেন, সে একরূপ নতুন হইবে। যাক—যেইরূপ হয় হইবে, আর ভাবা যায় না। ভাবনা ঝড়িয়া ফেলিতে চান, ভাবনা ছাড়ে না।

সুরো বেণী বাবুর বাড়ী উপস্থিত—“কই—আপনার বন্ধু কই দেখান ?” বেণী বাবু বলিলেন,—“এই দেখ। আমি আসিতেছি, তোমরা কথাবার্তা কর।” সুরো, দেখিল, একটা গ্রামবর্গ বুবা পুরুষ বসিয়া ছবি আঁকিতেছেন। সুরোকে দেখিয়া বুবা জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বুবাকে যদিও সুরো

বলা যায় না, কিন্তু মুখের ভাব হৃদয় আকর্ষণকারী। পরিচ্ছদ যদিচ বেণী বাবুর বন্ধুর যোগ্য বটে, কিন্তু তাহাতে কোন যত্ন নাই, কেশবিভ্রাস নাই। লীলার সঙ্গে থাকিয়া সুরোর পুরুষকে ভয় ছিল না। তাহার সহিত প্রথম সেই কথা আরম্ভ করিল,—“আপনি ছবি আঁকেন ?” বন্ধু হেঁটমুখে মাথা চুলকাইতে লাগিল, কিছু উত্তর করিলেন না। সুরো ছাড়ে না, জামায় হাত দিয়া বলে—“এ যে বেশ সিক্কের জামা। বোতাম খুলিয়া রাখিয়াছেন কেন ? বোতাম দিন।” বন্ধু আরও জড়সড়। সুরো বোতাম পরাইয়া দিতে লাগিল। বন্ধুর ঘোর বিপদ, সেখানে চিক্ৰণী—ব্রশ ছিল। সুরো বলিল, “চুলগুলো ওরূপ তো ভাল দেখায় না।” জোর করিয়া গোয়ারে বসাইয়া সিঁথি কাটিয়া দিল। বন্ধু যত জড়সড় হন, সুরোর ততই আমোদ বাড়ে। বন্ধু একটীমাত্র কথা অস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—“আপনি কি করেন ?” ঘাড় তুলিয়া ছুই একবার সুরোকে দেখিয়াছেন, তাহার পর অধো-বদনেই আছেন। মন্থণের আশ্চর্য্য নিয়ম, এই জড়ের ভ্রায় ব্যক্তির সহিত রঙ্গ করিয়া সুরোর মন আকৃষ্ট হইয়াছে। অনেক পুরুষ দেখিয়াছে, কিন্তু একরূপ সংসারজ্ঞানশূন্য সরলপ্রকৃতির লোক দেখে নাই। প্রকৃত বালকের ভ্রায় ভাব। সুরোর মনে সাধ, যদি তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারে, তাহাকে বন্ধু করে। পুরুষ কপট আজ্ঞায় স্তম্ভিত, কিন্তু ইহাকে দেখিয়া সে ভাব যেন একেবারে মুছিয়া গেল; ভাবিল, যে, এ আধারে কপটতা একেবারেই সম্ভব নয়, জিজ্ঞাসা করিল, “নাম কি ?” নাম কালীন্দ্র, কিন্তু বুঝক ‘ক’—বলিয়াই চুপ করিল।

হঠাৎ বেণী বাবু ফিরিয়া আসিলেন। একখানি পত্রহাতে, বলিলেন,—“সুরো ! তোমার দিদির যে বিবাহ হইবে। আমার তিনি পাত্র ঠিক করিতে বলিয়াছেন, পাত্র ঠিক হইয়াছে। কাল শুভদিন আছে, তিনি সম্মত হইলেই বিবাহ হয়।” এই কথা বলিতে বলিতে ভৃত্য আর একখানি পত্র লইয়া আসিল। বেণী বাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন,—“সুরো, কালই বিবাহ।” সুরো প্রথমে ভাবিল, উনি পরিহাস করিতেছেন। কিন্তু লীলাকে লইয়া উনি কখনও পরিহাস করেন না। বেণীমাতৃক বলিলেন, “বিস্মিত হইতেছ কেন ? সত্যই বিবাহ।”

পরদিন পুরোহিত, ষটক, উকীল ও একজন

দাকার ব্রাহ্মণকুমার রজনীযোগে লীলার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণকুমারের নাম উমাচরণ ; এই উমাচরণই বর। বর তাকা-তাকা জড়ানো কথায় বলিল, “লীগুণির বে ক’রে আমার টাকা দাও না, আমি খুড়ীর বাড়ী মদ খাব, আর নকস খেলবো। আমি সেই করতে জানি, কিসে সেই কসবো বল ?” বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবার পর পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হইল। বর উকীলের বাড়ী ফারৎ সহি করিয়া দিল, লীলার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ রহিল না। বর বলিল, “দাঁড়াও—আমি আস্চি, এসে টাকা নেব।” বহুকণ অতীত হইল, বর টাকা লইতে ফিরিল না। টাকা না লইয়া কোথায় গেল ? ক’হ কিছু সন্ধান পাইল না। এমন সময় বেণীমাধব বাবু আসিলেন। লীলা বলিলেন, “সে ব্যক্তি টাকা ফেলিয়া কোথায় গেল ?” বেণী বাবু বলিলেন, “টাকা ফেলিয়া আর কোথায় যাইবে ?” কিন্তু বর সত্যই কোথায় গিয়াছে ! অসাবধানে পুষ্করিনীতে পড়িয়াছে ভাবিয়া পরদিন জাল ফেলা হইল, কোনই সন্ধান নাই। দ্বারবান বাহিরে যাইতেও দেখে নাই। বহু সন্ধানে বরের তত্ত্ব কোথাও পাওয়া গেল না।

কালীপদ বেণী বাবু অপেক্ষা অনেক ছোট। কালীপদের পিতার মৃত্যুর সময়ে বেণীবাবুকে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তির একজিকিউটার করিয়া বান। বেণীবাবুর পিতা, মাতা, ভ্রাতা কেহই ছিল না, বিবাহ করেন নাই, কালীপদকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, কালীপদেরও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। চিত্র-বিজ্ঞান কালীপদের অমুয়াগ দেখিয়া বেণীবাবু স্বয়ং তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। সেই শিক্ষার সময় সুরোর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। সুরো কালীপদের নিকট প্রায়ই আসে বাহ, রঙ্গ ভঙ্গ করে। যেদিন সুরো না আসে বেণীবাবুই কালীপদকে সঙ্গে করিয়া লীলার বাড়ীতে বান। যদিচ সুরোর সহিত ভাল করিয়া কথাবার্তা কহিতে পারে না, তথাপি সুরোর আসিবার সময় তাহার প্রতীক্ষা করে, আসিতে বিলম্ব হইলে চঞ্চল হয়। যেদিন বেণী বাবু সঙ্গে লইয়া বান, বোবার মত নিঃশব্দে পিছু পিছু যায়, এ দিকে ও দিকে দেখিতে থাকে—সুরো কোথায়। সুরোও হাসিয়া হাত ধরিয়া নিজগৃহে টানিয়া লইয়া যায়।

কিন্তু সুরোর এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটয়াছে,

সুরো কালীপদ ও বেণীবাবু ব্যতীত অপর কোনও পুরুষের সম্মুখে যায় না। লীলার সহিত গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইতে অসম্মত হয়। পাঁচীর দোর বন্ধ করিয়া বেণীবাবুর গৃহে যায়। দিন দিন সুরোর আচার ব্যবহার লজ্জাশীলা কুলঙ্গীর জ্ঞায় হইয়া উঠিল। কোন পুরুষেই ক্রমে তাহার মুখ দেখিতে পায় না, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায় না, কিন্তু কালীপদর সহিত তাহার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার নিকট সম্পূর্ণ লজ্জাহীনতা, গাধমাধার কাপড় আছে কি না, দৃষ্টি রাখে না।

একদিন কালীপদকে আসিতে লিখিয়া সকাল হইতে ছুই ছড়া মালা সুরো গাধিয়া রাখিয়াছে। কালীপদ আসিবামাত্র তাহাকে টানিয়া ঘরে লইয়া চলিয়া গেল। কালীপদও মন্ত্রমুগ্ধের জ্ঞায় সঙ্গে গিয়াছে। সুরো একটি ক্লিরোপেট্রা কোচে কালীপদকে বসাইল, আর নিকটে বসিয়া দ্বিজ্ঞাসা করিল,—“তুমি ঈশ্বর মানো?” কালীপদ এখন ছুই একটি কথা কহ, বলিল—“মানি।” সুরো বলিল,—“আমিও মানি। শুধু মানি না—তিনি এই খানে আছেন মানি। আমরা যাহা করিতেছি, তাহা তিনি দেখিতেছেন মানি। কালীপদ অশ্রুটস্বরে হঁ দিল। “তবে দেব আমি তোমার গলে মালা দিলুম।”—কালীপদ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল,—“কেন ?”

সুরো। তুমি এই মালা আমার গলায় দিবে বলিয়া।

কলের পুতুলের জ্ঞায় কালীপদ তাহার আজ্ঞাপালন করিল, গলায় মালা দিল। সুরো বলিল,—“আমার গলা ধরিয়া চুষন কর।” কালীপদ স্পন্দ-হীন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতেছে। সুরো বলিল, “দাঁড়াইয়া রহিলে যে ? যাহা বলি করো।” কালীপদ তথাপি জড়ের জ্ঞায় দণ্ডায়মান। সুরো বলিল, “তুমি জানো না, আমি তোমার শিখাইয়া দিই।” এই বলিয়া গলা ধরিয়া চুষন করিতে যাইতেছে, এমন সময় সহসা লীলা তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল,—“সুরো ও কি করো ?”

সুরো। কেন এই বোকাটাকে চুষন করিতে শিখাইতেছি !

লীলা। সুরো তোমার এ কিরূপ আচরণ ? তুমি ইদানীং ভাগ করো, বেন তুমি লজ্জাশীলা কুল-

কামিনী, পুরুষের মুখ দেখিতে কৃষ্টিতা, কিন্তু তুমি ইহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছ, তাহা বার-নারীও করে কি না—সন্দেহ। তুমি কি তোমার এইরূপ আচরণের আবরণ স্বরূপ লজ্জাশীলতার ভাণ করো। আমি কয়দিন হইতে তোমার আচরণ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। কিন্তু তুমি এতদূর বাড়াইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও অমুভব করি নাই। এরূপ লজ্জার আবরণ দিতে তুমি বোথায় শিখিলে?

সুরো। কেন এই বাড়ীতে আসিয়া শিখিয়াছি।

লীলা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “কি বলিস্? আমার নিকট শিখিয়াছিস্?” সুরো বলিল,—“না আমার স্বর্গগতা জননীর নিকট শিখিয়াছি। যতদিন কুমারী ছিলাম, ততদিন তোমার সহিত বেড়াইতাম, কাহাকেও লজ্জা করিতাম না। কিন্তু এখন আমি কুলকামিনী, পতিকে লজ্জা করি না, আর সকলকে লজ্জা করি।” এই সকল কথাবার্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে কালীপদ কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিল। সুরো একা, অল্প কেহ গৃহে নাই দেখিয়া অতি মধুরস্বরে লীলা বলিলেন,—“সুরো, তুমি আপনি আপনাকে প্রভাষণ করিতেছ।” সুরো বলিল, “না দিদি, আমি প্রভাষিত হই নাই। আমি ক্ষণপূর্বে দৈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমার প্রাণেশ্বরের গলে মালা প্রদান করিয়াছি।”

লীলা। মালা দেওয়া কি বিবাহ হইল? আজ যেন কালীপদ, তুমি যেরূপ মনে করো ভালমন্দ কিছুই জানে না, কিন্তু ইহার পর কি তোমার পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিবে? গলায় মালা দিয়া গাঙ্কর-বিবাহ পুরাণে হইত, এমনকর কপট পুরুষেরা শাল-গ্রাম সমুখে রাখিয়া সর্ব্বলক্ষ্যে বিবাহ করিয়াও পত্নীকে বর্জন করে। কালীপদ বলিলেই হইল, “আমি বিবাহ করি নাই; তখন লোকে তোমার কি বলিবে? যাহা বলিবে,—ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়।”

সুরো লীলার গলা ধরিয়া বলিল,—“দিদি, তুমি স্নেহবশতঃ এরূপ আশঙ্কা করিতেছ, সে আমার, আমি আমার প্রাণ দিয়া তাহা বুঝিয়াছি। তাহার মুখ দেখিয়া, চোখ দেখিয়া, অঙ্গস্পর্শ করিয়া, অঙ্গস্পর্শে পুলকিত হইয়া, মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, চোখে চোখ মিলাইয়া, বিভোর হইয়া, সরল অন্তরে সরল অন্তরের ভাব বুঝিয়া জানিয়াছি যে, সে আমার। কায়মনো-বাক্যে আমার—জীবনে আমার—স্বপ্নে আমার—

অনন্ত কাল আমার,—আমারই প্রাণেশ্বর, অল্প কাহারও হইবার সম্ভাবনা নাই।” বলিতে বলিতে সুরো এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিল। বদনে নরনে যেন স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল। লীলা নিস্তব্ধ—সুরো নিস্তব্ধ! উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় হঠাৎ বেণীবাবু হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। বেণীবাবু বলিলেন,—“কি হইতেছে? শুহুন—আমি আবার ঘটকালী করিতে আসিয়াছি। সুরোর ঘটকালী—কালীপদের সহিত সুরোর বিবাহ দিন, এই প্রস্তাব করিতে আপনার নিকট আসিয়াছি।” লীলা একটু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, “এ কাজ কতদিন আরম্ভ করিয়াছেন?” বেণীবাবু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—“তা তো আপনি জানেন, এই আমার দ্বিতীয়বার ঘটকালী আর এই ঘটকালীই আমার শেষ।” লীলা তীব্রস্বরে উত্তর করিলেন,—“বেণীবাবু আপনি কপট কি সরল, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারিলাম না, বোধ হয় আপনি কৌশল করিয়া পুরুষ-নারী একত্রে মিলাইয়া সরল অবলার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। দেখিতেছি, সুরো উন্মত্ত, যাহা হইবার হইয়াছে, আর উপায় নাই। ভাল প্রকাশ্য বিবাহই হউক, কবে বিবাহ—দিন স্থির করুন।”

বেণী। বর ক’নে সম্মত, আপনি সম্মত হইলে আজই বিবাহ হয়।

লীলা। আমি তো বলিয়াছি, আমি সম্মত, ভাল আজই বিবাহ হোক। কিন্তু বেণীবাবু দারিদ্র্য আপনাদের সম্পূর্ণ। বোধ হয় কালীপদ আপনাদের শিক্ষামত সুরোর মন ভুলাইবার জন্ত জড়ের জার অবহান করিত। সুরো সত্যই বুঝিয়াছে, কালীপদ তাহাকে ভালবাসে। সুরো মজিয়াছে।

বেণী। সুরো মজিয়াছে কি না তাহা আমি জানি না, সুরো আপনার শিক্ষিতা আপনি জানেন, কিন্তু ভালবাসার যে সব লক্ষণ কবিবর্ণনার পাঠ করিয়াছি, কালীপদকে সে সমস্ত লক্ষণই বিস্তারিত। সুরো ধ্যান—সুরো জ্ঞান—শরনে স্বপনে তার সুরো, স্বপনে সে সুরোর সহিত ক্রীড়া করে। সুরো তাহার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছে। একথা আপনি না বুঝিতে পারেন, আমি বুঝিয়াছি। ভাল আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই, আজই বিবাহ হোক।

সেই রাত্রে সুরের সহিত কালীপদর বিবাহ হইল ।
বিবাহে কোন ধুমধাম হইল না । বর কন্ডা, পুরো-
হিত আর বেণীবাবু বরযাত্র আর লীলা কন্ডাযাত্রী ।
বিবাহের পর বেণীবাবু বাহির হইয়া যাইতেছেন,
লীলা তাঁহাকে ডাকিলেন । বলিলেন, “একটা
কথা শুনুন ।” বেণী বাবু বলিলেন, “কি আধিক
হইয়াছে, কাল সকালে আসিয়া শুনিব ।” লীলা
বলিলেন, “অধিক কথা নয়, আপনার সহিত আমার
একরূপ কথা ফুরাইয়া আসিয়াছে । এ কথার
জন্ত কাল প্রাতে আসিবার প্রয়োজন নাই, এখনই
কথা শেষ হইবে ।” কোন উত্তর না দিয়া বেণীবাবু
লীলার সহিত বসিবার গৃহে উপস্থিত হইলেন । লীলা
বসিবার আসন নির্দেশ করিয়া বেণীবাবুকে বলিলেন,
—“বসুন ।” বেণীবাবু বলিলেন, “বসিব না, আমারও
হেথায় বসি শেষ হইয়াছে, কি বলিবেন বলুন ।”
লীলা বলিলেন, “আর কিছুই নয়, বিবাহ হো দিলেন,
জানিতাম সুরের কিছুই নাই, আমার নিকটেই
প্রাপ্তপালিত হইতেছিল, কালীপদর কি আছে না
আছে জানি না, এখন উহার কোথায় থাকিবে,
কিরূপ করিবে, তাহা কিছু স্থির করিয়াছেন ?” বেণী-
বাবু উত্তর করিলেন, “এ নিমিত্ত আপনার কোন
চিন্তা নাই, কালীপদ নিঃস্ব নয়, তাহার বা সম্পত্তি
মামার নিকট আছে, কালারও মুখাপেক্ষী না হইয়া
স্বপ্নচ্ছন্দে চলিবে । এক্ষণে সুরোও নিঃস্ব নয়,
মামার যে বাগান-বাড়ী দেখিয়াছেন, সেই বাগান
ভী সুরোকে যোতুক দিব ভাবিয়া লেখা-পড়া
রিয়া আনিয়াছি দেখুন । যোতুক আমার
ইয়াই আপনি দিবেন । পকেট হইতে বেণীবাবু
কীলার বাড়ী হইতে লেখা পড়া করা এক-
নি কাগজ লীলার হস্তে দিবার জন্ত বাহির
রিলেন । লীলা বলিলেন, “কাগজ আপনার
কট রাখুন, কিন্তু আপনার কোন্ বাগানের
বা বলিতেছেন ?”

বেণী । এই লেখপেড়া দেখিলেই বুঝিতে পারি-
ন । এ বাগানে আমার প্রতি অমুগ্রহ করিয়া
নকবার গিয়াছেন ।

লীলা । যে বাগান আপনার বড় সখের বাগান
ভেছেন ? সে বাগান কেন দিবেন ?

বেণী । সখের জন্ত ।

লীলা । এ তো বহুমূল্য বাগান ।

বেণী । হ্যাঁ, যখন সখে প্রস্তুত করিয়াছি
বহুমূল্য বটে ।

লীলা । অন্ততঃ চাকি সখ টাকা ইহার সখ
নিশ্চয় ।

বেণী । ইহার অর্থ মূল্য নহে—ইহার মূল্য সখ
সখে প্রস্তুত হইয়াছে, সখে যোতুক দিতেছি ।

লীলা । কালীপদ আপনার কে ?

বেণী । কেহই নয়, কেহ হইলে আর সখ কি
আমি কি সখে বাগান প্রস্তুত করিয়াছি জানেন না
তাই বুঝতে পারিতেছেন না ।

লীলা । যদি অমুগ্রহ করিয়া বলেন, আমি সুরো
অভিভাবিকা, আমার শুনিবার অধিকার আছে ।

বেণী । আমার বলিবার আপত্তি নাই, কি
আপনার বিরক্তি জন্মিবে না তো ?

লীলা । না, বাগাডখর ত্যাগ করিয়া বলুন ।

বেণী । আমার সখ প্রেমিকের, যেসকল গৃহ
প্রস্তুত করিলে প্রেমিক-প্রেমিক উপযোগী হইবে
সেইরূপ গৃহ প্রস্তুত করিয়াছি । যথানে যে বৃক্ষ,
যে লতা, যে কুঞ্জ—প্রেমিকের সুখকর হইবে, সেই
তরু, সেই লতা, সেই কুঞ্জ সেইখানে প্রস্তুত করি-
য়াছি । প্রাতঃকালে কোথায় বসিয়া প্রেমিক-
প্রেমিকা উভার ঘটা দেখিতে দেখিতে ক্রমে অন্তর-
বাহ আলোকিত হইয়া পরস্পর কথোপকথন কহিবে,
সেইরূপ পুষ্পশোভিত কুঞ্জ প্রস্তুত করিয়াছি । মধ্যাহ্নে
বিরাম স্থান, সায়ংকালে বেড়াইবার স্থান, নিশায়
শয়নের স্থান বাগানে আছে । কোন্ হুতে কোন্
স্থান সুখকর, সেই স্থানের উপযোগী সুখকর স্থান
প্রস্তুত আছে ।

লীলা । প্রেমিক-প্রেমিকা কিরূপে সুখী হইবে,
আপনি কিরূপে জানিলেন ?

বেণী । শিক্ষা করিয়াছি ।

লীলা । কোথায় শিখিলেন ?

বেণী । এ শিক্ষা অন্তরের, কাহারও নিকট
কেহ শিখে না, চেষ্টা করিয়া কেহ শিখাইতে পারে
না । যদি শিখা হয়, তাহা আপনা আপনি হয় ।

লীলা । শিক্ষা হইয়াছে, ইহার পরীক্ষা কি ?

বেণী । শিক্ষার জ্ঞান সে পরীক্ষা অন্তরে অন্তরে ।
অন্তর আপনাকে পরীক্ষা করিয়া বুঝে—তাহার
প্রণয়ী তাহার জগৎ, জগৎ আর স্বত্ত্ব নয়, তাহার
নিকট ছুত, ভবিষ্যৎ নাই, সমস্তই বর্তমান । বুঝিতে

পারে, সে অবস্থার অধীন নয়, বিশ্ববৎস হইলে তাহার ভাবান্তর ঘটিবে না, জগতে আর কিছুই দেখিতে পায় না, কেবল প্রেমের স্রোত দেখে। তাহার দৃষ্টিতে প্রেমের অগতঃ, প্রেম ভিন্ন পদার্থই নাই। এই প্রেমে সমুত্তলহরী অধোরাগ্রিই খেলিতেছে, শ্রৌমিক হৃদয় সেই তরঙ্গে অধোরাগ্রিই ভাসমান। বিরাম নাই—এক স্রোতেই দিবারাত্রি চলে।

লীলা। দেখিতেছি, আপনার স্মরণশক্তি অতি প্রখর। নটের স্থায় কণ্ঠস্থ ভূমিকা অতি সুন্দর আবৃত্তি করিলেন।

বেণী। পরিহাস করিবেন না, হৃদয়ের শিক্ষা হৃদয় শিখাইয়াছে; যদি তাহা না হইত, যদি হৃদয়ের আভ্যন্তর ভাষা না শুনিতাম, সুরোর সহিত কালীপদর প্রেম বুঝিতাম না। সখের বাগান ও দশ করিয়া যৌতুক দিতাম না।

বেণী বাবু চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল লীলা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, বলিয়া পড়িলেন, অবিরল নয়নধারা বহিতে লাগিল, যেন বুঝিলেন, বেণীবাবু গড়া কথা বলিয়া গেলেন না, যেন সত্য কথা; এ কথা যেন কোথায় শুনিয়াছেন, যেন স্বপ্নে কে তাঁহাকে পূর্বে বলিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে ভোর হইয়া গেল—দাস দাসীর কলরবে লীলা চমকিয়া উঠিলেন, মনে করিলেন,—কি মিছা ভাবিতেছি। সুরোর বিবাহ হইয়াছে, তাহার দায়িত্ব কাটিল। উপস্থিত সুরোকে কিছু দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার আপনার কেহই নাই, বাৎসরিক হইতে তিনি সুরোকেই জানেন; ঐশ্বর্যের অভাব নাই, বাহা যখন ইচ্ছা করিবেন, অনেক সংকার্য্য করিবার সঙ্কল্প আছে, সে সকল কার্য্য করিয়া বাহা বাকী থাকিবে, মরিবার সময় সুরোকে দিয়া যাইবেন। উপস্থিত কালীপদকে তিনি লক্ষ টাকা যৌতুক দিবেন। সন্নিহানচিন্তে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইতিপূর্বে দুই ভগ্নীর প্রেম দেখিয়াছেন, তাহার শোচনীয় পরিণাম তাঁহার হৃদয়ে এখনো মলিন হয় নাই, ভাবিলেন—কে জানে সুরোর পরিণাম কি হইবে!

বিবাহের পর কিছুদিন গত হইল, বেণীবাবু আর আসেন না। লীলা শুনিলেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন। তাঁহারও কিছু ভাল লাগে না; ভাবিলেন, তিনি তাঁর-পর্ধ্যটনে যাইবেন। যাইবার দিন স্থির হইয়াছে, সমস্ত উদ্ভোগ হইতেছে, এমন সময়

তাঁহার একজন পরিচারিকা একখানি অদ্ভুত পত্র তাঁহার হস্তে দিল। পত্রের লেখক আমাদের পূর্বপরিচিত গগন বাবু; পত্রের মর্ম্ম এই—যদিও লীলার তিনি প্রণয়ভাজন হইতে পারেন নাই, লীলার মূর্ত্তি দিবানিশি তাঁহার ধ্যান। লীলা ইহা বিশ্বাস না করেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি নাই। উপস্থিত পত্র লিখিবার ক্ষেত্রে এই যে, লীলাকে সংকট করা, লীলার বিপদ উপস্থিত। তাঁহার কোন এক বন্ধু-উকীলের নিকট একজন দীন কদাকার ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া বলে যে, ‘আমি লীলার স্বামী, তাঁর উপর স্বামীর যে অধিকার, লীলার উপর সেই অধিকার আমি প্রার্থী; লীলা সে অধিকার স্বীকার করে না, সেইজন্য আমি নালিশ করিব।’ একথা শুনিয়া বন্ধু-উকীল অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে তড়াইয়া দিতেছিল, এমন সময়ে সেই দীন ব্যক্তি হাজার টাকার খুচরা নোট উকীলের টেবিলে রাখিয়া বলিল, এই আপনার ধরচা নিন—আমার সহিত তাহার সত্য বিবাহ হইয়াছে কি না বুঝিতে পারিবেন। গগন বাবু পত্রের শেষে লিখিয়াছেন, ‘অনেক কথা, সমস্ত বিবৃত করার স্থান পত্রে নাই, লীলা যতপি তাঁহাকে দেখা করিতে অসুমতি দেন, সাক্ষাতে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলিবেন।’

লীলা প্রথমে ভাবিলেন, এ আবার কি কৌশল! তাহার পর মনে হইল। যে তাঁহার বিবাহের কথা গগন কিরূপে জামিলেন—গোপনে বিবাহ হইয়াছে। অবশ্য বিবাহের পর তাঁহার স্বামীর খোঁজ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার যে বিবাহ হইয়াছে, একথা তো কেবল পুরোহিত, উকীল ও বেণীবাবু জানেন। যদি গগন সংবাদ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাদেরই এক-জনের নিকট পাইয়াছে। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পত্রের উত্তরে গগনকে দেখা করিতে বলিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে গগন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন আর তাঁহার পূর্বের বেশের পরিপাটি নাই, কেশের অবস্থার বোধ হয় যেন চিরকাল বহুদিন স্পর্শিত হয় নাই, বদন মলিন—ওষ্ঠ তাম্বুলরাগহীন। লীলা বসিতে বলিলে অবনত মস্তকে বসিলেন। লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কি বলিবেন?’ গগন বাবু ধীরে ধীরে আরম্ভ করিলেন যে, সেই দীন ব্রাহ্মণ এক অদ্ভুত গল্প রচনা করিয়াছে। সে বলে, আপনার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। উকী-

লের বাড়ী লেখাপড়া হইয়াছিল যে, সে পঁচিশ হাজার টাকা পাইবে, আপনার সহিত তাহার আর দ্বী-পুরুষের সম্বন্ধ থাকিবে না। এক্ষণ সৰ্ব্বে সে সহি করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে টাকা গ্রহণ করে নাই, বিবাহের পরেই চলিয়া আসিয়াছে। আপনি অনেক অগ্রসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহাকে খুঁজিয়া পান নাই। ইতিপূর্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়া একজন ব্রাহ্মণ-কুমারের তত্ত্ব দিলে পারিতোষিক দেওয়া হইবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, আমার উকীল বন্ধু বলেন, এ ব্রাহ্মণেরও আকার প্রকার সেইরূপ। আর এক কথা, আমার উকীলবন্ধু বলিয়াছেন না কি বেণীবাবুর মাতুল আপনার পিতার উকীল ছিলেন, তাহারই দ্বারা আপনার পিতা উইল প্রস্তুত করান ও আপনার নামে কি একখানি পত্র তাহার নিকট রাখেন। ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহের সময় যে উকীল আপনার নিকট উপস্থিত ছিলেন, বেণীবাবুর মাতুলের মুক্তার পর সেই উকীলই অফিসের অধিকারী হন। আপনার পিতা আপনার নামে যে পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই পত্র নাকি উকীল বেণী বাবুকে দিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের সমুখে এই সকল কথাবার্তা হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্য্য কথা, বেণীবাবুর উত্তেজনায়, বেণীবাবুর নিকট খরচা লইয়া ব্রাহ্মণ মকদ্দমা করিতে আসিয়াছে। আমার উকীল বন্ধু আমারই কথা অগ্রসারে আপনাকে ব্রাহ্মণের পক্ষ হইয়া পত্র লিখিবেন। আমি বুঝিলাম, টাকা পাইলেই যে উকীলের কাছে ব্রাহ্মণ যাইবে, সে-ই এ কাজ করিবে। অল্প উকীলের দ্বারা কার্য্য হইলে আমি আর কোন সংবাদ পাইব না এবং যদি আমার দ্বারা আপনার কোনও কার্য্য হয়, তাহারও সম্ভাবনা থাকিবে না। এই তো অসম্ভব, সত্য মিথ্যা আপনি বুঝুন। লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কথা কেন আপনি বলিতে আসিয়াছেন?” “কেন?” এই কথা বলিয়া ছদ্মবেগে গগন বাবু যেন কি কথা বলিতে যাইতে-ছিলেন, আত্মসংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “যদি আপনার সামান্য কার্য্যে প্রাণ দিতে পারি, আমার জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। আমার কৰ্ম্মজোড়ে এইমাত্র অমরোদ, যদি কখনও কোন প্রয়োজন হয়, অমরগ্রহ পূর্ব্বক আমার জানাইবেন।” গগন বাবু লীলার উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়াই চলিয়া

গেলেন। বাগানের বাহিরে গিয়াই দেখেন যে এক ব্যক্তি তাহার দ্বার অপেক্ষা করিতেছে। সে গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রে রেখো, কোথায়, কিছু খবর পেলি?”

রৈখো। না।

গগন। তোর মনিবকে জিজ্ঞাসা করিতে পা না?

রেখো। আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, আ জবাব হইয়াছে।

গগন। কি দ্রুত জবাব হইল?

রেখো। আমি এর ওর তার মকদ্দমার কাগজ চুপি চুপি পড়িয়া বিপক্ষকে সংবাদ দিই, কথা, আমি একদিন একটা বাস্কর চাৰি খুঁচি কাগজ পড়িতেছি দেখিয়া বুঝিয়াছে।

গগন। তুই এখানে এসেছিস কেন?

রেখো। কথা আছে।

‘চল’ বলিয়া রেখোকে গাড়ীতে লইয়া গগন বা চলিয়া গেলেন। রাধুর পরিচয় পাঠক পশ্চাতে পাইবেন।

গগনের কথায় লীলা ঘোর চিন্তায় নিমগ্না হইলেন। এ কি, এ যে আত্মপূর্ব্বিক সমস্ত সংবাদ জানে। মনে হইল,—বেণীই অনর্থের মূল। বেণী মাতুল যে লীলার পিতার উকীল ছিলেন, তাহাও লীলা জানিতেন; গগন বলিয়াছে যে, বেণীর মাতুলের স্থানীয় উকীল বেণীকে লীলার নামে তাহার পিতৃলিখিত কি পত্র দিয়াছে, কথা কি সত্য? সুরোর টাকা তাহার পিতার কোনও শেষ কথা,—এরূপ অনেকেই লিখিয়া রাখিয়া যান। বেণীই তাহার শত্রু, কিন্তু বেণী তাহার শত্রু হইল কেন? বেণী তাহার শত্রু—সুরোর শত্রু—জগন্তের শত্রু—বেণী অতি মন্দ লোক,—তাহারই পরামর্শে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া টাকা না লইয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই-ই ব্রাহ্মণকুমারকে গোপনে বাগানের বাহির করিয়া দিয়া পরক্ষণে হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই-ই পরামর্শ দিয়া নালিস করাই-তেছে। আবার তাবিলেন—না নালিস করা—মিথ্যা কথা। গগন কোনরূপে বিবাহের ঘটনা জানিয়াছে, পুরোহিত, উকীল বা বেণীর নিকটে শুদ্ধ; কিন্তু বিবাহের পর সে ব্রাহ্মণ কোথায় গেল? কেন তাহার তত্ত্ব পাওয়া গেল না? বেণীরই যদি বড়বড়

তবে এতদিন কেন বেণী বোকদ্দা করার নাই ? তার চিত্তার কিছু স্থির হইল না। এমন সময় উকীল বড়ীর চিঠি আসিল, বেকরূপ চিঠি আসিবে, পদ্ম পতাস দিয়াছিল, উকীলের চিঠির মন্ত সেইরূপ।

উমাচরণের পক্ষ হইয়া উকীল লিখিতেছে যে, লীলা উমাচরণকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইল, নচেৎ আদালতের সাহায্যে উমাচরণ স্বামীর উপর যে অধিকার, তাহা লইবেন। তিন দিন সময় দেওয়া আছে, তিন দিনের মধ্যে লীলা সম্মত হইল, নচেৎ পুনরায় লীলাকে না জানাইয়া পলিস রুজু করিতে বাধ্য হইবেন। পত্রপাঠে লীলার মনে আর ইতস্ততঃ রহিল না, নিশ্চয় ধারণা জন্মিল, —বেণী তাহার সর্বনাশের মূল।

বেণীমাধব প্রদত্ত বাগানে সুরো একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবে। লীলার নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বাগান বেণীবাবুর; অবশ্য তিনি সুরোকে যৌতুক দিয়াছেন, —সে বাগানে ঘাইবেন কি না, লীলা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; শেষে বাওরাই স্থির হইল। সুরো ও কালীপদ কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহাও দেখিতে গাইবেন। সুরো তাঁহার বাড়ীতে আসে, কালীপদও আসে, কিন্তু লীলা কখনো তাহাদের বাড়ী যান না। তাঁহার নিশ্চয় ধারণা ছিল, কালীপদ সুরোকে শীঘ্রই পরিভ্যাগ করিবে। কালীপদের সুরোকে ভালবাসা প্রদর্শন, সুরোর মনহরণ—বেণী বাবুর কোশলেই হইয়াছে। বেণী বাবুর কি কুটিল অভিসন্ধি, তাহা বোঝেন নাই; হয় তো লীলার যেমন পুরুষের মনে বেদনা দেওয়া অভ্যাস ছিল, বেণীবাবুরও সেইরূপ হীলোকের মনে বেদনা দেওয়া সম্ভব। কেন না, তিনি বেণীবাবুর নিকটেই শুনিয়াছিলেন যে, বেণীবাবুর দুই ভ্রাতা রমণী কতক প্রভাবিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, সেই নিমিত্ত তিনি বিবাহ করেন নাই। বেণী বাবুর কুটিলতার কারণ এই। সুরো বেণী বাবুর কোশলে নিশ্চয় মজিতে বসিয়াছে। তিনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এখন সুরোর সঙ্গে কালীপদ কিরূপ ব্যবহার করে। এক একবার তাহার লীলার বাটীতে আসে, তাহাতে কিছু বোকা যায় না। তাহাদের বাটীতে গিয়া সমস্ত অবস্থা দেখিলে, তাহার অহুমান সত্য কি না, বুঝিতে পারিবেন। অহুমান ঠিকই করিয়াছেন, তবে চক্ষুর্দ্বার বিবাহ তত্ত্ব উচিত, —এখনো সুরোকে লতক

করিলেও করিতে পারেন। তিনি সুরোকে বাহা যৌতুক দিয়াছেন, বোধ হয় তাহা খরচ হইয়া যায় নাই। গিয়া থাকে গিয়াছে, সুরোকে ফিরাইয়া আনিবেন; তাঁহার বংশে সম্পত্তি আছে, তাহাতে সুরোকে স্থিতি করিতে পারিবেন। সুরোর নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিলেন। কথা ছিল, সুরোর বাড়ী হইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা দেখিতে যাইবেন; তাঁহার কোচম্যান সুরোর বাড়ী জানিত। গাড়ী করিয়া গিয়া লীলা সুরোর বাড়ীর দোরে নামিলেন। সুরোর বাড়ী দেখিয়াই মনে করিলেন, বাহা ভাবিয়াছিলাম তাই,—গৃহস্থের দ্বার ক্ষুদ্র বিত্তল বাড়ী। যদিচ সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র বাগান আছে, কিন্তু তাহাতে সৌখিন ফুলের কেয়ারি নাই,—জবা, কম্বি, দেফালি, অশ্রাজিতা লতা, যুই, বেল, মল্লিকা, গোলাপ আছে, কিন্তু সকলই দেশী ফুল। তবে বাগানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাগানের ফটক হইতে সদর দোর পর্যন্ত একটা ক্ষুদ্র পরিদর রাস্তা বাগানকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। রাস্তার দুইধারে রেল, সেই রেলে বিবিধ দেশী লতা প্রক্ষুটিত হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজী ফ্যানানের বাড়ী নয়, সদর মহল, অন্তর মহল আছে; সদরে তিন ফুকুরে পূজার দালান, আসবাব পত্র যাদও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু গৃহস্থের মতই সমুদায়। তাঁহার একরূপ স্থির হইল যে সুরোর টাকাকড়ি অনেক নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত কালীপদ দোরে দাঁড়াইয়াছিল, অতি যত্নের সহিত বাড়ীর ভিতরে লইয়া বাইল। তিনি ভিতর বাড়ী ঘাইবামাত্র দেখেন, সুরোর চক্ষে ধোঁয়া লাগার চিহ্ন। রন্ধনগৃহ হইতে আসিয়া মহানন্দ্রের সহিত তাঁহার সমাদর করিল। বলিল, “দিদি আসিয়াছে, একটু জল খাও, বুঝিতে পারিবে—আমি কেমন স্বহস্তের রন্ধন করিতে শিখিয়াছি। তোমার জল খাওয়া হইলে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দেখিতে যাইব।” লীলা আশ্চর্য হইলেন। সুরো তাহার হীনাবস্থার কিছু মাত্র লজ্জিত নয়। গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিল, “এই গৃহে আমরা শুই, এইখানে ওকে জল খাইতে দিই, এইখানে ও ছবি আঁকে—এইখানে পড়ে,—আমি নিচে বসিয়া শিক্ষাকর্ম্য করি।” সুরোর আনন্দ ধরে না। সুরো বাহা জলখাবার দিল, সকলই একটু একটু খাইয়া দেখেন, অতি সুস্বাদু। তাঁহার বহু বেতনের পাচক দ্বারা সে রূপ সুস্বাদু বস্তু কখনো প্রস্তুত হয়

নাই। জল খাইবার সময় লীলা সুরোকে ধাইতে বলিলেন। সুরো বলিল, “না দিদি, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হইবার পর আমি জল খাইব।” লীলা বলিলেন, “কালীপদ কি ততক্ষণ উপবাসী থাকিবে?” সুরো বলিল—“হ্যাঁ।” লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, সুরো তুই কি রাধিস্?” সুরো বলিল, “হ্যাঁ দিদি, আমি রাধিলে ও ভাল করিয়া খায়।” লীলা সকল আস-বাবই দেশী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু রান্নাঘরের আসবাব সমস্ত বিলাতীর মতন। সুরো দেখাইল, “কালীপদ এই উদান প্রস্তুত করিয়াছে, ইহাতে রন্ধনের কোনও ক্রেশ নাই। অনেক দ্রব্য সামগ্রীই একেবারে প্রস্তুত করা যায়, এবং অগ্নির উত্তাপও যে দ্রব্যে যে পরিমাণে আবশ্যক হয়, সেই পরিমাণে উত্তাপ দিবার ব্যবস্থা আছে।” লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই কি পাচক রাধিস্ না?” সুরো উত্তর করিল, “এই ব্রাহ্মণের কন্ঠাটি পরিবেশন করে। রন্ধনের নিমিত্ত ও নিযুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু আমি রাধিতে দিই না, আমি নিজে হাতে সমস্ত করি, তবে মাঘুটি সুবোধ, আমার দেখিয়া সকল রকমই শিখিয়াছে।” লীলা বুঝিলেন যে, সুরো আপনার জেদে রাধে, সুরোর শ্রম লাভব হইবে বলিয়া কালীপদ উদান, রন্ধনের অন্তান্ত আসবাবপত্র ও রন্ধনশালায় সুব্যবস্থা করিয়াছে। কালীপদ এখন ছুই একটি কথা কয়। লীলাকে বলিল, “আপনি ওকে বলুন, এত খাটে কেন? বামনঠাকুরগ তো এখন বেশ রাধিতে শিখিয়াছে।” সুরো বলিল, “দিদি ওকে বলো, এত খাটে কেন?” লীলা বুঝিল,—এ কি! এখনো তো পরস্পরের টান দেখিতেছি! তবে এদের অবস্থার পরিবর্তন কেন?

সকলে মিলিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দেখিতে চলিলেন। লীলার গাড়ীতে কালীপদ ও সেই বামনঠাকুরাণীর সঙ্গে অপর গাড়ীতে দোর বন্ধ করিয়া সুরো পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঠাকুর প্রতিষ্ঠার স্থান—লীলার পরিচিত। পূর্বে বলিয়াছি, ইহা বেণীবাবুর প্রদত্ত বাগান, সেই বাগানের প্রত্যেক স্থান পুষ্পকুঞ্জের সহিত লীলার একটি না একটি স্মৃতি আছে। কোথাও বেণীবাবুর সহিত বসিয়া উদ্ভিদ সম্বন্ধে কথা হইয়াছে, কোথাও বসিয়া: অমুখ্যক্ষেণে দেখিয়াছেন যে দৃষ্টির অগোচরে প্রকৃতি অতি ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্ভান প্রস্তুত করিয়াছে। কোন পুষ্পরসকে সেই ফুলের রংএর প্রজাপতি ঝাঁক ঝাঁক বসিতে দেখিয়াছেন, যেন তাহারা নিজের

রংএর সহিত মিশাইয়া বলে। কোথা চাইবে দূরবীক্ষণে স্বর্গ্যবক্ষে কৃষ্ণাচ্ছন্ন লক্ষ্য করিয়াছেন, কোথায় বসিয়া কবিতার আলোচনা করিয়াছেন, কোথায় বা তাঁহাদের কণ্ঠস্বরে প্রতিক্রিয়া হইয়া লীলার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। সুরোর বাড়ীর অগৃহস্থের মত, কিন্তু বাগানের অবস্থা বেণীবা অধিকারে যেরূপ ছিল, তাহা অপেক্ষা উন্নত। বিস্থাপনের ক্ষমতা স্বতন্ত্র মনুষ্য নির্মিত হয় নাই! রাজ-মটালিকা-লাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য নানাভাঙা ছিল, তেই কৃষ্ণমূর্তি বিগ্রহ বসিয়াছে। কতক কিশোর বালক, কেহ পুষ্পচয়ন করিতেছে, নৈবেদ্য সাজাইতেছে, কোন না কোন কার্য লসকলেই আছে, সকলেই উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ। পূর্বে বাগানে অন্দর বাটী ছিল না, সুরো অন্দরবাটী প্রস্তুত হইয়াছে। লীলা ভ্রমণ করিতে দেখিতে লাগিলেন। সুরো অন্দরবাটীতে গ্নে করিয়াছে, যেরূপ কুলকামিনীর কর্তব্য। কালী চতুর্দিকে তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছে, মাঝে মাঝে সুরোকে কি বলিয়া যাইতেছে। সুরো ও কালীপদ উভয়েরই আনন্দ।

লীলা দেখিলেন, কৃষ্ণমূর্তিবিগ্রহ স্থাপিত হইয়া কিন্তু রাধা নাই। প্রথমে ভাবিলেন, বুঝি রাধা গিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, আবার ভাবিলেন, তা বিগ্রহ স্থাপনের এত তাড়া কেন? সুরো জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বিগ্রহ স্থাপনের আশ্রয় কি?” সুরো বলিলেন, “দিদি, এই বহুমুখ বাগান বেণীবাবু স্নেহবশত: আমাদিগকে দিয়াছে; কিন্তু আমরা গৃহস্থ, আমাদের এত বড় বাগানে প্রয়োজন কি? দেব-সেবায় নিযুক্ত হোক। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৃষ্ণমূর্তি নিৰ্মাণ করিয়াছ, রাধা নাই?” সুরো বলিল, “না, মাধব রাধা, আপনি আনিবেন।”

লীলা। মাধব কি?

সুরো। উপস্থিত বিগ্রহের নাম ‘মাধব’ রাখিলাম ঠাকুরবাড়ীর নাম মাধবের ঠাকুরবাড়ী রহিল। মাধবের রাধা জুটিলে রাধামাধবের বাগান বলিব।

লীলা বুঝিলেন, বেণীমাধবের নিকট বাগান পাইয়াছে, কতজন চিহ্নের স্বরূপ—বিগ্রহের নাম ‘মাধব’। কিন্তু ‘রাধা জুটবে,’ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাধা জুটবে কি?”

রাধা কি প্রস্তুত করিতে দিয়াছি?” সুরো বলিল, কেন দিব? মাধবের গুমর না ভাঙ্গিলে, আমি রাধার সহিত সাক্ষাৎ করাইব না। দেখি না—কতদিন আর একলা থাকে।”

লীলা। বিগ্রহের গুমর ভাঙ্গিবে কি?

সুরো। তুমি জানো না দিদি, মাধব বড় গুমরে। ঠুঁর হুঁচু রাধা গায়ে পড়া হইয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াক। রাধার এত গুমর সহ্য হইবে কেন? একলা কোঁদে কোঁদে গুমর ভাঙ্গুক, তারপর ত রাধা আসিবে।

লীলা। তুই কি বলিতেছিস?

সুরো। কি জান দিদি, মাধব মনে করে, আমি তা রাধাকে ভাললাসি, রাধা কেন বোঝে না? বুঝিয়া কেন আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায় না? আমি বলি, যদি ভালবাসে, সেধে পেড়ে কেন কাছে লয়ে এসো না? তা ঠুঁর যদি না গরজ থাকে, আমার কি অত দার?

লীলা। কি পাগলের মতন বলছিস?

সুরো। দেখো দিদি, পাগলামো নয়, বা বলছি, তা ঠিক।

লীলা। এ কিশোর বলকেরা কে?

সুরো। ওরা লীলাময়ী আশ্রমে থাকে।

লীলা। লীলাময়ী আশ্রম কি?

সুরো। তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম, তোমায় দেখাইতে পারি নাই,—আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে ব্যায়কের মতন যে এক বাড়ী করিয়া দিয়াছি, তাহাতে ঐ বালকগণ বাস করে। উহার সব বিদেশী। ঐখানে থাকিয়া পড়িতে যায়।

লীলা। লীলাময়ী আশ্রম কি?

সুরো। ও বাড়ী যেতোমার টাকার। তোমার টাকার আশ্রম চলে, তাই তোমার নামে আশ্রমের নাম দিয়াছি।

লীলা। তোমাদের কিরূপে চলে? কালিপদর পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে?

সুরো। না দিদি, তার সে টাকার ফিননাথ আশ্রম চলে। আমার স্বত্তরের নাম ফিননাথ, সেই নামে আশ্রম।

লীলা। বুঝিলেন, কালীপদর পিতার নাম দীননাথ।

লীলা। দীননাথ আশ্রমে কি হয়?

সুরো। বারা নিতান্ত উপায়হীন অশক্ত ব্যক্তি, তাহার তথায় থাকবার স্থান পায়।

লীলা। তবে তোমাদের কিরূপে চলে?

সুরো। কেন দিদি—তুমি তো জানো, ও বে ছবি আঁকে। ওর চবি খুব দরে বিকায়, তাতে আমাদের বেশ চলে।

লীলা স্তম্ভিত হইয়া গুলিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ যদি সুরথের সংসার না হয়, তাহা হইলে সুরথের সংসার জগতে নাই। তাঁহার নাতা যে তাঁহাকে বুঝাইতেন যে, জগত প্রেমে সৃজিত, প্রেমে জগত চলিতেছে, সে কথা তো সত্য! এই তো প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত! হায়, আমি এ সুখে বিজ্ঞত রহিলাম। বেণীমাধবের সহিত আমার কি দারুণ শত্রুতা ছিল। আমি জীলোক, আমার সহিত একটা পুত্র বিবাহ দিয়াছিল। অনেককণ নিস্তরু হইয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ বললেন, “সুরো, বেণীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিস, আমি তাহার এত শত্রু কিসে? আমি তাঁহার নিকট কি এত অপরাধ করিয়াছি, আমার সহিত একটা পুত্র বিবাহ দিয়া নিশ্চিত নয়, আবার আমাকে জল করিবার জন্ত, সংসারে সকলের হস্তাপ্পদ করিবার জন্ত, সেই পুত্রকে দিয়া আমার নামে নালিস করাইতেছে?” লীলা অশ্রু সংবরণে, চোঁটা করিলেন, এক কোঁটা অশ্রু পড়িল। ব্যগ্র হইয়া সুরো জিজ্ঞাসা করিল,—“সে কি?” লীলা আত্মোপাস্ত সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। শুনিয়া সুরো কোন উত্তর দিল না; লীলাও আর কিছু বলিলেন না।

সন্ধ্যার পর আরতি দেখিয়া লীলা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। শব্দা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুত্রচারিকগণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, “আমি শুইব, তোরা যা—উপস্থিত কোন কাজ নাই।” কিন্তু তিনি শব্দায় বাইলেন না। তাঁহার মনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। বেণী বাবুর সহিত আলাপ হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত বেণী বাবুর ব্যবহার তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। ভাবিলেন—পুরুষ কতদূর কপট হইতে পারে! প্রথম হইতে বেণী-বাবু যেন তাঁহার মন বুঝিয়া সামান্য অভি-প্রায়—ভৃত্য বেকরূপ প্রতিপালন করে, সেই-রূপ করিয়াছেন। তিনি কিসে স্ত্রী হন, তাহা অসু-সন্ধান করিতেন, প্রাণপণে সেই কাষ্ঠসাধনের চোঁটা

ছিল। তাঁহার প্রতি বেক্ষপ যত্ন দেখাইতেন, এরূপ যত্ন কেহ কখনো করিতে পারে না। তবে এরূপ বিবাহ সংঘটন কেন করিল! আবার কেন তাহার দ্বারা নাগিন করাইতে যাইতেছে! বুদ্ধিভ্রমে বিবাহের উপদেশ দিতে পাবে, তাগ মার্জনা করা যার, কিন্তু এ শত্রুতা কেন? সগাই কি এ বেণীবাবুর শত্রুতা! নচেৎ আর কার? বিবাহের কথা অন্ত্রে কে জানে? যাহার সন্তত বিবাহ হইয়াছে, সে বেণীবাবুর লোক। সমস্তই বেণীবাবুরই শত্রুতা! আবার কালীপদ ও সুরোর পরস্পরের ব্যবহার—স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন,—তাই জনে এক প্রাণ—এক মন, কারা মাত্র ভিন্ন! সুরোর আচরণেরই বা কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন! সুরোকে তিনি তরলমতি জানিতেন, কিন্তু দেখিলেন, দ্বির গভীর প্রকৃতি, এরূপ চরিত্র কেবল তাঁহার মাতার দেখিয়াছিলেন। হিন্দু মহিলারা বাহ্য কর্তব্য বিবেচনা করে, সুরো সেইরূপ কর্তব্যপরায়ণ, তাহার প্রতিকার্য্যে তাঁহার মাতার কার্য্য মনে পড়িতে লাগিল। মনে করিলেন, তাঁহার পিতামাতায় কখনো কলহ হয় নাই। তাঁহার মাতা কখনও তাঁহার পিতার অবাধ্য হন নাই। কেবল একদিন যেন তাঁহাদের একটা কথাস্তর হইয়াছিল—অরুণ হয়। তাঁহার পিতা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া সেই স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে তাঁহার মাতা ক বলেন, তিনি অস্বীকৃতা হন। তিনি বলেন,—“তুমি পরম গুণ্ড সত্য। কিন্তু কুলচারণ, লোকাচার—আমি তোমার কথায়ও পরিত্যাগ করিব না। বাল্যকাল হইতে আমরা বাস করিতে শিখিয়াছি, পরপুরুষের বাতাস পর্য্যন্ত অস্পর্শীয়, তাহা ধারণা জন্মিাছে। মাতার দৃষ্টান্তে জানিয়াছি, পতির ভোজনাশ্বে ভোজন করা কর্তব্য, বাল্য-সংস্কার পরিবর্তন কিরূপে করিব।” সুরো যেন তাঁহার মাতার গঠনে গঠিত হইয়া তাঁহার মাতার সমপ্রকৃতি হইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে লীলার চক্ষে আবার জল আসিল। মনে হইল, আমি কেন এরূপ হইলাম! পিতৃ আজ্ঞা ছিল, বিবাহ নাই করিতাম। কুমারী অবস্থায় তো থাকে, আমিও কুমারী থাকিতাম। কুলকামিনীর ভ্রায় থাকিলে বেণীর সহিত দেখা হইত না, এ অবস্থায় পতিত হইতাম না। চতুর্দিকে দেখেন, সংসারে স্ত্রীলোকের কেহ না কেহ আপনার আছে। কাহারও পিতা, কাহারও ভ্রাতা, কাহারও স্বামী,

কাহারও পুত্র, অভিভাবক স্বরূপ আছে, তাঁহার কেহই নাই, যোকে তাঁহার কুলটা অংশ দেয় কি না জানেন না, কিন্তু সকলে যে তাঁহা ঘৃণা করেন, ইহা বুঝিতে পারেন। পরোক্ষে তাঁহার পারিচারিকারাই যে “বিবি বিবি” বলিয়া ব্যঙ্গ তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। যে বৎসর প্লেগ তিনি দ্বিগুণ মূল্য দিয়া তাঁহার রাক্ষসিত্ব রাখিতে পারেন নাই, সে তাহার স্ত্রীকে লইয়া যাইবে। টাকার প্রলোভন অগ্রাহ করিয়া ব—“টাকা বড় না ইজ্জত বড়! এখানে থাকি আমার বরের আদমিকে বেইজ্জত করিবে, এ অশ্রু হ'লে হাঁসপাতালে টানিয়া লইয়া যাইবে দরিদ্র ব্যক্তিদেরও তাহাদের স্ত্রীর প্রতি এত তাহার স্ত্রীর আবরণের প্রতি এত লক্ষ্য! বিশেষ্য্য তিনি আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। জগৎ তাঁহাকে আপনার বলিয়া পরিচয় করিবার কেহই না একবার মনে হইল, যে ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, সে যখন তাঁহাকে চায়, তাহা লইয়া ঘর করিতে দেখে কি? সে তো স্বামী—এমন মূর্থ স্বামীও তো লোকের হয়। তাহার পর বলিলেন, ছিঃ, পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বরকে লইয়া ঘর কাগবেন; ইহা অপেক্ষা মৃণাল। যাহাই ভাবেন, শেষ বেণীবাবুর কণ উপস্থিত হয়, তাই একবার মনে হইল, যেন বেণীবাবু সামনে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে,—একবার ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছে—“পুরুষেরা না করো ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি পোছাই” বলিয়া রা কাটিয়াছে, দাসদাসারা গৃহ-কাণ্ডে বিভ্রত, কলর শুনা যাইতেছে; তাঁহার কাণে যেন প্রবেশ করায় যে, তাঁহার নিজের পরিচারিকা বলিতেছে,—“ঠাকুর ঘুমাইতেছেন, এখন আমি পত্র দিতে পারিব না। কি পত্র, জানিতে লীলা বাহিরে গেলেন। বেণীবাবু কোন দূর তীর্থস্থানে অপরিচিত ভাবে একটি আশ্রম স্থাপন করিতে ব্যস্ত আছেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন, কালীপদ ও সুরো ভিন্ন কেহ তাহা জানে না। তিনি প্রাতঃকালে বায়ু সেবন করিয়া ফিরিতেছেন, ডাকওয়াল পথে তাঁহাকে একখানি পত্র দিল। পত্রপাঠে বেণী বাবু অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। আহারাদিরও বিলম্ব না করিয়া স্বদেশ রাত্রা করিলেন। হুর্গম পথ, দশ ক্রোশ

হাটরা তবে ঘোড়া পাওয়া যায়, ঘোড়াতে বিশ
কোশ বাইতে হয়, তাহার পর টোকা পাওয়া
যাইবে। পথে চাউল, ছাঁচু, আটা পাওয়া যায়। তিনি
ছাঁচু খাইতে খাইতে চলিলেন। জোয়ারা রাত্রে
সমস্ত রাত্রি ঘোড়ারোহী হইয়া আসিয়া টোকার
আড়ায় পৌঁছলেন,—রেলওয়ে ষ্টেশন তথা
হইতে পনের কোশ। একাওয়ালাকে পাঁচ টাকার
স্থলে পঞ্চাশ টাকা কবলাইয়া বলিলেন, “যদি সন্ধ্যার
রেল ধরাইয়া দিতে পারো, আরও দশ টাকা দিব।”
সে অবাধ, বেণীবাবুর বিলম্ব নয় না, ঘোড়া আপনি
বাহির করিলেন। রাত্রি দশটার সময় রেলওয়ে
ষ্টেশনে পৌঁছলেন, কিন্তু মাগগাড়ী ভিন্ন সে রাত্রে
কোন গাড়ী যাইবে না। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দিলে
মাগগাড়ীতে ব্রেকভ্যানে যাওয়া যায়। ব্রেকভ্যানে
কয়েক ষ্টেশন ছাড়াইয়া জংসনে পৌছাইয়া
দেখিলেন, যাত্রীদের গাড়ী দাঁড়াইয়া, কিন্তু
আর টিকিট লইবার সাবকাস নাই। হুইসল
দ্বারা, লক্ষ দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া পড়িলেন।
এবং দুই দিবস পরে কলিকাতার আসিয়া পৌঁছলেন।
আসিয়াই তাঁহার বিখ্যত দরোয়ানের হস্তে একখানি
চিঠি দিলেন, চিঠি রেলগাড়ীতে লিখিয়া রাখিয়া
ছিলেন। দরোয়ান উদ্ভ্রাণে ছুটিল, তিনি বৈঠক-
খানায় উঠিলেন। স্থির হইতে পারেন না, বলেন—
বড়ান, রাত্তার ধারে বারান্দার ঘান, খানসামা কাপড়
হাড়াইবার জন্ত দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে বলিলেন,
—“এখন যাও, আমি ডাকিব।” বারান্দা হইতে
দখেন, দূরে একখানি ঠিকি গাড়ী আসিতেছে, কোচ-
ওয়ালে তাঁহার দরোয়ান। বৈঠকখানায় আসিয়া
সিলেন। একটু পরে চাকর আসিয়া সংবাদ দিল,
রাধুবাবু আসিয়াছেন। “আসিতে বল” বলিয়া এক
খানা খবরের কাগজ তুলিয়া লইলেন। রাধুবাবু
সামানের পূর্ণপরিচিতি রাধু, বাহাকে পূর্বে গগন
বাবুর সহিত দেখিয়াছি। রাধু আসিবামাত্র
সিলেন, “রাধু, তোমার দুই পথ আছে। এক
জলে যাওয়া, আর অপর কিছু টাকা রোজগার
করা। অন্তের নিকট বাহুরা রোজগার করিবে,
আমার নিকট তাহার বিপণ্য পাইবে। কিছু
বুগাকের আমার সহিত যদি তোমার ছলনা
দেখিতে পাই, তাহা হইলে তোমার স্বপাত্ত
আমার সহিত যদি ঠিক ঠিক ব্যবহার কর,

তুমি যে তোমার ভাজের বিরুদ্ধে জাল করিয়াছ,
তাহা লইয়া গোল উঠিবে না। যদি জাল বলিয়া
আপত্তি উঠিয়াছে ও অনায়াসেই প্রমাণ হইবে, কিন্তু
সে জাল কাগজ ফাইল হইতে বাহির করিয়া লই-
লেই চুক্তি হইবে। বাহির করিয়া লইতেও কষ্ট
পাইতে হইবে না। আর টাকা রোজগারের কথা ত
বলিলাম।

জাল উইল কি, পাঠক জানেন না। রাধু তাহার
ভাজকে একখানি ছোট বাড়ী ফাঁকি দিবার নিমিত্ত
জাল উইল তৈয়ারী করিয়াছিল। ভাজকে বাড়ী
হইতে ভাড়াইয়া দেয়, ভাজ বেণীবাবুকে আসিয়া
ধরে। বেণীবাবু তাহার পক্ষ হইয়া উকীল নিযুক্ত
করিয়া দিয়াছেন। উকীল বেণীবাবুকে পত্র লিখিয়া-
ছিলেন, যে উইল নিশ্চয় জাল প্রমাণ হইবে। রাধু
serving clerkএর কাজ করিয়া তাগ কতটুকু
বুঝিয়াছিল। ভাজের সহিত রফা করিতে যায় উকী-
লের পরামর্শে রফা হয় নাই। ভাঝিয়াছিল, কোনও-
রূপে রফা করিয়া লইবে। ভাজের যাহা কিছু ছিল,
তাহা বাহির করিয়া মকদ্দমা রুজু করিয়াছে, কিন্তু
মকদ্দমা চালাইবে কি করিয়া? রাধুর মকদ্দমা একটা
ছোট উকীলের দ্বারা চলিতেছে ও চলিবে। কিন্তু
তাহার ভাজ ছুট একটা মৎকরেকা মকদ্দমা হইলেই
নাভোয়ান হইয়া পড়িবে। এখন দেখে যে, বেণীবাবু
বিপক্ষ, তবে তো বোর বিপদ! বেণীবাবুর পায়ে
জড়াইয়া ধরিল। বলিল,—“মাঝি আপনার গোলাম,
আপনি যা বলিবেন, তাহাই করিব।” বেণীবাবু
বলিলেন, “যে রূপ বলি, সেইরূপ করিলে তোমার
কোন ভয় নাই।”

বেণীবাবু আশ্বাস দিয়া হিষ্টিম করিতেছেন,
এমন সময় আবার চাকর আসিয়া বলিল, “রাধু বাবু
আসিয়াছে।” রাধুর সহিত দেখা করিতে বৈঠকখানা
গেলেন।

লালা যে পত্র পাইয়াছিলেন, সে পত্র গগন
বাবুর। গগন বাবু অহুন্নর বিনয় করিয়া
লিখিতেছেন, “আমার পরামর্শ আপনি গ্রাহ্য
করিবেন কি না, জানি না : কিন্তু আমার পরামর্শ,
সেই ব্রাহ্মণকুমারকে কোনওরূপে বণীভূত করা।
টাকার সোতে মকদ্দমা করিতে আনিয়াছে। যদি বৃত্তি
বিবেচনা করেন, আমি তাহাকে আমাদের বাগানে
ডাকাইব এবং সন্ধ্যা টাকা ধরিয়া দিলে উপস্থিত

টাকার লোভ ছাড়িবে না। তাহাকে একটু নেন্দা করিয়া দিয়া বেরূপ লিখিয়া লওয়া কর্তব্য, উকীলের সহিত পরামর্শ করিয়া, সেইরূপ লিখিয়া সহি করান হইবে। পত্রের উত্তর প্রতীক্ষায় রহিলাম, যত্নপি আপনাদের এই সামান্ত কার্য সাধন করিতে পারি। আমার এ জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। আপনি দেবী, দ্বিবারাত্র আপনাকে ধ্যান করিয়া আমার অন্তরের মালিহা ঘুচিয়াছে, আমার নন্দনার গ্রহণ করুন।”

পত্র পাঠ করিয়া লীলা বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে উত্তর পাঠাইলেন। উত্তরের উত্তর আসিল। সন্ধ্যার পর লীলা গাড়ী করিয়া বাহির হইলেন।

গগনবাবু বাগানবাড়ীতে বসিয়া আছেন, আমাদের পূর্বে পরিচিত সতীশ, যতীশ, গিরিশ, নগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, ধরদী, যমিনী প্রভৃতি লীলার প্রিয়স্বামীরা সকলেই উপস্থিত। একটু একটু মদও চলিতেছে, এমন সময় গাড়ী বারাণ্ডায় লীলার জুড়ি আসিয়া লাগিল। গগন ব্যতীত সকলেই স্থানান্তরে চলিয়া যাইল। গগন যে বেশবিহীন মুক্তিতে লীলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল, সেই বেশহীন অবস্থায় গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। এমন সময়ে এক জন ভূতা লীলাকে লইয়া উপস্থিত হইল। লীলাকে দেখিয়া সাগ্রহে গগনবাবু উঠিলেন। সাগ্রহে লীলাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। সম্মুখে উকীলের বাড়ীর লেখা কাগজ ছিল ;—লীলাকে বলিলেন, “দেখুন দেখি, বোধ হয় এ কাগজে সহি করাইয়া লইলে আর কোনও উৎপাত থাকিবে না। সেই দীন ব্রাহ্মণ উকীলের বাড়ী আছে।” তাহাকে সঙ্গে লইয়া উকীল এখন আসিবেন।

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কত টাকা দিতে হইবে? পঁচিশ হাজার টাকা দিবার কথা ছিল, আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া আসিয়াছি।” গগন বলিল, “হুই এক হাজার টাকা দিলেই কার্য নিরীহ হইবে। তবে পঁচিশ হাজার টাকা দিবার কথা আছে, তাহাই দিন, আর অধিক কেন?—আপনাদের টাকার সংসারের অনেক উপকার হইবে। কাগজ পড়িয়া দেখুন।” লীলা এক মনে কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া মুখ

চাপিয়া ধরিল, ক্রোড়ার্ধে ভিষ্টান করান নাকে গোড়ার দিল, লীলা চৎকার করিবার উপক্রম করিল, চীৎকার আসিল না। সংজ্ঞা লোপ হয় প্রায় এমন সময় যেন অনেক লোকের দ্রুত পদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—তাহার পর সংজ্ঞাহী হইয়া পড়িলেন।

সুরোর শব্দগূহে লীলা শাস্তিত, পার্শ্বে সুরো লীলা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি কিরূপে হেথায় আসিলাম? সুরো বলিল, “দ্বিদি, দ্বির হুই এখন ও সব কথা নয়, ডাক্তার মানা করিয়াছেন। লীলা বলিলেন, “তুমি বলো, ডাক্তার মানা করুন আমি না শুনিলে দ্বির হইতে পারিব না।” যদি ডাক্তার নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুরোর মনে ধারণা, যতদূর সুরো জানে, সমস্ত বলা উচিত। লীলা তাহার গৃহ অচেতন অবস্থায় পড়িয়া কখনও “রক্ষা করো—রক্ষা করো” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন, কখনও কেন এতক্ষণ ঘুড়া হইতেছে না। এ জন্ত চঞ্চল হইয়াছেন। সুরো ডাক্তারের মান উপেক্ষা করিয়া বলিল যে, “আমি ইতিপূর্বে কি হইয়াছে জানি না, সপ্তাহ পূর্বে শয়ন করিয়াছি, এমন সময়ে সদর দোরে আঘাত শুনিলাম, ও (অর্থাৎ কালীপদ) ব্যস্ত হইয়া নীচে গেল এবং “শীঘ্র আইস” বলিয়া আমার ডাকিল। আমি নীচে গিয়া দেখি, একটা টেবিলের উপরে তক্তা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া তাহার উপর শয্যা, শয্যায় তুমি অচেতন অবস্থায় পতিত। ছইজন শিক্ষিত দাই তোমার নিকটে; দাইয়ের নিকট শুনিলাম যে গগন বাবুর বাগান-বাড়ীতে তুমি মুক্তি হও, সেইখানেই ডাক্তার আনীত হই ও তাহারও আইসে, তথায় বাবুরা ছিলেন, দাই তাহাদের চেনে না, সেই বাবুদের যত্নে তুমি হেথায় আনীত হইয়াছ। কিন্তু আমরা যখন তথায় উপস্থিত হইলাম, সেই বাবুরা ছিলেন না। তাহার আমাদের দ্বার পর্যন্ত পঁছাছিয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর তোমার ধরাধরি করিয়া আমাদের বিজ্ঞানায় আনিয়াছি, তোমার আমার বিজ্ঞানায় শোয়াইলাম, এমন সময়ে ডাক্তার নিতাইবাবু ঔষধপত্র ও ছই জন দাই সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তোমার শুশ্রূষার জন্য চারিজন দাই নিযুক্ত করিয়া দিলেন, ছই জন দিবসে, ছইজন রাজ্যে তোমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিবে।”

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহাদের খরচ পত্র কে লেন?” সুরো বলিল, “আমি নিতাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাদের রোক্ক কিরূপ গিবে? নিতাইবাবু উত্তর করিয়াছিলেন, সে কল বন্দোবস্ত হইয়াছে।” লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি যে মুক্তিলাভ হইয়াছিলাম, নিতাইবাবু ক্রমে জানিলেন?” সুরো বলিল, “আমি তাহা নিতাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তরে তিনি হা বলেন, তাহা এক বিষয়কর ঘটনা। শুনিলাম, তোমার প্রতি অত্যাচার হইবে, এ সংবাদ পুলিশায়, পুলিশ তোমার রক্ষার্থ তথায় উপস্থিত হয়। হারা তোমার প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, হারা পলায়ন করিল, পুলিশ কাহাকেও ধরিতে পারে নাই। তাহার পর নিতাইবাবু সংবাদ পান বৎ শিক্ষিত দাইদের লইয়া আসেন। তথায় তোমার চেষ্টা করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তোমার চেষ্টা হয় নাই। তাহার পর কতকগুলি ডাক্তারী শিক্ষার্থী লইয়া আমাদের বাড়ীতে তোমাকে লইয়া আসিয়াছিলেন।” লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “নিতাইবাবু কাহার নিকট সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা নিলেন?” সুরো উত্তর করিল, “এটিই বিষয়কর ঘটনা, একজন কুরূপ কদাকার ব্রাহ্মণ, তাহার নাম মাচরণ—এই সকল কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় নিতাইবাবু আসিয়া উপস্থিত। নিতাইবাবুরোকে কতক তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ‘আপনি হাকে কি বলিতেছেন?’ সুরো বলিল,—“আজ্ঞো-পান্ত সমস্ত ঘটনা।”

নিতাই। আমি আপনাকে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলাম।

সুরো। হ্যাঁ, আপনি নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সপ্তাহই উহার কাণে কাণে বলিতাম, ‘দিদি, তোমার ভয় নাই, তুমি আমার বাড়ীতে আছ, তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই, অত্যাচারীরা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। এই সমস্ত আমি নিতাই বলিতাম, আর সেই সময় এত জরের তাড়না, তথাপি কিঞ্চিৎ চেষ্টাশ্রম সঞ্চার দেখিতাম।

নিতাই। আপনি ভাল করেন নাই, এখন আপনি বান, আর অধিক উৎসাহিত করিবেন না।

সুরো ক্রোধে বলিল, “ডাক্তার বাবু, আপনার

ভ্রাতৃ সুবোধ্য চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ডাক্তার দ্বিতীয় নাই; কিন্তু আপনি জীলোকের মত জানেন না, দৈহিক আঘাতই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু মানসিক আঘাত বোঝেন নাই। অজ্ঞান অবস্থায় রিহল থাকিয়া বাহা বকিয়াছেন, তাহা আপনি কিছুই বোঝেন নাই,— যদিচ দিদি স্বাধীনা, পাশ্চাত্য প্রদেশের জীলোকের ভ্রাতৃ পুরুষের সহিত মিশিতেন, কিন্তু পুরুষের অপবিত্র ভাবের স্পর্শ যে অস্বাভাব্য, তাহা হিন্দুরমণীর স্বভাব হইতে দূর হওয়া কোনরূপে সম্ভব নয়। দস্যুরা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, এই চিন্তায় সপ্তাহকাল তাহার চৈতন্য হয় নাই; মন হইতে এ চিন্তা দূর না হইলে দিদিরোগ মুক্ত করিতে পারিবেন না। এই নিমিত্ত আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ, আপনি বাহা বাহা জানেন—সমস্ত বলুন, কোনও বিষয় গোপন রাখিবেন না।” নিতাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আপনি যথার্থই অমুমান করিয়াছেন।” লীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন— “ভুলন, আপনাকে ক্লোয়াকর্মের ক্রমাগত মুখে দিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে পুলিশ যাইয়া তথায় উপস্থিত হয়।” লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, পুলিশ তাদের চালান দিল না কেন?” নিতাইবাবু বলিলেন, “আমার বিবেচনায় পুলিশ অতি সদৃশতার কার্য্য করিয়াছে, পুলিশ রিপোর্ট লিখিয়াছেন বটে, তাহারা পলাইয়াছিল, গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই, কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এখনই তাহাদের গ্রেপ্তার করা যায়, কিন্তু সেরূপ কার্য্য যুক্তিযুক্ত নয়।

লীলা বলিলেন—“কেন?”

নিতাই। হুজুরেরা নানাপ্রকার ঘটনা করিবে, আদালতে নানান কথা উঠিবে, সংবাদপত্রে বাহির হইবে। বাহা হইবার হইয়াছে, তাহা লইয়া বেশী বাড়ার ভিত্তি করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

লীলা। আপনি একটা কথা বলুন, পুলিশ কিরূপে সংবাদ পাইল?

নিতাই। তাহা আমি জানি না, পুলিশের নিকট তথ্য লইয়াছি, উমাচরণ নামে একজন ব্রাহ্মণ-যুবা তাহার সংবাদদাতা।

লীলা। শুনিলাম, আপনাকেও কে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া আনিয়াছিল?

নিতাই। সম্ভবতঃ সেই ব্রাহ্মণই বটে।

লীলা। তাহার কিরূপ বেশ?

নিতাই। তাহার সামান্য দরিত্রের জায় বেশ।
লীলা। তাহার কথার আপনি আসিলেন কেন?
নিতাই। আমাদের যে ডাকে, তাহার কথাতেই
আসি। আসিয়া দেখিলাম, বেক্রপ বর্ণনা করিয়াছিল,
তাহা সত্য।

লীলা। আপনার কি কে দিল?

নিতাই। আপনি আমার অপরিচিত ন'ন।
আপনার নিকট এত কি পাইয়াছি যে, সে সময় আপ-
নাকে রক্ষা করা ভিন্ন কির কথা আমার মনে উঠে
নাই। এখনও উঠিত না, আপনি স্মরণ করিয়া
দেওয়াতে উঠিল। আপনি আরাম হোন, কির
বিল পাঠাইব।

ডাক্তার বাবু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া
গেলেন, কিন্তু তাহার বর্ণনা লীলা কিছু বুঝিতে পারি-
লেন না। লীলা ভাবিলেন, কে আমার নিরাশ্রয়
অবস্থার আশ্রয় দিয়াছিল,—ব্রাহ্মণ যুবা—তাহার নাম
যেন স্মরণ হইতেছে—উমাচরণ; তবে কি আমার
সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল—সেই; আমার বিপদ
সংবাদ কিরূপে পাইল? গগন বাহা বলিয়াছিল, তাহা
কি সত্য? সে ব্রাহ্মণ কি উকীলের বাড়ী ছিল? উকীলের
সহিত আসিয়া আমার বিপদ দর্শনে এইরূপ
সাহায্য করিয়াছে? না গগনের সমস্তই ছিল। লীলা
কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যে আমার একরূপ
উপকারী, সে কেন আমার অপদস্থ করিবার জন্ত
আদালতে উপস্থিত হইয়াছে। সত্যই কি সে আমার
চায়? তবে টাকা পাইলে মিটাইবে কেন বলিয়াছিল?
এতই যদি তাহার টাকার লোভ, বিবাহের রাজ্যে
কি নিমিত্ত পঁচিশ হাজার টাকা ত্যাগ করিয়া গেল?
সে কি জীবিত আছে? তবে সে রাজ্যে কোথায়
পলাইল,—কেন কেহ তাহার সন্ধান পাইল না? এইরূপ নানা
চিন্তায় লীলার মন অধীর হইল। হয়
তো বেণীমাধব তাহার সন্ধান জানিতে পারে, অবশ্যই
পারে! কিন্তু বেণী তো তাহার শত্রু, সেই তো
তাহাকে মজাইয়াছে। তাহার সমস্ত আপদের কার-
ণই তো বেণী! কি আশ্চর্য্য! অমন সরল মুক্তি, অন্তরে
গনবীর কুটিলতা নিহিত। নানাপ্রকার চিন্তায়
কছুই স্থির হইল না।

নিতাইবাবু স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। যে সময়
লীলার প্রতি আক্রমণ হয়, লীলা মুক্তি হইবার
কর্তে যে অনেক লোকের ক্রত পদধ্বনি শুনিয়াছি-

লেন, তাহা পুলিশ কর্মচারিগণের। ও
লীলাকে উদ্ধার করি। লীলার প্রতি
অত্যাচার করে, পুলিশ তাহাদিগকে প্রহার ক
ছিল, কিন্তু সকলেই পুলিশের হাত ছাড়াইয়া
ইয়াছে;—প্রলোভকে রক্ষা করিবার জন্ত পু
ব্যক্ততা বশতঃই হোক বা অন্যতর পথে অত্যা
গণের পলাইবার সুযোগ থাকা প্রযুক্তই হোক
কারণেই হোক, একজনও গ্রেপ্তার হয় নাই।
তাহারা সেই গৃহে বসিয়া ভাবিতেছে, এ কি হ
কিরূপে পুলিশে সংবাদ পাইল? তাহাদের বহু
মন্তব্য বিকল কে কলিল। সর্বাপেক্ষা না কি
প্রতি প্রহার অধিক হইয়াছিল,—সে ঘটকের
চৌকি দিতোছিল! পুলিশের কোপ তাহার এ
বিশেষ পড়ে! কে সংবাদ দিল, ভাবিয়া কিছু
স্থির করিতে পারে না, কিন্তু সত্যতঃ কুটিল ম
হইতে লীলাকে জব্দ করিবার একটু উপায় আ
হইল। পুলিশ যে তাহাদের ধরিতে পারিত
এরূপ নহে। যেই সংবাদদাতা হোক, অবশ্যই
সের প্রতি উপদেশ ছিল, যেন কাহাকেও না
তাহার কারণ, লীলার প্রতি এরূপ অত্যাচার হইয়া
তাহা আদালতে প্রকাশ পাইলে, লীলার ব
রটিবে, এইজন্যই পুলিশ কাহাকেও ধরে নাই। এ
লীলার নামে তাহাদের নালিস করিলে হয়
তাহাই বা কিরূপে হয়, লীলার নামে নালিস ক
হইলে পুলিশের নামে নালিস করিতে হয়।

বিকলমনোরথ দৈর্ঘ্যাবিদগ্ধ অবি কী বৃক
ভাবিতে লাগিল, পুলিশের না চাঙ্কি
তাহাতে দোষ কি? পুলিশ বিরূপ হওয়ার তাহা
বে কতি হয় হোক, লীলার তো অপবাদ হই
মকদ্দমা এইরূপে সন্ধান বাইতে পারে,—গগ
সহিত লীলার আশ্রয় ছিল, গগন অল্প রমণীর প্র
অনুরক্ত হওয়ার লীলা দৈর্ঘ্যাবশতঃ তাহার বাগা
আসিয়াছিল, তাহারই লোক পুলিশকে ডাবি
আনিয়াছে, তাহারই শিক্ষিত লোক তাহার না
ক্লোয়াকর্ম ধরিয়াছিল। এইরূপ মকদ্দমা চলি
লীলার অপবাদে সহর ভরিয়া বাইবে। এইরূপ কর
স্থির হইল। উকীল আসিল, কিন্তু উকীল তিন
পরে তাহাদের জানাইলেন যে, বেক্রপ পুলিশে
রিপোর্ট, তাহাতে পুলিশ ইচ্ছা করিলেই তাহাদে
ধরিয়া চালান দিতে পারে। লীলার অপবাদ হইবে

ই আশঙ্কায় তাহাদের ধরে নাই, তবে যদি কেবল
সংবাদ রটানই তাহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা এক
সংবাদপত্রের সম্পাদকের সাহায্যে অনায়াসেই হইতে
পারে। এমন সংবাদপত্র অনেক আছে যে, কুংসা
প্রকাশ করাই তাহাদের কাজ। সেই সংবাদপত্রের
মন্তে লীলার কুংসা প্রকাশ হইলেই, লীলার নিন্দা
হরের ঘরে ঘরেই হইবে। কিন্তু তাহার কেবল
নিন্দাতে যুবাবুন্দের কি তৃপ্তি হইবে? বেণী-
ধবের সহিত তো অনেক নিন্দাই রটিয়াছে।
লীলার চাকর দাসী পর্যন্ত নিন্দা করে, তাহাতে
তার অধিক কি হইবে? তবে প্রতিহিংসা তৃপ্তির
ক উপায় আছে। নিশ্চয় বেণীর প্রেমে লীলা
বদ্ধ। সেই জন্য সকলের ভালবাসা উপেক্ষা
করিয়াছে। সুচতুর বেণী বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া
কটা আবরণ দিয়াছে। যদি গর্ভ হয়, তাহাতে
লীলার কলঙ্ক হইবে না, এই অভিপ্রায়। যাহার
হিত বিবাহ হইয়াছে, সে বেণীর পেটোয়া কোন
কি। বেণীর অনিষ্ট করিতে পারিলে লীলার
পেক্ষায় প্রতিশোধ হয়। ঠাঁ, হাঁ—বেণী! কি
নিষ্ট করা যায়, সকলেই এক কথা বলিতে
গিল। কিন্তু গগন গভীর হইল, সে কোন কথাই
বল না। শিরঃপীড়ার ভাণ করিয়া শুইতে
লাগিল। এদিকে যুবাবুন্দের দলে মন চলিতে লাগিল।
দর স্তরে স্তরে যেক্রম বিকৃত হইতে হয়, সেইরূপ
হইতে লাগিল। অনেকেই সংজ্ঞাহীন হইয়া
ড়িল।

কিন্তু শব্দ্য-গৃহে আসিয়া গগন নিদ্রিত হইল না।
লীলার রূপ তাহার মস্তায় মস্তায় প্রবেশ করিয়াছে,
কল মনোরথ হওয়ার হতাশনে ঘুত পড়িয়াছে।
বী—বেণীর মূর্তি তাহার মনে পড়িতে লাগিল,
গীর অপকূপ কাস্তি তাহাকে বিষম দম্ব করিতে
গিল, বেণীর অমৃতোপম হাস ভাব ঈর্ষানল
দীপিত করিল,—ঈর্ষায় দেখিতে লাগিল, বেণীর
ঠে লীলার গর্ভ মিলিত, বেণীর বাহুঘরে লীলা
টিত, লীলার বাহুবন্ধনে বেণী! মদনোন্মত্ত যুবা
ধীর হইয়া উঠিল। বেণী কোথায়—কিরূপে
হাকে পাইবে—নিশ্চয় তাহার প্রাণবধ করিবে।
নিশাচ্ছিন্ন, বেণী বিদেশে গিয়াছে, কিন্তু লীলাকে
ডিয়া কতদিন থাকিবে, অবশ্য আসিবে, বেণী-
ধবের প্রাণবধ করা গগনের দৃঢ়সঙ্কল্প হইল।

সুরোর অক্লান্ত শুক্রযার লীলা এখন আরোগ্য
লাভ করিয়াছেন, তাহার উকীলের পত্রে বুঝিয়াছেন
যে, তাহার স্বামীর তাহার নামে নালিস করিবার
কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বেণীবাবুর সহিত দেখা
করিতে তাহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। সে ব্রাহ্মণ-
কুমার আর কে—তাহারই স্বামী। বেণী ব্যতীত
তাহার সন্ধান কিরূপে পাওয়া যায়? কিন্তু সে
ব্রাহ্মণ তাহার হিতৈষী হইলেও যুবাবুন্দের কুটিল ষড়-
যন্ত্র কিরূপে ভেদ করিয়াছিল। গগনের বাড়ী
যাইবার সময়ে আভাস কি সুরোকে জানাইয়া-
ছিলাম!—কিছুই তো স্মরণ নাই। এখন লীলা
নিজ বাটীতে আসিয়াছেন। সুরোকে ডাকাইলেন।
সুরোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কিছু জানিস—
এ ঘোর বিপদে কে আমার উদ্ধার করিল?”

সুরো। না দিদি।

লীলা। তোর কি মনে হয়?

সুরো। কি মনে করিব, কিছুই আমি বুঝিতে
পারিতেছি না।

লীলা। কালীপদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলি?

সুরো। করিয়াছিলাম।

লীলা। সে কি বলে?

সুরো। দিদি, আমি কি বলিব, তাহার বেণী
বাবুর উপর অসীম ভক্তি,—সে সমস্ত কাৰ্য্যই
বেণীবাবুর দেখে।

লীলা। তাহার ভ্রম, বেণী আমার শত্রু। আমার
বোধ হয় কালীপদ কোনরূপে জানিয়া আমার উদ্ধার
করিয়াছে।

সুরো। না দিদি, সে আমার নিকট কদাচ
মিথ্যা বলিত না। আর যদি সে হইত, তবে কেন
গোপন করিবে?

লীলা। বেণী এখন কোথায় জানিস্ কি?

সুরো! আমি তাহাকে আসিতে পত্র লিখিয়া-
ছিলাম, কিন্তু কোথায় জানি না।

সুরো সত্যই জানে না। বেণীবাবু একদিন
মাত্র নিজগৃহে আসিয়াছিলেন; তাহার পর সে
কোথায় আছেন,—সুরো, কালীপদ তাহা জানে না।
তিনিও কোন পত্র দেন না। তবে এইমাত্র
কালীপদের প্রতি আদেশ আছে, যদি তাহাকে পত্র
লিখিবার আবশ্যক হয়, পোষ্টমাষ্টারের নিকট পত্র
দিলে তাহার ঠিকানার পাঠাইয়া দিবে।

লীলা। তুই পত্র লেখ, আমার বিশেষ অনুরোধ, আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সুয়ে পত্র লিখিল।

গগনও বেণীর কোন সন্ধান পায় নাই। লীলাকে কষ্ট করিবার আর এক উপায় তাহার মস্তিষ্কে উদয় হইল। লীলার চাকর, দাসী, সহিস, কোচোয়ান—সকলকেই অর্থদ্বারা বশীভূত করিবেন। লীলা যদি বেড়াইতে যায়, কোচোয়ান তাহার শিক্ষামত তাহার নির্দিষ্ট স্থানে লীলাকে লইয়া গিয়া উপস্থিত কাঁবে। দাসদাসীকে অর্থ দিবার প্রয়োজন এই যে, লীলার শয্যাগৃহে কোনরূপে প্রবেশ করিবে। কিন্তু কিরূপে এ কার্য সম্পন্ন হয়! কোন ইয়ার বন্ধুর সহিত পরামর্শ করা হইবে না। তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ তাহার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করায় লীলা উদ্ধার লাভ করিয়াছে। গগন এখন কাহারও সহিত মেশে না। গগন কোথায় থাকে, কেহ সন্ধান পায় না। বাড়ী থাকিলেও চাকর বাকরদের প্রতি আদেশ—বাড়ী নাই বলিয়া বিদার দিবে। ইয়ার বন্ধুরা যদি নিষেধ না মানিয়া বইসে, চুপি চুপি অস্ত্র দ্বারা বাহির হইয়া চলিয়া যায়। গগনের দিবারাত্র চিন্তা—লীলা ও বেণী। গগন ভাবিল, বেণী যেখানেই থাকুক, যদি সংবাদপত্রে বেণী ইনসলভেন্টে বাইতেছে প্রকাশ হয়, বেণীকে আসিতেই হইবে। সংবাদপত্রে ছাপিবে কেন? আমি স্বয়ং নাম দিব। বেণীর দেখা পাইলে খুন করিব। বাহা হইবার হইবে, সংবাদপত্রে সংবাদ পাঠাই। আর কি হইবে তাহার নামে ডায়মেন্ড আসিতে পারে—এই পর্য্যন্ত; সে দেখা বাইবে। কিন্তু লীলা,—লীলাকে কিরূপে পাই। লীলার মূর্তি মনে হইলে তাহার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত-প্রোত ধাবিত হইতে থাকে, চক্ষুঃকর্ণ হইতে অশ্রু-জ্বারের উত্তাপ বাহির হয়, নিদ্রা হয় না, সমস্ত রাত্রি পায়চারী করিয়া যায়। লীলাকে কি উপায়ে নষ্ট করিবে! এক উপায় আছে, লীলার দাসীকে যদি বশীভূত করিয়া লীলার শয়নগৃহে লুকাইয়া থাকিতে পারে, রজনীযোগে আক্রমণ করিবে। তাগাতও যদি বিফল মনোরথ হয়, তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া মুখকাস্তি বিকৃত করিয়া দিবে, তাহাতে কতক হৃদয়-তাপ দূর হইবে।

সংবাদপত্রে অর্থের দ্বারা অত্যাচার করিয়া সংবাদ

প্রকাশ করিল; সম্পাদককে বলিল, যদি ডায়মেন্ড আসে, আমার নাম ইচ্ছা করিলে প্রকাশ করি পার, অথবা যে কুৎসা প্রকাশ করিবে, তাহা মকদ্দমা বাধিলে তোমার কাগজের গ্রাহক সং-বৃদ্ধি হইবে। কি কারণে বেণীবাবুকে ইনসলভে-যাইতে হইবে, সংবাদপত্রে তাহা বর্ণিত আ-কোনও এক স্বাধীনা রমণীর প্রেমে পড়িয়া, স্বাধীনা-কে সকলেই জানে, যে স্বাধীনা জু-চড়িয়া হাওয়া খাইয়া বেড়ায়, বুবারুদ্ধকে গু-আনিয়া তাহাদের সহিত আনন্দ করে, সেই কু-টার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া বেণী বাবুকে সর্ব্বদা-হইতে হইয়াছে। কুটিল গগন বুঝাইয়া দিল এ-কুৎসা-ব্যবসায়ী সম্পাদকও বুঝিল যে, নালিশ হ-দূরে থাক, সংবাদ মিথ্যা, ইহা লিখাইবার জ্ঞাত-লাভেরই সম্ভাব।

গগনের এক কাজ তো হইল। এখন লীল দাসীর সহিত কিরূপে সাক্ষাৎ করিবে—এই ও লীলার বাগান বাড়ার নিকট সর্ব্বদাই ভ্রমণ কে-কেহই সন্ধান পাইল না, কিন্তু রাধু বিশেষ সন্ধান-জানিতে পারিল—গগন কি করে—কোথায় যায়-সংবাদপত্রে কুৎসা প্রচারের পরই রাধু বিশেষরূপে-গগনের তত্ত্ব করিয়া গগনের গতিবিধি সমস্তই-জানিল।

বেণীমাধব বাড়ী কিরিয়া আসিয়াছে, লীল সংবাদ পাইয়া মাত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। বেণী-মাধব মহাসমাদরে বসিতে অত্যাচার করিলেন। লীলা বসিলেন না, বেণীমাধব দণ্ডায়মান—লীলাও দণ্ডায়-মান। লীলা বলিতে লাগিলেন, “বেণীমাধব, আমার সর্ব্বশাস কেন করিয়াছ? আমার সর্ব্বনাশ করিয়া-তোমার কি ইষ্টসাধন হইয়াছে? এত কুটিলতা-কিরূপে আবরণ করিয়া আমার সহিত আলাপ-করিয়াছিলে? সকলে তোমার সুখ্যাতি করে, কিন্তু-তুমি এরূপ কপট, এরূপ নীচ প্রকৃতি! একজন-অবলাকে মজাইতে কিছুমাত্র সঙ্কচিত হইলে না?”

বেণী। আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছি?

লীলা। কি নিমিত্ত আমার ভুলাইয়া বিবাহ-দিয়াছ? কাহার সহিত বিবাহ দিয়াছ? সে-কোথায়?

বেণীবাবু এ সকল কথা উত্তর না দিয়া নিকটে-একটি বাক্স হইতে শীলমোহরকরা একখানি পত্র

বাহির করিয়া লীলার হাতে দিলেন। বেণীমাধব বলিতে লাগিলেন “এই পত্র পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার শিতা আপনার বিবাহ দিতে আমার অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ ছিল, যদি আপনাকে কেউ ভালবাসে, আমি জানিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সহিত যেন আমি আপনার বিবাহ সংঘটন করি। এ সমস্ত কথা পত্রেই ব্যক্ত আছে, পাঠ করিয়া দেখুন। পত্র খুলিবার আগে দেখুন, আপনার পিতার শীলমোহর কিনা, শিরোনামা তাঁহার হস্তাক্ষরে কিনা দেখুন,—তাঁহার পর পত্রে দেখিতে পাইবেন তাঁহার হস্তাক্ষর, তাঁহার স্বাক্ষরও চিনিতে পারিবেন। লীলা দেখিলেন, তাঁহার পিতার শীলকরা পত্র বটে। সমস্ত পত্র তাঁহার পিতার হস্তলিখিত, তাঁহার পিতার স্বাক্ষর রহিয়াছে। পত্র—লীলাকেই সম্বোধন করিয়া। পত্রে লেখা,—“লীলা, আমি তোমার বিবাহ করিতে নিবেদন করিয়া য় কৃতার্থ করিয়াছি, তাহা মৃত্যুকালে বুঝিতে পারিলাম। সেই জন্ত আমার পুত্রস্থানীয় বেণীমাধবকে অনুরোধ করিয়াছি যে, বেণী যদি তোমার প্রতি স্নেহেরও যথার্থ অনুরাগ দেখিতে পায়, তাহার সহিত যেন তোমার বিবাহ দেয়। বেণীকে আমার পুত্রস্থানীয় জানি, সেই জন্ত তাহার উপর এই গুরুভার বর্পণ করিলাম। বেণীর নির্দোষিত পাত্রকে তুমি বিবাহ করিলে তোমার পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইবে না। তোমার স্নেহময় পিতা।”

লীলা বহু চেষ্টা করিলেন, চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বেণীর প্রতি আরও রোষ বৃদ্ধি হইল। বলিলেন, “বেণীবাবু, যিনি আপনাকে পুত্রের স্থায় দেখিতেন, তাঁহার আদেশ কি আপনি এইরূপে পাালন করিয়াছেন?”

বেণী। আমার কি ভ্রুটি দেখিলেন?

লীলা। এক জন চরিত্রহীন, দীনদরিদ্রের সহিত বিবাহ দিয়াছ?

বেণী। আপনার পিতার আদেশ, যে আপনার প্রতি যথার্থ অনুরাগী, তাহার সহিত বিবাহ দিব।

লীলা। ভাল, যা হবার হইয়াছে, সে কোথায় জানেন কি? যদি সে আমার প্রতি অনুরাগী, আমার সহিত সাক্ষাৎ করে না কেন?

বেণী। সে এখন সাক্ষাৎ করিতে চাহে না। সে আমার জানাইয়াছে, যে দিন আপনি বুঝিতে

পারিবেন যে, আপনার প্রতি তাহার বিরূপ ভালবাসা, সেই দিন আপনার নিকট আসিবে। আপনি তাহাকে গ্রহণ না করেন, তাহাতে সে ক্ষুব্ধ হইবে না। সে যে আপনাকে ভালবাসে, ইহা আপনার হৃদয়ে ধারণা জন্মে, এই মাত্র তাহার আশঙ্কন।

লীলা কোন উত্তর করিলেন না, নীরবে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিছু পরে বেণীবাবুর সহিত রাধুর সাক্ষাৎ হইল, বেণীবাবু বাটীর বাহির হইলেন।

অনেক চেষ্টায় লীলার পরিচারিকার সহিত গগন সাক্ষাৎ করিয়াছেন। একটি নিভৃত বটবৃক্ষতলে উভয়ের কথাবার্তা হইতেছে, তথায় কেহই নাই, কেবল এক জন ভিখারী খোঁড়াহিতে খোঁড়াহিতে তথায় আসিল। ভিখারী যখন নিকটবর্তী হইল, তখন গগন পঞ্চাশ টাকা পরিচারিকাকে দিয়াছে। গগন দ্রুতপদে চলিয়া গেল, টাকা ঠিক কি না, পরিচারিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, এমন সময় ভিখারী আসিয়া কিছু চাহিল, পরিচারিকা দূর করিয়া দিতে চায়, ভিখারী বলে, “কিছু না দাও, আমার নিকট কিছু লও।” পরিচারিকা ভাবিল—পাগল না কি? ভিখারী বলিল, “বাহা পাইয়াছ, তাহার ষ্টিপশ পাইবে, আর যদি আমার অবাধ্য হও, ঐ জমাদার পাহারাওয়াল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এখনই তোমার ধরাইয়া দিব। তোমার কত্রীর বাড়ীতে রাজে চোর আনিবে, তাহার পরামর্শ করিয়াছ, পুলিশ এখন তোমার বাধিয়া লইয়া যাইবে। চোরের নিকট টাকা লইয়াছ, টাকা শুদ্ধ ধরা পড়িবে।” পরিচারিকা সভয়ে বলিল,—“না বাবা—না বাবা—চোর নয় বাবা।” ভিখারী বলিল, “ও তোমার কি বলিয়াছে, সমস্ত বল।” পরিচারিকা বলিতে লাগিল, “এ রাজে দীনবেশে এই বাবুটি আসিবেন, আমি আমার ভাই বলিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিব, তাহার পর চুপি চুপি কত্রীর শয়ন ঘরে লইয়া যাইব। তিনি আমার পাঁচশত টাকা দিবেন, আমি দেশে চলিয়া যাইব।” ভিখারী বলিল, “আমি তোমার হাজার টাকা দিব, যদি আমি যেরূপ বলি, সেইরূপ করো; কিন্তু যদি আমার সঙ্গে প্রতারণা-করো, তাহা হইলে তোমার বাধাইয়া দিব।” পরিচারিকা ভিখারীর কার্য করিতে সম্মত হইল।

সূর্যের সহিত কালীপদর বড় বাগবুদ্ধ হইতে লাগিল। সূর্যো বলে, “ব্রাহ্মণকুমার আর কে—বেণী

বাবু ।” কালীপদ বলে, “তুমি পাগল, বেণীবাবু পরি-
হাস করিয়াও মিথ্যা কথা কহেন না ।” সুরো বলে,
“তুমি তুলি পেশো, তুমি অরসিক, প্রেমের কথা কি
বুঝিবে? বেণীবাবু অভিমানী, অভিমান বুঝতে
পারো না? দিদি কেন তার পায়ে গড়াইয়া পড়ে না,
এই তার অভিমান ।” কালীপদ দ্বিবে রাগিয়া বলিল,
“ঐ তোমার এক কথা । সকলের সামনে উমাচরণের
সঙ্গে তার বিবাহ হইল ।”

সুরো । বিবাহ তো হইল, তারপর টাকা ফেলিয়া
কোথায় গেল ?

কালী । নেসাখোর, নেসার ঝোঁকে কোথায়
চলিয়া গেল ।

সুরো । তবে আর দেখা পাওয়া গেল না কেন?

কালী । মরিয়া গিয়াছে না কি হইয়াছে, কে
জানে !

সুরো । যাও, আহাম্মকের সঙ্গে বকাবকি
করিতে পারি না । এ কথা কি তোমার মস্তিষ্কে
প্রবেশ করে না যে, বেণীবাবু নিয়ত দিদির রক্ষা
করিতেছেন? ব্রাহ্মণকুমার তো মরিয়া গিয়াছে, তবে
দিদির ঘোর সঙ্কটে তাহাকে কে রক্ষা করিল? কোন্
ব্রাহ্মণকুমার পুলিশে খবর দিয়াছিল? কোন্ ব্রাহ্মণ-
কুমার ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়াছিল? তুমি ছবির
গাছ, ছবির নাহুস আঁকিতে জানো, প্রকৃত মানুষ
চেনো না ।

কালীপদর গোল বাধিল; এমন সময় একখানি
পত্র ও একখানি সংবাদপত্র লইয়া চাকর আসিল ।
পত্র বেণীবাবু সুরোকে লিখিয়াছেন; সংবাদপত্রের
নাম “জগদানন্দ পত্রিকা” । তাহার একস্থানে লাল
কালীর দাগ দেওয়া । সেই স্থান পড়িতে গিয়া কালী-
পদর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । কালীপদ অস্থির
হইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন । সুরো কালীপদর
গব দেখে নাই, সুরোও বেণীবাবুর পত্র পড়িয়া
সীকে পাকী আনিতে বলিল । পত্রে বেণীবাবু
বিশেষ করিয়া অসুখবোধ করিয়াছেন, যে উপায়ে
হাক, সেদিন রাতে খেন লীলাকে সুরোর বাড়ীতে
হাক, বাগানে হোক, ঠাকুর বাড়ীতে মাধব উভানে
হাক আনিয়া রাখে, কোনওরূপে তাহার গৃহে
কিতে না দেয়, গৃহে থাকিলে তাহার বিপদ হই-
বার সম্ভাবনা । পাকী আনিতে বলিয়া সুরো কালী-
দকে খুঁজিল, কালীপদ বাড়ী নাই । লীলাশ্রমের

বালকগণকে পত্র লিখিল যে, বাগানে প্রথম
হরি সংকীৰ্ত্তন করিতে হইবে, তাহার পর সর্দার
উত্তম কীর্ত্তনীয়া নিযুক্ত করিয়া মাধবকে
ওনা হইবে ।

পাকী আসিলে সুরো লীলার বাড়ীতে
সুরো লীলাকে বলিল, “দিদি তোমাকে আজ
বের বাগানে গিয়া কীর্ত্তন শুনিতে হইবে
বলিলে শুনিব না, চলা ।” লীলা জিজ্ঞাসা করি-
“আজ হঠাৎ এরূপ আয়োজন কেন?” সুরো বা-
“তাহার গুরুদেবের আদেশে ।” লীলা সম্মত
লেন ।

জগদানন্দ পত্রিকার সম্পাদক বসিয়া আ-
সহসা তথায় কালীপদ যাইয়া উপস্থিত । কত
সংবাদপত্রে লাল কালী চিত্রিত স্থান দেখ
জিজ্ঞাসা করিল, “ইহা আপনার লেখা?” সম্পা-
দত্ত করিয়া উত্তর করিল, “হ্যাঁ, আমারই
আপনারা ইচ্ছা করেন, আমার নামে নাগিশ ক-
পারেন ।” কালীপদ বলিলেন, “না, আমার না
করিব না, আপনাকেই পুলিশে নাগিশ ক-
হইবে । কারণ যত লাইন লেখা,—হাতের ।
দেখাইয়া বলিলেন, তত ঘা এই বেজাঘাত আপন
করিব ।” সম্পাদক পলাইতে চায়, কালীপদ
হস্তে দৃঢ়মুঠিতে তাহার হস্ত ধরিয়া বেজাঘাত ক-
উত্তত হইল । সভয়ে সম্পাদক বলিল,—“বাবু :
করো—বাবু রক্ষা করো ।” কালীপদ জিজ্ঞা-
করিল, “কত কাগজ বিলি করিয়াছ?”

সম্পাদক । এখনও বিলি করি নাই । দুইখ
মাত্র কাগজ ডাকে পাঠাইয়াছি; কখনো আ-
নাকে, একখানি বেণীবাবুকে ।

কালী । বিলি করো নাই কেন?

সম্পা । ভাবিয়াছিলাম, আপনারাই সম-
কাগজ কিনিয়া লইবেন এবং বাহাতে ইহা আ-
বিল না করি, তজ্জন্ম টাকা দিবেন ।

কালী । এরূপ লিখিয়াছিল কেমন?

সম্পা । গগন বাবুর কথায় । গগন বাবুর সছি-
যাহা যাহা হইয়াছিল, সম্পাদক অকপটে বলিল ।

কালী । গগন বাবু যে এরূপ বলিয়াছেন
তাহার প্রমাণ কি?

সম্পাদক গগনবাবুর চিঠি দেখাইল, চিঠি-
ববু কুৎসা-প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন

কুংসা-প্রচারের অল্প পত্রের সহিত অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন ।

কালীপদ বলিল, “তোমার সমস্ত সংবাদপত্র এখনই পুড়াইয়া ফেল । গগনবাবুর পত্রখানি আমার দাও ।” সভয়ে সম্পাদক সেরুপই করিল । কালীপদ জিজ্ঞাসা করিল, “কত টাকা চাও ?” সম্পাদক ভয়ে ভয়ে এক শত টাকা চাহিল । কালীপদ দুই শত টাকা দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল ।

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে । গগন লীলার বাড়ীর ঘোরে আসিয়া উপস্থিত । দাসী একখানি কাপড় দিয়া বলিল, “এই কাপড় ঘেরোমাহুঘের মত পরিয়া আপনি বাগানে প্রবেশ করুন । এই গিন্নীর শোবার ঘরের চাবি নেন ।” গগন জিজ্ঞাসা করিল, “গিন্নী কোথায় ?” দাসী উত্তর করিল, “বেড়াইতে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন ।” গগন উত্তানে প্রবেশ করিল, কেহ নিষেধ করিল না, লীলার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া খাটের নীচে লুকাইল,—সঙ্গে সুরা ছিল, একটু একটু পান কবিত্তে লাগিল, ক্রমে নেশার ভরে অভিভূত হইয়া পড়িল । যখন নেশার ঘোর ভাঙ্গিল, দেখে ভোর হয় । এমন সময়ে সহসা দরোয়ান আসিয়া “শালা চোটা” বলিয়া জীবেনী গগনকে ধরিল । গগনের নিকট ছোরা ছিল, দরোয়ানকে আঘাত করিল । “খুন কিরা—খুন কিরা” বলিয়া দরোয়ান চীৎকার করিয়া উঠিল । হুই তিনজন দরোয়ান আসিয়া পড়িল । গগনের নিকট হইতে ছোরা কাড়িয়া লইল এবং গগনকে নির্দিম প্রহার করিল । গগন মুচ্ছিত হইয়া পড়িল এবং মুখ দিয়া শোণিত নির্গত হইতে লাগিল ।

সুরো বেণীবাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইল এবং কালীপদ, সুরো ও লীলার সহিত লীলার বাগানে আসিয়া পহুছিল । নিতাইবাবুর নিকট সংবাদ গিয়াছে, নিতাইবাবু আসিয়া উপস্থিত । ডাক্তার নিতাইবাবু দেখিলেন, গগনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, বহু যত্নে গগনের চৈতন্য হইল । কিন্তু তথাপি তাহার সঙ্কট অবস্থা । অষ্টাহের পর গগনের জীবনের আশা হইল ।

গগনের জীবনের আশা হইয়াছে, কিন্তু উঠিবার শক্তি নাই । জিজ্ঞাসা করিল, “আমি কোথায় ?” সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া লীলাকে দেখিতে চাহিল । ঘরে ঘরে বিষন্ন মনে লীলা তথায় উপস্থিত হই-

লেন । লীলাকে দেখিয়া গগন মুহূর্ত্তমধ্যে নর । লাগিল, “আসিয়াছ—এসো—তোমার কণ্ঠে, আমি প্রথম যখন তোমার সহিত আমার দেখা । যে, আমি স্মরণ হইতে পারে ; আর এখন দেখ, তথ ? আপ-বান ছিলাম না, যোবনে অনেকেই থাকে আমি যদি নও নই । কিন্তু তখন আসিয়াছিলাম, প্রেমাকাজকার, তোমার মন যোগাইয়া তোমারই বাড়ী করিব, এই আশায় । তুমি আমার হইবে, ধ্যানে উন্নত ছিলাম, তোমার সহিত কত আশা করিয়াছিলাম । অবশ্য সে প্রেম নয়—আ-মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু সংসারে প্রেম কোথায়—প্রেম করনা মাত্র । যদি সত্যই প্রেম থাকে তো এই বৃহৎ পৃথিবীতে দুই একটা ; আমার ধারণা, প্রেম কবি-কল্পনা, বাতুলের কল্পনা, কিন্তু দৈহিক আকর্ষণই সংসারে দেখিতে পাই । আমিও সেই আকর্ষণে তোমার নিকট আসিয়াছিলাম । সেই আকর্ষণে আজ আমি মৃত্যুশয্যায় তোমারই গৃহে আবদ্ধ । তুমিই আমার সর্বনাশের হেতু, তোমার শাস্তি দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু পারিলাম না । এক শাস্তি দিতে এখনো পারিলে পারিতে পারি । দেখি, তুমি নিতান্ত প্রস্তুত গঠিতা না হও, তোমার অন্তরে বিধিলে বিধিতে পারে । শাস্তি এই—তুমি আমার মৃত্যুর কারণ হইলে ইহাতে তোমার উদ্ধাস হয় হোক,—তোমার সহিত কথা শেষ হইয়াছে—যাও ।” লীলা বলিলেন, “গগনবাবু, আমার অপরাধ কি ?” তখন গগন তর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল, “তোমার অপরাধ কি ? অপরাধ কাকে বল ? গল্পে পড়িয়াছিলাম, সমুদ্রবন্দ হইতে মায়াধীপ স্বজন করিয়া নিশাচরীরা তথায় স্রবেশ ধারণপূর্বক নৃত্য করে, বংশীরব করে, অসতর্ক মানব মায়াযুক্ত হইয়া অন্তল সমুদ্রে মজ্জমান হয় । তুমি সেই নিশাচরীর প্রধানা ।”

লীলা অতি কাতর স্বরে বলিলেন, “গগনবাবু, আমার তিরস্কার করিবেন না, আমি বড় ছুঁশুনী, আমার মার্জনা করুন ।” গগন আরও রুদ্ধস্বরে বলিল, “তোমার মার্জনা, তোমার মার্জনা নাই, জ্ঞানকৃত পাপের মার্জনা হয় না । আমরা বাদ্দালী, গৃহমধ্যে মাতা ভগ্নী স্ত্রী আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়াছি, যে সকল স্ত্রীলোকের তাঁহাদের মত আচরণ, সেই স্ত্রীলোকগণকে কুলদ্রো জ্ঞান করি । আমাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই, বিলাতের ছায় স্বাধীনতা রমণী দেখিতে

স্বাধীন দেখিলে কুলটা মনে হয় । তোমার বাবু ।” কা দেখিয়া, হাবভাব দেখিয়া, তোমার কুলটা হাস করিয়া উভেদ করিতে পারি নাই, এখনও তুমি “তুমি তুমি” না জানি না,—তোমার প্রশংসাপত্র কেহ বুঝবে ? না জানি না । যদি না থাকে, তুমি কুলটা পারো না, ভীষণ । তুমি আলুলায়িত কেশে, অর্দ্ধ এই তাঁর বক্ষে, কখনও অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় যুবা-
“ঐ দেবী সহিত আলাপ করিতে,—যে অবস্থা দর্শনে সঙ্গীত ধৈর্যমানও বিচলিত হয় । কখনও বেণীবন্ধন পূর্বক সুবেশী হইয়া, হস্তপরিহাস সহকারে প্রেম-
কথার তরঙ্গ তুলিতে, গান করিতে করিতে কটাক্ষ-
পাত করিতে,—যুবা-সুন্দর উন্মত্ত হইয়া উঠিত । কোন পরিচ্ছদে তোমার রূপের অধিক বিকাশ হয়, তাহা তুমি সম্পূর্ণরূপে জানো,—সেইরূপ নিত্য নানা পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া হাবভাব দেখাইতে, আমারও দেখাইয়াছ । আমি যে উন্মত্ত হইয়াছিলাম, ইহা আমার দোষ নয়—তোমারই দোষ,—আমার যে সর্বনাশ করিয়াছ এবং একরূপ যে শত শত ব্যক্তির সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার স্মৃতিই তোমার শাস্তি হোক” বলিতে বলিতে গগন আবার মুচ্ছিত হইয়া পড়িল । এমন সময় তথায় নিতাই বাবু উপস্থিত । গগনের গুঞ্জন করিতে লাগিলেন । লীলাকে বলিলেন, “আপনি সরিয়া যান ।”

লীলা গৃহের বাহিরে যাইতেছেন, এক অপরি-
চিতা রমণী তাহার পথরোধ করিল । রমণী অকথা
কথায় লীলাকে তিরস্কার করিতে লাগিল ।
যে সকল কথা একজন কুলটা অপর কুলটাকে
প্ররোগ করে, সেই সকল কথা । বক্ষে করা-
ঘাত করে আর বলে—কুলটা “আমার সর্বনাশ
করিয়াছিস, আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের
জীবনকে হত্যা করিতে বিসিয়াছিস” —বলিতে
বলিবে ছুটিয়া গিয়া গগনের পদপ্রান্তে পতিত
হইল । নিতাইবাবু বিরক্ত হইয়া তাহাকে দূর
করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রমণী জোড়করে
তাহাকে অল্পনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল,
বাবু, আমার তাড়াইয়া দিবেন না । আমার সর্বস্ব
হায়া, আমার তাড়াইবেন না । কুলটা লীলা
তারিণী দ্বারা আমার বক্ষ ছিন্ন করিয়া আমার
দয়মণি অপহরণ করিয়াছে । আমার তাড়াইবেন
—আমার তাড়াইবেন না । ও যদি মরে, আমি

এখনই মরিব । এই কুলটার ছলে আমার
বায় না, আমার মুখদান করে না, আমি
বাইলে বিরক্ত হয় । তথাপি আমি ওর
দাসী, ওর জীবনে আমার জীবন । ডাক্তার
আমায় তাড়াইবেন না ।” এমন সময় গ
চৈতন্ত হইল । গগন বলিল, “কে চাকুবালা ?
কালে আমার মার্জনা করো ।”

এ ঘটনা লীলা ঘোরের পার্শ্ব হইতে সমস্ত
গত হইলেন । বেণী বাবু গৃহে আছেন জানি
বেণীবাবুর গৃহে চলিলেন ।

যে ভিখারী, গগনের সহিত লীলার দাসীর
শেষ হইলে দাসীকে ভয় দেখাইয়া গগনের বি-
চরণ করিতে বলে, সে ভিখারী নয়—ছদ্ম
রাধু । সেই সন্ধান করিত—গগন কি ব
বেড়ায় । দাসীকে রাধুই উপদেশ দিয়াছিল,
গগনকে সে চোর বলিয়া প্রেস্তার করায়া ।
দ্বিপ্রহরে এই ঘটনা হইয়াছে, রাধু বেণীক
এই সংবাদ দিতে যায়, বেণীবাবু গৃহে গি
না, পত্র লিখিয়া আসে । বৈকালে পত্র প
বেণীবাবু মহা উদ্বেগ, লীলার দরোয়া
বেণীবাবুর বিশেষ সম্মান করিত ; অর্থ দিয়া
বাবু তাহাদের বলিয়া আসেন যে, আজ যদি শান্তি
তাহার ভাইকে বাড়ীতে আনে, কদাচ প্রবেশ কা
না দেয় । দরোয়ানও শাস্তি বিকে বলে, “
তোমারা ভাইকে মং আনো, ঘুসুনে নেই দেগ
দাসী সেই জন্ত স্ত্রীবেশে গগনকে লইয়া আসিয়াছি
তাহার পর যখন বেণীবাবু মারামারির পক্ষাভিনে
তাহার বড়ই উবেগ জন্মাইল ; মহা শানট হইয়া
তাহার আত্ম-তিরস্কার আসিল । কেন তি
রাধুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । গগনের ষড়
লীলাকে প্রথমেই পষ্ট করিয়া জানাইয়া দি
হইত । কিন্তু রাধু ব্যতীত কে তাহাকে ষড়
সন্ধান দিত ! বাহা হউক, বাহা হইবার হইয়া
তাহার দিবারাত্র চিন্তা লীলাকে কিরূপে নিরাপ
করিবেন । কিছুই স্থির করিতে পারেন না । রা
আসে যায়, রাধু এক মিথ্যা সংবাদ আনিব । সংবা
এই যে, গগনের বন্ধুরা লীলার নামে নালিশ করি
যে, লীলা গগনকে দরোয়ান দিয়া নির্দম করিয়া মারি
কেলিয়া রাখিয়াছে । বেণীবাবু বুঝিলেন, সংবাদ মিথ্যা
রাধুকে বলিলেন, “রাধু, তুমি যাও, তোমার নিযুক্ত

করিয়াছিলেন, সে আমার বুদ্ধিভ্রম । বুদ্ধিতে পারি-
য়াছি, কুটিল পথাবলম্বনে কখনও কাহারও শ্রেয়ঃ-
লাভ হয় না । তুমি যাও, আর আমার সহিত
গাফাৎ করিও না । তোমার পুরস্কার আমি তোমার
দ্বাশায় পাঠাইয়া দিব ।

রাধু চলিয়া গেল, পূৰ্ণ হইতেই বুদ্ধিগাছে যে
কাপবাদ সত্য, বেণী লীলার জন্ত মরে । বেণীর
নিকট বেশ ছই পরসী আদার হইতেছিল, তাহা
তা বন্ধ হইয়া গেল । এখন কি উপায় । রাধু ভাবিতে
ভাবিতে চলিল ।

বেণীবাবু গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন, এমন সময় উন্ম-
াদিনীর জ্বায় লীলা তথায় উপস্থিত । লীলা বলিতে
মারম্ভ করিলেন, “আমার পিতা তোমার পুত্রের
জ্ঞায় জ্ঞান করিতেন । তুমি বন্ধে হস্ত দিয়া কি
বলিতে পারো—তুমি পুত্রের কার্য করিয়াছ ?”

বেণীবাবু বলিলেন, “হইতে পারে, আমি অনেক
দময় ভ্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু বাহাতে তোমার মঙ্গল
আমার অমুমান হইয়াছিল, তাহা আমি প্রাণপণ
চেষ্টায় করিয়াছি ।”

লীলা । প্রাণপণ চেষ্টায় করিয়াছ ? আমি
অবলা স্ত্রীলোক, কুবুদ্ধিবশতঃ যুবাবুদ্ধিকে প্রতারণিত
করিবার জন্ত, তাহাদের হৃদয়ে ব্যথা দিবার জন্ত,
কুলনারীর অমুৎপত্ত কার্য করিয়া হাব ভাব দেখা-
ইতাম, যদি তুমি আমার ভাই হতে, তাহা হইলে
কি সহ্য করিতে ? আমি কুলঙ্গনা, কুলঙ্গনার
ঘাটারে থাকিলে আমার কি বিপদ ঘটিত ? তোমা-
হই বা কেন প্রাণপণে আমার মঙ্গল সাধন করিতে
হইবে ; এ কথায় তুমি কি উত্তর দাও ? তুমি
কি আমার পিতার শেষ অমুয়োধ রক্ষা করিয়াছ ?

বেণী । আপনি যে কথা বলিয়াছেন, সে কথা
সত্য । আপনার ভাই হইলে আমি অবশ্যই আপ-
নাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতাম ! কিন্তু আমি
গই নই,—স্বরণ করিয়া দেখুন, আমি যত স্নেহ
দেখাইয়াছি, আপনি স্নেহ না বুঝিয়া অজ্ঞ যুবায়
হিত যেক্রপ আচরণ করিতেন, সেইক্রপ করিয়াছেন ।
জ্ঞ যুবায় যেক্রপ আপনার সহিত প্রেম-প্রস্তাব
দ্রুত, সেইক্রপ প্রেম-প্রস্তাব করিবার সাবকাশ
আমায় দিভেন । কিন্তু আমি যতদূর বুঝাইয়া বলিতে
পারি—বলিতাম যে আপনার সহিত এক্রপ একত্র
আমার পক্ষে ভাল নয় । তাহাতে আপনারও

বুঝা উচিত ছিল যে, আপনারও ওক্রপ করা ভাল নয় ।
আমার তিরস্কার করিয়া এইমাত্র বলিলেন যে, আমি
বন্ধে হস্তপ্রদান করিয়া বলিতে পারি কি যে, আমি
আপনার পিতার আজ্ঞা পালন করিয়াছি ? আপ-
নিও বন্ধে হস্তপ্রদান করিয়া বলুন যে, আমি যদি
নিবারণ করিতাম, আপনি শুনিতেন কি ?”

বেণীবাবু নীবব হইলেন । লীলাও নীরবে বাড়ী
ফিরিলেন ।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া লীলার প্রথম কার্য
বেশভূষা পরিত্যাগ করা । ভাবিয়াছিলেন—
দীর্ঘ কেশ কাটিরা ফেলিবেন, কিন্তু ভনিয়াছিলেন,
তাহাতে স্বামীর মঙ্গলের জন্ত, কখনও সীমন্তে
সিন্দুর পরেন নাই, সিন্দুর পরিলেন ।
আভরণ পরিত্যাগ করিয়া একগাছি লোহা আনিয়া
হস্তে ধারণ করিলেন । ভাবিতে লাগিলেন, কোথায়
সেই ব্রাহ্মণকুমার ! সে কি জীবিত আছে ? বেণী
বলিয়াছে যে, আমি যে দিন তাহার ভালবাসা
বুঝিতে পারিব, সেইদিন আমার দেখা দিবে । বেণী
নিশ্চয় মিথ্যা বলিয়াছে, কিন্তু কোন্ ব্রাহ্মণকুমার
আমায় ঘোর বিপদে রক্ষা করিল, কে নিতাইবাবুকে
ডাকিয়া দিল ! নিতাইবাবু বলেন একজন ব্রাহ্মণ-
কুমার । নিতাইবাবু কেন আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা
কহিবেন । তবে কি বেণী ? না বেণী নয় । বেণী
হইলে প্রকাশ করিবার কি দোষ ছিল । বেণী বলে
প্রাণপণে আমার মঙ্গল কামনা নিয়ত করে । এ কি
ঘোর মনোদম্ব—কিছুই বুঝিতে পারি না, মস্তিষ্ক
আচ্ছন্ন করে । যদি সে ব্রাহ্মণকুমারের দেখা পাই,
তাহাকে গৃহে লইয়া আসি । সে কি আমার যত্নে
ভুলিবে না ! আমি কি যত্নের দ্বারা তাহার কুসং-
স্কার দূর করিঅ পারিব না ? সূরা পান করে
কক্কক্, আমি সূরা ঢালিয়া দিব । সে পাগল নচেৎ
টাকা ছাড়িয়া বাইবে কেন ? মরিয়া গিয়াছে—
কিন্তু এখনও দ্বাদশবর্ষ অতীত হয় নাই, দ্বাদশবর্ষ
অতীত হইলে আমি বৈধব্য আচরণ করিব । কিছুই
বুঝিতে পারি না, ভাবিয়া কি উপায় হইবে । যাহা
হইবার হইয়াছে, যাহা হইবার হইবে, আর ভাবিব
না,—গৃহে থাক । অসম্ভব, তীর্থ-পর্যটনে যাই, দেখি
যদি অশান্ত মন কোনরূপে শান্ত হয় । বিষয় আশয়
বন্দোবস্ত করিবার জন্ত সূর্য ও কালীপদকে ডাকা-
ইয়া পাঠাইলেন ।

গগনের শরীর দিন দিন সূস্থ হইতে লাগিল, কিন্তু মস্তিষ্ক-বৈকল্যের লক্ষণ দিন দিন লক্ষিত হইল। লীলা তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন। নিত্য নিতাইবাবু আসেন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বিকল মস্তিষ্কের উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন গভীরা রজনী, চাকুবালা আসা অবধি শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছে। গগন বলিল, চাকুবালা, আমার কারাগার হইতে উদ্ধার করো। ইহারা বড়বল্ল করিয়াছে, চিরকারারুদ্ধ রাখিবে। বুঝিতেছ না, ঔষধ দিয়া পাগল করিবার জন্য নিত্য ডাক্তার আসে। গগন যাহা বলে, চাকুবালার তাহা শ্রব-জ্ঞান। দাস দাসীরা সকলে নিদ্রাগত, কর্তার অল্পপস্থিতে গৃহের অবস্থা বিশৃঙ্খল, দারোয়ানেরা অসতর্কভাবে আছে, চাকুবালা গগনকে লইয়া উজানের বাহিরে আসিল। একজন দরোয়ান নিদ্রাবস্থায় বলিল—“কোন্ হায় ?” চাকুবালা বলিল “আমি”। উহাতে দারোয়ান আবার নাক ডাকাইয়া দিল।

উজানের বাহিরে আসিয়া বিকৃত মস্তিষ্ক গগন ভাবিল, লীলা বেগীর বাড়ী আছে; গীলার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তাহার এই উদ্দেশ্য চাকুবালাকে বুঝিতে দেয় নাই, কোথায় বাইতেছে স্থির নাই; গগন বাইতে লাগিল, চাকুবালাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

পরদিন নিতাইবাবু আসিয়া দেখেন, রোগী নাই, কোথায় গেল—দাস-দাসীদের নিকট সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন না। কথা প্রচার হইল, গগন নিরুদ্দেশ। হুঠ রাধু স্থির করিল, বেগীকে জঙ্ক করিবার উপায় পাইয়াছে। উপেক্ষিত যুবক-বৃদ্ধ যথায় সুরাপান করিতেছে, তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, “এসো লীলাকে জঙ্ক করা যাউক। লীলা গগনকে খুন করিয়াছে, পুলিশে এই সংবাদ দেওয়া হউক।” মন্তব্য বশতঃ সকলেই বলিল,—“ক্ষতি কি !” সতীশ নামে এক জন যুবা বলিল,—“আমিই পুলিশে খবর দিব।” যাহাতে লীলার নামে ওয়ারেন্ট বাহির হয়, উকীলের দ্বারা তাহার হৃদয় হইল। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করায় ম্যাজিস্ট্রেট ছই তিন দিন বিলম্ব করিয়া ওয়ারেন্ট দিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু এই আবেদনের কথা বেগীবাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

লীলা তীর্থভ্রমণ করিতেছে। প্রত্যেক দীনদরিদ্রের সাহায্যার্থে আশ্রম করিয়া দিবার করিলেন, কিন্তু দেখেন যে, তথায় বেগীবাবু এক আশ্রম করিয়াছেন,—তথায় কোন জনহিতকর সেই স্থানেই বেগীবাবুর নাম। ইহাতে বেগী উপর লীলার বিরক্তি দিগুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লীলা ভাবেন যেখানে যাই, সেইখানেই বেগীর সেইখানেই বেগীর সূচ্যাত্তি। প্রয়াগে পাণ্ডুর লীলা বসিয়া আছেন, হঠাৎ একদিকে পুলিশ ইক্টার ও অপরদিক্ হইতে বেগী উপস্থিত। ইন্স্পেক্টার লীলাকে ওয়ারেন্ট ধরাইতে যাইবে এমন সময় কালীপদ গগনকে লইয়া তথায় আ ইন্স্পেক্টার বাঙ্গালী, কলিকাতায় থাকিতেন, গ চিনিতেন। তথায় বেগীবাবু বলিলেন, ইন্স্পেক্টার সাহেব, মিথ্যা করিয়া শত্রু এই কুলজীর নামে রেন্ট বাহির করিয়াছে। ইনিই গগনবাবু। ওয় ধরাইবার জন্য সতীশ তথায় গোপনে ছিল; তাহার মনোরথ বিফল হইবার উপক্রম দেখিয় বলিল, “ইন্স্পেক্টার তুমি আসানীকে ধরো। এমন নয়।” গগন চাট্‌কার করিয়া উঠিল, “সতীশ, মিথ্যা বলিতেছ? আমি সেই গগন। এই মনোমোহন রাক্ষসী আমার পাগল করিয়াছে, আমি উত্তম দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই, আমি উহাকে বলিয়া হেথায় আসিয়াছি।” সতীশ তখনও বসে “ধরো, সমস্ত বেগী সাজাইয়া আনিয়াছে।” সময় একজন সোয়ার আসিয়া ইন্স্পেক্টার সাহেব হাতে একখানি চিঠি দিল,—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তেছেন,—তিনি তারের দ্বারা সাহেব পাইয়াছে অভিযোগ সমস্ত মিথ্যা, কুলকামিনীর না অপ হয়। সতীশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। চাকুবালা আসিয়া গগনের হাত ধরিয়া টানিয়া ল চলিল, তাহারও উদ্ভাসিনীর বেশ। অঙ্গে অল ছিল তাহা বেচিয়া পথে গগনকে ধাক্কাইয়া দে এখন রক্তকেশা মলিনবেশা পাগলিনী। গগন যাই চাহে না, জোর করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। লীলা কেও যারপর নাই গালিগালাজ করিল। কালীপ ও বেগীবাবু ব্যতীত সকলে চলিয়া গেল,—বেগীবাবু চলিয়া বাইতেছেন। লীলা বলিলেন,—“বেগীবাবু দাঁড়ান। শোন—দোষ তোমার কি আমার—কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু এখন আমার, আর

অধাতিনী হওয়া ব্যতীত আর শাস্তি নাই ।”
লীলা চলিয়া গেলেন ।

লীলা মির্জাপুরে বিদ্যাবাসিনীর এক পাণ্ডার
কট প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, তিনি বিদ্যাবাসিনী দর্শনে
ইবেন । কালীপদকে বলিতে লাগিলেন, “তুমি
আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো, শ্রুরোকে আমার
শীর্ষদ দিবে । শ্রুরোকে বলিবে, আমি অতি
ভাগিনী আমাকে যেন সে কখনও কখনও মনে
রে ।” কালীপদ মিনতি করিয়া বলিল, “আপনি
আমার সঙ্গে বাড়ী চলুন, সে (অর্থাৎ শ্রুরো) আপ-
নাকে দেখিবার জন্য, বড়ই ব্যাকুলা ।” লীলা বলি-
লেন, “আমি বিদ্যাবাসিনী দর্শনে বাইব ।” লীলা
খনই বিদ্যাবাসিনী দর্শনে বাইবার উদ্যোগ করি-
লেন ।

বিদ্যাবাসিনী দর্শন করিয়া লীলা পাণ্ডাকে বিদায়
লেন । পাণ্ডা বলিল—“এসো মা আমার বাসায় ।”
লীলা বলিলেন, “তুমি যাও, আমি পাহাড়ে একবার
বড়াইব । পাণ্ডা আরও কিছু পাইবার আশায় সঙ্গে
কিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু লীলা বিরক্ত হও-
য় পাণ্ডা নিজ কার্যে চলিয়া গেল । বাইবার সময়
লিল, “সাবধানে চলিবেন, মাঝে মাঝে স্বর্ণা বাহির
ইয়াছে, তথায় পড়িয়া গেলে নিস্তার নাই, সম্প্রতি
কল্লন মায়া পড়িয়াছিল ।” লীলা বলিলেন, “বান,
স্তু করিবেন না ।”

ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া আসিয়া পড়িতে লাগিল,
পাহাড় উচ্চ নয়, প্রশস্ত দীঘির পাড়ের মতন দেখায়—
সুদূর চলিয়া গিয়াছে । লীলা ধীরে ধীরে পাহাড়ে
ঠিত্তে লাগিলেন, তাঁহার মনে মনে কল্লনা, তিনি
পাহাড় হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, কিন্তু
কহ না তাহার মৃতদেহ দেখে । পাহাড় তো বহু-
র চলিয়া গিয়াছে, এমন কোনও স্থান যথায় জনাগম
নাই, তথা হইতে গভীর রাত্রে গড়াইয়া পড়িব ।
যখন হইতে স্বর্ণা নির্গত হইতেছে, সেই স্থানে
পড়িবেন স্থির করিয়া বাইতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাতে
দশম্ভ নিলেন । জ্যোৎস্না রাজি, কিরিয়া দেখেন,
লিন্বেশী কে এক ব্যক্তি আসিতেছে । ক্রমে সে
বকটে আসিল, জিজ্ঞাসা করিলেন—“কে তুমি ?”
লীলা ক্রমশঃ স্বরে উত্তর দিলেন,—“আমি সেই
মাচরণ, তোমার সঙ্গে আমার বে হুইয়াছি ।”

লীলা । তুমি হেথায় কেন ?

উমা । তোমার সঙ্গে মরবো বলে ।

লীলা । আমার সঙ্গে মরবে কি ?

উমা । তুমি যে মরতে এসেছ, আমি তোমার
সঙ্গে মরবো ।

লীলা । যদি মরতেই এসে থাকি, তুমি আমার
সঙ্গে মরবে কেন ?

উমা । আমি যে তোমার ভালবাসি ।

লীলা । তুমি আমার ভালবাস ? তবে আমার
কাছে এসো নাই কেন ?

উমা । তুমি যে আমার ঘেঁষা করবে ।

লীলা । তোমায় ঘৃণা করিব কিরূপে জানিলে ?

উমা । তুমি যে সকল পুরুষ মানুষকে ঘেঁষা
করো, তুমি যে মনে করো, পুরুষ মানুষের ভাল-
বাসা নাই ।

লীলা । তুমিই কি আমার গগনের উদ্ভান-
বাটিতে উদ্ধার করিয়াছিলে ?

উমা । হ্যাঁ ।

লীলা । তুমি ঐরূপ সঙ্কটে আমার উদ্ধার করিয়া
আমার নিকট আইস নাই কেন ?

উমা । কেন আসি নাই জান ?—বেণী জানে ।

লীলা । কি জানে ?

উমা । আমি তোমায় কত ভালবাসি । পুলিশে
খবর দিয়েছিলুম, তাতে তুমি কি জানবে—আমি
তোমায় কত ভালবাসি । এখন তোমার সঙ্গে মরতে
এসেছি, এখন তুমি হয় তো বুঝবে, আমি কত
ভালবাসি ।

লীলা । কে তুমি ?

উমা । কে আমি, এতদিনে তুমি চেনো
নাই ?

লীলা । কেমন করে চিন্তো, আমি তো তোমার
কিছুই পরিচয় জানি না ।

উমা । সম্পূর্ণ জানো, দেখ আমি কে ?

আর সে ত্রাণ কণা নাই, মস্তক হইতে পরচূলা
ও দাড়ী কেয়লা দিল । লীলা দেখিলেন—দেবমূর্তি
বেণীবাবু তাঁহার সম্মুখে । লীলার মস্তক ঘুরিয়া গেল
টলিয়া পড়েন—বেণীবাবু আলিঙ্গন করিলেন । লীলা
বেণীমাধবের স্বন্ধে মস্তক রাখিয়া নয়নজলে তাঁহার
গাত্র সিক্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন—“কেন তুমি
আমায় এত হুৎ দিয়াছ ? আমি তোমার ভালবাসা
বুঝিব না—এই তোমার আশঙ্কা ? কিন্তু তুমিই

আমার ভালবাসা বোঝে নাই। যেদিন প্রভাতে তুমি আমার উঠানে আইস, তাহার আগে রাত্রি আমি তোমার ধ্যানে কাটাইয়াছিলাম, একবারও নিদ্রা বাই নাই। পিতামাতার নিকট বিরোধী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, সে কথা তোমার কাতর হইয়া জানাই। আমি তোমার ভালবাসার প্রত্যাশী হইয়া তোমায় অন্তরের কথা বলি, তুমি নিষ্ঠুর উত্তর দিলে। মিথ্যা বলিয়া বুঝাইলে—জীলোকের উপর তোমার ঘৃণা। তখন কেন তুমি আমার আমার পিতার পত্র দেখাইলে না? কেন তুমি আমার বলিলে না—যে তুমি আমার ভালবাসা বুঝিয়াছ, কিন্তু ইহাও বুঝিলাম—পুরুষের ভালবাসা হইতে স্বতন্ত্র, আমি কঠিন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার মত কঠিন হওয়া রমণীর সাধ্য নয়।” বেণীবাবু বলিলেন,—“আমায় মার্জনা করো।” চন্দ্রতারকা শোভিত নীল গগনতলে মুখে মুখে নীরবে লীলা মার্জনা জানাইলেন।

কয়েক দিন পরে মাধবের বাগানে ধূম গিয়াছে, সুরো কালীপদর গালে ঠোনা মারিয়া—“বোকারাম, ব্রাহ্মণকুমার কে চিনিলে কি? যদি তুমি আমার সঙ্গে কোন বিষয় লইয়া তর্ক আমি তোমার নাক মলিয়া দিব।” কালীপদ “নাক মলা, কাণ মলা উভয়ই আমি আপনায় খাইয়াছি।” মহা ধুমধাম চলিতেছে, মাধবের রাধা আসিয়াছে। রাধা প্রতিষ্ঠা হইবে বাগান আর ‘মাধবের’ বাগান নয়—“রাধা মাধব বাগান। মন্দিরের সিঁড়ির নীচে একখানি প্রস্তরে খোদিত লীলার নাম। লীলার অম্মে প্রস্তরখানি সিঁড়ির নিচে স্থাপিত। লীলা বা “আমি যে আচারভ্রষ্টা হইয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, হিন্দু কুলকামিনীরা সেই ও মাড়াইয়া ‘রাধামাধব’ দর্শন করিবে, তাহ ‘রাধামাধব’ আমায় মার্জনা করিবেন।”

সমাপ্ত ।

নটচুড়ামনি অর্দ্ধেন্দুশেখর *

(১)

বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের শেখর খসিয়াছে, অর্দ্ধেন্দুশেখর রলোকগত। অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বর্গীয় মহারাজ শ্রীম্ চীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের স্বর্গীয় মাতুল, বাগ-জার নিবাসী শ্রীমাচরণ মুস্তফীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুস্তফী শায়ের বাটার সম্মুখে স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর নিয়ো-র বাটিতে নিয়োগী মহাশয়ের ও ৬ দীননাথ বহু ভূতি কৃতিবিশ্ব ব্যক্তিগণের উদ্ভোগে একটি morn-
g School স্থাপিত হয়, ঐ স্কুলে বালক অর্দ্ধেন্দুকে মি প্রথম দেখি। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জাহ্নবায়ী মাসে ঈন্দু জন্মগ্রহণ করেন। ৫৯ বৎসর বয়সে, নির্ভর কাল, রঙ্গালয়ের এই অমূল্য রত্ন হরণ করিয়াছে। morning School এ দেখিবার পর মধ্যে কিছুদিন আর অর্দ্ধেন্দুকে দেখি নাই।

বহুদিন পরে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে আমি আমার এক বন্ধুর ভ্রাতা লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমভিব্যাহারে দেখি। লোকনাথ নকুলে লোক, দেশবিদেশের ভাষা অমুদ্রণ করিতে পারিতেন। লোকনাথ বলি-তেছেন, “বল বল ‘প্যাটের যে কামর’ বলতো?” অর্দ্ধেন্দু পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে এই পংক্তিটা আবৃত্তি করেন। এই আবৃত্তিটা লোকনাথ-অমুদ্রণ-পট্ট হইলেও তাঁহার অমুদ্রণ অপেক্ষা অর্দ্ধেন্দুশেখরের অমুদ্রণ অতি স্বাভাবিক শোনা গেল। স্মরণ হই-তেছে যেন সে সময় ঠাকুরবাড়ীতে ‘চক্ষুদান’ ও ‘উভয় সঙ্কটের’ অভিনয় চলিতেছিল। অর্দ্ধেন্দু কখন কখন সেই অভিনয়ের অমুদ্রণ আমার বন্ধুর বাসায় আসিয়া করিতেন। তৎপরে বহুদিন পরে

বাগবাজারে “সধবার একাদশী” সম্প্রদায়ের আকৃড়ায় অর্দ্ধেন্দুশেখর যোগদান করেন।

কৃতবিদ্য বহুগুণবেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার দীনবন্ধু বাবু, রায় বাহাদুর ৬ রামচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে, উক্ত অবৈতনিক সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থে আসেন। অর্দ্ধেন্দুর “জীবনচন্দ্রের” ভূমিকা (Part)। জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্দ্ধেন্দুকে বলেন, “আপনি অটলকে যে লাখি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার সধবার একাদশীর নতুন সংস্করণে অটলকে লাখি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব।”

রায় দীনবন্ধু বাহাদুর, অর্দ্ধেন্দুর “জীবনচন্দ্র” দেখিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ প্রেতিভার পরিচয় পান নাই। “লীলাবতীতে” অর্দ্ধেন্দুকে ‘স্বরবিলাস’ দেখিয়া একে-বারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে আর প্রশংসা ধরে না। তাহার পর ন্যাগান্যাগ থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম ‘নীলদর্পণ’ অভিনয় আরম্ভ হইল। অর্দ্ধেন্দু গোলক বহু, উড সাহেব, একজন রায়ত ও সাবিত্রীকুণ্ডে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক ভূমিকাই বিস্ময়কর, প্রশংসায় কলিকাতা পরিপূর্ণ। আমি শুনিয়াছিলাম, দেখি নাই, কারণ ত্রাসাতাল থিয়েটারের সহিত প্রথমে আমার সম্বন্ধ ছিল না। ক্রমে ক্রমে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নাটক ও গ্রন্থসনগুলির অভিনয় চলিতে লাগিল। প্রতি গ্রন্থে অর্দ্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়! তন্মধ্যে নবীন তপস্বিনীর ‘জলধরের’ অভিনয় অতুলনীয়ের মধ্যে অতুলনীয়। নাটোরাধিপতি উচ্চ হৃদয় রাজা চন্দ্রনাথ তদর্শনে বিভোর হইয়াছি-লেন বলিলে ঠিক বর্ণনা করা হয় না। সঙ্গীতাচার্য্য ৬ গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী বলিতেন,—“সমজদার গুণীর গোলাম, আর গুণী বেসমজদারের গোলাম।” গুণী অর্দ্ধেন্দুশেখর ও সহদয় সমজদার রাজা চন্দ্রনাথ, চক্রবর্তী মহাশয়ের কথার একটি প্রমাণ। ক্রমে

* প্রথমংশ মিনার্ভা থিয়েটারে পঠিত, দ্বিতীয়াংশ পরে লিখিত। যে দিন রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত অভিনয়ের মিউনিসিপাল আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই দিনই স্বাধীন-চেতা নট যেন আইনের কঠোর বন্ধন সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ণফল হইতে চিরঅবলর লইলেন।

ভাষাতত্ত্ব থিয়েটারে “নরশো রোপেয়া” অভিনয় হইল। বাহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজি থিয়েটার ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অমৃতভাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ শিশির-কুমার বোধের সম্মুখে, অর্দ্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন, যে “নরশো রোপেয়া” ‘ছাতুল’লের’ ভূমিকায় এই বাড়ুটীর অভিনয় বাহা দেখিলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। অর্দ্ধেন্দু যে অংশ স্পর্শ করিতেন, তাহাই অনমুগরগীর হইত।

এতদূর অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়-শক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি শিক্ষা প্রদানে কিরূপ স্নেহ করিতেন, তাহার উল্লেখ করি নাই। প্রথম সপ্তাহের একাদশীতে দরোয়ান-ঘরকে বাহা শিখাইয়াছিলেন, সেদূর কেহ পারে বলিয়া আমার ধারণা নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখর মাষ্টার—এ কথা সর্বত্র প্রচার; প্রত্যেক ছাত্রকে কিরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এখানে বর্ণিত হইতে পারে না। তাঁহার দীক্ষার পরিচয়, সুযোগ্য ঠায় থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। শুনিতে পাই, “বিশ্বকোবে” বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে, “এখন বাঙ্গালা নাট্যশালায় দুইটি রীতিতে অভিনয় হইয়া থাকে।” লেখকের মতে দুইটির মধ্যে একটি অর্দ্ধেন্দুবাবুর রীতি। ইহাতে বোধ হয়, বিশ্বকোষের এই লেখক বিশেষ যত্ন ও অমুসন্ধান করিয়া লেখেন নাই। তিনি অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় ও দীক্ষাপ্রণালী বোঝেন নাই। অর্দ্ধেন্দুর কিরূপ শক্তি, সংক্ষেপে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব।

বাহারা Natural কথাটা কুড়াইয়া লইয়া অভিনয় সমালোচনা করেন, তাঁহারা আমি অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি, তাহা বুঝিবেন কি না জানি না। বিনি পাশ্চাত্য প্রদেশের অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি বুঝিবেন অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি, এক্ষণে সভ্যপ্রদেশে তাহা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই;—অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা (part) লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দু তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিত অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। যতবার প্রবেশ করিতেন, ততবারই দর্শক

আগ্রহের সহিত বলাবলি করিতেন—অর্দ্ধেন্দুব আসিয়াছেন। দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমিকা তাহা নয়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একা দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে, দৃষ্ট প অভিনেতা প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন ন। বহুদিন পূর্বে কলিকাতায় ‘দেবকাসন’ নাম এক ইংরাজ এই উচ্চ শক্তির নিম্নস্তরস্থ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ইংরাজমণ্ডলাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দুকে লোকে সাহেব বলে, তাহার কারণ দেবকাসন যেমন বাঙ্গালী বাবু লইয়া ঠাট্টা করতেন, অর্দ্ধেন্দু তেমনি পূর্বোক্ত প্রথম স্থাপিত ভাষাতত্ত্ব থিয়েটারে ‘সাহেব’ সাজিয়া বেয়ালা হাতে গান করিতেন,—

“হাম বড়া সাব হ্যায় ছুনিয়ামে,

None can be compared হামারা সাথ।”

ঐ অভিনয়ের পর, অর্দ্ধেন্দুকে লোকে ‘সাহেব’ বলিত। Album of amusement এ ইংলণ্ডে এক কলাবিজ্ঞানপুণ ব্যক্তির উল্লেখ আছে তিনি Lecture on heads বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেন। ঐ সুযোগ্য অভিনেতা কতকগুলি পিস বোর্ডের নরমুণ্ড প্রস্তুত করিয়া একা রঙ্গমঞ্চে দেখাইতেন। সে পিসবোর্ডে নির্মিত মুণ্ডগুলির নানারূপ মুখভঙ্গী ছিল। তিনি এক একটা মুণ্ড লইয়া নিজে মুখভঙ্গী পূর্বক সেই মুণ্ডের অমুকরণ করিতেন এবং বলিতেন এই মুণ্ড বাহার ছিল, সে এইরূপ প্রকৃতির লোক,—নিজে তিনি সেই করিত প্রকৃতি-অভিনয় করিতেন। দর্শকের উচ্চ হাঙ্গে রঙ্গমঞ্চ যেন ফাটিয়া যায়। ইংলণ্ড ও আমেরিকার তাহার প্রশংসা ধরে না। এ ব্যক্তিরও শক্তি অর্দ্ধেন্দু শক্তির নিকট নিম্নস্তরের। ইংলণ্ডের John Lawrence Tool এই শক্তির পূর্ণবিকাশ। পূর্বে বলিয়াছি, অর্দ্ধেন্দুকে দর্শক অর্দ্ধেন্দু দেখিতেন। অর্দ্ধেন্দু এই অংশে বা ঐ অংশে এ লইয়া বিচার নয়, অর্দ্ধেন্দু বাবু চমৎকার—এই কথা।

অর্দ্ধেন্দুর এই উচ্চ প্রশংসা (প্রশংসা কেন প্রশংসা বলিলে যেন কিছু বাড়াইয়া বলিতেছি বো হয়) অর্দ্ধেন্দুর এই স্বরূপ বর্ণনার কাহারও বা মনে হইতে পারে, যে এরূপ অভিনয়ে নাটক বর্ণিত চরিত্রের সম্পূর্ণ অভিনয় হয় না। এরূপ মনে করা ভ্রম। কলাবিজ্ঞা—কলাবিজ্ঞা, স্বভাব নয়। চিত্রকর যখন কোন স্বভাব দৃষ্ট অঙ্কিত করিতে চান, সেই

র অনেক বাদ দিয়া, অনেক যোগ করিয়া, একে চিত্রাঙ্কন করিতে হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যে অঙ্কিত করিতেছেন, স্বভাবে সেই দৃশ্য দেখিয়া কলের যেরূপ মনের ভাব হইয়াছিল, সেই ভাবটী প্রপায়েন তুলিতে তোলেন। কল্পনাগ্রন্থতঃ অনেক যোগ করিতে হয়। Art galleryতে approaching storm অর্থাৎ ঝড় আসি-ছে, এই নামে একখানি ছবি আছে। ঘোর মেঘ আছে, বৃক্ষ সকল স্পন্দহীন, পশুপক্ষী ভয়াকুল, র পূর্বে এই দৃশ্য স্বভাবে দেখা যায়। চিত্রকর দৃশ্য আঁকিয়া তাহাতে কতকগুলি চাষা, ক, গাভী প্রভৃতি দিয়াছেন। ঝড় আসিবার বৈধানে সেখানে চাষা, গাভী প্রভৃতি দেখা না। কিন্তু চিত্রকর তাঁহার চিত্রপটে উহা ইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত মেঘ ও হীন বৃক্ষ অপেক্ষা অঙ্কিত মানবের মুখভাবে র আশঙ্কা বেশী প্রতীয়মান হইতেছে। অর্দ্ধেন্দু কলাবিদ্যাবলে তাঁহার অভিনীত অংশে চিত্র-র দ্বারা কতকগুলি কল্পিত হাব ভাব দ্বারায় কর চরিত্র পরিপুষ্ট করিতেন। বর্ণিত চিত্রকরের approaching Storm ছবিতে আমরা ছবি দেখি, ঝড় আসিবার ভাব মনে উদয় হয়, ন্দুর অভিনয়ে সেইরূপ আমরা অর্দ্ধেন্দুকে দেখি, সঙ্গে সঙ্গে নাটক বর্ণিত চরিত্রের ঠিক ভাব উপ-হয়। রঙ্গমঞ্চ স্রব্ধে অভিনয়ে Natural ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বটে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ রঙ্গ-; তাহার দৃশ্যগুলিও রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য। অঙ্কিত র্গ,—বাতাসে নড়ে, কিন্তু অভিনেতা বলিতেছে, দূর দূর কামানের গোণার ভেদ করিতে লাম না।” অভিনেতা তাহার শক্তির দ্বারা র নব প্রকৃত ঘটনায়, একজন সৈন্যদল করিয়াছে, সেই ভাব উদ্বেক করিয়া দেয়। পর্যন্ত অভিনয়ের শক্তি।

অন্তর অভিনয়ের সহিত অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ের ক্য কি? তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত হইব। ক “গ্যারিকের” অভিনয় দেখিয়া আসিয়া বলিত, লেট চমৎকার হইয়াছে। এ অভিনয় একরূপ। থিত John Lawrence Tool নামক অভিন-র দর্শক-মনোমোহন অভিনয় অন্তরূপ। এই বিভাবিদ পণ্ডিতকে দেখিয়া, দর্শক সেই পণ্ডিতে-

রই নাম করিত; অভিনীত অংশের নাম করিত না। অর্দ্ধেন্দুর আর একটি শক্তি ছিল, অভিনয়কাণীন নাটকের কথার, নিজ মস্তিষ্ক-প্রসূত কথা উপস্থিত যোগ করিয়া দিতে পারিতেন; যথা মুকুল মুঙ্গার “বরুণচাঁদের” ভূমিকার বরুণচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া যখন রাজা বলিতেছে—“এ কে ভাঁড় না কি?” তখন অর্দ্ধেন্দু-বরুণচাঁদ উত্তর করিল,—“মহারাজ, ভাঁড়—মত বড় নই—আমি একখানি খুরি।” ইহা নাটকের কথা নয়। কিন্তু প্রবণমাত্র যে হাস্তের রোল উঠিল তাহা যিনি শুনিয়াছেন—তিনিই জানেন। সামান্য অভিনেতার অর্দ্ধেন্দুকে এতলে অনুকরণ করিতে বাওয়া বড়ই বিপজ্জনক। অর্দ্ধেন্দুর নিকট শিক্ষিত না হইয়া, তাহার দ্বারা চং করিতে গেলে ভাঁড়াম হইয়া উঠে। অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিলাম—তাহা হাস্তরস সর্ব্বাঙ্গ। গভীর ভূমিকাতেও তাঁহার সমদক্ষতা ছিল কিন্তু গভীর ভূমিকা লইয়া তিনি বাহির হইলে, দর্শক প্রথমে সে অংশের গভীরতা ধরিতে পারিত না। অবশ্যই পরি-শেষে সে ভূমিকার প্রকৃত পরিচয় পাইত এবং যেরূপ হাস্তরসাত্মক অংশে হাসিত, করুণ রসাত্মক অংশেও কাঁদিত।

কাহারও কাহারও ধারণা যে আমরা উভয়ে উভয়ের বিরোধী ছিলাম। এ ভুল অর্দ্ধেন্দুর একটি কথায় দূর হবে। অর্দ্ধেন্দু অনেকবার বলিয়াছেন যে গিরিশ বোম যদি আগে মরে তাহা হইলে আমি ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই, আমি যদি আগে মরি সে ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই। আমরা অনেক সময়ে একত্র ও অনেক সময়ে বিরোধী থিয়েটারে কার্য্য করিতাম। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু গুণ-মুগ্ধ যিনিই থাকুন, যিনিই যত তাহার প্রশংসা করুন, যিনিই যতই অন্তর হইতে বলুন, যে অর্দ্ধেন্দু স্বর্গগত হওয়ার বঙ্গরঙ্গালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা যদি বেশী না হই, অন্ততঃ আমি তাঁহাদের সমান অর্দ্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ, একথা দস্ত করিয়া বলিতে পারি।

অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যু হঠাৎ, জোড়াসাঁকোহ জীবন্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটিতে হয়। অর্দ্ধেন্দু-ভক্ত নরেন্দ্রনাথ জোর করিয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে নিজ বাটিতে রাখেন। বুধবার অর্দ্ধেন্দুকে সকলে একটু ভাল দেখিয়াছে, আশা হইয়াছে—

আরোগ্য লাভ করিবেন। কথা হইতেছে বাহু পরিবর্তনের নিমিত্ত বেনারস যাইবেন। সেই দিন রাত্রি ১টার সময়, পথিক অজ্ঞানিত পথে গমন করিয়াছেন। চিরদিন আনন্দ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, বম তাঁহাকে তাড়না করিতে পারে নাই। মৃত্যুকালে যজ্ঞোপবীত হস্তে গঙ্গাজল চাহিয়া লইয়া শান্ত্রমতে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। অর্দ্ধেন্দু এক্ষণে উচ্চস্থানবাসী, ইহজগতে আর নাই।

রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়, এই তাঁহার চিরকামনা ছিল। যাহারা কায়মনোবাক্যে রঙ্গালয়প্রিয় ছিলেন তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধেন্দু সর্বাগ্রগণ্য। রঙ্গালয় তাঁহার জীবন ছিল, রঙ্গালয়ের কথা তাঁহার কথা ছিল, রঙ্গালয়ে দীক্ষাদান তাঁহার কার্য ছিল, রঙ্গালয় তাঁহার আবাস ছিল, নাট্যানুমোদী ব্যক্তি বাতীত তাঁহার অন্ন আশ্রয় ছিল না। সন্মাজ অভিনয় দেখিতে ভালবাসে, রঙ্গালয়ে অভিনেতার প্রশংসা করে, আদর করে, কিন্তু বাহিরে কেহ কেহ বা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে অভিনেতা বলিয়া পরিচয় দেওয়া একরূপ কঠিন হয়। কিন্তু রঙ্গালয়বৎসল অর্দ্ধেন্দু রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়া অবধি দস্তভরে পরিচয় দিতেন, আমি অভিনেতা। সে কলাবিজ্ঞাগর্ষিত—কলাবিজ্ঞাবিশারদ অর্দ্ধেন্দু আজ নাই!

(২)

বাল্যকালে অর্দ্ধেন্দুর পিতৃঘসা, মহারাজ শ্রাব্তীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জননী, তাঁহাকে পাণ্ডুরিয়া-ঘাটার ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ শ্রাব্তীন্দ্রমোহনের অশেষ গুণরাশির মধ্যে নাট্যানুমোদে উৎসাহ প্রদানে বিশেষ অভিরুচি ছিল। রাজবাটীতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া অভিনয় হইত, অর্দ্ধেন্দুর তাহা দেখিবার সুযোগ ছিল। গণ্য ব্যক্তি বাতীত সাধারণের সে সুরিধা ছিল না। মাইকেল তাঁহার ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের ভূমিকা (Preface)য় যে পুত্রবীর কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া ‘নটকুলচূড়ামণি’ বলিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, রাজবাটীর নাট্যসম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। নাটকের মহলাও অর্দ্ধেন্দু ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতেন। অল্পকরণপ্রিয় অর্দ্ধেন্দু যে কেবল শুনিতেন ও দেখিতেন, তাহা নয়, বাল্যকালে তাহা অঙ্কিত হইত। বোড়াসাঁকোর

ঠাকুরবাড়ীতেও বহুবিবাহ নিন্দা করিয়া ‘নব নাটক’ অভিনীত হয়, অভিনয়-পারদর্শী অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার সেই অভিনয়ের নায়ক। এই নাটক অভিনয় দেখাও অর্দ্ধেন্দুর পক্ষে সহজ ছিল। ‘বিশ্বকোষ’ লিখিত আছে যে, এই অভিনয় দৃষ্টে অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। দেখিবার, জানিবার, শিখিবার আর কিছু বাতী রহিলনা। এহলে ‘বিশ্বকোষ’ লিখিত

পাণ্ডুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর পাবিকারিয়ার, বিজ্ঞানন্দর, যেমন কর্তব্য তেমনি, বুল্লে কি না, মালতীমাধব, উভয়সঙ্কট, চন্দ্রদান, কল্পিণীহরণ, রসাবিকারবৃন্দক’ ও জোড়াসাঁকোর ‘নব নাটক’ দেখিয়া যে নটের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ইহা যিনি নটের শিক্ষায় কি প্রয়োজন, তাহার কিছুমাত্র আভাস পাইয়াছেন, তিনি সাদা কাগজে লিখিবেন না। নটের কার্যে To give the airy nothing local habitation and a name অর্থাৎ বায়ুনির্মিত আকাশকুসুমকে নাম ও ধাম দেওয়া নটের কার্য। কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি বাতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠান্নত করিতে পারে না। বাহ ও আন্তরিক সৃষ্ণদৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য হয় না, যে অংশ অভিনয় করিবে, তাহা নট বুঝিতে পারে না। ‘বিশ্বকোষ’ উল্লিখিত শিক্ষা ভিন্ন অর্দ্ধেন্দু শেখরের অপর শিক্ষার নিশ্চয় প্রয়োজন হইয়াছিল। পুস্তক পাঠ বা শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে চরিত্র বর্ণনা না শুনিলে অর্দ্ধেন্দু কদাচ প্রশংসাতাজন হইতেন না। Macbeth এর witch প্রভৃতির অভিনয় করা সামান্য শিক্ষার কার্য নহে।

‘কিছু কিছু বুঝি’ শ্লেষ গ্রহসনের তিনটা ভূমিকা লইয়া অর্দ্ধেন্দু প্রথম রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করেন। একটা অংশ রাজবাটীর কোন সন্মান ব্যক্তির বিজ্ঞপ্তি। ইহাতে তিনি তাহার পিতৃঘসা-গৃহে বিরজিতাজন হন; তাঁহার পিতা তাঁহাকে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্যানুমোদী অর্দ্ধেন্দু দ্বান্ত হইলেন না, তাহাতে তাঁহাকে পিতৃঘসা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের ‘সম্ভার একাদশী’ সম্প্রদায়ে যোগদান করিতে হয়।

‘সম্ভার একাদশী’ শেষ হইল। লীলাবতীর অভিনয় আরম্ভ হইল। লীলাবতীর আকৃতির প্রথমে আমার বেণী যাতারাত ছিল না, কিন্তু শেষে বাধা হইয়া বিশেষরূপে যোগদান করিতে হয়। চুঁড়ার

মতজ্ঞ ও সাধারণীর সুপ্রসিদ্ধ অক্ষরচন্দ্র সরকার
অত্যন্ত কৃতবিত্ত ব্যক্তি একত্র হইয়া “নীলাবতী”র
প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের
প্রতি অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইল। প্রতিভাশালী
র ম্যানেজার ধর্মদাস সুর—অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি আমার
মুঠ আসিয়া বলেন,—“চুঁচুড়ার দলের নিকট
রয়া বাইব, তুমি কি বসিয়া দেখিবে?” অর্দ্ধে-
ট সর্কাপেয়া বিশেষ অনুরোধ। অথচ “বিশ্ব-
বৈ” আভাস পাই যেন এ সময় অর্দ্ধেন্দু আমার
রাধী। না, তাহা নহে—আমরা একত্রই
গাঙ্গী। “নীলাবতী” অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা
ল। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধু বাবু আমার
রাছিলেন,—“তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া
র তুলনাই হয় না,—আমি পত্র লিখিব—“হয়ো
ম!” আমি অর্দ্ধেন্দুর “হরবিলাসের” সম্বন্ধে পূর্বে
বখ করিয়াছি। শ্রামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের
কোটার প্রাক্ষণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত; দৃশ্যপটগুলি
বাস বাবুর তুলিতে অক্ষিত, সামান্য চাঁদার
খ কার্যসম্পন্ন হইয়াছে কিন্তু অভিনয়ের সুখ্যাতি
বিস্তৃত, যে দলে দলে লোক টিকিটের জন্ত উমে-
।। যদিচ বৃহৎ প্রাক্ষণ, তথাপি স্থানাভাবে বহু
মুঠ প্রার্থীকে বঞ্চিত করিতে হইত। এ অবস্থায়
মুঠের দাম করা যাক প্রস্তাব হইল, এবং এই
রাইব ত্রাসাত্তাল থিয়েটার স্থাপনের ভিত্তি। কিছু
। পরে নীলদর্পণের বিহারস্তাল বসিল। পূর্বে
রা থিয়েটার অগ্রাহ্য করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে
নকেই পৃষ্ঠপোষক হইলেন।

ত্রাসাত্তাল থিয়েটার নাম দিয়া, ত্রাসাত্তাল
মুঠার উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধা-
র সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা
বার সম্ভব ছিল। কারণ একেই তো তখন
‘লীল’ নাম শুনিয়া ভিন্নজাতির মুখ বাঁকাইয়া
, এরূপ দৈন্ত অবস্থা ত্রাসাত্তাল থিয়েটারে দেখিলে
না বলিবে—এই আমার আপত্তি। ত্রাসাত্তাল
মুঠার নামে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা জাতীয়
মঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত
ায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ বুঝা
য়ে হইয়া ক্ষুব্ধ সরঞ্জামে ত্রাসাত্তাল থিয়েটার
রতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল এই মত
।। কিন্তু এই সময় টিকিট বেচিয়া টিকিটের

অর্থ আশ্বাস করিবেন, এমন দুই এক ব্যক্তি পৃষ্ঠ-
পোষক হইয়াছেন। তাঁহারা এই মতভেদকে
শক্ততা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু
বাস্তবিক শক্ততার কোন কারণ ছিল না। বর্ষা আগ-
মনে জোড়াসাঁকে! সাণ্ডেসবাড়ী প্রাক্ষণে অভিনয়
করা অসম্ভব হওয়ার ত্রাসাত্তাল থিয়েটার বন্ধ হয়।
প্রকৃত বিবাদ এই সময় অর্জিত অর্থকোথায় থাকিবে,
সাজ সরঞ্জাম কে রাখিবে? বিবাদ এই লইয়া।
যে যে নাটক আমরা একত্র অভিনয় করিয়াছি,
প্রত্যেক নাটকেই আমার নামকের (Hero)
ভূমিকা এবং অর্দ্ধেন্দুর হস্তরসাদৌপক ভূমিকা।

বিবাদ মোমাংসা হইল না, দুইটি দল হইল।
দুই দলেরই ইচ্ছা মঞ্চস্থলে অভিনয় করে। এক
দলে অর্দ্ধেন্দু আর এক দলে আমার থাকা না থাকা
সমান, কারণ নানাধানে বেড়াইবার আমার শক্তি,
সুযোগ ও ইচ্ছা ছিল না। ৩৭ রাজেন্দ্রলাল নিয়োগী
দ্বিতীয় দলের প্রকৃত পরিচালক, ত্রীযুক্ত ধর্মদাস সুর
সেই দলে ছিলেন। যে দলে অর্দ্ধেন্দু ছিলেন, ত্রীযুক্ত
অমৃতলাল বসুও সেই দলে। অবশেষে দলভেদের মর্ম
উভয়ে অস্থিতে অস্থিতে বুঝিয়াছিলেন। দলের পরি-
চালক ধাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের অর্থ-পিণাসার ত্রাসা-
ত্ভাল বিভক্ত হইয়া যায়, একথা মধ্যে মধ্যে প্রাক্ষণ
আলোচিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধেন্দুশেখর গ্রন্থকারের কথায় কথা যোগ
করিয়া নাটকের উৎকর্ষ সাধন করিতেন।

গ্রেট ত্রাসাত্তাল থিয়েটারের পর অর্দ্ধেন্দু বহু স্থান
ভ্রমণ করেন। এই সময়ে বহু নাট্যসম্প্রদায় তাঁহার
দ্বারা দীক্ষিত হয়। নড়ালের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত নাট্য-
সম্প্রদায় গঠন অর্দ্ধেন্দুর কার্যের শেষ।

দেশ ভ্রমণ করিয়া যে সময় কলিকাতায় আসিয়া
উপস্থিত হইতেন, প্রায়ই যে রঙ্গমঞ্চে তাঁহার পূর্ব
পরিচিত অভিনেতার থাকিতেন, তথায় যোগদান
করিতেন। যখন ৩৭ প্রতাপচাঁদ জহরী, গ্রেট ত্রাসা-
ত্ভাল থিয়েটারের অধিকারী হইয়া, ত্রাসাত্তাল থিয়ে-
টার নাম দিয়া আমার তত্ত্বাবধানে থিয়েটার চালান,
সে সময়ে অর্দ্ধেন্দু বিশেষে। প্রতাপচাঁদকে নূতন
দৃশ্যপট ও পরিচ্ছাদাদি প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল।
পূর্বেকাল দলভেদকারীর অর্থপিণাসার পুরাতন দৃশ্য-
পট ও সাজসরঞ্জামাদি লোপ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ নট
৩৭ মহেন্দ্রলাল বসুর পর্যবেক্ষণে নূতন সরঞ্জাম প্রস্তুত

হইল। এই সময়ে আমি পার্কার সাহেবের আকিস পরিচাণ করি, এবং রঙ্গালয় আমার উপকৌবিকা-স্থান হয়। তদবধি অর্থশোষকেরা দূর হইতে দেখিতেন, রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবার আর উপার রহিল না। এই সময় হইতে রঙ্গালয়ের বাহিরে যথানাথ আমার বিশেষ শ্রদ্ধতা চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। পরে নানা কারণে প্রতাপ-চাঁদের সহিত অবনিবনাও হওয়ায় ৮ শ্বশুর রায়ের অর্থে ঠার থিয়েটার স্থাপিত হইল। যথায় এক্ষণে মনোমোহন থিয়েটার, ঠার থিয়েটার ঐ স্থানে নির্মিত হয়। সে সময়ে প্রতাপচাঁদ ৮ কেদার নাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইবার চেষ্টা করেন। অর্দ্ধেন্দুও কেদারনাথের সহিত মিলিত হন। প্রতাপচাঁদের থিয়েটার রহিল না, কেদারনাথের “ছত্রভঙ্গ” নাটক তাহার শেষ অভিনয়।

কিছুদিন পরে ৮ গোপাললাল শীল ঠার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করেন। তখন থিয়েটার শ্বশুর রায়ের নয়, উপস্থিত ঠার থিয়েটারের সর্বাধিকারিণের। ঠার থিয়েটার সম্প্রদায় অভিনয়ার্থে ঢাকায় গমন করিল। কেদারনাথ পরিচালিত গোপাললাল শীলের অর্থে রঙ্গমঞ্চ পরিবর্তিত, ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি অভিনেতৃগণ সম্মিলিত এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার প্রথম অভিনয় কেদারনাথ বিরচিত—পাণ্ডব নির্বাসন নাটক। ছই চারি রজনী অভিনয়ের পর গোপাললাল আমার তাহার থিয়েটারে গ্রহণ করিলেন। কেদারনাথের পরিবর্তে আমার ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। কেদারনাথ চলিয়া গেলেন, অর্দ্ধেন্দুও তাহার অনুবর্তী হইলেন।

পরে যখন ত্রিযুক্ত নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন আমি ও অর্দ্ধেন্দু পুনরায় একত্রিত হই। মধ্যে তিনি নানা-স্থান ভ্রমণ করেন। মিনার্ভায় প্রথম অভিনয় ম্যাক্বেথ—ইহাতে অর্দ্ধেন্দু Porter, Witch, Oldman ও Doctor এই চারিটি অংশ গ্রহণ করেন। এই অভিনয়ে তাহার পূর্ব প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধার হইল। পরে আবুহোসেনে “আবুহোসেন,” মুকুল মুঞ্জরায় “বরুণচাঁদ,” জনার “বিদূষক, প্রভৃতি অভিনয়-দক্ষতা নব শ্রেণীর দর্শক চমৎকৃত ও প্রত্যেক নাট্যো-মোদীরমুখে অর্দ্ধেন্দুর তুঙ্গী ব্যাখ্যা। জনার “বিদূষক, ছই চারি রজনী অভিনয়ের পর তিনি স্বয়ং সন্ধ্যা-

ধিকারী হইয়া থিয়েটার চালাইবেন—এই অভিপ্রায়ে এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লইলেন। কতকগুলি অভিনেতাও তাহার থিয়েটারে যোগদান করিলেন। এই অর্দ্ধেন্দুর জীবনে একটি ভ্রম। তিনি অভিনেতা ছিলেন, বিষয়ী ছিলেন না। তিনি শিক্ষা দিতে জানিতেন, কিন্তু কিরূপে সকল দিক সামঞ্জস্য রাখিয়া থিয়েটার চালাইতে হয় তাহা জানিতেন না। যথন নূতন নাটকের অভিনয়ের তারিখ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সকলকে বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন, বড় বড় অংশ, বাহাতে দরপাণ পুষ্ট হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কোন এক ক্ষুদ্র অংশ ভাল হয় নাই, তাহা কিরূপে সম্পূর্ণ হইবে, তাহারই জন্ত বিব্রত। যাহারা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহারা শিক্ষা গ্রহণের জন্ত উৎসুক হইলে বিরক্ত ক্ষুদ্র অভিনেতা কোনরূপে শিথিতেছে না, অর্দ্ধেন্দু তাহাকে কোনরূপে শিখাইবেনই। যদি কোনও অভিনয়-শিক্ষালয় থাকিত, যথায় ছাত্রেরা শিক্ষিত হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবে, তাহার একরূপ শিক্ষাদান প্রণয়ন হইত, কিন্তু রঙ্গালয়,—কার্য্য চালাইতে হইবে, অভিনয় রাত্রি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এখন আর সময় অপব্যয় করিবার নয়, ইহা তিনি শিখাইবার জেদে অল্প বুঝিতেন। তাহার কার্য্যে কেহ বাধা দিলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন, নিশ্চুঁত না হইলে সে অভিনেতার নিস্তার নাই। একরূপ কার্য্যে ফলাফল তিনি স্বয়ং থিয়েটার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিলেন। এই প্রকার নানা বিষয় কার্য্যে উপযোগিতা তিনি বুঝিতেন না এ নিমিত্ত স্বপ্ন হইয়া তিনি থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না।

কবি, নট, চিত্রকর প্রভৃতির প্রায়ই বিষয়বুদ্ধি কম হইয়া থাকে। চিন্তার পাছে বিব্র হয়, এ নিমিত্ত বিষয়ীর সংঘর্ষ প্রায়ই তাহার পরিচাণ করেন। যাহারা বিষয়ী, তাহার হিসাবেব এক পয়সার জন্ত বাধামূল্য করিতে, এক পয়সার জন্ত নামাবধি খাতা উল্টাইয়া রেওয়া মিলাইবার নিমিত্ত বিব্রত থাকিতে, এক পয়সা খরচ কনাইবার জন্ত তিন দিন যত্নক্ৰমে ঘামাইতে কিছুমাত্র ক্লেশ বিবেচনা করেনা, কিন্তু নট প্রভৃতি যাহারা কল্পনার পথে দিবারাত্রি বিচরণ করেন, তাহাদের বিষয়কর্মের ভিতর একবার আহারের চেষ্টা থাকে, তাহা ফুরাইলে আবার কল্পনার বিভোর হইয়া পড়েন, বৈবরিক সংসর্গ তাহাদের একেবারেই

রঞ্জিতকর। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনী ইহার এক জ্ঞান দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, প্রভাবালী আত্মীয়ের বিবেচ উপেক্ষা করিয়াছেন, বাড়ীর পুত্র-কলত্র কিছুইই তোয়াক্কা রাখতেন না। ইহার চলিলেই হইল, তাহার পর বাহা কউক না কন, থিয়েটার লইয়াই আছেন। কখনও বা বহুপূর্বক জান শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেছেন, কখনও বা নাটকর অংশ লইয়া বাদ্যমুখ্য করিতেছেন, কখনও জান চরিত্রের উপযোগী পরিচ্ছদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রচার করিতেছেন, কখনও বা কোথায় কল্পে কোন নাটক অভিনীত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতেছেন, কখনও বা কোন নাটককার, রচিত নাটক ইয়া আসিয়াছে শুনিতেছেন, শ্রোতার সাক্ষ্যে চ্যুত হইয়া চলিয়া গেল, অর্দ্ধেন্দু অটল ভাবে সয়া আছেন, হয়তো গ্রন্থকার পাড়তে ক্লান্ত কিন্তু ক্লান্ত অর্দ্ধেন্দু “পড়ে যাও ভাই!” বলিয়া উৎসাহ দান করিতেছেন, অনেক সময় দেখা গিয়াছে, হালরে আর কেহ কোথাও নাই, এক চেয়ারে হকার অস্ত্র চেয়ারে অচল অটল অর্দ্ধেন্দু, বিরক্তির শমাত্র মুখে অঙ্কিত নাই। উপস্থাপিত সাতদিন হ পাঠ করিয়াও অর্দ্ধেন্দুর ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার গারও ক্ষমতা ছিল না। গ্রন্থকারের পাঠ করা য় হইয়াছে, এইবার তাঁর বড় বিপদ। অর্দ্ধেন্দু ইহার প্রতি চরিত্র সম্বন্ধে উপদেশ আরম্ভ করিয়া-ন, সে নিক রচিত চরিত্র সম্বন্ধে বুরুক না বুরুক, ঈন্দু পুঙ্খানুপুঙ্খ তাহার নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ রিতেছেন। যদি কোন গ্রন্থকার দুইদ্ব বশতঃ লিত যে আমার তো একরূপ লেখা নাই, অর্দ্ধেন্দু লত “খোল ভাই তোমার খাতা খোল!” গ্রন্থ-রকে খাতা খুলিতেই হইবে, এবার তাহার রিতও বিপদ, তাহার আশঙ্কা আবার অস্ত্রান্ত স্থান লিতে বলিবেন, তাহা হইলে আজ আর তাহার ডী করা হইবে না। যদি কেহ অর্দ্ধেন্দুকে বলিত, শায়, ওসব কি শোনেন?” অর্দ্ধেন্দু গভীর হইয়া লতেন, “আমরা না শুনিলে উহারা শিক্ষা পাইবে গাথার?” কোন রং-চংয়ের কথা যে কেহ যে য় শুনিতে চাহিত, অর্দ্ধেন্দু তখনই শুনাইতে স্তত, দ্বিতীয় বার অহুয়োধ করিতে হইত না; রংস অর্দ্ধেন্দুর জীবন ছিল। অর্দ্ধেন্দু সমাজে সর্ব-ব প্রিয় ছিলেন, বখার বসিতেন, আনন্দের শ্রোত

চলিত, কিন্তু রিহারস্থালে বসিলে অভিনেতা-অভি-নেত্রীর সর্বনাশ। কাহাকে শিক্ষা দিতেছেন, এমন সময় এক কোণে কেহ কাহারও নিকট একটা পান চাহিয়াছে, অর্দ্ধেন্দু অমনি সেইদিকে ব্যাজের স্তায় চাহিলেন, বাহাকে শিক্ষা দিতে ছিলেন তাহাকে বলিলেন “ধাম, বাবুদের কি কথাবার্তা হইতেছে, তাহা শেব হোক, তাহার পর কার্য্য হইবে।” কেহ উঠিয়া গেল, পায়ের শব্দ হইয়াছে, অমনি ছাত্রকে বলিলেন, “স্থির হও, আর কে কে উঠিয়া বাইবেন যান, তার পর নিশ্চিত হ’য়ে কার্য্য আরম্ভ করি।” তাঁহার শিক্ষা প্রদানে এরূপ আগ্রহ ছিল, যে সামান্য বাধাধিরে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন, কিন্তু যখন রিহার-স্থাল ফুরাইলে অতিক্রম অভিনেতাও তাঁহার বন্ধু। বন্ধুভাবে একত্র কথাবার্তা, ভোজের আয়োজন, রন্ধনে উপদেশ প্রদান,—এইরূপে বারমাসের মধ্যে এগারমাস কাটিয়া যাইত। অর্দ্ধেন্দুর থিয়েটারের নিয়মাবলিও কঠিন ছিল, অভিনয়ে নেপথ্যে সৈন্ত গণের “আল্লা-আল্লা হো” শব্দ করিবার আবশ্যিকতা। নেপথ্যে দুই একজন মাত্র ‘আল্লা আল্লা হো’ শব্দ করে, তাহাতে জমাট হয় না। অর্দ্ধেন্দু নিয়ম করি-লেন, যখন “আল্লা আল্লা হো” করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন যে যেখানে থিয়েটারে যে অবস্থায় আছ, একবার “আল্লা আল্লা হো” শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই সকলকে “আল্লা আল্লা হো” শব্দ করিতে হইবে। কেহ ছ’কা হাতে করিয়া “আল্লা আল্লা হো” করিতেছে, কেহ মুখের খাবার ফেলিয়া “আল্লা আল্লা হো” করিতেছে, কাহারো জলের গ্লাস হাতে, কেহ বা বেঞ্চিতে শুইয়া একটু তন্দ্রাবহায়, কেহ বা পাইখানায়—সেই অবস্থাতেই “আল্লা আল্লা হো” করিতে হইবে, সাহেব দিব্যি দিয়াছে।

অভিনেতৃগণের প্রতি অর্দ্ধেন্দুর অশেষ দয়া ছিল, প্রয়োজন হইলে বেস্থলে আমরা দুই টাকা যথেষ্ট মনে করিতাম, অর্দ্ধেন্দু পাঁচ টাকা দিতেন। কেহ খাইতে চাহিলে যেরূপ পারেন তাহাকে পরি-তৃপ্ত করিয়া খাওয়াইবেন। সামাজিকতায় অর্দ্ধেন্দু আমীর অপেক্ষা আমীর ছিলেন।

অর্দ্ধেন্দুর বশ যে কেবল বঙ্গদেশ, বাঙ্গা, এরূপ নহে। ভারতবর্ষে যে স্থানে দর্শজন বাঙ্গালী বসিয়া নাটকের কথা হয়, সেই থানেই অর্দ্ধেন্দুর নাম প্রচার। সকলেই অধিতীয় অভিনেতা বলিয়া

“তাও বটে! তাও বটে!!”

ভাষ্য

কলাবিদ্যা বিশারদ পৃথিবীতে অল্প
করিয়াকে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, অর্দ্রেন্দু সকল
স্থানেই অর্দ্রেন্দু। নৌদর্পণে “গোলক বহুর” অভিনয়
হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও “অর্দ্রেন্দুর” একটু টিপনি
আছে। চাষা হাঁ করিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে একটি
মশা মারিল, এটা “অর্দ্রেন্দুরী”। “রডা” “উড” সাহেব
সাজিয়া নৃত্য, ইহাতে অর্দ্রেন্দু প্রকট। “আবুহোসেনে”
সখীদের সহিত পিটবস্ত্র, ঘাঘরার চংয়ে ছড়াইয়া সখী-
ভাবে নৃত্য, “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনে
গলা খানসামাকে খানসামাগিরি শিক্ষা দেওয়া,
ষ্টেজে কাহারও সাজিয়া বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছে
—নাটকের কথাবার্তা বন্ধ রহিয়াছে, হঠাৎ নেপথ্য
হইতে একজনকে টানিয়া আনিয়া তাহার সহিত
কথা কওয়া; লীলাবতীতে’ হরবিলাস বসিয়া আছে,
(কাহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে, আমার স্মরণ হয়
না) অর্দ্রেন্দু বলিলেন, “জমাদার সাহেব, তোমার
আসামী সটকেছে, এখন তুমিই আসামী আর জমা-
দার দুই হ’রে দাঁড়াও, আমাদের কাজ চলুক।
(দর্শকগণকে দেখাইয়া) বাবু! সব ব’সে আছেন।”
এ সমস্ত কাহারও বিসদৃশ লাগিল, অপর কেহ
করিলে যে বিসদৃশ হইত না, তাহা নহে, কিন্তু অর্দ্রে-
ন্দুর অতুল প্রতিভায় সমস্ত ঢাকিয়া বাইত। ইতিপূর্বে
বলিয়াছি—রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমঞ্চই, ইহা কলাবিদ্যা, স্বভাব
নয়। ইহা বুঝাইবার এখানে পুনরায় চেষ্টা পাইব,—
আমরা দেখিয়াছি,—“শ্রীমন্তের মশান”বাত্তা হইতেছে,
বাহার মরোরান সাজিয়াছে, তাহার “ডোঁক ব্যাটা—
ডোঁক” বলিয়া হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথাটা
এই শ্রীমন্ত চণ্ডীর তব করিতে চাহিয়াছে, কোতো-
য়ালরা বলিতেছে “ডাক বেটা চণ্ডীকে ডাক।”
স্রোভায়া হালিতেছে, শ্রীমন্তের হাতে লাগি রুমাল
জড়ান, পীড়নের কোন চিহ্নই নাই। শ্রীমন্ত গান
বলিল—“বা কোথায় আহগো শব্দী। পড়ে বোর

বনের ভিতর বরণচাঁদ বরণচাঁদ
চিনিয়াছে, বরণচাঁদ আশ্রয়লাগিয়াছে।
কেলোর মার কেলো প্রকৃতি যাহা যুখে আসিল—
তাহা বলিল। সকলেই দেখিতে লাগিল যে অর্দ্রেন্দু
কিন্তু আকিঞ্চোর বরণচাঁদ সকলেরই মনে অঙ্কিত
হইল। অভিনয়কালে অর্দ্রেন্দু যেন সকলকে বলি-
তেন—আমি অর্দ্রেন্দু;—যে অংশ দেখিতে চাও তাহা
এইরূপ, যেন দর্শকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কা
হইতেছে। কিন্তু দর্শক যাহা দেখিতে চান, তাহা
ঠিক দেখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্রেন্দুকে
দেখিতেন।

অর্দ্রেন্দুর স্বদেশ অমুরাগও বিশেষ গুণ ছিল
ভারতমাতা প্রভৃতি শ্রাস্তাশ্রাল থিয়েটারে বাহা অতি
নীত হইয়াছিল, সে সমস্ত অর্দ্রেন্দুর প্রয়োচনায়
যে সকল পক্ষর অভিনয় হইত, তাহাতে বিশেষ
রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল এবং তাঁর ব্যঙ্গ-শক্তি
ঐ সকল পক্ষর রচিত না হইলেও অর্দ্রেন্দুর অভিনয়
সেই শ্রেণীর পূর্ণবিকাশ হইত। অর্দ্রেন্দুর অভিনয়
ছিল যে, রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেক কৃষ্ণাভিনয়
দর্শকের স্মরণ উদ্রেক করা যায়, অনেক কৃষ্ণাভিনয়
দমিত হয়; নীতিশিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা, ইত্যাদি
হইতে দেওয়া যায়, রঙ্গমঞ্চের কাহা—দেখা
তাঁহার জ্ঞান ছিল। অর্দ্রেন্দু বহু কৃষ্ণাভিনয়
ছিলেন, কিন্তু তাহার বিকাশ হইবার সময়
বাধা ছিল। যে কেহ আসিয়া আসিয়া
অর্দ্রেন্দুর আত্মীয় হইবার ইচ্ছা করিত, সে
সে আত্মীয় হইতে পারিত এবং সে আত্মীয়
লগ্নাইবার চেষ্টা করিত, অর্দ্রেন্দুকে দেখাযে
বাইতে রক্তকাষা হইত। বলা হইয়াছে অর্দ্রেন্দু
অভিনেতৃগণের প্রতি বিশেষ নম্রতা ছিল, বাহা
অকর্মণ্য, কর্তৃপক্ষীর নিকট ভদ্রাসিত হইত।

তাও বটে । "আর কিছু বহি থাকে," এ কথা
ন আনিতে গেলেই মন গলিয়া যায় ! চিন্তাতেই
ত স্থির হয়। আর যদি কিছু থাকে—সেও
? সাকার নয়—নিরাকার নয়—সে কি ?
ন কোন বিশাল রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই,
। দেশে রজনী নাই, চেতন অচেতন অবস্থার

ভেদাভেদ নাই,—বিপুল রাজ্য—অনন্ত রাজ্য—
নিরাকার রাজ্য। ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া, আমি
মৃত্ত বুদ্ধিতেও বুদ্ধিতে পারিরাছিলাম যে, "মৃত্ত
মূলঃ গুরুবাক্যম্" এবং গুরুর বাক্য গুরু
রূপার ধারণা হয়। সেই নিমিত্তই "মোক্শ মূলঃ
গুরুবাক্যম্ ।"

ন বলেন তাঁহার মতে—কথা, তাহা অবজ্ঞা-
অবজ্ঞা নয়, কথার উত্তরে কথা, তাহা অবজ্ঞা-
। ব্যাখ্যা করিয়া অর্জুনের ক্রোধ উৎপাদন করিত
অর্জুনের লইয়া নৃতন দল বসাইবার প্রয়াস
ত। একরূপ অনেকবার হইয়া গিয়াছে। প্রতি
ই শেষে অর্জুনের বৃত্তিতে, কিন্তু বৃত্তিগোপন কোন
হয় নাই, আবার তাহাই হইত। অর্জুনের সহিত
। রসমঞ্চে মিলন হওয়া অবধি ক্রমাগত অহুদ-
কারী বহু ব্যক্তি জুটিয়াছিল। অর্জুনের তাহাদি-
। চিনিয়াও চিনিতে ন। ইহাতে বহুবিধ কষ্ট
রাছেন; তাঁহার গুণবিকাশে বিস্তার বাধা হই-
; কিন্তু ইহা দৈববিড়ম্বনা। যখন শেষ অশ্বখের
পাত তর, উক্তরূপ অহুদ জুটিয়া মিনার্ভা হইতে
। কে বিচ্ছিন্ন করে। কোহিনুর থিয়েটারে গিয়া
। যতদূর সাহায্য করিতে হয় করিয়াছে। মৃত্যুর
একঘণ্টা পূর্বে এ অহুদ নিকটে ছিল। নাট্য
তর উজ্জল তারকা ছিল, ঐ সকল কপটচরিত্র
এখন তাঁহার নিন্দা—উনি কথা শুনিতে ন
এ অত্যাচার করিয়াছেন।—আমি তাহাদের
করিয়া বলি,—"বাণ, তোমাদের মঙ্গল হউক,

নাই—এই শব্দ।"

করিয়াছেন, অর্জুনের মৃত্যুতে তিনি
বাহার তাহার সহযোগী, তাহাদের মনে দিবারা
উদয় হইতেছে—"অর্জুনের কোথায় গেল।" তাবি-
তেছে আর তাঁর দেখা পাইবে না, আর তাঁর সহিত
পরামর্শ হইবে না, আর তাঁহাকে বন্ধের সহিত সজ্জা
করিতে দেখিবে না আর তাঁহার অলৌকিক অভিনয়
শুনবে না; সকলই ফুরাইয়াছে। অর্জুনের স্মরণার্থে
মুর্তি প্রস্তুত হোক, তাঁহার কোন প্রিয় কার্যের
অনুষ্ঠান হোক, যাঁহা হইবার হউক, স্মৃতি চিহ্ন দেশে
দেশে থাকুক, কিন্তু অর্জুনের আর নাই; সে আর
ইহ জগতের বার্তা কিছুই রাখিবে না, বোগ্যস্থান
লাভ করিয়াছে, অত্ৰ কোন উচ্চকার্যে নিযুক্ত আছে,
কিন্তু অর্জুনের কি তাঁহার স্মরণ রক্ষায় ভুলিবেন ?
কখনও না ! দেবকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া যতপি তিনি
ভোলেন, যতদিন বাঙ্গালার রক্ষার থাকিবে, কেহ
তাঁহাকে ভুলিবে না। বঙ্গরক্ষার চিরদিন তাঁহার
উজ্জল স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিবে। রক্ষালয়ে অর্জুনের
শেখর অমর !

“তাও বটে! তাও বটে!!”

পরমহংসদেব বলিতেন,—“তাও বটে—তাও বটে।” এই সামান্য কথায় কত কটিল তর্কের মীমাংসা হই-
রাছে। একদিন একজন শিষ্য সাকার-নিরাকার
সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। সাকার-নিরাকার সম্বন্ধে ভগ-
বান রামকৃষ্ণ বলিলেন,—“তাও বটে—তাও বটে,
আর যদি কিছু থাকে,—তাও বটে।” এই কথা
শ্রবণে, উপস্থিত শ্রোতার মনে যে কি বিপুল ভাবের
বিকাশ পাইল, তাহা আমি অকপটে বলিতেছি,—
আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। তাঁহার মুখে কথাটি
শুনিয়া মনে উদয় হইল, যে দেশের ইন্দ্రిয়ের গোচর,
মনের গোচর ও মনোবুদ্ধির অগোচর,—একেবারে
তিনটি ভাব ফুটিয়া উঠিল। যেন বিশাল ভাবার্ণবে
ডুবিয়া গেলেন! এই ক্ষুদ্র কথায় বৃহৎ বস্তুর বৃহৎ
আভাস আসিয়া উদয় হইল। শুদ্ধ তাত্ত্বিক বুঝিল,
যে সাকার-নিরাকার এই দুই বিশেষণে সেই বৃহৎ
বস্তু বিশেষিত হয় না। তিনি বলিলেন, “তাও
বটে—তাও বটে,—আর যদি কিছু থাকে—তাও
বটে।” “আর যদি কিছু থাকে,—তাও বটে,—এ
কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিব ভাবিলাম, কিন্তু আর
জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। সেই বৃহৎ শুদ্ধ
রামকৃষ্ণের প্রভাবে উত্তর আপনি হৃদয়ে উঠিল।
বুঝিলাম, আমি অতি ক্ষুদ্র, মনোবুদ্ধিতে বাহ্য উঠে
তাহাই বুঝিতে পারি, দেশের স্বরূপ বুঝিবার
আমার শক্তি নাই। সেই স্বরূপ বুদ্ধি উদয়
হইলে, মনোবুদ্ধি লয় পাইবে। এই লয়ের নাম
নির্কীর্ণ। নির্কীর্ণ যে পরমানন্দের কথা, তাহার
আভাস পাইলাম। পূর্বে শুনা ছিল, যে শুদ্ধ জ্ঞান-
পট্টায়া নির্কীর্ণের অধিকারী হন, কিন্তু এ নির্কীর্ণ
আর একটা স্বতন্ত্র কথা। এ অতি সরস নির্কীর্ণ,—
রসের সাগরে ডুবিয়া নির্কীর্ণ,—মধুর নির্কীর্ণ—প্রা-
নীয় নির্কীর্ণ। ভক্তি-জ্যোত যে মহাসাগরে ধাইতেছে,
—সেই মহাসাগর মাঝে নির্কীর্ণ। আশ্চর্য্য শুদ্ধ,—
আশ্চর্য্য উপদেশ! জ্ঞান-ভক্তির পার্থক্য লইয়া

বিচার একেবারে দূরীকৃত। ইহাতে “চিনি হ—
—চিনি খাওয়ার” তর্ক নাই। আনন্দ-সাগরে আন-
ন্দ হওয়া, আনন্দ সাগরে আনন্দ আশ্বাস করা
উভয়েই এককালে।

প্রভুর আর একটা কথার সহিত ইহার সু-
সামঞ্জস্য অস্বত্ব হইল। শুদ্ধ বলিতেন,—“চি-
রস,—আমরা রসিক।” কথাটি কি আনন্দ-
কথাটি শুনিয়া আমি প্রথমে বুঝিতে পারি না
কিন্তু যে দিন—“তাও বটে—তাও বটে, আর
কিছু থাকে—তাও বটে।” এই কথাটি শু-
রস কি তাহা বুঝিলাম, তখন সে রসে রসিক হ-
কি তাহারও আভাস পাইলাম। মনে উঠি-
লাগিল, যে সে রসের রসিকের কর্ণে সাংসা-
কলরর উঠিবার সম্ভাবনা নাই। সংসার মায়া
নয়—এ কথা লইয়া কে মাথা ঘামায়? কেন
হইল,—কেন সংসার এমন? এ পুত্র—এ ক-
—এ কথা কে কাণে তোলে? কে ইহার ও-
লক্ষ্য রাখে? শুদ্ধ বলিতেন,—“কে জানে ও-
গাই শুই। বীরভূমের বায়ু দুই॥” যেখি-
গাই শুই জানিবার প্রয়োজন নাই। উপদেশে
আসিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন,—“এ ত্যাগ কর,
ত্যাগ কর। এরূপ হও—সেবরূপ হও।” এ-
গাই শুই আর কিছু প্রয়োজন নাই। যে র-
সত্ত্ব—সে আর ত্যাগ করিবে কি? রস-সাগ-
রস-পান করিতেছে; কি ভায় আছে বা না আ-
—কি ছিল বা না ছিল,—জরা-মৃত্যু প্রভৃতি বা-
ভরে সংসার অতিভূত—এ সকলের ধার সে রসো-
ধারে না। সে উদ্যান—মাতাল।—সে ও সব
কথাই বুঝিতে পারে না। “জগদীশ্বর” এ নামে
সহিত এ রস। এ নামের সহিত এ ভাব সাগ-
নামে যে মহাভাবে আচ্ছন্ন হইতে হয়,—সে আর
অবস্থার কদর-ক্ষেত্রে বাসনা উঠা অসম্ভব।

“তাও বটে—তাও বটে, আর কিছু যদি থাকে

তাও বটে।" 'আর কিছু যদি থাকে,' এ কথা না আনিতে গেলেই মন গলিয়া যায়। চিন্তাতেই ত স্থির হয়। আর যদি কিছু থাকে—সেও না? সাকার নয়—নিরাকার নয়—সে কি? ন কোন বিশাল রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই, দেশে রজনী নাই, চেষ্টন অচেতন অবস্থার

ভেদাভেদ নাই,—বিপুল রাজ্য—অনন্ত রাজ্য—নিরাকার রাজ্য। সৈদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া, আমি মূঢ় বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, "মন্ত্র মূলঃ গুরুবাক্যম্" এবং গুরুর বাক্য গুরু রূপায় ধারণা হয়। সেই নিমিত্তই "যোক মূলঃ গুরোকৃপাঃ।"

সমাজ-সংস্কার।

সম্মতি আইন লইয়া আমাদের হিন্দু সমাজে না আন্দোলন হইয়াছিল; আইন প্রভাবে আমায় ধর্ম্মের উপর আঘাত হইতেছে, এই আমাদের আন্দোলন। গর্ভাধানসংস্কারে ব্যাঘাত ঘটবে, হাই আমাদের আপত্তির কারণ, কিন্তু উক্ত আন্দোলনে (অনেকে বাহাদুরের আচার ব্যবহার দর্শনে আমরা কখন অহিন্দু বলিতে পারি না।) যোগদান করা দূরে থাকুক, তাঁহারা এই আইনটি বিধিসঙ্গত বিচারছিলেন। দেশ কাল প্রভেদ না হইলে সকল ক্ষেত্রেই একমত হইতেন নিশ্চয়।

শাস্ত্রে আছে, গর্ভাধান সংস্কার না হইলে পাপ শুভ হইতে হয়, কিন্তু আন্দোলনকারীরা বলিতেন, এতির নিয়ম উপস্থিত সময়ের নিমিত্ত নহে; যে সময় ক্ষতব্যা প্রবল ছিল, এ নিয়ম সেই সময়ের নিমিত্ত। পবিত্র সময়ে যখন স্থপিত বারবিলাসিনীগণ এত বল, আর যখন বিজ্ঞান গর্ভাধান সংস্কারের বিরোধী, তখন সম্মতি আইন প্রচার হওয়াই মঙ্গল। বৈজ্ঞানিকের মতে অপরিষ্কৃত আধারে উত্তম সন্তান জন্মবার ভাবনা নাই; আর দেখা যায়, বালিকা অবস্থাতেই ধর্ম্ম হইতেছে, এ অপরিষ্কৃত অবস্থার সন্তান হইলে সন্তান হীনবল হইবে, সেই কারণে রজঃশ্রাব হইলেই য গর্ভাধান সংস্কার হওয়া উচিত, ইহা কদাচ মুক্ত হইতে পারে না। এইরূপ বিরোধী আন্দোলনে প্রমাণ করে যে, দেশ কাল পাত্র অনুসারে (শাস্ত্রেই যদি আছে) শাস্ত্রীয় নিয়ম পরিবর্তিত হইতে পারে;

উপস্থিত অবস্থায় যুগ দুটিতে অনুমান হয় যে, বুঝি বা কতক শাস্ত্রীয় নিয়ম পরিবর্তিত হইলে ভাল হইত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বিবেচনার বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত। উচিত বা অপ্রচলিত, এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি; কারণ উচিত অপ্রচলিত স্থির করিতে হইলে বিস্তারিত বহুদর্শন প্রয়োজন। বাহারা বিধবা-বিবাহের অতিশয় বিপক্ষ, বাল-বিধবা দর্শনে তাঁহাদের হৃদয়ও জ্বল হয়, কিন্তু বাহারা পক্ষ, তাঁহারা দয়ার পরবশ হইয়া একেবারে স্থির করেন, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দয়ার বশবর্তী হইয়া প্রয়োজন স্থির করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে; এ বিষয় স্থির করিতে হইলে অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত, ইহাতে কুমারী বিবাহে কিছু হানি হইবে কি না? সে হানি সামান্য বা অধিক? বহুদিনের সংস্কারবশতঃ সকলেরই মনের ধারণা হওয়া সম্ভব যে, কুমারীর সহিত বিবাহ হইলেই ভাল হয়। বাহার একবার বিবাহ হইয়াছে, তাহার সহিত বিবাহ হওয়া যেন একটা দ্বন্দ্বায় কথা। বর্ত্তমান বিধবা-বিবাহ হইয়াছে, তাহার অনেক স্থলে বিবাহ হইবার প্রলোভন ছিল; কে বলিতে পারেন, কুমারীর বিবাহেরও ত প্রলোভন আছে, প্রলোভনের বশীভূত হইয়া অনেকেই পুত্রের বিবাহ দেন। সত্য, প্রলোভনের বশীভূত হইয়া বরকর্ডী পাত্রী স্থির করেন বটে, কিন্তু

প্রলোভন না থাকিলেও তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে বাধ্য ।

বিধবা-বিবাহের প্রলোভন এ প্রলোভন হইতে স্বতন্ত্র । এ স্থলে বিচার করিতে হয়, সামাজিক একটা গোলযোগ উঠিবেই উঠিবে । পাত্র তাহার মূল্য একদফা ধরিয়া লন, তার পর লাভালাভ বিবেচনা । সমাজ কিছু বলুক না বলুক, একজন একটা বিধবাকে যে স্ত্রী বলিয়া ঘরে আনিবেন, তাহার দাম কি ? অনেক স্থলে বিধবা-বিবাহ করিয়া বর যেন স্বত্ত্বের মাথা কিনিয়া বসেন, এরূপ বিধবা-বিবাহ স্থলে অনেক বিড়ম্বনা সম্ভব । যাহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষ, তাহারা দেখান, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় ভ্রূণহত্যাও ব্যভিচার প্রভৃতি অনেক দুষ্টক্রিয়া প্রবল হয় । বিধবা-বিবাহ পক্ষপাতী অনেকের মনে এইরূপ ধারণা । অনেক বিধবার দৈহিক নির্মলতা থাকিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ মানসিক নির্মলতা অতি বিরল । সম্পূর্ণ নির্মলতা যে বিরল, ইহা অতি সত্য ; ইহা পুরুষ এবং স্ত্রী, উভয়ের পক্ষেই । কেবল বিধবা কেন, সধবার পক্ষেও কলুষচ্ছায়া হৃদয়ে পড়ে না, এরূপ আদর্শ নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না, কিন্তু বলবান হৃদয় সে ছায়া দূর করিতে সক্ষম । বিধবার মনে কখন কখন শরতের মেঘের স্থায় কুচিন্তা উদয় হয় বলিয়া যদি বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে আমরা মানবী-দেহে অনেক দেবী দর্শনে বঞ্চিত হইতাম । এরূপ দেবীর অভাব সমাজের সাধারণ ক্ষতি নহে । যাহারা বিধবা-বিবাহের বিশেষ পক্ষ, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি অসহায় বাল্যকাল স্মরণ করেন, বেশ-ভূষা বর্জিতা স্নেহময়ী দেবীমূর্তি তাঁতার স্মৃতিপথে উদয় হইবে । যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, নভেলে বর্ণিত বা বহু অল্পসন্ধান প্রাপ্ত ভিন্ন সে দেশে তাদৃশী দেবী-প্রতিমা দেখিতে পাইবে না ; সে সকল প্রদেশেও দেখিবেন যে, যাহারা চির বৈধব্য অবলম্বন করেন, তাহারাই সর্বোপেক্ষা সমাজ-পূজ্য । আমাদের দেশে পুরুষের ছুইবার বিবাহ হইবার কোন বাধা নাই, তথাপি যিনি ছুইবার বিবাহ করেন, তাহাকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়, বন্ধুবান্ধবেরও প্রচ্ছন্ন শ্লেষ সহিতে হয় । আমরা বিধবা-বিবাহের পক্ষ বা বিপক্ষ নহি, সমাজ যদি সম্মত বিবেচনা করেন, আমরাও সম্মত বিবেচনা করিব । যদিও আজকাল আমাদের সমাজবন্ধন

অনেকটা শিথিল হইয়াছে, তথাপি সমাজের সামাজিক ক্ষমতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় । সমাজ-সংস্কারক যদি কেবল দয়ার বশীভূত হইয়া এবং হেথায় হোতার, ভ্রূণহত্যা দেখাইয়া বিধবা-বিবাহ অতি কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, সেজন্য সমাজ-সংস্কারের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী ।

রাজ কক্ষণায় অনেকে সমাজ বিরোধী কার্য করিয়া সমাজ কর্তৃক দণ্ডিত হইবেন না ইহা ভাবিয়া, যিনি সমাজকে উপেক্ষা করেন, তিনি যে আচার ভ্রষ্ট, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব ।

সমাজের নিয়ম রক্ষা সকলেরই কর্তব্য । সামাজিকতা মানবের লক্ষণ ; ইহার প্রতি উপেক্ষায় নিশ্চয়ই ক্ষতি হয় । আমরা যদি আত্মসমাজ উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমরা পৃথিবীতে সম্মান হারাইব । সভাদৃষ্টিতে যে যে সমাজ কুসংস্কারপর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সে সমাজকে উপেক্ষা করিতে নিরপেক্ষ হারবার রাজ্যও কুণ্ডিত হন । সমাজের সামাজিক আবেদন সুলভ্য রাজাকেও গুণিতে হয় । আমরা অনেক স্থলে সমাজবন্ধন লঙ্ঘন করিয়া, আমাদের রাজ্যের চক্ষে সম্মানভাঞ্জন নহি । আমাদের সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও সমাজ-বন্ধনের শিথিলতা বশতঃ রাজদ্বারে সমাজের কথা জোর করিয়া বলিতে পারেন না । আপনাদের সমাজ-বন্ধন কোথায় ? এ কথা বলিয়া অনেককে উপেক্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে । যে যে, স্থলে আমাদের সমাজ-বন্ধন দৃঢ়, সেই সেই স্থল সম্পর্ক করিতে কেহই সাহস করেন না ; অতি দীন দরিদ্র কুলজীর পাকী হাই-কার্টে উঠিতে দিতে হয় ; উৎকলের এক দেব দ্বন্দ্বিয়ার দ্বারে পাণ্ডারা একজন পদস্থ রাজপ্রতিনিবিকে জুতা খুলিতে বলে, সামাজিকতা স্মরণ করিয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল । কথা উঠিতে পারে, তবে উন্নতি কিরূপে হইবে ? আমরা বলি, সংস্কার মন্দ হইলেও এক দিনে তাহা দূর হইতে পারে না । উপস্থিত ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে হইলে সংস্কারক মহাশয়েরা সকলের মত গ্রহণ করুন ; কোন্ দিকে কিরূপ ক্ষতি হইবে, কোন্ দিকে কিরূপ ক্ষতি হইবে না, তাহা গভীর চিন্তা ও বহুদর্শিতার স্থির করুন ; যাহারা যে সংস্কারের বিরোধী, যুক্তি ও প্রশংসার দ্বারা তাহারা সে বিরোধ ভাঙন করুন । আপত্তি করিতে পারেন, এরূপ নিকোঁধ ব্যক্তি

ছন, যিনি কোন রকমে বুঝিবেন না ; অবশ্যই এবং চিরদিনই সেইরূপ সংস্কার চলিয়া আসিতেছে।
বেন। যিনি বুঝিবেন, না শাস্ত্র তাঁহার বিরোধী। ষাপরের নিয়ম কলিতে নাই। শাস্ত্রকার অবস্থা
ব। দেশ কাল পাত্র বোধ হাঁহার নাই, তিনি বুঝিয়া তাহা পরিবর্তন করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র
জের বোধ্য নন। শাস্ত্র দৃঢ় বাক্যে বলিয়াছেন, অহুচিত কার্যের বিরোধী, উচিত কার্যের বিরোধী
কাল পাত্র বুঝিয়া সমাজ সংস্কার করা উচিত, নয়।

শ্রীশ্রীশ্রীমন্ত্রঃ ।

(১)

সকল মঙ্গলায়, পূর্ণ বিরাজিত,
প্রেমের আধার !
নির্বিকার, হর্ষ-শোচ-বাসনা-বর্জিত,
জ্ঞানদীপ্ত মূর্তি মহিমার !
পদরেণু বাহিত গজার,
নির্মল—অনিল স্পর্শে ধীর ;
ল বিমল কান্তি, তাপিত জনের শান্তি,
চরণে হরণ ধরা ভার,
শরণ্য বরণ্য আত্মা প্রণম্য সবার ।

(৩)

কভু রোবাধিত হন জনক জননী,
সহোদর—পর,
ভয়ঙ্করী বিকম্পিতা কভু বা ধরণী,
শয্যাগৃহ—সর্পের বিধর ;
প্রেমহীন পত্নীর অন্তর,
ধনে হয় পুত্র-প্রাণহর ;
স্নেহমায়া পাশরিয়া, ছুটা কত্যা দহে হিয়া,
শত্রুপ্রায় স্বজন প্রেথর,
অবিবাসী—পুত্র-সম-পালিত কিকর ।

(২)

তত্তাত্ত এ সংসারে সম প্রবাহিত,
মিশ্রিত ধারায়,
অধে-অধে মানব-জীবন আন্দোলিত,
তুট্ট রুট্ট কহে দেবতার ;
গৃহ দক্ষ অনল-প্রভার,
পুতবারি—প্রাণনাশ তার ;
ব জগৎ-প্রাণ, ধ্বংসকারী বেগবান,
রবিতাপে-জীবন হারায়,
অন্ন—বিষ, শত্রু কর কভু বরিষায় ।

(৪)

ভাবান্তর নাহি মাত্র তব করণার,
হে দীনশরণ !
মাগে বা না মাগে রূপা বিলাও ধরায়
বরিবার বারি বরিষণ ;
বিধবার ধনাপহরণ,
জগৎহত্যা, কুলদ্বী-গমন ;
তাজি কত্যা পুত্র নারী, পানাসক্ত অত্যাচারী,
লোকত্যাগ্য মৃণিতজীবন—
তব ধার মুক্ত তার পতিতপাবন ।

(c)

ভবে ভ্রান্ত, অশান্ত তরঙ্গে দোলে নর
অজ্ঞান অঁাথারে,
সত্য-তত্ত্ব নিরূপণে ব্যাকুল অন্তর,
অসহায় বুদ্ধিবলে নারে,
তর্ক দ্বন্দ্ব শাস্ত্রের বিচারে—
সন্ধেই উদয় বারে বারে ;
দিতে সিদ্ধ পদছায়া, ধরায় ধরেছ কায়া,
ঐক্য-স্থান প্রচার সংসারে,
মিটে দ্বন্দ্ব, যুটে সন্দ, বিশ্বাস সঞ্চারে ।

(७)

কর্মফলে ভ্রাম্যমাণ জন্ম-মৃত্যু মাঝে,
 নহে নিবারণ,
 দিয়ে স্থান ভগবান ত্রিচরণ রাজে
 তার নরে কপালঘোচন !
 নিরস্তর ত্রিতাপ দহন ;
 দণ্ড করে পশ্চাতে শমন ;
 কর্মফল নিজ দেহে, সহিয়া অপার রেহে
 কর দূর শমন শাসন,
 ঝার জাস, হর পাশ ত্রিতাপহরণ !

(१)

মোক্ষলুক হই চিত্ত তোমার পরশে,
ভোগে তৃণ জ্ঞাণ,
প্রেম লব্ধে কাম-রসে আর নাহি রসে,
হৃৎ হৃৎ নেহারে সমান ;
ঠেলে পায় ধন-জন-মান,
আত্মতত্ত্বে নিয়োজিত প্রাণ ;
বিবেক হৃদয়ে ফোটে, বিষয়-বন্ধন টোটে,
বৈরাগ্য-আলোক দৃষ্টমান,
আত্মা হেরে আপনারে—নহে অসুখ-দুঃখ ।

(b)

কে তোমা পুজিতে পারে, পূজা জানে কে ॥
 অজান মানব,
 আগুন উত্তি নাজ তব পদ-সেবা
 তব ধ্যান পরম উৎসব ;
 গোশদ ছরত ভবাবধ,
 চুই বড়রিপু পরাতব ;
 ভূলায় বহুলা জালা, তব নাম জপবাণী,
 অহকার হমিত মানব,
 অর্চনার অধিকার—অতুল বৈভব ।

(۳)

নিটৈৰখৰ্ঘ্য আসিগৰ্ছ মাধুৰ্য্য লইয়ে,
 প্ৰেমে আঁধি ৰয়ে,
 মানব, মানব-মাৰে, পৰশিতে হিয়ে,
 অমিশ্ৰিত মাধুৰ্য্য অথৰে ;
 পাছে নৱ নাহি আগে ডৰে,
 দীনবেশে ডাক সৰ্কাতৰে ;
 হৰিবাৰে মন প্ৰাণ, কৰ নাথ আত্মদান,
 সংসাৱ ভুলাও কৰ্ম্মহৰে,
 নন্দন-মাধুৰী হেৰি অভিমান হৰে ।

(३०)

চিনালে চিনিতে পারে, নহে অসম্ভব,
 পুরুষ প্রধান ।
 মন্তচিত্ত মহা ঘোর বিষয়-আহব
 হৃদয়ে না রহে তব স্থান ;
 স্বপ্রকাশ হও বিজ্ঞান
 জ্ঞানাত্মনে করি দৃষ্টিদান ;
 তবু ক্ষণে মুঢ় মন, হয় রূপ বিস্মরণ
 ইন্দ্রিয়-তাড়না বলবান্ !
 হৃদ-পদ্ম বিকাশিতা হও অধিষ্ঠান ॥

গিরীশ



প্রবন্ধমালা

(৮ম ভাগ)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত ।

বঙ্গুমতী কার্গ্যালয় ।

১০৮ নং বহুবাজার স্ট্রিট, বঙ্গুমতী পোস্টে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।

নসীরাম

—:—

(ভগবদ্ভাক্যমূলক নাটক)

—:—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

দোগেশনাথ
অনাথনাথ
কাপালিক
রাজমন্ত্রী ।

পৌড়াধিপতি
রাজকুমার ।
রাজার গুরু ।

[সভাসদগণ, শত্ৰুনাথ, ভূতনাথ, সৈন্যগণ, পাহাড়ী
ও পাহাড়ীবালকগণ, শববাহক ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

বিরজা
মাধুলী
সোনা

চাহুরী-দীক্ষিতা বান্ধবালী ।
ঐ সহচরী ।
কাপালিকের ভৈরবী ।

প্রথম অঙ্ক

—:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

—:—

[বৃক্ষতল ।

(ভূতনাথ, শত্ৰুনাথ, সৈনিকগণ)

সকলে ।—

(গীত)

কলিরা লুকিয়ে রেখেছ কোথা পা ।

তুমি অমন করে শুড়ীর ধরে

পারে ধরি আর বেও না ॥

যে ভোমায় ট্যাকে রাখে,

সে তখন বেকে থাকে,

কে জানে হায় সদয় হও কাকে,—

ছাড় নাগাবাজী, হও না রাজী,

ডাকছি এত যামাও গা ॥

ভূত । আচ্ছা ভাই, আমরা এখানে বসে
আমোদ করছি, রাজকুমার টের পেলে
যে গর্দান্না নেবে ।

শত্ৰু । রাজকুমার এখন পিরীতে হাবুডুব,
আর একটু আমোদ করবো না ? এত
বড় লড়াইটে ভিতে এলেম ।

ভূত । না রে, মদের উপর ভারী চটা ।

শত্ৰু । মদ কি ! কারণ করবো না ? আমরা
স্বামীজীর চেলা, স্বামীজী যে সে লর,
রাজার গুরু ।

দ্বিতীয় প্রহাণী।

কৃত। তুই শালা আবার চেলা কবে হলি ?

শব্দ। কেন, আমি যে সোনারমণির সঙ্গে
সিরীত করতে যেতুম; বেটা খেড়োর না।

কৃত। শালা, গুরুপত্নীর ওপর টাঁক !

শব্দ। কেন রে শালা, ওতে দোষ কি ?
আমরা সব ভৈরব, আর মেয়েমানুষ সব
ভৈরবী। সোনারমণি ভৈরবীর বাসনা।

কৃত। আর তুই শালা বুঝি ভৈরবের বেগম ?

শব্দ। তুই শালা জানবি কি, তুই যদি
আমার উপগুরু করিস্ তো তোকে
নিখাই। আমি মত্ত লোক হয়ে বাব,
দেখিস, সোনা করবো, ধূলোপড়া দিয়ে
মেয়েমানুষ বাঁর করবো। স্বামীজীর
একটা কাজ ক'রে দিলেই আমার সব
শিথিরে দেবে।

কৃত। আচ্ছা, আমার ডগীকে বশ ক'রে
দিতে পারবি ?

শব্দ। এক হুঁরে।

কৃত। ওরে নে, পাগলা শালা এ দিকে
আসছে। পালা পালা পালা। ও সব
জারগার বার, যদি কুমারকে বলে দেয়।

শব্দ। হাঁরে হাঁ, পালা—পালা—পালা।

[সকলের প্রস্থান।]

(নবীরােমের প্রবেশ)

নবী। ঐ বা, সব পালিয়ে গেল। তা আমি
কি করবো বাবু; আঁহা, বেড়ে পালাল,
আমি কদিনে পালাব ? পালাব বই কি,
তুমিও যেমন, এখানেও থাকে। চোক
বুজে দাঁড়াই, যে দিকে টেনে নে বার,
সেই দিকে বাই,—সিঁদে চ'লে চল।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় পর্ভাক্ষ।

—:—

কক।

(বিরজা ও মাধুলী)

বিরজা। মাধুলী, তুমি দিন-রাত কী
কেন ? খাবার সময় তোমার ডাকি,
আজ তিন দিন তুমি আসছ না।

মাধুলী। সখি, শোন, যদি তুমি আমার
ভালবাস তো তোমার পরিচর দিও না।
রাজকুমার তোমার ভালবাসে। তোমার
প্রাণের ভর নাই জানি, কুমার যদি
শোনে, তুমি রাজকুমারী—তা হ'লে
পাগল হবে।

বিরজা। সখি, এ অহরোধ করো না,
আমি অনেক চাতুরী করেছি, আর
চাতুরী করবো না।

মাধুলী। দেখো, দেখো, সরল প্রাণে ব্যথা
দিও না।

(গীত)

ব্যথা পাবে সরল প্রাণে ব্যথা দিও না।

ছি ছি সই শেল মেয়ে শেল বুকে নিও না।
কেন লো ক'রে বতন, এক মরণে মরবে ছলন,
না জানি হার কেমন তোমার মন ;

মজিরেছ আপনি মজে,
আপনি ভেসে তার তালিও না ॥

(অনাথনাথের প্রবেশ)

মাধুলী। এই যে কুমার আসছেন, আমি
বাই।

অনাথ। আপনি কেমন আছেন ?

[মাধুলীর প্রস্থান।]

বিরজা। আপনি কেমন আছেন ?

অনাথ। মনে করেন কি কথার কথা
জিজ্ঞাসা করি ?

বিরজা। আপনি মনে করেন কি কথার
কথা জিজ্ঞাসা করি ?

অনাথ। আমি ভাল আছি, আপনি কেমন
আছেন বলুন ?

বিরজা। আমিও আছি ভাল, বলুন, দাঁড়িয়ে
রইলেন যে ?

অনাথ। আপনি বলুন। একটি কথা
আমার বলবেন ? রাজনিরম ঠেলে
আপনাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে পারি
না, এ ভিন্ন অন্য কিছুতে আপনি সুখী
হ'তে পারেন না ? আমি জ্ঞে আপ-
নার সঙ্গে বেধানে থাকতেই সুখী
হুজেন।

বিরজা। হুয়ার, কুর্ভিত হুয়েন কেন ?
দেশে যেতে তো চাইনি ।

অনাথ। আপনাকে কি একদিনও সুখী
দেখেন না ?

বিরজা। আমি অসুখী, আপনাকে কে
বলে ?

অনাথ। তন মুলোচনা জান না, জান না,
যে বেদনা সহি নিশি-দিন ।

কল্পনার চিত্রি তব সুখের আবাস,

সঙ্গে সহচরী, নিত্য ভ্রম

বেই স্থানে করিরাহ বালাখেলা ।

হেরি চারিদিকে সহাস্ত আনন ।

কোটে ফুল চুমিতে কেশদায়,

সৌরভ ছড়ায় তব কার হাতে লীন ।

পাখী গায় তুমিতে তোমার ।

মনকে দেখি ছুমি আনন্দে বিভোর ।

তখনি হে কেঁদে ওঠে প্রাণ,

বলে হার—

কোথার এনেছি এই সরলা বালায়ে !

তাঁবি কি দিবে তুলাব,

কি আছে আমার, কোথা কিবা পাব,

জুড়াব যথিত প্রাণ তব ।

শোন সুবদনি ! কহিতে সন্ন্য-কথা,

চুরি করে ধারা বরে বার চোখে,

লাজে মুহি কেহ পাছে দেখে ।

বল, জান যদি বল,

কিসে তোমার তুলায়ে করিব সুখী ?

আমি বড় অভিসারী,

ও অধরে হেরিতে আনন্দ-হাসি ।

বিরজা। আমি বা বলবো, তা করতে
পারবেন ?

অনাথ। যদি সাধ্য হয়, এই ক্ষণেই সমাধা
করবো ।

বিরজা। দোষীয় হওকিান করতে পারবেন ?

অনাথ। কি ! কেউ কি আপনাকে বিরক্ত
করে ?

বিরজা। না, আপনি বলেন যে, দিন দিন
অসুস্থতান করেছেন, কিসে আমি সুখী
হব । বা একদিন খুঁজে পান নি, এক
কথাই তা পাবেন কেমন করে ? আমার

অসুস্থতাই করে বলুন, যগধের সহিত আপ-
নাদের কিরূপ যুদ্ধ হয়েছিল ?

অনাথ। যদি শোনবার ইচ্ছা হয়, সে কথা
আমি পরে বল্টি, আপনার কথা আগে
বলুন !

বিরজা। এ কথার সঙ্গে সে কথা ?

অনাথ। যুদ্ধবিবরণ আপনি তো সকলই
জানেন । যগধসৈন্য মহা প্রভাবশালী,
দৈববিপাকে পরাজিত ।

বিরজা। আচ্ছা, এখন গদ্যাতীরে যগধ-
সৈন্ত আপনার বাহুবলে পরাজিত হয়,
তখন আপনাদিগের উভয়ের অবস্থা
কিরূপ ?

অনাথ। সুন্দরি ! আমার বাহুবল নর,
জয়পরাজয় বিধাতার নির্ভর । সাহস-
বীৰ্য্যে যগধ সৈন্ত আদর্শস্বরূপ । সে সময়ে
আমরা প্রবল হয়েছিলেন, পরদিন গড়
আক্রমণ করতেন, বল কি হ'ত, জানি
না, যদি জরী হতেন, যগধ করগত হ'ত ।

বিরজা। আর যদি দুর্গপ্রবেশ না করতে
পারতেন ?

অনাথ। গড় বেঁটন করে থাকতেন ।

বিরজা। যগধের কি উপায় ছিল ?

অনাথ। একেবারে নিরুপায় নর, বীর্য্যবলে
সকলি হ'তে পারে, কিন্তু সে সময় উপায়
অতি স্বল্পই ছিল ।

বিরজা। আমার বকী করা ভিন্ন কি সন্ধির
আর অপর উপায় ছিল না ?

অনাথ। দেখুন, যগধরাজ বার বার সন্ধির
অবহেলা করেছেন, তাই আমার পিতা
এই কঠিন পন করেছিলেন, রাজকুমারী
বকী থাকলে সন্ধিভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা
মাই । কুমারীর অনিষ্টভয়ে বিপক
পুনরাক্রমণ হ'তে নিরস্ত থাকবে, এই
উদ্দেশ্য ।

বিরজা। তাই রাজকুমারী বকী করেছেন ?

অনাথ। হা ।

বিরজা। আপনি কতক সম্মতি জানেন না ।
বলি, সন্ধির প্রস্তাবেই রাজা রাণী কেঁদে
কঠিন, রাজকুমারীর অসুস্থতা পরিত্যাগ ।

এমন সময় মন্ত্রী এক উপায় করলেন। তিনি শুভকরক অনাথিনী বালিকাকে প্রতিপালন করেছিলেন, তারা সকলেই মন্ত্রী চক্রবর্তিনীপুত্রা, তাহাদের তিনি বলেন যে, রাজকুমারী সাজতে হবে।

অনাথ। তারা কারা?

বিরজা। আপনি রাজকুমার, তারা কারা, জানেন না?

অনাথ। না, আমি তাদের কথা এই প্রথম শুনিছি।

বিরজা। তারা অনাথা বালিকা, তাদের নিয়ে এসে সকল মনোহারিণী বিজ্ঞাশিক্ষা দেয়।

অনাথ। এর তাৎপর্য?

বিরজা। যখন সন্ধির প্রস্তাব এইরূপ হয় যে, রাজপুত্রবাসী মহিলাগণ বিপক্ষের রাজ্যে সন্ধিরক্ষা হেতু বসতি করবে, তখন তাদের প্রয়োজন হয়; সেই রাজ-পুত্র-মহিলার পরিবর্তে তারা এই প্রেরিত হয়ে থাকে।

অনাথ। এতদূর কপটতা! বুঝেছি, যদি সন্ধিভঙ্গের সুযোগ পায়, সন্ধিভঙ্গ করে, এই অনাথিনীরাই যন্ত্রণা পায়।

বিরজা। আপনি এখন কতক বুঝছেন। মন্ত্রী ঐ কন্যাদের বলেন যে, রাজকুমারী সাজতে হবে, তাতে সকলেই ভয় পেলে, তখনও তাদের ভয় ছিল। কিন্তু একজন ভয়, লজ্জা, ঘৃণাবজ্জিতা—প্রাণহীনা।—

অনাথ। আপনি কি বলছেন?

বিরজা। প্রাণহীনা শুনে আপনার ভয় হচ্ছে? সত্যই প্রাণহীনা। তাদের শিক্ষা শুধু, বুঝতে পারবেন। যখন তুচ্ছ পেয়েছে, দূরে বারি-রথে বালিকাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, উত্তম পরিচ্ছদ দিয়েছে, বালিকা আনন্দে তার পানে ধেয়ে গিয়েছে, বলেছে, দূর হ, ছুঁস নি—তুই বাদী, এ তোমার নয়, তুই পর, যখন ইচ্ছা হবে, কেড়ে নেব—তুই বাদী। যখন বা মনে সাধ উঠেছে, আপনি তার বলেছে, তুই বাদী। অক, দরিদ্র, সুখা-

তুমি সামনে এসে দাঁড়িয়ে—যখন রাজকুমার বালিকার প্রাণ জারি হয়েছে, তখন বেত্রাঘাত করে রয়েছে, তুই বাদী, তোমার দয়া করবার অধিকার নাই। এদের সামনে এই সব থা, বা না খেতে পারছি, হুঁয়কে দিবি, তবু গুণের দিবি নি।

অনাথ। আর বলবেন না, আর আমি শুন্তে চাই না।

বিরজা। এই তো কৈশোর শিক্ষা। শুধু, আরও শিক্ষা আছে—যৌবনে কটাক্ষে যুবক প্রাণ বিকল করতে হবে, তার আর মুখাবলোকন করতে পারে না।

অনাথ। এ সব কি কথা, আমার কমা করুন।

বিরজা। তবে জানতে চান না, আমি কিসে স্থখী হব?

অনাথ। এর সঙ্গে আপনার সুখের কি সম্বন্ধ?

বিরজা। সম্বন্ধ আছে, শুধু, সেই গজাধীনা রাজকুমারী সাজতে স্বীকৃত হ'ল।

অনাথ। আপনি কি করলেন?

বিরজা। আমি আপনার কাছে এসুম।

অনাথ। এই জন্য মন্ত্রী এত সন্দেহ করে ছিল।

বিরজা। কিরূপ সন্দেহ করেছিলেন?

অনাথ। আমার পুনঃ পুনঃ পত্র লিখেছিলেন যে, রাজকুমারী কি না, বিশেষ প্রমাণ নেবেন।

বিরজা। আপনি কি প্রমাণ নিলেন?

অনাথ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করলেম, আমি আপনার সরলতাপূর্ণ মুখ দেখে বুঝেছিলাম যে, আপনি কখনও মিথ্যা কইতে পারবেন না।

বিরজা। বুঝুন, আমি প্রাণহীনা কি না বুঝুন, আপনার সেই সরল বিশ্বাসের উপর আমি প্রতারণা করেছিলাম! আমি রাজকুমারী নই, আমি প্রাণহীনা যন্ত্রিগঠিতা মাংসপুতলী।

অনাথ। কুমারি, করো না হল।

জান না জান না আমার প্রাণ।

নিভা হেরি জগৎ জোয়ারে,
 অজগৎ অজগৎ জোয়ার জাহান্নামে ।
 বনো না বনো না—
 এক দিনে টিঁকিনি জোয়ার,
 তুনি সরলভায় ।
 কিবা আর পরীক্ষা করিবে ;
 লহ এ অকুণ্ঠী,
 বাও চলে নিজ দেশে ;
 কেহ না রোধিবে ।
 দিন দুই পরে,
 লোকমুখে সমাচার পাবে,
 রাজদণ্ডে করিয়াছি তহুতাগ ।
 জানি আমি জানি বহুদিন,
 নাহি হেন গুণ,
 বাহে ভালবাসা পাইব তোমার, ॥
 ভালবেসে ভালবাস তোমার মন ।
 বাও, অথ প্রস্তুত আমার,
 মুক্ত তব পিঙ্গলের দ্বার,
 উড়ে যাও বিহকিনি !
 কত মনে করো অভাগারে ।
 বিরজা । বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি তুমি ধরণীতে,
 তব পায় সন্দেহ পলিতে তব হৃদে ।
 কেন আর যন্ত্রণা বাড়াও,
 আমি হুঁচারণী দেহ মনে স্থান ;
 তুলাতে তোমার মন,
 নিত্য করি রাজমুতা অভিনয় ;
 যবে মুক্ত হবে,
 তুলায়ে মগধে লয়ে যাব,
 এই দীক্ষা পাইয়াছি আসিবার কালে ।
 অনাথ । সত্য তুমি নহ রাজমুতা ?
 বিরজা । না, প্রাণহীনা নারী-বস্ত্র আমি ।
 অনাথ । মিথ্যা কথা !
 নহ নহ প্রাণহীনা, •
 মিথ্যা কহ অভ্যাসের দোষে ;
 উচ্চপ্রাণ কেবা তব সম ?
 অরিপুরে অরির সমুখে,
 নারী হয়ে কেবা নক্তি ধরে,
 খেজার প্রকাশে কপটতা,
 প্রাণ নাশ হবে বাবে ।
 নীচ-নিকাল হস্ত সহ জাতি

উচ্চপ্রাণে করিয়াছ পরীক্ষা ?
 রাজকন্যা না কহি রাজকন্যা ?
 তুমি মম স্ববর-কন্যা,
 নাথি পারে ধরি, জাহান্নাম—
 আমি ভানবানি ।
 বিরজা । কি দিব উত্তর, আদে কি উত্তর,
 অমৃত্তে অনাথ কার ?
 কিন্তু সূখা নহে সবাকার,
 দেবকন্যা করে পান ।
 স্থণা-বটে,—
 কিন্তু দানী তব সহবাসে
 হেরেছে হীনতা তার ।
 পূর্ণচন্দ্রে করিব না কলঙ্ক অর্পণ,
 সন্ধি-ভঙ্গে মগধ মজ্জিবে,
 দেখিতে নারিব কতু মাতৃহৃদি-নাশ ;
 অবনীতে অবসান মম অভিনয় ।
 কেন আশ্রয়ভাতী হব,
 রাজদণ্ডে বধ মোর প্রাণ ।
 অনাথ । ভেব না বিবাহ ; ॥
 সন্ধিভঙ্গ নাহি হবে,
 মগধ রহিবে ;
 বল বল হে আমার হবে ।
 বিরজা । না ।
 অনাথ । কেবা ভাগ্যান্বী ?
 কারে তুমি সপিরাছ প্রাণ ?
 বল এনে মিলাই তোমার সনে ।
 দিনেকের তরে সুখী হেরে তোমার,
 যাব চলে যথা বাবে প্রাণ,
 তুমি মাত্র ধ্যান রবে হৃদে ।
 বিরজা । তন ভালবাসি,
 ক্ষুদ্র প্রাণে বত ধরে ভালবাসা ।
 কিন্তু কেন কলঙ্কিত করিব তোমার ?
 আমি নাহি জানি মম স্থল-পরিচর,
 মন্ত্রী মাত্র করেছে পালন ।
 যবে তব অগ্নিবে তনয়,
 কি কহিবে,
 কোন্ হুলোড়বা তার মাতা ?
 স্থণা করি লোকে কবে তার,
 কামবশে হুলোড়বা করিল তাহার নাশ ।
 এই পরিশ্রম হেতু হুলাবে তোমার ?

সিরিশা-বাকী

হার এ জীবন, রব স্বপ্নার ভাঙ্গন ।
মনে মনে সবে কবে ছুঁচারিণী,
লোক-অপবাদ-বাধা দিব তব প্রাণে ।
নারী বলে কেন কর স্বপ্না,
প্রাণের না রাখি তত ব্যথা,
শুণচর—বধ কর রাজার কুমার ।
হাসি যদি ভালবাস,
মরিব যে হাসিতে হাসিতে ।

অনাথ । রাজা নহি,
শুণচরে দণ্ড দিতে নারি ।
কলঙ্কের ডগ কিবা দেখাও স্মরি ।
কব এই সরল প্রেমের কথা
সরল ভাষায়,
সরলায় কিনিছি সরল প্রেমে ।
পৃথিবী কি পঙ্কিল এমন,
শুনি এ প্রণয়-গাথা,
অপবাদ করিবে অর্পণ ?
কহিব এ কথা মম পিতার সদন,
অবশ্য ভবিবে তাঁর মন ।
যদি রাজা দণ্ড দেন শুণচরে
দিরে এ অধম স্বামী,
হাস্তমুখে তখন কি করিবে গ্রহণ ?
বলেছ তো স্মৃতি হবে রাজদণ্ড পেলে ।

বিরজা । কেন সভামাঝে দিবে হে কলটা নাম ?
বল গিরে মম পরিচর,
প্রণয় গোপনে রেখ ।

অনাথ । কেন অন্য ভাব,
পিতার উদার প্রাণ ।

বিরজা । বল গে সকল বিষয় ।

এক ডিক্কা পদে—

যবে বধ্যভূমে চারিদিকে কবে
এই সেই ছুঁচারিণী,
ছলে মুগ্ধ করেছিল ভূপতি-কুমারে ;
বলো তুমি, নহে ছলে,
ভালবেসেছিল অভাগিনী ।

অনাথ । ভালবাস ?

বিরজা । ভালবাসি ।

অনাথ । তবে কেন কর প্রতিরোধ ?

বোধ না কি অন্তর আঁয়ার ?

হুবি প্রাণ, তোমা কিনে প্রাণপুষ্ট্য হবে ।

বিরজা । আর নাহি করি প্রতিরোধ ;

কর দেবা ইচ্ছা তব,

বল গিন্না নৃপতিরে ।

অনাথ । বেবা ইচ্ছা মম ?

বিরজা । বেবা ইচ্ছা ।

অনাথ । দিরাছি অঙ্গুরী,

কর অঙ্গুরীর বিনিময় ।

বিরজা । লহ—করো না ধারণ,

এখনও ভূতলে ফেল ;

বোধ পরিণাম,

উদ্ধাহে চাতুরী তব প্রবেশিছে প্রাণে,

এ বিবাহ রাখিবে গোপনে ।

অনাথ । স্বর্গস্থ বাহে,

কোথা তাহে মন্দ পরিণাম !

প্রিয়ে !

বিরজা । নাথ !

(মাধুলীর প্রবেশ)

মাধুলী । রাজকুমার, রাজার নিকট হ'তে
দূত এসেছে ।

অনাথ । মহারাজ জানেন এখানে আছি,
কে তাঁরে বসে ? প্রিয়ে, আসি ।

[অনাথের প্রস্থান ।

মাধুলী । সর্বনাশ হ'ল, রাজা কেন ডাক্তে
পাঠালেন ? দূতের মুখে শুনলেম, রাজা
মহাপাগুহে আছেন ।

বিরজা । পরমেশ্বরের যমে বা আছে, ক'ই
হবে, ভেবে তো উপায় হবে না ।

(গীত)

কি জানি কেমনে চলে জীবন-তরঙ্গ ।

এ হিলোলে মন দোলে আশার মিথ্যে আশঙ্ক ॥

প্রবল বাসনা নহে, নিবারিলে নাহি রহে,

সাথে প্রাণ যাতনা সহে ;—

কি প্রসঙ্গ নব সঙ্গ নব রঙ্গ নব রঙ্গ ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

হুতীর সত্যতা।

রাজনন্দা।

(রাজা, মহী ও কাপালিক।)

রাজা। তবে সকলি সত্য ?

মহী। এইরূপ তো গুপ্তচরের নিকট অবগত
হলেম।

কাপা। মহারাজ, রাজকুমার না এলে সন্নি-
বে অবগত হওয়া বাবে না। আমিরা
সকলেই অন্ধকারে।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। তার আর সন্দেহ কি—বামীজী,
সকলেই অন্ধকারে।

রাজা। বা পাগলা, এখন বা।

নসী। পাগল থাকে, কিন্তু দুটো একটা
পাগলা আছে, তাই সংসার আছে।

রাজা। চ'লে বা, চ'লে বা, এখন পাগ-
লাবো করিস্ নি।

নসী। দেখ দেখ, পাগলা—পাগলা বলছে
দেখ; আমি নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছি, আমি
পাগল, না তোর গালে হাত দিয়ে
ভাবছি, তোর পাগল ?

রাজা। আচ্ছা বোস, চুপ ক'রে থাক।

নসী। দুটো একটা ন্যায্য অন্যায় বলবো
না ?

কাপা। মহারাজ, রাজকুমারের নিকট
সংবাদ অবগত না হ'লে কিছুই নির্ধর
করা থাকে না—এই যে কুমার।

(অনাথনাথের প্রবেশ)

অনাথ। পিতা, প্রণাম হই, গুপ্তচরের
চরণে আমার প্রণাম।

রাজা। কহ বৎস তুমি বিবরণ,

মিত্র তুমি বাও কি কারণ,

রাজকুমারী-পাশ,

যব ব্যক্তি করি অবহেলা ?

সত্য মিথ্যা নাহি জানি,

তুমি মোকদ্দমে বাণী,

কহ ইনি প্রকৃত মনবৃত্তা ;

কোন পালিকা কুমারী,

চাতুরী-নিপুণ,

আসিরাছে তব মন করিতে ধরন ;

পরে,

কৌশলে করিবে বন্দী মগধে মহীরে।

নিত্য আসে সমাচার,

তব কি ব্যভার,

তোমা মনে বন্দীর কি আচরণ।

আর বৎস রেখ না গোপন,

কহ বৎস,

সত্য কিবা মিথ্যা এ সংবাদ।

অনাথ। সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত সংবাদ।

নিবেদন হে রাজন্ চরণে তোমার,

মন ইনি মগধ-দ্রুহিতা ;

কিন্তু অভাগিনী ভালবাসে ঘোরে,

আমি ভালবাসি তার।

রাজা। সর্বনাশ !

মহী। আজ্ঞা দেহ আনিতে হুটীরে ;

এই দণ্ডে দিব তারে সমুচিত কল।

অনাথ। পিতা, কি দোষ সে অনাথ-
বাণীর ?

পরায় পালিতা,

আসিরাছে রাজার শাসনে।

চতুরতা-নীকিতা কৈশোরে,

তব উচ্চ প্রাণে করি নীচ-বিক্ষা পরাজিত,

শত্রুর আশ্রয়ে

করিরাছে বরূপ বর্ণন।

পিতা, ভালবেসে কেবা কবে দোষী ?

মন কে ফিরাতে পারে ?

তজ্ঞে মজ্ঞে প্রাণ দিবে পূজ্যে,

অপরাধী কিসে হেন জন ?

রাজা। শুন বৎস !

কপটভাষ্য তব মন,

তাই এ হুটীর আচরণ

বুঝিতে না পার তুমি !

ভালবাসা-বিক্ষিতা, গম্ভীরা বিকাবলে ;

বেশ্য সদ্য প্রাণহীন,

মজাইবে নাহি মজ্যে,

কুলেছ হুটীর অস্তিন্দে।

কল সত্য—এই হুটী।

(বিরজা ও রুক্মিণীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। রাজকুমারী তো সেজে এসেছ, কি দণ্ড হবে জান ?

বিরজা। জানি—প্রাণবধ।

মন্ত্রী। তবে তুমি মগধ-রাজকুমারী নও ?

বিরজা। না।

মন্ত্রী। তোমার উপদেশ ছিল না ?

বিরজা। ছিল।

মন্ত্রী। তবে উপদেশমত কার্য্য করনি কেন ?

বিরজা। কি জানি, বলতে পারি নি।

মন্ত্রী। দেখ, তোমার নিশ্চয় প্রাণদণ্ড হবে,

মিথ্যার কোন ফল দর্শাবে না, এ সময়

মিথ্যা কথা কয়না, কিরূপ বড় বয়স

ছিল, মগধ-সৈন্য কি যুদ্ধার্থে পুনঃ

প্রস্তুত ?

বিরজা। আমি জানি নি।

মন্ত্রী। তোমার গুপ্তচরে পত্র দিত না ?

বিরজা। পত্র পড়তেম না, আমি অনল-

শিখার কেলে দিতেম।

মন্ত্রী। পত্র পড়তে না কেন ?

বিরজা। আমার রুচি হ'ত না।

রাজা। দুচারিগি, তোমার প্রাণদণ্ড হবে,

তোমার অভিনয়ের আজ শেষদিন।

বিরজা। মহারাজের বাক্য শিরোধার্য্য।

অনাথ। পিতা, দেখ নহে অভিনয়,

হেন শিকা কি আছে ভূতলে,

স্বভাব করিবে জয় ?

উচ্চ-প্রাণা নেহার ললনা,

তুচ্ছ করে কালের কবল ;

নেহার নয়ন,

দর্শন সরান প্রকাশে ক্ষুদ্রাগার,

কুটিলতা-মালিন্য নাহিক তাহে,

নেহার বদন সুধাংশু-গগন,

কত কি সম্ভবে,

প্রাণহীনা এই সুবদনী ?

প্রতি গ্রহি কয় সরলতাময়,

শিরায় শিরায় প্রেম-স্রোত ধায়,

এ কি হয় চাতুরী-আধার ?

তবে পদ্মহীন যথু, সুধাহীন বিধু,

নাহি স্থিতি সব একাকার।

প্রভাষণ প্রভাষণ বিষয়

আমি নিরবধি কত যত্নে সাধি,

তবু বালা বার বার করিল বারণ।

আমি প্রাণ দিছি,

প্রাণ দিয়া প্রাণ কিনিয়াছি ;

বধিলে বালায় বধিবে আমার প্রাণ।

কাপা। (জনান্তিকে) মহারাজ, আজ

দণ্ডাজ্ঞা দিবেন না, এ অতি গুরুতর বিষয়,

কুমারের বৈরূপ ভাব দেখছি, সহসা

কোন কার্য্য করা উচিত নয়, কি বলেন

মন্ত্রী মহাশয় ?

মন্ত্রী। কুমার, এ দুচারিগী, নিশ্চয় মনে

ধারণা করেন।

অনাথ। মহারাজ !

কর কমা অবলা বালায়,

কৃপা করে রাখ পিতা তনয়ের প্রাণ ;

মহাশয়, হরো না নির্দয়,

পবিত্র-প্রাণ,

দোবারোপ নাহি কর তাহে।

রাজা। আরে অভাজন,

কুকুরীর সম তোর মন।

অনাথ। পিতা, যুগ হই তাজহ আমার,

স্থানান্তরে লয়ে বাই প্রাণের পুতুলী ;

পুলে রাজা প্রাণ ডিকা দাও,

চাহি মম জীবন-সঙ্গিনী।

কিনো পিতা, যদি হয় মন,

বধহ জীবন,

ছেড়ে দাও নির্দোষী বালায়।

মন্ত্রী। পাগল, পাগল, পাগলামোর ছাড়া-

ছড়ি। নসে, তুই কেবল ধরা পাড়ে গেলি।

রাজা। মন্ত্রী, দেখছ না সর্বনাশ উপস্থিত,

কুমারকে উদ্বিগ্ন করেছে, একে সাধারণ

কারাগারে রাখা গে। বরকর, তুইও আজ

থেকে বন্দী, এ পুরীর বাইরে যেতে চেষ্টা

করলে রক্ষীরা তোরে নিবারণ করবে।

[বিরজা ও রুক্মিণীর প্রস্থান।

স্বামীজী, কি এ।

কাপা। আপনি ঠিক আজ্ঞা করেছেন,

সহসা গুরু প্রাণবধ করা উচিত নয়।

রাজা। বা হোক, পরমা দুন্দরী বটে !

অনাথ। হা হতভাগিনী। আমি তোমার
প্রাণবিনাশের কারণ হইলাম। আহা,
আমার প্রাণ কেটে যার, রাজা। হলে
কি এইরূপ নির্ভর হতে হয়? তবে
রাজপুত্র হওয়া বিড়ম্বনা।

মন্ত্রী। কুমার আশুন, শব্দ্য শব্দ্য।
অনাথ। আমি এইখানেই থাকবোঁ।
মন্ত্রী। কুমার, রাজ-আজ্ঞা।
অনাথ। উঃ! এতদূর—চল!

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক।

—(১)—

কাপালিকের গৃহ।

(কাপালিক ও সোনা।)

সোনা।—

(ঈতঃ)

কে বলে রে সর্দনাস্ত্রী।
নাম নিলে তোর হয় আনন্দ।
তোর কপালে আগুন জলে,
যেখি নো তোর সকল মূল্য।
থাকিস্ তো ভিখারীর ঘরে,
ভাতার থাকে নেশার ঘোরে,
ছারকপালী বিধ দিলি,
তুই তার আদর ক'রে—
রক্ত খেয়ে বেড়াস্ ঘেয়ে,
তোর নামে আমার হয় বোঁ সখ।
সাধ ক'রে যে নাম নিয়েছে,
সেই তো গারে ছাই যেখেছে,
অ্যাচ্ছে মরা হয়ে রয়েছে,
তোর ঘোর তরঙ্গ মদের রঙ্গ,
বোঁকা বার না ছব বন্দ।
তোর চাঁদ পড়ে পায়, ছাড়-মালা ধাই,
দে'খে মনে লাগে ধক্‌ ॥

কাপা। সোন, গান রাখ, ভৈরবী হয়ে
বোস্।

সোনা। আর রাখ তোর ভগ্নাঙ্গী। মদ
খেয়ে বিহার অমন ঘরে ঘরে হচ্ছে,
তা হ'লে সবাই সিদ্ধ হ'ত। শোড়ার-
মুখো আর কি—সিদ্ধ হবে।

কাপা। দেখিস্ কোন্‌ শালা না সিদ্ধ হয়?
মাইরি বলছি, ছুটো জিনিস দরকার
ছিল, এক পদ্মিনী কস্তার বর্ষ নষ্ট আর

এক প্রেমিক রাজপুত্র বলিদান, তা
হ'লেই সিদ্ধ হব। বর নিয়ে রাজা
হয়ে বসবো, জানুলি হারামজাদী!
আমার কপালে রাজদণ্ড আছে—
জানিস্!

সোনা। তোর কপালে রক্তও আছে।
আহা, পুরুষের কি মুগ্ধো গো, আবার
রাজা হবেন!

৷ দেখে, বেটী, চক্ষে বসে আমার মন
চটাস্‌নি, আমার শিবভাবে ভাব, চক্ষে
আমি ভৈরব, তুই ভৈরবী।

সোনা। কান্টাপনা কেন কর বল তো?
কাপা। দেখ, যে দিন রাজা হব, সে দিন
তোরে সাত পরজার ঝাড়ব।

সোনা। সে তো যে দিন তোর মুখে
আগুন দেব

কাপা। কি—তুই অবিশ্বাস করছিস্?
আমি রাজা হব, তা বিশ্বাস করিস্‌ নি?
আমি দেখে নিচ্ছি—শোন্‌, যব
যোগাড় হয়েছে; প্রেমিক রাজকুমার
রাজার ছেলে, সে বেটা বিবাস্ত্রী
হয়ে বেরুলো ব'লে, আর পদ্মিনী ঘেয়ে
কারাগারে বন্ধ করেছি, যে দিন বার
ক'রে নিয়ে আসবো, সেই দিন সিদ্ধ।

সোনা। তোর ঐটে বাহাদুরী আছে,
রাজার সঙ্গে কি ক'রে জুটিলি?

কাপা। তুই বেটী কি ক'রে জানিস্, আমি
রাজার গুরু, আমি তারিক উপাসনা
শিখিয়েছি, রাজাকে চক্ষে বসিয়েছি,
আমি কারণ তৈয়ের ক'রে দি, তবে
রাজা থায়। রাজাকে চিরবোঁবন আর
অমর ক'রে দেব বলেছি, কিন্তু তা দিচ্ছি
নি; জগদমহারক্ষপার আমি রাজা হই,
তোরে চিরবোঁবন ক'রে দেব—জানুলি!

সোনা। আর তোরে ভাগাড়ে রেখে
আসবো—জানুলি?

কাপা। শোন্‌ বলি, তোকে সেই মদে-
টাকে বার করে আনতে হবে, আমি
সব যোগাড় করবো, তুই রোজ কারা-
গারে যাবি, তারে খুব ভালবাসা

জানাবি, তোকে মাসী বলবে, তার
পর এই শিক্ষাপ্রদে, আবি। আর
রাখপুত্রকে—সে আমি ঠিক করে নেবে,
মসেকে যে পারি, যাকে যে পারি।

সোনা । মুখপোড়া, খাত্তা মারি তোর
মুখে, আমার সঙ্গে বাংলায়ো ! তোর
হাড় শুক, তুই সিদ্ধ হবি।

কাপা । হবই তো, তোর বাবারাকি ?

সোনা । আমার বাবার নয়—তোর বাব
মাথাব্যথা । মাতালামো কোচ্চো, রাজা
শুনলে যে গর্দান নেবে । আমি ধান
পাই, শোন ।

সোনা ।— (স্তম্ভ)

তোর মুখ দেখে কি হয় না লো ভব,

কোন গুণে মা বলে তোরে ।

মায়ের কি ধার ধারিস, বেটা,

মা বলাস, তুই গায়ের জোরে ॥

তুই কি বেটা মায়ের মতন,

মা'র মত কি জানিস, যতন,

বল আবারি কাঁদার কে এমন,—

পা, চোখে তুই মারলি পতি,

যত মা'র নেসার ঘোরে ॥

তোর আঁধার বরণ বসন দখলি,

কবে কার তুই হলি হিতৈষী,

তোর বরণ-ঘটায় পাগিয়ে যায় নিশি,—

(ওলো ও সর্দনাসী) ।

রাকসী তুই খিদের চোটে

হুঁই রাখিস উদরে ॥ ১ ॥

কাপা । মাইরি, পান খাম, আমার কথা

শোন, দুটো প্রাণের কথা শোন

সোনা । না, আমি শুনবোনা—বা ।

কাপা । শোন না—মাইরি সিদ্ধ হব ।

সোনা । বাঃ—তোর সিদ্ধি হয় না, আমি
চন্দ্রম ।

[প্রস্থান ।]

কাপা । তবে রে শালী, জপে ব্যাভাভ,
খুন করে ফেলবো !

[প্রস্থান ।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

কারাগার ।

(সোনা ও বিরজা)

বিরজা । অহরোধ করো না আমার

তাজিতে এ কারাগার,

কারাগার অন্ধকার যোগ্যস্থান মম,

এই স্থানে অনশনে তাজিব জীবন ।

লোকের গজন, কলক-ভাজন,

সংসারে কোথায় মোর স্থান ?

উজল তপনে কোন লাজে দেখাব বদন ?

জান না জান না ও লো স্থলোচনা,

কারাগারে লভেছি জীবন ;

বাস সনে অধীনতা এসেছে আমার,

অধীনতা-বর্জিত শরীর ;

চিরবন্দী আমি,

অধীনতা কিনিব নৌ প্রাণ-বিসর্জনে ।

কিন্তু এক খেদ রহিল গো মনে,

নুপতি-নন্দনে আর না হেরিব,

মধুর বচন আর না শুনিব,

কর-স্পর্শে ভুলে যাব অধীনতা,

এই সাথে দেহ নাহি ত্যজে পোড়া প্রাণ

মাথ বটে দেখিতে কুমার,

কিন্তু মন বাঁধিয়া রাখিব,

আর না হেরিব তাঁরে,

অপরিহৃত দর্শনে আমার,

করিয়াছি কলঙ্ক সঞ্চার আমি

সে পবিত্র প্রাণে ।

আহা, জান যদি বল,

কি দশায় আছেন কুমার ?

হার হার !

বহি হের ঘণা হ'ত মম কার,

ভিক্ষা-অরে করিতাম জীবন-বাণ,

তা হলে না দেখা হ'ত তাঁর সনে ।

সে রিক্ত প্রকোষ প্রাণ

কাটিত না কলরু কুৎসিত কণী,
সেই হাতাধর মলিন না হ'ত !
আহা, নাহি জানি কি ভাবে রয়েছে—
সে আমাকে ভালবাসে ।

কহ শ্লোচনা,
রমণী-স্বপ্নে এতই যন্ত্রণা সহে ?
বড়ই যন্ত্রণা—

সে বিনে কে বুঝিবে বেদনা হার !

সোনা । বলি, অমন কেঁদো তখন, অন্ধ-
কার যদি ভালবাস, বনে ব'সে কাঁদলে
হয় না ? তোমার যাতনা বাড়বে ব'লে
বলি নি, তুমি রাজার কু-নজরে পড়েছ ।

বিরজা । তিনি পিতা মম ।

সোনা । কে বলে তোমার চতুরা ? তুমি
কিছুই জান না, কামান্দ পুরুষের কাছে
সম্পর্ক-বিচার নাই । রাজা তোমার
জন্ত উন্নত হয়েছে, তাই তোমার মেয়ে
কেলতে হুকুম দেয় নি ।

বিরজা । ভাব কি লো পরম্পর্শে হবে এ
জীবন ?

সতী, জান না কি সতীর চরিত ?

কার মন প্রাণ পতিপদে সমর্পণ,
গতি প্রাণ, পতিই জীবন,
তাই আছে প্রাণ,
তাজিবার নাহি মম অধিকার ।
কিছু হবে অজ্ঞে বাদী হবে,
দেহ ছাড়ি তখন পলাবে,
মিনিবে পতির পার ।

সোনা । বুঝলেম, তুমি পতিপ্রাণা, কিছু
যদি প্রাণ না বেরুলো, হুঃখে লোক
বাই বলুক, প্রাণের মমতা বড় কঠিন ।
হুঃখে যদি প্রাণ যেত, তবে হুঃখে ভয়
কি ? তুমি সতী, বিপদ ডেকে এন
না, যারা সতী হারিয়েছে, তারা জানে
বে, কি রকম কামুক-পুরুষের ছলে ভুলে
হারিয়েছে । পরম্পর্শে প্রাণ যেন গেল,
তোমার দেহ ত পতির—সে দেহ কাম-
দৃষ্টিতে দেখবে, এই কি তোমার সাধ ?

বিরজা । মা না, বল, এখন হ'তে যাবার
কি উপায় আছে ?

সোনা । এই নিদর্শন নাও, আমার এই
চান্দর তুমি নাও, তোমার থানা নাও ।

বিরজা । তুমি আসবে না ?

সোনা । না । শোন—আর ঘ্যান্‌ঘ্যানি
ভুল না, এ নিদর্শনে একজন বাইরে
যেতে পারে, আমি এখানে থাকবো ।
“যে যেমন বর্ষর, আপনার কাজে তৎ-
পর” । তুমি মনে কচো, আমার প্রাণ-
বধ হবে—তা ভেব না, আমি তোমার
উপকারে আসি নি, আমার নিজের
উপকারে এসেছি ।

বিরজা । তোমার উপকার কি ?

সোনা । যাও যাও, আর দেয়ি ক'র না,
সে অনেক কথা । সতী হ' পরম রত্ন !
বিলম্ব ক'র না, আপনার সন্তানের প্রাণ
বধ ক'রে যদি সতী হ' রক্ষা করা হয়,
তাও উচিত, আমার জন্ত ভেব না,
তোমার রাজপুত্র কি দশায় আছেন,
দেখ গে; যাও যাও, সতী হ' পরমনিধি !

বিরজা । মা, তুমি কে ? দেবী কি মানবী ?

সোনা । রাজা এখন আসবে ।

বিরজা । মা, তবে আসি ।

[বিরজার প্রস্থান ।

সোনা । আমার কথা কর্কশ, রাজা পোড়ার-
মুখো কথায় যদি ধরতে পারে ? আ মর,
কামান্দ কি কখনও দেখিসনে ? তাহলে
আবার নৃত্যপারী—এখনই পোড়ানো
আসবে ।

(গীত ।)

আমি ভয় মাখি জটা রাখি

পরি গুলে কণীর হার ।

জাংটা খ্যাঁপা বলদ-চাপা পতি যে আমার ॥

ক'রে পাঁচ বছরে পঞ্চতপা,

পেরেছি প্রাণের খ্যাঁপা,

প্রাণ সঁপেছি দিয়ে পারে কলিকা চাঁপা :—

আমার সে ভালবাসে,

মাশানবাসী আমার আশে,

আমার তরে আঁখি-নীরে

সদাই সে ভাসে :—

প্রাণখোলা সে ভাঙছে ভোলা,
আমা বই আর নাইক তার।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। এ খোর অন্ধকার! ঠান্ডা নাই—
দুতী বেটা বল্লে,—আলো আনলে চোটে
যাবে। বিরজা, আহা, কি যথুর স্বর!

সোনা। (অন্তর্কণ্ঠে) আমার ছুঁও না।

রাজা। (প্রমত্তভাবে) বিরজা, তোমার
জন্ত প্রাণ যায়, দুতী তো আমার সকল
কথা বলেছে।

সোনা। দুতী বলেছে—তোমার মুখে
তিনি।

রাজা। আর কি শুনবে, তোমার জন্ত
আমি মরি! তুমি তো আমার ছেলেকে
চেরেছিলে সুখে থাকবে বলে, আমি
রাজা—আমার চেরে কে তোমার সুখে
রাখবে?

সোনা। তোমার ছেলে যখন রাজা হবে,
আমার যে গর্দানা নেবে।

রাজা। সাধা কি?

সোনা। কার সাধা বল্ছো? তুমি কি
তখন যমের বাড়ী থেকে ফিরে আসবে?
সে তখন রাজা হবে, যা খুসী তাই
করতে পারবে। তুমি রাজা হয়ে
তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছ, কে কি
করছে?

রাজা। তুমি বড় চতুরা, এই জন্তই তোমার
ওপর এত আমার মন। ও ছোঁড়া-
ছুটকো কি ভাল লাগে, তুমি এমন
রসিকা।

সোনা। সাধে ভাল লাগে, তোমার মত
পোড়ারমুখো কোথায় পাই বল বে,
নিভি নিভি আগুন জ্বলে দিই।

রাজা। তুমি আমার ঘরে এস, অন্ধকারে
আমোদ হয় না।

সোনা। না, কথা শেষ কর।

রাজা। কি আর শেষ করবো?

সোনা। তুমি যখন মরবে, তোমার ছেলে
যদি আমার ঘরে জ্বলে, কি করবে?

রাজা। আর সে কথা রেখে যাও; শোন;
সে বা হয় হবে।

সোনা। আমার ছুঁও না। দেখ, আমি
পদ্মিনী কস্তা, চির-বোবনা; আমার
ঠিকুজীতে লেখা আছে, যে আমার
স্বামী হবে, সে অক্ষর অমর হবে, আর
উপপতি হ'লে ছমাস বাঁচবে না।

রাজা। অ্যা, সত্য! আমি বলি, স্বামীজী
মিথ্যা কথা বলেছে।

সোনা। সত্যি না তো কি? তুমি তো
আমার উপপতি হবে, ছমাসের মধ্যে
ভাগাড়ে যাবে। তখন তোমার ছেলে
আমার কাঁটবে।

রাজা। তুমি আমার বা বল, আমি তাই
করবো।

সোনা। আমি কি আর বলবো, আমার
বদি বেঁ কর, ডাঙেও সর্বনাশ; লোক-
নিন্দাতে আমার ত্যাগ করবো, আর
এ দিকে যমরাজ চলে ধরবে।

রাজা। ভাল বিপদ! তুমি আবার পদ্মিনী
হ'তে গেলে কেন?

সোনা। তা না হ'লে তুমি আমার পাদো-
দক জল খেতে আসবে কেন?

রাজা। বাঃ বাঃ, এমন নইলে মেয়েমানুষ!
কোন বেটা বলছেন, “মহারাজ, অপরাধ
নেবেন না,” “মহারাজ” “রাজাধিরাজ।”
একটু প্রেমালোপে বল্লেম—কেউ বলেন
“আর্য্যপুত্র।” কেউ বলেন “ভর্জু-
দারিক,” মান করলেন, “হা হতোহসি,”
পান দিলেন, “হা দীর্ঘোহসি।” এক বেটা
একদিন গালে ঠোনা মাঝতে পালে না।

সোনা। ও গালে কি ঠোনা মাঝতে ইচ্ছা
করে? যদি কারকে চূণকালী দিতে
বলতে, তা দিত। এখন পোড়ারমুখো,
লজ্জাও করে না, বেটার কপালে ধুলো
দিতে এসেছ?

রাজা। আমরা তাম্রিক, বেটা তো বেটা—
হাঁ।

সোনা। তোমাদের রাজবাড়ীতে কি ছপ
আসে না—

রাজা । এ মজা ক্রমে জানবে, আমি তোমার উপদেশ দেব—গর্ভধারিণী ব্যতীত সকলেই ভৈরবী, আর আমি ভৈরব ।

সোনা । তুমি ভৈরব না আবাগের বেটা ভূত ?

রাজা । আমি যদি ভূত হলেম, তুমি কি হ'লে ?

সোনা । আমি আবাগের বেটা পেটী না হ'লে তোমার সঙ্গে যুটতে চাই ? এখন করবে বল ?

রাজা । তুমি চিরযৌবনা

সোনা । এই তো আমি শুনেছি, তোমার সভার তো পণ্ডিত আছে, গুণিয়ে দেখ না

রাজা । না না, আমি শুনেছি, আমার গুরু স্বামীজী বলেছেন যে, তুমি চিরযৌবনা ।

সোনা । তবে তো সত্যি কথাই, তোমার গুরু যখন বলেছে । যাও তাই, তুমি চ'লে যাও, হ'মাসের জন্ত পিরীত ক'রেকি হবে ?

রাজা । আর যদি তোমার আমি বে, করি, তা হ'লে তো পরমায় বৃদ্ধি হবে, সেও গুরু ব'লে গেছেন ।

সোনা । তা হ'লে তুমি বুড়ো জাম্বানু হবে, চারযুগ অমর ।

রাজা । তবে আর কি, এস ।

সোনা । বে' করবে, লোকলজ্জা হবে না ? তখন আমার যে ত্যাগ করবে । লোকের বলবে, 'এক বেটা বেঙ্গা গুর ছেলের কাছে ছিল, তাকে বে' করেছে ।

রাজা । তা বলে বলবে ।

সোনা । বলে বলবে না, লোকের কাছে যখন মুখ পাতে পারবে না, তখন ত্যাগ করবে ?

রাজা । না না ।

সোনা । তা আমি শুনি নি ।

রাজা । তা ত্যাগ করি করবো—তুমি এস ।

সোনা । আহা ! কি রসের কথাই বলে পা !

এ তবু ছয়মাস ঘর করতে পার !

রাজা । তবে কি হবে ?

সোনা । আচ্ছা, আমি পরখ ক'রে দেখি,

তুমি লোকনিকার ভর পাও কি না ?

আমার সাত দিন একটা ব্রত রাখ করতে হবে, এ ক'দিন বিবাহ হবে না,

তোমারই অকলাপ হবে, তাই বলছি, সেই ক'দিন তুমি রাজ্যে ঘোষণা লাও,

যে দূতী হয়ে এসেছিল, সোনা না কি নাম, তাকে তুমি বে' করবে, আমি তা

হ'লে টের পাব যে, লোকলজ্জায় আমার ত্যাগ করবে কি না ? যদি এই কথা

প্রচার কর, তা হ'লে তোমার আমি প্রাণেশ্বরী হব—আর তুমি আমার

প্রাণেশ্বর ।

রাজা । আরে ছি ছি ! সে বেটা বে বিপ্রী দেখতে, লোকে যে চূণ-কালি দেবে ।

সোনা । আর বৌও হ'লে দেবে না ?

রাজা । তোমার দেখলে সবাই বলবে, বা হোক, পছন্দ বটে ।

সোনা । তুমি কি সত্য সোনাকে বিয়ে করবে ? আমি তো তোমার হব । এ কাজ তুমি পারবে না, তোমার আমার মতন কত হবে, আমার জন্ত এত করবে কেন ?

রাজা । তোমার জন্ত আমি প্রাণ দিতে পারি, আচ্ছা, যা বলছ, তাই করবো ।

সোনা । আমার একটা আলাদা বাড়ী ক'রে দাও, সোনা বই আর সেখানে কেউ যেতে পাবে না, ব্রতের জন্ত যা যা হয় কার হবে, আমি সোনাকে দিয়ে ব'লে পাঠাব ।

রাজা । কি ব্রত ?

সোনা । সাবিত্রীব্রত, তোমার প্রমাই বৃদ্ধি হবে ।

রাজা । দেখ, সাতদিন করো না, দু'দিনে সেরে নিও ! আমার তোমার জন্ত প্রাণ ব্যয়, এস, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি ।

সোনা । বাব, কিন্তু আলোতে আমার দিকে চেও না, তা হ'লে আমার ব্রতভঙ্গ হবে ।

রাজা । যখন দু'দিন অপেক্ষা করবো বলছি, তখন আজ রাতটাও কাটাও, চল, এই গুলপথে এস, তোমার কারাধাক্কা

হৃদয়ে যেনে মাই, সে তোমাকে নূতন
বাঁধীতে যেনে আসবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

— — —

নদী-তীর ।

(বিরজা ও মাধুলী ।)

বিরজা । নাহি জানি কি বন্ধনে
রাঁধা আছে প্রাণ,
চরম সময়
ভর হই ছেড়ে যেতে কলেবর ।
বৃষ্টি আশার বন্ধন ;
আশা কর হবে তোর সুদিন উদয়,
ঠেকে ঠেকে তবু নাহি শেষে ;
আশার ছলনে ক্রীতদাস,
রাখে তার বিক্রীত জীবন,
ভাবে একদিন স্বাধীনতা হবে লাভ ।
দরিদ্র বে জন,
হেরে আশার স্বপন,
একদিন রাজসিংহাসন পাবে ।
চিরপরাদীনা পরায়-পালিতা,
তবু আশা নির্মল হলো না হৃদে !
আরে আশা—
ভুলিব না ছলনায় আর !
যা হবার হয়ে গেছে তবু প্রাণ আছে,
ধন্য আশা—ধন্য তুই প্রত্যয়ক !
তন লে স্বজন,
মৃত্যুকা লে করি আশীর্বাদ,
পূর্ণ হোক তোমার ঘন-সাধ,
লয়ে তব হৃদয়ের চাঁদ,
হৃৎ সখী কলবতী ;
কতু মনে করো অভাগীরে ।
যদি কতু হয় লো সুযোগ,
রাজপুত্র সনে হয় দেখা, বলো তাঁরে,
মরেছিল তাঁহারে হৃদয়ে ধরে !
হায় সখি, কে যেন কে যেন

এখনও মরিতে করে মানা,
হৃদয় বাসনা এখনও তাঁহারে চায় !
দেহ লো মেলানি,
বিদায় মাগিছে অভাগিনী !
মাধুলী । সখি, কেন তুমি আপনারে
ভাব অভাগিনী ?
মনে মনে কর লো বিচার,
দেখ বিধি বিধাতার,
তব প্রেমপাশে বদ্ধ রাজার কুমার ।
যত্ব কিনা খুলিল লো কারাগার-দ্বার,
অবশ্য ইহার আছে কোন পরিণাম ।
আজীবন ছিলে পরাধীন,
এবে উদয় সুদিন,
অধীনতা নাই কার ।
এ জীবন দিলে বিসম্বদন,
আর কি গো ফিরে পাবে ?
হও সখি স্রোতে তৃণসম ।
চল দৌড়ে ভেসে যাই যথা লয়ে বায় ।

বিরজা । যে বেদনা মরমে মরমে,
জানাব কেমনে ।
শুন্য বিবরণ কহিতে সরম,
রাজা করে মম প্রেম-আশ ;
পুরাইতে এ প্রেম বাসনা,
পুত্রে দেছে কারাগারে ।
কব কারে, হৃদয় বিদরে
মনে হ'লে কুমারের চাঁদমুখ ;
হায় পাপিনীর তরে,
কি দুর্গতি হ'ল তাঁর !

মাধুলী । তাই বলি রাখিতে জীবন ।
নৃপতি-নন্দন,
প্রাণ মন করিয়া অর্পণ,
তোমাগ্নে হৃদয়ে দেছে স্থান,
কাদে নিরন্তর, তুমি স্বার্থপর,
বারেক না ভাব তাহা ।
প্রেমে বাঁধ প্রাণ,
পতিরে উদ্ধার কর ।
তনেছ কাহিনী, দুঃখিনী রমণী
সাবিজী পতিরে দিল প্রাণ ।
করিলে যতন—অসাধ্য-সাধন
সতী নারী করিবারে পারে ।

কারাগারে বন্ধ আছে স্বামী,
 কেন লো স্বজনি উদাসিনী তুমি
 তাঁর কল্যাণ-সাধনে ?
 তুমি উচ্চ-প্রাণ, বাধ প্রাণ,
 পতির দুর্গতি কর দূর।

বিরজা। সুভাষিনি! তোমার কথায়
 হয় আশার সঞ্চার।
 বল যদি থাকে লো উপায়,
 চিরদাসী হব তোর পার।
 পুন তাঁর পাণ দরশন,
 মধুর বচন করিব শ্রবণ,
 পরশে পূরিবে প্রাণ-মন ?
 বল দ্বরা-তরি কি করি কি করি,
 কেমনে আনিব তাঁরে ?
 বারেক লো হেরি সে বদন,
 তথনি দিব লো ছার প্রাণ বিসর্জন,
 রবে না বাসনা আর।

মাধুলী। ভাবি তাই—কুল নাহি পাই,
 কি উপায় করিব স্বজনি!
 আমি তোমা দুই জনে হেরিয়ে নরনে,
 পড়েছি বিষম ক্ষেত্রে।
 কেন দূতী হয়ে
 তোমা ধোঁহে বাঁধিলাম প্রণয়-বন্ধনে,
 নহে কি ঘটিল এত দায়!
 শুনেছি কাহিনী,
 প্রাণ শিহরে স্বজনি,
 কাপালিক দুরন্ত দুর্জয়—
 স্বামীজী যাহার নাম—
 করে তব প্রেম আকিঞ্চন;
 দেখিলে তোমার সেই দুরাশয়,
 বলে ধ'রে লয়ে যাবে।
 রহিতে নগরে কেমনে কহিব,
 এতক্ষণ চারিদিকে ফেরে তার চর,
 হোথা—
 অট্টালিকা-মাঝে বন্দী রাজার কুমার
 কি উপায়ে করিব গো ঠাহারে উদ্ধার,
 সঙ্কটে কেমনে কুল পাব!

বিরজা। কেবা সে দুরন্ত কাপালিক—
 কেমনে আনিবে সমাচার ?
 হার সখি, রূপ মম হ'ল অরি।

মাধুলী। লোকে কর সদাশয় সেই দুরাচার,
 দীক্ষাগুরু মূপতির।

গিয়ে আশ্রমে তাহার,
 সাধিলাম পদে ধ'রে,
 তোমা ধোঁহে করিতে উদ্ধার।
 সে বর্ষর করিল স্বীকার,
 কহিল নাহিক কিছু ভয়।
 সোনা নামে ছিল সঙ্গে নারী,
 সঙ্গে তার পাঠালে আমার,
 দাঁড়াইতে কারাগার-দ্বারে;
 কহিল দুর্গতি—“বাও শীঘ্রগতি,
 উদ্ধার হইবে সখী তব,
 কিন্তু চারিদিকে অরি, তাই ডরি,
 নুকায়ে সখীয়ে তুমি এনো মমাত্মমে”—

বিরজা। মহা উপকারী!
 দুরাচারী কেন বল তারে ?

মাধুলী। পথে সোনা কহিল আমার,
 “প্রত্যয় না কর কভু ইহার কথায়,
 বিরজার গর্ভ নষ্ট করিবে দুর্জয়,
 তাই আকিঞ্চন,
 নিকেতনে আনিতে তাহারে।
 ভণ্ড এ পাষণ্ড,
 ক রে ধর্ম নষ্ট মোর,
 এ দুন্দশ্য করেছে আমার।”
 শুনি সেই শিহরিল কলেবর,
 কহিল রমণী,
 “বিরজার মুক্ত আমি করিব এখন;
 কিন্তু সাবধান।

ছলে ভুলে, যেও না সে দুর্জনের স্থানে।”
 বিরজা। অনাথিনী যে রমণী রূপ তার অরি!

শুন লো সুন্দরি,
 কেবা জানে কিবা আছে কার মনে।
 ভিখারিণী-বেশে রহিব এ দেশে,
 দেখি যদি পারি কোন উপায় করিতে।
 ভাবি সখি তোমার কি লশ্য হবে;
 হার—কি দারে পড়িলে তুমি
 আমার কারণে।

না পেলে আমার বধিবে তোমার
 কাপালিক দুরাশয়,
 রাজদণ্ড দেবে নহে রাজারে কহিয়ে।

কানে ফিরে,

ছেড়ে বেতে তোমারে স্বপ্ননি ।

মাহুলী । বে দশা তোমার,

আমার সে দশা সখি !

দাসী হয়ে আসিলাম সেবিতে তোমার,

ভরী সম রাখিলে আদরে,

সে ঋণ কি এ জীবনে হবে শোধ ?

হুথিনী-নন্দিনী—

অচেতনে গেছে চিরদিন ;

কিন্তু যেই দিন হ'তে আমি তব সহচরী,

বতনে তোমার,

ভুলিয়াছি হুথিনী-ঝিয়ারী ;

তব প্রেম ভুলিতে কি পারি !

সখি ! তুমি সরলা বালিকা,

নাহি জান সংসারের বিবরণ ।

দাসী তব রবে সাথে সাথে,

মনে জানে কিঙ্করী তোমার ।

বিরজা । তুমি ভরী, হিতৈষিনী প্রাণসখী মম ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—:—:—

রাজবাটীর প্রাঙ্গণ ।

(নন্দীরাণ)

নন্দী । আচ্ছা নসে, রাজার ছেলে তোর কে ?—কেউ না । তবে তোর মন টানে কেন ?—তা নইলে আসবো কেন ? কি বল দেখিন, তোর মনের কথাটা কি ?—কি জানি বাঃ বাঃ বাঃ ! বেশ ! আমি খানিক হরি হরি করবো, ও খানিক করবে ! আমার আমি খানিক হরি হরি করবো, ও খানিক হরি হরি করবে—যেই যেই ছ'জনে নাচ । আর ও যদি না হরি হরি করে, নসে স'রে পড়বে ।

(কাপালিক ও সোনার প্রবেশ)

কাপা । নন্দীরাণ, কি করছো ?

নন্দী । পাগলামো ।

সোনা । কেন, পাগলামো করা কেন ?

নন্দী । আ মর পাগলী বেটা ! তুই পাগলামো করছিস কেন ?

সোনা । আমার আর পাগলামো কি দেখলি ?

নন্দী । বেটা হাওয়ার কাদ পেতে ব'লে আছ—আর পাগলামো না ?

সোনা । এ কি, পাগলা আমার কথা জানে নাকি ?

নন্দী । কেমন বেটা, মুখ শুকিয়ে গেল যে, পাগলামো করছিসনি ?

সোনা । এটা কি বলছে ?

কাপা । তুই যেমন ওর সঙ্গে পাগলামী করছিস, ওর বা মনে আসছে, বলছে ।

নন্দী । আর তোরা যাচ্ছে—তাই করছিস ।

কাপা । করছি করছি, চূপ ক'রে বোস ।

নন্দী । বেশ—রাজী আছি ।

কাপা । কি হ'ল, তুই আন্তে পারলিনি কেন ?

সোনা । এ রয়েছে, এর সামনে কি বলছো ?

কাপা । ও আপনার মনে আছে, তুই বল না ।

সোনা । কা'কে নিয়ে আসবো, কারাগারে তো কা'কেও দেখতে পেলেন না ।

কাপা । দেখতে পেলিনি কি ? তুই কোন্ কারাগারে গিয়েছিলি ?

সোনা । লালকুঠিতে ।

কাপা । বেরিয়ে এসে সখী ছুঁড়ীকে দেখতে পেলেনি ?

সোনা । না । আমি কারাগারের ভিতর খুঁজে খুঁজে কাককে না পেয়ে বাইরে এলেম, দেখি, সে সখী ছুঁড়ীও নেই, কের ভিতরে গেলেম, যে খালি ঘর, সেই খালি ঘর ।

কাপা । সে কি ?

সোনা । তুমি গিয়ে দেখে এস না ।

কাপা । কোথায় গেল ?

সোনা । ডা কেমন করে জানবো ?

নসী । মুকিডসা জাল বোন, আপনার জালে
আপনি জড়াও, কি মজার মায়া, বাঃ—

কাপা । নসীরাম, কি বল্‌ছিস্ ?

নসী । কেন বাবা ফের আমার সঙ্গে ?
আমি একদিকে আছি, তোমরা এক
দিকে থাক ।

সোনা । এ কে ?

কাপা । ও জানিস্‌নি, সেই যে পাগলা
রাজাকে ঔষধ দিয়েছিল, রাজা ভাল
হয়েছে ।

সোনা । ও এখানে কেন ?

কাপা । সেই অবধি যেখানে সেখানে যেতে
পারে, ওর পাগলামীতে রাজা খুব খুসী ।
পাগলামো দেখতে রাজারা অমন
একটা পাগল রাখে । তার পর কি হ'ল,
বল্ ।

সোনা । আর কি হবে, আমি ফিরে এলেম ।

নসী । রাধিকা, অত চাতুরী ভাল না,
কালাচাঁদের কাঁধে উঠবে ? কালাচাঁদ
পালাবে বাবা !

সোনা । এ কি বলে—ও সব বোঝে, ও
ঠাট্টা করছে ।

কাপা । ও আবার কি ঠাট্টা করবে—তুই
বল্ ।

সোনা । আমি তো কারুকেই দেখতে
পেলেম না, তুমি বরঞ্চ দেখে এস ;
তোমার কেমন আমার প্রত্যয় হ'ল না,
এক সখী সঙ্গে দিলে ?

কাপা । আমি তোকে কি অবিশ্বাস করছি,
বিরজা যদি না আসে ।

সোনা । আমি বুকেছি, রাজা কোথায়
সরিয়েছে । বেশ হয়েছে, পোড়া-
কপালে, যেমন তুমি আমার বৃকের
উপর দাগা দেবার মতলব করেছিলে,
তেমন রাজা তাকে নিয়ে সিদ্ধ হবে ।

কাপা । আর রেখে দে তোর রাজা,
তার যো নাই ; আমি ভয় দেখিয়ে
দিয়েছি যে, সে পদ্মিনী কন্যা, তার
সতীত্ব নাশ করলে ছ'মাসের জিতর
হতে হবে ।

সোনা । আর বিয়ে করলে তো প্রমাই
বাড়বে ।

কাপা । অ্যা—অ্যা !

সোনা । বলি শোন না, রাজা যদি বিয়ে
করে ? তুই ত বলেছিস্ রাজাকে বলবি
যে, বিয়ে করলে প্রমাই বাড়বে ?

কাপা । তোরে কে বলে ?

সোনা । কেন, সে দিন চক্রে যে আমার সব
বল্লি । আমি জানি, তুই মুখপোড়া সিদ্ধ
হতে পারবিনি । আমার কি কপাল
তেমন—তুই রাজা হবি, আমি রাণী হয়ে
বসবো ?

কাপা । তুই ভাবছিস্ কেন, রাজা কি
লোক-লজ্জার ভয়ে বিয়ে করতে পারবে,
ছেলের সঙ্গে যার বিয়ে দিলে না । আরও
কত ভয় দেখাব । ঠা রে, সে দিন চক্রে
বলেছিলাম ?

সোনা । তা ঘুমন্তই যদি বলে থাকিস্ তো
অত ভয় কেন ? আর তো কেউ শোনে
নি ।

কাপা । তুই এখন যা, যদি তোর কথা মিথ্যা
হয়, বিরজা যদি লালকণ্ঠে থাকে,
তোরে কেটে ফেলবো ।

সোনা । আর যদি সত্যি হয় তো তোর মুখে
খান্সরা মারবো ।

[প্রস্থান]

কাপা । তাই তো, ব্যাপারখানা বি

(অনাপের প্রবেশ)

মনাথ । স্বামীজী এসেছেন ভাল হয়েছে ।

রূপা করি যাও তুমি পিতার সদন,
রাজপদে মম নিবেদন
জানাইও মহাশয়,

ভিক্ষা চাহি রাজার চরণে,

যাব আমি কারাগারে প্রেরণী-সদনে ;

ধর্মপত্নী বিরজা আমার,

কারাগারে রব পত্নী সনে !

* পবিত্র প্রণয়ে যদি থাকে অপরাধ,

অপরাধী আমি শতগুণে,

বালা কত বুঝাইল,

মম মন ধৈর্য্য না ধরিল,
তাই হায় প্রাণদণ্ড হবে তার,
নহে এ উচিত :
বধ্যভূমে উভয়ের বধ প্রাণ,
এইমাত্র রূপা যাচে নন্দন তাঁহার ।

কাপা । হে কুমার !

বজ্রাঘাত আর ক'র না কঠিন প্রাণে ।

আমি সংসার-বিরাগী- -

তবু তোর তরে প্রাণঃকান্দে,

পুত্রাধিক তুমি মম,

হায় ! বিরজার মায়া কর তুমি পরিত্যাগ

অনাথ । তুলিতে কে পারে,

কার হেন অধিকার ?

সে আমার আমি তার তুলিব কেমনে ?

যে জানে সে জানে,

এ তো ভোলা নাহি যায় ।

লয়ে চল পিতার নিকট,

পুনঃ আমি করিব মিনতি,

পুনঃ আমি জানাব এ নিদারুণ জালা ।

আমি মরি !

বিরজা বিহনে প্রাণ যায়—

পলকে প্রলয় হেরি তারে না দেখিলে ।

সে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত,

হায় কি দশায় আছে প্রিয়তমা !

কাপা । আহা ! সরল কুমার,

চেন না সে ফণিনীরে ।

জান না জান না কিবা প্রতারণা ।

আচ্ছাদন ক'রে রাখে সুন্দর আকৃতি ।

শুন, ধৈর্য্য ধর —

ঘিচারিণী সে রাক্ষসী ।

অনাথ । কি—মিথ্যা কথা ! নহে ঘিচারিণী,

সে আমার প্রাণাধিকে, প্রাণপ্রিয়,

সরলা বালিকা আমার প্রাণের প্রাণ ।

কাপা । হে কুমার, কব কি তোমায়,

লজ্জায় মরমে মরি ।

রাজা মুক্ত বিরজার রূপের ছটায়,

পাঠাইল দূতী তার পাশে,

অনায়াসে সে পাপিনী করিল স্বীকার

বিবাহ করিতে ভূপে ;

হবে শীঘ্র উদ্ধাত নিরীক্ষ ।

অনাথ । কি—কি—কি ? না—মিথ্যাকথা ।

কাপা । সত্য, বৃথা কর আশারে প্রত্যার ;

ঘিচারিণী করেছে স্বীকার,

অচিরে সে বরিবে রাজ্যর ।

অনাথ । সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, জগৎ

মিথ্যা ! বিরজা ঘিচারিণী ! ওই বে ।

(মূর্ছা)

কাপা । শীঘ্রই তোমায় শেব হবে, ভৈর-

বীর নিকট শীঘ্রই তোমায় বলি দেব ।

অনাথ । বাও ব্রহ্মচারী বাও,

প্রাণে যদি থাকে তোর আশা ।

নহে বল, ধরি তব পায়,

দেহ মিথ্যা সমাচার,

আমি দাস হয়ে তব পদকরিব হে সেবা,

বল বল শীঘ্র বল মিথ্যা সমাচার,

কেন নরহত্যা হের ব্রহ্মচারী ?

কাপা । হা অভাগা !

এই কি বিধাতা মম লিখিল কপালে—

প্রাণাধিক রাজপুত্র যোর,

তার হেন দশা !

হায় রে, কিশোর প্রাণে

দিলি হেন বাথা !

অনাথ । যাও, বিলম্ব না কর আর,

দেহ শুভ সমাচার ।

জান না জান না বাথা দিয়াছ প্রাণে ।

হায় ! রণভূমে শত্রু-অসি না পশিল হৃদে,

তীক্ষ্ণতর অসিধারে কাটিতে অন্তর ।

কাপা । বৎস, ধৈর্য্য ধর ।

অনাথ । যাও, দূর হও,

প্রবোধ দিও না আর,

হৃদ প্রাণে কি বুকিবি কি বেদনা মম

[কাপালিকের প্রস্থান ।

এ বাথা বুকিতে কেহ নাহে ।

নসী । কি বলি বেদিক—আমার রাধারানী

তোর বাথা বুকিতে পারে না ? তুই

একদিন হায় হায় করেই এই—আহা,

রাজনন্দিনী রাধারানী আমার একশ

বজ্র ধূলোর প'ড়ে কেঁদেছে—আর কক

এমন কালামুখো, কুঞ্জীকে নিয়ে রইলো !

অনাথ । বলীরাম —

নসী। তুমি রাধারাসীর দুঃখের কথা
শোননি—সে প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন
সব কৃষ্ণকে দিয়েছিল, শেষে রাই আমার
ধূলোয় প'ড়ে কাঁদলে!

অনাথ। নসীরাম, তুমিই সুখী।

নসী। তুমিও কেন সুখী হও না? রাজ-
কুমার হওয়ারই শক্তি, আমার মত হওয়া
তো আর মুশ্কিল নয়, নসে পাগ্লা তো
হলেই হলো!

অনাথ। সত্য কি দ্বিচারিণী—এ অপবাদ
দিতে কি স্বামীজী সাহস করবে? ওর
লাভ কি, আমি ওরে ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যিত
দেখলেম; মিথ্যা কথা, সে কি দ্বিচা-
রিণী—নসীরাম, তেয়ার প্রাণের ভয়
আছে?

নসী। অত ঠাউরে দেখিনি, বাচতে হয়
বাঁচবো—মরতে হয় মরবো।

অনাথ। আর দেহে ফল কিবা,
কি স্মৃতি এ জীবন-ধারণ!
দরিদ্র কে কোথা আছে হায়—
যার সনে অবস্থা না করি বিনিময়।
কেবা জলে এ দারুণ বিষে,
পিতা হয়ে শত্রু হয় কার,
কেবা করে হেন ব্যবহার?
ধিক, হেয় প্রাণ কেন রাখি আর!
সত্য মিথ্যা সবিশেষ তত্ত্ব লব।
স্বতিলোপ হয় কি মরণে—
মরণে কি জালা হয় দূর?
মহানিদ্রা লোকে বলে,
সে নিজায় দেখে কি স্বপন?
হলাহল প্রাণে আর না সহিতে পারি।

নসী। আরে, বেশ মজা করছে, ধামকা
ভেবে মরছে—কি ভাবছো?

অনাথ। কি জানি!
গেল, সকলি ফুরাল,
রহিল কেবল স্মৃতি।
স্মৃতি রহিবে জলিবে
নিভিবে কেবল চিত্তানলে।
বেদনা কি লেগেছে আমার?
বুঝিতে না পারি।

আছে কি ব্যথার ব্যথা—
সুখাইব করে,

লেগেছে বা না লেগেছে প্রাণে।

বুঝিতে না পারি সব সম হেরি,

কৈ—কোথা ব্যথা, কোথা অজ্ঞতাণ,

উদ্বেগ কি আছে মম,

কেবা আমি কি কাজে বা ফিরি?

মৃত্যু! ঘুমায় বা জাগে।

অধিক অনিষ্ট কিবা তার;

মৃত্যু-ভয় এত কি কারণ?

জন্ম মরণ মাঝে করদিন এই অভিনয়।

কুৎসিত এ অভিনয়,

যবনিকা-পতন উচিত।

নসী। কি ঠাওরাচ্ছ, ঠাওরাও, ঠাওরাও,
দিন কত ঠাউরে নাও, আমিও কত
ঠাওরাতেম—বুঝলে?

অনাথ। কি ঠাওরাতো?

নসী। সে আগোড় বাগোড় তাগোড় কত
কি তোমার বলবো। কে খাওয়াবে,
ম'লে কি হবে, কেন আর দুঃখ করা,
মলেই হলো—

অনাথ। তার পর?

নসী। তার পর দু'গালে চার চড় লাগিয়ে
দিলেম, বল্লম, শালা মলেই হর আর
বাঁচলে হয় না?

অনাথ। বাঁচা কিসের জন্ত—বা করছি,
তাই করতে?

নসী। কে-তোমায় তা মাথার দিকি দিলে,
আগোড় বাগোড় তাগোড়গুলো ছেড়ে
দিয়ে বাঁচলেই তো হয়।

অনাথ। তুমি যদি কখনও রাজকুমার হতে,
পিশাচীক্রে প্রণয় অর্পণ করুতে, যদি
তোমার পিতা তোমার বক্ষে বজ্রাঘাত
করুতো, তা হ'লে বুঝতে, ঐ চিন্তা
ছাড়া যায় কি না।

নসী। আর তুমি যদি দিন কতক হরি হরি
করুতে, তা হ'লে আমি বুঝতেম যে,
এগুলো ভোলা যায় কি না।

অনাথ। হরি কে—হরি কি আছেন?

নসী। তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন?

জল জল করলে যদি ভেঙে মেটে তো
জল নাই থাকলো।

অনাথ। তা কি হয়?

নসী। হয় না হয়, পরখ করে দেখলে
বুঝতে পার। হরি নাই বলে কারা
জান, বাঁরা একবার হরি হরি করেন,
মনে করেন, হরিকে খুব রূপা করেছি—
তবু হরি কেন এসে তাঁর বাপের বাগা-
নের মালী হয় না; আর হরি আছে
কি না, জিজ্ঞাসা করে না কারা জান,
বাদের হরিনাম করলে করতে প্রাণ
ভরে যায়, যত হরি হরি করে, তত
আমোদ হয়, তারা সাবকাশ পায় না
যে, জিজ্ঞাসা করে, হরি, তুমি আছ কি
না? ততক্ষণ আর ছুটো হরিনাম
করবে।

অনাথ। তুমি হরিনাম কর?

নসী। হরিনাম করব না, মজা ওড়াব না,
তোমার মতন তো আমি পাগল নই যে,
ভাববো, কি হবে, কি করবো?

অনাথ। আচ্ছা নসীরাম, তুমি কে?

নসী। তোমার মতনই সব; তোমায় বলে
কুমার, আমার বলে নসে পাগল।

অনাথ। ও তো বৃন্দলম। তোমার বাপ-
মা তো ছিল?

নসী। তা না তো কি আমি ভুঁইফোড়?

অনাথ। তোমার বাপ কে ছিল?

নসী। লোকে বলতো বামুন।

অনাথ। তোমার পইতে হয়নি?

নসী। ছিল গাছ দুই হুতো; তা আমার
পইতের সময়ই বাপ-মা ম'রে যায়। সে
যদি মজা দেখতে—মা যখন মরতে যায়,
একে একবার বলে, ছেলেটাকে দেখো,
ওকে একবার বলে, ছেলেটাকে দেখো,
কিন্তু ম'রে আর বেটা কুড়ি বছরের
ভিতর ধোঁজ নিলে না। আর আমি—
সেই অশানখাটে হাত-পা ছুড়ে
কারাই কত; এই যে এক একবার
হাসি দেখতে পাও, সেইগুলো মনে
পড়ে আর হাসি। মনে করলে কে

খাওয়াবে, কোথায় থাকবে, বেঁচে সুখ
কি, মরি এখনি, এমন সময় দেখি যে,
নগর-সকীর্জন থাকে, রাধ-বিদ্যে বাজিয়ে
খুব আমোদ করতে করতে চলেছে,
একজন বৈরাগী আমার হাত ধ'রে তুলে,
খেলের বাড়ি শুনে, আর তারা নাচ্ছে,
আমিও নাচতে লাগলেম, হরিবোল
হরিবোল করতে লাগলেম, দেখলাম,
যা মজা, তা এতেই, কারুর ভোয়াকা
নাই বাবা, ব'সে হরি হরি কর।

অনাথ। মজাটা কি?

নসী। ওই ভাবনাগুলো নাই। দেখ
দেখি, এ রকম হ'লে তোমার সুবিধা
হয় কি? মরতেও চাইনি, বাঁচতেও
চাইনি, রাজার বাড়ীও চাইনি, গাছ-
তলাও চাইনি, ক্ষীর-সরও চাইনি, খুদ-
কুঁড়োও চাইনি, ও সব ভাবিইনি, জানি,
ও একদিন সুখ, একদিন দুঃখ আছে,
আছে, সুখ-দুঃখ দু'শালা মজের সাথী;
ও যা হবার হোক, আমি করি হরি-
বোল, হরিবোল, হরিবোল!

অনাথ। নসীরাম, তুমি পাগল নও!

নসী। তার ঠিকানা কি, এ পাগল কি না,
বুঝতে পারে কে জান—যে পাগলও
নয়, অপাগলও নয়!

অনাথ। নসীরাম, হরিনাম করলে কি
স্বতিলোপ হয়?

নসী। কেন, তা তোমার দরকার কি?
এগুলো তখন মনে হ'লে হাসি পাবে—
কত মজা হবে, মনে করবে, রাজ-
কুমারটা কি পাগল ছিল!

অনাথ। হরিনাম করলে কি রাজকুমার
থাকে না?

নসী। না, পাঁচ বেটাতে যা বলে, তাই
তো নাম। আমার যেমন নসে পাগল
বলে, তোমায় তেমনি বিশেষ পাগল
কি অন্য পাগল বা হয় একটা বলবে।
লোকের কি, শালাদের আমি দেখেছি,
যে বেটারা তাদের মতন পাগল না হয়,
আপনার মজার প্রাণে আনন্দ

পাগল। কোন শালা ধনের কাঙ্গাল, কোন শালা মানের কাঙ্গাল, কোন শালা মেয়েমানুষের কাঙ্গাল, কোন শালা ছেলের কাঙ্গাল—যে শালা এই কেদারান্তি না করে, সে শালাই পাগল!

অনাথ। না নসীরাম, তুমি পাগল নও, তোমার সঙ্গে আমি থাকবো, তোমার কথায় আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা হয়।

নসী। আমার সঙ্গে তোমার বন্বে কেন ভাই?

অনাথ। কেন?

নসী। দেখ, তোমার একদিকে সখ, আমার একদিকে সখ। আমি মনে করি, কারুর তোয়াক্কা রাখব না, আর তুমি মনে কর, বেশ একটা সুন্দরী ছুঁড়ী হবে, সে তোমার বলবে ভালবাসি, তুমি তাকে বলবে ভালবাসি; তোমার চাই লোকজন, কেউ যদি না কাছে থাকে, নিদেন একটা নসে পাগলা চাই। আর আমি কি চাইব, তা বুঝেই পাইনি।

অনাথ। নসীরাম, তোমার কি সংসারে চাইবার কিছু নাই?

নসী। চাইবার মত জিনিস একটা দেখিয়ে দাও, পাই না পাই, তবু একবার চাই। সব ভূয়ো সব ভূয়ো, সব ভূয়ো। সুন্দরী ছুঁড়ী—পুড়ে ছাই হবে, লোকজন কোথায় যাবে, তার ঠিকানা নাই, টাকাকড়ি—আজ বলছে তোমার, তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে তার, না যদি খরচ কর তো হুঁহাতে হুমতো ধুলো ধর না কেন, বল, এই আমার টাকা, এই আমার টাকা। একটা জিনিসের মতন জিনিস দেখিয়ে দিতে পার তো চাই।

অনাথ। তুমি যে হরি হরি কর, হরিকে চাও না?

নসী। আরে দূর—যে আমার জন্ত ঘুরে বেড়ায়, তারে আবার চাব কি?

অনাথ।। তুমি কি বল, হরি তোমার জন্ত ঘুরে বেড়ায়?

নসী। বেটা ঘুরবে না? আমি তো আমি—পশু পক্ষী কি পতঙ্গ সবার জন্ত ঘুরে বেড়ায়। কি থাকে, কোথায় থাকবে, আমি ওই মজা দে'খে বেড়াই। খালি লুকোচুরি খেলছে—সকলেরই সামনাসামনি বেড়াচ্ছে, সকলকে দিচ্ছে, কিন্তু সবাই মনে করছে, আমি বাগিয়ে নিলেম। তুমি যদি একবার দেখ, তোমার নাচ-তামাসা ভাল লাগবে না। ঘর ঘর পুতলোবাজী! তার ধরে নাচাচ্ছে, হার নাচ্ছে। তা তোমায় এক কথা বলি, শোন, দু'পাচ জনের তোয়াক্কা যদি ভাই ফের তো আমার সঙ্গে বন্বে না, আর যদি মজাদারী আমীরী চাও তো পারের ওপর পা দিয়ে আমার সঙ্গে ব'সে আমীরী কর।

অনাথ। নসীরাম, এ সব তোমায় কে শেখালে?

নসী। দেখেছি।

অনাথ। কি আশ্চর্য্য, আমি রাজপুত্র হয়ে দিবানিশি জলছি, আর তুমি ভিখারী, তুমি নিশ্চিন্ত আছ।

নসী। এ তো একটা আশ্চর্য্য দেখলে, অমন ঠাউরে দেখ তো আরও কত আশ্চর্য্য দেখতে পাবে, দে'খে দে'খে অরুচি ধ'রে যাবে।

অনাথ। আচ্ছা নসীরাম, তোমার যদি কেউ বন্দী করে?

নসী। বন্দী করে কি—করেছে, পাচ ভুতে করেছে, নইলে আমি রাজারাজ্জার বেটা এমন ক'রে প'ড়ে থাকি? খালি উড়ুর বুড়ুর চুড়ুর যেন কুঁপোর ভিতর ভুত পুরেছে!

অনাথ। তুমি রাজপুত্র?

নসী। তুমি কি বল হেংলা ধরের ছেলে? তা হ'লে কেদারাপনা ক'রে বেড়াতেম। আমার বাবার হুকুম না হ'লে পাছের পাতাটাও নড়ে না।

অনাথ। তবে তোমার পাঁচকুতে বন্দী
করেছে কেমন করে ?

নসী। বাবা বেটা মাথাপাগলা, দিলে দিন-
কতক বন্দী করে। সখ, সখের ওপর
কাজ! কে কথা কইবে বাপু, তার
যে সখ, সেই ভাল, বুঝছ না, সে যে
কর্তা।

অনাথ। নসীরাম, তুমি আমার কাছ থেকে
বেও না।

নসী। আমি যাব না, তুমি না সঙ্গে যাও।
(মস্তীর প্রবেশ)

মস্তী। কুমার, আপনাকে মহারাজ ডাক-
ছেন।

অনাথ। চলুন।

নসী। চল্লিষে ?

অনাথ। মহারাজ ডাকছেন, আমার উপায়
তো নাই।

নসী। তাই তো বলি—তোমার কাছে
থাকবো, এই স্থান করবো, অমন
লম্বাই চোড়াই কর কেন ? আর
অমন করে না, কানমলা খেয়ে চলে
যাও, স্রোতের কুটো হয়ে পড়, যে
দিকে নিয়ে যায়, যাও। বেশ করে বুঝে
দেখ, তোমার একতার কিছুই নাই, সবই
হরির ইচ্ছা—যাও।

[অনাথ ও মস্তীর প্রস্থান।

(সোনার প্রবেশ)

সোনা। মুখপোড়া এইখানে ছিল, গেল
কোথা ?

নসী। দেখ, তুমি যদি হরিনামকর, আমি
খানিক শুনি।

সোনা। হরিনাম তো করবোই, আগে
মুখপোড়ার মুখে আগুন জ্বলে দিয়ে
নিশ্চিন্ত হই।

নসী। ইস, তো বেটার ভারী ভেজ! হরি
তোর হাতছাড়া হ'তে পারবে না। লক্ষী
সোনা, তুমি একবার হরি বল, তোমার
মুখে হরিনাম বড় মিষ্টি হবে, তোমার
পায়ে পতি। হল।

সোনা। ও হা, এ কি গো, ভাল হাড়
জালানে লোক, বলছি বাবু—হরিবোল,
হরিবোল, হরিবোল—এখন যাই ?

নসী। আচ্ছা, আবার বধন ইচ্ছা হরি
বলবে, আমার শুনিও।

সোনা। হরি বলান তো হরি বলবো।

[প্রস্থান।

নসী। ও বেটা, তুমি এমন সেয়ানা,
তোমার হরির উপর ভার! ঠিক বুঝে-
ছিস—সেই বেটার উপর সব কেলে দে,
আর তোর যা খুসী, তাই করে বেড়া।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্তাঙ্ক।

বিশ্রাম-গৃহ।

(রাজা ও কাপালিক।)

কাপা। অনিষ্ট আশঙ্কা নূপ হেরি অভিযয়।

রাজ্যময় পড়েছে বোষণা,

পুত্রবধু প্রতি তব মজিয়াছে মন।

প্রজার জীবন ধন কুমার তোমার,

সৈন্ত ফেরে তাহার ইজিতে,

শঙ্কা হয় চিতে,

চারিভিতে জলিবে বিজোহানল।

মহাবল পুত্র তব, শিক্ত সৈনিকবলে

প্রবেশিলে রণে, হবে দুর্নিবার,

শক্তি কার না হইবে রোধিতে তাহারে,

তাই কহি তাজ এ বাসনা।

রাজা। শুন কহি করোছি যে নুকৌশল;

আজি রাজ্যে করিব প্রচার,

সোনা নামে দূতী যে তোমার,

পাণি তারি করিব গ্রহণ,

তাহে এ সন্ধেই হবে দূর।

কাপা। এ কি কথা।

সবে কবে যতিলম জন্মেছে তোমার ;
 পদচ্যুত করিয়া তোমার,
 কুমারে অর্পিব সিংহাসন ।
 তাই কহি, নাহি প্রয়োজন,
 ছাড় বিরজায় ।
 কুমার যতপি পুন মিলে তার সনে,
 বোঝাব প্রজায়, রাজপুত্র শত্রু-অহুগত;
 কেহ আর সাপক্ষ না হবে তার ।

রাজা । বিরজায় কেনে পাইব ?

কাপা । কৌশল করিব পরে ।

বৈরিভাবে কুমারে হেরিবে প্রজা,

বন্দী কর কিংবা বধ প্রাণ,

তাহে কেহ না করিবে দোষারোপ ।

রাজা । না না, এ নহে উপায় ;

প্রাণ যায় বিরজা বিহনে,

প্রাণের বারতা মম কুমারে জানাব,

প্রাণ ভিক্ষা লব,

মেগে লব বিরজারে ।

পুত্র মম অতি সদাশয়,

বিরোধী না হবে তাহে,

যাও তুমি আসিছে কুমার ।

(কাপালিকের প্রস্থান)

(অনাথের প্রবেশ)

শুন পুত্র, প্রাণ ভিক্ষা মাগি তোর ঠাই !

মুগ্ধ প্রাণ বিরজার রূপের ছটায়,

নারীরত্ন আমারে কর রে সমর্পণ ।

নহে ইচ্ছা যদি,

নিজ হস্তে বধ এ জীবন ।

প্রাণের মালিন্ত মম করিছি প্রকাশ,

কহ বৎস যেনো তব হয় অভিলাষ ।

যাবে প্রাণ বিরজা বিহনে,

হও যদি বাদী কহিছ নিশ্চয়

পিতৃবধ লাগিবে তোমার ।

জেনো পুত্র, আমি আর নহি রে আমার,

বৃহৎ ব্যভার,

পিতা হয়ে পুত্রে কেবা হেন বাক্য কহে,

কর তুমি যথা অভিকৃতি ।

অনাথ । তুমি ইষ্ট তুমি শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ মিথ্যাতা,

অভিলাষ কর তুমি যার,

সে মম জননী মম ।

তুমি রাজা প্রজা আমি তব,

আজ্ঞা যেনো হবে সেই নিয়ম আমার,

কর দেব যথা অভিকৃতি ।

রাজা । লোকমুখে শুনি পুত্র-ভয় গণি মনে,

প্রজাগণে তোমার কারণে

বিরোধী হইবে মম ।

শুনি সৈন্তদল বিদ্রোহ-অনল

প্রজালিত করিবে নগরে ।

রাজ্যে সবে তব আজ্ঞা মানে,

বিশৃঙ্খল কর নিবারণ ।

অনাথ । তুমি রাজ্যেশ্বর, রয়েছ নফর,

কার সাধ্য বাদী হবে তব ?

তব ইচ্ছা যাহা কে রোধিবে তাহা;

কার আছে অধিকার ?

বিশৃঙ্খল কভু নাহি হবে ;

কিন্তু এক ভিক্ষা পায় মাগি নররায়,

নফরে বিদায় দেহ ।

শুন মতিমান করিব সন্ধান,

কেন নরে দেহ ধরে;

ক্রম হয় মনে কিবা প্রয়োজনে ?

আসিয়াছি ধরাধামে,

পশুর সমান,

মানবের মরণ কি পরিণাম ?

রাজা । শুন পুত্র, তাজ এ বিরাগ ।

সিংহাসন রাজ্য-ধন করিব অর্পণ,

রহিব বিরলে আমি বিরজারে লয়ে ।

মম আশীর্ব্বাদে চির-সুখে যাবে দিন,

পিতৃধন্য হবে শোধ ;

আজি তোর পরাইব মুকুট মাধায় ।

মন ফিরাতে না পারি,

তাই লাজ পরিহারি

ভিক্ষা চাই তোর ঠাই ।

অনাথ । চিরদিন হিত-চিন্তা কর তুমি মম,

তবে কেন কর আজি অহিত-কামনা ?

যাই পিতা, যদি থাকে স্নেহ,

বাধা নাহি দেহ,

বিজনে বসিয়া করিব হরিব পথ ধ্যান ।

যদি কভু হয় ভাগ্যোদয়,

পাই কভু দরশন,

সুধাইব তাঁরে ধরা-কারাগারে,
কেন আনি রাখেন মানবে ?
বাসনার বাতুলের প্রায়,
সুখ-আশে ভাসে আধিনীরে,
এ কেমন বিধান তোমার ?

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। তবে রে বেকুব, তার পাঠা সে যদি
লোজের দিকে কাটে, তোর কি রে ? এ
কেন ও কেন, ওরে কৈফিয়ত দাও।
তোমার বাপের খাতাখি কি না ;
বাঁচি চ'লে যা, বাপের কাছে মামা-কান্না
কাঁদতে এসেছেন।

রাজা। নসীরাম, সব সময় পাগলামী ভাল
লাগে না।

অনাথ। এঁরে পাগলবল্বে নাও

যে সুখ-আশার উন্মাদ মানবকুল,
অক্লান্ত বাতুল সেই সুখ তৈলে পার ;
নাহি প্রয়োজন, যেচ্ছাচারী পবন যেমন,
ক্ষোভহীন আকাঙ্ক্ষা-বজ্জিত,
হেন জন কখন কি দেখেছ ভূপাল ?
বাহিত এ উগ্গভতা কার ভাগ্যে ঘটে ?
পিতা,
উপদেশ পেয়েছি এ উন্মাদের ঠাঁই,
রাজ্য নাহি চাই,
চ'লে যাই—প্রণাম চরণে।

[অনাথের প্রস্থান।]

রাজা। নসীরাম, শোন ; শোন, দেখছি,
অনাথ তোমার কথা শোনে, তুমি ওরে
শাস্ত হ'তে বল, আমি ওরে রাজ্য দিচ্ছি,
রাজ্যপ্রাপ্তে নিজন কুটীরে অবস্থান
কছি, ওকে বল, এমন কোন বিপুল
না ঘটায়।

নসী। হাঁ, ওর সাধি কি বিপুল করে ?
সে শেকলা শিকলি বাঁধা, যায় পর যা,
আমি অমন চের রাজপুত্র দেখলেম।
রাজা। নসীরাম, তুমি ঠাণ্ডা কর, তুমি
বা চাও, তা দেব।

নসী। দেবে তো ? এই কথা রইল ;

নেন করছ, পাগলা বেটা ফুলে যাবে—
চাইবে না, আমি একদিন এসে চাইব।

[প্রস্থান।]

রাজা। বা হবার হবে, প্রাণের চেয়ে কি
আছে ? আমি বিরজাকে নেব—স্বয়ং
যুদ্ধ করবো, প্রাণ যায়, অধিক অনিষ্ট
কি হবে, বিরজাকে না পেলে তো
মৃত্যু।

(কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। মহারাজ, উদ্বিগ্ন হবেন না, আমি
সকল কথা শুনেছি। আমার উপর
সকল ভার দিন, আমায় আপনার
নামাক্ত মোহর দিন, আপনি বির-
জাকে লয়ে বিলাসভবনে থাকুন, আমি
সব সুস্থান্না করছি।

রাজা। এস, তাই হবে, তুমি যা জান
কর, কৃপানের অভিশ্রাব ভাল বুঝলেম
না।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

হায়া-কানন।

অনাথ ও নসীরাম।

অনাথ। প্রভু—শুধু—পতিতপাবন ! দয়া-
ময় ! আমায় ব'লে দিন, হরি কোথায় ?
কোথায় তাঁর দর্শন পাব ?

নসী। আরে বাঃ বাঃ বাঃ, ছিলেম নসে,
তুমি যে কতকগুলো নাম দিয়ে কেনে !

অনাথ। প্রভু, বকনা করবেন না, আমি,
অজ্ঞান, আমার জানদুই দিন, বদুন,
তিনি কোথায় ?

নসী। দেখ, আমিও তোমার মতন জিজ্ঞাসা
ক'রে বেড়াতেম, তা শালায়া বলতো জান
—গোলোক, আ ময়, গোলোক কোথা
য়ে বাপু ! ভবলোক, তপোলোক, জনলোক

এই কতকগুলো লোক না বলে,—বলে তার উপর—আমি কিছুই বুঝতে পার-
তেম না। তার পর একদিন এক জার-
গার কথা হচ্ছে, প্রহ্লাদে বলে একটা
ছোঁড়া ছিল, সে অমনি দিন নাই, দুপুর
নাই, হরি হরি করে ডাকতো, আর
হরি অমনি আসতো। আমি ঠাওরা-
লেম, আমিও সেই রকম হরি হরি
করবো; হরি হরি করি, আর চোক
চেয়ে দেখি, কেউ কোথাও নাই!
আবার খাবার-দাবার বোগাড় করতে
হয় কি না, এদিক্ ওদিক্ যাই; এক-
দিন মনে কলমে, আর খাব না, বেটাকে
খুব ডাকি; রাত দুপুরের সময় ধড়াত্তে
ছানা চিনি, আর কত কি তোরে
বলবো—নিয়ে এসে বলে খা।

অনাথ। প্রভু, আমি হরির দেখা পাব?

নন্দী। পাবি; সে 'ভেড়ের ভেড়ে একটা
পাগল, পরের ভাবনা ভেবেই মরে, যে
আপনার ভাবনা ভাবে না, হরি তারই
ভাবনা ভাবে।

অনাথ। প্রভু, আমি অজ্ঞান, আমার
বুদ্ধিরে দিন, সকলেই তো আপনার
ভাবনা ভাবে।

নন্দী। তা বাপু, সেইট ভাবতে পারে না;
যে যতটুকু আপনার ভাবনা ভাববে, সে
ততটুকু তফাতে থাকবে।

অনাথ। প্রভু, ভাবনা তো দূর হয় না।

নন্দী। আ রে, তুই যে মজা বুঝতে পারছি-
নি,—ক্রমে পারবি। কি জানিস, যখন
তোর জন্ত আর একজন ভাবছে, তোর
এত ভাবনার দরকার কি? এই বোঝ
না কেন, যখন ছেলে ছিলি, তুই মজা
করে মাই খেতিস, আর তোর মা মাগী
ভেবে মরতো, আর এখন যদি না
ভাবিস, হরি তোর জন্ত ভাববে; কিন্তু
বাঁধা, ভাবের দ্বারা চুরি কোর না; ঠিক
ঠাক—কেউ কাটতে আসে, ফিরে চাইবি
নি, মজাসে হরিবোল হরিবোল করবি—
হরি বেটার বাগের মাথা ব্যাধা, তলো-

য়ার এসে ধরবে। তোরে বলছি কি,
প্রহ্লাদকে আগুনে পোড়াতে গিয়ে-
ছিল, হরি সেখানে গিয়ে তারে কোলে
করে বসলো। বুঝেছি—তুই মনে
করছিস, কি জানিস,—যদি না ধরে? না
ধরে নাই ধরবে, এমন তো লোক মারা
যাচ্ছে, এমন নয় যে, ফিকির করে
কেউ বেঁচে আছে, তুইও না হয় মারা
গেলি।

অনাথ। প্রভু, মন কি স্থির হবে?

নন্দী। স্থির হবে, ও মন বেটার এক মজা
দেখেছি, যদি রাত-দিন হরিবোল বলা
অভ্যাস করিস, তা হলে মন বেটা হরি
হরিই করবে; যখন এটা সেটা ভাবনা
আসবে, তখনই তুই হরি হরি করবি,
তখন ভাবনা শালা পালাবার পথ পাবে
না; আমার তো ভাই এই হয়েছিল।

অনাথ। প্রভু, পদধূলি দিন, আপনার
কথায় আমার তরসা হচ্ছে।

নন্দী। ও ভয় ভয়সা ছালাই শক্ত!
তোমার ভয়েও কাজ নাই, ভয়সারও
কাজ নাই, আর কথারও কাজ নেই।
আর হরি হরি, করি হরিবোল, হরিবোল
হরিবোল!

অনাথ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
(শঙ্কুনাথের প্রবেশ)

শঙ্কু। রাজকুমার, আসুন।

অনাথ। বোধায় বাব?

নন্দী। কাজ কি তোর মাথা-ব্যথা,
যেখানে হোক নিরে বাক না, তুই হরি
হরি করতে করতে যা।

অনাথ। প্রভু; প্রণাম।

নন্দী। আমিও তাকে প্রণাম করি, যে হরি
হরি করে, তাকে আমি প্রণাম করি।

অনাথ। প্রভু, করেন কি, এতে যে আমার
অপরাধ হয়।

নন্দী। আ—গেল যা, যার যা ইচ্ছা—করুক
না, তুই কেন হরি হরি কর না।

অনাথ। শুক, যে আজ্ঞা—হরিবোল, হরি-
বোল, হরিবোল!

শঙ্কু। কুমার, আসুন।

[অনাথ ও শনমুখের প্রস্থান।

(মাধুলী ও বিরজার প্রবেশ)

মাধুলী। আপনি বলতে পারেন, কুমারকে কোথায় নিয়ে গেল ?

নসী। তোমার কুমারের তোয়াক্কা যে রাখে, তাকে জিজ্ঞেস কর গে, সেই হরিকে জিজ্ঞেস কর গে।

বিরজা। হরি কে ?

নসী। যে ওই কুমারের তোয়াক্কা রাখে।

বিরজা। আমি তো তাঁকে চিনি।

নসী। না চেন, আমি কি করবো! বল, কিন্তু চিন্তেই চিন্তে পার, একবার মন খুলে জিজ্ঞেস করলেই হয়—হরি কে তুমি ?

মাধুলী। ও সেই পাগল, ও বলচে, ভগবানকে জিজ্ঞেস কর।

নসী। আ—গেল যা, আমি ভগবানকে জিজ্ঞেস করতে বলছি? আমি হলেম পাগল—আর তোরা একটা মানুষকে জিজ্ঞেস করছিস, যার চোক বুজলেই অন্ধকার—আর তোরা হলি ভাল; সত্যি; তামাসা করছি নি, তুই হরিকে জিজ্ঞেস করিসনে সব, বলবে।

মাধুলী। হরির কোথায় দেখা পাব বল যে, জিজ্ঞেস করবো ?

নসী। আ গেল যা, এই একজনের সঙ্গে ব্যাড়া ব্যাড়া করে বক্লেম, আবার ওর সঙ্গে বকি, যে দিন হরিকে খুঁজবি; সেই দিন হরি এসেই বলে দেবে, কোথায় তাঁর দেখা পাবি; এখন যাকে খুঁজতে যাচ্চিস, যা।

মাধুলী। আমরা রাজকুমারকে খুঁজছি।

নসী। তা আমার কি ?

বিরজা। আপনি তো রাজবাড়ী যান, আমার তত্ত্ব জেনে নিতে পারেন ?

নসী। আমি কিছুই পারিনি।

বিরজা। সখি, কি উপায় করি—রাজকুমারের সন্ধান কিরূপে পাই ? আমার মনে মনে বড় অনিষ্ট আশঙ্কা হচ্ছে।

মাধুলী। দেখ, এ দিকে সেই স্বামীজী আসছে, যে রক্ষীরা রাজকুমারকে নিয়ে গিয়েছিল, তার একজন এর সঙ্গে, একটু আড়ালে দাঁড়াই, ওরা কি বলে তুমি, (উভয়ের অন্তরালে গমন)।

(শঙ্কুনাথ ও কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। কি, সন্ধান করে দেখলে যে বিরজা সেখান নাই ?

শঙ্কু। সে খালিবাড়ী, কেউ সেখানে নাই।

কাপা। রক্ষকেরা কি বলে ?

শঙ্কু। একটা স্ত্রীলোক আসে যায়, এই যাত্র।

কাপা। কে সে স্ত্রীলোক ?

শঙ্কু। তা তারা জানে না।

কাপা। তবে সে সেই স্ত্রীলোকের ঘরাই বড় বড় করে পালিয়েছে, কে সে স্ত্রীলোক, সন্ধান কর।

শঙ্কু। সকলে বলে, সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে রাজার বিবাহ হবে।

কাপা। আঁ, সোনা না কি ? রাজা তো প্রচার করেছে, সোনার সঙ্গে তার বে হবে, সোনা বেটা কি কিছু বড় বড় করেছে নাকি ? রাজকুমারকে আমার আশ্রমে রেখে এসেছ ?

শঙ্কু। আজ্ঞা, সে খবর তো আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, 'তখন রক্ষী সেখানে আছে, তিনি আর পালাতে পারবেন না।'

কাপা। শঙ্কুনাথ, সন্ধান করে তুমি এ দুটো ঘেরেকে ধর, তা হলেই তোমাকে আমি ঢেলা করবো, বেশী দূর তারা যেতে পারেনি, চতুর্দিকে লোক পাঠাও, আমিও চড়ে রা পিটে দিচ্ছি।

শঙ্কু। তাদের তো আমি চিনি।

কাপা। একজন পরমা স্বাক্ষরী, অপর স্ত্রীকরী কখনও দেখনি। যাও সন্ধান কর, কি হয়, আমার আশ্রমে খবর দিও।

শঙ্কু। বে আজ্ঞা।

কাপা। ইস, হ'বেটা হাত ছাড়া হয়ে গেল।
সিংহাসন তো নিশ্চয় পাব, সমস্ত ভার
পেয়েছি। এখন কোন সুযোগে রাজাকে
বধ করিতে পারলেই হয়। ভাল কথা,
আমার লোকের দ্বারা বন্দী ক'রে প্রকাশ
ক'রে দিই যে, ব্যাঘো হয়েছে, না খেতে
দিয়ে মেরে ফেলবো, প্রজারা দেখবে,
জীর্ণ-শার্শ হয়ে মরেছে। আর কুমারকে
তো আজ রাতে বলি দেব। আমার
একটা বড় দোষ হয়েছে, মদ খেয়ে
যুমিয়ে সব মনের কথা বলে ফেলি।
সোনা বেটা কতক কতক শুনেছে, তা এ
বড় সে বেটা কি বুঝতে পারবে ?

(বিরজা ও মাধুলীর পুনঃপ্রবেশ)

বিরজা। মন্দ অভিসন্ধি ধরে পাষণ্ড দুর্জন,
সন্দেশ নাহিক কিছু তার।
শুনিলে কুমার বন্দী আছে ওর ঘরে,
কিন্নপে উদ্ধার করি—
হায় সখি, অজুত বাতীর বিড়ম্বনা !
যেই জন করে মম মঙ্গল-কামনা,
অমঙ্গল পদে পদে তার।
আমি কালভুজসিনী,
গো সঙ্গিনী,
যে আমারে সাধরে হৃদয়ে ধরে,
দংশে তার করি প্রাণনাশ :
যথা আমি তথা হাহাকার,
এ কি বিধি বিধাতার !
মগধে লো ছিলাম যখন,
অলিঙ্গ সমরানল,
রাজা প্রজা সকলে বিকল,
বিশৃঙ্খল সমুদার।
এসেছি হেথায়,
রাজ্য যুড়ি পূর্ণ অভ্যাচার করিছে বিহার।
দেব সম রাজার কুমার
বন্ধ আজি পাষণ্ডের চলে।
ভূপতির অলিঙ্গ দুর্হতি,
হের সখি তোমার দুর্গতি ;
অলক্ষণা কে আছে এমন আর,
যুষ্টি সখি কৃতান্ত শঙ্কর

নাহি করে আমারে অরণ :
রাঁপ দিই যদি শুকাইবে নদী,
যদি সেই চিত্তায় প্রবেশি ;
উত্তাপ হারাবে হতাশন,
বিষধর দংশন তুলিবে,
ক্ষুধাভুর ব্যাক্ত ফিরে যাবে,
দুর্গম কান্তার স্থান নাহি দিবে মোহে
এত ছিল এ ছার কপালে !

মাধুলী। সখি, বিলাপের নহে এ সময়.

প্রাণপতি বিষম বিপদে.
মল সতি তাঁহার নিকটে.
পত্নী হয় সন্নিহিত সঙ্গিনী।
শুনি ধনি,

এ রোদনে কল কি হবে ;
যথা পতি চা' আশুগতি,
যদি কোন না হয় উপায়,
তাঁর যেই গতি,
সে দশায় রবে তুই জনে
অধিক কি হবে আর।

বিরজা। কপট সন্ন্যাসী কোথা পেতেছে নিবাস,
চল তত্ত্ব লয়ে বাই তথা,
বল বুদ্ধি সকলই আমার তুমি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাস্ক।

কাপালিকের গৃহ।

(অনাথনাথ ও সৈনিকদ্বয়।)

অনাথ। দুর্দম এ মন মানে না রাখণ,
চিন্তানলে জলে—
তবু পতঙ্গের প্রায়,
রাঁপ দেয় অনল-শিখায়।
হরি হরি হরি—
এ কি, কোনমতে কিরাতে না পারি,
যাক মন যায় যেই দিকে,
রসনার হরিগুণ করি গান।
হরি হরি হরি—
কোথার হরি ?

হেরি মন-নেত্রে প্রতিমূর্তি তাঁর।

মম শক্তি নাই হরিনাম গাই।

গুরু গুরু এস দয়া ক'রে,

দেহ বল,

হরিনাম গাইব কেবল।

এস গুরু বল হরি হরি,

হরিনাম শুদ্ধ অধম।

ধার মন বারণ সমান,

বারণ না মানে।

হরি হরি হরি!

(ভূতনাথ, শঙ্কুনাথ ও সোনার প্রবেশ)

ভূত। আচ্ছা, তোমরা এখন গড়ে কীও।

[মৈনিকব্বরের প্রস্থান।]

শঙ্কু। সত্যি বলছো?

সোনা। সত্যি না তো কি মিছে? তুমিও যেমন, ও বুড়ো বিটকলেকে কি আমার ভাল লাগে?

ভূত। তুমি আমার দয়া কর।

শঙ্কু। কি—আমার সঙ্গে আগে কথা হয়ে গিয়েছে।

সোনা। আও! পাছু নাই, আমার এক নিয়ম আছে, এই মদের কলসী নাও, এই ছটো পাত্র নাও, যে বেশী থাকে, আমি তার হবো।

ভূত। আচ্ছা, লাগে।

সোনা। তোমরা মদ খাও, আমি গান করি।

(গীত)

মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়।

নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায়॥

নখের অরুণ ছোটে, পদচিহ্নে পদ্ম ফোটে,

মকরন্দ-গন্ধ-অন্ধ ভুজবৃন্দ গুঞ্জি ধায়॥

অটহাস্ত অবিরত, তড়িত প্রকট কত,

উজ্জ্বল আলকে আলো কাল বরণ ঘটায়॥

(মত্ত হইয়া ভূতনাথের পতন)

শঙ্কু। এই দেখ চাঁদ, এ শালা কুঁপোকাৎ।

সোনা। ও ভোমার চেয়ে তিন পাত্র বেশী

থেকেছে, আমি শুনেছি।

শঙ্কু। আমি ওর চেয়ে ছ-পাত্র বেশী থাক
—দেখ।

সোনা। তা হলেই তোমার।

শঙ্কু। বেশ, তুমি কাছে এস! (পতন)

সোনা। (অনাথের প্রতি) বাবা, এই বেলা পাল ও।

অনাথ। হরিবোল, হরিবেল!

সোনা। বাবা, আমার কথা শোনো, পালাও, না হ'লে তুমি প্রাণে মারা যাবে।

অনাথ। মা, একে আমি মন স্থির করুতে পাচ্ছি, আমার বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা কেন?

সোনা। বাবা, শোন, তোমার এখনই নর-বলি দেবে, ও হরন্ত কাপালিক!

অনাথ। মা, যদি হরির ইচ্ছা হয়, আমি নিবারণ করবো কি ক'রে? গুরু, প্রভু, এস, তুমি আমার হয়ে হরিনাম কর, আমি পাচ্ছি।

সোনা। কি হবে, এখনি যে সে আসবে, রাজপুত্র, কথা শোনো, তোমার বাপ তোমার শত্রু, এ কাপালিক তোমার নরবলি দেবে, সিদ্ধ হবার জন্ত নরবলি দেবে, প্রাণরক্ষার চেষ্টা কর।

অনাথ। মা, কোথায় যাব? যত্নভর নাই, এমন স্থান কোথায় পাব? যত্ন তো আছেই, সে ভয় করি না আক্ষেপ—এ জীবনে হরিনাম করা হলো না।

(মাধুলী ও বিরজার গান করিতে করিতে প্রবেশ)

হরি বলা হলো না।

বাসনা নয় তো বশে,

বোঝে না আশায় ছলনা॥

রসনা থাকতে বশে,

মন রস না নাথের রসে,

কিরবে না হার দিন

বরে বার বুঝা অলসে—

ভবসিদ্ধ-মাঝে বিষম চেটে,

দীনবন্ধু বিনা সেধা বন্ধ নাই

যে কেউ.

একা ভেকা চেয়ে রবি
কে পারে নেবেল না ;
পাবে চরণ-ভরী, বল-হরি,
হরি বোল ভুল না ॥

অনাথ । আঁহা, আঁহা ! কে ভাই তোমরা ?

আবার গাও, আমি শুনি ।

সোনা । এ আবার কি পাপ এল, সেই
মুখপোড়া এ মাগী ভট্টাকে দেখতে
পাঠিয়েছে নাকি ? কে তোরা—বেরিয়ে
যা ।

মাধুলী । মা, আমরা ভিখারী, ভিক্ষা চাই ।

সোনা । এখন যাও, ভিক্ষা পাবে না ।

বিরজা । অহ ভিক্ষা হেতু না গো
আমি নি হেথায়, ভিক্ষা তব পায়,
দেহ এই নুপতি-কুমারে,
মম প্রাণপতি মতি গতি ও চরণে,
ভিক্ষা দেহ প্রাণধনে ।
মা গো আমি বড়ই দুখিনী,
আমার কারণ রাজপুত্র এ দশায় ;
সঙ্গিনী আমার,—
অট্টালিকা করি পরিহার,
ভ্রমে ভিখারিণী-বেশে ।
তুমি নারী বোঝ মা নারীর ব্যথা,
হে জননি, দেহ দান পুরাও বাসনা,
লয়ে যাই জীবনসর্বস্ব মম ।

সোনা । অ্যা ! কে তুমি, তুমি কি সেই
বিরজা ?

বিরজা । হাঁ মা, সেই অভাগিনী,
পতিকাঙ্গালিনী, মনে হয় শুনি তব স্বর,
কারণাগরমুক্ত দাসী তোমার প্রসাদে,
এ ঘোর বিবাদে কর মোরে পরিত্রাণ ।

সোনা । মা, তোমার পতিকে লয়ে যাও,
শীঘ্র লয়ে যাও । সে দরস্ত কাপালিক
এখনই আসবে, তোমার পতিকে নর-
বলি দেবে, তার কামনা ; তুমি সাবধানে
থেকো, তোমারও ধর্ম-নষ্টের চেষ্টায়
ফিরচে, যাও, শীঘ্র তোমার স্বামীকে
নিশ্চয় যাও ।

বিরজা । এস প্রাণনাথ, এস জদয়-ঈশ্বর,
থেক না এ কারণাগরে আর ;

চল যাউ দুই জনে বিজন প্রদেশে,
নাহি বখা নরের আবাস—
রব-বনে বাঁধিয়া কুটীর,
ব্যাস-ভল্লকের সনে করিব মিত্রতা ;—
চল নাথ, শীঘ্র যাই প্রতারণা নাই বখা ।
কি ভাবিছ লোচন মুদিয়ে—
দেখ চেয়ে দাসী তব ধরে পায়,
এস নাথ ! বিলম্বে বিগদ হবে ।

অনাথ । কে তুমি—কেন হরিনামে বাধা
দাও ?

বিরজা । আমি দাসী—বিরজা ।

অনাথ । তুমি জননী আমার ।

তব প্রেম বাসনা পিঙ্গার,
মাতৃসম মানি তোমা ।

যাও মাতা, হেথা তব কিবা প্রয়োজন ?

বিরজা । প্রভু, কারে কি বলছেন, আমি
বিরজা, আপনায় দাসী ।

অনাথ । তুমি রাজরাণী রাজার গৃহিণী,
জননী আমার ।

বিরজা । হা বিধাত—এত ছিল তোর মনে !
(মূচ্ছা)

মাধুলী । সখি সখি—এ কি !

উতলার নহে ত সময়, উঠ, আসন্ন বিগদ,
এখনই আসিবে সেই কপট সন্ন্যাসী,
তব লো রূপসী,
পরম্পর্শে কি দশা ঘটবে ।

হে কুমার, এ কি তব ব্যবহার—

মজালে বালার মজিলে আপনি,

বিনা দোষে ঠেল পায় অবলায় !

ছি ছি হায়, এই কি উচিত আচরণ,

অকারণ কেন প্রাণ দাও,

পত্নীরে মজাও !

অনাথ । এ কি বিশ্ব—

গুরুদেব, কোথা তুমি, হরি হরি !

সোনা । ও বাছা, সর্বনাশ হলো, ও
পোড়ারমুখো আসছে, আমি যা বা,
সায় দিয়ে যেও, ভয় পেও না ।

(কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা । সোনা, এরা কারা ?

সোনা । এরা দুজন ভিখারী ।

কাপা। দেখি দেখি—না এ প'ড়ে কে ?
বাঃ বাঃ ! যা চাই, ব'সে ব'সে পাই, তবে
তবে রে বেটী, ভিখারী !

সোনা। তোর তো খুব ঠাওর—আমি
দেখ ছিলাম, তুই বুকতে পারিস্ কি—
কি ; আর এ ছুঁড়ী কে জানিস্ ? যাকে
আমার সঙ্গে আনতে পাঠিয়েছিলি, যে
তোমার বড় বিধাসী ! দুজনে বড়মুস
ক'রে ভিখারী সেজে পালাচ্ছিল, পড়বি
তো পড় আমার চোখে ।

কাপা। তবে রে বেটী, আমার সঙ্গে দাগা-
বাজী ! বেটী, তাই এত পায়ে ধরে কারা
—আমি মনে করলেম, বেটী ভালমানুষ,
তোমার পেটে পেটে এত !

অনাথ। হরি হরি হরি, এখানে বড় বিঘ্ন !
এ স্থলে মন স্থির থাকে না । (গমনোত্তত)

কাপা। কোথা যাও—বোস, তুমি বন্দী ।

অনাথ। প্রাণের মমতা কেন ছাড় অকারণ !
কেন মোরে কর নিবারণ ।

যাঃ, ছাড় পথ,

বিরলে করিব আমি হরিপদ ধ্যান ।

কাপা। রক্ষী রক্ষী ধর—এ কি !

সোনা। আ মলো, মুখপোড়ারা চুরি ক'রে
মদ খেয়েছে, আমি কি সব দিক্ দেখতে
পারি, এ দিকে সাম্‌লাবো, না ওদিকে
দেখবো ?

অনাথ। আরে তও তপস্বী ছুঁর্জন—
নিবারণ কর মোর গতি !

(কাপালিককে আক্রমণ)

মাধুলী। কুমার, ও আপনাকে নরবলি
দেবার জন্ত এনেছে, ও কাগীর নিকট
আপনাকে নরবলি দিয়ে সিদ্ধ হবে,
ওকে ছাড়বেন না, বধ করুন !

অনাথ। কহ শীঘ্র থাকে যদি প্রাণের মমতা,
কেন চাহ বধিতে আমার ?

কহ সত্য,

মিথ্যা যদি কহ লব প্রাণ ।

কাপা। না কুমার, ও ছুঁচারিণী, ওর কথা
শুনবেন না, রাজা আপনাকে বধ করবার

নাকে রেখেছ, বাইরে গেলে রাজদূতেরা
ধৃত করবে, সেই জন্ত আপনাকে
যেতে দিচ্চিনি ।

মাধুলী। কুমার, আমার কথা শুন, এ
ভণ্ড তপস্বী, ও মনে করেছে যে আপ-
নাকে বলি দিলেদেবী ওর প্রতি প্রসন্ন
হবেদ, আপনি কি শোনেন নি যে,
কাপালিকেরা সিদ্ধ হবার জন্ত নরবলি
দেয় ? সত্য মিথ্যা ওর সঙ্গীকে
জিজ্ঞাসা করুন ।

সোনা। বজ্জাত ছুঁড়ি, এত মিথ্যা কথা !
কুমারকে ও প্রাণের মতন ভালবাসে ।

অনাথ। এ কি সত্য ?

কাপা। কুমার, ও ছিচারিণী, মিথ্যাবাদী ।

মাধুলী। কুমার, কাপালিকের কথায় ভুল-
বেনানা, ও আপনাকে বধ করবে ।

অনাথ। কেন মিছে করিছ গোপন,
মাংসপিণ্ডে যদি তব থাকে প্রয়োজন,
দেহ বলি, সিদ্ধ হোক অভীষ্ট তোমার ;
জান না কি প্রাণের মমতা নাহি রাখি ?
উঠ—চল, কোথা তব দেবী—
ইচ্ছায় দিতেছি প্রাণ বলি ।

অন্তকালে বুঝিব এ মনে,
কারু ঐশ্বর্যে লাগিল এ কলেবর,
চল চল বধাভূষে ।

এই হেতু কেন এত প্রতারণা !

অরি হরি ত্যজিব জীবন,
দেহে আর নাহি আকিঞ্চন মম ;
ফুরিয়েছে জীবনের সাধ ।

কাপা। রে কুমার, ভয়ে কথা রেখেছি গোপন,
তুমি সদাশয়,

দেবীপদে অঙ্গিলে জীবন,
কৈলাসে পাউবে স্থান ।

পূর্ণ হবে বাসনা আমার,
পাব আমি ইষ্টদেবী দরশন,
যেবা হয় কর মজ্জিমান্ !

অনাথ। চল কোথা তব প্রয়োজন ।

কাপা। তুমি বলবান্ ।

যদি বলির সময় হও অন্তমণ,

উৎসর্গ করিয়া যদি নাহি দিই বলি,
হবে জীবনের ভগ্নতা বিকল !
যদি কৃপা ক'রে পরহ বন্ধন,
তবে হয় প্রত্যয় আমার ।

অনাথ । বাঁধ মোরে—

হরি হরি দেখা দিও চরম সময় ।

কাপা । (অনাথকে বন্ধন করত) সোনা,
এইবার তুই আয় ।

সোনা । আমি কোথা যাব, এরা যদি
পালায় ? আমি রইলেম ।

কাপা । হাঁ হাঁ, ঠিক, তুই থাক ।

[অনাথ ও কাপালিকের গ্রন্থান ।

সোনা । তোমার সখীকে তোল, বড় বিপদ ।
মাধুলী । বিরজা, ওঠ, পতির জীবন সংশয়,
প্রকৃতিস্থ হও ।

বিরজা । কি বল ?

মাধুলী । বলিবার সময় নাই, ওঠ ।

বিরজা । (উত্থান করিয়া) কি বল্ছো,
কুমার কোথায় ?

সোনা । যা বল্ছে, দেখতে পাবে ; যদি
সাহস থাকে, এস, আমার সাহায্য
কর, নয় পালাও । এরা শত্রুর অত্যাচার,
সুরাপানে অচেতন হয়ে আছে ; চেতন
হলে সর্বনাশ হবে ।

ভূত । কি বাবা সোনামণি, বাঁধছে কেন
চাঁদ ?

শঙ্কু । তো শালাকে নরবলি দেবে ; শালা
আমার সঙ্গে—সোনা আমার, তা
জানিস ?

ভূত । না বাবা গুরুজী, কেট না, আমি
তোমার সোনাকে চাইনি ; চ'লে
যাচ্ছি ।

[ভূতনাথের গড়াইতে গড়াইতে গ্রন্থান ।

শঙ্কু । যাচ্চ কোথা শালা—সোনামণি,
আমার হাত ধলে দাও, আমি শালাকে
ধ'রে আনিছি—ধর শালাকে—

[শঙ্কুনাথের গড়াইতে গড়াইতে গ্রন্থান ।

সোনা । ওদের গাছের সঙ্গে বাঁধতে হবে,
তা নইলে পালাবে ।

বিরজা । মা, কুমার কোথায় ?

সোনা । দেখবে এস—সাহস কর ।

[সকলের গ্রন্থান ।

চতুর্থ প্রভাঙ্ক ।

কালী-মন্দির ।

(কাপালিক ও অনাথনাথ)

কাপা । ভবানি ! আমার যা স্বপ্ন দিয়েছিলে,
আমি তাই কচ্ছি । প্রেমিক রাজপুত্রকে
বলি দিচ্ছি, পদ্মিনী কল্লার ধর্ম নষ্ট কচ্ছি,
এবার কিন্তু মা আমার রাজা কর্ত্তে
হবে ।

অনাথ । হরি, দীনবন্ধু হরি, একবার দেখা
দাও, এ চরম-সময় একবার দেখা দাও !
কৈ, এলে না ? আহা, এ সময় যদি এক-
বার গুরু-দর্শন পেতেন । মা ভৈরবী,
বড় আশার তোমার পদে মস্তক অর্পণ
কচ্ছি, মা, শুনেছি, তোমার পূজা ক'রে
ব্রজাঙ্গনারা হরিকে পেয়েছিল, দেখো
মা, দয়াময়ি, আমার পূজা বিফল না
হয় ! মা গো, তোমার পদে অস্ত্র বাসনা
নাই, একবার সেই রাদাচরণ দেখবো,
এইমাত্র প্রার্থনা । মা ত্রিতাপহারিনি,
তাপিতকে মনোমত বর দাও ।

কাপা । এস, এই হাড়িকাঠে মস্তক দাও ।

অনাথ । আমার বে বেঁধে রেখেছ, আমি
তো নড়তে পারিনি ।

কাপা । এস, গড়িয়ে গড়িয়ে এস । তুমি বড়
ভাগ্যগান্ধী ; মাংসপিণ্ড শরীর ভৈরবীর
হবে, করালবদনী তোমার রক্তের
পান যুবেন । মা, পূজা নাও—অয়
মা—(থড়া উত্তোলন)

(বিরজা ও মাধুলীর সহিত সোনার
প্রবেশ এবং অস্ত্র থড়া দ্বারা কাপা
লিককে আঘাত করণ)

কাপা । ওঃ ! (পতন)

সোনা । বিরজা, তোমার পতির বন্ধন মুক্ত

ক'রে লয়ে বাও, বাও বিরজা, আর
দেবী করো না, বন্ধন খুলে দাও। আমি
অপবিত্র হস্তে পবিত্র রাজকুমারকে স্পর্শ
করবো না। সোনা, সোনা, তোরে
সকলেই ঘৃণা করেছে, সকলেই পার
ঠেলেছে, কেউ কখন তোকে মা বলেনি,
এই রাজকুমার তোকে মা বলেছে।
সোনা, তোর শুদ্ধ স্তনে কীর এসেছে।
সোনা, মা কথা কি মিটি, আমার মা
বলেছে, রাজকুমার আমার মা বলেছে।
সোনা, তুই তোর বেটাকে বাঁচালি,
তোর কাজ করিয়েছে। বাবা, আর এক-
বার মা বলে বাও! মা ভৈরবি, তোমা-
কেও বলি থেকে বঞ্চিত করবো না,
একজননের পরিবর্তে দুই জনের শোণিত
পান কর! (স্বীয় প্রাণবধে খড়্গোত্তোলন)
(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। আরে থাম থাম থাম! (দেবী উদ্দেশে)
বা: বা:! খুব নাচ নাচাচ্ছি। দে তো
তোর তলোয়ারখানা—ও মাগী, কত
খেলা খেলবি যে মনে করেছিলি। এরই
মধ্যে মরুবি—দেখ, ধার রাখিসনি, ধার
রাখিসনি, সব শোধ ক'রে যা।

সোনা। বেশ বলেছি, পাগলা—মরবো না,
মরবো না, মরবো না, এখনও বাকী
আছে, আমি সব শোধ দিয়ে যাব।
পাগলা, তুই কি আমার মনের কথা টের
পাস? যদি ভালবাস্তে পারতাম
তো তোকে ভালবাস্তেম।

নসী। দেখ, অভ জাঁক করিসনে, ভালবাস-
তেম বলছিস, কি ভালবাসিস।

সোনা। দূর মুখপোড়া, জানিসনি, আমার
প্রাণ মরুভূমি?

নসী। আবার হরিনামে জল বয়ে যাবে!

সোনা। তোর মুখে আগুন, তোর হরির
মুখে আগুন। আমার কাজ আছে,
আমার কাজ আছে।

কাপা। ওঃ! প্রাণ বার—জল।

সোনা। এখনও মরিসনি—এই মর।

(বারিতে উদ্ভত)

নসী। আরে না না, ও আগে হরি বন্ধ,
তবে মরবে। ওরে জল দে, জল দে,
জল থা, আর হরি বন্ধ।

কাপা। না না—আমায়—জল—দাও!

নসী। হরি বন্ধ আর জল থা, হরি বন্ধ আর
জল থা, ওরে ও ছুঁড়ীরা, তোরাও হরি
বন্ধ না!

অনাথ। গুরু, প্রভু!

নসী। কেও, তুমি; হেথা? দেখলে—তোমার
তো কাটতে নিয়ে এসেছিল—দেখ,
হরি তোমার ভাবনা ভেবেছে, এই মাগী
বেটাকে খেপিয়েছে। এখন আমার
কথায় বিশ্বাস হলো? যা চলে যা—
নিজ্জনে বঁসে হরিকে ডাক গে যা!

অনাথ। প্রভু, গুরু, অধমের মস্তকে পা দিন।

নসী। এই নে, আর ম্যানম্যান করিসনি,
সময় বয়ে যার, যাবি তো যা, নইলে
চলেম। বল হরিবোল, হরিবোল, হরি-
বোল! ওরে ও ছুঁড়ীরা, তোরাও বল না,
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

অনাথ। প্রভু, যে আজ্ঞা—হারবোল, হরি-
বোল, হরিবোল!

[অনাথের প্রস্থান।]

কাপা। জল—

নসী। জল খাবি তো হরি বন্ধ।

কাপা। হরি—বলছি—জল—দাও। (মৃত্যু)

নসী। দেখলি কি বরাত, হরি বলে মলো!

ওর আর বরাত কি, সকলই হরির ইচ্ছা,
কি বলিস? তোরা সেই জিজ্ঞেস করি-
লি হরি কোথায়? আমি তোদের
বলছি, তোরা একবার হরিনাম কর।
আ গেল যা, চুপ ক'রে রইলি যে—তুই
তো মনে করেছিলি মরুবি, তা কেন,
জীয়ে মরা হ না, হরিনামে মরা হ না,
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নসী। কেমন, প্রাণ ঠাণ্ডা হচ্ছে? হরিনামে
মরা দেখলি, জীয়ে মরা হ হরিনামে
মরা হ।

বিরজা। প্রভু, আমি যেখানে বাই, সেই-

খান্নেই সর্কনাশ, আমার জীবনে কল
কি ?

ননী। দেখ, সব দিন সন্ধান, বার না, আজ
সর্কনাশ, কাল তুই যেখানে বাসি,
সেখানে আনন্দ ! একবার হরিনামে
মাত দেখিন—ছিঃ ! তোমার সোনা-
পানা মুখখানা পেঁচার মত হয়ে
রয়েছে কেন ?

সোনা। ঠাখ শোড়ারমুখো, আমার কীর্তি
দেখেছিস, আমার সঙ্গে লাগিসনি।

ননী। তবে রে পাঞ্জী বেটা, তোর বাবার
কীর্তি ! তোর সাধ্যি কি তুই মারিস্—
এই তলোয়ার-নে দেখি, আমার মার
দেখি, বার কাজ, সেই কছে, তুই বল
হরি হরি। তোরাও হরি হরি বল !

সোনা। হুর হোক, মুখশোড়ার কাছে
থাকবো ।

[সোনার প্রস্থান।

বিরজা। প্রভু, আমি অভাগিনী, আমি মহা-
পাতকী, রাজকুমারকে সন্ন্যাসী করেছি !

ননী। করেছিস্ করেছিস্ ; অমন ঢের মহা-
পাতকী দেখেছি, হরিনাম করলে
আর পাপ থাকতে হয় না ; নাম
করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, আর পাপ কিসের
রে ! তোরা গাইতে পারিস্ ? একটা
হরিগুণ গা দেখি, কেমন পাপ আমি
দেখি। কেমন বা, হরিনাম করলে
পাপ থাকে ? ঐ দেখ যা বলছে—না।

বিরজা। প্রভু, আমার পায়ে রাখুন, আমি
বড় তাপিত !

ননী। আ বলো, আমার পায়ে ধরিস্ কেন ?
ঐ রাজকুমারের কাছে শিখলি বুঝি—
আমি নলে পাগলা, আমার পায়ে ধরে
কি হবে ? গা না, হরিগুণ গা—তোরা
ছ'কনেই গা। ঐ মা বলছে, হরিনাম
শুনবে, মা বেটা বড় হরিনামে কাদাল
রে, গা গা, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে বাবে, যদি
মিছে হয় তো আর কখনও হরিনাম
করিসনি মা, প্রাণ ঠাণ্ডা হবে না ?
হঁ—ঐ দেখ ।

(বিরজা ও মাধুলীর গীত ।)

দিন্না ভাই করতালি, বদন ভরে হরি বলি ।

নামে ক্রাম আসরে খেয়ে,

বাকা হয়ে বাজাবে মোহন মুরলী ॥

হরিনামে মাতো ওরে প্রাণ,

আনন্দে উঠবে তুলান,

প্রেম-লহরে ভাসবে অভিমান ;—

শমনকে দিয়ে কাঁকি হরি বলে নেচে চলি ॥

ননী। কেমন ঠাণ্ডা হলো—হরিনামে মরা হ ।

বিরজা। প্রভু শিখিয়ে দিন।

ননী। ওর আর শেখাশেখি কি—সোজা।

বাচার নাম তো পাঁচটা দেখা, পাঁচটা

কাজ করা ; তোরা কিছুই করুবিনি,

খালি হরি হরি করুবি, বুঝেছিস্ ? মজার

থাকব, বড় প্রাণের আরামে থাকবি।

বিরজা। প্রভু, আমার মতন পাতকীকে

হরি দয়া করবেন ?

ননী। দয়া কি রে—তাঁর ওই কাজ, তাঁর

একটা নাম হলো পতিতপাবন ; যে

আপনাকে পতিত ভাবে, হরি তার পেছনে

পেছনে ফেরে ; হরিগুণ গেয়ে বেড়া,

হরি সঙ্গে সঙ্গে কিবুবে, আমি চক্রেম।

[নসীরামের প্রস্থান।

মাধুলী। সখি ! কোথায় যাবে ?

বিরজা। যেখানে ছটোক বার, পারি যদি এই

পাগলের মতন পাগল হব।

মাধুলী। আমিও দেখি যদি জীবকে মরা

হতে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শববাহকগণ ও সোনার প্রবেশ)

সোনা। এই দিকে আর, নিয়ে চল, সংকারণ

করবো, মুখে আগুন দি, এদিকে

নিশ্চিন্তি হই—তার পর—

১ম বাহক। এ কি—এ যে খুলী লাস !

সোনা। ঐ বিষপত্র খুঁড়ে দেখ, টাকার খড়া

দেখ, আর কি চাস্ ? এ তোদের।

২য় বা। ওরে, ঢের টাকা।

সোনা। সর্কনাপী, নরবলি তো খেয়েছ, চল,

এখন তোমার জলে কেলে দিয়ে আসি,

সোনা তোমার পূজা করতে পারবে না।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

(নসীরাম ও সোনা।)

নসী। ওরে শোন শোন, তোর নাম কি ?
সোনা। কেন রে পাগ্‌লা, আমার নামে
হরকার কি ?

নসী। তোরে নিরে ঘর কর্তে হবে, আর
নামটা জেনে নেব না ?

সোনা। আ যব মুখপোড়া, তুই আমার
নিরে ঘর করবি কি রে ?

নসী। তা জানিস্‌ নি ? তোর জন্তে আমার
বড় মন টান্‌ছে। তোকে ছেড়ে আমি
যেতে পাবো না।

সোনা। কেন রে পাগ্‌লা, আমার ছেড়ে
যেতে পার্বিনি কেন ?

নসী। মাছুষ পেলে কি কেউ ছেড়ে দেয়,
বল না, তোর নাম কি বল না ?

সোনা। আমার নাম সোনা। আমি তোর
মনের মাছুষ হলেম কেমন ক'রে ?

নসী। সেই যে সে দিন থেকে, সেই যে দিন
হরি বলেছিলি। তোর বড় জোরের
হরি বলা রে, হরিবোল সবই মিষ্টি, যে
ভরে ভরে হরি বলে, সেও মিষ্টি, কিন্তু
যে হরির তোরাঁকা না রেখে হরি বলে,
তার আমি পারে ঘুরি।

সোনা। ঘুরিস্‌ এখন, এখন যা, রাজা
আস্‌তে।

নসী। রাজা দেখে তুই ভুল্‌ গেলি যে, আমি
তোকে দেখে ভুলে আছি।

সোনা। আ হরি, জাক্‌রা করিস্‌ নাকি ?

নসী। আচ্ছা থাকি, তোমার আমি বাগিরে
নিজি, তবে আমার নাম নসে। মনে
করেছ, আমার ক'কি দেবে, সে বো
নাই, নসে পার বাঁচা তোর পারে
পড়বো।

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। কি সোনা, কি হলো ?

সোনা। আজ ব্রত শেষ হয়েছে, আজই
বিয়ে হবে।

রাজা। কি রকম—আমার উপর তুই মন
দেখলি কেমন ?

সোনা। তা খুব, কিন্তু তাকে বিরজা বলে
ডাকতে পাবেন না।

রাজা। কি বলে ডাকবো ?

সোনা। ওই সোনা, তার বড় ভয়, যদি তারে
আপনি লোকনিষ্ঠায় ত্যাগ করেন।

রাজা। আমি তোমার সব বলেছি, আমি
সকলকে আস্‌তে বলেছি—সকলকার
সামনে বলবো।

সোনা। সে বলে কি জানেন—বলে, আমার
রাজার যেন মনে ধরেছে, সভার লোক
যদি বিস্তী বলে ?

রাজা। তা বলুক, যা বলে বলুক গে, আমি
বিরজার।

সোনা। ওই দেখুন, আপনি বিরজা বলছেন।

রাজা। তবে কি বলবো ?

সোনা। বলুন; আমি সোনার—সোনা
আমার।

নসী। আমি সোনার—সোনা আমার।

সোনা। ও পাগ্‌লা মড়া এখানে কি ক'রে ?

নসী। তোমার জন্ত ঘোরে।

রাজা। সোনা, তুমি আমার কনে জুটিয়ে
দিচ্ছ—দেখ, আমি তোমার বর জুটি-
য়েছি।

সোনা। যেমন দেবেন, তেমনি পাবেন।

রাজা। কেন, তোমার পছন্দ হবে না নাকি ?

নসী। আমার তো খুব পছন্দ।

রাজা। এস নসীরাম, এ দিচ্‌ এস, তোমার
হাতে হাতে ন'পে দিই এস।

নসী। দিন তো মহারাজ—দিন ভো—মাগী
বড় গ্যাহারে।

সোনা। মহারাজ হাতে হাতে ন'পে
দিচ্ছেন—আপনার সোনাকে না নের।

রাজা। সে সোনা কোথার পাবে, সে
আমার স্বয়ং-ককে চাবী দেওয়া থাকবে।

নন্দী। চাবী দিয়ে কেথার রাখবে—বজ্র
অঁটুনি ফস্কা গেরো—আমি মেবো।

রাজা। ইস্—নন্দীরাম, আজ যে বড়
প্রেমিক হয়েছ।

নন্দী। হব না—দেখেই লোকে শেখে। রাজ
পিরীত দেখছি, আর শিখবো না?

রাজা। সোনা, দেবী হতে লাগলো—যাও।

সোনা। আপনি সবাইকে ডাকান, সে তো
আপনার হাতেই আছে।

রাজা। সকলে এল বলে—তুমি যাও।

সোনা। আমি যাচ্ছি, সহচরীদের সঙ্গে
তাকে পাঠিয়ে দিই গে, আপনি ব'লে
রাখবেন, কেউ কিছু না নিন্দা করে।

রাজা। তুমি ঐ কথা একশবারই বলছো
কেন?—যাও না।

সোনা। আমি কি বলছি, সোনা যেমন
বলে, তাই বলি।

নন্দী। এটি মহারাজ ঠিক বলেছে—যেমন
বলাচ্ছে, তেমনি বলছে।

রাজা। তবে তুমি সভায় নিয়ে এস।

সোনা। আচ্ছা, আমি চলেম।

(সোনার প্রস্থান।)

নন্দী। ও সোনা, আমার পায়ে ঠেলে যেও
না, আমি তোমার জন্তই ঘৃষি—গেলে
—যাও, আবার আসতে হবে।

(মন্ত্রী প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ। এ কি সর্বনাশ করেছেন?
সোনাকে বিবাহ করবেন নাকি?

রাজা। তোমার অত তত্ত্বে প্রয়োজন নাই,
আমি রাজা, আমার আজ্ঞামত কার্য
কর।

মন্ত্রী। মহারাজ, ঐ কুৎসিতার প্রতি আপনি
কেন অস্বরাগী হলেন?

রাজা। আমার ইচ্ছা।

নন্দী। তা বই কি—বার যাতে মন।

(সভাসদৃগণের প্রবেশ)

সভাসদৃ। মহারাজ, অপরাধ রাজ্য না হয়, বা
অসুস্থি, এ কি সত্য?

রাজা। হাঁ, সত্যই তবু, আমি সোনা কে
বিবাহ করবো—

(পরিচারিকার সমভিব্যাহারে অবগুষ্ঠনবতী
সোনার প্রবেশ)

রাজা। এস প্রিয়ে, এই সিংহাসনে বস।

সোনা। ((ছদ্মস্বরে)) প্রাণনাথ, আমি
সভাজনকে ভয় করি।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার ভয় কি, তুমি
আমার হৃদয়েধরী। সভাজনকে এক-
বার তোমার চন্দ্রবদন দেখাও, তা হ'লে
সকলে বুঝতে পারবে যে, কি নারীস্ব
আমি গৃহে এনেছি।

সোনা। এঁরা যদি আমার রূপ দেখে
নিন্দা করেন, তখন আপনি কি ত্যাগ
করবেন?

রাজা। প্রিয়ে, কেন বার বার এ কথা
বলছো?

সোনা। প্রাণনাথ, মালা পর, (মালাদান)
দেখবেন, পায়ে ঠেলবেন না!

রাজা। আমি শপথ করছি, তুমি আমার
জীবনসঙ্গিনী! আজ হ'তে তুমি রাজ্যে-
ধরী! তোমার আজ্ঞার রাজা চলবে,
আমি তোমার দাস মাত্র। সভাসদৃ
সকলে শোনো—মন্ত্রী শোনো—আজ
হ'তে রাজ্য আমার প্রিয়তার নামে, এই
রাজদণ্ড হাতে দিলেম। কি, কেউ
কথা কচো না যে?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমরা রাজভৃত্য, আমা-
দের কথার অধিকার কি, আপনার
ধেরূপ আজ্ঞা, তাই হবে।

রাজা। প্রিয়ে! অবগুষ্ঠনখোল, সভার সকলে
তোমার চন্দ্রবদন দেখুক।

সোনা। প্রাণেশ্বর—এই যে ঘোড়া খুলেছি।

রাজা। এ কি—তুই কে?

সোনা। তোমার প্রাণপ্রিয়ে সোনা।

রাজা। কালামুখী, দূর হ'।

সোনা। হৃদয়েধরী! প্রাণনাথ! শপথ
করবেন না, আপনি তো বলেছেন,
মাসীকে কখনও ত্যাগ করবেন না।

রাজা। কি এ, আমি কি বল বেধছি?

সোনা। স্বদয়েশ্বর, যে আপনার পুত্রবধূর প্রতি কামকটাক্ষ করে, যে আপনার পুত্রকে সন্ন্যাসী করে, যে আপনার বংশধরকে দূরন্ত কাপালিকের করে বধের নিমিত্ত অর্পণ করে, স্বদয়েশ্বর, তার দশা আর কি হয়ে থাকে? আমার কুৎসিতা ব'লে ঘৃণা করছেন—আমি বাহ্যিক, কুৎসিত, কিন্তু আপনার অন্তর কত কুৎসিত, একবার বিবেচনা করে দেখুন; আমিই আপনার ঘোগ্যা নারী, আমার বধ করতে চান করুন, কিন্তু এ কলঙ্ক আপনার ঘূচবে না। ধিক্! সতীর সতীত্ব নষ্ট করার নাম কি ধর্ম? জানেন না, জগজ্জননী শিবানী সতীর আদর্শ! যিনি পতিনিন্দা শুনে দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তিনি সতীর সতীত্বনাশে প্রসন্ন হবেন, এই কি আপনার ধারণা? যদি মনুষ্যত্ব দূর না হয়ে থাকে, যদি নিতান্ত মোহাক্ষ না হন, একটু বিবেচনা করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, এত দিন ধর্ম করেন নাই, কেবল কাপালিকের কুপরাইর্শে কামবৃত্তি তৃপ্তি করেছেন। জগদীশ্বরী আপনার উপর বিরূপা! সভাস্থ সকলেই শুভন,—দূরন্ত কাপালিকের ছলে আমার সতীত্ব নষ্ট হয়, এই বৃঢ় রাজার নিকট আবেদন করি, ইনি কাপালিকের পক্ষ হয়ে আমার আবেদন উপেক্ষা করেন, আজ আমি তার প্রতিশোধ নিয়েছি।

রাজা। ধিক্ আমার!

[প্রস্থান।

সোনা। প্রাণেশ্বর! কোথায় বাও? দানীকে কেলে কোথায় বাও? তুমি পারে তেলবে তেল, আমি তোমার ছাড়বো না!

[প্রস্থান।

নসী। ও সোনা, কোথায় বাও? তুমি যে আমার প্রাণ কেড়ে নিয়েছ, তুমি একবার আমার নাম শুনিবে বাও।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। সকলে বহানে বাও, এ কথা না আর আন্দোলন হয়। সভাসদ। মন্ত্রী মহাশয়, কার মুখ বন্ধ করবেন?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

—:—

নদী-তীর।

রাজা।

রাজা। কেন আর এ ভুববন্ধ,

এ জীবনে ফল কিবা আর!

ছি ছি ঘৃণা ধরে না স্বদয়ে,

রাজা হয়ে কত আর সহ্যে,

প্রস্তর বাঁধিয়া গলে পশিব সলিলে,

যেন দেহ নাহি পায় কেহ।

ধিক্—মরিলে কি যাবে অপমান?

আরে কাম—

বুঝি নাই এত দিন তোর প্রস্তরবাণী,

বন্ধু হয়ে রহ তুমি দেখে,

পরিণাম দূরন্ত এমন!

ছি ছি, ছাড়িলাম পুত্রের মমতা,

কলঙ্কে না করিলাম ভর,

রাজ্যেশ্বর—হইলাম বেস্তার স্থপিত,

আর সব কত,

বধা যাব হাসিবে সকলে,

কবে এই কাম-অন্ধ দুর্ভাগার;

ছি ছি, গেল মান প্রাণ তো গেল না।

আর কেন,

প্রস্তর বাঁধিয়া গলে কাঁপ দিই জলে।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! মরো না, মরো না, মরো না, মানবজন্ম পেলে, হরিসাধন হলো না, এখন কি মরতে আছে? চল, হরি ব'লে চল, এ দিকে তো দেখে নিলে, মরো তো আছেই, একবার ওদিক দেখে নাও, তখন আর মরতে চাইবে না, তখন মরে হবে, জন্ম জন্ম মানব-

দেহ ধরি আর হরিসাধন করি ; এমনি
মিষ্টি নাম। হরি বল, প্রাণের জ্বালা
থাকবে না। মরতে তো হবেই,
তেড়ে-কুড়ে মরা কেন ?

রাজা। নসীরাম, আর আমি এ কালামুখ
দেখাব না।

নসী। না দেখাও বেশ তো, নির্জনে
ব'সে হরিনাম কর। তুমি অত ভাবছ
কেন ? মাগীতে সকলকেই কানে পাক
দে নিয়ে বেড়ায়, মাগীর জন্ত সকলেই
উদ্ভ্রত, তুমি কেবল ধরা পড়েছ। তোমায়
একটা চুপি চুপি কথা বলি শোন—
রাজা যুধিষ্ঠির ঠাকুরকে বলেছিলেন যে,
চিরযৌবনা কুন্তীকে দেখে তাঁরও মন
হয়েছিল। তুমি কি মনে কর, এ
ইঞ্জিরগুলো কম, ওরা আপনার আপ-
নার কাজ করেছে, তোমায় ভুলিয়ে
নিয়ে বেড়িয়েছে, এখন ওই বেটাদের
জব্ব ক'রে হরিনাম কর।

রাজা। ছি ছি ! কি লজ্জা—কি ঘৃণা।

নসী। হরি বল, তখন বলবে : কি আনন্দ।
বল দেখি, হরি বল,—হরি লজ্জানিবা-
রণ, হরি বল, তোমার লজ্জা থাকবে
না। ঠেকে তো শিখেছ, এখন সংসারের
মুখে ছাই দিয়ে হরির দোহাই দাও।
ম'রে কি হবে, হরিনাম তো কতে
পাবে না। আমি মনে করি, চিরকাল
বেঁচে থাকি, আর হরি হরি করি।
শোন, হরি লজ্জা-নিবারণ।

রাজা। আমার এ দারুণ লজ্জা কে নিবা-
রণ করবে ? আমি আর সমাজে মুখ
দেখাব না, আত্মহত্যাই আমার উচিত
পরিণাম।

নসী। আচ্ছা, হরি বল, তার পর মরো
এখন। রাজা, মনে ক'রে দেখ, তুমি
বলেছিলে, রাজ্যে যদি গোলযোগ না
হয়, আমি যা চাব তাই দেবে, মনে
কর, এখন তোমার ব্যামো আরাম করি,
তখনও তুমি বলেছিলে যা চাব, তাই
দেবে, এখন আমার দাঁও, আমি ভুলিনি।

রাজা। তুমি কি চাও ?

নসী। আমি তোমার মনটি চাই, তোমার
মনটি নে আমি হরিনাম শিখাই।

রাজা। তোমার কথা শুনে আমার লজ্জা-
হীন মুখে হাসি আসে।

নসী। বেশ তো, হাসতে কাদতে তো
এসেছ। হরিগুণ গাঁও, ধানিক হাস,
ধানিক কাদ।

রাজা। নসীরাম, তুমি : কে—তুমি তো
আমায় ঘৃণা কর না ?

নসী। আমি তোমায় ঘৃণা করবো কেমন
ক'রে, আমি যে তোমারই মতন ইঞ্জির-
দাস। দেখ, ছল্লভ নরজন্ম পেয়েছি,
হরিনামে অতুরাগ হলো না, তাই
তোমায় হরিনাম করতে সাধি ;
তোমার মুখে হরিনাম শুনে যদি হরি-
নাম করতে সাধ্য হয়। বল, হরি বল,
আর মিছে সময় কাটিও না, মিছে
কাজে অনেক দিন গিয়েছে, বল ভাই,
হরি বল।

রাজা। হরিবোল, হরিবোল হরিবোল—
হরি কি আমায় পায় রাখবেন ?

নসী। তোমার কাজ তুমি কর, তাঁর কাজ
তিনি করবেন, হরি না পারে রাখলে
রাজা, তোমার কি সাধ্য যে, তুমি হরি
বল ? হরিই তোমায় হরি বলাচ্ছেন—
বল, হরি বল।

রাজা। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নসী। নাম নিয়ে কি প্রাণ শীতল হচ্ছে না ?
তোমার প্রাণে প্রাণে হরি বলছেন না
যে, হরিনাম কর, তোর লজ্জা নিবারণ
করবো ? ওই শোন, ওই আমার হরি
বলছেন, “কে” রে তাপিত, আর,
আমার কোলে আর, আমি তোর তাপ
দূর করবো,” চল, হরি বলে নেচে
চল—বিষয়মুখে জলাঞ্জলি দিয়ে হরি
বলে ধরে এস—হরি বল ভাই, নসে
পাগলাকে কৃতার্থ কর।

রাজা। নসীরাম, তুমি আমার পায়ের হাত
দাও, তুমিই আমার হরি।

নসী। ছিঃ ছিঃ! কহরকে ঠাকুর বলো না;
আমি হরির দাস—আ মরু নসে, সে যে
মত কথা রে—হরির দাস, তার দাস,
তার দাস—ও নসে, সেও যে একটা
মত কথা রে—আমি একটা নসে
পাগলা। তোমার মনটি আমার দাও
ভাই, তা নইলে তুমি মিথ্যাবাদী হবে।
রাজা। আমি তো মন দিতে জানি না,
তুমি নাও।

নসী। [তবে হরি বল, হরি বলে চলে যাও।
নিজনে সে হরিকে ডাক।

রাজা। কোথায় বাব?

নসী। বেধাসে হরি নিরে বান।

রাজা। সেই ভাল—হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল!

[প্রস্থান।

নসী। ও নসে, সর্ব্বনেশে, তুই আবার কি
করবি? সেই মাগীটের ওপর মন পড়েছে
—আ মরু! তোর এত মাথা ব্যথা
কিসের রে! আমার খুসী, তোর কি?
(সোনার প্রবেশ)

সোনা। আমি এখন কোথায় যাই,
পোড়ারমুখো ছিল এক রকম—এখানে
বসেই ধানিক গাই।

নসী। চুপ চুপ—শীকার জুটেছে।
(সোনার গীত)

ভাতারকে পূরে গালে

উঠলো কাক-ধ্বজরথে।

সংরে বা সর্ব্বনাশী আসবে এই পথে ॥

কুলো হাতে কালামুখী সিঁদুর মুচেছে,

ছিল হেলা-গোলা ভাকড় ভোলা

সেটা ঘুচেছে,

হারকপালীর এমনি নোলা সকল রুচেছে;

নর তো সোজা যার না বোঝা,

চলে রাঁড়ী কি প্রোতে ॥

ধোঁয়ার মত আঁধার-বরণ কার,

ভেল বিনে চুল রক্ষ হয়ে হাওয়ার উড়ে যার,

নাম শুনে বম ভয়েতে পালার;

খাবে কার মাথা এবার

কিরবে না তো কথাতো ॥

নসী। সোনামনি চানবনি! একবার চান-
মুখে হরি বল না?

সোনা। দূর পোড়ারমুখো পাগলা।

নসী। আচ্ছা, আমার আর ছুটো গাল
দাও, দিবে হরি বল।

সোনা। মরু মুখপোড়া, আমি হরি বলে
আর নাই বলি, তোর অত মাথা-ব্যথা
কেন রে?

নসী। তোর যে ভাই আমি পিরোতে
পড়েছি।

সোনা। বা—আমি হরি বলব না।

নসী। মাথা ধাও, বল, উপরোধে ঢেঁকি
গেলে, উপরোধে না হয় হরি বলে।

সোনা। তুই মড়া অমন কচ্চিস কেন? হরি
বলে আমার কি হবে? আমি আবার
হরিনাম করবো? আমার বুদ্ধা করে
কে?—সেই হরি, না আর কেউ?
আমার মদ খাওয়ালে কে?—সেই
হরি, না আর কেউ? আমার অনাধিনী
করে কেউ?—সেই হরি না আর
কেউ? আমায় নরঘাতিনী করে কে?
—সেই হরি, না আর কেউ? না আর
কেউ? কালামুখো, সেই হরির নাম
করতে আমার বলি, তোর লখ পড়ে
থাকে, তুই হরিনাম কর গে যা।

নসী। আচ্ছা, আমি হরিনাম করি, তুই
শোন।

সোনা। না, আমি তাও শুনবো না।

নসী। শোন ভাই, তোর পায়ে পড়ি।

সোনা। দেখ মুখপোড়া, তোর নাক-
কান আমি নৈখ দে ছিঁড়ে দেব, তুই
কেন বল দেখি আমার কাঁদাস? শোন
পোড়ারমুখো, কেউ আমার কখন বধ
করেনি, তুই যদি বধ করবি, তোর মুখে
আমি ছুড়ো জেলে দেব।

নসী। ছুড়ো জেলে দিবি দে, আমি কিন্তু
তোর পায়ে ধরবো ভাই।

সোনা। আচ্ছা, আমি হরি বলছি, তুই
চলে যা, তুই আর আমার কাছে
আসিনি বল।

দেহ ধরি আর হরিসাধন করি ; এমনি
মিটি নাম। হরি বল, প্রাণের লজ্জা
থাকবে না। মরতে তো হবেই,
তেড়ে-ফুড়ে মরা কেন ?

রাজা। নসীরাম, আর আমি এ কালামুখ
দেখাব না।

নসী। না দেখাও বেশ তো, নির্জনে
ব'সে হরিনাম কর। তুমি অত ভাবছ
কেন ? মাগীতে সকলকেই কানে পাক
দে নিয়ে বেড়ায়, মাগীর জন্ত সকলেই
উন্নত, তুমি কেবল ধরা পড়েছ। তোমায়
একটা চুপি চুপি কথা বলি শোন—
রাজা যুধিষ্ঠির ঠাকুরকে বলেছিলেন যে,
চিরযৌবনা কুন্তীকে দে'খে তাঁরও মন
হয়েছিল। তুমি কি মনে কর, এ
ইন্দিরগুলো কম, ওরা আপনার আপ-
নার কাজ করেছে, তোমায় ভুলিয়ে
নিয়ে বেড়িয়েছে, এখন ওই বেটাদের
জব্ব ক'রে হরিনাম কর।

রাজা। ছি ছি ! কি লজ্জা—কি ঘৃণা।

নসী। হরি বল, তখন বলবে : কি আনন্দ।

বল দেখি, হরি বল,—হরি লজ্জানিবা-
রণ, হরি বল, তোমার লজ্জা থাকবে
না। ঠেকে তো শিখেছ, এখন সংসারের
মুখে ছাই দিয়ে হরির দোহাই দাও।
ম'রে কি হবে, হরিনাম তো কতে
পাবে না। আমি মনে করি, চিরকাল
বঁচে থাকি, আর হরি হরি করি।
শোন, হরি লজ্জা-নিবারণ।

রাজা। আমার এ দারুণ লজ্জা কে নিবা-
রণ করবে ? আমি আর সমাজে মুখ
দেখাব না, আত্মহত্যা'ই আমার উচিত
পরিণাম।

নসী। আচ্ছা, হরি বল, তার পর মরো
এখন। রাজা, মনে ক'রে দেখ, তুমি
বলেছিলে, রাজ্যে যদি গোলযোগ না
হয়, আমি যা চাব তাই দেবে, মনে
কর, এখন তোমার ব্যামো আরাম করি,
তখনও তুমি বলেছিলে যা চাব, তাই
দেবে, এখন আমার লজ্জাও, আমি ভুলিনি।

রাজা। তুমি কি চাও ?

নসী। আমি তোমার মনটি চাই, তোমার
মনটি নে আমি হরিনাম শিখাই।

রাজা। তোমার কথা শুনে আমার লজ্জা-
হীন মুখে হাসি আসে।

নসী। বেশ তো, হাসতে কাদতে তো
এসেছ। হরিণ গাও, থানিক হাস,
থানিক কাদ।

রাজা। নসীরাম, তুমি কে—তুমি তো
আমায় ঘৃণা কর না ?

নসী। আমি তোমায় ঘৃণা করবো কেমন
ক'রে, আমি যে তোমারই মতন ইন্দির-
দাস। দেখ, হরভ নরজন্ম পেয়েছি,
হরিনামে অমুরাগ হলো না, তাই
তোমায় হরিনাম করতে সাধি ;
তোমার মুখে হরিনাম শুনে যদি হরি-
নাম করতে সাধ হয়। বল, হরি বল,
আর মিছে সময় কাটিও না, মিছে
কাজে অনেক দিন গিয়েছে, বল ডাই,
হরি বল।

রাজা। হরিবোল, হরিবোল হরিবোল—
হরি কি আমার পার রাখবেন ?

নসী। তোমার কাজ তুমি কর, তাঁর কাজ
তিনি করবেন, হরি না পারে রাখলে
রাজা, তোমার কি সাধ্য যে, তুমি হরি
বল ? হরিই তোমার হরি বলাচ্ছেন—
বল, হরি বল।

রাজা। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নসী। নাম নিয়ে কি প্রাণ ঈতল হচ্ছে না ?
তোমার প্রাণে প্রাণে হরি বলছেন না
যে, হরিনাম কর, তোমার লজ্জা নিবারণ
করবো ? ওই শোন, ওই আমার হরি
বলছেন, “কে” রে তাগিত, আর,
আমার কোলে আর, আমি তোমার তাগ
দূর করবো,” চল, হরি ব'লে নেচে
চল—বিষয়স্বখে জলাঞ্জলি দিয়ে হরি
ব'লে যেয়ে এস—হরি বল ডাই, নসে
পাগলাকে কৃতার্থ কর।

রাজা। নসীরাম, তুমি আমার পারে স্থান
দাও, তুমিই আমার হরি।

নন্দী। ছিঃ ছিঃ! কুকুরকে ঠাকুর বলো না;
আমি হরির দাস—আ মর, নসে, সে যে
মত কথা রে—হরির দাস, তার দাস,
তার দাস—ও নসে, সেও যে একটা
মত কথা রে—আমি একটা নসে
পাগলা। তোমার মনটি আমার দাঁও
ভাই, তা নইলে তুমি মিথ্যাবাদী হবে।
রাজা। আমি তো মন দিতে জানি না,
তুমি নাও।

নন্দী। তবে হরি বল, হরি বলে চলে যাও।
নিজনে গে হরিকে ডাক।

রাজা। কোথায় বাব?

নন্দী। বেখানে হরি নিরে বাব।

রাজা। সেই ভাল—হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল!

[প্রস্থান।

নন্দী। ও নসে, সর্ব্বনেশে, তুই আবার কি
করবি? সেই মাগীটির ওপর মন পড়েছে
—আ মর! তোর এত মাথা ব্যথা
কিসের রে! আমার খুশী, তোর কি?

(সোনার প্রবেশ)

সোনা। আমি এখন কোথায় যাই,
পোড়ারমুখো ছিল এক রকম—এখানে
বসেই খানিক গাই।

নন্দী। চুপ চুপ—শীকার জুটেছে।

(সোনার গীত)

ভাতারকে পুরে গালে

উঠলো কাক-ধ্বজরথে।

স'রে যা সর্ব্বনাশী আসবে এই পথে ॥

কুশো হাতে কালামুখী সিঁদুর মুচেছে,

ছিল হেলা-গোলা ভাকড় ভোলা

সেটা ঘুচেছে,

হারকপালীর এমনি নৌলা সকল কুচেছে;

নর তো সোজা যায় না বোঝা,

চলে রাঁড়ী কি ছোতো ॥

ধোঁয়ার মত অঁধার-বরণ কার,

তেল বিনে চুল ক্লক হয়ে হাওয়ার উড়ে যায়,

নাম শুনে বম ভরেতে পালার;

ধাবে কার মাথা এবার

কিরবে না তো কথাতো ॥

নন্দী। সোনামনি চাঁদবদনি! একবার চাঁদ-
মুখে হরি বল না?

সোনা। দূর পোড়ারমুখো পাগলা।

নন্দী। আচ্ছা, আমার আর হুটো গাল
দাঁও, দিবে হরি বল।

সোনা। মর মুখপোড়া, আমি হরি বল
আর নাই বলি, তোর অত মাথা-ব্যথা
কেন রে?

নন্দী। তোর যে ভাই আমি পিরীতে
পড়েছি।

সোনা। যা—আমি হরি বলব না।

নন্দী। মাথা খাও, বল, উপরোধে ঢেঁকি
গেলে, উপরোধে না হয় হরি বল্লে।

সোনা। তুই বড়া অমন কড়িন কেন? হরি
বলে আমার কি হবে? আমি আবার

হরিনাম করবো? আমার বেতা কল্লে
কে?—সেই হরি, না আর কেউ?

আমার মদ খাওয়ালে কে?—সেই
হরি, না আর কেউ? আমার অনাধিনী

কল্লে কে?—সেই হরি না আর
কেউ? আমার নরধাতিনী কল্লে কে?

—সেই হরি, না আর কেউ? না আর
কেউ? কালামুখো, সেই হরির নাম

করতে আমার বলি, তোর সখ পড়ে
থাকে, তুই হরিনাম কর গে বা।

নন্দী। আচ্ছা, আমি হরিনাম করি, তুই
শোন।

সোনা। না, আমি তাও শুনবো না।

নন্দী। শোন ভাই, তোর পারে পড়ি।

সোনা। দেখ মুখপোড়া, তোর নাহ-
কান আমি নৈখ দে ছিঁড়ে দেব, তুই
কেন বল দেখি আমার কাঁদাস? শোন
পোড়ারমুখো, কেউ আমার কখন বর
করেনি, তুই যদি বর করবি, তোর মুখে
আমি হুড়ো জেলে দেব।

নন্দী। হুড়ো জেলে দিবি যে, আমি কিন্তু
তোর পারে ধরবো ভাই।

সোনা। আচ্ছা, আমি হরি বলছি, তুই
চলে যা, তুই আর আমার কাছে
আসবিসি বল?

নসী। আচ্ছা, আসবো না, তুই যদি রোজ
হরি বলিস্, থাকবো না, কিন্তু দেখিস্,
যে দিন না হরি বলবি, সেই দিনই নসে
আসবে। দেখ্ সোনা, তোকে আমি
বড় ভালবাসি, এ ভব-সমুদ্রে তোকে
ছেড়ে আমি যেতে পাচ্চিনি।

সোনা। দেখ্ মড়া, আমার কারা পাচ্ছে,
বা কিন্তু—

নসী। তা কাঁদ না ভাই, কত রাধারাগী
কৈদেছে, তা জানিস্? পিরীত কল্লেরই
কাঁদতে হয়, তোতে আমাতে পিরীত
হচ্ছে, একটু কাঁদবিনি, এই দেখ্, তোর
জন্ত আমি কাঁদি।

সোনা। ছারকপালে, আমি চলেম।

নসী। না ভাই, একটি গুণে যাও, তা
নৈলে আমি ছাড়বো না—তুমি চের
গান জান।

সোনা। ছাড় ছাড়।

নসী। পাও।

সোনা। আচ্ছা গাচ্ছি।

(গীত)

যাব সই আনতে বারি কোর না মানা।

লজ্জা পেলে ডুববো জলে তা কি জান না ॥

বলে সই কলঙ্কিনী, নই লো তাতে বিবাদিনী,

কৃষ্ণ-প্রেমে রাই আমোদিনী,—

আমার ধরাসনে গুণমণি!

লাজে কি বাধে বল না।

নসী। এই দেখ্, তুইও কাঁদছিস, আমিও
কাঁদছি।

সোনা। কাঁদ গে যা মুখপোড়া।

[প্রস্থান।

নসী। নসে তোরে ছাড়বে না সোনা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

—*—

পর্যন্ত-প্রবেশ।

(বিরজা ও মাধুলীর প্রবেশ)

বিরজা। শুন প্রাণসই,

বোধ মানে কৈ পোড়া মন।

ভাবি বংশধারী—কুমারে নেহারি,

কতু হরি

বাধা করে করে, দেবীর আগারে,

কাপালিক খড়গ করে উত্তোলন:

মনে পড়ে—

বিরস বদন জুপতি-সদন

প্রাণ ভিক্ষা মাগ অধীনীর;

অমনি স্বজন,

দুন্নয়নে শতধারে বহে নীর—

আপনা পাসরি ভুলে বাই হরি,

ধৈর্য ধরি কিসে বল সই;

আজ্ঞহারা হই—

যেন আমি আমি নই।

দেখিতে কুমারে বড় মনে হর সাধ

বত দিন সে সাধ না পূরে,

সত্যকহি তোরে, হরিপদ নাহি চাই,

গুরু চরণ নিত্য করি লো স্মরণ,

যাচি পায়,

করণার বারেক দেখাও তাঁরে।

হায় সখি, রাজার নন্দন,

কতু দুখ না জানে কেমন,

নির্বাসন আমা হেতু!

ধুমকেতু আমি লো স্বজন,

বধা যাই অনর্থ ঘটাই তথা।

আত্ম-গজনার প্রাণ জ্বলে যায়;

যদি কতু দেখা তাঁর পাই,

পারে ধরে বুঝাই স্বজন,

আমি চির-অধীনী তাঁহার,

ধ্যানে জানে শরনে স্বপনে

অন্তকারে কতু নাহি দিছি স্থান।

মাধুলী। সখি, বুধা কেন গজ আপনার?

কি দোষ তোমার—লিপি বিধাতার,

বা হবার হয়ে গেছে!

জব মন বিগলিত প্রেমে,
কেম মিছে ভাব লো লগনে ;
মখি, কি আর করিবে,
বতই ভাবিবে বাড়িবে লো আলা তত ।
কুকপদে মতি করি নত,
এস বাই করি হরিনাম ।

কাকন-কুহনে,
হের উবা হাসে লো গগনে,
গায় পাখীকুল—
আকুল হরির প্রেমে,
কুহম বিকাশে প্রকাশে মহিমা তাঁর ;
চল মখি বাই—
ঘরে ঘরে হরিগুণ গাই,
জুড়াই মরম-হতাশন ।
রাখ হরিপদে মতি,
শুন লো যুবতি,
অবশ্য মিটিবে সাধ,
কামনা পাবে না স্থান হৃদে ।

গুরু-আজ্ঞামত,
পর্কত-প্রদেশে এস করি হরিনাম,
হবি-প্রেমে মাতৃক শিখরবাসী ।
তুনি ধনি প্রতিধ্বনি
শতমুখে গাবে হরিনাম,
জুড়াইবে প্রাণ,
বেদনা জানাব হরিপদে ।

বরজা । মখি—হরি কি কাদার অবলম্ব ?
ব্রজেশ্বরী প্যারী, আহা মরি মরি,
শতবর্ষ লুটিল ধূল্য ;
বিবশা গোপিকা হাহাকার ধ্বনি
তুলিল গগনপথে ;
বিরহ-বিধুরা যত গোপের ললনা,
শোকে নিমগনা,
মরি হরি কাদিল দিবস-রাত্রে ;
নয়ন-সলিলে বাড়িল যমুনা,
তবু তো এলো না নিঠর সে কালাগাঁদ ।
হার কুকপদে মতি, তাঁর এই গতি ...
আমি কৃষ্ণ-ভক্তিহীন,
কেমনে পূরিবে সাধ ?
নাহি সই অধিক বাসনা—
হারেক দেখিব,

বলে বাব আমি অপরাধী তাঁর পার,
অধীনী ভাবিয়া বেন করেন মায়া নারী ;
নহে মম সাধন হবে না,
বঞ্চিত রহিব হরি-প্রেমে ।
চল বাই নাম পাই ঘরে ঘরে ।

ভয়ের— (গীত)

মরি হার ব্রজের মাঝে ।
বাজার বেণু নাচে খেহু কান্না চলে গোটে,
মেগ করতালি রাখাল মেলি
আনন্দরোল ওটে,
হেরে হার রাখালরাজে ।
গোপিনী উদ্ভাদিনী আকুল বেণী ছোটে,
বাঁকা শ্রাম রাখাল সাজে ॥
খেলে হলে হলে শিখিপাখা

তরুণ অরুণ লোটে,
উবা মলিন লাজে ॥
হেরে চরণকমল চার শতদল
কাননে কুল কোটে,
আমোদে ভ্রমর জাগে ॥

(পাহাড়ীয়া পুরুষগণের প্রবেশ)

১ম পা । আরে, সে ছটা মাগী আরেছে
রে, সে ছটা মাগী আরেছে ।
২য় পা । আরে মাদল লিয়ে আর, মাদল
লিয়ে আর, আরে দাঁড়া মাগীরা, বাঁকা
শ্রামের গান গাই আর ।

পাহাড়ীয়াগণের— (গীত)

বাঁকা শ্রাম বাজার বাঁশী ।
চল রে চল বাবে চল
উঁকি দিরে দেখে আসি ॥
বাঁকা শ্রাম নেচে চলে,
বনফুলের মালা দোলে,
বাঁশীতে রাখা নাম বোলে ;
আঁখিটারে বলতো কারে,
রাখা ঠোটে মুচকী হাসি ॥

১ম পা । বলি হারে মাগী, তোদের হরি-
নাম দিলে কে ? এ বে বড় মিটে নাই

বিরজা। ভাই! গুরু দিয়েছেন।

১ম পা। সে মিন্বে—না তোর মত মাগী?
আমাদের হেথা আর একটা মিন্বে
আছে, হরিনাম না বলে খায় না, চল,
তার কাছে যাবি? তোরা যেমন নাচিস্
—হরি বলে সেও রে নাচে, আমরা
বি উয়ার ঠাই নাচতে শিখেছি।

বিরজা। কোথায় তিনি?

১ম পা। ওই দেখ, খেপা আসছে।

(অনাথনাথ ও পাহাড়ীয়া
বালকগণের প্রবেশ)

১ম বা। ও খেপা, খা, তবে হরি বল্‌বো,
নেই তো সাতদিন আস্‌বো না, তুই
হরিনাম শুন্তে পাবি না।

২য় বা। ওরে, হরি বল্‌, নইলে কথারি
কইবে না।

১ম বা। না ভাই, সেই গান গাই আয়।

বালকগণের— (গীত)

খেলি ছুটাছুটি, আয় ধলায় লুট,

হরি আয় আয় আয় রে।

তুই এমন কেমন, নাই খেলাতে মন,
বেলা যায় যায় রে ॥

হাতে তালি দিয়ে, তোরে মাঝে নিয়ে,
নাচবো থিয়ে থিয়ে;

তুই নাচবি যত, বনফুল দিব তত,
বাঁশী বাজাবি দাঁড়াবি পায় পায় পায় রে ॥

মাধুলী। সখি দেখ, হরি তোমার মনো-
বাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন, ওই দেখ, হরি-
প্রেমে উন্নত কুমার।

বিরজা। দেখ সই গ্রাণ ফেটে যায়,

দেখ দেখ ধলায় লুটায়,

ধূলি-ধূসরিত কায় নৃপতি-নন্দন,

ছি ছি এত ছিল এ ছার কপালে!

চলে গেলে

হত সাধ দিই বুক পেতে।

দেখ, পথে পথে জন্ম কিন্তু প্রায়,

হায় সখি এ বেদনা সব কত!

চল বাই হরিপ্রেম পথে তিক্কা চাই,

হই সই উন্নত উহার মত;

ওঁর মত ধলায় লুটাই,

শূত্‌পানে চাই,—

ভেসে যাই হরেপ্রেমবীরে,

তবে যদি যায় এ যাতনা।

২য় পা। ওরে, কি বল্‌ছিস রে, তোদের
দেশের মানুষ না? আরে কথা কয়
না, চেয়েবি খায় না, খালি বলে—ভাই
হরিবোল।

অনাথ। ভাই, হরি বল ভাই, হরি বল!

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

বিরজা। হে প্রেমিকপুরুষ, দাসীকে হরি-
ভক্তি—দিন।

অনাথ। হরিপ্রিয়ে! আমার অপরাধী
করবেন না, আমি হরিভক্তি কোথায়
পাব, রূপা করে আপনায় আমাকে
হরিভক্তি দিন।

হায় হায়, হরিনামে না জন্মিল অহুরাগ,
দিন গেল হরিনাম এল না বদনে!

গাও হরিনাম—

শ্রীমুখে শুনিতে মম সাধ,

হরিনামে মনের মালিন্য কর দূর,

পদরজ দেহ এই অধমের শিরে!

হরি, হরি, রূপা কর,

দেহ নামে অহুরাগ,

ভবমাঝে ভুলে আছি ও অভয় নাম,

রূপায় করুণায় শিখাও আমার।

হরিনাম গাই জীবন জুড়াই,

হরি বলে লুটি ভূমিতলে,

অঙ্গে মাখি ভক্ত-পদরজ,

ভক্ত-পদ-সরসিজ ধরি বক্ষোপরে,

ভক্তের বদনে শুনি নাম;

গুণধাম—

বাম আর হয়ো না হে অভাগার প্রতি।

ওরে ভাই, কে আছ বাক্য,

কর হরিনামোৎসব,

হরিনাম গাও, জুড়াও তানিত প্রাণ!

৩য় পা। হরিনাম শুনি? ওরে মাগী, না
না, আমরাবি গাই, দেখনা মিন্বে
কান্দে।

সকলে—

(গীত)

বাজা মাদল বোল হরিবোল,
নাম শুনে মন মেতে উঠে ।
পাথরে জল বরে ডাই
শুকনো ডালে কলি ফোটে ॥
মজে বা হরিনাম রটা,
দেখ'বি আমোদের ঘটা,
পারে ঠেলে বাবি দিন কটা ;
গল্পেরে গোটে মাটে, নামে বাক গগন কেটে,
নাই যমের শঙ্কা, বাজাও ডকা,
হরি বল একচোটে ॥

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

গিরিগুহা-সমুখ ।

(রাজা)

রাজা । গগন তপন সলিল পবন]

তরু মেরু বিহঙ্গম,
হরিগুণ গায় সবে ।
পাতা মরমরি বলে কোথা হরি,
হরিময় জিভুবন,
এ সুখার হরিনামে বিরত অধম !
বসিয়া গহ্বরে—
প্রাণ ধায় সিংহাসনে ;
কত ওঠে মনে,
মনে পড়ে বিষজার,
মনে লাগে সকলি আমার,
চকল অনিল সম ভ্রমে মন ময়,
হরি নহে তিলেকের তরে ।
বুধি এ জনমে
হরিনাম হলো না সাধন ।
ভেবে কিবা হবে—
হরি হরি—মন নিবারিতে নারি
কি করি—তোমার সে সাজসজ্জা ॥

দেখা পেলে,

তার ঠাই শিখি পুনঃ হরিনাম ।

নামে রুচি নাই,

আর কত দিন রবে প্রাণ দেহে—

এ যন্ত্রণা কতদিনে হবে দূর !

যাই—

দেখি পুনঃ পারি যদি করি হরিনাম ।

হে গহন-বিহঙ্গম,

হরিনাম শিখাও আমার ।

এস হরি দর্য করি দেহ পদাশ্রয়,

তোমা বিনে অধমের কেবা আছে

মম আঁধার সংসার !

জলে শুধু স্থিতি,

হৃদে দাবানল সম ।

লজ্জা-নিবারণ দেহ দরশন,

ভুলি জালা ।

কানাকাঁদ হও হে উদয়—

কোথায় করুণাময়,

অভাগ্য রূপা কি হবে না?

প্রবেশি গহ্বরে—

দেখি যদি মন হয় স্থির ।

[প্রস্থান ।

(সোনার প্রবেশ)

সোনা । সোনা, তুমি নরঘাতিনী, সে বাক,
তোমার ছলনার রাজার এই দশা—
প্রতিহিংসার কি তুমি তৃপ্তি লাভ করেছ ?
এই তো অনন্ত জালা ! যারে রাজ্যচ্যুত
করেছি, তারই জন্ত নিত্য কুসুম চরন
কচ্ছি । তারই জন্ত নিত্য ফল আহরণ
কচ্ছি, হা অভাগিনি ! যদি অহুতাপ
কর'বি তো এ কাজ কলি কেন ? নিত্য
মনে করি, কমা চাব- বা থাকে অদৃষ্টে,
আজ দেখা দিব, আমার তো সত্যি
কিরল না, লাভে হ'তে রাজ্যেশ্বরকে
বনবাসী কল্যে । কাপালিকের সং-
কার করেছি—দেখা পেলে কমা চাই-
তেম, আর উপায় নাই, বার উপায়
নাই, সোনা তার জন্তে ভাবে না ।

হয় চ'লে বাই । কোথা থেকে পোড়ার-
মুখো নসে এলো ? কিছুতেই যে আমি
তাকে ভুলতে পাচ্চিনি, পোড়ারমুখোর
মনে কি যুগা নাই ?—সে যে আমারও
যুগা করে না ! সদাই মন চায়, আমি
তার কাছে বাই ; পোড়া মন, এখনও
তুমি ভালবাসতে চাও—তোমাতে
আগুন লাগেনি ! এমন মন থাকতে
বনে আগুন লাগে—নসে পোড়ারমুখো
যে সর্বনাশ করলে ; পাতা নড়ে, মনে
হয়, নসে আসছে, পাখী গায়, মনে
হয়, নসে হরি বলছে, হরিনাম—তা
কখনই করবো না ; নসের সঙ্গে আর
একবার দেখা করবো, তার পর
যেখানে হয় চ'লে যাব—এই যে রাজা
আসছে ।

(অন্তরালে অবস্থান)

রাজা । এ কি—কে আমার নিমিত্ত নিত্য
কুসুম চয়ন করে—কে স্নানতল জল
আনে—গহ্বর-ভিতরে কে ফল রেখে
বায় ? আমি তো কিছুই বুঝতে
পারিনি । এখানে কি জনসমাগম
আছে, আমায় সাধু বিবেচনা ক'রে কি
গোপনে কেউ সেবা করে ? এ স্থান
পরিত্যাগ করাই উচিত । (গমনোচ্ছত)

সোনা । (অগ্রসর হইয়া) কম দোষ,

তাজ রোষ ওহে সদাশয় ;
আমি ছুঁচারিণী,
রাজ্যেখরে করিয়াছি বিপিন-নিবাসী ;
অহুতাপে দহে প্রাণ,
রূপাবান্ হও মতিমান্,
কমা কর পাপিণীয়ে ।
জলি যে জালায় কব কি তোমায়—
নিত্য নিত্য তোমাতে নেহারি,
অহুতাপে দহে প্রাণ,
রূপা কর কর হে মার্জনা ;
দিও না বেদনা,
ললনা চঞ্চলমতি—
না বুকে করেছি অপরাধ,

আর বাদ সেধ না হে নরনাথ,

ঢাল বারি অহুতাপনলে ।

রাজা । কে ও, সোনা ?

তুমি শিক্ষাদাতা গুরু-সম মম ।

আছিলাম মত্ত মদা বিষয়ের মদে,

ফুটিল নয়ন তব চরণ-প্রসাদে ।

তব পদে শত নমস্কার,

আমি অপরাধী কর তিরস্কার,

হোক মনে যুগার উদয়,

হরিপদ ধরি দৃঢ় করি ।

শুন লো ললনা,

তুমি দোষী এ কথা বল না ;

তুমি মম ভবাবর্গে সেতু,

তোমা হেতু হরিনাম পাইল অধম ।

জন্মে যেন হরিপ্রেম কর আশীর্বাদ,

ঘুচুক বিবাদ,

হরিপ্রেমে ভুলি হে প্রাণের জালা—

দাসে দেহ পদধূলি ।

সোনা । তিরস্কার কর না আমায় ।

পাপদেহ-স্পর্শে বাড়ে পাপ,

বাড়িবে সন্তাপ,

ছি ছি, ছুঁয়ে না আমায় ।

আমি যে যাতনা সহি,

বল কত কহি—

কর ক্ষমা,

বল মহাশয় আর নাহি রোষ তব—

বল নাহি রোষ,

ভুলায়ে না বাক্যচলে,

বল বল অপরাধ করেছ মার্জনা ?

রাজা । নহ তুমি দোষী, হিতৈষী আমার,

তবু কহি তব অহুরোধে,

নাহি মম রোষ ;

যদি তব হয়ে থাকে দোষ,

অকপটে কহি আমি করেছি মার্জনা,

বল তুমি, হরিভক্তি হোক মম ।

(নগীরামের প্রবেশ)

এ কি—গুরুদেব প্রণাম ।

নগী । সোনা, কোথা যাবে, ধরেছি, আমি
তোমার পিঠীতে মজেছি, তুমি পায়ে

ঠেল, ঠেলবে, আমি কখনও তোমার
ভুলতে পারবো না ।
সোনা । দূর হ পোড়ারমুখো পাগলা, তুই
আমার সর্বনাশ করবি । যার সঙ্গে এক-
ত্রে বার বছর কাটালেম, তারে
পুড়িয়ে এসেছি, এক বিন্দু চক্ষের জল
কেলিনি । তুই পোড়ারমুখো আমার
কাল হয়ে এসেছিল, তোকে আমি
ভূমিরে স্বপ্নে দেখি, তুই আমার আজী-
বনের ছল-চাতুরী ভুলিয়ে দিলি, তোর
কথার প্রাণ গেল ! আমি অহুতাপে
জ্বলে মরছি, পোড়ারমুখো, তুই আবার
এসেছিল কি করতে ?

[প্রস্থান ।

নসী । বাও তুমি, কিন্তু আমি তোমাকে
নিশ্চয় যাব ।

রাজা । প্রভু, আমার তো হরিসাধন হলো
না, আমি মন স্থির করতে পারলেম না ।

নসী । না পেরেছ নাই নাই, চল, তোমার
আজ হরি দেখাব ।

রাজা । রূপাময় কি বলছেন, চর্যচক্ষে হরি
দর্শন করবো ?

নসী । তোমার আর চর্যচক্ষু নাই, যে হরি-
নাম করে, সে দেব-দেহ পায় । তোমার
হরিসাধন হলো না বলে কোভ হচ্ছে,
তোমার স্তায় সাধু কে আছে ? এই
কোভই কোভ, অস্ত্র কোভ বিড়ম্বনা
মাত্র ; এই কোভ যত পোরে, তত বাড়ে ;
যার হরিনামে রুচি আছে, সেই ধস্ত !
ভূমি ধস্ত—তোমার সহবাসে আমি ধস্ত !
দেখ, তোমার কিঞ্চিৎ বিষয়কোভ আছে,
তাই ভূমি হরির দর্শন পাও নাই,
তোমার মনে হয়, ভূমি পুত্রের সঙ্গে
দুর্বাবহার করেছ—কিন্তু না, সে কোভ
পরিভ্যাগ কর ; সকলই হরির ইচ্ছা, ভূমি
নিমিত্ত মাত্র । এস, আমার সঙ্গে এস,
তোমার পুত্রের দর্শন পাবে । তোমার
পুত্র এখন পরম সাধু, তার রূপায় এ
পার্বত্যবাসীরা ঘরে ঘরে হরিনাম কছে,
এস, দেখবে এস !

রাজা । প্রভু, হরির দর্শন পাব, আজ্ঞা কব-
লেন যে—

নসী । আমার আজ্ঞা নয়, হরির রূপার
ভূমি তাঁর দর্শন পাবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

—o—

অরণ্য ।

(অনাথনাথ ।)

অনাথ । আর না কথা কব না, চপ ক'রে
দেখি, শ্রামের বামে রাইকিশোরী—
মরি মরি রে, বুন্দে, শ্রামের নিম্নে করি-
সুনি, ওই দেখ, ভরে ভরে বৃজের ঘরে
দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদমুখ শুকিয়ে গেছে,
ওলো ওলো, রথের চাকা ধব, চাকা ধব,
বড় জুর অজুর লো—আহা, গোষ্ঠে
কানাই নাই, শ্রীদাম কান কি গো তাই ?
দে মা নন্দরাণী, সাজিয়ে দে—মা হুড়া
বেঁধে দে—দে মা ধড়া পরিয়ে দে—দে
গো নবনী দে, বেধু না শুনে দেখে যে
গোষ্ঠে যাবে না । আহা, ধব ধব ধব,
প্যারী ধলার পড়ে—রুক্ষ বলে তমাল
ধ'রে । ওরে কে রে—বা রে যমুনা-পারে,
এনে দে এনে দে, কালাচাঁদে এনে দে !
ছি ছি ছি, মান সাজে না তোর ; দেখ,
লোটে পায়—নুপুরে হুড়া মিশায়—শ্রাম-
কার নয়নজলে ভেসে যায় ! ছি ছি রাই,
ডাকি তাই, যার মানে ভূমি মানী, তার
এত অপমান করিস ওলো গরবিনি !
ওই দেখ, শ্রাম ফিরে গেল—এখন
কি হবে ? আগে ক'রে মান করুনি তুই
অপমান—এখন প্রাণ দিলে তো কালা-
চাঁদ আর কি হবে না—

(নসীরাম ও রাজার প্রবেশ)

নসী । ওরে, খুব মজা দেখেছিল, ওরেও
পাগলা ।

অনাথ । প্রভু, প্রভু ! (চরণধারণ)

নন্দী। আরে, কি করিস, কি করিস—তোর প্রেম একটু আমার দে।

অনাথ। দয়াময়, দাসকে মনে পড়েছে?

নন্দী। তুই যে হরির দাস, আমি তোর দাসানুদাস। দেখ, যারে তুই বাবা বল-
তিস, সেও এখন হরির দাস। দেখ দেখ,
হরিপ্রেমে মিন্বে কঁাদছে; দেখ বুড়ো-
মিন্বে —ওকে আবার রাজা বল তো!

অনাথ। পিতা, আশীর্বাদ করুন, আমার হরিভক্তি লাভ হোক।

রাজা। বাবা, তুমি কি আমার অপরাধ মার্জনা করবে?

অনাথ। বাবা, আমি আপনার দাস, আপ-
নার রূপায় গুরু রূপা লাভ করেছি,
হরিনাম পেয়েছি, আমার সার্থক জন্ম,
আমি হরিনাম মুখে এনেছি!

নন্দী। কেমন, তোরে বলেছিলাম যে,
রাজকুমার আর থাক্বিনি। এই দেখ
না, সেই বাপ—যেন সে বাপ নয়, যেন
কে আরও আপনার লোক; তুই সেই
ছেলে—যেন সে ছেলে নয়, আর কেউ
আপনার হতেও আপনার; দেখ দেখ,
হরিপ্রেমের মহিমা দেখ। এত দিন
ইন্দ্ৰিয়ের সম্বন্ধ ছিল, সে সম্বন্ধ কত দিন
থাকে—এ প্রেমের সম্বন্ধ, প্রাণে প্রাণে
গোলোক-বিহার! সোনা, তুই এলিনি,
আমার প্রাণ কেমন কচে—

(সোনার প্রবেশ)

সোনা। এই যে, তোমার মুখে আগুন
দিতে তোমার সঙ্গেই আছি, আমার
কি পালাবার যো রেখেছ সর্ব্বনেশে!

(স্বীত)

ঘরে আর মন সরে না,
বুঝলে তো বোঝে না মন।

কে যেন নে যায় টেনে

জালা এ কি যেমন তেমন।

মনে করি মনকে ধরি, পারিনি কেঁদে মরি,
কি ছলে মজালে হার উপায় কি করি;—

অবশে যাই গো ভেসে,

মন তো নয় মনের মতন॥

অনাথ। কে গো—তুমি কি প্রেমময়ী রাই?

সোনা। এই যে, মুখপোড়া এটাকেও
খেনিয়েছে, মুখপোড়া, স্টিম
খেনালি।

নন্দী। সোনা, আমার অপরাধ নিও না,
হরি খেনালে আমি কি করবো, আমার
মুখে আগুন দিতে যদি তোমার সাধ
হয় তো এস। আর আর, তোরা আর,
বংশোধারী দেখবি আর।

[সোনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সোনা। এ কি, আমার প্রাণ টানে কেন?
আমার পা ছুটো ভেঙ্গে যায়, তা হ'লে
আর পোড়ারমুখের কাছে যেতে
হয় না। ছি ছি ছি! পাগলটা
আমায় পিছনে পিছনে ফিরাচ্ছে। কেন
—আমি হরিনাম করবো কেন? হরি
বলবো, তবে তিনি উদ্ধার করবেন—ও
মা, আমি যেন গড়তে বলেছিলাম; তুই
যা খুসী তাই করিস, তবু তোর নাম নেব
না। এই যে বেগা করেছিলি, এই যে
নরঘাতিনী করেছিলি, তা আমি কি
কল্লম, কিছু করতে পেরেছি—ও
মা, কি দয়াময় গো! ওরে আমার
টেনে নিয়ে যায়—আমি যে থাকতে
পারি না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক!

—

পূর্ব্বতের অপরাধ।

(বিরজা ও মাধুলী)

মাধুলী। সখি, তুমি তো দেখা পেরেছিলে,
কেন মার্জনা চাইলে না, তবে এখন
কেন খেদ কর?

বিরজা। সখি, তাঁরে উন্নত দেখলেম—
দাসীকে চিন্তে পারুলেন না, আমার
পরিচর দিতে লজ্জা হলো, কি জানি,
পরিচর শুনে যদি তাঁর পূর্ব্বকথা শ্রবণ
হয়—প্রাণে ব্যথা লাগে।

বুঝিছ বজনি,
এ জনমে সাধন হলো না,
মনের বেদনা রহিল গো মনে মনে ।
যত প্রাণ বাঁধি, তত সখি কাঁদি,
নিরবধি সেই কথা ওঠে মনে,
কেমনে করিব হার পাদপদ্ম ধ্যান !
রক্তোৎপল চরণকমল
ভাবিতে বজনি, রঞ্জিত অধর তেরি :
ত্রিভঙ্গ নয়ন
নাহি সখি কবি নিরাকরণ,
হেরি ধ্যানে সে নয়নচাঁট ;
বাঁশী মনে হ'লে ভাসি আঁখিজলে,
ওনি কানে সে মধুর স্বর ;
বল না বল না সাধনা কেমনে করি ?
বাও সখি যাও স্থানান্তরে,
হরি-প্রেমে হও না বাঞ্ছত,
দেখ দেখ তব সাধনার বিদ্য আমি ।
মাধুলী । সখি, তুমি প্রেমিকা, প্রেমিক
হরি তোমার প্রেম দিয়েছেন ; আমি
প্রেমশূন্য, তোমার কাছে থাকি, প্রেম
শিক্ষা করি, হরিকে কেমন ক'রে ভাল-
বাসবো, তাই তোমার কাছে শিখি ।
বিরজা । দেখ দেখ, চিত্তা সাজান কার !
মাধুলী । তা তো জানিনি !
বিরজা । এ কি আশান—সখি, এ নিজ্ঞান
স্থান নয়, ওই দেখ, কে আসছে ।
মাধুলী । এ যে গুরুদেব—সে রাজা না ?
ওই যে রাজকুমার !
বিরজা । তাই তো ।

(নসীরাম, রাজা ও অনাথের প্রবেশ)
(বিরজা ও মাধুলীর প্রণাম)

বিরজা । গুরু-প্রভু, আমাদের সাধন হলো
না ।
মাধুলী । প্রভু, কৈ, জীয়েন্তে মরা?তো হতে
পাবুলের না, আমার সকল কথাই মনে
পড়ে ।
নসী । ওরে ও খেপা, এ কে দেখছিস—
এই সেই যে তোরা বিরজা ছিল, আর
এ মাধুলী ।

রাজা । বিরজা—মা, হরির দোহাই, আমার
অপরাধ মাফ কর ।
বিরজা । আপনি পিতা—হরিভক্ত, অপরাধী
করুণেন না, আমার হরিভক্তি দিন ।
নসী । ও খেপা, চুপ ক'রে রইলি যে—
দেখ, মনে আড় রাখিস্নি—বিরজার
অপরাধ নাই, সে তোমা বই আর
ধ্যানেও জানে না, আর যদি অপরাধীই
হয়—তাই প্রেম দান ক'রে সব ধুয়ে নে ।
বোঝ্ কামে প্রেমে তফাৎ—বোঝ্ কাম
স্বার্থপর—মনকে হুকুড়ে দেয় ; প্রেম
জগদ্ব্যাপী—প্রাণ মন জগদ্ব্যাপী হয় ।
বিরজা, তোর কি মনের কথা, বল না ।

বিরজা । রাজকুমার—
নসী । রাজকুমার কে রে—এখন কি রাজ
কুমার আছে, খেপা বল ।
বিরজা । হে পণ্ডিত, দাসীর অপরাধ
মাফ করুন ।
অনাথ । প্রেমময়ি, তুমি আমার প্রেম দাও,
প্রেমে আমার মোহ-অন্ধকার দূর কর ।
নসী । শোন, তোদের সকলকে বলি শোন,
জগৎকে প্রেম দে—যে হীনের হীন,
তাকে প্রেম দে—রাই রাজার ঘরের প্রেম
ফুরাবে না, যত পাও বিলাও ! রাখে,
রাখে, আমার প্রেম দাও ! ওরে, আমার
কাজ ফুরিয়েছে, আমি চলেম—ঐ দেখ
আমার চিত্তা সাজিয়েছি ।

সকলে । প্রভু কি বলেন ?
নসী । আর কথার সময় নাই, তোরা
হরিনাম কর, সোনা আর, রাই রাজা
তোরে ডাকছে ।

সকলে । হায় ! কি হোলো !
নসী । কেঁদ না। আবার দেখা হবে—হরি-
নাম কর, বন্ধুর কাজ কর, আমার সময়
উপস্থিত ।

সকলে । হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল !

(পাহাড়ীগণের প্রবেশ)

১ম পা । ওরে তোরা হেথা, আমরা তোদের
মাফল দিয়ে ছুঁড়তি ।

অনাথ। এস তাই সকলে মিলে হরিণাম সোনা। পোড়াকপালে, তোর সন্দেশ
করি। আমি যাচ্ছি।

১ম পা। এ কে রে—একটা হরিণা,
বুঝেছি।

(সোনার চিতা-মধ্যে প্রবেশ)

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

(পুষ্পরথে সোনা ও নসীরামকে লইয়া
রাধা-কৃষ্ণের স্বর্গে উত্থান।)

(সোনার প্রবেশ)

সোনা। আরে কি কচ্চিস—কাঠ হয়ে রয়েছে কৃষ্ণ। যে আমার চায় আমি তারে চাই।
দেখতে পাচ্চিসনি, আর কাকে নাম রাখিকা। শ্রামের ভক্ত বই আর কেউ তো
শোনাচ্চিস; দাঁড়া, আমি হুড়া জেলে নাই।

দিই। (চিতার অগ্নি প্রদান)

সকলে— (গীত)

সকলে— (গীত)

লজ্জা রাখ লজ্জা-নিবারণ হরি।
পাথারে কর হে পুত্র দিয়া রাঙা চরণতরী ॥
কোথা হে হৃদয়-বিহারী,
চরমসময় বারেক নেহারি,
অবশ জিহ্বা নাম নিতে নারি ;—
এস বাজিয়ে বাঁশী কালশশী
ঢেউ দেখে হে শিহরি ॥

রথ রাখ হে রাখ বাঁকা শ্রাম।
যেও না অকূলে ফেলে হয়ো না হে বাম ॥
পায়ের ঠেল না প্রেমময়ী রাই,
রাধে তোমারি দোহাই,
বারেক দাঁড়াও যুগল হেরে
মন-প্রাণ জুড়াই ;—
যদি নিদ্রয় হবে কেউ তো ভবে
নেবে না জয় রাখানাম ॥

অভিমন্যু-বধ

পৌরাণিক-ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্যকাব্য ।

* * সুধারস অভিমন্যু-বধে ।
কাশিরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ।
কাশিরাম দাস ।
মহাভারতের কথা অমৃতের সমান ।
হে কাশি ! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্ ।
মধুসূদন দত্ত ।

উৎসর্গ-পত্র

পরম-শ্রদ্ধা-স্পদঃ অনারেবন্

শ্রীযুক্ত-রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়

বহুমাননিধানেষু ।

যিনি স্বয়ং উৎকর্ষলাভ ও মাতৃভূমির ম্পোজ্ঞ করেন, তিনি সংসারে আদর্শ । মহোদয়
আমার ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করুন ; ভক্তির সহিত অর্পণ করিলাম ইতি

কলিকাতা,
বাগবাজার,
১২৮৮ সাল

বিনয়ান্বিত
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ।	দুর্যোধন।
যুধিষ্ঠির।	দুঃশাসন।
ভীম।	দ্রোণাচার্য।
অৰ্জুন।	কৃপাচার্য।
নকুল।	অশ্বখামা।
সহদেব।	কর্ণ।
সাত্যকি।	কৃতবর্মা।
ষষ্ঠদ্ব্যম্ব।	ভগদত্ত।
অভিমহু্য।	শকুনি।
জয়দ্রথ।	দূষণ।

সুশর্মা, গর্গমুনি, সৈন্ত, সেনানায়ক, দূত, গণক, পিশাচদল ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সুভদ্রা	অৰ্জুন-পত্নী।
উত্তরা	অভিমহু্য-পত্নী।

রোহিণী, স্বপ্নদেবী, স্বপ্নসঙ্গিনীগণ, উত্তরার সখীগণ, পিশাচীদল ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

—:—

ঋশান ।

গিলাচ-মল ।

বৃদ্ধ । বাজবে মাদল, ঘোর কোলাহল,

রক্ত-শ্রোতে ভাসবে ধরা ।

বালক । হাঁ বাবা, সত্যি বাবা ?

বৃদ্ধ । হাঁ রে হাঁ ।

যুবক । রক্ত খাব সরা সরা !

রক্ত খাব সরা সরা !

গীত ।)

টক্ টক্ টক্, চক্ চক্ চক্,

চুমকি রুধির পিয়ে ;

হাম হাহা হহ হিয়ে ।

আতি মাধি,

কামড়ে কামড়ে হাড়ে হাড়ে ছাড়ে ।

হিহি হিহি হিহি খুসি, চুহু চুহু চুহু চুহি,

তাজা তাজা তাজা, মরজা মরজা,

হাম্ হম্ হাম্, হারা রারা রারা,

তাথিয়া তাথিয়া থিয়ে ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—:—

কুরু-শিবির ।

দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, কৰ্ণ, কৃপ, সুশৰ্মা,

জয়দ্রথ, অশ্বখামা ইত্যাদি ।

দুর্যোধন । হে সখে, হে মাতুল সুধীর !

বুঝিয়া করহ বিধি,

নহে রণে মজিবে সকল ।

নিশ্চয় বিধাতা বাম,

নহে জামদগ্ন্য রাম,

পরাজিত বার ভূজ-বলে,

মহীতলে অব্যর্থ সন্ধান বার,

কুরু-শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর পড়িল সমরে,

পামর পাণ্ডব-হলে ।

হে আচার্য্য-প্রধান—

সুখে তোমা মৃত দুর্যোধন,

কোথা ছিল ধর্মজ্ঞান কান্তনীর তব,

বৃদ্ধ পিতামহে,

বিক্ষিপ্ত হুরস্ত যবে শিখণ্ডীর আড়ে ?

চিরদিন তুমি হে পাণ্ডব-প্রিয়,

ঠেই উপেক্ষিয়া কর রণ ।

যবে বনস্থলে, মাতুল কোশলে,

ছলিল পাণ্ডবগণে,

তুই হাতে ধূলি ছড়াইল ধনঞ্জয়,

হাসিলাম হেরি, জ্ঞানহীন আমি,—

এত দিনে বুঝিলাম অর্থ তার ;—

ঘোর বাতে শুক পত্র যথা,

উড়ায় মদীয় সেনা ধনঞ্জয় রূপে

অধীর করীন্দ্রশ্রেণী,

বিকট রথের নাদে ;

রথ রথী চূর্ণ রথ-বেগে ;

মধ্যাহ্ন-মর্ত্তণ্ড-কর সম,

চারিদিকে আশুন উথলে শর-জালে ;—

আচার্য্য উদ্ভাস রণে ।

নিদাঘ-মিহিরে মীনকুল-ক্ষয় যথা,

দিনে দিনে কুলক্ষয় মম,

প্রবল পাণ্ডব-তেজে ;

রণস্থল ত্রাস্ফণের নয়,

বুঝিলাম এত দিনে ।

দ্রোণ । ভাল বৎস,

পিতা পুত্রে ত্যজি সভাস্থল ।

বার বার বলেছি তোমায়ে,

অজ্ঞেয় পাণ্ডবগণে,—

মম শিষ্য বলি,

নাহি জ্ঞান ধনঞ্জয়ে ;

দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ,

রাক্ষসীয় দাক্ষাপূর্ণ বীর,

পাণ্ডবত অস্ত্র করতল,

নিবাত-কবচঘাতী ।

এ প্রাচীন কালে,

যুদ্ধ নাহি শোভে আর,

তবু বধাসাধ্য করি রণ,
 সাপক্ষে তোমার।
 লোকলাজ করি পরিহার,
 মমতা করিয়া ছেদ,
 মহা অস্ত্র কত হানি ধনজয়ে,
 নিবারে সকলি রণে পার্থ মহারথ।
 অতুলনা মহীতলে বীর,
 গভীর সাগর সম,
 দেবগণ সনে
 পুরন্দর পরাভব সমরে যাহার।
 এ হেন অর্জুনে জিনিবে সমরে সাধ।
 বার বার বলেছি তোমারে,
 এ সমরে দিতে ক্ষমা,
 মিলিতে পাণ্ডব-সনে;
 হুষ্ট মন্ত্রী-উপদেশে, না শুনি বচন,
 জালাইতে কালানল,
 পোড়াইতে পতঙ্গের সম,
 পৃথিবীর জগণে।
 আজি হ'তে নহি সেনাপতি তোর।
 চল পুত্র! যাই অস্ত্র স্থান,
 দুর্জনের সহবাস নহে শ্রেয়ঃ কভু।
 কপ। কি কর আচার্য্য বীর!
 কোরব আশ্রিত তব,
 তব বাহুবলে দর্পী দুর্ব্যোধন;
 তোমার সহায়ে চাহে জিনিতে পাণ্ডবে!
 তাজি তারে অর্ণব-মাবারে,
 কোথা যাও বিজ্ঞোত্তম?
 শুন দুর্ব্যোধন,
 গুরুর চরণে কর মিনতি বিশেষ,
 বড় স্নেহ তোমা প্রতি, তাজিবেন রোষ।
 দুর্ব্যোধন। গুরুদেব!
 না ব'লে তোমারে,
 বল বলিব কাহারে!
 বলক্ষয় দিন দিন,
 খসে একে একে বীরচূড়ামণি,
 বামিনী-প্রভাতে তারা সম;
 তেঁই দেব!
 তাপিত প্রাণের জালা নিবেদি চরণে,
 পুত্র জ্ঞানে ত্যজ রোষ প্রভু!
 দ্রোণ। প্রাণপণে করি তোর হিত,

তবু অহুচিত কহ বার বার।
 কহি পুনঃ পুনঃ,
 নাহি বীর এ তিন ভুবনে,
 কৃষ্ণাৰ্জুনে জিনে রণে!
 যেবা হয় করহ মঙ্গলা,
 পাণ্ডবের নাহি পরাজয়!
 দুর্ব্যোধন। প্রভু!
 নিতান্ত কি ঠেলিলেন পায়,
 চির-অহুগত দীনজনে?
 এ অকূলে তুমি কর্ণধার,
 পার কর বিপদে কাণ্ডারী!
 দ্রোণ। একমাত্র উপায় ইহার;—
 কহ নারায়ণী সেনাগণে,
 যমের দোসর জনে জনে,
 অশ্রুধা নায়ক যার—
 কালি যুদ্ধে আত্মহানি অর্জুনে,
 লয়ে থাক স্থানান্তরে;
 হেথা সবে মিলি প্রকাশি বিক্রম,
 আক্রমিব বৃকোদর-ঠাট;
 রচিব বিচিত্র ব্যূহ অজুত জগতে,
 কৃষ্ণা ন বিনা,
 ভেদিতে অক্রম তিনলোক!
 দেখি এ কৌশলে ফলে যদি ফল
 দুর্ব্যোধন। এই সে মঙ্গলা সার।
 কহ সখা, তোমার কি মত?
 কর্ণ। ভাবি তাই কোরব-ঐশ্বর,
 ব্যাঘাত ঘটিল মম প্রতিজ্ঞা-পন।
 শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনে,
 বিনাশিবে নারায়ণী সেনা,
 না পাবে এড়ান ভীম কালি তব হাতে,
 কুরুরাজ!
 প্রতিজ্ঞা পালিও তব কল্পিত-সম্মুখে।
 দ্রোণ। কৃষ্ণাৰ্জুনে বিনা তথাপিও তুল
 যুগ্মদ্বয়, সাতারি-সংহতি,
 বৃকোদর হৃকর সমর-কৃত্তী,
 অতুলনা বাহুবল যার—
 নহে অবহেলা-যোগ্য অতি।
 শুন অশ্রুধা ভূপাল,
 দিকপাল সম বীৰ্য্যবান্ তুমি,
 কালি রণে শাদ্দুল-বিক্রমে,

আক্রমণে ধনজরে,—
 বশত রোগ মহীতলে।
 সুশীর্ষা। হে কৌরব-সেনাপতি,
 প্রণাম চরণে দ্বিজোত্তম!
 যথাশক্তি করিব সমর,
 প্রবোধিব কিরীটরে;
 জয় পরাজয়,
 ইচ্ছাসাধ্য মহে মম;
 অবসর না দিব অর্জুনে,
 যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ।
 চূর্ব্যো। তব যোগ্য বাক্য মতিমান্।
 এত দিনে জানিছ জিনিব রণ;
 কত শক্তি ধরে ভীমসেন,
 না ধরিবে টান মম রণে;—
 কালি হবে পাণ্ডব-সহায়।
 জয়। হে আচার্য্য! জানাই প্রণাম পদে।
 কুরুরাজ! করি নিবেদন,
 প্রাণপণে করি রণ সাপক্ষে তোমার;
 কালি রণে দেহ ভার মোরে,
 রক্ষিবারে ব্যূহদ্বার;—
 অর্জুন বিহনে,
 পাণ্ডব-বাহিনী নাহি ভরি;
 নিবারিব পাঞ্চাল-পাণ্ডবে মহাহবে,
 সিন্ধুবারি বেলা বধা।
 দ্রোণ। মহাযশা তুমি বীর,
 ব্যূহদ্বারে স্থাপিব তোমার।
 চূর্ব্যো। বীরবর! সহোদর সম তুমি মম,
 এ সমরে তুমি অধিকারী,
 আমি মাত্র সহায় তোমার;
 পূর্ব-অরি ভীমসেন তব,
 দেহ সমুচিত দণ্ড দুরাচারে!
 শুন সমাগত বীরগণে,
 নিম্পাণ্ডবা সমর-বন্ধন প্রোতে,
 লজ্জা বিরাম ক্ষণে, যে বার শিবিরে।
 (অবধামা, কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত
 [সকলের প্রস্থান।
 কৃপ। নিম্পাণ্ডবা পৃথিবী কি
 প্রতিজ্ঞা তোমার?
 দ্রোণ। এ হেন প্রতিজ্ঞা কত সত্তবে কাহার!

পাণ্ডবে আহবে কেবা পারে জিনিবারে,
 প্রেমে বাঁধা শ্রীমধুসূদন।
 “যথা ধর্ম, তথা জয়,”
 অথও শাস্ত্রের বাণী।
 দিব্য চক্ষে দেখিতেছি স্থির,
 ধাইছে ঘটনা-শ্রোত অবিরাম-পতি,
 হরিতে পৃথ্বীর ভার;
 বীরমদে যত ক্ষত্রগণে,
 নিধন কারণে
 উদয় এ কাল-রণ—
 সকলি হইবে ক্ষয়,
 একমাত্র রহিবে পাণ্ডব।
 অশ্ব। তবে কি কাজ সমরে পিতঃ?
 দ্রোণ। নিবারিতে কে পারে ঘটনা-শ্রোত!
 ও কথায় নাহি প্রয়োজন,—
 সেনাপতি মাত্র আমি।
 রাজ-আজ্ঞা করিব পালন;
 শুন সাবধানে,
 বাধিবে তুমুল রণ কালি;
 পশিব পাণ্ডব-বাহিনী-মাঝে,
 ধর্মরাজ্যে করিতে গ্রহণ।
 প্রাণ উপেক্ষিয়া,
 অবশ্য বারিবে মোরে,
 পাণ্ডব-সাপক্ষ রথী;
 হেরি চির-অরি,
 ধুষ্টহাস্য অবশ্য হইবে রোধী
 প্রণের মমতা তাজি,
 সমরে পশিবে বীর—
 প্রাণপণে করিব বতন,
 প্রতিজ্ঞা-পালন হেতু।
 বন্ধ-যুদ্ধে যদি হয় ততক্ষণ,
 ক'রো চূর্ব্যোধনে বতনে সাধনা;
 ব'লো তারে,
 মৃত্যুকালে বলিয়াছে গুরু তার,
 কমা দিতে কাল রণে;
 কিন্তু যদি নাহি মানে মানা,
 যাচে যুদ্ধ কুরুরাজ,—
 পিতৃ-আজ্ঞা ক'রো রে পালন—
 চূর্ব্যোধনে রক্ষিও বতনে;
 কুরুবীর আশে, কেহে ভীমসেন রণে,

লেগিহান কেশরী সমান ;
ভোমে প্রবোধিতে তব ভার
সাত্যকি সহিত,
আর আর পাণ্ডব-বাহিনী যত,
রহিল তোমার ভাগে রূপাচার্য্য বীর !
যাও,
লভহ বিরাম নিদ্রাদেবী-অঙ্কে সুখে ।

[রূপাচার্য্য ও অস্থখামার প্রস্থান ।

জন্মিয়া ব্রহ্মণ-কুলে,
কুকর্ণে হইছ অস্ত্রধারী !
বাগ-যজ্ঞ-মঙ্গল-কামনা-রত দ্বিজ,
জীব-ক্ষয়-বাসনা আমার !
যেই কর তুলিয়ে উল্লাসে,
আশীর্বাদ করিছে ব্রাহ্মণ,
সেই করে করি নরনাশ,
দ্বিজকুলশ্রানি আমি !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

রাজ-শিবির ।

দুর্যোধন ও জয়দ্রথ ।

দুর্যো । প্রাণাধিক তুমি মহাবীর !
তেঁই ডরি স্থাপিতে তোমারে বৃহদ্বারে,
কেমনে রহিব স্থির,
সকটে রাখিয়া তোমা ;—
মহারথিগণে পুনঃ পুনঃ দিবে হানা,
একেশ্বর প্রবোধিবে কত জনে ?
সেই হেতু যুক্তি এই সার,
বীর বৈকর্ন্তন রহুক প্রহরী মুখে,
পার্শ্বরক্ষা কর তুমি তার ।
জয় । না মান বিন্দয় কুরুরাজ,
পূর্ব-কথা বলি হে তোমায় ।
বনে যবে বঞ্চিল পাণ্ডব,
শূন্তঘরে জোপদী করিছ চুরি,
চালাইছ রাজ্যমুখে রথ ;
পথে বাদী ভীমার্জুন কৃষ্ণার রোদনে,

বিবিধিতে পাইছ অপমান,
কঠিন ভীমের হাতে,
প্রাণ রহে যুধিষ্ঠির-উপরোধে ।
না যাইছ দেশে,
পশি বনমাঝে,
আরাধিছ দেব পঞ্চাননে,
পাণ্ডব-নিধনসকল করিয়ে হৃদে :—
সদয় হৃদয় আশুতোষ,
দিয়াছেন দাসে বর,—
জিনিব পাণ্ডবগণে অর্জুন বিহনে !
সেই আশে,সুযোগে প্রয়াসে সদা ফিরি :
আজি সমরান্তে দিবা-অবসানে,
স্নান হেতু নামিলাম সরোবরে—
বিস্তার সরসী,
দলে দলে রাজহংসকলে করে কেলি,
মধ্যে শতদলদল,
ফুটিয়াছে অগণন,—
যেন সুন্দরী রমণী-ছবি,
হেরিলাম তার মাঝে ;
মধুস্বরে শুনিছ ভৎসনা ;—
'কোথা সিদ্ধুরাজ-সুত,
প্রতিদান তব অপমানে,
কেন শঙ্করের বর করি অবহেলা !'
অকস্মাৎ নীরবিল বাণী,
মিশাইল ধনি,
পরিমল-পূর্ণ সমীরণ ।
নীরব গগনে হাসিল চন্দ্রমা ;
নীরব স্বভাব, নীরব বিহারবাণী
নীরব সে কমল-কানন !
হে কোরব-মহারথ !
মনোরথ অবশ্য লভিব,
কহিতেছে অন্তরাষ্ট্রা মম,—
পুনঃ রথে তুলিক জোপদী,
কাঁদিবে বিবশা, রথমাঝে এলোকেলী,
হেরিব নয়ন ভ'রে,
প্রাণের সম্বাপ নিভাইব সে সলিলে ॥
দুর্যো । শুভক্ষণে পেয়েছি তোমারে,
ওহে সিদ্ধকুলোদ্ভব !
পদাঘাত করিব ভীমের শিরে ;
কহিব পামরে কালি,

দেখাইয়া উরুফুল,
উরুদেশে বসাব কুম্ভার ।
অর । সমরাস্ত্রে তোমার আমার বাদ,
সুন্দ উগমুন্দ যথা তিলোত্তমা হেতু ।
দুর্যো । সে আশঙ্কা নাহি বীর !
তুই জন পঞ্চজন স্থলে ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

—:o:—

অন্তরীক্ষ ।

রোহিণী ও গগমুনি ।

রোহিণী । হার তপোধন !
কাদে প্রাণ পূর্বকথা, অরি,—
কুক্ষেণে সাজিছ রতি,
পীড়িতে মদনে প্রাণনাথে ;
হেরি সে বয়ান, শতদল জলে,
পোড়া মুখে এল হাসি,
হানিছ কটাক্ষ-শর মোহিতে নাথেরে,
তেই প্রাণেশ্বর অনন্বে মাতিয়া,
অবহেলা করিল তোমারে,
দিলে হে কঠিন শাপ ;
বিরহ-বিধুরা বাল্য,
কাদি একাকিনী চন্দ্রলোকে ;
ঝর ঝর ঝরে বারিধারা,
হেরি শশধর স্বামী,
ভূমিতলে নরমাংসে ;
শত শত বিচ্ছে বৃকে তপোধন,
উত্তরারে যবে,
সন্তায়েণ প্রাণনাথ প্রিয়া বলি ;
অবলারে কর দয়া মূনিবর !
তব শিক্ষামত দেখা দিছি অরুণে ;
কিস্ত দেব ! প্রত্যয় না মানে

পোড়া মন ।

বহারখী অভিমত্য বীর,
কি করিবে সপ্তরথী তার ?
দ্বাদশ দিবস আজি দেখেছি সময়,
রথিকুলে রথীন্দ্র আচ্ছনি ;

ভীম দ্রোণ কৃপ কর্ণ বীরে,
বিমুখিল পুনঃ পুনঃ ;
নাহি গণে যোগ্য অরি কারে,
দম্ভভরে কিরে মদমত্ত করী সম ।
গগ । শুন সুলোচনে !
ব্রাহ্মণের মনে কত স্থায়ী নহে রোণ
শাপ দিয়া অহুতাপ হইল তখনি ;
চলিছ কৈলাসে,
আরাধিছ দিগম্বরে,
উদ্ধারিতে পতি তব ;
কহিলা শকর হাসি,—
চন্দ্রলোকে বাবে শশী কুক্ষক্ষেত্র-রণে ;
আজি পুনঃ ভেটিলাম ভবে,
আজ্ঞায় তাঁহার, !
গেছে স্বপ্নদেবী, সন্ধিনী-সংহতি,
কাদাইতে উত্তরারে ;
কৈদে সতী হরিবে পতির বল ;
তুই পাপে পড়িবে কুমার ;—
বাল্যকালে,
চালিলা শ্রীকৃষ্ণে শূর-বংশ-গরিমায় ;
বীরদম্ভে আজি চেলিবে মায়ের মান্য
হীন-বল মাতার নিশ্বাসে,
হবে তল মহাবল সপ্তরথি-রণে ।
আদেশ দেছেন শঙ্কু বীর হনুমান ;
করিবারে সিংহনাদ ভীমের সম্মুখে ;
অরি-হিয়া,
না কাঁপিবে ধর ধরি, গর্জনে তাহার,
বিকল হইবে শূর,
রাখিবারে যুধিষ্ঠির ;
মমতায় আকুল বালক হেতু,
বৃকোদর হইবে অধীর রণে,
মেরু যথা ঘোর ভূকম্পনে ।
চল, সঙ্কোপনে দিব উদ্দেশ,
যেমত করিবে রণস্থলে ।
[উভয়ের প্রস্থান ।

শঙ্কর গর্তাঙ্ক ।

—:—

বাণীতট ।

অভিমুখ্য ।

অভি । প্রাণ মম কি জানি কি চায় !

দিনমান যায় রণক্ষেত্রে ;
 নিশা-আগমনে,
 কি যেন কি যেন পড়ে মনে ।
 যেন নিদায়ে নিরুজ্জ-মাঝে
 গাইছে কোকিল ;
 দূর-সমীরণে, মিলি একতানে,
 ভাসে যেন সঙ্গীত-লহরী,
 আধ-শ্রুত, কত যেন শুনেছি সে গীত ।
 সদা জ্ঞান হয়,
 রমণীর পদ-সঙ্কলন পাছে,—
 মুদিলে নয়ন, কি যেন ঝলকে,
 কে যেন দাঁড়ায় কাছে বিরস-বদনে ।

(দূরে ভেরীরব)

নিশাকালে,
 কি হেতু নাদিল ভেরী কৌরব-শিবিরে !
 কি বিকার অন্তরে আমার,
 চমকিত ভেরীনাদে !

যেন,
 সাধ হয় চক্ষু সম ভাতিতে গগনে,
 স্তম্ভিত জনকে আজি কোথা চক্ৰলোক ?
 রাজসূয়কালে
 কোন্ পথে চলিল বিমান ;
 যেন,
 দেখেছি দেখেছি সে মোহন স্থান,
 রমণীর অবশ্রুত সে পুর,
 শশধর বিরাজে ষথায় !

(দূরে ভেরী-রব)

পুনঃ শুনি ভেরীরব কৌরব-শিবিরে !
 নিশীথে কি বাধিবে সময় ?
 রণোজ্জ্বলে হিঃ রহে প্রাণ ।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী । দেখা দিব কালি রণক্ষেত্রে,
 হৃদে আশ হতেছে বিকাশ,
 পাব পুনঃ প্রাণনাথ ;

কবোত্তপে ধাইছে ঘটনা,
 কৈলাস-নিধর হতে ।

(স্বপ্নদেবীর প্রবেশ)

স্বপ্ন । চল মম সনে স্নানোচনে,
 হেরিতে সতিনী তব,
 মহেশ-আদেশে যাই রত্নক্ষেত্রে,
 কাঁদাইতে উত্তরারে ।

রোহিণী । হে রজিপি ! স্তম্ভাবিনী তুমি ।

ভাসি রজিল নীরসমাঝে,
 সাজি সতী বিচিত্র বসনে,
 পুলকিত-মতি,
 জলিড়া কর শিশু সনে,
 হয়ে দূতী গুণবতী,
 যুবতী মিলাও যুবজনে,
 স্বর্ণরাশি বিসাদ প্রাচীনে ;
 দেহ প্রাণপতি ভুবনমোহিনি !

স্বপ্ন । পাবে সতি, প্রাণেশ্বর তব,
 শঙ্কর-প্রসাদে স্বরা ।

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক ।

—o—

পাণ্ডব-শিবির ।

ক্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ।

কৃষ্ণ । দিন দিন হীনবল অরি,
 তব অমোঘ প্রতাপে সখে !
 বলহীন তুমি শঙ্করে,
 রাখিলে ঘোষণা ধরামাঝে মহাবিশা !
 স্থাপ কীর্তি,
 মণি বাহুবলে কালি নারায়ণী সেবা,
 ইন্দ্রতুলা জনে জনে রণে ;
 মহারাজ মগধ দ্বন্দ্বের,
 পরাভব বার তেজে,
 শুনিলাম সুরলোকে করিলা সময়,
 দেখি নাই বিক্রম-বিকাশ সেই কালে ;
 সেইরূপ রণে কালি প্রকাশ প্রভাব,
 পরাভবিত্বসমস্তকগণে,
 উদ্ভেলনা কর শক্তি তব,

বজ্রধন রহে বামী,
প্রভাতে নাইব রথ শিবির সমুখে।
অজুন। হে যুধিষ্ঠির !
তব পদ হৃদিপথে রাখি,
শিখি নাই ডরিতে অরিরে।
আইসে যদি তিন লোক কোরব-সহায়ে,
মুহুর্তে শ্রীহরি, পারি বিমুখিতে সবে ;
বাড়ে বল শ্রীযুধিষ্ঠির,
তোমায়ে হেরিলে রথে।
কিন্তু ভাবি যতবার,
কে রক্ষিবে ধর্মরাজে,
ধাইবে কোরবে-যবে ধরিতে রাজ্যার ?
একা ভীষ্ম,
কত মহারথে নিবারিবে রণস্থলে ?
হে পাণ্ডব-সখা, আশঙ্কা হতেছে মনে,
কি হয় সময়ের প্রাতে !
সাহস সম্পদ বল, ও রাজীবপদ,
কাণ্ডারী শ্রীনিবাস,
কর যুক্তি যে হয় বিধান।
কৃষ্ণ। না হও অধীর সখা !
একা বৃকোদর,
সোসর সমরে সমূহ কোরব সনে,
তাহে মহা মহা রথী সহায় তাহার ;—
অপার বিক্রম যুধিষ্ঠির
যুটুয়ায় অগ্নি হেন রণে,
মহারথ বিরাট্ জগদ,
নার আর দেব-অবতার রথী,
ষটোৎকচ মহাবীর,
রাক্ষসীর ঠাটে,
জিনিতে তাহারে,
কে আছে কোরব-মাঝে ?
বুঝা চিন্তা ত্যজ ধনঞ্জয় !
অজুন। কি ভয় তাহার দেব,
যারে ভূমি দেও হে অভয় !
কৃষ্ণ। কি হেতু বিনয় সখা,
কোন কার্যে অক্ষম,
অজুন গাণ্ডীবধারী !
অজুন। সকলি হে,
কৃপার তোমার চক্রধারী !
[অজুনের প্রস্থান।]

কৃষ্ণ। পীলাখোত অরিরে হোদিকে,
হরিছে ধরার ভার,
পলে পলে হোরা, হোরকিলে দিলি,
গড়ি দিবা-নিশি,
ছয়বার বহিবে সময়,
হবে লয় চরন্তু ক্ষত্রিয়-কুল,
যুচিবে ধরার ভার।
কি মমতা ভাগিনা ছেদিতে !
বহি দেহভার, ধরার রোদনে,
তমোগুণে রাখিব মেদিনী।
[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্তাঙ্ক।

—:—:—

দেবালয়।

শুভদ্রা, উত্তরা ও সখীগণ।

উত্তরা। রাখ শঙ্কর সংগ্রামে প্রাণপতি,
দীনগতি,
চরণে শরণ মাগে হীন-মতি ;
আশুতোষ শিব শশাঙ্কধারী,
জাহ্নবী-বারি,
কুল কুল যুগল জটাঘটা-মাঝে,
বিভূতি সাজে ;
বব ব্যোম্ বব ব্যোম্ দিগন্তর,
হর দেহ বর,
অবলা মাগিছে হৃদি-রঞ্জনে হে,
অঙ্গনা বঞ্চনা করো না ভোলা,
তমাল-বিনিমিত নীল গলা,
ধটা বাঘছালা ;
প্রাণপতি যাচে দীনা বালা।

(গীত)

শ্রী—পটতাল।

ব্যোম্ ব্যোম্ নাচে নাচে খেপা তোলা,
নাচে খেপী সাখে,
ধরি হাতে হাতে,

(মরি) কমলে কমল, ভ্রমর বিকল,
রঙ্গিণী যোগিনী মাতে ।

(কিবা) চরণে গুন্ গুন্ ভ্রমর বোলে ;

(হাসে) শতদল-দলে, ঢালে পরিমলে,
দিনমণি-শ্রেণী নথরে ভাতে ।

(স্তব)

জয় পিনাক-ধারী, জয় ত্রিপুরারি,

জাহ্নবী-বারি ঢালি শিরে ;

হের হর ভাপ হর, গৌরী-মনোহর,

ভালি শিব শঙ্কর অধি-নীরে ।

ধর ধর পূজা ধর, আশুতোষ দেহ বর,

বিজ্ঞানা বালিকা, ভোলা ভূতপতি ;

করণা কুক ভব, চুরন্ত আইব,

রক্ষ শ্রামধব, প্রাণপতি ।

(অর্ঘ্য-প্রদান)

হা জননি !

পঙ্কিল প্রমাদ হেথা ।

দিগম্বর অর্ঘ্য নাহি নিল ;

ভাবিল কি কপাল আমার !

আশুতোষ, কি হেতু করিলা রেখ

না জানি গো সতি !

সুভদ্রা । একচিন্তে পুনঃ বৎসে,

আরাধ শঙ্করে ।

(স্তব)

পতি পুত্র ভ্রমে রণভূমে,

রেখ মনে গণেশ-জননি !

সকটে শঙ্করি,

অগ্নি শুভঙ্করী-পদযুগ,

রেখ পায় তনয়ার হৈমবতি

রণজয় দে রণরঙ্গিণি !

উত্তরা । হার মাতঃ,

পুনঃ হর অর্ঘ্য নাহি ধরে ।

প্রের ত্বরা আনিবারে প্রাণেশ্বরে

না জীব জননি, তিল আর,

না হেরিলে গুণমণি মম ।

ববে বাধিল মা এ কাল-সমর ;

নিভা ঘুমাইলে দেখি গো স্বপনে

ঈর্ষাপূর্ণ রমণী-মুরতি—

পলক-বিহীন অধি—

চাহে একদৃষ্টে মোর পানে,

সে বদনে হেরি কত ভার,

ভয় বাসি হেরি সে সুন্দরী ।

সুভদ্রা । পুনঃ ভক্তিভাবে দেহ অর্ঘ্য

উত্তরা । মা গো, ভূতনাথে কহিতে

প্রাণনাথে পড়ে মনে ;

ঢালি জল ভাসি অধি-জলে !

দারুণ কল্লির-পণ,

যুদ্ধ নামে উন্নত প্রাণেশ ।

মা গো,

নাথ বিনা এ সংসারে নাহি জানি

সুভদ্রা । কঃ পুনঃ শিব আরাধনা

বিশ্বপতি বিশ্বনাথ বিনা,

কামনা পূরার কেবা ।

কেমনে,

চাহ আনিবারে অভিমতে হেথা ?

প্রাতে রণ,

ব্যস্ত রথী রণকাজে,

নহে বীরাদনা-রীতি,

বীর-কার্য্যে দিতে বাধা ;

কুল-কার্য্যে রহ কুলবতি !

উত্তরা । যথা গজ গুণবতি মোরে ;

কিশোরে গো কে যায় সময়ে—

ক্রীড়াঙ্কল তাজি ?

কুরঙ্গ-সজিনী,

হেরি প্রাণাধিক কুরঙ্গেরে,

লেলিহান শাদ্দুল মাঝারে,—

কেমনে বাঁধিবে প্রাণ, কুরঙ্গিণী ?

ফেলি নিধি জলধি-অঠরে,

কান প্রাণ রহে স্থির ?

আমি মা হুঃখিনী অতি,

অভাগীরে করো না ভৎসনা,

পাগলিনী পতির বিরহে ।

অক্লুরিত প্রেমের মুকুল হৃদে,

যত সাধ রয়েছে কুঁড়ারে,

পুরে নি গো একটি বাসনা !

কহি সত্য বাণী জননি গো করযোড়ে,

ধৈর্য ধরিতে নারি নাথ-অবশনে ;

তাহে বামদেব বাম অবলার,

অর্ঘ্য নাহি নিল পত্নপতি !

মৃত্যু। ভক্তি বিনা অর্থ্য নাহি পায় স্থান,

আরাধনা কর ভক্তিভাবে।

জান না বলিকা তুমি কল্লির-নিরম,

সকট মরণ রণ—অজ-আভরণ ;

তপ করি যাচে যোগ্য অরি,

পতি পুত্র যায় রণে,

বীরাকনা সাজার সময়-সাজে ;

ঘোর রণভূমে ভ্রমে বীরকুলনারী,

সারথি হইয়ে রথে,

কাটে বেগী বিনাইতে গুণ,

কাঁদারে সন্তানে,

খুলে দেয় আভরণ রণব্যার হেতু।

বাণ্যাবধি জানি রণ-রীতি,

বাদব-স্বিরারী পাতুবংশ-কুলবধ।

অকল্যাণ গেলে দূত সংগ্রাম-শিবিরে,

কি কবে রথীন্দ্র যত,—

আসিবে সত্বরে সবে বিপদ আশঙ্কা করি,

ভজ হবে সময়-মন্ত্রণা।

এ কামনা করো না কল্যাণি !

যবে যুদ্ধকার্য্যে রত বীরভাগ,

বীরপত্নী ব্যস্ত রহে দেব-আরাধনে।

তাজ মোহ বীরবালা,

বীরকুল-রীতি অরি ;

মমতা ছেদিতে,

শিখে মা কল্লির-সুতা ভূমিষ্ঠ হইয়ে।

উত্তরা। ও গো বাদব-সুন্দরি !

জেনে শুনে বুঝাইতে নারি মন।

সুজ্ঞা। দেবগৃহে করো না রোদন,

অকল্যাণ ঘটে তার ;

চল বাই স্থান হেতু সরোবরে,

সীতল সলিলে স্নিগ্ধ করি প্রাণ মন—

পুনঃ পঞ্চাননে কর পূজা ;

চন্দ্রচূড়া চণ্ডীর অর্চনা,

আরতিব পুনঃ আমি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:—

উদ্যান।

স্বপ্ন ও সন্ধিনীগণ।

স্বপ্ন। শুন লো সন্ধিনি, ভুবনমোহিনী তোরা ;

আসিছে উত্তরা,

তোল তান গ্রাহি-হীন গান ;

ফুল ফুলবানে, ভ্রম লো বিমানে !

চারিদিকে খেল, ঢাল রাজা কাল,

হাস বনমাঝে ফণী ধরি ;

ময়ূর মধুরী লয়ে গড় করী,

কেশরী গড়াও বার ;

কাঞ্চনে চন্দনে অঙ্গারের সনে,

মিলায়ে মাথ লো কার ;

স্থান পরিমাণ, হয় ধীরে ধীরে,

বাড়াও সময়, পলের ভিতরে,

নেচে নেচে ধাও, নেচে নেচে গাও,

কাঁদাও কাঁদাও, অভিমত্যা-ভামিনীয়ে !

সন্ধিনী। (গীত)

বেহাগ—জলদ-একতালা।

চুপি চুপি, কর কানাকানি

নাচে নিশীথিনী,—

ঝিমিকি ঝিমিকি ঝিকি ঝিকি ঝিকি,

ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ লো।

চলে অনিলে আঙ করি, কিরণ সারি,

নামে তিমির-গহ্বর,

জিম্ জিম্ জিম্ লো।

চাদে কাঁদে, তারা বাঁধে,

দেখ দেখ কত আনাগোনা ;

কেবা আসে, কেবা হাসে,

কে ভাবে গগনে, মানা নাহি মানে,

রবি নিবিল,

জোনাকী টিম্ টিম্ টিম্ লো,

(উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। কে যেন ঢালিছে কার অলসের তার,

মরি কি সুন্দর তরু হাসে কুল-কুলে।

সৌরভে জড়ায় প্রাণ।

(শব্দ ও নিশ্বাস)

সঙ্গিনী (গীত)

চল দলে দলে, চড়ি শশিকরে,
 যাই যাই যাই লো ;
 বুঁদে ফিরে দেখি, পাই কি না পাই লো ।
 পুলকে আলোকে, পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে,
 স্বর্ণপাখা, মেঘে ঢাকা,
 গীত লোহিত সিত সলিলে,
 ভাসিল ফণিনী, গ্রাসিল নলিনী,
 যাই যাই তাই, ফিরে চাই লো ।

১ম সঙ্গি । কে কোঁথায় জাগে লো স্বজনি ?

২য় সঙ্গি । ঋষ্ট তারা ভ্রমিছে রোহিণী ।

৩ সঙ্গি । ধরামাঝে কেন লো রঙ্গিনি ?

৪র্থ সঙ্গি । দেখ আসিয়াছে ধনী,—

নিয়ে যেতে গুণমণি ।

উত্তরা । ও মা ! নিয়ে যার প্রাণনাথে !

(অভিমুখ্য প্রবেশ)

অভি । প্রাণস্বর,

ভাল খেলা খেল উপবনে !

কি হেতু প্রেরিলে দূতী,

কহ স্নলোচনে !

যাব তরা প্রভাত নিকট ।

উত্তরা । নাথ !

দিব না যাইতে রণে,

কাজ নাই রাজ্য-ধনে মম,

বনে রব বাকল-বসনে তোমা লয়ে ।

হৃদি-ভঙ্গী কম্পিত সদাই,

বড় ভয় গণি মনে,

না জানি কি ঘটে অকল্যাণ,

অর্থ না পাইল স্থান ভবেশের মাথে !

শুক্রচিন্তে পুনঃ আরাধিতে ভূতনাথে,

আইলাম স্নান হেতু সরোবরে ;

অলসে অবশ কায়া।

তরুতলে অঞ্চল পাতিয়ে,

অঙ্গ ঢালি হুহু অচেতন ;

স্বপনে হেরিহু,

স্বপদুষ্ঠা রমণী-মুরতি,

ধরি হাতে তুলিল তোমায় রথে ;

উত্তরোলে কাঁদিয়া জাগিহু ।

অভি । সমুখে দেখিলে স্বপ্ন বিপরীত কল ।

চল সতি,

ভেটি জননীয়ে, বিদায় লইব স্বরা ;

হের ফুলকুলে সাজিছে মেদিনী,

উবা প্রতীক্ষায় শামা ;

কলরবে জাগিতেছে পাখী,—

গাইছে গায়কবৃন্দ,

উদিবে যবে সুবর্ণ-কিরীটা, সতি !

উত্তরা । ধরি চরণে হে গুণনিধি,

দাসীয়ে ঠেল না পায়, যেও না সময়ে,

যদবধি অর্থ নাহি লন ভোলানাথ ।

অভি । প্রিয়ে !

এ কথা কি সাজে হে তোমায় ?

পিতা, ভ্রাতা জ্যেষ্ঠতাত, যুগ্মতাত আদি,

আত্মীয়-বান্ধবগণে, যুঝিবে সঙ্কট রণে,

রব বদ্ধ মহিলা-শিবিরে,

নারীর অঞ্চল ধরি !

এই কি বাসনা তব ?

বৃথা শকা ত্যজ আমোদিনি ;

না জানি বিক্রম মম,

তিন পুর আসে যদি কোরব-সহায়ে,

পরাজিব পলকে প্রমদা ;

চল প্রিয়ে জননী-সমীপে ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—*—

কক্ষ ।

সুভদ্রা ও গণক ।

গণক । শুভে !

রোহিণী নক্ষত্রে জন্মে তোমার তনয়,

ঋষ্ট তারা সঙ্গ নেছে তার,

দেখিহু গগনে,

মহারুষ্ট তারা,

কালি যদি যার স্মরণে,

পুত্র তব অমর নিশ্চয় !

সুভদ্রা । বুঝিহু বুঝিহু এতকণে,

কেন হর অর্থ না ধরিল,

শতরী-পূজার কেন ঘটিল ব্যাঘাত ।

বাঁজুরা,

কে আছে রে ডাকি জান অভিমন্যে
হেথা।

(অভিমুখ্য ও উত্তরার প্রবেশ)

অভি। উতলা কি হেতু মাতঃ ?
প্রণমে চরণে দাস, আশীষ জননি !
কি হে বিজবর !

গণনায় দেখিলে কি স্থির,
কৌরব-বিনাশ কাল-রণে ?
সুভদ্রা। বাইতে দিব না তোরে,
কাল-রণে কালি।

অভি। মাতঃ !

সুভদ্রা। কোন মতে দিব না
বাইতে রণে আমি।

অভি। আজ নিশিযোগে,
কিন-রেণু-গুঁড়া মিশেছে কি বায়ু সনে !
কহ, কি জঞ্জাল ঘটায়ছ আচার্য্য ব্রাহ্মণ ?

সুভদ্রা। বাছা কাল মাত্র যেও না সমরে,
বীরাকনা বীরমাতা আমি,
সামান্য কারণে,
নাহি মানা করি তোরে,
সাধ কি রে মম—অর্জুন-তনয়,
রহিবে মহিলা-শিবির-মাঝে,
যাদব-নন্দিনী আমি !

অভি। মাতঃ !

জান ভূমি যাদব-বিক্রম,
পাণ্ডবের রীতি নাহি জান !
প্রমথ-মণ্ডলে শূলী পশিলে সমরে,
পাণ্ডব দিবে না পৃষ্ঠ কভু।

সুভদ্রা। বৎস, শুন মন দিয়া, না হও উতলা,
সাধে আমি করি না রে মানা !
দেখ এই বিজ্র,
বিশারদ জ্যোতিষ-বিজ্ঞার,
কহিয়াছে দিন দিন গণে মোরে,
যে দিন যা ঘটবে তোমার ;
তারা রুই এক দিন আছে আর তোর ;
দেখিল গণিয়া বিপ্রবর,
অমঙ্গল ঘটে বৎস তার।

অভি। কিরি রণভূমি, ক্ষুদ্র ব্রজী অসুখাবতী,

মদনামঙ্গল মাতঃ আছে চিরদিন।
কহ দিল্ল কোন্ গ্রহ রুই মোর প্রতি ?
হানি শর বিধি নভন্তলে।

সুভদ্রা। অলক্ষ্য সে গ্রহের প্রভাব, বৎস !
অভি। বিপক্ষ প্রত্যক্ষ মাতঃ !

পিতা ভ্রাতা বান্ধব সকল রণভূমে,
রব সবে রাধিয়া সঙ্কটে—
অলক্ষ্য প্রভাবে বাঁধা মহিলা-শিবিরে !

সুভদ্রা। বাছা, ঋণী তুই মার কাছে,
মাতৃঋণ বাবে শোধ তোর,
এক দিন কমা দেহ রণে,
চণ্ডী আরাধিতে দেখিছ রে ধ্যানে
তোর মন্তক-বিহীন ছায়া !
হরশিরে অর্ঘ্য না ধরিল !

অভি। শুনেছি মা,
উন্মাদ সংবাদ বত উত্তরার মুখে।
মা গো সহস্র ঋণে ঋণী জানি তব,
বত দিন বহিষে কালের ব্রোত,
সে ঋণ না হবে পরিশোধ ;
চাহ সে ঋণে উদ্ধারিতে মোরে,
কৃপা তব অতুল ঈশ্বর !

কিন্তু মাতঃ,
অস্থি হেতু পিতৃঋণে ঋণী আমি,—
মান হেতু পুত্রের কামনা,
প্রাণ হেতু পিতৃমান দিব বিসর্জন ?
নারিব জননি,
কম বৃদ্ধি অবুঝ সন্তানে।

দেহ পদধূলি,
রণযত্ন চাহে কত্রবীর ;
জন্মে কত নর দেহধারী অগণন,
দিনে দিনে পলে পলে,
রয়, বায় কালের কবলে,
কিন্তু বীৰ্য্যবানে না ভুলে ধরণী,
কীৰ্ত্তি তার চলে অগ্রসর,
দেখাইয়ে পথ অস্ত্র বীরে ;
লক্ষ হুদি হয় উত্তেজিত,
শুনি গুণগ্রাম-গান তাঁর ;
হেন পুত্র কর কি কামনা,
যাদব-নন্দিনী পাণ্ডব-বৃহিণী মাতঃ ?
চাহ যদি সে পুত্র তোমার,

দেহ পদগুলি যাই চ'লে রণস্থলে ;
একান্ত চঞ্চল হইতেছি, মাতা,
হের উষা উদিল গগনে ;
বিলম্বিতে নারি আর ।

উত্তরা । যাও নাথ বধিরা আমায় !
অভি । প্রিয়ে, সকলই ভাল সহ্যমত ।
উত্তরা । একদিন মাত্র রহ গৃহে ।
অভি । হেন উপদেশ,

কহিও প্রাতার কানে মন্তরাজ-মূর্তা !
প্রেম-কথা বিলাস-ভবনে,
কর্তব্যের সনে সঙ্গ নাহিক তার !
পতি আমি, শুন বীরাকনা,
ধর উপদেশ-বাণী,
ফুলের কামিনী রহ ফুলাচায়ে রত,
যদি হয় অলস তাহায়,
অন্তরিতে ব্রতী জনে নাহি দেহ বাধা ।

উত্তরা । নাথ !
অভি । না উত্তরা ।

(উত্তরার মুচ্ছা)

প্রণাম চরণে মাতঃ নিশা অবসান ।

[গ্রন্থান ।

উত্তরা । মা গো ! কি হলো, কি হলো !

মুভঙ্গা । বল মা, কি উপায় করি আর ।

উপায়ের সার,
চণ্ডিকার পদ করি ধ্যান ।

উত্তরা । নাহি কহ মোরে,
শঙ্করে পূজিতে আর ;
পূজি নারায়ণে—রক্ষাকর্তা জনাৰ্দ্ধন ।

মুভঙ্গা । হর হরি করো না যা ভেদ ;
গৃহভেদে না জানি কি হয় !
চল যাই দেবালয়ে ।

[সকলের গ্রন্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

শিবিরসম্মুখ পথ ।

অভিমত্যা ।

অভি । এখনো সন্ধ্যা ঢাকা মিশা-আবরণে,
হেঁথো চাঁদা পল্লী,

তাই প্রভাত জানিয়া,
কুজনিছে বিহঙ্গিনী স্রমধুর !
এ কি বিষ, কুৎসিত বারস-রব !

উত্তরা চেতনাবধি,
না না, থাকিলে বাড়িত মায়া ;
ডরি মাত্র প্রেমের বন্ধনে !
মাতৃ-মানা শুনিল কি ধনঞ্জয় !
যবে রথী,

চলিল একেলা বনে ব্রহ্মচারী-বেশে,
ভ্রমিবারে দ্বাদশ বৎসর,
কর্তব্য-রক্ষণ হেতু !

(গণকের প্রবেশ)

গণক । বীর, গ্রহাচার্য্য আমি,
শুন মানা একদিন তরে ।

অভি । দ্বিজ !
ঋত্বিকের বশ নয় রোষ ;
কিংবা, কি হেতু বা ঋষি আমি,
শুনি উপহাস,

এখন তো আছে বামী :
কি হে দ্বিজ !

গণক । কুমার, দেখিছ গগনে,
কালি গ্রহ রুট তব প্রতি ।

অভি । ওহে দ্বিজ !
ও সংবাদ শুনেছি ত জননীর মুখে ;
কিবা অমঙ্গল, সমরে পড়িব কালি ?
শুভ এ বারতা

পাণ্ডবের পক্ষে, হে ব্রাহ্মণ ;
জেনো স্থির, অর্দ্ধ সৈন্ত না বিনাশি রবে ।
ধনু মম হবে না অচল ।

এক কথা কহি দ্বিজ,
বৃদ্ধ তুমি পিতামহ সম,
লহ স্বর্গমুদ্রা, হে আচার্য্যবর,
ক'রো উত্তরারে,—

“নাহি ভয় পুনঃ আসি করিব চূষন !”

গণক । কিন্তু বৎস,

ছিল ভাল না বাইলে রণে !

অভি । দ্বিজ, লহ মুদ্রা,
দেখ গণে, আরো ভাল বাইলে সমরে !
গণক । নাহি অকল্যাণ ভয়,
জয়লাভ করিব করিরা ধ্যান ।

অভি । এক কথা শুন হে ব্রাহ্মণ,
বদি শারী হই রণভূমে,
কহিও মাতারে,
অবাধ্য বালক বলি কখনে জননী ।
বলো উত্তরারে,
বড় ভালবাসিতাম তারে,
কুলমান দার ছেদিছ প্রেমের ডুরি !
কিহো কিছু নাহি বলো তারে,
বলো মাত্র প্রত্যক্ষ দেখেছ,
দীর্ঘরাস পড়িয়াছে অরি তার নাম !
গ্রহাচার্য্য, আর নাহি রহ এ স্থানে ।
[গণকের প্রস্থান]

(নেপথ্য গীত)

পঞ্চম—রূপক ।

বীরে বীরে শুন বাড়িছে কোলাহল,
কুল হেরি উবা হাসে,

হকুল বাসে ।

বীরে বীরে, কুল হাসে ফিরে,
হেরি মাধুরী, কলিকা বিকাশে ;
লতিকা পাশে পরিমল আসে,
অনিল প্রেম-কথা মৃদুল ভাষে ।

মধুর পিরাসে,

অলি আসে ;

কোকিল কুহরে, পাখিকুল শিহরে,

পূলে প্রাণ, তোলে তান,

মোহিনী রতনরাজী সুনীল আকাশে ;

বীর বীর চলে সমর প্রয়াসে ।

অভি । কে চালে এ সঙ্গীত লহবো,

হেন অর ধরার কে ধরে ?

নাগবিলা বীণা !

মরি, পুনঃ উঠে তান,,

শুনি প্রাণভরে বসে ।

সঙ্গীত চলিল দূরে,

বার বেনদেখাইয়ে পথ,—

এহো ! ধাইতেছে অগণন শিবা,

মাংস-লোভে রণস্থলে !

কি কঠোর নিনাদে বাস,

কুল প্রাণী না হইলে মারিতাম প্রাণ ।

আহা !

করিল বারি মারের নরনে,—

(দূরে ভেরী-রব)

ডাকে ভেরী সাজিতে সমরে,

বুঝি,

একা আমি, তাজিয়ে শিবির ভ্রমি দূরে

অস্ত্র লরে ব্যস্ত অস্ত্র জন,

কেবা আর দ্বিতীয় বারতা শুনি,

বাবে নারী-মাঝে সম্ভাষিতে প্রেমদীরে,

যোর রণ উপস্থিত প্রাতে !

এই ক্ষত,

পারি যদি কুলাইতে সময়ের ব্যার ।

[প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

[প্রথম গভাক ।

যুদ্ধক্ষেত্র

যুদ্ধিগির ও অভিমত ।

যুধি । দেখ বৎস, মজিল সকলি !

সংসপ্তকে কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়,

কৌরব-কোশলে আজি,—

নাহি জানি কি হয় সমরে !

বমোপম নারায়ণী সেনা,

তাহে সপ্তরথী দুর্জয় সুশৰ্মা সনে

নাহি এক গোটা পদাতিক মম,

প্রেমি বারে আনিতে সংবাদ ;

অবসাদ নাহি কাল-রণে ।

মৈনাক সমান,

একা রথে আচার্য্য-প্রবীণ,

পশিয়াছে সৈন্ত-সিদ্ধ-মাঝে,

মথিবারে ক্রীণ দলবল,

সহায়-বিহীন ।

দারুণ জ্রোণের শরে,

আকুল পাঞ্চাল-সেনা,

নিবারিতে নারে ভীমসেন

বিপক্ষ-একাকি যোর,—

যুদ্ধে অগ্নি চক্রবাহ্য করি
দেবের দুর্ভেদ্য সমাবেশে,
সমর্থ কেবল ধনঞ্জয়,
ভেদিতে দুর্গম ব্যাহ।
কহ পুত্র কি উপায় হবে,
মুহুর্তে মজিব সব,
কঙ্ক বায়ু গর্জে যথা। পর্বত-কন্দরে,
গর্জে শুন বৈরি-ঠাট জয়-আশে;
হের মহাত্মাসে
বিকল বাহিনী মম—পলাইছে বেগে,
একমাত্র তুমি ধনুর্ধর,
পাণ্ডব-শিবিরে, পিতৃসম রুতী রণে,
বুঝি কর যা হয় বিধান;
শুনিলাম তব সখা-মুখে,
ভেদিতে দুর্গম ব্যাহ সক্ষম হে তুমি,
সংগ্রাম-কৌশল-বলে।

অভি। সখা মম!

জানি আমি প্রবেশ-সন্ধান,
নির্গম না জানি তাত;
কিন্তু এ সংবাদ লোক-অগোচর।
হে পাণ্ডবনাথ!
এ বারতা কে দিল তোমায়ে?

যুধি। বয়সে সাহসে রূপে সৌন্দর্য তোমার,
দেবের কুমার হই জ্ঞান;
কৃষিরাজ-কলেবরে,
বার্তা দিল ক্ষত বীর,
পুনঃ রণে শশিল ধীমান্।

অভি। কহি তাত, পূর্ব-বিবরণ,—
ছিহ্ন যবে জননী-জঠরে,
পল্লঙ্গে চক্রবাহ্য-কথা,
কহিতে লাগিল পিতা,
তেই জ্ঞানি প্রবেশ-নিয়ম।
অনিতে অনিতে নিদ্রিত হলেন মাতা,
না অনিহ্ন নির্গম কেমন।

যুধি। ব্যাহ ভেদি কর যুদ্ধ বীর,
ভীম আদি যোদ্ধা মিলি,
যাব সব পশ্চাতে তোমার,
মহামার করিব কৌরব-দলে,
রণজয় হবে অবশেষে,
তব বাহুবলে, পাণ্ডবংশ-গুণধর।

অভি। আজি কুরু পড়িল প্রমাদে
দেহ পদধূলি ধর্মরাজ,
অবাধে লভিব জয়;
আনি দিব ডালি রাজপদে
কর্ণ-শকুনির শির;
পিতৃগুরু উপরোধে না বধিব জ্ঞোনে,
করি নিরস্ত্র সমরে,
সম্মানে তুলিব নিজ রথে।
গর্জে অগ্নি—
কুরুবংশ ধ্বংস হবে রণে।

[প্রস্থান।]

(বোহিগীন্দ্র প্রবেশ)

রোহি। এক নিবেদন ধর্মরাজ!
মহারথী অস্তিমহ্য বীর,
সমযোগা সারথি তাঁহার নাহি দেব;
তেই বাচি রাজপদে সারথির পদ।

যুধি। মহাদণ্ডে প্রবেশিছে রণে শূর।
জানিলাম তুমি হে পাণ্ডব-সখা,
দেবপুত্র নাহিক সংশয়,
চল বাই, যথা বৎস সাজিছে সমরে ॥

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:—

যুদ্ধক্ষেত্র।

ধৃষ্টদ্যুম্ন।

ধৃষ্ট। হে পাঞ্চাল।

শরজালে এখনি নাশিব জ্ঞোনে;
হও স্থির, রহ সবে দর্শকের প্রাঙ্গণ,
সপুত্র পাড়িব ব্রাহ্মণকুলের গানি!
(জ্ঞোণাচার্যের প্রবেশ)

জ্ঞোণ। ভাল ভাল,

নিভান্ত মরণ-সাধ জ্ঞপদ-কুমার?

ধৃষ্ট। আরে আরে হিংস্রক ব্রাহ্মণ,
বীরপনা জানাও পাইক বধি?
আজি রাজ্য হবে যুধিষ্ঠির;
তীক্ষ্ণ খড়্গে কাটি তোর শির,
দিব মালেলোভী জীব;

সশস্ত্র পাশর,
কবচ সমান প'ড়ে যবে রণস্থলে।
(অবখামার প্রবেশ)

। পিতঃ॥
এখনি হইবে কর পাণ্ডব-বাহিনী ;
বৃষ্ণদেহ দেহ মম করে,
পশুপৎ নাশি যুচে।
(সাত্যাকির প্রবেশ)
সাত্যাকি। জান না কি নিকট শমন ?
[হুঙ্কারিতে কবিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় পর্ভাক।

—:০:—

সজ্জাবুঝি।

অভিমহ্য ও রোহিণী।
রোহিণী। যবে রণ-অবসানে
হাসিতে হাসিতে—
হুই জনে ফিরিব ভবনস্থখে,
দিব পরিচর বীরমণি !
অভি। আনিলাম একান্ত আমাতে তব প্রীতি,
হেরিয়ে তোমাতে,
সহোদর জান হয় মনে ;
যেন কোথা দেখেছি, দেখেছি।
স্বপ্ন সম সে ভাব সুকার।
আসর সময়,
ফিরি বহি রণ জিনি ধৌহে,
বিরলে বসিয়ে কব কথা পরস্পরে।
ভেজঃপুঞ্জ মহারথী তুমি,
কৃপা করি সেজেছ সারথি ;
কিন্তু মম সারথি নিপুণ,
নিবাস ছাড়িবে কত্র,
না করিলে সাধী রক্ত।
ইথে এই মন্ত্রণা ধীমান,
লহ অস্ত্র-পূর্ণ অস্ত্র রথ পাছে,
বাই নিজ রথে আমি,
তব রথ রাখ ব্যাহযুখে,
রণে যবে করিব প্রবেশ,
যেও বীর পশ্চাতে আমার।

[প্রস্থান।

চতুর্থ পর্ভাক।

—:০:—

রণক্ষেত্র।

যুধিষ্টির ও সৈন্তগণ।

যুধি। না পালাও না পালাও সেনাগণে
কত্বার্থ করহ পালন ;
কৌরব কি ধরে করে অীকৃতর তীর ?
নহে তারা অভেদ্য-শরীর।—
চল সবে মিলি বধি দ্রোণে।
১ম সেনা। ভদ্র নাহি নরণপতি আর !
পড়িয়াছে বড় বড় বীর,
যুতপ্রায় ভীমসেন রণে,
বৃষ্ণদেহ যুযুধান আদি,
অধীর সমরে যবে ;
চতুরঙ্গ সেনা আবুল জোণের বা ।
নেপথ্যে। এই এই এই যুধিষ্টির !
হে আচার্য্য,
করনু গ্রহণ, করনু গ্রহণ।
২ সেনা। কি দেখ, কি দেখ আর
তুলয়ানি যেমতি অনলে,
ভস্ম হবে দ্রোণ-শরে ;
এল এল, পালাও সত্বর।

(অভিমহ্যর প্রবেশ)

অভি। না পালাও পাণ্ডব-বাহিনী,
ক্ষণকাল দেখ রণ ;
পিতা মম ভ্রাতৃ-জরী,
অক্ষয়-গাওঁব ;
প্রকাশে বিক্রম ত্রি-অগোচরে তাঁর।
নহি কি হে অর্জুন-কুমার ?
কি ভর কি ভয়,
রণজয় করিব এখনি।
বরষিব বজ্রসম শর ;
দেখি অগ্রসর কে হয় সমরে ?
কে বাধে কবচ দৃঢ় বুকে।
এস এস আচার্য্য প্রবীণ,
দেখ কত শিকা শরাসনে।

(জোণাচার্য্যের প্রবেশ)

জোণ। বালক।

নাহিক বিরোধ মম তোমার সংহতি,
ছাড় পথ, ধর্মরাজে ভেটিব সমরে ।
অভি। অবিরোধী ধর্ম নৃপমণি,

বিরোধী অজ্ঞান-মৃত—
যুদ্ধ দেহ আচার্য্য নিপুণ ;
শনেছি জনকমুখে ধর্মবর্ষে তুমি,
প্রমাণ তাহার দিয়েছ এ রণস্থলে,
ছলে করি পিতারে অন্তর ;
কিন্তু মনোরথ না ফলিবে তব ।
যমের দোসর অ ন-কুমার,
ধর্মরাজ হাতে ;
হানি অস্ত্র, যত্ন কর প্রতিজ্ঞা-পালনে,
অহুচরে বিমুখ সমরে,
কোথা পাবে নৃপ-দরশন,
হত্যাশন সম অরি সম্মুখে তোমার ।
ক্রোধ। সিদ্ধম্রোত চাহ রোধিবারে !
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান ।
যুধি। চল সবে, চল হে সত্বর,
সবে মিলি করি আক্রমণ ;
হের, বিরথী আচার্য্যবীর ।
[প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্তাক্ষ ।

—*—

রণস্থল ।

অভিমত্যা ও সৈন্যগণ ।

অভি। দেখ চেয়ে পাকাল পাণ্ডব,
কুরুপাল সম পলাইছে অরিদল,
বিকল কোরব-ঠাট
অটল সমরে মাত্র সিদ্ধরাজ সেনা ;
আইস সবে পশ্চাতে আমার,
বাহ ভেদি বিনাশি কোরবে ।
সেনা। ধর্ম বীর অজ্ঞান-তনয়,
পিতা সম বীর্য্যবান্ ।
কাণ্ডে ভয়, কুরুকুল করিব নির্মূল ।

[সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্তাক্ষ ।

—*—

বাহুবীর ।

জয়দ্রথ ও রোহিণী ।

রোহিণী। হের বীরবর ! অন্তক সমান রণে,
পশিছে অজ্ঞান-মৃত !
নাহি কাজ রোধিয়া উহারে,
অর শঙ্করের বর,
আজ্ঞানিরে দেহ পথ ছাড়ি,—
নিবারহ অন্য অন্য যোথে,
কুরুরাজ দেখেন আদেশ ।

[রোহিণীর প্রস্থান ।

(অভিমত্যার প্রবেশ)

অভি। যম কারে করেছে স্মরণ,
কে রাখে বিপক্ষ-বাহ সম্মুখে আমার ?
জয়। পিপীলিকা !
কত দিন উঠিয়াছে পাখা ?
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান ।
(সসৈন্তে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধি। দেখ ছিন্ন-ভিন্ন ব্যহমুখ,
বাতে যথা কদলী-কানন ;
চল সবে আ নি-সহায়ে ;
চল যুযুধান, ঈহ্যম, বুকোদর,
কর আক্রমণ চারিদিকে
বাহ ভেদি পশিয়াছে রথীজ-কুমার ।

[যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান ।

সপ্তম গর্তাক্ষ ।

—*—

রণক্ষেত্র ।

অভিমত্যা ।

অভি। এ কি, চারিদিকে অরি,
কেহ নাহি সহায় আমার !
নাহি হেরি কোথা সে সারথি,
কোথা অল্পপূর্ণ রথ তার ?

সিন্ধুরাজ সৈন্ত সহ রোধিছে পাণ্ডবে,
দৃঢ় অস্ত্রে ছেদি সৈন্তগণে,
নিজ পক্ষে মিলিব এখনি ;
কেমনে যুঝিব একা চক্রবাহু-মাত্রে ।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী । কি কাজে বিলম্ব বীর ?
যুদ্ধ ব্যাহ ভেদি ;
আগুবাড়ি আছে মম রথ,
উড়িছে পতাকা দূরে ;
হের,
ধাইছে চৌদিকে সেনা বিপক্ষে তোমার,
একেশ্বর জিন রণ বীর,
জিনিলা অমরে যথা জনক তোমার,
খাণ্ডব-দহন-কালে ;
ভীমসেন-রথধ্বজ দেখেছি পশ্চাতে,
সিংহনাদে ঘোষে মহাবীর,
এখনি হইবে রথী সহায় সমরে ।
অভি । আন রথ পশ্চাতে আমার,
গর্জে অরিসমুখ-সমরে,
নাহি সহ্যে প্রাণে মোর,
অর্জুন-নন্দন আমি ।
ছিন্ন-ভিন্ন করিব এখনি,
মূর্ধ্তে ঘৃচাব অহকার ।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ । ধনু অস্ত্র-তাজহ বালক,
ক্রীড়াস্থল নহে রণভূমি ।
অভি । মহাক্রীড়াস্থল হে রাধের !
গেণ্ডুরা খেলিব লয়ে কুরুকুল-শির ;
বহিবে রুধির খর ;
ছিন্নশির কুরুরাজে,
বাধি তোমা শকুনির সনন,
ভাসাইব সে সলিলে,
ক্রীড়াচ্ছলে জমিব সে ভোলাপরে,
উপস্থিত হের অস্ত্র-খেলা ।

[যুদ্ধ করিতে করিতে কর্ণ ও
অভিমহ্যের প্রস্থান ।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক ।

—*—
ব্যাহবার ।

জয়দ্রথ ও সৈন্যগণ ।

জয় । সাবধানে রহ বীরভাগ,
হের পরাভূত পাঞ্চাল পাণ্ডব,
প্রবেশিছে রণে পুনঃ—
আগে আগে বীর বৃকোদর ;
না হও চঞ্চল কেহ, বারিষ সবারে,
বায়ুদলে ভূধর যেমতি !
[প্রস্থান ।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম । উদ্ধাবেগে কর আক্রমণ,
এখনি নাশিব দৃষ্ট সিদ্ধুর নন্দনে ;
একা পুত্র গেছে ব্যাহ ভেদি,
ভীক্ষ অস্ত্রে ছেদি রিপুদলে,
হও সবে সহায় তাহার ;
একেলা বালক, যুঝে ব্যাহ-মাত্রে,
মাগর উথাল সম জ্বিছে কৌরব,
হায় হায় একা পুত্র অরি-মাত্রে !
রে পামর সিদ্ধুমুত !
ঘুচাই সমর-সাধ তোর ।
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান ।

নবম গর্ভাঙ্ক ।

—*—
যুদ্ধক্ষেত্র ।

যুধিষ্ঠির ও নকুল ।

যুধি । হে নকুল,
কেমনে যাইতে বল শিবির-ভিতরে,
যতক্ষণ পাপ দেহে আছে প্রাণ ?
ধর্মজ্ঞানহীন আমি মূঢ়,
রাজ্যলোভে করিছ তুচ্ছ পাপ !
বার বার বলিল কুমার,
নাহি জানি নির্গম-উপায় ;
ভ্রান্ত মোহমুদে,

৭ প্রহাবনী ।

প্রেরিত্ত শাবকে ব্যাধি-মুখে !
কোটি বজ্রনাদ সম স্বাক্ষরে কোরব,
কি হয়—কি হয় রণে !
চল লয়ে সংগ্রাম-ভিতরে,
ধরুক আমাদের জ্যোৎস্না,
যুচে বাক্য এ কাল-সমর ;
গজেন্দ্র পুনঃ কোরবীর চম্ ;
হাহাকারে নাদিছে
পাকাল পাণ্ডবগণে ;
প্রাণ মন আকুল নকুল ;
নাহি শুনি বুকোদর-সিংহনাদ !
হের হেরে,
হাহা রবে কাঁদিছে সাগন্ধ রথী !
জ্যোৎস্না আমি, সাধি হে তোমার পুনঃ,
অর্পি জ্যোৎস্না-করে মোরে,
নির্দোষ করহ রণানল ।

নকুল । তিষ্ঠ মহারাজ কপ,
বিকল শরীর তব রিপূর প্রহায়ে ;
বাই রণে তব আশীর্বাদে,
অবাধে জিনিব সিদ্ধুরাজে,
তিষ্ঠ সাবধানে নরমণি !

(মৃতের প্রবেশ)

। হায় হায় মজিল সকলি !
জয়জয় করে ঘোর রণ ব্যহমুখে,
প্রবেশিতে নারে কোন বীর ;
একা শিশু বিপক্ষ-মাঝারে !
অটবার ভীমসেন অচেতন ;
নবম সময় না জানি কি হয়,
সিদ্ধুরাজ দুর্গিবার আজি !
বৃষ্টহায় যুধান আদি,
বহাধিগণে ।
বিমূর্খিল রণে একা সিদ্ধুর হুমার !

[সকলের প্রস্থান ।

দশম পর্ভাক ।

— ০ —

ব্যহমুখ ।

জয়জয় ও সৈন্তগণ ।

জয় । দেখ চেয়ে পাণ্ডবের দল,
পলায় শৃগাল সম ।
চল ধাই পশ্চাতে তাহার,
ছারখার করি প্রেণী ভেদি :—
জয়লাভ হইবে এখনি ।

[সসৈন্তে জয়জয়ের প্রস্থান ।

(ভীম ও সহদেবের প্রবেশ)

ভীম । সহদেব,
সম্বর শিবিরে লহ পাণ্ডবের নাথে ।

[সহদেবের প্রস্থান ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ বাহবলে,
রক্ষিতে নারিছ শিশু !—
হে স্বজয় পাকাল পাণ্ডব !
একচাপে বেড়' সিদ্ধুরাজে ;—
হায় হায়,
রণে পুনঃ পশিয়াছে ধর্মরাজ !
হে নকুল, দেখ কি কোতুক,
ক্ষিপ্ত শোকে পাণ্ডব-উত্তম,
বিকল অরির ষায় ;
শীত্র লও শিবির-ভিতরে ;—
উচাটন প্রাণ হুই স্থানে,
কেমনে রাখিব বংশধরে ;
হা কৃষ্ণ ! কি এই হেতু জনম আমায়
রোধে মোরে সিদ্ধুরাজম !
আরে আরে শীক সেনাদল,
কি লাগি মরণ-ভয়,
পলায়ে কি এড়াবে শমন ?
আরে আরে স্বজয় পাকাল,
পৃষ্ঠে অরি করিবে প্রহার,
হের প্রাণ রাখি কিবা কল,
অপমান হ'তে মৃত্যু প্রেরণ !
চল রণে সাত্যকি বীমান,
ক্রতপদে ক্রপদ-তনয়,
অগ্রসর হও বংশধর,

পাকাল-রাজনু শিখণ্ডী সমরে শূর,
কৌরব-গৌরব নাশ রণে;
আক্রমণ কর সিদ্ধু-ঠাট,—
যুধিষ্ঠির পশি যথা কানন-মাঝারে,
ভাঙ্গে মড়মড়ে তরুদলে,
চল প্রবল-প্রতাপে,
প্রবেশ বিপক্ষ-মাঝে,
পাড়ি অরি বীরবৃন্দ মিলি।

[ভীমের প্রস্থান।

[(সসৈন্তে নকুল ও সহদেব)

নকুল। ধাও বেগে,
এখনি পাড়িব ছার সিদ্ধুর নন্দনে।
সহদেব। চল দ্রুতপদে।

সকলের প্রস্থান।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। জয়দ্রথময় আজি কৌরব-বাহিনী!
পাড়িলাম শঅ জয়দ্রথে রণে,
তব যুঝে কুলদ্বার।
কিন্তু নাহিক নিস্তার,
দেবগণ সহ ইন্দ্র নারিবে রাখিতে।
এ কি!
অকস্মাৎ দীর্ঘ জটাজুট চারিদিকে;
হৈ হৈ হাহা হুহু রব,
দক্ষবজ্র-মাঝে যথা কৈলাসীর চমু।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। দেব, পড়েছে প্রমাদ!
জ্যোৎস্না যুধিষ্ঠির-শিবির-নিকটে,
প্রায় পরাজিত-সহদেব;
পাকাল পাণ্ডব রথী শিখণ্ডীসংহতি,
ভজীয়ান দারুণ জ্যোৎস্নার বাণে;
রক্ত ধর্মরাজে মহাশয়।

[রোহিণীর প্রস্থান।

ভীম। কোন্ ভিতে রব স্থির?
বধ সহ করিব আচার্য্যে চুর।

[ভীমের প্রস্থান।

(নকুল ও বৃষ্টিদ্বয়ের প্রবেশ)

বৃষ্টি। হে নকুল! ধাও বামভাগে,
দক্ষিণে আক্রমি আমি;

কহ সাত্যকিরে হাঁকি,
বৃহ-মুখে দিতে হানা
তুনি বৃকোদর-সিংহনা পাছে,
পশ্চাতে কি পশিয়াছে। ঠা?
নকুল। হে সাত্যকি, ধাও বৃহ-মুখে!
[সকলের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

—•—
প্রস্থান।

চারিজন পিশাচী।

১ম। সেই, কোন্ কোণে?

২য়। তুই দক্ষিণে?

৩য়। উত্তরে, তব তরে!

(চারিজন পিশাচের প্রবেশ)

ওলো!

৪র্থ। টল্টলাটল্ সমান্ সমান্ চাঁর ধারে।
সকলে। টল্টলাটল্ সমান্ সমান্ চাঁর ধারে।

(গীত।)

কিলি কিলি কিলি, থিলি থিলি থিলি,
সজনি;

চকমকে না ঢাকে, না আসে রজন।।

কল্কলা, হলকলা,

ভিন্দি ভিন্দি, ছিন্দি ছিন্দি,

সারসোর বনুঝনি,

সনুসনি।

পিশা। কিলি কিলি, হিলি হিলি,

হিহি হিহি হি;

হিলি হিলি, হিলি কিলি

লিহি লিহি হি।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্তাঙ্ক।

রণস্থল—বাহচক্র।

দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বখামা।

দ্রোণ। ধাতু পুত্র! সমীরণ-বেগে,

কহ সিন্ধুরাজে,

দূঢ় অস্ত্রে রহে ব্যহ-মুখে,

আশুবাড়ি নাহি দেব রণ,

রহ সাপক্ষে তাহার,

অল্পক্ষণ সতর্ক প্রস্তুত,

প্রাণ উপেক্ষিয়া কর রণ,

নাহি দেহ প্রবেশিতে কারে।

[অশ্বখামার প্রস্থান।

পশিয়াছে বহি গৃহমাঝে,

দেখি যদি পারি নিবাইতে,

না হইতে ভয়রাশি বাহিনী আমার।

সিংহের শাবকে যুঝে, ফেরপাল-মাঝে!

কুরুরাজে কেমনে রাখিব?

অধীর অন্তর মম!

হের সূর্য্যের-কুমার,

ভাঙ্গিল কটক শিশু রণে।

কোন মতে রক্ষা কর ব্যহ;

নহে দলবল যায় তল আজি;

কুরুরাজ!

পতঙ্গের প্রায়,

অশ্ম নাহি দেয় বহি-মাঝে,

উত্তরে ভাঙ্গিল ঠাট, কৃপাচার্য্য রথী,

রণসন্ধি রাখ সাবধানে।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। কুলক্ষয় হ'ল আজি রণে,

গড়েছে কুমার ভাগ!

রথ রথী পদাতি কুঞ্জর,

অর্কবুদ অর্কবুদ ঠাট,

পশিয়াছে একেলা বালক!

ক'র তারে নাহি হেন জন!

কো আচার্য্য, বত যুক্তি কুরায় সকল;

হীনবল বাহিনী আমার,
নাহি রথী প্রবোধিতে একেলা বালকে।

(অভিমুখ্যার প্রবেশ)

অভি। বৃথা পলায়ন কুরুরাজ!

তাজ্ঞ অস্ত্র, ভজ ধর্ম্মরাজে।

দ্রোণ। রথিবৃন্দ,

রাখ প্রাণপণে কুরুরাজে,

হে কর্ণ, হেঁকৃপাচার্য্য বীর,

রাজার সঙ্কট হেথা!

অভি। বিফল এ যত্ন গুরু?

শরজালে কে বাড়িবে আশু?

দ্রোণ। পশ—

ক্রতবেগে সৈন্ত-মাঝে কুরুরাজ!

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

নহিবে শক্তি মম,

বারিতে এ বালক দুষ্কর।

[উভয়ের যুদ্ধ ও দ্রোণ অচেতন।

(অশ্বখামার প্রবেশ)

অভি। ভাল,

পিতা-পুত্রে দেখাইব যম!

[উভয়ের যুদ্ধ।

অশ্ব। (স্বগত) বিক্রমে কেশরীশিশু;

ধনু-মুষ্টি ধরিতে না পারি আর।

(কর্ণের প্রবেশ)

অভি। হে রাধেয়!

বার'বার পলাইয়া রাখ হেয় প্রাণ,

কুরুণে কুমতি,

দিলি কুমন্ত্রণা কুরুরাজে;

দিব প্রতিকূল ক্ষত্রিয়-সমাজে তার!

[দ্রোণ ব্যতীত সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে
প্রস্থান।

দ্রোণ। (চেতনা পাইয়া)

নাহি জানি কোথা কুরুরাজ,

কোটি কোটি মহা-অস্ত্র দীপিছে আকাশে,

আমর্থ, সামর্থ,

ইন্দ্রজাল-ব্রহ্মজাল আদি,

রণে কেবা করে অবতার!

যুঝিতেছে অশ্বখামা;

নাহি জানি কোথা দীক্ষা পাইল বালক,

নিবারিছে মহা অস্ত্র বত,
পঞ্চানন বধা,
বারিলা গরল-তেজ সিদ্ধুর মস্থনে !

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

— — —

যুদ্ধক্ষেত্র ।

ছঃশাসন ও শকুনি ।

ছঃশা । হে মাতুল, জীবন-সংশয় আজি রণে ।

দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বথামা, কৃপে,
এককালে পরাজিল হরন্ত বালকে,
পলকে প্রহারে কোটি বাণ ;
আগুয়ান কে হয় সমরে ।
যুঝিলাম এক চাপে শত ভ্রাতা মিলি,
মুহূর্ত্তে নারিলু সহিতে রণ,
বংশ নাশ হ'ল আজি রণে,
হতাশ হতেছে প্রাণে,
বুহুস্থে না জানি কি হয় ;
একা যুঝে জয়দ্রথ বীর,
নাহি অবসর,
প্রেরিতে পদাতি এক সহায়ে তাহার ;
হলস্থল প্রলয় উদয়,
বুঝি ক্ষয় হইল সকলি ।

শকুনি । বৎস, পুত্রশোকে আকুল অন্তর,
বংশের ছলল মম, ;

কোথা গেল ত্যজিয়ে আমারে ।

ছঃশা । হে মাতুল, মুণ্ডে বাজ পড়ুক তোমার,
চক্রে সম পুত্র মম,
লোটাঘ ধরণীতলে ;
করহ উপায়,
নহে বিলম্ব নাহিক আর,
পুত্রে দেখা পাবে যমপুরে ।
হায় হায় !

পুত্র-শোকে আকুল কোরব-শ্রেষ্ঠ,
ধাইছে সংগ্রামে !

শকুনি । দুর্যোধন ! ক্ষমা দেহ রণে ।

(দ্রোণ ও দুর্যোধনের প্রবেশ)

দুর্যো । হে আচার্য্য ! নাহি বার' যোরে,

মম সৈন্তে নাহি যবে রথী,

রোধিতে সম্মুখ অরি,—

কে যুঝিবে আমি না যুঝিলে ?

কেমনে পথিক প্রায় দেখিব দাঁড়ানে,

পুত্র-পৌত্র-ক্ষয় মম, ;

যাক প্রাণ ঘূচুক জঞ্জাল ।

হের, মৃতপ্রায় অশ্বথামা,

পলায় সারথি লয়ে ;

নাহি জানি,

জীবিত কি মৃত রণে দুর্য্যের নন্দন ;

হে আচার্য্য, কৃপাচার্য্য হলো নাশ !

(উভয়ের প্রস্থান ।

(অভিমত্যুর প্রবেশ)

অভি । অস্থহীন বিকল কটক,

প্রহারিতে নহে বিধি ;

কিন্তু কোন ভিতে নাহি হেরি পথ,

পদপাল বেড়েছে চৌদিকে ;

না পারি বুঝিতে,—

কোন্ পথে করেছি প্রবেশ ।

কোন্ রথী উচ্চৈঃস্বরে কিরায় বাহিনী ?

আসে রণে কোরব-ঈশ্বর,

যোগ্য বটে কুরু-অধিকারী ;

পুনঃ রথিবৃন্দ ধাইছে চৌদিকে,

মার মার রবে সবে ;

প্রাগ্-সৈন্ত চালে প্রাগ্-পতি,

রাজার সাহায্য হেতু ;

ভোজঠাট আসিছে পশ্চাতে ;

কাটি পাড়ি উত্তরে বাহিনী ;

অগণ্য রাজার সেনা,

কোথা পথ পাইব উত্তরে !

পশ্চিমে পাণ্ডব-দল ;

কিন্তু পথ কোথা, না হেরি পশ্চিমে

যতদূর দৃষ্টির গমন,

সৈন্ত-সিদ্ধু হেরি চারিদিকে,

ব্যোম-চক্রে মিশিয়াছে সেনা !

(ভগদত্তের প্রবেশ)

[শকুনি ও ছঃশাসনের প্রস্থান । ভগ । হের যত্না নিকট বালক !

অতি। ভাল ভাল রাজার স্বপ্ন,
সন্মানে কাটিব শির!
[বৃদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—ঃঃ—

যুদ্ধক্ষেত্র।

দুর্যোধন।

দুর্যোধন। হো, হো, কৃতবর্মা বীর!

আন হেথা আহাবানি সত্বর,

মহারথিগণে;—

হার হার কি হ'ল কি হ'ল,

বালক সাক্ষাৎ বম।

কীট বধা আপন বন্ধনে,

মরি'বুঝি চক্রবাহ করি!

ওহো,

আখালি পাখালি বাড়ি মারে ভীমসেন,

ব্যুহ-মুখে;

নিবারিতে নারে বা সৈন্যব।

প্রাগেশ্বর! চালাও বৃদ্ধর ব্যুহমুখে,

অতিক্রম, অতিক্রম ধাও বীর;—

মহামার করে বৃকোদর,

প্রায় অবসান সিদ্ধাসনা,

ভীমের বিক্রমে;—

প্রাগসৈন্য লয়ে রোধ পথ।

(দুর্যোধনের প্রবেশ)

দুর্যোধন, কি হবে কি হবে;

বধিবে সবারে আজি অর্জুন-তনয়!

পুনঃ পুনঃ,

বেড়িছে বালকে শত ভাই মিলি,

প্রাণ মাত্র অবশেষ,

নাহি আর শক্তি ভুজ ধরিতে ধনুক,

লদাতার লাগে গুরু।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

হে গুরু!

বদি প্রাণের সন্তাপে রোষবশে;

কতু দোষ ক'রে থাকি পায়,

কর সে সকল,

সন্তান তোনার আমি

ন'রে তব পদাশ্রয়;

বায় বায় হর বংশনাশ,

কজ্রিয়-সমাজ মজে রণে,

আজি পতিহীনা হবে মহী;

জান হর ভৃগুরাম বালকের বেশে,

পশিয়াছে বাহিনী-মাঝারে,

পুনঃ ধরা নিষ্কলী করিতে!

গুরু-পুত্র, কৃপাচার্য্য দেব,

যে হয় করহ সবে,

নহে.

সবে মিলি বধ মোরে, যুচুক বিবাদ;

হের রথ রথী নারক বাহক,

পড়িতেছে কোটি কোটি চারিদিকে;

হের,

ভিন্দিপাল, পণ্ডিত, নারীচ,

শেল, শক্তি, তোমর, ভোমর, জাতি,

দীপিতেছে মডস্থলে,

প্রতিকূলে নাহি অস্ত্র আর;

হের,

রক্তের প্রবাহ ধাইতেছে ধরশ্রোতে,

ভাসে অস্থ মাতঙ্গ বিমান;

হের, মহাবায় কোথায় কাঁপার ঠাট,

মহা বহি দহে সেনাগণে;

হল-শ্রোত সমুদ্র-সমান,

ডুবায় কটকে কোথা,

কোথা,

ভয়কর অজগর বাঁধিছে বাহিনা;

লক্ষ লক্ষ পর্বত চাপানে,

অনীকিনী কয় কোথা,

ভূমকেতু সম,

কাঁকে কাঁকে ধাইছে চৌদিকে,

মহা অস্ত্র কোটি কোটি;

স্তন সিংহনাদি মুহুমুহঃ—

অবসাদ না জানে বালক!

হে সখ', হে মাতুল ধীমান,

হে আচার্য্য, কৃপ মহাশয়!

কি উপায়ে বধিবে বালকে,

বুঝি যুক্তি কর সবে মিলি,

নহে প্রাণ ত্যজিব এখনি;

না! দেখিতে পারি আর বাহুবলিবাহন!

যোর আসে রাখ পদে,
ওকদেব !

দ্রোণ । হের মহারাজ,
সজারু-সমান অঙ্গ, বাণে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে মাত্র শরাসন-ভয়ে,
হের,
মম সম অন্ত রথিগণে !

কর্ণ । ভাবি তাই,
নাহি দেয় চক্ষু পালটিতে,
আঁওবাড়ি সাজায়ে স্তম্ভন,
খান খান হয় মুহূর্তেকে,
অজ্ঞান নুটাই ভূমে পড়ি ।
পুনঃ পুনঃ করিহু যতন কত,
বিফল সকলি রণে ।

অশ্ব । যুদ্ধে আজি নাহিক নিস্তার ।
অবতার করিলাম মহা অশ্ব বত,
হোনতেন লোষ্ট্র সম পড়িল ধরায় ;
শিশু নহে, শকর আপনি !

শকুনি । ডাকিলে কি মহারাজ,
প্রশংসিতে শিশুর বিক্রম ?
কৃপ । উপায় বুঝিতে মারি কিছু ।
দ্রুপ্যো । তবে যাই রণে বধুক বালকে ।
দুঃশা । কি করেন, কি করেন কুরুরাজ,
বহ্নি-মাঝে পশি কেবা বাচে ;
পাষণ বাধিয়া পায় ডুবিলে পাথারে,
কে কোথায় পায় প্রাণ ?

দ্রুপ্যো । হায় ঐতঃ !
অপমান নাহি সহে আর,
বালকে সংহারে সর্বসেনা ।
কি কাজে এ ছার প্রাণ ধরি,
বুঝি আজ সকলি ছরায় !
দ্রোণ । দেখিতেছি সকলি দাঁড়ায়ে বৎস !
নিরুপায় কি উপায় করি ?
নাহি রথী এ তিন ভুবনে,
জ্ঞান-যুদ্ধে জিনিবারে অভিমহা বীরে ।

শকুনি । অস্ত্রায় সময়ে তবে বধহ বালকে ।
দ্রুপ্যো । অস্ত্রায় সময়ে বদি হর রণজর,
কর তবে অন্যায় সময়,
সপ্তরথী বেড়ি মার দ্রুপ্ত বালকে ।
কৃপ । দুর্নীতি এ মহারাজ !

দ্রুপ্যো । নীতানীত বিচার আমার ভার,
বধ শিশু পারি যে প্রকারে ।
দ্রোণ । মহারাজ ! এই পাশে মজিবে সকলি ।
দ্রুপ্যো । মজে সব এখন সময়ে ;

পাপ পুণ্য মম পরে,
পাল বাক্য, রাখ বন্ধুগণে ;
মহাপাপ বদি দেখি বাহিনী-বিনাশ,
উদাস হইয়া রণে ;
বধ শিশু বা হর আমার ;
কি অরিষ্ট ভূজিল পাণ্ডব,
অস্ত্রায় সময়ে পাড়ি কুরুবংশ-চূড়া ?
পুনঃ কহি, বধহ বালকে !

কর্ণ । শুন রথিবৃন্দ,
ইহা বিনা কি উপায় আছে আর ?
শকুনি । উচিত আশ্রিত জনে রক্ষিতে সর্বথা ।

[সপ্তরথীর প্রবেশ ।

(অভিমহ্যার প্রবেশ)

অতি । মহা কোলাহলে,
ধাইতেছে সপ্তরথী বিপকে আমার,
এককালে করিবে কি রণ !
নাহি ডরি,
মজিলে মৃত নিজ মহাপাপে ।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

সকলে । বধ শিশু, বেড় চারিদিকে ।
অভি । রথিকুল-হের মৃত তোরী,
সাত জন ধেরে এল রণে,
আর্জুনি না গণে তার ;
প্রেরিব পতঙ্গ সম শমন-ভবনে,
নরকে রহিবি চিরদিন ।
আরে আরে কুলদারগণে,
অচেতন শতবার লুটায়ের শির,
সম্মুখে আমার, তোমা সবাচারে রণে ;
বীরপুত্র অভিমহা বীর,
না মারিহু তীর আর ;
নহে এতক্ষণ থাকিত কি প্রাণ,
বেড়িতে কি সাত জনে ।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ।

(যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ)

অভি । উপরোধ নাহি কারো আর ।

নিরস্ত্র কবচ-হীন বাহন-বিহীন,
প্রহারিব সবে সখ;
না ছাড়িব হীনপ্রাণী বলি।

[সকলের প্রহান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:o:—

অন্তরীক্ষ।

রোহিণী ও গগনমুনি।

রোহিণী। হের মহাভাগ,
বুঝি মনোরথ না পুরিল মোর !
দর্পে ববে সপ্তরথী চালাইলা হর,
শিত্ত বরাবরি রণে ;
হৃৎকরে পুরিল গগন,
দিক্‌হন্তী কাঁপিল শঙ্খের নাড়ে ;
উথলিল সাগরের জল,
বজ্রসম ধমুক টকারে ;
ঘন কাঁপিল মেদিনী,
বপগ্রাম-সঞ্চালনে ;
কোলাহলে নাদিল বাহিনী,
অগ্রজাল বেড়িল গগনে,
অঁধারিয়ে দশদিশি ;
পিলাক-টকার সম গজিল বিমানে,
মহা-অস্ত্র কোটি কোটি,
চরাচর কাঁপিল তরালে ;
কিন্তু গ্রহ-জ্যোতি বধা রখিকরে,
আচম্বিতে নিবিল প্রভাব যত,
বীর-দাপ সকলি ফুরাল !
বধা তুঙ্গ আগ্নেয়-শিখর,
হির মহাবীর রণে ;
সায়ক-নিচয় এড়িতেছে চারিভিতে ;
বেন,
অঁধারে অন্তর-তাপে গজিয়া ভূধর,
হৃৎকরে ফুৎকার ছাড়িতেছে,
দ্রবমরী ধাতু-প্রস্রবণ নভঃস্থলে,—
উজলিয়া দিল পাশ ;
বধা, পড়ে ধরা বিবিধ বরণ,
কম্বি গ্রাম পল্লী প্রান্তর কানন,

অবিভ্রান্ত ঝরিতেছে চৌদিকে,—
সর্পাকারে দীপ্যমানা রিপু-বিষাভিনী,
বিমর্দ্দিনা চতুরঙ্গ অনৌকিনী ;
খানা খানা পড়িছে কটক,
কেনা উঠে রুধির-প্রবাহে ;
সপ্তরথী সাতবার ভঙ্গ দিল রণে !
হেথা,—
বৃহ-মুখে যুঝে ভীম অসীম-বিক্রম,
একক ঐশ্বর্য,
কত আর যোঝিবে তাহারে ?
হের,
রথ তুলি মারে রথোপর,
অথে অথ বিনাশন ;
কুঞ্জরে কুঞ্জর পাড়িছে ভূমে ;
কেশরী দলিছে বধা কুরঙ্গের পালে ;
প্রাণপণে ভগদত্ত জয়দ্রথ মিলি,
বিন্দ অম্বুবিন্দ সাথে,
নারে নিবারিতে মহারণে !
হের,
পর্বত-প্রমাণ গদা,
চালিতেছে শূর সন্মানে ;
গদার বাতাসে উড়ায় বীর-চাঁট ;
ধস্ত ধস্ত দিক্কর তনয়,
এতক্ষণ রোধে যোড়ে ;
পারে কি না পারে আর ?
উত্তরে ত্রিগর্ত-মাঝে হের ধনঞ্জয়,
রিপুহর ভৈরব-মুরতি মায়াবধে,
দীপ্যমান দিনমণি যেন,
কিরীট ঝলিছে ভালে,
অগ্নিময় অঁধি,
দলদলে যুগল কুণ্ডল ;
শ্রীমধুসূদন,
চালিছেছেন ষেতাব বাহন চারি,
ঘোরনাড়ে ধাইছে বিমান চক্রাকারে ;
কতু আশু, কতু পাছু,
কতু বা দক্ষিণে, কতু বামে,
অন্তরীক্ষে কতু,
কতু মেঘি, কতু লুকি,
দেবেত্ত নিশ্চিত বান,
অজ্ঞে গজেন্দ্র বীর হনুমান ;

ইন্দ্র-সম ইন্দ্রের মনন,
অবিজ্ঞান হানিভেছে শর ;
বিশিষ্ট-নিকর,

পক্ষ সম ঝাঁকে ঝাঁকে ধার ;
দেখ, সপ্তরথী, সুশর্মা সংহতি,
অহিমাত্র সার সবে,
প্রাণপণে নারে কিরাইতে,
জ্বলি-ভঙ্গ নারায়ণী-সেবা।

শুন,
নাহি সেই সিংহনাদ,
সজ্ঞাসে শুনি বাহা যগৎ-ঈশ্বর,
বাদব-আহবে বোর ;
একমাত্র পাঞ্চরক্ত নিনাদে শতীর,
কম্পে জ্ঞাসে স্বাবর জঙ্গম।
রণ জিনি,
এখন কিরিবে রথী পুত্রের সাহসে,
এ তিন ভুবনে,
প্রতিবাদী কে হবে সমরে ?

সর্গ। হে কল্যাণি :

বেলা মাত্র তৃতীয় প্রহর,
বোড়শ বৎসর পূর্ণ দিবা-অবসানে :
ইতিপূর্বে না পড়িবে শিশু।
শুন হুকেশিনি !
যুঝে বীর উত্তবার আয়ুর্য়ৎ-প্রভাবে।
দেখ, দেবদৃষ্টি দানে ক্রশোদরি,
একাকিনী,
নির্মালিত নেত্রে সত্যি আরাধে শঙ্করে !
যাও স্বরা শুভে,
ভঙ্গ কর উত্তরার ধ্যান ;
নিজ বর তুলি,
ভোলানাত যদি বর দেন তারে,
প্রলয় ঘটবে তাহে ;
পেয়ে পূজা বিখনাথ,
আশীর্বাদ করেছেন গর্ভস্থ কুমারে,
অন্তর্ধামী, বুঝিয়া মায়ের প্রাণ !
পবন-গমনে যাহ চলি,
বির-বিনাশন বিখনাথে,
আরাধিতে নাহি দেহ আর।

[প্রস্থান।

পঞ্চম পর্ভাক্ষ।

রণস্থল।

অভিমত।

অভি। বিচক্ষণ সারথি সবার,
'না' হানিতে তীর, পলায় আরোহী শ'রে,
সাতবার সপ্তরথী হ'ল অচেতন,
ব'ধতে নারিছু কারে,
পুনঃ দেখি সপ্তরথ দূরে,
নাহিক সহায় একজন ;
কোথা রাজা বৃধিত্তির,
ভীম আদি বীর,
অস্তির অস্তর মম স্রিরে সবারে ;
পড়িল কি রণে সবে !
নহে কেন,
না হয় সহায় মম এ বোর সঙ্কটে !
একান্ত বিপক্ষ-হাতে নাহিক এড়ান ;
অগ্রমিত সৈন্ত চারিভিতে,
নাহি হেরি পথ কোনখানে,
ভাল, তাজি প্রাণ বীর-পুত্র সম ;
কোথা সে সারথি,
বৃষ্টি,
কৌরব-পক্ষীয় কেহ কৈল প্রভারণা,
সারথির বেণে ,
যে হয় সে হয় নাহি ডরি,
যারি অরি সম্মুখ-সমনে।

[প্রস্থান।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

কর্ণ। শুন সবে বচন আমার,
এককালে কর আক্রমণ ;
কেহ কাট ধনু, তুণীর কেহ বা,
কবচ কাটহ কেহ,
কেহ অশ্ব রণ, কেহ বা সারথি,
ইহা বিনা না দেখি উপায় ;
বলবান অর্জুন-অধিক শিশু।

(অভিমুখ্য প্রবেশ)

অভি । থাক থাক, দেখাই বিপাক হবে ।

[সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করিতে
করিতে প্রস্থান ।

(দুর্যোধনের প্রবেশ)

দুর্যো । হের, বিরথী অর্জুন-সুত,

পুনঃ অস্ত্র হান চারিভিতে ।

(রথিগণ সহ অভিমুখ্য যুদ্ধ করিতে

করিতে প্রবেশ)

অভি । কমা কতু নাহি দিব রণে,

যতক্ষণ দেহে রহে প্রাণ ।

[সপ্তরথী সহ যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমুখ্য

[প্রস্থান ।

(দুর্যোধনের প্রবেশ)

দুর্যো । বেড় পুনঃ—বধহ বাহুবলক !

[প্রস্থান ।

(অভিমুখ্য প্রবেশ)

অভি । নাহি অস্ত্র, ফুরাল ভাণ্ডার,

দণ্ড তুলি করি মহামার ;

এ সংবাদ শুনিলে জনক,

অবশ্য হইত আসি অশ্বকুল মম,

গোবিন্দ মাতুল সনে ।

(সপ্তরথীর প্রবেশ ও অভিমুখ্যকে

আক্রমণ)

দুর্যোধন । অস্ত্রহীন,

তথাপি পাবক সম বানক সংগ্রামে

নিবার হে সূর্য্যের তনয় !

(সপ্তরথী-সহ যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমুখ্য

[প্রস্থান ।

(অভিমুখ্য প্রবেশ)

অভি । কাটিল দণ্ড রাধের দুর্জয় ;

মরিরে দেখাব দুর্যোধনে,

পাণ্ডব-মরণ-রীতি ;

পড়ে মনে মাতার রোদন,

উত্তরার বিরস বদন !

চক্র-ঘার পাড়ি রথ-রথী ।

সপ্তরথীর প্রবেশ)

কর্ণ । দানব-সমরে যথা দেব জগন্নাথ,

চক্রহাতে যুদ্ধে মহাবীর !

[সপ্তরথী সহ যুদ্ধ করিতে করিতে

অভিমুখ্য প্রস্থান ।

দুর্যো । রথিবৃন্দ ! নাহি দেহ কমা,

হান অস্ত্র যতক্ষণ নাহি পড়ে শিশু,

ধন্য ধন্য গুরুপুত্র,

কবচ পেড়েছে কাটি !

[প্রস্থান ।

(কবচ-হীন অভিমুখ্য প্রবেশ)

অভি । পাই যদি অস্ত্র-পূর্ণ রথ একথান,

এখন কোরবে দেখাই-ত পারি যম ;

দেখিতাম কি কৌশলে,

করিত বিরথী পুনঃ সপ্ত

রিক্ত হস্তে করিব সমর ।

(সপ্তরথীর প্রবেশ ও অভিমুখ্য আক্রমণ)

অভি । ক্রমে তহু হ'তেছে অবশ্য—

কত অস্ত্র বরষিছে অরি,—

বাজে গার অগ্নি-শিখা সম ;

দেহ-ভার না পারে বহিতে প

[প্রতন)

দ্রোণ । কেন আর অস্ত্রের ব্যসার

উড়িয়াছে কলঙ্ক-পতাকা,

পড়েছে বালক রণে !

(দূষণের প্রবেশ)

দূষণ । ঘুচেছে কি অহঙ্কার তোর ?

বাও—বাও যমপুরে !

(পদাঘাতকরণ)

অভি । ওঃ—

এখন নিবৃত্ত নহে অরি !

দ্রোণ । রহ—রহ দুঃশাসন-সুত,

নাহি ভয়,

অতল সলিলে কল্মষ দিরাছে মৈনাক ;—

উঠিবে না পুনঃ আর !

[সকলের প্রস্থান ।

অভি । বৃষ্টি আসন্ন সময় !

আর নাহি হইবে চেতন,

আর নাহি করিব সময় ।
 ছিল সাধ দেখিব জনকে,
 সাধব মাতুল সহ,
 রণ জিনি কিরিত শিবিরে ।
 ছিল বড় সাধ,
 জননী পদধূলি লইব আবার,
 উত্তরারে সজ্জাবিব হাসি ;—
 খেদ নাহি তার,
 পড়িয়াছি বীরের শয্যায়
 কিন্তু, নিঃসহায় পড়িহু অস্তায় রণে ।
 ধনজয় পিতা মম—
 নিবাতকবচ-জরী ;
 মাতুল অনাধবকু শ্রীমধুসূদন ;
 হে পাণ্ডব-সখা, দেহ দেখা এ সময় ;—
 হরি !
 তহু বার রাক্ষা পায়,
 অনাধে কে দেহ স্থান,
 প্রাণ বার—বার কিরে চার,
 মোহে ছ-নরনে বহে বারি,
 তার নিজ গুণে চক্রধারী ;
 কাণ্ডারি ! অকুলে কর পার ;
 রম্যপতি, দেহ দিবা জ্যোতিঃ,
 দূরে থাক সংসার-অধার ।
 মায়াকেরে অবোধ বালক ;
 হে গোলোক-পুলক-প্রভু ।
 দেখাইয়া চল পথ,
 মরি মরি, কোথা সারথির সাজ হরি ।
 বাণ শিখিপাখা,
 ত্রিভঙ্গিমা ঠায় বনমালী ?
 পীতাম্বর, মবুর অধরে বাণী ;—
 বাণী, রাখানামে মাতোয়ারা,
 রাখা রাখা সদা বলে !
 প্রেমময়ী প্রেমের প্রতিমা,
 ত্রিভঙ্গভঙ্গিনী,
 কে রমণী বামে তব ;—
 ক্ষীরোদ-মোহিনীরূপে—
 চালিছে প্রেমের ধারা !
 প্রেমের লহরে, পরাণ নাচায়,
 পরাণ গলায় হার !
 বাই সখা চিনেছি তেজোমারে ;—

রণ অবসান ;—
 হাসি-মুখে চল বাই চক্রলোক !
 (হহু)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্তাক ।

শিবির-সমুদয় পথ ।
 ত্রীকক্ষ ও অর্জুন ।

অর্জুন । চমৎকার ! গাণ্ডীব লাগিল ভার শুক,
 টলিলাম রথের গমনে,
 কর-পদ কাঁপিল জঘন;
 উচাটন অস্ত্রমন রণে,
 ছিলাম সমরে মাত্র রখাবলখনে,
 লক্ষ্যহীন, চলিল কর অভ্যাসকূশলে ।
 বিকল অন্তর,
 অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয় ;
 নহে, যে হৃদয় কাঁপে নাই কহু,
 মহা-অস্ত্র-দীপ্তি হেরি,
 চাহে কাঁদিবারে উত্তরায়,
 হানমতি বালিকা যেমতি ।
 ঘোর কলরব—
 বিজয়-হলহলা শুন কোরবের দলে,
 দস্তে বাজে দামামা দগড়া ;
 অন্ধকার পাণ্ডব-শিবির,
 নাহি রব, প্রাণিশূন্য বেন ;
 চল দ্রুত-পদে যজুবীর !
 কৃষ্ণ । স্থির হও সখে !
 সন্দ নাহি অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয় ;
 অশুভ ক'র না বুদ্ধি হইরে উভলা,
 বাধ বুক উচ্চ দুঃখ-হেতু,
 ছোট কাজে নহে কতু নীরব পাণ্ডব ।

(দূরে জয়ধ্বনি ও বাদ্য)

অর্জুন । ওহো ! মহানন্দ কোরব-শিবিরে ।
 ধরেছে কি যুধিষ্ঠিরে ?

বুকোদর ভ্রাতা পুত্র বাকব-সংহতি,
পড়েছে কি মহারণে ?
নহে,
কি হেতু না গর্জে ভীম কোরব উল্লাসে ।
কৃষ্ণ । বিপদ কর না বৃদ্ধি বীর ;
কি ব্রাব হে সখা তোমার,
বিপদ-শৃঙ্খল বাড়ে অধীবতা হেতু ।
[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

শিবরাত্তর ।

বৃষ্টিদর, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন,
সাত্যকি প্রভৃতি ।
বৃষ্টি । হায় ভীম,
কৃষ্ণে হইল আমি পাণ্ডব-প্রধান ।
ভগবান, এই কি হে লিখেছিলে ভাল,
পৃথিবী করিল পতিহীন ।
ভ্রাতা ভ্রাতুরোধী, পিতা পুত্রে বাদী,
গৃহভেদী কালরণে,
আজি বারে হেরি, কালি না নেহারি,
নিভে একে একে,
নিশা-অন্তে নীপমালা সম ।
পালে পাল করুব শৃগাল,
ভূপাল কপাল ল'য়ে খেলে ।
নীর সম করিব বহিরে,
নিত্য আর্দ্রে মহীতল ;
ব্যোমচর উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
মাংসাহারী রাত সম পড়ে ছায়া ;
মহারোল চঞ্চুধনি নীরব নিশীথে,
কৈদে যেন ভ্রমিছে পুঙ্করা,
মহামারী-সহচরী ;
আমা হেতু এ সংহার-ক্রিয়া !
বধ করি জালিল অনল,
দিহু ডালি বংশধরে হস্ত পদ বাধি,
হায় হায় সুভদ্রার অঞ্চলের নিধি !
কি কব ববে সুধাবে উত্তরা বধু, -
"কোথা ধর্মরাজ, পতি মম ?

বালিকা গো আমি,
কোথা মম বালাকীড়া-সানী ?
কি ব'লে ব্রাব,
কেমনে হায় অর্জুনে দেখাব মুখ ?
কি কহিবে শ্রীমধুসূদন,
শুনি, হত প্রিয় ভাগিনেয় তাঁর,
মম রাজ্য-লোভে,
মম ছার প্রাণ-রক্ষা হেতু !
আহা ! মরে পুত্র অন্তার সমরে,
আশ্বাসে বিশ্বাস করি ।
হীনবীণা কন্দির অংম আমি ;
নহে, তাজি গাভী-বৎস ব্যাধি মুখে,
না বাইলু রাখিতে তাহারে !

ধৃষ্ট । শুন গভীর রথের নাদ,
আসিতেছে ধনঞ্জয় ।
সাত্যকি । কেমনে অর্জুনে দেখাব মুখ ?
ভীম । ওহো !

(অর্জুনের প্রবেশ)

অর্জুন । হের হে কেশব !
শব সব নীরব সকলে অন্ধকারে !
ওহো বুকোদর ! কি হেতু নীরব তুমি ?
কেন না সুধাও ভাই রণের বারতা ?
বীরভাগ ! কেহ দেহ উত্তর আমারে—
কোথা মম অভিমত্যা বীর ?
অভিমত্যা ।
ভীও যদি দেহ রে উত্তর,
কাতর পরাণ মম !

ধৃষ্ট । হে অর্জুন, গেছে পাখী
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া !
অভিমত্যা, মৃত্যু-কথা কহিব কেননে ;
অন্তর সমরে কৃষ্ণ বলিল বালকে,
ব্রাহ্মণাথে সপ্তরথি-কুলাধমে মিলি ?
অর্জু-সৈন্ত নাশিয়া সংগ্রামে,
প্রশন্ন কিংবদন্ত সম পড়েছে কুমার,
চন্দ্রবংশে চন্দ্র-অবতার,
শয্যা রচি অগ্নি-শরে শূর !
অর্জুন । হে কেশব ! হে কেশব !

কৃষ্ণ । কন্দির-উত্তম !
সত্য, শূল সম পুস্ত্র-শোক ।

কিছু বহু সম কশির-হৃদয় ;
বীরবীৰ্য্য প্রকাশি সমরে,
বারের বাহির মৃত্যু লভেছে কুমার,
কল্প-পিতা, অধিক কি চাহ আর ?

অৰ্জুন । হে পাণ্ডব সখা,
ধনু ধনু তুমি বহুবীর ।
কেমনে আমি বুঝিব মহিমা তব ;
পরশ-পরশে লৌহ কাখন-মূর্তি,
ধরে তরু চন্দন সৌরভ

মল্লের সহবাসে,
দেখি,
পারি যদি, হে আদর্শ নরদেহধারি !
অহুগামী হইতে তোমার ।

ওহে রূপাশিদ্ধ পাণ্ডব-বান্ধব !
জ্ঞাপকারী ভবান্ধবে !

শুরু তুমি, শিক্ষাদাতা এ পরীক্ষা-স্থলে ।

যুধি । করিল প্রতিজ্ঞা দ্রোণ ধরিতে আমার ।

পশিল সমরে,
দলবলে চক্রবাহু করি ;
নিবারিতে নারিল কোরবে ,
ভীম আদি বোদ্ধা মিলি ;
চক্র-বাহু হুতৈত্ত্ব সাজন ।

নত রাজ্যলোভে
কতিয় বালকে ভেদিতে দুর্গম বাহ ;
করি মহামার বীর অবতার,
পড়েছে সম্মুখ-রণে,
দ্রোণ আদি সপ্তরথী অন্তর সমরে
বধিয়াছে পাণ্ডু-কুলোজ্জলে !

ভীম । হে অৰ্জুন ! ভীম বলি ডাক বার বার,
কোথা ভীম, কে দিবে উত্তর ?

মিক্ মিক্—

নহি ভীম নহি—নহি কৃতীর কুমার,
কলাকার ক্ষত্র-অধম আমি !
হার ! রণে যবে বেড়িল বালকে,
সপ্ত নরোধমে মিলি ;

না জানি বালক কত চাহিল পশ্চাতে,
বিপক্ষ-বাহিনী-মাঝে বিপাকে পড়িয়া,
যবে পীড়িত অগ্নির বাণে,
অবশ্য ডাকিল পুত্র জ্যেষ্ঠতাত বলি,—
কিবা বুঝা খেদ করি আমি,

বীর-পুত্র রথি-কুল-চূড়া,
কতু যুঝে নাই,
মম সঃ হীনবল মুখ চাহি ।
হা কৃষ্ণ ! কি কব হে তোমায়ে ;
ডগ বাহু নারিহু ভেদিতে,
জয়দ্রথ রোধিল সবারে ।
অবশ্য দেবতা কেহ হইল সহায়,
নহে ছার জয়দ্রথ
পদাঘাত,কারিয়াছি মুখে,
যমোপম রথিবৃন্দে
বারিল সমরে একা !

অৰ্জুন । কহ দেব অন্তত কখন,
রোধিল তোমায়ে ছার দিকুর কুমার !

ভীম । হে অৰ্জুন ! ধরি দেহ
প্রতিবিধিৎসার হেতু ।

নহে ত্রীক-খড়গে ছেদি বাহুধর,
ফেলিতোম জলন্ত অনলে,
ছুরিকায় ছেদি গিহ্মা দিতাম কুকুরে ;
বীর-গর্ভ না করিত কতু আর,
রহিতাম,
শৃগাল কুকুর-ভক্ষ্য অশানের মাঝে,
অনলে না ত্যজিলাম তহু ;
স্পর্শে মম পাবক অশুচি—

সিন্ধুবন-নরোধম রোধিল আমায়ে !
চক্কের নিগিবে বাহু ভেদল কুমার,
হাংকার উঠিল কোরব-দলে,
ধাইলাম গা ছে পাছে তার ;
ঘোর যুদ্ধ হইল বাহুমুখে ;
প্রাণ উপেক্ষিয়া,
পুনঃ পুনঃ সবে মিলি নিহ্ন হানা ;
নারিহু ভেদিতে বাহু,
অক্রমিহু কতু বা দক্ষিণে, কতু বামে,
কোন মতে নারিহু বুঝিতে,
মহাটোকা-সং বেশ ;
যথা যাই তথা জয়দ্রথ—কামরূপী—
শত শত পাড়িলাম চারিভিতে,
আঘাতিতে নারিলাম পামরে ।

অৰ্জুন । হে মাধব !

মরে পুত্র জয়দ্রথ-হেতু,
কালি তারে বধিব সমরে,

অন্ত না হইতে তাহু !
 শুন শুন বীরভাগ ! প্রতিজ্ঞা আমার,
 কি ছার কোরব-ঠাট,
 রাখিবারে পুত্র-বাঁচী মুঢ়ে,
 বহু যদি করে তারকারি
 অশুরারি দলে বলে ;
 বন্ধ-সৈন্তে গদাধর বন্ধনাথ ;
 বহু করে,
 ছুচল, খেচর, গন্ধর্ক, কিম্বর ;
 দিকপাল, অষ্টবহু সহ—
 বহু করে,
 রাক্ষস, খোক্তস, পিশাচ, দানব,
 বেতাল, ভৈরব রণে ;—
 এককালে যত্ন যদি করে তিনপুর,
 নারিবে রক্ষিতে সিদ্ধকুল-নরাধমে
 এক বাণে কাটিব তাহার শির ;
 ধরি বাণ পুনঃ পুনঃ কহিব গর্জিয়ে
 সমূহ অগ্নির মাঝে ;—
 দেখ দেখ বধি সিদ্ধমুতে ;
 কে করেছে মাতৃস্তন পান,
 রক্ষা কর আসি হেথা ।
 কিরিবে না রিপু-বিঘাতিনী,
 মহেশের শূলাঘাতে,
 পাশ-দণ্ড নারিবে বারিতে মহাপ্রভ ;
 অস্ত্রের প্রভাবে মহা অস্ত্র যত,
 তপ হেন হবে ভস্মরাশি,
 পশুবৎ ছেদিব অরাতি-শির ;
 না করিব দ্বিতীয় সন্ধান,
 কহি অস্ত্র স্পর্শ করি ।
 কিন্তু,
 শক্তিধর যদি কেহ থাকে কোন স্থানে,
 রথীন্দ্র-সমাজে পূজ্য, রাখে জয়দ্রথে,
 ধনু-অস্ত্র না ধরিব আর,
 মুক্তকণ্ঠে কহিব কল্লির মাঝে,—
 কল্প-ক্ষেত্রে জন্ম মহে মম ;
 না হ'ল না হ'বে কতু পিতৃলোক-গতি ;
 অগ্নিকুণ্ড কাটি নিজ হাতে,
 নিজ হাতে পঞ্চচূলে সাজি,
 প্রবেশিব বহি-মাঝে
 পুনঃ কহি,

বীর-কার্য দেখাইব কালি,
 কথিরে ডুবাব ক্রিতি,
 প্রেতাগ্নার তৃপ্তি হেতু তার ।
 ওহো ! নিঃসহায় পড়েছে বালক !
 মৃত্যুকালে,
 অবশ ডেকেছে মোরে কুমার আমার !
 হায় হায়, ক্ষেপে যায় বুক,
 অভিমন্যু-হত রণে ।
 তিন লোক কাঁপিত রে বাণে তোমর,
 ভীষ্মদেব পরাভূত তোমার রণে,
 হা হা পুত্র ! কোথা গেছ আমার ত্যাক্ত ?
 কি ক'ব মায়েদের তোমর,
 কি কহিব গর্ভবতী উত্তরায়ের,
 কহ মোরে শ্রীমধুসূদন ?
 কৃষ্ণ ! ধনঞ্জয়, হ'ও না অধীর ।
 হের,
 রাজা যুগিষ্ঠির আকুল আক্ষেপে ভব,
 স্নিয়মাণ আত্মীয় সকল ;
 শুন—
 বিজয়-হৃদুতি বাজে কোরব-শিবিরে,
 উল্লাসে নাচিছে অগ্নিদল,
 হীনবল হইবে বাহিনী তব,
 কর নিজ তেজে উত্তেজনা সবে ।
 ধনঞ্জয় শক্তি তব সহিবার হেতু,
 ধৈর্য্য মাত্র মহেশ্ব-লক্ষণ ।
 হে ভীম, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন, হে বীর সমাজ,
 নাহি কি হে মহাকাব্য প্রাতে ?
 নাহি কি হে প্রতিবিধিৎসার ভার ?
 মারি দুঃপোষ্য শিশু অন্তায় সমরে,
 গর্জে অগ্নি অহঙ্কারে ।
 ভীম । শুন শুন বীরভাগ, প্রতিজ্ঞা আমার,
 কালি যদি সন্ধ্যার গগনে,
 কুরুকুল-কুলবধু রোদনের যোল,
 নাহি উঠে আজিকার জয়োল্লাস সম ;
 গদামুষ্টি না ধরিব আর ;—
 অগ্নিকুণ্ডে তাজিব এ পাপ-দেহ ।
 সকলে । কুরুবংশ ধ্বংস কালি রণে ।
 কৃষ্ণ । যাও সবে যে যার শিবিরে,
 পুত্র নিজ নিজ ইষ্টদেবে বল হেতু ;
 কালি প্রাতে কথিরের ক্রিয়া ।

না হও চঞ্চল ধর্মরাজ;

নিরতি রেখিতে নাটক কেহ;

বীরধর্মে পড়িল কুমার,

কি দোষ তোমার রাজা;

বংশ-তব-পুত্রিল পৌরবে,

অভিমুখ্য-পরাক্রমে।

যুধি। ওহে অন্তর্বাসি!

তোমা বিনা কে বুঝিবে মর্মব্যথা।

মুখ চাহি কহিল কুমার-মোরে,

নাহি জানি-নির্গম কেমন;

তথাপি প্রেরিত রণে;

তাই প্রাণ বাধিতে না পরি হরি।

অজ্ঞান। হে পশুপতি,

অধীর হইলে দেব, কে রহিবে স্থির?

পাণ্ডবের নাকে, ধর্মজ্ঞানে ধর্মরাজ তুমি,

গত-জীব হেতু শোক কর কি কারণ?

বিবির নিয়ম এখন না হয় প্রভু!

যুধি। হা পুত্র! হা বংশধর মম!

[কৃষ্ণ অজ্ঞান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বামা-কর্ণ-রোল শুন বীর ধনঞ্জয়।

কঠিন কর্তব্য এবে সম্মুখে তোমার।

(সুভদ্রা ও উত্তরার প্রবেশ)

সুভদ্রা। শুন মা আমার, হও স্থির;

গর্তে তব অভিমুখ্য-মৃত।

উত্তরা। কহ তাত, কহ বাসুদেব,

কেন হয় অর্থা বাহি নিল,

কি দোষে ফুলিল ভোলা?

ধরিতে না পারি প্রাণ তাত,

পূর্বজন্মে ছিহু গো রাক্ষসী,

নিষ্ঠাসে হইল ভ্রম প্রাণনাথ মম,—

বালা-সুদি-মঙ্গলী-বিকাশ।

কিন্তু হে মধুসূদন!

খেদ নাহি তায় মম,

শুনেছি সর্বজ্ঞ তুমি,

বল মোরে কেন ভাণ্ডাইলা ভূতনাথ?

ভাণ্ডাইবে যদি, কেন দিলা হেন পতি,

কাদহিতে বালিকারে?

কহ,

দেবদেবে কে পূজিবে ভবে আর?

হে গাণ্ডীব-ধারী!

ভাবি তাই কি ছার-কপাল ধরি!

বিশ্বজরী মহারথী তুমি,

তব কুন্ত্রে বসিল কোরবে,

বরাহে যেমতি,

বেড়ি মাঝে কিরাতে র মল।

হয় মনে, সকলি তোমার চক্র,

ওহে চক্রধারি!

হে পাণ্ডব-সখা!

কাদায়েছ সবারে সংসারে,

কাদায়েছ যথা গেছি তুমি,

কাদায়ে বসুদেব-দেবকীরে,

নন্দালয়ে গেলে হরি,

খেলিল পাঁচনী নয়ে রাধালের সনে,

মাতালে গোপিনী-প্রাণ বাজারে বাশরী,

পুনঃ হরি ব্রজ পরিহরি,

চড়িলে অক্রুর-রথে,

কাদিল নন্দ, কাদিল যশোদা,

গোপাল গোপাল বলে,

রাখাল বালক আকুল হইল কৈদে,

কাদিল গোপিনী,

অনাথিনী কাদিলা রাধিকা;

মাতুলে সাংহারি কাদাইলে মাতুলে;

এবে হরি পাণ্ডবের রথে

তাই বসি,

পথে পথে কাঁদে বীরকুলনারী যত।

দয়াময় কে বলে তোমাকে?

বালিকার বুক হানিলা এ শক্তিশেল।

সুভদ্রা। ভাবি মনে কোন্ মায়াবলে,

আছিগ আচ্ছন্ন রথিকুল।

দেখেছি সারথি হয়ে,

পাণ্ডবের পরাক্রম রণে;

এ হেন পাণ্ডব-কুন্ত্রে নাশিল কোরবে।

সিংহ-শিশু বিনাশিল,

সিংহের সম্মুখে ফেরপাল মিলি;

জানিলাম দৈব বলবান্।

অজ্ঞান। না দহ অস্তর, ভদ্রা! না দহ অস্তর,

আছি স্থির প্রতিহিংসা-হেতু।

কৃষ্ণ। তাজ শোক সুভদ্রা ভগিনি,

হের পুত্রশোক বিকল বীরেন্দ্র আজি।

গৃহিণী তুমি,
 কর যতনে স্বামীর সেবা,
 ভূলাইতে শোক ।
 তমালে লতিকা যথা বাঁধে,
 পতি-পত্নী-বন্ধন তেমতি ;
 বিকাশে লতিকা সুলভ তরুর ভরে ;
 কিন্তু যবে ঘোরবাতে কাঁপে তরু,
 বাঁধে তরুবরে লতা দৃঢ়তর বাঁধে,
 মরে তরু-সনে একই মরণে ।
 চেয়ে দেখ পুত্রবধু তব,
 বালিকা বিবশা পতি-শোকে,—
 গর্ভে তার পাণ্ডব-সন্তান,
 কাদিতে কি পাবে না গো দিন ?
 হে বৎসে উত্তরে !
 দেক-নিম্বা নাহি কর কড়ু ;
 দোষ নিজ ভাগ্যে গুণবতি !
 অবস্ত, কল্যাণি,
 যত্নেছে ব্যাঘাত অর্থ দিতে ;

সন্দ-চিন্তে অর্থ দিলে নাহি লন হয়,
 সন্দেহ-বিষম বিয় দেব-আরাধনে ।
 বা হবার হইয়াছে গুণবতি,
 গর্ভে তব অভিমত-বংশধর,
 শোকে তাপে ভুল না কন্তব্য, সতি !
 যাও কিরি গৃহে পাণ্ডবের বধু,
 প্রাতে রণ—কর গিরে মঙ্গল-অর্চনা ;
 চল,
 বহু কার্য্য সমুখে তোমার ।
 অর্জুন । অধীর হৃদয় দেব উত্তরার তরে ।
 কৃষ্ণ । সে সময় নহে যতিমান,
 বুঝ নাই শকর বিষুখ ।
 রক্ত-তেজ বিনে ভীমসেনে,
 কে জিনে সমুখ-রণে ?
 চল বাই কৈলাস-নিখরে
 আশুতোষে তুমিবারে ;
 আছে তার প্রতিজ্ঞা-পালনে ।

ধ্রুব-চরিত্র

[পৌরাণিক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।		স্ত্রী ।
উজ্জ্বলপান	রাজা ।	সুনীতি
ক্রম	সুনীতির পুত্র ।	সুকচি
উত্তমসুন্দার	সুকচির পুত্র ।	দীর্ঘিকা
নারদ	দেবর্ষি ।	...
মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, পবন, মদন, নন্দী, ভৃগু, মন্ত্রী, বিদ্বক ও বালকগণ, সৈনিক, ভৃত্যগণ ইত্যাদি ।		রাক্ষসী । লক্ষ্মী, বিদ্যাবতীগণ, সুকচির সখীগণ ইত্যাদি ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

কক্ষ ।

(সুকচি)

সুক । বুধা বেগী বাঁধিছ বতনে,
অদরাগ বিকলে করিছ,
কষ্টক না সৃষ্টিল আমার ;
নাহি গেল ছোট রাণী নাম ।
ছোট ছোট ছোট,
ছোট হরে চিরদিন কেন রব ?
একমাত্র অধীশ্বরী যদি নাহি হই,
কি কাজ এ রাজ্য-ভোগে ?
পুরুষ চকলমতি,
কি জানি যদ্যপি পুনঃ চাহে সুনীতিরে,
পুরুষের, যদি পুনঃ জাগে ;

এবে রাজা বশীভূত মম,
পারি যদি সুনীতিরে করি দূর ।
কত দিন চিন্তায় কাটা'ব কাল ?
সুনীতিরে দিক্ বনবাস,
নহে আমি যাব রাজ্য ত্যজি ।
বৃদ্ধ স্বামী অর্ধ অংশ তার,
ধার ঢালি এ পোড়া কপালে,
নৃপতির মন আজি পরীক্ষা করিব ।
নিত্য বলে আমার আমার,
যতপি আমার,
অংশ কেন দিব সতিনীরে ?
ঐ বুঝি আসিছে ভূপাল,
রহি আমি ক্রোধভবে ।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা । কেন কেন প্রাণপ্রিয়ে ধরণী-শরনে ?
কুসুম-শয্যার ব্যথা তব লাগে কার,
ধরি পারি,
বল না আমার, কি মনোবেদনা তব ?
অন্ধকার নেতায় লসোয়,
রোষাগারে বেন রাণি ?

হে প্রেমসি ! স্বপ্নের যসি
হাসি হের চাঁদমুখে ।
কিঙ্কর তোমার পদপ্রান্তে
দেখ লো রূপসি !

সুর। মহারাজ !

বাক্যবাণে জরজর প্রাণ মোর,
সহিতে না পারি আর !
রাজ্য-সুখে কাজ নাই,
পিত্রালায়ে দেহ পাঠাইয়া !

রাজা। এ কি কথা কহ, চন্দ্রাননে !
কর হেন কুবুদ্ধি ঘটিল,
কটু কথা কহিল তোমায়ে ?

সুর। রাগ ছল,
হে ভূপতি ! মিনতি চরণে,
যাব আমি পিত্রালায়ে ;
জানি আমি সুনীতি তোমার প্রিয়,
নিত্য নিত্য কত সহি,
অন্তরের জালা অন্তরে গোপনে রাখি ;
তব মুখ চাহি,
কত্ব কোন কথা নাহি কহি !

সুনীতির সনে,
এক গৃহে আর না করিব বাস !

রাজা। কি কাজ তোমার বল এক গৃহে রহি,
স্থানান্তর করিব তাহায়ে !

সুর। প্রধানা মহিষী তব,
স্থানান্তর কি হেতু করিবে তারে ?
আমি যাই পিত্রালায়ে,
মিছা ভাণ করো না রাজন !

রাজা। তুমি প্রিয়ে প্রাণের বধিক,
প্রধানা মহিষী কেবা ?

আহা, শেল সম বাক্য তার,
কত তুমি সঞ্চেদ সুন্দরি !

সুর। মহারাজ !

প্রাণের বেদনা পূরে কি বুঝিবে বল ?
তব প্রাণ বুকে না আমার,
বার তরে অন্তর অঙ্গার,
সে তো কত্ব নাহি চাচে ;
মহারাজ ! বুকেছি সকলি ;
কথার মহিষী আমি,
প্রাণের মহিষী তব সুনীতি সুন্দরী ।

নাহি জানি কেন এ কথার ভাণ,
সত্যকথিত কি মোর,
বলিলেই হয়, মনে নাহি ধরে মোরে,
আমি নারী কি করিতে পারি ?

রাজা। প্রিয়ে ! কিসে তব জন্মিবে প্রভাৱ,
প্রাণ দেখাবার নয়,
নাহি জানি জান কি মোহিনী,
দাস তব পদে আমি ।

সুর। সত্য রাজা, দেখাবার নয় প্রাণ,
নাহি জানি কেন নিত্য সহি অপমান,
প্রাণ দেখাইতে চাহ-?
কহ কি দেখাবে, নরপতি ?
সে তো আর নাহি তব পাশে,
বাধা সুনীতির বরে ।

রাজা। বাণ প্রাণ রূপ কাদে তোর ;
ছি ছি প্রিয়ে ! তাজ মান, অভমান,
সুনীতি কি দাসী-বোধ্য তোর ?
নয়নের শূল সে আমার,
সত্য মোরে বল, প্রাণেশ্বর !
কত্ব কি দেখেছ মোরে সুনীতির বরে ?

সুর। ক্রোধ আর থাকে রাগি-
বদি ইচ্ছা হয়, কহ মোরে মহারাজ !
মানময়ী সুন্দরী তোমার,
করিতেছে অভিমান,
পায় পূরে এঙ্গ হৈ সাধিয়ে তারে ;
নারী ভুলাইতে পার, রাজা বিধিমতে,
ভুলাবে আমার নহে বড় কথা ;
যাও বা না যাও কেমনে জানিব আমি ?

রাজা। অসদ্ব্যক্ত কথা তব ;
নিশি-দিন আছি তব পাশে ।

সুর। অসদ্ব্যক্ত সকলি আমার,
নহে পতি কেন বাম মোরে ;
কারে তুমি ভুলাও ভুপাল,
সুনীতির নাহি তব প্রয়োজন,
তবে রাজপুত্র কি হেতু বদতি তার ?
হৃদ কবে সুনীতি আসিয়ে,
বুঝাইতে আস মোরে ।
কাজ নাই কথার ছটায়,
কথার হে কাদে-প্রাণ ;
কপটতা কেন আর ?

রাজা। ভাল, কথায় নাহিক কাক,
কিসে তুমি হইবে তোমার ?
মুক। তুমি যম তুমি মহারাজ ;
কিন্তু তুমি ত পরের,
সে তুমি-কেমনে পার ?
রাজা। পার যদি ত্যজ রোষ প্রিয়ে !
মুক। রোষ কিবা,
স্বনীতির সনে আর না রব এখানে।
রাজা। ভাল প্রিয়ে ! সন্ত স্থানে,
রুম্য উপবনে রহিব তোমারে জন্মে !
মুক। নাথ ! মনোভাবে গোপন না রহে সদা ;
প্রধানা মহিষী সেই হবে অন্তঃপুরে,
আমি যার বনে না কোথায় ?
রাজা। বল যদি, তারে রাখি অন্তস্থানে।
মুক। বলার কি কাজ আর,
মোরে রেখে এস বনে।
রাজ-পুরে অর না রবে জঙ্গল,
হায়, এত ছিল কপালে আমার !
রাজা। প্রিয়ে ! রম্য উপবন :—বনে ?
প্রাণ ধরে এ কথা কি কহিবারে পারি ?
কহ যদি,
আজি স্বনীতিরে পাঠাইব স্থানান্তরে।
মুক। কোথা, রম্য উপবনে ?
নির্জনে সে স্থানে কেলি।
রাজা। কিছুতে না উঠে তোর মন।
পার যদি মুহু হৈ বদান,
যেখানে কহিবে তুমি পাঠাইব তারে।
মুক। ইস ! যেখানে কহিব ?
দেখ রাজা, এখনি পড়িবে ধরা।
কাজ কি কথায়,
বোঝা ঘাবে এখনি সকলি।
বনে দিতে-পারি তারে ?
রাজা। বনে ?
বনে পারি দিতে পাঠাইরে,
কিন্তু নিন্দা হবে তাহে।
মুক। মহারাজ ! আগে হ'তে জানি
এ উত্তর ;
নতন কোন্দল নহে আজি,
ভরে স্বনীতিরে নাহি কহ কোন কথা,
নিভ্য হলে ভুলিও আমার।

রাজা। পারে যদি উঠে কোন্ স্থানি,
মুক। মানা করি হুণ না আমার
স্বনীতি করিবে কোথায়,
শুন রাজা অনেক সহিছি,
আর না সহিতে পারি।
উঠিতে—বসিতে—
স্বনীতির বাক্য আর নাহি সকে।
বুঝিয়াছি—নহি আমি-রাজী,
বনে যার, রব একাকিনী,
মনে-ব্যথা কুব তরলতাগণে ;
ছি ছি বিক প্রাণ,
মুকুরে দেখিলে মুখ,
সতীত্রে কুরুত্বা রহে ;
যদি বাপি বেগী—সতিনী তাহাতে-বাদী ;
আগি যাব বনে, তাহে নিন্দা না রটিলে,
নহি ত মহিষী,
একদিন-ছিন্নাম ক্রীড়ার দাসী ;
গিয়েছে সে দিন,
নাহি সে বদন চারু মোর ;
নয়নে নাহিক রাগ,
অমরাগ-ফরায়েছে তর।
রাজপুরে কি হেতু হে রব আর ?
রাজা। কি কথায় কি কথা-তুলিছ প্রিয়ে ?
মুক। নাথ ! ছাড় মোরে, এখনি বিদায় হব।
রাজা। বৈদ্য ধর, প্রাণেশ্বরি,
স্বনীতিরে দিব প্রতিকূল।
মুক। নাথ ! কিবা দিবে প্রতিকূল ?
যে অনল জলে বাক্যে তার,
প্রাণত্যাগ বিনা কভু না শীতল হবে ;
নিশ্চয় যাইব কেন মিছে রাখ ধ'রে ?
রাজা। শুন প্রিয়ে ! শাস্ত কর কোথায়,
যা কহিবে তাহাই করিব,
সেই শাস্তি দিব,
শাস্ত হও প্রাণেশ্বরি !
মুক। বলেছে সতিনী মোরে, পাঠাইয়ে বনে,
তোমা হ'তে
সে জালা না নিভিবে আমার,
কিবা-শাস্তি দিবে তুমি তারে,
সত্য কহি,
অন্ততঃ দিলেক যদি তার সেই মনে,

নিরর্থক প্রহাৰণ।

তবে সব ভব পূরে
নহে রাজা এই শেষ দেখা।
রাজা। ভাল তাই হবে।
হর। রাধ ছিল,
আগমে কি হেতু যত ভাল ?
রাজা। না না, সত্য কহি।
হর। ভাল, পাণ সত্য, তবে খাব অন্ন-পানি।
(অপরককে গিয়া বারকল্লকরণ)
রাজা। প্রিয়ে, প্রিয়ে! শুন কথা।
(নেপ) হর। রাজা, কথা কব, নেভে যদি আসা,
নহে অনশনে তাজিব এ গ্রাম।
রাজা। কথা শুন ধরি পায়।
(নেপ) হর। পায়ে ধরা রীতি তব,
পায়ে ধর স্থানান্তরে গিরে।
রাজা। প্রিয়ে!
আর না উত্তর দিবে।
বিষম জঞ্জাল, উপায় করিব কিবা ?
সুনীতিরে বার বার ক'ি রাখি মানা,
কথা না কহিতে এর সনে।
সত্য,—ভ্যান্, ভ্যান্,
এক কথা শতবার আছে সুনীতির ;
দিব বনে দিনেকের তরে,—
বড়ই ক'দিবে।
সুনীতির পতিভক্তি কহে সবে ;
কিছু ছুটি মোরে নাহি দেয় তিল।
ভূই আপনি বিবাহ দিলি,
কোথা কেলি তারে ?
বনে—দোষ কিবা ?
অর্থবলে বন হয় অট্টালিকা।
বাক্ স্থানান্তরে,
রহক করেক দিন,
সুৰুটির বড় অভিমান ;
আশিলায় বিলাস-আশায়,
দেখ প্রান্তঃকাল গেল রোবে ;
পায়ে ধরি তবু কথা নাহি শুনে।
মজীরে স্থানে মজী কত না কহিবে,
দিব বনে।
কথা কও বা না কও, শুন প্রিয়ে।
সুনীতিরে দিব বনে,
তা হ'লে ত হবে তোয়ার ?

কোন কথা নাহি কবে।
বাই, কিন্তু কি বলিব সুনীতিরে ?

[প্রস্থান।]

(দর্পণ-হস্তে সুৰুটির প্রবেশ)

হর। সাধে কি রে বেণী তোরে বাঁধিতে বতস,
সাধে কি অধরে করি রাগ ?
আগে দে । যন !
তোয় ধায় শুধিতে নাহিব ;
বুঝি তোরে—যদি সতিনী রে হয় দূর।
পড়েছে সুরুটে—আজ নহে কাল।
এসেছিল বিলাস-আশায়,
মনাশুন কত দিন চেপে রবে ?
পুরুষ অবোধ,
ভাবে, পায়ে ধ'রে নারীরে করিবে বশ,
পায়ে ধ'রে কিরে অঞ্চলের ধারে ;
দেখি কত দূর হয়।
অবশ্য পাঠাবে,
নহে কেন এত—কেন কথা কব ?
বুদ্ধ পতি ভাগাভাগি তার,
এ হ'তে বৈধব্য ভাল।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—o—

কক্ষ।

(মজী ও সুনীতি দণ্ডায়মান)

মজী। দেবি ! আশিয়াছি বন্ধিতে চরণ,
কল্যাণ করুন যাতা ;
নিবেদন চরণে যা মোর,
আমা হ'তে রাজ্যভার আর না সত্তরে।
রাজকাণ্ডে রাজা উদাসীন ;
কার্যকথা কহিলে কহেন কটু,
নিঃস্বাসনে প্রভাগণে দেখিতে না পার ;
আমারে না মানে,
শঠমানে করে উত্তেজনা

নিরমিত কর নাহি দেব সবে ;
 ব্যাঘ্র অভিযম,
 রাজকোষ পুত্র প্রায় তার ;
 হেরি বিশ্বম্ভল,
 অরিদল প্রায়ল মাচারিদিকে ;
 কৰ্মচারী সশস্ত্রিত সবে ;
 কবে কৰ্মচ্যুত হবে,
 ছোটমাতা কবে করিবেন যৌব ;
 কুনয়নে পড়িলে তাঁহার,
 নাহিক বিচার—রাজদণ্ডে সর্বনাশ ।
 হত্যাশ এ সমুদয় রাজ্যমর ;
 উপার না পাই,
 তাই মা তোমারে স্বধাই,
 কি করিব কেমনে কিরাব কুণে ?
 সৈন্তগণ,
 রানীর প্রভাবে খেচ্চাচারী সবে,
 নিত্য করে প্রজার পীড়ন ;
 কোন দিকে না দেখিষ্টমঙ্গল ।

মন্ত্রী । বল মন্ত্রি আমা হ'তে কি হবে
 উপার ?

রাজা আর নহে ত আমার,
 উত্তরণ তাঁর করু নাহি দেখা পাই ।
 ভেদেছে কপাল,
 এ জঞ্জাল আপনি করেছি—
 পরে বিলায়েছি,
 আর কোথা পাব প্রাণনাথ ?
 করিয়ে মিনতি পাঠাইলে দূতী,
 নৃপতি কহেন কটু ;
 রূপমোহে মুগ্ধ তাঁর প্রাণ ;
 আমি বে হুঃখিনী, নহি আর রানী,
 নৃপমণি ঠেলেছেন পার ;
 মনোব্যথা লজ্জার না কহি কারে ।
 আঁধারি অঞ্চলে নিবাসি,
 পাছে কেহ দেখে আসি ।

মন্ত্রী । তবে আর উপার না দেখি ।

মন্ত্রী ।

কপিনীকে আপনি আনিছ পুরে ;
 মুগ্ধ দিয়ে বতনে পুবিছ
 দংশিতে হৃদয় মোর !
 আরদিন নৃপতির সভানের সাধ,

অভাগিনী নারিছ সন্তান দিতে কোলে ।
 তাই মাটা খেয়ে কহিছ রাজার
 বিবাহ করিতে পুনঃ ;
 পড়ে মনে কুলশয্যা-দিনে,
 কত মোর গলা ধ'রে কাঁদিল কুপতি !
 পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ,
 কত আমি বুঝাই রাজার,
 হায় হায় নিজ শেল ধরিছ হৃদয়ে ;
 এবে রাজা নাহি কিরে চার,
 সুধাইলে কথা নাহি কর,
 কি কহিব যে ব্যথার আছি আমি ।
 আমি অভাগিনী,
 হাতে ধ'রে স্বামী বিলায়েছি পরে,
 আর কারে বুঝাইব,
 আর মম কথা কে শুনিবে ?
 মন্ত্রী । অন্নদিনে কিছু না রহিবে আর,
 অরি আসি বসিবে এ সিংহাসনে,
 মাতা, বিলাসীর রাজ্য নাহি রহে ।

(শূকচির প্রবেশ)

শূক । মন্ত্রি, এত বড় অপরাধ তোমার !
 রাজার না রাজ্য হবে,
 বিয়লে মন্ত্রণা কর তাই ।
 মন্ত্রী । মাতা, বাচি আমি রাজ্যের কুশল ।
 অমঙ্গল হেরি চারিদিকে ;
 শুন মাতা, কহিতেছিলাম বাহা,
 বিলাসীর ;—
 শূক । শুনেছি সকলি ।
 মন্ত্রী । মাতা, প্রণাম চরণে,
 চিরদিন মন্ত্রী কহে সত্য কথা ।

[প্রস্থান ।

শূক । আরে রে সাপিনী,
 এততেও উঠে না তোমার মন ?
 বুড় হলি, সোহাগ না গেল,
 আহা তব যদি থাকিত যৌবন !
 মন্ত্রী । বল বত আসে,
 কোন্ দিন নাহি সহি ?
 সকলি ত সম,
 সব হবে পতির বিরহ !
 শূক । আহা,

বিরহবিধূষা মানিনী আমার ধনী,
পতির করবে রাজচ্যুত ।
সুখী। কর নাট যত মনে আছে ।

[প্রস্থান ।

সুখ । এই মহাকার যার ছবিদার ।
মদগর্বে কথা নাহি কন
উত্তম স্রোতঃ,
রাজারে কহিব গিয়ে,
“সুনীতি মন্ত্রণা করে মন্ত্রীরা গইয়ে;
রাজ্য যাহে যায় তব ।”
দেখি রাজা আপনি কি করে ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—o—

কক্ষ ।

(রাজা ও বিদ্বক)

রাজা । পড়িয়াছি বিষম বিপদে,
সুকৃতি করেছে ক্রোধ,
কিছুতে প্রবোধ নাহি মানে;
কহে সুনীতির পাঠাইতে বনে ।
ছিল রোবাগারে,
পায়ে ধরে সানিলাম যত,
অভিমান বাড়ি তার তত ।
হার দিল কথা না কহিল আর,
এইমাত্র পাইল উত্তর,
অনশনে তাজিবে জীবন ।

বিদ্ব । তবে আর উপায় ত নাই,
পাঠাইয়া দেহ যেন ।

রাজা । কি বল, কি বল,
কেমনে পাঠাব যেন ?

বিদ্ব । নহে কথা কবে সুকৃতি কেমনে ?

রাজা । তবে আর ভাবিতেছি কিবা ?

বিদ্ব । দিন দুই কথা নাহি শুনে,

জিভুবনে মরে নাই কেহ,

এইরূপ আছে সংসার ;

কিছু ছোটরাণী—নূতন বিচার তাঁর,
এ বিচারে সকলি সম্ভব ।

রাজা । রাখ পরিহারি !

বিদ্ব । মহারাজ, পাইয়াছি জ্ঞান ।

রাজা । বল, বল, কি উপায় করি ?

বিদ্ব । রাণী রোবাগারে—কথা নাহি শুনে,
কেমনে বাচিবে রাজা ?

রাজা । সখ্য, এত কি না জানি,

বিনা অপরাধে কেমনে পাঠাব যেন ?

নাহি কর নাহি কবে কথা ।

কিছু বলিতে কি,

সুনীতি সামান্য নহে ধনী,

নিভা ফেরে কেনে সে আমার ।

বিদ্ব । জিজ্ঞাসিলে সুনীতির,

উত্তর পাইতে রাজা ;

হের দরিদ্র আশ্রয়,

আমারে এ প্রশ্ন কেন ?

রাজা । কি উত্তর ?

কোন কথা বোঝে না সুকৃতি

সুকৃতির যৌবন-উদয়,

যদি আমারে না পায়,

কিসে বল মন রবে স্থির ?

সুনীতির ব্যুৎ এ উচিত ।

ভাল সুধাই তোমার—বনে দিব ?

অর্থবলে হবে অট্টালিকা সেথা ।

বিদ্ব । মহারাজ ! মুষ্টিযোগে প্রথমে দিবেছি,
বলেছি ত দাও বনে ।

রাজা । উপায় যা হয় তোমারে করিতে হবে
বিদ্ব । মহারাজ !

বিচার তোমার চরাচরে রবে সার্থী,

আর আমি ক্ষুদ্র আশ্রয়স্থল,

আমীর আচার—

বালক প্রাচীন বনিতা মিলিয়া গাবে,

মলয়-বাতাসে চন্দন হইব আমি ।

রাজা । কেন ভাব, বনে নাহি হবে

বিদ্ব । হাঁ ত, রাজপুত্র ভ্রমের অশেষ,

বনে গেলে পেড়ে থাকে শাকা ফল ।

রাজা । লও পত্র লও সুনীতিকে দাও,

কিছু না বলিতে হবে ;

রেখে এসব ন,

দণ্ড ধন—প্রয়োজনমত দিও,
ধনী জন কোথায় অসুখে রয় ?
বিদ্। নহি ধনী,—
বিশেষ কাহিনী অবগত নহি রাজা,
পত্রমর্ষ কিবা মহারাজ ?
রাজা। শুন ;
“প্রিয়ে, আসিবে বরস্ত সনে,
অত্যাচার না ।”
যাও পত্র দাও, কিছু নাহি বলো হেথা,
বনে বলো সন্দেশ ।
কাদে যদি বলো বুঝাইয়ে,
নিভা নিভা যাব যুগয়ার,
দেখা হবে তাঁর সনে ।

বিদ্। মহারাজ ! ব্রাহ্মণের ছেলে,
কত দিনে পাপ-পুণ্য ফলে ?
রাজা। দিও ধন যত চাহে ;
তথায় ত আমারে না পায়,
ভাল সোঁত, দুই জনে রহে দুই স্থানে,
নিভা নিভা না হবে কোন্সল ।

বিদ্। ভাল, দিবে দেখ বনে,
সহজেই থাক মিটে—
আমার ত কাজ চাই ;
আর আছি রাজগৃহে,
রাণী লয়ে সাক্ষাই পালাই ।

রাজা। এত বড় কথা তোর !
বিদ্। এ ত আর নহে রাণী, বনবাসী,
তোমার কি জোর রাজা ?
রাজা। না না, বল অস্ত্র কি উপায় আছে ?
বিদ্। কেন ক্ষুধা বাড়াবে রাজনু,
বনে দিন বগেছি প্রথমে ।

রাজা। গৃহে পুনঃ আনিতে কি ভার ?
বিদ্। আশা, সুবিচার এখন ; কে আছে আর ?
[বিদূষকের প্রস্থান ।

(সুরচিত্র প্রবেশ)
সুর। নাথ ! যদি দিলে বনে,
কি হেতু পাঠাবে ধন ?
বুঝি আকিঞ্চন রাজ্যচ্যুত হবে রাজা ।
রাজা তব বাবে,
বার বার সুনীতি বে-কর ;

মন্ত্রীসনে মন্ত্রণা বে-তব,
স্বকর্ণে শুনেছি আমি,
হয় নয় জিজ্ঞাস মন্ত্রীয়ে ডাকি,
কহে বিলাসীর রাজ্য নাহি রয় ।
নাথ ! সকলি সহিতে পারি,
মরি নিন্দা যদি শুনি তব
রাজ্য । অঁ্যা, এত তার স্পর্ধা অবিক !
বনে না পাঠাব ধন ।
দেখ প্রিয়ে ! বনে দিছি মন্ত্রী নাহি শুনে ।
সুর। কার সনে মন্ত্রণা তাহার আর ?
রাজা। না না, মন্ত্রী মম হিত চিন্তে সদা ।
সুর। (স্বগত) থাক মন্ত্রী আজ ।
রাজ। প্রিয়ে, চল বাই তব অন্তঃপুরে ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন ।

(বিদূষক ও সুনীতি

বিদ্। অবগত উদ্ভোগী সবল,
উদ্ভোগী সারথি,
উদ্ভোগী এ ব্রাহ্মণ-কুমার,
শীঘ্র কার্য্য হ'ল সমাধান ।
সুনী। বনমাঝে কোথা লয়ে যাও ?
বিদ্। (স্বগত) বিষম বিভ্রাট,
উত্তর কি দিব ছাই !
এ সময়ে রাজ্যে পাইলে,
চটপট আসিত উত্তর ।
সুনী। বল—বল, নীরব কি হেতু তুমি ?
বিদ্। (স্বগত) মন কেন কাদ—
এত কিসে তব মাথাব্যথা ?
রাজা দিবে বনে,
তোমার কি গরীব ব্রাহ্মণ ?
সুনী। বল, কোথা লয়ে যাও ?
কোথা মম স্বামী—
শকা হয় অরণ্য হেরিয়ে ।

বিদু! (স্বগত) অচল এবার!

সুনী। শকা হয়, কেন কথা নাহি কহ?

।এ যে ঘোর বন।

ভরে সূর্য্যরশ্মি নাহি পশে,

জ্বলে কাঁপে কার—দেখিয়া শুকার প্রাণ,

কোথা বাব, মহাবনে প্রয়োজন কিবা?

বলহ সত্বর—কোথা প্রাণেশ্বর,

রবহীন দারুণ দুর্গম,

কণ্টকে চরণ নাহি চলে,

ডাক প্রাণনাথে—আর না চলিতে পারি

হের ভ্রম-বারি বর বর বরে গায়;

ছিন্নকার কণ্টকের ঘায়;

রাজার মহিষী,

বনে কবে আসিয়াছি বল?

বল গিয়ে প্রাণনাথে,

অপরাধ নাছি লন,

আর ন'রি চলিবার,

কৃপা করি আশ্রয় এ স্থলে।

বিদু! দেবি, কোথা বাব?

কোথা হেথা মহারাজ?

সুনী। তবে কি কাজে আনিলে হেথা?।

বিদু! দেবি, রাজ-আজ্ঞা-তোমারে রাধিতে।

বনে।

সুনী। বনে! কিবা দোষী তাঁর পার?

হার নাথ, আশা দিয়ে কেন বজ্রাঘাত!

দাসী, পদে নহি অস্ত্র দোষী,

অধীনীয়ে চিরদিন করিয়া বঞ্চনা,

তবু কি বাসনা পূরিল না মহারাজ?

দুর্গম কান্তার না পাব নিস্তার,

কেন প্রাণ বধ হে আমার?

রাজার মহিষী,

দেখে নাহি রবি শশী তারা মোরে,

এবে স্বক ব্যস্ত সনে ভ্রমিব কাননে

কেমনে, হে মহারাজ?

হার! নিরুপায়,

অবলার কেন হে ঠেগিলে পার?

প্রভু, তুমি ধ্যান জ্ঞান,

রেখেছিছ প্রাণ তব দর্শন আশে,

দেখা পাই বা না পাই,

এক পুরে বাস,

ছিল আশ দেখা পাব কতু;

হার প্রভু!

তাও কি হে সহিল না সতিনীর প্রাণে?

বনে মরে হে অধীনী,

শুণমনি কৃপা করি দেখা দাও।

খেদ নাহি ঠেলেছ হে পার,

দাসী চ'র এ অস্ত্রিমে দর্শন!

দেখ তব খুচিল লজ্জাল,

আর জালা সুনীতি না দিবে।

স্মরি পদ বিপদে পড়িয়ে,

পতি বিনা কে আছে নারীর?

বাও বিদুষক,

রাজপদে কর নিবেদন,

আজ্ঞা তাঁর হবে না লজ্জন,

ব'লো ব'লো হে স্বামীরে,

ছনে কিবা ছিল প্রয়োজন?

কবে আজ্ঞা করেছি হেলন,

অনারাসে পারিতাম দিতে প্রাণ,

কণ্টক খুচিল তাঁর।

বনে মরিব নিশ্চয়,

এই খেদ হয়,

পতি দেখা না পাইব আর!

হার সাধ পোরে নি আশায়,

দেখিব আবার অরণ্যে গো উঠে মনে!

বিদু! দেবি! কেঁদে বল কি হবে উপায়?

সতী তুমি পতি-আজ্ঞা পাল।

চিরদিন কু-দিন না রহে শুনি,

চল রাণি, তপোবন দূরে:

হুনিকস্তাগণে, তোমায় গো রাধিয়ে

যতনে।

সুনী। বার তরে রেখেছিছ এ জীবন,

তা'র অবতন, আশ্রয় নাহি চাহি;

বাও ফিরে যাও,

আজ্ঞা তুমি করেছ পালন;

আমি অভাগিনী,

কেন আর আছ মোর লনে?

বিদু! দেবি, এ দশার কেমনে কেলিয়ে যাব?

ভ্রমি সতী! পতিপরায়াণা,

করো না কামনা প্রাণ দিতে বিসর্জন!

পতিহেতু সহেছ বিস্তর,

বনবাসে না হও কাতর,
সহ দেবি, পতি-আজ্ঞা ভাবি ।
রাজা একদিন ছিল গো তোমার,
লিপি বিধাতার, আজি-তব সতিনীর ।
তব পতিগত প্রাণ,
ভগবান্ রূপাবান্ হবেন তোমার ;
সতি ! ধৰ্ম্মে রাখ রতি,
প্রাণে নাহি কর হেলা ।
এস ধীরে ধীরে অদূরে আশ্রম ।
কর দরিত্র ব্রাহ্মণে,
শত শত জনে,
রাজার আজ্ঞার আনিত তোমায়ে বনে ;
কিন্তু কেবা কোথা রেখে যাবে,
বনমাঝে কোথায় আশ্রয় পাবে,
সেই হেতু এসেছি নির্দয় কাজে !
শুনহ বচন, শাস্ত কর মন,
বিধি বায় তোরে, অজ্ঞাপিনি !
চিরদিন সমান না বার,
হরি পদ-তরী অবশ্য দিবেন তোরে !
এস দেবি আশ্রম অদূরে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম পর্ভাঙ্ক ।

কক্ষ ।

*(রাজা, মন্ত্রী ও বিদূষক)

রাজা । এ কি নগ্ন চমৎকার !

বহুকাল করি নাই পিতৃলোক-ক্রিয়া,

পাপাত্মা আমি ;

সেই হেতু,

পিতৃদেবগণে স্বপনে দিলেন দেখা ;

পালিব আদেশ, আজি বাব যুগয়ার,

যুগয়ার্স আমি, করি প্রাজ্ঞাদি তর্পণ ।

চিরদিন অলসে কাটিল,

কক্ষ রটিল, ত্রৈলোক্যে কহে দেশে ;

চিরদিন অন্তঃপুরে বাস,
উচ্চ আশা শুকায়েছে একে একে ।
রাজকাৰ্য্য রয়েছে সকলি,
কিন্তু কি করি কি করি,
দিবস-শরীরী এই সদা চিন্তা মন,
কোন কার্য্যে মন নাহি বসে,
অঙ্গে হয় শ্রমবোধ !
রাজ্য শুনি বিশৃঙ্খল সব,
সৈন্তের প্রভাব নারকে নাহিক মানে ।
দেখি,
কোনক্রমে পারি যদি চালিতে অলস ;
যুগয়ার করিব গমন ;
সৈন্তগণ দেখিব কেমন,
দেহ আজ্ঞা সুসজ্জিত রহে সবে ।

মন্ত্রী । প্রভু, বিশৃঙ্খল আর নাহি হবে ;
সিংহাসনে রাজ-দরশনে
প্রজাগণে শাসন মানিবে,
সেনাগণ হবে নতশির ।
হবে সৈন্যের উৎসাহিত আর,
আজি রাজ্যে কি আনন্দ-দিন !
আজ্ঞার তোমার প্রভু,
রাজ্যের দিব এ ঘোষণা ,
প্রজার বাসনা পূর্ণ হ'ল এতদিনে ॥

রাজা । ভাল, যেবা অভিকৃতি তব
করহ, সচিব !

শীঘ্র কর যুগয়ার আয়োজন ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান ।

বিদূ । রাজা, আচ্ছো মনে,
বন নহে সুরচির গৃহ,
নাহি তথা কঙ্কণ-অঙ্কার,
বিবম হুকার করে ঝঙ্ক-ব্যাজগণে ।
প্রভেদ কিঞ্চিৎ প্রভু !
পূর্বকথা আছে ত স্মরণ ?

রাজা । কেন মিছে কর জাগাতম !

কহি শুন আজি যেন নূতন শীরন,

উৎসাহ-প্রবাহ ধমনীতে ধার জুত,

ধম্ম-মুষ্টি পড়ে পুনঃ মনে ;

দূরে কিংবা কিরে চার,

আশঙ্কার কুরঙ্গ পলায়,

উচ্চপুচ্ছ বাজী ধার পাছে ;

সকল-প্রহাবলী।

নাচে প্রাণ,
পুনঃ দীপ্তিমান সে ছবি নয়নে আজি।
বিদু। মহারাজ, শয্যা ত্যজি একেবারে বনে?
মধ্যে করদিন ব'সে। সিংহাসনে,
উৎসাহ অধিক ভাল নয়।
বসি সিংহাসনে রাজকার্য্য হয়,
হ'লো—
কানে কানে দুটো মধুমাথা কথা কর,
যা রয়,—সেই ভাল মহারাজ!
বড় টান,—বনে আনুচান পাছে কর?
রাজ। সত্য কহি, রাখ পরিহাস।
গৃহ-বাস বিলাস-বিভ্রম,
আর নাহি চাহে প্রাণ।
সেই—সেই সেই সমভাব,
নাহিক অভাব,
মনে মম অভাব সকলি।
ভাবহীন প্রাণ বহি,
সখা বুঝিবে কি,
সুখ আর সহিতে না পারি।
বিদু। শুনি হুঃখে প্রাণ ফেটে মরি,
সুখ-নাহি সর,
হুঃখ পেতে কষ্ট নাহি বহ।
গৃহে যদি ব্রাহ্মণীয়ে কহি,
পরিপাটা আয়োজন করে একদিনে,
প্রাণ ভ'রে হুঃখে গিয়ে কর ভোগ।
রাজ। কি বুঝিবে সুখে হুঃখ কত।
৫-রানী, রাজা ব'লে ভালবাসে,
বরস্ত না সত্য কহে ভ্রাসে,
না চাহিতে সিদ্ধ হয় প্রয়োজন;
আকিঞ্চন আশা,
হৃদে নাহি করে বাসা আর।
পরিতোষ—পরিতোষ,
অসন্তোষ এ হ'তে অধিক কিবা?
বনে, ব্যাজ নাহি শুনে রাজা আমি,
ভয়ে কুরঙ্গ না লুটে পার,
তরুলতা সন্মুখে না নয়ে,
রাজ্যে কপটতা চারিদিকে।
(মন্ত্রী প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ, সজ্জিত সেনানী।

[মন্ত্রী প্রস্থান।

রাজা। চল সখা যাই।
বিদু। রাজা, যাবে যুগ্মায়, যুগ্মায় পুচ্চায়।

(সুরুচির প্রবেশ)

সুরুচি। মহারাজ, যুগ্মায় না কি বাও তনি?
রাজা। দোষ কিবা রাণি,
ফিরিব, না আসিতে যামিনী।

সুরুচি। সারা দিন একাকিনী রব?

ভাল ভাল বিচার তোমার নাথ,

আমি নাহি যেতে দিব।

রাজা। না না, সৈন্তগণে দিয়েছি আদেশ,

সৈন্তগণ সুসজ্জিত রয়েছে দাঁড়ায়ে।

সুরুচি। আজ্ঞা দেহ যাবে সবে ফিরি।

রাজা। রাণি, যাই মাত্র দিনেকের ভরে,

নানামত বিহঙ্গিনী কত,

আনিব কানন হ'তে।

সুরুচি। আজ্ঞা দেহ বস্ত্রগণে এনে দেবে।

রাজা। রাণি, লোকে বড় হব হান্ত্যাম্পদ

যুগ্মায় যদি নাহি যাই।

সুরুচি। তবে চল, আমি যাব সাথে।

রাজা। প্রিয়ে, সে কি হয়,

কানন দুর্গম অতি।

সুরুচি। তবে তুমি কেমনে যাইবে?

রাজা। বাল্যাবধি অভ্যাস আমার,

বিশেষতঃ কঠিন পুরুষে সহে বত,

নারী কোমল-প্রকৃতি সহিতে না পারে,

শ্রম নাহি সহে,

অল্প শ্রমে কাতরা হইবে প্রিয়ে!

দেহ আজ যুগ্মায় যেতে,

অস্ত্র কোথা, কত নাহি যাব আর!

চল সখা,—আসি প্রিয়ে!

বিদু। মহারাজ, বিষম বৈরাগ্য তব,

পথে অত রয় বা না রয়।

সুরুচি। বুঝিয়াছি, সকলি তোমার খেলা!

বিদু। মন, রাজা ছেড়ে ধরে তোরে।

গরীব ব্রাহ্মণ পালা!

দেবি, আমি আরও বলি,

বনে কে দিবে মোহনভোগ?

রাজা। আসি প্রিয়ে!

সুরুচি। আর কত বেতে নাহি চাবে?

রাজা । না ।

সুকচি । কিরিবে, না, আসিতে স্বামিনী ?

বিদু । সোধুলিতে পদধূলি পড়িবে রাজার,

আমি আছি কোন্ কাজে ?

পারি যদি কিরাইব পথ হ'তে ।

[রাজা ও বিদূষকের প্রস্থান ।

সুকচি । স্বামী,

সারা দিন কাছে ভাল নাহি লাগে ।

হলো গেল এ কাজে ও কাজে,

অহুরাগে আছ ব'সে ।

এল, দেরি হলো দুটো বা সোহাগ করি,

কত মান করি বদন ঝাঁপিয়ে রহি ।

দুটো কথা কর, দুটো বা ভোলায়,

কখনও বা ধরে পায় ;

পায় পায় এও আলা কম নয় ।

[সুকচির প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—*—

বন ।

(সুনীতি ও মুনিপত্নী)

সুনীতি । মা গো, বনে ভুলেছি সকলি,

কিন্তু একদিন

ছিলাম মা পতি-সোহাগিনী,

দিবা-নিশি শয়নে স্বপনে

পাসরিতে নারি তাহা ।

কেন গো না জানি,

অভাগিনী প্রাণে গায়,

পাব পুনঃ পতি-দরশন !

কত মত বুঝাই মা মনে,

সে স্বপনে দিতে জলাঞ্জলি,

একাকিনী কত কাদি ভাবি তাই !

শোড়া প্রাণ যেনেও না মানে,

পাব প্রাপধনে,—

এই আশে উন্মাদিনী নাচে গায় ।

ধোর নিশা চমকিয়া উঠি,

ভাবি এল প্রাণনাথ !

শিহরি মা নিজ ছায়া ছেঁরি ।

দিবা-নিশি পাই পাই—

হারাই হারাই বেন ।

বেদনায় কত প'ড়ে কাদি,

পুনঃ প্রাণ বাধি ;

আশা কানে কহে সুমধুর,

নহে দূর, পতি তোমর আসে ।

চমকি জননি, বসনে বদন ঢাকি,

অবিরাম নিরখি দে ঠাম,

অবিরল নেত্রজলে ভাসি,

লইয়ে কলসো—বারি লয়ে আসি ;

জলে যদি হেঁরি মুখ,

লজ্জা পাই মলিন দশায় মম,

পাছে পতি মোরে দেখে ।

হেরি ফুলফুল, অতুল আদরে,

ভাবি বনফুল-হারে,

গেঁথে দিব মালা গলে !

ও মা, প্রা তো বোঝে না,

নিত্য করি কুটার মাঙ্কনা ;

নিত্য নব পাতা সাজাই শস্যার পরে ;

নিত্য নিত্য বিকল বাসনা)

তথাপি কামনা,

নিত্য নিত্য জাগে প্রাণে,

এত দুঃখে মরণে না হয় সাধ ।

মুনি-প । আহা, মা গো, তুমি পতি-পরায়াণ,

তোমর সাধ অবশ্য মিটিবে ;

পতি জ্ঞান পতি ধ্যান তব

শ্রীপতির রূপা হবে ।

সুনীতি । ও মা, পেয়ে কেন হারাইব তবে ?

আহা, দে'খে দে'খে অঁখি না ভরিল,

মন না পূরিল,

অক নাহি তুলিল পরশ-সাধ ।

ও মা, সন্তিনী সাধিল বাদ,

প্রাণনাথ মোরে বাণ,

মা গো, পতি-প্রেম-কাঙ্ক্ষালিনী আমি ।

ও মা, কথায় কথায় বিলম্ব করেছি কত,

বুঝি মা দুর্বোধ্য হবে ।

মুনি-প । হাঁ মা, আসি আমি আজি,

তুই মা অনাথা,

অনাথের নাথ হরি ডাক তুমি তাঁরে ।

আহা, অভাগিনী-কথা শুনে কাদে প্রাণ ।

সুনীতি । মা গো, হৃষীকেশ নিকট,
বহুদূর বাইতে নারিবে ।
মুনি-প । না গেলেই নর,
অন্ন-পানি না পাইবে মুনি ।

[মুনিপত্নীর প্রস্থান ।

সুনীতি । প্রাণনাথে পূজ্যেহিহি অট্টালিকামাঝে,
প্রাণ চার,
বারেক পূজিতে তাঁরে এ বিজন বনে ।
খুই পা-হুখানি,
খুলে বেগী যতনে মুখা ,
হৃষীকেশে তরুতলে আদরে বসাই ;
ফুল তুলে দিই উপহার ।
আনি বনফল নিবৃত্তের জল,
পল্লপল্লভে সলাজে নিকটে রাখি,
প্রভু যদি কুটীরেতে যান,
চাকিরে বহান পাছু পাছু বাই ধীরে ।
আরে আরে কেন প্রাণ হও উন্মাদিনী ?

(গীত)

জয়জয়ন্তী—মল্লার ।

গল্পজে নব বারিদ শুন, খেল সৌদামিনী ।
খেল খেল মেঘমাল,
সোহাগে মেঘে খেল লো সোহাগিনী ।
হের অঁধার ঘোর, মম অন্তর সম
চমকি প্রম আমোদিনী ।
মুহু হাসি ভালবাসি, আমি স্বামী-কাদালিনী ।
(দূরে রাজার প্রবেশ)

রাজা । কোথা পথ, কটক সকলি,
হেথা নাহি কোকালর ।

(সুনীতির গীত)

গাওন—মল্লার ।

কেন কাদ যামিনী ।
বল কি বেদনা তোর আমি ও হৃঃখিনী ॥
কেন গো মলিন বেশে,
তার শরী নাহি কেশে,
আর কাদি উন্মাদিনী, আমি উন্মাদিনী ॥
রাজা । এ কি, কার কণ্ঠস্বর ?
বিষাদিনী কেবা গায় ?
সজীত নহে ত দূরে !

(সুনীতির গীত)

ইমন—অট্টাঠেকা ।

শুন শুন সমীরণ ।

হৃদি ভেদি বহে খাস তাপিত গহন ॥
এ ঘোর অঁধার সম, অঁধার অন্তর মম,
নাহিক রোদন-ধারা দহে হতাশন ॥
রাজা । আহা, কে রমণী বন-নিবাসিনী ;
বিরহ-বিধুরা,
শুভ প্রাণে সমীরণে কহে মনোবাখা ?
যেন কোথা শুনেছি এ স্বব !
প্রবণবিবর স্মৃতিতল বহুদিন পরে ।
কে গো তুমি বিপিন-বাসিনী,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় করহ দান ।

সুনীতি । নাথ ! (মুচ্ছা)

রাজা । এ কি !

সুনীতি -না ছায়া তার !
হা দিক, আমি কি নির্দয়,
এত কষ্টে আমারে এ চার,
সুনীতি সুনীতি—উঠ প্রিয়ে !
কম অপরাধ,
আমি অতিথি লো তোর ঘরে ।
এস প্রিয়ে, এস হে কুটীরে !
সুনীতি । নাথ, নাথ, কত বল ।
চিরদিন পিপাসী এ প্রাণ,
মস্ত হবে এত সুধাপানে !
রাজা । দিও না গঞ্জনা,
এস প্রিয়ে, এস তব বাসে ।
(কুটীরে উত্তরের প্রবেশ)

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

কানন ।

বিদ্যক

কড়, কড়, হড়, হড়, হড় !

কর বত আছে মনে ।

দিব্য মোর মানা যদি করি ।

বাবা, বাল্যাবধি আছে সংকার,

গৃহে আর অরণ্যে প্রভেদ আছে বহু ।

জা ও বিদুষকের দিও দেখা অবসর যদি হয়,
 , সাক্ষ্য দিও না ছিল সাধ,
 রেছিহ আশ্রয় হুতীরে তোমারে বারেক করিব পূজা ;
 ও সাক্ষ্য দিব, সাধ নাথ ! মিটেও মিটে না ।
 অধিক মিনতি নাহি করি ত্রিচরণে,

কত মনে ক'রো
বনবাসী দাসীরে তোমার ;
তুমা মম পরোষি শুধিতে চাহে।
রাজা। আসি প্রিয়ে !
সুনীতি। এস নাথ,

কত ক্লেশ পেয়েছ কুটীরে,
সাধ হয় মরণসময়
মরিব তোমারে দেখে ;
কিন্তু নহি ভাগ্যবতী,
অধিক মিনতি আর পদে না করিব,
মনে প্রভু রাখ বা না রাখ,
ব'লে যাও রাখিবে হে মনে ?

রাজা। ভেব না প্রেমসি ! স্বরা পুনঃ দেখা হবে।
সুনী। বল, ভুলিবে না ?
রাজা। ভুলিব না।

[রাজার প্রস্থান।]

(সুনীতির গীত)

রামকেলি—কাওয়ালী।

দেখিতে দেখিতে লুকাল।

বিনোদে বিদায় দিয়ে, নিভিল নয়ন-আলো ॥
আসে বা না আসে ফিরে,

আশে ভাসি আঁখিনীরে,
ভুলিবে না ব'লে গেল, ব'লে গেল তবু ভাল ॥

(মুনিপত্নীর প্রবেশ)

মুনি-প। ও মা, রাজা তোর আসিবে কি জানি ?

মরি গো সরমে, কিছু ত ছিল না বরে,

লয়ে যেতে বলিলি রাজায় ?

সুনী। মা গো, লয় যেতে আমি কি বলিব ?

পতি মোরে রাখিবেন যথা,

রহিব তথায় সুখে ;

মা গো, এ কুটীর আর না ত্যজিব,

হেথা সতিনীর নাহি ভয় ;

হেথা বিরলে কাঁদিব,

রহিব পতির ধ্যানে,

প্রাণনাথ রাখিবেন মনে,

দিয়াছেন আশ্বাস দাসীবে ;

সে আশ্বাসে রাখিব বিবাহস,

সে পদ প্রয়াস কভু না ছাড়িব।

দেব পতি মোর ;
হুঃখে আছে সুখ,
শিখেছি মা কুটীর-নিবাসে।
মুনি-প। এস যাই বারি আঁখিরে।
[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

গৃহ।

(সুরচি ও সখীগণ)

সখী। এ কি শুনি !

রাজা না কি

সুনীতির পাশে সাধা নিশা কাটায়েছে ?

সুরচি। কি বলিস্ কি বলিস্, সুনীতির বরে ?

ও মা, বনে এত দিন বাঁচে ?

ছি ছি কি কপাল,

বনে দিম্ব তবু না জঞ্জাল গেল ?

ওই বুড়ার অত রস প্রাতে :

ওলো, মোর মনে সাত-পাঁচ নাই ;

নিশ্চিন্তে মায়ে ছিহু।

ঝড়-বৃষ্টি না'না জানি,

প্রাতে আঁখিপাত মোর নিরে,

ছি ছি, পূব এতাপে পাই আলা,

সই, আঁখিও না গলা,

ভুলায়ে দিয়ে, এস ঘ।

সখী। থাক

কথা ক

সুরচি। নিত

ভাবি বা

আমি অ

গর্ভ না

ভাবি ত

সখী। ঐ অ

কড়, হড়, হড়,

(রাবত আছে মনে প্রবেশ)

রাজা। দেখ্য মোর বাঁনা রূপ চুবোণ,

তাই লা, বালাবধি কুটীরে।

বিহু। আরহ আর অহু,

তারে আনিবারে,
মস্ত্রী সনে পথে কত হইল মন্ত্রণা ।
রাজা । এ কি, বাতুল না কি হে তুমি ?
বিদু । কে বাতুল, শীঘ্র তাহা হইবে প্রকাশ ।
রাজা । ঐ দেখ, মান করে আছে শুয়ে ।
বিদু । নহে,

বাতুল হইবে রাজা কি ঔষধ-শুণে ;
ঘরে গিয়ে আমিও বাতুল হব,
কিন্তু এক রক্ষা,
বনে নাহি ব্রাহ্মণী আমার ।
বনে যা করেন অশ্বখের মূল ।
মহারাজ !

এ কুল ও কুল দুকুল রেখেছ ভাল ।
রাজা । এস,

রাণি ! কেন হও অভিমানী ?
জিজ্ঞাস সখায়,
কি বিভ্রাট ঘটিল কাননে ।
বিদু । শ্রী ! সত্য কহি ব্রাহ্মণের ছেলে,
আত্মোপাস্ত ঠিক এ কথাটি ;
মহারাজ হউন সত্বর,
আমারও ত রয়েছে ব্রাহ্মণী ;
তার পর অন্ন-পানি,
সেখা অঞ্চলে বন নাহি ঢাকে,
তেড়ে এসে গলার লাগায় ডুরি ।
নাহি যোন রয়, গালে কান কেটে যায়,
দেখি যে তোমার দশা হইবে কাদিতে,
মোরে হবে হাঁপাইতে,
কাদিতে না পাব অবকাশ,
বেশী মাদ্রা হড়াহড়ি ।

রাজা । সত্য কহি প্রাণেশ্বরী,
বড় হ'লো বিভ্রাট বিপিনে,
তাই চন্দ্রাননি, কিরিতে নারিছ গৃহে ।
একা বোর অরণ্যের মাঝে,
বৃষ্টি পড়ে মূল-ধারায় ;
কাটা-বন সশেষ জীবন,
দেখ কত অঙ্গে করিছে রুধির ।

সখীগণ । (গীত)

কি বিট—জলদ-একতাল ।

ক-
হইল উল্লে নাগর মান বাবে না ।

না হ'লে মানিনী ত
বদন তুলে আর চাবে না ॥
সেধো না করি মানা,

তুমি নারীর মান জান না,
সহজে মান গেলে হে,
মান ফিরে ত আর পবে না ॥
বিদু । হতাশনে লেগেছে পবন,

সাবধান মহারাজ !
রাজা । দেখ প্রিয়ে, তোমা বিনা নাহি জানি,
তব বাক্যে সুনীতিরে দিছি বনে ।

বিদু । মহারাজ !
এ খতে কি দিতে হবে চেরা সৈ !

রাজা । ধরি পায় কম লো প্রেরসি ।

সুচি । সুনীতির ধর গিয়ে পায়,

ছি ছি কেন এ বন্ধনা,
কেন এত ভালবাসা ভাণ ?
কালামুখ আর না দেখাব,
বন্ধক আমার স্বামী,
ছি ছি কি লাহুনা,
লোকের গঞ্জনা, চিরদিন কত সব ;
যদি সতিনীর পতি,
কেন আর করি সাধ ।

রাজা । শুন প্রিয়ে, শুন লো বচন,
দৈব-বিড়ম্বনা ।

সুচি । দৈব-বিড়ম্বনা মোরে,
রাজপুত্রের অট্টালিকাপরে
পতি বিনা একাকিনী কাটে রাত্তি,
সতিনীর ভাগ্য অহঙ্কল,
বনে পায় রত্ননিধি,
পুত্র পাবে কোলে,
রাজা হবে তারি ছেলে,
বনবাস এখনও তখনও,
আর কেন মানে মানে হই অগ্রসর

রাজা । এই হেতু চিন্তা প্রাণেশ্বরী !

নহে ত সম্ভব,
সত্য যদি পুত্র হয় তার,
সত্য করি তোর কাছে,
সিংহাসনে তারে নাহি দিব স্থান ।

বিদু । ধামিল সময়,
রয়ে গেল ঋণগড়ার প্রাণ ।

মা গো হাসিল আবার,
রাজার কুমার কেন নাই বসন-ভূষণ,
বসন-ভূষণ দাও—
নহে ব'লে দাও কি বলিব,
বড়ই হেসেছে সবে।
সুনীতি। বাছা, কোথা পাব বসন-ভূষণ,
হুখিনী-নন্দন তুই।
ঋব। না না, দাও মা ভূষণ,
বড়ই হেসেছে সবে।
সুনীতি। নাহি রে বসন-ভূষণ তোর,
হাসে যারা হাসনে তাদের কাছে।
মুনি-প। পিতা তব নাহি হেথা,
কে দিবে রে বসন-ভূষণ।
ঋব। তবে কোথা পিতা ?
আনিব বা বসনভূষণ,
নাহি নিয়ে বসনভূষণ খেলিতে যাইলে
কতই হাসিবে সবে।
মুনি-প। আজ না ; বল গিয়ে শিশুগণে,
পিত্রালয়ে যে দিন যাইবে,
সে দিন দেখাইবে বসন-ভূষণ ;
যাও খেল গিয়ে।
ঋব। কেনো না মা বসন ভূষণ হেতু,
আমি তোরে এনে দিব।
মুনি-প। আর মা,
শুভপাত্র আনিতে বাবিনে ?
সুনীতি। চল যাই দেবি !
হাসনে রে বহুদূরে।
[গান করিতে করিতে ঋবের প্রস্থান।

বারোঁয়া-খান্ধাজ—পোস্তা।
যাবে কি না যাবে ঋব ভাবে,
নাই বসন-ভূষণ ঋব লাজ পাবে,
চাব না আর কেন কাঁদার মায়।
সুনীতি। সাধে কি মা দিবা নিশি
ভাসি অঁখি-জলে,
হুঙ্কর কুমার হুঙ্ক নাহি পায়,
কেন দিই হুঙ্ক বলে ;
কত কথা কয়, কত দ্রব্য চায়,
কোথা পাব, কথায় ভুলাই,
কত মনে হয় রাজারে গে বলি ;

ভাবি পুনঃ রাজা কি যিনবে,
হারপালে যেতে কেন দিবে ?
[উভয়ের প্রস্থান।

(গান করিতে ঋবের প্রবেশ)
বারোঁয়া-খান্ধাজ—একতাল।
বলে শিশু মিলে, বাবা নেবে কোলে,
ঋব যাবে গো রাজসভায়,
ও মা দে মা বিদায় ॥
কোথা মা,—
নাহি যাব জননীয়ে কয়ে,
আগে আনি বসন-ভূষণ,
দেখিলে মা কাঁদিবে না আর ;
কেন এত কাঁদে মা আমার ?
সুরট-খান্ধাজ—একতাল।
আনিলে বসন-ভূষণ মা কাঁদিবে না,
যদি মানা করে আমি বলিব না,
মনে মনে নিই বিদায় পায়।
রাজা পাতা দোলে, ঋব নাহি খেলে,
বসন-ভূষণ ঋব আনিতে যায়,
চলে রাজসভায় ॥
[গান করিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কীড়াবাটী।

(রাজা, বিদূষক ও উত্তমকুমার)
রাজা। দেখ সখা, কোথা যার।
বিদু। দেখি,
কিন্তু নাহি যাবে বহুদূরে ;
তা হ'লে যে রাজপুত্রে ঘুমায়ে সকলে।
রাজা। সুরচি শুনিলে হবে তোর সর্বনাশ !
উত্তম। (ব্যক্তি লইয়া) এই মারি।
বিদু। মহারাজ।
ছোটরাণী, অতদূর যেতে বা না হয়,
এ হ'তে হয় বা সে কাজ,
এই যে বাড়ি নিয়ে আসিছেন দেখে।

রাজা । ছি, মারিতে কি আছে ?

(উত্তমকুমারের বিদূষকে প্রহার)

বিদু । আছে বা না আছে, দেখে প্রত্যক্ষ
প্রমাণ ।

রাজা । এস বাবা, ব'স এইখানে ।

উত্তম । নাব তুমি—এই লও, মার ।

রাজা । ছি, মারিতে কি আছে ?

উত্তম । র'সো, যাই মার কাছে,
মা দাঁড়াবে,
তোমাকে মারিব—একেও মারিব ।

মা মা,

দেখ, বাড়ি নিয়ে মারে না মা ।

বিদু । মহারাজ, দিন গোটা হুই,
বাঁটা হাতে ছড়ি ভাল !

(সুরুতির প্রবেশ)

সুরুতি । মহারাজ, নাহি জানি ছেলে ভুলাইতে
বলে কথা, মরণ না হয় !

রাজা । সখারে মারিতে বলে ।

উত্তম । দাও বাড়ি, আমি মারি ।

(মারিতে উদ্ভূত ও বিদূষকের সরিয়া যাওন)

সুরুতি । আহা, স'রে যাও কেন ?

ম'রে ত বাবে না ।

কৈদে কৈদে পেট ফুলাইল ।

বিদু । যাক তবে—যাক পিট ফুলে ।

সুরুতি । না রে, কাজ নেই, বাড়ি দে ত ফেলে,

মহারাজ,

ছেলে যে কান্দায় হাওয়া তার নাহি সর,

ধরে যাবে ;

হুথের পুতলি ছেলে,

তার মারে যাবে বমালয় !

[উত্তমকে কোলে লইয়া প্রস্থান ।

বিদু । ছেলেটি ত হুথের পুতলি,

লাঠিটি যে লোহার গুটলি,

হুটি ধারে খাদ পাইরাছি ।

(ক্রবের প্রবেশ)

রাজা । দেখে সখা, কার এ নন্দন,

এ চাঁদবদন কভু কি দেখেছি আর ?

দেখ দেখে নাহিক ভূষণ, বকুল বসন,

তবু প্রাণ রিক্ত হয় হেরি ।

নাহি জানি রণিময় আভরণ পরি

হেন শোভা কেবা ধরে ।

যেন পঙ্কজ-পুতলি ;

পঙ্কজ-বদন পঙ্কজ-লোচনে চার ।

আয় আয় কার রে রতন !

আয় তোরে কোলে করি ।

ক্রব । ক্রব মম নাম,

উত্তানপাদ রাজার কুমার,

মার সনে থাকি বনে,

রাজা কোথা ব'লে দাও মোরে ।

এসেছি পিতার কাছে বসন-ভূষণ তরে,

শীঘ্র যাব কিরে, মা কান্দেন আমা বিনে,

বন বহুদূর, যেতে বড় পরিশ্রম ।

রাজা । আয় কোলে, আমি তোরে বাপ,

জুড়াক তাপিত প্রাণ

(সুরুতির প্রবেশ)

সুরুতি । মহারাজ, এই সভা, এই অঙ্গীকার,

কারে তোল সিংহাসনে ?

আরে কে রে তুই,

সিংহাসনে উঠিবারে চান ?

হেন পুণ্য কিবা তোরে,

কভু কি রে ভঞ্জেছিলি হরি,

সিংহাসনে পাবি স্থান ?

তাজি কলবর,

জন্ম-জন্মান্তরে হরির সাধন করি,

পার যদি জন্মিতে জঠরে মোর,

তবে তোরে পুরিবে বাসনা ।

ক্রব । কেন তুমি কর মানা ?

দেখিলাম আসিতে নগরে,

পিতা কোলে করে সবাকারে,

আমি যাই পিতার সদন,

কি কারণ কর গো বারণ ?

মহারাজ পিতা মম,

থাকি বনে,

আসিয়াছি বসন-ভূষণ-তরে,

কোলে লও পিতা !

সুরুতি । রাজা, সুনীতির গর্ভের এ ছার !

এ কোন্ বিচার,

দাসীর কুমার এ হেন আদর তারে ?

আমি তুমি বন্ধ অঙ্গীকারে,

মম উত্তমকুমার বিনা
 অস্ত্র কারে নাহি দিবে সিংহাসন ;
 অস্ত্র কেহ পুত্র নহে তব ।
 বুঝেছি বুঝেছি সকলি তোমার ছল,
 যাই আর রব না এ স্থলে ।
 রাজা । রাণি ! এত কি হে জানি,
 দেখিলাম সুন্দর কুমার,
 আমি বলি কার ছেলে ।
 [রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজার প্রস্থান ।
 বিদু । কেঁদ না কেঁদ না শিশু,
 আর তোরে রেখে আসি বনে,
 আহা !
 অভিমানে কাঁদে শিশু কথা নাহি কয়
 লোকে বলে রাজদণ্ড থাকিলে কপালে
 নিশ্চয় সে হয় রাজা ।
 আহা সর্বশূলক্ষণ
 এ নন্দন বনবাসী,
 মার কাছে যাবে না কি তুমি ?
 ঋব । কার করিলে সাধন পিতা লন কোলে ?
 বিদু । আসিয়াছ বসন-ভূষণ তরে
 আর তোরে দিব বাস দিব অলঙ্কার !
 ঋব । আর অলঙ্কার নাহি চাই,
 মার কাছে যাই,
 সুধাইব কার পদ করিলে সাধন ;
 পিতা দেন আলিঙ্গন ।
 বিদু । নাহি কাঁদ শিশু, হরিপদে রাখ মন,
 আশীর্বাদ করি,
 আকিঞ্চন পূরিবে তোমার ।
 ঋব । হরি, কোথা তিনি ?
 বিদু । কে এ শিশু, হরি করে অন্বেষণ ?
 অতি শূলক্ষণ, নহে সামান্ত এ জন ।
 ঋব । কোথা হরি, বল কৃপা করি,
 যাব আমি তাঁর কাছে ।
 বিদু । সুধা নাহি পেয়েছে তোমার ?
 ঋব । সুধা-তৃষ্ণা আর মোর নাই,
 হরির নিকটে যাব ।
 বিদু । চল, হেথা আর কাঁদিলে কি হবে !
 ঋব । কাঁদিব না আর,
 কাঁদিব গো হরির চরণে ।
 [উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

—০—

কুটার-সম্মুখ ।

(সুনীতি ও মুনিপত্নী দণ্ডামান)
 সুনীতি । মা গো, বন উপবন করি অন্বেষণ
 ঋবের না দেখা পাই !
 ও মা, ঋবের নয়ন,
 কোথা গেল ছুখিনীর নিধি,
 জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কয়,
 দুঃস্থ তনয়,
 নাহি জানি কি আছে কপালে !
 স্থানে স্থানে কতই খুঁজিছ,
 কোথা না পাইছ,
 কোথা গেল কুমার আমার ?
 ও মা, কোথা যাব, ঋবে কোথা পাব ?
 পরাণ ত্যজিব মা গো ।
 ক্ষুধার সময় কোথাও না রয়,
 সারাদিন গেল কেটে,
 ও মা, এনে দে গো ঋবের আমার,
 বুঝি বসনের তরে করেছে গো অভিমান,
 গেছে দূর-বনে,
 আর কি ঋবের পাব ?
 (ঋবের প্রবেশ)
 মুনি-প । এই তোর ঋব এল !
 বলেছি ত কোথা একা বঁদে থেলে ।
 ঋব । কোথা হরি বল মা আমার,
 সাধন করিব তাঁরে,
 হরির না করিলে সাধন
 যেতে নাই পিতৃস্থানে,
 কেন মোরে বলনি জননি ?
 যাইতে নগরে, দেখিছ মা শিশুগণে,
 সকলেই পিতা কোলে লয়,
 তুমি কোলে লও মা যেমন;
 কিন্তু আমি হরি সাধি নাই,
 না পাইছ যাইতে পিতার কোলে ।
 মুনি-প । ও মা, হৃৎকের কুমার গিয়েছিলে
 রাজপুরে !
 ঋব । পিতা চাহিলেন, কোলে ল'তে,
 এক নারী করিল গো মানা,

শুনলাম বিমাতা আমার,
বলিল ব্রাহ্মণ, রেখে যেই গেল ঘোরে ।
বাহ তুলে বাই কোলে,
পিতা ধরিলেন হাত,
সিংহাসনে তুলিতে চরণ,
বিমাতা আসিয়ে বারণ করিল মোরে ।
কহিল, সে নারী

“পুত্র গিয়ে হরি, সাধ যদি সিংহাসনে ।”

ও মা, কোথা হরি ব'লে দে আমার,
কেন্দ্রে গিয়ে ধরি তাঁর পায়;
আমি অভাজন,
হরির সাধন করি নাই জন্মান্তরে,
তাই পিতা বাম মম প্রতি ।

মুনি-প। দেখ মা সুনীতি,
বলেছি বৈষ্ণব তোর ছেলে,
ও মা, যেতে চায় হরির সাধনে ।

সুনীতি। আহা হুঃখিনী-সন্তান,
কেন গেলি রাজপুরে ?
আহা,
অভিমানে ছনয়নে ঝরিয়াছে ধারা,
চিহ্ন তার রহিয়াছে বয়ানে !

ঋব। মা গো, ও কথা বলো না,
কান্না পায় মোর,
হেথা আমি কাদিব না আয়,
কাদিব হরির পাশ !
বল মা, কোথায় হরি :
হরিপদ করিব সাধন,
কোথা হরি ব'লে দাও মোরে,
হরি হরি কোথা হরি ?

সুনীতি। চল বাছা,
সারাদিন খাও নাই যাত্ৰমণি ।

ঋব। মা! গো, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই,
হরিপদ চাই,
মা গো, কোথা গেলে হরি পাব,
যাব সুরা বল গৌ জননি !
বড় শ্রাণ কাদে,
হরি বিনা কারে বা জানাবো আর ?
সুনীতি। আয়, বলি গিয়ে কুটীর-ভিতরে ।
মুনি-প। আসি মা ।

[সুনীতি ও ঋবের প্রস্থান ।

আহা, হরিনামে উন্মত্ত বালক,
ভগবান্ সার্থক জনম,
মুনি মিথ্যা নাহি কর,
কোন মহাজন এ হবে নিশ্চয়,
হরি বিনা অস্ত্র কথা নাহি জানে ।

[প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

—*—

কুটীরাভ্যন্তর ।

(ঋব ও সুনীতি)

ঋব। এই ত খাইছ অন্ন,
পায়ে ধরি, বল মা কোথায় হরি ।
সুনীতি। আয়, শো ।
ঋব। শোব না মা, যাব হরি যথা ।
সুনীতি। ওরে বাছা, হরি কি এখানে ?
মহাবনে,
মহাভয় তথা বনজন্ত আছে কত,
যাইতে নারিবি সেথা ।
ঋব। মা গো, যাইতে পারিব,
বল মা, কেমন হরি, খুঁজে লব বনে ।
সুনীতি। বাছা, বালকে কি সেথা যেতে পারে,
অন্ধকার বন,
নাহি যায় সূর্য্যোর কিরণ,
অগণন বনজন্তু ফিরে ;
ঘুমা আজ, কালি নিয়ে যাব ।
ঋব। বল তবে সে হরি কেমন ?
সুনীতি। বাছা, আমি অভাগিনী,
হরি কেমনে জানিব ?
ঋব। বল মা, কেমন হরি,
না শুনিলে, নিজা না আসিবে ।
সুনীতি। হরি, পদ্মপলাশলোচন ।
ঋব। “পদ্মপলাশলোচন” ?
দরশন কতক্ষণে পাব ?
কতক্ষণে পোহাইবে নিশি ?
ও মা,
চল যাই, কোথা পদ্মপলাশলোচন !
সুনীতি। কোথা যাবি, আঁধার রজনী ।

ভূত-প্রেত এ সময়ে কেহে,
 ছেলে ধ'রে নিয়ে যায় তারা।
 কব। না মা, ধরিবে না মোরে।
 যদি লগ্নে যায়,
 হরি ব'লে তাজিব জীবন,
 জন্মান্তরে পাব হরি!
 সুনীতি। যাস্ কালি প্রাতে।
 কব। মা গো, বনে হরি কেমনে জানিলে?
 সুনীতি। বলি শোন।
 হরি দয়াময়, দয়া তাঁর অনাথার।
 কব। হী মা, আমি ত অনাথ।
 সুনীতি। শোন মন দিয়ে, হরি কত দয়াময়।
 ছিল দুঃখিনী ব্রাহ্মণী বনে,
 পুত্র তার জটিল নামেতে;
 পাঠশালে যায় বনপথে,
 ভয় পায় কানন দেখিয়া,
 নিত্য কয় জননীয়ে।
 কি করিবে দুঃখিনী ব্রাহ্মণী,
 বলে বনে দাদা আছে তোর,
 দাদা ব'লে ডাকিলে আসিবে।
 পরদিন সন্ধ্যার সময়,
 দাদা ব'লে শঙ্কার ডাকিল শিশু,
 হায় হরি, কি কব মহিমা তাঁর,
 বনে দাদা তখনি আইল,
 জটিলে কহিল, ভয় নাই যাও ঘরে।
 দৈব একদিন,
 গুরুর তাহার পিতৃশ্রদ্ধ উপস্থিত;
 শিশুগণে শুধাইল গুরু,
 হবে ব্রাহ্মণভোজন,
 কেবা কিবা পারিবি রে দিতে?
 জনে জনে কহিল, আমি এ সামগ্রী দিব,
 ও কহিল, আমি দিব এই জব্য আনি,
 কোথা পাবে দুঃখিনীকুমার,
 কিছু নাহি বলিল জটিল।
 গুরু তারে কৈল তিরস্কার,
 দুঃখিনীকুমার,
 কাঁদিতে কাঁদিতে বনপথে কিরে ঘরে,
 দয়াময় দাদা আসি দেখা দিল।
 কহিল জটিলে,
 ভয় কি রে, বলো গিবে গুরুরে ভোদ্যার,

দধি দিব আমার এ ভার,
 সেইমত জটিল কহিল গিয়া;
 ভোজনেন দিন,
 দ্রব্য আনি রাখিল সকলে,
 দধি নাহি আসে আর।
 পরে ক্ষুধাভাও-করে,
 ধীরে ধীরে জটিল আসিল।
 গুরুর রোষের নাই সীমা;
 শিশু সবিনয়ে কয়,
 গুরুমহাশয়, ইহাতেই হবে,
 দাদা মোরে ব'লে দেছে;
 রোষে গুরু বলে, দে রে অভাগীর ছেলে,
 টেলে দিই অনেক ব্রাহ্মণে;
 লোকে চমৎকার,
 দখিভাও, আর যত দেয় না ফুরায়;
 সবিনয়ে জিজ্ঞাসিল গুরু,
 কোথা দাদা বল তোর?
 “বনে”—কহিল জটিল।
 কোলে তুলে বালকে সস্তর
 শিক্ষক ধাইল,
 দেখা জটিলের মাতা মনে,
 শিশুপ্রেমনীয়ে ভেসে যায় বুক,
 দাদা ব'লে কাননে ডাকিল,
 দেখা মিল পদ্মলশলোচন হরি।
 তিন জনে আনন্দে বৈকুণ্ঠে গেল;
 এতক্ষেণে ঘুমাইল কব।
 (সুনীতির শয়ন)
 কব। তবে আর ভয় কিবা,
 মা—না জাগাব না,
 জাগিলে, মা—বাইতে দিবে না।
 নাই ভয় নাই আর,
 বনে ডাকিলেই দেখা পাব;
 নহে কেন জটিল দেখিল?
 আঁধার রজনী,
 ভয় কিবা ডাকিলেই দেখা পাব।
 দয়াময়! পদ্মলশলোচন হরি!
 কাঁদিলে জননী,
 কিন্তু হরি-সাধন-বিহীন আমি,
 দুঃখিনীর কি করিব উপকার?
 কব মাগে, বিদায় জননি!

যদি,
দেখা পাই, হরি পদ্মপাশলোচন ;
আসিব মা বন্দিতে চরণ ।

নহে,
জনমের মত, বিদায় মাগে গো ক্রব ;
কোথা, পদ্মপাশলোচন !

(নেপথ্যে ক্রব) [প্রস্থান ।

কোথা পদ্মপাশলোচন,
দেখা দাঁও দয়াময় !

স্বনীতি । ঘুমা বাছা।

কালি বাবি হরি-দরশনে :
অঁ্যা, কোথা ক্রব, ক্রব, ক্রব, কৈ তুই,
ও মা, এ কি সর্বনাশ,
উত্তর না দেয় কেন ?

কোথা গেল ? এ যে ঘোর নিশা,
কুলীরের দ্বার খোলা,
ও মা, কোথা গেল ক্রব,
ক্রব, ক্রব, কোথা তুই বাপধন ।

(মূনিপত্নীর প্রবেশ ।

মূনি-প । কি গো, উঠেছি—

এ কি কোথা গেল !

সান হেতু গেছে বৃষ্টি পুত্রে করি কোলে ।

(স্বনীতির প্রবেশ)

স্বনীতি । ক্রব, ক্রব, কিরে কি এসেছ ?

ও মা, ক্রব কোথা গেছে মোর,

ওগো, অঁধার রজনী,

ক্রব মোর গেল কোথা ?

হরি, কি করিলে অভাগীর,

ও মা, কোথা যাব,

ক্রবেরে কি পাব আর ?

মূনি-প । স্থির হও মা, .কি হয়েছে বল,
নহে ত রজনী, দেখে উষা দেখা দেছে,
গেছে বৃষ্টি খেলিবারে ।

স্বনীতি । ওগো, নাহি যায় বিদায় না লয়ে,
কি হবে গো; কোথাও না দেখি তারে ।

মূনি-প । তবে কোথা গেল, আর খুঁজি
গিয়ে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

বঠ গভাক ।

—*—

বনপথ ।

(স্বনীতি ও মূনিপত্নীর প্রবেশ)

স্বনীতি । ক্রব,

ক্রব, হেথা কি রে আছ, বাছাধন !

কৈ, কৈ, কৈ মা, আমার ক্রব ?

এই ত বালকে মিলে খেলে,

ও মা, কোথা হারান্ন অন্ধের নড়ি,

ও মা, কোথা ক্রব,

ও মা, মোর অঞ্চলের নিধি,

ও মা, আর ত সহে না,

ক্রব ক্রব, বাপধন !

(মৃচ্ছা)

মূনি-প । উঠ মা আবার,

ক্রবেরে খুঁজিতে যাই,

হায়, আর কো । পাব খুঁজে,

কাকি দিশে গেছে বৃষ্টি বৈষ্ণব চলিয়ে,

বিষ্ণুপদ-ধ্যান তরে !

উঠো মা স্বনীতি,

হরি ব'লে গেছে চ'লে ছেলে তোর,

বৈষ্ণবের চুড়া মণি,

বৈরাগ্য কিশোরকালে,

মা, মা উঠ,

কৈদে বল হরিরে ডাকিয়ে,

কল্যাণে সন্তানে তোর ফিরে এনে দিতে ।

স্বনীতি । ওগো, কারে গো বলিব,

ক্রব এনে কেবা দিবে,

হায় কোথা যাব,

সতিনী সাধিল বাদ সন্তানের সনে,

ও মা, ছুঁকের বালক,

হরি ব'লে চ'লে গেল,

হরি দয়াময় !

সঁপে দিই সন্তানে তোমারে,

রেখ বিপদে শ্রীপদে,

অনাথ আমার ক্রব,—

হে অনাথনাথ !

ভুল না ভুল না, বালক আশ্রয় চায়,

দীনবন্ধু নাম তব প্রভু,

দীন বালকে দুর্গমে.

করুণানয়নে
দেখ পদ্মপলাশলোচন ;
তোমা বিনে অরণ্যে কে রাখে তারে,
রূপাসিদ্ধ !
হুথিনীর নিধি হুথিনী সঁপিছে পায়,
রেখো রেখো অজ্ঞান বালকে,
ও মা, এক দিনে সকলি ফুরাল মোর ।
মুনি-প। আয় মা আয়,
পথে পড়ে কাঁদিলে কি হবে ?
সুনীতি। ও মা, পথ ঘাট সকলই সমান ।
ভগবান, কি করিলে!

(গীত)

ভৈরো—একতালা ।
বালকে বিপদে রাখ রাঙ্গাপদে,
বিপিনবিহারী !
তব পদ ধয়ি চ'লে গেছে হরি,
একাকী অবোধ তব নাম স্মরি,
দিও শ্রীচরণ কমলনয়ন,
মোহন বাঁশরীধারী ।
তাজি গৃহবাস, তব পদ আশ,
বনে বনে বাস পাইবে তরাস,
দেখ রেখ ভয়হারী ।

সপ্তম গর্ভাক্ষ ।

—:o:—

বন ।

ঋব ।

(গীত ।)

বেহাগ—ঠেকা ।

ঋব । কোথা পদ্মপলাশলোচন ।
বলেছে মা আমারে বনে পাব দরশন ।
কখন ত দেখিনি তোমায়,
দেখা দিয়ে রাখ রাঙ্গা পায় ।
দুঃখময় প্রাণ তোমারে চায় ;
তোমায় না ডেকে রাখা
গিয়েছে কত জনম ।
হরি, পদ্মপলাশলোচন হরি—
কোথায় তুমি দেখা দেও, আমি অবোধ

অজ্ঞান, আমার দেখা দেও,
ঐ যে পদ্মপলাশলোচন হরি ।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা । আয় ঋব আয় কোলে মায়,
বৈষ্ণব-স্পর্শে আমার তরু বিজ্ঞ হ'ল ।
ঋব । পদ্মপলাশলোচন, এত দূরে আমার
কেন দিলে ?
মহা । ওরে, আমি পদ্মপলাশলোচন নই,
আমি সেই শ্রীচরণ আশে সন্ন্যাসী, আমি
তোমার কাছে হরিপ্রেম ভিক্ষা করিতে
এসেছি, তোমার দর্শনে আমি হরি-প্রেম
লাভ করব, এই আশে এসেছি ।
ঋব । তুমি পদ্মপলাশ নও, তবে কোথায়
আমার পদ্মপলাশলোচন ? আমার বলে
দাও, আমি অবোধ, আমি জানি না,
কোন পথে যাব, কোথা তাঁর দেখা
পাব ।
মহা । আমি সে পদ্মপলাশলোচন হরির
তরু কোথায় পাব ? আমি যুগে যুগে
ধ্যান করে পাইনে, হরিভক্তি আমার
দে, আমি তাঁরে খুঁজি ।
ঋব । তবে আমি পদ্মপলাশলোচন কোথায়
পাব ? কে আমার বলে দেবে ? পদ্ম-
পলাশলোচন হরি ! কোথায় তুমি ?
তুমি পদ্মপলাশলোচন নও, আমি
অবোধ, আমার সঙ্গে প্রতারণা কর
না, যদি পদ্মপলাশলোচন নও, তবে
কেন তোমার দর্শনে আনন্দ হচ্ছে ?
তোমার স্পর্শে প্রাণ ভরে যাচ্ছে ?
তুমি পদ্মপলাশলোচন, আমি তোমায়
ছাড়ব না ।
মহা । না ঋব, আমি তাঁর দাসাশ্রদাস,
আমি তাঁর চরণ দিব্যারাত্রি ধ্যান করি ।
ঋব । তবে আমার বলে দাও, আমি বড়
আশা করে বনে এসেছি, মা আমার
কাঁদছে, আমি পদ্মপলাশলোচনকে নিয়ে
ফিরে যাব, যদি পদ্মপলাশলোচন না
পাই, জলে ঝাঁপ দিব, ছার প্রাণ রাখব
না, যে জীবনে পদ্মপলাশলোচন দর্শন

পেলেম না, সে জীবন বুধা, জীবন আর
রাখব না ।

মহা । ঋব ! এ তুল্লভ প্রেম কোথায় পেলি ?
পদ্মপলাশলোচন তোর জন্তে বৈকুণ্ঠে
ব্যাকুল ।

ঋব । কোথায় বৈকুণ্ঠ, আমায় ব'লে দাও
কোন পথে যাব ? আমি ডাকছি, পদ্ম-
পলাশলোচন কি শুনে পাচ্ছেন ?

মহা । ভক্তের ডাকে হরি অধীর ; তোর
ডাকে বৈকুণ্ঠ পরিপূর্ণ ।

ঋব । তবে কেন তিনি আসেন না ?

পদ্মপলাশলোচন হরি এস,
হরি ! দেখা দাও ?

মহা । ঋব ! তুই ঐ পথে যা, যত দিন তোর
গুরুদর্শন না হয়, পদ্মপলাশলোচন হরি
তোর সঙ্গে সঙ্গে আছেন, কিন্তু দেখা
দিতে পাচ্ছেন না ।

ঋব । তৈ পদ্মপলাশলোচন, তৈ আমার
সঙ্গে আছেন ?

মহা । না চিনিয়ে দিলে তুই ত চিন্তে পার-
বিনি, তোর চক্ষু মায়ায় ঢাকা, সে মায়া
মোচন না হ'লে পদ্মপলাশলোচনের
দর্শন পায় না ।

ঋব । তবে কি আমি পদ্মপলাশলোচন
ব না ? ছার প্রাণ আর রাখব না,
হরি ! এ জন্মে দেখা দিলে না, জন্মান্তরে
বিমুখ হইও না। শুনেছি, তুমি দয়াময়,
তবে আমায় কেন দয়া কচ্ছ না ? হে
পদ্মপলাশলোচন হরি ! এ জন্মে বঞ্চিত
ক'লে, জন্মান্তরে বঞ্চিত কর না ।

মহা । ঋব ! তুই কাঁদিস্নে, তোরে দেখা
দিবেন, এই পথে যা ।

ঋব । দেখা পাব ? পদ্মপলাশলোচন হরি !
দেখা দাও ।

মহা । ঋব ! যাবার সময় একবার কোল দে ।

[ঋবের প্রস্থান ।

(নারদ ও ভূতগণের প্রবেশ)

ভূত । বাবা আজ ভাবে ভোর !

(নহাদেব ও ভূতগণের গীত ।)

বল রে বল ভাঙড় ভোলা, পঞ্চমুখে
বল হরি ।

যাঁর চরণ-বামে প্রেমের বারি,
মাথাতে রাখ ধরি ॥

যাঁর প্রেমে বাঘছাল,
যাঁর প্রেমে পাগল লদাই বাজাও গাল,
শ্মশানবাসী, পর হাড়ের মাল,
গভীর বদন ভ'রে,
আয় রে হরিনাম করি ॥

নারদ । খুড়ো ! আজ যে বড় আনন্দ ।

মহা । ওরে, ধরায় হরিভক্ত জন্মেছে ।

নারদ । যা যা, একবার দেখে আয়, এক-
বার নয়ন সফল ক'রে আয়, ওরে, হরি-
ভক্ত জন্মেছে রে হরিভক্ত জন্মেছে । যে
নামে আমি শ্মশানবাসী, সেই নামে শিশু
বনবাসী, ওরে, আনন্দরাশি আর
ভোলার প্রাণে ধরে না । নারদ ! দেখে
আয়, দেখে আয় । পঞ্চমবর্ষীয় বালক
হরিগুণ গায়, পশুপক্ষী তরু-লতা সব
প্রেমে ভেসে যায়, একবার যা নারদ
দেখে আয় ।

নারদ । খুড়ো তো খালি বলছ, দেখে আয়,
ভাল পাগলার পাল্লায় পড়'লুম, খালি
বলছে দেখে আয় । কে সে খুড়ো ?

মহা । ওরে, চিন্তামণির ভক্তকে কি আমি
চিনি ? তাঁর ভক্তের মহিমা পাগল আমি
বল কি জানি ।

তা হ'লে ত আমি চিন্তামণি চিনি ;

হরিভক্তের তত্ত্ব কে পায় বল,

চল চল হরি ব'লে চল,

ওরে, ভক্তের প্রেমে শতধারে

বহিছে নয়নজল ;

চল চল চল হরি ব'লে চল,

হবে জনম সফল জীবন সফল

নয়ন সফল ;

প্রেমে প্রাণ হবে ঢল ঢল,

চল চল ভক্ত দেখিবি চল ।

নারদ । ভাঙে বুঝি আজ বেশী ধূতরা ?

মহা । না রে না, প্রেম-নদীতে ডুফান উঠেছে,

ঐ শোন গন্ধা করুছে কুলুকুলু ধ্বনি,
হরিপ্রোমে নাচছে আজ সুরতরঙ্গিনী,
প্রোমে গন্ধা উদ্গাদিনী,
ভক্তের চরণ বক্ষে ধ'রে পবিত্র ধরণী,
চল চল দেখ'বি ভক্তের চন্দ্রবদনখানি ।
সকলে—

(গীত)

মদল-মিশ্র—একতালা ।

উঠলো ভবে হরিনামের ঢেউ ।
বেগে প্রেম যায় রে বয়ে কুল পাবে না কেউ ॥
ভক্ত করে হরিগুণগান,
মাতে লতাপাতা শাখা, পাখী,
গ'লে যায় পাষণ,
গগনে উঠছে মধুর হরিনামের তান ।
প্রেম-পীষু পানে ত্রিভুবনে
পড়েছে হেউ ঢেউ ॥

অষ্টম গর্ভাঙ্ক ।

—*—

কানন-পথ ।

ধ্রুব ।

ধ্রুব । কোথা পদ্মপলাশলোচন !
দেখা দাও, অজ্ঞান বালকে ;
কোথা পদ্মপলাশলোচন !
হরি ! হরি !
দেখা দাও, ওহে পদ্মপলাশলোচন !
(নারদের প্রবেশ)

নারদ । (স্বগত) কে রে দুর্গম কান্তারে
বীণাস্বরে হরিগুণ গায় ?
শ্রবণ জুড়ায় শুনি,
আহা কি মধুর স্বর,
কলেবর পুলকে পুরিল মোর,
এ কি পঞ্চমবর্ষীয় শিশু,—
অবোধ অজ্ঞান,
বনে করে হরিগুণগান ।

ধ্রুব । তুমি পদ্মপলাশলোচন,
প্রাক্ত, তুমি বড়ই নির্দির,
দয়াময়, এত দিমে দেখা দিলে ।

নারদ । হরিলীলা অপূর্ব সংসারে,
এ বালক নহে সাধারণ,
হরিময় হেরে ত্রিভুবন,
ব্যাঘ্রে নাহি ডরে,
সকাতর-স্বরে জিজ্ঞাসিছে,
তুমি, পদ্মপলাশলোচন ;
ঘোর বনে আইল কেমনে,
কিশোর-বৈরাগ্য কিবা হেতু ?
দেব-অবতার,
কোন্ বংশে জন্মিল কুমার,
বৈষ্ণবের সরি,
চরিত্র করিতে প্রচার
আসিয়াছে ধরাতলে ।
উদ্ভাস্তের প্রায়,
বালকঠে হরিগুণ গায়,
ভক্ত সাধুজন
পবিত্র কানন বালকের আগমনে ।
আহা ! এ বিজনবনে হরিনাম শুনে,
প্রেমে মোর নাচে প্রাণ ;
শিশুরে সন্তান জ্ঞান হয়,
হরিপদ শিশুর কামনা,
দিব মুগ্ধ পুরিবে বাসনা ।

ধ্রুব । কোথা পদ্মপলাশলোচন, দেখা দাও,
ব'লেছে জননী দয়াময় তুমি,
দেখা দাও দুর্গমে আমায় ।
(গীত)

বিভায়—আড়াঠেকা ।

গহন-মাঝারে ডাকিছে তোমায়ে,
এস, পদ্মপলাশলোচন !

আমি জনমে জনমে ধ্রুবি,
মিছে ভ্রমে করিনি চরণ-সাধন ।
বালকেরে পায় বাধ, করুণাময় !
প'ড়ে ঘোর দাঁর ডাকিছে তোমায়ে,
এস দয়াময়, হয়ো না নিদ্র,
মাগি হে অশ্রয়, হে ভয়বারণ ॥

নারদ । কে তুমি এ বালক-বরসে,
অসীম সাহসে আসিয়াছ বনমাঝে ?
হরি পদ্মপলাশলোচন,
কে তোরে শিখায়ে দিল ?
কে রে ভাগ্যবান, শৈশবে চিনেছ হরি !

কুব। প্রভু, তুমি পদ্মপলাশলোচন,
দয়াময়, এত দিনে হ'লে কি সদয় ?
হুথিনীনন্দন—অনাথ অধম,
নিজগুণে রূপা কর হরি ।

(গীত)

টোড়ী—আড়াঠেকা ।
তুমি কি নিষ্ঠুর এমন ।
কাঁদি বনে বনে, হলো কি হে মনে,
নিরেছি চরণে শরণ ।
বারে বারে বারে করেছ বঞ্চনা,
না দে'খে তোমা'রে সয়েছি লাজনা,
আর ছাড়িব না চরণ-বাসনা,
দেহ চরণকমল, কমলনয়ন ॥
নারদ । স্তন রে বৈষ্ণব-চুড়ামণি,
নহি পদ্মপলাশলোচন,
হরিনাম সার, আমি দাস তাঁর,
বনে ঘাঁর করিছ সাধনা ;
মন্ত্র কহি কানে,
জপ নারায়ণে,
হৃদি-মাঝে হের শ্যাম ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা
বাঁকা শিখি-পাখা অধরে মুরলী,
পীতাম্বর বন-হার গলে,
পদ্ম-কোকনদ ভক্তের সহায় ভবে,
বাছাধন !
একমনে শ্রীচরণ কর ধ্যান ।
ভেব না ভেব না পূরিবে বাসনা,
দয়াময় রহিতে নারিবে,
আসি দেখা দিবে,
কিনে লবে ভকতবৎসল হরি ।
এস, মধুবনে কর তপ ।

কুব। প্রভু, বল পুনঃ জুড়াইল প্রাণ,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
পীতাম্বর বনমালা গলে,
প্রভু, দেখি দেখি দোখিতে না পাই,
রাজা পাছ'থানি দেখি দেখি কোথা যায়,
হায় হায় বুঝি আমি নাহি পাব দেখা,
প্রভু, বল পুনঃ ত্রিভঙ্গিম ঠাম ।

নারদ । হরি ! সার্বক জনম মম,
হেন শিষ্য মিলিল আমার ।

ওরে,
হরিপ্রেম দে রে মো'রে অবোধ বালক,
তিন লোক পবিত্র জনমে তো'র ।

(উভয়ের গীত)

ছায়ানট—ধামার ।

প্রেমে ডাক হরি বোলে,
বাঁধা হরি প্রেমের বাঁধে ।
প্রেমের হরি প্রেমে কঁাদে,
যারে তারে প্রেম নে সাধে ॥
মনপ্রাণ সঁপ'লে পায়ে,
দয়াল হরি ঠেকবে দায়ে,
বড় দয়াল হরি রে—
প্রাণের হরি, প্রাণ জুড়াবে,
প্রাণ দে কেন, প্রাণের সাধে ॥
কুব। কৃষ্ণপদে গেছে মন দেহ ছাড়ি,
দেখিব হে নিষ্ঠুর ঠাকুর,
কত দিনে দাও দেখা ।
প্রভু, কোথা হরি,
কোথা ত্রিভঙ্গিম ঠাম !
নারদ । এস মধুবনে,
নয়ন মুদিয়ে,
হৃদ-পদ্মে দেখা পাবি বাঁকা শ্যাম ।
ওরে, তো'র তরে
হয়েছে চঞ্চল, ভকত-বৎসল হরি,
নহে পূর্ণ দিন তাই নাহি দেন দেখা :
পূর্বরাগ প্রেমে তো'র,
নবকলি বিকসিত হৃদে,
ওরে পূর্বরাগ হেন অহুরাগ,
ত্রিসংসারে নাহি নয়,
পূর্বরাগ মধুর মিলন হ'তে
অবিচ্ছেদ হৃদয়মাঝারে পাবি তাঁরে,
লক্ষী ঘাঁর সেবে পদ ।
নব অহুরাগ,
নব ভাবে নয়নের ধার
বন্ধঃ বহি যতই বহিবে,
প্রেম-উৎস ততই বাড়িবে ;
পাইবে নূতন প্রাণ,
আয় হরি ব'লে আয়
আয় রে প্রেমিক শিশু ।

(গীত)

মোন্নার—একতালা ।
আর রে আর হরি ব'লে বাহ তুলে
নেচে আর ।

ডাকলে হরি রইতে নায়ে,
রাখবে তোরে রাক্ষা পার ।
কাজ কি আর ছার কামনা,
হরিপদে প্রাণ সঁপ না,
হরিনাম কারুর নয় মানা -
হরিনামের পণে হরি কেনে,
নামের গুণে ত'রে যায় ।

চতুর্থ অঙ্ক

—*—
প্রথম গর্তাঙ্ক ।

—*—
মধুবন ।

(ব্রজা ও ইন্দ্র)

ব্রজা । পুয়ন্দর, নাহিক সংশয়,
সর্বনাশ হবে মম এ তাপস হ'তে
হেন তপঃ দেখি নাই কভু,
এবে হের একপদে আছে উর্দ্ধমুখে,
কভু অগ্নি জ্বালি হেঁটমুণ্ডে উর্দ্ধপদে রহে,
ঘোর হিমে ডুবে রহে জলে,
কিছুতে না ভঙ্গ হয় তপ ।
যে মায়ায় সজিন্স সংসার,
তাহে শিশু নারিন্স ভূলাতে,
আত্মদান রসনা তুলেছে,
শব্দ আর কণ নাহি শুনে,
মুদিত নয়নে অঙ্গ স্পর্শজ্ঞানহীন ।
কি হবে কি হবে,
ব্রহ্মপদ নিশ্চয় যাইবে ।
হয় ডর হ'ব দয়ার সাগর,
যাহা চাবে তাহা পাবে,
কি বাসনা, বৃথিতে না পারি ;
দৃষ্টি নাহি পশে মোর শিশুর অন্তরে,
হরিময় প্রাণ,
কেমনে বুঝিব বল সে প্রাণের কথা ।

ইন্দ্র । দেব ।

আমিও উপায় করিছ কত দিন হ'তে,
কোনমতে ভঙ্গ নাহি হয় তপ ;
বলিয়াছি বিজ্ঞাধরীগণে,
কামদেব সনে আসিতে এ মধুবনে,
দেখি তায় উপায় বস্ত্রপি হয়—
নহে,
সকলি সম্ভব তাপস বালক হ'তে ।
(মদন ও বিজ্ঞাধরীগণের প্রবেশ)

(গীত)

অহংবাহার—একতালা ।
বাজে গায় মলয়-মারুত,
বল যেন সুই বয় লো ধীরে ।
ফুলে আজ গন্ধ ভারি, সয় না লো সুই
মাথার কিরে ॥
সাধে কি পড়ি চ'লে
কি যায় মেঘে চ'লে
কান গিয়েছে, পাখীর গানে,
মন সরে না যাব ফিরে ॥

ইন্দ্র । শুন ফুলধনু,

দূরে শীর্ণতম্বু তপ করে নিরন্তর,
তেজে তপন মলিন, অগ্নি তাপহীন,
পবন উত্তপ্ত তাতে ;
কি হয় কি হয়, ইন্দ্র বা যায়,
বাও হে কুসুমধনু ।

(গীত)

চেতা-যোগিয়া—কাওয়ালী ।
যাব যাব ফিরে চাব ।
হ'লে চকে চকে আঁখি ফিরাব লো
দীবে মধুব, মঞ্জীর বেজে যাবে,
কেবা হের নাহি ফিরে চাবে,
হেরি কবরী প্রাণে লো বাধা পাবে,
প্রাণ ঢালিবে পায় লয়ে চ'লে যাব ॥
[গান করিতে করিতে মদন ও
বিজ্ঞাধরীগণের প্রস্থান ।

ব্রজা । তপোভঙ্গ অসাধ্যসাধন,
হৃদে যার মদনমোহন,
কি করিবে মদন তাহার ?
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু,
নারীর নাহিক অধিকার ।

(বিতাদরীগণ ও মদনের প্রবেশ)

১ম বিতাদ। হি হি দেবরাজ,
কি কাজে পাঠালে,
ক্ষীর এসে পরোধে,
বাছারে হেরিয়ে ।

২য় বিতাদ। জুড়ায় এ প্রাণ,
চাঁদমুখে মা ব'লে যতপি ডাকে,
আহা !

কোন ভাগ্যবতী জঠরে ধরিল এর ?

ব্রহ্মা। চল ইন্দ্র যাইব গোলোকে,
হরি বিনা উপা না হবে,
মুরারিরে করিব জিজ্ঞাসা।

ভক্ত তাঁর কোন আশে করে তপ ।

ইন্দ্র। স্বর্গপ্রাপ্তে আছে
দেবদীর্ঘিকা রাক্ষসী,
পবনে প্রেরেছি আমি আনিতে তাহারে,
মায়াবিনা নিশাচরী,
সুনীতির স্বরে কাঁদিবে এ তপোবনে,
দেখি যদি তাহে ভক্ত হয় তপ ।

ব্রহ্মা। আসে যদি আশুক দীর্ঘিকা,
কিন্তু চল যাই হরির সদনে,
মায়ায় না বৈষ্ণব ভুলিবে ।

[একলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

গোলোকপুরী ।

(লক্ষ্মী)

লক্ষ্মী। বুঝিতে না পারি,
কয়দিন কি ভাবে মুরারি
উচাটন, সদা অন্তরন,
কত বা নয়নে বহে ধারা,—
জিজ্ঞাসিব আসিলে মাধব,
কেন হেন ভাব তাঁর ।

(ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। মাতা, কর আশীর্বাদ,
কোথায় গোলোকপতি ?
বিষম সঙ্কটে পড়েছি গো কৃপাময়ি ।

পঞ্চমবর্ষীয় শিশু

তপ করে অরণ্য-ভিতরে,
কি বাসনা বুঝিতে না পারি,
দেবগণ সভর সকলে
তপোবনে কি হয় লইবে,
কার পদ যাবে
ভাবি মনে সৌভাগ্যদায়িনি !

লক্ষ্মী। হে বিরিকি ! নাহি জানি

কোথা নারায়ণ,
কত বা কণেক আসেন বিশ্বাম হেতু ;
পলে পলে হেরি উচাটন,
মদনমোহন তিলমাত্র নহে স্থির ।
রজনীতে উঠি যান চল ।
বল, দাসী আমি কেমনে বুঝিব,
কি চিন্তায় মগ্ন চিন্তামণি ;
কিন্তু শুনি অকৃত কাহিনী,
তপ করে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ;
নিষ্ঠুর শ্রীনাথ,—
অনাথ বালকে নাহি দেন পদাশ্রয় ।
চতুর্মুখ, চিন্তা কর দূর,
বৈষ্ণবের বিষয়-বাসনা
সম্ভবে না কদাচন,
হৃৎপদ্মে যে দেখেছে ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
অতঃ কাম আর তার নাহি হয়,
তুচ্ছ অস্ত্রপদ, চাহে ছন্দ শ্রীপদ,
ভক্তিপথে মাধবে সে কেনে,
অস্ত্রধন কত না চায় ।

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

প্রভু,

“কৃপাদিন্ধু আর কে তোমারে কবে?”

পঞ্চমবর্ষীয় শিশু তপ করে বনে,
তবু হরি না হও সদয় ?
করিয়াছি শ্রীমুখে অবগ
কায়মনে ডাকে সেই জন,
হে মধুসূদন !
শ্রীচরণ তখনে না পায় ।

অনাহারে ডাকিছে বালক,
পর্যাপ্তর গোলোকে “পুনক,
যদি প্রভু কৃপা না করিবে,
নামে তব কলঙ্ক রটিবে,

ভবে তব কে আর শরণ লবে ?
 মধুবনে আপনি যাইব,
 শিশুরে লইব কোলে,
 হি হি ভগবন্ ! কি কঠিন প্রাণ,
 দয়ার নিদান আর কে বলিবে বল ;
 চল শীঘ্র চল, শিশু বুঝি মরে প্রাণে ।

বিকু । চল, কোথা আমি,
 মধুবনে ঋবের হৃদয়ে,
 ছায়ামাত্র গোলোকে আমার,
 দেখে ঋবময় আমি,
 ঋব ধ্যান, ঋব প্রাণ,
 লক্ষ্মি, বল তাই তোমারে সুধাই,
 বালকেরে কি দিয়ে ভুলাব,
 কত দিন বাঁধা রব ? -
 নিদ্রিত মাথের পায় বিদায় মাগিরে
 ঘোর নিশা, হরি ব'লে চলিল গহনে,
 সে অবধি ভ্রমি পিছে তার ;
 অভিমানে বলেছিল ঋব,
 কাঁদিব হরিব পায় ।

সে অবধি নিরন্তর কাঁদি আমি,
 সে অবধি ভাবি, কি দিয়ে ঘুচাব,
 কিশোরপ্রাণের ব্যথা তার ;
 দেখে দেখে কণ্টক ফুটেছে,
 মম অঙ্গে আছে,
 আগে আগে গিয়েছে গরুড়,
 মার্জনা করিয়া পথ,
 স্মদর্শন সতর্ক ঘুরিছে,
 কেহ পাছে বিদ্র কয়ে তার ।
 নিত্য ভাবি দেখা দিই ;
 পুনঃ ভাবি,
 বাঁধুক আমার বাঁধুক আমার,
 বাঁধা রব বাঁধা রব
 অনন্ত—অনন্ত কাল,
 নিত্য নব অল্পরাগে নবীন পিপাসা ।
 নিত্য তৃপ্ত তৃষা,
 পূর্বরাগে পিপাসা ততই বাড়়ে ;
 হৃদে নবরাগে নবীন কমল ফোটে,
 পূর্বরাগে মিলন অধিক প্রিয়,
 তাই প্রিয়ে তাই নাই দিই দেখা ।
 কার তরে বল উচাটন,

শয়ন অশন নাহি মম দিবানিশি ।
 সিংহাসনপ্রয়াসী কুমার,
 তরেছিল অভিমান,
 নিত্য আমি করি হে নির্মাণ
 ঋবপূরী অতুলনা ত্রিসংসারে,
 গোলোক জিনিয়ে সে মহা আনন্দধাম !
 ভাবি, লক্ষ্মি, ভাবি
 ঋবনাম যে লইবে প্রাণে,
 বিনা পণে আমারে কিনিবে ;
 চল, দেখিবে নয়নে
 কি আনন্দে আছে ঋব ।
 নাহি ভয় ওহে পদ্মধোনি !
 নাহি ডর পুরন্দর !
 বৈষ্ণবের জান না বাসনা,
 হরিপ্রাণ হরিগুণগান ;
 শয়নে স্বপনে হরি,
 ইহা বিনা বৈষ্ণব না ওনে ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বন ।

—*—

(ঋব তপে মগ্ন)

(পবন ও দীর্ঘিকা রাক্ষসী)

দীর্ঘিকা । দেখে দেখে চক্র স্মদর্শন,
 কেমনে নিকটে যাব ?
 ওহে, চ'লে কি হবে বল না ?
 হৃৎকের বালক, দেখে দেখে টাঁদমুখ,
 এ হ'তে অনিষ্ট কার হবে ?
 (লক্ষ্মী ও বিষ্ণুব প্রবেশ)

বিষ্ণু । ধন্ত তুমি দীর্ঘিকা রাক্ষসী,
 বৈষ্ণবের মর্ম্ম বুঝিয়াছ ।
 হে পবন !
 মম ভক্তের কি আকিঞ্চন
 এখনই জানিবে সবে,
 আমি বিনে ত্রিভুবনে কিছু নাহি জানে
 যে জন ভক্ত মোর ;
 ব্রহ্মলোক তুচ্ছ গণে,

কি পুলক হৃদয়ে তাহার
জানে মাত্র ভক্ত যেই।

ঋব, ঋব। যেন রে নয়ন,

আমি তোঁর “পদ্মপলাশলোচন হরি”।

লক্ষ্মী। আহা! অনাহারে মরেছে কুমার!

বিষ্ণু। নহে মৃত, বাহুজ্ঞানশূন্য শিশু,

যে ছবি অন্তরেতে ওর,

সে ছবি না হইলে অন্তর,

ঋব নাহি মেলিবে নয়ন;

দাঁড়াই মুরলী ধরি,

ত্রিভঙ্গিম ঠামে হরি অন্তরের ছবি।

ঋব। কোথা,

কোথা গেলে হরি পদ্মপলাশলোচন,

কোথা বনমালী হরি!

বিষ্ণু। বর নে রে, এই যে সম্মুখে তোঁর।

ঋব। আহা! কিবা রূপ দেখে রে নয়ন,

পদ্মপলাশলোচন, পদ্মপলাশলোচন,

পদ্মপলাশলোচন।

লক্ষ্মী। ঋব, কোলে আর,

আয় কোলে ছুঁনির ধন,

তোঁর ঘরে চিরদিন বাঁধা রব।

অভিমাণে কেঁদেছ যেমন;

কত রাজরাজ্যেশ্বর লয়ে সিংহাসন,

সাধিবে চরণধূলি তোঁর;

ডাক বাঁছা মা ব'লে আঁমায়।

ঋব। মা মা, রূপাময়ি মা আঁমায়,

দিবে সিংহাসন ক'র না বন্ধনা;

দে মা তোঁর হরিধন,

অন্ত আকিঞ্চন নাহি আর,

প্রভু, ভুলাইয়ে ঠেল না হে পায়,

রূপায় দিয়েছ দেখা।

বিষ্ণু। ঋব, বর নে রে যা ইচ্ছা তোঁমার।

ঋব। যেন ডাকিলেই দেখা পাই,

বিষ্ণু। ডাকিলেই দেখা দিব,

অন্ত বর কিবা লবে?

ঋব। অস্ত্র বর নাহি চাই,

হরি পদ্মপলাশলোচন,

ডাকিলেই দেখা পাব,

হরি পদ্মপলাশলোচন,

ডাকিলেই দেখা পাব।

বিষ্ণু। ঋব, মোর বরে হও রাজ্যেশ্বর,

শক্তি ধর অবনী শালিতে,

শুকায়ে রয়েছে

নহে তৃপ্তি এবে তোঁর বিষয়বাসনা,

বত দিন হবে হরি-গুণগান গাবে,

তোঁর তরে কত জন পাবে পরিজ্ঞান,

পরে ঋবলোকে পুলকে করিবি বাস,—

গোলোকের উপরে সে ধাম।

ঋব, ঋব, কোল দে রে বৈষ্ণবচূড়ামণি!

ঋব। প্রভু! প্রভু!

এ পুলক হৃদয়ে ধরে না,

হরি তুমি কত রূপাময়!

বিষ্ণু। ফিরে যা কুটীরে,

সেখা জননী কঁদিছি তোঁর,

এত দিনে দুঃখ অবসান তার।

কত কঁদিয়াছি তার তরে,

তাই তোঁরে গর্ভে ধরেছিল।

আদরে তোঁমারে জননীর সনে

পিতা তোঁরে লয়ে যাবে,

কোল দিয়ে পবিত্র হইবে।

ঋব। প্রভু, বাইব না ফিরে,

গুরুদেবপদে নমস্কার তাঁর,

বলেছেন মোরে, তুমি ষষ্ঠ নটবর

ছাড়া কর যার তার সনে,

ভুলাইয়ে যদি যাও,

ডাকিলে যদি না দেখা পাও?

বিষ্ণু। বৈধেহিস্ প্রেম-ভোরে মোরে,

কেমনে পলাব?

কঁকি দিব কেমনে রে তোঁরে?

ঋব। মা রূপাময়ি!

বল মা আঁমায় দিবি তোঁর হরিধন?

লক্ষ্মী। হরিধন তোঁর ঋব,

তুমি জান হরির মহিমা,

হরি জানে তোঁরে,

আমি কি বুঝিব,

ভক্তের প্রেমিক হরি।

বিষ্ণু। গৃহে যাও—

ডাকিলেই পাবে দেখা।

[বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর প্রস্থান।]

এব। র'সো, দেখি পরীক্ষা করিয়া,
নহে পুনঃ তপস্তা করিব,
হরি, কোথা তুমি ?

(বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

বিষ্ণু। কি রে ঐব ! কেন ফিরাইলি ?
এব। হরি পদ্মপলাশলোচন দয়াময়—
বিষ্ণু। যাও ফিরে,

বনপ্রান্তে রয়েছে গরুড়,
নিরে যাবে তোরে।

এব। যাই ফিরে,
বেতে বেতে পুনঃ দেখা দিতে হবে।

বিষ্ণু। দেখা দিবা।

[লক্ষ্মী। আহা, অবোধ অজ্ঞান শিশু।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

বন।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা। আহা ! এই সে পবিত্রধাম, বৈষ্ণব-
চূড়ামণি ঐবের জন্মভূমি, বৈষ্ণবের পদ-
রজঃ এই স্থানে রয়েছে। বৈষ্ণবচূড়ামণি
এই স্থানে বাস্যাখেলা করেছেন, এই
মৃত্তিকা ধস্ত, বৈষ্ণবচূড়ামণির পদ ধারণ
করেছে ; বাহু ধস্ত, বৈষ্ণবকে বাজন
করেছে ; বারি ধস্ত, বৈষ্ণবের পদ ধোত
করেছে ; বৃক্ষ ধস্ত, বৈষ্ণবকে ফল
প্রদান করেছে ; পাখী ধস্ত, বৈষ্ণবকে
দর্শন করেছে ; আমি ধস্ত, পুণ্য-ভূমিতে
প্রবেশ করেছি ; হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল। এই যে পুণ্যবতী বৈষ্ণব-
জননী এই দিকে আসছেন। ধস্ত
স্বনীতি ! এমন সন্তান গর্ভে ধারণ
করেছিলে। আমি একবার বৈষ্ণব-
জননীকে মা বলে পরম পুলক লাভ
করি। আহা ! হরিভক্তের অধেষণে
পাগলিনী, হরিভক্ত ধ্যান-জ্ঞান, ঐবের

নাম দিবারাত্রি জিহ্বার উচ্চারণ
করুছে। ঐবকে স্তন দিয়েছে, আমি
একবার ঐবস্বরে মা বলে ডেকে মাকে
শাস্ত করি। আমি অনাথ, মতিহীন,
পিতা-মাতা-হীন, আজ আমি জননী
পেলেম।

(গান করিতে করিতে স্বনীতির প্রবেশ)

(গীত)

পাণ্ডা—আড়ঠেকা।

স্বনীতি।—

এই নিদ্রা বিধি ছিল হে তোমার মনে।
দিয়েছিলে হ'রে নিলে দুধিনীর অঞ্চলধনে ॥
অধার ঘরের আলো, রতনমণি কেথায় গেল,
এত ছিল পোড়া ভালে, হায় কি হলো—
চলে গেছে বৃষ্টি বাছা অভিমানে অবতনে ॥

কত স্নহ 'আর মায়ের প্রাণে,

মা বিনে আর সে কি জানে,

সুধা পেলে ঘন ঘন চাইতো মুখপানে ;

সে বিনে এ পোড়া প্রাণ

দেহে আছে কেমনে ॥

মহা। মা !

স্বনীতি। কৈ বাপ ঐব, কোথায় তুমি ?

আমি যে দশদিক্ অন্ধকার দেখছি,
বাপধন ! আর একবার মা বলে ডাক,
মার প্রাণে আর ব্যথা দিস্নে বাহ !

মহা। মা !

স্বনীতি। কে'রে ? আমার ঐব ফিরে এলি,
কৈ আমার ঐব কৈ ?

এ তেজঃপূজ মহাপুরুষ কে ?

ভগ্নভূষা ত্রিলোচন আশ্রন জলে ভালে,
ফণা ধরে ফণীর মালা বোম্ বোম্
রব গালে,

শিরে জটা মেঘের বটা জাহ্নবী তার

দোলে,

ঘেন চাঁদের কিরণ রজতবরণ খেলুছে

মেঘের কোলে,

বাঘের ছালে কটি বেড়া

হাড় পেঁথেছে বার,

জর জর জর রক্তকার প্রণাম করি পায় ।
আমার হারিয়েছে অন্তরের নিধি

মহা । মা ! তুমি কেঁদ না, গীতই ঋণকে
পারে ।

ফিরিয়ে দাও হে তার ।

[প্রস্থান ।

মহা । মা বৈষ্ণবজননি, মা গো ! তোমার
মা ব'লে ডেকে আমার প্রাণ পুলকে
পূর্ণ হলো, তুমি কার জন্তে কঁাদ ? বে
হরির তত্ত্ব আমি কোটিকল্প ধ্যান ক'রে
পাইনে, তোমার সন্তান সেই হরির
ভক্ত ; আমি যে প্রেমের কাঙ্ক্ষালী,
আমি যে প্রেমের সন্ন্যাসী, তোমার
পুত্র সেই প্রেমে উন্নত । তুমি ধন,
এ রত্ন গর্ভে ধারণ করেছ ! মা, মা !
আমিও তোমার সন্তান, আমার আশী-
র্বাদ কর, তোমার সন্তানের জায় হরি-
প্রেম আমার জন্মাক, আমি যে প্রেম-
আশে শ্রাণবাসী, যে প্রেম-আশে
চিত্তান্ত্র অঙ্গে মাখি, যে প্রেমে জটা-
ভার বহন করি, হরির রূপার তোমার
সন্তান সেই প্রেম লাভ করেছে, তুমি
তার জন্তে আর কেঁদ না মা ।

সুনীতি । গদাধর ! আমি জ্ঞানহীনা,
তোমার চিন্তে পারিনি, তোমার
রাসাচরণে কোটি কোটি প্রণাম ।
সন্তান আমার হরিভক্ত, তা আমি
জানি, কিন্তু অভাগিনীকে মা বলে,
এমন আর নাই ! ঋণ-বিনে আমার
কোল শূন্য, হৃদয় শূন্য, সংসার শূন্য । আশু-
তোষ ! আমার ঋণ আমায় এনে দাও ।
মহা । মা ! তুমি কেঁদ না, বসন্ত দিন না তোমার
ঋণ ফিরে আসে, আমি তোমায় নিত্য মা
ব'লে ডাকবো, আবার সেই বৈষ্ণুচূড়া-
মণিকে কোলে পাবে ; পুত্রের মহিমায়
অন্তে বৈকুণ্ঠ স্থান পাবে । মা পূণ্যবতি,
মা ! আমি তোমার সন্তান, আমি তোমায়
মা ব'লে হরিপ্রেম লাভ করবো ।

সুনীতি । বাবা বিবেকধর, আমার ঋণকে কি
আমি পাব ? আমি দুঃখিনী, বাছা বুঝি
আমার অথেষ্টে অভিমানে বনে গেছে,
আর কি সে ফিরে আসবে ; আর কি
অভাগিনীকে মা বলবে ?

সুনীতি । দেখ আশুতোষ ! অভাগিনীকে
বঞ্চিত কর না, আমি জনমদুঃখিনী,
আশাপথ চেয়ে রইলুম । ঋণ রে, কত
দিনে তোর চাঁদমুখ দেখবো ?

[প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাক ।

বন ।

(ঋণ)

(গীত)

লুম্বিলী—একতালা ।

নাচ বনমালী, দিব করতালি,

শুনিব নৃপুত্র বাজিবে পায় !

হরি ব'লে ঋণ নেচে চলে, :

হরি ব'লে ঋণ প্রাণ ছুড়ায় ॥

(কৈ ঠাকুর !)

নাচ হরি হেরি নয়ন ভরি,

পর্যণ ভরি ডাক হরি হরি,

ঋণ ভালবাসে পীতবাসে,

প্রাণ দেখিতে ধায় ॥

(কৈ ঠাকুর !)

বাঁকা লিখি-পাখা, ছুটি নয়ন বাঁকা,

কিবা অলকা-তিলকা-রেখা ;

পায় পায় বাঁকা শ্রায় দাঁড়ায়,

ঋণ ও ছুটি চায় ॥

(কৈ ঠাকুর !)

[প্রস্থান ।

হুণীধার ।

(হুণীতি)

হুণীতি । দিন বয়ে গেল কৈ ঋব এল ;
এ পোড়া কপালে,
ঋষিবাক্য মিথ্যা বুঝি হ'লো,
কহিল নারদ পুঞ্জ হরিপদ,
বাছা মোর ফিরি পুন দেখা দিবে,
বৃথা আকিঞ্চন, কোথা অভাগীর ধন,
হারানিধি কেবা পায় ?
আর কত দিন রবে প্রাণ,
শূত্র জিভুবন,
কৈদে কৈদে অন্ধ হননন,
চাঁদমুখ আর কি দেখিব ?
আর কি সে মা ব'লে ডাকিবে,
বনফল পেড়ে দিব করে তার,
ঋব বাপধন !
দেখা দাও, দেখা দাও একবার,
ওরে, বার প্রাণে সহে না যে আর ।

(ঋবের প্রবেশ)

ঋব । যা !

! পেয়েছি মা পদপলাশলোচন হরি ।

হুণীতি । ঋব, ঋব, হারানিধি, অন্ধের নয়ন ।

ঋব । মা গো, বলেছিলে হরি রূপাময়,

প্রভু অনাথে দেবেন দেখা,

বাঁকা শ্যাম দেখা দাও,

দেখ গো মা, দেখে জিভদ্বিম ঠাম ।

হুণীতি । ঋব ! কৈ তোর হরি,

দেখা দিতে বল মোরে ।

ঋব । দয়াময় ! দেখা দাও মারে !

(বিষ্ণুর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান)

হুণীতি । ওরে ঋব !

দেখা দিয়ে কোথায় লুকাল হরি ?

ওরে সার্থক কুমার !

মাতৃধার তুই রে তখিল,
হরি দেখাইলি মোরে ।

(মুনিপত্নীর প্রবেশ)

মুনি-প । দেখ রে হুণীতি,

হরি এনে দেছে ছেলে তোর,

ঋব ওরে বৈষ্ণবের চূড়ামণি

পবিত্র এ তপোবন নীলাশ্রম তোর !

ঋব । ঠাকুরাণি ! কর আশীর্বাদ,

যেন হরিপদ নাহি ভুলি ।

মুনি-প । বাছা বলিস হরিরে তোর,

আমি দীনা আছি তপোবনে ।

(রাজা, বিদুষক ইত্যাদির প্রবেশ)

রাজা । ঋব ! কোল দে বৈষ্ণবচূড়ামণি !

প্রিয়ে ! সত্য তুমি, ক্ষমা কর মোরে,

তোমা হেতু পাইয়াছি বৈষ্ণব সন্তান,

বংশে মে হইল উদ্ধার ।

হুণীতি । প্রভু, আমি দাসী ।

বিদু । রাণি তুলেছ কি নির্দয় ব্রাহ্মণে ?

হুণীতি । ভুলিবার নহ তুমি,

তুমি ছুখিনীর দুখে ছুখী

ঋব । কোলে তুলে রেখে গিয়াছিলে বনে,

কোলে লয়ে চল ঘরে ।

বিদু । বলেছ কি হরিরে তোমার

ছুখী ব্রাহ্মণের তরে ?

দেখ, ব'লো তাঁরে পাবও ব্রাহ্মণ,

ফাঁকি দিয়ে পেয়ে গেল বৈষ্ণব কুমার;

রাজা হরি ব'লে পুত্র লয়ে চল ঘরে ।

মুনি-প । রাখিস মা মনে ।

হুণীতি । মা !

রাজা । ভগবতি ! তোমার রূপায়

পত্নী পুত্র লয়ে যাই গৃহে ।

(হুণীতি ও ঋবের গীত)

আশাভৈরবী, —কাওয়ালী ।

হরি শ্যাম মুরলীধারী ।

পীতবসন, নীলাঙ্গন, বক্সিম বনচারী ।

নটবর কিবা অধরে হাসি,

প্রেমে বাজে মোহন বাঁশী,

রজন বনকুসুমাবলী, মোহন মুরারি ।

বড়দিনের বখশিশ

(পঞ্চমঃ)

রক্তদারগণ ।

পুরুষগণ ।

পরী-মন্ডা	...	পরীরাণীর প্রধান দূত ও কর্মচারী ।
নজর	...	দালাল ।
পুঁটে মিত্র	...	কর্তা ।
গয়্যারাম	...	গয়্যারামের বড় ছেলে ।
মিঃ ডম্	...	ঐ ছোট ছেলে ।
ভুলু বাবা	...	ঐ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদাতা ।
গদাঠ দাস	...	গয়্যারামের প্রতিবেশী ।
রামচাঁদ	...	ঐ অন্য প্রতিবেশী ।
শামধন ঘোষ	...	বিলাতি-আচার-ব্যবহার-প্রিয় যুবক ।
মিঃ হাজরা	...	তুলসীর মালাওয়াল ।
প্রেমদাস	...	

স্ত্রীগণ ।

পরীরাণী ।		পরীরাণীর প্রধান সহচরী ।
গুলজার	...	মিঃ হাজরার স্ত্রী ।
মিসেস হাজরা	...	গয়্যারামের কন্যা ।
মিসি বাবা	...	প্রেমদাসের বৈষ্ণবী ।
প্রেমদাসী	...	

অতীত ।

জিনিগণ, ক্লাউন, থিয়েটারের ম্যানেজার, দেশহিতৈষী, টাইটেলথোর, পলিটিসিয়েন, সংস্কারক, সভ্যতার নিশানধারী, প্রেমি হ, টোলধারী, জাল বর, পরীগণ, ফুলকপী-ওয়ালী, লেবুওয়ালী, ভেটকীমাছওয়ালী ও ফুলওয়ালী ইত্যাদি ।

প্রথম দৃষ্ট।

—০—

হারিসম রোড—দিন।

(খিরেটারের ম্যানেজার)

খিরে-ম্যা। এ বড়দিনে বক্শিশ আমরা সক-
লেই পাব, কেউ বঞ্চিত হবেন না, দেখ-
বেন একটি দিয়া আয়না, কার কতটা
পোড়ামুখ, তা বাবে জানা, কারুর নাই
মানা, যে আসতে চাও, এসে যাও,
এনাম নিরে চলে যাও। লাগ্ ভেল্কি
লাগ্, যে পোড়া মুখ দেখে খুঁড়বে,
তারও মুখে আগুন লেগে যাক্, ঐ
আসছেন আমার ভাই, উনি ক'রবেন
খেলা জমাই।

[প্রস্থান।

(পুঁটে মিত্রের প্রবেশ)

পুঁটে। ক'লকেতার তো কার বাড়ী বাবার
যো নেই, ফি-বাড়ীতে একটা না একটা
ক্যাসান বাসিয়েছি। ঐ যে আমার দাদা
যাচ্ছে, ওর সঙ্গে একটা পরামর্শ করি। ও
খুব তৈরারী; ও খিরেটারের ম্যানে-
জার। দেখি, যদি কিছু নতুন খেলা বা'র
করে। এবার ঘড়ী সারা, টাকা ধার,
গিলটীর গরনা বাঁধা, জুয়াখেলা, হাও-
মোট কাটার চলে না আর।

(নজর ও গুলজারের প্রবেশ)

উভয়ে

(সীত)

বহুত সহর দোনা ঘুমকে আরা।
বড়িয়া বেকুব কোহি নেহি পায়া।
ঘর আশমান্ সহর,
সহর দেখে সব হো যাওয়ে তর,
হ'রা পরীস্থান, বাদশাজাদী হ'রা পরীজান্,
বেকুবকা বাগিচা হ'রি তৈরার,
বেকুবকা দেখনে বাহার,
পরীজান্ কি সক্, বেকুব পৌছনে হোগা বেসক্,
বড়িয়া বেকুব বিন লে ধার কেয়া।
পুঁটে। এই ছজন দেখছি বিদেশী, কিছু হাত
হবে না? বেহারা বেহার কি ক'ছে।

ও গো যা-হয় কি সাহেব, ওগো যা-হয়
কি মেম, এ মুলকে কিছু কিন্বে বেচবে?
নজর। হাঁ, চিজকা ওয়াস্তে আরা।

গুলজার। বহুত সহর ঘুমা, চিজ কোহি
নেই পায়া।

পুঁটে। হাম তো সেই বাত বোলতা, এ
মুলক ছোড়কে কে কাঁহা কি পাতা?
ভিসি, সবুযে, গম, মাযকলাই, চাল-দাল,
সোনার গরনা, রূপোর গরনা, জহরত,
হীরে, মতি, মুক্ত, পায়া, বেনারসী,
বোহাই, বড়ী কি সেমিজ, কি হকুম,
কাহে নেই করতা?

নজর। হিয়া উল্লুক মিনতা?

পুঁটে। উল্লুক?

নজর। বেকুব।

পুঁটে। ক গভা, ক বুড়ি, ক পণ, ক শো,
ক লাথ, ক ক্রোর চাতা? হামকো
হকুম কর, এ মুলকে উল্লুক নেই!
কি রকম বেকুব চাই, হামকো বাতা-
রকে দাও।

নজর। আচ্ছা আচ্ছা, বেকুব মানাও।

গুলজার। দয়কা ওয়াস্তে নেহি ডরো,
মিলেগা যো চাও।

পুঁটে। কি রকম দরকার বল, ছোট রক-
ষেয় কি ভাও তোমার দেখি: আমিও
একটা বেকুব আছি, তা বেশী দরের:
ছোট-খাটো একটা দেখাই।

নজর। আচ্ছা মানাও।

গুলজার। আর তোমারা ক্যা ক্যা দর
বাতাও?

পুঁটে। সে দর-দাম শেষে করেরগা। মা-
বাপকে খেতে দেয় না, মাগের বুট খায়,
এ উল্লুক যদি দরকার হয়, কি ঘরে ঘরে
পাবে, যে বাড়ীতে সোঁধোও। বেশ
ইংরাজি কোট-পেন্টুলেন-পরা, এ
দিকেও বিবিয়ানা ধাঁজের সাজগোজ,
যদি চাও তো নম্বরে সোঁধোও।

নজর। তোম নেহি ল্যাতেহো কাঁহে?

পুঁটে। আ:, আমার বাপের পিত্তি!
হোখার কি বাবার যো আছে? ওদের

সাতগুটীকে ঠকিয়েছি, বাপের
নিষেছি, বুড়ীর ভাত খাবার
ছোঁড়ার ঘড়ী, ছুঁড়ীর ইয়ারি
দিছি।

নজর। কুচ পরোয়া মেই, জিনী আওর
পরী হার হাম্ লোককা সাত।

গুলজার। কাঁহা বেহুব, কহো সঁচ্চা বাত।
পুঁটে। রাত্তার ছুঁদিকেই আছে, ৩৩ বছরে
কিছু লাজ-গোজ ভাল।

নজর। বাও, জিনী আওর পরী জলদি বাও।

গুলজার। দোনো উল্লুক হিয়া লাও।

পুঁটে। একটু বাপটা মেরে মজা দেখ।

নজর। বহত আচ্ছা।

গুলজার। এ বাত সঁচ্চা।

(জিনী ও পরীগণের প্রবেশ ও গীত)

দেখো বেহুবকা লে আরা জোড়ী।

ঘরমে বৈঠে রোয়ে বুড়া-বুড়ী।

দেখ চংসে রংসে কেসা আওরে,

মারে গরবকি মট্টী দাবাওরে।

গ্যাড ম্যাড হাড হিয়া পৌওছারে,

যো কামমে ভেজো ছোড়ে খোড়ি।

[প্রস্থান।

(হাজরা সাহেব ও বিবির প্রবেশ)

বিবি। ডিয়ার, কুক মটন্ হুঁতে চার না,
তোমার বুড়ী মাকে ব'লো, হুঁতে
কাষাৰ আমাদের ভৈয়ারী ক'রে দেয়,
আমি শিথিরে দেখ; আর বাপকে
ব'লো, সেই আমাদের টেবিলে দে যায়।
দিনের বেলা এটা-সেটা ক'রে রাত্তিরে
যে কুঁড়েমো ক'রবেন, তা হ'লে এক
সকো খান, আমার কোন আপত্তি
নেই।

সাহেব। ক্যাপিটেল, ক্যাপিটেল, ডিয়ার।

বিবি। হালো! ইউ মনকী, আমার ইভনিং
ডেস এয়েছে?

সাহেব। পরশু দেবে ব'লেছে।

বিবি। বুড়ো মা-বাপকে তিন টাকা ক'রে
ছটাকা ছাড়তে পার, আর আমার
হুট পরশু আসবে?

সাহেব। মাই ডিয়ার, রাগ ক'র না।

বিবি। আমি তোমার মিষ্টি কথা শুন্তে
চাই না।

(পদাঘাত)

(গীত)

উত্তরে— বেহুবি কার দেখতে বাসনা।

বিবি— মোজাওলা বুটের লাগি,

সাহেব— দেখ না কাজ কি শোনা।

বিবি—

তিনশো টাকার ইভনিং হুট হয়েছে কনবাস,

সাহেব— বুড়ো বুড়ী ছটা টাকা

পার না মাসে মাস,

সিভিল জেল শিশুরে,

ঘরে চাট-ছুঁড়নী জেনানা।

বিবি—

চাট না দিলে কিসে চলে,

নৈলে লাগাম্ মানে না।

পুঁটে। কুঁপিস দি হাজরা সাহেব,

কুঁপিস দি বিবি।

সাহেব। আই সে, আমি তোমার উপর

ভারি খুসী হয়েছি, আমাদের যে উল্

বুকের জোড়া ব'লেছ, এতে আমরা

বড় প্লিজ্ড হয়েছি।

বিবি। তেরী মাচ ওবলাইজড হ'য়েছি।

পুঁটে। কেমন সার্টিফিকেট দিয়েছি বল।

হাজরাসাহেব ও বিবি। বহত খুব,

বহত খুব।

পুঁটে। ক্যাষাড ক্যাষাড, আসবাস সহরের

বাগানটা ক'রে নিবেছ হাত।

জিনী, পরী। চল্ হাম্ লোককা সাথ॥

[পুঁটে ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(নজর ও গুলজারের প্রবেশ ও গীত)

গুলজার— তোমসে দোস্তি স্বকুমারি।

নজর— কেয়া কনুর কহো,

কাঁহে গোসা ভারী।

গুলজার—

দো একঠো ঠোনেসে হোতা বেজার,

সামনে দেখা কেসা লাখকো বাহার।

নজর—করো বেসা ভাই পসন্দ তুহার,
কিয়া দেল চুরি, ময় হুয়া নাচার,
গুলজার—ঝুট্ বোলনে আচ্ছা তৈয়ারী,
নজর—আম নেই কেসা নয়না-কাটারি তেরি,
পুঁটে। বে বুড়ী পাঠালেন, তা কোন মুলুকে
পাবে না। হিন্দু, মোসলমান, খুষ্টানে
তো নেই, তবে এ সহরের কথা ধরবেন
না। এটি কেমন জান ? উপরে এই
চেকন-চাকন বাড়ী বরদোর, ভিতরে
নর্দনা, এ সহরের আজব কারখানা,
মাছবও দেখতে চেকন-চাকন, ভেতরে
পচা খানা। আর কি রকম উললুক
চাই বল ?

নজর। ওম্মদা ওম্মদা চিজ ভেজো।
গুলজার। ডরো মৎ, ঠিক দর দেগা।
পুঁটে। আর বেশী কষ্ট কর্তে হবে না, ঐ
মর্নিং ওয়াকেই বেরিয়েছে; ঐ বে অল-
টার গায়ে, উনি বাবার সেরা বাবা, ঐ
বে চিড়িয়াবুটী শালের বালাপোষ গায়ে,
উনি শিক্ষকের বাচ্ছা, নিকারবোকোর
নুটপরা, ঐটি বংশধর খুদে নুসতান,
আর পিনাকোর পরা ঐ মিসি বাবাটি
বংশধরী। ঐদিকে আসুছে; তোমরা
একটু আড়াল থেকে তামাসা দেখ।

[প্রস্থান ।

(গয়্যারাম, ছেলে, মেয়ে ও গদাইকে লইয়া
জিনী ও পরীগণের প্রবেশ ও গীত)

জিনী, পরী—

হুয়া হকুম তামিল, হুয়া হকুম তামিল।

গয়্যারাম, গদাই—

বেকুবের এমন জোড়া মেলা মুকিল।

ছেলে ও মেয়ে—

বেকুবের খুদে জোড়ায় দেখ কেমন মিল।

পরীজিনি—কেয়া খুবী বেকুবী মজদার,

চুড়নে বেকুব নেহি হোরগা আর,

দেখে পরীজানকো পুরগা দিল।

গয়্যারাম—

শিক্ষা দিতে ছেলে-মেয়ে মাষ্টার রেখেছি।

গদাই—

হদ মুদ চেটা ক'রে আমি দেখেছি।

ছেলে ও মেয়ে—

ভাই বোনে তেমনি শিখেছি।

গয়্যারাম, গদাই—

দেখেছ বেসন খাড়া জোড়া,

ছেলে ও মেয়ে—

তেমনি জোড়া পিল।

পরীজিনি—

বেসক্ বেসক্ বোলেহে হক্,

এন্তাহাম দেখে দেখে লাও আকিল ॥

গয়া। গদাই, ছেলে মেয়েটা সাবান ইউজ
করে ?

গদাই। আব্দুত।

গয়া। টুথব্রশ দিয়ে টিথ ব্রিন করে ?

গদাই। আফ কোব্দ।

গদা। একাল বেলা উঠে তিনবার গড
নেই বলে ?

গদা। এভরি ডে, বে-ওজোর।

গদা। ভুলু বাবা, আর মিসি বাবা !

ছেলে ও মেয়ে। সার ?

গদা। কি ক'রে ঘোড়ায় চড়বে ?

ছেলে ও মেয়ে। টগাবগ ! টগাবগ !

গদা। কি ক'রে বল ড্যান্স কর্কে ?

ছেলে ও মেয়ে,—(গীত)

মেরি মেরি এক্সমাস্ মেরি ল্যাড্ মেরি ল্যাস্,
মেরি মেরি মেরি চান্স, মেরি মেরি মেরি ড্যান্স,

হুইকি সেরি ফ্লোয়িং মেরি,

ওন্লি সরি নেটিভ অ্যাস।

গদা। কি ক'রে পথ চলবে ?

ছেলে। ড্যান্স ড্যান্স নেটাব কালা।

মেয়ে। খাবি হুইপ্ স'রে পালা !

(গীত)

হুজনে ডিম্ ফুটে বেল্লিক্।

বাবার জোড়া গুণের নিধি মাষ্টারটি ঠিক্।

বিলাত থেকে ফিরে এলে, বলছো তবে ড্যান্স

নিকারবোকর পিনাকোরে,

আমরা সাহেব মা ।

বেল্লিকেতে কে দেবে লড়াই
চ্যালেঞ্জ আমরা চাই,
বেল্লিকোমো কি গাঁটে গাঁটে,
ঠাউরে দেখে বাও খানিক।
বড় হ'লে আলাব দশ দিক ॥

[সকলের প্রস্থান ।

(পুঁটিয়া, নজর ও গুলজারের প্রবেশ)

পুঁটে। কি করে, খাড়া জোড়াটা চালান
দিলে? ঐ পিল জোড়াটা পাঠাও, ও
ছোটোর তো এখনও পুরো বেল্লিকী
দেখ নি।

নজর। বহৎ আচ্ছা।

পুঁটে। দু মশটা কাঁচা মাল দরকার আছে কি?

এই বেশার জন্তে গলায় দড়ী দেয়, জীর
চল্‌হার চুরী ক'রে নে বেয়ে কুসমাস করে,
শৈতে কেলে হাড়ী হয়? এ লিট্টি আঙ-
ড়াতে গেলে মুখে ফেকো ধ'রে যাবে।
তোমাদের বাবার সময় ছ-চারটে দেবো
এখন। আপনার দেশের লোকের
নিলা করে, বাঙ্গালীর সব দোষ দেখে;
বাঙ্গালীর আগা গোড়া দোষ দেখে,
এমন বেল্লিক যদি চাও তো এ সহর
উঠিয়ে নিয়ে যাও। এ বেল্লিকের নতুন
ধরণ কি জানি? হুঁজনেই বাঙ্গালী,
হুঁজনে গলা ধরাধরি ক'রে চল্‌ছে
আর বল্‌ছে, বাঙ্গালী ভারি পাঙ্গি।
কারুর মা বিধবা, কারুর বোন বিধবা,
লেক্‌চার দিচ্ছে বাঙ্গালীর বিধবারা, সব
অসভ্য। বড় টিকি-কাটা ভট্টচাঁদ
মুরগী খাবার বিধেন দিচ্ছে, শালগ্রাম
ছেড়ে সাহেবের আরাতি ক'ছে—এ
রকম কাঁচা বেল্লিকের দরকার আছে
কি? টাইটেল নিতে লাক টাকা দেয়,
বাড়ীতে এক মুঠি ভিক্ষে পায় না;
সম্পাদক, থিয়েটারের ম্যানেজার?

নজর। তোমু তো আজব বাত কয়ুমাতোহো।

পুঁটে। নমুনটা কি রকম দেখলে?

নজর। আচ্ছা, তোমু বড় জোড়ীকা ভেলনে
দেহি দিয়া কাঁহে?

পুঁটে। ওর বেকুবী কি দেখলে? ও জোড়
তোমার দেব বটে, কিন্তু আর যদি এমন
জোড়া চাও, আমি নারাজ; এমন ফুল-
তিলক পিতা আর গুণের ধরা শিকা-
কর্তার জন্তেই তো মনুকে বেকুব-ভরা।
বাগ যদি রবিবারে পান চিবুতে চিবুতে,
ষ্টিক হাতে ক'রে গার্ডেন পার্টিতে না
বেতেন, তা হ'লে ছেলে কি যাপের
ছড়ী খুলে নে বেজাবাড়া সরষা-
পূজা ক'রো? বাটারের যদি হিতাহিত
জান থাকতো, যদি হিত শিক্ষা দিত,
তা হ'লে কি ছাত্র বলত, ড্যান্‌ হিহুমানি,
মা বাগকে ওলডফুল বলতো? তা ছুঁমি
সওয়া কর আর না কর, বেল্লিকের বড়
তোমার দেব না; তবে যে বোড়া দেখি-
য়েছি, নে যাও, কিন্তু অবর জোড়ানী
ছাড় মুখ। এখনও ওর বেল্লিকগিরি
দেখাচ্ছি, ঐ বেল্লিক আসছে দেখছ,
একটি বেল্লিকের চার, কাতলা বেল্লিক
এসে পড়'সো ব'লে।

[প্রস্থান ।

(ফুলউলীর প্রবেশ)

(গীত)

মনোহরা এ ফুলের পসরা।

ফুলে বিজলী খেলে নাগর দেয় ধরা ॥

সৌরভে আমোদ করে,

নিরে বার সোহাগ ক'রে,

সোহাগে তোলা এ ফুল, সোহাগে ভরা ॥

(নেবুউলীর প্রবেশ)

(গীত)

বার সখ থাকে, এ রাজা নেবু

কিনে নিয়ে বাও।

রাজা হাতে ছাড়িয়ে খোলা রাজা মুখে দাও।

এ নেবু রসেতে টস্‌ টস্‌,

রস ভ'রে বার মুখে দেবে অগ্নি হবে বশ,

সোহাগে ব'সে চাঁদের হাট,

রাজা সেবি ঢেলে কর রাজা নেবুর চাট,

এ নেবুস কদর ভারি করে দেহি,

পাও কি না আর পাও।

(পুঁটের প্রবেশ)
পুঁটে। চারে এসে বেকুব খেলে দেখ।
তোমার পরীকে আর ধরে অনুভবে
হবে না, নেবুতে আর লেতেই সর-
গরম, এলো ব'লে।

(মিষ্টার ডসের প্রবেশ)
ডস্। এই ফুলউলী, এই ফুলউলী, এই
নেবুউলী।
উভয়ে। কি বাবু, কি বাবু?
ডস্। বাবু নেই—মিষ্টার ডস্, কোর্টসিপ্,
ক'রে বে কর্তে পারবে?
ফুল-উ। তোমার আগে বল, বাবু বলব না?
কি বলব?
ডস্। মিষ্টার ডস্!
ফুল-উ। বটর খস্ কি বলছেন?
ডস্। কোর্টসিপ্।
ফুল-উ। হা, তোমার মত কত সাহেব
কোটে তোড়া পরে।

ডস্। আমি তো বলাহিনে, পছন্দ ক'রে বে
ক'বে?

ফুল-উ। ও যা, পাগল না কি?
ডস্। যেও না, আমি সব ফুল তোমার কিনে
নিছি, তোমার একটা কথা পেলে হয়;
তোমার বে কবুবার ইচ্ছা আছে?
ফুল-উ। ফুল নেবে?
ডস্। ও কথা তো চুকে গিয়েছে। ফুল নিয়ে
তোমার সাক্ষাৎ। একটু দাঁড়াও,
কোর্টসিপ্ করি।

ফুল-উ। ওলো দেখ, মিলের ঢং দেখ!
ডস্। নেবুউলী তুমি কি রাজী আছ?
নেবু-উ। রাজী আছি, তুমি কি হুঁজনেরকেই
বে ক'বে?

ডস্। না, একজনকে।
নেবু-উ। তবে আমরা চলব।
ডস্। দাঁড়াও, তোমাদের হুঁজনেরি বে
হ'তে পারে। ঐ গদাই দাস আসছে, ও
এক জনকে বে কর্তে পারে, আমিও এক
জনকে পারি।

নেবু-উ। তা এখন বে ক'রো, আমরা চলব।
ডস্। আচ্ছা, তোমাদের কার্ড দিয়ে যাও।

ফুল-উ। সে আবার কি?
ডস্। বাড়ীর নম্বর বল, আমি একটা মা
ক'রে বাছি। বাও কোথায়, নম্বর খ'লে
যাও।

[ফুল ও নেবুউলীর প্রস্থান।]
(গদাই দাসের প্রবেশ)
গদা। নেভার মাইও, আমি ও হুঁজনেরি
বাড়ীর নম্বর জানি। আপনার মতলব
ইসিল হবে, আপনি যদি বোবেদের
বাড়ী বে না করেন।

ডস্। এই কুম্বাসে যেমন ক'রে হয়, বে
কবুবে। যদি কোর্টসিপ্ কর্তে পেলেন
না, সিভিল ম্যারেজ হ'লো না, নাইন-
টীহ সেগুরিতে তবে পিস্তল খেয়ে মরা
ভাল।

গদা। সে সব আপনার কিছু নেই। এক
বেটা হাড়িনী কোর্টসিপ্ কর্তে রাজী
হ'য়েছে, আজ তারে সমস্ত দিন বুঝিয়ে
রাজী করেছি। সে হাড়িনী বেটা
তোমাদের বাড়ীতে খাটে।

ডস্। না, সে বড় ক্যাডাড্যারাস্, আমি
দেখেছি। নামটি খুব জবর হয় বটে,
কিন্তু আমার মন ঐ ফুলউলীর দিকে!
তুমি—তুমি যদি নেবুউলীকে বে কর
ত ফুলউলী আমার হাত হয়।

গদা। দেদার রাজী, আমি নেবুউলীর বাড়ী
উঁকি ঝুঁকিটা মেরে আসছি।

ডস্। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি ওরেডিং-
ড্রেসটা কব্বাস্ দিয়ে বাই।

[প্রস্থান।]

(গদারামের প্রবেশ)
গদা। শুভটাকে আমি তাজাপুত্র কব্বো,
অমন উইডো, তার সঙ্গে বোগাড়
করেন, বিশ বিশ হাজার টাকা হাতে
লাগ'তো, আমার একটা নাম বেছে
বেত, তা শুভটা আমার যুগু হেঁট
ক'লে। আমি ভাবছি, আমাদের বড়
রাইচাদের সঙ্গে বে দেব, সেও বে বে
করে। কিন্তু বুড়ো দেখে তারা যদি না
রাজী হয়?

গদা। তারই একটা প্রান আছে, তা আপনার ছেলে তো বে কর্তে চার না ; তা লাইন ক্রিমার আছে, রামচাঁদ হুইস্‌ল দে বেরিয়ে বাক্ না ?

গদা। একটা ক্যাঁসাদ প'ড়েছে, দশ হাজার টাকা ক'নের নামে লিখে দিতে হবে। আমাকে তার জামিন হ'তে হবে, রামচাঁদের তো কিছু নেই।

গদা। তার জন্তে ভাবনা কি ? রামচাঁদ তো আপনার হাতেই আছে, তার ঠেঁয়ে পালটে লিখে নেবেন।

গদা। কি জানি, পরের হাতে যাওয়া, কেউ কারুর নয় ভাই,—কেউ কারুর নয়, টাকাই আপনার। আর এক মুকিল, রামচাঁদকে বুড়ো দে'খে যদি বে না দেয় ?

গদা। তার এক উপায় আছে, রামচাঁদের চুল ছেঁটে কলপ লাগিয়ে দিন।

গদা। তারা যদি না রাজী হয় ?

গদা। ফিকির কর্তে হবে। রামচাঁদকে ছোঁড়া সাজিয়ে টাইসিকলে চড়িয়ে নে হাজির করা যাবে। আর আপনার ছেলে ব'লে পাস করলেই বা হানি কি ?

গদা। না না, আমার ছেলেকে চেনে। রামচাঁদ বুড়ো মাহুব, টাইসিকলে চড়বে কি ক'রে ?

গদা। একটা থিয়েটারের ছোঁড়াকে সাজিয়ে টাইসিকলে চড়িয়ে, একদিকে আপনি চামর ঢোলাবেন, আর একদিকে রামচাঁদ, লোকে জানবে যে, আপনারই ছেলের বে হবে, থিয়েটারের ছোঁড়াটা মারবে দোঁড়, আর রামচাঁদ তার (Take his place) টেক্ হিজ প্রেস্ করবে; কাজটা শীঘ্র শীঘ্র সারবেন, তা নইলে গোল হবে। এই রুমাসের দিন বাগানে যদি কাজটা সারতে পারেন, তা হ'লেই আপদ চূকে যাবে; বলেন তো আমি সব ঠিকঠাক বোঁগাড় করি। রামচাঁদের বাগান আমার হাতে আছে, এক রাতে তিন জোড়া

বর ক'নে বেরিয়ে আসি। তিন জোড়া কি ?

গদা। রামচাঁদ, আমি আর আপনার বংশধর মিঠার ডন্ ; মিঠার ডন্ এক ফুলউলীকে বে করবে, আমি মেবুউলী, আর রামচাঁদ তো আছেই, এই তিন জোড়া।

গদা। সে কি ফুলউলীকে বে করবে ?

গদা। জরুর।

গদা। তবু আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো। ছেলেটা একটা নাম রাখবে, ইন্টার-ম্যারেজ হবে কি না ? আর তুমি বে নেবুউলী বে কর্তে বাছ, কিছু টাকাকড়ি তার আছে না কি ?

গদা। টাকা-কড়ি কি আছে, জানি না, বড় বড় কমলালেবু ত মাথায় দেখলেম।

গদা। ও হে, ভাল ক'রে না জেনে শুনে বাঁধা যেও না। ছেলেটা ইন্টারম্যারেজ ক'রে খোরাকীর নামে যদি জেলে যায়, যাক, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু তোমার আমি ছাড়তে পাচ্ছি না; তুমি জেলে গেলে আমার ছোট ছেলে-মেয়েকে কে শেখাবে ? তোমার মত এমন চূড়ান্ত মাঠার আর কোথায় পাব ?

গদা। মাঠার ঢের আছে, তার জন্তে চিন্তা নেই, তবে অহুগ্রহ ক'রে আপনি বা বলেন। আমি বাচ্ছি নে বাঁধা। তবে আপাতত: 'কমলা নেবুটা আসটা ত চলুক, তার পর ডেট্‌কীমা-উলী-টুলী দে'খে নেব! খোরাকীর নালিশ কেউ কর্তে চাইবে না। আমাকে জেলে খোরাকী গুণতে হবে।

গদা। তা যা ভাল বোঝ, কিন্তু দেখো, নিজের বেতে যেন ব্যস্ত থেক না, আমার কাজের বোঁগাড়ে তোমার থাকতে হবে।

গদা। সে জন্তে ভাববেন না, রামচাঁদকে কেবল ওয়াটসন্ সামারের বাড়ী খে' চুলটো ছোঁটিয়ে কলপ দে দিন।

গয়া। ইংরাজী বাকী-টাকী ক'রে যাবার
কররা দিয়েছ?

গয়া। অতর কাজ নেই, টাইসিকলে বর
বেকবে, আমরা পাওলে চামর চুলাতে
চুলাতে যাব।

গয়া। রামচাঁদকে যদি চিনে কেলে?

গয়া। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। একজন
থিয়েটারের সাজওয়াল আমার হাতে
আছে, সকাল বিকেল রামচাঁদকে নে
সাজের মওলা দিলেই ঠিক ক'রে দেবে।
আমিও থিয়েটারের মজা জানি, আমি
কি পাশ নে গেছলুম। পরচুলো দে
ছোঁড়া সাজে : আমি শিখে নিয়েছি,
আপনি ভাববেন না।

গয়া। তবে তুমিই সব ঠিকঠাক কর।

গয়া। আপনি যান, আমি কেবল নেবু-
উলীর জানালায় উঁকি দে বেরিয়ে
পড়ছি।

[সকলের প্রস্থান।

(ভিধারীগণের প্রবেশ)

(গীত)

কেয়া দেলকেয়া তোমুনে দানা,
বব্ তক্ রাম না পতানা।
সীতারামনাম কতি না লিয়া,
মালখাজ না পিরারা।
কুছ কেয়া তেরা সাখ চলগা,
সমঝানা ভাই ভেরা।
লেড়কা লেড়কা জরু তোমারা,
সমঝো জো আপনা,
খাকি কারা খাক বনগা
কিস্বে হোগা মানা।
বব্ তক্ তেরা হ'ল রহে ভাই,
আপনা কাম উঠানা,
রোতে আরা, আখের দেখো,
লেড়কাকো শোষোয়ানা।

[প্রস্থান।

(শ্রামধর ও পুঁটের প্রবেশ)

শ্রাম। পুঁটিরাম বল কি? সত্য নাকি কল্লা

আমাকে ঠকাবে? আপনার ছেলের
সঙ্গে বে দেবে না, রামচাঁদের সঙ্গে বে
দেবে? তোমার কথামত তো শিখে
পাঠিয়েছি বে, বিশ হাজার টাকা
বোতুক দিব। বুড়ো ব্যাটাকে জব
কতে পারবো তো?

পুঁটে। আচ্ছা, জব ক'রে দিছি। তুমি শুধু
ব'লে পাঠাও বে, দশ হাজার টাকা
দ্রীধন দিতে রাজী হয়েছ, তা মগন বের
রান্নেই দিতে হবে।

শ্রাম। তাতে রাজী হবে?

পুঁটে। বিশ হাজার টাকা বোতুকের লোভে
রাজী হবে।

শ্রাম। তার পর কি হবে?

পুঁটে। ও যেমন রামচাঁদকে আপনার ছেলে
বদলে খাড়া করবে, আমরাও তেমনি
আপনার মেয়ের বদলে একটা মাসী
মাসী খাড়া ক'রে দেব। ক'নে তো
আগে বার ক'তে হবে না, দ্রীধনের
টাকাটা আগে বাটোয়ারা ক'রে নিয়ে
বে বেটিকে হর বার ক'রে দেব।

শ্রাম। আমার ত বিশ হাজার টাকা
বোতুক দিতে হবে।

পুঁটে। কেন? ওর ছেলের সঙ্গে আপনার
মেয়ের বে হলে তবে ত: বোতুক দেবেন,
রামচাঁদের সঙ্গে যেমন কি পদীর বে
হলে ত নয়।

শ্রাম। আমরাই বা ওর দশ হাজার টাকা
নিই কি ব'লে?

পুঁটে। তুমি আর কল্লাতার খেঁক না।

শ্রাম। ওহে এ যে জুছুরি হবে—

পুঁটে। আর ওরই কোন্ শাউখুড়ী হবে—

শ্রাম। ওর টাকাটা হজম করবো কি ক'রে?

পুঁটে। এটা আর বুঝতে পাচ্চ না? উনি
সৌখীন পুরুষ রামচাঁদের বেতে সখ
ক'রে রামচাঁদের দ্রীঘ দ্রীধন ক'রে
দিয়েছেন। তবে বে বেটীর সঙ্গে রাম-
চাঁদের বে হবে, তার সঙ্গে সড় কর্তে
হবে। সে হুশো পাচশো ছাড়লেই
ঠিক হবে। বরং তুমি উল্টে দাবী

কবুতে পারবে যে, ছেলের সঙ্গে বিয়ে
দিবার কথা ছিল, তা দেয় নি।
ভাম। বেশ কথা, বেশ কথা।

[প্রস্থান।

(প্রেমদাস ও প্রেমদাসীর প্রবেশ)

(গীত)

প্রেমদাস -

জপে এ মোটা মালা বাবাজী গুণ গুণ।

প্রেমদাসী -

সরুমালা কর্তি ক'রে, বটুম দিদি গলার পরে,
কোণ ক'রে ঝাপে ব'সে লাগিয়ে দেয় আঁঙুর।

প্রেমদাস -

এ মালা ঝুলিতে বার, পাঁচসিকে লাগে না তার,

প্রেমদাসী -

সরু কাঁটির তুলসী হারের কব কি বাহার, -
মরমে ভেড়া বনে,

প্রেমদাস -

মাগীর চড়ে খুন,

উত্তরে -

সখের তুলসীমালার কব কত গুণ।

প্রেমদাস। পাঁচসিকে দে নবদ্বীপের মেলার
এনেছি কিনে, যখন আড়নয়নে নজরা
মারেন, ইচ্ছে হয় মারি দৌড় টেনে।

প্রেমদাসী। ও কি কম বেন্বেনে, - সাধে কি
সাত খেঁরা মারি রেতে দিনে। কেউ কি
এমন আছেন গা, যে ঘর-কন্না করেন
সেবাদাসী নে।

(পুঁটে'র প্রবেশ)

পুঁটে। এইবার আমার বেলিকগিরি দেখ।
ওরে, তোরা রোজগার ক'রবি? দশ
দশ হাজার টাকা।

প্রেমদাস। কি কর্তে হবে?

পুঁটে। এই বড়দিনের দিনে তুই সাজ'বি
ক'নে, আর তুই সাজ'ব পুরুষ।

প্রেমদাসী। কনে সাজ'বো কি গা?

পুঁটে। সে আমি বলে - কয়ে দেব।

প্রেমদাস। পুরুষগিরি আমি একবার করে-
ছিলুম, তা পারবো। সেই বে সেই
খাঁটা পদ্মর মেয়ের বের সময়।

পুঁটে। শোন, তোর হিষ্টিয়া আছে?

প্রেমদাসী। ইষ্টি কিষ্টি জানি না বাবু।

পুঁটে। তবে শেখ. পড়, এমনি চিত হয়ে পড়,
এমনি হাত-পা ছোড়, এমনি - দাঁত-
কিড়মিড় কর।

(পুঁটে মিজের মালাউলীর নাকের
কাছে শিশি ধারণ)

প্রেমদাসী। ও কি কর গো?

পুঁটে। এমনি ক'রে নাকে মেলিং সলট
ধর্কে, এমনি ক'রে দাঁতকপাটি ভাঙবে,
আর যেই দাঁতকপাটিতে ভেদেছে,
এমনি ক'রে গলা জড়িয়ে ধরবে।

প্রেমদাস। ছাড় ছাড়।

পুঁটে। যারে লেলিয়ে দেব, সেও ছাড় ছাড়
করবে, তুই খবরদার ছাড়'বি নি, শিখে-
ছিল?

প্রেমদাসী। ঠিক।

পুঁটে। তুই শামধন বোলের মেয়ে, বুঝলি?
আর তুই শামধন বোলের পুরুষ। বা
বাসায় বা, সন্ধ্যাবেলা নিজে বাব এখন।

প্রেমদাসী। আমাদের বাসা চেন?

পুঁটে। এই কার্তিক মাসে মালা ঠকিয়ে
এনেছি, আর তোর বাসা চিনি নে?
[পুঁটে বাতীত সকলের প্রস্থান।

(ডসের প্রবেশ)

ডস। ফুলউলী বেটা তো রাজী নয়, এখন
উপায়? কুসুমাসের ভেতর যে ক'রে
হাত ধ'রে নে গে পিকনিক কভেই
হবে, একটা সেন্সেসন হবে।

পুঁটে। আর শুনেছেন মশায়, শামধন
বোলের মেয়ে কোর্টসিপ ক'রে বে
কভে রাজী।

ডস। বল কি?

পুঁটে। অমন মেয়ে আর নেই, আপনাকে সে
বে করবেই করবে। কোর্টসিপ শিখেছে,
হিষ্টিয়া শিখেছে, গাউন কিনেছে, বা
বা চান - লম্বা চুল তিল, বিবিদের মত
খাঁদি ক'রে কেটেছে, সব ঠিকঠাক -
একটা ক'য়াসাদ।

ডস। কি?

পুঁটে। আপনার বাপ. ঐ বুড়ো বাব-

গিরিশ-প্রবাসী ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—

চাদের সঙ্গে বে দিয়ে যৌতুকের
টাকাটা হাত করবে ।

ডন্। কি এত বড় আশ্পর্ক ! ওল্ডফুল,
আমি ডুয়েল লড়ব ।

পুঁটে। বাঃ বাঃ । এ কুমারসে একটি কীর্তি
রাখবেন দেখছি ।

ডন্। কি রকম ? কি রকম ?

পুঁটে। কজাও সম্প্রদান হবে, আপনি এক
জোড়া পিস্তল হাতে ক'রে থাকবেন ;
একটি আপনি রাখবেন, একটা আপ-
নার বাপের হাতে দেবেন, বলবেন,
ডুয়েল লড় ; চারিদিকে ক্লাপ প'ড়ে
যাবে, বিলেত পর্যন্ত খবর হবে ।

ডন্। আমার পিকনিকের কি হবে ?

পুঁটে। ঐ ফুলউলী বেটাকেই যোগাড় করব ।

ডন্। হাঁ, ঠিক বলেছ, তাতেও একটা
নাম আছে, ইন্টারম্যারেজ হবে, আর
বিশেষ ফুলউলীকে আমার বড় পছন্দ ।

পুঁটে। তবে পিস্তল দুটোর যোগাড় দেখুন,
ডুয়েল করা চাই-ই চাই ।

ডন্। কিন্তু গুলী পুরে না, ফাঁকা
আওরাজ ।

পুঁটে। তা বই কি ?

[উভয়ের প্রস্থান ।

(নজর ও গুলজারের প্রবেশ)

(গীত)

নজর—

তেরা মোস্তমে ঘুমকে ছয়া হাররাণ ।

গুলজার—

কিন্ বৃট কহো, চূপচাপ রহো বেইমান ।

নজর—

হামসে বেকুব নেহি তুঝে বাতাই,

গুলজার—

তেরা গালেমে ঠোনা লাগাই,

উভয়ে—

তেরা পিছে ঘুমাতেহো কহো সাফাই,

নজর—

তেরা পায়েরুমে ছোড়া হার জান,

গুলজার—

তেরা বাঁদী সমঝকে কর্তেহো কাপ ।

[প্রস্থান ।

হারিসন রোড—রাজি ।

(গয়্যারাম, ট্রাইসিকলে বরফপী জনৈক যুবক,
গদাই, বরবেশী রামচাঁদ ও চামর হস্তে
বালকবেশে ফুলকপীওয়ালী এবং
ডেট্‌কীমাছওয়ালীর প্রবেশ)

গয়্য। গদাই, শুনছি বেটা ডুয়েল লড়বে ?

গদা। ভয় কি ?

গয়্য। ব্যাটা ভারী গোঁয়ার ?

গদা। কিছু ভাববেন না, আমি আগে একে
তরিবৎ দি, (যুবকের প্রতি) ই্যা দেখ, তুই
থিচে রড় দিবি (গয়্যারামের প্রতি)
আর আপনি ঐ রামচাঁদাক বসিয়ে
দেবেন ।

গয়্য। হাঁ, আমি রামচাঁদকে বসিয়ে দেব ।

গদাই, বেটা ত ডুয়েল লড়বে না ?

গদা। ভয় কি ? যার প্রাণ ভিক্ষে মেগে
থাবেন ।

বর। এইখান থেকেই দৌড় মারুব না কি ?

গদা। না, ক'নের বাড়ীর দোরগোড়ায় ।

গয়্য। হাঁ, ক'নের বাড়ীর দোরগোড়ায় ।

গদাই, আমার বড় ভয় কচ্ছে ।

গদা। কুছ পরোয়া নাই ।

গয়্য। এ ছোঁড়াটা কে ?

গদা। নেবুউলী বেহাত হয়েছে, ও ডেট্‌কী-
মাছওয়ালী আমার প্রাণ-প্রেরসী ।

গয়্য। হাঁ, ডেট্‌কীমাছওয়ালী । এ ছোঁড়াটা কে ?

গদা। ফুলওয়ালী বেহাত হয়েছে, ও ফুল-
কপীওয়ালী, মিষ্টার ডসের মাইডিসার ।

গয়্য। হাঁ, ফুলকপীওয়ালী । ওদের নে বাচ্ছ
কেন ?

গদা। দুটো কাজ হবে ।

গয়্য। হাঁ, দুটো কাজ হবে ।

গদা। এই জিম্‌নাষ্টিক ছোঁড়া মারবে এক-
ধার থেকে লাফ, আর আমি মারুব এক
ধার থেকে লাফ ।

গয়্য। হাঁ, তুমি মারুব লাফ ।

গদা। আর রামচাঁদ বসবে থাক্‌খানে।

গদা। বেটা ত ডুয়েল লড়বে না ?

গদা। লড়ে লড়বে ; ভর কি ? ফুলকপীউলী
আছে। আর হু-ছোড়া চামর চোলাবে।

গদা। হাঁ, আর হু-ছোড়া চামর চোলাবে।

গদা। এই এক কাজ।

গদা। হ্যাঁ, এই এক কাজ।

গদা। আর আসবার সময় তিন জোড়া
বর-ক'নে বেরিয়ে আসবে।

গদা। হ্যাঁ, তিন জোড়া বর বেরিয়ে আসবে।

বাটার। শুওটা ত দাখা কবুবে না ?

গদা। ভাবছেন কেন ? ফুলকপীউলী ঠাণ্ডা
কবুবে।

ফুলকপীউলী। সে ভাববেন না বাবু।

গদা। শুওটা ভারী পোয়ার।

ফুলকপীউলী। মুণ্ড ঘুরিয়ে দেব ভার।

গদা। হ্যাঁ, মুণ্ড ঘুরিয়ে দেবে তার।

(গীত)

আমরা বর-কনে তিন জোড়া।

খাভী ছুটো সকে আছে, পেছিয়ে আছে ছোঁড়া ॥

জেলের মেয়ে মালীর মেয়ে আমরা হু জনে,
মালাউলী বোমটা দিবে ক'নে সেখানে,

দেখবে এস সখের বরক'নে,

আকার-প্রকার বরগুলির ঠিক,

নয়-ক কেবল মুখপোড়া,

এস মুখ জলিয়ে দেবে,

জেলে নে ঝাঁটার গোড়া ॥

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

— * —

আটচাল।

(পুটে মিত্র ও ডসের প্রবেশ)

পুটে। ডুয়েল লড়বে না ? নাম কিনবে না ?

ডস। দেখ, বড় কাণ্ডাভ্যারাস-চোরাটা,
ও রামচাঁদের উপর দিয়েই থাক্‌।

পুটে। তা থাক্‌ না। তোমার তো ফুলউলী

আছে, তা ব'লে ডুয়েল লড়বে না ?

দেখ, টাকার জন্তে বাপকে গুলী করে-

ছিল, বিলেত পর্যন্ত নাম গিয়েছে ;

বিব খাইয়েছিল, আমেরিকার লোক

পর্যন্ত মোহিত ; তুমি সাম্নাসাম্নি

বাপকে চ্যালেঞ্জ ক'রে সরগরম নাম

ক'রে কেল।

ডস। পুলিশে ধরবে না ত ?

পুটে। পুলিশে ধরবে ?—মোহিত হয়ে সব

দাঁড়িয়ে দেখবে।

ডস। ভাবছি, যদি সাজা হয়ে যায় !

পুটে। আইন কোথা পাবে বে সাজা

দেবে ?—পিনাল কোড আনছি,

আপনি দেখুন—যদি বাপকে চ্যালেঞ্জ

করা কোথাও থাকে, তবে ত সাজা

দেবে ? বে-আইনি তো আর কর্তে

পারবে না। চুরী-ডাকাতি, গুমখুন,

জালজালিয়াতি, বলাৎকার, ভ্রণহত্যা

এরি সব সাজা লিখেছে, বাপকে

চ্যালেঞ্জ করা আইন-কর্তা বা কার

বাবার মাথায় কখন এসেনি।

ডস। বটে ! তবে লে আও পিস্তল।

পুটে। এই নেও, মুড়ি দিয়ে বসো, লোকে

জিজ্ঞাসা কল্লো বোলবো, তোমার বাবার

বিরের দানসামগ্রী চাপা আছে।

[ডস ও পুটের প্রস্থান।

(প্রেমদাস, রামচাঁদ ও গয়ারামের প্রবেশ)

গদা। আমি শু জীধন দিয়েছি, তবে বির

দেরি কচ্চ কেন ? বোত্‌কের টাকা আর

ক'নে নে এস।

প্রেমদাস। চেঁচাবেন না, চেঁচাবেন না,

আপনার ছেলে পিস্তল হাতে ক'রে ও

যরে আছে। বাসি বের সময় বোত্‌ক

দেওয়া যাবে, আর ক'নে এলো ব'লে।

মস্তর পড়ি ফড় ফড়, জুতো পড়ুক খড়

খড়, ক'নে আসছে চপ চপ, চলবে ঝ্যাটা

সপ সপ, বর-ক'নে রাজঘোটক, বিজ

গোবিন্দ ভণে তোটক। প'রে ক'নে

নুতন সাড়ী, ধরবে তেড়ে বয়ের দাড়ি,

এ বের টোপর কেলে হাঁড়ী, জুতো

মালা গাঁথছে হাড়ী, মুচি দেবে জলের
ছড়া, ঝিক গোবিন্দ ভণে ছড়া ।

(ক'নেরঙ্গী প্রেমদাসীর প্রবেশ)

ক'নে। প্রাণনাথ, মালা পর ।

রামচাঁদ। আরে, এ কে ?

ক'নে। প্রাণনাথ, আমার চিন্তে পড় না ?

তবে ছ মূবাই ।

রামচাঁদ। ছেড়ে দে ।

ক'নে। পুরুতটাকুর, ছেড়ে দাও, আমি
ভারী হাত পা ছড়ি, প্রাণনাথ নাকে
শেলিং সল্ট ধুববে, আমার হাতেই
আছে, প্রাণকান্ত, নাও, নইলে ভেদে
বাবে ।

রামচাঁদ। সব জুয়াচুরী !

ক'নে। প্রাণনাথ, এলে না ! তবে আমি
উঠে গলার গামছা দি ।

(মিষ্টার ডসের প্রবেশ)

ডস্। ওল্ড বয়, এমন হিষ্টিরিওয়াল। মেরে
ছুমি রামচাঁদকে বে দিতে এয়েছ ?
আমার দিলে না, এই পিস্তল নাও,
ডুয়েল লড় ।

গরা। আমি বাপের সঙ্গে ঝকমারি করেছি,
দশ দশ হাজার টাকা বোতুক দিয়েছি ;
বাবা, তোর পিস্তলে কাজ নেই, তাতেই
আধমরা হয়েছি, টাকার শোকে বাড়ী
গিয়ে পুরো ম'রে থাকবো ।

ডস্। বাড়ীতে গিয়ে মর ম'ববে, এখন
ডুয়েল ল'ড়ে বাও । ওকে রামচাঁদ
নিক, আমার ফুলউনী আছে ।

(ফুলকপীউলীর প্রবেশ)

ফুলকপীউলী। আছি ও বটে,—আছি ও
বটে ।

ডস্। মাষ্টার, এ কে ?

(গদাই ও ভেটকীমাছউলীর প্রবেশ)

গদা। কি করব বাপু, সে ফুলউনী নেবুউলী
পেলেম না, তোমার জন্তে ফুলকপীউলী
এনেছি আর আমি ভেটকীমাছউলী
নি হ ।

পুরুত । তা দেখুন কতী বাবু, ঘোষেঘের
মেয়ের বে হ'রে গেছে ; কি করি, আমি
নবদ্বীপ থেকে কেনা সখের বটু'রী
তোমার এ সাজান ছেলেকে দিয়েছি ।

ক'নে। আর খত্তর মশায়, আমি ওর
পারে প্রাণ সঁপেছি ।

ফুলকপীউলী। আর আমি তোমার পিস্তল
দে'খে মজেছি ।

ভেটকীমাছউলী। তোমার কি দে'খে
মজেছি দাঁড়াও, একটু অঁচি ।

রামচাঁদ, ডস্, গদাই। এখন ছেড়ে দিও
বাঁচি ।

(গীত)

বেকুবী হদ হয়েছে ।

আসমানে পরীস্থানে নিতে এসেছে

সেখা বেকুবের একজাই,

বিচার হবে বেকুবের কে চাঁই,

টোপর মালা আর কত কি রয়েছে ।

যাব যেমন বেকুবী, তাতে তেমনি দেগে
দেছে ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

পরীস্থান ।

(পরীরাণী, পরীমন্ত্রী ও পরীরাণীর সহচরীগণ,
দেশহিতৈরী যুবক, টাইটেনগোর, পলটি-
সিয়ান, সভ্যতার নিশানধারী, টোল-
ধারী, রিকর্দার, প্রণরীদিগকে
দড়িতে বাঁধিয়া হামাঙড়ি দেওয়াইতে

দেওয়াইতে চাবুক হাতে ক্রাউন ও
তুই জন পরীর প্রবেশ)

পরীগণ ।

(গীত)

পরীজান্‌কি এনসাক জবর ।

যেসা বেকুব তেসা উস্কা কধর ।

তোম্ চিন্না-চিন্নাকে সেতাহো জান,

আছা এনাম দিয়া পরীকান,

হো বাও খুসী,

দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
বরষ বরষ ভোম্‌কা হোণা থবর ॥
নাম্‌কা ওয়াত্তে, তোম্‌ জিতে বড়তে,
চলা বাও এনাম্‌ লেকে,
হো বাও খুশী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
পরীজান রাজী হার তোমরা পর ॥
বড়া বেকুবীবাজ, লেগা তোম্‌ রাজ,
হো বাও খুশী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
বেকুবী কর্তে রহো ক্যা তেরা ডর ॥
তেরা আক্‌লেকা ক্যা কহেনা,
মরদ্ করনে মালা জেনানা,
হো বাও খুশী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
তোম্‌ লিরে রোতে ক'লকেতা সহর ॥
জাহির হোনেসে তেরা কারমানী,
রশীমে তুলেগা হিন্দুরানী;
হো বাও খুশী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
তোম্‌রা বেকুব খোড়া আতা নজর ॥
তেরা ধরম সাঁচ্চা, তেরা আক্‌লেকা আচ্চা,
হো বাও খুশী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
গুণ তো গারোগা বর বর বর ॥
এনলোককে হরা ভাই তেরা তোরাজ,
ধরম করম ছোড়া, ছোড়া হার লাজ,
হো বাও খুশী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
বহুৎ খোড়া বেকুব হার তেরা উপর ॥
বাশোরা বাহোরা
হুম্মতে কিরতে লেও প্রেমকি হাওরা,
হো বাও খুশী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
ছাতি হেলাকে বাও ফু ফু ফু ॥
পরী-ময়ী । কুচো বেলিক ত সব বিদেহ
হ'লো, এখন বড় বড় বেলিক নে এস,
এনাম্‌ দেব ।
(হাজরা সাহেবের প্রবেশ)
পরী-ময়ী । তোমার আমরা চিনি, তুমি
রাতাত্তেই জাহির করেছ কারমানী,
মাগের বুট-তুচ্ছ লাখি খেয়েছ, তুমি
বেকুব বটে, কিন্তু তোমার স্রীর বেকুবী
একচেটে; একটু ভকাত্তে দাঁড়াও,
তোমার স্রী পেজিরে আসছেন, সঙ্গে নে
দাও, তিনি এলে তখন বুট তুচ্ছ লাখি

খেয়ো, এই এনাম্‌ নাও, খুশী হয়ে
ভকাত্তে দাঁড়াও ।

(গাধার হুশী দেওন)

পরীগণ । (গীত)

জরকা জুতিসে ভক্তি হোরে পেট,
বেগক্‌ তোমরা বেকুবী ঠেট,

হো বাও খুশী,

দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,

শি বাও খোড়া যব মিলে জহর ॥

(মেরে-ছেলের প্রবেশ)

পরী-ময়ী । তোমরা খুব এক জোড়া বেকু-
বের পিল, তোমরা বড় হ'লে তোমা-
দের টক্কর দেওরা হবে মুকিল; দিন
দিন এখন বাড়ছে আক্‌লেক, সহর বুড়ে
খেচ্ছ বেকুবীর খেল, এই এনাম্‌ নাও,
ভকাত্তে দাঁড়াও, তোমাদের বাবা আর
মাটির আসছে, তাদের সঙ্গে নে চ'লে
বাও ।

পরীগণ । (গীত)

বেকুবকা পিল,

দোনোকা জুড়ী মিলনা মুকিল,

হো বাও খুশী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি,
বাড়তে রহো খুব বাড়গা দর ॥

(গদাইয়ের প্রবেশ)

পরী-ময়ী । তুমি মাটির, তোমার পরিচর
চাই নে আর, এই যে এত বেকুবীর
বাহার, এ কীর্তি শুধু তোমার নয়,
তোমার মতন যে যে আছেন আর;
ছেলেকে শুলিকা দিবে, স্বধর্মে রাখবে,
বাগ-মা মানী লোককে মাত্র ক'রতে
খেখাবে, তা নয়, তুমি বড় বেকুব বটে,
কিন্তু কাই প্রাইজটে তোমার কপালে
কই বটে, তোমার মতন এনাম্‌ নাও,
খুশী হয়ে চ'লে বাও ।

(এনাম্‌ প্রদান)

পরীগণ । (গীত)

তোম্‌ বহুত হ'সিয়ার, বেকুবী উদ্দা সুহার,
হো বাও খুশী, দেখে সবকোই থাক্‌মুকি হাসি
জিক্‌কা রহো ভাই আবি মং বর ॥

(ডনের প্রবেশ)
পরী-মহা। চিনেছি তুমি মিটার ডস, তোমার
আঁকলেই বেঁধেই বস, তুমি বাপের সঙ্গে
ডুরেল লড়তে বাও, বর্গ দেখি এমন খুঁচ
বুড়ি কোবার পাও? বাঁধকা বেটা
সিগাই কি টোডা, মা? কতক মত
গেল জানা, তোমার মতল এনাম নাও,
খুসী হয়ে চলে যাও; আর ফুলকণীউনী
চাও, একখানে দাঁড়িয়ে আছে, কেটি-
সিপ কর পে।

পরীগণ। (গীত)
হাস্তী হোকে তোম নাম লিয়া, ডস,
বাপসে হাড়াই মাদো দিভা রহ বস,
হো যাও খুসী, দেখে সবকোই থাকুকি হাসি,
বেস্য করছেহো খসি তু কর।
(কর্তার প্রবেশ)

পরী-মহা। তুমি বেকুবের ধাড়া। তোমার
আঁকলেই বাংলায় বেকুবের ছড়াছড়ি,
তোমার গুণের পালান দিতে নেই,
তোমার যোগ্য কি পরীহানে এনাম
আছে ছাই? বড় ছেলেটি
করেছে মিটার ডস, ঐ একটিতেই বেশ
বুড়ে গাইত বস, তাতেই কি তুমি ছাড়?
জেনে শুনে, টাকার জন্তে; পরকে বে
ফিতে গেলে ছেলের ক'নে, কচি ছিটি
ভেঁটে মেয়ে কচ্চ খুলে, হিন্দুর ঘরে জন্মে
রাখকে বাপ-পিতামহর বর্ধকর্ম; তোমার
মোখে ছেলে-পুলে সব শিখবে, মা—
তুমি আঁপলায় ছেলে গোদার দেখে
বাপে বসি লম্বকে চলে, যেমন দেখায়
ভেঁমনি দেখে ছেলে-পুলে, নিজা ঘরে
কাজে; দেখে গোদার বর্ধকর্ম। যে হিন্দু
ঘরের জন্তে আঁপ দেয়, সেই হিন্দু লে
জন্মে বর্ধকর্ম দিচ্ছ গোদার, তুমিই বেঁচ-
বেচ, রহস্য, এই এনাম নাও থাসা!

(এনাম প্রদান)
পরীগণ। (গীত)
ক্যা ক্যা বেকুবকা বাঁধা তোম
মাদুম নেই কোমার স্ত্রীয়ার রম।

হো বাও খুসী, দেখে সবকোই থাকুকি হাসি,
উন্দা বাঁধাই আজ শিরসে ধর।

(হাজরা বিধির প্রবেশ)

পরী-মহা। পেছিরে কেন ঠাকরণ, কুম্ব খুন
করে এ দিকে চলে আসুন, কের দেখাও
তোমার চন্দ্রবদনখানি, যে হিন্দুর রমণী
স্বামীর পূজা করে, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে
মরে, খুঁচ-খাওড়াকে দেবতা জানে,
গুরুজনের সেবার থাকে রেতে দিনে,
তুমি সেই হিন্দুরমণী, কিন্তু হুদ তোমার
কারদানি, খাওড়াকে কাউল রাখাও,
বুত্তরকে বাঁচুঁ কর, আর স্বামীকে
বুটপুচ চাট মার। বেকুবনীর রাণী,
এই এনাম পর, আর এই আসবটটি
নাও, নাকটি কানটি কেটে রেখে
বাও।

(এনাম প্রদান)

পরীগণ। (গীত)

বেকুবকা তোম হো রাণী সাঁচা,
এসে পিন্ধো বুট মতবুৎ আঁচা,
হো বাও খুসী, দেখে সবকোই থাকুকি হাসি,
বাঁধা চেকনা তোমসে লাগা বেওজর।

(থিয়েটারের ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যানেজার। বাঁধা জারী, আরি থিয়ে-
টারের ম্যানেজার, আমার কিছু এনাম
মিললো না?

পরী-মহা। এনাম তো তোমারা হব্রো
মিলতা, কব তোমকো গালি নেহি দেতা,
মেহনত উঠায়কে, হব্র রাত লাগকে
কব নেহি সেতেহো জানু, এতবে
নেহি হরা বেঁইমান, আও হিঁরা, ভাল
দেতা কানু।

(পুঁটের প্রবেশ)

পুঁটে। আমার কিছু মিললো না?

পরী-মহা। রনজ মং করো, হব্র সাল
কিসমিস মে বেকুব তোমসে দেগা, মং
দেগা।

পরী-জিনী । (গীত)

কহো ক্যামসা মজা খেলা ।
কিরা মেরি মেরি নেহি বুঝা বোলো,
বোলো মজেকি মেলা ।

চেকনা রাতি কর চেকনা দেল,
নেহি কিন্ তোমসে না হোগো মেল,
নেহি খেলেকা খেল,
নেহি ভালা বোলো, জেরা হাসকে চলো ।
তব্বি সম্বোগা বাৎ মেরা নেহি টোলা ।

ববনিকা-পত্নী ।

যায়াবসান

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

কালীকির বহু	প্রবীণ ভদ্রলোক।
মাধব	কালীকিরের ভ্রাতৃপুত্র।
যাদব	ঐ
হলধর	ঐ ভগিনেয়।
সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়	ঐ প্রতিবেশী।
শান্তিরাম	ঐ কৃত্য।
গণপতি শর্মা	গণক।
রতনধন বসু	ম্যাট্রি।
সিদ্ধেশ্বর দাস	ম্যাট্রি।
টি. দে	ম্যাট্রি।
মিষ্টার ডি	ম্যাট্রি।
মিষ্টার গুপ্ত	ম্যাট্রি।
দীননাথ চক্রবর্তী	সব-ইন্সপেক্টর।

ম্যাট্রি, মাস-বিক্রেতা, পাঁচক, প্রতিযোগণ, পাহারাওয়ালার ও সন্ন্যাসী।

স্ত্রীগণ।

অরুণা	কালীকিরের বিধবা ভ্রাতৃপুত্র-বহু।
মল্লিকিনী	মাধবের স্ত্রী।
বিতারিণী	যাদবের স্ত্রী।
বিন্দু	বৈক্যবী।
রঞ্জিণী।	বিন্দুর কন্যা।

ম্যাট্রি-টের পত্নী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্তাক।

—০—

বারাকপুর—কালীকঙ্করের বহির্কীট।

যাদব, মাধব ও হলাহর।

যাদব। শোন, খালি অ্যাজিটেসন্—অ্যাজি-
টেসন্—অ্যাজিটেসন্—বিলাতে পাঞ্জি-
রামেণ্টে খালি অ্যাজিটেসন্, বুঝলি
হলা?

হলা। না।

মাধব। ও ওতে বুঝতে পারবে না, আমি
বোঝাচ্ছি।

যাদব। তুমি থামো কেন বুঝবে না?
অবিশ্রি বুঝবে। শোন হলা, এখান
থেকে টাকা পাঠাব, বিলাতে বক্তৃতা
হবে, বড় বড় সাহেবের বক্তৃতা হবে।

মাধব। তা হ'লে হবে কি জানিস্?

যাদব। আঃ! থামো না,—তুমি কথার
উপর কথা কও কেন? আমি বলছি,
কি হবে জানিস্ হলা!

হলা। না।

যাদব। ক্রমে বাঙ্গালী বড়লাট হবে,
ছোটলাট হবে, কমিশনর হবে, ম্যাজি-
স্ট্রেট হবে, সাহেবেরা সব এ দেশ থেকে
চলে যাবে।

মাধব। যদি থাকে তো হুঁচান্ন জন গোরা,
তুই এক জন কাপ্তেন, কর্ণেল, কমা-
ন্ডারেন্টিগ, খুব কম মাইনে, মাসে
জোর দশ হাজার টাকা।

যাদব। তোমার কথা শুনি কিছুই বুঝতে
পারলে না, কেমন হলা, বুঝলি?

হলা। না।

যাদব। এই ছাখ, আমরা লাটসাহেব
হবো। বুঝেছিস্?

হলা। ইয়া, ঠাট্টা করছো, আমি আর বুঝি
নি?

মাধব। এই দ্যাখ, ছাই বুঝেছে, জোর কথা
ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিলে।

যাদব। আচ্ছা, তুমি বোঝাও, আমি চুপ
ক'রে আছি; বড়ী ধ'রে আধঘণ্টা চুপ
ক'রে থাকবো, দেখি তুমি কি বোঝাও,
তার পর আমি বোঝাতে আরম্ভ
করবো, তখন যদি তুমি একটি কথা
কও, তা হ'লে আমি অনুপাবুলামেটোরী
বলে মুখ চেপে ধরবো।

মাধব। আচ্ছা, তুই বল, আমি চুপ ক'রে
আছি।

যাদব। শোন হলা, এই গৌজা কথা বুঝতে
পাচ্ছিস্ কেন?

হলা। কি. তোমরা লাটসাহেব হবো?

যাদব। ইয়া, অবিশ্রি হবো, তা না হ'লে
আর অ্যাজিটেসন্ কিসের জগে?

হলা। লাটসাহেব হবে কে? মেজাদা, না
তুমি?

যাদব। এই ছাখ, অনেকটা বুঝে এসেছে।

মাধব। আমি কোন কথা ক'ছি নি. তুই
বোঝা।

যাদব। মনে কর, লাটসাহেব হ'ব আমি।

হলা। কোথায় থাকবে?

যাদব। গবর্ণমেন্ট হাউসে।

হলা। তোমার ঢুকতে দেবে?

যাদব। দেবে না? লাটসাহেব হ'লে দেবে
না?

হলা। ছাই দেবে, তোপে উড়িয়ে দেবে।

মাধব। এই ছাখ, তুই কি কচু বোঝালি।

যাদব। খবরদার, তুমি কথা কও না
এখনো আধঘণ্টা হয় নি। শোন,
তোপে উড়িয়ে দেবে কি, আমাদের
সব ভয় করবে।

হলা। ছোট-না, থেপেছ. একটা গোরা যদি
আন্তিন গুটিয়ে দাঁড়ায়, এখনি ছাই হ'লে
দাঁড়-কপাটি যাবে।

যাদব। না হানা, তুমি বোঝাও,
ষ্ট্রুপিডকে আমি পারলেম না; ও এত
বড় ষ্ট্রুপিট, তা আমি জান্তেম না!

মাধব। হলাহর, বুঝিস্, আমাদের জর

হল। আঃ, দূর ব্যাটা, আমি সত্যি
টাকা পাই যে, নালিস করবো?

শান্তি। তবে কি বল্টিছ?

হল। আমি ওরে ঘোরাছি, ও মোকদ্দমা
বাদিয়ে দিতে পারলেই বাঁচে।

শান্তি। ওঃ! এখন বোঝলাম, সিকিটে
কেন রনাং করে ফ্যাললে। কানে জল
দে জল বার করবার চায়। মোকদ্দমা
বেদিয়ে কিছু হাত করবা, না?

হল। ওরে না, বুঝতে পারিস্নে, কিছু
পাক আর না পাক, মোকদ্দমা
বাদাতে পারলেই ওর আশ্রয়, তাতে
বরং ঘর থেকে খরচা দিতে রাজী।

শান্তি। ওঃ! মানুসির ভাল ছাখবার
পারে না, (বোঝলাম, বোঝলাম!

হল। চূপ, ঐ আসছে।

(পান লইয়া সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ)

সাত। এই নে শান্তে, চল দাদা।

হল। ঠাকুরদা, আর যাওয়া হলো না।

সাত। সে কি দাদা, টাকা কটা জলে
দেবে?

হল। বাড়ীতে মহা বিপদ! মামা-বাবু
ডেকে পাঠিয়েছেন, ছোটদাতে মেজ-
দাতে ভারী ঝগড়া, ঘুষোঘুষি পর্যন্ত
হয়ে গেছে।

শান্তি। হ্যাঁদে থোকা-বাবু, এতটা মিছে
শিথলে কন্ঠে?

সাত। মিছে কথা,—না? ঠাট্টা করছ,
হুঁভায়ে গলাগলি ভাব।

হল। মিছে কথা,—তবে আমি চলুম।

(গমনোদ্যত)

সাত। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, শোন না।

হল। আর কি শুন্বো, বিশ্বাস করবে না।

শান্তে, ঠিক বল্, ছোটদাতে মেজদাতে
ঝগড়া হয়েছে কি না ঠিক বল্?

শান্তি। হঃ, বকাবকি হইছিল, খর করুতি
কার বরে না হয়?

হল। হুঁজনে পৃথক হতে চেয়েছে কি না
বল্?

শান্তি। ও গোম্মা ক'রে বল্ছিল!

সাত। সত্যি?

শান্তি। হঃ।

হল। তবে চল ঠাকুরদা, সমনটা বার ক'রে
দেবে।

সাত। দেখ দাদা, তোমার ছোট মামা
আমায় ডেকেছিলেন, আমি ভুলে গেছি;
আজ থাক, কাল তোমার সমন বার
ক'রে দেব, আমি চল্লেম।

হল। ঠাকুরদা, ঠাকুরদা, একটা কথা শোন,
আমার প্রাণ তো যায়,—ঐ বিন্দী বৈষ্ণ-
বীর মেয়ের জন্ত তো গেলুম, অ মার
প্রাণ যায়, তুমি না উপায় করলে তো
নয়।

সাত। আচ্ছা, হবে হবে, (গমনোদ্যত)
কিছু খরচ করুতে হবে, বেশী নয়, দু'দশ
টাকা।

হল। আচ্ছা, দেখো ঠাকুরদা, তোমার
হাতে প্রাণ।

সাত। বেশ কথা, আমি তোমার সঙ্গে
দেখা করবো, এখন চল্লেম।

হল। দেখুন ঠাকুরদা, ও ঝগড়া থাকবে
না, বৈকালে আবার হুঁভায়ে ভাব হ'য়ে
যাবে।

সাত। বল কি, আমি চল্লেম,—চল্লেম।

হল। আঃ! শুহুন না,—শুহুন না।

সাত। শুন্বো এখন, শুন্বো এখন, বাকী
স, বাড়ী এস।

[প্রস্থান।

শান্তি। খিচে রড় দিলে ক'নে?

হল। আমাদের বাড়ী ছুটলো, পাছে
হুঁভায়ে ভাব হ'য়ে যায়, পৃথক্ না হয়।

শান্তি। থোকা-বাবু, ও বামুনডা ঘর
ভাঙবে ও ব্যাটা কলির চেলা, তুমি
আবার খবর দিতে গেলে: কেজিবাটী
ভারী রকম হইছে; কি জানি কি করুতে
কি হয়, ভাগ-বখরা হয়ে না ছন্নছাড়া
হয়।

হল। দূর ব্যাটা, ছোট মামা মাথার উপর
রয়েছেন।

শান্তি। থোকাবাবু, তুমি মাহুঘডারে বুঝ-

তিছ না, ইস্রী ছ্যাড়ে বগড়া বালাইতে
চললো! তুমি এই নীচু ছেলে, তোমার
নটী জোটাবার চায়; খোকাবাবু,
আমি বলতিছি, কাদালের কথা বাসি
হলি মানবা, ওডার সাতে আলাপ
রেখো না।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্তাক।

—০—

চাটুর্ঘ্যের বাটীর প্রাকণ।

এটর্নী কৃষ্ণধন বসু ও সাতকড়ি চাটুর্ঘ্যে।

কৃষ্ণ। তুমি পাগল, ওর খুড়ো রয়েছে, বিবাদ
কি হবে? আর হয়ও যদি তো ঘরোয়া
পার্টিসন হবে, খুড়োই ক'রে দেবে, যদি
পায়, ইঞ্জিনিয়ারে কিছু পাবে।

সাত। আরে মশাই, দেখুন না, চেষ্টার
অসাধ্য কাজ আর কি আছে; আপ-
নাকে অধিক আর কি শেখাব, — বাপ-
ব্যাটার বাবুছে, মায়ে ব্যাটার বাদুছে।
বাদবাবু ওর বাপ থাকতে ব্রহ্মজ্ঞানী
হ'তে গেছেলো, তাতে বুড়ো রেগে
বলেছিল যে, তাজ্যপুত্র ক'বো; এ হচ্ছে
যদি কিছু ক'বতে পারেন, দেখুন না;
উকীলের বুদ্ধি কুমারের চাক, বত ঘুক্রবেন,
ততই ঘুবে।

কৃষ্ণ। ওর বাপ উইল ক'রে যায় নি?

সাত। কোথায় কি, থাকে বা দেবার,
জাইকে মুখে ব'লে গেছেলেন। আর
একটা এর ভিতর স্বস্ত আছে, আপনি
আইনের সঙ্গে একা ক'রে দেখুন, ওর
বড় ভাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়েছিল,
ছোট তখন নাবালক।

কৃষ্ণ। ওদের খুড়োর বিষয় নাই?

সাত। থাকবে না কেন? রোজগারপাতি
বা করেছিলেন, বড় ভাইকে দিয়েছিলেন;
বেথাও নাই, ছেলেপুলেও নাই, সেটা
একটা থাপা পাগলের মধ্যে। ব'য়ে

মুখ দিয়েই পড়ে থাকে। লোকে বিবান
বিবান করে, আমি তো দেখি একটা
উল্লু; মাহুঘের মধ্যেই ধরি নি।

কৃষ্ণ। তোমার হেড বড় ক্লিয়ার দেখছি,
যদি বোঝাতে পারা যায়, কেস চলতে
পারে।

সাত। আপনি একেবারেই হাল ছেড়ে
দিচ্ছিলেন; কথার বলে “ডুবু ডুবু লা,
ডুবে ডুবে বা।”

কৃষ্ণ। আপনি কি করেন, যোক্তারী না ল'
ত্রোকারী।

সাত। আমি কিছু মথোই নই; আমি
পাগল-ছাগল একটা প'ড়ে থাকি।
একটু তেজোরতি আছে, আর এই
আপনাদের পাঁচজনের কাজকর্ম ক'রে
বেড়াই, শুধু বাড়ীতে প'ড়ে ভূমিরে আর
কি ক'বো; আদালতটা আশটা ঘুরে
বেড়াই।

কৃষ্ণ। আপনার লাভ?

সাত। কিছু কেউ হাতে তুলে দিলে পেন্সন,
নৈলে ভাত হজম করা। আপনাদের
দশজনের সঙ্গে আলাপ হয়, উৎসাহ
থাকে, নইলে মনমরা হ'য়ে প'ড়ে থাকতে
হয়। এই মনমরা হ'য়ে খ্রীর ওষুধ
আনতে যাচ্ছিলেন, পথে এই বিবাদের
কথাটা শুন্লেম, তাই আমোদ ক'রে
আপনাদের পাঁচজনের দোরে ঘুরে
বেড়াচ্ছি, আমি মশাই আমুদে মাহ
টাকা বত হ'ক আর না হ'ক, অ'র
আমোদ হলেই হলো।

কৃষ্ণ। আপনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। মিস্টিপ
ফর মিস্টিপস্ সেক। আপনার জোড়া
নাই; আপান হামেসা আমার বাড়ী
যাবেন, আপনার সব কাজ আমি উই
দাউং ফি ক'বো। উই আর ক্রেওস,
আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু।

সাত। আমরা আশীর্বাদক ব্রাহ্মণ।

কৃষ্ণ। আপনার বাজে আশীর্বাদ নয়,
কাণ্ডের আশীর্বাদ। আমি আপনার
কথা শুনে মোহিত হয়েছি।

(বাধবের প্রবেশ)

শুভমবুনিং ।

মাধব । শুভমবুনিং ।

সাত । আসতে আজ্ঞা হয় মেজোবাবু, আসতে আজ্ঞা হয় ; আমি শুনে অবধি আর স্থির থাকতে পারিছিনে, তাই ছুটে এসে এটর্গী বাবুকে ডেকে এনে আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম । আমরা সেকলে মাহুব, বোঝাতে পারি না পারি, উনি আপনাদের বন্ধু, একটা ঝগড়া করে কি বিষয়টা বরবাদ দেবেন ? তা আপনারা কথাবার্তা ক'ন, আমি চই ক'রে স্নানটা ক'রে নিই, সকাল থেকে ভাবনার মুখে জল দিই নে ।

কৃষ্ণ । না না, মশাই বহুন । ইনি বড় চমৎকার লোক, আপনাদের ক্যামিলীর পরম বন্ধু । কি ব্যাপারটা কি ?

মাধব । যেদো বোঝে না সোঝে না, মিছে তর্ক করবে ।

সাত । বড় ভাই, বা মুখে বেরাবে, তাই বলবে, হক কথা বলতে হবে, মেজোবাবুর বড় ঠাণ্ডা মেজাজ, তাই অ্যান্দিম ঘরটা বজায় আছে, অস্ত্র ভাই হলে বিষয়ের বখরা দিতে চাইতো না, ছোটবাবুর গুণে বাট নেই, ব্রহ্মজ্ঞানী হ'ত গেছেন, তাই কর্তা বেগে ত্যাজ্যপুত্র করেন ছিলেন ।

কৃষ্ণ । ঠিক বলেছ,— ঠিক বলেছ । আমার কাছে এমন একটা কেস এসেছিল ; তারা দু-ভাই ; ছোট ব্রাহ্ম হ'তে যায়, তাতে তার বাপ ত্যাজ্যপুত্র করে । যদিচ উইল ক'রে যায় নি যে, ত্যাজ্যপুত্র উইল হয় নি, কোর্ট ত্যাজ্যপুত্র প্রমাণ বলে ডিক্রী দিলে ।

মাধব । ছোটকাকা যে মিটিয়ে দিলেন, তা নইলে বাবা তো ত্যাজ্যপুত্র করেই ছিলেন ।

সাত । একটি কেসও হ'রে গিয়েছে ; তারাও দুই ভাই ; এক ভাইকে ত্যাজ্যপুত্র ক'রে ছাড়া সাক্ষী দেয় যে, বেগে একবার

বলেছিলেন যাত্র, ত্যাজ্যপুত্র করেন নাই, বিষয় দিয়ে গিয়েছে । খুঁকো পাগল, প্রমাণ হলো, খুঁড়োর সাক্ষী মজুর হলো না । সেটা পাগলও ছিল বটে, ডাক্তারী শিখেছিল, বলতো, ইলেকট্রিকিতে মাহুব বাঁচাব ; আর এও কখনও হয়, এর সাক্ষী জজ্ঞে নেব ?

কৃষ্ণ । আপনার ফাদার যদি ত্যাজ্যপুত্র ক'রে থাকেন, তা হ'লে আপনি সেরার দিতে বাউও ন'ন ; তবে আমি বলি, ঝগড়াঝাটি না ক'রে যেমন আছেন, তেমনি থাকাই ভাল ।

মাধব । না, যেমন আছি, তেমনি থাকা আর চলছে না, পাটিসন করবো ।

কৃষ্ণ । না না, আর আদালতে যাবেন না, আপনি সরল লোক, মোকদ্দমা করবার লোক অস্ত্র রকম ; তারা করতো কি জানেন, ডাক্তারকে টাকা খাইয়ে খুঁড়োকে পাগল ক'রে দিত, নয় খাবারের সঙ্গে বিষ দিত, নয় টাকা দিয়ে বাই অপ ক'রে নিত ।

সাত । যিস্কা হাতমে দৈ, উস্কা হাতমে সব কৈ । যা বলেছেন, টাকার কি না হয়, সাক্ষীও হয়, ত্যাজ্যপুত্র করা দলিলও বেরোধ, খুঁড়োও পাগল হয় ; আর এ'র খুঁড়ো তো পাগলই, রাতদিন কি করেন জানেন, চেষ্টা করছেন, আলো জালাবেন না, রাত্রে স্থিতির আলো ধ'রে রাখবেন, স্থিতির তাতে ভাত রাখবেন, এমনি আলো তৈয়ার করবেন যে, ঘরে বসে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস দেখবেন, শূন্তে জাহাজ চালাবেন, পাগল কাকে বলে বলুন ।

কৃষ্ণ । মিটিয়ে কেলুন,—মিটিয়ে কেলুন, আপনারা দুই ভাই-ই কংগ্রেসের মেম্বর । আপনাদের ভিতর ঝগড়া থাকা কিছ নয় ।

সাত । অন্তায় করেছে বটে, কটু-কাটবাও বলেছে, এমন কি, উকীল-বাবু, মুসি পর্যন্ত মাবুতে উত্তত ; মেজোবাবুর সহ

বড়, তাই,—আমি এখন চল্লেম, স্থান করি গে, বেলাও গেল, আপনি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে ছুঁড়াইকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরবেন।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। লোকটা একটি জুয়েল, রত্নবিশেষ। মাধব। কৃষ্ণধন-বাবু, আমি মেটাব না, আপনি আমার কেস হাতে নিন, যা কর্ত্তে হয় করুন। আমি আর কিছু জানিনে, কিন্তু আমি মেটাব না।

কৃষ্ণ। দেখুন, ছুরকম উপায় আছে; এক সিম্পল পাটিসন, আর এক ত্যজপুত্র প্রমাণ; আপনি ঐ চাটুর্ঘ্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন; আমি যা শুনলেম, তাতে আমার বোধ হচ্ছে, আপনার খুড়োর মনোমানিয়া আছে। আমার ক্রোও ডাক্তার গুঁই, তাঁকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনার খুড়োর সম্বন্ধে একটা অপিনিয়ন নিন, আর যখন আপনার বাপ একবার রেগেছিলেন, হয় তো কাগজপত্র খুঁজলে ত্যজপুত্র সম্বন্ধে আপনার বাপের হাতের একটা লেখাও পেতে পারেন। মিটিয়ে ফেলুন, মিটিয়ে ফেলুন, আমি বলি, মিটিয়ে ফেলুন, চাটুর্ঘ্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন, ও আপনাদের ঠিক ফেঁও, তাড়া-তাড়ির কাজ নয়। একটা ঠাওরান, আমরা প্রফেসনাল্ ম্যান, আমরা ইন্-ট্রক্সন মাসিক চলি, নাউ গুড্ ডে।

মাধব। মশাই, ভুলবেন না, ডাক্তার গুঁইকে পাঠিয়ে দেবেন।

কৃষ্ণ। অল রাইট।

[প্রস্থান।

মাধব। আমার হেড পজল হয়ে যাচ্ছে, সব কথা বুঝতে পার্লেম না,—কি বজ্র, ডাক্তার পাগল করে দেবে! এ কি হয়, না না, বাপ রে, খুন! বাবা ত্যজপুত্র লিখে গেছেন কি! কৈ না, কাগজ খুঁজতে বল্লে কি! ভাল, না না, পার্বে না—জাল, খুন, সর্কনেশে

কথা, কে করবে, ঐ চাটুর্ঘ্য করে করুক; কিন্তু যেদোকো পথে দাঁড় করাতে পারি, তবে গা'র জালা যায়। পাগল—জাল—সর্কনেশে কথা, চাটুর্ঘ্যকে ডাক্তারে পাঠাই গে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক।

—০—

অন্তঃপুর।

মাধব ও যাদব।

মাধব। দেখ, যেদো, কে লিড নেয়!

যাদব। তুই দেখ, কে লিড নেয়।

মাধব। মন্দাকিনি!

যাদব। নিস্তারিণি!

(মন্দাকিনীর প্রবেশ)

মাধব। যে কথা বলেছি, তার কি?

মন্দা। ও মা, বিবির পোষাক পরে কেটিংয়ে চড়ে বেড়াতে পার্বে না, কাকাবাবু শুনলে কি বলবেন?

মাধব। বলুক, তুই পার্বে কি না বল?

মন্দা। না।

যাদব। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি দেখছি, কিছু বলছি নে, ফিমেল ইমান-সিপেসনে লিড নেওয়া তোর হাড়ে হবে না।

মাধব। খবরদার। আমার বিষয় ইন্টার-ফিয়ার করিস্ নে।

যাদব। আমি কিছু বলছি নে, চুপ করে হাসছি।

মাধব। দেখ, টিটকারি দিচ্ছে শীগগির বল, বাব হতে পার্বে কি না?

মন্দা। না।

মাধব। তবে তোকে লাথি মেরে দূর করে দেবো।

মন্দা। ই্যাগো, বো মাহুয়, বিবি হয়ে হাওয়া খাবো কি? তুমি মায়, কাট, আমি,

কিছুতেই পারবো না ; তবে ঘরে রাজে
বিবির পোষাক পরতে বল, তা বরং
পারি ।

মাধব । কালই তবে বাপের বাড়ী যাস্ ।

মন্দা । তা যাব । (গমনোত্তত)

মাধব । কোথা যাস্ ?

মন্দা । আমার অতিথদের কুটনো কোটা
পড়ে র'য়েছে ।

[প্রস্থান ।

বাদব । হা—হা—হা—হা—ব্রাভো ব্রাভো !

মাধব । আমি দূর ক'রে দেব ।
(গমনোত্তত)

বাদব । দাঁড়িয়ে যা, দাঁড়িয়ে যা, আমি কি
করি, একবার দেখে যা ?

মাধব । আচ্ছা দেখি ।

বাদব । নিস্তারিণি ! এ দিকে আস ।

(নিস্তারিণীর প্রবেশ)

নিস্তা । ও মা ! বড়ঠাকুর রয়েছে, কি ক'রে
যাব ?

বাদব । আস বলছি !

মাধব । ব্রাভো ! ব্রাভো !

বাদব । আস ! আস !

মাধব । আমি কিছু বলছি নে, আমি থালি
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছি ।

বাদব । ষোম্টা খোল্ বলছি !

নিস্তা । আমি চল্লেম, আমার অতিথদের
পাতা খুতে হবে ।

[প্রস্থান ।

মাধব । ব্রাভো ! ব্রাভো !

বাদব । দাঁড়া, ঘুঘিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব ।

[প্রস্থান ।

মাধব । কাকাবাবু না থাকলে আজই পলা-
ধাকা দিয়ে বের ক'রে দিতোম ।

[প্রস্থান ।

(অন্নপূর্ণা, বিন্দুবৈষ্ণবী ও হলধরের প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা । ই্যা খোকা ঠাকুর-পো, চিরকাল
বাউঙুলোগরি ক'রে বেড়াবে ?

বিন্দু । কেন বৌঠাকুরণ, তোমার দেওর

বে সব বিত্তে শিখেছে ; তুবড়ীওয়াগী
দের সঙ্গে বাণ খেলে, আমার আইল,
মহ্ন দিতে আসে ; একটা বৈরাগীও
তোমাদের খিড়কীর পুকুরে ভোর
ক'রে রেখেছে, আমার বলোকিস্ ;
ক'রব ।

অন্ন । ইয়ারে তুই বাণ খেলিস্ ? হুঁ-
মুখো, ঐ ক'রে কোন্ দিন মরবি, তা
ঠিক নাই । লেখাপড়া শিখলিনে,
একটা কাজকর্ম কর, তা নইলে বেটা
ছেলে বাড়ীতে ব'সে থাকলে মেজাজ
খারাপ হয়ে যায় । ধর, মামা যদি
কিছু দিয়েই যায়, তাও তো রাখতে
পারবি নি ! আমি কতদিন বলেছি,
—জানাগো বৈষ্ণবদিদি, বাড়ীতে তো
ব'সে আছিস্, আমার অতিথ-সেবাটির
তদারক করিস্ ; দশজন কাদাল-গরিব
আসে, কি পায়, কি না পায়, একবার
দেখিস্ । কাকাবাবু কত বলেন, যদি
তীর কাছে গিয়ে ছ'দণ্ড বসে, তা হ'লেও
মানুষ হয় । ই্যাগা, অত বড় ছেলে
হ'ল, ও বয়সে লোক সংসারধর্ম করে,
দশজনকে প্রতিপালন করে, তা হতা-
ক্কেল ছোঁড়া এ কান দিয়ে শোনে, ও
কান দিয়ে কথা বেরিয়ে যায় ।

হল । বোদিদি, তুমি আর বলো না, আমার
ভারী আক্কেল জন্মেছে, তুমি ছোটমামা
বাবুকে জিজ্ঞাসা কর, আমি একটা কার-
বার করবো ।

অন্ন । কি কারবার করবি শুনি ?

হল । চেলের কারবার, এই পূর্ণিমা, না
হয় প্রতিপদের দিন চাল আনতে যাব ।
আকাল পড়েছে, চেলের ব্যবসা কর-
লেই ফেঁপে উঠব ; মামাবাবু কাল
হুপিণ কসে দেখিয়েছে, বিত্তর চাল
জন্মেছে ।

অন্ন । হুপিণ কসে দেখিয়েছে কি রে ?

হল । সে তুমি বুঝতে পারবে না, সে তুমি
বুঝতে পারবে না । সারেস না জান্লে
বোঝা যায় না ।

১। তা কোথা বাবি ?

২। চাঁদে। সেখানে এ বছর ভারী কলস হয়েছে।

৩। চাঁদ-সহর, কোথায় রে ?

৪। আকাশে চাঁদ ওঠে, দেখতে পাও কক ?

৫। বৈষ্ণব-দিদি, কালাধুখোর কথা শুনলে ?

৬। বিন্দু। বোদিদি, বে দাও, তা হ'লে মেজাজ ঠাণ্ডা হবে।

৭। হল। আচ্ছা, বিশ্বাস করছো না, বখন উঠনে টিপ টিপ ক'রে চেনের বস্ত্র কেলতে থাকবে, তখন টের পাবে।

৮। বিন্দু। থোকাবাবু, আমার নিয়ে বাবে গো ?

৯। হল। তুই হাউই চড়তে পারবি ?

১০। বিন্দু। হাউই কি গো ?

১১। হল। হাউইবাজী, হাউইবাজী, জানিস্ নে ? ছোটমামা-বাবু হাউই তৈয়ার করেছেন, মস্ত হাউই তৈয়ার করেছেন, হাউয়ের মুখে বসবো, ছোটমামা-বাবু পলতের মুখে আঙুন দেবে, আর সোঁ ক'রে গে চাঁদে উঠবো।

১২। বিন্দু। বৌঠাকরুণ, ছোটকর্তাবাবুর কথা-গুলো কেমন হয়েছে।

১৩। অন্ন। আমিও শুনেছি বৈষ্ণব-দিদি।

১৪। হল। শান্তে ব্যাটা এখন পারলে হয়। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে একটা পুতুর কেটে জল ছেঁচে রাখতে পারে, তবে তো। হাজার বিশ ত্রিশ ঘড়া চাঁদের আলো পুতুর বোঝাই ক'রে রাখতে হইবে। আমরা টেলিগ্রাফ করেছি, তারা সেখানে জালা বোঝাই ক'রে রেখেছে, আমি গিয়ে হড় হড় ক'রে ঢেলে দেব।

১৫। অন্ন। ই্যা থোকা ঠাকুর-পো, কাকাবাবু এ সব বলেন না কি ?

১৬। হল। তুমি মনে করছো মিছে কথা না কি ? বিজ্ঞান পড়,—বিজ্ঞান পড়। ছোট-মামা-বাবু আর আলো জ্বলাবেন না ; ছ'বোতল টুকোয়ের পমুনা টাউনসাহেবকে

কাছে পাঠিয়েছেন, লাটসাহেব লাইসেন্স দিলেই দেখবে, রাক্ষসের আর আলো জ্বলবে না, স্থিতির আলোর বাড়ী আলো হবে।

১৭। অন্ন। শুনছো বৈষ্ণব-দিদি, শান্তে বলে বে, বড় মা, ছোট কর্তা স্থিতির আলো ধুব-বার চেষ্টা করছে।

১৮। হল। বড় ঠাট্টার কথা হয়ে উঠলো মনে করেছে, না ? দাঁড়াও, আমার ঠেঁয়ে তুশিশি স্থিতির তাপ ধরা আছে। তুমি যে আমার হাতে ধাপ না, তা না হ'লে তোমায় সেই তাপের জ্বালে লাউ ছেঁচকী রেঁধে খাওয়াতাম।

১৯। অন্ন। ই্যা থোকা ঠাকুর-পো, কাকাবাবু কি মাথা ধারাপ হয়ে গেছে ?

২০। হল। বিজ্ঞান পড়,—বিজ্ঞান পড়। রেলের গাড়ী উঠে যাবে, আলোর চ'ড়ে লোক কাশী যাবে।

২১। বিন্দু। ই্যা বৌঠাকরুণ, তোমার কি কাজ নেই গো, এই আইবুড়ো কার্তিকের কথা শুনছো ?

২২। অন্ন। বৈষ্ণবদিদি, তুমি জান না, শুনতে পাই, কাকাবাবু অম্মনি বলেন। আমার মা ছিল না, বাপ ছিল না, ভাই ছিল না, ছ'বচ্চরের মেয়ে এ বাড়ীতে এসেছি ; কাকাবাবু কোলে ক'রে মানুষ করেছেন। আমার এই দশা হ'তে কাকাবাবু তিন দিন অন্ন মুখে নেন নাই। ভাইপোদের অন্ত প্রাণ, ভাইপোদের মুখ চেয়ে বে করেন নি ; আমি যদি কখনও বলতেম—ই্যাখা কাকাবাবু, বে কর না, তা বলতেন, আমার সোনার চাঁদ ছেলে-মেয়ে রয়েছে আর আমি বে করবো কেন ?

২৩। বিন্দু। বৌঠাকরুণ, তুমি অত ভাবছো কেন ? বিশ্বের জোরে বা বলছে, তা তো করছে। একদিনে কাশী বাওয়া সেকালে গল্প ছিল, তারের খবর, তার দিয়ে কথা শুনা, এও তো হলো, স্থিতির আলোর আতনী কাচ ধবলে টিকে ধরে। আমাদের রকি, ছোট-কর্তার কাছে শিখে শিখে দেত ; এক-

দিন জলে একটা কি কেলে দিলে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। রদি বলে, ছোটকর্তা দেবতা, দেবতাই বটে; তুমি ওর সঙ্গে ডেব না; কাকুর কথা শুনে যেন লুকিয়ে ওঘুপালা করে বোস না; কি হয় না হয়, আমরা মেয়েমানুষ কি জানি বল!

অন্ন। তুমি ভাই একটু দাঁড়াও, ঠাকুর-পোর খি-ভাতটা বামুন চড়িয়েছে, আমি একটু দেখে আসি। চাটুখ্যো ঠাকুরদাদা একজন গণককার আনবেন বোলে গেছেন, তাঁরা যদি আসেন, তুমি তাঁদের আসন পেতে বসিও, আমি এলেম বলে।

বিন্দু। বৌঠাকরুন! তোমাদের খেয়ে আমরা মানুষ, আমার একটা কথা শোন, বোড় হাত করে বলছি, চাটুখ্যো ঠাকুর আমার মাথার থাকুন, ওর কথা শুনে যেন হঠাৎ কিছু করে বসো না! আমি জানি, ও বামুন বড় মিথ্যে কথা কর।

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

হল। বিন্দি, তুমি চাটুখ্যোকে ঠিক চিনেচিস, ঐ চাটুখ্যো তোকে পাহারাওয়ারা ধরিয়ে দেবার চেষ্টার ফিরছে।

বিন্দু। তা তুমি ঠাট্টাই কর, আর বাই কর, ও সব পারে।

হল। ঠাট্টা করছি না, শোন না; এই আকাল পোড়েছে কি না, চারদিকে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে, চাটুখ্যো গিয়ে থানার জমাদারকে খবর দিয়েছে কি জানিস, যত চোরের আড্ডা তোর ঘরে। পুলিশ তো একে পায় আরে চায়, তারা তাকে তাকে ফিরছে ও একদিন একথানা গহনা তোর বাড়ীতে লুকিয়ে রেখে এসে তোকে ধরিয়ে দেবে। আমি কি জানুতেম, জমাদার আমার খুশে বলে।

বিন্দু। ও তা পারে।

হল। তুমি ওকে জব্ব করতে পারিস? এক ফিকির তোকে বলে দি শোন। আজ-কালের ভিত্তর ও তোকে কিছু বলবে,

তোর সঙ্গে ভাব না করলে ভোঁ মাকী পেঁধতে পারবে না; ও বা বলে, তাতেই তুমি রাজী হস; যে দিন ও তোর বাড়ী যেতে চাইবে, সে দিন তোর মেয়েকে নিয়ে আমাদের বাড়ী থাকিস; আমি আমাদের দরওয়ান টরওয়ান নে গে তোদের বাড়ী থাকবো, আর পেঁধলেই চোর বলে ধুবো।

বিন্দু। না খোকাবাবু, বামুনের নগ্নিতে পড়তে হবে।

হল। আ মব্ব মাগী, আমি নাকি পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছি, একটু জব্ব করে দেব, আর অমন কাজ না করে।

বিন্দু। বা বলেছ খোকাবাবু, একটু জব্ব করা উচিত। ও বলছিল কি জানি যে, মেজবাবু তোর মেয়ের সঙ্গে মরে, তোর মেয়ে যদি রাজী হয় তো আমীর হয়ে বাস। কি বলবো, বামুন, তা নইলে খেয়ে বিষ কেড়ে দিতেম। আমার কি সেই মেয়ে; ছোটকর্তা বলেছেন, ভাল বৈরিগীর ঘরের ছেলে পেলে বে দেবেন।

হল। দ্যাখ, ঠিক হয়েছে, তোকে আর কিছু করতে হবে না, আজ রদিতে আর তোতে এসে বৌ-দিদির ঘরে শুস। আমি আর কিছু করবো না, ওর চরিত্রটা পাঁচজনকে জানিয়ে দেব। কি রকম মানুষটা, এবার দশ জনে দেখুক।

বিন্দু। তুমি কি করবে?

হল। তা ছোটমামা-বাবু আমার শিথিরে দিয়েছেন, ধরে এনে ওর কাছে খাড়া করবো।

বিন্দু। অ্যা! ছোটকর্তা জানেন নাকি?

হল। আরে, তিনিই তো আমার শিথিরে দিলেন। হুপ, ঐ আসছে।

(গণককার ভট্টাচার্য্য ও সাতকড়ির প্রবেশ)

গণক। মশাই, বিবেক করুন, আমাদের পাঁচ পুরুষ এই জ্যোতিষের কাজ, গণনা বিজ্ঞা বিবেক করুন গে, আমাদের বাড়ীতেই আছে।

সাত। ভট্টাচার্য, আমি কি আর জানিনে,

আমার পরিচয় দিচ্ তুমি, তা নইলে
কি এ বাড়ীতে তোমার আনি। কি
ভায়া, এই যে, বুন্দে যে! একটা কথা
আছে, শুনে যেও।

গণক। বিবেক করুন গে, আমার পিতামহ
ঠাকুরের সঙ্গে গ্রহদেবতাদিগের দেখা
হতো।

হল। কি হনুমন্ত ভট্টাচার্য্য!

গণক। বিবেক করুন গে, কিরূপ আজ্ঞা
করছেন, আমার নাম গণপতি শর্মা।

হল। জানিস্ বিন্দি, এ ভট্টাচার্য্য মশাই
স্বস্ত্যয়নে অধিতীর।

গণক। তা বিবেক করুন গে, আপনার
কল্যাণে বিবেক করুন গে, তা সকলেই
অনুগ্রহ করেন, বিবেক করুন গে।

হল। তা আমি জানি—জানি; জানিস্
বিন্দি, উনি সে দিন এই মুখ্যদেবের
বাড়ীতে চণ্ডী পড়লেন, দুৰূপ না চণ্ডী
পড়তে পড়তে,—

গণক। তা বিবেক করুন গে, চণ্ডী যেখানে
পাঠ করবো, সে অব্যর্থ।

হল। তাই তো বলছি, চণ্ডীটিও পড়া
আর বড় ছেলেটিও মরা।

গণক। তা বিবেক করুন গে, মরণ-বাঁচ-
নের কথা কি কেউ বলতে পারে, বিবেক
করুন গে,—

হল। তা তো বটেই, ওঁরা বড় বংশ,
কথায় আছে,

“যথা করেন চণ্ডীপাঠ।

ভিটে বেচে বসান হাট ॥”

সাত। ভট্টাচার্য্য, কিছু মনে করো না,
আমাদের নাতি সুবাদ হয়, ছাঁটো
তামাসা করছে।

গণক। তা আর বুঝিনে, বিবেক করুন
গে, কোতুহলাক্রান্ত করছেন।
আমাদের সিদ্ধবংশ, তা কি উনি জানেন
না, থোকাবাবু কি না জানেন?

হল। হ্যা ভট্টাচার্য্য, শুনেছি নাকি অমাবস্তার
দিন তোমার বাপ মড়ার উপর বসুতেন,
মড়া খেতেন।

গণক। থোকাবাবু সবই জানেন, সবই
জানেন, তিনি শবসাধন করেছিলেন।

হল। আর জানিস্ বিন্দি, ওঁর বাপ মড়া চড়-
তেন, মড়া খেতেন, আর উনি শকুনি
চড়েন, শকুনি খান।

গণক। কোতুহলাক্রান্ত করছেন,—কোতু-
হলাক্রান্ত করছেন।

হল। বিন্দি, ওঁর বাড়ীতে একদিন প্রসাদ
পেতে যাবি? আমিও যাব,—ওঁর ব্রাহ্মণী
যে হাড়গিলের কোল আর শিয়াল চড়-
চড়ি রাখেন, তা তোরে আর কি বলবো।

(অন্নপূর্ণার পুনঃ প্রবেশ)

সাত। এই নেও দিদি, তোমার গণক ঠাকুর।
অন্ন। ঠাকুর দাদা, প্রণাম হই, গণককার
ঠাকুর, প্রণাম। বৈষ্ণবদিদি, আসন পেতে
দাও নি? গণককার ঠাকুর, বসুন, দাদা-
মশাই বসুন।

বিন্দু। বোঠাকরুণ, এ গণককারকে ডেকেছ
কেন?

অন্ন। এই থোকা ঠাকুর-পো! ঘুরে ঘুরে
বেড়ায়, তা শুনেছি যে, উনি পুণ্ডনকে
তুলনী দিলে বুদ্ধি ধীর হয়, তাই ওঁরে
ডাকিয়েছি।

বিন্দু। বোঠাকরুণ, দেখবেন, ও জোচ্চোর!
অন্ন। না না, তুমি জান না, উনি স্বস্ত্যয়ন
ক’রে বেড়ান।

সাত। বুন্দে, যাচ্ছ না কি? একটা কথা
ছিল, তা যাও, তোমার বাড়ী গিয়ে
বলবো এখন।

বিন্দু। না ঠাকুর, তোমায় আর আমার
বাড়ী যেতে হবে না।

[প্রস্থান।

অন্ন। ঠাকুরপো, একবার যাও তো, গণক-
ঠাকুরের সঙ্গে একটা কথা কইবো।

হল। গৌ—গৌ—গৌ, তবে রে ভট্টাচার্য্য,
তুই আমাকে তাড়াবি? আমি এমন
বেলগাছের ব্রহ্মদত্তি নই যে, তুই
আমায় তাড়াস, গৌ—গৌ—গৌ।

অন্ন। ও মা, কি সর্কনাশ! কি সর্কনাশ!

আহা, তাই বাছা আবল-তাবল বকে
গা।

গণক বিবেক করুন গে, জল আশুন, মা
জল আশুন, ইষ্টমন্ত্রটি জপেছি, আর
বক্তার হয়েছে।

অন্ন। এই জল নিন,—এই জল নিন, ওরে
ঠাণ্ডা করুন,—ওরে ঠাণ্ডা করুন।

গণক। দাঁড়ান, উঠে একটা মন্ত্র কানে বলি,
হলধর-বাবু, আধা আধি বথরা,—আধা
আধি বথরা।

হল। বেশ কথা। দেখি বাটা তুই কেমন
তাড়ান, এই আমি চুপ করে বস্লেম।

গণক। বলবি নি তো বাবি কোথা? তুই
কে?

হল। বলবো না,—গৌ—গৌ—গৌ।

গণক। বলবি নি, সরিষা-বাণের চোটে
বলবি, বল্ বলছি তুই কে?

হল। কৃষ্ণধন ঘোষাল, তোর ঠাকুরদাদা।

গণক। আঁ! আপনার এমন দশা হ'লো
কিসে?

হল। জানিস্ নে, গৌ—গৌ—গৌ।

হাড়ীর বাড়ী শোর চুরি করতে গেছেলম,
ঠেঁজিয়ে মেরেছিল; তোর বাপকে বলে-
ছিলেম, গরায় পিণ্ডি দিতে, তা দেয়নি,
তাই এদের বেলগাছে দশ বছর ব'সে
আছি—গৌ—গৌ—গৌ।

গণক। তবে রে, আবার মস্করামো, এই
তোর ঠাকুরদাদাগিরী বার করছি।

হল। তবে রে, আমার তাড়াবি?

(গণককারের ঘাড়ের কিল মারণ ও গণক-
কারের স্বন্ধে চড়ন ও সাতকড়ির পলায়ন)

গণক। ও বাপ্ রে, বাপ্ রে, এ বড় দস্তি
ভূত—গো দস্তি ভূত।

অন্ন। ও মা গো, ও মা গো!

[প্রস্থান।

গণক। ও হলধর-বাবু, নামুন,—মারা বাব,
মারা বাব!

হল। আমার একটা কাজ করতে পারবি?

গণক। যা বলবেন, তাই করবো—মা বল-

বেন, তাই করবো। মা আশুন, দেখুন
এসে, দুই উড়ান বাণে তাড়িয়েছি।

(অন্নপূর্ণা ও সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ)

অন্ন। হ্যাঁ গণকঠাকুর, ভাল হয়েছে তো?
ঠাকুর-পো ভাল হয়েছে,—ঠাকুর-পো
ভাল হয়েছে?

হল। বৌদিদি, আমি কোথায় ছিলেম?

গণক। এই নাও থোকাবাবু, এই বিশ্বপত্র
নাও, আর তোমায় কেউ স্পর্শাতে
পারবে না।

অন্ন। ঠাকুরদাদা, আমার ঘরে নিয়ে
থোকাঠাকুরপোকে শোরাও তো;
আর একজন বিকে ডেকে বাতাস
করতে বল; আমি গণককার ঠাকুরের
সঙ্গে একটি কথা করে যাচ্ছি।

হল। গাটা কেমন বিম্ বিম্ করছে।

[সাতকড়ির সহিত হলধরের প্রস্থান।

গণক। মা, এর অস্ত্রে ভাববেন না। বিবেক
করুন গে, আম কবচ পড়ে শরীর শুদ্ধ
করে দিয়েছি। বিবেক করুন গে, আর
কি এর কাছে আসে? বিবেক করুন
গে, আমি তেমন বামন নই।

অন্ন। গণককার ঠাকুর, কাকাবাবুর
মেজাজ কেমন খারাপ হয়েছে। ওঁর
বাচ-বিচার নাই, মড়া ষাটেন, মরা
ছেলে শিশি পুরে পুরে রাখেন। হ্যাঁগা,
আইবুড়ো মাহুদ, কিছু তো দৃষ্টি-কিষ্টি
লাগে নি?

গণক। বিবেক করুন গে, আমি শুণে
চাটুর্ঘ্যে বসেছি, কিন্তু বিবেক করুন
গে, ওঁর কাছে তো আমরা বেস্তে
পারিনে; তা বিবেক করুন গে, উনি
কবচও ধারণ করবেন না, তা বিবেক
করুন, আমি একটা দ্রব্য পাঠিয়ে দেব,
যদি কোন রকমে সোঁকাতে পারেন;
সামান্য দ্রব্য বা কোন সরবতে মিশিয়ে
খাওয়াতে পারেন, তা হ'লে দ্বার
বেখানে দৃষ্টি থাকুক, একেবারে জন্মের
মত ছুটে যাবে।

অর। না, আমি খাওয়াতে পারবো না,
আপনি একটা বেলপাতা গড়ে দিন।

গণক। না, বিবেক করুন, বেল-পাতায়
ব্রহ্মদৈতা ছাড়ে, শাঁকচূর্ণির দৃষ্টি কি
ছাড়ে?

অর। আচ্ছা, আজ আপনি আসুন, আমি
ঠাকুরপোদের সঙ্গে একটা পরামর্শ
ক'রে যা হয় করবো।

গণক। বেশ তো। বেশ তো,—আপনারা
পাঁচজনে বিবেক করুন—বিবেক করুন;
চাটুর্ঘ্যে, চন্দ্ৰম হে!

সাত। (নেপথ্যে) দাঁড়াও দাঁড়াও, কথা
আছে—কথা আছে।

গণক। আমি বাইরে আছি।

[প্রস্থান।

(চাটুর্ঘ্যে ও হলধরের পুনঃ প্রবেশ)

অর। খোকাঠাকুর-পো, একটু ভেতে পারলে
না?

হল। বড় পেট কন্ডাচ্ছে।

অর। দোরগোড়ায় শান্তকে দাঁড়াতে বল।

[প্রস্থান।

হল। শোন ঠাকুরনা, ও বিন্দি তোমার জন্ত
মরে। ওর বেশ দশটাকা আছে, সব
তোমার দিয়ে বাবে, বাড়ীখানা শুদ্ধ
তোমার নামে ক'রে দেবে; তবে
লোকলজ্জার কিছু বলতে পারে না।

সাত। ই্যা, তোমার সব মন্তরানো,—
তোমার সব মন্তরানো।

হল। বটে,—তবে না তোমার মনে আছে
কর।

সাত। বলি রকমখানা কি? রকমখানা কি?

হল। তুমি ঠাট্টাই মনে করছো; তবে আর
কি, আমি চন্দ্ৰম।

[প্রস্থান।

সাত। দাঁড়াও না হে—দাঁড়াও না;
আমিও যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্তাঙ্ক।

—০—

কালীবিষ্ণুর বৈজ্ঞানিক কার্যগৃহ।

কালীবিষ্ণুর ও রঙ্গিনী।

কালী। রঙ্গিনি! তুমি আর আমার কাছে
এস না, আমি তোমার প্রতিপালন
করেছি, এ কথা লোকে বুঝবে না, আমি
তোমার বে-খা দেব মনে করেছি।
ঐ চাটুর্ঘ্যে বলে, পাঁচ জনে পাঁচ
কথা কর। কাজ কি? তোমার ভেত্রে
ইচ্ছা হয়, আমি একজন বিজ্ঞানিক ক'রে
দেব, তিনি তোমার পড়াবেন। যে,
তিনি কোন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করবো,
পাঁচজনের সঙ্গে এসে দেখো। আর
তোমার, যদি কোন ইনস্ট্রুমেন্টের
প্রয়োজন হয়, লিখে পাঠিও, আমি
পাঠিয়ে দেব।

রঙ্গিনী। ছোটবাবু, আমি আসবো।

কালী। না, আর ভাল দেখাব না।
বুঝতে পাচ্ছ না, তুমি এখনও যুবতী;
একটা অপবাদ রটলে আর ভাল পাত্র
পাওয়া যাবে না।

রঙ্গিনী। আমি বে করবো না।

কালী। আচ্ছা, যদি কুমারী থেকে লেখা-
পড়া শিখতে যাও, আমি আপত্তি করি
না, কিন্তু বোঝ, সংসারে বিত্তর
প্রলোভন, মন হির রাখা অতি
কঠিন: তুমি কান্দছ কেন?

রঙ্গিনী। আর আমার আশার কাছে
আসতে দেবেন না!

কালী। পাগল, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি
তোমার কাছে রোজ এস। আমি
যখন খেতে বাধ, তোমার সঙ্গে কথা
কইবো, তোমার বে সন্দেহ হয়, তখন
জিজ্ঞাসা করো।

রঙ্গিনী। আমি আর আসবো না।

কালী। কেন বল দেখি, তোমার মনে কি
হ'ল? তুমি কি মনে করছো, তোমার
উপর আমি রাগ করেছি?

রজিণী। আপনি আমার ভাগ করলেন।
কালী। হি হি! তুমি এমন কথা মনে
করো না; তুমি আমার চকের উপর
নির্ভর ফলের মত ফুটেছ, তোমা গায়ে
কেউ দাগ দেবে, এ আমার অঙ্গ
হবে। তুমি কি এ কথা বুঝতে পার
না, তুমি তো জান, আমি তোমার
ভালবাসি।

রজিণী। অর্থাৎ কি বোঝেন না যে, আজ
ছ'ছর সন্ধ্যা হলোই কতক্ষণে আপ
নার কাছে পড়তে আসবো, কতক্ষণে
আপনাকে দেখবো, এই আমার চিন্তা;
যখন বাড়ী পাঠিয়ে দেন, আমার মনে
হয়, কারাগারে যাচ্ছি; রাত্রে শুয়ে
শুয়ে মনে করি, সূর্য্যদেব, শীত্র উদয় হয়,
দিন হ'লে আমি পড়তে যাব। আমি
চললুম, আর আসবো না।

[প্রস্থান।

কালী। রজিণী—রজিণী—রজিণী—সেই
বালিকাই আছে।

(হলধরের প্রবেশ)

হলধর। শুনলুম না কি, তুমি চাটুর্ঘ্যের
কাছে টাকা নিয়ে বাজার ক'রে এনেছ,
এ সব তোমার ভাল নয়, চাটুর্ঘ্যে দুর্জ্জন
হতে পারে, কিন্তু দুর্জ্জন দমন করবার
তুমি কে? আর তুমি দুর্জ্জন নও কেন?
চোরের টাকা চুরি করা কি চুরি
নয়?

হল। আজ্ঞা, আমি যা নিয়েছি, কিরিয়ে
দেব।

কালী। আমি কিরিয়ে দিয়েছি। তুমি
লেখাপড়া শেখ নি, তাতে আমি দুঃখিত
নই; তুমি লোকের উপকার ক'রে
বেড়াও শুনতে পাই, তাতে আমার
আনন্দের সীমা নাই। একটি কথা
আমার স্মরণ রাখ, পরোপকারী লোক-
মাজেই পরের অপকারীর উপর রাগ
ক'রে শাস্তি দেবার চেষ্টা পায়, এমন কি,
শাস্তি দেবার অস্ত্র কুকাড়ও করে,

যেমন তুমি করছ; কিন্তু তুমি নিশ্চিত
জেনো, যদি রাজাওের নিয়মের পরিবর্তন
হয়, তথাপি কুকাড় দ্বারা কখনও ফুল
ফলে না। প্রথমতঃ দুচিন্তা দ্বারা মন
কলুষিত হয়, দ্বিতীয়তঃ কুকাড়ের দ্বারা
ফুল ফলে, আজকার তোমার এই
কাড়ের যদি অপর কোন ফুল না ফলে
থাকে, অন্ততঃ তোমার চাকর শাস্তকে
শিখিয়েছে, কি ক'রে লোককে ঠকাত্তে
হয়। আজ থেকে মনে রেখো যে,
কারুর শাস্তি দেবার ভার তোমার উপর
নয়; তোমার দেখে লোক যেন কুশিক্ষা
না পায়, সুশিক্ষাই পায়। জেনে,
একজন বিশ্বস্ত শাসনকর্ত্তা আছেন,
তিনি সৎ, অসৎকার্য্য তাঁর অগ্রিয়।
যাও, দুজন ভিজিটার এসেছেন, হেথা
পাঠিয়ে দাও।

[হলধরের প্রস্থান।

(ডাক্তার গুই ও কুম্ভধন বাবুকে লইয়া
মাথবের প্রবেশ)

মাথব। ডাক্তার গুই, কুম্ভধন বাবু! মাই
অংকল বাবু কালীকিন্ধর ববু। (উভ-
য়ের সেকছাও ও উপদেশ)

ডাক্তার গুই। শুনতে পাই, আপনি কংগ্রেস-
বিরোধী, আপনাদের স্থায় বিজ্ঞ ব্যক্তির
এ বিরোধ উচিত নয়।

কালী। - আমি বিরোধী নই, আমি উদ্বেষ্ট
বৃত্তিতে পারি না।

কুম্ভ। আপনি হিউম সাহেবের লেকচার
পড়েন নি?

কালী। তাঁর মতের সহিত আমার ঐক্য
নাই। তিনি রাজাদের গোপনে অর্থ
দিয়ে কংগ্রেসের সাহায্য করিতে
বলেন।

ডাক্তার। প্রকাশ সাহায্যে গবর্নমেন্ট বিরূপ
হবেন।

কালী। আমি বুঝছি; আপনারা কি
বিবেচনা করেন, গবর্নমেন্টকে লুক্কনো
সহক? আর যদিও সহক হয়, যে কালে

গবর্ণমেণ্টের বিবেচন, সে কাজ গোপনে করা কখনও যুক্তিসিদ্ধ নয়।

কৃষ্ণ। আরে মশাই, সব লুটলে—লুটলে। কালী। সে লুট কি আপনি নিবারণ করবেন? নিশ্চিত জানবেন, ভারত-অধিকারে ইংলণ্ডের স্বার্থ আছে, সে স্বার্থ কি ত্যাগ করবেন? হিউম সাহেব যদি ভারতবর্ষের দুঃখে দুঃখিত হয়ে থাকেন, তিনি সমস্ত অবস্থা তাঁর স্বদেশীকে বোঝান। যিনি স্বার্থ লোকহিতকারী, তিনি এমনি সহস্র, তাঁর কার্য কখনই বিফল হয় না।

ডাক্তার। অ্যাজিটেসন আবশ্যিক, ভারতবাসীর অভাব, ভারতবাসীর রেপ্রেজেন্ট করা উচিত।

কালী। কি রেপ্রেজেন্ট করবেন?

কৃষ্ণ। আরে মশাই, বুঝছেন না, কোটি কোটি টাকা খাজনা উঠছে : আমাদের দেশ, সাংসেবেরা বিলাত থেকে এসে বড় বড় চাকরী নিয়ে সেই টাকা খাচ্ছে, কোটি কোটি টাকা ধৈর্যের ব্যয়ে যাচ্ছে, এই সকল টাকা কমাতে পাবলে ভারত ওভারট্যাক্স হয় না, ভারতে এত গরিব থাকে না।

ডাক্তার। আর দেখুন, কংগ্রেসে অল্প কিছু হ'ক না হ'ক, পোলিটিকেল ভাড়াভাব জন্মেছে।

কালী। আমার মতে ভারতের গিলিজস্ ইউনিটি ভিন্ন অপর কোন ইউনিটি হ'তে পারে না। আপনারা বলেছেন, পলিটিক্যাল ইউনিটি হয়েছে, আর রাজ্যশাসনের ব্যয় কমাতে চান, ভাল, যে ব্যয় কমান আপনাদের হাতে আছে, সেইটে আগে করুন। গ্রাম, পল্লী, সহর মোকদ্দমার উৎসন্ন যাচ্ছে, সব বড়লোক একত্র হয়েছেন, পঞ্চায়ত ক'রে মোকদ্দমার সর্বনাশ নিবারণ করুন; তাতে বিস্তর জজের মাইনে কমে যাবে, কোর্ট কি বেঁচে যাবে, কোমলীরা কাঁড়ী কাঁড়ী টাকা নিয়ে যাচ্ছে, সে

টাকা দেশে থাকবে। চরক বলেন, যে দেশে উকীল প্রধান, সে দেশ উৎসন্ন যায়। তাঁর মতে ব্যবহারজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি মারিভয়ের অন্ততম কারণ।

কৃষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন, আদালত তুলে দিতে চান।

কালী। মোড়ে মোড়ে মদের দোকান তুলে দিন। বড়লোক একত্র হয়েছেন, যে মদ খাবে, তাকে সামাজিক শাসন করুন, নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দান সাধারণকে শিক্ষা দিন। চক্ষের দিকে দেখছেন, দীনদরিদ্র প্রভৃতি ইংরাজী চালে চলে, আর অহুসারে ব্যয় করতে পারে না, তাতে যে কি সর্বনাশ হচ্ছে, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন। এমন কুটার নাই, যেখানে মদের বোতল, স্লিপ বোতাম, সাবান সংখুন নাই, যদি বড়লোক একত্র হয়ে থাকেন, সাধারণকে স্ননীতি শিক্ষা দিন, পরিমিতাচারী হ'তে বনুন, বিলাতে টাকা না পাঠিয়ে, সেই টাকায় দীন-দরিদ্রের সাহায্য করুন।

কৃষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন, সিভিলিজেসন্ তুলে দিতে চান।

কালী। না, আপনি আমার কথার মর্ম বুঝছেন না, আমি ইংরাজের অহুকরণের বিরোধী। ইংরাজের আচারব্যবহার ইংরাজের উপযোগী, ভারতের অহিতকর।

কৃষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন, ইংরাজ-বিরোধী হ'তে বলেন।

ডাক্তার। গুড্‌বাই, আমরা চল্লম।

কালী। আমি বা বল্লম, আপনারা কি অসঙ্গত বিবেচনা করেন?

ডাক্তার। ও নো, ও নো, গুড্‌বাই, গুড্‌বাই।

[ডাক্তার গু'ই ও কৃষ্ণন বন্ধুর প্রস্থান।

কালী। মাধব, এদের এনেছিল কেন?

মাধব। ওরা দেখা করতে চাইলেন।

কালী । আমার কথা সব পাগ্লামো মনে
করলে, না ?

মাধব । আজ্ঞে, না না ।

কালী । ওদের দলে মিশিস্ নে, বখাসাধা
পরের উপকার কর্বে এই ফেমিন্ হয়েচে,
গরীবের উপকার করবার সুযোগ সম্পূর্ণ
উপস্থিত । আর দেখ, আমি কাগজপত্র
দেখেছি, কতকগুলো অস্ত্রার করে বিঘর
নেওয়া হয়েছে, ও সব ভাল নয় । নাবা-
লক, বিধবা, দরিদ্র—সে সব ফিরিয়ে
দে ; যদি আমার সাক্ষী দিতে হয়, সত্য
বলতে হবে, ফিরিয়ে দে, আমার বখরা
থেকে যাবে, আমি লিখে দিচ্ছি ।

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক ।

—০—

অন্তঃপুর ।

অন্নপূর্ণা, ডাক্তার গুঁই ও মাধব ।

অন্ন । ডাক্তার সাহেব, তবে কি হবে ?

ডাক্তার । লিউক্লামিক এসাইলমে দেওয়া
ভিন্ন তো আমি কিছু উপায় দেখছি না ।

অন্ন । সে আবার কি ?

ডাক্তার । পাগলা-গারদ ।

অন্ন । ও মা, কি হবে ! না ঠাকুর-পো,
পাগলা গারদে পাঠাতে পারবো না ;
তুমি ঘরে রেখে চিকিৎসাপত্র কর ।

মাধব । তোমার যেমন মেরেমান্নের বুদ্ধি,
কোন দিন উলজ হয়ে নাচুন, নয়
ইংরেজে ধরে নিয়ে গে ফাঁসী দি'ক,
উনি পাগ্লামোর চোটে যে কি বলেন,
কি না বলেন, তার তো আর ঠিকানা
নাই । বলেন, “সাহেব ভাড়াবো, বিলাত
ভুবিয়ে দিব ।”

অন্ন । তবে ঠাকুর-পো, কি হবে ! আহা,
অমম মাদ্ধব, এমন হ'ল কেন পা !

মাধব । পাগ্লামাগারদ ভিন্ন উপায় নাই ।

তুমি বলছো, ঘরে রেখে চিকিৎসা
করবে, তা উনি ওষুধপত্র খাবেন কি ?

এই ডাক্তারে হুতিনবার স্নান করুতে
বলছে, তাই বার স্নান করুতে চান না,
এই সকালে চা খান, তা বৌদিদি, তুমি
এক দিন মিছরির সরবৎ খাওয়াও
দেখি ।

অন্ন । হ্যা, তা আমি অনেক ব'লে দেখেছি,
তিনি খেতে চান না, বলেন ঠাণ্ডা হবে ।
ডাক্তার । পাগলের লক্ষণই ঐ, ঠাণ্ডা
করুতে, স্নান করুতে নারাজ হয় ।

অন্ন । তা কিন্তু ও'র কক্ষের খাত, উনি কখনই
ঠাণ্ডা করুতে চান না ।

মাধব । বৌদিদি, তুমি ও'র হাতে হাতকড়ী,
পায়ে বেড়ী না দিয়ে বুদ্ধি ছাড়বে না ?

অন্ন । ঠাকুর-পো, বেজার হোয়ো না,—
বেজার হোয়ো না, আমি মেরেমান্ন
কি অত শত বুদ্ধি ?

মাধব । পাগ্লামাগারদে যেতে দেবে না,
ঘরেও চিকিৎসা করুতে পারবে না, তবে
উপায় ?

অন্ন । দেখ গো ঠাকুর-পো, গণককার ঠাকুর
আমায় একটি ভাখ দিয়েছেন ; উনি
খাবার আগে যে পোর্ট খান, তাতে
একটু দিয়ে সে খাওয়াতে বলে, আমি
ভয়ে খাওয়াতে পারি নি ।

মাধব । তাতে কি হবে ?

ডাক্তার । না, না, আপনি বোঝেন না, ও
হু একটা ওষুধ ওদের খুব ভাল আছে,
আপনি আনুন দেখি ।

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান ।

ওষুধের কথা নাটুখো আমার বলেছে,
সেই বোগাড় ক'রে দিয়েছে, “যা শক্ত
পরে পরে,” আমাদের উপর হুঁকি
আসবে না ।

(অন্নপূর্ণার পুনঃ প্রবেশ)

অন্ন । ডাক্তার সাহেব, এই দেখুন ।

ডাক্তার । ওষুধ ভাল হতে পারে, কিন্তু

আমার মতে পাগ্‌লা-গারদে দেওয়া উচিত; আপনাদের বা বিবেচনা হয় কবুবেন; আমার একটা আবুজন্ট কল আছে, আমি চলেম।

অন্ন। ডাক্তার সাহেব, আমি কি কবুবো বলে বান।

ডাক্তার। আমি তো বলেছি, এসাইল্‌য়ে পাঠান; আপনারা পরামর্শ করুন, আমি বিকালে আসছি।

[প্রস্থান।]

অন্ন। ঠাকুর-পো কি বল, খাইয়ে দেখবো কি?

মাধব। যদি পাগ্‌লা-গারদে না পাঠাতে চাও, তা হলে একটা উপায় কবুতে হবে তো।

অন্ন। যা থাকে অদৃষ্টে, আমি ওষু খাওয়াই, কি বল?

মাধব। আমিও ভাবছি। গারদে পাঠানোটা উচিত নয় বটে, সেখানে মার-ধর করে, পায়ে বেড়ো দেয়।

অন্ন। মারে! ও মা, তা আমি কখন পাঠাতে পারব না! অদৃষ্ট বা থাকে, আমি এই ওষু খাইয়ে দেখি।

মাধব। মেয়েমানুষ, কিছু বুঝবে না, শুনবে না, বা বোঝ কর।

প্রস্থান।

অন্ন। ও মা, পাগ্‌লা-গারদে পাঠাব না।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। মা! আমার ভাত হয়েছে?

অন্ন। বামুনঠাকুর, ভাত আনো ত গা।

কালী। আমার সে ওষুটা কোথা গা?

অন্ন। ও ঘরে তুলে রেখেছি, আনছি।

[প্রস্থান।]

কালী। প্রকারান্তরে এটা মিছে কথা হয়।

যদিচ ওষুদের জন্ত এটা ব্যবহার করি, পোটকে ওষু বলা ঠিক নয়।

(বোতল ও গেলাস হস্তে অন্নপূর্ণার

পন: প্রবেশ)

মা, এ কি আশ?

অন্ন। অ্যা! কই! কি! কি!

কালী। এ কি জ্ঞান, এ অনেকা জীবন রক্ষা করেছে, আর অনেক ঐ লিফা নাঠ করেছে। দেবাতা উঠেই এ পান করে। এ পোট, মদ। আমি ডাক্তারী প্রেসক্রিপশন্ মত ব্যবহার করি। কিন্তু মা! তোমার সঙ্গে আমার এই কথা, যে দিন এই দাগের বেশী ঢেলে খাব, সে দিন যেমন ছেলের হাত থেকে বিষ ফেলে দেয়, তেমন করে ফেলে দিও।

(পাচকের অন্ন-বাজন লইয়া প্রবেশ এবং বখা স্থানে রাখিয়া প্রস্থান ও কালী-

কিন্তু অস্থায়ী করিতে বসিয়া

পোট পান)

মা, কি কবুলে! সর্কনাশ কবুলে!

সর্কনাশ কবুলে! মেরে ফেললে!

বুঝেছি, বুঝেছি, তোমার পরামর্শ

দিয়েছে, তুমি বসুতে পারিনি। (পতন)

অন্ন। ও গো, কি হলো গো! কি সর্কনাশ কবুলেম!

কালী। মা, চৈটিও না, চৈটিও না, আমার

জ্ঞান থাকতে থাকতে লিখে দিই যে,

আমি আপনি খেয়েছি। না, মিছে হবে,

তুমি ওষু মনে করে দিয়েছ। শক্ত!

শক্ত! আমার মেয়েছে, তোমার

বাঁধবে! আন আন। ও: হোলি

এনার্জি। (মুচ্ছা)

অন্ন। ও গো, কি হলো গো! কি সর্ক-

নাশ কবুলুম গো! পতুহত্যা কবুলুম!

(বিন্দুর প্রবেশ)

বিন্দু। কি গো, কি গো?

অন্ন। ও বিন্দু! সর্কনাশ করছি! কাকা-

বাবুকে বিষ খাইয়েছি, কাকা-বাবু

মরেন।

(রঙ্গিনীর প্রবেশ)

রঙ্গিনী। না না ছোটবাবু, তুমি মরো না,

আমি কোথাও বাবো,—আমি কোথায়

দাঁড়াবো! ছোটবাবু, ছোটবাবু, ওঠো,

ছোটবাবু, ছোটবাবু।

কালী। উঃ উঃ—

বিশ্ব। আমি ডাক্তার আনতে পাঠাই।
তোমরা ধরাধরি করে খরে নিয়ে গিয়ে
তোলা ।

রঞ্জিণী। ছোটবাবু, ছোটবাবু, তুমি চোখ
চাপ, আমি তোমার কখনও মৃত্যুতে
দেবো না ! কখনও মৃত্যুতে দেবো না !
ছোটবাবু, ছোটবাবু তোমার পার
পড়ি, তুমি মরো না, আমি বড় কাঁদবো,
আমি তোমার না দেখতে পেলে
বাঁচবো না ।

কালী। উঃ ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম পর্ভাঙ্ক ।

কালীকিকরের বহির্কীর্টি :

যাদব, এটর্নি সিদ্ধেশ্বর বাস ও সাতকড়ি ।

সিদ্ধে। ইউ সো এ বল্ড ফ্রেট, আপনি
সাহস করুন, প্রথমতঃ একটা ক্রিমিনাল
কেস ইনিষ্টিউট করুন, আপনাদের
বোনের নামে আর আপনার দাদার
নামে অ্যাটেম্প্ট অ্যাট মার্ডার চার্জ,
এই চার্জের মশাই বলছেন, প্রমাণ
হবে যে, আপনার দাদা আর বো
দুজনে শলা করে আপনার খুড়োকে
বিব খাইয়েছেন। ক্রিমিনাল সমনস্
পেগেই জিব বেরিয়ে পড়বে ।

সাত। না উকীলবাবু, ও ফৌজদারীতে আর
কাজ নাই, আপনি সিভিল স্যুটে
যান ।

সিদ্ধে। কেন, এ ক্রিমিনালকেস, আপনি তো
প্রমাণ দিবেন যে, একজন গণককারের

কাছে বিব নিয়েছেন, সে বিব দুজনে
পরামর্শ করে খাইয়েছেন ।

সাত। আর দেখুন, সিদ্ধেশ্বর-বাবু, এই বাবু-
নের ছেগেকে এ বুড়ো-বয়সে আর
কৌজদারীতে টানাটানি করবেন না ;
ও আপনি দেওয়ানীই করুন। আপনি
এই দেওয়ানী কেসটা স্ক্রু করুন,
আপনাকে কত কেস দেব ।

সিদ্ধে। হঁ ।

সাত। কি বলেন ছোটবাবু, কৌজদারীতে
কি সুবিধা হবে ?

বাব। সিদ্ধেশ্বর বাবু, কৌজদারীতে কাজ
নেই, ধরের বোকে নিয়ে টানাটানি ।

সিদ্ধে। তা আপনি যেমন ইনিষ্টিউট করবেন ।

সাত। আর ফৌজদারী করুতে চান, তাও
হবে, ঐ যে তাজাপুত্র করা একথানা
জাল দালাল বার করেছেন, জালিয়াৎ
মোকদ্দমার কেসবো ।

সিদ্ধে। দেখুন, আমার মাথা থেকে ক্রিমি-
জাল স্যুটে বাচ্ছে না, ডক্টর ডি,
যিনি আপনার খুড়োর ঈমাকের কন্টে-
ন্টস্ আনালাইজ করেন, তাঁর ঠোঙ
কেসটা শুনেছি। আপনার ভাইয়ের
ইচ্ছা, আর পুলিশে সেইরূপ রিপোর্টও
করেছেন যে, প্রমাণ হয়, আপনার খুড়ো
আত্মহত্যা করুতে গিয়েছিলেন। কিন্তু
এই চার্জের মশাই সাক্ষ্য দিলেই সব
উল্টে বাবে। এই যে মিটার ডি।

(মিটার ডি ডক্টরের প্রবেশ)

বাব। শুভ মর্গিং ।

মিঃ ডি। হা ডুহু এই যে মিটার সিদ্ধেশ্বর
আছেন-এবার কংগ্রেসের কি করুছেন ?

সিদ্ধে। ওহে, সে পবে হবে, ইনি এখন
আমাকে এ্যাটর্নি এনগেজ করুছেন

মিঃ ডি। বেশ তো, বেশ তো, যাদব বাবু,
এমন উপযুক্ত লোক আর পাবেন না ।

সিদ্ধে। ইনি ক্রিমিন্যাল কেস করুতে চান
না ।

মিঃ ডি। সে কি ! এ ক্রিমিনালকেস অক পর-
জনিং। আপনার দাদা ডাক্তার খাইকে

দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে, আপনার খুড়ো আত্মহত্যা করতে বিষ খেয়েছেন।
পারেন ভাল, আমরা মেডিক্যাল মান।
আমরা উকীল নই, কিন্তু আমার যদি
সফিনা করা হয়, তা হলে আমি বলবো
যে, আপনাদের বোঠাকুরুণ আমার
কাছে কনফেস করেছেন, তিনি আপ-
নার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে বিষ
দিয়েছেন। আর অবস্থা বুঝুন না, যে
আত্মহত্যা করবে, সে ঘরে দোর দে
কোরবে, ভাত খেতে এসে পোর্টের
সঙ্গে বিষ খাবে কেন?

সাত। দেখুন, ও কথাটা ছেড়ে দিন, ও
নানান ছাড়াই,—নানান উৎপাত!
সিদ্ধে। আপনার ভয় কি? যদি এতে আপনি
জড়ান থাকেন, তা আপনাকে কুইন্স
এভিডেন্স করে দেব।

(টি, রে কোল্লুণীর প্রবেশ)

টি, রে। হ্যালো, আপনারা কি কংগ্রেস
ছেড়ে দিয়েছেন না কি? কিছু উত্তোষ
দেখতে পাচ্ছি, চেউ দেখে হাল ছেড়ে
দিলেন না কি?

সিদ্ধে। সে তো এখন দিন আছে, আপা-
ততঃ এই উপস্থিত মোকদ্দমার কি
বলেন?

টি, রে। আমি তো আপনাকে অপিনিয়ন
দিয়েছি যে, ক্রিমিনাল স্ট করুন।

মিঃ ডি। ভাটস্ ইট।

সিদ্ধে। ঐ শোনেন, সকলেই আপনাকে
এই এডভাইস করবে।

সাত। (স্বগত) ইস! ক্যাসাদে ফেললে।
নালা কেটে জল অনুসূম। আমিই তো
গণবের কাছ থেকে বিব এনে দিই।

(কালীকিরের প্রবেশ)

কালী। এঁরা কে?

সাত। ইনি কোল্লুণী সাহেব, ইনি উকীল
বাবু, ইনি ডাক্তার-সাহেব।

কালী। হঁ, উপযুক্ত ডাইপো! কোল্লুণী
সাহেব, উকীল বাবু, ডাক্তার-

সাহেব। চাটুখো মশাইও আছেন।
কাজ খুব শীগগির এগোচ্ছে,—খুব
শীগগির এগোচ্ছে; মাঠ হয়ে যাবে।—
মাঠ হয়ে যাবে। ঠিক ঠাট রেওয়া;
রেওয়ার মুহুরী বড় মজপুত।—বড় মজ
পুত। দাদা মরবার পর থেকে ঘর
জালান, গ্রাম লুট, নাবাগকী বিবর,
বিববার সম্পত্তি ঘরে আনা, কড়ার
গণ্ডায় হিসাব—রেওয়া মুহুরী বড়
মজপুত।—বড় মজপুত।

সাত। কাকামশাই, যান যান, ঘরে
যান।

কালী। ঘরে। না, না,—আজ মাঠে শোব,
মাঠে শোব, অভ্যাসটা চাই। অভ্যাসটা
চাই। আজ একঘণ্টা, কাল দুঘণ্টা,
ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করতে হবে, বড়-
বোকে খন্দডাক দেব, যায় সঙ্গে
যাবে।

টি, রে। (সাদবের প্রতি) ইনি কি
ক্র্যাকট?

কালী। কোল্লুণী সাহেব, কি বলছেন—
পাগল, পাগল, পাগলের হাটবাজার,
এই আমি পাগল, তুমি পাগল, ইনি
পাগল, দেখাও দেখি পাগল কেন?
তবে কেউ বরা পড়ে, আর কেউ পাঁচ
পাগলের সঙ্গে চলে যায়। চাটুখো,
চাটুখো, দিকতক বেঁচে থেকো,
এখনও বাজারায় বড় ঘর আট দশটা
আছে, সব মাঠ করে ফেল!—মাঠ করে
ফেল! ঘাস হোক, ছেলেরা ফুটবল
খেলুক, রাজনৈতিক সভা হয়ে দেশ-
হিতৈষীদের বক্তৃতা হোক।

টি, রে। ইনি কি আপনার কাকা? কই,
কংগ্রেসে তো এঁর নামে চান্দা দেখি
না?

কালী। কি! কি!

টি, রে। মশাই কংগ্রেসে চান্দা দেব না
কেন?

কালী। ওহো হো, বুঝেছি, বুঝেছি।
একতা! ভ্রাতৃত্ব। সেখ, সারেন,

মোগল, পাঠান, মারহাট্টা, তৈলদি,
ভোটা, খোটা, বোয়াই, মাজাজী,
বাঙালী, গলাগলি করে ভ্রাতৃত্বাব ;
উকীল, কোন্সুলী, প্রিডার, মোক্তার ;
ভ্রাতৃত্বাবের পাণ্ডা ।

টি, রে । আপনি কি বলেন, কংগ্রেস
ভাল না ?

কালী । ভাল নয়, এ কথা আমার মুখ দিয়ে
বেরূবে না । উকীল কোন্সুলী না কর্তা
হলে, ভ্রাতৃত্বাব না ঘরে ঘরে সেঁধলে
দেশটা মাঠ হবে কি করে ! ভ্রাতৃত্বাব !
ভ্রাতৃত্বাব !! উকীল, কোন্সুলী, প্রিডার,
মোক্তার ; মোক্তার কি হিসেব নিকেশ
মিটে ?

টি, রে । আপনি তো বড় নিরোঁধ ।

মি: ডি । মিষ্টার রে, কার সঙ্গে কথা
কচ্ছেন ?

টি, রে । মিষ্টার ডি, আপনি বলছেন উনি
পাগল ? ডুই । লিগেল প্রোফেসরের
উপর ভারি হেটে ডু ।

কালী । ভ্রাতৃত্বাব ! ভ্রাতৃত্বাব !

টি, রে । আপনি জানেন ? সাহেবেরা
দেশের সর্কনাশ করছে : আমাদের
দেশ, আমরা আজনা দিই, বড় বড়
চাকরী সব সাহেবেরা পাচ্ছে । ক্রোর
ক্রোর টাকা সৈন্তের জন্ত ব্যয় হচ্ছে ;
এ সব দাবতে হবে—দাবতে হবে,
তা নৈলে দেশ উচ্ছন্ন যাবে ।

যাদ । মিষ্টার রে, আপনি ওঁকে কি
বোঝাচ্ছেন ?

টি, রে । আপনি জানেন না, আপনাদের
একে বোঝান উচিত । পাগলামো
করতে হয়, অস্ত্র বিষয় নিয়ে করুন ।
দেশের লোক সব আহাঙ্গক, পাগলই
হোক আর যাই হোক, ওঁর কথা শুনে
বলবে কি জান — যে ঠিক কথা বলছে ।
আর পাগল হয়, পাগলা-পারদে দিন ।
আপনি জানেন, কোন্সুলীরা দেশের
মাথা ।

কালী । জানি ! জানি ! খুব জানি ! ছেলে-

বেলা থেকে জানি । এঁরা না থাকলে
বড় বাড়ী হতো না, ঘর হতো না ।
পরের বিষয় ঘরে আসতো মা, বর
জালান, গ্রাম লুঠ চলতো না, প্রজার
জমিদারে ঝগড়া বাধতো না, তাহে
ভায়ে কাটাকাটি হতো না । ভাইপোয়ে
বিষ খাওয়াত না । এরা নতুন সাহেব,
কালী সাহেব লাল সাহেব ভাল লাগে
না । সাহেবী কোট, সাহেবী হাট,
সাহেবী খাওয়া, সাহেবী চাল, সাহেবী
ছেলের বাপ, সাহেবী দেশে বাড়ী ;
সাহেব ধ্যান, সাহেব জ্ঞান, সাহেব মন,
সাহেবী প্রাণ, সব সাহেবী ; শুদ্ধ কালী
রংটুকু ঢাকতে পারেন নি ; এরা নতুন
সাহেব, পূজা খাবার জন্ত প্রচার হচ্ছেন ।
সব সাহেব চলে যাক, শুধু জঙ্গ সাহেব
থাকুক । গ্রামে গ্রামে হাইকোর্ট হোক,
মায় বাটার মোকদ্দমা হোক ; সুবিচার
হোক,—সুবিচার হোক ; ওঁরা বক্তৃতা
দিন, বাড়ী ঘর দোর বেচে ওঁদের পূজা
দাও । ভ্রাতৃত্বাব ! প্রেমভাব ! দেশের
উন্নতি হাতে দাও ।

টি, রে । একে লিউনেটিক এসাইল্‌মে
পাঠান না কেন ?

কালী । বলতে হবে না, বলতে হবে না ;
আপনার আগে পরামর্শদার ছিল, পরা-
মর্শ দিয়ে গেছে । আপনার আগে
উকীল এসেছে, ডাক্তার এসেছে, পাগল
সাব্যস্ত করেছে ; পরামর্শ দিয়েছে, বই
পড়ে মাথা খারাপ হয়েছে, ডাক্তারে
অপিনিয়ন দিয়েছে, উকীল কোন্সুলী
লড়াই করবে । যাতে বিচারে সাব্যস্ত
হয়, আমি পাগল । কেন জান ? আমার
উপযুক্ত ভাইপো জানে, আমি মিথ্যা
কথা কব না, চাটুর্ঘ্যে মশাই জানেন ।
আমি মিথ্যা কথা কব না : সত্য কথা
কই, ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস হয়েছে,
কি করবো বল । যখন আপনারা
আনাগোনা করছেন, মামলা বাধবেই,
আমি সত্য কথা বললে ভাই বঞ্চিত হবে

না, ভাজ বকিত হবে না। আমি পাগল হ'লে সব ল্যাঠা মিটে যায়; আমার অর্ধেক বথুরা শুদ্ধ হাতে এসে। পাছে কারকে দিয়ে যাই, পাছে অতিথিশালা ক'রে যাই, পাছে পিস্তুতো ভাই কিছু পায়, আমি ম'লে পরে সব আপদ চুকে যায়; তাই বিব দিয়েছিল,—তাই বিব দিয়েছিল, পাগলা-গারদের ভোয়াক্লা করে নাই। বুঝলে কোন্‌স্থলী সাহেব, আপনাদের উপরও মৎলববাজ আছে। দৈবি বেঁচে গেলুম,—বেঁচে গেলুম, কিন্তু কাজ হয়েছে, পাগল সাবাস্ত হয়েছে।

যাদ। চলুন চলুন মশাই, উনি একেবারেই উন্মাদ হয়েছেন।

কালী। উন্মাদ! উন্মাদ! উন্মাদ ভিন্ন এ সংসারে সত্য কথা কে বলতে চায়? মিথ্যা সাক্ষী দিতে কে নারাজ হয়? ব'রে লেখা আছে, সত্যকথা বলতে হয়; পরামর্শ দিতে হয়, সত্যকথা বলতে হয়; ছেলেদের শেখাতে হয়, সত্যকথা বলতে হয়; বড় হ'লে সত্যকথা বলতে নেই। বিষয়-কর্মে সত্যকথা বলতে নেই, পাগলে বলে—পাগলে বলে, বুঝলে?

[প্রস্থান।]

যাদ। চাটুর্ঘ্যে মশাই সঙ্গে যান,—সঙ্গে যান, ঘরে রেখে আসুন, নইলে আবার এখনি ফিরবেন।

[সাতকড়ির প্রস্থান।]

বৌ একেবারে বদ্ধ পাগল ক'রে ছেড়ে দিয়েছে। কথাটা কি জানেন মিটার রে, গঙ্গাধর মুখুর্ঘ্যের একটি তালুক ছিল, দেনার জালায় তিনি বাবাকে বিক্রী করেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা মামলা-মোকদ্দমা ক'রে তালুক ছাড়িয়ে নিতে আসে। কাঁকা মশারের ধারণা যে, তালুকটি ফাঁকি দিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভাগ্যিস উনি ব্যামোর পড়লেন, তা নৈলে মেজদাকে জেলে দিয়েছিলেন আর কি, কিন্তু সে এক

রকম হতো মন্দ নয়, “বা শত্রু পরে পরে।” কি বুঝতে কি বুঝলেন। ও'র ছেলে-বেলা থেকে বাইরের ছিট আছে।

সিদ্ধে। যাক, আপনি ক্রিমিভাল স্ট করুন, চাটুর্ঘ্যের কথা বিশ্বাস করবেন না, ও আপনার ভাইয়ের পক্ষ; আমার বোধ হচ্ছে, ও এতে জড়ান আছে। বলে মোকদ্দমায় ভাণ্ডি দিচ্ছে। লড়াই জেতা চাই; তোপের মুখে যে উড়ুক। বৌ জেলে যাক, চাটুর্ঘ্যেই জেলে যাক বা আপনার মেজ-দাদাই যান, তাতে আপনার কি? কার্গোদার চাই।

যাদ। তা যে রকম আপনারা এডভাইস দেবেন, সেই রকমই আমি করবো। ভাল কথা মনে, পাগলা শুনতে পাই নাকি একখানা উইল করেছে, তাতে নাকি যাদের যাদের বিষয় মোকদ্দমা ক'রে বেচে নেওয়া গিয়েছে, শুনতে পাই; ও'র সেয়ার থেকে কি সব দিয়ে যাবেন।

সিদ্ধে। উনি লিউনেটীক, ও'র আবার সেয়ার কি? সে সব কিছু ভাববেন না, শুড় ডে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

রক্ষ।

(কালীকিন্দর, শান্তিরাম ও বিন্দু)

কালী। বিন্দু, তোর মেয়ে কোথায়?

বিন্দু। বড় বৌঠাইরূপকে কীর্জন শোনাচ্ছে।

কালী। বেশ, তুই নাটক করতে পারবি? শান্তি। বল হ:।

বিন্দু। হ:—

কালী। আচ্ছা, ইংরেজী নাটক করবি, না বাঙ্গালা নাটক করবি বল?

শান্তি। ক ইঞ্জিরি, ক ইঞ্জিরি।

বিন্দু। ইঞ্জিরি।

কালী। তবে ওঠ, এই ঘড়াকির উপর ওঠ।

বিন্দু। আজ্ঞা আমি উঠতে পারবো না।

কালী। শান্তে, কাদে ক'রে তুলে দে।

শান্তি। আজ্ঞা, এই চাটুখ্যো মশাই আন-
তিছেন, উনি ঘড়াকার উঠবে অ্যানে।

কালী। বিন্দি, তবে কি তুই মেল পাট
আঠি করবি?

শান্তি। বল হঃ—বল হঃ।

বিন্দু। আজ্ঞে।

কালী। বেশ কথা, এই কোট পর।

বিন্দু। আজ্ঞে, ও আমি মেয়েমানুষ কি
পরতে পারি?

কালী। দাঁড়া দাঁড়া,—তুই টুপি পর।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। কি ছোটকর্তা!

কালী। এস, এই গাউন আছে, পর।

সাত। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আজ আবার এ
কি কচ্ছে?

শান্তি। চাটুখ্যো মশাই, পরেন পরেন,
নইলে কেমুড়ে দেবে, আজ বড়
খাপছে।

সাত। ছোটকর্তা, একটা কথা জিজ্ঞাসা
করতে এলুম, আপনার তো সে বেনা-
মীর কথা সব মনে আছে দেখতে
পাই।

কালী। তুমি গাউন পর, আমার পাগল
মনে করো না, আমি আগাগোড়া কথা
বলছি, আমি বেনামী কাগজখানি
লুকিয়ে রেখেছি, তোমার দেব, এই
গাউন পর।

শান্তি। পরেন পরেন।

কালী। পর, নৈলে কাগজ দিচ্ছি নি।

সাত। এ এক তামাসা। শান্তে, দে তো
পরিষে।

শান্তি। (গাউন পরাইয়া দেওন) ঘড়াকির
ওপরে ওঠেন।

কালী। না, না, সে অভিনয় নয়, এই
থলের ভিতরে সঁধোও।

সাত। ছোটকর্তা, আজ বড় রং করছো।
বিন্দু। হাঁ।

কালী। সঁধোও, তা নৈলে উপায় নাই!

আমার এই পরিবারের ঘরে সঁধিয়েছ,

আমি টের পেয়েছি, লাঠি হাতে ক'রে

দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে দোরে থাকা

দিচ্ছি, ঘরে এসে দেখলেই লাঠিরে মাথা

ভেঙ্গে দেব; তাই তুমি থলের ভিতর

লুকিয়েছ। লুকোও লুকোও, তা নইলে

লাঠিরে মাথা ভেঙ্গে দেব। এই দেখ,

আমি দোরে লাথি মারছি, লাঠি ঠুকছি,

আবার লাঠি ঠুকছি, এখনও ঘরে আসি

নি; তোমার থলের সঁধোবার সময়

আছে; তা নইলে উপায় নাই, আমার

মাথা ভাঙতে হবে, নৈলে নাটক

থাকবে না।

শান্তি। আরে সঁধেন সঁধেন।

(চাটুখ্যের থলের ভিতর প্রবেশ)

কালী। বিন্দি, এই চুপড়ীটা মাথার দিবে
দে, আর এই গুণটো ঢাকা দে।

(বিন্দু কর্তৃক তথাকরণ)

সাত। ওরে বাবা রে, গেলুম রে।

কালী। চুপ, এখনই কথা শুনে পেলেই

মাথা ভাঙবো, রেগে লাঠি ঠুকছি।

বুঝতে পাচ্ছ না, আমার পরিবারের

ঘরে সঁধিয়েছ। নে বিন্দি, দড়ী জড়া।

শান্তি। জড়া, জড়া।

কালী। (বলপূর্বক) এই এমনি ক'রে—

এমনি ক'রে বাঁধ। শোন বিন্দি, তোমার

পাট বুঝতে পেরেছিল?

শান্তি। বল হঃ।

বিন্দু। আজ্ঞে।

কালী। পেরেছিল, বেশ কথা। তুই

সতী, তোর সঙ্গে ইসেরা করেছিল, তুই

আমার বলে দিরেছিল, আমি তোরে

ঘরে ডাকতে বলেছি; আমাদের

হুঁজনে বড় আছে, বুঝেছিল্ ? ও ঘরে এসেছে, আমি লাঠি নিয়ে মারতে এসেছি। কমন, বুঝিলি ? “মেরি ওয়াইভস্ অফ ইউনসর”। সেজপিয়র, বুঝেছিল্ ?

শান্তি । বল্ হঃ ।

বিন্দু । আজ্ঞে ।

কালী । আমার ঠিক মনে পড়ছে না, আগে একে দীঘিতে ফেলে দেব, কি স্পিচ্ দেব ; শান্তে, তোর মনে আছে ? শান্তি । হঃ ।

কালী । তবে তোল, তুই এক দিকে ধর, আমি এক দিকে ধরি, তোল্ তোল্ । (তোলা) ।

সাত । উঃ ! বাবা রে, গেলুম রে !

কালী । তোমার চোঁচাবার যো নাই, এখন মারা যাবে ।

বিন্দু । ছোটকর্তা, ছোটকর্তা, বামুনকে ছেড়ে দিন,—বামুনকে ছেড়ে দিন ।

কালী । না প্রিয়ে, ছাড়বার যো নাই ।

সাত । ছেড়ে দেও, ছোটবাবু, ছেড়ে দাও ।

শান্তি । ছাড়েন, ছাড়েন, এই বিন্দি বড়াকার উঠবে আহান ।

কালী । না, রসভঙ্গ হবে,—রসভঙ্গ হবে, পুকুরে ফেলা ভিন্ন উপায় নাই ।

শান্তি । বিন্দি, বিন্দি, মেজ বাবুকে খবর দে, মেজ বাবুকে খবর দে ।

কালী । শান্তে, তোর মনে আছে, কি ছুটো একটা আছাড় দিতে হয় না ?

শান্তি । আজ্ঞা না কর্তা,—আজ্ঞা না কর্তা ।

কালী । দাঁড়া, আমি লাইব্রেরী থেকে বৈথানা দেখে আসি ।

[কালীকিররের প্রস্থান ।

শান্তি । হঃ হঃ, তাহেন যেয়ে, তাহেন যেয়ে ।

সাত । শান্তে, বাবা প্রাণটা বাঁচা ।

শান্তি । আরে পালাও ঠাকুর, পালাও ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

—*—

অন্তঃপুর ।

সাতকড়ি ও অন্নপূর্ণা ।

সাত । বড়-বোঁঠাকরণ ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, ছোটকর্তা খুন করবে ।

অন্ন । কি গো, কি হয়েছে ঠাকুরদাদা ? এ কি সং সেজেছ !

নে-কালী । প্রিয়ে প্রাণেশ্বর !

সাত । ঐ এলো ! ঐ এলো ! লাঠি হুকছে, ঐ লাঠি হুকছে ।

অন্ন । বাও বাও, ঘরের ভিতর সোঁধোও,—ঘরের ভিতর সোঁধোও ।

[সাতকড়ির গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান ।

(কালীকিররের প্রবেশ)

কালী । ঠিক মনে পড়েছে, পুকুরেই ফেলতে হবে । কে ও, বড় বোমা ! ঘরের ভেতর মানুষ লুকিয়েছ বাবা, ভাল কর নাই—ভাল কর নাই । তুমি আমার মা, মেয়ে, বো, বাটা, তোমায় জন্মেই বেঁচে আছি, তোমার কাছেই এসেছি, চল, বাপ-বোঁঠাতে বেরিয়ে বাই ; আজ না বাও, কাল যেতে হবে ; চল চিরে ভাগ হবে,—চল চিরে ভাগ হবে । আলোর আগোয় বেরিয়ে পড়া ভাল ।

অন্ন । কাকাবাবু, চল, ভাত খাবে চল ।

কালী । হঁ ! বুঝেছি, ঘরের ভিতর মানুষ লুকোন আছে, বড় ভাল কর নাই,—বড় ভাল কর নাই ; সাক্ষী আছে, সাক্ষী আছে, উকীল কোন্সুলী আনাগোনা করছে ; খোরাকী বন্ধ হবে,—খোরাকী বন্ধ হবে, এ বাড়ীতে ভাল ভাল সাক্ষী আছে !

(রঙ্গিনীর প্রবেশ)

বঙ্গি । ছোট বাবু, কি করছেন ?

কালী । হঁ ; কি করছি ? কেন করবো

না, অবশ্য কর্বো; বুঝতে পাচ্ছ না, আমি যে পাগল ! আমি প গ ল না হ'লে তোমাকে বলি ঘরে মানুষ আছে ? পাগল না হ'লে এমন ক'রে বেড়াই ? বুঝতে পাচ্ছ না, আমি পাগল ! আমি পাগল ! ওহো—হো—হো !

রঙ্গি । না ছোটবাবু, আপনি পাগল নন । কালী । নই, কে বললে তোমার ? সবাই বলে পাগল, আমি বলি পাগল ; পাগল নই কে বললে তোমার ? রঙ্গিণি ! তোমার কি বলেছিলুম, মনে আছে ? যেখানে দুর্জন থাকে, সে গ্রাম ত্যাগ করতে হয়, আমি বলেছিলুম, কথার বলেছিলুম, কাজে করি নাই, পাগল না তো কি, খুসী ।

রঙ্গি । না, ছোটবাবু, তুমি পাগল নও, তুমি পাগল হ'লে আমি কোথায় যাব ? আমি কার কাছে দাঁড়াব ? আমি কি ক'রে বাঁচবো ? আমি যে পাগল হ'ব ! ছোটবাবু, না,—তুমি পাগল নও ।

কালী । ইস, তোমার যে ভাবি জেদ, অত জেদ ভাল নয় ; মরছিলুম, তুমি মানা করলে, মলুম না, জোর ক'রে মলুম না ; তুমি কি জান না, ধুতুরার বীচি, তাতে আর্শেনিক দেওয়া । এতে কি মানুষ বাঁচে ? তবে তুমি আমার কাছে কি পড়েছ ? কি শিখেছ ? এতে কি মানুষ বাঁচে ? অজ্ঞান হয়েছিলাম ; দেখনি, বম লিতে এসেছিল, তুমি মরতে মানা করলে, একটু শুনতে পেলুম, বললুম, না,—মরবো না, তোমার অহরোধ রাখলুম ; একটা রাখলুম, ফি বার কেন ? কি গরজ ? পাগল হব না, পাগল হব না তো কি, তোমার কি, তুমি কে আমার যে, তোমার কথা শুনতে হবে ?

রঙ্গি । ছোটবাবু, ছোটবাবু, তুমি কি বলছো ? অমন কথা বোলো না, আমি তোমার কে ! এ কথা তুমি বললেও আমি বিশ্বাস করবো না, আমি তোমার

কে ! আমি যদি তোমার কেউ না হই, তা হ'লে সব শূন্য ! সংসার শূন্য ! জীবন শূন্য ! প্রাণ শূন্য ! মৃত্যু ! নরক ! অন্ধ-কার ! যন্ত্রণা ! আমি তোমার কে ! ছোটবাবু, এ কথা আর বলো না ।

কালী । চূপ, চূপ, চূপ ।

অন্ন । কাকাবাবু, কাকাবাবু !

কালী । বোমা, বোমা, পালিয়ে এস ; উকীল আসছে, ডাক্তার আসছে, কৌনসুলী আসছে, চাটুখো আসছে, চল চল, বেরিয়ে পড়ি, গ্রাম ত্যাগ করি, গঙ্গা পেরিয়ে যাই, অনেক দূর, অনেক দূর চ'লে যাই, চুপি চুপি রাতারাতি চ'লে যাই, কেউ না টের পায়, কোথায় যাচ্ছি । কে ও, রঙ্গিণি ! কাদছো ! কি করবো বল ! কাদতে পাচ্ছনি ! কাদতে পাচ্ছনি ! মাথার ভেতর জ্বাল দিয়েছে ! জ্বাল দিয়েছে ! মাথায় ঘি চড় চড় ক'রে ফুটছে ! কাদতে পাচ্ছি নি । কাদতে পাচ্ছি নি ।

রঙ্গি । ছোটবাবু, কে বললে আমি কাদছি ? আমার কি কাঁদবার সময় যে, আমি কাঁদবো ? যে দিন তুমি আমাকে আসতে বারণ করেছিলে, সে দিন বাড়ীতে কৈদেছি ! এখন কি আর আমার কাঁদাব সময় যে, আমি কাঁদবো ? তুমি আমার কথা শুনছো না —তুমি আমার কথা রাখছ না ; ছোট বাবু, তুমি বিষ কি বলছো ? তুমিই তো আমায় শিখিয়েছ, বিষ, অমৃত, মনের ভ্রম । তুমি যা বলেছ, তাই শিখেছি, শুধু কথায় নয়, কাজে শিখেছি ; তুমি দাও, কোথায় কি বিষ আছে, আমার দাও, আমি খাচ্ছি । তুমি যদি না মানা কর, মরবো না, পাগল হব না, তবে তুমি কেন অমন করছো ? তুমি ভাল হও ।

কালী । কেন, কেন, কি গরজ ; তোমার কথায় ভাল হব, বয়েই গেছে ।

[প্রস্থান ।

রদি। বড় বৌঠাকরুণ, আপনি ভাত বেড়ে
আনুন, আমি নিয়ে এসে খাওয়াছি।

[প্রস্থান।

সাত। (ঘর হইতে বাহির হইয়া) দাঁড়াও
দিদি! দাঁড়াও দিদি! আমি পালাই,
আমার দেখতে পেলেই খুন করবে—
আমার দেখতে পেলেই খুন করবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক।

—০—

বহির্লীলা।

কৃষ্ণন বসু, মাধব ও ডাক্তার গুঁই।

কৃষ্ণ। আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন, আপ-
নাদের বৌ সে সময় মনের দুঃখে বলে-
ছিলেন যে, আমি আপনি বিষ দিয়েছি,
আদালতে বলতে পারবেন না, সে বড়
শক্ত জায়গা। ছোটবাবু, আপনিই
ক্যাসাদে পড়বেন, ক্রিমিনাল কেস
বড় শক্ত ব্যাপার, হুদুক কাটে, প্রমাণ
না হ'লে ওকেই জেলে যেতে হবে।

মাধ। আর যদি প্রমাণ হয়?

কৃষ্ণ। আপনার কথা কেমন জানেন, যদি
আকাশ ভেঙ্গে পড়ে; কি ক'রে প্রমাণ
হবে? যদি চাটুর্ঘ্যে গণককারের কাছ
থেকেই এনে থাকে, তা হ'লে প্রেসি-
কিউসনের তরফ গণককার সাক্ষী দেবে,
না চাটুর্ঘ্যে সাক্ষী দেবে? সাক্ষী দিয়ে
কি তারা জেলে যাবে?

মাধ। বৌ কখন মিছে কথা কইবে না।

কৃষ্ণ। ননসেন্স, আমি ঢের সত্যবাদী
দেখেছি, আপনি জানেন না; অনেকে
খানার গে বলে, আমি খুন করেছি,
আদালতে গে অস্বীকার করে। আপ-
নাদের বউও তাই করবেন।

ডাক্তার। আর যদি তিনিই বলেন যে,
আমি বিষ দিয়েছি, তা আপনার কি?
মাধ। বৌ যদি সব ঠিকঠাক বলে, তা হলেই

তো আমার হাতে হাতকড়ী, পারে
বেড়ী, বৌ আমার ওষুধ দেখিয়েছিল,
আপনাকেও দেখিয়েছিল।

ডাক্তার। আমি তো পাগলাগারদে দিতে
বলেছিলেম, আপনিও তো বলেছিলেন,
আমার স্বরণ আছে, অবিশ্রি আমি চ'লে
এলে আপনি কি বলেছিলেন, তা আমি
জানি নে।

কৃষ্ণ। বৌ আপনাদের কথার অবাধ্য হ'লে,
বোধ করি, আপনি রাগ ক'রে ব'লে
থাকবেন যে, —তোমরা যা জান কর,
আমি তোমাদের কথার নাই।

মাধ। আর আমি যে চাটুর্ঘ্যকে ব'লে ওষুধ
আনিরেছিলাম!

কৃষ্ণ। কখনই আনান নাই; যে সাক্ষীর
মুখে প্রমাণ নয়, আইনমতে তাকে
প্রমাণ ব'লে গ্রাহ্য করা যেতে পারে?

সে কথা কখনই ঠিক নয়। হয় তো
চাটুর্ঘ্যে বিজ্ঞ লোক, আপনাদের ক্যামি-
লির ক্রেণ্ড, ওষুধের বিষয় চাটুর্ঘ্যের সঙ্গে
কন্সল্ট ক'রে থাকবেন; সে যে বিষ
এনে আপনাদের বৌকে দেবে, তা তো

আপনি জানেন না? আপনি জানেন,
—আর চাটুর্ঘ্যে, সে ভদ্রলোক, সে এ

কাজ করবে কেন? হয় তো আপনার
ভাই, না হয় হলধর, না হয় শান্তে চাকর

এরা বিষ এনে দিয়েছে, আপনার
খুড়েকে পাগল করবার আপনার কোন

মোটিভ নাই, বরঞ্চ ঠিক বিপরীত।
আপনার খুড়ো সজ্ঞানে থাকলে সাক্ষী

দিতে পারতেন যে, আপনার বাপ,
আপনার ভাইকে যে দলিলে তাজাপুত্র

করেছেন, সে দলিল আপনার বাপের
লেখা।

মাধ। তা সে দলিল কই?

কৃষ্ণ। চাটুর্ঘ্যকে বলুন; চাটুর্ঘ্যকে বলুন;
যদি না কে, একটি জীলোক আছে,

আপনার খুড়োর চাবী তার মেডেই থাকে, সেই বার ক'রে দেবে !

মাধ। আর সে দলিল নেই ত, থাকে যদি, রঙ্গিনী কখনও বার ক'রে দেবে না।

কৃষ্ণ। আমি তো বলেছি, মোকদ্দমা করা তোমার কাজ নয়; থাকুক, না থাকুক, সে অবিশ্রুতি বার ক'রে দেবে। সে সাক্ষী দেবে যে, আমি বার ক'রে দিয়েছি। কেমন, বৈষ্ণবীর মেয়ে এ কাজ করবে না? ননুসঙ্গ, চাটুর্ঘ্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন, চাটুর্ঘ্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন, আপনার খুড়োর চাকরের নাম কি? শাস্তে না কি, তাকে দিয়ে রঙ্গিনীকে একদিন বাগানে নিয়ে যান, কি আপনার ঐ হলধর ভাইটেকে, শুনতে পাই, তার সঙ্গে রঙ্গির আলাপ আছে, যেমন ক'রে হয়, কাজ আদার ক'রে নিন।

মাধ। মশাই বোঝেন না, এক চাটুর্ঘ্য যদি পারে, ওরা এ সব কাজ করতে চাইবে না।

কৃষ্ণ। ইস! আপনি যে সত্যযুগ ক'রে তুললেন,—আপনার বৌ মিছে কথা কইবে না, রঙ্গি দলীল দেবে না, শাস্তে বাগানে নিয়ে যাবে না, হলধর রঙ্গিকে ভোলাবে না, এ সব কথা নভেল-নাটকে চলে। সত্য কথা কইতে হয়, সংপথে চলতে হয়, এ সব কথা স্থলের ছেলেদের পড়বার; জ্ঞান হ'লে সকাই জানে, ও কথার কথা। বুথে বলে, বেড়াতে হয় বটে,—কাজের সময় রাজা যুধিষ্ঠিরও মিথ্যাকথা কন। চাটুর্ঘ্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন,—চাটুর্ঘ্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

মাধ। মশাই, ও বড় শক্ত কথা।

কৃষ্ণ। শক্ত হয়, আমি কি করবো, কিন্তু আমার মতো হচ্ছে, নথিং ইজ্ ইম্পসিবল্ অণ্ডার দি সন্, সূর্য্যের নীচে কিছুই অসম্ভব নয়।

মাধ। আপনি টাকা দিয়ে বল করতে বলছেন?

কৃষ্ণ। আমি কিছুই বলছি না,—কিছুই

বলছি না, আমরা প্রোফেসনল ম্যান, যেমন ইন্ট্রাক্ট করবেন, তেমনি কাজ করবো, দলিল না বেরোয়, রঙ্গি না সাক্ষী দেয়, অস্ত্র কোন সাক্ষী না পান, মোকদ্দমা হারবেন, মোকদ্দমা জানবেন, জোঁগাড়, আর কিছু নয়! চাটুর্ঘ্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন—চাটুর্ঘ্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন; শুভ ডে।

ডাক্তার। মাধববাবু, শুভ ডে—আমিও চলুম, আমার একটা এডভাইস শুনুন, মোকদ্দমার যোগাড় হচ্ছে টাকা।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম গভীর্ক ।

বিন্দুর বাটীর সম্মুখ।

হলধর।

হল। দিই দু'ব্যাটাকে চোব ব'লে বাঁধিয়ে, কতকটা গায়ের ঝাল মিটুক, আমাদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। বামুন, গণককার আবার বামুন! “চন্দ্রকারজ ঘৌ পুত্রৌ গণকৌ বাস্তকারকঃ।” মুচি বরং ভাল,—মুচিতে গরু মারে, এ ব্যাটা মাহুব মারে। আর চাটুর্ঘ্য যদি বামুন হয়, তা হ'লে বামুনবংশ নির্বংশ হওয়াই ভাল। খুনে, জোঁচোয়, বাটপাড়, দাগাবাজ, লোচ্ছা, ভেড়ুয়া—ব্রহ্মগ্যদেব বাবা ব'লে ছেড়ে পালিয়েছেন।

(গণককার ভট্টাচার্য্যর প্রবেশ)

গণ। তা! বিবেক করুন, আমরা এঁদের এই ব্যবসায়, সকলের তে কৌশল-প্রণয় ক'রে চলতে হ'ল, কারু সঙ্গে তো আকুলতা করতে পারি নে। বিবেক করুন গে; কালীপুরের মুনসীদের বাড়ী স্বস্ত্যয়নের অহুরোধ করুলে, তাই সকল ক'রে একরূপ চণ্ডী পড়ে এলুম।

হল। অ'্যা! মুনসীদেব বাড়ী চণ্ডী পড়েছ! চূপ-চূপ, কারকে বলো না, ওরা যে মুচি!

গণ। অ'্যা! মুচি, তা বিবেক করুন গে, চাটুখোই এই কাজ ঘটালে!

হল। আমি তো তোমার বলেছি, ও তোমার ধনে-প্রাণে মারবার চেষ্টা করবে। সে দিন ছিরে কামারকে . তোমার বাসা দেখিয়ে দিয়েছিল, ঘরে সিঁধ দেবে, আর এই জাত মারবার জোগাড় করেছে।

গণ। তা বিবেক করুন গে—সেইরূপই তো দেখছি।

হল। তা আজ শোধ দাও। যাও, ঐ বাড়ীর ভেতর দোরে খিল দিয়ে ওপরে গে ওঠো, ঐ তোমারই কাপড়খানা ঘোমটা দিয়ে পোরো; ও যেই আসবে, আমি যেমনটি বলেছি, তাই করবে।

গণ। এ যে বিন্দি বৈষ্ণবীর বাড়ী, পরের বাড়ী কি ক'রে সঁধুব?

হল। তোমার ভয় নাই,—ভয় নাই! তারা আজ আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গেছে, আজ রাত্রে আর কি হবে না, আমার ঠেঙে চাবী দে, এই বাড়ীতে শুতে বলেছে।

গণ। বিবেক করুন গে, তা দড়ী-টড়ি সব ঠিক আছে?

হল। ওপরের ঘরে সব ঠিক ক'রে রেখেছি।

গণ। বিবেক করুন গে, তবে আমি প্রত্যা-গমন করছি।

(বাড়ীর ভিতর যাইয়া দরজা বন্ধ করণ)

হল। (স্বপ্নত) এখনও আসছে না বে? রত্নির ঠেঙে চাবীর খোলো ভুলিয়ে এনেছি, যদি বিন্দি বেটা টের পায়, তা হ'লে এখনি রায়বাঘিনীর মত ছুটে আসবে।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। কি দাদা, কি দাদা, সব ঠিক তো?

হল। সব ঠিক। দম্ কেটে মবুছে, ছটকট করছে, এই দেখ, এই কলটাকার নোট-খানা আমার দ্বিগে তোমার ডাক্তে পাঠাচ্ছিল।

সাত। তা বাড়ীতে দোর দেওয়া যে, বাব কি ক'রে বল?

হল। দেখ না মজা, ঝুড়ি ঝুলিয়ে দেবে এখন, যেন আরবা উপভাস।

সাত। অ'্যা! ঝুড়ি ক'রে তুলবে! ভায়া, আমি ঝুড়িতে উঠতে পারবো না,—মেয়েমানুষ, যদি টেনে না তুলতে পারে!

হল। তুলতে পারবে না! ফলের যতন তুলবে। ও ছেলেবেলা কুস্তি করতো, আজও সকাল বিকেল ২৫।৩০টে ডন্ ফেলে। দাদা, ওঠো ওঠো, নীগুগির ওঠো, ঝুড়ি সাঞ্জিয়েছে, দেখ, যেন বাসরঘর!

সাত। আচ্ছা ভাই, তবে তাই উঠি, আর কি করবো?

(গণক কর্তৃক উপর হইতে ঝুড়ি ঝোলাইয়া দেওন, চাটুখোয় ঝুড়িতে উপবেশন ও ঝুড়ির উত্থান হইয়া অর্ধপথে অবস্থান)

ও বৃন্দে, তোল তোল—

গণ। বৃন্দে তোর বাবা রে শালা! বিবেক করুন গে, আমার ঘরে সিঁধ দেওয়াবে, আমি কি আর ছিরে কামারকে চিনি নি, আমার বাড়ী দেখিয়ে দাও?

সাত। আরে সর্বনাশ হবে, এখনি ধরা পড়ে যাব! তোল, তোল, ঐ কে আসছে।

(বিন্দুর প্রবেশ)

বিন্দু। ধোকাবাব, তুমি রত্নির ঠেঙে বাক্স খোলবার নাম ক'রে চাবীর খোলো ভুলিয়ে এনেছ কেন গা? ও তামাসা ভাল লাগে না।

হল। আ মবু, ভাল করতে গেলেম, মন্দ হলো। তোর ঘরে চোর সঁধিয়েছে.

তাই সন্ধান পেয়ে ধরতে এসেছি, ঐ দেখ, দোরে খিল দিয়ে ওপরে গিয়ে উঠেছে।

বিন্দু। (দেখিয়া) ও মা, সত্যি ত! ও মা, কি হবে, চোর—চোর।

সাত। বন্ধে, বন্ধে, চোঁচোঁচি করো না,—চোঁচোঁচি করো না, আমিই ঝুলছি।

বিন্দু। ও মা, এ কে? চাটুখো ঠাকুর?

সাত। ঝুলতে হয়েছে, আর ঝুলছে কেন?

সাত। ঝুলতে হয়েছে, আর ঝুলছে কেন? ভট্টাচার্য ঝুলিয়েছে।

বিন্দু। ঐ যে গো, ঘরের ভেতর আবার কে ঢুকেছে?

গণ। বন্ধে, বিবেক করুন গে, আমিই আছি।

হল। ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য, দড়ী ছেড়ে দিয়ে দোর খুলে বেরিয়ে পড়, পাহারাওয়ালার হস্তা বেরিয়েছে।

গণ। আ! বলেন কি! বিবেক করুন গে, দড়ী ছাড়ুন। (দড়ী ছাড়িয়া দেওন, সাতকড়ির ঝড়ি সহিত পতন।)

সাত। বাবা! ও বন্ধে, তোমার সঙ্গে হাঙগোড় ভাঙ্গা পীরিত করুন।

বিন্দু। তবে রে মুখপোড়া বামন, তুমি পীরিত করতে এসেছিলে? ছিঃ ছিঃ! ঘোঁরা কণা—ঘোঁরা কণা, তোমার গলায় দড়ী জোটে না ঠাকুর?

সাত। এই যে বন্ধে, এই যে দড়ী ছুটেছে।

বিন্দু। তবে ঐ দড়ী গলায় দিয়ে ঝোলো। আমি তিনকেলে মাগী, আর তুমি তিনকেলে মিন্বে, তুমি আমার সঙ্গে পীরিত করতে এসেছ?

সাত। পীরিতের আর বাকী কি বন্ধে? পীরিতের আর বাকী কি? ঝুলনযাত্রা পর্যন্ত হয়ে গেল।

(প্রতিবাসিগণের প্রবেশ)

১ম প্র। কি রে, কি রে বন্ধে, চোর চোর করছিল কেন?

বিন্দু। আমার মনচোর এই ডাক্তার বামন বলে কি না—আমার সঙ্গে পীরিত

করতে এসেছে। আর বাড়ীর ভেতর ঐ মুখপোড়া গণককার খিল দিয়েছে।

গণ। আজ্ঞা, বিবেক করুন গে—এই খিল খুলে বেরুন।

১ম প্র। তুই কে?

গণ। বিবেক করুন গে, ছিলেম গণককার ভট্টাচার্য, এক্ষণে বন্ধে, ঐ চাটুখোর প্রেমে মগ্ন হয়েছি।

বিন্দু। কি বলবো তোরা বামন, মৈলে খেত্রে বিষ ঝড়ে দিতুম।

গণ। তা বিবেক করুন গে বন্ধে, যখন ধরা পড়েছি, তখন বাবুর্চি তা করতে এখন।

২য় প্র। হলধর বাবু, এ সব কি?

হল। আজ্ঞা, চাটুখো মশাই রোজ রোজ একজন পীরিতের মানুষ চান, তা কাকে পাই বলুন? তাই এই ভট্টাচার্যকে জুটিয়েছি।

গণ। তা ভালই করেছেন, এখন বিবেক করুন গে, গৃহে প্রত্যাগমন করি।

২য় প্রতি। চাটুখো মশাই, কি এ?

সাত। আব কি, প্রেমে হাঙগোড় ভেঙ্গে এই বিছুটার ঝড়ীর বাসরে বসে, এখন গা চুলকোচ্ছি।

বিন্দু। ছিঃ খোকাবাবু, তোমার ছেলেমানুষি গেল না? ওঠো ঠাকুর,—ওঠো, বাড়ী যাও।

সাত। বাবার যা কি বন্ধে, প্রেমে অরজর, ওঠবার শক্তি আর নাই। ঝুলনযাত্রা পতনযাত্রা হয়ে এখন ত্রিতক হয়েছি।

হল। এস ঠাকুরদা, এস, তোমার বাড়ী রেখে আসি।

সাত। না দাদা, তুমি ঘরে যাও, আমি হামাগুড়ি দিয়ে যাবি।

গণ। বিবেক করুন গে, আমিও শুভ করি?

১ম প্র। বিন্দু, বুঝতে পাচ্ছ না, এ পীরিত-ফিরিত নয়, চুরী করতেই এসেছিল; চুরীর দাবী দিয়ে পুলিশে দাও।

হল। বিন্দু, পাহারাওয়ালারা ডেকে আনি, কি বলি?

২য় প্র। আ ছিঃ! হলধর বাবু ছিঃ! ও কি বল্ছো?

৩য় প্র। আরে মশাই, বোঝেন না, এই গনককার বাটা সে দিন আমার ভয়ানক ঠেঙে হোম করার নাম করে পাঁচটা টাকা ঠকিয়ে এনেছে। আর ওঁর গুণের কথা কি বল্বে। খালি কার ঘর ভাঙবেন, কার বৌ-ঝি বার করবেন, এই চেষ্টাতেই কিরুছেন; ও পুলিশে দেওয়াই উচিত।

(রক্তিগীর প্রবেশ)

রক্তি। হলধর বাবু, আমার শান্তিরাম বল্লে, তুমি কেন চাবী এনেছ, এই কি খেলার সময়?

হল। খেলা নয় রক্তিগি।—খেলা নয়, এই ছ'বাটা খুনেকে বাঁধিয়ে দিই।

রক্তি। সে কি! মিথ্যা অপবাদ দিয়ে? ছোটবাবুর কথা হলেন কোরো না, তা হ'লে বিপদে পড়বে। ছোটবাবু দেবতা, তা কি তুমি জান না? ছোটবাবু তোমার বার বার উপদেশ দিয়েছেন যে, “তুমি কারুর সাজা দেবার কর্তা নও।” তুমি চোর ব'লে বাঁধিয়ে দিতে চাচ্ছ, কিন্তু আদালতে প্রমাণ হবে না যে, তুমি আমার ঠেঙে ভুলিয়ে চাবীর খোলো এনে এই কাজ করেছ? আমি কখনও মিথ্যা বল্বে না, ছোটবাবুর ঠেঙে শুনেছি, মিথ্যা বল্তে নেই। বিনা অপরাধে কেউ সাজা পাবে, এ আমি কখনও দেখ্বে না। ছোটবাবুর মানা,—ছোটবাবু আমার ইষ্ট, আমি তাঁর কথা কখনও ত্বেল্বে না, তুমি যদি বাঁধিয়ে লাও, আমি আদালতে গে সত্য ব'লে খালাস কর্বে।

হল। রক্তিগি, রক্তিগি, তুমি কি জান না, এরাই সর্বনাশ করেছে?

রক্তি। আমি জানিনে? সব জানি। কিন্তু এ কি?

হল। তুমি সব কথা জান না, শোন নি,

আরও কি সর্বনাশের চেষ্টা কিরুছে, তা তুমি জান না?

রক্তি। কি, আমি জানি না! বৌঠাকরুণ, যিনি আমার মুখ থেকে খাউয়ে মাহুয করেছেন, যিনি আমার নীচতাতি বলে ঘৃণা না করে বুকে করে নিয়ে মাহুয করেছেন, যিনি আমার মার অপেক্ষাও বড়, তাঁর বিপদের কথা আমি জানি না? ছোটবাবুর বিপদের কথা জানি না, এ কি কথা বল্ছো? ভাল, আমি জানি আর না জানি, তুমি জেনেছ ত? তুমি জেনে কি উপায় কর্ছো?

হল। কি কর্বে, এ বিপদ সাগর, আমি কি কর্বে?

রক্তি। তুমি কি কর্বে? আশ্চর্য্য! এ তোমার উপযুক্ত কথা নয়, তুমি না পার, দেখ, আমি উপায় কর্বে।

হল। আঁ!

রক্তি। ভাব্ছো আমি স্বীলোক, কি কর্বে, আমার বল কত তুমি জান না, আমার ধর্মবল, সত্যবল, কৃতজ্ঞতাবল, আমার ইচ্ছাবল, মাহুসেবাবল; এ সামান্ত বিপদকে আমি ভয় করি না; আমার অন্তরে ভগবান্ বল্ছেন, ভয় কি? আমার অন্তরে ভগবান্ বল্ছেন, কৃতজ্ঞতাবলে স্নেহের হেল যাবে, সাগর জলহীন হবে। তুমি বল্ছো বিপদ-সাগর, আমি গোশদ জান কর্ছি। এস, যদি সাহস থাকে, আমার সঙ্গে এস, আমার বল দেখবে এস। যাও ঠাকুর, তোমরা বাড়ী যাও, পার যদি, কুপ্রবৃত্তি ছেড়ো, এস হলধর বাবু, যদি সাহস থাকে, এস।

গণ। আরে শোন্ শোন্—ও বেটা শোন্, আজ খোক তুই আমার মা, তুই বা বল্বি, আমি তাই শুন্বো, দেখি!

[প্রস্থান।

১ম প্র। অদ্ভুত বালিকা।

২য় প্র। ও দেবী-অংশ, ও সব কর্তে পারে।
[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ পর্ভাঙ্ক ।

—৭—

দরদালান ।

অন্নপূর্ণা ও শান্তিরাম ।

শান্তি । বড় মা দেখ্‌সে, মোদের বো আইছে ।

অন্ন । কবে রে ? আমাদের বাড়ী আনিসেনে কেন ? সে বোমাহুদ, কোথা রেবেছিল ?

শান্তি । লায়ের মধ্য আছে, তোমাগার নিতে আইছে, চোটকর্ত্তা আর তোমায়ে মোদের ঘরে নিয়ে রাখ্‌বা, এখানে থাক্‌তি দেব না, ইভিটের থাক্‌তি বেজ্জতি হবা ; আমি দেশে চিহ্নি লেখে-ছালাম, আমার ছোট ভাইটে আর দুটো ছ্যালে লা বয়ে বোরে আনছে, তারা বলছে, ছারবা না, না গেলি খুনোখনি হবা ।

অন্ন । আচ্ছা, এখন তাদের বাড়ীতে নিয়ে আর, তখন যাব তার আন কি ।

শান্তি । কাটান কথা কইছো, ইভিটের তোমাদের থাক্‌তি ছাব না, এখন চল । কি কি ল্যাবে ল্যাও । আর কি ল্যাবে, হরিনামের ঝুলিটে ল্যাও ।

অন্ন । শান্তিরাম, তা আমি মোরমাহুদ, ঠাকুরপোদের না ব'লে কি আমি যেতে পারি ?

শান্তি । কেনাদের বল্‌বে ? তেনারা তোমায়ে পুলিসে দেবার যোগাড় করেছে, আর চোটকর্ত্তায়ে পাগ্‌লাগারদে তৈল্‌তি চায় । ল্যাও ; শীগ্‌গির যোগাড় ক'রে ল্যাও, আমি ছোটকর্ত্তায়ে তুলারে ভালারে সাথে লিই, বো খিড়কিদোরে আছে, তোমায়ে সাথে লে যাবে ।

অন্ন । আর শান্তিরাম, কি বল্‌ছিল ?

শান্তি । আর বল্‌ছি মোর মাথা ! এই যে বিন্দি বৈকুণ্ঠীর ভিক্‌ছে ছেলে, যে এখন সাধুজন হইছে, সে বল্‌ছিল, গ্রেগুয়ারী

পরোয়ানা বাইরাবে, আজ বোলে গেল, বাইরেছে । তারই হাতেই আইছে, বল্‌ছে যে, বোঁঠাকুরপোদের সরারে রাখি আমি সাজের বেলা ধরতি যাব ।

অন্ন । আঁ, সে কি রে ! ঠাকুরপোকে বল্‌ গে ।

শান্তি । আরে এডা হেবলোর মেয়ে হেবলো দেখ্‌তি পাই, পরোয়ানা বার করেছে কেডা ? ছোটবাবু হাকিম সাহেবেয়ে জানাইছিল যে, ম্যাজবাবু আর তুমি, দু'জনে মিলে জুলে ছোটকর্ত্তায়ে বিব দিয়েছ ; ম্যাজবাবুর উকীল সেইখানেই ছাণ, সে আবার দস্তখত করুলে যে, ছোটবাবুতে আর তোমাতে বিব দিয়েছ, দু'জন দু'জনায়ে ফাঁসবার চায়, আর দু'জনেই তোমায়ে ফাঁসবার চায় । এখন বুঝছো, ল্যাও চল চল ।

অন্ন । শান্তিরাম, যদি আমি সত্যি হই, আলীকর্দ করি, সপরিবারে তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাওবে ; তোমার ছুটি ছেলেকে, ভাইকে, আর বোমাকে একবার আমার কাছে আন, আমি একবার দেখ্‌বো । আমি ইষ্টপুত্র সময় তোমাদের সপরিবারের মুখ মনে করবো, আর আলীকর্দ করবো ; কিন্তু বাবা, আমার জন্তে ভেবো না, আমি মহাপাতকী ! আমার পুলিশ হওয়াই উচিত ! বাপের অধিক খুড়খুড়কে স্বহস্তে বিব থাইয়েছি ।

শান্তি । তুমিও খ্যাপছো না কি ? পুলিশে যাবার চাও ?

অন্ন । আঁ ! এক মহাপাপ করেছি, আবার পাপ কর্ত্তে আমার বলো না । যে শত্রুকে বিব দেয়, রাজার সুনিয়ে তার দণ্ড হয় ; আমি আমার পরম-মিত্রকে স্বহস্তে বিব দিয়েছি ! যে পেটের ছেলের মতন আমি ছাড়া কেউ এনে দিলে খেতো না, যে খিদে পেলে মা ব'লে আমার কাছে খেতে আসতো, তাকে আমি বিব দিয়েছি ; হরির কপার প্রাণবধ হয় নি, কিন্তু সাধুকে আমি

পাগল করেছি! এ মহাপাপের যদি এখানে রাজা হয়ে ফুরায়, তা হলেও আমি মদল জানুবো।

শান্তি। বড় মা, তোমার পায়ে ধরছি, এ কি বলছো—বেভ্রম হবে। তোমার কি দোষ, তুমি কি বিষ বলে জানুছিলে, তুমি তো দাউই খাওয়াতে গেছলে। স্বাদে, কত মায়ে খেছালগেয়ে তুলে বিষ ভাচ্ছে, তুমি পানী হলে কিসে? চল বড় মা, চল।

অন্ন। শান্তিরাম! পাগে মতি দিও না, যদি আমার দোষ না থাকে, রাজার কাছে অবিচার হবে না। রাজা দুইয়ের দমন, শিষ্টের পালন, বিচারকর্তা, পরমেশ্বরের প্রতিনিধি। রাজা যদি আমার পুলিশে নিয়ে য় বার অহুমতি দিয়ে থাকেন, তা হ'লে আমি পালিয়ে থেকে অহুমতি-লজ্বনের চেষ্টা করবো না। রাজার ওপর ভগবান বিচারের ভার দিয়েছেন; শান্তিরাম! আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যেতুম, রাজার অহুমতি হলেন করতুম, যদি ধর্মরাজের কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারতুম। তাঁর চর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, তাঁর কাছ থেকে তো পালিয়ে থাকতে পারবো না। আজ বাদে কাল মরতে হবে, তবে হুঁদনের জন্তে পালিয়ে থেকে কি হবে?

(হলধর ও বিন্দুর প্রবেশ)

বিন্দু। বৌঠাকরুন, পালাও—পালাও।

হল। বৌদিদি, খিড়কীর বাগানে লুকিয়ে থাক গে।

অন্ন। কেন থাকা ঠাকুর-পো?

বিন্দু। ও গো বলবো কি, পুলিশে ধরতে আসছে।

অন্ন। আমি শুনেছি, আশ্রয়; আমি যেতে প্রস্তুত।

বিন্দু। ঐ এলো, তুমি একটু লুকোয়, তা হ'লেই সে চলে যাবে। সে আমার

ভিক্ষে পুত্র, যার হুলের মাইনে তুমি দিতে, সে পারত-পক্ষে ধরবে না।

(বিন্দু ইন্সপেক্টর ও চাটুর্বোর প্রবেশ)

সাত। ও গো বৌ-ঠাকরুন, সর্বনাশ হলো গো।

দিত্ত। ঠাকুর, তোমার সনাক্ত আমি নেব না, তোমার বাবুদের ডাক, তাঁরা হুঁজ-নেই বাড়ী আছেন, আমি দেখেছি। যাও, তাঁদের ডেকে আম, তাঁরা না সনাক্ত করলে আমি ধরবো না, আমি ফিরে চ'লে যাব। তুমি জালিয়াৎ, তোমার সনাক্ত আমি নেব না; হুঁজন খ্রীলোক রয়েছে—কাকে ধরবো?

সাত। হ্যা—হ্যা—আমি যাচ্ছি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।]

দিত্ত। হলধর বাবু, কি করেছ? এখনও আমি ফিরে দাঁড়াই সরিয়ে দাও।

অন্ন। দিত্ত, তুমি কি বলছো? তুমি তো আমার চেনো?

দিত্ত। কে আসামী চিনি না, কার নামে পরোয়ানা বেরিয়েছে, আমি জানি না।

অন্ন। দিত্ত, তোমাকে আমি বরাবর সচ্চরিত্র জানি, যার নেমক খাও, তার কাজ কেন কল্যাণ না? তুমি মনে জানে জান, আমার ধরতে এসেছ, তবে কেন ঠাকুরপোদের ডাকছো? আমি ভগবানের সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে বলছি যে, আমি জাতিস্বরূপ কখনও পাপ করি নাই, এই এক মহাপাপ করেছি, তাঁর শাস্তি হোক! আমি বিষ জানুতুম না, ওষুধ জেনে দিয়েছি বটে, কিন্তু কেন আমি প্রবঞ্চনা করলেম, আমি সত্যকথা বলতে ভয় পেলাম কেন? যদি সেই মহাজানী মহাপুরুষের মনের বৈলক্ষণ্য হয়েছে ঠাউরেছিলুম, কেন আমি তাঁরে বললুম না? কেন ডাক্তার ডেকে তাঁর চিকিৎসার উপায় করলুম না? তিনি আমার বার বার বারণ করেছিলেন যে, বৌমা, যার তার ঠেঙে ওষুধ-পালা নিও না, তা হ'লে এ মহা-

পাতকে মজতুম না। দিহু, দেখ, তাঁর কথা তৈলে পাণের বাঁচি পুতেছিলুম, কল-কুলে কত বড় গাছ হয়েছে দেখ। তুমি মনে জানে জান, আমার ধরতে এসেছ, তবে কেন নেমকের কাজ করছো না?

দিহু। মা, আমরা পুলিশ; আমাদের মনে জানে কিছু জানবার বো নেই, জানবার হুকুম নেই, জানবার আইন নাই, চুরি ডাকাতি খুন হ'লে ধরতে হবে, নৈলে জনাই হবে, কর্ম বাবে, মনে জানে আমাদের কিছু জানবার অধিকার নাই। আশুন, আশুন, আপনার ভায়া কোথা? ছুঁজনে সনাক্ত করুন, কাকে ধরুন। এই যে এসেছেন, চাটুখো মশাই এগিয়ে নিয়ে আসুন, ওদিকে ওঁরা লুকোচুরি খেলছেন কেন? দেখিয়ে দিন, কে ওঁদের বো?

অন্ন। ঠাকুর-পো, তোমরা এস, আমি তোমাদের হুঁভাইকে আলীকাদ ক'রে বাই।

(যাদব, মাধব ও চাটুখোর প্রবেশ)

তোমরা কিছু মনে কোরো না, তোমরা আমার ভাল করেছ, মন্দ কর নাই। এ জন্যে যদি আমার সাজা হয়, অস্তে ভগবান্ মাঙ্গনা করলেও কর্তে পারেন। আমি তোমাদের কোলে-গিঠে ক'রে মাছুষ করেছি, আমার সন্তান নাই, তোমরা আমার পেটের সন্তান তুল্য, আমার একটি অঙ্গরোধ রেখো, আমি ম'লে বেড়া-আঙুনে পুড়তে দিও না, তোমরা এক ভাই আমার মুখে আঙুন দিও; তা নৈলে তোমাদের অকলাশ হবে। মেজবো, ছোটবোয়ের সঙ্গে দেখা হলো না। তাদের বলো, আমি আলীকাদ ক'রে যাচ্ছি, যেন পাকা চুলে সিঁদুর প'রে নাভির সঙ্গে খেলা করে। আর আমার গহনাগুলি হুঁবোরে বধ'রা ক'রে নিতে বলো;

আর যা আছে, ভিন্ন ভাগ ক'রে, হুভাখ তোমরা হুভারে নেও, এক ভাগ খোকা-ঠাকুর-পোকে দিও।

হল। বোদিদি, বোদিদি, তুমি ভাবছো কেন? আমি যেমন ক'রে পারি, তোমাকে খোলসা ক'রে আনুবো।

অন্ন। খোকাঠাকুর-পো, তুমি কি মনে করেছ, আর আমি এ ভিটের কিব্বো? কুলে কলবধু হয়ে পুলিশে যাক্ছি, আর এ প্রাণ রাখবো? আমি অনেক দিন তাঁরে ভুলে সংসার নিয়ে আছি, তিনি কি মনে করছেন, আমি তাঁর কাছে যাব।

দিহু। মশাই, মশাই, আপনারা কেউ সনাক্ত করবেন তো করুন, নয় আমি ফিরে পে রিপোর্ট লিখবো যে, কেউ সনাক্ত করলে না।

যাদ। ইনিই আমাদের বড় বো।

দিহু। মাধববাবু! আপনিও তো সনাক্ত কর্তে এসেছেন যে, ইনি আপনারদের বড়বো? আপনারদের ছেলাম মশাই, —পুলিসের কাজে অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন দেখি নাই; আর চাটুখো মশাই, আপনি যদি পরামর্শদার হন, তা হ'লে আপনার মত মাহুব জেলে নেই।

(কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণী প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, এই দেখ, বড়-বোঠাকুরকে পুলিশে ধরতে এসেছে, এখনও তুমি পাগল রয়েছ?

কালী। রঙ্গিণি! তবে কি হ'ব, পাগল হ'ব না তো কি হ'ব? তুমি বুঝছ না? পাগল হওয়াই ভাল, —পাগল হওয়াই ভাল। রঙ্গিণি! আমি কাঁদতে পাচ্ছি না, —কাঁদতে পাচ্ছি না, বুকেটা আমার চেঁপে ধর, —চেঁপে ধর—খুব চেঁপে ধর; চেঁপে ধ'রে একটু চোখ দিয়ে জল বার ক'রে দাও।

রঙ্গি। ছোটবাবু, তুমি দেখছ না, ইন্দু-স্তর এসেছে!

কালী। উঁহ, জাম হওয়া ভাল না, জাম

হওয়া ভাল না, সত্য বিব! পোট্টো
মিশিরে দেছে। জান হ'লে প্রমাণ হবে,
পাগল হওয়া ভাল,—পাগল হওয়া
ভাল! মরা আরও ভাল,—মরা আরও
ভাল! এস, এস!

রজি। ছোটবাবু, হির হও, কি দুর্কনাশ,
বুঝতে পাচ্ছ না? তোমার কুলের
কামিনীকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

কালী। আমার কি! আমি কুল-ছাড়া!
আমি পাগল! তুমিই বা কি উপায়
করবে, আমিই বা কি উপায় করবো?
দেখছো না, বাদববাবু এসেছে, মাধব
বাবু এসেছে, চাটুর্ঘ্যে মশাই পেছনে
আছেন; আমার যে এখনও বাড়ীতে
স্থান দিয়েছে, পাগলাগারদে দেয় নাই,
এই চের। মাধব, মাধব, এগিয়ে এস.
কি করবে কর, ওদিকে কেন? ছ'ভায়ে
ঠাউরে দেখ, কে কোন্ কাজ করবে;
আমাকেই বা কে গারদে দেবে, আর
বৌমাকে কে পুলিশে দেবে! এস,
এস, একটা শলা ক'রে মিটিয়ে ফেল,
আপনারা না বুঝতে পার, চাটুর্ঘ্যে
মশাইকে জিজ্ঞাসা কর।

[বাদব, মাধব ও চাটুর্ঘ্যের প্রস্থান।]

দিক্। মশাই, আপনারা যাচ্ছেন যে?
মশাই, আপনারা যাচ্ছেন যে? তবে
আমিও চল্লুম, সনাক্ত না কলে আমি
গ্রেপ্তার করতে পারবো না। আপ-
নারা সাক্ষী, কেউ সনাক্ত করলেন না।

কালী। রজিদি, রজিদি! পালাই চল,—
পালাই চল! আজ কাটুলো, কাল
কাটবে কিনা জানি না! আপনি বাঁচলে
বাপের নাম, পালাই চল—পালাই চল!

[প্রস্থান।]

বিন্দু। বড়বৌঠাকরুন, যুখে অন্ন দাও বা
না দাও, এস, স্নান করে ইষ্টদেবতার নাম
করবে এস।

[বিন্দু ও অন্নপূর্ণার প্রস্থান।]

হল। রজিদি! আজ তো কাটুলো, কাল
কি হবে?

রজি। আজ যে কাটুলো, কালও সে
কাটাবে, মানীর মান ভগবান রাখবেন।
[সকলের প্রস্থান।]

হুতান্ন অঙ্ক

প্রথম গর্তাঙ্ক।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীর সম্মুখস্থ উদ্যান।

ম্যাজিষ্ট্রেট, মেম ও রজিদি।

ম্যাজি। তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে চাহ?

রজিদি। মে ইট প্লিজ ইওর ওয়ারশিপ।

ম্যাজি। তুমি বাঙালা বোলো, আমি বাঙালা
পাঠ করিয়াছি।

রজি। ধর্মাবতার, আমি জামিন হ'তে
এসেছি।

ম্যাজি। কাহার জামিন?

রজি। অন্নপূর্ণা দাসীর, বীর নামে আপনি
গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দিয়েছেন।

ম্যাজি। যে ব্যক্তি স্বত্ত্বের পোট ওয়াই-
নের সহিত বিব দিয়াছিল?

রজি। ধর্মাবতার, তিনি ওয়ুধ দিয়েছিলেন।

ম্যাজি। তাহা বিচারের পরেট—রজিদি!
তুমি জামিন হইতে চাহ, তোমার বাড়ী
আছে?

রজি। না, আমি মার বাড়ীতে থাকি।

ম্যাজি। তোমার সম্পত্তি আছে? দশ
হাজার টাকার কম এ দাবির জামিন
হইতে পারে না।

রজি। ধর্মাবতার, আমার অর্থ সম্পত্তি নাই।

ম্যাজি। স্থলসম্পত্তি আছে?

রজি। না, আমার একমাত্র সম্পত্তি সত্য,
আমি আজীবন কখনও মিথ্যাকথা বলি

নাই, আমার প্রার্থনা, তাঁর পরিবর্তে
আমার বন্দী করে রাখুন ।

মেম । এ লেখা তোমার ?

রজি । হ্যাঁ মেম সত্যেব ।

মেম । এ কি সত্য ঘটনা লিখিয়াছ ?

রজি । সমস্ত সত্যে ।

মেম । আমার এ পত্র লিখিয়াছিলে কেন ?

রজি । আপনি স্বীলোক, স্বীলোকের বাথা
বুঝবেন ; বুঝে আপনার স্বামীকে
বুঝবেন, এই জন্য লিখেছিলাম ।

ম্যাজি । অল্পপূর্ণ দাসী তোমার কে ?

রজি । জাতি সুবাদে তিনি আমার কেউ নন,
কিন্তু স্নেহ-সুবাদে তিনি আমার মা ।

তিনি দেবী, আমার জীবনের আদর্শ ।

ম্যাজি । তুমি স্নেহবশতঃ তাহার পক্ষে
মিথ্যাকথা বলিতেছ না ?

রজি । ধর্ম্মাবতার । আমি একজন দেবতার
নিকট উপদিষ্টে । এই দেবী আমার নিরন্তর
চকুর উপর আদর্শ : আমি মিথ্যা
শিখিনে, আমি শিখেছি, সত্য ভগবানের
স্বরূপ : মিথ্যাবাদী ভগবানের বিরোধী,
আমি শয়নে স্বপনে রাত্রিদিনে গুরু-
উপদেশে তাঁরে সকল স্থানে বর্ধমান
দেখি । সত্য বলা আমার বালাবধি
অভ্যাস ।

ম্যাজি । আমি দেখিয়াছি, মিথ্যাবাদীরাও
এইরূপ বলিয়া থাকে ; পরামেশ্বর
প্রত্যক্ষ বলিয়া ভয় কর, আবার
ভয়ঙ্কর মিথ্যা বলে ।

রজি । বিচারপতি । আমার মুখের পান
চোরে দেখুন, এতে মিথ্যার চিহ্ন নাই ।
আপনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, দুর্জন-শাস-
নের তার আপনাকে ভগবান দিয়েছেন,
মননপথে আমার অঙ্গদৃষ্টি করুন মিথ্যার
ছায়াযুক্ত তথ্য নাই । সত্য আমার
সকল, সত্য আমার সাহস, সেই সত্যকে
আপনার কাছে আবেদন করিতে এসছি,
নিরপরাধীর মানরক্ষা করুন, অত্যাচারকে
আজ্ঞার দিন, দুর্জনের মনোভীষ্ট ভাঙ
করুন, সত্যের গৌরব রক্ষা করুন ।

মেম । তিনি কেবল বন্দী হইয়াছেন ?

রজি । তিনি বন্দী হন নাই, পরোয়ানা

বেরিয়েছে, বোধ হয়, কাল বন্দী হবেন ।

ম্যাজি । তবে তুমি জামিন হইতে আসিয়াছ
কান্নার ?

রজি । হৃদয়, আমার প্রার্থনা, তাঁর পরিবর্তে
আমার বন্দী রাখুন, তাঁকে বন্দী করবার
অপেক্ষা অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা এবিধ অত্যা-
সন্ধান করুন ; যদি মিথ্যা হয়, শাস্তি
দেবেন ।

(চাপরাসীর প্রবেশ)

চাপ । খোদাবন্দ, এক আদমী হৃদয়কা
সামনে আগুন মাড়তা, ও ধোঁতা দ্বার,
এ মোকদ্দমা ও গাওয়া ।

ম্যাজি । লে আও । তুমি কি সাক্ষী আনি-
য়াছ ?

রজি । হৃদয় না ।

(চাপরাসীর সহিত গণককারের প্রবেশ)

ম্যাজি । এ ব্যক্তিকে চেনো ?

রজি । ধর্ম্মাবতার, ইনি গণক বলে পরি-
চিত ।

গণ । আজ্ঞে বিবেক করুন গে, আর আমি
গণক নই, ইনি আমার মা—এঁর আমি
ছেলে, বেটী তাঁর মনে নাই, সে দিন
তোকে মা বলেছি ।

ম্যাজি । তুমি বিষ বিক্রয় করিয়াছিলে ?

গণ । বিবেক করুন গে, সেইরূপই বটে ।

ম্যাজি । আমি হাকিম, আমার সামনে
সত্যক হইয়া কথা কও, হোবার কথা
তোমার বিরুদ্ধে যাইবে ।

গণ । আজ্ঞা হৃদয়, বিবেক করুন গে,
আমাদের পল্লীগ্রামে ঘর, কিনিং জমী-
জারাতও ঝাণি, ফৌজদারী প্রভৃতি জানা
আছে ; বিবেক করুন গে স্বীকার করলে
মামল হয়, তাও জানা আছে ।

ম্যাজি । তবে তুমি স্বীকার করিতেছ কেন ?

গণ । আজ্ঞে, বিবেক করুন গে, এতটা
মিথ্যাদারে এই বেটীই আমার বাচার,
বিবেক করুন গে—সোজা নয়, চুরির
দাবি, দোর ভেঙ্গে গৃহপ্রবেশ, পুলিশ-

সাহেবেরা ডাকাতি বলে সাধাণ্ডে পার-
ভেন। ভাব্লেম, মিথ্যাদারে বেঁচে
গেলেম, সত্যি দারে ঠেকে যদি একজন
নিরপরাধীকে রক্ষা করুতে পারি। অত
এ অধম জীবনে একটা ভাল কাজ করা
হবে। যে কাজে তুমি হয়েছি বিবেক
করুন গে, তাতে তো বংশাবলীতে জেল
খরিদ করা আছে। বিবেক করুন গে,
প্রণিতামহ ঠাকুর নদী সীতরে পালাতে
গে জলমগ্ন হন, পিতাঠাকুরের স্বীপাজরে
মৃত্যু; বিবেক করুন গে, বিব-প্রোগটা
পূরুগুরু হ'তে চ'লে আসছে কি না, তা
আমারও ঐরূপ সন্ধানিলাভের বিশেষ
অসম্ভাবনা; ভাব্লেম, একটা স্ত্রীলো-
কের মানরক্ষা হোক।

ম্যাজি। আচ্ছা, যদি তোমার বেকশ্বর
খালাস দিই তা হ'লে তুমি পুনরায়
ঐরূপ ব্যবসা কর ?

গণ। হ'র, না। আমি যে দণ্ডের তরে
বলছি, এ কথা অভিমান করুবেন না,
এই যেটাই আমার মাথা বিগড়ে
দিয়েছে।

মেম। সে কিরূপ ?

গণ। আজ্ঞা মেম সাহেব, পূর্বে আমার
জানা ছিল, মিথ্যাতেই সংসার চলে,
সত্য একটা কথাই সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষ
গোষ্ঠীকৃতক টল্টো-পাল্টা প্রমাণ
পেলুম; এই যেটাই কথা শুনে আমার
মনে একটা গোলমাল জন্মে গেল;
ভাব্লেম, মিথ্যা ছাড়া আর একটা পথ
হুজি আছে। সেই পথ একবার দেখবো।
এ পথে দিবারাত্রি কাটার উপর বাস,
সর্কুই ভর, আর সে পথের আভাস
দেখছি, ভেলে বাই আর স্বীপাতরে বাই,
ততটা ভর নেই, দিবারাত্রি খোঁচার
উপর চলতে হয় না।

ম্যাজি। অত তোমরা গমন কর, আমি
যে রূপ হর করিব।

রজি। ধর্মাবতার, আমার আর এক প্রার্থনা,
যে ব্যক্তিকে বিব খাওয়ারন হয়েছিল, সে

বিষের শক্তিতে তাঁর মস্তিষ্ক কিছু চঞ্চল
হয়েছে। তিনি দেবতা, তিনি শ্রী
আরোগ্য লাভ করুবেন। তাঁর ভাই-
পোরা তাঁকে পাগলাগারদে দেবার বক্ত-
ব্য করুছেন, আমার প্রার্থনা; বেন
গারদে তাঁরে দেওয়া না হয়।

ম্যাজি। ইহাতে তুমি আপত্তি করিতেছ
কেন ? যদি মস্তিষ্ক বিকল হইয়া থাকে,
তিনি গারদে গেলে আরোগ্য লাভ করি-
বেন।

রজি। আমি ব্যতীত কেউ তাঁকে প্রকৃতিস্থ
করুতে পারবে না।

ম্যাজি। তুমি কি চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়াছ ?
রজি। না।

ম্যাজি। তবে কিরূপে আরোগ্য করিবে ?

রজি। যত্নে। আমি তাঁরে ভালবাসি,
তিনি আমার গুরু, ইষ্টদেবতা; তিনি
আমার কথা শুনবেন, শুনে আপনার
অবস্থা বুঝবেন, আরোগ্য হ'তে চেষ্টা
করুবেন, আরোগ্য হবেন। আমি তাঁরে
বিনয় করুবো, তিনি আমার কথা চৈল-
বেন না, তিনি আমার ভালবাসেন।

ম্যাজি। কিন্তু অল্পপুণ্য দাসীর নিমিত্ত ত তুমি
স্বয়ং আবদ্ধ হইতে আসিয়াছ, যদি
আবদ্ধ কবি, কিরূপে তাঁর শুদ্ধি করিবে ?
রজি। আমি তাঁসে পত্র লিখিব, আমি আবদ্ধ
হয়েছি, তিনি জান্লে তাঁর মস্তিষ্কের
চঞ্চলতা দূর হবে, কিরূপে আমার উদ্ধার
করুবেন, তাঁর চেষ্টা পাবেন, তা হইলে
তিনি প্রকৃতিস্থ হবেন।

মেম। তুমি এইরূপ আশা কর, বালিকা,
মিথ্যা আশার নৈরাশ হইতে হয়, তা কি
তুমি জান না ?

রজি। মেম সাহেব, আমার আশা নয়,
আমার প্রত্যক্ষ বিশ্বাস। আমি সত্যাত্মী,
সত্যের উপাসনা করি, মিথ্যা বিশ্বাস
কখনও আমার হৃদয়ে স্থান পেলো না;
আমি বার বার পরীক্ষা করে দেখেছি,
সরল-অন্তঃকরণে সরল বিশ্বাস কখনও
মিথ্যা হয় না।

মেম। তুমি তাঁহাকে ভালবাস, তুমি কিরূপে জানিলে, তিনি তোমার ভালবাসেন ?

রজি। আমি ভালবাসা তাঁর নিকট শিক্ষা করেছি, আমার নীরস অন্তঃকরণ কে সরস করেছে, কে ভালবাসার বীজ বপন করেছে,—তিনি। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নয়; তিনি ভিন্ন আমার কিছুই নয়; আমার মন নয়, তাঁর মন, তাঁর মন দিয়েই তাঁর মন সম্পূর্ণ বুঝেছি; আমার ভালবাসা তাঁর ভালবাসার একটি ক্ষুদ্র বীজমাত্র; সেই বীজ তাঁর বস্ত্রে অঙ্কুরিত হয়ে হৃদয়ে অমৃত-ফল ফলেছে।

ম্যাজি। শুনিতেছি, বিশ্বের শক্তিতে তাঁর এরূপ হইয়াছে, অপর ঔষধ দ্বারা সে বিষ না হরণ করিতে পারিলে কখনই তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন না।

রজি। সাহেব, যে মনে চৈতন্ত উদয় হয়েছে, সে মন জড় বিয়ে কতক্ষণ আচ্ছন্ন রাখিতে পারে? এ আমার আত্মমানিক কথা নয়; শাস্ত্রের উক্তি, পণ্ডিতের উক্তি, প্রত্যক্ষ প্রমাণসম্বন্ধ। সাহেব : কি শোনেন নি যে, আপনাদের ভিতর অনেক মহাত্মা কথার রোগ আক্রাম করেছেন ?

ম্যাজি। ওঃ, হিপ্পনটাজম্।

মেম। ডিয়ার গ্র্যান্ট হার পেমার লড উইল কিওর ম্যাডনেস।

ম্যাজি। তোমরা যাও, দেখি কিরূপ তোমার সাহায্য করিতে পারি। তোমার নাম, ধাম চাপরাসীকে বলিয়া দাও। টুথ ইজ ব্রেন্জার ডান ফিস্-সন্।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

—০—

গোয়ালবাড়ী।

সাতকড়ি ও হৃদয়।

সাত। দাদা, তোমার উপর সে দিন থেকে যে আমার কি ভক্তি হয়েছে, তা তোমার কি বলবো; তা বলুম হাঁ, কারোতের ছেলে বটে, কথার বলে, বুদ্ধিমান শত্রুও ভাল।

সাত। দাদা মহাশয়, আমি ত আমার মামার আছি, আমার উপর এত অমুগ্ধ কেন ?

সাত। দাদা, তুমি আমার বিশ্বাস করছো না, আমার প্রকৃতি অতি সরল, আমি আমুদে লোক।

হল। তা এ দুবছর খুব আমোদে আছ, কি বল? এই আকাল পড়েছে, দুই কাম্প, মারীভর।

সাত। ওতে কি আমোদ হবে বল? পল্লীগ্রামে কোথার কি হচ্ছে, আমার ও রকমে আমোদ নাই।

হল। এতেও বুঝি মন উঠছে না দাদা ?

সাত। আমার যাতে হাত নেই, তাতে আমার আমোদ নাই। একটা কৌশল করলুম, সরিকান বিবাদ বাধলো, অমায়ম মোকদ্দমা-মামলা চলতে লাগলো, ছপক উদ্ধাতে লাগলেম, আমোদ হলো। কারুর বোঝি বেরুল, একটা দলাদলি বাধলো, আমোদ হলো। এই বুকের ছাতি ফুলিয়ে গাড়ী চড়ে আফিস চলেছে, সাহেবের কাছে চুকলি করে বেনামী চিঠি লেখা গেল, চাকরী জবাব দিলে, মুখ চুপ করে বাকী এল, ছুটে গে আত্মীয়তা করলুম; গাড়ী-খোঁজা বেচে দিলুম, বাকী বন্ধক দেওয়ার লেখা, একটু আমোদ হলো। দাদা, তুমিও তো আমার রীতের মানুষ, তুমি ত বুঝতেই পাচ্ছ, এই সে দিন আমাদের বাঁধিয়ে দেবার

বোলাড় করেছিলে, দেখ দেখি, কতটা
আমোদ।

হল। হ্যা, তা খুব আমোদ বটে—খুব
আমোদ বটে। দুঃখ রইল, বাধাতে
পারলুম না।

সাত। তা দেখ দাদা, তুমি যে রাগ
ক'রে এ কাজটা করেছিলে, তা
বুকেছি; কিন্তু দুটো একটা এমনি
করতে করতেও আমোদের জন্মই
করবে; ও রাগ-টাগের বড় ধার
ধাববে না। আমি তোমার পৈতে
হুঁরে বলতে পারি, ছনিয়ার কারুর
উপর আমার রাগ নাই, তবে কি জান,
একটু আমোদ করা। আর দাদা,
কোন দিন মরতে হবে, যে কটা দিন
আমোদ ক'রে কেটে যাব।

হল। দাদার এ দিকে তত্ত্বজ্ঞানটুকু আছে
দেখতে পাচ্ছি।

সাত। আর দাদা, বুড়ো হয়েছি, হবে না,
ভাগবত শুন্তে যাই, রামায়ণ শুন্তে
যাই। আমার গায়নদের আর কথক-
দের বলা আছে, ঠিক খবর দেবে।

হল। যেখানে হয়, শুন্তে যাও না কি?

সাত। তা বাই বই কি, কিন্তু সব দিন
পারি না, আর ভালও লাগে না;
তবে যে দিন সীতাহরণ, লক্ষণের শক্তি-
শেল, জৌপদীর বিব্রহরণ, পাশাখেলা,
অভিমুখ্যবধ হবে, এ কদিন মোকদ্দমা
ফেলেও যাব।

হল। দেখ দাদা, তুমি কণজন্মা পুরুষ।

সাত। তুমিও কণজন্মা, তোমার বা
কৌশল, আমি তোমার কাছে কোথায়
লাগি।

হল। নোহাই দাদা, ও গালটি দিও না।

সাত। গাল কি, এ ত মুখ্যাতি; কন্দী-
বাজ না হ'লে বাটা-ছেলে!

হল। আর পরের সর্বনাশ নৈলে আমোদ!

সাত। বটে ত, বটে ত, তুমি সুবোধ আছ,
ক্রমে বুঝতে পার্কে, তারা, বিবেচনা
ক'রে দেখ, পরের ভালতে কার ভাল

বল? পরের ভাল ক'রে কার ভাল
হয়েছে; কারে লশ জনে মেনে চলেছে,

ভর করেছে? পরের ভাল শুন্তে
ভাল, আপনার ভালই ভাল।

হল। তবে দাদা, তুমি যে আমার ভাল
খুঁজছে দেখতে পাচ্ছি, আলীকাদ
করুছ, কণজন্মা বলছো।

সাত। এইতো তোমার বললুম, আমি
আমুদে লোক, তুমিও আমুদে লোক :
তোমার কৌশল কত, তুমি আমার চখে
ধুলো দিয়েছ, বলবো কি দাদা, সে দিন
শুয়ে তোমার কত আলীকাদ করেছি,
একবার ভাবলুম, তোমার ডাক্তে
পাঠাই, ডেকে একবার কোলাকুলি
করি, সে দিন থেকে তুমি আমার কিনে
রেখেছ।

হল। তা ঠাকুরদাদা, অনেককণ গৌর
চন্দ্রিকা তো করুছো, এখন পালাটা কি,
স্বরু কর।

সাত। পালা আর কি, এই সর্বস্ব তোমার
হল। এমন!

সাত। উপহাস কচ্ছো, কথাটা শোন;—

তোমার বড় মামা বুকেছিলেন যে, দুটো
ছেলে বাদর হলো; তাই ভাইয়ের
নামে সর্বস্ব করতে চান, তোমার।
ছোট মামা রাজী হন না, কিন্তু তিনি
তা না শুনে তাঁর উকীলের সঙ্গে পরা-
মর্শ ক'রে, উইল ক'রে যান যে, আমার
ভাইয়ের সর্বস্ব, আর সেই উইল
রেজেষ্টারি আফিসে ডিপজিট রাখে।

হল। আর দাদা, এ মংলবটী বার করুছো
কেন? ছোট মামার ত এই লশা,
বৌদিদিকে কোন্ দিন বেঁধে নে যার,
আমি তো পথে দাঁড়িয়েছি, তা দাদা,
আমোদটা কাকে নিয়ে করবে?

সাত। তুমি আমার কথা মিথ্যা বিবেচনা
করুছো, আমার কথাটা কি, একবার
স্থির হয়ে শোনো; তার পর যে রকম
বোধ কর। সে উকীল তার ছেলে
আফিস দিয়ে দেশে চলে যার; তার

পর তোমার বড় মামার মৃত্যু হলো, উকীলের ছেলে উইলের কথা জানতো না, আর ভাল করে পুরাণে কাগজ-পত্রও দেখে নি, রেজিটারি আফিসে স্বসিদ্ধখানাও পায় নি, উকীলও শোনেন নি যে, তোমার মামা মরেছে। উকীল কিরে এলোছে, উইলের রসিদও বার করেছে। তোমার মামাদের বড় বন্ধু ছিল, সে বললে, বিষয়টা বরবাদ বার, এই উইলের বলেরকা হ'তে পারে। হল। তা যদি ছোট মামারই বিষয় হয় তো আমার কি ?

সাত। তোমার কি! ভাইপো দুটো বওয়াটে, তোমার নামে দানপত্র করেছেন।

হল। বুঝেছি ঠাকুরদাদা, বুঝেছি, তোমার জেলে দিতে গিয়েছিলুম, তুমি আমার কালাপানি পাঠাবে, একখানা জাল দানপত্র করতে বলছো।

সাত। আরে, তুমি ভাবছো কেন, আমি তাতে সাক্ষী !

হল। সে দানপত্র কোথায় ?

সাত। তোমার ছোটমামা দানপত্র করে দেবেন।

হল। উনি পাগল, ও'র দানপত্র মঞ্জুর হবে কেন ?

সাত। এক মাস আগে ত পাগল ছিলেন না, ভাইপোরা কংগ্রেস করতে গেল, বার বার বারণ করলেন, শুনলেন না; এই রেগে ভাগ্নের নামে সম্পত্তি করলেন।

হল। ঠাকুরদাদা, সাক্ষর করতে একটু একটু করে বুঝিয়ে দাও, একেবারে ভাঙ্গী পড়া দিলে পারবো কেন বল ?

সাত। আজ কি তারিখ, বরা প্রাণ। পাঁচুই জ্যৈষ্ঠিতে তোমার মামা পাগল হন নাই, তারও মস্ত প্রমাণ আছে, সাতুই জ্যৈষ্ঠিতে দু'জন মস্ত সাহেব তোমার মামার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তারাও ইলেকট্রিক কি করে;

—ইলেকট্রিক কির কথা কইতে এসেছিল, তারা সাক্ষী দেবে যে, তোমার ছোটমামা প্রকৃতিস্থ ছিলেন; আর তো জানা কথা, যে ওষুধ ব'লে বড় বৈঠাকরূপ বিষ বিরেছিল, তাইতে ম. খারাপ হ'য়েছে।

হল। তা দাদা, সাক্ষী সমেত ঠিক ক'রেখেছ, খালি দলিলখানি জাল করুতে হবে, কি বল ?

সাত। কিছু না, শুধু রডিকে হাত করলেই হলো। চৌঠা তারিখের ট্যাম্প কাগজ একখানা হাজার টাকা খরচ করলেই পাওয়া যায়, সে টাকা আমিই গাঁট থেকে খরচ করবো। মনে করো না যে, তোমার ঠাকুরদাদা ছেঁড়া-পোঁদা, স্বদে টুদ খাটিকে কিছু করেছে, এ কথা কাউকে বলিনি, তুমি আমার হৃদবন্ধ, তাই তোমার কাছে ফুটলুম;—আর ট্যাম্প না পাওয়া যায়, একখানা উইল লিখে নে আপাতত: সম্পত্তি আটক কর।

হল। তোমার কি দিতে হবে ?

সাত। একটি পরসো না, আমি তো তোমার বলুম, আমি আমুদে মাছুষ; আমোদ হলোই হলো। বিশেষ তোমার টাকা, গোরস্ত্র প্রস্তুত ! তবে বিন্দিকে কিছু দিতে হবে, বেশী না, শ পাঁচেক লাগে ত চের, তা হলোই রডি হাত হলো।

হল। রডি কি করবে ?

সাত। তবে আর উইল লেখাবে কে ? রডি ডির কি এ কাজ হয় ? রডি বা বলবে, ছোটবাবু তাই করবে।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। খোকাবাবু, খোকাবাবু, বিদ্যির ভিকে ছেলে খবর আনছে না কি, পরোয়ানা তুলে নেছে, বর্ষ কি নেই, এখনও রাত-দিন ইতিছে, চন্দ্র-সূর্য উঠিছে, জ্বরার ভাটা খেলুতিছে।

হল। দিহু কোথা ? দিহু কোথা ?

শান্তি। সন্দোরে আছে, তোমার ডাক্তিছে,
বাও।

[হলধরের প্রস্থান।]

সাত। হাঁ! রঙি বেটা সব পারে বুঝেছি!
হ। বুঝেছ কচু, আর বুঝা কি? বা
সাবুঝার তা ত বুঝে নিয়েছ, বামুনের
ঘরেও কি এমন চাঁড়াল পরমা হয়।

সাত। শান্তিরাম, তোমার বরাত খুলেছে।
সাত। তা ঠাকুর, তোমার দর্শনেই বুঝলাম;
বোধ হয়, এককণ ঘরকে চিঠি আস-
তেছে যে, ধানের গোলায় আগুন
লেগেছে।

সাত। তুমি ডান হাত পাত টাকা, বা হাত
পাত টাকা।

শান্তি। আর হাত জুড়ে হাতকড়ি।

সাত। মেজবাবুর কাছে হাত পাত, সেখান
টাকা, ছোটবাবুর কাছে হাত পাত,
সেখানও টাকা।

শান্তি। আর তোমার কাছে গদীনা
বাড়িয়ে ছুরি।

সাত। তুমি ত বড় বোকা হে।

শান্তি। দেবতা! দেবতা! বামুনের আশী
র্ষাদে যেন বোকাই থাকি, তোমার মতন
শেয়ান না হই। ঠাকুর, এ ভিটের বা
কবুবার, তা ত করেছ, এখন দোসর
ভিটের যাতায়াত কর, সহরির মধ্যে ত
আরও বড় মানুষের ভিটে আছে।

সাত। শান্তিরাম, আমি তোমার ভাল
কথা বলছিলাম, মনে করেছো গ্রেপ্তারী
পরোয়ানা কেটেছে, তোমাদের বড়
বোর আর ভয় নাই, আর এ দিকে যে
খোরাকী রদের নালিশ হচ্ছে, তার
খবর রাখ?

শান্তি। কিসের খোরাকী! ও যার বাক।
ভিটে বেচে বড়মারে খাওয়াব। আমি
আছি, বো আছে, হুডো ছাণে আছে,
ভাইডে আছে, ক'জনে ভিকা
ম্যাগে আনেও ছোটকর্তার আর বড়-
মাকে খাওয়াতে পারবো না? মোরা
হুজনারে দ্যাশে নে বাব, জোমার হুঁ

না আর দেখতি হয়, কর্তারা যগে
গেছে, তাদের কেরপার আমার কিছু কমি
আছে কি?

সাত। আর বদনামের কি ঠাওরালে?

শান্তি। কিসের বদনাম? সবাই জানিছে,
তুমি ভুলায়ে ওয়ুধ বলে বিব দেছ।

সাত। শান্তিরাম, তোমার দুঃখের কথা
বলবো কি, আমার ত নাভ-বোয়ের
ওখানে আসা যাওয়া আছে—

শান্তি। তা নইলে আর এতটা ঘটালে
কিসে?

সাত। কথাটাই শোন।

শান্তি। আর শুন্তি চাইনে, তুমি যাও।

সাত। তোমার বাবুরা বড়বোঠাকুরগের
নামে এমন দাগ দেবে যে, তিনি গলার
দড়ি দেবেন, তা তুমি শুন্তে না চাও,
আমি চলুম।

শান্তি। তা কি শুনি শুনি,—কও দিনি।

সাত। সে দিন তো তুমি জান, ছোটবাবু
তাড়া কবুলেন, আমি ভয়ে গিয়ে বড়-
বোঠাকুরগের ঘরে ঢুকলেম, এই নানান
কথা উঠেছে; ছোটকর্তাই তুলেছেন
যে, বড়বোমা ঘরে মানুষ লুকিয়ে রাখে।

শান্তি। দাঁড়া জো বামুন, তোর জিহ্বাটা
ছিঁড়ে বার করছি।

সাত। দোহাই বাবা! আমার দোষ নেই
বাবা।

[প্রস্থান।]

শান্তি। বাবো কুন্তো, যদি ফের এ বাড়ী
আসবি তো বেন্দহত্যা মানবো না।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় পর্ভাক্ষ।

দরদালান।

অন্নপূর্ণা, রঙ্গিনী ও বিন্দু।

অন্ন। রঙ্গিনি, চিঠি পড়েছ?

বিন্দু। কিসের চিঠি জান গা, তোমার দেও-
রেরা বলছে যে, আর খোরাকি দেখ না।

অন্ন। রত্নি, এই কি? আর কিছু না, চূপ করে রয়েছে; সত্যি বল, তুমি কেন কথা কহে না? আঙনে কাগড় চাপা দিলে ত আঙন নিববে না মা; কি হয়েছে, আমার বল।

রত্নি। মা, তুমি বল, আমি ও কথা মুখে আনতে পারবো না।

অন্ন। বোঝব-দিদি, তুমি বলতে ভয় কচ্ছে কেন? কাকাবাবুকে কি ধরিয়ে দেছে? বিন্দু। না দিদি, কি শুনে বল, চাটুখো ছোট কৰ্ত্তার ভয়ে তোমার ঘরে লুকিয়ে ছিল।

অন্ন। বোঝব-দিদি, বুঝলুম, ভগবান্ কল-দাতা, আমার পাপের ফল ফলেছে!

রত্নি। মা, তুমি অমন কথা মুখে এনো না, তোমার পাপ! তোমার দেবদৃষ্টিতে পাপ ভয় হয়, তোমার দর্শনে মহা-পাপীর পাপ যায়, দরিত্রের অন্ন হয়, মৃত্যুশয্যার প্রাণ পায়; তোমার পাপ! এ কথা শুনে আমার প্রাণ কেটে যায়, আমার রাত্রিদিন প্রার্থনা, তোমার মত নির্মল প্রকৃতি আমার হয়।

অন্ন। রত্নি, তুমি বালিকা, শিশির-ধোরা পদ্মফুলের মত ফুটে রয়েছে, তুমি নির্মল, তাই সকলকে নির্মল দেখ। আমি বিধবা হয়ে বিধবার আচার করিনে, এক দিনে আমার শান্তির সময় উপস্থিত হয়েছে।

রত্নি। মা! মা!

অন্ন। তুমি বুঝতে পারছ না; আমি বিধবা, ভূঁয়ে শুইনে কেন, গো-গ্রাসে হবিষ্যার খাইনে কেন। দেবসেবার, পতির ধানে দিবারাজি থাকিনে কেন; যে ঘরে তিনি থাকতেন, সে ঘরে পরপুরুষকে যেতে দিয়েছি কেন, পরপুরুষের সঙ্গে কথা করেছি কেন; পরপুরুষকে দেখেছি কেন? আমার স্বামী নাই, তব্রাচ আমার বলবার জিনিস আছে; আমার গহনা, আমাদের বাড়ী, আমার খোরাকী, আমাদের ঘর; আমার

আমার ক'রেই দিন কাটাজি, তাঁর ধ্যান তো করি নাই।

বিন্দু। বোঠাকরুণ, তুমি অমন ক'রছো কেন? উকীল বড়াদের বা বলবে, তাই লিখে দেয়। তোমার কুলাকার দেখে রেরা তোমার গায়ে দাগ দিতে চান্ন'লে কি তোমার গায়ে দাগ লাগবে? তাঁদের গায়ে কেউ কি থুতু দিতে পারে? তোমার স্বস্তর তোমার খোরাকী দিয়ে গেছে, ওরা না বললেই না? আমরা বলবো না? আমরা জানিনে যে, ছোটকর্ত্তা তাড়া দিয়েছিল, তাই প্রাণভয়ে এসে মড়া তোমার ঘরে লুকিয়ে ছিল? জজ-সাহেব তো তোমার দেওরের মত ঘাস খায় না, তার সাহেব, তাদের স্বস্তর বিচার।

অন্ন। বোঝব দিদি, তুমি কি মনে কর, এ কালা মুখ আমি হাকিমকে দেখাব, কি এই কথা আদালতে গে ঘোঁটি করবো? তাঁর নামে অনেক দাগ দিছি, আর কেন?

[গমনোত্তত।

বিন্দু। বোঠাকরুণ, তুমি যাচ্ছ কোথায়? অন্ন। এক জায়গায় তো যেতে হবে, এখানে তো আর আমার জায়গা নেই। বিন্দু। চল, আমাদের বাড়ীতে চল।

অন্ন। না বোঝব দিদি, এ অতুরোধ আমার কোর না, আর আমি লোকালরে থাকবো না।

রত্নি। বাবে যাও, কিন্তু মা, তুমি কুলবধু।

অন্ন। কই মা, কুলবধু আর আমার কে বলবে, আমার দেশ জুড়ে কলঙ্ক হলো।

রত্নি। মা, তোমায় কি বলবো; কলঙ্কের ভয়ে কি তুমি কুলবধুর আচার ছাড়তে চাও? মা, আমি বেশী সংসার দেখি নি, কিন্তু যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা পড়েছি, তাতে আমার স্থির ধারণা হয়েছে, যে সুকাজ করবে, সে কলঙ্ক না ভয় পায়। মা, হুজুরের কলঙ্ক নাই, সজনেরই কলঙ্ক।

বিন্দু। রডি, তুই ঠিক বলেছিস, চাটুর্বো মড়াকে লোক বাড়ী টুকতে দেয় লোক ভরে ভরে শুভ-জতি করে; মনে করে, পঞ্চানন্দ কোন্ দিন বাড়ি ভাঙবে! আর ছোটকর্তাকে কি না বলতো, আর কি না বলে।

রজি। মা, তুমি আমার মাজ্জনা কর; পৃথিবীতে কলঙ্ক কর, যে মন্দ, তার কথা কে আন্দোলন করে? যে বলে, তাকেই লোকে গাল দেয়, তাকেই লোকে মন্দ বলে, মন্দবুদ্ধি সংসার সরলতা বাখে না, ধর্ম বাখে না। মা, তুমি শুভ সব স্থান, যখন কোন মহাপুরুষ জন্মান, সকলে তাঁর শত্রু হয়, তাঁরে তাড়না করে, দেশ থেকে তাড়ায়, নামে কলঙ্কের বোকা চাপারে চোর-ডাকাতের সঙ্গে দিয়ে শাস্তি দেয়। মা, কেউ কখন কলঙ্কের ভয় করে সত্যের উপাসনা করিতে পারে নি, কর্তব্যসাধন করিতে পারে নি, ভগবানের কার্যে আত্মসমর্পণ করিতে পারে নি; মা, তুমি কলঙ্কের ভয়ে কুলবধূর আচার ত্যাগ করো না; আমি তাঁকে ডেকে আনি, তুমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে তাঁকে প্রণাম করে যেখানে যেতে ইচ্ছা হয়, যাও।

(কালীকিরণের প্রবেশ)

কালী। রজিণি! রজিণি! আমি ক'টা বল দেখি?

রজি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, শোন, এখানে সর্বনাশ!

কালী। সর্বনাশ তো হয়েইছে, তা কি আমি জানি নি, ও আর কি শুনবো; তুমি শুন, বল দেখি, বল দেখি? পাগল না, বলতে পারলে না, আমি জুটো।

রজি। ছোটবাবু, বড় বোঁঠাকরুণ কি-বলছেন।

কালী। আমার বলে কি করবেন, আমার বলে কি হবে, সে আশ্রুক, তাকে বলবেন। সেও আমি, আমিও আমি; কিন্তু তার কি হয়ে গিয়েছে, সে পাগল

আমি নই, সে আর এক রকম আমি, আগেকার মত আমি, সে আমি, আমার কাছে এসে বোঝার, সে আমি কথা শুনতে বলে, রজিণি! এ আমার কাছে এস না, সে আমি তোমার পড়াবে, তোমায় আদর করবে, তোমায় ভালবাসবে, তোমায় ভালর চেঁঠায় থাকবে আর এ আমি ভাল না,—ভাল না!

অন্ন। কাকাবাবু, আমার বিদায় দিন; আমি আপনায় চরণে বিদায় নিয়ে ইষ্টদেবতার পূজা করি গে।

কালী। বিদেয়, পালাবে? বেশ তো, বেশ তো, চল চল, পালাই চল,—পালাই চল, গীত চল, সে আমি না আসতে আসতে চল, সে এল বলে, ঐ আসছে, ঐ বলতে বলতে আসছে, ঐ শোন, ঐ বলছে, আমার বোমা; আমার মা, আমার ছ বছরের মেয়ে, আমার গোকুলচন্দ্র, আমি কোলে করে মানুষ করেছি, আমার বুকের ধন, আমার কোলের ছেলে, ও মা, ও মা, কি হলো!

রজি। ছোটবাবু, কি করছো?

কালী। বোমা, বোমা, বাবেন, কোথায় বাবেন, কোথায় বাবেন, ওব যে কেউ নেই, গোকুলকে যমকে দিয়ে নিশ্চিত হয়েছি, একে কাকে দিয়ে নিশ্চিত হবে; রজিণি, তুমি পাগল হতে মানা করো না, বড় যন্ত্রণা!—বড় যন্ত্রণা! পাগল না হ'লে সামলাতে পারতাম না। সে আমি গেছে, কেঁদে পালিয়েছে, ছরো, কেঁদে পালিয়েছে, এস এস, পালাই চল,—পালাই চল।

[প্রস্থান।]

বিন্দু। রডি রডি, বা সঙ্গে যা,—সঙ্গে যা।

[রজিণীর প্রস্থান।]

অন্ন। বোষ্টম-দিদি, তুমি যাও, আমার জন্য ভেবো না, তুমি কাকাবাবুকে বলো, আমার আপনায় লোক আছে, আমি আপনায় লোক দেখতে পেরেছি, কাকাবাবু বেক নিশ্চিত হন, আমার

জন্ম না ভাবেন, বোষ্টম-হিদি, তোমার
আর অধিক কি বলবো, কাকা বাবুকে
দেখো, তোমরা ছাড়া কাকা বাবুর আর
কেউ নেই ।

বিশ্ব । বোষ্টম-হিদি, আমি বাচ্চি, কিন্তু মনের
স্বপ্নায় হঠাৎ একটা কিছু কোরো না,
আমি তোমার মুখেই শুনেছি যে, কৰ্ম-
ক্ষেত্রে কৰ্ম করবার জন্যেই ভগবান
পাঠিয়েছেন, যে দিন কৰ্ম ফুরাবে, সে
দিন ডেকে নৈবেন । সোনা আগুনে
গলিয়ে খাঁটি করে, একলক আগুনে
পুড়িয়ে তোমার উজ্জল করবে ; হরি
লজ্জা-নিবারণ, আমি কামনোবাক্যে
বলছি, হরি তোমার লজ্জা-নিবারণ কর-
বেন । তুমি সাধী, কলক-ভঞ্জন তোমার
কলক রাখবেন না ।

অন্ন । সকল কথাই মনে পড়েছে, এখন
তিনি আস্তেন, যেখানে তিনি বস-
তেন, যেখানে বসে যেতেন, যেখানে
আমার সঙ্গে কথা কইতেন, সব আজ
আমার চকের উপর আসছে ! না, আর
এখানে থাকবো না, এ স্থান আমার
নয়, আমি বিধবা, আমি গৃহিণী নহি,
তপস্বিনী । তবে গৃহে কেন বাস করবো,
তপস্বিনীর বনে স্থান, আমার স্থানে
বাই, তপস্শায় তমুত্যাগ করে স্বামীর
সঙ্গিনী হব ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

মাধবের বৈঠকখানা ।

শান্তিরাম ও মাধব ।

শান্তি । মেজবাবু, সর্বনাশ হলো, সর্বনাশ
হলো, বড়মা গোস্বা করে বেরোলেন ।

মাধ । তা তোর কি ?

শান্তি । কুলের বৌ চলি যাতিছে, আর

মাধ । যে বেরিয়ে যাবে, তারে কে কি
করবে, আর মানে মানে আপনি বের-
ছেন । এই ভাল, না হ'লে পেরোয়ার হাত
ধরে টেনে বার করতো ।

শান্তি । মেজবাবু, বোড়হাত করে একটি
কথা আপনাকে নিবেদন করছি ; শ্রুতি
পাই, আপনারা কি বারোয়ারী করে
সভা করেন, আশের লোক খাতি পায়
না, খাতি জান, খাজনা কমানার চাপ,
আর ঘরের মধ্য মোকদ্দমা বেদিয়ে
ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি কর্তিছ,
ভাজিয়ে গলাধাক্কান দেবে, খুড়োরও
গলাধাক্কান দেবার যোগাড় কর্তিছ,
এটা কি তোমাদের গুণ ? না তোমাদের
লেখাপড়ার গুণ ? আমরা মুকথ্য মানুষ,
আমাদের মধ্য এড়া হতি পায় না,
বরোয়া কেজিয়া বার কর্তে দিই ? পাঁচ
জন মুকথি ধরে মেটাত । মার পেটের
ভাই, কি খুড়ো জ্যাঠা, এক কাঠা জমী
চাস্তি চাচ্ছে, মুকথি ব'লে ছাড়ান দে,
আমরাও ছাড়ান দিই । পাঁচ বিধা বেচে
এক কাঠা বাঁচাবার যোগাড় করি না ।
আমরা বুঝি কি জান ? ভাইডে খেলে,
কি খুড়ায় খেলে, আপনার রক্তের
সামগ্রীই ভোগ করলে ।

মাধ । জাখ ব্যাটা, মুখ সামলে কথা ক,
আমায় লেকচার দিতে এসেছিস, ছুতো
খেয়ে দূর হবি, জানিস ?

শান্তি । এখানে থাকবে কেউ হে, আপনি
দূর করবেন ? ছোটকর্তার মায়ার পড়ি
যাতি পারি নে,—ভাই তেনারি এখন
জায়গা নাই, তখন মোরা কোথায়
থাকবো, আমুও আলোর আলোর পথ
দেখি ।

মাধ । আরে শোন না, রাগ করিস কেন ?

শান্তি । রাগ করছে কেউ, কোন্ চাঁড়াল ;

রাগ কর্তাম বড়কর্তার কাছে, রাগ
কর্তাম গিরীর কাছে, রাগ কর্তাম
বোমার কাছে, রাগ কর্তাম ছোট

কর্তার কাছে, রাগ করুলি এরা মোরে
না খেবিয়ে খেতো না। মেজবাবু,
তোমার উপর রাগ করবো কি, কোলে
কাঁধে নিয়ে মাহুয করেছিলাম, তা
মাহুয হলি না, করবো কি? মোদের
বরাত!

মাধ। এই নে, এই নে, এই নোটখানা নে।
শান্তি। আচ্ছা নিতিছি, কি বলতিছ শুনি।
মাধ। হাঁ রে, রঙি কি করে রে?
শান্তি। বলতিছি,—বলতিছি, আর কি
স্বধাবে সুধাও।

মাধ। আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে
দিতে পারিস্, আমার ভারে বিশেষ
দরকার আছে।

শান্তি। ও কাজটা আমি হতি বড় পাবা
না মেজবাবু, রঙিকে তুমি চেন না, ও
মংলব করো না, ভাবতিছ, ছোটখবরের
মেয়ে, ছোটকর্তা আপনার বিটর মত
মাহুয করেছে, রঙির যদি নিশাস পড়ে,
যেমন সোনার লক্ষা ছারখার হয়েছিল,
তেমনি তোমরা ছারখার হবে।

[প্রস্থান।

মাধ। আরে শোন্ না,—শোন্ না, এই
হাজার টাকা নগদ নে, অ্যাঁচ'লে গেল!
আমি তে আগেই বলেছিলাম, শান্তে
বাটা ভারী পাজী, কুঞ্চন-বাবু বন্ধে,
টাকায় কি না হয়?

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। আরে মশাই, তোমার শান্তেরও
খোসামোদ করতে হবে না; রঙিকে
চাও,—রঙি এই তোমার টিনের বাক্সের
ভিতর।

মাধ। সে কি! সে কি!

সাত। এই চাবীটি নাও।

মাধ। তুমি কোথা পেলে?

সাত। তোমার বড় ভাজ খিড়কী দে
বেকলেন, আমিও তাঁর ঘরে ঢুকলুম।
দেখলুম, চাবীর খোলো তুঁরে পড়ে
আছে, এই চাবীটি খুলে নিয়ে আর
এই বাক্সটি নিয়ে স'রে এসেছি।

মাধ। এ বাক্স বোয়ের ঘরে কি ক'রে এল?
সাত। আরে, বাড়ী কেনুবার সময় বিন্দী
ঐ দলীল বাঁধা রেখে ছশো টাকা ধান
করে না। আমিই সে টাকাটা দ্বিইরে
দিই; টাকা শোধ করেছে, কিন্তু বিশ্বাস
ক'রে দলীল আর কিরিয়ে নের নি, এই-
বার জোর ক'রে গে বাড়ী দখল করুন।
তা হ'লে আর যাবে কোথা, ঐ বিন্দীই
মেয়েকে নে গে একেবারে বাগানে
পৌছুবে।

মাধ। তুমি যে বলছো, টাকা দিয়েছে।
সাত। আরে দখল তো এখন করুন,
তার পর মোকদ্দমা ক'রে হেরে হারাব
ও বিন্দী খুব বাগী আছে, ও মামলা-
মোকদ্দমার দিকে যাবে না।

মাধ। তুমি যা জান কর, আমি তো তোমার
বলেছি যে, তোমার উপর সব ভার।

সাত। আশুন, একবার উকীলের সঙ্গে
পরামর্শটা ক'রে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্তাঙ্ক

—*—

বিন্দুর বাটীর প্রাঙ্গণ।

,বিন্দু ও রঙ্গিনী।

বিন্দু। রঙ্গিনী, মা, আমি হরির কাছে
মানত করেছি যে, বড় বোঠাকরুণের
কাজে প্রাণ দেব, আমার সে মানসিক
শোধবার সময় হয়েছে, বড়ক'র গুরুত্ব
আর ছোট কড়া যে কে, তা তুমি কতক
জান; ঠিক জান না। আমাদের
বাড়ী ছিল হরিপাল, তুমি কোলে, সে
দেড় বছর ভুগে ম'রে গেল, চালে খড়
নেই, তার সংকার করবার পরস নেই,
আমাদের গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ
বললে, কল্‌কাতার চল-সে পঞ্চ-ধরচ
দিয়ে নিয়ে এল, এনে ভুললে কোথার
জান? সোনাগাছী এক বাড়ীওয়ালীর
বাড়ীতে।

রজি। মা, তুমি এ সব পরিচয় আমার দিচ্
কেন ? ছোটবাবু আর বড়বোমা আমা-
দের কে, তা কি আমি জানি নে ?

বিন্দু। না, তুমি জান না, স্থির হ'য়ে শোন, তার
পর আমি রাত হ'তে বুঝতে পারবুম
যে, কি কালসাপের গর্ভে এসে বাসা
নিরেছি। আমার কাপড় ছাড়িয়ে ভাল
কাপড় পরিয়েছে, ফুলের মালা দিয়েছে
সাবান মাখিয়েছে, চুল বেঁধে দেছে,
আমি বত বারণ করি যে, আমি বিধবা
মাতৃহ, এ সব বেশ-ভূষা কেন ? ততই
বলে, এ কলকাতার নোঙরা থাকলে
পুলিসে ধ'রে নে যাবে ; যে মাগী আমার
সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল, সে ঐ বাড়ী
ওয়ারার দাসী, তারে দেশে দেখেছি,
নুব, ধান কাপড়, এখানে দেখলুম,
চুল বেঁধেছে, চুড়ী হাতে দেছে, আমি
মনে করলেম যে, সত্যিই বুঝি কল-
কাতার এই চাল। সে রাত্রি আমি
তোমার কোলে ক'রে কি ক'রে বেরিয়ে
এসেছিলেম, তা আমি জানি, আর
ডগবানু জানেন। পরপুরুষ ছু'য়েছে,
যেয়েছে, কামড়েছে, আঁচড়েছে, কিছু
স্বর্গদেব সাক্ষী, আমি বহুকষ্টে ধর্মরক্ষা
ক'রে পালিয়ে এসেছি। তোমার সঙ্গে
আর আমার দেখা হয় কি না, জানি
না, কিন্তু এ কথা তুমি বিশ্বাস করো
যে, তুমি অসতীর গর্ভে জন্মাও নি।

রজি। আমিও স্বর্গদেবকে সাক্ষী ক'রে
বলছি যে, আমার মা অসতী, এ কথা
আমার ধারণা হয় না ; আমার কথা
ফুটতে ফুটতে কে আমার দেহতার সব
শিখিয়েছিল, কে আমার সহপদে
দিয়েছিল, কে আমার ছোটবাবুর কাছে
নিরে গিয়েছিল, বড় বোমাকে কে
দেখিয়েছিল ?

বিন্দু। আমি সে বাড়ী থেকে কোথায়
যাচ্ছি, জানি না ; যতক্ষণ জান ছিল,
ততক্ষণ চলেছি, রাত পুইয়েছে, কণী
হ'য়েছে, কে বেন বলে, এটা চালক,

মনে আছে। তার পর জান হ'য়ে
দেখি, তোমার কোলে ক'রে একটি
দেবী আমার বিছানার ব'সে। তাঁর
মুখ দেখেই আমার ভয় দূর হলো, সে
দেবী এই বড় বৌঠাকরুন। তার পর
ছোটকর্তাকে দেখলেম, তাঁর দেবমূর্তি
দেখে আমার মনে হলো যে, আমার
বাপ, তিনি আমার মা বলে ডাকেন।

রজি। মা, মা, সেই ছোটবাবু পাগল
হলো ! সেই বড়-মা চ'লে গেল ! আমার
কিছু করতে পারেন না।

বিন্দু। আমি ছ'মাস শয্যাগত থাকি,
বৌঠাকরুন শুচি অন্ত্রি না জ্ঞান ক'রে
আমার সেবা করেছেন, সাহেব ডাক্তার
দিয়ে ছোটকর্তা আমার চিকিৎসা
করিয়েছেন, যেমন মেয়ের ব্যামো
হ'লে খরচ করে, সেইরূপ অকাতরে
ব্যয় করেছেন, ভাল হ'লে আমার বাসা
ক'রে দেন, তিনি দোতলা বাড়ী ভাড়া
করেছিলেন, আমি তাঁকে প্রণাম ক'রে
এসে খোলার ঘরে রইলেম ; তিনি
টাকা দিতে চেয়েছিলেন, আমি নিই
নে ; বড় বৌঠাকরুণের কাছে দশটি
টাকা ধার ক'রে মুড়ি ভাজতুম, চিড়ে
কুটুতুম, চাল-ছোলা ভাজতুম। ওঁরা
কি করতেন জান ! চাকর-দাসী দিয়ে
আমি টের পেতুম না, দোকানকে
দোকান কিনে নিতেন। তার পর এই
ক'রে কিছু টাকা হাতে হলো, ছোট-
বাবু কাপড়ের দোকান ক'রে দিলেন ;—
তাইতে বাড়ী ঘর হোর করলুম, আরও
দশ টাকা হাতে করলুম, হুখে সুখে
তাই থেকেই চ'লে যাচ্ছি।

রজি। মা, তুমি আমার কি বলছো ?

বিন্দু। ছোটকর্তাকে তোমার হাতে দিয়ে
গেলুম, আমি বৌঠাকরুণকে খুঁজে
তাঁর কাছেই থাকবো, আমি চললুম,
আর দেখা হয় কি না।

রজি। মা, তুমি সঙ্গে জো কিছুই নিলে
না, এক কাপড়ে চলে।

বিন্দু। বড় বোঁঠাকুরুণ একটুকুপড়ে বেরিয়ে-
ছেন, আমিও এক কাপড়ে চলুদুদ।
বাঁধীখানি রইলো। তুমি খুটে
খেতে পারবে, আমার বা রইলো, এই
আকাশ পড়েছে, কাঁদাল-গরীবদের
খাইও।

রজি। মা, আর কি তোমার সঙ্গে দেখা
হবে না?

বিন্দু। প্রাণত্যাগীকে বেঁচে থাক, যদি বড়
বোঁঠাকুরুণকে কিবিরে আনতে পারি,
তা হ'লে কিবিরো, নইলে এই শেষ।

রজি। মা, তোমার কথা আমি মাথায় ক'রে
নিলাম। আলীকাদ কর, যেন ছোট-
বাবুকে ভাল কর্তে পারি।

বিন্দু। আসি মা।

রজি। এল মা।

[বিন্দুর প্রস্থান।

স্বর্ঘ্যদেব, আমারও প্রতিজ্ঞা শোন, যদি
ছোটবাবুকে ভাল কর্তে পারি, তবেই
অন্নজল মুখে দেব, নচেৎ আজ থেকে
আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করবো।

(গণককারের প্রবেশ)

গণ। ওরে বেটা, দিদি-মা কোথা গেল রে ?
রজি। কেন ?

গণ। আরে তোদের বাড়ী দখল করবে।

রজি। করুক, আমার বাড়ী-ঘরের দরকার
নেই।

গণ। দরকার নেই তো আমার দে।

রজি। নাও, তুমি একটু দাঁড়াও, মার
বাঁজটা বার ক'রে নিয়ে আসি।

গণ। আরে শোন—শোন।

রজি। আমি আসছি।

[প্রস্থান।

(দিহুর প্রবেশ)

গণ। ও ইনিম্পেটর-বাবু, ও ইনিম্পেটর-
বাবু, কিছু খবর রাখেন না কি ?

দিহু। ঠাকুর, তোমার ব্যাপারখানা কি
বল দেখি, ম্যাজিষ্ট্রেট ভাল, তা নৈলে
তোমাকে জীবন দেখিয়েছিল তুমি যে
কবুল দিতে গেলে কি সাহসে ?

গণ। ও একটা জমদ আছে।

দিহু। বললে না? আমার ওপর ভরারকে-
ভার, তোমার যদি খেপার করি ?

গণ। তা বিবেক করুন গে, এ গণ কাঁদী
কাঁঠ ধ্যান করেই হয়েছে। ওতে আমি
ভয় পাইনে। তবে শনি মঙ্গলবারের
মড়া, আর আমি আচার্য্য-বাবুস, দোশের
নেব, বোটা বেঁচে যার, এই আমার
মনন।

দিহু। তোমার ভয় নাই, ও জামলা এক-
রকম গুলিয়ে যাবে।

[দিহুর প্রস্থান।

(বাক্স হস্তে লইয়া রজিণী ও হলধরের প্রবেশ)

রজি। হলধর-বাবু, আমার একটি কাজ
করবে? এই বাক্সতে কিছু টাকা আছে,
তুমি যদি এই টাকাগুলিতে চাল কিনে
যারা খেতে না পায়, তাদের দাও।

হল। এ কার টাকা ?

রজি। আমার মার টাকা, তিনি গরীবদের
খাওয়াতে বলেছেন। (গমনোচ্ছত)

হল। রজিণি, কোথা যাও? তোমাদের
বাড়ী দখল করবে।

রজি। আমি গণক মহাশয়ের কাছে শুনেছি।

হল। এতে কত টাকা আছে ?

রজি। তা আমি জানিনে, এই চাবী
লাগান আছে, খুলে দেখো, আমার
মার যা ছিল, তাই।

হল। আমি কিছু বুঝতে পারছি নে,
তোমার না কোথায় ?

রজি। যদি দিন পাই, তোমার সব রকম
আমার এখন অবকাশ নেই। আমি
অনেকক্ষণ ছোটবাবুকে ছেড়ে এসেছি,
আমি তাঁর কাছে চলুম।

গণ। বলি, টাকা ত অতিথি-সেবার দিলি,
আর বাড়ীখানা কি সত্যি সত্যি
আমায় দিলি না কি ?

রজি। ই্যা হলধর-বাবু, তুমি শুনে রাখ,
আমি বাড়ী ওঁকে দিয়েছি। এই চাবী
নাও।

[চাবী দেওন ও প্রস্থান।

হল। ই্যা ভট্টাচাৰ্য, ব্যাপারটো কি?

গণ। কোনো কোনো, বিবেক করুন গে, যোৱা
রজনী।

হল। আৱে ঠাকুৰ, কি ভণ্ডামো কৰুছো?

গণ। এই চকু দুটোৱে বগুড়ালেম, খপই হোক
আৰ জাগুৰাই হোক, দিন বন্ধতে হয়,
আৰ একেও বিবেক করুন গে, হলধৰ-
বাবু বন্ধতে হয়।

হল। ও ঠাকুৰ, কি গাঁজাখুঁৱি ক'ছ? বল
না কি হৈছে?

গণ। তা বিবেক করুন গে, আপনি ত
হলধৰ-বাবু?

হল। ই্যা ই্যা, জাকরা রাখ না ঠাকুৰ,
আমি ও সব বুঝি।

গণ। বোঝেন যদি তো বোঝেন, আমি
খপৰ দিতে এসুম যে, তোমাদের বাড়ী
মেজোবাবু দখল কৰুবে, ও বেটী বন্ধলে,
তোমার বাড়ী দিলুম; তার পর বাড়ীর
ভেতৰ গেল, টাকার বাস্তব নিয়ে এল,
তা ত প্রত্যক্ষ জানেন, আপনাকে দিলে;
আমার বোঝাতে বজ্জিলেন, আপনি
এখন বোঝান।

হল। তাই ত, এ ব্যাপারখানা কি?

গণ। এর মীমাংসা দু ভিন রকম হয়। এক
আপনি পাগল, আমি পাগল, ও বেটী
পাগল। আর এক আপনি স্বপ্ন দেখছেন,
আমি স্বপ্ন দেখছি, এ দিক দিয়ে এক
রকম হয়। আর যা হয়, তা স্বপ্নেরও
পাগলেরও বাবা।

বাবা, হল। সে কি?

গণ। শান্তিৰামের ঠেঙে শুন্‌লুম, তোমা-
দের বড় বৌঠাকরুন বিরাগী হয়ে চলে
গেছেন, এর মা বেটী যদি খামোকা
খামোকা তার পেছ পেছ বিরাগী হয়ে
ছুটে থাকে, আর এ তো শুন্‌লেন,
আপনার ছোটমামার কাছে গেল।
এক আপনার ছোটমামা লাভ, আর
সকল ভাগ্য কৰুলে।

হল। তাই তো ভট্টাচাৰ্য, এখন কি
হয়?

গণ। আর তো এই হলো। হলধৰ-বাবু,
আমার একটা প্রতিজ্ঞা শুন, আপনার
দাদাই হোন, আর পীঠই হোন, এ
বাড়ী যে কেউ দখল কৰুবেন, তা তো
আমার প্রাণ থাকতে হচ্ছে না।

হল। তুমি কি কৰুবে?

গণ। ও আমার মার বাড়ী, মাকে কিরিং
দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক।

—০—

কালীকঙ্করের বৈজ্ঞানিক গৃহ।

কালীকঙ্কর ও রজিণী।

কালী। সব তো শুন্‌লুম, এখন তুমি বাড়ী
বাও।

রজি। তোমার কার কাছে রেখে যাব?

কালী। তবে থাক। তুমি কতদিন পাগল
হয়েছ?

রজি। আমি পাগল হই নি।

কালী। আমার একটি কথা শুন, আমার
বাথা লাগে না; তলোয়ারের চোট
মার, বাথা লাগবে না; কোলের ছেলে
না খেতে পেলে সামনে মার, বাথা
লাগবে না; পৃথিবী শাসন হ'লে
বাথা লাগে না; এক জায়গার বাথা
আছে, এক জায়গার ভাবনা আছে,
আমি আর কিছু ভাবিনে,—কিছু
ভাবিনে, তোর জন্ত ভাবি, কেন বন্ধতে
পার? এ ভাবনা বার কিসে বন্ধতে
পার? তুমি চক্ষের উপর থাকতে বাবে
না, তুমি দূর হও।

রজি। ছোটবাবু, মহাশয় হারিও না, তুমি
একটু চেষ্টা কর, এখন আরাম হবে।

কালী। মিথ্যাবাদী নও জানি, মিথ্যা
বন্ধো না জানি, বুঝতেও পারি,
আরামও হয়, তবে পাগল আরাম হয়
না কেন জান?

রদি। তবে তুমি আরাম হচ্ছে না কেন ?
ছোট বাবু, আমার এই অহরোয়টি
রাখ, তুমি আরাম হও।

কালী। আরাম হই নি কেন জান ?
আগে কেন পাগল হয় শোন, পুত্র-
শোকে পাগল হয়, ভাল হ'লে তার
ছেলেকে মনে পড়বে, যন্ত্রণার প্রাণ
বেকবে, তাই পাগল থাকে ; সর্বস্বান্ত
হয়ে পাগল হয়, ভাল হয়ে দেখবে
আশ্রয়হীন, প্রাণের মমতা থাকবে না,
পেটের ছেলে খুন কর্ত্তে এসেছে,
ভাতের সঙ্গে বিব দিয়েছে, ভাল হ'লে
মনে পড়বে, আবার পাগল হবে,
মরতে চাইবে না, যন্ত্রণা সঙ্গে থাকবে,
অকৃতজ্ঞতা বিঘ, রাবণের চুলীর মত
জলে, মলেও চুলী জলতে থাকে, জালা
নেবে না।

রদি। ছোটবাবু, সংসারে যদি অকৃতজ্ঞতা
না থাকতো, তা হ'লে কৃতজ্ঞতার
আদর কিসের ? অর্থ যদি না
থাকতো বেধের আদর কিসের ?
অন্য য না থাকতো, তা হ'লে
সত্যের আদর কিসের ? ছোটবাবু,
আমার কারমনোবাক্যে ভগবানের
কাছে প্রার্থনা, যদি আপনি একদিন
ভাল হয়ে তার পরদিনেই মৃত্যু হয়,
সেও-ভাল ; অচৈতন্যাবস্থায় মরবে,
এই কি তোমার ইচ্ছা ? পাগল হ'লে
মরবে, এই কি তোমার ইচ্ছা ? পশু-মৃত্যু
মরবে; এই কি তোমার ইচ্ছা ?

কালী। বা যা, কালকের ছুড়ী আমার
লেকচার দিতে এসেছে ; দূর হ, কেন
আর যন্ত্রণা বাড়াই।

রদি। আমি তো তোমার বলেছি, আমি
বাব না।

কালী। আচ্ছা, তুমি খেয়ে এলেই আমি
ভাল হব।

রদি। ছোটবাবু, তুমি মনে করেছো, আমি
গেলেই তুমি সরে বাবে, না ? আমার
মা ডেকেছিলেন, তাই একবার গিরে-

হিন্দু, খেকে
বাব না, যাতে তুমি ভাল হও—
আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই,
ব্যায়াম নাই, মৃত্যু নাই, তোমার
সঙ্গে সঙ্গেই থাকবো ; বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি,
ছোটবাবু, বলতে পারিনে, তোমার
যন্ত্রণা এর চেয়ে বেশী কি না ; আমি-
রও বড় যন্ত্রণা, কিন্তু দেখ, আমি পাগল
হব না, তুমি না যদি ভাল হও, তা হ'লে
আমার এ যন্ত্রণা রাবণের চিতার মত
জলুক, আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা
করি। তোমার যন্ত্রণার ভয়, তাই তুমি
আরাম হচ্ছে না, কিন্তু তোমার শিক্ষায়
আমার যন্ত্রণার ভয় নাই, যন্ত্রণাই
আমার আনন্দ।

কালী। ভাল হয়ে কি করবো ?

রদি। অনেক কাজ আছে, পৃথিবীর অনেক-

কের উপকার হবে।

কালী। তাতে আমার কি ?

রদি। ছোটবাবু, এ কথার উত্তর তুমি
আমায় শিখাও নি, পরোপকারে কি
লাভ, তা তুমি আমায় শিক্ষা দাও নি।
সত্য বলতে, ধর্মপথে চলতে, পরোপকার
করতে তুমি বলেছ, তাই করি ; আর
তুমি বলেছ, যে লাভালাভ বিবেচনা
করে, সে ধর্মপথে চলতে পারে না, সত্য
বলতে পারে না, পরোপকার করতে
পারে না ; আমি তাই শিখেছি, এবং
লাভালাভ আমি শিখিনে, লাভালাভ
আমি জানিনে।

কালী। ভাল হব ?

রদি। ইয়া।

কালী। তুমি সত্যি সত্যি বল, আমি ভাল
হয়েছি।

রদি। আমি সত্যি সত্যি বলছি, তুমি
ভাল হয়েছ।

কালী। আমি ভাল হয়েছি, আর আমি
পাগল নই।

রদি। ভগবান আমার মনোবাক্য পূর্ণ কর-

কেন, এতদিনে আমার কাজ ফুরান,
আমার বাঁকাপদে স্থান দাও!
কালী! রজিনি, রজিনি! কি করলে, এই
কাজ আমার ভাল করলে?
রজিনি (উঠিয়া) না না, এখনও কাজ রয়েছে,
ছোটবাবু, তুমি ভেবো না, আমি
মরিনে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্তাঙ্ক।

কৃষ্ণধন বস্তুর বাটীর বারান্দা।

কৃষ্ণধন বস্তুর ও সিঁদেখর দাগ।

কৃষ্ণ। আমিও চিঠি পেয়েছি; উইল সত্যি
হলেই তো হুঁজনে ফাঁকে পড়লেম।
সিঁদে! আঃ! সত্যি হ'লে কি বলছে!
রেজেষ্ট্রারের কাছে ডিপোজিট ছিল,
তিন বৎসর হয়ে গেলেও একটা
আপত্তি হতে পারতো, কদর টিকতো,
বলা যায় না, এই সবে হুঁজুর দশমাস
হয়েছে।

কৃষ্ণ। এখন উপায় কি?

সিঁদে। তোমার তো উপায় যা হোক, এক
রকম করেছে, আমি যে অর্ধেক সেরার
বাঁধা রেখে, বর থেকে খরচা দিয়েছি।

কৃষ্ণ। আর আমিই বুকি খরচা পেয়েছি?
তুমিই তো ইনজুংসন বার ক'রে নগদ
টাকা আটক করেছে; তোমারও যে
দশা, আমারও সে দশা।

সিঁদে। আচ্ছা, ডোকে কিছু কবলালে হয়
না।

কৃষ্ণ। ভাই, তোমার আমার মত কটা
এটর্নী পাবে? তা হ'লে ভাবনা কি ছিল
বল, আমাদের মতন হলে উকীল কোল-
লীর অন্ন খায় কে?

সিঁদে। একবার চেষ্টা করলে হয় না?

কৃষ্ণ। তুমি কি মনে কর, আমি কখন
? তোমার সঙ্গে না প

করেই অর্ধেক দিতে চেয়েছি।

সিঁদে। তা কি বললে?

কৃষ্ণ। ঐ চাটুখো আসছে, চাটুখো
শোন।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

চাটুখো মশাই, ভো কি বলেছে, বল।

সাত। অঃ মশাই, ভো ব্যাটা ভারী পাজী,
বললে মত ভারতবর্ষের টাকা দিলেও
অম্মাঃ ধার্য্য কর্ত্তে পারবো না।

কৃষ্ণ। বঃ! কি হিপক্রীট দেখেছ।

সাত। মশাই, একা ও'কেই দু'ছো কেন,
ঠক বাছতে গাঁ উজোড়। মিটার টি,
রের মতন কোললী, আপনাদের
মতন উকীল, অমন সরল অন্তঃকর-
ণের লোক ক'জন পাবেন বসুন? দেখে-
ছেন, ক'ব্যাটা কোললী হু'পক খায়?
আর উকীল ব্যাটারের ধুরো হয়েছে কি
জানেন, যে আমরা জুজুরী নিবারণ
করবো হলপ করেছে। বিচারের
সহায়তা করা আমাদের কাজ। রাণীর
আইন রক্ষা আমাদের ধর্ম্ম। এই এমন
সব বেকুবদের আপনি কি বোঝাবেন?
সিঁদে। বেকুব নয় কে—বেকুব নয়; বেশী
খাঁই, বুঝতে পার না?

সাত। আচ্ছা না, বেকুবই বটে। অনেক
মিথ্যা মোকদ্দমা জান্লে নের না; না
হ'লে আপনাদের অহুগত হয়েছে কিসে,
আপনাদের গুণে না?

কৃষ্ণ। আচ্ছা চাটুখো, তুমি একটা মংশব
বার কর, এখন কি করা যায়, মংশবর
বাঁধা দিয়ে বর থেকে টাকা বার ক'রে
আউট-পকেট দেওয়া গেছে।

সাত। বড় শক্ত ব্যাপার! বড় শক্ত সমিতি।
ভো ব্যাটা কি কম পাজী, মেডিকেল
বোর্ডেতে একজামিন করিয়ে সার্টিফি-
কেট নিয়েছে যে, ছোটকড়া পাগল
নয়। আর আপনাদের ঘরের ঢেঁকি

কুমীর মিটার ও'ই, আর ডি, হু'জনে
তার বোগাড় করেছে ।

সিদ্ধে : ওহে, তখন তোমার বয়স যে,
হু'টোকে কিছু কীটাপোটা খেতে দাও ।

কৃষ্ণ । তা হ'লে কি হতো, মেডিকেল বোর্ড
আর ডো বসাতে পারতো না ?

সাত । তবু হু'টো বিলেতকেরা ডাক্তার
হাতে থাকতো । তা দেখুন, একটা
ডাকছি, যদি হয় ।

উভ । কি ? কি ?

সাত । ঐ কালীকির আদালতে আনা-
গোনা করতে পারবে না ব'লে, ঐ হল-
ধরটার নামে মোক্তারনামা দিয়েছে,
তাকে যদি বাগিয়ে কিছু করতে পারেন ।

কৃষ্ণ । সে তোমার করতে হবে ।

সিদ্ধে । চাটুর্ঘ্যে, তোমার হাতেই আমাদের
মরণ-বাঁচন ।

কৃষ্ণ । কিন্তু ডো থাকতে হলধরকে দিয়ে বে
কিছু হয়, এমন তো আমি বুঝি না ।

সাত । আর ব্রহ্ম-অব্র, যদি রঙ্গিনীকে হাত
করতে পার ; তা হ'লে ডোই বসুন,
আর সেই বসুন, কালীকিরকে ওঠাবে
বসাবে ।

সিদ্ধে । শুন্তে পাই, বুড়োর ওর ওপর
তারি আসনাই ।

কৃষ্ণ । আমাদের মিছে বুলছো, সব তোমারই
করতে হবে ।

সাত । উটি আমার কর্ম নয় । ও ছু'ড়ী বে
কে, আমি কিছু বুঝলুম না ; তবে হল-
ধরকে দিয়ে যদি আপনারা পারেন ।

(বাদব ও মাধবের প্রবেশ)

মাধ । মশাই, সর্কনাশ হলো !

কৃষ্ণ । তোমরা জোচ্চোর, জোচ্চোরের
সর্কনাশ হবে না তো কি ? বিষয় নাই,
আশর নাই, পার্টিশন স্টক করতে গেলেন;
হু'জন এটপীর সর্কনাশ করেছে, তা আর ?

বাদ । মশাই, শুন্তে পাছি, আমাদের নামে
ক্রিমিনেল ওয়ারিগ বেরবে ।

সিদ্ধে । তোমাদের ক্রিমিনেল জেল হওয়াই
উচিত ।

কৃষ্ণ । বাও, তোমরা হু'জনেই খণ্ডরকাণ্ডী
বাও, খ্রীর গহনা সব নিচের এস, আর
নোর সিদ্ধু খু'লে দেখ গে, অহরং কহ-
রং কি আছে ।

মাধ । মশাই, নোর সিদ্ধু খু'লে বা ছিল,
সব তো এনে দিয়েছি ।

বাদ । বড়বোর গহনার বাকসো শুদ্ধ তো
আপনারা নিয়েছেন । একটা রূপোর
ঘড়ী, পোকরাজের আদলী পর্যন্ত
বাড়ীতে নেই ।

কৃষ্ণ । দেখ, রঙ্গিনের বাড়ীতে ছেড়ে দাও
গে বাও ।

মাধ । আজ্ঞা, সে তো আপনার কাছে বাঁধা ।

কৃষ্ণ । আমি সে ছেড়ে দিচ্ছি । আমি
তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই,
তুমি দেখা করিয়ে দিতে পার ?

মাধ । আজ্ঞা, সে আমি কি ক'রে দেখা
করিয়ে দেব ?

সিদ্ধে । তুমি পার ?

বাদ । আজ্ঞা, না ।

কৃষ্ণ ! তবে তোমরা দুতাই দূর হয়ে বাও ।

মাধ । মশাই, ওয়ারিগ হবে শুনছি, জেল
নিরে যাবে ।

সিদ্ধে । বাও, তোমরা খণ্ডরকাণ্ডী বাও ;
খ্রীর গহনা-টহনা নিয়ে এস, আর খণ্ড-
রকে ব'লে যা খরচপত্র পাও, নিয়ে
এস ।

বাদ । আজ্ঞা, সে কিছুই পাব না, আমার
খণ্ডর দেবেন না । জানানার বার হতে
চার নি ব'লে আমাদের পরিবারের
মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাইতে খণ্ডর
বড় রেগেছেন ; মোকদ্দমা হওয়া অবধি
হু'বার তিনবার আনুতে পাঠিয়েছি,
পাঠান-নি ।

কৃষ্ণ । ফুল ! তোমার ?

মাধ । আজ্ঞা, আমার খণ্ডরও বে, ওরও সে,
তাদের ছ' বনের সঙ্গে আমাদের হু'জ-
নের বে হয়েছে ।

কৃষ্ণ । তা হ'লে গহনাগাটি খরচাপাতি কিছুই
আনুতে পারবে না ?

মাধ। কোথায় পাব বলুন ।

কৃষ্ণ। রক্তির লব্ধে বেথা করিয়ে দিতে পারবে মাধু ।

মাধ। কাকাবাবু তাকে বাগানে রেখেছেন ; ডাক্তারের চিকিৎসা করছে, আমাদের সেখা বাবার বো নেই ।

কৃষ্ণ। দূর হও—এখান থেকে ।

মাধ। মশাই, জেলে গেলে আর বাঁচবো না, পাথর ভেঙ্গেই মরে যাব ।

কৃষ্ণ। ভ্যাক্ত করো না, বেরিয়ে যাও ।

যাদব। মেজ দা, চক্ষু খুলেছে কি ?

মাধ। খুলেছে ;—এখন আর কি হবে ?

সিদ্ধে। বেরিয়ে যাও,—বাইরে গিয়ে চোখ ফুটোফুটি খেল গে ।

মাধ। মশাই, রক্ষা করুন ।

যাদব। মেজ দা, আর ইচ্ছা খোয়াচ্ছ কেন ?

মাধ। যাদব, কোথায় যাব—কি করবো ?

যাদব। কাকাবাবুর পায়ে পড়ি গে চল ।

মাধ। যেদো, ঠিক বলেছিস ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

সিদ্ধে। ওহে, ওদের রিভারসনেরি রাইট লিখে নিলে হতো না ?

কৃষ্ণ। মন্দ বল নাই ।

সাত। আবে মশাই, আপনিও যেমন, ওদের খুঁড়ো মুখ দেখে না, বিবর দিয়ে যাবে ।

কৃষ্ণ। অত করতেও হবে না, সম্পত্তিই না হর ছাড়িয়ে নেবে, আমাদের পাওনা তো বুটবে না ।

সিদ্ধে। আর একটা বাধন দিয়ে রাখলে হতো ।

কৃষ্ণ। তাও কোন্ হাতছাড়া হয়েছে ? করলেই হবে । চাটুর্ষ্যে, রক্তির উশার কি বল ?

সাত। সে আপনাদের হাত ।

কৃষ্ণ। ডিনার রেডি, ওঠো ।

সাত। আমিও আসি ।

কৃষ্ণ। আচ্ছা ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

সাত। আমার ইচ্ছা, ভট্টচার যেমন করল দিয়েছে, তেরি গে করল দিই । আমার ছাড়বে না ; না ছাড়ো, আর-কদিনই বা বাঁচবো ? না হর, আমার শুদ্ধ জেলে দিবে । চক্ষের মুখ তো করবো, আহা, বেশ হয়, রোজার ষাড়ে বোঝা, উকীলের জেল ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাক্ষ ।

— — —

কালীকিরকের উত্থান-সম্মুখ ।

কালীকিরক, যাদব, মাধব ও শান্তিরাম ।

মাধ। কাকাবাবু, রক্ষা করুন ।

কালী। তোমার কি কথা ? ভায়ে ভায়ে মিল হয়েছে যে দেখছি ।

মাধ। কাকাবাবু মাফ করুন । পরের পরামর্শে করে ফেলেছি ছুঁড়িয়ে বুঝতে পারি নি ।

কালী। পরের পরামর্শে ভাইকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করেছে, খুঁড়োকে বিব দিয়েছ, বড় ভাজকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছ, আর আপনার লোকের পরামর্শ বালককাল থেকে শুনেও বুঝ নি যে, এ সব কুকাঙ্গ । পরের পরামর্শ শোন নি, আপনাদের পরামর্শে এই সব কাজ করেছে ; পরকে যবো না, তোমাদের স্বার্থপর মনের পরামর্শ শুনেছ । ভেবেছিলে, সকলকে বঞ্চিত করবে । যে মরুক, যে চলে যাক, যে পাগল হোক ; তা তোমাদের কি, আজ্ঞামুখই শুধ ।

যাদব। কাকাবাবু, কাকাবাবু বুঝতে পারি নি ।

কালী। বুঝতে পার নি কেন, সমস্তই বুঝতে পেরেছিলে । আপনার পায়ে কাটা ফুটলে অস্থির হও, আর বুঝতে পার নি যে, পরকে বিব খাওয়ালে তার যন্ত্রণা হবে ? বুঝতে পার নি, অনাথা বিধবা অন্নাতাবে পথে পথে বেড়াবে ?—রাজরাণী থেকে ভিখারিণী হবে ? তাতে তার কষ্ট আছে, এ কথা বুঝতে পার নি ? জেলের ভরে

অস্থির হয়ে আমার পায়ে ধবুতে এসেছ, সেই জেলে মাতৃবৎ বড় ভাজকে পাটা-বার চেষ্টা করেছিলে। বুঝতে পার নি যে, জেলে কষ্ট আছে—গেলে তাঁর ক্লেশ হবে? সতীর নামে কলঙ্ক দিয়েছ, অপ-কলঙ্ক দিয়েছ, যে অপকলঙ্কে আত্মহত্যা করে, বুঝতে পার নি, অবলা পতিহীনায় কি বহুশ্রম? নির্মল বালিকা পদ্মফুলের স্তায় ফুটেছে, তাকে কলঙ্কিত করবার ইচ্ছায় তোমার চাকর শাস্তিরামকে টাকা কবলেছিলে; বুঝতে পার নি যে, কি দুর্নীত কাজ? সমস্তই বুঝেছিলে, কিন্তু পদ্মবৎ মনের দাস হয়ে, আত্মহুত্থের বশবর্তী হয়ে পরের বেদনা উপেক্ষা করেছ। তোমাদের সাহায্য করা মহা-পাপ,—সমাজবিরুদ্ধ পাপ, স্ত্রীবিরুদ্ধ পাপ, নীতিবিরুদ্ধ পাপ।

শান্তি। তুমিও বুদ্ধিহারা হয়েছ? তা বেশ হয়েছে।

কালী। কি বলছিস শান্তি?

শান্তি। বলছি আমার মাথা আর মুখ! প্যাটের ছেলে ভরিয়ে আসে পায়ে ধবু-তিছে, আর পা কিন্‌কুটে ফেল্‌তিছো? আঁকুল থাকলে এগুলো করে!

কালী। তুই কি বলছিস, দুর্জনের সাজা হওয়াই উচিত।

শান্তি। তুমি বাপের ভাই, তাই বলতিছ, বাপ হলি আর এ কথা বলতি না। এরা দুর্জন, এদের সাজা দিতে চাও, আর এদের যে বে দিয়ে এনেছ, সেভা মনে রাখ? সে ছড়া বৌরি জাস্ত মরা করুবা! বাপ-দাদার নামটা ভোবাণ! মনের পটা পাঁক উটকে দেখলে কেউ কারুকে দুর্জন বলতো নি, তা আমরা মুকুথ, আমরা আর তোমাদের কি বলবো।

কালী। তা আমাদের কি করতে বলিস?

শান্তি। সে জুদো কথা, পেটা শলা কর, কিসে বাঁচে, তার একটা যোগাড় কর। বিহু সারজন কেস সাজাইছে যে, ছোট-

বাবু মিথ্যামিথি বৌ ঠাকুরগণেরে জেলে দেবার যোগাড় করেছিল, আর মাজ-বাবু, উনি যোগাড় করে বৌ ঠাকুরগণেরে দাওয়াই ব'লে বিব দেওয়ায়ে-ছেন; দিহুরে ডেকে চুপি চুপি কিছু দিয়ে থামায়ে দিলে থেমে যাবে এখন

কালী। তোমরা কি করতে বল?

বাদ। আজ্ঞা হ্যা, আপনি দিহুরে ডাক-লেই সব চুকে যায়।

মাধ। তা হ'লে আর কোন ভয় থাকবে না।

কালী। তোমাদের মন্তব্য এই যে, ঘুর ঘেব, মিথ্যা বলব, মিথ্যা শেখাব; বালক-কাল থেকে অতটা শিক্ষা হয় নি, বৃদ্ধ-কালে পারবো না। আমার চিরাদন ধারণা, মিথ্যায় কখনও সফল ফলে না; সত্যের সংসার—সত্যপথই নিরাপদ পথ। তোমরা বলছো, তোমরা শিখেছ, কিন্তু এখনও মিথ্যার আশ্রয় করছো, কিছুই শেখ নি, এখনও বালির উপর বনেদ করছো। শিক্ষা কার নাম জান?—যে পথে অধঃপতন হয়েছে, সে পথ থেকে ফেরা; যে কুসাজ করেছে, তার সংশোধন করার চেষ্টা পাওয়া—অসম্ভব করা। দেওর ভয়ে না, পুলিশের ভয়ে না। বলছো শিক্ষা হয়েছে, কিন্তু দেখছি, আপ-নাদের জন্মেই তো ব্যতিব্যস্ত হয়েছে। সে যে অবলা, একবস্ত্রে চ'লে গেছে, তার কি কোন সন্ধান নিরেছ? তাকে কি করে আনবার চেষ্টা পেরেছ? শাস্তি-রাম, তুমি আমার তিরস্কার করুলে যে, আমি বাপ হ'লে একপ করতাম না; কিন্তু বাপ হ'লে যদি সন্তানকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা অবলম্বন করতে হয়, তা হ'লে ভগবানকে শতসহস্র ধন্যবাদ দিই যে, তিনি আমার সন্ধান দেন নি। বাপ-দাদার নাম? যদি মিথ্যাকথার বাপ-দাদার নাম রক্ষা করতে হয়, সে নাম লোপ হওয়াই ভাল। আমার কারমনা-বার্তা প্রার্থনা যে, মান, ধন, মমতা, প্রাণ, যে কোন প্রলোভনে মিথ্যার পথ

অবলম্বন না করি। মিথ্যার বেন আমার চিরদিন থেব থাকে। মাধব, বাদব, যদি তোমাদের নিজ নিজ হুকুম আদালতে স্বীকার পাও, তা হ'লে আমি ভাল কোম্পানী দিয়ে তোমাদের জন্তে কমা প্রার্থনা করাব। তাতে না হয়, লাটি সাহেবকে ধরবো, আমি স্বীকার পাচ্ছি—অর্থ, পরিশ্রম, সংস্কারমর্শে বত দূর হয়, তোমাদের দণ্ডনিবারণের জন্ত করবো, কিন্তু মিথ্যার সাহায্য আমা দ্বারা হবে না, মিথ্যার আমার ঘৃণা, সে ঘৃণা বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ করবো না।

[প্রস্থান।

মাধ। শান্তিরাম, সর্বনাশ হলো! কাকাবাব তো কিছু করলেন না।

(দিল্লী ইন্সপেক্টরের প্রবেশ)

দিল্লী। মশারদের আমার সঙ্গে আসতে হয়েছে।

শান্তি। এ্যা, ধ্বতি আইছো নাকি। ই্যা দেখ সারজনবাব, আমি ঘরদরজা ব্যাচে আনিয়ে তোমাদের পান খাতি দিচ্ছি, এ ছুডো ছোঁয়ারে ছারান দ্যাও।
দিল্লী। শান্তিরাম, আমার হাত নাই; ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডিটেকটিভকে দিয়ে স্বয়ং তদারক করিয়েছেন, এদের গ্রেপ্তার করতে স্বয়ং এসেছেন।

মাধ। যেদো, এই তো জেলে নিয়ে চললো, আমাদের কি কেউ নেই রে যে, রক্ষা করে?

বাদ। দাদা, আমি আছি; তুমি ভেবো না, আমি তোমার বাঁচাব। আমি বলবো যে, আমি তোমার নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করেছিলাম। আমি বিয় দিয়েছি।

মাধ। না যেদো, চল, তু'জনেই সত্যি কথা বলবো, অদুটে যা থাকে হবে। কিন্তু একটি অবলম্বন আমি পেলুম, সম্পদে ভাই খুইয়েছিলেন, বিপদে ভাই খুঁজে পেলুম।

বাদ। দাদা, জীবনে মরণে আর আমাদের কেউ তাকা করতে পারবে না।

দিল্লী। পুলিশের চাকরীতে রকম রকম দেখতে হয়। গোড়ার ভাল বীজ পড়েছে, বোধ হয়, এ্যাদিনে কাঁটাবন ঠেলে তাই গজাচ্ছে। বিপদের কোদানে বড় কাঁটাগাছ টেচে কেলো।

(রদ্বীণীর প্রবেশ)

রদ্বী। দিল্লীদাদা, এদের কোথায় নিয়ে যাও? দিল্লী। ওয়ারেন্টে ধরেছি।

রদ্বী। এদের বাঁচাবার কোন উপায় আছে? দিল্লী। আমি তো দেখছি, ম্যাজিস্ট্রেট বে রেগেছে, বোধ হয়, আগে থাকতেই রায় লিখে ব'সে আছে। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি, আমি চলুম, এর পশ দেখা ক'রে সব কথা বলবো।

[দিল্লী, বাদব ও মাধবের প্রস্থান।

শান্তি। হা অদুটে! কি হলো! কি হলো! সংসারটা ধানেখারাপ হলো!

[প্রস্থান।

রদ্বী। নিশ্চিত মারা। এমন ভোজবাজী আর নেই। এই মুন্সফর সংসার মৃত্যুর আগার, সমস্তই বিপরীত। বিপরীত বস্তু একস্থানে বস্তুমান, অবিস্মিতরূপে সংলিপ্ত। আলোর সঙ্গে অন্ধকার, ভালর সঙ্গে মন্দ, সুখের সঙ্গে দুঃখ, দুঃখ জলের সঙ্গে যেমন মিশ্রিত। কোথায় সুখের শেষ, কোথায় দুঃখের আরম্ভ, কোথায় আলোর শেষ, কোথায় অন্ধকার আরম্ভ; এ কার সাধ্য নির্ণয় করে? কার্যাকারণ অনন্তকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ, আজ যেটা কার্য, কাল সেটা কারণ; আবার কালকার কার্য পরন্তর কারণ; কার্যাকারণ স্থির করা, কার্যকল বিচার করা মানব-শক্তির অতীত। চক্ষুর উপর আমার কার্যের ফল দেখলুম, বোমাকে বাঁচাতে গেলুম, সেই ফলে এদের বাঁচা লুম! এদের পরিবারদের অনাথা করলুম! ভাল করেছি, কি মন্দ করেছি, ভগবান, তুমি জান। প্রভু? বত দিন গেছে শ্রাণ আছে, কার্যের শ্রোত নিবারণ হবে না; কিন্তু হে সর্বমঙ্গলাকর, হে জ্ঞানদাতা,

রাজীব-পদে অবলার কার্যমনোবাক্যে
প্রার্থনা, আর যেন কার্যগরিমা মনে
স্থান না পায়। তুমিসকলনিরস্তা, ভাল
মন তোমার পদে অর্পণ করলেম।
(কালীকঙ্করের পুনঃ প্রবেশ)

কালী। তুমি হেথায় উঠে এলে কেন?
তোমার ডাক্তার বাইরে আস্তে বারণ
করেছে।

রজি। ছোটবাবু, কে চেষ্টা করে বললে যে,
“আমাদের রক্ষা করে, এমন কেউ
নেই?” কথাটা শেলের মতন অন্তরে
বাঞ্ছলো, তাই চলে এসেছিলাম। এসে
দেখলুম কি তান? তোমার চাই ভাই-
পোকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

কালী। পাপের দণ্ড হয়েছে, তুমি কি করাবে?
রজি। পাপের দণ্ড, মার্জনা নাই? তবে
তো মানবদেহধারণ মহাবিপদ! যদি
মার্জনা না থাকে, কোথায় যাব,—
কোথায় দাঁড়াব! আমি অসুস্থ হইতে
দেখছি, এ জীবন কেবল কার্যপ্রবাহ,
সকল কার্যই কলুষিত এর যদি দণ্ড
হয়, যদি মার্জনা না থাকে, এ কার্য-
ফল যদি ভোগ হয়, তা হলে তো অনন্ত-
কালেও নিস্তার নাই।

কালী। ও সব তর্কের সময় এখন নয়,
তোমার শরীর বড় অসুস্থ, এ সব চিন্তায়
তোমার পীড়া বৃদ্ধি হবে।

রজি। ছোটবাবু, তুমি সামান্য রোগকে
ভয় করিতে বলছো, কিন্তু মহারোগের
কি উপায়! এ রোগে দেহনাশ করবে,
এই আশঙ্কা; কিন্তু দেহনাশেও ত সে
রোগের নিষ্কৃতি নাই। মার্জনা নাই।
অতি ভয়ানক কথা, অকুল পাথার!
আমার প্রাণ অকুল হচ্ছে!

কালী। কে বললে মার্জনা নাই? ভগবান
অপরোধজন, তিনি মার্জনা করেন।

রজি। তবে কি মার্জনা কেবল মানুষের
নিষেধ? তা হলে মানুষ অপেক্ষ
হিংস্রক জন্তু হওয়া ভাল; আমি কুকুর-
কেও মার্জনা করিতে দেখেছি। যদি

মানুষের মার্জনা নিষেধ হয়, তা হলে
এমন হীনজন আর নাই।

কালী। তুমি আমার কি বলছো?

রজি। আমি তোমার কিছু বলি নি, আমি
আপনাকে বলছি। যে দিন তুমি বলে-
ছিলে, তুমি আর পাগল নও, তুমি ভাল
হয়েছ, আমার মনে হয়েছিল যে, আমার
কার্য শেষে হয়েছে। দেহ অবশ হ'ল, ভাব
লুম, আমার চরমকাল! কিন্তু কে যেন
আমায় বললে, “তোমার এখন সময় নয়,
তোমার কাজ বাকী আছে!” আমার
সেই কথায় দেহ সর্বল হ'য়ে আবার
কার্যে প্রবৃত্তি জন্মাল; কিন্তু আজ
দেখছি, সকল কার্যই কলুষিত—খোর
অন্ধকার! কেবল দূরে একটি ক্ষণ
আলো,—দয়া! সকলি অন্ধকার!
কেবল দয়ারই উজ্জ্বল শিখা দেখতে
পাচ্ছি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, পথ
দেখতে পাচ্ছি, এই যে আমার সমুপে
রাজপথ। সুন্দরভাবে গান হচ্ছে—
মার্জনা, মার্জনা! দেবদূতে গান করছে
—মার্জনা মার্জনা। সকলকে মার্জনা;
শত্রুকেও মার্জনা। দূরে মহাব্যতের
সুন্দর মন্দির, আমি চল্লেম।

কালী। কোথায় যাবে?

রজি। তুমি ভেবো না, বাধা দিও না।
আমার অনেক কাজ আছে, কাজ
থাকতে দেহ যাবে না, আমি চল্লেম।

[গ্রন্থান]

কালী। বালিকা আমার শিকারী।
বালিকা আমার গুরু। জীব আমার
হৃদয় অধিকার করেছে, প্রতিহিংসা
আসন গ্রহণ করেছে, তাই সত্যের দোহাই
দিয়ে ভয়াবহ বালকদের মার্জনা করি
নাই। কিন্তু আজ হ'তে মার্জনা—
মার্জনা? মার্জনাই মনুষ্যত্ব, দেবত্ব,
ঈশ্বরত্ব।

[গ্রন্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

— — —

পথ।

পাহারাওরালা, দিহু, যাদব, বাধব, ম্যাজি-
ষ্ট্রেট, মন্দাকিনী, নিস্তারিণী।

মন্দা। কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাও? এ
যে সাহেব, সাজিন, পাহারাওরালা, এই
নাও, আমাদের গহনা নাও। আমরা
তোমাদের পত্র পেয়েই বাপমাকে না
ব'লে রাতারাতি বেরিয়ে এসেছি। এই
নাও—নাও, সাহেবদের দিগে চলে
এস।

ম্যাজি। ঐ স্রীলোকদের কে, কি বলিতেছে?
মন্দা। সাহেব, ইনি আমার স্বামী, আর
ইনি আমার ভগ্নীর স্বামী। এই নাও,
আমাদের গহনা নাও, এঁদের ছেঁড়ে
দাও।

ম্যাজি। দিহু, উহাদিগকে এ কথা বলিতে
বারণ কর, ইহাতে আমাকে ঘৃণা নিতে
বলা হয়, তাহা হইলে উহাদের সাজা
হইতে পারে।

নিস্তা। সাহেব, যে সাজা হয় দাও, আমা-
দের প্রাণদণ্ড কর, এঁদের ছেঁড়ে দাও।

মন্দা। সাহেব, তোমার পায়ে পড়ি, এঁদের
ছেঁড়ে দাও।

যাদ। দাদা, দাদা, দেখেছ,—অতি সুবি-
চার! অতি সুবিচার!। যার যতন বড়
ভাজকে তাড়িয়ে দিবেছি, স্ত্রী এসে পথে
কাড়িয়েছে, অতি সুবিচার! অতি সুবি-
চার!। আর সাজাতে আমার ভয় নাই।

যাধ। মন্দাকিনী! বোমা! তোমরা ঘরে
যাও।

মন্দা। ঘর! কোথায়! কোথায় যাব।
যেখানে তুমি, সেইখানে আমার ঘর;
যেখানে ঠাকুরপো, সেখানে নিস্তারি-
ণীর ঘর; আর তো আমাদের ঘর
নেই! বাপের বাড়ী ছেঁড়ে এসেছি—
আর কোথায় যাব? যদি তোমাদের

নিরে যায়, তা হ'লে আমরা পথের
কাকালী—পথে পথেই ফিরবো।

নিস্তা। সাহেব, দয়া কর; যদি ওঁরা দোষী
হন, আমরা নির্দোষী, আমাদের সাজা
দেবেন না। সাহেব, সকলের মুখে
শুনি, তোমাদের সুবিচার; তবে একের
দোষে অস্ত্রের সাজা কেন দেন? আর
যদি নিতান্তই সাজা দেবেন, তবে
আমাদের সাজা দিগে এঁদের নিষ্কৃতি
দিব। সাহেব, আমরা কুলঙ্গী, আমা-
দের কিছুই নাই, আমাদের স্বামীই
সর্বস্ব, স্বামীই দেবতা, স্বামীই উপাসনা,
স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, একমাত্র
স্বামীর মুখ চেয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ
করি। স্বামীধনে যে স্ত্রী বঞ্চিতা,
সে রাজরাণী হইলেও কাকালিনী,—
হীনের হীন, দীনের দীন—জীবন ত
সাহেব, বিনা অপরাধে অবলাদ্বয়কে এ
কঠিন সাজা দেবেন।

ম্যাজি। তোমরা কি আমার সাজা লইতে
বল? দোষী ছাড়ান দিলে সাজা
পাইব।

মন্দা। সাহেবেরা সকলি পারে। যদি
এদের খালাস দিলে তোমার সাজা
পেতে হয়, আমি প্রাণ থাকতে এ কথা
কখনও মুখে আনবো না; কিন্তু আমা-
দের উপায় করুন, আমরা আপনার
চরণে প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি, আমাদের প্রাণ-
ভিক্ষা দিন। আর যদি নিতান্তই সাজা
দেবেন, তবে এদের সঙ্গে আমাদেরও
সাজা দিন। স্বামীর কাছে থাকতে
দিন, স্বামীর সেবা করিতে দিন, অব-
লাকে ভিক্ষা দিন—বঞ্চিত করবেন না।

ম্যাজি। দিহু, দেখিতেছি কর্তব্যের অপেক্ষা
বড় কর্তব্য আছে। দিহু, ইহাদের
কেহ জামিন হইতে পারে?

(রজিণীর প্রবেশ)

রজি। ধর্মাবতার সেলাম, আমি জামিন।
ম্যাজি। ভূমি জামিন! তোমারি কথায়
আমি তদারক করাইরা ইহাদিগকে

দে জানিয়া ধরিয়াছি। আমি জানিতাম যে, ইহারাই তোমার শত্রু।
 রত্ন। ধর্মাবতার, আমার শত্রু আমি, আর আমার শত্রু নেই। তবে আমার কথা শুনে হুজুর এ বিষয় যে অসু-
 সন্ধান করেছেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমা হ'তে একটা সংসার উচ্ছন্ন
 যাচ্ছে; হু'জন নির্দোষী স্ত্রীলোক পথে দাঁড়িয়েছে, অধিক কি হয় জানি না—
 চিরদিন সুখে লালিত, কারাগারে কষ্টে হয় তো প্রাণবিরোগ ভ'তে পারে।
 ভাবছি, ভগবান্ কি করবেন, আমার কি নরহত্যা স্ত্রীহত্যার ভাগী করবেন!
 ম্যাজি। জামিন হইয়া অত্ খালাস করিতে পার, কিন্তু ইহার দোষী, দণ্ড নিবারণ
 বিধানে করিবে?
 রত্ন। আমি মহারাণীর কাছে যাব, তাঁর জুবিলির দিন উপস্থিত।
 ম্যাজি। শুনিয়াছি, তুমি ইহাদের খুড়োকে ভাল করিয়াছ। তিনি কোথায়?
 (কালীকঙ্করের প্রবেশ)
 কালী। হুজুর, আমি উপস্থিত।
 ম্যাজি। কি নিমিত্ত?
 কালী। অভাগাদের জামিন হব, পুত্রবধূ-
 দের ঘরে নিয়ে যাব।
 ম্যাজি। এই স্ত্রীলোকটি আপনার কে?
 কালী। আমার শিক্ষাদাত্রী দেবী—
 ধ্যানের মুর্ত্তি।
 ম্যাজি। আপনি আমার সহিত আসুন।
 তুমি এই স্ত্রীলোক ছুটিকে লইয়া যাও।
 আপনারা ভাবিবেন না, ভগবান্
 আপনাদিগের সাহায্য করিতে পারেন।
 আমি জামিন লইয়া ইহাদিগকে খোলসা
 দিব, ওতিজ্ঞা করিতেছি।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তাঙ্ক।

—০—

রত্নীর গৃহ।

সাতকড়ি, গণককার ও হলধর।

গণ। হলধর-বাবু, আপনি যে এক নারী-
 বিজ্ঞা আমার দিয়েছেন, তাহাতেই বস
 আছে।

হল। তারা আসবে তো?

সাত। আজ্ঞা, এই আমাদের বাড়ীতে
 এসেছিল। আমি একজনকে বলেছি,
 আটটার সময় আসতে, আর একজনকে
 বস্তু, সাড়ে আটটার সময় আসতে।

হল। অবিশ্বাস করবে না তো?

সাত। আজ্ঞা না, তারা হু'জনেই সন্ধান
 নিয়েছে যে, এ রত্নীর বাড়ী, আর
 সিদ্ধেশ্বর-বাবু তো সদর-দোরের চাবি
 পেয়েই আফ্রাদে আটখানা!

হল। ব্যাটার কি ছুচোর, কি পাজী,
 আপনাদের ভেতরও মিল নাই।

সাত। আরে মশাই, কৃষ্ণধন বাবু বলে, সিদ্ধে-
 শ্বরকে বোলো না, সিদ্ধেশ্বরবাবু বলে,
 কৃষ্ণধনকে বোলো না, দিহ বাবুকে ঠিক
 করেছেন তো?

হল। দে সকল কথা শুনে রেগে লাল হয়ে
 আছে।

নে-কৃষ্ণ। চাটুখো! চাটুখো!

সাত। দৌর খোলা আছে, আসুন,—
 আমি হলধর বাবুকে ডেকে আনছি।

[সাতকড়ি ও হলধরের প্রস্থান।]

গণ। এই কাজটি আমার শেষ। এইটি
 বংশের শেষকীর্ত্তি। মা বেটী রাগ করবে,
 তা করুক।

(কৃষ্ণধনের প্রবেশ)

গণ। মশাই, মশাই, এ ঘরে বসবেন না
 —এ ঘরে বসবেন না।

কৃষ্ণ। কেন? আমি এ বাড়ী দখল করেছি।

গণ। আজ্ঞা, এ পাগলাঘর।

কৃষ্ণ। পাগলাঘর কি?

গণ। ডাক্তার বাবু, বিবেক করুন গে,

আমার মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে
যাচ্ছে।

কৃষ্ণ। ডাক্তার কে, আমি কতখান বস্তু,
এটর্নি এ্যাট ল।

গণ। তা ডটচারি মশাই, সরে আসুন, সরে
আসুন, এখনি উদ্ভাদ কেপে উঠবেন।

কৃষ্ণ। পাগল না কি!

গণ। আজ্ঞা হ্যাঁ, এ ঘরেরি গুণ, পোদারের
পো, পালাই চল—পালাই চল।

কৃষ্ণ। তুমি সরে যাও, তা না হ'লে আমি
তোমার বাঁধিরে দেব।

[গণকের প্রস্থান।]

(সাতকড়ি ও হলারের পুনঃ প্রবেশ)

সাত। মশাই, হলধর বাবু ব'লে হেদিয়ে
ছিলেন, এই দেখুন।

কৃষ্ণ। হলধর বাবু, আপনি এ রকম ক'রে
বেড়ান কেন? আপনি অত বড় বিষয়ের
আম্বোক্তার, আপনার মামা চন্দ্র বুজ-
লেই শুনেছি, আপনাকে সব দিবে
যাবেন, আপনার কি ধুতি চাদর প'রে
বেড়ান ভাল দেখায়?

হল। মশাই, আর লজ্জা দেবেন না,—
লজ্জা দেবেন না। এই মেলটা এলেই
ঠিক আপনাদের মত কালা সাহেব হয়ে
বেড়াছি।

কৃষ্ণ। না, আমি আজই আপনার সুট
কিনে দেবো, আপনার টাকা না থাকে,
আমি টাকা দিছি।

হল। মশাই, টাকার অভাব কি? এই
সে দিন ছোটমামার বাকি খাজনার
হুকোর টাকা এল, আমার নামেই
বাকি জমা দিলেন; এই ঠিকাল পট
লাখ টাকা পুদ এল, আমার জলপানি
দিলেন, এই পাচ কোর টাকা আবাদ
কিন্তে দিয়েছেন।

সাত। ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু, এ কথা
মিথ্যা বিবেচনা করবেন না।

কৃষ্ণ। ডাক্তার কে, বাবু কে, চাটুর্ঘ্যে কি
গাঁজা খেয়েছ?

হল। ওর কথা ধরবেন না। উনি পাগল,

ওর কথা কথা ধরবেন না,—

কৃষ্ণ। উঃ—

হল। কি বলছেন?

কৃষ্ণ। আপনার আমাদের সঙ্গে মেশা
ভারি উচিত; কংগ্রেস প্রভৃতি বড় বড়
কাজে আপনার হাত দেওয়া উচিত।

হল। বলতে হবে না মশাই,—বলতে হবে
না; এই মেলটা আসুক।

কৃষ্ণ। মেলটা আসুক কি?

হল। আমি বিলেন্তি পোষাক অর্ডার
দিয়েছি, এই মেলে পছন্দ হবে; আমার এ
দ্বিতীয় পোষাক পছন্দ হয় না।

কৃষ্ণ। কি অর্ডার দিয়েছেন?

হল। দেড়শ ডজন সাট, পোনে হ'শ
ডজন পেটুলেন,—

কৃষ্ণ। ঠাট্টা করছেন?

হল। আজ্ঞা না, আর পোনে চারশ ডজন
নেকটাই, স পাঁচশ ডজন ষ্ট্রিক, আর
সাতশ পাঁচশ ডজন ক্র্যাগ।

কৃষ্ণ। কি পাগলামো করছেন?

সাত। আজ্ঞা না মশাই, সত্যি সত্যি
দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। চাটুর্ঘ্যে, কি তুমি বকছো?

সাত। আজ্ঞা হ্যাঁ, দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। ক্র্যাগ করমাস দিয়েছেন কেন?

হল। আজ্ঞা, আপনার সঙ্গে মিশলে
লাট সাহেব হব তো? তখন বাড়ার
ওপর দেব।

কৃষ্ণ। কি বলছে। চাটুর্ঘ্যে ব্যাটাও তো
সায় দিচ্ছে, ওরা মদ খেয়ে এল নাকি!
এই তো বেশ ছিল।

হল। আর ধরুন গে, বোড়া করমাস
দিয়েছি বাইশ কাহন, গাড়ী করমাস
দিয়েছি দশ পোণ, সইস করমাস দিয়েছি
ন গণ্ড, কোচম্যান করমাস দিয়েছি
আড়াই গণ্ড।

সাত। আজ্ঞা হ্যাঁ, দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। অ্যাঁ! এ কি সত্যি পাগলা ঘর নাকি?

সাত। আজ্ঞে।

ঢাকা দিয়ে বণ কবুতে আসি নি—
প্রায়ে বণ কবুতে এসেছি। শুনেছিলেম,
রঞ্জিনীর মোগলের পোষাকে বড় সখ,
তাই আমি মোগলের পোষাকে এসেছি—
লেখ।

কৃষ্ণ। মশাই, আমি সে সমস্ত কাগজপত্র
ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। একরার
দিতে রাজী আছি যে, মিথ্যা করে
ভুলিয়ে নিরেছি, আমাকে রক্ষা করুন।
সিদ্ধে। মশাই, আপনি যা বলবেন, আমি
তাই কবুতে প্রস্তুত আছি।

কালী। দিহু বাবু, যদি চোর গ্রেপ্তার করে
থাকেন, তা হ'লে সকলকে গ্রেপ্তার
করুন। আমি চাক্ষু দিছি যে, এরা চোর
ডেকে এনে ধরিয়ে দেছেন; যদি চুরি
হ'য়ে থাকে ত এরা তার অংশী।

দিহু। মশাই, আমার মাজ্জনা কবুবেন।
রঞ্জিনীকে আমি ভগ্নী অপেক্ষা স্নেহ করি,
তার প্রতি অত্যাচার হবে শুনুলেশ,
বড়-মা পথে পথে বেড়াচ্ছেন—এরা
আপনাদের সর্বনাশ করেছেন, এই ক্রোধে
আমিও সহকারী হয়েছি। যদি রূপা
ক'রে মাজ্জনা করেন, করুন; নচেৎ
অপর ইন্সপেক্টার ডেকে আমার শুদ্ধ
বাঁধিয়ে দিন। আশ্রিও এদের সহকারী।

কালী। রঞ্জিনী যদি তোমার ভগ্নীর অধিক
হয়, তা হ'লে আদালতে তার নামে
কলহ পুতে কিরূপে প্রস্তুত হয়েছিলে?
সকল মশাই আদালতে প্রকাশ হতো,
তা হ'লে লোকে মন্দই বিশ্বাস
কবুতো? নীরব হ'য়ে আচ্ছ যে?
মনে পু ন দিও না যে, কখনও কু কাজে
শুকল না। তোমরা লোকবন্ধক, মহা-
রাণী তোমাদিগকে লোকরক্ষার জন্ত
নিযুক্ত করেছেন। যদি কায়মানাবাক্যে
কণ্ডবাসাধন কবুতে, যদি যমের সার
লোকে তোমাদের না ভয় কর্তো, রক্ষক
ব'লে জান কবুতো, তা হ'লে কি চুরি,
ডাকাতি, খুন চাপা থাকে? যদি
পনবুদি উপেক্ষা কবুতে, যদি কর্তব্য

একমাত্র অবলম্বন কবুতে, তা হ'লে হ'তে
পারে যে, তোমার উপরই লোক
তোমার অকর্ণ্য ভাবেতো; কিন্তু
নিরপেক্ষ ভগবান তোমার কার্য দেখ-
তেন। কর্তব্যসাধনে উপস্থিত ত্যাগ
স্বীকার কবুতে হয় সত্য, কিন্তু পরিণাম
অতি উজ্জল। এরূপ উজ্জল দৃষ্টান্ত
তোমাদের পুলিশে অনেক পাবে।
তাহারাই যথার্থ শাস্তিরক্ষক,—শাস্তিময়
ভগবান তাহাদের হৃদয়ে বিরাজিত।

দিহু। মশাই, আমি বড় আক্ষেপ কবুতেম
যে, আমি কমতাশালা হইনে কেন?
কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারুলুম যে,
তা হ'লে আমি কত মহাপাপে লিপ্ত
হ'তুম, তার আর সংখ্যা নাই। আমি
আজই ডিপুটী কমিশনারের কাছে বে'রে
কাজে জবাব দেব। আমি আপনাদের
ছেড়ে দিহু, আপনাদের বধা ইচ্ছা
যেতে পারেন; মশাই, আমি ব্রাহ্মণ,
আপনাকে নমস্কার কবুতে পারি না,
কিন্তু অস্ত্রের কথা কি বলবো, আপনি
আমার প্রজ্ঞাপন দেবতা।

[গ্রন্থান।

কৃষ্ণ। মশাই—মশাই, আমার সঙ্গে আগুন,—
আপনার ডাইপোর বিষয় আমি
রিকনুডে ক'রে দিছি।

সিদ্ধে। মশাই, আমিও প্রস্তুত।

কালী। কর্তব্য বিবেচনা করেন কবুবেন,
আমার ডাকছেন কেন?

কৃষ্ণ। যে আজ্ঞা।

কালী। হলধর, শাস্তিরাম, তোমাদের
কার্যের ফল কি জান? আমাকে সাজা
দেবে; তোমরা সাজার বোণ্য, কিন্তু
রঞ্জিনী বলেছে,—মাজ্জনা, আমি শিখেছি—
মাজ্জনা, তোমাদের মাজ্জনা কবুলুম।
জ'জন নিরপরাধীকে চোর ব'লে বাঁধিয়ে-
ছিলে, এতে তোমরা পুলিশে দণ্ডনীর,
আমি এই সকল জেনে তোমাদের
পুলিসে ধরাছি না, এতে আমি দণ্ড-
নীর; আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গে

দও নেবো, তোমাদের নাম করবো না। রজিগী মা'না করতে বলেছে, মার্জনা করলুম।

(রজিগীর প্রবেশ)

রজি। ছোটবাবু,—ছোটবাবু, আমি বিদায় হ'তে এসেছি, আমার কাজ আছে, আমি চলুম। বড়-মা, মা পথে পথে বেড়াচ্ছেন, আমার মন বুলছে—অনা-হারে বেড়াচ্ছেন, হয় তো কোথায় মুমূর্ষু হয়ে প'ড়ে আছেন, আমি আর থাকতে পারছি নে। আমার টান্ছে—আমি চললুম।

[প্রস্থান।

কালী। বাও, রজিগি, যাও! আমারও কাজ আছে, আমিও চললুম।

[প্রস্থান।

সাত। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আমোদ হলো না,—আমোদ হলো না।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। হ্যা হে, সত্যকথা তো সত্য দেখতে পাই, সজ্জন সত্য আছে।

সিন্ধে। তাই ত দেখছি, এ পথ দেখলে হয় না।

কৃষ্ণ। তা ভাবছি।

গণ। বিঃ ফাঁকরুন গে, আমিও ঐরূপ ভেবোঁহলাম; কিন্তু আল্কাতরা ঘূলে যায় না।

কৃষ্ণ। দেখ, কতকগুলো পাগলামো মনে উঠছে। অস্তায় নিবারণ করবো, হুর্কলের পক্ষ হব, অত্যাচারীর বিপক্ষ হব, ন'র গোরব রাখবো, জড়িসের সাহায্য করবো, প্রোকেসনের কলঙ্ক ওঠাবো।

[প্রস্থান।

সিন্ধে। ঠিক, অমনি আমার মাথাও গুলিয়ে উঠছে।

[প্রস্থান।

গণ। আমারও গুলিয়ে উঠেছে, কিন্তু শেখটা রাখাই ভার।

(প্রস্থান)

শান্তি। পোকাবাবু, কি করলাম—সর্বনাশ করলাম!

হল। শান্তিরাম, আমার নরকেও কি স্থান আছে? আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত, ছোটমামা বাবুকে জিজ্ঞাসা করি; যদি তুবাঁনল হয়, তাও করবো।

পঞ্চম গর্তাঙ্ক।

—০—

বারাকপুর—গঙ্গাতীর।

মাজিষ্ট্রেট ও কালীকঙ্কর।

মাজি। আচ্ছা, আপনার সাজা এই—আপনি আমার সহিত নদীর কূলে ভ্রমণ করুন। এক ঘণ্টা আমার নজরবন্দী হইলেন, এই আপনার সাজা হইল। দিখুর কি হইয়াছে জানেন? কমিশনার সাহেব তাহাকে রিপ্রিম্যান্ড করিয়া বলিয়াছেন যে, এমন কার্য্য আর করিও না, আর তাহার পদবুদ্ধি বরিয়া দিয়াছেন: এইমাত্র তাহাকে টেম্‌টেমে লইয়া সাহেব গিয়াছেন। মিলের পরি-শ্রমীরা ক্ষেপিয়াছে, তাদের দমন করিতে হইবে। আমি উপস্থিত আছিলাম, আপনার নাম শুনিয়া সমস্ত বুঝিল ও কমিশনার সাহেবকে বুঝাইয়া দিল। আপনি করলোকে হীরা করিতে পারেন, আপনি সর্বদা আমাকে বন্ধ বলিয়া লইবেন।

কালী। সাহেব, আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আপ-নার এ দীনতায় আমি আপ্যায়িত।

মাজি। আপনার ভাইপোদের কি হই-য়াছে, শোনে নাই? ছোটলাট সাহে-বের সহিত আমাদের ফ্রিমেন্স লজে সাক্ষাৎ হয়,—কথাবার্তাও হইয়াছিল। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি—বুঝিয়াছেন, তাহাদিগের উভয়ের ছয় ছয় মাস মেয়াদ হয়; কিন্তু কারাগারে একদিন মাত্র থাকিয়া খোলসা পাইয়া-ছেন; ছোটলাট সাহেব জুবিলি উপ-

শাফে মুক্তি দিয়াছেন। বোধ করি,
তাহারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসিতেছেন। আমি চলিলাম, আপনি
তাহাদের সহি সাক্ষাৎ করুন। শুভ্
ডে।

মাধ। ভাই!
যাদব। দাদা!
মাধ। আয়, একবার কোলাকুলি করি,
আর কখনও দেখা হবে কি না, জানি
না।

[প্রস্থান।

(কোলাকুলিকরণ)

(মাধব ও যাদবের প্রবেশ)

মাধব। হলধর ঠিক বলেছে, এই যে কাকা-
বাবু, কাকাবাবু, কাকাবাবু, আমাদের
খোলসা দিয়েছেন।

যাদব। একদিন জেলে ছিলুম, কিন্তু খাটতে
হয় নি। জেলের ডাক্তার তার বাড়ী
নে রেখেছিল।

কালী। আমি সব জানি, তোমরা ম্যাজি-
স্ট্রেটের রূপায় খোলসা পেয়েছ। তিনি
লাট সাহেবকে অত্যাধি করেছিলেন।

মাধ। কাকাবাবু, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে
আমাদের শত সহস্র দেলাম দেবেন।
এই ছুয়ানা রেজেষ্টরী অফিসের রসিদ
নিন। শান্তিরাম বললে, কৃষ্ণধন বাবুর
আপিস থেকে, আর দিক্বেশ্বর বাবুর
আপিস থেকে এসেছে না কি, তারা
আমাদের মটগেজের রিকন্ড্রেন্স
ক'রে দিয়েছেন।

কালী। আমার প্রয়োজন নাই, তোমরা
রাখ।

মাধ। কাকাবাবু, আপনার চরণে আমরা
বিদায় নিতে এসেছি।

কালী। কোথায় যাবে?

মাধ। কোথায় যাব জানি নে। বৌদিদিকে
খুঁজবো : যদি ঘরের লক্ষী ঘরে আনতে
পরি, তা হ'লে ঘরে ফিরবো : নচেৎ
এ অকর্মণ্য দেখ-পাত হওয়াই ভাল ;
যত শীগগির পাত হয়, ততই মঙ্গল।

কালী। নিঃসার্থ উদ্বেগ প্রায়ই বিফল হয়
না। যদি কখনও বিফল হয়, তাতে
নিশ্চয় সফল ফলে। তোমাদের বাধা
দেবো না, যাও, আমি চলেম।

[প্রস্থান।

যাদব। দাদা, তুমি কোন্ দিকে যাবে?

মাধ। চল, দু'জন দু'দিকে বেরিয়ে পড়ি।

তুমি যদি দেখা পাও, কাগজে এড্‌ভাটা-
ইন্সমেন্ট দিও, আমিও দেখা পেলে
কাগজে এড্‌ভাটা ইন্সমেন্ট দেবো।

যাদব। দেখা কি পাব?

মাধ। ভাগ্যে কি আছে, জানি না।

যাদ। দাদা, তুমি কি সঙ্গে টাকাকড়ি
নিংরেছ?

মাধ। না, বড়বোঠাকুরণ নিঃসম্বল, আমি
টাকা চেমন ক'রে নেকো?

যাদ। তুমি অথবা মাজুয়, নিঃসম্বলে কি ক'রে
পথ চলবে?

মাধ। ভাই, আর পথক্ ফল কেন? তুমি
যদি নিঃসম্বল পথে যেতে পার, আমিও
পাবুবো।

যাদ। তবে চল, শুনেছি, ভগবান্ রক্ষা
কর্ত্তা।

মাধ। ভাই ভাই টাকার জন্তে পর হয়ে
ছিলুম।

যাদ। আবার তো ভগবান্ আপনার করে-
ছেন, জয় ভগদীশ্বর!

[উভয়ের প্রস্থান।

(মন্দাকিনী ও নিম্মারিণীর বালকবেশে
প্রবেশ)

নিম্মা। দিদি! দেখনি তো ও'রা দুজনে
দু'দিকে চ'লে গেলেন, চল, আমরাও
দু'জন দু'দিকে যাই।

মন্দা। ও'রা ফিরে এসে যদি রাগ করেন?

নিম্মা। ঘরে ফিরে এসে না দেখতে পেলে
তবে ততো রাগ করবেন? ভগবানের
কাছে প্রার্থনা কর, যেন বড়দাদিকে
নিয়ে ও'রা ফেরেন। রাগ করবেন,
তটো বন্দ বলবেন, মানুবেন, না হয়

ত্যাগ করবেন, তাতে কি এসে গেল ?
স্বামী পথে পথে কিরবেন, আর আমরা
কি স্থখে অট্টালিকার থাকবো ? স্বামী
নিঃসঙ্গ, দিনান্তে ভিক্ষায় জুটবে কি না,
জানি না, কি স্থখে মুখে অন্ন দেবো ?
স্বামীর তরুতলে শয়ন, কি ক'রে শয্যায়
শোবো ?

মন্দা। ঠিক বলেছি—যদি ত্যাগ করেন,
প্রাণত্যাগ করবো। মনে মনে জানুবো,
স্বামী স্থখে আছেন। আমরা ম'লেম
বা, তাতে ক্ষতি কি ? আমাদের মত
কত লোক ওঁদের পদসেবা করবে।
এক ভয়—লোকনিন্দা !

নিস্তা। কিসের লোকনিন্দা ? স্বামীর পিছু
পিছু গিয়েছি, তাতে লোকনিন্দা কি ?
স্বামীর সেবার জন্য গিয়েছি, তাতে
লোকনিন্দা কি ? আর নিন্দা তো আমা-
দের অভিরণ হয়েছে। বাপের বাড়ী
থেকে চলে এসেছি, কুলোকে কতই
কুকথা বসছে, যদি স্বার্থ স্বামিভক্তি
থাকে, লোকের কথায় কিছু এসে যাবে
না।

মন্দা। তবে চল ভাই, আমরা পেছ পেছ
যাই, আর বিলম্ব করবো না। এখনও
ওঁদের খাওয়া হয় নি। দেখি, যদি
ভিক্ষা ক'রে ছুটি অন্ন পাই, রেখে খাও-
য়াব।

নিস্তা। কি ক'রে খাওয়াবি ?

মন্দা। এ বেশে আমাদের চিনতে পারবেন
না, অন্ন নিয়ে এসে বলগে যে, আমি
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ-বালক। স্বীলোকের পতি
ইষ্টদেবতা, পতিসেবায় কখনও বিঘ্ন হবে
না।

নিস্তা। তবে চল ভাই, আর বিলম্ব করবো
না।

মন্দা। যদি দেখা হয় ভাল, না হ'লে এই
শেষ দেখা।

নিস্তা। দিদি, ভগবানের মনে যা আছে,
তাই হবে। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

টুকরোড।

বিন্দু বৈষ্ণবী।

বিন্দু। হায়, কোথাও তো অভাগিনীর সন্ধান
পেলুম না। রঙ্গিনীর কাছে শুনেছি,
মকছুমে দূরে যান্না-সরোবর দেখা যায়;
পথিক বারি-আশায় যত আগে যায়,
সরোবর ততই পেছোয়। আমারও
নেইরূপ হলো ! ঐ একজন পাগলী
যাচ্ছে,—ঐ একজন পাগলী যাচ্ছে, এই
কথাই তো বার বার শুনতে পাচ্ছি;
কিন্তু কই, দর্শন তো পেলুম না। কি
করবো, কোথায় যাব ? পা আর চলে
না, পিপাসায় কণ্ঠ শুক হচ্ছে, কিন্তু কোন্
প্রাণে মুখে জল দেবো ? সে অভাগী
অনশনে চলেছে, সে মুখে জল দেয় নি,
যদি তার না দেখা পাই, তা হ'লে আমা-
রও অনশনব্রত। মরি, তার ক্ষতি নাই,
কিন্তু এই পেদ—চক্ষের উপর রাজরানী
ভিখারিণী দেখলুম। আমার রাত্তার
ভিখারিণী জেনে কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণ-দান
দিয়েছেন। হীন বলে কখনও ঘৃণা করেন
নি, পরিচারিকার মত সেবা করেছেন,
আমি তাঁর কিছু করতে পারলুম না। সে
ঝপের এক কণাও শুধতে পারলুম না।
দেহ, কাতর হয়ো না; যার অঙ্গে
পালিত হয়েছে, এখন তাঁহারই কার্ণা
আশ্রমমণ্ডপ কর। বিধামের সময় নয়
চল।

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্ন। হা প্রভু! কোথায় তুমি ?

বিন্দু। ঐ যে, ঐ যে, ঐ যে আসছেন।
ভগবান্ বুদ্ধি দাসীর মনস্কামনা পূর্ণ
করলেন; বড়বোঠাকুরণ! বড়বোঠাক-
কণ!

অন্ন। কে তুমি, কাকে ডাকছো ? কে তুমি ?—
বিন্দু; তাঁর দেখা পেয়েছি কি ? তিনি
আসছেন কি ?

বিন্দু। কি বলছো দিদি? কেন মিছে
বাকুল হচ্ছে? তোমার কপাল
ভেঙেছে, তা তুমি জান। যম কি
কাককে ফিরিয়ে দেয়?

অন্ন। সে কি বলছো? পতিপ্রাণা পতি
পাবে! যদি যমরাজ না ফিরে দেন,
আমি যমরাজার কাছে যাব; এত দিন
যাই নি, মহাপাপ করেছি, তাই এ
বহুলা, আর যজ্ঞা সহিবো না।

বিন্দু। কোথায় যাবে?

অন্ন। তাঁর উদ্দেশে—তাঁর উদ্দেশে।

বিন্দু। কি করবো, কি করে ফেরাবো? তুমি
কি আর ফিরবে না?

অন্ন। মহাপথে চলেছি, মহাপ্রস্থান করেছি,
আর ফিরবো কেন? আর ফিরবো না।

বিন্দু। ছাচ্ছা, আমিও তোমার সঙ্গে চল্লম,
আমারও মহাপ্রস্থান। তুমি আমার
জীবনদাত্রী—তোমারও যে দশা, আনা-
রও সে দশা।

অন্ন। কই প্রভু, কোথায় তুমি? কোথায়
তুমি? বড় বাকুল হয়েছি—দেখা দাও।

বিন্দু। অভাগিনীর আর অধিক বিলম্ব নাই।

দেখা পেলুম বটে, কিন্তু কোন ফল হলো

না। আমারই বা প্রাণের এত মমতা

কেন? আমারও তো সংসারের কোন

কাজ বাকি নেই। আমিও তো স্বামী-

হারী, আমিও তাঁর উদ্দেশে অনশনে

প্রাণত্যাগ করি। আমি আমার নির্মল

কঙ্কার নামে কলক দিয়েছি, লোকে

তারে বেশার চহিতা বলে; আমিও

মহাব্রত করে জন-সমাজে পরিচয় দি

যে, আমি বেশা নই। বড়বোঠাকুর

আমার শিক্ষাদাত্রী—আমার গুরু।

ওঁরও যে পথ, আমারও সে পথ;

আমার হৃদয়ে অনেক দিনের পর আনন্দ

উদয় হচ্ছে; আবার যেন তাঁর সঙ্গে

দেখা হবে আশা হচ্ছে; কে আমার

অন্তরে বলছে, তোরও এ পথ—তবে

আর মমতা কেন, কিন্তু এখনও মনে

হচ্ছে—কাজ। এখনও মনে হচ্ছে—

অভাগিনীকে ফেরাব, মইলে সংসার

ছারেখারে যাবে। আমি কে?

ছারেখারে যাক, আমার কি? না, না,

কাজ—কাজ। এখনও কাজ আছে।

এ কি আমার প্রাণের মমতা? না, না,

বোঠাকুরকে ফেরাব; না পারি,

মরবার জন্তে তো প্রস্তুত—হুইজনেই

মরবো।

অন্ন। পথ আর নির্ণয় করতে পাচ্ছি নে,

দিগ্‌দিক্-জ্ঞানশূন্য হয়েছি, দেহ আর

চল না। অতিশয় ক্লান্ত, আমার জীব-

নের ভার আর বইতে পাচ্ছে না। চক্ষু,

দৃষ্টিহারী হয়েছে না, তাঁরে দেখে মহা-

নিদ্রায় মুদ্রিত হয়ে। দেহ, তোমায়

বহু যত্নে চিরদিন রেখেছি, রাজভোগে

পুষ্ট করেছি, আমার শেষ এই কাজ

কর। তাঁর দেখা পেলেই তোমাকে

ছেড়ে তাঁর সঙ্গে যাব, তুমি চিরদিন

বিশ্রাম কোরো। চল চল, নতুবা

আমায় ছেড়ে দাও, আমি বিদ্রোহে

তাঁর কাছে যাই। চল চল, ঐ আলো

দেখতে পাচ্ছি; এখানে তিনি আছেন,

চল চল।

বিন্দু। বোঠাকুর, বোঠাকুর! কি

করছো? আত্মহত্যা করবে? অনশনে

প্রাণ দেবে?

অন্ন। কে ও, বটমদিদি? তুমি এখনও

আমার সঙ্গে আছ?

বিন্দু। আমি তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব?

কিন্তু তুমি আমায় ছেড়ে যাচ্ছ। আক্ষেপ

এই, তুমি আমায় মৃত্যুশয্যা থেকে

তুলেছিলে, আর আমি তোমায় মৃত্যু-

শয্যায় দেখে জীবিত থাকবো।

অন্ন। না না, আমার মৃত্যুশয্যা না, এখন

মরবার সময় হয় নি; আমি তাঁর কাছে

যাব বলে চলছি; তিনি আসবেন,

আমায় সঙ্গে নেবেন। বটমদিদি!

বলতে পার, কেন তিনি আসছেন না?

বোধ হয়, কলঙ্কের ভয়ে তিনি এখনও

আসছেন না; পানিনী বলে যুগা করে

আসছেন না। ঐ দেখ, ঐ দেখ, ঐ
বুঝি আসছেন—ঐ আলো!

বিন্দু। কোথায় আলো, এ বনপথ, নিবিড়
অন্ধকার, কোথায় বাচ্ছ?

অন্ন। না, না, ঐ যে আলো—ঐ যে আলো,
দেখতে পাচ্ছ না, দেখতে পাচ্ছ না?
ঐ শোন, তিনি আসছেন, তাঁর গলার
স্বর শুনে পাচ্ছি, ঐ যে, ঐ যে, ঐ!
(পতন ও মুচ্ছা—বিন্দু কর্তৃক ধৃত)

(একজন সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্য। মা, ইনি কে? এঁর এই অবস্থা,
তুমি একা স্ত্রীলোক, তোমাদের সঙ্গে
লোক দেখছি না তো?

বিন্দু। বাবা, বিস্তর দুঃখের কাহিনী, কি
শুনবে? একটু জল দাও মুখে দিই।

সন্ন্য। এই আমার কমণ্ডলে গঙ্গাজল
আছে, দাও (জলদান)

অন্ন। আবার অন্ধকার—কই, কোথা গেলে
প্রভু, দেখা দাও।

সন্ন্য। উনি কি বলছেন?

বিন্দু। বাবা, কি শুনবে? ইনি বিধবা,
পতির উদ্দেশে অনশনে বেরিয়েছেন।

সন্ন্য। বুঝেছি, আতুর সন্ন্যাস! সন্ন্যাসীর
মায়ামততা নিষেধ, দয়া যদি নিষেধ হয়,
তা হলে সন্ন্যাস-ধর্ম ত্যাগ করাই ভাল।
এ কি! মনের ছিলনা! হয় হোক,
অনেকবার মনের ছলনার প্রতারণিত
হয়েছি, এবারেও না হয় হব।

বিন্দু। (পুনর্বার জল প্রদান)

অন্ন। মুখে জল দিও না, জল দিও না।
কে ও? কে ও? আমার ব্রতভঙ্গ
কোরে না, আমি স্বামীর উদ্দেশে ব্রত
করেছি। ঐ যে! ঐ যে! ঐ পথে
দাঁড়িয়ে আছেন! (পতন)

বিন্দু। কি সর্বনাশ হলো!

সন্ন্য। অভাগিনী এখনও জীবিতা, এ পতি-
প্রাণার যদি প্রাণরক্ষা হয়, সংসারের
বিস্তার উপকার। ধর্ম ভিন্ন মুক্তি নাই,
দয়া অশেখা ধর্ম নাই। আহা! রয়েছে,
মিজা রয়েছে, শরীরে বোধ রয়েছে,

তবে কেন দয়া ত্যাগ করবো? চক্ষের
উপর স্ত্রী-হত্যা দেখা উচিত নয়
(পুনর্বার জল দান।)

(গণককারের প্রবেশ)

গণ। বিবেক কর গে—ঠিকঠাক।

বিন্দু। ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য, শুনেছি, তুমি
ওষুধ জ্ঞান; বড়বৌঠাকরুণকে বাঁচাও,
ভট্টাচার্য, তোমার পারে পড়ি রক্ষা কর!

(পতন ও মুচ্ছা)

গণ। আমার বিষ নয়, অধঃখামার ব্রহ্ম-
অস্ত্র! অর্জুনকে মেরেছিলুম, উত্তরায়
গর্ভশাত হলো।

সন্ন্য। ঠাকুর, এঁকে চেন না কি?

গণ। বিবেক করুন গে, আপনার আশ্রয়
কি এই নিকটে?

সন্ন্য। ইয়া, আমি লোক ডেকে আনছি।

গণ। বিবেক করুন, লোকের দরকার নাই।
আপর্যাপ্ত আতপ চাউল ভক্ষণ করে
থাকি—উভয়কেই উভয় স্বন্ধে আমি
নিরে যাচ্ছি, আপনি মুখে জল দিতে
দিতে চলুন।

অন্ন। হায়! কোথায় তুমি? এখনও
দেখা দিলে না?

বিন্দু। ঐ যে! ঐ যে! বৌঠাকরুন বেঁচে
আছেন।

[সকলের প্রস্থান।]

শব্দগুণ অঙ্ক

প্রথম গর্তাঙ্ক।

বনপথ

(মাধব ও বালকবেশে মন্সাকিনী)

মাধ। তুমি ক'দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে
কিছুছো, আমার হয়ে ভিক্ষে ক'রে

- আনুছো, রেঁধে ভাত দিছো, তুমি কে মন্দা। না, না, সে অভাগিনী নয়, সে ভাই ? ভাগ্যবতী।
- মন্দা। ও মা, কতবার বলবো গো, আমি মাধ। কি বলছো ?
- ভিখারী বাঘুনের ছেলে, ভিক্ষা ক'রে মন্দা। আমি তাকে জানি, সে তোমার স্বামী।
- থাই। মাধ। তবে তারে ভাগ্যবতী বলছো যে ?
- মাধ। তা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছ মন্দা। যে স্বামী সেবা কর্ত্তে পার, সেই
- কেন ? তোমার কি কেউ নেই ? ভাগ্যবতী,—আর ভাগ্যবতী কে ?
- মন্দা। আমি ভিখারী, আমার আর কে মাধ। কি ! কি ! কি বললে ?
- আছে ? বিধাতা তোমায় মিলিয়ে মন্দা। আমিই তোমার স্বামী।
- দেছেন, তোমার সঙ্গেই আছি, আর মাধ। মন্দাকিনি ! ভগবান্ আমার নানা
- কোথায় বাব বল ? রত্ন দিয়েছিলেন, আমি অভাগা—চিন্-
লুম না।
- মাধ। দেখ, তুমি আমার সঙ্গে থেকে না। মন্দা। কেন ?
- মাধ। আমি কে, তা জান ? মন্দা। জানি—জানি, তোমার পরিচয়
- দিতে হবে না। (যাদবের প্রবেশ)
- মাধ। না, তুমি জান না। আমি চণ্ডাল ! যদি দাদা ! দাদা ! সংবাদ পেয়েছ কি ?
- মাতৃঘাতী ! ছুট ! নষ্ট ! পাপিষ্ঠ ! শুনেছি, এইখানে কোন সম্রাটের
- মন্দা। তুমি যে হও, আমার কি ? কুটীরে তিনি আছেন।
- মাধ। তুমি আমার সঙ্গে কেন আছ ? মাধ। তা জানি না, অনেক খোঁজা হয়েছে
- মন্দা। কেন আছি ? আমার আপনায় —খুঁজে পাচ্ছি নে। তুমি বসো, একটু
- কাজে আছি, আমার বৃকে বড় আঘাত বিশ্রাম কর। কুটীর কোথায়, আমি
- লেগেছে ; আমার দেবতা ব'লে দেছেন, অহমকান ক'রে দেখে আসছি।
- তোমার সেবা করলে ভাল থাকবে। যাদ। দাদা, এ কে ?
- তোমার সেবা ক'রে ভাল আছি, তাই মাধ। ও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছে।
- তোমার সেবা করছি। যাদ। অমনি বাংলায়ে আমি পড়েছি।
- মাধ। কে তুমি ? ভিক্ষা ক'রে আনে, রেঁধে খাওয়ার,
- মন্দা। কতবার বলবো ? আমি এত পালাবার চেষ্টা করেছি
- মাধ। তোমায় যেন কোথায় দেখেছি। কিছুতেই পারি ন'ই। সে বলে
- তোমার স্বর যেন পূর্বে শুনেছি। জান ? তার বৃকে ব্যথা, আমার সেবা
- মন্দা। হবে, আশ্চর্য্য কি ! করলে তার ব্যথা ভাল হবে।
- মাধ। তুমি আমার প্রতারণা কোরো না। মাধ। সত্যিই তার বৃকে ব্যথা, আমি তারে
- সত্য বল, তুমি কে ? জানি, তুমি আর তারে তাড়িও না।
- মন্দা। আমি কে। শুনে তোমার কি হবে ? সে কোথায় গেল ?
- মাধ। জানি নে। আমার প্রাণ কেন যাদ। সে এল ব'লে, ডাবতে হবে না ; ঐ
- ব্যাকুল হচ্ছে, বলতে পারি নে। আমি দেখ।
- তোমার মতন স্বর শুনেছি, তোমার মাধ। তুমি ওরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস।
- মতন মূর্ত্তি দেখেছি। আমি বড় ভাই, আমার কথা তৈলো
- মন্দা। কে সে ? না, আমার আজ্ঞা পালন কর। বৌদি-
- মাধ। সে কোন অভাগিনী। দিকে খুঁজে পাই অঁদ ; না পাই, এই-

খানেনই ফিরে এসে বেরূপ কর্তব্য, করা
যাবে ।

[মাধব ও মন্ডাকিনীর প্রস্থান ।

যাদব । কথাটা কি ? কিছু তো বুঝতে
পাচ্ছিনে ! এ ছোঁড়া কে ? দাদা কি
ক'রে চিন্লে ? যেন চেনো চেনো করছি,
কোথায় দেখেছি বটে ।

(নিস্তারিণীর প্রবেশ)

তুই ছোঁড়া কে রে ?
নিস্তা । যে হই তোমার কি ?
যাদব । আচ্ছা, তুই আমায় চিনিস ?
নিস্তা । চিনি, তোমায় জানি নে, আর
তোমায় সঙ্গে গুরুছি ?
যাদব । বড় বৌদিদিকে জানিস ?
নিস্তা । থু জ্ঞানি । যিনি আমার সহা-
নের মতন ভালবাসেন ।

যাদব । দেখ দেখ, এই বনে কোন্ কুটীরে
আছেন, সন্ধান করুতে পারিস ?
নিস্তা । পারি ।

যাদব । তা যদি পারিস, তা হ'লে আমি
তোব গোলাম হয়ে থাকি !
নিস্তা । ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! দাসীকে ও কথা
বোলো না । এস, দিদির কাছেই নিয়ে
যেতে তোমায় এসেছি ।

যাদব । উঃ ! নিস্তারিণি ! তুমি নিস্তারিণীর
মতনই পবিত্র । আমি তোমায় বিবি
সাক্ষতে স্বলেছিলেম, আমার প্রায়শ্চিত্ত
হয়েছে, তা বুঝতে পেরেছ ?

নিস্তা । আর ও সব কথা মনে কোরো
না । এস, শীগগির এস, দিদি তোমা-
দের অপেক্ষা করছেন ।

(নেপথ্যে) যাদব, যাদব, এ দিকে
এস ; সন্ধান পেয়েছি, ঐ কুটীর ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—০—

কক্ষ ।

হলধর ।

হল । পাপের বিচি, বটগাছের বিচির বাবা !
চাটুখ্যোকে ধোঁকা দিতে পাপের বিচি
পুঁতলুম, দিবি কল-কুলে দিগদ্বাপী
সাক্ষয় গাছটি হ'য়ে উঠেছে ! বটগাছ
বাড়ী ভাঙে, আমি গাছ পুতে সংসার
ভাদলুম ! ছোটামামার নাওয়া নাই,
পাওয়া নাই, শোয়া নাই—দিন-রাত
পাগলের মতন বেড়াচ্ছেন ; বড় বৌদিদি
হয় তো রাস্তায় প'ড়ে মরেছেন ! তুই
ভাই বিরাগী, সঙ্গে সঙ্গে তুই বৌও
মরেছে। বেশ হ'য়েছে ! দিবি অট্টা-
লিকায় আমোদ ক'রে বেড়াও ! আবার
মজা দেখ, বিন্দী বৈষ্ণবীও মায়ে ঝিয়ে
নিকুদেণ ! গাছের শেকড় ডুব দিয়ে গে
তাদের বাড়ী ঠেলে উঠেছে । তা বেশ !

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি । হাদে খোকাবাবু, কার সাধি বক্-
তিছ ?

হল । চূপ ! দেখছিস্নে বাড়ীর নক্সা নিয়ে
এসেছে ।

শান্তি । হাদে, কেডা ?

হল । ইন্ডের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব । আমার
যায়গাও পছন্দ হ'চ্ছে না, বাড়ীর নক্সাও
পছন্দ হ'চ্ছে না, তাই ভাবছি ।

শান্তি । হাদে, কি বক্তিছ ? খ্যাপবার
যোগাড় যে জাখতিছি ।

হল । আরে না না, বুঝিস্নে—ঝকড়া
চলছে । ইঞ্জি বলছে যে, চাটুখ্যের বাড়ী
সেই পাড়ায় করবে, আমি বলছি, কখন
না, তাতে আমার অপমান হবে ।
অন্ততঃ স্বর্গের নীচে চাটুখ্যের থাকা
উচিত । সে থাকবে পঞ্চম স্বর্গে, আর
আমি থাকবো সপ্তম স্বর্গের উপর ।

শান্তি । খোকাবাবু, আর খেদ ক'রে করবা
কি ?

হল। না, খেদ নর—ঠিক কথা। আমার
ঐক্য-অংশে জন্ম, মাতুলবংশ নির্মূল
করুন!

শান্তি। খোঁসাবাবু, তুমি তো যা করবার,
তা কর্তিছ—তেনাদের সন্ধানে লোক
পেঠিয়েছ, আপনি যুবতিছ, ছোটমামার
সেবা কর্তিছ, আর কি করবা?

হল। কি আর করবো, সশরীরে স্বর্গে যাব।
শান্তি। অমনডা কর্তি থেকো না, মেজাজ
খারাপ হয়ে যাবে। তুমি আর করেছ
কি? ছালা বুদ্ধিতে চাটুখ্যের সাথে
ছুটো মস্তক করেছ।

হল। কি করেছি? নালা কেটে ঘরে কুমীর
এনেছি, কি শুভক্ষণে জন্ম হয়েছিল!
ছেলেবয়সে বাপ-মা খেলুম, এ বাড়ীতে
পদার্পণ করেই বড়মামার, বড়দাদার
বাড়ি ভাঙলুম, আর জ্ঞান হয়ে যা কর-
বার নয়, তাই করলুম। বুদ্ধির দোড়ে
চাটুখ্য সেলাম দিয়েছে। শান্তে, ভূই
ছোটমামাকে দেখিস, আমি আর এক-
বার খুঁজতে বেরই।

শান্তি। হাদে, ছোটকর্তা থানার থানার
খপর দেছে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালে
চারিদিকে লোক ছুটায়েছে, তুমি আর
কেন খুজতি যাবা কও।

হল। ছোটমামা কোথায়?

শান্তি। তিনি সারাটা বাড়ী বেড়িয়ে দূরপাল
ঘরে গে উঠেছেন, এই যে আসতেছেন।
(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। চিন্তা! চিন্তা!! চিন্তা!!! চিন্তা-শ্রোত
কালশ্রোতের মতন চলেছে—অনিবার্য,
অবিরাম গতি! এই শ্রোতের নাম
জীবন।

শান্তি। ছোটকর্তা, ততি যাবা না? তোমার
বাইয়ের ধাত, না ঘুমুলে অন্ত্র খ করবে।

কালী। শান্তে, অনেক চেষ্টা করছি, আমার
বাঁচবার সাধ বেড়েছে। জীবনের চরম
সীমা কি বুঝতে পাচ্ছি নি—মানব-জীব-
নের পারিধাম কি?

শান্তি। দেখ, ছোটকর্তা, অমন বস্ত্রট মকট

ভেবো না, বরাত ছাড়া ত পার কর্তি
পারবো না। বার চাঃ নাই তার সঙ্গে
দালা করে কি করবা?

কালী। আমি ভারতে চা? নে, ভাবার;
আমি স্থির হ'তে চাই, কিন্তু অশান্তির
সাগর উথলে উঠে। অদ্ভুত ব্যাপার!
শান্তি। ছোটকর্তা, একটু বুক বাঁধো।

কালী। হলধর, জান কি, এইখানে মাঠ
ছিল, আমি বাড়ীর নকশা করি, দাদার
সঙ্গে বকড়া করে সাতমহল বাড়ী
ক'রেছি। তিনজন ভাইপো, এক এক-
জন এক এক মহলে থাকবে; পূজার
বাড়ী, অতিথিশালা, আমার আলাদা
মহল, দাদার আলাদা মহল, দেখে এস,
প'ড়ে রয়েছে—কেউ নাই!—কেউ
নাই—কেউ নাই!

শান্তি। তেনারা কেনে যাবে, ভাবতিছ
কেন?

কালী। আমার বিবাহ নিয়ে বড় বোঠাক
কণের সঙ্গে বকড়া হয়। তিনি সম্বন্ধ
ক'রেছিলেন ব'লে আমি তাঁর কাছে
সাতদিন থেতে বাই নি; আমি মনে
মনে ভেবেছিলাম, আমার ইজের মতন
তিন ভাইপো রয়েছে, আমার জল-
জলাট সংসার—আবার বে করে কেন
সংসারী হব? সে কথা আমার স্মরণ
রয়েছে। স্থতির ভেতর জলছে।

শান্তি। ছোটকর্তা, কেন আর চাপা আগুন
উটকে তুলতেছে—একে তোমার চার-
দিকে জ্বালা।

কালী। হলধর, কাঁদছো, কাঁদ। বত দিন
কাঁদতে পার, কাঁদ। গোহুল ম'লে
আমিও কঁদেছিলাম। যে দিন পোকুল
মরে, সে দিন বারিধারার জ্বার চক্রে জল
প'ড়েছে, বুক ভেসে গেছে, মাটি ভেসে
গেছে। বোঠাকরূপ ম'লে ভেবেছিলাম
যে, আবার মাতৃহারা হ'লুম, পদাভীরে
ছোটোটা চক্কর জল কেনেছিলাম—পদার
জলে শিশিরের মত শিশিরে গেল। দালা
ম'লো—ইজপাত হ'লো; আর চখে

কল পড়েছিল কি না, মরণ হয় না।
এখন আর চখ কল নাই, শুক, নীরস।
শাখাশূন্য বজ্রাহিত তরঙ্গ জার হ'য়েছি।
তোমরা যাও, আমি একটু ঘুমবার চেষ্টা
করি।

[হৃদয়ের ও শান্তিরামের প্রস্থান।

মমতা, তুমি দূর হও—আর তোমার
ক্লমে স্থান দেব না। যদি না যাও,
আর আমার আলোড়িত কবুতে পারবে
না। এখনও মনে হচ্ছে, আমার বাড়ী,
আমার ঘন, আমার বো, আমার ভাই-
পো, আমার রজিগী; আজ থেকে সে
আমার দূর হ'লো। যারে আমার ভাবি,
সেই থাকে না, এই দণ্ডে আমার বলা
শেষ হলো। বিচার গোরব, ধর্মের
গোরব, চরিত্রের গোরব, কথার গোরব
মাঝ! নিষ্ফল, কাকবিষ্ঠা! জীবনে
দুঃখই সার্থক, ভূমিষ্ঠ হয়ে দুঃখ, আজীবন
দুঃখ—মরণে দুঃখ।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। ঘুমিয়েছে, বেশ সুযোগ! বিলতি
কল, এ সব চাষিতে কি খুলবে? বরাত
দেখ—এই যে চাবির খোলো পড়ে।
এইটিই বটে, এই যে, ঠিক লেগেছে।

[টানের রাক্ষ উল্কাটন।

কালী। কে ও, চাটুর্বো?

সাত। আজা—আজা।

কালী। ভয় করছো কেন? কি চাও,
নাও। আমি কিছু বলবো না, আমি
মিথ্যাবাদী নই, জান; নাও, বা ইচ্ছা
নাও।

সাত। আজা না, আমি টাকা-কড়ি চাই
নে,—

কালী। তবে, তবে কি চাও? বা চাও বল,
আমি এখন দিচ্ছি; একটি কথা আমার
সত্য বল। তোমারওতো বরেন হয়েচে,
যদিব-জীবন কি দেখলে—লাভালাভ
কিছু বুঝলে? কি চাও, নাও, আমার
কথার উত্তর দাও।

সাত। আজা, আমি টাকা-কড়ি নিতে
আমি নি।

কালী। ভাল, আমার কথার উত্তর দাও।

সাত। আজা, সেই কথারই উত্তর দিচ্ছি।

এতে যে টাকা-কড়ি নাই, তা আমি
জানি। এটা কেবল আপনার
হাতের টাকা কাগজে ভরটি,
সেই কাগজগুলি নিয়ে পুড়িয়ে ফেলবো
মনে করেছিলেম।

কালী। তাতে তোমার লাভ?

সাত। আজা, আপনার টাকার দরদ নাই,
দ্রীলোকে দরদ নাই, মান-সম্মতির
খাতির করেন না—দরদের ভেতর এক
তাইপো, ভাইপো-বো, আর রজিগী।
আর বলেন তো এক ভাগ্নে। তা
তারা তে নিরুদ্দেশ হয়েছেন, ভাগ্নেটিও
ভাবে বুঝছি, কোন্ দিন চম্পট দেন।
তা হ'লেই এদিক এক রকম ফুরল;
আর দরদের ভেতর দেখেছি, আপনার
বিচার, আর ঐ কাগজগুলির। কাগজ-
গুলিতে বোধ হয়, আপনি বা পড়েছেন,
দেখেছেন, তাই টুকে রেখেছেন।
ঐগুলি আপনার খুব দরদের। তাই
ভেবেছিলাম, ঐগুলি নিয়ে পুড়িয়ে
ফেলবো।

কালী। তোমার লাভ তো বুঝতে পার-
লেম না।

সাত। আজা, ছেলেবেলার মাটির গল্প
করেছিলেন যে, "কে একজন ফরাসীর
পণ্ডিত, রুকে। ফুকা! তাঁর নাম, তাঁর
মতে পরের দুঃখই মানুষের আনন্দ।"
আমি কথাটি শুনে আমার মনের কথা
বুঝতে পারলেম, জীবনে দুঃখ আছে,
দুঃখের লাভ এড়াবার বো নাই। তার
পর দেখলেম, আর একজন দুঃখ পাচ্ছে,
প্রাপটা একটু ঠাণ্ডা হলো, তাই দুঃখে
দুঃখে এই আনন্দে বেড়াই।

কালী। তুমি সত্যই ভেবেছিলে, ঐ কাগজ-
গুলি আমার অতি ঘরের সাংগী ছিল।
সমস্ত রাজি আগরণ করে দরবীকণে

আকাশে তারার গতি লক্ষ্য করেছে,
অণুবীক্ষণে কীটাত্মক ব্যাভার দেখেছি,
বিজ্ঞান-চর্চা, জীবন উপেক্ষা করে
তাড়িৎপরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নিজ
দেহের দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করেছে। বা বা
দেখেছি, বা বা ভেবেছি সব ওতে টুকে
রেখেছি, কেন জানি। ভেবেছিলেম, এ
প্রকাশ করলে মানুষের উপকার হবে;
কিন্তু আজ বুঝেছি যে, মানব-দুঃখের
এক কণাও কমবে না।

সাত। আজ্ঞা, অল্পমতি হয় ত আমি চল্লম।
কালী। কই, এ কাগজ নিলে না?

সাত। আজ্ঞা, আর ও কি করবো? ওতে
তো আপনার আর কোন ক্ষমতা নাই।

কালী। তুমি কি মনে কর, যারা পর-উপ-
কার করে, তারা আত্মীয়ক?

সাত। মহাভারত! তিনকাল গিয়ে এক-
কালে ঠেকেছে, অমন কথা মুখে আনতে
পারি? তবে কি জানেন? যার যে সখ
—যার যে সখ! কেউ বিশ কোশ রাস্তা
ছুটে বনে সঁধিয়ে বাধে মারতে যায়,
আর কেউ তাকিয়ার হেলে পড়ে নল
মুখে দিয়ে কিম্বোয়। যার যে সখ,—
যার যে সখ।

কালী। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—
জীবনে সুখ বেশী, কি দুঃখ বেশী?

সাত। জলের চেউ; ওঠেও যত, ডোবেও
তত। তবে খতালে দুঃখ বেশী। কি
জানেন? আমি আম্বে লোক, আমোদ
করেই বেড়াই। কার কি হবে, কার কি
হলো, অত ধার ধারি নে।

[প্রস্থান।

কালী। পরের অনিষ্ট জীবনের ব্রত; কিন্তু
আশ্চর্য! একে তো আমি একদিনও
বিমর্ষ দেখি না। পড়েছি, শুনেছি,
লোককে উপদেশ দিয়েছি যে, দুঃখের
পর সুখ, সুখের পর দুঃখ। কিন্তু এর
বর্ধার মর্ষ একদিনও বুঝি নি। সুখের
প্রত্যাশায়, দুঃখের ভয়ে দুঃখ শতগুণে
বৃদ্ধি করেছে। পরের জন্তে অনেক

সয়েছি, অনেক ভেবেছি, আর কেন?
আজ থেকে আমি আমার! আর
আমার কেউ নাই! বা হবার হবে।

(রত্নিনীর প্রবেশ)

রত্নি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, ওঠো, শীগগির
চল, বড়-মা মৃত্যু-শয্যায়।

কালী। সম্ভব।

রত্নি। সম্ভব কি বলছো? আমি দেখে
এসেছি। মেজবাবু, ছোটবাবু, মেজ-
বোমা, ছোটবোমা, মা সকলে সেখানে
আছেন। শীগগির চল, নচেৎ দেখা
হবে কি না, বলতে পারি না।

কালী। তোমার ইচ্ছা হয়, কিরে বাও,
আমি যাব না।

রত্নি। কি বললে? এ কথা তোমার মুখে
কখনও শুনি নি, শুনো বলে মনে করি
নি। কি নিষ্ঠুর কথা বললে। তুমি
কি আমার কথা বুঝতে পার নি?

কালী। বড় বোমা মৃত্যু-শয্যায়, এই তো
বলছো? তোমার কথা বুঝেছি,—
তুমি আমার কথা বোঝ নি। আজী-
য়ের মৃত্যু-শয্যায় অনেকবার বসেছি,
অনেকবার মৃত্যু-বস্রণা দেখেছি, অনেক
সয়েছি, অনেকবার মৃত্যু-বস্রণা দেখেছি,
আর দেখবার সাধ নাই।

রত্নি। কি বলছো, ছোটবাবু? হয় তো
তিনি তোমার দেখবার জন্ত ব্যাকুল
হয়েছেন, চক্ষুর জ্যোতি রয়েছে, কি
যেন বুজছেন, কি যেন দেখছেন, কার
যেন আসবার প্রতীক্ষার পথ চেয়ে
আছেন: শীগগির এস, বিলম্ব করো
না।

কালী। আমার শক্তি নাই, সে মাঝে
আমি নাই। আমার কেউ নাই,
আমি কারুর নই।

রত্নি। সত্যি তোমার কথা আমি বুঝি নই
না। মারীভর উপহিত হলে, হুটীয়ে
হুটীয়ে মৃত্যু ব্যক্তির সেবা করতে
তোমার দেখেছি, পরের দুঃখে আপ
দিতে তোমার উত্তম দেখেছি,

সামান্য জীব-জন্তুর হুঃখে ব্যাকুল হ'তে
দেখেছি—আজ এ কি বিপরীত ! বে
বড়বোঁরার হুঃখে তুমি আজীবন হুঃখিত,
যারে তুমি তোমার কত্তা অপেক্ষা দেহ
ককুতে, যিনি এক বেলায় জন্তু দেবাগরে
গেলে তুমি অস্থির হ'রে বেড়াতে, তিনি
মৃত্যুশয্যার—আর তুমি স্থির আছ ! এ
কি বিপরীত ! আমার ধারণা ছিল,
যদি সাগর জলশূন্য হয়, আকাশ চন্দ্রশূন্য
হয়, অগ্নি তাপশূন্য হয়, তথাপি দেবতা
কল্পশূন্য হন না । অনেক সরেছ, তাই
হুঃখে ভর ? এ তোমার যোগ্য কথা
নয় । আমিও সরেছি, আমি তোমার
উপদেশে ভরশূন্য হয়েছি, আমি তোমার
মুখেই শুনেছি যে, এ ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চ-
ভৌতিক দেহ হুঃখের আগার, তবে আজ
কি বলছো ? জীবন হুঃখময় ; কতবার
বলেছ, জীবন সুখের জন্ত নয়—সাধনের
জন্ত ! তুমি তোমার কথা ভুলেছ, আমি
তোমার উপদেশ ভুলি নে—আমি চল-
লেম ।

কালী । নিরুপ দীপনিধার জ্ঞান মন !
শুনেছি সেই আনন্দের অবস্থা ! কিন্তু
এ কি সম্ভব ? কখন না—কল্পনামাত্র ।
প্রলোভন-বাক্য ! মুখ হুঃখ প্রবল
প্রতিদ্বন্দ্বী, বায়ুসম্মর্ষণে ঘোরতর ঘূর্ণবায়ু
উপস্থিত হয় । দীপনির্করণ সম্ভব ।
নিরুপ দীপ অসম্ভব ! বতাবে অসম্ভব !
ঐ যে দীপ কম্পিত হ'চ্ছে, প্রবল বায়ুতে
নির্করণ হবে । এ দীপ নির্করণ হবে,
মৃত্যুতে কি জ্ঞানদীপনির্করণ হবে ? এ
অসম্ভব ! জড়েরই পরিবর্তন—জড়েরই
ক্ষয় । চৈতন্তের বিনাশ ! কল্পনা করা
যায় না । বিপদ—ঘোর বিপদ—অনন্ত
বিপদ ! এ কি ? এ কি আভাষ ? আশ্র-
ত্যাগ ! সে কি ? সে কি ? নূতন কথা !
নূতন কথা ! আপনার জন্তই বরণা !
আশ্রয়ত্যাগ সম্ভব ! সম্ভব !! সম্ভব !!!
সকলি । শোন শোন ! পেয়েছি, পেয়েছি ।
[প্রস্থান ।

তৃতীয় পর্ভাঙ্ক ।

গঙ্গাতীর -স্থান ।

বিন্দু, অন্নপূর্ণা, মাধব, বামদেব, হলধর, গণক,
মল্লিকিনী ও নিস্তারিণী ।
বিন্দু । বোঁঠাক্কণ, বোঁঠাক্কণ ! আমি
গাচ্ছি শোন ।

(গীত)

গহনে সজনী বাঁশরী-ধ্বনি ব্যাকুল ঘন বোলে ।

—এস অরাধরি ডাকিছে বাঁশরী
করণ রোল দোলে ॥ (সজনী)

ধারা নয়নে, ভ্রমে বনে বনে,
পথপানে চাঁহে সই,

না জানি কেমনে, আছি সে বিহনে,
সে জানে না আমি বই ;

রব গৃহকাজে, আর কি লো সাজে,
বেদনা কতই হবে ;

রব না রব না, বেদনা দেব না,
ছি ছি আছি তারে ভুলে ।

সখি মম আশে, অকুলে সে ভাসে,
কেন আর রব ভুলে ॥

বোঁঠাক্কণ—বোঁঠাক্কণ, আমি গান
গাইলেম, শুনে না ?

অন্ন । শুনেছি, উনি শুনেতে এসেছেন ;
তোমার গান বড় ভালবাসেন । তোমার
গান শুনে আমার নিতে এসেছেন, ক্রান্ত
হয়ে বসেছেন । ঐ দেখ, ঐ দেখ, বড়
মলিন হয়েছেন । একটু বিশ্রাম করুন,
তার পর হুঃজনে যাব । অরুণ উদয়
হোক, ভাগীরথী পট্টবসনে নৃত্য করুন,
ভাগীরথীর ধারা ধ'রে হিমচলে উঠবো ;
যে পথে জুঙ্গুড়ি-ধ্বনি, সে পথে যাব,
ধারা ধ'রে যাব, বিষ্ণুপাদপদ্মে বিজ্ঞান
করো ।

মাধ । বৌদিদি !

অন্ন । আর আমার ডেকো না, আর আমার
কিরিঙ না । আমি তোমাদের আশী-
র্বাদ করে এসেছি, যেন মনে বিন্দার

নিরে এসেছি। আমি মহাপথে চলেছি, একটু বিশ্রাম ক'ছি, এখানে তোমরা কেন? যাও,—কিরে যাও। অনেকদিন তোমার ভুলেছিলাম,—অনেকদিন তোমার ভুলেছিলাম।

যাদ। দাদা, কি করবো? কি হবে? পবিত্রা কুলসম্মী হত্যা করলেম!

মাধ। যাদব, ভাবিস্ নে, কাদিস্ নে। বৌদিদি বলেন, আমাদের আশীর্বাদ করেছেন, মহাপাপী বটে, কিন্তু সতীর আশীর্বাদে আমাদের পাপ দূরে যাবে।

অম। বটুমদিদি, শোন, শোন, ঐ মুদঙ্গ বাজিয়ে গান করতে করতে আসছেন, ঐ নাম কছেন, শুনে পাচ্ছ? আমার ও নাম বুধে করতে নেই, পাছে হৃদয় থেকে বেরিয়ে যায়। স্ত্রীলোকের স্বামীর নাম করতে নেই; হৃদয়ে চেপে রাখতে হয়।

মাধ। বিম্ব, উনি কি বলছেন?

বিম্ব। বলছেন, খোল বাজিয়ে গান করছেন,—গোকুলচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র।

অম। ই্যা ই্যা, ঐ নাম, ঐ নাম! বৈষ্ণবেরা আসছেন, গান করতে করতে আসছেন, আমার নিয়ে যেতে আসছেন।

যাদ। কই, কই, কিছু ত শুনে পাচ্ছ নে, কে আসছে? কে গান করছে?

বিম্ব। আমরা কি শুনবো—আমরা কি দেখবো? উনি দিব্যকর্ণে শুনেছেন, দিব্যদৃষ্টিতে দেখছেন, বিষ্ণুদূত গান করতে করতে আসছেন, স্বয়ং বিষ্ণু ঔর পতিক্রমে শিরে এসে বসেছেন।

অম। না, না, বিষ্ণু নন, তিনি, তিনি। ঐ দেখতে পাচ্ছ না?

বিম্ব। বোঁঠাকুরণ, বোঁঠাকুরণ, ভূমি চলে, কিন্তু দাসীকে কেন কেলে গেলে? সঙ্গে নাও, পথে সেবা করবো।

অম। এখন নয়—এখন নয়। তুলি অপেক্ষ ক'রে থেকো, আমি নিতে আসবো। ঐ দেখ, ঐ দেখ, তিনি! বিষ্ণু নন! তিনি আমার হাত ধরেছেন, ঐ দেখ, অরুণ

উদয় হয়েছেন, আমার উঠতে বলছেন, দেখতে পাচ্ছ না?—দেখতে পাচ্ছ না? বিষ্ণু নন, তিনি! যে নাম বললে, যে নাম বৈষ্ণবেরা পাচ্ছে, তিনি! আমার হৃদয় চন্দ্র। (মৃত্যু)

নিতা। হিদি, সব কুলল।

মন্না। আর, পায়ের ধুলো নি—পতিভক্তি সিধি।

হল। বৌদিদি! বৌদিদি! আমার কার কাছে দিয়ে গেলে! আমার কে দেখবে? আমি কার কাছে জোর করবো? ওঠো, ওঠো, অভাগার মুখ চেয়ে ওঠো।

মাধ। হৃদয়, কাদিস নে, আমরা রয়েছি, ভয় কি?

হল। দাদা, আমিই এ সর্বনাশ করেছি।

যাদ। আর লজ্জা দিসনে হৃদয়! আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, তবে বৌদিদি আশীর্বাদ করেছেন, এই ভরসা।

বিম্ব। বোঁঠাকুরণ, গেলে? বাও; কিন্তু ভুলে থেকো না। গদাতীরে প্রতিজ্ঞা করেছ, আমি তোমার অপেক্ষার রই-লেম। মা গদা, এখন না সময় হয়ে থাকে, এখন আমি তোমার কুলে আশ্রয় নিলেম; যারা তোমার কুলে জীবন অর্পণ করতে আসবে, আজ থেকে তাদের আমি দাসী হলেম। মা, আশীর্বাদ কর, যেন তোমার ভক্তের সেবা কায়মনে করতে পারি; তা হ'লেই তোমার কৃপা হবে, বাসা-চরণে স্থান পাব। বোঁঠাকুরণ, বোঁঠাকুরণ, গেলে—আঁচা হা হা!

শান্তি। আর কাদাকাটি ক'রে কি করবো? ভাগ্যধরী বর্গে গিয়েছে, তোমাদের কাজ তোমরা কর্ত্তি থাক।

গণ। এই দুটো পেটে বাও, আর এই থলে শুদ্ধ মা গদা নাও।

(ঔষধের থলি কেলিয়া দেওন)

হল। উটচায়, কি করলে? কি করলে?

গণ। বিবেক করুন গে, বিবেক বলেটা গদার দিলেম, আর দুটো উদরে দিলেম,

এ স্বাধীনতা আমি হঠাৎই হঠাৎই।
স্বাধীনতা নাই, আপনিই স্বাধীনতা
নিলেন।

স্বাধীনতা। কি স্বাধীনতা করে! কি স্বাধীনতা
করে!

পদ। বিবেক করুন গে, স্বাধীনতা নয়, স্বাধীন-
রক্ষা। বিবেক করুন গে, যে থলিটা বা
গদা নিলেন, ওতে অন্ততঃ হাজার ঘর
উৎসব বেতো, আর এ জড় থাকলে
হাজার থলি সৃষ্টি হতো; বংশপরম্পরা
বিভাটা চলতো।

মাধ। হলাধর, হলাধর, এখানে কোথা
ডাক্তার আছে, দেখ, শীগগির ডাক।

গদ। আর কাকে ডাকবে? আমি নিজে
যম ডেকেছি। বিবেক কর গে, খুব
চড়া বিষ, এর মধ্যে গরমে তুলেছে, এই
গদাজলে পড়লেন।

(রক্তিম প্রবেশ)

কি রে, তুমি যেটা এসেছিল? তোরে
দেখবার সাধটাই ছিল, যা গদা তা
পুরালেন। এই যা গদা—আমি
মলেম, মলেম, মলেম।

(মৃত্যু)

রক্তিম। কঠোর প্রাণশক্তি।

(কালীকিরণের প্রবেশ)

রক্তিম। ছোটবার, দেখ, কনকপদ্ম ধুলোর
পড়ে।

কালী। দেখছি, তোমার একটা কথা
বলতে এসেছি, এই আমার শেষ কথা।
তুমি কথাটি বললে আমার বন্ধন কাটে।
ওনেছিলি কি? স্বাধীনতা। মনে করে-
ছিলেম, একটা কথার কথা চলে আসছে,

তা নয়, সত্যই স্বাধীনতাগে আছে।
যরণে স্বাধীনতাগে হবে না, স্বাধীনতা মনে
রাবে; এইখানে আপনাকে বিলিয়ে
ছিলে তবে স্বাধীনতাগে হবে।

রক্তিম। ছোট বার, কি বলছো? আমি
তোমার কথা কিছু বুঝতে পাচ্ছি।

কালী। তোমার এত দিন উপদেশ দিয়েছি,
পরের উপকার কর, আমিও পরহিত
জীবন উৎসর্গ করেছিলেম। কিন্তু শান্তি
পাই নি কেন জান? মুখে বলতেম,
নিকাম ধর্ম,—নিকাম ধর্ম; কিন্তু অভি-
মান ফল-কামনা ছাড়ে না। সুখ আশায়
পরহিত করেছি, স্বাধীনতার জন্তে
পরহিত করেছি—ফলকামনার পরহিত
করেছি। আজ গদাজলে ফল বিসর্জন
দিয়ে পরকীর্তি রইলেন; রইলেন কি
—জগতে মিললেন।

রক্তিম। আমিও আত্মার পাছি, আমিও
মিলিয়ে যাচ্ছি।

কালী। বেশ! আমাদের অপূর্ণ মিলনে
আর বিচ্ছেদ হবে না।

রক্তিম। সত্য, অবিচ্ছিন্ন মিলন! প্রতি পর-
মাণুতে মিলন! অনন্ত মিলন!

রক্তিমী। (গীত)

মেদিনী মিশিল, তরল সলিলে,

তপন শুভিল বারি।

তপন নিভিল, অনিল বহিল,

বিপুল বোম্বাচারী।

নীলব রব শূন্য শরীরে,

শূন্য শূন্য মিশিল ধীরে,

নিবিড় তিমিরে চেতন বললে

স্বাধীনতার হারী।

স্বপ্নের ফুল

(গীতি-নাট্য)

নাট্যালিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

দীর্ঘ ও অদীর্ঘ ।

স্ত্রীগণ ।

মনহারা, মনধরা, যুধী, বেলা,

বনফুল, সখীগণ ।

প্রস্তাবনা ।

সাধে কি নির্ঝগ মন করি রে প্রয়াস,
ভেবে দেখে যতদিন স্থতির বিকাশ,
জীবনে মরণ ত্রাস,
চির-আশ উপহাস,
সতত আশাস-ভাষ স্বপ্নের প্রয়াস,
পিয়াস না মিটে নিত্য নব অভিশাস ।
অদীর্ঘ উল্লাস তুমি ভ্রম নিরন্তর,
হৃৎকর স্বপ্ন সাধে সদা জগন্তর,

রোদন-অনন্য যবে,
রোদন-সাগর ভবে,
হেলার খেলার নীর হ্রস্ব লহর,
পলে পলে অগ্রসর কাল প্রাণহর ।
কোয়ার যৌবন জরা গাঁথা এ জীবন,
ধূলা-খেলা প্রেমতৃষা অর্জন কাকর ;
আশায় প্রয়াস তার,
সার মাত্র দুঃখতার,
কেন আর তোর সনে করি আশিকর,
হও রে নির্ঝগ, দাব পাতি-নিবেদন ।

প্রথম দৃশ্য।

—০—

বন।

(মনহারার প্রবেশ)

মনহারী। গৌরীপুরিয়া—দাদা।

ফুলটো কলি নয়ন-জল ঢেলে,

প্রাণভরা ফুল প্রেমের গঠন,

প্রেম কোটে হেথার এলে।

এ ফুল ফুটেছে ধরায়, পাবাণ-মন রসায়,

বার মন উঠে নি, প্রেম কোটে নি,

প্রেম বিলাই তারে পেলে।

দেখি কে কোথায়,

কমল-বীধন পরতে চায় গলার,

কারা হাসি মাস অপমান গল্পনা কে চায়,

কৈদে কৈদে মনের মলা দেবে কে বুকে ফেলে।

ই ডাকছে আমার শুনে আসি,

আসব আবার সে গেলে।

[প্রস্থান।

[বেলা, যুথী ও সখীগণের প্রবেশ]

মিষ্ট—দাদা।

তুচ্ছ না কি এ বনে কি ফুল কোটে।

বার না বোঝা দেখে ঠেকে

ফুলের গরব কি ছোটে।

বনের মাঝে ফুটে আছে ফুল,

প্রাণ করে ব্যাকুল,

দেখি যদি বুঝতে পারি তার কি আমার ফুল,

ফুল ফুটেছে দেখে না কি

তুনেছি সই প্রাণ কোটে,

বুঝি এ কথার কথা মনে ধরে না মোটে।

বেলা। ওলো, দেখতে পাই, বুকের ভিতর

বে কবু কবু করে প্রেম ফুটেছে।

১ম সখী। সত্যি লো সত্যি, বুক চেপে ধর,

বুক চেপে ধর, বুক কেটে না প্রেম উঠে।

বেলা। ওলো, দেখ দেখ, যুথী হুপ করে

বয়েছে দেখ, ওর বুঝি প্রেম ফুটে মূখ নে
উঠছে।

১ম সখী। তাই ত রে, তাই ত রে, ভুই কি

ভাবছিস?

যুথী। কেন, ফুলটি দেখছি।

বেলা। তুমি ভাই দেখ, অমন ফুল চের
ফোটে।

কেদার—ত্রিতালি।

আ মরি কলি কি তোলে বলি,

প্রেম কোটালি মন ছোটালি গরবেই বলি।

বদি থাকতো লো দর্পণ,

ফিরে কি আর কি দেখি ফুটেছিস্ কেমন,

বতনের থাকলে জিনিস করি তার বতন,

যেতে মন পরকে দেব, এ কথায় কি আর টলি।

যুথী। শোন লো কুহুম, তোর ও মাধুরী,

ফুটেছে আমার মনে,

কি মন বিকাশ, কিবা আশা নব,

কি চাই কহি কেমনে,

চাই তোর পানে, কত কথা ওঠে,

কথার মাথা না বুঝি,

এ কি এ কি ভাব, অভাব যেন কি,

যেন কোথাকিছু বুঝি।

১ম সখী। ওলো, ঠসক দেখ লো—ঠসক

দেখ, ফুলটির পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

বেলা। আহা, মরি মরি! না বুঝে শুকে

প্রেমে মজেছে, বুকের ভিতর প্রেমের

গুঁড়ি কেটেছে, না ফুল ফুটেছে।

যুথী। কেদার-ঝিলা—ধেমটা।

প্রেম ফুটেছে, নয় ত কি সই

চাই লো তোর পানে।

বনে কি ফুল কোটে, ফুল দেখি বাগানে।

দামিনীর দলকে চলা নয় ত কি দেখি,

হৃদয়ের কাছে ব'লে কিরণ কি ঘনি,

দেখতে উল্লা কলির সঙ্গে ভেগে কি থাকি

তারার সনে ফুলের কথা

যে শুনেছে সে জানে।

বেলা। ওলো, তোর ত প্রেম ফুটেছে,

আর ঐ কারা আসছে দেখ! আর না,

স'রে দাঁড়িয়ে দেখি, ফুল দেখে তোর

মতন প্রেম ফোটে কি না।

[সকলের প্রস্থান।

(অধীর ও বীরের প্রবেশ)

অধীর। আর ভাই যেতে পারি নে।

বীর। তোর আচ্ছা আকুল। তোর

ইচ্ছে, ফুল গিয়ে বাগানে ফোটে, ইচ্ছে

হয়, এসে দেখলি, আর না হয় চ'লে

গেলি। আমি বলেছিলুম, দেখতে

যাব না, বোঁড়া যুতে এনে দাঁড়ালি।

দেখতে এসেছিল, দেখবি নি, চলি। ও

রে, ঐ বুঝি সেই ফুল।

অধীর। কই, কই?

বীর। দেখবি নি যে, চ'লে যা না, ঐ দেখ,

ঐ দেখ।

অধীর। তুই চলি যে?

বীর। দেখছিলি নি, কতকগুলো অযাত্রা

ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

অধীর। আচ্ছা, তোর এ কি! পাহাড়

দেখতে ছুটিস, সাগর দেখতে ছুটিস,

সরগার নাম শুনে লাকিয়ে উঠিল, ফুল

দেখিস, পাতা দেখিস, প্রজাপতির

পাখার রং শুণিস, রসের কথা কাড়িস

—মেরেমান্নের দেখে আঁৎকে উঠিস

কেন বল দেখি?

অধীর। আরে, ও ত পুরণো কথা হয়ে

গিয়েছে, ছেড়ে দে।

অধীর। না, তুই বল, তা নইলে আমি

ছাড়ছি নি, তোর বাগারখানা কি?

বীর। মেরেমান্নের সখ তো পারে পারে

ঘোরাবার, সে সখ তোকে নিয়ে মিতে
গিয়েছে।

অধীর। তুই কি আমার পারে পারে বুরিস?

বীর। আর পারে ঘোরা কার নাম বল?

চলি তো পেছনে চল্লুম, কিবুলি তো

কিল্লুম, এই সদর, এই নিদর! পারে

কেরা আবার এর চেয়ে থাকে, তা হ'লে

গড় বাবা, সে পথে আমি আর চলছি

নি।

অধীর। তুই তো সে কবিতা পড়েছিলি,

মেরেমান্নের কাছে নইলে প্রেম শিক্ষা

হয় না।

বীর। পড়ে শুনেই ত বাবা তকাৎ থাকি!

বন্ধুদেরই প্রেমের যে ছিটে

আছে, তাতেই গল্পনার নমুনা প

গিয়েছে, আবার মাগীর পায়ের

লাখি কেন?

অধীর। মাগীর পায়ের লাখি কি রে?

বীর। রাখ না কথা, কথার কথার মে

উঠবে; মানুষ ত মানুষ, ভগবানকে

প্রেম কত গিয়ে পারে ধতে হয়েছে।

অধীর। আচ্ছা, তোর এমন দরদে

একটা পিপড়ে মারিস নি, জলে মাছ

পড়লে তুলে দিস, আর স্ত্রীলোক দেখলে

দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিস, বাগারটা

কি বল দিকি?

বীর। পিপড়ে মাঝলুম না, মাঝলুম না—

চুকে গেল; মাছিতে তুলে দিলুম—

ফুকলো, এ রূপ নিয়ে দূর থেকে স্বাক্ষর

দিতে দিতে আসছে, সামাল। সামাল!

কাছে থেকে ক'টাল সামলাব। এই

তাড়িয়ে দিই আর কি। তোরে বলব

কি, আমি কালসাপকেও ভয় ভয়

নি, মেরেমান্নের একখানা কাপড়

দেখি নি, মনে হয়, কোন সুন্দরী পরে-

ছিলেন, মেঘেঘাটের ফুলের পানে
চেয়ে মন নিয়ে যে কি করে আসে, তা
ভাই আমি জানি নি। আমারে ভাই
মনের জোড় নাই, আসে থাকতেই
তড়কে বাই।—বলে কি না, মেঘে-
মাতুল নইলে ধর-সংসার হয় না। ধর-
সংসার না হ'লো ও বরে দেল। এ কি
কথা হলো রে ম'ন।—সখের প্রাণ
গড়ের মাঠ। জেনে শুনে বাঁধা রাখ-
বে, উত্তরে দিতে পার্জ না।

(বনফুল প্রকৃতিত)

বনফুল। হাত-খাখা—দাদু।

বহি লখ থাকে তো চেয়ে দেখ,

নর ত চেও না।

মজতে বহি তর থাকে তো,

মজতে বেও না ॥

স্থণা লক্ষ্য কর, তিনটি থাকতে নর,

মান-অপমান সমান ক'রে সহিতে কত হয়,

সর বহি তো সরে থেকে নর তো সও না।

পাও বহি পাও হীরে-মানিক আমার দেও না।

বীর।

সাবধান সাবধান! তোরে সলা বলি প্রাণ

সাবধান কুটিলনয়না।

বহি দেবমুর্তি হয়, চেও রাজ রাণা পার,

সাহসে বহন তুলে বহন দেখ না।

দেখ যদি চাকটান, সে ত না পরাবে কান,

শুল্ক অনেক আছে কালী নাই তার,

হেসে কথা ক'র নারী, মন তোরে ভাই বারি,

(হবে) বেঁধে রাখা দার,

মন লোটাবি রে পার,

কি রে, অমন ক'রে রয়েছিল বে?

অবীর। দার, দেখ, দেখ, কি শুল্করী!

বীর। মন। ধরদার! চেও না, হবে

মারামারি।

অবীর। হা রে, তোর কি করিম প্রাণ রে,
একবার চা না।

বীর। দোহাই মন! মানা, নইলে তিন দিন
থাব না।

অবীর। এ অতি সুন্দর ব'লে যদি তুই

আসিস আমার কাছে।

দেখিস ত'ন করি কি লাহনা,

মনেই আমার আছে।

দেবে, দেখে, দেখতে কি মানা,

ভুড়াবে নয়ন মন।

বীর। ভুড়াবে ত জানি, আলাবে বখন,

নেতাবে কে রে রতন?

ঐ কম কম ক'রে এ দিকে আসছে

ছেড়ে দে,

ছেড়ে দে! বুনাগুনি হব বলছি,

যেয়ে কেহে।

অবীর। তবে বা তুই, কোথায় যাবি, আমি
এখানে রইলুম, চরি চরি, আমি বনেই
রইলুম, তুই বাড়ী বা।

বীর। তা তুই থাকিস থাকবি; তোর লখ,
কেউটে সাপের ছোবল তোর সর
সোক। বলছি আমার সঙ্গে পালিয়ে
আয়, নইলে কাড়লে বিব বাবে না রে,
কাড়লে বিব বাবে না।

অবীর। তা তুই বাড়ী চ'লে যা, আমি রইলুম।

বীর। তোমার সঙ্গে এত পিরীত নর ভাই,
এক মরণে কে মরবে বল! ওরে
পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়; ঐ এলো
ব'লে, ঐ বাকের মতন কম্বুঝিরে
আসছে, ঠাওর পাচ্চিস নি?

অবীর। দাঁড়া না, দাঁড়া না, ওরা কারা
দেখি। আমি একলা বনের ভেতর
থাকব।

বীর। ও রে এলো ভেঁকে, চ'লে আয়—
চ'লে আয়।

অধীর। দেখ ভাই, তুমি যদি না দাড়াও,
আমি আর বাড়ী যাব না।

ধীর। ওরে, দাড়াতে কি, আমি না হয়
চোক বুজে দাড়াতুম, এখনি তান ধ'রে
নেচে ঘুরে পায়ের তাল দেবে।

অধীর। তা দিলেই বা।

ধীর। বা! দিলেই বা! ওরা স্রু চোক দে
বুকে সোঁধোর না-রে, কান দিয়েও বুকে
সোঁধোর। ওদের চোকে, গলার স্বরে,
পায়ের তালে সমান বিষ।

অধীর। বিষ তো বিষ।

ধীর। আমার বাবারও সাধা নেই, এ বিষ
হজম করি।

(বেলা, যুথী ও সখীগণের পুনঃ প্রবেশ)

সখীগণ। খাম্বাজ—দাদুতা।

সত্যি সখি বনের মাঝে ফুল ফোটে।

আটকে রাখ থাকবে না প্রাণ,

পারে তো সই যায় লুটে।

স্বপ্ন কি সই বুঝতে নারি হার,

আপন যদি হয়, সখি পর, প্রাণ তো তাইতো চায়,

আছে মনের কথা মনে মনে

মন বোঝে না তাই ছোটে।

ধীর। ওবে, ঝন্ ঝন্ করে তো'র দিকেই
এগুচ্ছে না?

অধীর। এগুচ্ছে তা তো'র কি, তুই বাড়ী
বা না।

ধীর। কেন মায়া পড়'বি?

বেলা। ও ভাই, এরা ভ'জন কারা? আয়,
কাছে গিয়ে পরিচয় নিই।

যুথী। আমি এ'র পরিচয় জানছি, তুমি
ও'র পরিচয় জান।

বেলা। কেন, তো'র সই পছন্দ কোন্টি?

যুথী। আমার সই পছন্দ যেটি হোক,
তোমা'র পছন্দ-সইয়ের পরিচয় জেনে
আসছি।

বেলা। এত লো! বুঝেছি, সত্যি বনের ফুলে
মন ফোটে।

যুথী। আমি কি আর বুঝি নি, তা নইলে
পরের পরিচয় জানতে চাব কেন?

ধীর। শুন্ছি'সু পরামর্শ, এবার তেগে লাক
যেরে ঝাড়ে পড়বে, এই বেলা পালা!

অধীর। পালাতে হয় তুই পালা।

বেলা। আচ্ছা ভাই, ও পালাই পালাই
কচ্ছে কেন?

যুথী। দাড়া, জিজ্ঞাসা ক'রে'আসি।

ধীর। দেখুন, যে বেথানে আছেন থাকুন,
কাছে আসবেন না, আমার পায়ে বড়
বোটরা গন্ধ।

বেলা। আপনি কে?

ধীর। এগুবেন না—এগুবেন না, ঐধান
থেকেই হচ্ছে, আমি গলা ছেড়ে সাড়া
দিচ্ছি, আপনি তক্তাতে থাকুন।

বেলা। কেন, আমি বাধ নই, তালুক নই,
সাপ নই, বিচ্ছে নই—

ধীর। নন তো বেশ। থাকুন না যা
আছেন।

বেলা। কেন, আমার কি তোমা'র ভয়
করে?

ধীর। কিঞ্চিৎ।

বেলা। কেন?

ধীর। ওরে, তুই আস'বি, না খুন-খারাপি
দেখ'বি। এখন ব'সে ব'সে ওর কেনর
উতো'র কাটি! ইয়া রে, তো'রে এত
ভালবাসি, আমা'র কথা'র একটা কাজ
করিসি নি? চ'লে আয় না।

বেলা। তুমি তো ওর সঙ্গে বেশ মিষ্টি কথা
কচ্ছ।

ধীর। মিষ্টি কথা আর কি কচ্ছি, টানাটানি
আর হেঁচকাইচড়ি।

বেলা। কেন, ব'লছ তো'রে ভালবাসি।

বীর। দেখ, বোকাগোত্র! আমার পক্ষেই, তাই নিরর্থক এসে পড়েছিল! এর নাহানা সাক্ষ্যে তবে আমার পিঠিতে হাত দেব, নইলে কি ঠাণ্ডারাজ, এই ছপূর রাতে বনে এসে ডাকা করেছ, আমি একলা ব'লে তোমার সঙ্গে কথা কই।

বেলা। কেন, আমার কথা কি এত কর্কশ? বীর। বেৎ, অধীর, তোর যদি আর যুধ দেখি, আমার দিগি। চল্লুম।

[বীরের প্রস্থান।]

যুধী। আপনায় কাছে বেতে ভর হচ্ছে, কি জানি, যদি আমার কথা শুনে আপনি পালান।

অধীর। যদি পালাতে পারতুম, এতকণ পালাতুম। ধরা পড়েছি, পালাব কোথা?

যুধী। ধরা দিয়েছেন কি আমাকে না কি?

অধীর। বার ধরা দেওয়া অভাব, সকলকেই ধরা দেয়। (অগত) আমার ও এসে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে না?

যুধী। আজ ক'জনকে ধরা নিয়েছেন?

অধীর। ক'তনে ধরেছ, তা জানি নি, আমি ধরা পড়েছি, এই জানি।

যুধী। তা যদি ধরা পড়ে থাকেন, পোষ মাহুন।

অধীর। পোষ যেমনছি, নইলে বেঁধে তো রাখনি, পালানি নি কেন?

যুধী। পোষ যেনে থাকেন, আমি যেমন পড়াই পড়ম, আমার সবীকে ডেকে কথা কোন।

অধীর। আজ্ঞা, তা কজি।

বেলা। (অগত) তা কজি, (প্রকাশে) আজ্ঞা, আমি বাছি।

যুধী। তুই তো আজ্ঞা বাজিস। আমি

গ্রেতার হয়েছি, আমি তো সবুতে পাছি
• নি।

অধীর। আগনি কে?

বেলা। আমি আগের মাহুয়, আগ্নে কথা কই, আগ্নে দেখা দি, যুধ ভাঙলেই চ'লে চাই।

যুধী। তবে তো দেখছি এক বেশেরই লোক।

অধীর। আমি কথা ক'রে জিজ্ঞাসা করছি, উনি তো জিজ্ঞাসা কচ্ছেন না।

যুধী। উনি তোমার বন্ধু খাত পেয়েছেন।

অধীর। আমার বন্ধু স্রীলোকের সঙ্গে কথা ক'র না, উনিও কি পুরুষের সঙ্গে কথা ক'র না নাকি?

বেলা। যে চোকে দেখে না, প্রভার করে, তার সঙ্গে কথা ক'সু নে লো, সেটি বেশ মাহুয়, আমি তার সঙ্গে কথা কই গে. চল্লুম।

অধীর। সত্যি, আমার সঙ্গে কথা কইবে কেন? বীর যেমন পুরুষের, এও তেমনি নারীর।

(মনধরার প্রবেশ)

কাকি-মিষ্ট—বাদ্য।

পিরীত ক'রে আমার মন ধরা।

তাইতে নাম নিয়েছি মনধরা!

মন কি আমার সাথে ধরেছে,

অনেক জালায় জলেছে,

পরে তারে আপন করেছে,

জ্বলে দেব রিমের বাতি দেখি যদি প্রেম কর।

কমল বনে বিদ ছড়াতে সাধ ক'রে কি চাই,
কই লো তারে পাই,

দিবানিশি তাই আগুন জালাই,

বধন তারের পিরীত মনে পড়ে

সব দেখি বিধে ভগ।

(বীরের পুনঃ প্রবেশ)

বীর। আর দেখছি, ক্রমে ভিড় বাড়ছে

দেখছিল। এই খুন্সে চারা ছেড়ে দিয়েছে,
ধাড়ী আসছে পেছিরে; আমি এ বনের
হাটহুদ সেরে দিয়েছি। এর এরই
মধ্যে মনখরা। হ্যাঁগা খুন্সে ঠাকুদ,
তোমার এত শীগগির মন খরলো
কিসে?

অধীর। তুই যে এখন মেরেমাছের সঙ্গে
কথা কইছিস?

ধীর। ঠাড়া না, তোকে চারা কেউটের চকর
দেখাই; ফাঁস কর তো খুন্সে বিবি।
তোমার শ্রাণ খরা হলো কিসে?

বেলা। হ্যাঁ গা, আমি তোমার কত সাধা-
সাধি কবুলুম, তুমি আমার সঙ্গে কথা
কইলে না, চ'লে গেলে, আর এখন কথা
কইছ যে?

ধীর। ঠাড়াও না চাঁদ। একে একে পাল্লা
দি, একেবারে সপ্তরথী ঘেরাও করে
পেরে উঠবো কেন?

অধীর। (স্বগত) ধীর কি ভাণ করে। বেস,
তো সরল কথা কছে।

যুধী। (স্বগত) আমি যাতে মছেছি, বেলাও
কি তাতে মজলো? (প্রকাশ্যে) ও
মনখরা, মনখরা! বলে না, কিসে
তোমার মন খরে গিয়েছে?

মনখরা। পিরীত ক'রে। আমার কাজ
হ'য়েছে, চুপ্চুপ।

ধীর। হাবুচাঁদ কি কাজে এসে, কিকি কাজে
গেলে?

মনখরা। সে তুমি বুঝবে কি?

ধীর। বাহবা, লবেজের বাঁধন বোঝ। এরই
মধ্যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলছে যে,
আমার কাজ বুঝবে কি? হ্যাঁগা, তুমি
কলখের চারা, না আপনি গজিরেছ?

বেলা। (স্বগত) যুধীর মুখবাগে চেয়ে
রয়েছে, আমার পানে চাচ্ছেও না।

যুধী মনে কছে, আমি আর কিছু ভেব
পাচ্ছি না। শ্যই কথা বলে কি আমি
বেজার হতুম?

অধীর। (স্বগত) ধীর চেয়ে রয়েছে, মন-
খরার বাগে, আঁড়ে আঁড়ে ওর দিকে
দেখছে।

বেলা। (স্বগত) হোক, এ বেশ মাহুদ,
আমি এর সঙ্গেই কথা কব।

মনখরা। আমার পানে কি দেখছ? যদি
আমার পানে পিরীত করে চাইতে ত
চোখের মাথা খেতে।

পিলু-খাঘাড়—খেমটা।

যদি পিরীত ক'রে চাও ত চোখের মাথা
বাও।

হ'লে মন হারা, আবার আসবে মনখরা,
হারা মন কিরিরে নিতে মন হবে সারা,
জলবে আগুন চোখের জলে ধু ধু জ্বালা
যত চাও।
[প্রস্থান।]

ধীর। গীতের বাঁধন শুনি? নছার আবার
এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? হ্যাঁ গা,
আমি যদি দুটো কথা কই, তোমরা
এখান থেকে সরে বাও?

বেলা। ভাল ক'রে কথা কও যদি।

ধীর। আচ্ছা, তোমার ভালটেই বুদ্ধি
কি রকম, কি বল, ওঃ, দুটো দুটো
কেউটে সাপের চকর অধীরকে সেরে তুলে।
বেলা। তুমি কে?

ধীর। বড় একটা গেরগিরি রকম শুনবে
না; কি জান, স্বপ্নের মতন এসেছি,
স্বপ্নের মতন চ'লে যাব, তবে স্বপ্নে
স্বপ্নে মিল হয় জান ত? ও একটা
স্বপ্নে এসেছে, স্বপ্নে বাসে, এই স্বপ্নে
স্বপ্নে মিল।

বেলা। এই বুঝি তোমার ভাল করে কথা
কতরা।

বীর। আচ্ছা, তোমরা একটা বোলা কথা
কও দিকি, এখানে কি কচ্ছ?

বেলা। তোমরা কি কচ্ছ?

বীর। আমি ঐ ওর ভেত্রে দাঁড়িয়ে আছি।

বেলা। আমিও ওর ভেত্রে দাঁড়িয়ে আছি।

বীর। তবে দাঁড়াও, তোমারি একদিন, কি
আমারি একদিন, বা হয় শেষে মারা-
মারি পর্যন্ত রাজি। ওকে কোলে
ক'রে নিয়ে সাগরে গে ঝাঁপ দেব, তবু
তোমার গোলামী কঠোর দিচ্ছি নি।

বেলা। আর তুমি তো ওর লোলামী কচ্ছ।

বীর। পিরীতের গোলামী।

অধীর। ভাই বীর, আমি যদি গোলাম হ'রে
থাকি।

বীর। তুই গোলাম হয়েছিস কি? আমি
ওর পিরীতে পড়েছি, আমার সঙ্গে
তোমার দাঙ্গা বেধে যাবে। দেখ গা,
এত যে মিষ্টি ক'রে কথা কচ্ছিলে,
আমাকে বে' ক'রবে?

বেলা। তা কি একেবারে বলতে পারি?

বীর। তা বাও, তোমাদের সুখীদের সঙ্গে
নাও, ঘরে গিয়ে একটু চিন্তা ক'রে
আমার বা হয় একটা জবাব দিও,
মোহাই বাবা, একটু সর। এই ত প্রেমের
তুকান তুলে দিলুম, ঘরে বাও না কেন?

বেলা। (স্বগত) আমার পানে তুলেও
চাচ্ছে না।

হুণী। (স্বগত) এর পেছ পেছ ফিরে,
কি করে না চায়, নাই চাবে?

নটমহার—একতারা।

বেখানে যার বাই-সাথে সাথে।

কি করে না চায় বারেক দেখি,

কাঁদি ব'লে ডাকতে,

যদি জানতে পারি কোন্ পথে যাবে,
আগে দিয়ে চল রেখে দি-এসেই ত পাবে,

কল রেখে দি তিকা ক'রে
যাতে খেতে কিছু পার পথে।

আনি রে মন পথের না বাঁধন,

সাধ্য কি কার বুক রাখে এ পুরুষ-মতন,
কোন্ পথে যার চলে যাবে

একবার যদি এ যাত্রে।

বীর। ওরে, দেখছিস, দেখছিস, এখন তান
চলবে। বাবি? না তুই আর নড়তে
পাচ্ছিস নি, তা আমিও রইনুম, আমারও
প্রতিজ্ঞা, বেহুযতে নিয়ে বনে এসেছি,
বসে যাও মন বসে যাও। মন, ঠিক
জেন, আজ তোমার কাঁড়া আছে।

(মনহারার প্রবেশ)

খাখা—একতারা।

কিরি মাতুরারা, ফিরি মাতুরারা।

কে জানে কে আমি মনহার।

কুঞ্জে ব'সে কৈন্দে প্রেম করি,

হেসে বুক কারু মারি ছুরি,

আছি সাথে সাথে কারে দিই নে ধরা।

কুরাশা-মাকে এ কুকী কার,

ঠেকে দেখে আমার দেখতে কে পার,

কতু প্রেমে জলে ভালে চাঁদের আলো,

যে দেখে ছোচে তার মনের কালো,

যদি চিন্তে পারে,

ষোম্টা টেনে অমনি বাই গো সরে,

চেনা দিলে চেনে নৈলে ঘুরে সারা।

বীর। এইবার নে অধীর, ক'খাত্তা সাম-
লাবি সামলা। বলি হ্যাঁ গা, এগুলি বুঝি
তোমার ছানা-গোনা? তুমি চরা করতে
যেহেঁতু বুঝি শেবোশেবি, নাটকো-রাগেই
বন উজোড় ক'রে দিয়ে একটু আমার
নিজিলে, আমার এসেছ? মাপি
ভেরেলাল।

ম-হা। তুমি কে, আমি চিনি।
 ধীর। চেন না! তুমি আর কি না চেন,
 কবে শুধু মরণ হবে জান না।
 ম-হা। তা বাই বল, তা কিন্তু তোমার
 আমি চিনি।
 ধীর। স্বীকার পেয়ে নিচ্ছি চেন, তাঁর পর
 বার্তাটি কি বল?
 ম-হা। ওঁকেও চিনি।
 ধীর। চিন্বে বই কি, নইলে ঝাঁকে ঝাঁকে
 এসে হুত্ কচ্ছে?
 ম-হা। আমি ত একাই।
 ধীর। একাই একশো চাঁদ—একাই
 একশো, এসেই আসর গনুমে নিয়েছ।
 ও রে শোন, স'রে পড়ি আর।
 অধীর। জিনি বীণা বাঁশী, কে গো মধুভাষী,
 বিপিনবাসিনী কেন?
 আলুখানু কেশ, আলুখানু বেশ,
 পাগলিনী-প্রায় যেন।
 ধরা মনহারা। তুমি মনহারা,
 কি ভাব বুঝিতে নারি।
 কত প্রেম কর, কত ছুরি ধর,
 কি রক্ত রক্তই নারী।
 কুহকিনী কার, ব'স কুয়াশার,
 এ কি ভাব বোঝা দায়।
 কেন মনহারা, নাহি দেখে ধরা,
 ধরা তব কেহ পায়।
 কেন দেখা দিবে, বদন ঢাকিয়ে,
 চ'লে যাও কহ ধনি।
 জাল শব্দী আলো, হৃদয়ের কালো,
 হর লো শিববনি।
 ধীর। দেখ গো, আর আলো জালা-
 আলিতে কাজ নেই, অনেকক্ষণ
 জালাছি। ভোর রাত, মদ খেয়েছ,
 একটু তন্দ্রা রাখ গে।
 ম-হা। মদ খেয়েছি আমি।

ধীর। না, মদ খাবে কেন? মদ পানি মদ
 কারণ কর'ছে। টোস্‌ছ আর বোস্‌ছ,
 মদ খাই নি, সাক্ষাৎ মহামারা এসে
 দাঁড়িয়েছে।
 ম-হা। আমি মদ খেয়েছি, না তুমি মদ
 খেয়েছ, যদি সাদা-চোখে থাকো, বল
 দেখি, আমি কে?
 ধীর। বাবা, সাদা-চোখে থাকলে বে তোমার
 চিন্তে হবে, এমন কি লেখা-পড়া। বনের
 ভেতর ত টলতে টলতে এলে দেখ'লুম,
 কে তোমার বাবা ঠিকুজী কুঞ্জীর খার
 ধারে? সে সব নাই, আমার বোধ
 হচ্ছে, এদিনে পোকায় কেটেছে। ইয়া
 গা, তুমি ভারিকি মানুষ, ছুঁড়ীগুলোকে
 নিয়ে স'রে পড় না।
 ম-হা। যদি চিন্তে পার ত স'রে বাই।
 ধীর। আমার বাবারও কর্ণ নয়, থাক তবে
 ভোর রাত দাঁড়িয়ে।
 ম-হা। দিন গিয়েছে রাত হয়েছে,
 কের হয়েছে ভোর।
 ঠাউরে দেখ ছিটে ফোঁটা,
 বার নি ঘেশার ঘোর।
 আশার নেশা বার কেটেছে, সে ঘেথে আশা
 নৈলে কে পার দেখতে আমার লুকাই কুরা।
 কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে, ছুটলে কাঁটা পায়।
 মোহের কাঁটা প্রেমের কাঁটা ফুটিয়ে তোলা যায়।
 তাইতে আমি কখন মোহ প্রেমিকা কখন।
 মনহারা মন হ'লে চেনে লক্‌তে এক জন।
 ধীর। আজ্ঞা, তুমি ত আমাদের চিনেছ?
 ম-হা। বেশ চিনেছি।
 ধীর। তবে আর ছড়া কাঁটান কেন?
 আমরা না চিন্‌লুম, তোমার বয়ে দেল,
 তুমি স'রে পড়। নেশাটা একটু কবে
 আসছে দেখছি, একটু কারণ কর পে
 বাও। ওরে ও কালামুখো, খাবি? ওরা

ত নড়বে না। তুমি কি জানো
নিরিবিলি ঠাণ্ডারি আর কঠিন শোনারী
ক'র। বেস, পদে পদে, এ
বাচকানীর পাঞ্জার পড়ে, এ বাচীর
পাঞ্জার পড়ে না, ও নেপথ্যের, মহা-
হার খান ব'নেব।

অধীর। তাই বীর, তুমি বিতার অভিমান
কর, ও কি বলছে, একবার বুঝ না ?

বীর। বুঝি নি ? মতিলালের কোঁকে
ছড়া কাটাচ্ছে।

অধীর। না না কু-আলা, আশার নেশা এ
সব ত আমাদের স্বপ্নে, সত্যি তো
আমাদের ঘোর কাটে নি।

ধাব। এ ঘোর বনে ঘোরাননা মহামারার
চারার সঙ্গে থাকলে আরও নেশা কেটে
যাবে। কু-আলা আশার নেশা ত
আছেই, তা নইলে তোকে পালাতে
বলছি কেন ? ও মাগি তো মনের
শোকান থেকে গানটা ছড়াটা শিখে
এয়েছে, তুই যেমন, তুণে বাস।

ম-হা। আর তুই তুলিসনি ?

বীর। ইস, তারি যে নেওটা হ'লে ! কি
বলব চাঁদ, এ যে কবচকে নিয়ে আটক
পড়েছি, নইলে টেনে দৌড় লাগাতুম
বাঁবা, চাঁদ পা হ'লেও ধস্তে পাত্তে না।

ম-হা। পালাতে পাত্তে না।

বীর। শোনু-বেহারী, শোনু—মুখের ওপর
কি বলছে।

ম-হা। তুমি কি মনে কচ্ছ, আমার হাত
ছাড়িয়েছ ?

ধাব। কবে মজাজল হ'বে বললুম ছাড়িয়েছি,
যদি তা মনে ক'রতুম, তা হ'লে ওর বতন
কাপু কাপু ক'রে তোমার মুখের পানে
চোরে থাকতুম ?

ম-হা। তুমি আমার ভালবাসা না ?

বীর। কি, বকবাসা কি ?

ম-হা। তুমি আমার ভালবাস না ? ভাল-
বাস।

বীর। হ্যাঁ, তুনেছি কো, শেবটা তোমরা
লাতি-টাতি মার, চূপ ক'রে রৈল যে ?
বল না, শেবটা ত তোমরা লাতি-টাতি
মার, এই আমি বললুম, তোমরা যে
বেখানে আছ, বিশ মুজিগটে করে চাট
ঝেড়ে বিদার হও। আহা, খুদে বিবিকে
ছেড়ে দিলুম গা। সেও ছটো খুদে
পায়ের চাট দিত না হয়।

ম-হা। সবাইকে কি লাগি মারি, কারকে
পারে ধরাই, কারকে বুকের হার ক'রে
রাখি।

বীর। ইস, তবু যেতর সব বেধতে পাই !
ও রে ও রে নজ্জার, চল বাই, তোর
মস্তে কি সমস্ত রাত পাঁচালী ল'ড়বে ?

ম-হা। একটা গান শুনে ?

বীর। খুনট যদি কর, তার আর কি ক'র
বল ?

ম-হা। শুনে ত ?

বীর। বাপের মুগুজুর হ'রে। কেলেছ
বেকারদার, আর কি বলব, নইলে নরকে
কাঁপ মারি চাঁদ, তোমাদের গান আমি
তনি নি।

ম-হা। তোমার কেন বলছিলাম ভালবাস,
জান ?

বীর। ভাব বাধ্য করো, না গান করো ?

ম-হা। তুমি যাতে খুব জালাতন হও, তাই
ক'র।

বীর। শুধু খুব হ'রে গিয়েছে, কাউ কি
ছাড়বে ছাড়।

ম-হা। তুমি আমার ভালবাস বলছিলাম
কেন, শোন।

ধীর। তা বল।

ম-হা। তুমি ওকে ভালবাস, আর ওতে

আমাকে একপ্রাণ, আমার ভালবাস।

ধীর। তুমি টোল কর্কে?

মনহরা—

দেখ খাখাজ—থেমটা।

মনের গুমোর করো না।

মনের গুমোর করো না।

আমি কোন্ ভাবে কার কাছে থাকি

চিন্তে পার না।

পায়ের ধরাই ধরি পারে,

ঠেকাই ঠেকি সমান দারে,

অত রসে সমান বসে থাক তা কি ধর না।

আমি রসময়ী ছড়াই নানান রস,

আমি দ্বিগুণি রসে চলি রসে করি বশ,

এ রসের তুকান কাটিয়ে উঠে,

বোলাে তখন সর না।

[প্রস্থান।

ধীরে। হ্যাঁগা, 'ঐ' ত ও পথ দেখালে।

তোমরা সকলে মিলে একটি গান ধরে

নেচে-ক'ড়ে বাহবা নিয়ে চলে যাও।

তানের উদ্যুগ কছ, না বাচনক কিছু

আছে? ই। রে, তুই কি একেবারে

দিকি গেলেছিস, নড়বি নে?

অধীর। ভাই ধীর, আমার সত্য বল, আমি

মনে ব্যথা পাব না, তুমি কি ঐ সুন্দরীর

অহুরাগী হওছ?

ধীর। আঃ! এরি মধ্যে কেলেকারি

আরত কলে?

অধীর। ও তোমার অহুরাগিণী, আমি

বুঝতে পেরেছি।

ধীর। তুই ব'সডো তোর ভাবখানা দেখি,

তোর অস্থখ বিস্থখ ক'লে না কি?

দেখ দিকি, খামকা বনে দাঁড়িয়ে পিরীতে

ঠেকে গেলি! আমার ওপর পর্যন্ত রিব

কচ্ছিস! দেখ অধীর, তুই যদি অনমন

কোঁস কোঁস ক'রে নিখেন কেলেকি ত

আমি কেঁদে কেলুব, চল।

ধীর। চল।

[উত্তরের প্রস্থান।

বেলা। পিনু-ব্রজ-মল্লার—বৎ।

সেই ভাল সে চাহে ধারে।

আমি ত ব্যথার বাধী, বাধা ত দেব না তারে।

ভালবেসে চেসে চোস,

সে পাশে বসিবে এসে,

মনে ধারে ভাল সে বাসে,

দূরে ব'সে দেখব হাসি, ভাবিব নয়ন-ধারে।

যুধী। সই, তুই কেন অনন হ'লি?

বেলা। যুধী, তুই কি ঐ পুরুষ-বস্ত্রের প্রহাসী?

আমার বল, আমি দূতী হ'রে তার পোরে

ধ'রে তোর কাছে এনে দেব।

[যুধী। ভাই বেলা, তুই পারিস নি, সে বড়

কঠিন, দেখছিস নি, তার অন্তর পাখান,

সে মুখ তুলে চার না।

বেলা। প্রথম প্রথম সজ্জার অনন ক'ছে।

আমি দেখেছি, বার বার তোর পানে

চেরেছে, আমি দেখতে চোখ কিরিয়ে

নিরেছে। তুইও তার পানে বার বার

চেরেছিস, আমি বাই, তাকে এনে

তোর মিলিয়ে দি।

যুধী। সখী, সে বড় কঠিন, তুই বুঝিস নি।

বেলা। আর না, হৃদয়ে মিলে দেখি, ধরই

ধর।

সখীগণ। তেলেকা—দাহু।

কেন আর বাঁধবো বেগী বল লো সজনি।

যদি বেগীর ভোরে বাঁধতে পারি ওগনি ॥

তার যদি না কেঁপে ওঠে প্রাণ,

কেন আর বাঁধব নয়ন-বাধ,

হান কিসের মোহে পড়িছ?

নে না রাগিয়ে বাবা,

যদি বন্ধুতে নাহি,

তবে নারীর গরব কি তা জানি নি ॥

[গ্রহান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—

বন।

অবির। আমি ভাই এখান থেকে বাব না,
এইখানে তার দেখা পেয়েছি, এইখানেই
থাকব।

বীর। বাম্ভি যে, বল্ বল্! আরও কত কি
বে বলে! ওরে কোকিল যে, মলয়-
বাতাস যে, বাপ রে, মা রে! খোড়ার
মতন টেনে নিবেগ, চোখের ভল!
তোম পিরীতের লক্ষণই হয় নি, আবার
পিরীতে পড়েছিস?

অবির। তুই কি ঠাট্টা কচ্ছিস?

বীর। ওরে, ঠাট্টার কথা হ'লে তোরে বাড়ী
নিরে বাবার সঙ্গে অত পীড়াপীড়ি ক'-
তুম না।

অবির। তবে আবার কেন পীড়াপীড়ি
কচ্ছিস?

বীর। আচ্ছা, তোর মতলবখানা কি?
তাকে বিয়ে করবি, কি একবার দেখবি,
পিরীত কাটাকাটি করি? আমি তোরে
একটা কথা বলি শোন। আমি তোরে
বোগাড় করে তেকে আনিছি, তুই রাত
ভোর ব'লে পিরীত কাটাকাটি কর।
তোরের বেলা বল্ বাড়ী বাবি?

অবির। সে আসবে না, সে আমার ভাল-
বাসে না।

বীর। ও, বেচারি দুকলোহ! আচ্ছা তোর

বেলুকোমটার বহর বোঝ দেখি! আপ-
নিই বল্ছিস, ভালবাসে না, আর সে এ
বনে ছিল, বনে বনে পড়ে আছিস?

অবির। সে তোমার ভালবাসে।

বীর। এইবার তুই পিরীতের হৃদ কলি! হ্যা
রা, তুই একটা সাদা কথা বুঝিস নি?
যেরেমাচন দেখতে কেমন? যেন কবির
মনের ছবিখানি! ভিতর কি? বাবা!
সেঁধুবে কে, যে বদ'বে বল! পুরুষ চায়,
আহা, এমন হৃদর ছবিখানি, সাম্মে
বসিয়ে ছোটো কথা কই। বিব তাকছেন
যে কখন মোহিত হয়, তা হ'লেই
নূতন গরনখানির কথা পাড়বেন। মনে
কচ্ছিস কি, শোণা প্রাণ? প্রাণ খুলে
আমোদ করে গেলি, প্রাণ খুলে
আমোদ করে? আমোদ জানে না,
জানে কেবল আপনার গতা।

অবির। আহা! তুই এমন করে নারী-নিকা
করিস নি।

বীর। তুই ভাবল বুকি নিকা করলুম,
একজন মেয়ে-মুহু এখানে দাড়িয়ে
থাকলে হাশা বাহবা দিত, বলতো,
আমাদের স্বপ্নে জানে। আমি ভাবি,
খেটীরে মনে মনে কি হাসনই হাসে।
বলে, এই পদ্য আপনাকে সেরান।
ঠাওরান! তা নাট হোক, আমি চেটী-
চলিত করে আমার চেখা আনবো, ছোটো
পিরীত কোটী টাকা হবি?

অবির। সে আসবে না।

বীর। ঐগুলো ঘোর কেমন! সে আসবে
না? একজনকে গেরেস্তার করে
সিঁরেছে। সে এখন কি কচ্ছে তা জানিস?

অবির। সখিরায় লজ আবেদে রয়েছে।

বীর। পিরীত ক'ত বান্ধ বটে, পিরীতের
বার বাবিস নি। সে এখন সাপের

মতন গজ্ঞাচ্ছে, সখীর বাড়ে ডেকে
ডেকে পড়ছে, চুল খুলে দিয়েছে, নিব-
নেত্র হ'য়েছে; সে ভয় করিস্ নি, আমি
আনতে পারুব।

অধীর। না ভাই, যে আমার নয়, তারে
দেখে কি করুব?

ধীর। আঃ, তোর নয় তা জানি। ওরা
করুর নয়! তোর ত করকার, ছুটো
তার সাম্নে নিখেস ফেলা, তা তোর
আপত্তি কি?

অধীর। তুই দূর হ, আমার সাম্নে থাকিস্
নি।

ধীর। তোরে রিবে জেরেছে।

(বেলা, যুথী ও সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ।—ধুনাসিদ্ধ—দাদ্রা।

পোড়া প্রেম ক'রে এত জালা কে জানে।

জালায় জ্বলে মরি, জালা সহিতে নারি,

জালা হুদে ধরি যতনে, পুড়ি প্রাণে।

নয়ন খজায়, ঠেকে'ছ দায়,

নইলে পরে বল পরে কে চায়,

মন বিলায়,

পড়েছি উঠি আর কেমনে,—মানে মানে।

ধীর। কেমন অধীর, তোরে ব'লেছিলুম,

আবার আসবে না! এইবার পিরী-

তের তোড় তোলা, তার পর ভোরের

বেলা মুখ হাত ধুয়ে ঘরের ছেলে ঘরে

যাই চল। ওঠ ওঠ, এখনো আবার

গালে হাত দিয়ে ব'সে আছিস্ কেন?

(জনান্তিকে) দেখ গা, ও একটু বেকুব

রকম, কৈনাথানে নিখেস কেলতে হয়,

কৈনাথানে চোখ তুলতে হয়, ও ঠিক-

ঠাক জানে না, ছুটো একটা ক্ষমা-ঘেরা

ক'রে পিরীত মুক্ কর। তোর

বেলা বাতে বাড়ী যেতে পারে, এই

ঘটকালী বিদায় দিও। বেশ, তুমি যদি
একটা উপকার কর, তা আমি কৃতজ্ঞ
নি। এমনি স্বীকার,—তোবার
কাছে প্রতি রবিরার—এনে পৌছে
দিচ্ছি।

বেলা। তোমাদের যেমন নৃতনে মন,
আমাদের তেমন নয়।

ধীর। ও গো ঠাকুরণ, এই যে টাটকা
নৃতনের তোয়াজে এয়েছ দেখছি।
কোন জনে ত এর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়
ছিল না।

যুথী। ই্যা মহাশয়, আপনার সঙ্গে কি
নৃতন আলাপ? চোকের দেখা নাই
ছিল; মনের ছবি মনে মনে ছিল, এখন
সাম্নে এসেছে, আপনি কি আমাদের
পর?

অধীর। না,—আমি পর নই।

ধীর। এ ছাঁচড়া বিস্তির সবই ছাঁচড়া!
খামকা মিছে কথা কইলি রে! পর
নোস্ কি ঘরের বঁধু?

বেলা। পিরীতের কথা হ'চ্ছে, ই্যা গা, তুমি
এর ভেতর কেন?

ধীর। অবাক করেছ বাবা! যে পিরীতের
মিথ্যা কথায় গোড়া-পহন, না জানি
তার শেষ কোথায় গড়ায়! আজব
কারণানা বাবা, মিছের স্বীকার তুমিরা
পড়ে! নাও আমার কথার কান দিও
না, পান্না-পান্নি কর!

বেলা। আপনাকে আমি একটা কথা
ব'লব মনে ক'রেছি।

অধীর। আমিও আপনাকে একটা কথা
বলব মনে করেছি।

বেলা। কি বলুন।

অধীর। আমার বহু বাহিত কঠিন, কিন্তু
অমন কোমল অন্তর জগতে নাই।

যুধী। ওর অশ্রুত কল্যাণ, তা কবে বলছেন কেন?

অধীর। আমার বন্ধু সাথ বে, এর সঙ্গে আমার বন্ধু মিলন হয়। উনিও যেমন নারীর, আমার বন্ধুও তেমনি পুরুষ-পরেশ।

যুধী। তোমার বন্ধু যদি এরে না চান?

অধীর। আমি যা বলব, ও শুনেবে।

বেলা। ও মা, এমন কথা তুমি নি! তুমি বলবে, আমাদের সন্মতিকৈ বে ক'ত্তে ত আমাদের সন্মতিকৈ বে ক'ত্তে?

অধীর। সুন্দরি, পরিচালনা, যদি তুমি আমার বন্ধুর পাশে বসে আমার জীবনের সাথ পূর্ণ কর, তা হ'লে আমি চিরদিনের জন্য তোমার দাস হ'য়ে থাকি।

ধীর। ই্যা রে, তুই নাটক রচনা না কি?

বেলা।— মাঝ বিখ্যাত—মধ্যমান।

মন যায়ে চার, সে কি চার।

না দেখে বাঁচি নে প্রাণে দেখিলে বিগুণ দার।

অবতনে যে বসনা, সে বসনা সে জানে না,

জেনে কি সে মিত বেরনা—

গজনা জেনে কি দিত, ব্যথিত হোত ব্যথার।

ধীর। এই টপ্পার বদলে একটা টপ্পা কাড়তে পারিস্ ত পিঠীতের আগুন ছুটে যেত, তোর পিঠীতের গাত জেনেই আমি তোরে গান শিখতে বলেছিলুম; এ টপ্পা-বাজীর মুখে যদি টিকে যেতে পারিস্ ত কাঁড়া কেটে যাবে। (স্বগত) এ ত প্যাচে কেলে দেখছি।

অধীর। আমার কথার উত্তর দিলে না?

যুধী। যদি উত্তর দেয় বে, ওর সঙ্গে কেন মিলবে, তোমার সঙ্গে মিলবে?

ধীর। সে কথার আর মার নেই।

বেলা। (স্বগত) যুধী আপনাদের মনের কথা আমার হ'য়ে বলছে।

যুধী। কই, উত্তর দিলে না?

অধীর। আমি তোমার সখীর বোধ্য নই।

যুধী। আর সখী যদি বলে বোধ্য।

ধীর। অমনি ছেলেখেলা, বুঝবার হ'য়ে এমন কপটি ব'লে কেন?

বেলা। তবে কি তোমার কাছে আমি যাব না কি?

অধীর। হাতের কাজটা সেরে এস।

সকলে।— সাঁওন-বেহাগ—ধেমটা।

হাতের কাজ ভারি,

তাইতে তার কাছে ত যেতে নারি।

বোঝে না দাড়িয়ে থাকে,

চোখোচোখী হ'লে কত ডাকে,

দেখে দেখি নে, সেধা থাকি নে,

কৈদে ডাকে যদি তা কি সহিতে পারি।

ধীর। আজ সব মরিয়া হয়েছে। এ বনে—

ভাল ছোঁড়া-টোড়া নেই? ছোঁড়া-

ফোঁড়া পেলে যে এয়ের সেই দিকে

লেনিয়ে দিই গা। ও ঠকুরগা শুচুন,

এই সাতশো রাক্ষসীর খোরাক নিতি

কি বনে বসেই পাও? শীকার ত একটি,

বেড়া-আঙনে বেড়েছ।

অধীর। আমি ভাল করি নি, আমার বন্ধুর

জন্তই এখানে এসেছিল, অ'মার দেখে

কিছু বজ্ঞে না! তাই ধীর, তুমি এখানে

থাক, আমি দেশে চল্লুম, তোমার

প্রণয়ে আমি বাধা দেব না।

ধীর। সে বেশ কথা, চল।

অধীর। তুমি হেথা থাক, নইলে তোমার

প্রণয়িনী বাধা পাবে।

ধীর। ও রে, পিঠীতে বিচ্ছেদই ভাল রে,

বিচ্ছেদই ভাল। আমার কাছে

শেখ, পথে খুব মজা হবে এখন রে,—

পথে খুব মজা হবে এখন। আমি হা-

হভোশ ক'ত্তে থাকব, তুই বোঝাতে

থাকবি। আমি তোর গলা জড়িয়ে

বলবো, 'সধা, তাকে একবার এনে

দাও।' দেখিস্ না, নাটক ক'ত্তে ক'ত্তে

যাব এখন।

অধীর। আচ্ছা, তুই আমার সঙ্গে আর, আমি

ডোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

ধীর। জিজ্ঞাসা করবি আর কি—পিঠীতে

পড়েছি কি না? তুই চল না, পথে

পিঠীতের আঁক ক'রে ছেড়ে দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

যুধী, বেলা।—কাকিমিশ্র—ত্রিতালা।

চ'লে গেল বল কি করি।

পারি যদি কিরিয়ে আনি তোর হ'য়ে গো
পার ধরি।

নাই ত আমার তরমের মানা,
রাখে বা না রাখে মান বাবে তা আনা,
অরসিকের অশমানে মান ত বাবে না ;

বাঞ্চে পাছে তোর প্রাণে সই,
তাইতে ত বেতে ডরি।

যুধী। সখি, এখন কি কর্বি ?

বেলা। আর এখন কি কর্বি বল ?

যুধী। তবে চল।

সকলে—মিঞার-মন্সার—ত্রিতালা।

পারে তেলে যদি চ'লে যায়।

ভালবাসি বাসি বাসি, গড়িয়ে কেন প'ড়ব
পারি।

এত কে লাহুনা সবে, দিন ত বাবে দিন কি
রবে,

এত আর স'য়েছে কে কবে ;

জুড়াবার এ নয় ত জালা,

দ্বিগুণ জালা দেখে তার।

[প্রস্থান।

(ধীরের পুনঃ প্রবেশ)

ধীর। ঠাকুরগুরা ত জিকতে গিয়েছেন, হাঁপ
ছেড়েই এসে তেড়ে বর্কেন। আর
গিরীত হ'লো বই কি! লক্ষণগুলো
সবই দাঁড়িয়েছে। আমি ত কিছু বুঝতে
পারি নি, ভালবাসিস্ বাসিস্, তা তার
কিসে মাথা কিনুলি ? তোর প্রাণ যার,
তা তার কি ? মরদ বাচ্ছা, হেসে প্রাণ
নে ঘরে ফিরে আর। ভালবাসিস্ তার
ভালর থাকিস্, বস্ ফুরলো! নইলে
চলে পড়ে, কৈদে নিখাস ছেড়ে—ভাল-
বেসে মরিস্, সে ভালবাসা না ছাই,
ভালবাসলে দ্বিগুণ মনের তেজ বাড়বে
না ?

(মনহারার প্রবেশ)

মনহার।—ঝিকিট-খাফাজ—দাহরা।

কখন নাগর কখন নারী,

আমার সাথের মতন বেশ পরি,

নাগর বেশে ধরি কারুর দায়,

পারে ধ'রে কেউ কৈদে কৈদে বুঝে
পানে চাই,

মান করি মান ডানি কত,

ঠেকে যানের দায়,

সোহাগী সোহাগ ভরা তাইতে ত সোহাগ
করি।

ধীর। (স্বগত) ঠাকুরগুরা অবীরকে ছেড়ে
এই ছোঁড়াকে শিকার করে না ? দাঁড়াও
দেখি যোগাড়। (প্রকাশে) ওহে,
তুমি ত বেশ কিছুকটি ডাল-টাল,
চড়িয়ে এসেছ দেখছি, যেতে উপবনে
উঁকিটে সুঁকিটেও মার দেখছি। নাগ-
রানী ত মুখে আওড়াক, কিছু এসে না
কি ?

ম-হা। এসে না ত কি অমনি বলি ?

ধীর। হ্যাঁ হ্যাঁ, চটো উটো এসে দেখ
পাই, আমার একটু তালিম দিয়ে
পার হা ?

ধীর। আচ্ছাই তালিম আছ,—তাই,
আচ্ছাই তালিম আছ!—শোন না বলি,

ধাসা ধাসা নাগরী এ বনে আছে। তুমি
গিরীত ক'ত্তে গেলে বোধ করি তোমার
তাড়া কত্তে পারে। নাগরানীর এক-
শেষ করে বেটীদের নে সহজে পার ?

ম-হা। নাগরানী কি ক'রে কর্ব, তুমি
ব'লে দিলে পার ?

ধীর। ওহে, তুমি কেন ভাবছ ? তারা
খুব তুণোড লোক আছে, শুছিয়ে
গাছিয়ে তোমার নেবে এখন।

ম-হা। তুমি বোক না হে! তবু একটু বঙলা
দিয়ে বাই। এই নাও, তুরি যেন
নাগর, আমি তোমার নাগরী, কি
ক'র্কে কর।

ধীর। তুমি আমার নাগরী হ'লে গালে-
মুখে চড়াব, আর কি ক'র্ক ? হা-
হতাশ কি ক'র্কে দিলে ?

ম-হা। তা গালে মুখে চড়াও, আমি কি
ক'র্ক বল ?

ধীর। ওহে, কথা শোন।

ম-হা। না, বড়লা না কিম্বা আর কোন প্রেম
ক'রে একজি নে।

বীর। তুমি একটু ভাবুরা আমার সঙ্গে
ক'রেট ?

ম-হা। -র আর ভাবুরা কি ভাই! বড়লা
না দিগে পিঠীত ক'রে আমি একব ?

বীর। বাঃ, মাপরীত চঃ এসে গিয়েছে।
আজ্ঞা এস, মাপরীত বড়লা দিগে নাও,
তার পর ভেঙে দিগে ক'রকের মাঝে
লাকিয়ে পড়বে। এই এস, আমি
পানে চাত কে ব'লেছি, এই আমি কোল
কোম ক'রে নিবেশ কেন্টি, এই আমি
হা প্রিয়ার জা প্রোণেশরি ব'লছি। নাও,
তুমি চুপ্ ক'রে রইবে বে ?

ম-হা। আমি কি ক'ব ব'লে নাও।

বীর। তোমার একটা পাচ পড়েছে বটে,
তোমার সখী সঙ্গে নেই। তা দেখ, ঐ
পাছটাকে সখী মনে ক'রে ওর পারে
ভেঙে ভেঙে পড়, বো ডানুটি খব ক'রে
থাক।

ম-হা। প্রোণনাথ, তুমি বৃদ্ধ টুঙ্ক বাবে কি ?

বীর। সে তুমি ম'লে প্রিয়ার—সে তুমি ম'লে,
এখন নয়। এই ত ব'লা দিগেছ ?

ম-হা। লাড়ো, যদি সে মান করে ? এই
বেন মান ক'রেছি।

বীর। খব ক'রেছ—আজ্ঞে আজ্ঞে ওঠ।

ম-হা। না, এই বড়লাটি আমার দিগে বেতেই
হবে, আমার বোল আনা তালিম নাও,
বোল আনা কাজ দেব এখন।

বীর। তোমার বরনে বড়, নেহাত পারে
ধরাবি ?

ম-হা। তা ভাই, অজহীন ক'রে কেন কাজ
ক'ব ?

বীর। মানহরি মান তাজ! তোমার
কথার চ'লছে না—না? আজ্ঞা মান
তাজ! (পদধারণ)

ম-হা। তবে না কি তুমি মেঘেমাছের
পারে ধর না ?

বীর। বটে, তুমি সেই! চিত্তে ধারি নি,
বাকের খাতিরে, গোলাঘী করে নয়।

ম-হা। আর যদি কখন পিঠীতের খাতিরে
ধর ?

বীর। ভগবানকে বলব, অনেক চেষ্টা করে-
ছিলুম, পারলুম না, ভগবান্, মাপ করো।

ম-হা। পিঠীতে পার ধরার কি ভগবান্
ব্যাখ্যার ? পিঠীতের কোর নইলে কি
কোর! তোমার অত ভাল কিসের ?
তুমি নিঃস্বার্থ পিঠীত পিখেছ ব'লে,
তোমার বন্ধুকে নিঃস্বার্থ ভালবেসেছ
ব'লে।

বীর। তোমাদের জাতে এ ভালবাসার ধার
ধারে ?

ম-হা। তবে কি তুমি হরগৌরীর মিলন মিছে
বল ? রাখাককের প্রেম মিছে বল ?

বীর। আমি ত টোলে আসি নি বে, শান্তর
তুমি আওড়াছ। বাকের পিঠীত ছিল—
ছিল, তুমি এ পিঠীতের ধার ধার ?

ম-হা। আমি সব পিঠীতের ধার ধারি।

বীর। তুমি হৃদ বরাটে বটে, আমার
ওপর! এ পিঠীত কি তোমার মদের
দোকানে খেদা না কি ?

ম-হা। বেধান থেকে হয়, পিখেছি ত ?
নইলে তোমার অহকারের কথা কেমন
ক'রে ব'লে নিলুম।

বীর। অহকার কি ?

ম-হা। বে যেটা পারের লাখি খাও,
মেঘেমান্বেব নয়ম পারের লাখি ভাল
লাগে না!

বীর। তা খাই বেশ করি। তোমার চরণে ত
পড় করি, নাকে দড়ি ত আর পরি নি।

ম-হা। ঐ তেজেই গেলে! বে মেঘেমাছ-
বেব-মুখের পানে চাইতে না, সমস্ত
রাত পাড়িয়ে মেঘেমান্বেব সঙ্গে কথা
কইচ কেন ? নাকাল তুমি কিছু কম
নও, তবে মানো আর না মানো। তুমি
মনে ক'রছ, নাকাল হয়েছি হয়েছি,
তার কি ? বারা মেঘেমাছের পিঠীতে
পড়ে, তারিও মনে করে, নাকাল
হয়েছি হয়েছি, তার কি ? তোমার
কি বেনী বাহাছরীটা বুকে বাই।

ধীর। চোটপাট ত খুব বলছ; চোটপাট
এই রঙ্গিনীদের নিয়ে সবুজে পার?
তা হ'লে বৃষ্টি, তুমি পিঠীতে তুখোড়।

ম-হা। আমার তুমি মেয়েমানুষের পারে
ধ'রবে?

ধীর। ফের বল ত ধরি। যা বলুন, তা
কর, দেখ, আমার বন্ধুকে তেগে ঐ রুখে
আসছে, ঐ রোখের মুখে মুখাবাড়ি
দাও।

(বেলা, যুথী ও সখীগণের প্রবেশ)
মনহারা ও সকলে।—

মুনতানি-মিশ্র—দাদুবা।

যদি প্রেম কর প্রেমে যাও গ'লে।

প্রেম কর ত রিষ রেখ না,

বিষ খেও না সুখা ব'লে।

আপনার নিখি দিতে পরে,

পুণারে যদি প্রেম সে করে,

নইলে পরে রিষের বিষে জলে সে মরে।

যার বুকে জলে রিষের আগুন

নিবিয়ে কেল প্রেম-জলে।

প্রেম-পরশে নেভে আগুন,

দিব'-নিশি নয় জলে।

ধীর। ক'দি করে ঝাঁকে গিয়ে পুণ্ড, আর
ঐ ছুঁড়ীকে প্রেম-ডুরি দে ই্যাচ্কা টান
মার।

ম-হা। দেখ গা, আমার ব'লে দিচ্ছে,
তোমার সঙ্গে প্রেম কন্তে।

যুথী। তা তুমি প্রেম করবে না কি?

ম-হা। ইচ্ছে আছে, তুমি ও'র সঙ্গে প্রেম
কর।

যুথী। আমারও ও'র সঙ্গে প্রেম কন্তে ইচ্ছে
আছে, উনি কি প্রেম করবেন?

ম-হা। উনি করুন না করুন, তুমি ত প্রেম
ক'রবে?

যুথী। আমি প্রেম ক'রেছি।

ধীর। তা বেশ ক'রেছ, তোমার সখীর
সঙ্গে এরে ভিড়িয়ে দাও না।

বেলা। আমি তোমার সঙ্গে ভিড়বো!

ধীর। দেখ, ও বেড়ে ছোকরা—ও'র সঙ্গে
প্রেম ক'রে দেল, দেখতে শুন্তে বড়

কিট' হবে; পিরীত ক'রে গাঙ পার
চ'লে যাও চাঁদ; তা হ'লে বেজার
বাহাদুরী হবে।

বেলা। না, আমি তোমার ছাড়ব না।

ধীর। ই্যা হে ছোকরা—আমার বেলা ত
বেজার ঠসক কহে তুমি ঐটেকে আট-
কাও। আর এগিয়ে এস, কে পিরীত
করবে! ও ঝাঁককে ঝাঁক আমি পাল্লা
দিচ্ছি।

যুথী। আমি তোমার কাছে যাব না কি?

ধীর। দেখ, একটু ওদের পিরীত বা
দিয়ে এস।

যুথী।— পিনু—দাদুবা।

আপনি বেধেছি আর কি পিরীত বাধাব।

আপনি কৈদেছি কেন পরে কাঁদাব।

আপনি শিখেছি ঠেকে, আপনি বুঝেছি দেখে,
আপনি শিখেছি কেন পরকে শোষাব।

সয় না এ সবার প্রাণে সয় ব'লে সয় ॥

ম-হা। আমি ভাই তোমাদের সঙ্গে পিরীত
ক'র্বে এসেছি, ও'র নামে শোষ দিচ্ছিলাম,
তা না, আপনি সখ' করে এসেছি।
পিরীতের যদি সখ' থাকে ত ভাই, পিরীত
কর। পিরীত কর ত সাধ রেখ না—
সাধ রাখ ত পিরীত কর না।

বেলা। তুমি কে?

ধীর। ও তুখোড় হে তুখোড়। একবার
পিরীত ক'রে দেখ না, চ'টো কথা ক'রে
দেখ না, পিরীতের আসর জমকে হবে
এখন।

বেলা। তুমি কি কাকে থাকবে?

ম-হা। মনে ক'ছেন, তোমার সঙ্গে এ'র
সঙ্গে বে হবে।

ধীর। আহা, কেবল ম'বুবে কবে জান না।

তুমি কি কাক-চরিত্র প'ড়েছিলে না কি?

ম-হা। তুমি পিরীতে এর পার ধরবে?

ধীর। ই্যা গা, শোন, উনি যা ব'লছেন,
এগুলি যদি ক'রে বাই। ধর, তোমার
বে ক'রে পারে ধরি, তা হ'লে ঐ বেকুব-
টাকে ছাড়ান দাও? আর অন্য কোন
ঠাক্কণ না রোখ-সাধ রাখেন, তা

হ'লে আমি হ'ল না'কি'র হ'লে রাজী
আছি; পিরীতের পাঁচ পয়সার বাড়িয়ে
পাব। পিরীত ক'রে বাইলে, পিরীতের
লোক ত চিন্লে না।

বেলা। তোমার ত এত সাধু, তুমি পিরীত
কর কই?

দী। বাবা, পিরীতে চাঁট হ'লে সমস্ত
রাত্টি ঘুড়ি, আর পিরীত কচ্ছি নি।

ম-হা। তুমি কচ্ছ—কচ্ছো না।

দী। অধীর একলা রয়েছে, পিরীতের
মুচ্ছো-টুচ্ছো বাওয়া আছে শুনেছি, ও
ত আর মান্নির মতন চ'রবে না,
সত্যিই মুচ্ছো বাবে, দেখি কি কচ্ছো।

বেলা। চ'লে যে—চ'লে যে?

দী। একটু সবুর কর, ককে আসছি।

[প্রস্থান।]

ম-হা। ই্যা গো, তোমরা প্রেম করো?

দুখী। যদি প্রেমিক হও।

ম-হা। তবে তোমার সঙ্গে প্রেম করা
হ'লো না। অপ্রেমিককে যদি প্রেমিক
ক'রে পার, তবেই তুমি প্রেমিকা, নৈশে
কি। অবন পিরীত আমি করি নি।

দুখী। সে যদি না প্রেম করে?

ম-হা। নেই করে, তুমি ও ভালবাসলেই
তাল।

দুখী। যদি বেলে থাকি।

ম-হা। বেশ ক'রেছ।

বেলা। তুমি থাক যে, পিরীত ক'রে না?

ম-হা। তুমি কি তেমন পিরীত করো?
আপনার মন পরকে বিনিময়ে পরের
মুখে সুখী হ'তে পারো? এত কি
তোমার মনে?

বেলা। জানি না।

ম-হা। বরন জান্বে, তখন আবার আসব।

[প্রস্থান।]

দুখী। কে এ?

বেলা। কে তা তো জানিনি, যেহেতু কি
পুঙ্খ, তা তো বুঝতে পারবুম না, কিন্তু
শেখালে ভাল।

দুখী। তুমি কি তাকে ভালবাসি?

বেলা। ভালবাসি, তাই বর ক'রে সে বড়
তোমার দেব।

দুখী। সখী, আমার প্রাণ কেঁদে উঠছে।
তুমিও যদি তারে ভালবেসে থাকিস,
আমার মতন জল্বে; বড় ত সে
কল্বে না, বড় যদি ভুলতো, তা হ'লে
আমি বর ক'রে এনে তোরে দিতুম।
ঐ দেখ, সে আবার আস'চ, মূখের ভাব
যে'থো বোঝ, সে কি বড় ভুলবে।

বেলা। (স্বগত) দুখী ছল কচ্ছে, যেন একে
ভালবাসে। আমিও ছল করি, একে
ভালবাসি। যদি ঠিক বোঝাতে পারি,
একে ভালবাসি তা হ'লে আমার
বুকিরে বস্বে, ও কাকে ভালবাসে,
আমি যেমন করে পারি, তারে এনে
দেব।

(দীরের প্রবেশ)

কি, তুমি আপনি যে আবার এদিকে
আসছ?

দী। কেন, এমন দোব কি আর কেউ
করে না? আমি ত এমন বাপের বেটা
দেখতে পাই নি যে, তোমরা বার
কাছে একবার এস, সে সাতবার না
তোমাদের কাছে আসে; তবে আমি
আজ বরা প'ড়ে দেখব।

বেলা। তুমি ত খুব রসিক পুঙ্খ আছ, তবে
কি কারো আসব?

দী। পিরীতের কথা ভুলি না, একটু হ'লে
ব'লে কল্বে বিয়, ব'ল ক'লেই কল্বে
ফেল্বে?

বেলা। তুমি কি পিরীত করো? জানো না
কি?

দী। বিবাহ।

বেলা। কার সঙ্গে?

দী। আমি যদিও হ'লেছি, পিরীত কর'তে
এসেছি। সেই তখন কখনো কল্বে-পুঙ্খ,
তাই কিয় প্রতিভা করে? সেই যে বেলা
সেই বের কখনো।

বেলা। তোমার বে ব'লে কি বাউল
হবে বেলায় না কি?

ধীর। কোন্ ঘরের কোণে ঘোমটা টেনে বসে আছে ঠাণ্ড? এও হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ, সেও হাওয়া খেয়ে বেড়াবে, মাঝে একটা মালা বদল, পিরীত চুটিয়ে কেন থাক্ না।

বেলা। না, তোমাকে বে কর্ক না।

ধীর। উঃ, এত বেকার? তবে কি অধীরের দাড়ি ভাঙবে না কি? তুমি আমার বে ক'রে দেখ না, বেড়ে যাহুব হয়ে থাক্বে এখন।

বেলা। না।

ধীর। আচ্ছা, ওকে কি কবে চাও?

বেলা। ওলো, আর লো আর! কে মিন্-পের সঙ্গে বক্ বক্ ক'রে বকে।

ধীর। দাঁড়িয়ে বাও না, এই যে তখন তোমাদের সঙ্গে একপালা পাঁচালীর ছড়া কাটলুম, আর একটা কথাও জবাব দিয়ে যেতে পার না?

বেলা। তোমার ত কথা বে—বে—বে!

ধীর। আচ্ছা, শেষ আর্জিটে ত তা নয়।

দেখ, তোমার মিনতি ক'রে বলছি, আমি অধীরকে বড় ভালবাসি।

যুথী। তুমি ভালবাসা জান?

ধীর। কগড়া দিও না ঠাকুরণ, আমি ঠাট্টা-তামাসা করছি নে, আমি প্রাণের জালায় বলছি।

যুথী। প্রাণের জালা সবারই সমান।

ধীর। একটু সবুজ কর না, ছ'কথা ব'লে তোমার রাত তোমার প্রাণের জালা শুন্দি। ঠাট্টা-তামাসা না, আমি সত্যি বলছি, আমি অধীরকে বড় ভালবাসি। একবার কাছে এসে তার সর্বনাশ করেছ, তোমরা যদি এ বন থেকে রূপা ক'রে চ'লে যাও, আমি তারে বাড়ী নিয়ে যাই।

বেলা। আচ্ছা, আমি তোমায় বে ক'ব্ব।

ধীর। বে কর্কো, কর না। আমি ত বেথুতে বড় মন্দ নই। ও আমার চেয়ে কি এমন ভাল বল? চট্ ক'রে দুগাছা মালা যোগাড় কর না, একগাছা তুমি

আমার গলার দাঁও, একগাছা আমি তোমার গলার দি, তার পর অধীরকে বাড়ী রেখে এসেই বনে এসে হাঁড়ি কাটছি আর কি! আর প্রেমালোপ—প্রেমালোপ, রাত-দিনই প্রেমালোপ চলবে, অধীর ত আর তোমার ভালবাসে না।

বেলা। (স্বগত) এই একটা সত্যি বলেছ। আর কেন যুথীর পথের কণ্টক হই, আমি এর সঙ্গে মালা বদল করি। যুথী কাছক, আমি একে ভালবাসি, তাকে নয়; তার পর পায়ে ধ'রে যুথীর সঙ্গে মিলন ক'রে দি।

ধীর। চুপ ক'রে রইলে বে, মনটা ভিজছে কি?

বেলা। যুথী, এঁর হাতে একগাছা মালা দাঁও।

যুথী। কেন? এমন ক'রে আপনার সর্বনাশ ক'র না, ও পেছনে কোরাবে, কিরে চাবে না।

ধীর। তোমার তাই বক্তৃতার কাজ কি? ওর পছন্দ হয়েছ, মালা দিতে চাহে। আমার দাঁও না একছড়া, তোমার গলা থেকেই একছড়া খুলে দাঁও না।

বেলা। এই হু ছড়াই তোমার গলার দি।
(মালাদান)

ধীর। একছড়া কি তোমায় কিরিয়ে দেব, না বে হ'ল?

যুথী। দাঁও, আর বল,—আমি তোমায়।

ধীর। বেশ, কাজটা পাকা করা চাই।

(মালাদান)

যুথী। আর বল, আমি তোমায়।

ধীর। হ্যাঁ গা, তুমি হুট কাটছ কেন? শুভবিবাহ হয়ে গেল, কেউ কাকুর না হ'লে কি অনুনি বে করে?

যুথী। কেন ডাই তোমার সর্বনাশ করি? কিরিয়ে চাবে না।

ধীর। এরকম বন্ধোবন্ধ হ'লে, আমি বন উলোড় ক'রে বে কর্কো পারি।

যুথী। হু হু হু—এমন রসিক বটে।

ধীর। আমি চললাম! দেখ, একজন কেউ আসবে?

বেলা। তোমার সাক্ষী দিতে হবে বে, বে হ'য়েছে? চল না, আমিই যাচ্ছি।

ধীর। তুমি না,—তুমি না, বলি পাঠাও।
(অধীরের প্রবেশ)

অধীর। আর তাই তোমার মালা দেখবার প্রয়োজন নাই। এ বের আমি আপনাই সাক্ষী।

ধীর। তবে ত লেঠা মিটেই গেল, তোর ত আর আশা-ভরসা রইল না, ঘরে চল।

অধীর। চল; তাই ধীর, আর আমি চলতে পাচ্ছি। কেন রে তুই আমার সঙ্গে প্রতারণা করি, তুই কেন বলি, ভাল-বাসিস নি? দেখ, তুই আমার মন বুঝিস নি, তোর মুখে কি আমি অনুভবী?

ধীর। তুই এলোমেলো কি বক্ছিল, তুই কি ঠাউরেছিল, গিরীতে লাটু হরেছি না কি? তুই হা-হতোশই করিস। আর বাই করিস, আমি থাকতে তোকে ডাকিনীর পাঞ্জার পড়তে দেব না। এ বনে মরিস, ঠ্যাং ধ'রে টেনে নিয়ে মন্ডাকিনীতে ফেলে দেব। ওরে, নারী যদি স্বথের জিনিস হ'তো, বুকের রক্ত আহতি দিয়ে ওর পায়ে ধ'রে এনে তোর বাঁয়ে বসাতুম। এ বিবক্ষল, তুই সইতে পারিস নি, তাই আমি নিরেছি।

বেলা। আমি ওকে একটি কথা বলব।

ধীর। দয়া-ধর্ম কি কিছুই নেই গা? এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, আবার কথা বলতে চাচ্ছ, দেখছ না মাহুঘটার দশা?

বেলা। ওর দশা দেখেই কথা কইতে চাচ্ছি।

ওকে কি তুমি ঘরে নিয়ে বেতে পারবে?

উনি আমার সখীকে ভালবাসেন।

ধীর। সত্যি না কি? তুমি কি চোকে ভাব বুঝে?

বেলা। হ্যাঁ।

ধীর। হ্যাঁ গা, বে করে না,—বে করে না। তবে উনিই ছবলেছেন? আমি এঁটেছিলাম তুমি। কিছু ঝড়ন-ঝোড়ন

জান না? কি করা বার বল দেখি, মাহুঘটাকে দেশে কি ক'রে নিয়ে যাই?

বেলা। কেন, তখনে মিলন ক'রে দেও না?

ধীর। আর কুজ বেঁধে বোড়ে বোড়ে ব'সে থাকি, কেমন?

বেলা। মহাশয় দেখুন, আমার সখীও আপনায় পায়ে প্রাণ রেখেছে। আপনি তার সঙ্গে কেবল ব্যাকুল, তা নয়, সেও আপনায় জন্মে অধীরা।

অধীর। আহা! কে সে অভাগিনী?

বেলা। আমার সখী যুধী।

অধীর। কই, বনে তোমা বই ত কাকেও দেখি নি।

বেলা। ইস, এত ঠাট্!

অধীর। তোমার কাছে মিথ্যাকথা কব, কখন সম্ভব হবে না।

বেলা। সত্য বস্ছ?

অধীর। সত্য।

বেলা। ইং, কি কবুলুম। (গমনোচ্ছিন্ন)

যুধী। সই সই, কোথা বাস?

বেলা। তোর যে মজিরেছি, তা আমি জানি নি যুধী!

যুধী। সই সই, আমার মজাস নি,—আপনি ম'জিছিল।

[বেলা, যুধী ও সখীগণের প্রস্থান।]

ধীর। হ্যাঁ রা, আমি কি তোকে বনে এনে মাহুঘুম অধীর?

অধীর। তাই, মরণ কেমন জানি নি, কিন্তু প্রাণ আমার বড় অধীর হ'য়েছে। তুমি কেন আমার ডাকালে, তুমি ওরে চাও?

ধীর। ওরে, আমি ওরে চাই নি, সত্যি বলছি চাইনি।

অধীর। তবে কি একটি দ্রীলোকের সর্বনাশ করে? যদি ক'রে থাক, আমারও সর্বনাশ ক'রেছ।

ধীর। তাই অধীর, তোর মুখ দেখে আমার তর হ'ছে। পাছে তুই ওর প্রেমে প'ড়ে আত্মহারা হোল, তাই ওরে বে ক'রেছি।

অধীর। তাই ধীর, তুই অতি ধীরবুদ্ধি, তুই

ত আমাকে বাঁচাতে বে করেছিস্।
 কেন তাকে বে করে বল দেখি? তুই
 বে ওকে ভালবাসিস্ নি, এ কথা কি
 ও যোঝে না, তবে কেন তাকে বে
 কোলে? বে করেছে কেন জানিস্?
 মনে করে, আমি ওর সখীকে ভালবাসি।
 তোর মতন দায়ে ঠেকে তোরে বে
 করেছে। যদি তোর প্রেমের কিছু
 কদর থাকে, ওর প্রেমের কদর নাই
 কেন?

ধীর। আমি এ কথা বিশ্বাস করি নি।

অধীর। বিশ্বাস না করিস্, তোর বিশ্বাস
 অবিশ্বাসে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, অ-ভাল-
 বাসা হবে না; বিশ্বাস তুই অনেক
 জিনিস করিস্ নি। তুই যা দেখিস্ নি,
 তা বে হয় না, এ কথা মনে করিস্ নি।
 সত্যই আমার মেরেছিস্, মেরেছিস্ কেন
 জানিস্? তারে মেরেছিস্ বলে।
 আমার নশা ত যা হবার হয়েছে, তুই
 শিখে রাখ, আর কখন প্রেমের কণ্টক
 হোস্ নি। তুই আমার ভালবাসিস্
 জানি, ভালবেসে আমার মালি, তাতে
 তুই হুঃখ করিস্ নি। যদি আর কখনই
 তুই প্রেমের কণ্টক না হোস্, যদি
 আমার দিয়ে শিখে থাকিস্, তুই জীবনে
 একটা শিক্ষা পেলি, সেই আমার লাভ।
 আমার কাছ অব থাকিস্ নি, আমার
 সর্বনাশ হয়েছে।

ধীর। তুই অমন করিস্ নি। কি তোর
 সর্বনাশ করলুম? মালা বদল ক'রেছি
 ক'রেছি, আমি ত'কে এনে দিছি।

অধীর। তুই কি মনে করিস্, তারে বিচা-
 রিণী করব? তার মাথার কলঙ্কের ডালি
 দেব? তুই আমার ভালবাসিস্ বটে,
 এর উপর বে আর ভালবাসা আছে, তা
 তুই জানিস্ নি। তোর যে ভালবাসা
 —কঠিন ভালবাসা। ভালবাসিস্,
 কিন্তু বেহনা দিতে কাতর নোস্। এ
 ভালবাসার ভাল-মন্দ বিচার থাকে না।
 যাতে ব্যথা না পায়, তাই করে। প্রাণ

কেমন কোমল হয় জানিস্? মনে হয়,
 মলয়-মারুত বৃষ্টি জোরে ব'চ্ছে—পায়
 লাগবে, ফুলের বোঁটা-বৃষ্টি তার গায়ে
 ঝিঝবে, চাঁদের আলোয় বৃষ্টি ভাত
 লাগবে! এ ভালবাসার কদর তুই
 জানিস্ নি।

ধীর। যদি সত্য হয়, সত্য এর কদর জানি
 নি। ই্যা রা, কি ক'রে তোর মনের
 জালা নেভাব?

অধীর। যে তারে ভালবাসে, তুই তারে
 ভালবাসিস্, যারে তুই বে করেছিস্,
 তার সখী তোরে ভালবাসে; তুই
 তারে ভালবাসিস্।

ধীর। আচ্ছা ভাই, বে ক'রেছি কি বল!
 মালা বদলাবদলী ক'রে কি আটকেছি
 বল! তুই যে পিরীতের কথা বলছিস্,
 তা ত একটা সমুদ্রমাঝে থাকলে আট
 কান হয় না, এক ছড়া মালাই কি এত
 বাধা দিলে?

অধীর। আমি কি তারে কলঙ্কিনী ক'রবো?

ধীর। তোর জন্তে কি কলঙ্ক না সরেছি বল,
 আমার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, স্বীকো-
 কের সঙ্গে কথাও কব না, তোর
 জন্তে সে পর্যন্ত করেছি; ই্যা রে,
 পুরুষের কলঙ্ক কি কলঙ্ক নয়?

অধীর। ভাই, আর কথার কাজ নাই।

মনথরার প্রবেশ)

মনথরা।— মণ্ড—দাদ'রা।

মনথরার ছোট ব'লে দেখে হেসে না।

ভালবাসায় মন খরে বার ভালবেসে না।

থরা মন আর কি ফিরে পাও,

চাব না তার পানে ব'লে যাও না চ'লে যাও,

থরা মনের আরাম যদি পাও,

থ'রে থাকে মন যদি আর ফিরে আসে না।

সাধ থাকে দাও হুখে দাঁতার, নৈলে

ভেসো না।

অধীর। মনথরা! তোমারি মন খরেছে,

আমার মন থরবে না। সে ন'রে থাকে

থাকুক, আমার মন সরবে না। আমার

মনে করুক আর না করুক, আর কারকে
মনে ধরবে না। যদি পিরীভের তার
পরে থাকে, আর কারুর তরে পর্বে
না।

মনথ। তোমার সূকে আমার কথা আছে।
অধীর। কি কথা?

মনথ। ব্যাঙের মাথা, তোমার বুকে বাতে
বসে জাঁতা।

অধীর। আচ্ছা, চল, আর জাঁতা বসাও
দেখি। তাই ধীর, পাঁড়া, আমি আসছি।

[মনথরা ও অধীরের প্রস্থান।

(বেলার প্রবেশ)

ধীর। আমি কি কল্লহ; এর চিরশাস্তি
আমি কেড়ে নিলেম? তোমার কাছে
আমি যাচ্ছিলেম।

বেলা। কেন?

ধীর। যদি পারি তোমায় ভালবাস্তে!

বেলা। দেখ বেয়ে চেয়ে।

ধীর। সত্যি কি তোমরা নিঃস্বার্থ প্রেম
জান?

বেলা। সত্য হোক—মিথ্যে হোক, কাউকে
তো জানাবার আমার দরকার নাই।

ধীর। ভাল কোচ্ছ বাবা! বনে বেশ চোকা
চোকা বাত শোনাচ্ছ।

বেলা। তুমি কি আমার কাছে বাচ্ছিলে
ছুটো ব্যাক করবে বলে? ছুটো নিন্দে,
ছুটো অপমানের কথা কইবে? তুমি
বড় চতুর, নারীর অপমান কি করবে?
নারীর মান কি? যদি মান রাখ, তবে
না মান। তোমার মনে তেজ—ঠকব
না। মনে কর, মেয়েমানুষ ঠকার,
পারে ঝোঁরা। এখন পারে ধরে,
তখন কি মনে হয়, তুমি কঠিন প্রাণে
বুঝবে? মনে হয়, আমার মান আর
কে রাখবে? এই রাখে, একে কোথা
রাখবে।

ধীর। আমি লাক বলছি, আমার তোমা-
দের কোন কথা বিশ্বাস হয় না, কিন্তু এ
লবাই লবাই ত বাচ্ছ মন মন।

বেলা।— সিদ্ধুড়া-মিশ্র—৫৭।

নারীর কথা বুঝবে কি হে নারী হলে।
বাতনার লাহনা করি কেনে মরি চলে গেলে।

জানে না ত যে পারে ধরে,
নারী কত কাতর তারি তরে,
গুমোর আছে তারির কাছে তাই গুমোর
করে,

যে বোঝে ছল তার কাছে ছল,

কাতর বলে প্রাণ জলে ॥

ধীর। আচ্ছা, তুমি আপনার কথাই ক'চ্ছ,
পরের ব্যথা কিছু বোঝ?

বেলা। তুমি কি চাও?

ধীর। আমি না বুঝে তোমায় যে ক'রেছি।

বেলা। আমি বুঝছি, তার পর?

ধীর। এখন উপায়?

বেলা। তোমার গলায় মালা দিইছি, এখন
ত আর আমি নেই—তুমি।

ধীর। যারে ভালবাস, তার কাছে তুমি যাও।

বেলা। তোমার ভালবাসি, তুমি কি আমার
নেবে?

ধীর। খাম্বা ভালবাসলে কেন বল?

বেলা। না ভালবাসলে মালা দিই? তুমিও
যেমন মেয়েমানুষকে অবিশ্বাস কর্তে,
আমিও তেমন পুরুষকে অবিশ্বাস কর-
তুম।

ধীর। নির্ঘাত বিশ্বাসটা জন্মাল কিসে?

বেলা। দেখ, তোমার তামাসার জোর
ক'মে আসছে। তুমি আর তামাসা
ক'চ্ছ না। সত্যি সত্যি একটা ভাল-
বাসা আছে, মেয়েমানুষের মনেও
আছে।

ধীর। তুমি বেও না, আমার একটা কথা
শোন, আমি আমার বন্ধুর সর্বনাশ
করেছি।

বেলা। তুমি আমার কি ক'তে বল?

ধীর। সে বাতে শান্ত হয়, তাই কর।

বেলা। তুমি বলছ, আমি করব, কিন্তু কেন
করব, তা তুমি বুঝবে না। তুমি মনে
কর, এখনও আমি তারে ভালবাসি,
তাই সত্যে দাবী হলো, তা নয়,

তোমার কথা, এখন আর আমি নয়, আমি তোমার। নরকে পাঠাও, তা কি যাব না, তবে আর তোমার গলায় মালা দিলাম কেন?

ধীর। তোমরা এত কথা কোথা শিখলে? বেলা। শেখা কথা কি এত হয়, বলতে বলতে ফুরিয়ে যায়। তুমি কি জান, আমি কেনেছি, তুমি কেন আমার বে করেছ? তুমি যে করেছ বন্ধুর দায়, আমি তোমার বে করেছি সখীর দায়। মনে হয় কি জান, যদি দায় নিতে জান, আমার দায় নেবে না কেন? না নাও, —সে তোমার কথা, তুমি যে আমার, সে আমার কথা।

(যুবীর প্রবেশ)

ভাই যুধী, তোর ভালবাসার লোককে আমি সত্যি ভালবেসেছি, কিছু মনে করিস্ নি।

যুধী। সই, তোর জন্তে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।

বেলা। যুধী, ব্যাকুল হোস্ নি, ভালবাসা কি, তা না ঠেকলে জানা যায় না। তোর রিষ হয় হোক, আমি এরে ভালবাসি। ভালবাসা আগে জান্তেম না; ভালবাসার অর্থ ছিল—আমি সুখে থাকব; সে মানে আমার উল্টে গিয়েছে। যদি দুঃখ চাস্ ত ভালবাস, নইলে ভালবাসিসনি, চ'লে যা। তোমার কি ক'ন্তে হবে বল?

ধীর। এ কি তোমার ভাণ নয়?

বেলা। ভাণ কি এত হয়! একটা জীবন কি তাণ হয়? তাণ দেখ ত নারীর জীবনে আগাগোড়া ভাণ দেখ। আর একবার যদি ভাল করে দেখ, তা হ'লে বুঝবে যে, নারীর বুকেই প্রথমে দুখ ধরেছে।

ধীর। বুকেছি, তোমার কথা আমার মনে হচ্ছে, তুমি সত্য কথা বলেছ। তুমি কি আমার বন্ধুর কাছে যাব?

বেলা। তুমি বল ভোঁ বাব, দায় আর

আমার নেই—তোমার। তুমি বা বলবে, তাই করব। পরখ ক'রে দেখ, যদি সন্দ কর, আমার মাথা খাও।

ধীর। একটা কথা আমার বুকেরে দাও। তুমি 'তারে ভালবাস্তে, হঠাৎ আমার কেমন ক'রে হলে?

বেলা। তুমি এ কথা কি বোঝ? বামীর জন্তে ছেলের আদর, সে ছেলের জন্তে স্বামী পর হয়। তোমার বন্ধুর জন্তে তোমার আদর, তোমার জন্তে তোমার বন্ধু পর। পুরুষ হ'য়ে কি এ কথা বুঝবে? বুঝবে না। তোমার সন্তানকে ঘন দিচ্ছে, তোমার কাছে আস্তে দেরি হ'চ্ছে, তোমার সয় না। এ কথা তোমার বোঝবার নয়। তোমার কাজ হ'লেই হ'লো, তুমি কাজের মানুষ। কি ক'ন্তে হবে বল?

যুধী। সখি, তুই আমার জন্তে একে মালা দিয়েছিল, আমি তোর জন্তে এর বন্ধুর গলায় মালা দেব।

ধীর। কেন গো, তুমি আবার তাণ ঠ'কছ কেন?

যুধী। তোমার কি?

ধীর। আমার আর কি নয়, তা নইলে সমস্ত রাত ঘুরি?

যুধী। আর আমিও কি শুধু শুধু সমস্ত রাত ঘুরছি না কি? তুমি তর পেও না, রোগ না ধ'তে পারে চিকিৎসা হয় না। আমি আপনাত মন দিয়ে তোমার বন্ধুর মন বুকেছি, ঠিক রোগ ধরেছি, তবে ঔষধ খাটে কি না, বলতে পারি নি।

(মনহারা ও অধীরের প্রবেশ)

ম-হা। তৈরবী-মিষ্ট্র—দাদুয়া।

যদি প্রেম করে প্রেম বিলাই তারে।

প্রেমের তরে ফিরি ঘরে ঘরে।

প্রেমিকা প্রেম বিনে রইতে নারি,

প্রেমে যে চার অমনি তারি,

মনহারা মনহারা, মনোমোহিনী,

কেনে যেতে হই উদাসিনী

প্রেম জেলে গি বত যে শিরত পাটির।

অধীর। তুমি মনহারা কও, তুমি মনহারা।
ম-হা। তোমার কাটা মন, কখন তোমার
মনহারা? মনের কথা ভাল করে বুকে
বোলো।

অধীর। মন হারিয়েছিলুম বটে।
মনহা। মন হারাতো নি, মন হারালে মন-
হারাই থাকতে, আমার মনহারা দেখতে
না। দেখছ না আমি মনহারা, মনহারা
আর কাছাকাছেও দেখ নি।

অধীর। তবে কি মন খুঁজে বেড়িয়ে বেড়াও?
মনহা। না, আমি তারে খুঁজে খুঁজে বেড়াই।

মনের ভেতর যে বলে, সে আমার
হবে। মনে মনে করি, মন এ কি
কথা বলে! তাই সে আমার হবে।
একি কথা কর, হয় কি এ হয়,
আমার বাসিবে ভাল,

মুখে মুখে মুখে, বুকে বুকে বুকে,
জালিবে হৃদয়ে আলো।

চোখে চোখে চাব, চোখে কথা কব,
চ'লে বাব নাহি বানা,

চার বা না চার, যদি চ'লে যার,
ভালবাসা বাবে জানা।

যদি কান্দে প্রাণ, কত অভিমান,
করিন এ মনে করি,

হেরে অভিমান, যদি করে মান,
তাই ত সত্যত ডরি।

হরি হরি হরি, মরি মরি মরি,
এ কি এ কি জালা হ'লো,

কান্নে'সে এলো, এসে চ'লে গেল,
সে কি ভালবাসে বল।

প্রাণ জ'লে যার, সে বুঝি ঘুমায়,
এ নিশায় সে কি জাগে,

ঘুমারে স্বপন, করে ভাবে মন,
কারে হেরে অহুরাগে।

আপন বিলায়ে, ভব মাখি গারে,
অলসাগী ভারি হই,

মান অভিমান, দেহ মন প্রাণ,
বিলাইয়ে কত সই।

অধীর। হ্যাঁ গা, তুমি বাবে ভালবাস,
তার কাছে কেন বাও না?

ম-হা। তুমি বাবে ভালবাস, তার কাছে
কেন বাও না?

যুথী। আমি তোমার ভালবাসি, আমি
তোমার কাছে এসেছি।

অধীর। আমার ভালবাস কেন?

যুথী। তোমার মনের জালা বুকে।

অধীর। তুমি কি আমার মনের জালা বোক?

যুথী। আমি আমার মন দিয়ে বুরি।

অধীর। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, তোমার
মুখ দেখে আমার মনের জালা ছুঁচাব।

বেলা। আর কি বিছ কাল আছে?

ধীর। আছে দাঁড়াও। আমার মার্জনা
কর। আমি প্রেমের দত্ত কত্তেব।

দত্তের নাম অহকার, প্রেম-আখবিস-
জ্ঞান। প্রেমময়ী আজ তুমি আমার
শেখালে। দেখ অধীর, আকাশ-পাতাল

সাক্ষী, আমি পিরীতে প'ড়ে যে করি নি,
পিরীতে প'ড়েছি এখন।

ম-হা। তবে না কি পারে ধরবি নি?

ধীর। দত্ত কত্তম। যে আমার প্রসব ক'রেছে
যে জগৎ প্রসব ক'রেছে, তার পা আজ
আমি প্রেমে ধ'লেম, দেখিস, পারে আর
ঠেলিস নি।

ম-হা। দেখলি, কেমন মোহের কাটা,
প্রেমের কাটা দে উঠে গেল, এখন
ছুটাই কেলে দে। চল, তোর হলো,
অকণোদর হরেছে, আর ত স্বপ্ন নেই।

সকলে। সিদ্ধ-ভৈরবী—ধেমটা।

ছুটো কাটা কেলে দে দেখ,
সেই সেই সেই রে।

দেখ খুঁজে পেতে আর কি পারি,
আমি ত নেই রে।

খেমেছে ঢেউ, নাহিক আর কেউ,
জলে মিশাল ঢেউ, কই কই নাই ত কেউ,
হেথার আমি নেই, তুমি নেই,
সেই সেই সেই এই।

পাঁচ ক'নে

(পঞ্চমঃ)

চরিত্র ।

কালচাঁদ	জনৈক ভদ্রলোক ।
অমূল্য	লক্ষীচরণের পুত্র ও সমাজ- সংস্কারক দলের নেতা ।
নসীরাম	সমাজসংস্কারক ।
শান্তিরাম	কনাদায়গ্রন্থ ভদ্রলোক ।
লক্ষীচরণ	অমূল্যের পিতা ।
নিধিরাম	লক্ষীচরণের প্রতিবাসী ।
সিদ্ধেশ্বর	ঐ ঐ
বিশ্বেশ্বর	ঐ ঐ
বেদো	সবুজ নিশানধারীদের নেতা ।
হীরে	দোকানীর ছোকরা ।

লাল ও সবুজ চিহ্নধারী পুরুষ, কতিপয় লোক, উড়ে, টহলদার,
দোকানী, ছ'জন লোক, খাঙড়, সাহেব, ডট্টাচার্য্য,
ওজনদার, বর, ডেলীগেটগণ ইত্যাদি ।

সন্তা,	ব্রজতা,	ঘাপর,	কলি ।
মনোমোহিনী দাসী	}
নিস্তারিণী দেবী	
কাদম্বিনী দাসী	
বনবিহারিণী	শান্তিরামের কস্তা ।
বিপিনকুমারী	শান্তিরামের পুত্রবধূ ।
মাতঙ্গিনী	শান্তিরামের গৃহিণী ।
গিন্নী	লক্ষীচরণের পরিবার ।
কহানা ।			

লাল চিহ্নধারী দলের ক্যান্সান্ ।

সবুজ চিহ্নধারী দলের ক্যান্সান্ ।

লাল ও সবুজ চিহ্নধারিণী নারীগণ, উড়েনী, কাঠকুড়ানী, বাঙ্গলিনী,
ভদ্রমহিলাগণ, ভিখারী বালিকা ইত্যাদি ।

প্রথম দৃশ্য ।

—০—

সত্যযুগ দৃষ্ট ।

সত্যযুগ ।

(গীত ।)

আমার বাতুল বসন,
লতার ভূষণ, ফুল ভালবাসি,
সরল-মনে ডাকলে পরে তার কাছে আসি ।

চাই ফুলের মতন ফুলনয়নে—
খেলে আমোদিনী কুরঙ্গিনী সিংহিনী সনে,
আমার শরীর মতন হাসি হেরে বারি বঃধে,
ফলে ফলে খামা ধরা সাজে হরষে,

আমার সদাই বাসনা,
ভাল মনে ভালবাস না,
নৈলে বেস না, কাছে এস না—
ডরি কপট-হৃদয়, তাই তো আসি নি,

বিপিনবাঁসিনী—
সরলা বিমলবালা সরলতা পিয়ালী ।
(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ)

নরনারী ।—

Mad Mad Old Lady,
Go to great grandaddy
ছি, ছি, ছি, বাও বাও প্রপিতামহী !
[সকলের প্রস্থান ও সত্যযুগের প্রস্থান ।
পট-পরিবর্তন ।

ত্রৈতাযুগ দৃষ্ট ।

ত্রৈতাযুগ ।

(গীত ।)

ফুল-সঙ্গিনী সনে, বসি কুণ্ডবনে, ছকুল বসনে,
যে ভালবাসে কাছে আসে রাখি তারে যতনে ।
নাচে মদুর মদুরী, শুধে শারী শুকে গায়,
ফুল-আঁখি কুরঙ্গিনী ফুলমুখে চায় ;

ডরে কণী কণা ভালো না,
[মানে কেশরী মানা,
আমি নয় চতুরা যে থাকে কাছে,
তার কাছে কি চাতুরী আছে,

শরতের বিমল আকাশে, মেঘ যেমন ভালে,
বদি হলনা আসে ;
নয়ন হেরে অমনি সরে
থাকে না তো তার মনে ।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ)

নরনারী—

Mad Mad Old Lady
Go to great-grand Daddy
ছাই ছাই ছাই, পিতামহী, তোমার
কাজ নাই ।

[সকলের প্রস্থান ও ত্রৈতাযুগের প্রস্থান ।
পট-পরিবর্তন ।

দ্বাপরযুগ দৃষ্ট ।

দ্বাপরযুগ ।

(গীত ।)

আমার মোহন বসন, মোহন ভূষণ,
মোহনভাবিনী
দেখলে ভাল ভালবাসি,
নৈলে বাসি নি ।

নৃত্য করে মদুর মদুরী,
কত আদর তায় করি,
ধরা দেয় বনের পাখী আশ্রয়ের ধরি,
কুরঙ্গিনী সোগাগে গ'লে,
আগনি আসে বার না ত চ'লে,
ডরে কণী লুকার বিবরে,

কেশরী বনে শিকার,
চাতুরী নাই আমার মনে,
যে যেমন তেয়ি তার সনে,
সরলে হই সরলা,

ছল করি বার মনে ছলা,
ছলতে কারোর আসি নি ।

(কতিপয় নরনারীর প্রবেশ)

নিশানধারিণী । Mad Mad Old Lady,
Go to go to go to daddy !
ও মা ও মা, বাবার কাছে বা না !
[সকলের প্রস্থান ও দ্বাপরযুগের প্রস্থান ।

কলিযুগদূত।

কলিযুগ।

(গীত।)

পরি মনের মতন বসন ভূষণ
 হৃদ বার মনের মতন,
 চাতুরী হাসে ভাবে চাতুরী-মাথা নরন।
 বাহিনে মন ভাষ,
 আগনি ভাল থাকলে ভাল,
 কি এল গেল মন কি ভাল,
 দেখতে ভাল বনের পাখী, রেখেছি ধরে,
 গায় মধুর স্বরে—
 সাধ হ'ল আদর করি নৈলে কে করে—
 মজাতে হেসে কথা কই,
 সাধ ক'রে কখন কারু হই,
 আপন-হারা নই,
 কথার কথা ভালবাসি,
 জামোদ ক'রে পরাই ফাঁসি,
 যে আপনহারা হয় চতুরা,
 বুঝতে নারি ক'রে কেন।
 (কতিপয় নরনারীর প্রবেশ)
 নরনারী। কি বাতাস, কি বাতাস,
 আর কি কারু ধারি ধার।
 এস কর অধিকার,
 আমরা গোলাম সব তোমার,
 তুমি গেছে যাক বালাই।
 মনোমোহিনী তোমার চাই ॥
 নরনারী। (গীত।)

We are yourse,
 Guardian angel, guide our course !
 O, thou mischiefs baneful source
 Mother of curse, Wicked nurse !

Thou incarnate Lie !

Your latcher wetle,

We follow thee without remorse.

[কলিক লইয়া সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

(গীত।)

মহিলাগণ।—

করমেদে চাই ক'নে পাঁচখানি।
 হবে মেলে মেলে রপ্তানি ॥
 বড়লাট বাড়িরে প'ড়ে, হুজুম দিয়েছেন ক'রে,
 লেগে বাও হ'ড়ে প'ড়ে,
 শুছিয়ে যদি কাজটা পার চন্দ্রে ব'সে
 কাপ্তানী।
 না হ'লে বিবম লোণ ও ষটক ঠাকুর,
 জাঁটবে টিকি সহর থেকে ক'রে দেবে দূর,
 ঘটকীর গাল দিবে কালি
 খেতে দেবে আমানি ॥
 সাত রাজার ধন মানিকগুলা
 মেয়ে একটি চাই,
 আজব দেশের রাজার ছেলে বায়না নেছে
 তাই,
 জুজুম ভারি সয় না দেরি,
 রাত-দিনই তার ফোঁপানি ॥
 হাসতে মানিক কাঁদতে মুক্ত বার,
 পাকরের পুতোর তাই দরকার,
 তারও খুব আবদার,
 সাতদিন ফোঁসফুঁসিয়ে জমেছে তার হাঁপানি ॥
 সঙ্গরের পুত, ক'রে আছে কুৎ,
 হাঁহলে গিনি কান্দলে টাকা,
 মিস্টার কোরা আমদানি ॥
 কোটালের গোলা, বায়না নিয়ে ভেদেছে গলা
 উঠলে আহুতি সিকি, বদলে নিদেন দোয়ানী!
 আর এ আছে পাশ-করা ছেলে,
 সে বত বলে না বলে,
 তার আঁবহেরে বাপ ফোঁপার আর কোলে,
 বলে বাগান-বাড়ী বরের ওজন
 সোনা নেব এই জানি ॥

তৃতীয় দৃশ্য ।

—:—

ভালহাউসী ইলটিটিউট ।

(অমূল্য, ডেলীপেটগণ, লেডী ডেলীপেটগণ)

অমূল্য । আপনার উপর পূজা Section
ভায় না ?

১ম লেডী ডেলিপেট । হাঁ, আমি Draw
করেছি, First item—পূজার শাক,
দুগ্ধ, কঁচর বাজাবে না। বাজাবে একটি
আরগিন। Second item—পরবে,
কাউরে ঢাক ঢোল বাজাতে পার্কে না,
লোবোর ব্যাণ্ড বা কনসার্ট, অল্প
ব্যাণ্ড আনাতেও বিশেষ আপত্তি নেই।
Third item—বাজা, নাচ তামাসা,
থিয়েটার দিতে পার্কে না, Social বা
Political meeting, আমাদের তেতর
Lecture.

অমূল্য । শ্রীমতী কারমিনী দাসী, আপনার
কোন Section ?

কাদ । Kitchen,—আধপলা তেলে
বেগুন ভাজতে হবে—Round, আলু
সেদ্ধ খেতে হবে, ভাজতে পাবে না।
মাচ কাল হুন্দে চচ্চড়ি—ঝোল নয়;
কালিরা প্রভৃতিতে আপত্তি নেই।

অমূল্য । Bravo ! আপনার কোন section ?
২য় ডেলী ।—Marriage—marriageable
age thirty,—marriage—dowry—
লালপেড়ে সাজী ; বরণ না, অল্প কোন
রকম স্ত্রী-আচার না, বাসরঘর
prohibited.

অমূল্য । শ্রীমতী মনোমহিনী দাসী, আপ-
নার কি section ?

মনো । Female education. Entrance
না পাশ করে কেউ হুটনো হুটতে
পাবে না ; L, A, না পাশ করে
রাখতেও পাবে না, B, A, না পাশ
করে রাখতে পাবে না, হুটনোও
হুটতে পাবে না। M, A, পাশ

ক'রে হাওয়া খেতে বাও, আর না বাও,
কিন্তু তার আগে হাওয়া খেতেই হবে।
বিলেত বাওয়া compulsory.

অমূল্য । আপনার কোন section ডেলী-
গেট মশাই ?

৩য় ডেলী । Male dress Russia-
leather Boots or shoes, Half
stocking, কালাপেড়ে ধুতি বা পাতলা
First class রেলীর খান, accord-
ing to age, shirt, silk-necktie,
waistcoat, cap.

অমূল্য । শ্রীমতী নিস্তারিনী দেবী, আপনার
কোন section ?

নিস্তা । Female dress, silk chemise,
silk bod, তার উপর টায়রা ঢাকাই
—অঁচল রাখতে পার্কে না ; বিলেত
বাধার সময় শাল—ডোরা কলকাতাওয়ালা,
আর কারপেটের জুতো। সিঁতের সর্ক
ক'রে একটু সিঁদুর আর সর্ক ক'রে কেউ
তেলক কাটেন, আপত্তি নেই; Earring,
Bracelet, necklace, shift chain
আর সোনা-বঁধান নোরা compulsory
—সধবা বিধবা কুমারী সকলকেই
প'রতে হবে। কেউ কেউ ছোট silk
ব্যাগে খুব fine made gold or silver
মালা রাখতে চান, আপত্তি নেই।

অমূল্য । আমি একটি amendment pro-
pose করি, বখন বিলেত বাওয়া
compulsory.

শ্রীগণ । না, amendment না, বেশ আছে।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী । অমূল্য, সর্জনশ ! পুনর খেট্টারা—
ছোলাখেকো মাথা—reformation
কিছুতেই নিতে চাচ্ছে না। তারা চাচ্ছে
Palitical Congress.

অমূল্য । তা কখনই হ'তে পারে না।

নসী । The greatest difficulty হ'ছে,
আমার আপনার Countrymen
Bengalees ভাঙে গায় দিচ্ছে।

অমূল্য। কখনই হ'তে পারে না—ঘূসো লড়বো।

(সবুজ নিশানধারী দলের প্রবেশ)

সবু-দল। অবিশ্রি হ'তে পারে, আমরাও ঘূসো লড়বো।

অমূল্য। মশাই, বুঝুন, অন্ততঃ বিবাহ সবচেয়ে রিকমেন্ডেবল নিন; marriageable বাড়িয়ে দিন, আর marriage dowryটা উঠিয়ে দিন। marriageable age করুন thirties আর শুক মালা বদল করে যে, নান-সামগ্রী টান-সামগ্রী কিছু না, আপনারা যদি yield করেন, এই রিকমেন্ডেশনে যদি সম্মত হন, আমরাও কতক point yield করোঁ।

সবু-দল। না; পলিটিক্যাল এজিটেশন।

অমূল্য। না, সোসিয়াল রিকমেন্ডেশন।

সবু-দল। না।

অমূল্য। তবে ঘূসী লড়বো।

সবু-দল। আমরাও লড়বো।

অমূল্য। তবে এস!

সবু-দল। দাঁড়াও, সেজে আসি।

নসে। আচ্ছা, আমরাও সেজে আসি;
Ladies! যদি তোমরা ওয়ার ডিক্লেয়ার
কর, Ladiesরাও ওয়ার ডিক্লেয়ার
ক'রোঁ।

ডেলীগেট লেডী। হাঁ, আমরা ওয়ার ডিক্লে-
য়ার কল্লুম।

সবু-দল। তবে আমাদের লেডীসদের হয়ে
বলচি, তাঁরাও ওয়ার ডিক্লেয়ার করুন।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

(ক'লাচাঁদ, অমূল্য, নসীরা)

ক'লা। অত বড় উপযুক্ত লোক আর পাবেন
না। আপনি জার্মান করুন, কার্ণেল
করুন, ক্যাপ্টেন করুন, লেপ্টেন করুন—

যেমন ঘোড়-সওয়ার, তেমন তলোয়ারি-
বাজ।

অমূল্য। হ্যাঁ নসীরা, আমাদের কি তলো-
য়ার চ'লবে?

নসী। না।

ক'লা। লাঠিবাঁকও কম নয়।

অমূল্য। লাঠি চ'লবে কি?

নসী। না, খালি ঘূসী!

ক'লা। ওঃ, ঘূসিতে ত তকপ, তবে কি
জানেন, মাথুঘটা কিছু চাপা, শীগগির
রাজি হবে না। তবে কি জানেন,
"সাপের হাঁচি বেদের চেনে," তবে কি
জানেন, আমি ওর মনের কথা বুঝি ত,
তবে কি জানেন, আমার পুরান বন্ধু,
তবে কি জানেন, আমি জোর করে ধ'ড়ে
এড়াতে পারোঁ না। তবে কি জানেন,
বুড়ো হয়েছি, তবে কি জানেন,—

নসী। চোপ রাও!

ক'লা। আচ্ছা, চোপ রইলুম।

অমূল্য। আহা, কি বলছে শোন না!

নসী। আরে মাথা ধ'রে গেল।

অমূল্য। মশাই কি বলছেন বনুন! "তবে কি
জানেন"টা ছাড়ুন।

ক'লা। তবে কি জানেন—"তবে কি
জানেন" না হয় ছাড় লুম। তবে কি
জানেন, বুঝিয়ে না বললে—তবে কি
জানেন, ভাল বুঝতে পারোঁ না।

অমূল্য। নসে, ভাবিছিন্ কি? শোন না কি
বলেন।

নসী। দাঁড়াও দাঁড়াও; আমার মাথার
একটা policy এসেছে। এই লোক-
টাকে Ambassador করে Enemy's
Campএ ছেড়ে দেব ও একটু রুকে "তবে
কি জানেন" জুড়লেই তারা Peace
করবার জগ্গে লাগারিত হবে।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

ক'লা। এই মশাই, আপনার ক্যাপ্টেন নিন।

অমূল্য। এ কি! এ যে বুড়ো! লাঠি ধ'রে
চ'লছে।

ক'লা। ঐ লাঠি খেলবে। এ শেরসিডের

আমলের লোক । শোনেন 'নি মশাই ?
শেরশিঙের কপালের চামড়া চোখে
এসে ঝুলে প'ড়েছিল, লড়ায়ের সমর
টেনে বেঁধে দিতে হ'ত । ঘোড়ায়
চোড়েছে কি একবার জ্বাঝি ছাতি
উল্টে পড়বে ।

শান্তি । কি হে কালাচাঁদ । ঘোড়ায় চড়ার
কথা কি বলছ ?

কালা । আজ্ঞে কিছু না । বলেছি মশাই,
মাহুঘটা চাপা । মশাই, এরা জিজ্ঞাসা
ক'চ্ছেন, মেয়ের বে'র খরচ ক'মান সম্বন্ধে
আপনার কি মত ?

শান্তি । বেশ তো বাবু, বেশ তো ।

কালা । হিঁদ্রানী রক্ষা-সম্বন্ধে আপনার কি
মত ?

শান্তি । সে তো মঙ্গল—সে তো মঙ্গল ।

নসী । বিবাহের বয়স বাড়ান সম্বন্ধে আপ-
নার কি মত ?

কালা । চূপ ?

নসী । চূপ কি ?

কালা । তবে বুঝুন, এইবারে বুড়ো আড়লো ।

মশাই বলুন, জীলোকের বিবাহের বয়স
সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

অমূল্য । কি বগেন—তিরিশ ?

শান্তি । হরে রাম !

কালা । ও ঠিক হয়েছে, হরে রাম বলেছে,
কানে আঙ্গুল দিয়েছে, এইবার আপনা-
দের লেপটেন করুন ।

নসী । দাঁড়াও, আর গোটাকতক গ্রন্থ ক'রকো ;
সোসিয়াল রিকর্মেশন সম্বন্ধে আপনার
মত কি ?

কালা । (অমূল্যের প্রতি) আপনিও লাগুন,
আপনিও লাগুন !

অমূল্য । কনগ্রেসে কি খালি পলিটিক্যাল
চর্চা হবে ? সোসিয়াল রিকর্মেশন
প্রপোজ হবে না ?

কালা । (নসীর প্রতি) এইবার আপনি,
এইবার আপনি ।

নসী । চোপ ইষ্ট পিড ।

শান্তি । এ কি ।

কালা । মশাই, কি বলছে বুঝছেন ? ও এ
সব খবরের কাগজে পড়ে যুন, আপনার
মতেই মত, কেমন মশাই ? মেয়ের বে'র
খরচা ক'মাতে তো রাজি ?

অমূল্য । নসীরাম, জেনারেল কর ।

শান্তি । জেনারেল কি ?

কালা । জাঁদরেল গো জাঁদরেল । এদের
দলে আপনি জাঁদরেল হ'ন ।

শান্তি । কিসের দল ?

নসী । আমরা ওয়ার ডিস্ট্রিক্টের করছি ।

শান্তি । ওয়ার ডিস্ট্রিক্টের কি ?

কালা । মশাই, ওরা সেকেন্ডে জলপানি-
ওয়ারা, তর বাজালায় বলুন, নয় ইংরা-
জীতে বলুন ; ঐ আধা বাংলা, আধা
ইংরাজীতে বড চটা ।

নসী । অমূল্য, তুমি বল ।

অমূল্য । আমি পার্কো না, আমার হু-একটা
ইংরাজী এসে যাবে ।

কালা । সেই তো বলেছিলুম, আপনারা কথা
কবেন না, আমি বুঝিয়ে দিছি । বুঝে-
ছেন মশাই ?—ওদের খুদ্ব হবে ।

শান্তি । যুদ্ধ কি ?

কালা । (জনান্তিকে) মেয়েটা পার ক'ন্তে
চাও তো সার দিয়ে যাও । (প্রকাশ্যে)
যুদ্ধ হবে ।

শান্তি । হ' ।

কালা । আপনাকে জাঁদরেল করবে ।

শান্তি । না বাবু, না না, বুডো মাহুঘ ।

কালা । (জনান্তিকে) আরে হ' দাঁও ।
(প্রকাশ্যে) না মশাই, না বলি কি ওরা
শোনে ? আপনি রজিৎসিঙের আমলের
লোক, ওঁরা খবর রাখেন ।

শান্তি । হ' ।

নসী । তবে Red flag'নিন ।

শান্তি । হ' ।

নসী । নিন, এই নিন ।

কালা । মশাই । নিন, হাতে নিন, যুদ্ধে চলুন ।

শান্তি । দাঁড়াও বাবু, দাঁড়াও ; আমি
আসছি বাবু,—আসছি ।

কাল। এইবার সব ঠিক ! খিড়কি-দোর
দিয়ে ঘোড়সওয়ার হ'রে বেরিয়ে প'ড়ল
ব'লে ! একেবারে মরদানে খাড়া
হবে !

অমূল্য। সত্যি না কি ?

কাল। তবে কি জানেন, একটা ভাবছি !
নন্দী। আবার ?

অমূল্য। ওহে, ব'লতে দাঁও,—বলতে দাঁও !
এ গ্রাণ্ড অ্যালাই ! এত বড় জেনারেল
বোগার্ড ক'রে দিলে ! কি বলুন মশাই,
বলুন ।

কাল। আপনার বাপের সঙ্গে ওর বড়
বন্ধুত্ব, আপনার বাপ ত আপনাদের
দলে ? তিনি তো মেয়ের বে'র খরচা
কমাতে বলেন ?

অমূল্য। না, তিনি বলেন—'তুই এমে পাস
করেছিস, তোর বে'তে বাগান, বাড়ী,
কোম্পানীর কাগজ আর তোর ওজনে
সোনা নেব ।'

কাল। তবেই তো সর্বনাশ ! মশাই, আমি
শীতকালে ঘামছি ! আপনাদের আর
নিশেন থাকে তো আমার বাতাস
করুন ! আমার বুক গুরু গুরু কচ্ছে !
আপনার বাপকে ও আর একদলে
দেখলেই, ও ঘোড়া ছুটিরে লঙ্কো
পালাবে ! ও পশ্চিমে লোক, হেথায়
যার থাকতেই চায় না ।

অমূল্য। তবে কি হবে ?

কাল। এক উপায় আছে ; আপনি ওর
মেয়ে বে কত্তে পারেন ?

অমূল্য। সে কি ! বাবা রাজী হবে না ।

কাল। আরে চুপি চুপি !

নন্দী। এর কত্মার যরস কত ?

কাল। দেখতে খেঁকুরে ! তেত্রিশ
পেরিয়েছে ।

নন্দী। বেশ কথা, বেশ কথা ! Practical
reformation স্ক্রু কর্তা বাক !

অমূল্য। ত্রাতো, ত্রাতো ! এ ব্রেভ অ্যালাই !

কাল। দেখলেন, কত বড় আপনার পক্ষ ?

নন্দী। কি রকম হবে ?

কাল। আপনারা যান ;—আমি বাইর,
গিরীর সঙ্গে ঠিক ক'রে বাছি ।

অমূল্য। বেশ কথা,—বেশ কথা !

কাল। মশাই ! আপনাদের দলেরই ভিত
হবে ; বুড়ো যখন ঘোড়ার ওপর থেকে
হুকি ছাড়বে, দশটি হাজার লোক
আন্তেণ গুড়িয়ে আপনাদের দলে এসে
দাঁড়াবে ; যান যান ।

[নন্দী ও অমূল্যের প্রস্থান ।

কাল। বুড়োর ঢের খেয়েছি, দেখি যদি
মেয়েটা পায় কত্তে পারি !

(শান্তিরামের পুনঃ প্রবেশ)

শান্তি। ওরে কালাচাঁদ, কালাচাঁদ !

সর্বনাশ ! বাড়ী স্ক্রু খেপেছে ! ঐ

এলো ! ধাওয়া করেছে !

(বনবিহারীগীর প্রবেশ)

(গীত ।)

চৌদ্দ পেরয় নি আগে দিই পা তিরিশে ।

বিরের এত তাড়াতাড়ি বল না কিসে ।

আমি লেজী ফাষ্ট'রেট,

হয়েছি তাইতে ডেলীগেট,

যেতে হবে মেল টে'নে নইলে হব লেট,

বক্ততা দিয়ে শুধে দেব ক'সে হাড় পিষে ॥

বন। পিতা ! কনসেন্ট বিলের সময় আমার

চৌদ্দ পোরে নি, আপনারা মুখে বলে-

ছেন, 'আমি বালিকা—আমার বিবাহের

উদ্ভোগ কর্কেন না । পুত্রা কংগ্রেসে

যাবার জন্ত আমার ডেলীগেট ইলেক্ট

করেছে । আমি সোসিয়াল রিকমে-

শনের জন্তে বাছি, আপনি বাধা দিয়ে

আমার আশায় নৈরাশ কর্কেন না ।

(কালাচাঁদ কর্কু হাততালি) কালা-

চাঁদ-বাবু ! আপনি করতালি দেবেন

না । করতালি দেওয়া ইংরাজী প্রথা :

সে প্রথা আসুরা তুলে দিয়েছি ; যদি

প্রশংসাবাদ কত্তে চান, যদি আমার

বক্ততার মুক্ত হয়ে থাকেন, বলুন, সাধু

সাধু ! পুরাতন হিন্দুতে প্রশংসা করুন ।

কাল। (ঝোদন) ও হো হো হো হো
হোহো ।

বনবি। ও আবার কি কচ্ছেন ?
কাল। ও হো হো, ও হো হো—
বনবি। চূপ করুন,—চূপ করুন !
কাল। না মা, আমি চূপ করোঁ না ;
আমি হিন্দুমতে কাঁদছি।

বনবি। এ পুরাতন হিন্দুমত, না নতন
সংশোধিত হিন্দুমত ?

কাল। না মা, আমি পুরাতন মতে কাঁদবো,
ও হো হো, ও হো হো—

বনবি। আচ্ছা, কাঁদেন কাঁদবেন, শুনুন।

কাল। খুব শুনেছি ; ওহো হো, ওহো
হো—

বনবি। ভাল চান ত চূপ করুন !

কাল। কিছুতে না ! ওহো হো—

বনবি। আঃ দূর হোক, কোথাকার অসভ্য !

কাল। ওহো হো, ওহো হো—

[বনবিহারিণী ও তাহার পশ্চাতে কাল-
চাঁদের ওহো হো করিতে করিতে
প্রস্থান।

(কালচাঁদের পুনঃপ্রবেশ)

শান্তি। কোথায় গেল, কোথায় গেল ?

কাল। গিয়েছে, দোরে খিল দিয়েছে।

ওহো হো, ওহো হো—

শান্তি। আবার কাঁদছেন কেন ?

কাল। সাড়া পাক যে, আমি আছি।

(কাসানবেশে বিপিনকুমারীর প্রবেশ)

শান্তি। ঐ দেখ, আমার বিধবা পুত্রবধু
উপস্থিত। বাবা কালচাঁদ ! পারিস যদি
এ বেটীকে গাঙপার ক'রে দিস। ও
দোরে খিল-টিল না, ও বেটী মাচনা-
উলী হয়েছে।

গীত।

বিপিনকুমা।—

আমার নামটি কাসান
মিশান ভারি নতন নতন রা,
মোগলানী, রিহনী, বিবি ছেল কত চা ॥
কস্তা-পেড়ে কের পরেছি—হাতেতে রুলী,
বাণো বুলি, ছেড়ে দিছি ইংরাজী বুলি,

কের বাদালী সেজে এবার,

সাজাখো হররতা নং ॥

দিনকত্তক ছিল খুটানী,

সমাজে চকু বুজে হই বেখজানী,

আবার কের হিছরানী,

মতুন চঙের হিছরানী,

নয় সেকলে অবজ্ঞাং ॥

কাল। কে তুমি ?

বিপিন-কু। আমি এঁর পুত্রবধু, সভা থেকে

ধোঁব পেয়েছি কাসান। আমি নতন

হিন্দুরিকমে শনের লেটী লিডার।

কাল। কখন না,—আপনি কাসান কখন

নন, কখন খেতাপ পাম নি।

বিপিন-কু। কি ? কি বলেন ? আপনার বত

বড় মুখ, তত বড় কথা।

কাল। কথাই তো ! কাসান দেখে এলুম

গড়ের মাঠে।

বিপিন-কু। কি রকম ?

কাল। এই বিছনি পড়েছে।

বিপিন-কু। আমার তো পড়েছে।

কাল। অমন নয়, তিনটে নারকুলে কুল

ডগায় বাঁধা।

বিপিন-কু। ছিঃ ! গোলাপ-কুল বেঁধেছি,

দেখতে পাচ্চ না ?

কাল। এই শালের পাগড়ী।

বিপিন-কু। সে কি লেটী ?

কাল। হা ! এই টিলে পারজামা। এই

ফুন্টি গলার চাপকান। এই চাদর ক'রে

ঝুলিয়ে দেওয়া—বেন হাইকোর্টের

উকীল। পারে লপেটা জুতো। একেই

বলি কাসান ! আর বুকে এমন রাম-

গদক।

বিপিন-কু। তুমি অসভ্য।

কাল। না।

বিপিন-কু। হ্যা।

কাল। না।

বিপিন-কু। তুমি দূর হও।

কাল। না।

বিপিন-কু। তুমি যাবে না ?

কাল। না।

বিপিন-কু। তুমি ঝগড়া করবে ?
 কালা। না।
 বিপিন-কু। তবে তুমি এখনি চ'লে যাও।
 কালা। না—না—না—না।
 বিপিন-কু। কান বালা-পালা ক'লে।
 কালা। না—না—না—না—না।
 বিপিন-কু। তবে আমি চলুম।
 কালা। না—না—না—না—না।

[বিপিনকুমারীর প্রস্থান।]

শান্তি। কেলো! তাড়া কর—তাড়া কর।
 কালা। কিছু ক'ত্তে হবে না। তোমার
 পুরোণো পায়জামা আছে না? সেইটা
 দেখিয়ে বোলো বোমা, পর। তা হ'লে
 গাও-পার হবে। আর যদি তিনটি
 নারকুলে কুল দেখাতে পার, তা আর
 এ মুখো হবে না।

(জাঁদরেল-বেশে ব্যাগ হাতে
 মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

শান্তি। কালা, এইবার ভাল সামলা! এই-
 বার ঝগঃ গিন্নী হাসা দিচ্ছে।
 কালা। (শান্তির প্রতি জনান্তিকে) এক-
 খানা আরসী আছে, আরসী আছে ?
 এই বে! মশাই, বাপ বাপ ক'রে
 পালাবে। (উচ্চৈঃস্বরে) মশাই জাঁদ-
 রেলনী দেখে এলুম, সবুজ নিশেনের
 দলে। লাল নিশান-উলীরাও নাকি
 কাকে জাঁদরেলনী করেছে।

মাত। এই আমার। লাল নিশেন দেখতে
 পাচ্ছ না ?

কালা। আপনাকে ? পার্কেন না—সে
 প্যারেড করে।

মাত। আমিও করি।

কালা। সে ঘোড়ার চড়ে।

মাত। আমিও শিখ'বো।

কালা। সে ছুঁচোলো নথ রেখেছে।

মাত। আমিও রেখেছি।

কালা। কিছুতেই পার্কেন না।

মাত। কেন, কেন ?

কালা। সে বলেছে কামড়াব।

মাত। আমিও কামড়াব।

কালা। এমনি ক'রে মুখ খিঁচোর।

(মুখভঙ্গী)

মাত। আঁা ?

কালা। এই দেখুন,—পাল্লেন না।

মাত। সে তখন দেখ'বো।

কালা। সে এমনি ক'রে হাঁ করে (মুখভঙ্গী)
 দেখুন, এও পাল্লেন না।

মাত। না পারি, নেই নেই! 'তোর কি ?

কালা। সে ছোট ছোট চুল ছেটেছে, তার
 ওপর টুপি পরেছে।

মাত। এই আমিও পরেছি।

কালা। এই বিহুনি ধ'রে টান দেবে।

মাত। দিক্, তোর কি ?

কালা। এমনি ক'র সামনে এসে কের
 আবার দাঁত খিঁচুবে। (মুখভঙ্গী)

মাত। আমার দাঁত খিঁচুজ ?

কালা। (আরসী প্রদর্শন) দেখুন হয় নি,
 এই এমনি ক'রে! (মুখভঙ্গী)

মাত। পোড়ারমুখো!

কালা। শিখুন শিখুন! এই এমনি ক'রে,
 দেখুন দেখুন, (মুখভঙ্গী) তবু হলো না!

এই এমনি ক'রে (মুখভঙ্গী)

মাত। এই এমনি ক'রে! তোর মুখে হুড়ো
 জেলে দোব।

কালা। তবু হ'ল না! এই এমনি ক'রে।

(মুখভঙ্গী)

মাত। আমি চলুম।

কালা। যাবেন না, যাবেন না। আবার হাঁ
 কর্কে! (মুখভঙ্গী) এই এমনি ক'রে।

[মাতঙ্গিনীর প্রস্থান।]

দে'খে বান, দে'খে বান! চ'লে গেলেন ?
 ঠাকুরপুতুন! কের দাঁত খিঁচুবে এমনি
 ক'রে।

(মুখভঙ্গী)

শান্তি। বাবা কালাটাদ! এই ঘরের আলনি
 সহিতে পারি নি, তুই আবার হুটো
 ছোঁড়া কোথেকে এনেছিলি ?

কালা। কেন? একটা লম্বাচরণ দেয় ছেলো।
 তোমার মেয়ে পার কর্কে তো ?

শান্তি। ও বাবা! কার বাপ বরের কনের
লোনা নেবে। আর ছেলে তো ঐ
খিদি?

কাল। তোমার বেরে খিদি নয়?

শান্তি। আর তখন, যেহেঁটা আবার যে
কত্তে চায় না।

কাল। তা তো শুনুম, সে ভূমি ভেবো
না।

শান্তি। এখন তো আমি যেরে টিক্তে পারি
নি।

কাল। তখন তো বলেছিলুম যে. দোজ
পকে বে করো না। নেহাত জালাতন
হও, ব্যাঘরাকে বলো, কালার্টাদকে
ডেকে আন—যে বার দোরে খিল
দেবে।

শান্তি। বরের বাপকে কি ক'রে রাজী
করিস?

কাল। কেন ভাবচ? সে আমি যোগাড়
করোঁ। শুধু একটা কাজ করেন; আমি
হাজার আজগুবি কথা বলি, “কেমন
মশাই” বলে সাই দেবেন, আর “না
মশাই” বলে বলবেন, “না।”

শান্তি। দাঁড়া, মনে থাকলে হয়।

কাল। একটা আধটা এদিক্ ওদিক্ হয়,
আমি সামলে নেব।

[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

—•—

উঠান।

(লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। ঘটকের মুখে আগুন। পাশ করা
ছেলে, একটা সম্বন্ধ আনতে পারেন না।

কাল। (নেপথ্যে) দে মশাই। দে মশাই।
বাড়ী আছেন?

লক্ষ্মী। কেও, কালার্টাদ না কি?

(কালার্টাদের প্রবেশ)

কাল। আজ্ঞে।

লক্ষ্মী। এস এস, এমনি ভুলুরিটা কত্তে
হয়, খোলাদুটির যতন টাকা শুনে
দিলুম—তার না সুদ, না আসল। সাত
সাত বছর ঘোরালে। আজ্ঞা তোমার
দুখ। ৷৩৷, বেইমানিটা কি এমনই কত্তে
হয়?

কাল। দে মশাই, আর বলবেন না, বলবেন
না। আমি লজ্জার ম'রে আছি। এই-
বার আপনার সুদে আসলে শোধ
দেওয়ার যোগাড় ক'রেছি। তা শ দুই
টাকা ধার দিলে বড় ভাল হ'ত। তা
দেবেন না,—তা বিশ্বাস করেন না, তা
না করুন—আপনার বা দেনা পাওনা,
সুদে আসলে হিসাব ক'রে রাখুন,
পনের দিন বাদে এসে কড়ার গড়ার
শোধ দিয়ে যাব। যদি এক পরশা
ভাঙতে বলি, আমি অস্বীকার। তবে
অনুগ্রহ ক'রে ধান দুই ইংরেজ-টোলার
বাড়ী দেখে রাখবেন, বিধে পঞ্চাশের
একটা বাগান; গোটা বাট সত্তর
ঘোড়া, আর যদি একটা হাতীর বাচ্চা
পান। উট গোটা দুই পারেন, দেখবেন।

লক্ষ্মী। কেন হে? কেন হে? কার দরকার?

কাল। আজ্ঞে আমার।

লক্ষ্মী। তোমার কি? তোমার কি কোন
রাজা-রাজড়া হাতে লেগেছে না
কি?

কাল। আজ্ঞে না, আপনার কল্যাণে জোর
দুই টাকা পেয়েছি, আর জোর খানেক
মরিচ সহর থেকে আনতে বাজি;
ভাবছি, কলকাতার এসেই থাকবো,
দেখবেন, সাতশতরটা যদি বেচে। আর
বেঙ্গল রুবের বাড়ীখানা শুদ্ধি বেচবে,
সফান রাখবেন, যে বত দর দিক্, তার
ওপর পঁচিশ হাজার আমার দর।

লক্ষ্মী। আবাদের বেটা খেপেছে। আচ্ছা,
টাকাগুলো মাটা হল।

কাল। কি, ভাবছেন কি?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ রে। তোর এ রকমটা হয়েচে
কদিন?

কাল। একটা জ্বর সন্ধ্যা করেছিলুম,
চ্যাটার দিগেছিল শোনে ন?

লক্ষী। চ্যাটার কি রে? সে ত সং সেরেছিল।

কাল। আজ না, আপনি জানেন না;
লোক বন্ধে সঙ, কেন জানেন? পাছে
লাট সাহেব অপ্রতিভ হয়। ক'নে যদি
না পাওয়া যায়। আর বলুন না, আজ-
গুবি কারখানা—এ ক'নে কে সন্ধান
ক'র্কে বলুন দেখি? তবে বায়নাড়া
শুন,—এর বা থিয়েটার হয়ে গিয়েছে;
আজব সহরে রাজার ছেলে সাত রাজার
ধন মণিকওয়াল। ক'নে চেয়েছিল।
সন্ধান ক'রে সে ক'নে নিয়ে গেলুম, শাল
দোশালা এলবাৎ পোষাক বা পেলুম,
চাকর-বাকরদের দিয়ে এলুম; তবে
কোর দুই টাকা হুজী ক'রে বেদল-ব্যাংকে
জমা রেখেছি। আপনার কল্যাণে
এ যাত্রা শুভিয়েছি।

লক্ষী। তুই ক'নে কোথা থেকে যোগাড়
কল্পি?

কাল। লালদীঘির নীচে ছিল।

লক্ষী। ও আবাগের বেটা! লালদীঘির
নীচে ছিল কি রে?

কাল। ছিল, তা আমি কি কর্তো মশাই!
সাত রাজার ধন মণিক বার হাতে,
সে কি না কর্তে পারে? কখন লাল-
দীঘির নীচে শোর, কখন আসমানে ওড়ে,
কখন মহম্মেদের বারাণ্ডার ঘুমোর।

লক্ষী। বেটা বলে কি।

কাল। আর একটি মেয়ে বোসেদের পাং-
কোর নীচে আছে। সে হাসলে মণিক,
কাঁদলে মুক্ত। সে ক'নেটি মরিচ-সহরে
নিয়ে যাব, আর এক কোর পাং। আর
যেদী লোড কর্তো না। এই তিন
কোরে বৃত্তুর হয়। আপনি মেয়েটি

যদি দেখেন, আজ বিকালেই দেখাতে
পারি। আর বে ছুটো সন্ধ্যা আছে,
সে আর আমি হাতে দেব না, জমক
ভাইটেকে দেব; বলুন না? আর
কেন চিরটা কাল খেটে মরা? তিন
কোরে শাক-ভাত এক রকম চলবে।

লক্ষী। তোর আবার জমক তাই কে?

কাল। আজ সেই—সেই লালচাঁদ।
আপনি দেখেছেন, পশ্চিমে ছেল, বট-
কালীটা আসটাও করে, আর বড় দলে
করে। ঠিক আমার মতন চেহারা;
তবে আমার এই আঁচলি আছে, তার
সেটি নাই।

লক্ষী। তাকে বে ছুটো দিবি, সে কি?

কাল। আর দুটি মেয়ের ফরমাস আছে—
একটি হাঁচলে গিনি আর কাসলে কোরা
টাকা। আর একটি দাঁড়ালে আছনী,
বসলে শোয়ানী।

লক্ষী। আচ্ছা, এ যে কোর দুকোরের কথা
ক'জিন, তোর এ হাল কেন?

কাল। মশাই! চাল বাড়াই আর ইন-
কমটার দি। সে ছেলে আমি নই।
আপনি আকীর, আপনার কাছে ফুট-
লুম, আপনি ত আর কাকর কাছে
বলতে যাচ্ছেন না? তবে বলি শুনুন,
মাগ ছেলে ইংরেজটোলায় থাকবে,
আমি থাকবো একখানি খোলায় ঘরে।
রাত হুপুরে খাল-ধারে একখানি জুড়ী
থাকবে, সেই জুড়ী চ'ড়ে গেলুম, আর
রাত চাঁটের খোলায়-ঘরে কিরে এলুম।
মশাই, বিষয়-আশয় তো রক্ষা কর্তে
হবে? চোর-ডাকাতের হাতে কি
যারা যাব? চান ছাড়ছি দি।

লক্ষী। এ সব ত দিখি জানের কথা কছে।

কাল। আপনার একটু অবিশ্বাস হ'লে, আমি

বুঝতে পারছি। ঐ যে লালদীঘির নীচে ছিল, ও সন্ন্যাসীর গুহু খাওয়া মেয়ে, খালি সোনা খায়। আর ঐ পাংকোর ভিতরে যে আছে—কেবল রূপো হজম করে।

লক্ষ্মী। তুই কি খেপেছিস্ ?

কালী। আজ, আপনি আমার সঙ্গে আসুন এখন, কিছু টাকা সঙ্গে নিন, বোসেরা পাংকোর পাড়ে পাহারা রেখেছে। কিছু ঘুস দিতে হবে, রূপের গুড়োর চার ক'র্ক আর গরু পেয়ে অমনি ভুস ক'রে ভেসে উঠবে ?

লক্ষ্মী। আচ্ছা চল, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

কালী। গোটা কুড়িক টাকা সঙ্গে নেবেন।

দশটা টাকা ঘুস দিতে হবে, আর দশটা টাকা গুড়িরে চার ক'র্কে হবে। এই ঠিক ওক হয়েচে; বেটা ছেলেরা সব কর্কাকাজে বেরল, আপনি এলেই হয়।

আপনি কাপড় ছেড়ে আসুন।

লক্ষ্মী। তুমি দোবটা লাও ত, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

[প্রস্থান।

কালী। যে আজ্ঞে! ভগবান্ যদি কিছু দেয় ত পাই! রূপার গুড়গুড়িটা গুড়গুড়ি-টাই!

[গুড়গুড়ি লইয়া কালীচাঁদের প্রস্থান।

(লক্ষ্মীচরণের পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মী। অ্যা! বেটা রূপার গুড়গুড়িটা নিয়ে পালাল না কি ?

(কালীচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মী। (স্বগত) গুড়গুড়ি ত রাখলুম—কিন্তু পের ধন তররের অধিকার। এখন বাটপাড়ে না নেম!

৩২

লক্ষ্মী। ওরে! রূপার গুড়গুড়িটা কি হল ? কালী। চলুন, সে দেখবেন এখন।

লক্ষ্মী। দেখব কি ? গুড়গুড়ি বের কর।

কালী। বার ক'র্কো কি মশাই ?

লক্ষ্মী। গুড়গুড়ি কি কলি বল ?

কালী। কেন, ভাল ক'র্কে গেলুম, মন্দ হলো বুঝি ? বলি, কেন নগদ টাকা গুড়িরে চার ক'র্কে বল, এই গুড়গুড়িটা চার হোক! যে চার ত'রের করে, সে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল, ডেকে রূপটুকু দিলুম; সে মেতি খোল টোল যেখে বোসেরের সন্মুখে দাড়িয়ে থাকবে। আপনি চলুন, এই দেখুন না, নলটা প'ড়ে রয়েছে।

লক্ষ্মী। নে নে, তাকাম করিস্ নি, রূপ দে।

কালী। তবে আসুন শীগগির। চার না ক'রে ফেলে থাকে, দিচ্ছি। আমি ভাল ক'র্কে গেলুম, মশাই কোন কথা বিশ্বাস করেন না! ঐ যে যেয়েটি যাচ্ছে, ঐ উটি ড্রেনের ভেতর থাকে, দেখতে ভিখারী—কিন্তু মোহর হাঁচে, আর টাকা কাসে।

লক্ষ্মী। দেখাতে পারিস্ ?

কালী। তবে চটপট চ'লে আসুন।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ওরে দাঁড়া দাঁড়া—এই বেটা পালাল, বেটাকে দেখতে পেলো পাহারোলা ধরিয়ে দেব।

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি। খুড়ো, খুড়ো!

লক্ষ্মী। কালী বেটা তো গুড়গুড়ি নিয়ে পালাল। তুমি আবার কি মনে ক'রে হে ? তোমার টাকাকটা দেবে ?

নিধি। বড় মুন্সিলে পড়েছি। টাকা দেব না কেন ?—টাকা দেব। কিন্তু এ কান্দা থেকে কি ক'রে বাচি ?

লক্ষ্মী। কি ক্যান্দাটা শুনি ?

নিধি। যদি কারুর সাহায্যে না প্রকাশ
কর।

লক্ষ্মী। কি, রকমটা কি?

নিধি। আমার একটি মেয়ে আছে।

লক্ষ্মী। না বাপু, আমি আর টাকা টাকা
খার দিতে পারি না।

নিধি। খুড়ো! তা না! মেয়েটি হাস্লে
মাণিক, কাঁদলে মুক্ত!

লক্ষ্মী। দাঁড়া দাঁড়া! দোরের চাবি দি।

ঘড়িটা নিতে এসেছি সুখি?

নিধি। ও খুড়ো, শোন না। অমন ক'ছ
কেন? কালা বেটা কোথেকে তা সন্ধান
করেছে, মরিচ-সহরে নিয়ে যাবে। কি করি
বল দেখি? পাংকোর ভেতর লুকিয়ে
পার পেলুম না! গিল্লী ত খাওয়া-
বাওয়া ছেড়েছে—রাতদিনই কাঁদছে!

লক্ষ্মী। সে মেয়েটা না কি রূপ খায় শুনেছি?

নিধি। অদৃষ্টের কথা বল কেন? রেতে
একটি মতি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বড়ি-
রাগদের কুঠীতে বেচি, যতটুকু রূপ দেয়,
সেই গুড়িয়ে পাংকোর ফেলে দিই।
খুড়ো, এ দায়ের কিসে রক্ষা হই বল?

লক্ষ্মী। বেটা, আমার টাকা পেয়েছি
আর কি?

নিধি। খুড়ো, এ যে বিশ্বাস করার কথা
নয়! তুমি বিশ্বাস করবে কি?

লক্ষ্মী। তা মরিচ-সহরে নিয়ে যেতে
চেয়েছে, আমি কি করি তার?

নিধি। তুমি যদি জ্ঞাত রাখ, তোমার ছেলে-
টির সঙ্গে যদি বে দাও! কিন্তু হাঁ, তা
বলছি, যা মাণিক হাস্বে, আর যা মুক্ত
কাঁদবে, আধা-আধি বথরা! চূপ চূপ,
কে আসছে।

(সিক্রেটরের প্রবেশ)

সিক্রেট। কালা বেটা দরুনাক করে,—সর্ব-

নাশ করে! দাদা, এবার খনে-খাপে
গেলুম।

লক্ষ্মী। কি, তোমার আবার কি বাসনা?

সিক্রেট। তোমার ছেলেটিকে আমার দিতে

হবে: নৈলে মরিচ-সহরে মেয়েটাকে
তেনে নিয়ে যায়। ঐ কালা বেটা

মশাই! ড্রুপের ভেতর মেয়েটাকে
লুকিয়ে রেখেছি, ও বেটা কোথেকে

সন্ধান করেছে! মেয়েটা মোহর হাঁচে
আর টাকা কাসে, আমি সে টাকা

বার ক'র্তে দিই নি, অমনি উঠেনই পুতে
রাখি। দাও দাদা, তোমার ছেলের

সঙ্গে বে দাও। রোজ সকালে একটু
কাশীর নাস্তি নাকে দিই, ফ্যাচ ফ্যাচ

ক'রে বিশ তিরিশটা মোহর হাঁচে।
আর ড্রুপে থেকে সর্দি হয়েছে কি না?

টাকা কাসে।

লক্ষ্মী। আর মরে না?

সিক্রেট। দাদা, চাক্ষুষ দেখে চল! ছেলে
নিয়ে এস, হাঁচিয়ে আকস্মিক মোহর
বের ক'র্তে পারি, তবে বে দিও।

(বিশেষের প্রবেশ)

বিশেষ। গেলেম গেলেম! লক্ষ্মীচরণ, রক্ষা
কর!

লক্ষ্মী। তোমার মেয়ে আছে না কি?

বিশেষ। আজ্ঞে হাঁ; দাঁড়ালে সিকি আতুলি,
আর বসলে দোরানী! কালা বেটা
মরিচ-সহরে চালান দেবে! গরুর গা-
লায় লুকিয়ে রাখলুম, ও বেটা সন্ধান
ক'রে ধরেছে!

লক্ষ্মী। নেকালো, আমার বাড়ী থেকে
নেকালো সব।

(কালাটাদের পুনঃ প্রবেশ)

কালা। দে মশাই, পালান পালান।

লক্ষ্মী। কেন রে বেটা, কেন রে?

কাল। এ ভিতরে ঘেরেই রাখসী। এই
বেটার তোমার নিরে নিরে কেটে
মুড়ীটে কেল্বে পাংকোর, তুঁড়িতে
কেল্বে ড়েপে আর পা দুটো কেল্বে
গোকর গামলার।

লক্ষী ব্যতীত সকলে। ও কাল, কাল।
কেন ডকর লোকের সর্বনাশ ক'র্তে
বসেছিল বস্ ?

কাল। কেন? ভালমানসী ক'রে বহুম
আধা-আধি ক'রে বখরা কর! তোমরা
তো ভালমানুষের কেউ নও। আমি
মরিচ-সহরে চালান দেবোই দেব।

লক্ষী। তা চালান দিস্ দিবি, আমার রূপ-
টুকু দে!

কাল। সে তুমি পাচ্ছ না, সে তুমি পাচ্ছ
না, সে ব'ল্বে—কথা আছে!

লক্ষী। কি কথা বল্বে? দে, রূপো দে,
নইলে পাহারোলা ডাকবো!

কাল। দে মশাই, ডাক, পাহারোলা ডাক!
আর ডাকতে হবে না, আপনিই আসছে।
তোমার জীর নামে পরোয়ানা বেরিয়েছে
বলে, তার পেটে নাকি সাতরাজার
ধন মানিক আছে, পেট চিরে সেটি বার
ক'র্তে! দোহাই বাবা! আমি খবর
দিই নি, আর কে খবর দিয়েছে! পেট
চিরে সেটি বার ক'র্তে! ভাল ভাল
ডাক্তার থাক্বে, ভয় নেই, আবার পেট
সেলাই ক'রে দেবে। প্রাণে মারব্বে
না, তবে ধ'রে নিয়ে যাবে।

লক্ষী। তবে রে বেটা পাজি! বেলকে-
মোর আর জায়গা পাও নি?

কাল। আচ্ছা চল্য়, এখানে থাকতে চাই
নি।

[প্রস্থান।

নিধি। খুড়ো, জাত রক্ষা ক'র্তেই হবে।
বিষে। লক্ষীচরণ, তোমার হাতেই প্রাণ।
লক্ষী। হ্যা রে, তোরা কি সিদ্ধি খেয়েছিল
না কি?

নিধি। দেখ্বে চল।

লক্ষ। যা, এখন যা, কাল আসিস্।

সিদ্ধি। দেখ ভারী!

বিষে। লক্ষীচরণ, জাত রেখো!

[নিধিরাম, সিদ্ধেশ্বর, বিবেকেশ্বরের প্রস্থান।
(গিন্নীর প্রবেশ)

গিন্নী। হ্যা গা, এ তিন তিনটে মেয়ে হাত-
ছাড়া কল্লে?

লক্ষী। আঃ দূর খেপী! তুইও যেমন, ওরা
সব গাঁজা খেয়েছে।

গিন্নী। না, আমি গঙ্গাজলের ঠেঙে শুনেছি,
সব ঠিক। দেখে এসেছে। তুমি তার
মুখে শুনো, আমি তাকাবো।

লক্ষী। উঃ, বলিস্ কি রে?

গিন্নী। দাও, ছেলের বে ঝুঁদাও। চুপি চুপি
তিনটে মেয়ে ঘরে নিয়ে এসো। আমি
পুঁইমাচার নীচে খুঁটের ভেতর লুকিয়ে
রেখে দেব।

লক্ষী। সত্যি নাকি?

গিন্নী। হ্যা গো হ্যা, আমি পাকা খবর
বলছি।

লক্ষী। তুই বলছিল্লে ছেলের বে দিতে?
ছেলে যে বে ক'র্তে চার না, তা নৈনে,
বে দিতুম। মিত্রিরয়া বাড়ী, বাগান,
সোনার ভাল দিয়ে বে দিতে চেয়ে-
ছিল।

গিন্নী। এ ত আর দানসামগ্রী দেবে না।
দানসামগ্রী নিতে চায় না কি না। এ-
বেতে রাজী হ'তে পারে। এই বে
অকল্যা আসছে।

(অমূল্যের প্রবেশ)

ও অমূল্য—ও অমূল্য! বে কর্নি?

অমূল্য। না। এখন আমি খুব রেগেছি!

লক্ষ্মী। কেন রে? রাগ কি কেন?

অমূল্য। Wa declare করেছি।

গিন্নী। সে আবার কি?

অমূল্য। এই মিলিটারি ক্যাপটি নিয়ে আস্তেন গুড়িয়ে যাব, নদীরাম সব দল জড় কচ্ছে।

গিন্নী। কি রে, মাঝামাঝি কর্নি নাকি?

অমূল্য। একবারেই না। প্রথম আস্তেন গুড়িয়ে মুখে শাসানি! বেটা ছেলেরা সব শাসাবে আর লেডীজরা দাঁত খিঁচবে! নসে বোধ হয়, লেকচার দিলেও দিতে পারে, তা হ'লে ওদের দলে যেনো ও ছাড়বে না; শেষটা যা হয়—জানু দিতে হয় দেব! কি, এত বড় স্পর্ধা! সোসিয়াল ফিরমেশন চায় না!

গিন্নী। ও রে, রাগারাগিতে কাজ নেই। দিকি ক'নে, বে কর্ন।

অমূল্য। বল কি মা! ওয়ার ডিক্লেয়ার ক'রেছি, সঙ্গর সরগরম ক'রে তুলেবো। আমার সে নিশানটা কোথা, বার ক'রে দেবে এস।

গিন্নী। না, না, ভাত খাবি চল, ভাত খাবি চল!

অমূল্য। কখন না; ওয়ার ডিক্লেয়ার করেছি, ভাত খাব? শুকনো ছোলা পকেটে রেখে দুটো চি বাঁধ—তা নৈলে এনা জাঁ বাড়বে না!

[প্রস্থান।]

গিন্নী। দেখ গা—দেখ গা, আমার সন্তান হয় হবে, তুমি যেরেটিকে হাতছাড়া কর না।

লক্ষ্মী। দেখি ঠাউরে, যা হয় করব।

ছেলেটা দারুণ পৌরার হ'ল, তা নৈলে ভাবনা কি বল!

গিন্নী। না না, তুমি বেরোর, ঘটক মিন্-সেকে ধর।

লক্ষ্মী। আরে সে বে ঘোচ্চর!

গিন্নী। হ'লই বা, ঘোচ্চরের উপর বাট-পাড়ী কর! তারে বল, লোভ দেখাও যে, মেয়েগুলো যা মানিক মুক্ত যোহর টাকা সিকি আতুলী পাড়বে, তার সঙ্গে আধা-আধি বখরা, তা হ'লে সে লোভে প'ড়ে রাজী হবে।

লক্ষ্মী। দেখি কি হয়!

গিন্নী। এগনি বেরোও, দেদি ক'র না, এসে তখন নেও খেয়।

লক্ষ্মী। চলুন, কিং আনার বিবাস হচ্ছে না।

[লক্ষ্মীচরণ ও গিন্নীর প্রস্থান।]

(নদীরামের প্রবেশ)

নদী। অমূল্য, My friend! অমূল্য My friend!

(অমূল্যের প্রবেশ)

সেই ally এসে উপস্থিত।

অমূল্য। কোথায়? কোথায়?

নদী। ঐ তোমাদের ঘোড়ের মাথার দাঁড়িয়ে।

অমূল্য। ডাক ডাক!

নদী। তোমার বাপ আছে বা'লে আস্তে চা'র না! এই আসছে!

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

অমূল্য। কি মশাই! আগনি আস্তে চান নাকেন?

কালা। মশাই, এক মুক্লিল হয়েছি! আমার এক যমজ ভাই আছে, তার নাম কালাচাঁদ, ঠিক আমার মতন চেহারা। আপনি চিন্তে পারেন না—আমি,

কি সে। তবে তার কপালে একটি
অঁচিল আছে, আবার সেটি নেই।
সে বন্ধ বাউতুলে! কি নাকি, তোমা-
রের কর্তার সঙ্গে বোজুরি কজুরি ক'রে
গিয়েছে, এই কর্তা আমার দেখলেই
বলেন—টাকা দে, ওড়ুড়ি দে! এ
কাহাতক বোঝাই বলুন?

নসী। ইনি একটা plan করেছেন। বড়
Grand

অমূল্য। কি কি?

নসী। এই ক্রম্যাসে আমরা Practical
reformation শুরু করি এস। ওর
চার ক'নে ঠিক আছে। শান্তিরাম-
বাবুর মেয়ে—তার ত শুনেছি বয়স
তেত্রিশ বৎসর। আর একটি কটকী
কারেতের এক মেয়ে উড়ে দেশে ছেল,
তার বরও ঠিক হয়েছে, ওদ্রকের এক
জমীদার।

অমূল্য। তার কৈত বয়স? তার কৈত
বয়স?

কাল। পঁয়তাল্লিসের এক দিনও কম নয়!

অমূল্য। বেশ কথা! আর ছুটি?

কাল। একটি পশ্চিমে লালার মেয়ে—
মস্ত জমীদার। একটু হিন্দি কথা,
ইংরাজীও জানে, তার বর ইনি।

অমূল্য। তার বয়স কত?

কাল। পঞ্চাশের কমন নয়, আর টাকা
থেকে একটি মেয়ে এসেছে—বয়স
ষাটই বলুন, আর সত্তরই বলুন—তারেই
যে কর্কেন আপনার বাবা!

অমূল্য। বাবা রাজী হবেন না, আপনি
করুন।

কাল। আমি একটা সন্ধান করেছি—
কুশীন বাবুনের ঘরে—আলী বজুর
বয়স। সে বলছে, পঁচাত্তর বছরের কম

যে কর্কো না। বা হোক, বোঝাতে
পারি, ছোট দিনের দিন দেখা যাবে।

অমূল্য। দেখুন Ally মশাই! এ কর্কে
পারলে বড় Grand হবে বটে। আমার
বিয়েটার Plan আগে করুন, বাবা
কিসে রাজী হন।

কাল। একটা Policy কর্কে হবে।
আপনার বাপ ভাংচি দেবার জন্ত বলবে
—কনের বয়স বছর যোগ; আপনি
বলবেন—হোক।

অমূল্য। আর যে বাগান, বাড়ী, সোনা
নইলে দেবে না।

কাল। সে আমি রাজী কর্কো।

অমূল্য। কি ক'রে।

কাল। সে উপস্থিত মুতে Plan কর্কে
হবে।

(লক্ষীচরণের প্রবেশ)

লক্ষী। কাল। বেটা আবার কি মতলবে
বাড়ী সেধিয়েছে। হারা বেটা, কি
ক'ন্তে আবার এসেছি?

কাল। মশাই, দেখুন! সাথে আসতে
চাই নি?

অমূল্য। বাবা, বাবে কি বলছ?

লক্ষী। ও চোর, ওর সঙ্গে মিশেছি নাকি?

অমূল্য। কি! আমাদের Ally কে আপনি

এমন কথা বলেন?

লক্ষী। ও ওড়ুড়ি চুরী করেছে।

অমূল্য। সে উনি নন—ওর ভাই।

লক্ষী। কি, ভ্রাকামো?

নসী। তার কপালে অঁচিল আছে।

কাল। মশাই, আমার এ হুকাক্য বল-
ছেন কেন?

লক্ষী। তাহা কাল, তোর নষ্টামো আমি
বাব কছি।

কাল। আজ্ঞে, আমার নাম তো কালাচাঁদ নয়।

লক্ষী। তুই কালাচাঁদ।

কাল। আজ্ঞে না, আমি না, আমার দাদা।

লক্ষী। তবে রে ভেড়ো, তুমি তিন ক্রোর টাকা মেরেছ? ক'নে ঠিক করেছ? মাণিক হাসে, মুক্ত কান্দে? মোহর হাঁচে, রূপ কান্দে? দাঁড়ালে দিকি আধুলি, বসলে ছয়ানি?

কাল। মশাই, মশাই, আপনার বাপকে কি খাইয়েছে। ঐ দেখুন, কি আবেল তাবোল বস্ছে।

লক্ষী। ও আবাগের বেটা! আমার কি খাইয়েছে? তুই এই যে ব'লে গেলি?

কাল। আজ্ঞে হ্যা—বলেছি।

লক্ষী। রূপর গুড়গুড়ি নিয়েছিস?

কাল। আজ্ঞে হ্যা—নিরেছি।

লক্ষী। দে, গুড়গুড়ি দে!

কাল। আজ্ঞে দিচ্ছি। (অমূল্যের প্রতি) মশাই, মাখার জল দিন।

লক্ষী। তবে রে বেটা!

কাল। মশাই ধরুন, ধরুন! খেপে উঠছে!

জল দিন—জল দিন। এসেছিলুম একটা

কাজে, তা হ'ল না, কি কর্শো!

লক্ষী। বেটা, আবার কি কাজে এসেছিলি বলু?

কাল। আপনার বিবাহ দিতে।

লক্ষী। তবে রে পাজী।

কাল। বে না করেন সোজা কথা, অত রাগারাগিতে কাজ কি?

লক্ষী। দে বেটা, আমার গুড়গুড়ি দে।

কাল। আর একটা কাজও ছিল, আপনি বে না করেন, আপনার ছেলের বে দিন ত দেন।

লক্ষী। কি, পাংকোর ভেতরের দেয়ের সঙ্গে?

কাল। আজ্ঞে না, দোকলা ঘরে বিনি মেয়ে। শান্তিরাম-বাবুর কড়া। আপনার পুতুরকে রাজী করেছে, আপনি মত করলেই হয়।

লক্ষী। কেমন রে, তুই বিয়ে কর্তে রাজী? অমূল্য। হ্যা বাবা, আমরা Reformation শুরু কর্শো।

লক্ষী। ও আবার কি?

কাল। মশাই, আপনারা একটু সরুন দেখি, আপনার বাপকে, বোকাই; ওরা সেকলে লোক, আপনাদের কথা বুঝবেন না।

অমূল্য। ননী এস, ওরাদের তাবনাটা আমার ভারি মাখায় রয়েছে। একটা war council call কর্তে হবে, তার নোটিশটা দিখ্বে এস।

[ননী ও অমূল্যের প্রস্থান।]

লক্ষী। কি বল্বি বলু?

কাল। আপনি ছেলের বে দিতে প্রস্তুত?

লক্ষী। প্রস্তুত, কিন্তু আমার এক কথা।

কাল। তা শুনেছি; তা শান্তিরাম-বাবু সমস্তই দেবেন; কিন্তু ছেলের সঙ্গে এ কথা কোণল করুন, সে জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, মেয়েটির বয়স তেরিশ বৎসর, আপনি দেখেছেন।

লক্ষী। বেটার যত নষ্টামো।

কাল। আজ্ঞে, কথাটাই শুনুন। বলবেন, বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সোনা কিছুই চাই নি; আর বলবেন, আপনি বিয়ে কর্কেন একঘাট বছরের মেয়ে।

লক্ষী। তার পর? বাড়ী-বাগান আবার দেয় কে—তুমি,—না?

কাল।। আজ্ঞে, এই পাঁচজনই বাবুর হাতের চিঠি দেখুন। আপনিও যে একটা জন হয়েছেন, আমার কালাতার ঠিকিয়েই মুকিল করেছেন।

লক্ষী। শান্তিরাম এ সব কেবে?

কাল।। আজ্ঞে চলুন, যোঁকাবেলা কর্কেন; তাঁর হাতের লেখাও দেখলেন?

লক্ষী। তবে যে শুনেছিলাম, তাঁর কিছু নেই?

কাল।। মশাই, আপনারা সেকলে লোক, চাপালোক, কোন কথা কি কোটেন? কিছু কি প্রকাশ করেন? একেলে চাঙড়া লোক নয় যে, পকাশ টাকা মাইনে হ'লেই পাড়ী করে বসবে।

লক্ষী। তা চল, আমি বাজি।

কাল।। ঘর ঠিক করুন, ছেলে রাজী করুন।

লক্ষী। অমূল্য, অমূল্য? হ্যারে,—তুই কাল। না?

কাল।। আজ্ঞে না—লাল।

লক্ষী। তুই দিনে ডাকাতি করিস?
(অমূল্য ও লক্ষীর প্রবেশ)

কাল।। মশাই ঘর পড়ুন।

লক্ষী। কেমন রে, তুই বিয়ে করি?

অমূল্য। যদি তেরিখ বৎসর বয়স হয়।

লক্ষী। হ্যাঁ তেরিখ বছর, আমি তার ঠিকি দেবেছি।

অমূল্য। আর যদি দামসামগ্রী না নাও।

লক্ষী। দে বা হয় হবে,—দে বা হয় হবে।

অমূল্য। না, তা বল।

কাল।। মশাই, মশাই, আপনি শান্তিরাম-বাবুর কাছে বান, আমি এদের ঠিক করে মশাবাবুর সঙ্গে দেখা করি।

লক্ষী। তবে লীগগির আর।

[প্রস্থান।]

কাল।। মশাইরা বান, আপনারাও মতামত দিয়ে দেখা করি।

লক্ষী। আপনি আবার কোথায় বাবেন?
কাল।। গিরীকে রাজী করি, বুড়ো ভদ্র-সামগ্রী ছাড়বে না।

অমূল্য। কে? মা? ডবল চেয়ে বসবে!

কাল।। আজ্ঞে, আমার ছেলেবেলা থেকে মাতৃব করেছেন, আমি আবদার করলে তিনি ঠেলতে পার্কেন না। আমি বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক করছি, আপনারা আসুন।

লক্ষী। তুমি লীগগির এস।

[লক্ষী ও অমূল্যের প্রস্থান।]

কাল।। দে মশাই, দে মশাই।

গিরী। (নেপথ্যে) বাড়ী নেই গো!

কাল।। তবে গিরী ঠাকুরপকে দোর-গোড়ার দাঁড়াতে বল, দুটো কথা বলে বাব, আমি বটক ঠাকুর, আমার নাম কালচাঁদ। দে মশাই কথা রাখেন না, ঐ বড় দোষ।

গিরী। (নেপথ্যে) কে গা আপনি?

কাল।। তুমি কে, কি, না কে? গিরী ঠাকুরপকে ডাক।

গিরী। (নেপথ্যে) তিনি দোরের আড়াল থেকে শুনেছেন, বলুন না, কি বলবেন?
(গিরীর প্রবেশ)

কাল।। (বসন্ত) বেটী আমার উপর ছকা-বাজী কর্কেন, বেটী কি সেজেছে। (প্রকাশ্যে) দেখুন, আমাদের ছেলে, দশটা বিয়ে করে হান হয় না, দে মশাবাবুর আপাত, তিনি একটার বেশী বেবেবেন না। চারিটি মেয়ে হাতে আছে, কোন রকমে বাগিয়ে ঘরে পুকন। একটা বিয়ে কীড়া করুন, আপনি একটা করুন, ছেলের একটা দিন, আর আমার পুঁথিপুঁথুর দিন।

গিরী। ও মা, আমি বিয়ে কর্কো কি গো?

কাল। তুই না, তুই না—গিন্নী করুন।
ছোকরা সেজে, ঠেঙের চাপকান প'রে
দিনকতক মণি ওয়াকে বেড়াতে হবে।
আর ভাখ, তোর বরাং খারাপ—
তাকে মরিচ সহরে নিয়ে যাবে; তারা
খবর পেয়েছে, তুই ধুলোমুটো ধরিস কি
রূপমুটো হবে!

গিন্নী। ডাকরার কথা দেখ।

কাল। 'ডাকরার কথা দেখ!' আচ্ছা,
তোর অনন্তগাছটা বাজী। কিন্তু যেন
একটিবার! তুমি যে রাত-দিনই ধুলো-
মুটো ধরিস, আর রূপমুটো করিস, তা
হবে না।

গিন্নী। দাখ ডাকরা, তোর নাক কেটে
দেব।

কাল। আচ্ছা, নিয়ে আর তোর ষটা!
তোর হাতে থাক বঁটি, আর আমার
হাতে দে অনন্ত। নে, অনন্ত খোল,
আমার হাতে দে! এইখানে বসলুম
আমি, আর ঐ মুটো ধর। (গিন্নীর
অনন্ত দান) নে ধর!

গিন্নী। কৈ, রূপ হ'ল কৈ?

কাল। তোর কপালে হ'ল না, তা আমি
কি করো? (গমনোন্মত্ত)

গিন্নী। ও ডাকরা! কোথা যাস?

কাল। ডাকরার দোকানে।

গিন্নী। অনন্ত দিয়ে যা।

কাল। সে কি, আমার ছেঁড়া চাদরখানা
বেচব নাকি?

গিন্নী। পাহারোলা,—পাহারোলা।

কাল। পাহারোলা,—পাহারোলা! এই
মাগী—জলদি আও! স্বর, পাকড়ো!

গিন্নী। ও মা, বেটা বলে কি গো!

কাল। পাকড়ো পাকড়ো পাহারোলা।
[কালার্টাদের গ্রন্থান।]

গিন্নী। ও মা, কি সর্বনাশ! ও মা, কি
সর্বনাশ!

[গ্রন্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:—:—

পথপার্শ্বে দোকান।

উড়েনী। (গীত।)

ভদরক ছাড়ি মূ আইলা।
কিরি অড়া অড়া মূ ঘইতা না পাইলা।
জিবে পুনা সহর, হবে মেলা যবর,
যাউচি বসা ছাড়ি, উঠিব হেলগাড়ী,
তেতুড়ি দি কিরি পকাড খাইলা।

কাল। তু বিয়া করিব পরা?

উড়েনী। করিব, যাইচি পুনা সহর, সাব
বিয়া করিব।

কাল। তাকে এখানে একটি ভাল বর
দিতে পারি, সেমতি উড়া।

উড়েনী। মূ উড়া বিয়া করিবনি, সাব বিয়া
করিব, মূ ইংরাজী ভাষা শিখুচি, ম্যাজিক
শিখুচি, মূ উড়া বিয়া করিবনি, সাব
বিয়া করিব।

কাল। সাব বিয়া করিবে কাই?

উড়েনী। কাই কি?

(জনৈক উড়ের প্রবেশ)

মূ যব সাব দেখিব (উড়ের হাত ধরিয়া)
এমতি হাত ধরিব।

উড়ে। মলা! ইরে কঁড়?

কাল। কিছু বলিস্ নি, কিছু বলিস্ নি,
উড়ে ম্যাম্। ম্যাম্ সাব, কঁড় করিবে
বল।

উড়েনী। বলিব জাও, ম্যাম্ সেকটু। সে
বলিব মিসি বাবা কঁড় বলুচি। মূ বলিব,

তোতে বিয়া করি কিসি করিব, সে
হাসি কিরি বলিবে গেড়ী।

কাল। গেড়ী কঁড় ?

উড়েনী। সাব লোক ম্যামকে বলে গেড়ী।

কাল। বল বল—গেড়ী।

উড়ে। ছোড়ি দে; মু পারিবু নি।

কাল। আরে কেন বিদেশে জান খোয়াবি ?
ও খ্যাপা ম্যাম্।

উড়েনী। বস বস্।

কাল। বস বস, যা বলে শোন।

উড়েনী। মু সাবর সাথে বসি খানা খাইমু;

সে বসিবে এমতি, মু বসিব এমতি,

সেমতি শাড় পতা পাড়িবে, পঁকাড়

চারিবে, সিকি মাছের ঝোল দিবে;

মু মাথিকিরি তার ব্যাতে দিমু, সে মোর
ব্যাতে দিবে।

কাল। এই তুই খানা খেলি, তোর জাত
পলা।

উড়ে। খানা খাইল কেই ?

উড়েনী। খাইলা কি, তুই খাইলা নি ?

উড়ে। বাপলো বাপলো।

[প্রস্থান।

উড়েনী। খাইলা নি, তু খাইলা নি ? কুড়
বুঢ়ো, বস বুঢ়ো, নৈশুরা যমঘর যা, যম-
ঘর যা।

কাল। উড়েনী, ও কে তা জানিস্ ?

উড়েনী। ও মড়া বঁস বুঢ়ো।

কাল। গালাগাল দিসনি, গালাগাল দিসনি,
ও লাট সাহেবের বেটা, উড়ে সেজে
আছে।

উড়েনী। ও পানকি বেহারী, মু জানি,—
লাট সাব'র বেটা।

কাল। না না, ও সাব, গোসা করি উড়্যা
বউটি, কাঁধা বউটি।

উড়েনী। সাব! মু বিয়া করিব, মু বিয়া
করিব!

কাল। ও তোরে বে করে, তবে তু!
দেখি আমি!

উড়েনী। সাব! তু দেখ, তু দেখ, মু বিয়া
করিব! তোতে দিটা টকা দিব!

কাল। তা তুই টাকা আনুগে যা।

উড়েনী। তু মোর ঘরকু আ, মু ঘটি বাঁধা
দেইকিরি টকা আনিব। ঐ খোলা ঘর
মোর।

[উড়েনীর প্রস্থান।

(কাঠকুড়ানীগণের প্রবেশ)

কাঠকুড়ানীগণ। (গীত।)

সেঁইয়া নাচাওয়ে ভাল ময় লেকড়ি কুড়াতি,
তাড়িখানা আবি যাতি।

মোহনবাগানমে রহনাউলী,

মজ্জেমে নাচনাউলী,

হাঁসকে কহে বহুত মিঠি বুলি,

সেঁইয়া শুনুকে, মহলি ভুনুকে,

মুখে দেওয়ে ফের তারি লাওয়ে,

সেঁইয়া শিয়ে, ময়তি পি যাতি ;

গাহানা বাজানা সারি রাতি।

কাল। এ রাপি, এ রাপি !

কাঠ-কু। বাবু হাঁসি করে! দে বাবু, এক
পরসা দে।

কাল। তোম ত রাগি হার।

কাঠ-কু। হাঁ হাঁ, দে দে, একটা পরসা দে।

কাল। তোম রাগী, ফের পরসা মাঙতে হো ?

তোম জানতেহো নেই, একঠো রাজাকা
নজর তোমারা উপর আগিয়া ?

কাঠ-কু। আরে আনে দেও, কেভা রাজা
দেখলিয়া।

কাল। তোম ঠাটা মালুম কবুতা ? মুরশিদা-
বাদকা রাজা হার, কাল হিয়া আও,
তোমকো দেখলায়গা।

কাঠ-হু। দেখ্‌লারগা কেয়া?

কালা। তোম ডো মোহনবাগানের রহেতা?

হ'রা তোমকো দেখা। কাল তোমকো

সাথ দেয়ারকে হাম দেখ্‌লারগা।

কাঠ-হু। আচ্ছা, আচ্ছা, চ'লে চল, এ বাবু
বড়া হাসি করে!

[গ্রন্থান।

(জটনক বাঙালনীর প্রবেশ)

বাঙালনী। (গীত।)

বাদ সাধিস না, পরান বধিস না,
কোহিল ডাহিল না,

শ্রামটান আমার পলালো।

সজোরে হাত ছিনাইরা।

কাল পেরে রড় দিল।

ছোট্টাম সব পাছে পাছ,

ধুববে বিনে কবুলাম আঁচ,

কিনে ধবুতে নাবুলো রে—

বুল দিয়ে চবুলো শ্রাম কদম-গাছ,

অমনি লাগলো দাঁতি বজ্রাম হার কি হ'ল।

কালা। হ্যা রে! বড়দিনের দিন সং দিতে
পারবি?

বাং-নী। তা ত পারমু না।

কালা। কেন জুখে মচ্ছিস? সং কি আর

ন। মাথায় সিঁদুর দিয়ে দাঁড়াবি, এক

জন তোকে বে কবুবে, তোরো বঠুম
না? —সেই।

বাং-নী। এ হলি পারি।

কালা। তোর বাড়ী কোথা?

বাং-নী। এই যে বাবু ছুঁড়ীটে দেখা যায়।

কালা। আচ্ছা, আনি কাল নিয়ে যাব
তোকে।

বাং-নী। হ্যা বাবু, একটা বঠুম কঠুম হলেই

হ'ত ভাল। নবদীপে এসে, গৌসায়ের

পালে হাত বার ক'রে মূড়ি দিয়ে বসে-

লাম, একটা বাবু পাঁচ সিকে কিনেলো,

ভাব্‌লাম, বুঁকি বরাড কেবুলো! বাবু

বলে বাঁদীগিরি কর, হ্যাগা, বাঁদীগিরি

কবুবার জন্তি কি কুলের বার হলাম?

কালা। তা ত বটে, তা ত বটে, যা যা।

[বাঙালনীর প্রস্থান।

(জটনক টহলদারের প্রবেশ)

গীত।)

জয় রাম নারায়ণ, জয় গোবর্দ্ধন,

জয় বুদ্ধাবলী হনুমান্‌জী,

জয় অশোক-কানন, কালীর-দমন

জয় ভজন রাধা মানজী।

কালা। ওরে ওরে!

টহল। বাবুজী, এ যে গান বেঁধে দিয়েছ,

বড় হুত হয় না! সব টহলদাররা বন্ধে,

কেমন খাপছাড়া!

কালা। তোরে বা-বলেছিনুম, তার কি
ঠাউরালি?

টহল। আজ্ঞে সে—কে—বে—দেবে?

কালা। তা বর, জুখে মর! আমি কি

কর্কো বল? ভাল পশ্চিমে কায়েরতের

মেরে, একটু খোঁটাই বুলি! বরজা-

নায়ে রাখবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবি।

টহল। আজ্ঞে, তা ঠাউরে দেখি, টহলদার-

দের সঙ্গে পরামর্শ করি। আপনি

একটি ভাল দে'খে গান বেঁধে দেবেন?

কালা। তা দেব, বাস আমাদের বাড়ী। ও

টহলদারের সঙ্গে পরামর্শ করিস্‌ নি,

তাংটি দিয়ে আপনারা বে কবুবে।

[টহলদারের প্রস্থান।

(অমূল্যের প্রবেশ)

অমূল্য। কি হে, তুমি মাকে রাজী করুতে

পেরেছ?

কালা। আর রাজী করব কি? আপ-

নারের বাড়ী চোকাই তার হল!

অমূল্য। কেন হে, কেন হে?

কাল। ঐ কাল দালা—আমি গিন্নীর কাছে বাড়ি—বসে বেরো। আমি চলে এসুম। তুনেছি নাকি গিন্নীর অমৃতটুকু লিজে এনেছে। আর পারিনে মশাই, পারিনে; আলাতন হয়েছি।

অমূল্য। তাই ত, তাই ত, কি হবে!

কাল। সে কথা বাক, আপনি বে ক'রে ফেরেই হবে। কুসম্বাসের দিন বাগানে সরগরম ক'রে বে করবেন, কে কি বলে। বড় লাটের মত, যাঁরা যাঁরা বে করবে, তাঁরা খেতাব পাবে, আর ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হবে। সে বাক, এই যে সন্দেশওয়ালার দেখছেন, একে ত সবুজ নিশেনওয়ালারা হাত করে। তাঁদের ক্যাসান দেখে ওর বড় পছন্দ হয়েছে। এই সবুজ নিশেনওয়ালারা এল বলে, আপনারা লাগনিশেন নিয়ে ক্যাসান সঙ্গে ক'রে এসে পড়ুন। ও বে দিকে ছুঁকবে—ওর চেঁচ টাকী—একবারে নেয়াল হয়ে যাবে।

অমূল্য। বটে বটে? আমি নসেকে নিয়ে আসছি

কাল। ক্যাসানকে সঙ্গে ক'রে একজন নিশেন নিয়ে চলে আসুন।

[অমূল্যের প্রস্থান।]

(দুই জন লোকের প্রবেশ)

১ম লোক। Politics for India and India for politics

কাল। আপনারা সবুজ নিশেন?

২য় লোক। হাঁ।

কাল। বুদ্ধ কর্কেন?

১ম লোক। হাঁ।

কাল। আপনারা জামিরেল পেয়েছেন?

২য় লোক। না।

কাল। তবে ঐ সন্দেশওয়ালাকে হাত করুন, ওর চেঁচ টাকী।

১ম লোক। তবে বাই, Propose করি।

কাল। ধরবার না। আগে আপনারা ক্যাসান পাঠিয়ে দিন।

২য় লোক। আমাদের ক্যাসান নেই। সে Social reformerদের বলে।

কাল। কর্তে হবে, নইলে বেহাত হ'ল, ওর চেঁচ টাকী—সাকান গে—আপনারা দলের একজন লেডীকে।

১ম লোক। কি রকম সাকান?

কাল। চুপি চুপি বলে দিই শুধু—কেউ না শোনে। (কর্ণে কথন)

২য় লোক। ওহে, এ একজন un-expectedly, মশাই, আমরা এসুম বলে। আপনি ততক্ষণ canvas করুন।

[দুই জন লোকের প্রস্থান।]

কাল। দোকানী ডায়া, দোকানী ডায়া! দোকানী। কি চাই মশাই?

কাল। দুটো লোক কি বলে গেল জান? ডোয়ার পরসার বাজ লুট কর্কে, নিশেন নিয়ে সেজে আসছে।

দোকানী। ওঃ, লুটের বিলম্ব আর কি! যাও যাও!

কাল। আমার বলে গেল, তাই বললুম।

(ভিখারিণী বালিকার প্রবেশ)

ভিখা-বালিকা।— (গীত)

শোন ললিতে হুতোরে বলি কৃষ্ণ-প্রেম কুটে-কুটে ওল।

খাওয়ার কাঁচা তেতুল টোকো বোল ॥

কৃষ্ণ-প্রেম বে খায়,

ওলগুলিরে ওলের মতন ব্যাভে লেগে যায়, অকস্মে তবে লিঙ্গ হবে,

নৈলে কাটবে নালি হরবে বোল ॥

ভিখা-বালিকা। কৈ পরমা ভালো না?

কাল। ঐ লকে বেটা আসছে! শোন শোন, এ দিকে আর!

[কালচাঁদ ও ভিখারিণী বালিকার প্রস্থান।]

দোকানী। ওরে হীরে, বলে লুট কর্কে।

হীরে। আজ্ঞে, তা পারে। সব লাগ নিশেন তুলেছে, সবুজ নিশেন তুলেছে। হুপ্তে মাতন ক'রে বেড়াচ্ছে।

দোকানী। অ্যা, বলি কি রে ?

(কালার্টার ও ভিথারী বালিকার
পুনঃপ্রবেশ)

কাল। দোকানী ভায়া, বিপরীত কারখানা।

দোকানী। মশাই! কি করি ?

কাল। তোমার বাক্সটা কৈ ? নুকোও ঐ
করলার ভেতর। আর তারা যা বলে,
ওনে বেও, তা হ'লে কোন ভয় নেই।

দোকানী। কোম্পানীতে কিছু বলবে না ?

কাল। লার্টসাহেবের কাছে দরখাস্ত ক'রে
তিন দিন লুটের পাশ পেয়েছে,
(স্বগত) ঐ এলো, আঁচিলটা পরি,
কালার্টার হই।

(লক্ষ্মীচরণের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। তবে রে বেটা, এইবার তুই কালার-
টার্ট। এই তুই আঁচিল পরেছিস্।

কাল। হাঁ।

লক্ষ্মী। কেমন, ধরেছি ?

কাল। ধরেছ।

লক্ষ্মী। তবে দে বেটা, অনন্ত দে, গুড়গুড়ির
রূপ দে।

কাল। তুমি তো ভাবি বেকুব হা! তোমার
তফাৎ থেকে দেখছি, আমি কি আর
পালাতে পারব না ?

লক্ষ্মী। তবে পালালিনি কেন ?

কাল। তোমার মানিকওলা ক'নে একনি
দেখাব।

লক্ষ্মী। হ্যারে, তুই কি পাগল হয়েছিস্ ?

কাল। এস, ঐ খোলার ঘরের ভেতর এস,
নত্যা মিথ্যা এখনি টের পাবে।

লক্ষ্মী। হ্যারে, তুই কি বলছিস্ ?

কাল। কি বলছি! এ মেয়েটি, কি বলছ ?
মনে করেছ ভিথারীর মেয়ে ? হু-জোড়া
নূতন গুড়ের সন্দেশ খাওয়াও দেখি—
ও খেতেই চাইবে না—এক জোড়া
মোণ্ডা খাইয়েছ কি পাঁচশো টাকার
কোম্পানীর কাগজ এখনি ফুলেছে।
এ বামুনের মেয়ে, মনে করেছি, আমি
একে বে কর্কো। পাঁচ জোড়া সন্দেশ

খাইয়ে আড়াই হাজার টাকা ধেরোছ।

এই তো পাশে দোকান, নতুন গুড়ের
মোণ্ডা খাইয়ে দেখ, নত্যা মিথ্যা এখনি
বুলবে।

ভিথারী-বালিকা। না, মই খাবুনি, মোণ্ডা
লারবো, মই কাগজ তোলাব।

কাল। ভুলিয়ে ভালিয়ে এক জোড়া মোণ্ডা
খাওয়াতে পার, পাঁচশো টাকার কাগজ
মেয়ে দে চ'লে যাও।

লক্ষ্মী। দাও তো হা, এক জোড়া নূতন
গুড়ের কস্তুরো দাও ত!

ভিথারী-বালিকা। উ'হঁ, আমি ঠোঁট টিপে
বসবু, আমি খাব নি।

লক্ষ্মী। তুই শিথিরে পড়িয়ে ঐ করেছিস্,
না ?

কাল। মশাই, আর এক কথা বলি ত
এখনি আমার মাস্তে আসবেন! আর
এ সব আগে আনতুম, না মানতুম!
আমাদের সব খিষ্টানী মত ছিল।

লক্ষ্মী। কি কি, কথাটা শুনি ?

কাল। পাঁচ জোড়া সন্দেশ যদি আমার
খাইয়েছ আর যদি ছোটো জল খাও-
য়াতে পার, এ বেটা কোম্পানীর কাগজ
তুলতে তুলতে মার্কের দোড়।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, দেখি বেটা, তোমার কত ভিন্ন-
কুটী! দাও ত হা, জোড়া পাঁচেক
কস্তুরো দাও ত।

কাল। এই এক জোড়া খেলুম।

লক্ষ্মী। ফের খা! দাও ত হা আর চার
জোড়া।

কাল। আমার দায় হো'ব নেই, আর এক
জোড়া ফের খেলুম।

লক্ষ্মী। নে নে, খা খা।

কাল। (ভিথারী-বালিকার প্রতি) আরে
তুই দেখছিস্ কি? তোকে পাহারোলা
ধরকো, পালা পালা! সেই কাগজগুলো
ফেলতে ফেলতে ছোট।

[ভিথারী-বালিকা ও পশ্চাতে
লক্ষ্মীচরণের প্রস্থান।]

ধর ধর, পাঁচালি ! তুই দোকানদার ।
জাল পরসা দেবে, বেগুন পরসা হাতে
দেবে, অমনি পাঁহারোলা ছেক, ও তারি
জালিয়াৎ ! ওর ভরে ভরে মোঙা
খেলুয় ।

দোকানী । তবে ঠাকুর, তুমি সন্দেশ
খেয়েছ, তুমি পরসা দাও ।

কালী । তুমি শু আগে পাঁহারোলা ধরাও,
আমি শু তোমার দোকানেই বসে
আছি, তোমার পাঁচ জোড়ার দাম
দশটা পরসা বৈ ত নয় ? এই আমার
ট্যাকেই আছে ।

(লক্ষীচরণের পুনঃ প্রবেশ)

কেমন মশাই, কাগজ পেয়েছেন ?

লক্ষী । তবে যে বেটা, এই তোমার কোম্পা-
নী কাগজ ? বেটা একচেয়ে গেজেটের
খাতা দিয়ে সড় করেছে ।

কালী । আমি কি করোঁ, বললুম নতুন
গুড়ের মোঙা খাওয়াও ।

লক্ষী । দাঁড়াও, তোমার শেখাজি ।

কালী । (জনান্তিকে) দোকানী ভায়া,
পরসা নাও ।

দোকানী । মশাই, পরসা দিন, যাকে
শেখাতে হর শেখাবেন ।

কালী । দোকানী ভায়া, ডাক পাঁহারোলা,
পাঁহারোলা, ধর শালার গলার কাপড়
দিয়ে, ধর, জোর করে ধর । আমি ডেকে
আনছি, পাঁহারোলা, পাঁহারোলা !

[প্রস্থান ।

লক্ষী । ওরে ছাড় ছাড়, গলার লাগে ! কি
হয়েছে বল ?

দোকানী । মশাই, বোচ রির আর বারগা
পাওনি ? আমার কাছে জাল পরসা
দিতে এসেছ ?

লক্ষী । কেন বাপু, জাল পরসা কি ?

দোকানী । ট্যাকশালের পরসা আর
আমি চিনি নি ? এই ট্যাকশালের
পরসা ? আমার বোকা পেয়েছ ?

লক্ষী । আজ্ঞা বাপু, তুমি আমার ছেড়ে

ও । এই ছটি টাকা নাও, এ ত আর
জাল টাকা নয় ?

দোকানী । দেখ ত হীরে, এ জাল টাকা
কি, কি ?

হীরে । না না, ও ঠিক টাকা গো,—ও ঠিক
টাকা । নিদেন রূপটাও ত থাকবে ।

লক্ষী । এবার বেটাকে পেনে পুলিশ
ধরিয়ে দিবে তবে কাজ ।

[প্রস্থান ।

(খাণ্ডু সহিত কালীচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)
কালী । দোকানী ভায়া, দোকানী ভায়া,
পাঁহারোলা ত সব মরিচ-সহর চালান
হয়েছে । তোমার নতুন গুড়ের মোঙা
কত আছে ?

দোকানী । আজ্ঞে, সের দশ বার ।

কালী । আর চিনি সন্দেশ ?

দোকানী । আজ্ঞে, সেও পাঁচ ছ সের হবে ।

কালী । দাও, ঐ লোকটাকে দাও, মরিচ-
সহরে তোমার নাম বেজে যাবে ।

দোকানী । ও যে খাণ্ডু মশাই !

কালী । আরে শোন না কথা, বা বলি
শোন না । মরিচ-সহরের লোকই অম-
নিতর । ওদের জমাদার বড়বাজারের
দাম চুকিয়ে দিবে এখনি তোমার
কড়ার গণ্ডার চুকিয়ে চলে যাবে । কি
রে, তোর ঠিকানা মনে আছে ? সেই-
খানে রেখে আর । আর শোনি, কিরে
এলেই এইখানে তোর মূটে-ভাড়া দেব ।

খাণ্ডু । হামার সব মালুম আছে ।

কালী । তবে যা, বেরিয়ে পড় । দোকানী
ভায়া, সে লোকটাকে ছেড়ে দিলে
না কি ?

দোকানী । আজ্ঞে মশাই, আমরা দোকান-
দার, দুটো টাকা নিয়ে তবে ছেড়েছি ।

কালী । সর্বনাশ করেছে, দেখি দেখি কি
টাকা ?

দোকানী । কেন মশাই ?

কালী । নতুন খানের তাঁবার আওরাজ
ঠিক রূপার মতন । ও বুড়ো বেটা
টাকাও জাল করেছে । তুমি বার কর ।

এই দেখ, এই নতুন খানের ডাঁধা দেখ।
ঠিক টাকার মতন আওয়ার। এস
এস, ছুনি লেকরার দোকানে দেখাবে
এস। পোকারে এখনি চিন্বে। এস
এস, সীগির এস।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।]

দোকা। হাঃহাঃ খুব সৎ, কি বলিস্ হীরে ?
হীরে। আজ, ওর কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে,
ছুটো টাকা নিয়ে হুন্ হুন্ করে চলে
গেল।

(ক্যাসানদর সহিত লাল ও সবুজ
নিশানধারী দলের প্রবেশ)

(গীত ।)

লাল ক্যাসা। তোম কোন্ হার ?
সবু ক্যাসা। তোম কোন্ হার ?
লাল ক্যাসা। হাম ক্যাসান।
সবু ক্যাসা। হাম ক্যাসান।
লাল ক্যাসা। তোম চোপরাও।
সবু ক্যাসা। তোম চোপরাও।
লালদল। ব্রাভো ব্রাভো ক্যাসান দেখা
জান।
লাল ক্যাসা। তোম চলা যাও।
সবু ক্যাসা। তোম চলা যাও।
সবুদল। ব্রাভো ব্রাভো ক্যাসান সেট
দেম্ ডু হোরাট্ দে ক্যান
লাল ক্যাসা। হোল্ড ইয়োর টং ইউ
উওয়ান।
সবু ক্যাসা। হোল্ড ইয়োর টং ইউ
উওয়ান।
লাল ক্যাসা। বোলো তেরা কেয়া মিশান ?
সবু ক্যাসা। বোলো তেরা কেয়া মিশান ?
লালদল। পোশিরাং রিকমেন্শেন্।
সবুদল। পলিটিক্যাল অ্যাজিটেশন্।
উভয় ক্যাসান। হট্ হট্ হট্ হট্ আপনার
ঠাই আপনার আপনার মান। কশন্
কশন্ বেদলী করগা গ্রেট নেশান,
উভয় দল। বেদলী গ্রেট নেশান।
হিরার ইজ্ ডিমনস্ট্রেশন্।

বেদো। (দোকানীর প্রতি) আপনি
আমাদের জাঁকরেল হোন।

নসী। (দোকানীর প্রতি) আপনি আমা-
দের ট্রেকারার হোন।

বেদো। ছাড় নসে।

নসী। ছাড় বেদো।

দোকা। হীরে হীরে, এ কি রে ?

হীরে। কে জানে।

[প্রস্থান।]

(কালাচাঁদের পুনঃপ্রবেশ)

কালা। ধর টেনে।

সবুদল। (দোকানীর প্রতি) আপনি হোন,
লেক্ট্ জাট।

লালদল। (দোকানীর প্রতি) আপনি
হোন অ্যাড্ জাট।

কালা। পাড়ি লাগাই দিন কিনে।

[বাস্তব লইয়া প্রস্থান।]

[ছাড় বেদো, ছাড় নসে করিতে করিতে
উভয় দলের দোকানীকে লইয়া প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য।

— — —

রাস্তা ও কুঁড়েঘর।

কালাচাঁদ ও উড়ে।

কালা। ওরে, তোদের অড়া স্তম্ভ কবে
চালান দেবে ?

উড়ে। কৌটি ?

কালা। মরিচ-সহরে। কিছু তনিস্ মি ?
কোম্পানীতে আর উড়ে রাখে না—
ঢ্যাঁটার নিয়ে গিয়েছে। আমি তোরে
বাঁচাবার উপায় করেছি, এখন তুই
করে হর।

উড়ে। কঁড় করিব বাবু, কঁড় করিব ?

কালা। তুই যদি সাহেব সাহেবে পারিস্—
আর যে জিজ্ঞাসা করবে, বলবি আমি
সাব—তা হ'লে এ বাবু বেঁচে বাস।

উড়ে। যুঁত ইরাজী জাণিচি না।

কালা। তাই ত, কি হবে। দেখ, বেশ

কথা। সে ভিক্তি ব্যাপক যে কত, সে তোকে পছন্দ করেছে। আমিও তাকে বলেছি, তুই ভাববে, তোরে যে কয়েই সায়েব হবে তুই চক্রে বেড়া, আর তোকে বর কে? খবরদার, তোরে জিজ্ঞাসা করে বলিস নি তুই উড়ে—বলবি, আমি সাব। আমার একটা সায়েবের পোষাক আছে, সেইটে তোরে দেব। বা, বাড়ীর তেতর বা, পাহারোলা আসছে।

[উড়ের গ্রহান।

এই ত সায়েব বর ঠিক হ'ল।

(টহলদারের প্রবেশ)

কাল।। বল, কি ঠিক করি? খরজামারে থাকবি, না ঘুংগে বরবি?

টহল। খরজামারে রাখবে?

কাল।। হঁ, লাগার ঘেরে, আগরের ঘেরে, তার বাপ কি জামাই-বর কতে বেবে? তা হ'লে কি আর বর জুটতো না? তোরা বড় ভাগ্যি জানিস, মেয়েটা তোকে দেখে মোহিত হয়েছে।

টহল। দেখেবেন বাবু, খরজামারে যদি রাখে ত আমি বিরা করি।

কাল।। তবে আর তোরে বলছি কি মাথা-মুহু! দেখ, সে তার বাপকে বলেছে যে, মুর্শিদাবাদের জমিদারের ছেলে। খবরদার, কেউ জিজ্ঞাসা করে বলিস নি যে, টহলদার।

টহল। তা বল না, খরজামারে রাখবে তো?

কাল।। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোরে একটা পোষাক দেব, সেইটে পরিস, বা, এখন বাড়ীর তেতর বা। এখন বা।

[টহলদারের প্রস্থান।

(বাড়ালদার প্রবেশ)

বাড়। বাবা ঠাউর, বাবা ঠাউর। লও সাজবার বস্তু, সং সাজব, বাবা ঠাউর, যদি বৈরাগী একটা দেখে দাও।
কাল।। বৈরাগী কি রে? ভাল গোসাই

তোরে দেখে দেব, তোরে সেবাবাদী করবে। সেই গোসাইয়ের ভো মক, তা নইলে তোরে সং সাজতে বলছি কেন? আর বড় মলা হবে। লুকে সং, সত্যিকের সত্যি। সে গোসাই তোরা গলায় মালা দেবে, তুই তার গলায় মালা দিবি, তার পর তার সেবাবাদী হবি।

বাড়। এ হল আমি সাজতে রাজি।

কাল।। তবে বাস, সে বাপানে বাস।

বাড়।। আচ্ছা বাবা ঠাউর। আমি চন্দ্র-মুখ। তাহো, গোসায়ের সলায় পরে আমি হুল ছেড়ে আইছি।

কাল।। পাবি, কিট নাহব পাবি। কিন্তু তোরে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোরা বরস কত ত বলবি বাট।

বাড়।। না বাবা ঠাউর, পচিশ পাঁচ হয়নি।

কাল।। সে ত দেখতে পাচ্ছি। যদি বাট বলিস, গোসাই বুঝবে, তুই ভারী রসিকা।

বাড়।। বটে বাবা ঠাউর, বটে! বাবা ঠাউর, তাই বলব, তাই বলব।

কাল।। বে জিজ্ঞেস করক, বরং বাটের উপর থাকি, তবু নীচে না।

বাড়।। আচ্ছা বাবা ঠাউর—আচ্ছা।

কাল।। বা বা, সেই বাবুর বাড়ী বা। চিনতে পারি?

[বাড়ালদার প্রস্থান।

এই কাঠকড়ানী বেটা আসছে, বেটা ভাঙে ত মচকার না।

(কাঠকড়ানীর প্রবেশ)

কাঠ-হু। এ বাবু, কাঁধে তেরা জমিদার?

কাল।। সেই বাগানে, ভাল নাচাচ্ছে।

কাঠ-হু। ভাল নাচাতা?

কাল।। নাচাতা নেই? তাকি খাতা, আউর ভাল নাচাতা, আর দুগড়ুগী বাজাতা।

কাঠ-হু। আচ্ছা বাবু—আচ্ছা বাবু, হাম চলে।

[প্রস্থান।

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি। ছুই বর ত সাজিয়েছি।

কাল। তবে তুমি তাদের নিয়ে এস; আর
বিশেষর ভায়া তো ক'নে সাজাতে
গিয়েছে? আমি তবে তাদের নিয়ে
চলুম।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

—০—

বাগান।

বিশেষর, নদীরাম, কাঠকুড়ানী, বাঙালনী,
উড়েনী, ওজনদার ইত্যাদি।

নসে। ক'নে সব কই?

বিশে। এই যে সার সার সব দাঁড়িয়েছে।

নসে। লালচাঁদ বাবু কোথা?

বিশে। এই এলেন বলে।

(কালচাঁদের প্রবেশ)

কাল। মশাই! আপনাদের জিত। বর
ক'নে সব হাজির, এখন অমূল্য বাবুর
বাপ এলেই হয়। এইবারে যান, সেজে
আসুন গে।নসে। লালচাঁদ বাবু! এদের ত তুমি
যা বললে বল, তা বোধ হচ্ছে না।কাল। জিজ্ঞাসা করুন, মশাই! মেয়ে-
মাছুষ, ছুবছর কমিয়ে বলবে, তবু
বাড়িরে বলবে না।

বিশে। তা ত বটে,—তা ত বটে।

কাল। জিজ্ঞাসা করুন,—জিজ্ঞাসা করুন।

কাজ সেরে নে বেরিয়ে পড়ুন।

নসে। আপনার বরেনস?

উড়েনী। দিকুড়ি পাঁচ।

নসি। আপনার বরেনস?

কা-কু। পচাশ হো চুকা।

নসী। আপনার?

বাঙালনী। এই বাইট বলেন, পয়ষটি
বলেন।

নসী। অ্যা, এদের এত বরেনস হবে?

কাল। মশাই! এরা বেধা থাকে, সেধা

কল হাওয়া কেনন! বান বান, মেজে
আসুন গে, দেখি কর্কেন না,। সবুজ
নিশানওয়ালারা একজন সাজলো।নসে। আচ্ছা লালচাঁদ বাবু, আপনি তত-
ক্ষণ বে দিন।

[প্রস্থান।

কাল। যা যা এর ভেতর বা।

উড়েনী। মলা! এ কুপ, মু যাই, পারিবে নি।

কাল। যা যা, জল নেই, সারের অমনি
শুধু তোরে বে কর্কো? ওদের পাংকো
থেকে তুলে বে কর্কো হয়।

উড়েনী। মু ডর লাগুচি, মু পারিবে নি।

কাল। পারবি নি? তবে বা, তোর
বরাতে সারের নেই।উড়েনী। রাগুচি কাইকি,—রাগুচি কাইকি?
মু নামুচি, মু নামুচি।

(কুপমধ্যে গমন)

কাল। বিবি! তুমি এর ভেতর সোঁধোও।

কা-কু। কাঁহে?

কাল। সে সোখীন জমিদার, তার একটা
সক তুমি রাখবে না? তার সক হয়েছে,
তোমার ইচ্ছা হয় নাবো, না ইচ্ছা হয়
চলে যাও।

কা-কু। ও তো ভাল নাচ্ছা?

কাল। আঃ! ঠুম্‌কি-ঠুম্‌কি।

কা-কু। ও ত তাঁড়ি পিতা?

কাল। ঢকাঢক! দু'হাতে দু'কলসী
তাড়ি নিয়ে ওর ভেতর নাববে। দেখ
দিকি—দেখ দিকি, হয় ত এক কলসী
ওর ভেতর লুকিয়েও রেখে গিয়েছে।
ঐ এল এল, নাব, নাব।

(কাঠকুড়ানীর ড্রেণের মধ্যে গমন)

কাল। নাও, ব'সো।

বাঙালনী। বাবা ঠাউর! গোসাই ত চরণে
রাখবে?কাল। তুই একটি গান ধ'কি, আর অমনি
মোহিত হয়ে তোরে বাড়ী নিয়ে যাবে।
নিধি। অত কর্কো হবে না,—অত কর্কো
হবে না, গলার মালা দিলেই হবে।

পাঁচ ক'নে।

২৫১

কাল। নাথ, পাঁচ বাঁধা পাই পরস্পর
ছড়িয়ে থাক।

বাঁধালম্বী। বাঁধা চাউর। ছুটি খই কড়ি
ছড়াও।

(সিক্তবরের প্রবেশ)

বিধে। কি ছে, বরেরের সব বিহাশাল দিয়ে
রেখেছ ত ?

সিক্তে। সব ঠিক আছে।

বিধে। কোথার রেখে এলে ? পালাবে
না ত ?

সিক্তে। হঁ, ভায়া বে চাট ধরিয়েছেন, মারলে
ন'ড়বে না। একজনকে আক-বনে
রেখে এরেরি, আর একজন আমড়াভলার
ব'সে আছে।

কাল। আমি স'রে পড়ি। লক্ষীচরণ
আসছে। দেখ, বরগুলো ঠিক সময়ে
যুগিয়ে দিও।

সিক্তে। তার ভর নাই, ঠিক ডাকব।

[কালচাঁদের প্রস্থান।

(অমূল্য, লক্ষীচরণ ও বনবিহারিণীর প্রবেশ)

অমূল্য। বাবা! তোমার আমার সঙ্গে
মিছে কথা ? তিরিশ পেরোরনি।

লক্ষী। নিশ্চয়, আমি ঠিকুজী দেখেছি।

ব-বি। না, আমার তিরিশ পোরে নি।

শান্তি। পোরে নি ? ডাক ত কালচাঁদকে।

ঐ ঐ, চোখে কাপড় দিয়ে আসছে। এই

কামা পুরু ক'। ডাক ডাক, কাল-

চাঁদকে ডাক, ওহো! ঐ দেখ।

ব-বি। আচ্ছা, তেত্রিশ হয়েছে।

লক্ষী। শুন্নি ?

অমূল্য। ভাল বুঝতে পাচ্ছি নি।

শান্তি। মশাই! লালচাঁদ আপনার ভরে
আসতে পাচ্ছে না। লালচাঁদ এসেই
ঠিক বুঝিয়ে দেবে।

লক্ষী। আচ্ছা, ডাকুন ডাকুন, আমি কিছু
বলব না।

শান্তি। লালচাঁদ। এস ত।

(কালচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

কাল। আমি চোখে-চোখা কাপড় দিয়ে
এসেছি।

ব-বি। এস, বর এস, বে কর্কে এস, আমার
তেত্রিশ বছর হয়েছে।

অমূল্য। তবে বে বদ্বিহলে, তোমার চৌক
বছর পোরে নি ?

কাল। আপনার বন বোঝবার ভুলে বলে-
ছিলেন। কেমন পা ? চোখে কাপড় দি।

ব-বি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বন বুঝলুম, ভূই অবন
মুখ করিসু নি। চল চল, বে কর্কে চল।

লক্ষী। দাঁড়াও, দাঁড়াও, সোনা ?

শান্তি। আপনি ওজন হোন।

লক্ষী। বাড়ী বাগানের পাটা ?

শান্তি। ওজন ছো হোন।

কাল। বর টেনে টেনে চল, বর টেনে
নিরে চল, নৈলে ডুকরে কাঁদব।

ব-বি এস এস।

[বরকে টানিয়া বইয়া প্রস্থান।

শান্তি ওজন হোন, ওজন হোন ওহে,
ওজন কর, ওজন কর

ওজনকার। দাঁড়ান মশাই! হাতের ? হাত
সারি, রামে রাম—মশাই।

	হ	কো	পো
মিত্রদের বরের বাপ	২	২	৪
পালিতদের বরের বাপ	৩	২	১৪
দে-দের বরের বাপ	১	৩	৭
দোষদের বরের বাপ	২	২	৩
সীকিদের বরের বাপ	৩	৩	১১
কয়েদের বরের বাপ	১	২	৫
বোসেদের বরের বাপ	২	৩	৭
সরকারদের বরের বাপ	৩	২	১৩

কাল। ঐ পাংকোর ক'নের বর এস।

(বরের প্রবেশ)

মশাই, দেখুন দেখুন। ঐ পাংকোরে
উল্ছে।

[উড়ের কুপনব্যো গমন।

লক্ষী। সত্যি সত্যিই বেটা সারের লেজে
এসে পাংকোর উল্ছে।

কাল। আচ্ছা মশাই। এ পাংকোর
মেয়েটাকে আনলে কি করে ?

শান্তি। বড় উবে জল পুরে।

শান্তি। পাক মাথিরে মেড়ুর কাঁধে।

আর ওটা গামলা স্নান তুলে এনেছে।

কাল। এই ড্রেনের মেয়ের বর এস।

বরের প্রবেশ)

ঐ ড্রেনে উলছে।

(টহলদারের ড্রেনে গমন)

নিধি। খুড়ো খুড়ো! যদি অহুগ্রহ ক'রে
পাঁর ধুল দিয়েছ, আমার বি-জামায়ের
কল্যাণে একটু মিষ্টি মুখ করতে হবে।
কেমন কাল, মটে মটে বর যোগাড়
করেছি। রাজার ছেলেকে রাজার
ছেলে, আবার বরজামাই থাকবে।

শিখে। দাদা, তোমার বেটার কল্যাণে এ
বান্ধা কাল। বেটাকে ফাঁকি দিয়েছি।
মুরশিদাবাদের জমিদারের ছেলে, রাজ-
পুত্রের মতন দেখতে, বরজামায়ে
থাকবে, উকীলের বাড়ার লেখাপড়া।

লক্ষী। ইয়া বেরাই! সত্যি?

শান্তি। বেরাই, তোমার কাছে মিছে কথা
কব না। মানিক, মুক্ত, মোহর, টাকা
দেখিনি, তবে পাংকোর ভেতর থেকে
এক বেটা উঁকি মাচ্ছিল, আমি আস-
তেই সেখিয়ে গেল। তবে এইটে
কিন্তু দেখেছি যে, গামলার ভেতর থেকে
যখন ঐ মেয়েটা বেরুল, স্বর স্বর ক'রে
কতকগুলি আখুলী, সিকি পড়ল।

ভার পর পিঁড়ে পেতে যখন বসালে,
চার দিক থেকে দোরানী ছড়িয়ে পড়ল।

বিধে। লক্ষীচরণ, লক্ষীচরণ! কাল। বেটাকে
ফাঁকি দিয়েছি। পাস্তর আসছে।

লক্ষী। বিবেধর, বিবেধর! তোমার
মেয়েটিকে দেখাতে পারি?

বিধে। দেখাতে পারি না কেন? এস। তবে
রাগিও না, যেমন ব'সে বর স্বর করে
দোরানী পেড়েছে, রাগলে ছাগলনাদি
পাড়বে।

লক্ষী। বিবেধর, বিবেধর! আমার সঙ্গে
কথার খেলাপীটে কল্লো?

বিধে। কি বল? কি কথার খেলাপী করলুম?

লক্ষী। আমি কি তোমার জাত রক্ষা কর্ত্তম
না?

শান্তি। না বিত্ত খুড়ো, হক কথা কইতে
হবে, তোমার কথার খেলাপী হয়েছ!

কাল। হয়েছ বৈ কি,—হয়েছ বৈ কি!

বিধে। তোমরা পাঁচজনে বল ত হয়েছ।

এখন আমার কি করতে বল, বল?

শান্তি। সে বেইমশাই বলুন। তোমার
জামাই ত আর বরজামাই থাকতে না।

বিধে। না।

কাল। মশাই! আধা বথরা ক'রেই রাজী
হবে।

বিধে। কি হে লক্ষীচরণ, কি বল? কথার
খেলাপী। এমন লোক আমার পাবে
না!

লক্ষী। এস না, যে কথা ছেল! আমার
তোমার কতটি সম্প্রদান কর—আধা-
আধি বথরা।

বিধে। এখন যে পাস্তর রেলে আসছে
“তারে” খবর পেয়েছি।

কাল। বি-জামাই নে স'রে পড়ন,—বি-
জামাই নে স'রে পড়ন!

বিধে। তোমরা পাঁচজনে বলছ, আর বি-
করি বল! অমত ত ক'তে পারি নি
কিন্তু শুনে রেখ ভাই! আধা-আধি
বথরা।

লক্ষী। বেই মশাই, সত্যি কি

শান্তি। দেখলুম ত সিকি আখুলী পড়ল
দোরানীও এখন ছড়ান রয়েছে।

লক্ষী। আচ্ছা, বা থাকে কপালে!

বিধে। আধা বথরা।

লক্ষী। দোরানীগুল ছড়িয়ে ত রাখে নি?

বিধে। না, তোমার পাস্তর এসেছে। বর
মালা প্রদান কর। (বাঙালনীর উত্থান,
সিকি ছড়ান ও বরমালা প্রদান।)

কাল। এ বে বত হুড়ুতে পারে।

লক্ষী। প'ড়েছে—প'ড়েছে, সিকি আখুলী
প'ড়েছে। খবরদার হুড়ুগনি। এই মালা
পর,—এই মালা পর।

বাঙালনী। প্রাণনাথ!

লক্ষী। আরে একে সোঁও যে ডিখারী
মারী!

কাল। তা তোমার বরাতে রাবকন্যা
হবে না কি?

লক্ষী। জাও গেল!

কাল। গেলই ত!

লক্ষী। ঠকিরেছে!

কাল। না ত কি?

লক্ষী। পরসাতে পারা মাথিরেছিল?

কাল। তবে কি আহুনি ঢেলে দেবে?

লক্ষী। জোড়োর!

কাল। চশমখোর!

লক্ষী। বেইমান!

কাল। কেমণ!

লক্ষী। কেমণ আছি, আছিই আছি।

কাল। জোড়োর আছি, আছিই আছি।

লক্ষী। আমার সঙ্গে জোড়োরি?

কাল। খেঁচ বে ভারি।

লক্ষী। চোপ বেটা!

(পাংকো হইতে উড়ে ও উড়েনীর উত্থান)

উড়েনী। তু সাব পরা?

উড়ে। তু ম্যাম পরা?

উড়েনী। হঃ।

উড়ে। হঃ।

উড়েনী। বিয়া করিবু?

উড়ে। হঃ। তু বিয়া করিবু?

উড়েনী। করিবু। সেকটতা?

উড়ে। সেকটতা।

উড়েনী। বিয়া হলো?

উড়ে। হলো।

উড়েনী। ঠিরা হ, হু তোর বাতের ঠিরা
হব।

উড়ে। হু তোর কাঁধ ধরিব।

(ডেণের ভিতর হইতে কাটকড়ানী
ও টহলদারের উত্থান)

কা-হু। তোম সাদি করে গো?

টহলদার। তোমারা বাপ ত হামকো
বরজামাই রাখে গো?

কা-হু। ই কিয়া বোলে?

কাল। ঠিক বোলতা।

কা-হু। তোম ভাড়ি পিতা?

টহল। অ্যাঃ?

কাল। ঠিক বোলতা,—ঠিক বোলতা।

কা-হু। তোম নাচ কবুতা?

টহল। একটু একটু টহল গাঁতা, এই বাবু
গান বাধ বাধকে দেতা।

কা-হু। তোম ভাল নাচাতা?

কাল। দেখ, রসিকা দেখ! বল হ্যাঁ।

টহল। হ্যাঁ বিবি! তোমার বাপ ত বর-
জামাই রাখে গো?

কাল। হাঁ হে হাঁ। রাগিও না, মালা দাও।

(মালা বদল)

(অমূল্য ও বনবিহারিণীর প্রবেশ)

কাল। কেমন মশাই! মেয়ে পার হ'ল?

শান্তি। হ্যাঁ বাবা, তুমি জাত রাখলে।

(পীত)

উড়েনী। হু হাহুতি মাণিক কাহুতি

মতি,

উড়ে। টোকি মিলিলা মতে রসবতী।

উডরে। বসি খাইবে পকাল,

হুন দিকিরি হুন দিকিরি।

কা-হু। মর আসরকি ঝিকতা হায়।

খাঁসুত কপিয়া।

টহল। বরজামাই হোণা ভাই বে কিয়া,

কা-হু। পিরালা ভর ভরকে গিরগি ভাড়ি,

টহল। কি স্বকুমারি!

উড়ে-উড়েনী। হুন দিকিরি, হুন দিকিরি।

বাভালনী। আমার কালাটাদ,

হিয়ার মাঝের টাদ,

লক্ষী। পাহারোলা, পাহারোলা,

ঐকালো বেটাকে বাধ,

বাভালনী। ও টাদ কেন রাগ,

লক্ষী। তোম আবি ভাগ,

উডরে। কি মজার লঙ সেকছি আ মরি,

উড়ে-উড়েনী। হুন দিকিরি, হুন দিকিরি।

বন-বিহা। Happy, happy, happy papr.

অমূল্য। Like a horse and a mare,

উডরে। War war red flag victory,

উড়ে-উড়েনী। হুন দিকিরি হুন দিকিরি।

ভাস্তি।

মনন ব্যাকুল, কুন্তল আকুল
অঞ্চল নেহি সামারে,—
কুকুম মারে, খেল শ্রাম ফুকারে,
ধাওত দেওত ঘন করতালি ॥

[ললিতা বাতীত সকলের প্রস্থান।

ললিতা। কি ভাবচি, কত কি ভাবচি;—ভেবে
কি হবে? পরের মন পর কি বোঝে! আমি
তার মন কি ক'রে বুঝবো? আমার মুখ পানে
চেয়ে রইল;—অমন ত চায়,—ফুলটি বুকে
তুলে রাখলে, এতে কি বুঝবো? কিন্তু বুঝছি,
আমি জন্মের মত মগ্নেছি। সে উড়ো পাখী
এলো, চ'লে যাবে, বোধ হয় আর দেখা হবে
না। মনের কথা কারেও জানাবো না, উপহাস
করবে। আমিই কত লোকের সঙ্গে উপহাস
করেছি, মনের আগুনে পুড়ে ধীর হবো। আমার
সে কেন চাইবে?—কত শত সুন্দরী আছে।
আমি মেহেমানুস, মান রেখে ছোটো মিষ্ট কথা
ক'য়েছে;—ও পুরুষের স্বভাব।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

। এই যে, আমার প্রাণপ্রতিমা এইপানে
ব'সে! আচ্ছা মরি মরি, রূপের লহরী যেন
গেলচে।

তা। ঐকি! এখানে কেন? আমার জ্ঞান কি
কি এসেছে, না বেড়াতে বেড়াতে এ দিকে এসে
ড়েছে। হোরির দিন প্রহরীরা কিছু বলে নাই।

দেবি! আজ হোরির দিন, গায়ে ফাগ দিতে
যাচ্ছে, কিছু মনে করো না। (ফাগ দেওন)

। তোমার গায়ে ফাগ দি, কিছু মনে করো
না। (ফাগ দেওন)

মনে করবো না!—চেয়ে দেখ, সেই ফুলটি
মি বুকে রেখেছি।

। তুিকরে গেলে ফে'লে দিও।

তোমার হাতের ফুল তুকোবে না, তবে যদি
মার বুকের তাপে তুকায়।

। ইস,—তোমার বুকে কি বড় তাপ?

তুমি কি বড় এক পাগলো না?

নেপথ্যে। মাধুরী! মাধুরী! কোথায় গেল?
ললিতা। ঐ সখীরা খুঁজচে।

নেপথ্যে। মাধুরী—মাধুরী!

ললিতা। আমি চললাম।

নির। শোন শোন—যতদিন থাকি, একবার
দিও। আমি প্রতিদিন বৈকালে এই উ
বাহিরে বেড়াব, তুমি রূপা ক'রে এক এ
এইখানে এসে দাঁড়িও।

[ললিতার প্র

নির। নান শুন্দর মাধুরী!—রাজা উদয়নর
কন্তার নাম শুনেছি মাধুরী,—তবে এই
মাধুরী। আজই আমি পিতাকে পত্র লিখ
বদি এই মাধুরীর সঙ্গে বিবাহ দেন,
বিবাহ করবো, মতেং আর বিবাহ করবো
পুরজনের এ কথা জানাবো না, সে
করবে। নির মরি, কি মাধুরীময়ী নাম!
শুঁচি নব মাধুরী অঙ্গে বিকশিত! মাধুরীর
রীতে ভুবন মাধুরীময়, প্রকৃতি মাধুরী-প্র
পরিপূর্ণ। মাধুরীর ধানে মাধুরী, বসনে অ
নয়নে মাধুরী, মাধুরীর সকলই মাধুরীময়।
কি পাবো?—নিত্য ভ্রমণক্ষেত্রে আসবো,
কি পাবো না?

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা। এদেরও ভালবাসাবামি হয়েছে; লু
ভালবাসা—লুকিয়ে ভালবাসা ভাল নয়;
জানি, শেষে কি হয়। গুব ভালবাসাবামি,
ভালবাসাবামি। আমারও এমনি হ'য়েছি
লুকিয়ে ভালবাসা ভাল নয়—ছুখে পেতে
ছুখে পেতে হয়, পথে পথে ঘুঙতে হয়,—ভালব
যায় না।

[প্রস্থ

পঞ্চম গর্ভাক।

—:—

মাধুরীর কক্ষ।

ভ্রান্তি।

মহন ব্যাকুল, কুন্তল আকুল
অঞ্চল নেহি সামারে,—
কুসুম মারে, খেল স্ত্রীম ফকারে,
ধাওত দেওত ঘন করতালি ॥

[ললিতা বাতীত সকলের প্রস্থান।

ললিতা। কি ভাবচি, কত কি ভাবচি;—ভেবে
কি হবে? পরের মন পর কি বোঝে! আমি
তার মন কি ক'রে বুঝবো? আমার মুখ পান
চেয়ে রইল;—অমন ত চায়,—কুলটি বৃকে
তুলে রাখলে, এতে কি বুঝবো? কিন্তু বুঝছি,
আমি জন্মের মত মগ্নেছি। সে উড়ো পাখী
এলো, চ'লে যাবে, বোধ হয় আর দেখা হবে
না। মনের কথা কারেও জানাবো না, উপহাস
করবে। আমিই কত লোকের সঙ্গে উপহাস
করেছি, মনের আগুন পুড়ে খার হবো। আমার
সে কেন চাইবে?—কত শত হৃদয়ী আছে।
আমি মেয়েমানুষ, মান রেখে ছোটো মিস্ট্রী কথা
ক'য়েছে;—ও পুরুষের স্বভাব।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

১। এই যে, আমার প্রাপ্তপ্রতিমা এইখানে
ব'সে! আচ্ছা মরি মরি, ক্রূপের লক্ষ্যে যেন
পেলচে!

ললিতা। এ কি! এখানে কেন? আমার জন্ম কি
কি এসেছে, না বেড়াতে বেড়াতে এ দিকে এসে
পড়েছে। হোরির দিন প্রচরীয়া কিছু বলে নাই।

২। দেখি! আজ হোরির দিন, গায়ে ফাগ দিতে
আছে, কিছু মনে করো না। (ফাগ দেওন)

৩। তোমার গায়ে ফাগ দি, কিছু মনে করো
না। (ফাগ দেওন)

৪। মনে করবো না!—চেয়ে দেখ, সেই কুলটি
আমি বৃকে রেখেছি।

৫। শুকিয়ে গেলে দে'লে দিও।

৬। তোমার হাতের কুল শুকাবে না, তবে যদি
আমার বৃকের তাপে শুকায়।

৭। ইস,—তোমার বৃকে কি বড় তাপ?

৮। তুমি কি বুঝতে পারছো না?

৯। আমি তো তোমার বৃকে হাত দিই নাই,
—কেমন ক'রে বুঝবো?

নেপথ্যে। মাধুরী! মাধুরী! কোথায় পেল?

ললিতা। ঐ সখীরা বৃকচে!

নেপথ্যে। মাধুরী—মাধুরী!

ললিতা। আমি চললুম।

নির। শোন শোন!—যতদিন থাকি, একবার দেখা
দিও। আমি প্রতিদিন বৈকালে এই উপবনের
বাহিরে বেড়াব, তুমি কৃপা ক'রে এক একবার
এইখানে এসে দাঁড়িও।

[ললিতার প্রস্থান।

নির। নাম শুনলুম মাধুরী!—রাজা উদয়নারায়ণের
কছার নাম শুনেছি মাধুরী,—তবে এই সেই
মাধুরী। আজই আমি পিতাকে পত্র লিখবো।
যদি এই মাধুরীর সঙ্গে বিবাহ দেন, তবেই
বিবাহ করবো, নচেৎ আর বিবাহ করবো না।
পুরজনে এক কথা জানাবো না, সে বাস
করবে। মরি মরি, কি মাধুরীময়ী নই! মুহু-
মুহু নব মাধুরী অঙ্গে বিকশিত! মাধুরীর মাধু-
রীতে ভুবন মাধুরীময়; প্রকৃতি মাধুরী-প্রবাহে
পরিপূর্ণ। মাধুরীর ধ্যানে মাধুরী, বচনে মাধুরী,
নয়নে মাধুরী, মাধুরীর সকলই মাধুরীময়। দেখা
কি পাবো?—নিজা জনগঞ্জে আসবো, দেখা
কি পাবো না?

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা। এদেরও ভালবাসাবাদি হয়েছে; নুকিরে
ভালবাসা—নুকিরে ভালবাসা ভাল নয়? কি
জানি, শেষে কি হয়। খুব ভালবাসাবাদি, খুব
ভালবাসাবাদি। আমারও এমনি হ'রেছিল।
নুকিরে ভালবাসা ভাল নয়—হুঃখ পেতে হয়,
হুঃখ পেতে হয়, পথে পথে ঘুঘুতে হয়,—ভালবাসা
যায় না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:—

মাধুরীর কক্ষ।

(গঙ্গা ও মাধুরী)

গঙ্গা। কেন গা ইয়ারি, আজ আমি দেখছি কেন?
কোন অস্থখ হয়েছে কি?

মাধুরী। কে জানে গঙ্গা, আজ আমার মন কেমন হয়ে গেছে, আমার কেবল কান্না পাচ্ছে,—
আচ্ছা, বাবা যাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন,
তারা কে, তুমি জান?

গঙ্গা। ওঃ, বুঝেছি! তা কারে দেখে মন কেমন করছে?

মাধুরী। না, তা নয়, আমার মন কেমন হয়ে গেছে,
আমি তার হাত ধরেছিলুম, যেন আমার পা
হ'তে মাথা পর্যন্ত বিছাৎ খেঁলে গেল। আমি
তার কথা শুনেছিলুম, এমন কথা আমি কখনো
শুনি নাই। এ কি হলো, আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে,
বনে গিয়ে আবার তার সঙ্গে কথা কই।

গঙ্গা। কুমারি! তোমার বে'র ফুল ফুটেছে, তাই
মন এমন হয়েছে।

মাধুরী। বে'র ফুল কোটা কি? তুমি বুঝতে পাচ্চ
না, আমি বলুম যে, জীবজন্তু মা'লে আমার মন
কেমন করে, সে বলে, আর আমি শীকার
করবো না। সত্যি শীকার করবে না,—সে
আমার কথা শুনে কেন?

গঙ্গা। সে তোমার দেখে ভালবেসেছে।

মাধুরী। ভালবেসেছে?—সে তো আমার কেউ
নয়, আমার ভালবাসলে কেন?

গঙ্গা। তুমি তারে ভালবাসলে কেন?

মাধুরী। আমি তারে ভালবেসেছি?—কই, কেমন
ক'রে?

গঙ্গা। ঐ অমনি ক'রে।

মাধুরী। না—না, তুমি বুঝতে পাচ্চ না,—আমার
মন হ হ করচে। বাবাকে ভালবাসি, তাতে
তো আমার মন হ হ করে না; ললিতাকে
ভালবাসি, তাতে তো আমার মন হ হ
করে না!

গঙ্গা। কুমারি, একটি গান শুনবে?

মাধুরী। না না, আমার গান শুনতে ইচ্ছা করছে
না, গান পাইতে ইচ্ছা করছে না, কিছু করতে
ইচ্ছা করছে না।

গঙ্গা। তারে দেখতে ইচ্ছা করছে?

মাধুরী। হাঁ। তাতে দোষ আছে কি? না,
আমি দেখা করবো না, আমার লজ্জা করবে।
দেখ, এতদিন আমি লজ্জা করতে পারতুম না,
আজ আমার লজ্জা হচ্ছে। হিঃ হিঃ।

আমি হাত ধরলুম, সে কি মনে কর
বাবাকে যদি ব'লে দেয়, তা হ'লে আর ও
বাবার সামনে বেরুতে পারবো না। ও
ভুলে হাত ধরেছি,—সে আমার জন্ত রক্তব
তুলতে জলে নামতে যাচ্ছিল, সেখানে বড় সা
ভয় জান তো, তাই ভয়ে হাত ধরে
করেছি।

গঙ্গা। সে কি করলে?

মাধুরী। আমার মুখপানে চেয়ে রইলো;—
পন্ন তুলতে গেল না।

গঙ্গা।— (গীত)

কে জানে কেমন

যেন হারিয়ে গেছি, বিলিয়ে দিছি,

নই তো, আর তেম

কে জানে কি যেন চাই, কি যেন হারাই হারা
কি হয় কি হয় মনে হয় সদাই,

মনের কথা মন বলে না, সরমে করে বার
কেন মন উদাগ হয়ে যায়,

জানেন না কি কথা কয়, কারে কি শুধায়,
বুকের ভিতর উপলে উঠে আঁখি বয়ে যায়,
সাধের সনে বিবাদ মিলে চলেছে সোনার স্ব

মাধুরী। দেখ, তোমার গান শুনে আরও ও
কান্না পাচ্ছে,—আরও যেন কি মনে হচ্ছে
যেন আমার আপনার লোক, কোথার
তারে দেখেছি—কোথার যেন তার সঙ্গে
করেছি—বলতে পার, কোথায় কি দেখেছি

গঙ্গা।— (গীত)

এ কি দায় মন কেন তার চায়।

পায় কি না পার তাবে না হায় উধাও হয়ে যা
অঘোরে সোহাগভরে আপনি বিকোর

কিন্তু প

আশা ধ'রে অক্লিষ্ট অন্তরে কাঁপে আশা প্রাণ
কাঁপ

মনে মনে উঠাপড়া, মনে মনে ভাঙ্গাপড়া;

অক্ল সাগরে ডাসে সাধ করে,

কাঁদে প্রাণ ফিরতে ফুলে সাধের তরী বয়ে বা

মাধুরী। ঠিক বলেছ গঙ্গা!—তুমি এত
কি ক'রে, তোমার কি অমনি আপনার
আছে?

গঙ্গা । না ।
মাধুরী । তবে তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে কেন ?—

আমার কথা শুনে কি তোমার বাথা লগলো ?

গঙ্গা । কুমারি, আমরা এমন আপন লোক কোথা পাব ?

মাধুরী । কেন, আর কি কেউ এমন পায় না ?
তুমি শুধু সঙ্গে কথা করছ ?

গঙ্গা । না, আমার সঙ্গে উনি কথা কইবেন কেন ?

মাধুরী । কথা কইবে ;—তুমি কথা করে দেখো দেখি !—কথা শুনে মনে হবে, তোমার আপনায় লোক,—সত্যি আপনায় লোক—পর বলতে প্রাণ কেঁদে উঠবে ! তুমি ভারে জিজ্ঞাসা করতে পার, সে কি আমার আপনায় ভাবে ?—ভাবে, নইলে আমি কেন তারে আপনায় মনে করবো ?

গঙ্গা । কুমারি ! তুমিই তারে এই কথা জিজ্ঞাসা কর না কেন ?

মাধুরী । কোথা দেখা পাব, কি ক'রে জিজ্ঞাসা করবো ?

গঙ্গা । আচ্ছা, আমি তারে তোমার মহলে যদি নিয়ে আসি ?

মাধুরী । কি ক'রে ? কেউ যে টের পাবে, সকলে যে বলে, পুরুষদ্বাহকে মহলে আনতে নাই ?

গঙ্গা । পরপুরুষকে আনতে নাই, যে আপনায়, তারে আনতে দোষ কি ?

মাধুরী । না না, তুমি লুকিয়ে আনতে পার তো এনো । না না,—এনো না, কিছু যদি মনে করে ।

গঙ্গা । কি মনে করবে ?

মাধুরী । কি জানি, আমার ভয় হয়—আমি যেন আর এক রকম হয়েছি,—আমার এ সব ছিল না । আমার ভয় ছিল না, লজ্জা ছিল না, কিছু গোপন করতে পারতুম না । লোকে চুপি চুপি পরামর্শ করতো, আমি হাসতুম,—ভাবতুম, লোকোনো কথা আবার কি ? কিন্তু লোকোনো কথা আছে—সে কথা বলতে নাই—বলা যায় না ।

। তুমি দেখা করবে ?

। করবো, না না, কি করবো বল দেখি ?

। যদি দেখা কর তো আত্মকের মত সুযোগ হইবে না । আজ হোরির দিনে দোষ নাই,

সকলের সঙ্গে হোরি খেলতে হয় । আমি যাতে তোমার কাছে আনবো, হুজনে হোরি খেলো ।

মাধুরী । চুপি চুপি এনো, কেউ যেন টের না পায় আমি কি সঙ্গে গুঞ্জে দেখা করবো ? আচ্ছা, কি পরে আমার ভাল দেখায় ? তুমি আবার সাজিয়ে দেবে ?—না, এই সাজেই দেখা করবো ।

গঙ্গা । হোরির দিনে বেশ কুলের গয়না পরো ।

মাধুরী । গঙ্গা, তুমি ঠিক বলেছ । কিন্তু যদি ভাল না দেখায়, সে গয়না আর পরব না, আমি ঠাকুর-বাড়ী যে গয়না প'রে গিয়েছিলেম, তাই পরবো । আমি তুমি থেকে তার গায় কাপ দেখো, ছোঁব না—হুঁলে কেমন হয়ে যাব, কথা কইতে পারব না । ছুঁয়েছিলুম, সে কথা মনে হ'লে কেমন হয়ে যায় । দেখ গঙ্গা, কি করবো, আমি তা বুঝতে পারছি না ।

গঙ্গা । কুমারি, ঠিক বুঝতে পারবে, মনের কথা মনই বলে দেবে । আমি চললুম ।

মাধুরী । তুমি যাচ্ছ ?—তোমার ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে না, এই কথাই তোমার সঙ্গে কইতে উঠেছে হঠাৎ । তবে যাও, আমি কোথায় থাকবো ?—এইখানেই থাকবো, না না—দেখ, কুলের মধ্যে দেখা করবো । আমার ইচ্ছা হচ্ছে, সেই দেবীর উপবনে দেখা করি । তুমি এসো, আমি যাই—একলা গিয়ে ভাবি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক ।

—::—

বিলাস-কক্ষ ।

(উদয়নারায়ণ)

উদয় । কস্তা—কস্তা কেন জন্মে হিন্দুর আলয়ে ?

বেতে হ'ল পরবাসে কস্তার হেতু ।

কি কুফলে দেখা মম অন্নদায় সনে

শিশুবাণী করি অবহেলা

সহি এই মনস্তাপ ।

কুল শালিগ্রাম, তার এত মান,
অসম্মত কস্তা মম নিতে ধরে !
তাই করে এত ছল ।
কি করিব কলঙ্ক রটছে ।
সুপাত্র—তনয়ারে বাসে ভাল,
কুঠার মেরেছি আমি আপনার পার—
বেশ্য বলি পরিচয় দিয়েছি সতীয়ে ।

(মাধুরী ও ললিতার প্রবেশ)

মা, এতদিনে আমি এক দায়ে নিশ্চিত হলেম ।
যে দুটি যুবা আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে এসেছে,
ওর একটির নাম নিরঞ্জন,—

ললিতা । নিরঞ্জন কে ?

উদয় । রূপে গুণে দুটাই সমান বটে, আমারই ভ্রম
হয়, তা তোমরা তো তফাৎ হ'তে দেখেছ, তার
মন মাধুরীকে বিবাহ করে ।

ললিতা । কে নিরঞ্জন ?

উদয় । হ্যাঁ, হ্যাঁ—শোন না । আমিও তার বাপ
শালিগ্রামকে পত্র লিখেছিলাম, তিনি বিবাহে
সম্মত । কিন্তু অপমান স্বীকার করতে হবে ;
—কি করবো, তাদের কুলপ্রথামতে মেরে সেই-
খানে নিয়ে গিয়ে বিবাহ দিতে হবে ।

মাধুরী । বাবা, বাবা ! এতে তোমার অপমান হবে,
আমি বিয়ে করবো না ।

উদয় । আরে ছাই, আমি কি সম্মত হইতাম,
রক্ত দায়ে পড়েই সম্মত হয়েছি । কুলোকে কু-
কথা করে—বিশেষ ললিতাকে নিয়ে আমি
আরও বিপদে পড়েছি ।

ললিতা । কেন—কেন—মহারাজ, আমার নিয়ে
বিপদ কি ?

উদয় । মা, তুমি আমার বন্ধুর মেয়ে নও, আমার
আপনার কস্তার অধিক । তোমারও বিবাহ
দিতে পারছি নে । নিরঞ্জনের সঙ্গে মাধুরীর
বিবাহ দিতে পারলে তোমার বিবাহ নিয়ে আর
আমার দায়ে ঠেকতে হবে না ।

ললিতা । নিরঞ্জন ?

উদয় । আরে, এই দুটো নাম আর বনে রাখতে
পারিস্ নে ? পুরঞ্জন আর নিরঞ্জন,—শালি-
গ্রামের ছেলের নাম নিরঞ্জন । মাধুরী, ছোট
কি অসুখ হয়েছে ?

মাধুরী । বাবা, তোমার মত বড় অপমান হবে ।

উদয় । আমার তোমার নিয়ে মান-অপমান । সুপাত্র
পাওয়া গিয়েছে, কি বলিস্ ললিতা ?

ললিতা । নিরঞ্জন কি বাড়ী গেছে ?

উদয় । বাবে না ? বে নিয়ে একটা কথা উঠেছে,
এখানে থাকলে তার বাপ কি বলবে ? পুরঞ্জনও
আজ তার মেনে যেত, তা বাজী করবার সময়
হাঁচি পড়েছে না কি হয়েছে, তাই আজ গেল
না । এ হোঁচিতে কদিন দুজনে রাত জেগে
থুব অসুখ করেছি দেখছি ।

ললিতা । হ্যাঁ মহারাজ ! আমার শরীর কেমন
হয়েছে, আমি ঠাডাতে পাচ্ছি নে, আমার মাথা
দুখছে ।

উদয় । সে কি বে ? কা'ল বে আমাদের যেতে
হবে ; তবে যা গুণে যা ।

ললিতা । না না, বলুন না, শুনে বাই ;—নিরঞ্জন কি
বলে সে—মাধুরীকে দেখেছে, মাধুরীকে ভাল-
বাসে ?

উদয় । তুই যে অতমনা হচ্চিস্ ;—সে বে করতে
চাইতো না, মাধুরীকে দেখে বাড়ীতে পত্র
লিখেছে যে, ঐ মেয়ে হয় তো বে করবো । বড়
সুখের কথা, কি বলিস্ ?

ললিতা । তা বৈ কি । (মাধুরীর প্রতি) কেমন
লা—না ?

উদয় । নে নে, তোরা দুজনে পরিত্রাণ করিস্, এখন
কথা শোন । (ললিতার প্রতি) এখন তোমার
মা একটা সুপাত্র দেখে দিতে পারলে আমি
নিশ্চিত হই ।

ললিতা । তা নিরঞ্জন কি বলে ?

উদয় । ভাখ, এ কথা প্রকাশ করিস্ নে । সে বে
কদিন আমাদের বাড়ীতে ছিল, সে উপবনের
বাইরে এসে ছাদের উপর চেয়ে থাকতো, যদি
একবার মাধুরীকে দেখতে পায় । আমি সেই
জন্তেই অপমান স্বীকার করলেম ।

ললিতা । হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই মাধুরী ছাড়ে উঠতো বটে ।

মাধুরী । নে, মিছে কথা বলিস্ নে । বাবা আমা
হ'তে তোমার অপমান হলো ।

উদয় । তা হোক, আমার সমস্ত অপমান হে
সুখে থাকলেই আমার হলো ।

মাধুরী । না বাবা, আমি বড় অসুখী হব

উদয়। তা বা হয়, তা হবে, নে। (স্বগত) মেয়েটা ভাল মন্দ কিছুই জানে না; বেঁ'র কথা বলছি—তা একটু লজ্জা হচ্ছে না! (প্রকাশে) ললিতা, কিবলুতে এসেছি, শোন। মাধুরী, মনো-বোগ দাও। স্বস্তর-বাড়ীতে পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে, তাতে মনে কিছু করো না। তোমার মা পরম পবিত্রা, কিন্তু লোকে কলঙ্ক দেয়। তার কারণ, আমি পিতার অন্তে বিবাহ ক'রেছিলুম, সেই ভুলে সে বিবাহ প্রকাশ করতে পারি নাই। আমার দ্বিতীয় স্ত্রী, যাকে তুমি মা বলতে, সে নিঃসন্তান; তোমার মাধুর ক'রেছিল। কিন্তু আমার পিতার পরলোকের পরও লোকনিন্দার ভয়ে তোমার মাকে ঘরে আনতে পারি নাই। অভিমানিনী চ'লে গিয়ে শুনি না কি কালীধামে প্রাণত্যাগ করেছে, সে দাগ আঁক'বে আমার প্রাণ হ'তে উঠে নাই, কি কর্বো, কেরবার নয়। আহা! মাধুরীর বে সে দেখতে পেলে না, এই আমার পরম দুঃখ।

ললিতা। আহা, ছোট মা থাকলে এ বেঁতে খুব আনন্দ করতেন।

উদয়। আর বাছা, সে সব ভেবে কি কর্বো, এখন এক দায়ে নিশ্চিন্ত হলেম, তোমার বিবাহটি নিতে পারলেই, তোমার স্বামীকে বিবাহ-আশ্রয় নিয়ে আমি জুড়ই। লোকে কি বলে জান মা, আমি বিবয়ের সোভে তোমাকে এনে গৃহে পাগন ক'রেছিলুম। তোমার বাপের সঙ্গে আমার যে কি বন্ধুত্ব ছিল, তা হীনবুদ্ধি লোকে কি বুঝবে বল? মা, তুমি কীদণ্ডে কেন?

ললিতা। এতদিনে মাধুরী আমার ছেড়ে বাবে।

উদয়। তা মা, চিরদিন তোদের আই-বুড়ো নাম রাখবো? পুরুষনও অতি সুশাস্ত্র, ভেবেছি, তোমার বাবে আমি তার সঙ্গে দেব।

মাধুরী। পুরুষন!—সে কি ললিতাকে ভালবাসে?

উদয়। তা কৈ কিছু শুনি নাই। তা ভালবাসবেই না বা কেন? মা আমার জগদ্ধাত্রী।

ললিতা। রাজমহলে কি আমারও যেতে হবে? আমার শরীর বড় অস্থির।

উদয়। খুশলেই য়েতে যাবে। কি কর্বো, অপমান স্বীকার করতে হলো। চুর্কনেরা বলে কি জানিস? যে, মাধুরীর গর্ভধারিণীর কালীপ্রাণি হয় নাই,—

আরও কত কলঙ্ক দেয়, তা উচ্চারণ করতে জিহ্বা দণ্ড হয়। আমি চলেম, তোরা শুগে যা। মাধুরী। বাবা, বাবা, পুরুষন কি ললিতাকে বিবাহ করবে? আপনাকে কিছু জানিয়েছে? উদয়। সে পরের কথা পরে।

[প্রস্থান।

ললিতা। তুই মনের মতন রতন পেয়েছিল।

[প্রস্থান।

মাধুরী। প্রাণবিসর্জন ভিন্ন উপায় নাই! যে দিন পুরুষনকে দেখেছি, সে দিন মজেছি, তারু পায়ে বিকিরেছি, তারেও মজিরেছি। কলঙ্কের কথা কেমন ক'রে পিতাকে জানাব? অন্তের গলারি কেমন ক'রে মালা দেব? এ কি, এ কি, কি হলো, কেন সে এলো,—কার কাছে বাব?—কি হলো, কেন সে এলো—পানী ধ'রে দেবে,—রক্তোৎপল তুলবে—সে নয়, তবে কে?—কি হবে, কি হলো—কোথার বাব—এই যে—এই যে।—কই—কি!—আর তো দেখা হবে না, আর তো দেখা হবে না!

(পুরুষনের প্রবেশ)

পুরু। এ কি, এ কি? মাধুরী, মাধুরী!

মাধুরী। তুমি এসেছ, আমার নিয়ে বাও, আমার কেলে বেও না। আমি বুঝতে পেরেছি, আমি তোমার ভালবাসি। তুমি আমার ভালবাস কি?

পুরু। কি বলছো—তুমি আমার জীবনসংকল্প। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, আমার শীঘ্রই আসবো। আমার পিতা পুত্র লিখেছেন, তাই বাচ্চি।

মাধুরী। তুমি চলে—বাও—মাও।

পুরু। তুমি না বল, আমি যাব না।

মাধুরী। না, না, বাও—বাও, আর বোধ হয়, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, আমার মনে রেখো।

পুরু। সে কি,—তুমি এমন কচ্ছো কেন?

মাধুরী। তুমি শুনো না—তোমার বলবো না। শুনলে তুমি যেতে পারবে না। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তুমি কারেও বলো না,—আমিও কারে বলবো না। তোমার আমি ভালবাসি, এ কথা কারে জানিও না।

পুরু। কেন—কেন? কি হয়েছে?

মাধুরী। এখন নয়, এখন নয়, যদি কখনও দেখা হয়, সব বলবো। তোমার না ব'লে কারে বলবো, এখন যাও।—পার যদি বাবার সময় আর একবার দেখা করে। এখানে আর এসো না—এলে তোমার লোকে নিন্দা করবে। পার যদি আর একবার দেখা দিও। তুমি রাত্তার দাঁড়িও, আমি জানিলা হ'তে তোমায় দেখবো। আমি চলুম, তোমার কাছে আর আমি থাকবো না।

পূর। মাধুরি, যদি তুমি আমার ভালবাস, তবে কেন যেতে বলছো? নিন্দা হয় হবে।

মাধুরী। না, না, তোমার ভালবাসতে নাই, আমিও তোমার ভালবাসবো না, তুমিও আমার ভালবেসো না। তুমিও আমার ভুলে যাও, আমিও তোমার ভুলে যাব।

পূর। কেন মাধুরি, তুমি ত আমার ভালবাস।

মাধুরী। না, না, তুমি বিশ্বাস করো না।—আমি কোন ভালবাসি বলেছি, আমি নে। তুমি আমার ভালবেসো না, ছুঃখ পাবে, ছুঃখ পাবে। যাও, যাও, আমি চলুম, তুমিও হেথায় থেকে না।

[প্রস্থান।

পূর। এ কি? সহসা উদ্ভাদিনী হলো না কি? আমি বাব ব'লে কি অভিনয় করেছে? কোন কী বিপদ হয়েছে? কারে জিজ্ঞাসা করবো? আমার ভালবাসে! কি করবো? বাব না। না, না,—বাই। পিতার কাছে বিবাহের অহমতি লব।

[প্রস্থান।

সপ্তম গভর্নিক।

—*

কক্ষ।

(ললিতা)

ললিতা। প্রতারণা,—সকলই প্রতারণা—মেদিনী প্রতারণা-পূর্ণ, মাধুরীও আমার কাছে মনের কথা বলে নাই। এখনও ভাগ করলে, যেন সৌন্দর্য-জনকে চায় না। যে দিন নিরঞ্জনকে দেখা

হয়,—যিক-মন, এখনো তার আকিঞ্চন!—সে আমার নয়, সে মাধুরীকে ভালবাসে। সব স'ক, আমারই প্রাণে স'ক! পুরুষ এত কপটি, তা আমি স্বপ্নেও জানতাম না। যেন ফুলের ডাল ছুইয়ে ধুলে,—আমার মনে হলো—যেন ফুল পেড়ে আমার-পূজা করবে। একটি ফুল আমার হাত থেকে প'ড়ে গেল, সেই ফুলটি তুলে বুকে রাখলে। আমার সঙ্গে দেখা হ'লে ভাব-ভঙ্গীতে জানাতো, যেন আমার জন্ত উদ্ভত; কিন্তু কি অদৃষ্ট ছিল! মাধুরীর জন্ত আসতো, তা আমি স্বপ্নেও জানিনি।—কিবা তার সকলেরই সঙ্গে প্রতারণা করা স্বভাব;—না, মাধুরীকে ভালবাসে, নচেৎ বিবাহ করতে চাইবে কেন?

(প্রবেশ)

গঙ্গা। আপনি আঁচড়কেছেন?

ললিতা। কেন, ডাক্তার নাই?

গঙ্গা। না, আপনি বড় ডাক্তার না। আর আমিই বা কি গার্ল মানাব, আপনার কাছে বড় বড় গায়িকা এসে শিখে যেতে পারে।

ললিতা। তুমি কত চিৎকারো ক'চ্ছ?

গঙ্গা। বোল বহর বরষা প'চ এই কাজ ক'চ্ছ।

ললিতা। অনেক পুরানো কথা?

গঙ্গা। কি করবো দেবী? যে ডাকে, সেইখানেই যেতে হয়; পাঁচ ঘণ্টা র ভিক্টরী। আর জাত-জন্ম যখন ভাসিয়ে দিয়েছি, তখন আমাদের আর কি?

ললিতা। আচ্ছা, পুরুষ তোমার কি রকম মনে হয়? বিশ্বাস কি অবিশ্বাসী?

গঙ্গা। একবার উত্তর কি দিব দেবী! আমাদের কাছে যারা আসে, আমাদের সঙ্গে যারা আলাপ করে, কেউ ভালবেসে আসে না, চোখের নেশায় চুষ্টো মিটি কথা বলে। জানে কুর্কর ক'চ্ছ, ভবু স্বভাবের দোষে আসে। কিন্তু যে পুরুষ-মাত্রই অবিশ্বাসী, এ কথা আমি বলতে পারি নে।

ললিতা। আচ্ছা,—তুমি ত অনেককেই দেখেছ—তোমার কাউকে বিশ্বাস হয়?

গঙ্গা। বিশ্বাস করলে আমাদের ব্যবসা চলে বিশ্বাসে ভালবাসা জন্মায়, ভালবাসলেই আ

সর্বনাশ । ভালবাসা আর রোজগার একত্রে
হুই হয় না । দেবি, আমরা বড় অনুখী !
লোকের মন ভোলাবার জন্য বেশভূষা করি,
হেসে প্রেম-কথা কই, কিন্তু সবাই সতর্ক থাকি,
পাছে কারো ভালবাসাতে পড়ি । বত দিন
যৌবন আছে, তত দিন, তার পর সকলেরই
যুগ্য ;—আমাদের আপনার লোক নাই ।

ললিতা । আপনার লোক কেউ নাই । আপনার
লোক হয় না । ভালবাস না, তাই সুখে আছি ।
ভালবাসলে বঙ্গশ শেতে, কেউ ফিরিয়ে
ভালবাসতো না ! পুরুষ জীলোককে অবিখ্যাসী
বলে, কিন্তু পুরুষের চেয়ে অবিখ্যাসী কেউ নাই ।
গঙ্গা । অমন কথা বলছেন না, আমি রেবতার মত
পুরুষ দেখেছি । কি কর্বো, সে আমার হবার
নয় ! সে যদি আমার হতো, তা হ'লে পৃথিবীতে
দুর্গ পেতেন ।

ললিতা । চমৎকার বটে ! কে বলে বেয়েমাজুয়ের
মন কঠিন ?—সে আমাদের মন জানে না ।
তুমি বেস্তা, তুমিও ভালবাসতে চাও, কিন্তু
পুরুষের মনে ভালবাসা নাই,—ভালবাসার ভাব
জানে ।

গঙ্গা । দেবি, যদি মার্জনা কর ত একটি কথা
লিজাসা করি । আপনি কুলবালা, কখনও
পর-পুরুষের সঙ্গে দেখা করেন নাই, পুরুষের
কথা কি ক'রে জানলেন ?

ললিতা । আমি একটি গল্প পড়েছি ; চমৎকার গল্প !
একটি নারিকার সঙ্গে একটি নারকের
দেবদাম্পিত্যে দেখা হয় । নিত্য সেই দুবা সেই
যুবতীর সহিত দেখা করতে আসতো । যুবতী
মনে করতো, তারে কত ভালবাসে, কিন্তু তা
নয়, তার দেখা করতে আসা ভাব মাত্র । হঠাৎ
সেই যুবতীর সখীকে সে বিবাহ করলে । যার
সঙ্গে দেখা করতে আসতো, তার আর কোন
সংবাদ নিলে না !

গঙ্গা । তার পর সে যুবতী কি করলে ?

ললিতা । তার পর যুবতী এ সংবাদ পেয়ে মনে
করলে, আত্মহত্যা কর্বো । পড়তে পড়তে
আমার মন কেমন হয়ে উঠলো ।

গঙ্গা । তার পর সে মলো ?

ললিতা । মরবে কি না মরবে, মনের ভেতর

তোলাপাড়া করছে ;—তার পর আমি পড়তে
পারলুম না ।

গঙ্গা । আমার সঙ্গে যদি সে যুবতীর আলাপ
থাকতো, তা হ'লে আমি তারে মরতে নিভেন
না ।

ললিতা । কেন ? তার বেঁচে সুখ ? আজীবন দুঃখ
পাওয়া চেয়ে মরাই ভাল ।

গঙ্গা । কেন, মরা কেন ? মলেই ত সকল আশা-
ভরসা ফুরিয়ে গেল ।

ললিতা । আশা-ভরসা তো তার সব ফুরিয়েছে ।

গঙ্গা । কেন, কি ফুরিয়েছে ? সে তো তার ভাল-
বাসে, মনে করলে তো তার সঙ্গে দেখা করতে
পারে, তার সেবা করতে পারে, তার দাসী
হ'তে পারে । পৃথিবীতে আপনার সুখই যে
সুখ, তা নয় । যদি সে নারিকার বখাৰ্ঘ তারে
ভালবাসে, তারে সুখী দেখে সুখী হ'তে পারে ।

ললিতা । তা কি হয় ?

গঙ্গা । সবই হয় ;—মন নিয়ে কথা, ভালবাসার
সুখই তো যারে ভালবাসি, তারই সুখ সুখ ।
নইলে আমাদের বেস্তার ভালবাসা ! বত দিন
মিলে থুলে, মিঠি কথা বললে, ভালবাসলুম তার,
পর ফুললো । আমাদেরও ভালবাসার লোকের
জন্ত বিব খাওয়াধারি হয় । কিন্তু সে ছাটকা
ভালবাসা, তারে আমি ভালবাসা বলি নে ।
আমি চললুম ।

ললিতা । আচ্ছা,—তোমার কেউ ছিল না কলচো,
যখন যোল বৎসর বয়স, তখন বেরিয়েছ,
তোমার ভাবনা হতো না ?

গঙ্গা । অনেক ভেবেছি । তার পর দেখলুম, পৃথিবী
পড়ে রয়েছে, ভগবান্ ছুটি খেতে বেন ।

ললিতা । একলা বেড়িয়ে বেড়াও, তোমার ভর
হয় না ?

গঙ্গা । প্রথম প্রথম ভর হতো, তার পরে স'রে
গেছে ।

ললিতা । আচ্ছা,—কত লোক এমন তোমার মত
একা বেড়াতে ?

গঙ্গা । কত শত !

ললিতা । তবে ভগবান্ সকলই দেখেন, সৰ্বলকেই
রক্ষা করেন । আচ্ছা, তুমি এসো ।

[গঙ্গার প্রস্থান ।

ললিতা। আর কেন? শত শত লোক একলা বেড়াচ্ছে, আমিও বেড়াব। কি ভয়? মৃত্যুর উপায় তো নিজের কাছে। পোড়া মন, এখনো নিরঞ্জনকে দেখতে চাস? মাথুরীকে বামে নিয়ে তোর সঙ্গে কথা ক'বে, তাই দেখবি? তোরে উপহাস করবে, তাই শুনি? মাই। কিন্তু প্রহরীরা যে ধরবে। নর্তকীর বেশে যাই। গঙ্গা মনে ক'রে ছেড়ে দেবে। ছিঃ ছিঃ, এত অদৃষ্টে ছিল। কত সাধ মনে উঠেছিল, কত কথা মনে হ'তো, আজ কুকলো!

(অন্নদার প্রবেশ)

অন্নদা। তুই কি ভাবচিস? চ'লে বাবি! আমি বুকেছি, তোর আমার দশা হয়েছে। ভাখ, আমি পাগলী বটে, যদি কেউ অকুল পাথার ভাবে, তার মুখ দেখে আমি বুকেতে পারি। আমিও অকুলে ভেসেছি, অকুলে কেন ভাসে, তা জানি, আমি বুকেতে পারি, বুকেতে পারি।

ললিতা। 'তুমি কে?

অন্নদা। আমি যে হই না;—তোর ত অকুল পাথার, তোর আর ভয় কি? বেয়ার বড় বাথা লাগে! যারে আপনার ভাবি, সে আপনার না হ'লে বড় বাথা লাগে! আমি জানি—আমি জানি! তুই আসবি? আমার সঙ্গে আর।

ললিতা। কোথায় যাব?

অন্নদা। 'ঠিকানা ক'রে কি যেতে পারবি? ঠিকানা ক'রে যেতে চাস তো বয়ে থাক; সইতে পারিস তো বয়ে থাক। কিন্তু সইবে না,—সইবে না,—বড় জালা—বড় জালা!

ললিতা। মা, তুমি কে? আমার ব্যথায় ব্যথী কেন?

অন্নদা। মা বলিস্ নি,—মা বলিস্ নি। আমার মা বলে তোর কলঙ্গ হবে, তোর মাথা হেঁট হবে, তোরে ঘেরা করবে—আমার মা বলিস্ নে।

ললিতা। কেন, কেন? তুমি কে?

অন্নদা। আমি কে, তা কি জানি!—তবে লোকে মাথুরী বলবে কেন? স্রোতে পাঁচটা কুটো ভাসে না?—আমিও তেমনি ভাসছি। তুই যাবি? চ'—তুই যারে ভালবাসিস্, জানি, তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। চল—চল।

ললিতা। আমি কারে ভালবাসি?

অন্নদা। আমি কি জানি নি?—আমি সব জানি। সে তোমার গায়ে কাগ দিয়েছিল জানি, তুই তার গায়ে কাগ দিয়েছিলি জানি। সে তোমার—সে তোমার। দেখা হ'লে বুকেতে পারবি! মিছি-মিছি মন খারাপ করিস নে। তাহলে দেখবি আর—দেখবি আর।

ললিতা। আর সে যদি আমার না চায়?

অন্নদা। না চায়, তেমে বেড়াবি। কিন্তু ভুলতে পারবি নি, ভুলতে পারবি নি,—তোলা যার না—তোলা যার না—সে দাগ উঠে না; এট ছাধ না, আমি পাগল হয়েছি, তবু ভুলতে পারি নে। আর—আর, আর দেয়ী করিস মে। এখনি সকলে জাগবে, রাজমহলে যাবার ভক্ত তরুর হবে। তুই চল,—তুই চল, তুই তারে পাবি। আমি মিলিয়ে দেব। আমি মিছে কথা কই নে, মিছে কথা জানি নে, আমার বড় সরল প্রাণ। তুই আমার সঙ্গে থাকলেই বুকেতে পারবি।

ললিতা। কোথায় যাব?

অন্নদা। চল না, চল না, সব দিক বজায় থাকবে। যার যে—সে তার হবে। তোর মন আমি তোরে দিইয়ে দেব। যার মন, সেই পাবে,—আমিও পাব। তার পর তার চিতের শুয়ে কুলের কলক বোচাব। কারো মুখ হেঁট হবে না, কারো কলক হবে না, প্রাণ দিবে কলক দূর কর'বো, চিতের শুয়ে জুড়ু'বো। সব দিক বজায় কর'বো!—নইলে এত দিন বাঁচতেন না। আর, আর—শীগির আর—ভাবিস নে।

ললিতা। চল মা, তোমার কথায় অকুল সমুদ্রে কাঁপ দেব।

অন্নদা। কি ভাবছিস, কি ভাবছিস?—আমি লুকিয়ে রাখ'বো, কেউ গুজো পাবে না। ওরা সব বজরায় গিয়েছে, তোদের বজরা পেছিয়ে আছে। রাজা এগিয়ে গিয়েছে, মাথুরী তার সঙ্গে গেছে, তোমার আর খোঁজ করবে কে?—তোমার তো আর কেউ নেই।

ললিতা। না মা, ত্রিভুবনে আমার কেউ মাই।

অন্নদা। আছে, সব আছে—সব পাবি। বিধাতার বীধন—অন্দের আগে বীধন, দিনকতক বিচ্ছেদ

—এখানে না দেখা হয়, সেখানে দেখা হবে,
চিহ্নের দেখা হবে। চল, চল, ফের ভাবহীন !
কালীবাড়ীর সের পুলে যেরেছি, গ্রহরীরা যের
পাথে না, কেউ জেগে নেই, আর ঘেরী করিল
নে, চল—চল—চল ।

গলিতা । মিছে কেন ভাবি, ঘরে ব'সে কেন জলবো,
সে পরের—আমি দেখতে পারবো না । না না
—আত্মহত্যা করবো না, চ'লে বাই ।

ময়রা । আর আর, কথা ক'ননে, পেছনে পেছনে
আর !

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

—:—:—

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

—:—

উপবনস্থ বহিঃপ্রকোষ্ঠ ।

(পুরজন ও নিরজন)

নির । কি হে, তুমি আমার পত্র না পেয়েই বেরিয়ে
পড়েছ নাকি ?

পুর । কৈ, তোমার পত্র তো পাই নাই, আমি অন্-
নিই বেরিয়ে এসেছি, কেন, খবর কি ?

নির । এই তুমি যাতে লীগগির লীগগির এসো,
তাই । আমার বলতে লজ্জা হ'চ্ছে ।

পুর । কি, কথাটা কি ?

নির । যদি আমার বে হয় তো কি বল ?

পুর । বলবো আর কি, আইবুড়ো নাম ঘুচে গেল ।

নির । সত্যি আমার বে ।

পুর । এর আর সত্যি মিথ্যে কি,—তোমার যদি
বে হয়, কোন্ না আমারও বে হবে ।

নির । উপহাস ক'র, আমিও কোন্ না উপহাস
কর্তেম, কিন্তু যে দিন আমার মত ঠেকবে, সে
দিন বুঝতে পারবে । এতদিন মনে কর্তেম,
ভালবাসা একটা কথাই—পুণর একটা
দুর্দশতা । কিন্তু তাই, রাজসাহী গিয়ে আমার

চৈতন্য হয়েছো । প্রেমই মানব-জীবনে সর্বত্র ।
এতদিন জীবনে লক্ষ্যহীন থেকেছি, তেবে-
হিসের, স্বাধীনভাবে কাটাযো, কিন্তু সে সব
বললে গিয়েছে ।

পুর । তা বেশ তো, তুমিও বললেছ, আমিও বল-
লাম । বাস, শোধ-বোধ বাবে ।

নির । বর্ধার তাই, আমি মজেছি । আমার দিবা-
রাত্রি এক জ্ঞান, এক জ্ঞান । বতদিন না তার
সঙ্গে মিলন হয়, আমার একদিন যুগ মনে হচ্ছে ।
বেন নতুন চক্ষু পেয়েছি, নতুন সংসার দেখছি ।

পুর । তা বেশ ক'র, আমিও দেখবো, তাম আর
ভাবনাটা কি ?

নির । শোন, তার পর বাক্‌চাতুরী কেড়ো ।

পুর । শুভে নারাজ কিসে বুঝছো বল ? তোমার
পালা, তুমি গেলে নাও, তার পর আমার পালা,
আমি গাছি । আমিও এক সাট বেঁধে এনেছি,
মনে করছ কি, তুমি একলাই আসর মাতাবে ?

নির । তুমি রাজা উদয়নারায়ণের সেরে মাথুরীকে
দেখেছ ?

পুর । কেন ? কে জানে ? দেখেছি বোধ হয় ।

নির । না, তুমি নিশ্চয় দেখ নাই । যদি দেখতে,
তুমি হাজার পাশাপ হও, কখন ভুলতে না ।
মানবীতে যে কখনও এমন রূপ সম্ভব, তা কেউ
কল্পনাতেও জানে না ।

পুর । হ'তে পারে,—তা কি,—তুমি তারে দেখেছ
না কি ? কোথায় দেখলে ? তোমার পাশে কি
তার আলাপ হয়েছে ? কি কোথায় আলাপ
হলো ? কেমন ক'রে হলো ?

নির । ইস, তুমি যে প্রশ্নের কীক ছেড়ে দিলে ।
আমি কটার উত্তর করবো বল ? সব বলছি,
শোন না ।

পুর । বল না, বল না, তোমার সুখের কথা শুনবো,
তাই মনটা আগ্রহ হয়েছে ।

নির । সে ফুল ফুলতে এসেছিল । যুগরা করতে
গিয়ে প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা হয় ।

পুর । তোমার সঙ্গে প্রথম হলো না কি ? তোমাকে
মহলে নিয়ে যেত ? তাই কি তুমি মতরাড়ী
হ'তে আসতে চাইতে না ? সে তোমার ভাল-
বাসে ?

নির । তা বলতে পারি নে । নিত্য উপবনের বাইরে

আমি থাকতেন, সে নিত্যা উপবনে আসতো,—
দেখা হতো।

পুর। না, তুমি বলছো না, তোমার তার মহলে নিয়ে
বেতো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি গোখলির সমরটা বড়
উতলা হ'তে, দেখেছি। তার পর, তার পর
কি হলো?

নির। তুমি কি সিদ্ধি খেয়েছ না কি? অমন বস্তা
হয়েছে কেন? শোন না, সব বলছি।

পুর। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু খেয়েছি,—বল বল, শুনি।

নির। তার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়েছে।

পুর। কি, তোমার বাপ রাজী হয়েছেন? উদয়-
নারায়ণের কুলে যে একটা কলক আছে।
তোমার বাপ রাজী হয়েছেন?

নির। সে মিথ্যা কলক। মাধুরী উদয়নারায়ণের
পত্নীর গর্ভের কন্তা।

পুর। তবে বিবাহের সব ঠিক হয়েছে? উপবনে
নিত্যা দেখা হতো? কারেও বিবাস নাই,
স্ত্রীলোককে বিবাস নাই, ওরা অদ্বৈত সরলতার
ভাগ্যজানে, কে শিখালে জানি নি! আশ্চর্য্য!
আশ্চর্য্য!

নির। ভাই, আমিও ঐরূপ মনে করতেন। কিন্তু
না, সে সরলতার প্রতিমূর্তি, দেখলে তোমার
মনেও সন্দেহ থাকতো না।

পুর। হ'তে পারে,—না, কখনো না, তুমি জান না,
বড় কুটিল, স্ত্রীলোক অতি কপট, কি নাম
এলো? মাধুরী?—উদয়নারায়ণের কন্তা মাধুরী?
যার বাড়ীতে আতিথি হয়েছিলেন, তার কন্তা?

নির। কি হে, তুমি কি বক্‌চো?

পুর। কে জানে, আমার নেশা হয়েছে, আমার
শরীর কেমন হয়েছে। আমার বড় অসুস্থ। এসে
ভাল করিনি। আমি কালই বাড়ী চলে যাব।
তুমি এখন যাও ভাই, আমি দাঁড়তে পাচ্ছি নি।
সকালে এসো—সব শুনবো। এখন আমার মাথা
ঠিক নাই, কে জানে ভাই, কি রকম হয়ে
গেছে। প্রাণ কেমন কছে—প্রাণ কেমন কছে!

নির। ইস, তুমি বেজার নেশা করেছে দেখছি। চল,
খুশি শোবে, তোমার মাথার জল দিই গে।

পুর। না না, কিছু করতে হবে না। আমি খুশি
লেই সুস্থ হব। তুমি এসো, তুমি থাকলেই
করবো, সকলেই নেশা বাড়বে।

নির। আচ্ছ, তবে তুমি স্থির হয়ে শোও গে, আমি
আসি।

পুর। হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো। স্থির হব—স্থির হওয়া ভিন্ন
উপায় কি? এসো এসো, দেবি করো না, আমার
নেশা বাড়বে।

নির। আচ্ছা, আমি তোমার চাকরকে ডেকে দিয়ে
বাই, তোমার মাথার জল দিক। তুমি স্থির হয়ে
শোও গে।

[নিরঞ্জনবর প্রস্থান।]

নির। বুঝেছি, বুঝেছি, সব বুঝেছি। আমাকে
যেমন গোপনে করে নিয়ে যেতো, তাকেও তেমনি
নিয়ে যেতো। না না, তা কি হয়? তা হ'লে
যে মারা যাবে, কি ক'রে প্রাণ ধরবো, বুক ফেটে
যাবে। না না, মাধুরী নয়, আর কে!

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। সর্বনাশ হয়েছে, আপনি না উপায় করলে
আর উপায় নাই।

পুর। আমি কি উপায় করবো, তার এত হল, তার
এত কপটতা। না না, আমা হ'তে কি উপায়
হবে? উপায় তারে করতে বল। নিজের উপায়
নিজে করুক, আমা হ'তে হবে না, আমি কি
করবো?

গঙ্গা। সে বালিকা, সে কি উপায় করবে?
সে সব কথা তার পিতৃকে কেমন ক'রে
বলবে? অনর্থ ঘটবে আপনি নিবারণ
করুন, সে আপনাকে পিতৃ করেও জানে না, সে
উদ্ভাসিনীর মত হয়েছে, দিবা-রাত্রি কাঁদছে।
আপনি সব কথা আপনার বন্ধুকে খুলে বলুন।
তিনি সম্ভবত, এ সব কথা জানলে তিনি কদাচ
বিবাহ করবেন না।

পুর। তুমি কি আমার বন্ধুকে দেখেছ? সে আনন্দে
উদ্ভাসিত হয়েছে, পল গুণ্ণে, জগৎ মাধুরীর
দেখছে। সে আমার বালাবন্ধু, এ আনন্দে
তারে নিরানন্দ করবো? তার সরল বুক তুমি
মারবো? এ কাজ আমা হ'তে হবে না। তুমি
জান না, পুরুষের প্রাণ তোমাদের মত নয়।
লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা করা তোমাদের
কাজ, আমাদের প্রাণ সেরূপ নয়।

গদ্য। আশের সময় ক'রেন ? এই কি উচ্চ আশের পরিচয় ? সে সকল কালিক জীবনযৌবন সর্পণ করেছে, তারে পক্ষুণে জালিয়ে বেঁধেন ? তারে কপকিনী করবেন ? তার জীবন অগনি করবেন ? ভাল, বুঝ উচ্চ আশের পরিচয় দিচ্ছেন বটে ! কঠিনতার আর এক নাম পুরুষ ! সচেষ্ট এ কমল-কলি চরণে দলিত করতে পারছেন না ।

পূর। কেন, কি বল্চো, যোব কি ? আমার বন্ধুর মত অগতে রূপ-গুণ কার ? আমার বন্ধুর মত কে আমার জানে ? অমন ভাল নাথুরীকে আর কে বাসবে ? আমার সঙ্গে বিবাহ হয় নাই, চোখের বেধা দেখেছি, ছোটো কথা করেছি । আমার বন্ধুর আদরে হুদিন পরে ভুলে যাবে । তাকে বিজ্ঞাপা করো, বিদায়ের দিন সে আমার বলেছে, সে আমার ভালবাসে না ।

গদ্য। যদি বুঝে না বোঝেন, তা হ'লে কি ক'রে বোঝাব বলুন ? একবার তারে মনে করুন, বিদায়ের চক্ষুজল মনে করুন, দীর্ঘনিশ্বাস মনে করুন, তার সরলতা মনে করুন । প্রকৃত কমল-বনে আগুন ধরিয়ে দেবেন না । আপনা ভিন্ন সে কিছু জানে না,—আপনি তার ধ্যান-জ্ঞান—জীবন-বর্ষাব—ছদ্মবেশ ।

পূর। কেন কেন, আর কেন জালা দাও, আর কেন হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত কর ? সত্য বলছি, আমি বড় কঠিন, এখনো জীবিত রয়েছি !—কঠিন না হ'লে এতক্ষণে কেটে যেতাম । পুড়ে থাক হ'চ্ছি, তবু দারুণ অনল চেপে রেখেছি ।

গদ্য। মহাপর, অমর্যক কেন এ জালা সজু করছেন ? কেন আর একজনকে জালাচ্ছেন ? কেন বালিকার সর্সনাশ,—আপনার সর্সনাশ করছেন ? সব দিক্ বজায় থাকবে, আপনি সমস্ত কথা বন্ধকে ভেঙ্গে বলুন । বেপুন—বালিকা আপন প্রাণ মন সর্বত্র আপনাকে অর্পণ করেছে । তার সঙ্গে অস্ত্রের বিবাহ হবে, এতে তার সর্সনাশ হবে, আপনার অধঃ হবে । আপনার বন্ধকে বলুন, বালিকার মিমতি রাখুন । আপনার বন্ধুর অতি উচ্চ প্রাণ, জান্লে কখনো এ অনিষ্ট ঘটতে দেবেন না ।

পূর। নিরঞ্নের উচ্চ প্রাণ, তা তুমি আমার কাছে পরিচয় দিচ্ ? এ কথা আমি জানি না ? আমার

কত সেন্দর পায়ে, সে আপনাকে বিসর্জন দিতে পারে, সে সর্সনাশ হ'তে পারে । আমি বলি সে সমুদ্রে ভেসে যেতে প্রস্তুত । তুমি জান না, আমি তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় । আমার মলিন মুখ দেখলে সে বর্ষাবিক্ অস্তকার দেখে, হারার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে করে, ক্রৌতদাসে যেমন মন যোগায়, সেইরূপ আমার শুক্রবা করে,—এই বন্ধুর প্রাণে আমি আঘাত দেব ?—একজন জ্রীলোকের ক্ষত্র এই বন্ধুকে আমি পর করবো ?—কখনো না—কখনো না—প্রাণ থাকতে না । আমি যদি মলুম, নাথুরী মরে বন্ধক, ধর্ম্মনষ্ট হয় হোক, সংসার ভেসে যাব বাক, নিরঞ্জন স্মৃখে থাকুক ।

গদ্য। বুঝলেন—অবলা অকুলে ভাসলো ।

পূর। তুমি যাও, আর সে কথা ভুলো না । নাথুরীকে মনে হ'লে আমি স্থির থাকতে পারবো না, আমি কর্তব্য ভুলে যাব, বন্ধকে ভুলে যাব, আমি কাপুরুষের ভ্রাতৃ ব্যবহার করবো, আমি নিরঞ্জনের সর্সনাশ করবো । যাও—যুগ ।

গদ্য। এর অধিক আর কাপুরুষ কি করবেন ?

পূর। তিরকার কর, যত পার তিরকার কর, তারে তিরকার করতে বলা । ভেব না—ভেব না—আর পৃথিবীতে আমার স্থান নাই । আমি প্রাণ-ত্যাগ ক'রে তার হৃদয়ের কণ্টক দূর করবো । আমি ম'লে সব কণ্টক দূর হবে, হুদিন সকল স্থিতি লোপ হবে, নিরঞ্জনকে নিরম স্মৃখে থাকবে ।

[পূরঞ্জনের প্রস্থান ।

গদ্য। আমিই সর্সনাশের মূল ! কি উপায় করবো ?—কেন ছড়নের মিলন ক'রে দিচ্ছেলেন ? আমি রাজা উদয়নারায়ণকে কি জানাব ? কি বল হবে—আমারই প্রাণবধ হবে । জান্লেও এ বিবাহ রদ হবে না । পূরঞ্জন এর না উপায় করলে উপায় হবে না ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাক

—*—

পুষ্পবাটিকা ।

(রত্নলাল ও নিরঞ্জন)

রত্ন। তোমার কিছু গাঢ় প্রশ্ন।—প্রেম হ'তে না হ'তে বিরহ-বরণ। এই তো তোমার বাপও বিবাহ দিতে রাজী হয়েছেন, আর উদয়নারায়ণ তো—“খাপা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা,” তোমার বাপের কথা বজায় রেখে, তোমাদের কুলপ্রথা-মতে এত বড় একটা মানী লোক হয়ে, ক'নে বাড়ি ক'রে তোমাদের দেশে বিবাহ দিতে আসছে, এখন আর হুঁতাবনা কেন ?

নির। হুঁতাবনা কিসের ?

রত্ন। হুঁতাবনা কিসের ? নাগাড় হুঁতাবনা চলেছে। এতেও যদি তোমার না ভরপুর হয়ে থাকে, তোমার পীরিতকে হুঁশা ছেলাম !

নির। আমার মনে বড় দুঃখ হয়েছে।

রত্ন। স্বধ-দুঃখ, কান্না-হাসি, লক্ষ-কল্প—প্রেমের অঙ্ক, এ সব ত আছেই,—এ সব তো আর নূতন নয়।

নির। দেখ, পুরঞ্জনের মনে কি হয়েছে,—আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। যে বালাবধি আমার জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, সে যেন ইচ্ছা ক'রে আমার সঙ্গে ত্যাগ করে। সদাই অন্তঃসন্ত্রস্ত, সদাই মলিন বদন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস, আমাদের সঙ্গে ছেড়ে নির্জনে নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকে।

রত্ন। ওর বাড়ীর কোন ছবিটনা হয় নাই তো ?

নির। এই তো আমার ক'রে বাড়ী থেকে এলো।

রত্ন। হয়েছে, রোগের লক্ষণ আমি বোঝি। এখন মনে পড়লো—তোমার সঙ্গে রাজসাহী বরাহ শিকার করতে গিয়েছিল।

নির। তাতে কি ?

রত্ন। পীরিতে পড়েছে আর কি।

নির। কিসে জানলে ?

রত্ন। ও একলবেড়ে চাল প্রায়ই পীরিতের লক্ষণ।

নির। না না পীরিতে পড়বে কেন ?—বরাবরই তো জানিস, তার বিবাহ করতে ইচ্ছা নাই, আর কিছু হয়েছে ?

রত্ন। কেন, তোমারও তো বিবাহ করার ইচ্ছা

ছিল না। তার পর রাজসাহী হতে এসে পীরিতে একেবারে লাঠি হয়ে গেছে। উনিও রাজসাহী গিয়েছেন, শিকারেও কিয়েছেন, তোমার মত দৈববিপাকবশতঃ কোন কানিনীর কুঞ্জে গিয়ে পড়বার আশঙ্কিতে কি ? তার পর শিকার করতে গিয়ে তোমারই বড়ন শিকার হয়ে এসেছেন।

নির। দ্যাখ তোমার কথাটা আমার এক রকম লাগচে। আমি বখন প্রেম লক্ষ্যাবলী গোপনে মাথুরীর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, ও-ও কোথা যেতো। আমি আগে কিয়ে আসতুম কোন কোন দিন সে আগে কিয়ে আসতো।

রত্ন। তার পর তোমার ডিঙালা কবুলে বলতে,—“এই এমিকে একটু বেড়িয়ে এসে” সেও বলতো “এই এমিকে একটু বেড়িয়ে এসে”। পরস্পর কেউ কাঙ্ক্ষকে কিছু ভাঙতে না।

নির। তুমি খুব বিধান আমি ভুলেছি, কিন্তু তোমার এমন যে হাতগোলা বিদ্যা আছে, তা আমি জানতাম না। দ্যাখ এখন আমার মনে পড়ছে। আমিও যেমন কখন বেকই কখন বেকট কব-তাম, ও-ও তেমনি কখন বেকই কখন বেকট করতো, আর আমিও যেখানে মাথুরীর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, ও-ও বোধ হয় তার কাছ-কাছ কোথায় যেতো। হুঁ—ঠিক।—বোধ হয় সেই বাড়ীতেই তার সঙ্গে দেখা করতো।—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে—এই বটে। একদিন শুণ্ডার গিয়ে বেকতে দেখছি,—অন্ধকারে আমি ভাব করে ঠাওরতে পারি না। আর মাঝে মাঝে ঠা পথে দেখা হতো।—না না ওর দেখেও দেখতেন না পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম।

রত্ন। তুমি একা পাশ কাটাতে না, ও-ও পাশ কাটিয়ে সজতো। তুমিও যেমন দেখেও দেখতে না, ও-ও তেমনি দেখেও দেখতো না। এবার ঠিক হয়েছি, পীরিত পড়েছে।

নির। আচ্ছা, তুমিও কেন পীরিতে পড় না—তুমি একা কেন স্বীকে পড়িস ?

রত্ন। রসো, প্রেমতীর্থ রাজসাহী একবার ভ্রমণ করে আসি। রাজসাহী তো নয়—বোধ হয়, ঐখানে প্রমীলার পুরী ছিল, যেখানি—প্রেমের বাগান, হুঁ হুটী বরাহকে প্রেমে অর-অর ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।

র। নে, তুই-ও একটা দেখে তনে পীরিতে পড়।

দ। ও দেখে তনে কি আর পড়ে?—পড়বো যখন কৃষ্ণি খেবে পড়বো।

র। আচ্ছা, তুই বে ক'বি নে?

দ। বে ক'বো না বলবো, যখন মেয়েমাছুববৎশে নির্কণে হবে; কিংবা যখন ক'বাস হবে। নইলে তোমাদের মতন ভাল কুঁড়ে পাগোয়ানী ক'রে বেড়াতে বেড়াতে আর কুঁড়ে গিরে সোঁতুবো, হা-হুতাশ দীর্ঘবাস ফেলতে থাকুবো, আর সরল প্রাণে তিন পাক বে গাঁট মেবো।

র। সে কি, প্রেমে নুতন জীবন হয়, তা জানিস? সে বিন গান গাইলে শুন্নি নি—“পীরিতে গজার নুতন প্রাণ”।

। পুরোশো প্রাণ এখনও একটু নয়দ আছে, প্রেমের শুটকো চারা সখের জুখাগানে পুঁততে চাই নি।

র। প্রেম শুটকো?—কে তোরে বিধান বলে? তুই মূর্খ। প্রেমে প্রাণ উদার করে, তা জানিস?

। এই যেমন উদার প্রাণ তোমরা হ'জনে হয়েছ। বাবা, আমি ঢের দেখেছি, বেই একটা মাসী কুটলো, অমনি লুকোচুরী আরম্ভ হলো, বজ্রের গরার অমনি শিঙি পড়লো, মনের দ্বারে অমনি বিধুবুখী চাবী মিলেন! আপনা হতেই বোঝ না। এক আত্মা, এক প্রাণ—হুই বজ্রতে শীকারে গেলে, তার পর বিধুবুখীর পাঞ্জার প'ড়ে মনের দ্বারে আগড় দিয়ে জ্বো হয়ে এলে, প্রেমের কথা কেউ পারেও ভাবলে না।

। আমি যে ভাই, কুঁড়েগিরি করে ভাজিনি, তা নয়, আমি ওরে ভর করতুম। ওর বড় পট-পটানি, জানিস তো, মেয়েমাছুবের মুখ দেখতে নাই বলতো; কি জানি উপদেশের লম্বা এক ছড়া আউড়ে দেবে, তাই বলি নাই।

ও-ও উপদেশের শুনে তোমার ভাদে নাই, তা কেনো। জুনিও কি কম পাগোয়ানী করতে, জুনিও বে ক'ববার বলতে, “মেয়েমাছুবের ছায়া মাড়াতে নাই।” তোমারই মুখে শুনেছি, মেয়েমাছুবের পাঞ্জার প'ড়ে লশরথ রামকে বনে মিলেন, কক গরলার ভাত খেয়ে বাঁশী বাজা-

লেন—তার পর বিধুবদনীর পায়ে ধ'রে আমানী বোঁমানী কাঁদলেন।

নিঃ। ভাষ ভাষ, পুরজন আমাদের দেখে স'রে বাজে, আজ ওরে চাপাচাপি করে ধ্বংস হবে। দেখতে পেরেছি যে—দেখতে পেরেছি, পালাচ্ছ কোথায়?

(পুরজনের প্রবেশ)

পুর। এঁা—তোমরা কোথায়?

রদ। আমি ভাই, পালাবো পালাবো ক'বছিলুম, কোন নদীর ধারে গিরে ভাবছিলুম, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবো, কিন্তু নিরঞ্জন ছাড়ে না, ও ওর প্রেমের কথা বলছে।

পুর। কেন, নদীর ধারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে কেন?

রদ। কেন? রাজসাহী যে তোমাদের একচেটে জারগা, তা ত নয়, আমি শীকার করতে গিরেছিলেম। তোমাদের মতন আমারও এক কন্যাদারের বাড়ীতে হোরির নিমন্ত্রণ হয়। সেইখানে হোরি খেলতে খেলতে বাঁগুনে তোমাদেরই মতন এক নাগরীর সঙ্গে দেখা; তার কি রূপ! কি শুণ! চকোর খেতে মুখে চাঁদ এসে না'বছে, মৃণালের মত সৰু সৰু কাঁটাওয়ালা হুই ভুজ, হাত হ'থানি সহস্রবলপদ্ম ফুটে রয়েছে, আর পদ্মপাতার মতন ঘোঁরালা হুই চকু—তাতে আরক্ত আঁতা, সজ যেন ছাগল কেটে রক্ত দিয়েছে! ক'বুকী বামা পোঁ পোঁ মধুর ধ্বনিতে যেন আরতি করতে লাগলেন। আমি অমনি অনিমিষ-নয়নে লাল ছুই ত্যালা-কুঁচা অধরে কোকিলের মত শাঁস-শাবার জন্তে অধীর হলুম; এখন সেই ত্যালাকুঁচা অধর-শাঁসের বিরহে আমার কোকিল-প্রাণ নিরিবিলা কোন্ নির্জন কুঁড়ে কুঁ কুঁ করবে ভাবছে।

পুর। তুই নেহাত বোলক, কে বলে তুই লেখা-পড়া শিখেছিস?—কবির। মৃণাল-ভুজ, ক'বুকী, বিধাধর, করকমল, মুখচন্দ্র ব'লে বর্ণনা করে, তাই ভোর ঠাট্টা হচ্ছে, তুই নেহাত বেরসিক! -

রদ। ব্যস—রাজসাহী বেড়িয়ে এলেন, আবার বেরসিক? প্রাণে কবিতার লহরী খেলছে।

*জমণ করিহু লম্বা রাজসাহী বিমল আকাশে,

• পুরাতন কেশজাল তার ছিল জাগিরা বসিয়ে,

লক্ষ দিয়া ধরিল আমার—সুপ্রবীণ! সে নাগরী,
যদি, হবের কৈল বিদ্যাংগর্জন ।

নির। আঃ, চূপ কর। পুরজন, তোমার কি
হয়েছে ?

পুর। সে কি হে, কি হবে ?

নির। কেন ভাই, আমাদের কাছে গোপন কর
কেন ? তুমি বল, আমার মনে বড় কষ্ট হয়েছে ।
এই জিজ্ঞাসা কর, রত্নলালকে আমি এই কথা
বলেছিলুম । ছ'দিন বাড়ীতে থাকতে পারলে
না, আমার কাছে ছুটে এলে । কিন্তু আমি
বখন পরিচয় দিলেম যে, রাজা উদয়নারায়ণের
কন্ডার সঙ্গে আমার সন্ধ হয়েছে, তুমি যেন কি
রকম হয়ে গেলে । এ বিবাহে কি তোমার
অমত ?

পুর। না না, তুমি তারে ভালবাস, সে যদি তোমায়
ভালবাসে, তা হ'লে আমার অমত ঠাওরাও
কেন ?

নির। তোমায় তো বলেছি, সে ভালবাসে কি না
জানিনে, কিন্তু আমি তারে যেদিন অবধি দেখেছি,
সে দিন হ'তে তারে আমি ভুলি নাই, কিন্তু বল,
যদি তোমার অমত হয়, আমি প্রাণ ছিঁড়ে
কেলে দেব, তোমার অমতে কোন কার্যই
করবো না, এ তুমি নিশ্চয় জেনো । পুরজন,
আমি ভুলি নাই, যে জিনিস তোমার মিষ্ট
লাগিতো, সেই জিনিস তুমি আমার দেবার জন্ত
তুলে রাখতে, আমি পড়া বুঝতে পারতুম না,
তুমি আমার শিক্ষা দিতে ; তোমার শিক্ষায়
আমি অগ্রবিদ্যার দেশবিখ্যাত । বালাকালে
আমার প্রায়ই উৎকট পীড়া হতো, তুমি জীবন
উপেক্ষা ক'রে আমার শুশ্রূষা করত । তুমি
তোমার বাবাকে ছেড়ে বিদেশে আমার কাছে
থাকতে ভালবাস । তুমি বল, এ বিবাহে কি
তুমি অসমত ?

পুর। না না, কেন তুমি এ কথা মনে কর ? তুমি
আমার কি ভাববে—আমার শরীর বড় অস্থির
ক'রে জানে, কেন এমন হয়েছে ; আমার
অমত নয়, আমার অমত নয় । আমি ভাই
চন্দ্র, কতকগুলো পত্রের জবাব দিই নাই, জবাব-
গুলো দিতে হবে, আমি চললুম ।

নির। কেনন হয়েছে দেখনি ?

রত্ন। আচ্ছা, বলছি । তোমরা দুজন রাজসাহী
গেলে, তুমি ডাল হুইয়ে ধরলে, রূপসী ফুল পেড়ে
নিলেন, তার পর উদয়নারায়ণ তোমাদের বাড়ীতে
নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেল, সে দিন হোরি,
তোমরা দুজন রইলে, তার পর ?

নির। তার পর তো বলেছি, ভাং খেয়ে গারে কাগ
দেঙরা-দেঙরি করলেম, তার পর নেশার বোঁকে
অন্দরমহলে উপবনে গিয়ে পড়ি, দেখলেম,
ওড়নাতে কাগ, নিয়ে, কাগে সর্জনরীর লাল,
একটি বুঝী দাঁড়িয়ে ।

রত্ন। তিনি সেই রূপসী, যিনি—তুমি ডাল হুইয়ে
ধরেছিলে, তিনি ফুল পেড়ে নিয়েছিলেন । তার
পর ?

নির। আমি সম্মানের সহিত তার গারে কাগ
দিলেম, বুঝীও হেসে আমার গারে কাগ দিলে ।
এমন সময় কে একজন মাধুরী মাধুরী বলে
ডাকলে, সে অমনি চ'লে গেল ।

রত্ন। তাই বুঝলে, বুঝীর নাম মাধুরী ?

নির। হ্যাঁ, তার পর অমূলকানে জান্লেম, মাধুরী
উদয়নারায়ণের একমাত্র কন্যা ।

রত্ন। মাধুরী উদয়নারায়ণের একমাত্র কন্যা হ'তে
পারে, কিন্তু তুমি যারে দেখেছ, তার নাম মাধুরী
কি না, ঠিক জান ? সে বুঝী মাধুরীর কোন
সখীও তো হ'তে পারে ?

নির। না না, আমি যারে দেখেছি সেই
মাধুরী ! তার পরিচয় জাল-চলন সব রাজ-
কুমারীর স্তায় । উদয়নারায়ণের একটি বই কন্যা
নয়, তবে সে যদি মাধুরী না হয়, তবে এমন
সুন্দরী, সুবেশা রমণী উদয়নারায়ণের অন্তঃপুরে
আর কে হবে ?

রত্ন। বুঝলেম, তোমার রোগ এইখানে ধরলো ।
তার পর একটু স্থিরণ করো,—তুমি বখন নেশার
মেতে হোরি খেলতে লেগে গেলে, তখন বোধ
হয়, বুঝিমান পুরজনও হোরিযুদ্ধে মেতে-
ছিলেন ?

নির। না, সে দিন যে ও কোথায় ছিল, তা আমি
জানি নে । সে রাজ্যে দেখাও হয় নাই । পর-
দিন প্রাতে শুন্লেম, বড় নেশা হয়েছিল, রাজ-
বাড়ীতেই ছিল ।

রস। দেখ, তুমি ঠিক জেনো, এই বাড়ীতে তিনিও কোথায় হোরি খেলেছেন ।

নির। তার পর ?

রস। কালসাপ বুকে কাঁদছে মিরেছে আর কি ।

নির। তোর সাক্ষাতে কোন কথা তেদেছে না কি ?

রস। ও ভাল্‌বার কথা নয় । এমন ভদ্রবদ্‌ অতি বিরল, যিনি প্রেমের কথা ভাসেন ।

নির। তোর কি ঠিক বোধ হয়, কারও প্রেমে পড়েছে ? তা যদি হয়, আমি সে কথা বার ক'রে নিচ্ছি ।

রস। সে বলবে না ।

নির। কি, আমার বল্‌বে না ? আমার সঙ্গে কপ-টতা করলে তার সামনে আমি বুকে ছুরি দেব না ? আমার বিমর্ষ দেখলে সে অধীর হয়, তা তো তুই জানিস্ ।

রস। আচ্ছা, মনে কর, যদি সেই মাধুরীই ওর গারে কাগ দিয়ে থাকে, অমনি ক'রে হেসে চ'লে গিয়ে থাকে ।

নির। সে কি ? তাও কি হয় ?

রস। হবার তো বিশেষ আপত্তি দেখছি নে । বোক, আমোদ ক'রে দেখ থেকে তোর বাড়ী এলো, বের কথা শুনে আমোদ করলে—তার পর বেই শুন্‌লে, উদরনারারদের ঘরের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, অমনি মাথা ধন্‌লো, কঁাকে কঁাকে বেড়ায়, তোর সঙ্গে দেখা করে না । এ দিকে রাজসাহীতে তুমিও যে দিকে মাধুরীকে খুঁজতে, সে দিকে তার দেখা পেতে, আর চক্কর উপর দেখলেম, কর্ণা শুন্‌তে পারলে না, মুখ কেমন হয়ে গেল, শরীর অস্থখ, বাড়ীতে চিঠি লেখার ধূম পড়লো, এ দিকে বাড়িলেন নবীর ধারে ।

নির। অ্যা অ্যা ! তোর কথা আমার সত্যই বোধ হচ্ছে । তা হ'লে কি হবে ?

রস। হবে আর কি, যখন এক সর্জনশী এসে মাঝখানে জুটেছেন, তখন বন্ধুবিচ্ছেদ, মনঃকষ্ট, এই আর কি । শেষ তুমি যত্নের ছেলে হয়ে থাকবে, ও যত্নের ছেলে হয়ে চ'লে যাবে । মুখ-দেখা-দেখিটি পর্য্যন্ত থাকবে না—আর ছুরি-ছোরাও যদি চ'লে যায়, তাতেও আমি আশ্চর্য্য হবে না ।

ইস, তোমার তাব ঘোরাণ হয়ে আসছে দেখছি । একটা কিছু কেলেকার বাধাবে ।

নির। তুমি ওকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পার ?

রস। বর করুন । আর ধ'রে নাও, সে সব মনের কথা খুলে বললে । জানা গেল যে, এই মাধুরীই তার বুকে ছুরি ঘেরেছে ।

নির। তা যদি সত্য হয়, আমি মাধুরীকে চাইনে, ওর সঙ্গেই বে ঘেবার চেষ্টা পাব । মাধুরী যেমন স্নেহী, তার বোণা আমি নই, পুরজন্মই তার বোণা ।

রস। বিবাহ ত দেবে—তার পর বনগমন করবে বাসনা ক'ছে ? তোমার উঁচু গ্রাণ, লম্বাচওড়া কাড়ছো বটে, আর যে করবে, তাও আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তার পর ঘরে ঢেঁকতে পারবে না চাঁদ, গ্রাণ হ হ করবে । আর যদি সত্যি পীরিতে প'ড়ে থাক, সে ছিনে জোঁক ছাড়বে না । তুলবো মনে করলেই মাছুষ যদি তুলতে পারতো, তা হ'লে ছুরিয়ার ঘেরেমাছেরে গোলা-মত কেউ করতো না, এই তোরে পাকা বল্‌লুম । ও প্রেম কাঁটালের আটা, এখনও এমন তেল দেয়ার নি, বাতে ও আটা ছাড়ার ।

নির। হ' ।

রস। এই দেখ না, এখন হ'তেই “হুম-হাম” আরম্ভ । একটা কথা শুন্‌বে ?

নির। কি ?

রস। যদি এক রূপণী উভয়ের গ্রাণ হয়ে থাকেন, তবে উভয়েই প্রেমে ইত্তোকা দাও । এমন ঘোনাড়া ধনী কেউ ঘরে এন না ।

নির। তুমি ঠিক বগ, জীবন সমতাপূর্ণ ।—আমার জীবনে এই প্রথম সমতা ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাক ।

—

উত্তানসংলগ্ন নদীতীরস্থ পথ ।

(পুরঞ্জন ও নিরঞ্জন)

নির । হেরিয়ে তোমার মম উদ্বাহ-সময়,
 হয়েছিল কি আনন্দে পূর্ণিত হৃদয়—
 কথার কি কব,
 বুঝ তুমি আপনার মনে ।
 কিছু হরিবে বিবাদ,
 বিবাহের সাধ
 আর মম নাহি পুরঞ্জন ।
 হেরি তব দিবানিশি মলিন বদন,
 দীর্ঘশ্বাস বন বন ;
 তব প্রফুল্ল বদনে
 নাহি সে আনন্দ-ছবি ।
 প্রাণ সম মাধুরী আমার ।
 কিছু হেরি তোমার এ দশা,
 প্রেমের পিপাসা নহে আর বলবতী ।
 যারে করি ধ্যান, ধরা মম স্বর্গ হ'তো জ্ঞান,
 সে ছবি বিবাদ-পূর্ণ আজি ।
 বিষম তোমাতে সখা হেরি
 মাধুরীর নাহি সে মাধুরী,
 বল ভাই এ ভাব কি হেতু তব ?
 এ জীবনে প্রিয় বস্তু যা আছে আমার,
 সকলি আমার,
 এ দশা তোমার আর সহিতে না পারি ।
 মনোভাব কি হেতু গোপন কর ?
 জান তুমি, যদি তব হয় প্রয়োজন,
 এ জীবন বিসর্জন দিব অনারাদে ।
 বল বল কেন তব হেন দশা ?

পুর । তুমি চির-আনন্দ আমার,
 হই দেহ তুমি আমি এক প্রাণ ।

নির । তবে কেন দীর্ঘশ্বাস প্রকাশে হত্যাণ ?
 তবে কেন সজল নয়ন,
 অবিশ্বাস কি হেতু আমার,
 মনের কপট নাহি খোল ?
 বেবা প্রয়োজন,
 বিবাহের বে হর কারণ,

করি জীবন অর্পণ,
 মোচন করিব তাহা ।
 কপটতা ক'রো না আমার সনে ।

পুর । কেন হে বিবাদ-পূর্ণ করিব তোমার ?
 বে পীড়ার নাহিক উপায়,
 শুনি তব বেদনা বাড়িবে,
 উপায় না হবে :

জানালে বাড়িবে জালা না হবে নিকর ।
 নির । সন্দেহ কি আছে হে বন্ধু আমার,
 যেই হেতু যত্ন কর হৃদয় গোপন ?
 পর কি হয়েছে এতদিনে ?
 খেলিতাম বালক যখন,
 হ'লে কোন বিবাদ-কারণ,
 ছুটিয়ে আসিয়ে,
 গলা ধ'রে কহিতে আমারে ;—
 তবে কি হেতু এ কপটতা আজি ?
 ভেবেছ কি মনে,
 বাল্যবন্ধু তব ভুলিয়াছে পূর্ব-ভালবাসা ?
 বাল্যক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ,
 জীবন উৎসর্গ পরম্পরে,
 আজি কি হে তার ভাবান্তর ?
 প্রাণান্তরে সম্ভব তো নয় ।
 হেন কুটিলতা কি হেতু ভুলিল তব মনে ?
 দেখেছ কি কত মম কুটিল আচার ?
 কুটিলতা করি হেন হয় যদি মনে,
 তীক্ষ্ণ ছুরিকায়
 অন্তরের অন্তর দেখাব তোমার !
 বিচ্ছেদ-আশঙ্কা মম বাজ সম বাজে ।
 তোমা বিনে কে আছে আমার ?

পুর । হয়েছে হৃদয়ে তব প্রেমের সন্কার ।

মাধুরী তোমার করিয়াছে
 প্রেমে প্রতিদান ।

কেন প্রাণ করিবে অশ্রু-প্রাণ
 শুনিরে হৃদয়-ব্যথা মম ?

নির । বল, নহে বুঝে যাই
 বন্ধু-বিচ্ছেদ এতদিনে ।
 তাই তাই, আত্মবাতী করিবে আমার ?

পুর । না জান, না জান সখা,
 কিবা অস্ত্র ধরি এ জিহবার,
 ছিন্ন প্রাণ হবে এক ষার ।

কর সংবরণ,—জেনো না কারণ,

উল্লসিত দারুণ অনল

করো না হে অহরোধ ।

ভস্ম হবে,

ভস্ম হবে হৃৎকর গরলে ।

নির । চাহ যদি দেখিতে মরণ—

করহ গোপন,

নহে জানাও বেদনা তব ।

পুর । ভাই, বিধম সঙ্কট !

নির । হা রক্তলাল, সত্য তব অহুমান !

নিদারুণ প্রেমের মমতা,

বুকেও না বুকে মন !

খুলিয়াছে মমতার আবরণ ।

পুর । কি কি ?

নির । পুরুষন, প্রবন্ধনা ক'রো না আমার সনে,

বুঝিয়াছি কি পীড়া তোমার ।

করো না গোপন,

বাক্যব তোমার আমি,

মুগ্ধ তুমি মাধুরীর প্রেমে—

সে তোমার প্রেমে বাঁধা ।

দিও না হে মনে স্থান,

হেন হীন প্রাণ বন্ধুর তোমার,—

বিচ্ছেদ ঘটবে তোমা সনে,

সামান্ত নারীর তরে ।

শপথ তোমার,

তব প্রণয়িনী আজি হ'তে আমার ভগিনী,

বাক্যব-রমণী আদরিণী ।

তুমি যোগ্য তার !—

মিলন হেরিয়ে আমি জুড়াব ভীবন ।

পুর । এ কি এ কি, নিরঞ্জন !

কেন দাও আশ-বিসর্জন ?

ভালবাস তুমি তারে,

সে বিনা হইবে তব জীবন স্থান ।

বন্ধু হ'রে বুকে ছুরি হানিব তোমার ।

ছি ছি, বাধা আর দিও না আমার ।

সত্য ভালবাসি তারে,

তুলে যাব দিন দুই পরে ।

কিন্তু যদি তুলিতে না পারি,

এলো গেলো কিবা তাহে ।

তোমার হেতু জীবন অর্পণ ।

ভার নহে জান তুমি !

ভালবাস তারে ।

যদি না হয় মিলন,

তিলক হবে সংসার তোমার ।

নির । রূপ-মোহে মুগ্ধ মন ;

প্রাণে আবদ্ধ নহি তোমা সম !

পুর । ভাল নাহি বাস তারে ?

উদাহের কথা মোরে कहিলে এখন

অন্তরের প্রেম তব বেধেছি নরনে,

তিনিয়াছি, বচনে সে প্রেমের উচ্ছ্বাস,

ছিলে তুমি আনন্দে বিস্তার ।

আজি হের দর্পণে বদন,

নাহি সে আনন্দভাব—

অন্তর-মালিন্য দেয় পরিচয় মুখে ।

করি তারে তাজিবারে পণ,

রসহীন করো না জীবন ।

তব স্নেহের জীবনে দুঃখের কারণ

কি হেতু করিতে চাও স্নেহে তোমার ?

দেহ বিদায় আমার

দেশে যাই চ'লে,

দিন দুয়ে যাব সব তুলে ।

ষিচারিণী পত্নী কি করিবে মোরে দান ?

এই কি হে বন্ধু তোমার ?

তোমার রতন করিব গ্রহণ

বন্ধুর কি এই উপহার ?

পুর । কেন, কিসে ষিচারিণী ?

হয় নাই উদাহ আমার সনে ।

নির । কহ সত্য, লুকায়ে রেখোনা কথা,

দৌড়ে দৌঁহা প্রেমে বাঁধা বুকেছি নিশ্চিত ।

পুর । তন তবে স্বরূপ ঘটনা ।

হোরি খেলা হয় যেই দিন,

নর্তকী অনেক

লয়ে গেল মাধুরী-সমন ।

সেখা পরস্পর হলো বাক্যালাপ ।

কিন্তু বাসে না বাসে ভাল,

হির আমি না জানি অজ্ঞাপি ।

বলেছিল বাসি ভাল,

কিন্তু বিদায়ের দিনে

• দুঃপণে कहিল আমার—

তোমারে বাসি না ভাল ।

শপথ তোমার—

সন্ধ্যের ছায়া পড়ে রয়েছে ঘরে।

নির। বাইতে কি নিত্য তার পাশে?

বিদায়ের কালে

পুনঃ আদিবারে অমরোণ করিত রূপসী?

পুর। হাঁ, কিন্তু কে বোঝে নারীর মন!

নির। কারে কহ: ভালবাসা?

পূর্বরাগে হয় সত্য সনেহ-সকার,

মনে হয় বাসে বা না বাসে ভাল।

কিন্তু তুমি বুঝ লক্ষণ,

অবহেলি কলঙ্কের ডর,

পোপনে আনিত নিত্য নির্জন আলয়!

কেন? কিবা অভিপ্রায়?

নহে কি এ প্রেমের লক্ষণ?

পুর। তুমি কিন্তু বলহে আমার,

দাঁড়াইত তব প্রতীকার।

নির। অম মম,

প্রতীকার থাকিত তোমার।

কর অসীকার গ্রহণ করিবে তারে।

নহে শুন স্বরূপবচন,

শেষ দেখা তোমার আমার আজি।

পুর। কহ যাহা সম্ভব কিরণে?

তব কুলপ্রধামত,

কত্না লয়ে আসে রাজা উদয়নারায়ণ।

স্বয়ং তোমার সনে,

মোরে কেন করিবে অর্পণ?

লোকে কিবা কবে,

দেশে দেশে কুবব রটিবে,

এ ঘটনা কিরণে সম্ভব?

বিশেষতঃ জানি না নিশ্চয়,

নহে তব প্রেম-পিপাসিনী।

কৌড়াঙ্কলে হয় তো বা ডাকিত আমারে,

অসম্ভব নয়,

বালিকা সে নির্মল-দ্রব,

বোঝে নাই পরিণাম।

নির। বিশ্বাস যদ্যপি তব থাকে মম ভাবে,

স্বয়ং গিয়া না আর।

প্রেমধীনী সে রমণী তব।

মনে মনে দুই নিজ মন,

সরল অন্তর নাহি করে কপটতা।

পুর। কহ তাই, কিরণে প্রবেশ দিব মনে,

ছিন্ন করি তোমার দ্বন্দ্ব?

নির। মম বসত্য কহিবে না বড় পরাম্ভ,

ভালবো না অকুলে বালায়।

মম-প্রাণ অর্পণে তোমার,

যদি বোঝে হবে বিচারিণী।

আবিগ বা কিরণে তাহারে লব গৃহে?

তুমি যদি কর পরিহার,

কি উপায় আছে তার আর?

হিন্দু-নারী অকুলে ভাসিবে,

নহে ধর্ম নষ্ট হবে।

জেনে শুনে হেন আচরণ

উপযুক্ত নহে তব।

পুর। সত্য যদি হয় এ সকল,

ভাল যদি বাসে সে আমার,

সম্মত করায় তব আমি।

কিন্তু মম সনে বিবাহ তাহার

কেমনে হইবে?

নির। আমি তার করিব উপায়।

পুর। কি উপায়?

পিতারে তোমার কহিবে এ বিবরণ?

নির। ক্ষতি কিবা?

পুর। না না—

কলঙ্ক রটিবে তার ভূবন ভরিয়া।

পোপনে সে লয়ে যেত নির্জন আবাসে

লোকে শুনে কি বলিবে?

একে আছে কলঙ্ক মাতার তার,

তার পর এ ঘটনা হইবে প্রচার,

বেস্তাভূতা—বেস্তাধিক কহিবে সকলে।

সে যদি না জানাত ব্যতীত,

তদুত্থাপে এ কথা না কহিতাম কারে।

হিনতি তোমার,

জানাইও না জনকে তোমার।

নির। মাতুরীর কলঙ্কে তোমার ডর!

আশঙ্কায় প্রকাশে কবন-অরূপ,

ভালবেসে বুঝিরাছি আতঙ্ক প্রেমের।

রহ নিশ্চিত-দ্রব,

আবি করিব উপায়,

এস তাই, লবারে করহ আলিঙ্গন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তাঙ্ক ।

—*—

শিবিরাত্যন্তর ।

(মাধুরী)

(সীত)

—ধুরী।—

ফের হে দিনমণি ।

যেও না কলঙ্ক-ঘোরে ফেলিয়ে দীনী রমণী ॥

হে ভ্রম-সহচরী আসে নিশা নিশাচরী,

যেও না তিমির-অতি, আঁধার করি ধরণী ॥

রা হেরি ধরা'পরে, ছায়া ঢাকিবে অন্তরে,

হরি জনমের তরে সতীত্ব হৃদয়নলি ॥

র পুনঃ হেমত্বা, প্রকৃতি হাসাবে উবা,

রহিবে অন্তরে নিশা সহ অন্ততাপ-কণী ॥

ধুরী। এই তো সূর্য্য অন্ত যাচ্ছে, রাত্রি এলো, আমারও বলিদানের সময় হ'লো। যে দিন গেল, আর কি হবে না, সে ছেলে-খেলা কি হবে না, সে চকলতা কি হবে না, সে মনের সরলতা কি হবে না! দিনদেব, আজ তোমার সঙ্গে সব অন্ত গেল। আজ নির্মলা দেখেছো, কাল প্রাতে হেসে যখন উদয় হবে, দেখবে, আমি আর সে নির্মলা বালিকা নাই,—পরে স্পর্শ করেছে, পরের গলায় মালা দিয়েছি, আর সে সরল অকপট হৃদয় কিরে পাব না, আর মনের কথা কেউ জানবে না। সন্ধ্যার ছায়া যেমন তোমার ঢাকছে, কলঙ্কের ছায়া আমার অন্তঃ-করণ আবরণ কচে। আত্মহত্যা মহাপাপ কেন? কোথায় বাব? পিঞ্জরের পাখী কোথায় পালাব? দিনদেব! শুনেছি ভূমি রূপের আকর, আমার কুরূপা কর! স্বপা ক'রে বেন কেউ আমার স্পর্শ না করে। কি হবে? কে আমার রক্ষা করবে? শেষে কি দ্বিচারিণী হলেম!

(উদয়নারায়ণের প্রবেশ)

ধর। হ্যাঁরে, ললিতার অশ্রুত্ব হয়েছে শুনে, তার অস্তে বজরা রেখে এসেছিলাম। তার প্রাতে আসবার কথা, কিন্তু পরিচারিকারা তারে খুঁজে পায় নাই। শুনিছি, ঠাকুরবাড়ীর ঘোর ঝুলে কোথায় চ'লে গেছে।

মাধুরী। চ'লে গেছে, কোথায় চ'লে বাবে?—

চ'লে যাবার স্থান কোথায় আছে, আমি তাই তাব'ছি? কোথায় লুকিয়ে আছে। বোধ হয়, অপমানের ভরে রাক্ষসহলে এলো না।

উদয়। তোরে কি কিছু বলেছে?

মাধুরী। না, কিছু তো বলে নাই।

উদয়। বা হবার হয়েছে, আজকের কথা নয়।

তাবিসনে, সে কোথায় লুকিয়ে আছে। (সবী-গণের প্রতি) ওগো বাছারা, কি সব করতে হয় কর। ক'নে সাজিয়ে গুজিয়ে সব ঠিক ক'রে রাখ।

[উদয়নারায়ণের প্রস্থান।

মাধুরী। চ'লে গেছে? চ'লে যাবার স্থান আছে?

রাত্রি এলো, সব ছায়াময় দেখছি—ছায়ার সংসার দেখছি, বিপুল ছায়া আমার হৃদয়ে পড়েছে।

(সবীগণের প্রবেশ)

সবীগণ।—

সীত।

নাই তো ভেদন বনে কুমুম মনে যেমন ফুটে ফুল।

মধুভরে ধরে গরে আপ'নি মুকুল হয় আকুল ॥

সোহাগের চাঁদের কিরণ খেলে এ ফুলে,

ফুলে ফুলে অজানা তান হাদি সুখ ফুলে,

মধু উছলে ববে, মাতে ফুল আপন সৌরভে,

আলোক-লতায় মালা গাঁথা বিকিরে গিয়ে

চায় না মূল ॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্তাঙ্ক ।

—:—

বস্ত্রস্থান—অদূরে শিবির ।

(নিরঞ্জন ও ললিতা)

নির। ওই দূরে নেহারি শিবির ;

এসেছে মাধুরী,

মরি ব্যাকুলা হৃদয়ী,

কত ব্যথা অবলার মনে !

পিতৃপণে মিলন-আশঙ্কা মম মনে ;

কিরাতের জালে বিহদিনী ;

কিন্তু ববে আহরে তাহারে,

হৃদয়পিঞ্জরে

পুরজন করিবে স্থাপন,
সাধ হর দেখিতে সে স্থবের বরান ।
নয়নে নয়নে প্রতিদান,
পুলক ঝলক সলাজ রক্তিম আভা ।
বাই চুরে—

নহে দূতগণে পাবে অধেষণ,
লরে বাবে পিতার সদন ।

বাক্যদত্তা— অহরোধ না মানিবে পিতা,
মাধুরীর সনে, বন্ধ হব উদ্বাহবন্ধনে ।

• শুকাবে কুহুম !
স্বর্ণকান্তি মৈনাক যেমন,
বিষাদসাগরে নিমগন হবে পুরজন ।
নির্জন এ স্থান,

অদ্য রাত্রি রহি লুকাইয়ে,
কিরি প্রাতে বন্ধুরে করিব আলিঙ্গন ।

ললিতা । অনন্ত অনন্ত এই স্থান,—
অনন্ত আকাশে কোটে কত ক্ষুদ্র তারা,

• অনন্ত, অনন্ত সময়ে—

আদি অন্ত নাহি তার ।

বহিতেছে অনন্ত প্রবাহ ।

অনন্ত প্রবাহে,

অনন্ত এ স্থান,

বুদ্বুদের মত, কত শত ফুটেছে ললিতা,

কেবা রাখে সমাচার,

• বিশেষ গেছে অনন্ত সময়ে ।

দিন ছই জীবন-উত্তাপ,

ফুরায় সকলি, চিহ্ন তার নাহি রহে ।

সমর-প্রবাহে কত শত ললিতা-স্বদরে

অলিয়াছে কত তাপ,

নিতে গেছে ক্ষুদ্র স্বদাগারে,

স্থিতি মাত্র নাহি আর তার ।

নিভিবে এ জালা,

ধরা রবে রয়েছে যেমন ।

নিরঞ্জন !

বরণে কি হয় স্থিতিলোপ ?

• না হয় না হবে,—

অলে যদি অলুক অনল,

অলে কত শত হৃদিমারো ।

সরেছে সকলে,—সহিবে আমার ;

স্নান, আত্মহত্যা মহাপাপ ।

নির । (অগত) থাকি লুকাইয়ে—

যতক্ষণ বিবাহ না হয় সমাধান ।

পিতা সনে এসেছে মাধুরী,

পুরজন সনে রায়ে মিলন হইবে,

কালি গিরা করিব সম্পত্তি-সম্ভাবণ ।

(প্রকাশ্যে) এ কি, তুমি হেথা একাকিনী ?

ললিতা । নিরঞ্জন !

আরো কিছু আছে কি তোমার সনে ?

বল—কি হ'লে সম্পূর্ণ হয় মনের কামনা ?

নির । কেন কেন ? পেয়েছ তো মনের মতন ?

দিয়েছি তো আত্মবিসর্জন,

নহি আমি পিয়াসী তোমার ।

ললিতা । কতদিন সত্য অমুরাগী !

নির । কেন ? কি বিবাহে এসেছ এখানে ?

করিয়ে যতন, মিলায়েছি তব প্রাণধনে ;

তবে কেন, লো বিষয় মনে

বসেছ বিজনে ?

ললিতা । কেন তাই ভাবিয়া না পাই ।

বুঝি দেখিতে তোমার,

কি জানি, না বুঝি আপন মন ।

বুঝি তোমার কারণে, এসেছি এখানে,

কে জানে—

কেন এসেছি হেথায় ।

বুঝিয়াছি, কেন জান ?—

যেন এ জীবনে

আর নাহি দেখা হয়

তোমা সনে ;

নিরঞ্জন নাম, শ্রবণে না শুনি আর,

যেন স্থিতিলোপ হয়,

যেন ভয় হয় নারীর স্বদর ।

নির । কি কি, কেন কর অপরাধী ?

ললিতা । অপরাধী ! অপরাধী নহ তুমি ।

কৃষ্ণে কাননে করিলাম কুহুম-চন্দন,

কৃষ্ণে তোমার সনে দেখা

কৃষ্ণে জনম,

কৃষ্ণে এ জীবন-ধারণ—

রমণীর কৃষ্ণে সকলি ।

নির । কি, কি বল—ভালবাস তুমি কি আমার ?

ললিতা । কে বলেছে ভালবাসি ?

ভালবাসা নারীর লক্ষণা !—

—ভালবাসে কিবা কল ।

ভালবাসা ! কারে বল ভালবাসা ?

ভালবাসা আছে কি ধরার ?

হর কছু চোখে চোখে দেখা,

ভালবাসা সে তো নয় ।

জান তো সকলি,—

ভালবাসা কথা অতি মধুর ।

তবে প্রতারণাময় এ ধরার,

কথা মাত্র ভাসে, স্বপ্নে না পরশে,

ভালবাসা শুনিতে বলিতে সুমধুর ।

নির । বস্ত্র নারী, বস্ত্র লো চাতুরী,

নারী হ'তে সকলি সম্ভব ।

হৃদয়-গঠন কুটিল যেমন,

তেমন কুটিল ভাষা ।

ছিঃ ছিঃ ! সুখ-আশা ক'রে—

চাহে নারীর প্রণয় ।

প্রবঞ্চনা ! ভূলায়েছ মজারেছ মোরে,—

পেরেছ ঘাহারে মনে নাহি ধরে,

আর কার তরে ব'সে আছি এ নির্জনে ?—

কুল উপবনে ভ্রমিতে যেমন—

মম দরশন আশে ।

লিতা । আরো কিছু করিবে লাহনা ?

তব কল্পনা প্রময়,

কথা তব অতি মনোহর,

প্রবণ জুড়ার, হৃদয় জালায়,—

শোন শোন নিরঞ্জন,

ভূমি ভুলিবার নয় ।

বহু যত্ন করি,

ফুলিতে তোমারে নারি ।

কিন্তু যদি আর কছু তোমারে নেহারি,

তীক্ষ্ণ ছুরিকার উপাড়িবে হৃদয়ন ;

কথা তব শুনি যদি কছু,

হলাহল ঢালিব প্রবণে ।

কিন্তু মন কেমনে করিব নিবারণ,

কি ঔষধে হয় স্থিতি লোপ ।

(প্রস্থানোদ্বেগ)

।। কোথা বাও—কোথা বাও ?

।। বাব, বাব । কোথা বাব ?

নাহি হেন নির্জন গহ্বর,

কথা স্থিতি নাহি রহে সাধে ।

অনন্ত আকাংক্ষাপী ব্রহ্মাওমণ্ডলে,

যেতে যদি পারি কোনমতে,

স্থিতি হবে সাধে ;

হ'লে মন আশ্রয়স্থর,

তথাপি আগিবে স্থিতি ;

স্থিতিলোপ স্বপ্নে নাহি হয় ।

নিরঞ্জন, এই শেব দেখা,—

বাই আমি যথার দিগেছ স্থান ।

[ললিতার প্রস্থান ।

নির । কোথা গেল ?

এসেছিল ভ্রমণ কারণ,

কিরিল শিবিরে ।

বাই হুঁরে—

আমারে কি ভালবাসে ?

হল মাত্র ।

দেখা যেই দিন,

সেই দিন হ'তে,

মন প্রাণ লয়ে করে খেলা ।

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক ।

—*—

পুস্কজিত প্রাপণ ।

(উদয়নারায়ণ, সরফরাজ ষা ও পারিষদগণ)

উদয় । (স্বপ্নত) চ'লে গেছে ? না রাজমহলে

আসবে না ব'লে কোথাও লুকিয়ে আছে । চ'লে

গেল কি ? তা হ'লে তো অপমানের উপর অপ-

মান । হুটি মেয়ে নিয়ে আমি বড় বিব্রত হলেম ।

কল্লা নয়, কালসর্প ।

সরফ । আপনার মনে কিছু রনক্ দেখছি ।

উদয় । না-না ।

সরফ । এই যে হুটি ভদ্রবীর দেখলেম, আমার দেল

তর হয়ে গেছে । কোনটি আপনার লেড়কী,

আর কোনটি আপনার দোস্তের লেড়কী ?

উদয় । এইটি আমার কল্লায়,—এইটি বহুকল্লায় ।

সরফ । বাঃ বাঃ, হুনো বরাবর । হুনিরা চুঁরে নবাবের

ঘরে অস্ত্রের নিয়ে আসে, পদ্মিনীর কেচ্ছা শুনা,

*ও বহুৎ খুবসুরৎ ছিল, কিন্তু এ দোঁদকার বরা-

বর্য নাই । বাঃ বাঃ, বহুৎ খুবসুরৎ ।

হর। দেখুন, আমার প্রতি নবাবের বড় কৃপা।
আমার কন্ডার বিবাহে নবাব আপনাকে
পাঠিয়েছেন। এ কৃতজ্ঞতার কিছু উপহার আমি
নবাবকে ছেলাম দিয়ে জানাব।

রক। বাঃ বাঃ, যোনই খুবসরৎ!

(শালিগ্রামের প্রবেশ)

শালি। মহারাজ, আপনারও সর্কনাশ করেছে,
আমারও সর্কনাশ উপস্থিত।

উদয়। কি বেরাই?—কি হয়েছে?

শালি। বৈবাহিক ব'লে আমার সোধোন কর্কেন না।

উদয়। কেন কেন, কি হয়েছে? কোন অমঙ্গল
তো হয় নাই?

শালি। সম্পূর্ণ অমঙ্গল। আমার পুত্র কোথা চ'লে
গেছে, আমি উদ্বেগ পাচ্চিনে। অকস্মাৎ সে
তার বন্ধুর সঙ্গে আপনার কন্ডার বিবাহ দিতে
অস্বরোধ করে। আমি অসম্মত হই, সে আমার
স্তর দেখায়, সে কোথায় চ'লে যাবে, আমি তারে
বন্দী ক'রে রেখেছিলেম, কিন্তু সে কিরণে
পলারন করেছে, আমি জানি নে।

উদয়। শালিগ্রাম! তের হয়েছে, আর ভাল দেখার
না। বোধ হয়, তোমার আত্মীয়-স্বজনেরা এ
বিবাহে অসম্মত হচ্ছে, তাই তুমি এ কৌশল
করছো। তুমি সকল বৃত্তান্ত জান। আমার
বিবাহিতা পত্নীর কন্ডা। যে কারণে তারে গ্রহণ
করতে পারি নাই, তাও তুমি জান। শালিগ্রাম!
আমি তোমার দেশে বিবাহ দিতে এসেছি, এই
বখেট হয়েছে, আর অপমান ক'রো না। অগ-
মান দূরে থাক, কুল-গৌরব দূরে থাক, কন্ডার
পাত্রহরিদ্রা হয়েছে। আজ না বিবাহ হ'লে
পূরুষপুরুষ নরকস্থ হবে। শালিগ্রাম! তোমার
মিনতি করছি, বোধহয় করছি, আমার সর্কনাশ
তোমার পুত্রের নামে লিখে দিছি, আমার পিতৃ-
পুরুষ নরকস্থ করো না। তোমার পুত্র আন,
আমি কন্ডা সম্প্রদান করি। আমার কন্ডাকে
ঘরে নিও না, তোমার পুত্রের আর বিবাহ দিও।
আমার রক্ষা কর। শালিগ্রাম! আমার সর্কনাশ
করো না। তুমি আমার বাগ্যবদ্ধ, কন্ডার ছলে
তোমার সঙ্গে কখনো বিবাহ হয় নাই।

শালি। মহারাজ, বিশ্বাস করুন, আমি ইলনা
করছি। আমার পুত্র যে কোথায় চ'লে

গেছে, তা আমি জানিনে। দেখুন, আপনার
কন্ডাকে দেখতে এসে আমি মাতৃগোধোন
করেছি, নচেৎ আমি গ্রহণ করতাম। আপনার
জাতিপাত হবে না। পুরজন নামে আমার
পুত্রের এক বন্ধু আছে,—গুণবান, সৎসংজাত,
তারে আপনি কন্ডা সম্প্রদান করুন।

উদয়। তুমি তোমার পুত্রের বিবাহ দেবে না?

শালি। মহারাজ, ধর্ম সাক্ষী ক'রে বলছি, আমার
কোন দোষ নাই। অবশ্য সম্মান সহসা
আমার বলে, 'আমি বিবাহ করবো না।'

উদয়। রায় সাহেব, তুমি পর লিখেছিলে যে,
"আমার কন্ডা ব্যতীত তোমার পুত্র অপর কাহা-
রও পাণিগ্রহণ করবে না।" তুমিই পত্র লিখে-
ছিলে,—যদি আমার কন্ডার বিবাহ না দিই, তা
হ'লে তুমি পুত্র-হারা হবে। তুমিই পত্র লিখে-
ছিলে,—তোমার পুত্রের আর আমার কন্যার
হোরি-খেলা হয়েছে। তুমিই পত্র লিখেছিলে
যে,—নানাগ্রকার প্রবোধ দিয়ে তোমার পুত্রকে
বোঝাতে পার নাই—সে আমার কন্ডার একান্ত
অস্বরোগী। এখন বলছ, বিবাহ করতে অসম্মত।
তুমি সৌজন্যবশতঃ তারে আবদ্ধ করেছিলে,
তথাপি সে কোথায় চ'লে গেল? রায় সাহেব,
আমি যদি তোমার এই সব কথা বলতাম,
তুমি কি প্রত্যয় করত?

শালি। মহারাজ! আমি স্বীকার করছি—না,—
কিন্তু আমি স্বরূপ নিবেদন করছি।

উদয়। ভাল, তোমার পুত্রের বন্ধু কে?

শালি। দেও আপনার অতিথি হয়েছিল, রাজ
গোপীনাথের পুত্র, আমা অপেক্ষা সম্মানে রাজ
গোপীনাথ উচ্চ।

উদয়। লোককে কি বলবো যে, তুমি তোমার
পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হ'লে, দারে প'চে
যারে হয় আমি বিবাহ দিয়েছি।

শালি। মহারাজ, কি উত্তর করবো।

উদয়। লোককে জানাব, আমার আরজ্য দুহিত
তোমার দ্বারস্থ হয়ে তোমার পুত্রের সহি
বিবাহ দিতে পারলেম না। রায় সাহেব
এতটা অশম্মান করা তোমার কর্তব্য? র
সাহেব, আমি ধর্মনিষ্ঠ। আমি ধর্ম সাক্ষী ক'র
শপথ করছি, আমার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে এ

কস্তার অন্ন । আমার জী পবিত্রা । আমি লোকলজ্জার তারে গ্রহণ করি নাই, সেই অভিমানে সে চ'লে গেছে । তোমার কুলে কোন কলঙ্ক হবে না । তুমিও পূর্ববিবরণ জান । হিন্দুকের কথার আমার হীনের হীন করো না । আমি তোমার চরণ ধ'রে মিনতি করছি ।

শালি । মহারাজ, কেন আমার অপরাধী করেন ? আমি নিকৃপার । আমি পুনঃ পুনঃ বলছি, আমি নিকৃপার, আমি কোন প্রকারে পুত্রের সন্ধান পাচ্ছি নে । আমি সভার প্রকাশ করছি, আমার পুত্রের সহিত আপনার কস্তার বিবাহ হ'চ্ছে । আপনি পুরজনকে কস্তা দান করুন, আপনার কস্তা স্বধী হইবে । রাজা গোপীনাথের পুত্রকে কস্তা দান করলে আপনার অসন্মান হবে না ।

উদয় । নিতান্তই আমার কস্তা গ্রহণ করবে না ? তবে আর বিলম্ব নয়, আপনার পুত্রের বন্ধু কোথায় ? তারে লয়ে আসুন; এখনি মালা বদল করি বিবাহ হোক ।

শালি । কে আহুস ?
(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী । মহারাজ !

শালি । পুরজনকে ডাক ।

উদয় । (জনৈক ভৃত্যের প্রতি) শাজীকে বল, আমার কস্তাকে লয়ে আসে । রার সাহেব, আপনার পুত্রকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ? বড় অপমানিত হব, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হব, আমার সর্বনাশ হবে !

শালি । মহারাজ, কেন আর অধিক অপরাধী করেন ?

উদয় । অপরাধ তোমার নয়, আমার । কেন আমি পিতার অবাধ্য হয়েছিলেম, কেন আমি কস্তাকে ঘরে এনে পালন করেছিলেম, কেন আমি বিবাহে তার প্রাণ নষ্ট করি নাই ? কেন সমর-ক্ষেত্রে প্রাণ দিই নাই ? কেন রাজসন্মান গ্রহণ করেছিলেম ? কেন আমার দ্রবস্ত কস্তা অন্নগ্রহণ করেছিল ? আহা, বাছার কি দোষ ! অবলা—প্রাণময়ী—প্রেমময়ী হুহিতা ! মা গো, তোর অকুটে এই ছিল, বশেও জানিনে ।

(এক দিক্ হইতে পুরজন ও অপর দিক্ হইতে মাধুরীর প্রবেশ)

উদয় । পুরজন—বাবা, বাবা, তুমি আমার জাত রক্ষা করবে ?

পুর । মহারাজ, আমি আপনার সন্তান ।

উদয় । মা, এই বুবা তোমার ধর্মরক্ষা করবে । নিরঞ্জনকে তুলে বাও, ওরা চণ্ডাল । গলার হার তুমি এঁর গলার দাও । (মাধুরী কর্তৃক পুরজনের গলে মালা প্রদান) বাবা, আজ হ'তে সকল ভার তোমার উপর । আমি নিশ্চিত হ'লেম ।

সরক । বাঃ বাঃ, কিয়া খুবসুরৎ ! ইকি ওয়াতে জান মেনে সেকে ।

উদয় । শালিগ্রাম, আমার ছর্ভাগ্য তো বটেই, হয় তো তোমারও ছর্দিন নিকট ! ভেবেছিলাম, বৈবাহিক ব'লে আলিঙ্গন করবো, বোধ হয়, অল্পমুখে আবার সম্ভাবণ হবে; কিংবা তুমি আমার অস্ত্রেরও উপযুক্ত নও ! তুমি হীন, তুমি হিন্দু নও, হিন্দু হ'লে হিন্দুর ধর্ম্মনাশের প্রয়াস পেতে না ।

শালি । মহারাজ, আমি সত্য বলেছি ।

পুর । পিতঃ ! সত্যই আমার বন্ধু নিকৃশেণ ।

উদয় । বাবা, তুমি যেসকল উচ্চবংশজাত, তোমার সৌজন্যও সেইরূপ । তুমি এই চণ্ডালকে আবরণ করবার চেষ্টা করছ, এ হিন্দুকুলাধমের অপরাধ হরণের চেষ্টা পাচ্ছ । কিন্তু কি করবো ? সম্বের সীমা অতিক্রম করেছে ।

সরক । ওরা ওরা ক্যা খুবসুরৎ !

শালি । মহারাজ, আমি অপরাধী নই, মার্জনা করুন ।

উদয় । শালিগ্রাম, সাধা হীন কার্য্য কিরূপে করবো ? যে হিন্দু মর্যাদা জানে না, যে পিতৃপুরুষের মর্যাদা জানে না, যে অবলার মান জানে না, তারে মার্জনা করাও অপরাধ ।

শালি । কি উদয়নারায়ণ, তোমার বড়ই স্পর্ধা ! আমি হিন্দু নই ? আমি পিতৃপুরুষকে সম্মান করি না ? আমি অবলার মান জানি না ? তা নয় উদয়নারায়ণ, তোমার অহুমানই সত্য । আমি বেস্তা-কস্তার সহিত কেন পুত্রের বিবাহ দিব ? আমি পিতৃপুরুষের সম্মানের জন্ত, হিন্দুধর্ম্মরক্ষার

অন্ত বেভালক চণ্ডালের বেভালকতার সহিত
পুত্রের বিবাহ দিই নাই। তোমার কত দত্ত,
এখনি বুঝতেম। কিন্তু আমার অধিকারে
এসেছ, অতিথি বলে এনেছি,—কথা আরোজন
নাই—তুমি অতিথি।

রক। বাহবা, ক্যা খুবস্বরং।

দিন্ন। দেখ, বখেট্ট হয়েছ। আমার তোমার
চরণে ধরছি, ছিন্ন হও। আমার কত-জামা-
তার কর্ত্ত তোমার কুৎসিত ভাবার কলুবিত্ত করো
না। কেনে শুনে পবিত্র সতী স্ত্রীর উপর কলক
আরোপ করো না। তোমার অধিকার? তুমি
জান না, সহস্র নবাব-সৈন্ত আমার আজ্ঞাহুতী,
এ স্থানে উপস্থিত আছে, কিন্তু আজিকার এ
কথা নয়।

রক। বাঃ বাঃ, ক্যা খুবস্বরং!

(অন্নদার প্রবেশ)

ন্নদা। রাজা, রাজা, লুকিয়ে মেয়ের বে দেবে।
আমার জামাই দেখাবে না? বাঃ বাঃ! আমার
চন্দপীনা জামাই—আমার চাঁদপানা মেয়ে।

লি। রাজা, এই যে তোমার পত্নী উপস্থিত, পত্নীর
সহিত আলাপ করুন।

রক। ইয়া আজ্ঞা—ক্যা খুবস্বরং!

ন্নদা। না না, আমি ওর উপপত্নী, আমি ওর পত্নী
নই। কে বলে, আমি ওর পত্নী? আমার ও
মেয়ে নয়। কি করলুম—মেয়ের মুখ হেঁট
করলুম। কেমন এলুম—কেমন এলুম? আমি
বাই, আমি বাই, উদয়নারায়ণ, আমার পতি
নয়—আমার উপপতি।

[প্রস্থান।

লি। রাজা, ধর্মের ঢাক দেশে দেশে বাজে।
আমার পিতৃপুরুষের পুণ্য, আমার কুল কেন
কলুবিত্ত হবে।

র। মেদিনী! বিধা হও। (পতনোন্মুখ ও
পূরজন কর্ত্তক ধৃত হওন।)

তৃতীয় অঙ্ক।

—:—

প্রথম অঙ্ক।

—:—

দণ্ড-তুমি।

(শালিগ্রাম ও উদয়নারায়ণ)

শালি। উদয়নারায়ণ! আমার সর্বনাশ করেছে,
আমার উদ্বাস্ত করেছে, আমার কারাগারে
দেবার অহুসমতি নবাবের নিকট লয়েছ, এতে
কি তোমার তৃপ্তিসাধন হয় নাই? আমার পুত্রের
কেন আর অহুসকান ক'ছে? আমার কারাগারে
দিয়ে নিশ্চিত হও। সে বালক—তোমার
পুত্রের সৃষ্ণ—তারে এ নিদাকরণ যত্ন দিও না।

উদয়। না না রায় সাহেব! তুমি না আমার দণ্ড
দেবে? তোমার অধিকারে অতিথি হয়েছিলাম,
তাই ক্ষমা করেছে। আমার উচ্চ মাথা হেঁট
করেছ। আমার কস্তার হৃদয়গ্রহি ছেদ
করেছ। তোমার পুত্রের সন্ধান না পেলে এর
সমস্ত পরিশোধ হবে না। আমি কারো ঋণ
রাখি নাই, তোমারও ঋণ রাখবো না।

শালি। উদয়নারায়ণ, যে অপরাধ ক'রে থাকি,
তার সমুচিত দণ্ড দিয়েছ। সারাজ্ঞ অপরোধী
জায় আমার বিব্রত ক'রে রোজে হুঁয়ে দাঁড়
করিয়ে রেখেছ। আবর্জনাপূর্ণ স্থান—মুল-
মানের উপহাস ক'রে বার নাম "বৈকুণ্ঠ"
দিয়েছে, সেখানে আমার আবদ্ধ করেছে।

উদয়। না, আমার হৃদয়ে এখনও শান্তি হয় নাই।
তোমার পুত্রই সকল অনিষ্টের মূল; সপশিত
সর্প অপেক্ষা বল। তার দণ্ড তুমি স্বচক্ষে
দেখবে, তবে আমি নিশ্চিত হব।

(নিরঞ্জন প্রবেশ)

নির। মহারাজ, মহারাজ! আগনি বখার্ব অহুসান
করেছেন। আমিই সকল অনিষ্টের মূল
আমার দণ্ড দেন, আমার পিতাকে নিষ্কৃতি
দেন। পিতা—পিতা, আমি আপনায়

কুলাকার সন্ধান। হারি হারি, পুত্র হরে আপনার সন্ধান করলেন।

উদয়। না না, তুমি কুলসন্ধান। শিকার ঘণ্টে সাহায্য করেছে। রকি। আরে বন্ধন কর। হুঁমিন রৌজ ও হিমে রেখে দাও, এক কিছু বল দিও না, তার পর পিতা-পুত্রকে কারাগারে স্থান দিও। (রক্ষিণের নিরঞ্জনকে বন্ধন করণ)

শালি। উদয়নারায়ণ, উদয়নারায়ণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর। ও বালক—অতি বয়ে লালিত—নর-হত্যা ও বালকহত্যা করো না, ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, তোমার পরম্পর্শ করতে আমি প্রস্তুত।

উদয়। প্রাচীরকে বলো, প্রস্তরকে বলো, অচল তরুকে তোমার মনের যন্ত্রণা জানাও, আমার ক্ষমা নাই। স্বচক্ষে পুত্রের যন্ত্রণা দেখ, তার পর কারাগারে বাস কর।

শালি। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, বালককে ক্ষমা কর।

উদয়। আমিও ঐরূপ অমুনয়-বিনয় বিস্তার করেছি।

শালি। দেখো—দেখো, নিতান্ত বালক,—দুঃখ-তাপে মলিন, পথের ভিখারী,—ক্ষান্ত হও!

নির। পিতা, কেন কাতর হচ্ছেন? আমি আপনার এই গুরুতর যন্ত্রণার কারণ, আমার কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হোক, আপনি কাতর হবেন না, রাজা, আমার যে যন্ত্রণা দিতে হয় বেন,—তগ-বান্ আমার বল দেবেন—আমি দহ করোঁ। মহারাজ, অপরাধীর দণ্ড দিয়ে ক্ষান্ত হোন। আমিই আপনার কন্ডাকে বিবাহ করি নাই। আমার পিতার কোনও অপরাধ নাই। ইনি আমার বন্দী ক’রে রেখেছিলেন, আমি রক্ষী-দের উৎকোচ দিয়ে পালিয়েছিলেম। যে শাস্তি আপনার অভিপ্রেত, আমার দেন, আমার পিতার মুক্তির আদেশ করুন।

হর। কারাগার তোমাদের উপযুক্ত স্থান; তোমাদের অপরাধের অতি সামান্য দণ্ড দিলেম।

[প্রস্থান।

লি। হা পরমেশ্বর।

র। পিতা, কেন শোক করেন? শত্রুর হৃদয় এতে প্রসন্ন হচ্ছে। আমি কুলসন্ধান, আমার মমতা ত্যাগ করুন। তগবান্ কি দিন দিবেন না?

(সরকরাগ খাঁর প্রবেশ)

সরক। শুন রায় সাহেব! তুমি আমার একটি কাম যদি করতে পারো, আমি তোমাদের উত্তরকে মুক্তি দিতে পারি।

শালি। কি আজ্ঞা করুন, আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত।

সরক। অবশ্য তুমি বৃষ্টিরাহ বো, রাজা উদয়নারায়ণ তোমার কিছুই করিতে পারিত না। তোমার খাজনা বাকি ছিল না। আমিই নবাবজাদাকে বলিরা—হিসাব গোলা করিরা তোমাদের ঐ দণ্ড দিরাছি।

শালি। নবাবজাদা, তবে আমাদের মুক্তি দেন, আমাদের না দেন, আমার পুত্রকে মুক্তি দেন।

সরক। আচ্ছা, আমি মুক্তি দিব, কিন্তু যদি আমার সেই কার্য সাত দিনের মধ্যে করিতে না পার, তবে তোমার পুত্রের প্রাণদণ্ড হইবে। তুমি কোন সন্ধান করিরা উদয়নারায়ণের কন্ডাকে আমার দিতে পারিবে?

নির। পিতা, পিতা, এ প্রস্তাবে কর্পাত কর্কেন না। উদয়নারায়ণ চণ্ডাল,—আপনি চণ্ডাল নন—ধর্মের প্রতি লক্ষ্য ক’রে সকল সহ করুন।

সরক। শুন রায় সাহেব! (রক্ষিণের প্রতি) ইহাকে আমার পশ্চাৎ লইয়া আইস।

নির। পিতা, পিতা! আমার মিনতি,—জীবন ক্ষণভঙ্গুর, হুর্দীন হারী নয়—পুত্রের অমুরোধ, অধর্মকার্যে প্রবৃত্ত হবেন না।

শালি। নবাবজাদা, আমার পুত্রকে নিদারুণ যন্ত্রণা হ’তে অব্যাহতি দেন, কারাগারে স্থান দেন।

সরক। আচ্ছা, ইহাদের পিতা পুত্রকে কারাগারে লইয়া আইস, যুবর বন্ধন খুলিয়া দাও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ।

পূরজনের বাটীর কক্ষ।

(পূরজন ও মাধুরী)

পূর। শুভক্ষণে দেখা তব সনে।

বংশে হলো কলঙ্ক-সকার,
ছারখার-বন্ধুর আবাস।

বহু নিরুদ্দেশ, পিতা তার কারাবাসে।

স্বপ্না হয়, করি হার পরিপন,
মজারৈছি স্তব্ধের সংসার ।
মাধুরী। কেন কর অপরাধী ?
ভালবাসি, নহি অস্ত্র দোষে দোষী ।
দেহ পদাশ্রয়, হয়ো না নিদ্রয়,
ভয় হয় কথার তোমার ;—
বিমুখ না হও প্রভু অধীনীর প্রতি ।

পুর। ভালবাস !

বেশ্যাস্তা—বেশ্যার আচার—
ভালবাস কত জনে ?
ভালবাসা ভাণ করেছিলে নিরঞ্জন সনে ;
ভালবাসা-ভাণ দেখালে আমার ;
কেবা জানে আর কত জন
হবে তব ভালবাসা অধিকারী ।
কলঙ্কিনি ! জান অতি স্নমধুর বাণী !—
কে জানিত, চিকণ-সাপিনী
গরল তোমার এত ।

নৃত্যের আচার—

মুখে মাধা সরলতা—
কপটতা আপাদ-মস্তক !
ভালবাস ?
দেখ, আছে বহু পুরুষ এ দেশে, —
মম মম, নিরঞ্জন মম,—
প্রতারিত হবে অনায়াসে ;—
• যত পার ভালবাসা বিলাও তোমার ।

মাধুরী। নহি বেশ্যাস্তা,
নিরঞ্জন দেখি নি কেমন,
একমাত্র জানি হে তোমারে ।
কটুভাষা বলো না—বলো না,
অকারণ দিও না বেদনা,
আমি পরিণীতা পত্নী তব ।

পুর। আপাদমস্তক তব মিথ্যায় গঠন !
ধস্ত ধস্ত বিধাতার নির্মাণ কোশল ;—
ধস্ত ধস্ত চাতুরী তোমাদ ।
নাহি হেন সন্নিগ্ধহৃদয়, না করে প্রত্যয়
কথার তোমার,
নেহারি চাতুরীপূর্ণ বদনের ভাব,—
সরলতা-মাধা যেন ।
শুশিক্ষিত ধস্ত তব হৃদয়ন,
যেচ্ছায় সজল-পূর্ণ হয় !

ভুলিয়াছি—ভুলিব না আর ।
রাখিয়াছ পিতার সম্মান ।
বেশ্যাস্তা করেছেন দান ;—
সকল হোরির নিমন্ত্রণ ।

মাধুরী। কমা কর—কমা কর,
অহেতু করো না তিরস্কার !
যদি হয়ে থাকি ভার,—
গৃহে স্থান দিও না আমার,
রাধ কোন নির্জন কুটীরে ;—
দাসী আমি, দিও মাত্র সেবা-অধিকার ।

পুর। কেন ? কুটীরে কি হেতু রবে ?

লাবণ্য শুকাবে,
নাহি রবে বদনে আরক্ত আভা ।
তবে কেমনে ভুগাবে আমা সম অস্ত্র জনে ?
রয়েছে যৌবন,
প্রেম-অভিনয় কি হেতু করিবে সমাপন ?
যাও ফিরে পিত্রালয়ে ।
পুনঃ হবে হোরির সময়,
এনো গৃহে সরল যুবায় ।
কর প্রেম সন্তোষন বিরল নিকুঞ্জে-ব'সে,
করিলাম বর্জ্জন তোমায় ।
যেবা ইচ্ছা হয় কর ভূমি,
নাহি মম বাধা ;—
কলুষিত করো না আলয়,
এইমাত্র প্রার্থনা আমার ।

মাধুরী। কোথা যাব ?

পুর। যথা ইচ্ছা তব ।
যাও কানীধামে,
গিয়েছিল জননী তোমার ।
কিংবা যাও পিত্রালয়ে—
ষট্কেয় শিরোমণি তিনি ।
কুরিয়েছে এই অভিনয়,
অস্ত্র নাট্য কর আয়োজন ।

মাধুরী। রাখ রাখ, অবলায় দেহ স্থান পথে ।

পুর। বেশ্যাস্তা—বেশ্য-কলঙ্কিনি,
এখনো কি প্রতারণা ?
জানিহ নিশ্চয়,
এহণ না করিব তোমায় ।
খুলেছে নয়ন,
• ভুলাইতে না পারিবে আর ।

মাধুরী । সাক্ষী হও অলক্ষ্য শরীরি দেবগণ,

সাক্ষী হও জন্মদে মেদিনী,
সাক্ষী হও স্থল, জল, বন,
সাক্ষী হও পবন, তপন,
স্বামী নোরে করেন বর্জ্জন,
কিন্তু আমি দাসী তাঁর চিরদিন ।
যদি অশ্রু জন কভু হৃদে পায় স্থান,
কালসর্গ দংশে যেন শিরে,
তহু যেন হয় পরমাণু,
তিন লোকে না পাই আশ্রয় ।
করহ বিদায়--
কিন্তু আমি তব দাসী চিরদিন ।
তুমি ধ্যান জ্ঞান, তুমি দেহ প্রাণ,
পতি তুমি সর্বস্ব সতীর ।

পুর । যাও যাও—শিবিকা প্রস্তুত,
লয়ে যাবে আজ্ঞামত তব ।

মাধুরী । প্রভু প্রণাম চরণে । [প্রস্থান ।

পুর । এত ভাগ !

তবু কীদে প্রাণ, রূপমোহ অতি চমৎকার !
পেরেছি প্রমাণ—
তবু হয় জ্ঞান,
যেন আমা বিনা নাহি জানে ।
মন চায় করিতে প্রত্যয়—
ছিঃ ছিঃ কলঙ্কিনী পন্নী মোর ।
মনে হয় আনি কিরাইয়ে ।
আদরে হৃদয়ে ধরি ।
বিষম দংশন—বিষম দংশন,
মক্‌তুমি করেছে জীবন,
পড়িলাম বেস্তার প্রণয়ে ।
কে আছে রে ?

নেপথ্যে । মহারাজ !

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

পুর । যাও, কর আরোজন বাইব ভ্রমণে ।

নিরঞ্জন কোথা আছ ভুলে ।
দেখ এসে তাজিরাছি পাণিনীয়ে ;
আর কেন আছ লুকাইয়ে ?
দিক্‌ অন্ত করিয়া ভ্রমণ
করিব তোমার অন্বেষণ,
জীবন-সর্বস্ব তুমি মম ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গভাক ।

—*—

সরফরাজ খাঁর বিলাসকক্ষ ।

(সরফরাজ খাঁ, উদয়নারায়ণ ও বাদীগণ)

বাদীগণ । (গীত)

কালো-কোকিল-তানে প্রাণে হানে শর ।
প্রেমে আকুল খাইল কত মধুকর,
ঢলে ঢলে রসে ভ্রমে চুমু কুমু অধর ॥
অনিল চঞ্চল ধীরে বহিল,
গুটিয়ে পরিমল দিক্‌ মোহিল,
বিপিন নবীন মুঞ্জরিল,
চিত মোহিত হেরি শোভা বিরহিলী জরজর ॥

[বাদীগণের প্রস্থান ।

সরফ । দেখো নবাবজাদাকো বোল্‌কে তোম্‌ বো
মাঙ্গা সব কিয়া ;—বাপ বেটাকো কয়েদ কিয়া,
মোকাম লুট কিয়া ।

উদয় । নবাবজাদা, আপনার অপার কৃপা ।

সরফ । তোমবি জেরা কৃপা কিছো ।

উদয় । কৃপা ! নবাবজাদা এমন কথা বলবেন না,
আমিই আপনার কৃপাপ্রার্থী ।

সরফ । নেই, হাম তোমারা দোরারমে ককির হার,
ভিক্‌ মাঙনেওরালা ।

উদয় । নবাবজাদা, আপনার ঋণ আমি এ জীবনে
শোধ করতে পারবো না । আপনি* অল্পগ্রহ
ক'রে হুকুম করুন, গোলাম হুকুম তামিল
করবে । নবাবজাদা, আমার হৃদয়ের আগুন
নির্বাণ করেছেন ! শালিগ্রামকে কয়েদ ক'রে
আমার প্রতিহিংসা তৃপ্তি করেছেন ।

সরফ । ওমকো জাত লেঙ্গে—মুসলমান করেছে ।

উদয় । না না, তা করবেন না, ধর্ম নষ্ট করবেন না ।

সরফ । নেই ? আচ্ছা, নেই করেছে । দেখো,
তোমারা দেল হাম্‌ ঠাণ্ডা কিয়া—

উদয় । আমার অপমানের সমুচিত দণ্ড আপনি
দিরেছেন । অধিক কি জানাবো, আপনার
শত্রুর তরবারি আর আপনার মাঝে আমি যদি
বুক দিতে পারি, তবে এর কিঞ্চিৎ প্রতিদান
হবে । আমি বড় অপমানিত হয়েছিলাম,
আপনার কৃপায় তা পরিশোধ হয়েছে ।

সরফ। দেখো, তোমারা লেড়কী বড় খুপসুরং!

উদয়। জিভুবনে এমন আর আছে কি না, জানি নে।

সরফ। হায়;—তোমারা দোস্তকা লেড়কী!

ওস্কো কুছ পাত্তা মিলা?

উদয়। না, কেউ তো কোথায় খুঁজে পেলেন না।

সরফ। হামবি চুড়ুতে হে।

উদয়। আপনার এমনই অমুগ্রহ বটে।

সরফ। তোমারা জান তো ঠাণ্ডা হো গিয়া?—

আউর কুছ মাস্কো? নবাবকা উজীর হোনে মাস্কো?

উদয়। না নবাবজাদা! নবাবের অমুগ্রহে সমস্ত রাজসাহীর খাজনা আদায়ের ভার আমার উপর, আমার আর অধিক প্রার্থনা নাই।

সরফ। তোমারা জিউ তো ঠাণ্ডা হায়?

উদয়। নবাবজাদা, সকলি আপনার কৃপায়।

সরফ। দেখো, নবাবকা খত্তর হোনে মাস্কো?

উদয়। এ কি?

সরফ। আরে, বাতিকা বাত হাম পুছে।

উদয়। না না, আপনার কৃপায় আমার বা আছে, জাতেই আমি সন্তুষ্ট।

সরফ। তোমারা জিউ তো ঠাণ্ডা হায়?

উদয়। আপনার কৃপায় বহু ঠাণ্ডা।

সরফ। হামারা জিউ ঠাণ্ডা করে।

উদয়। কি বলছেন?

সরফ। হাম দানা-পানি ছোড় দিয়া।

উদয়। কেন, কেন, আপনার কি অমুগ্রহ হয়েছে?

সরফ। হ্যা—ইস্কা মারে, দোস্তিকা মারে। তোমারা লেড়কীকো হাম দেখা।

উদয়। নারায়ণ! কি বলে!

সরফ। দেখো, আকবর শা চলন কিয়া হায়, হিন্দু লোক মুসলমানকা ঘরমে আওরাত দেতখা, দেখো মানসিং কবুল কিয়া।

উদয়। হাঁ হাঁ নবাবজাদা—কিন্তু সবাই কি তা করে—সবাই কি তা করে?

সরফ। উদ্মে গুণা ক্যা, হামারা জান বাঁচাও।

উদয়। নবাবজাদা, আর তো আমার কত্না নাই।

সরফ। সো তো মালুম হায়, লেকেন একঠো তো হায়।

উদয়। নবাবজাদা, আপনার সামনে তো দাড়ি হয়েছে।

সরফ। পরোয়া ক্যা—কল্মা পড়ায়কে ঘরমে লেঙ্গে।

উদয়। না না, হিন্দুর ঘরে তা হয় না।

সরফ। রাজা সা'ব, সব কুছ হোতা। পইলে পইলে রাজোরাজ্যে এ বাত উঠা, লেকেন কোন্ শাজাদা না হিন্দুকা লেড়কী বেগম কিয়া? তোমারা ধরম বড়া সিদা হায়;—সব কুছ সড়ক মিলে, সব হো সেক্তা। হাম নবাব হোসে, তোমাকো উজীরী মিলেগা, উক্সা বসমকো দশহাজারী করেঙ্গে, আচ্ছা সাদি দেলায়ে দেঙ্গে।

উদয়। নবাবজাদা, এ কাজ আমার জীবন থাকতে হবে না।

সরফ। পইলে সবকোই উসিমাফিক বোলতা, লেকেন সম্ভো, নবাবকা মেহেরবানগি খোদাঁ নেহি। মেরি বাতসে নবাব উঠে বৈঠে। দেখো, শালিগ্রাম খাজনা দিয়া, নবাবকো বহু সেলাম দিয়া, উক্সা কয়েদ কেস্ উরাণ্ডে হয়া?—হামারা বাতসে। হাম ওজর কিয়া নবাব মান লিয়া। নবাবকা লেড়কা নাই—হাম বেটিকা লেড়কা, হামকো নবাবী প—নেইতো শালিগ্রাম ক্যা কসুর কিয়া, বেটা কয়েদ হয়া। দেখো, বেটিকা মাদারকে আমরা পাশ ভেজ দিও। তোমারা দোস্তকা লেড়কীকো হাম চুড় চুড় পাকড়াঙ্গে। ও! বেগমকা লায়েকী। ছুনো বরাবর, ছুনো খুবসুর!

উদয়। নবাবজাদা, আমার লেড়কী তো আমার কাছে নেই, তার কথা আমি কেমন করে বলবো?

সরফ। আচ্ছা, তোম উস্কি সম্ভাও, হামকো মেনেকা তোমারা মতলব নেই হায় হাম সম্ভা। তোমারা গোঁষা হয়া, হাম দেখতে। লেকেন হামারা দাদ কো রাজমে রহোগে, কাঁহা বাওগে চাচা! খোড়া সহবকে লেড়কীকো ভেজ দেও! বাও, বাও, সমবকে পিছে কহিও।

[সরফরাজ খাঁর প্রস্থান।]

উদয়। বুঝি বা আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়! হিন্দু হয়ে হিন্দুর সর্বনাশ করেছি, এই বুঝি বা আমার দণ্ড।

[প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তীক ।

—:—

কারাগার-দ্বার ।

(জমাদার ও প্রহরীর)

দা । দেখো, রায় সাহেব আর উস্কা লেড়কা
কভি নেহি ভাগে—নবাবজাদা সরকারজ
খাঁকা জোর হুকুম হার,—বহুৎ হুঁসিয়ার !
বহুৎ হুঁসিয়ার !!

প্র । বহুৎ হুঁসিয়ার হার খামিন ।

[জমাদারের প্রস্থান ।

(রঙ্গশালের প্রবেশ)

প্র । কোন্ রে ?

। তোম্ তো গোলাম, আলী হার, আর তোম
তো নবীবন্ ?

প্র । তব্কা ?

। এই পীরের দরগার সিনি নাও, আর হু
তোড়া টাকা নাও । একশো একশো আছে,
ফকিরসাহেব তোমাদের দিবে পাঠিয়েছে ।

প্র । ফকির সা'ব ?

। আরে, তোমাদের নসীব ফিরে গেছে । এক-
জন হিন্দু যদি পাকড়তে পার—বারে কোত্তা
খাওয়ার হুকুম হয়—তা হ'লে তোমাদের
জারগীর আর এক এক নবাবজাদী মেলে ।
নাও নাও টাকাসুলো তোল, আমার ফকির
সাহেবকে খবর দিতে হবে ।

প্র । আরে, ও ক্যা বাৎ বোলে ?

শুনবে তো গোণো, রাত হয়েছে, আমি
লে যাই ।

দা । আরে শুনো তো ভাই—শুনো তো ভাই !

আর কি শুনবে বল ? একটা হিন্দু পাকড়া-
য়ার যোগাড় দেখ না, যে এমনই কল্পর করে,
তে কোত্তা খাওয়ার হুকুম হয় । বলি,
পারবে ? ফকির সাহেব জিজ্ঞাসা করেছেন ।
পীরের কোত্তা একটা হিন্দু খাবার জন্তে
থলেছে ।

। আরে, এলা হিন্দু কাঁহা মিলে ভাই ?
পারদমে পাহারা দেতে হে ।

রঙ্গ । কেন তার ভাবনা কি ? সরকারজ খাঁর তো
হুকুম এই যে, রায় সাহেব আর তার ছেলেকে
কেউ যদি গারদ হ'তে বার ক'রে দেয়, তারে
ধরতে পারলে কোত্তা খাওয়াবে, এই সহরে
টাঁড়ড়া দিয়েছে ।

২য় প্র । আরে, সে তো দিয়া, সে তো দিয়া ।

১ম প্র । আরে, হাম লোক পাহারা দেতা, কোন্
আরেগা ?

রঙ্গ । কেন, খুব সোজা—এই ধর, আমি এসেছি ।
এই কথার কথা ব'লছি, ধর আমি এসেছি ।—
তোমার হাতে চাবী, তুমি চাবী খুলে হ'জনকে
বার ক'রে দিলে, তার পর আমার পাকড়ালে ।
নবাব সাহেব কোত্তা খাওয়ার হুকুম দিলে,—
তোমরা হ'জন জারগীর পেলে, নবাবজাদী
পেলে ।

১ম প্র । আরে, হ্যাঁ হ্যাঁ !

রঙ্গ । আরো মজা শোন । কোন্ না ছুতার বা
মা'রবে, হাতের সুখ কোন্ না হবে ? তোমরা
গারদ পাহারা দাও, কাউকে মারতে ধরতে
পাও না,—সে খুব মজা হবে ।

২য় প্র । আরে, সে তো ঠিক—আরে সে তো
ঠিক, লেবেন এসা হিন্দু মিলে কাঁহা ?

রঙ্গ । কেন, যে হিন্দুর বরাত ভাল, সেই তোমা-
দের হাতে ধরা পড়বে ।

১ম প্র । এ বড়া মজেকা বাত বলে । কাহে, কাহে,
ওহা বকুৎ কাঁহে আছা ?

রঙ্গ । কি জান—তুমি কা'ল সকালে ফকির সাহে-
বের কাছে যেও না, শুনবে—ঐ পীরের কোত্তা
সে হিন্দুকে দত কানড় খাবে, তত লাখ লাখ
বরষ সে বেহেস্তে হাউড়ি নিরে থাকবে ।
কা'ল ছুটা হ'লে ফকির সাহেবের কাছে গিয়ে
শুনো না ।

২য় প্র । আরে শুনকে ক্যা করে ভাই । হিন্দুকা
বিচমে ধরম করে, এসা আদমি কাঁহা ?

রঙ্গ । কেন, এমন কথা ব'লো না ; আমার ধরম
করতে ভারি মন ।

১ম প্র । কেঁও, তোম্ পাকড়া যানে রাজী ?

রঙ্গ । রাজী হয়ে কি ক'রবো বল ! তুমি যদি
আমার ধরো, কে বিশ্বাস ক'রবে ? আমি একা,
হাতে অস্ত্র-শস্ত্র নাই, কে বিশ্বাস ক'রবে বল

যে, রায় সাহেব আর তার ছেলেকে আমি
গারদ হ'তে বা'র করতে এসেছি। ওঃ হরি!
একটি কথা ভুল হয়েচে। ফকির সাহেব এক
পরামর্শ দিয়েছিল। বেশ হবে, একজন হিন্দুকে
কা'ল ভুলিয়ে ভালিয়ে এনো! তার পর চাবী
খুলে দিয়ে তাদের তো বিদায় ক'রে দিলে।
সে হিন্দু যেন খুব জোয়ান, তোমাদের এক-
জনকে বেঁধে ফেলেছে, আর একজন যেন ধ'রে
কলেছো!

২য় প্রা। ক্যা, হাম সম্জা নেই।

রঙ্গ। এই দেখ, তোমায় সম্জা দি। এই যেন
তোমার তলোয়ারখানা আমি নিয়েছি, কেমন
নিলুম বল?

২য় প্রা। হ্যাঁ হ্যাঁ।

রঙ্গ। আর এরও এমনি তলোয়ার নিয়েছি, এই দড়ি
দিয়ে হু'জনকে বেঁধেছি, বেশ ক'রে জড়াজি,
চ্যাচালে বৃকে তলোয়ার বসিয়ে দেব। এই চাবী
নিরু দরজা খুল্লুম, চ্যাচালেই বৃকে দেব। রায়
সাহেব, নিরঞ্জন—শীগ'গির বেরিয়ে এসো,
চ্যাচাবারও যো রাখ'ছিনে, মুখে কাপড় শুঁজে
দিয়েছি। রায় সাহেব, নিরঞ্জন—শীগ'গির
বেরিয়ে এসো, দোর খুলে দিয়েছি, বোড়া
তোয়ের আছে, শীগ'গির পালাও।

নির। তুমি?

রঙ্গ। • শীগ'গির পালাও—শীগ'গির পালাও—কট-
কের প্রহরি ভাং খেয়ে প'ড়ে আছে। (প্রহরি-
ঘরের প্রতি) নড়'বার চড়'বার চেষ্টা ক'রো না।
এই বৃকে তলোয়ার দেব।

[শালিগ্রাম ও নিরঞ্জনের প্রস্থান।

গঙ্গা। ও কি কচ্চ, খুলে দিচ্চ যে?

রঙ্গ। কেন, এদের দুজনকে মা'বো আঁচ ক'চ্চ
কি? তুমি পালাও—নইলে তোমার ধ'রবে,
আমায়ও ধ'রবে।

গঙ্গা। কি ক'চ্চ, ধরা দেবে না কি?

রঙ্গ। তা নয় তো কি, এই গরীব দুজনের সর্বনাশ
করবো? পালাও পালাও—তুমি ম'রে যাও—
নইলে ধরা পড়বে!

গঙ্গা। না না, তুমি এসো।

রঙ্গ। চল, তোমার রেখে এসে এদের খুলে দেব।

গঙ্গা। নিশ্চয় আমি যাব না।

রঙ্গ। তুমি না আমার বল, ভালবাস? যদি ভাল-
বাস, কথা শোন। যাও, শীগ'গির যাও, নইলে
এই দেখ, আমি আজ বাতী হব।

গঙ্গা। ভগবান, একি সর্বনাশ কল্লেম। কেন
প্রহরীদিককে ভাং খাওয়ালাম?

রঙ্গ। সর্বনাশ করনি, বেশ করেছে। যাবে তো
যাও, নইলে এই আমি বৃকে মারলেম।

গঙ্গা। ভগবান, কি করলে!

[গঙ্গার প্রস্থান।

রঙ্গ। এইবার মিক্রাসাহেব। মুখের কাপড় খুলে
দিলেম। ব্যস্ত হরো না, এই বাঁধন কেটে
দিচ্ছি। চ্যাচাবে কেন? এই তো আমি ধরা
দিচ্ছি। দেখ, দুটো গরাদে কেটে ফেল, এই
আমার কাছে উকো আছে। বলবে, তিন
জনের সঙ্গে হু'জনে পার নাই। হু'জন বেরিয়ে
গেছে, একজনকে ধরেছো। কেমন মিক্রা-
সাহেব, আমার কুকুরে খাবে, খুব মজা হবে!
দেখো, আমি বড় কাছড়াই, একটু মারো
আর আমি অমনি ধেই ধেই ক'রে নাচ'বো।

১ম প্রা। তোবা তোবা!

রঙ্গ। তোবা কেন, আমার পিছুমোড়া ক'রে বীধো
না। তবে জাইগীর আর নবাবজাদী যদি না
পাও, এই নাও হু'টুকরো হীরে নাও।

২য় প্রা। তোম কোন্ হায়?

রঙ্গ। হাম হিন্দু হায়, আর কোন্ হায়?

১ম প্রা। হাম লোককা জান যাগ!

রঙ্গ। কিছু পরোয়া করো না। সাহেব, এই
দেখ, যেন ওদের ঠেসে উকো ছিল, রেল কেটে
বেরিয়েছে। আমি যেন দোরের প্রহরীদের
ভাং খাইয়ে এখানে এসেছি। ওরা বেরিয়ে
গেছে, আমি তোমাদের সঙ্গে দাস্তা করেছি।
বাস! কত যন্ত্রবিচার হয়, তা তো তোমরা
জান; আর আমি এক রকম ক'রে বুঝিয়ে
দেব, ভেবো না।

২য় প্রা। জমাদার ক্যা সম্জায়েগা, হাম লোক
চিল্লার নেই কাছে?

রঙ্গ। এখন চেল্লাও না।

১ম প্রা। জমাদার—জমাদার, কয়েদী ভাগা।

রঙ্গ। দেখ, ভক্তকণ তোমরা কানটা-আস্টা হলো,
চুচায় বা মারো, খুব আমোদ কর না।

১ম প্র। শালা বেইমান! (প্রহারকরণ)
রত্ন। ও বাপ রে—গেলুম রে, কেমন, আমোদ
হ'চ্ছে না?

২য় প্র। আরে মারো মাং, শালা দেও হায়!
(জমাদারের প্রবেশ)

জমা। ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া?

১ম প্র। কয়েদী ভাগা।

জমাদার প্রভৃতি সকলে। কয়েদী ভাগা—কয়েদী
ভাগা।

[রত্নলাগকে লইয়া সকলের প্রস্থান।:]

পঞ্চম গর্তাঙ্ক।

— — —
সরফরাজ খাঁর কক্ষ।

সরফরাজ খাঁ, শালিগ্রাম ও মাধুরী।

সরফ। তোম্ কোন্?

শালি। আমি শালিগ্রাম রায়।

সরফ। তোম্ গারদসে কেস্ তরে নিকালো?

শালি। তা তোমার ব'লছি, ফিরে গারদে দিতে
হয় নাও, কিন্তু এই উদয়নারায়ণের কত্তা
এনেছি দেখ। তুমি ব'লেছিল, কারাগারে
মুক্তি দেবে,—যদি আমি উদয়নারায়ণের কত্তাকে
এনে দিতে পারি।

সরফ। এই তো মেরি জানি!

মাধুরী। অ্যাঁ অ্যাঁ, আমার পিতা কোথায় রায়
সাহেব?

সরফ। ডরো মাং পিররি! এ সহরমে হায়।
(শালিগ্রামের প্রতি) তোম্‌কো ক্যারসে মিলা?
রায় সাহেব, বহুত সেলাম!

শালি। আমি গারদ থেকে পালাচ্ছিলাম, পথে এর
সঙ্গে দেখা। উদয়নারায়ণের বাসা খুঁজে পাচ্ছিল
না, আমার বন্ধু বিবেচনা ক'রে জিজ্ঞাসা
ক'রলে, আপনার কাছে এনেছি।

সরফ। হাঃ হাঃ, রাজা তো চলা গিয়া। দেখো, বড়
মজা হুয়া! হাম ওসকা লেড়কীকো মাজে থি,
ও গোব্বা হোকে চলা গিয়া। তোম্ বহুত কাম
কিয়া। আন্না ক্যা মিলা দিয়া।—তোমার

বাঁহা খুসী চলা বাও, এই আঙ্গুটি লেও—কোই
নেহি রোথে গা।

শালি। একটি অঙ্গুগ্রহ ক'রতে হবে।

সরফ। ক্যা কহো? হামার বেগ খোস হো গিয়া,
যো মাকো, সো দেঙ্গে।

শালি। রত্নলাল ব'লে যে একজন আমাদের মুক্ত
ক'রেছে, মুক্ত ক'রে আপনি কয়েদ হ'য়েছে,
তারে আপনি মুক্তি দেন।

সরফ। কুছ পরোয়া নেই, আবি দেঙ্গে।

মাধুরী। এ কি রায় সাহেব! কোথায় আনুলেন?

সরফ। বিবি—বিবি, ডরো মাং।

মাধুরী। সাহেব—সাহেব! আমার ছেড়ে দেন!

সরফ। পরোয়া মাং কর বিবি, ঠাণ্ডা হও।

(শালিগ্রামের প্রতি) কাঁহা তোমার রত্ন
হুলাল? ঠারো। এস্‌মালি!

এস্। (প্রবেশ করিয়া) খামিস্!

সরফ। এই আঙ্গুটি লেকে বাও, গারদসে
যাকে কহো—রত্নহুলালকো ছোড়নে হামারা
হুকুম হুয়া। (শালিগ্রামের প্রতি) 'তোমার
জমাদারী তোম্‌কো মিলাগো—বাও।

মাধুরী। রায় সাহেব, রায় সাহেব! আপনি কি
অনাধিনী, পথের কাঙ্গালিনী কুলকামিনীর
সহিত প্রতারণা করেছেন? আপনি কি বঙ্গ-
লার অন্তঃপুরের গৌরব—সত্য—স্ববনের
পায়ে ফেলে দিতে এনেছেন? সত্যই কি
আপনি রায় সাহেব? আমি আপনার হুঁহিতা,
অপ্রিতা, আমার রক্ষা করুন। আমি তো
আপনার চরণে অপরাবিনী নই। কেন আমার
কলঙ্কসাগরে ভাসিয়ে দিতে নিয়ে এসেছেন?

শালি। কেন? বেগম হয়ে তোমার পিতাকে
অন্তঃপুরে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করো, তিনি
আনন্দ ক'রবেন। তিনি আরও নবাবের
রূপাভাজন হবেন। তিনি আরও অনেক
জমাদারকে কারাগারে আবদ্ধ ক'রে
ঠাঁদের সর্বনাশ ক'রতে পারবেন। তিনি
তোমার ঠাঁর কুলের গৌরব মনে ক'রবেন।
ভেবো না, ভেবো না? বেগম হবে! তোমার
পিতা নবাবজাদার স্বস্তর হবেন!

মাধুরী। কি বলছেন? কি বলছেন?
আমি যে আপনার কুলকামিনী, আমি

যে আপনার মন্তঃপুরনিবাসিনী । আমার পিতা আপনার শত্রু হ'তে পায়েন, আমি নই । তিনি আপনার ঐহিক সর্বনাশ করেছেন, সেই অপরাধে নিরপরাধিনীর ঐহিক-পারমার্থিক সর্বনাশ করবেন না । আপনার কথার আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, এত কুটিলতা আপনাতে সম্ভবে না ! আপনি হিন্দু-বাদামী । যে বাদামী-রমণী পতির সহযুতা হয়, সেই সতী-বঙ্গ-রমণীর গর্ভে আপনার জন্ম । আপনি সতীত্বের আদর করুন, হিন্দুরমণীর সতীত্ব রক্ষা করুন । রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ! শালি । কে বলে আমি হিন্দু ? আমি কারাগারে ববন-অগ্নে প্রতাপালিত । আমি নিরপরাধী, নিরপরাধী পুত্রের সহিত কারাগারে বাস করেছি । ববনের দানাপানিতে আমার দেহ পুঠি হয়েছে, সে তোমার পিতার প্রসাদে ! সে প্রশ্ন কি আমি রাখতে পারি ? তোমার মন্ত আমিও 'রক্ষা কর' 'রক্ষা কর' বলে চীৎকার করেছি, নিরপরাধী পুত্রের প্রতি দয়া কর, দয়া কর বলেছি ।—তিনি আমার শিক্ষাদাতা, তাঁর শিক্ষা ভুলবো কেমন করে ?

[শালিগ্রামের প্রস্থান ।

মাদুরী । কি হলো ! কি হলো !

সরফ । বিবি—বিবি, ডরো মাং ।

মাদুরী । নবাবজাদা, আমি আপনার প্রজা-মুহুর্তা—আমার সতীত্ব ভিক্ষা দেন । আমার বর্ষ রক্ষা করুন, জাতি রক্ষা করুন, রমণীর বর্কাদা রক্ষা করুন ।

সরফ । পিয়ারি, তোম হানারা দেলমে কাটারি যারি ।—বহুত . বতনগে ছাতিপার রাখেছে । ডরো মাং ।

মাদুরী । নবাবজাদা, সতীর সতীত্ব নাশ করবেন ?—সহস্র নবাব একজ হরে পারবেন না । মা নিস্তারিণী, সতীকুলরাণী আমার লোহার শিঞ্জর ভেঙ্গে নিয়ে যাবেন । যদি আমি কারমনোবাক্যে সতী হই, সতীত্ব-প্রভাবে আমার দেহ অনিলে মিশিয়ে যাবে, আমার প্রাণ মৃত্যুকাপিঞ্জর ভেঙ্গে পতির পদে লয় হবে ! নবাব সাহেব, আমার রাখতে পারবেন না, সতীত্ব নাশ করতে পারবেন না ।

আমার মা স্বর্ণ হ'তে ডাকছেন, আমার প্রাণ দেহপিঞ্জর ভেঙ্গে চললো । (মুহুর্তা)

সরফ । এ কিয়া ! গুণ কেয়া গুণ গেরী ? বিবি—বিবি ! বাদী—

(বাদীর প্রবেশ)

দেখো,—লে যাও—বতনগে রাখে ।

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক ।

দেবী-মন্দির ।

(ললিতা ও যোগবালাগণ ।

সকলের গীত ।

ত্রিকাল-মোহিনী, যোগিনী-সোহিনী,
মুক্তিযোগ-রঞ্জিনী ।

দোহিত বাসনা-বিভূতি-ভূষণা,
জ্ঞানকরণা সঙ্গিনী ॥

সত্তা নিত্য, নিত্য বিত্ত, সত্যচিন্ত-বাসিনী—
সাধক শান্তি, বিবেক কান্তি,

শ্রান্তি-শ্রান্তি-নামিনী,

উপাধি নগমা, সমাধি-মগনা,

ত্রিগুণাতীত অঙ্গিনী ॥

কারণার্ঘ্য, (অ) নাদি প্রণব,

ভাবাতাব-ভঙ্গিনী ॥

[যোগবালাগণের প্রস্থান ।

ললিতা । মা গিরিনন্দিনি, শিবরানি, মা কোমারী-বরুণপিনি, কুমারজননি, মা বোগিনি, শান্তি-দারিনি, আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত কর মা । আমি কোমার-ব্রত গ্রহণ ক'রে তোমার চরণে আশ্রিতা, আমার চিত্ত স্থির কর মা । আমার চকল মনপ্রবাহ এখনও তার প্রতি ধাবিত । মা, তোমার ধ্যান করি, তার মুখ মনে পড়ে, তোমার অন্তর-বাখা জানাতে গেলে জ্ঞান হয়, তার সঙ্গে কথা কছি—মা, তোমার দর্শনে এসে আগে তারে দেখতে পাই, এ কি মা, আমার কি হলো ! সন্ধ্যাই মনে হয়, সে আমছে, সে আমার প্রতীক্ষার দাঁড়িয়ে আছে । মা, তোমার পদে আশ্রয় নিয়ে কি শেষে ব্রত-ভঙ্গ হবে ? মা, আমার হৃদয়-ভাবে কি তোমার

মন্দির কলুষিত হবে? তোমার চরণে কি আমার এই কলুষিত বাসনা অঞ্জলি দেব? এ কি হলো! কি ক'রে তরে ভুলবো?

(নিরঞ্জনর প্রবেশ)

নির। কে ও মাধুরী?

ললিতা। না না নিরঞ্জন, আমি মাধুরী নই; যদি মাধুরী হ'তেন, তোমার পেতেম। মাধুরী হেথায় আসবে কেন?

নির। মাধুরী—মাধুরী! তুমি বল, তুমি হেথায় কেন?

ললিতা। মাধুরী হেথায় আসবে কেন? স্থির হও, চেয়ে দেখ, আমি মাধুরী নই।

নির। তোমার কি হয়েছে, তোমার এ সন্ধ্যাসিনী বেশ কেন? তুমি কি পূজা দিতে এসেছ?

ললিতা। তাতে তোমার কি?

নির। আমার কিছু নয়, তুমি ভাল আছ তো?

ললিতা। কেন, আমার ভালোর তোমার কি?

নির। এখনও তুমি কথা বলছো? দেখ, তোমার জন্তে আমি পথের ভিখারী, পিতার সর্বনাশ হয়েছে, কিন্তু তাতে আমার খেদ নাই। তুমি বলো, তুমি স্থখে আছ—শুন আমি চ'লে বাই। তুমি আমার হয়ে বড় আশা ছিল, কিন্তু বিধাতা বিমুখ হলো। আমার অদৃষ্ট। তোমার ভালই আমার ভালো। বল, তুমি স্থখে আছ, তা হ'লে আর বিরক্ত করবো না।

ললিতা। নিরঞ্জন, এখনো প্রতারণা? কেন, আর প্রতারণার প্রয়োজন কি? তুমি তো আমার ভাসিয়ে দেছ, তবে আর কেন সোহাগ জানাও? চেয়ে দেখ, তোমার মাধুরী নই, দেখ, হুধিনী—জননী—বর্জিতা—দুগিতা!

নির। কি কি, কি হয়েছে?

ললিতা। না, কিছুই নয়। তুমি হেথা আর থেকো না। কেন আমার পাতকিনী করবে? তোমার কথা শুনে, তোমার দেখলে—আমি ধর্ম রাখতে পারবো না, তোমার পাব না। কিন্তু আমি—তাতে তোমার কি এসে যায়, কেন তোমার বলি?—নিরঞ্জন, আর আমার পতিত করো না। এই আশীর্বাদ করো, যেন অমৃত-জ্যাম্ববন্তে তুমি আমার হৃদয়ে স্থান না পাও। অনেক চেষ্টা করেছি, এ জীবনে তোমার ভুলতে

পারবো না। চ'লে যাও, চ'লে যাও, আমার মহাপাতকিনী করো না।

নির। চন্দ্রন, আর তোমার সঙ্গে এ জীবনে দেখা হবে না।

ললিতা। সেই ভাল;—স্থখে থাক, দেবীর কাছে এই আমার প্রার্থনা!

নির। স্থখ? স্থখে আমি জলাঞ্জলি দিয়েছি।

ললিতা। আবার ঐ কথা! আমি চন্দ্রন।

[ললিতার প্রস্থান।]

নির। এ কি! পুরঞ্জনের কি অদৃষ্ট হ'লো? হৃদয় মনোবেগ কোন মতেই কিয়তে পারি নে;—দিবারাত্রি পরস্পর চিন্তা। ইচ্ছা হ'চ্ছে, ছুটে গিয়ে পারের ধ'রে প্রেম প্রার্থনা করি। পিতার সর্বনাশ করেছি, পরিবারবর্গ পথে পথে কিবুছে, নিজে পথের ভিখারী হয়েছি, এ দরবহায়ও মাধুরী! এই কি আশ্চর্য্যাপ, এই কি স্বাধ-বিসর্জন! ধিক্! আমার আত্মবিসর্জনে, বিক্, আমার বন্ধুকে ধিক্! বাই, পুরঞ্জনের সন্ধান নেব; তার পর মাধুরীকে যদি না ভুলতে পারি, মার চরণে কলুষিত বকের শোণিতদানে প্রাশ-শিত্ত করবো! [প্রস্থান।]

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। না! শুনেছি, সকল নারীদেহে তুমি বিরাজিতা। আমি পাতকিনী, কিন্তু না, তুমি পতিতপাবনী,—পতিত, হুহিতাকে দয়া কর! না অন্তর্গামিনি, আমার অন্তরের কথা বোঝো,—আমার রক্তমালা কারাগারে। আমার মহাপাপের শাস্তি বা তোমার ইচ্ছা যাও, কোটি কোটি জন্ম আমার শরীর নরকের কীটে ধংশন করুক—না, আমি দেখি, সে মুক্ত হয়েছে! না, না, বাহ্যিকরতন।

(রক্তমালায় প্রবেশ)

কি, তুমি পাগিয়ে এসেছো?

রক্ত। তোমার কি বোধ হ'চ্ছে কারাগারে আছি? গঙ্গা। কি জানি। তোমার উত্তর কথা তুমিই জানো।

রক্ত। আমি মরি মরি! ঢং-ঢং যা তোমাতে নাই।

গঙ্গা। হ্যাঁ, ঢং-ঢং আমাদের আছে বটে, কিন্তু তোমার মতন নয়।

রক্ত। তুমি আমার ভালবাসই বাসো; কি বল?

গঙ্গা। সে আমরা অমন কত লোককে বলি।

রজ। বল না কেন, একটু ভালবাস; না?

গঙ্গা। তোমার ভালবেসে কি ক'রবে, তোমার কাছে তো এক পয়সার পিত্তেশ নেই।

রজ। কেন বিবি, আমি তো তোমার টাকা দিতে চেয়েছিলুম। তুমি গ্রহরীদের ভাং খাইয়েছ, আমার কিনে রেখেছ। তুমি যা চাও, আমি তো দিতে রাজী।

গঙ্গা। আমি তোমার চাই।

রজ। তা আমার কিনে নিও, আর একটু কাজ কর।

গঙ্গা। কি?

রজ। রাজা উদয়নারায়ণের কস্তাকে সরফরাজ খা তার বেগমমহলে নিয়ে গেছে, সতীর ধর্ম নষ্ট হবে, তাহে তুমি রক্ষা কর।

গঙ্গা। আচ্ছা, তোমার পরের জন্ত অত মাথাব্যথা কেন? তুমি তো ধর্মকর্ম ছাই মানো। এই তো মায়ের সামনে একবার মাথাটাও নোঙালে না।

রজ। মার কোলে ছেলে থাকে, ক'বার স্তবস্তুতি করে? ক'বার বলে—তুমি হান, তুমি ত্যান? কিদে পেলে দরকার হ'লে এসে মার পায়ে যে মাথা খোঁড়ে না, তাতে কি মা বেজার হয়? তবে সংমা হ'লে নানা কথা কহিতে হয় বটে। বলতে হয়,—মা গো, জননী গো, আর মনে হয়, সর্বনাশী গো, কথাই কি ক্রটি হবে গো, অমনি বাড়ি ভাঙবে গো;—তাই মুখে বলতে হয়—

• তুমি জননী গো, তুমি কি না পার গো।

গঙ্গা। তবে মা'কে মান?

রজ। অমন পাথুরে মা'কে মানি না মানি, তাতে বড় এসে যায় না; দেখ না, এক পোড়ার মুখ নিয়ে প'ড়ে আছেন, না হয় জিব বার ক'রে দাড়িয়ে আছেন। আমি বলি,—থাক না, বিব-পত্রের গাঁদার, টিকিদাস ভট্টাচার্য্যের মুখে চিড়ি চাড়াং—কিড়ি কাড়াং শোনো।

গঙ্গা। তুমি নাস্তিক নাকি?

রজ। আমি নাস্তিক! যে আমা নাস্তিক বলে, সেই নাস্তিক। আমি অমন বজ্রকারে তীর নাকী করি না। আমার দেবতা প্রত্যক্ষ। আমার দেবতা কথা কয়, আমার দেবতার প্রাণ আছে, আমার দেবতা অমন দৃষ্টিভাষা খায় না, সত্যি ভোগ খায়, আমার দেবতা পরম সুন্দর।

গঙ্গা। কে তোমার দেবতা শুনি?

রজ। মাহুঘ আমার দেবতা।—যারে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান বলে ভগবানের অংশ। শাস্ত্র নিয়ে তর্কবিতর্ক আছে, এ কথার তর্কবিতর্ক নাই। আমার দেবতা প্রাণময় মাহুঘ,—যার সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, যার সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না, ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, দেবতা-পূজার কোন শাস্ত্র নিন্দা নাই, তর্ক নাই। দেখ বিবিজান একবার মাহুঘের সেবা ক'রে দেখ, প্রাণ তত হ'ল যাবে। এই ত ঢং-ঢাং ক'রে রোজগার করেছে, মনে মনে একবারও ওঠে—যতই মনকে চাপা দাও—সে কলব করাটা বড় ভাল কাজ হয় নাই। কিন্তু আমার দেবতার পূজা যদি কর, তা হ'লে মনে ক'রবে, টাকা রোজগার করেছে, সার্থক; ঠিকঠাক দেবতার পূজার লেগেছে।

গঙ্গা। আমি ঠিক ঠাওরেছি তুমি নাস্তিক।

রজ। কেন বিবি, বোঝ। বড় বড় টিকিদাস ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করো—ব'লতে হবে, সকল মাহুঘেই মা আছেন, বড় বড় মোল্লা মানবে—খোদার অংশে সবাকার জ্ঞান; পাদ্দ্রীতে বলবে—ভগবান্ হু'য়েছে মাহুঘ তৈয়ারি করেছেন; তা হ'লে আর আমি নাস্তিক কি ক'রে বল! 'মা সর্বময়ী—মা সর্বময়ী' বলে পূজা দিয়ে গেল, মুখে বলেন, সর্বভূতে মা আছেন, আর জীবজন্তু দূরে থাকুক, মাহুঘের বুকেই ছুরি দেন। একটা টাকা খার দিয়ে পাঁচশো টাকা আদায় ক'রে নিয়ে তার পর তাহে কয়েদ দিলে; কিদে একটা লোক হা হা কছে, আপনি পেট ঠাণ্ডা ক'রে দারোগারানকে বলে, নিকাল দেও। কি প্রতি হাত বলা আছে—'মা ব্রহ্মময়ী' তুমি সর্বভূতে আছ।' তাই মা বলা তাতেই থাক, অমন মা বলতে চাইনে। তিনি কৈলাস প্রাপ্ত হোন, বৈহুঠ প্রাপ্ত হোন, তাতে আমার হিংসা নাই। মার কাছে আমার প্রার্থনা, তুমিও আলীকাদ কর, আমি যেন হু একটা ভুকে মাহুঘকে ভাত দিতে পারি, যে শীতে কাঁপছে, তাকে একখানা কথ দিতে পারি, তা হলেই আমি চরিতার্থ হব।

গঙ্গা। ঠাকুর-দেবতা মান না—তুমি নরকে যাবে

স। মানি নে কেন বলছো বল! এই যে তোমার বুঝিয়ে বলুম। আর এতে যদি নরকে যেতে হয়, আমি রাজী আছি। বিবিসাহেব, তোমার একটা কথা বলি।

স। কি?

স। দেখ, একদিন একজনকে—খুব ক্রিমে পেয়েছে, চারটি খেতে দিও, খুব তেঁতা পেয়েছে, একটু জল দিও; খেয়ে ব্যাটারি ‘আঃ’ করবে, তখন যে তোমার সুখ হবে, কোন ব্যাটারি চোদ্দগুরুবের করনার স্বর্ণ সৃষ্টি করে, এত সুখ সৃষ্টি করতে পারে নাই। জোর স্বর্ণসুখ করেছে কি জান?—অঙ্গুরীর সঙ্গে প্রেমালোপ হলো, পারিজাতের মালা গলার দিলে, খাঁটা না খেয়ে একটু সুখা খেলে। ইঞ্জিরতৃপ্তি ফুরোলো, পারিজাতের মালা বঙ্গী হলো, আর অমৃতের নেশার খোঁয়ারী এলো। এগুলো বিবিজান, তুমি তো দেখেছ, এ আমোদ না ছাই? ব্যাটারি সন্দেশ ফেলে বিষ্ঠে খায়। যাক্, রাত ফুললো সকালেই তোমাকে এ কাজ করতে হবে।

স। কি করবো বল?

স। মাধুরীকে উদ্ধার করতে হবে।

স। কি করে?

স। তা তুমিই জান। যদি পার স্বর্ণ কোথায় বুঝবে। আমি বাই, আমার কাজ আছে।

[রঙ্গালয়ের প্রস্থান।]

স। রঙ্গাল, তুমিই আমার স্বর্ণ!

[প্রস্থান।]

সপ্তম গভাক।

—০—

সরকারজ খাঁর কক্ষ।

(সরকারজ খাঁ ও মাধুরী)

স। বিবিজান, মেহেরবাগী করো, নেক্ নজর লাও।

ম। এ কি! পাশ দেহে এখনও জীবন রয়েছে, এখনও বননগৃহে রয়েছে?

সরক। বিবি, গোলামসে দেয়া বাৎ করো, তোম্ দেলখোস হার!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। গঙ্গা ভরকাওয়ালি আদি,—

সরক। হাম নেই বোলারা, ভোমলোক ঠলা যাও, মাং আও। (মাধুরীর প্রতি) বিবিজান, ছাতি পর লুটো, সিনা পর লুটো, (আক্রমণ-করণোত্তত)

মাধুরী। ভগবান, রক্ষা কর! (মূর্ছা)

(গঙ্গার প্রবেশ)

সরক। তোম কাছে হিঁরা আরি?

গঙ্গা। নবাবজাদা, বুঝছো না, কেন জোর জবরদস্তি করুচ? তোমার:জন্য ও মরে!

সরক। ক্যা? ক্যা?

গঙ্গা। ওর বের দিন তুমি ছিলে?

সরক। হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি ওরাক্ত জানমে কাটারি লাগা!

গঙ্গা। এই দেখ, ঠিক হয়েছে! এই তোমার ক্রিনতে পাচ্ছে না, তাই এমন কচ্ছে! তুমি সেই পোষাকটি পরে এসো দেখি, তা হ'লেই তোমার গলা জড়িয়ে ধ'রে, তোমার মুখ-চুখন করবে।

সরক। সাচু?

গঙ্গা। নবাবজাদা, তোমার মিছে বলচি? ওর স্বামীকে ভুলিয়ে শুধু শুধু মুরতদারাবে এসেছে? ও বাগকে বুজুতে আসবে কেন?—ওর বীণ কি হারিয়েছে যে, বুজুতে আসবে?

সরক। দেখো গঙ্গা, ইসকি ঠাণ্ডা করো, হাম্ ঐ পোষাক পিহিনকে আওরে।

গঙ্গা। বাও—বাও শাজাদা, শীগ'গির এসো।

[সরকারজ খাঁর প্রস্থান।]

গঙ্গা। দেবি, ওঠো, শীগ'গির ওঠো, এই ওড়ানা মুড়ি দিয়ে পালাও।

মাধুরী। না, না, কে তুমি?

গঙ্গা। কথার সময় নাই, শীগ'গির পালাও,—নইলে এখনি জাত বাবে। শোয়ারি ত'রের আছে তুমি শীগ'গির পালাও।

[মাধুরীর প্রস্থান।]

পাই—বড় তুণ হব ! এসো, আমি প্রস্তুত ।
(উত্তরের অন্তঃপ্রবেশ)

উদয় । সকলে সাক্ষী হও, আমি অস্ত্রায় যুদ্ধ করবো না । (যুদ্ধ করিতে করিতে) হয়েছে, ক্ষান্ত হও ।

শান্তি । না—না, ক্ষান্ত কেন হব ? (পুনরায় যুদ্ধ)
উদয় । এখনো ক্ষান্ত হও ।

শান্তি । এখনো বল আছে, তোমার বন্ধের রক্ত দেখতে পারি, ক্ষান্ত হব না ।

উদয় । না—না, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই ।

শান্তি । তোমার কস্তা—বেস্তাকস্তা, তোমার কস্তা মুসলমানের উপপত্নী, তুমি হিন্দু নও, তোমার যুগে আমি নিজীবন দি ।

উদয় । তবে নয় ! মুসলমানের কবর-ভূমিতে তোমার ফেলে দেব ।

(শান্তিগ্রাম রায়ের পতন)

কে আছিল?—একে লয়ে গিরে মুসলমানের কবর-স্থানে ফেলে দিলে আর । (শান্তি-গ্রামের দেহ লইয়া প্রস্থান) ঐ সাহেব, সমাগত জয়ীয়ারযুদ্ধ, আমি বিদ্রোহে প্রস্তুত ! সয়-করাজ ঐর শোণিত যদি দেখতে পাই, তবে আমার তৃপ্তি হবে ! চণ্ডাল আমার বলেছিল,—তোমার কস্তাকে আমার বেগম কর, এর কি শোধ হবে ? আমি নরশোণিতসিক্ত অসি ধারণ করে প্রতিজ্ঞা করছি—মর্যাদা-বংশ ধ্বংস করবো, নচেৎ প্রাণ ত্যাগ করি। তুচ্ছ প্রাণ এখনই ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত । আপনারা সকলে এক্ষণে আসুন । বহুদিনের পর আমার কস্তার দেখা পেরেছি, ছটো কথা কব ।

[মাদুরী ও উদয়নারায়ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

মাদুরী, তোমার সঙ্গে আমি অন্ত্রাঘাত করতে পারবো না, কিন্তু তুমি কিসে মরবে ? অস্ত্রে, অনলে, সলিলে না বিষপানে ? মরবার অস্ত্র প্রস্তুত হও ।

মাদুরী । বাবা—বাবা, আমার মেরে ফেলুন । আপ-নিই আমার অন্ত্রাঘাত করুন, আমি বুঝি,—মরলই আমার পক্ষে মঙ্গলকর । আমি কল-কিনী, আমার অস্ত্র অনেক সরেছে, অনেক কষ্ট পেরেছে, বাবা, আমার বধ কর ।

উদয় । না, বধ করতে পারবো না । তোমার যুদ্ধ দেখলে তার যুদ্ধ মনে পড়ে, ঠিক তার মত চন্দ্র, ঠিক তার মত অধর, তার মত অববব, তার মত কৃষ্ণ-কৃষ্ণিত কেশদাম, আমি বহুতে তোমার বধ করতে পারবো না—তুমি আপনি মর ; অস্ত্রে, অনলে, সরলে বা গঙ্গাসলিলে প্রাণ পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হও । তুমি আমার কলঙ্কের কারণ, তা বুঝেছ, তবে মরণে প্রস্তুত হও ।

মাদুরী । বাবা—আমি কান্দগিণী, তা আমি বুঝিছি । আমি কলকিনী, আমি বুঝিছি,—আমি পতিবর্জিতা, তা আমার হৃদয়ে বিঁধে আছে, আমি মুসলমানের ঘরে গিরেছি, তা আমার দৃষ্টিতে অঁলছে—বাবা, আমি মরণে প্রস্তুত ।

(অরদার প্রবেশ)

অরদা । রাজা, ভেবো না—ভেবো না, আমি পাগলিনী নই, কস্তা তোমার নয়, আমার । আমি তোমার চক্ষে নিকরদেহ, সকলের চক্ষে নিকরদেহ ; কিন্তু আমি সর্বস্থানে বেড়িয়েছি, সকল দেখেছি, পাখীর মতন আমার বাছাকে ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছি, তোমার মেরে নয়, তুমি আর হেথা পাবে না ; মৃত্যুকালে দেখবে, আমি তোমার দেখাবো । আমি যেমন সতী, আমি যেমন পবিত্রা, আমি যেমন পতি-অহু-রাগিণী, আমার কন্যা সেইরূপ মৃত্যুকালে বুঝবে । রাজা, আমি অনেক বুঝিছি, তুমি কিছু সও, আমার কন্যা পান নিরে বাছি, তোমার আর ভার নিতে হবে না ।

উদয় । অরদা !—অরদা !—(মুচ্ছা)

অরদা । আর, আর চলে আর, আমার সঙ্গে আর ! আর আর, তুই সতীর কস্তা সতী, মনে হুঃখ করিসনে ; আর আর, হেথা থাকিস নে—ঈগ-গির আর—ঈগ-গির আর ! তোর পিতা নয়, তোর শত্রু ।

[মাদুরীকে লইয়া অরদার প্রস্থান ।

উদয় । (উদ্বিগ্ন হইয়া) এ কি, আমার কি হুঃসপ দেখলাম ? কে এলো ? প্রহরী, প্রহরী,—প্রহরী । (প্রবেশ করিয়া) মহারাজ, মহারাজ ! বেগ আয়েছি ! অঁখ অলক্তা রহা, খালমে আগ

ছুটতা, মহারাজ, আরি,—চলা গেলি। দেও—

দেও—মহারাজ দেও !!

দয়। কোথা গেল, কোথা গেল ?

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—:~:—

প্রথম গভীক।

—*—

দেব-মন্দির।

(গঙ্গা ও ললিতা)

গঙ্গা। দেবি ! আপনি হেথায় কেন ?

ললিতা। কি গঙ্গা, রাজমহলে বে দেখে এলে ?

গঙ্গা। না।

ললিতা। কেন ? তুমি তো রাজমহলে বে দেখতেই গেলে ?

গঙ্গা। আমি একজনকে খুঁজতে গিয়েছিলুম।

ললিতা। কে ? যারে তুমি ভালবাস ?

গঙ্গা। আমি তো সর্বত্রই ঘুরি, আপনি এখানে কেন ?

ললিতা। তুমি তো বলেছ, সংসারে অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গঙ্গা। (স্বগত) বুঝি বিবের জালায় বেরিয়ে এসে সংসার তেমে বেড়াচ্ছে। হিঃ হিঃ, আমিই সর্ব-নাশ করলেম। রঙ্গলালকে খুঁজে যদি পেতাম, উপায় হ'তো। সে দিকে সে জলছে,—এ দিকে এ জলছে। সংসারে আশুন জালতেই এসে-ছিলেম, কত সরল হৃদয়ে আশুন জেলে দিয়েছি,—শেষে কুলবালা মজানুম।

ললিতা। কি গঙ্গা, কি ভাবছো ?

গঙ্গা। আপনি কি উদাসিনী হয়েছেন ?

ললিতা। না, আমার বেশ দেখে ভুল না। যেমন তোমার বেশ দেখে বোধ হয়, তুমি প্রণয়বীরা

বারবিলাসিনী, কিন্তু দেখছি তুমি তা নও। নারী নারীই থাকে, আমিও রমণী, মনে করি উদাসিনী, কিন্তু উদাসিনী নই। কৈ—উদাসিনী তো হওয়া যায় না।

গঙ্গা। আপনি কি গৃহ ত্যাগ করে এসেছেন ?

ললিতা। আমার কখনও গৃহ ছিল না, ত্যাগও করি নাই। আমি চিরদিন সংসারে একাকিনী। তবে গৃহের বাসনা ছিল, আজ ও বে নাই, তা বলতে পারি নে। অনেক দিনের বাসনা, অনেক দিন যারে বহু করেছি, কত সোহাগ করেছি, কত তার বহুধর কথা শুনেছি, তারে ছাড়বো মনে করি, ছাড়তে পারি না। তখন বে আদরশী ছিল, সোহাগিনী ছিল, এখন সে সাগিনী—বংশন করছে; তবু তার সেই আদরই আছে, সেই সোহাগই আছে।

গঙ্গা। বা ছাড়া যায় না, তবে তারে ছাড়বার চেষ্টা কেন করছেন ? কেন কিরে যান না ?

ললিতা। কিভাবে কোথায় ? কিরে কি করবো ? আমার সোহাগই আমার কিন্তু দেয় নাই। আচ্ছা, তুমি এখনও বল যে, যারে ভালবাসে, তারে সুখী দেখে তার সুখ ?

ললিতা। কিন্তু আমি একটি গান শুনেছিলেম, শোন—

(গীত)

কেন চাহিব তারে,—যারে দিয়েছে পরে।

কেন তুলিতে নারি, কেন তারে নেহারি,

কেন নয়ন ঝরে।

সহিরে স্থা, কেন মন বোঝে না,

সহি বাতনা, হিঃ হিঃ ভাল এ তো না,

তবে এ কি লো জালা, গলে শুকালো মালা,

হিঃ হিঃ মালা ছেঁড়ে না, ফুল ঝরে পড়ে না,

নীরস হারে, কেন বতন করে, কেন হৃদয়ে ধরে।

তুমি গানটি বুঝতে পার ?

গঙ্গা। বেশ বুঝতে পারি। আমার মালাও জালিয়েছে, আমার মালাও শুকিয়েছে, কিন্তু ছেঁড়ে নি, ছিঁড়তে পারি মি ; এখনও সে শুকনো ফুল করে নাই। তবু তারে আদর করি, তবু তারে হৃদয়ে ধরি, মনে হয় যেন সেই শুকনো ফুল আবার ফুটে।

ললিতা।—

(সীত)

এত নয়ন-জল ঢালি,
কই সরল হয় কলি।
তুকিয়ে মধু গরল হ'লো
তাই তো লো জলি॥
অবতনে কোটে এ মুকুল,
হৃদয়-আলোক করা মূল,
সৌরভে প্রাণ করে আকুল;
কেন কে জানে, সে মূল শুকায় যতনে,
শুকায় বুঝি মনের আশুনে;
এ তুলের কুসুম তুলে গাঁথা,
তুল বুকে সই কই তুলি॥

গঙ্গা। তুলে যদি ভোলা যায় না, তবে তুলবো
ব'লে আবার তুল কর কেন? যা হয় না, যা
হবার নয়, তা মিছে ভেবে কি হবে?
ললিতা। মিছে ভাবলে যদি মিছে হ'তো, তবে
অনেক জিনিস মিছে হয়ে যেতো। সকলই মিছে
হ'তো, আমিও মিছে হয়ে যেতেন, কিন্তু মিছেও
নয়—সত্যও নয়, এই এক বড় খেলা।

গঙ্গা। দেবি! কি মিছে বলছেন? খেলা বটে, কিন্তু
মিছে খেলা নয়—প্রাণের খেলা; এ খেলা
মিছে ব'লে শেষ হবে না, সত্যি ব'লে শেষ হবে
না, খেলে শেষ হবে না, না খেলে শেষ হবে না।

ললিতা। তবে কি হবে?

গঙ্গা। কি হবে জানলে আমি একটা রকম কর-
তুম। কেন খেলচি, জানি নে, কিন্তু খেলচি;
কেন মজেছি, জানি নে, কিন্তু মজেছি; কেন
চাচ্ছি, জানি নে, কিন্তু চাচ্ছি।

ললিতা। এমন কেন হ'লো?—এ কি ভাল?

গঙ্গা। ভালমন্দ ছাড়া এ এক নতুন জিনিস। ভাল-
মন্দের ভেতর এরে পাই নি। তবে মনে করি,
যদি ভাল ভেবে নিই, তবে বুঝি হয় তো ভাল
হয়। আপনি কি সত্য সত্যই সন্ধ্যাসিনী হবেন?

ললিতা। এখন তো এই, তার পর কি হবে—কে
জানে!

গঙ্গা। সন্ধ্যাসিনী হয়ে আপনিই তো বলছেন,
তুলতে পারবেন না; তবে কেন গৃহে বান না?
আপনার সব আছে—সবই হবে।

ললিতা। গঙ্গা! তুমি ভালবাসো না, মন বোঝ না,

মনে করেছ ভালবেসেছ। এখন ফের, অন্যায়সে
ফিরতে পারবে। এখনো তোমার দাগ পড়ে নি,
—মুছে ফেলবার চেষ্টা কর, মুছে ফেলতে
পারবে। আমার দাগ পড়েছে, আর উঠবে না,
মোছবার বো থাকলে, মুছে ফেলে ঘরে থাক-
তেন।

গঙ্গা। এখানেও কোন্ মুছে ফেলতে পারছেন?
তবে কেন ঘরে যাবেন না?

ললিতা। কেন? তুমি যে রাজমহলে যে যেখানি, তা
হ'লে বুঝতে কেন? যদি তাদের চাকরদের এক-
বার আনন্দমুখ দেখতে, তা হ'লে তত কেন?
যদি ছল-ঢাকা সরল আবারণ-পূর্ণ দেখতে,
তা হ'লে বুঝতে কেন? যদি সে চাকর-চাকরা
মধুর কথা শুনে আশা ধরে আসে অকুলে
ডুবতে, তা হ'লে বুঝতে কেন? সে স্থান
বিষ, সে কথা বিষ, সে হাসি বিষ, সে চোখের
চাহনি বিষ, কিন্তু সে বিষে যে জলছি—আমি
তারে দেখাব না। সে দে'খে যেন উপহাস না
করে, সে দে'খে যেন মুচকে হেসে চ'লে না যায়,
সে যেন মাধুরীর গলা ধরে দেখতে না এসে।
গঙ্গা, হ'লো না, তোমার কাছে থাকবো না,
তুমি জলে যাবে—ভগ্ন হবে। দেখ, পার যদি
একবার দে'খে এসো, তারা কেমন আছে দে'খে
এসো, আমার বলতে ইচ্ছা হয়, কেমন আছে
বলো,—না, বলো না। তোমার যা ইচ্ছা হয়
করো।

গঙ্গা। আমি দেখতে চানুম, যদি ফিরে আসি তবে
কোথার দেখা পাব?

ললিতা। বোধ হয়, এইখানে।

গঙ্গা। কিন্তু যদি মাধুরী দেবী পুরজনের অমুরাশি
হন, তা হ'লে তাঁর জালা আপনার চেয়ে বেশী।

ললিতা। কেন?

গঙ্গা। দেবি, আমরা যেভা; অনেকের কঠোর
করপণ আমাদের অনিচ্ছার সহ করতে হয়,
সে সহ করা আমাদের অভ্যাস। কিন্তু সে যে
কি জালা, তা সেই জানে।

ললিতা। কেন, নিরঞ্জন তো তাঁরে ভালবাসে?
কিংবা কে জানে,—সে চাকরীয়, হয় তো
তারেও মজিয়েছে; সে সকলই পারে, চতুরে
সকলি সম্ভব।

গঙ্গা। আর মাধুরী যদি তারে না ভালবাসে ?
ললিতা। এ্যা! না, তুমি জান না। নিরঞ্জন
নিত্য আসতো, সেও ছাড়ের উপর প্রতীকার
থাকতো; চোখে চোখে কথা হরছে, মনের
ভাব চোখে চোখে ব্যক্ত হরছে। সে আমার
দেখতে আসতো না, ছলনা,—ছলনা,—
না, আর ও কথার কাজ নাই, আমি চলুম।
[প্রস্থান।]

গঙ্গা। এ কি! তবে কি মাঝে ভুল হ'লো?
নিরঞ্জন কি একেই মাধুরী ভেবেছে? মাধুরী
তো পুরজনেরই প্রত্যাশার থাকতো, নিরঞ্জনের
নয়। ইনিই কি নিরঞ্জনের প্রত্যাশার থাকতেন?
রাজশাহীতে যে গল্প বলেছিলেন, সে গল্পের ভাবে
আগেই আমার সম্বন্ধ হরছিল। এখন আমার
স্পষ্ট অস্বস্তি হ'লো, ইনি আগনিই সেই
নারিকা। আশ্চর্য্য না ক'রে সরাসিনী
হরয়েছেন। তবে তো বড় সর্বনাশ হরছে। আমি
রাজমহলে বাই, এর তত্ত্ব নিই। রাজলাল
কোথার পেল? তারে তো কোথাও খুঁজে
পেলেম না। তার দেখা পেলে উপার হতো;
এখনও উপার হয়, সে সব পারে।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তিকা।

প্রাণ্য-পথ।

নিরঞ্জন।

নির। আমি কি সর্বনাশ করলেম! মাধুরী কি
আমার ক্ষেত্রে উদাসিনী হরয়েছে? পুরজ্ঞন কি
তারে ত্যাগ করছে? কি হলো, সকল দিকেই
বিজ্ঞাটি হলো! পৃথিবীতে আমি একটি কণ্টক
জন্মগ্রহণ করছিলাম; শিতার কণ্টক, বহুর
কণ্টক, মাধুরীর হৃথের কণ্টক, আমার আপনার
হৃদয়ের কণ্টক। হর তো, পুরজ্ঞন মাধুরীর বিরহে
অতিশয় কাতর। শুনেছি, সে দেশে দেশে
পর্যটন ক'চ্ছে, মাধুরীকে খুঁজছে। বহি দেখা

পাই, সংবাদ দেব, পুনর্জন্মের চেষ্টা পাব।
ঐ যে পুরজ্ঞন! দেখা দেব কি? হ্যা, দেখা দি,
মাধুরীর সংবাদ ব'লে দি।

(পরারাম ও উদাসভাবে পুরজ্ঞনের প্রবেশ)

গঙ্গা। তবে রে ব্যাটা, আবার ঘুর ঘুর ক'রে
ফিরুচো?

পুর। কে ও?

গঙ্গা। আজ্ঞে, ও বন্দ্যাইস, কি দাঁওরে ঘুরচে।
ব্যাটা ভিকিরী সেজেছে, ডাকাতীর চেষ্টার
কিরুচে। খালি সন্ধান রাখছে, আপনি কোথার
যান, কি করেন। ব্যাটা, কাড়ীদার ধরিয়ে
দেব ব্যাটা?

পুর। না না, কিছু বলো না, কি চার, জিজ্ঞাসা
কর।

গঙ্গা। কি চাসু রে ব্যাটা—কি চাসু?

নির। আমি, আমি,—

গঙ্গা। তুমি, তুমি! বাড়ী বন্দ্যাইস ব্যাটা, ডাকাত
ব্যাটা!

নির। তোমার প্রভুর সঙ্গে দেখা করবো। *

গঙ্গা। অত রসে কাজ নাই ব্যাটা, দূর হ ব্যাটা!
আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে ব্যাটা।

নির। (স্বগত) এ কি! আমার চিন্তে পাচ্ছে
না? আমি তো সর্ব লোকের ভিতর পুরজ্ঞনকে
চিন্তে পারি; না, আমার দৈন্ত-দশা দেখে বোধ
হয়, ইচ্ছা ক'রে চিন্তে পাচ্ছে না, নচেৎ আমার
চিন্তে পারবে না, কোনরূপে সম্ভব নয়, কথা
কই।

গঙ্গা। এই নে রে ব্যাটা নে, ব্যাটা দেখছে দেখ
হাঁ ক'রে! না নিস, ব্যাটা চলো বা।

পুর। কি, কি বলে?

গঙ্গা। আজ্ঞে, একটা টাকা দিবেছি, ব্যাটার পছন্দ
হচ্ছে না।

পুর। দাঁও, একটা মোহর দাঁও। বোধ হয়, বেশী
আশা ক'রে আমার কাছে এসেছে।

গঙ্গা। (মোহর দিয়া) ব্যাটা খুব দাঁও মারবে।

নির। তুমি, তুমি—

গঙ্গা। হ্যা হ্যা আমি, তোমার বোনাই আমি,
তোমার সব্বী আমি,—হ্যা লাগাতে পারলে
বুঝতেন, আমি,—ব্যাটার মোহরও নদে ধরচে
না। সোনা রে ব্যাটা সোনা, মোহর

যে ব্যাটা মোহর, জোর বাপ দাদা কখনো দেখে
নাই যে ব্যাটা !

পুর (বগত) আর কোথার দেখা পাব ? কোথা বাব,
নিশ্চয়ই বেঁচে নাই ; নিরঞ্জন, একবার যদি
তোমার দেখা পেতেন, তা হ'লে এই দণ্ডে
জীবন বিসর্জন দিতে আমি প্রস্তুত। ভাই,
তুমি আমার ভুলে রয়েছ ?

নির (বগত) মুখ কিরিরে নিলে, চিনেও চিন্লে না।
তবে আর কেন, যেখানে ইচ্ছা চ'লে বাই।
দেহ তার ব'লে বোধ হচ্ছে।

[প্রস্থান।

গর। দেখুন মশায়—দেখুন, ব্যাটা মোহর ফেলে
ছুটলো ; ব্যাটা রাহাজানি করবে মশায়, দলে
থর দিতে গেল মশায়! আপনি আবার আপনার
বন্ধকে খুঁজতে বেরিয়েছেন, সন্ধান পেয়েছে
ব্যাটা। কোন্ দিকে যান, তাগ্ রাখছিলো।

পুর। কি, মোহর নিলে না।—ডাকো ডাকো!

গর। ওরে, কেন্ন রে ব্যাটা।

পুর। বাও, তুমি ওরে ধরো।

গর। আজ্ঞে দেখুন মশায়, ব্যাটা উর্দ্ধ্বাসে
দৌড়ুচ্ছে মশায়! আমি ধরতে পারবো না
মশায়, ব্যাটা ছুরি হেনে দেবে মশায়, ব্যাটা
বদমাইস, রাহাজানীর কিকিরে আছে মশায়!

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গ। কি হে, নিরঞ্জন তোমার কাছে এসেছে ?

পুর। না, সে কোথার ?

রঙ্গ। দেখ, কারাগার হ'তে বেরিয়ে যে কোথা
চ'লে গেছে, তার আমি কিছু নির্ণয় করতে পাচ্ছি
নে। নবাব তার বাপের জমিদারী ফিরিয়ে
দিয়েছে, এ সংবাদ সে জানে না।

পুর। আমি তো ভাই, তার দেশে দেশে অহুসন্ধান
করেছি, পুরকার বীকার ক'রে শত শত লোক
চতুর্দিকে পাঠিয়েছি, কিন্তু কোথাও তো তার
তত্ত্ব পেলেন না। ভাই রঙ্গলাল, আমার পিতা
অতুল সম্পত্তি রেখে গেছেন, সে সমস্ত তুমি
লও, তোমার সংকার্যে ব্যয় করো। আমার
জীবনে স্বপ্না হয়েছে। নিরঞ্জন বোধ হয় বেঁচে
নাই, তা হ'লে নিশ্চয়ই সে আমার সঙ্গে
দেখা কর্তো। আমিই সকল সর্বনাশের মূল,
আমার মরণই মঙ্গল।

রঙ্গ। মরণ যে মঙ্গল, এ তো আজ পর্যন্ত কোন
শাস্ত্রেও পড়ি নাই, লোকেও বলে না। তবে
প্রেমের নূতন বিধি, সে বিধিতে কি লেখে
জানিনে।

পুর। রঙ্গলাল, তুমি এখনও পরিহাস কর ?

রঙ্গ। মরি মরি, কি তোমার চমৎকার অহুমান !
তুমি মরতে চাচ্ছ আর আমি পরিহাস করি!
আমার তো তোমার মত প্রেমিক প্রাণ নয় যে,
মরাটা নকড়া-ছকড়া। মরো না, এখন হুদিন
থাকই না। মরণ বড় খুঁজতে হবে না। সেই
খুঁজে পেতে নেবে এখন।

পুর। না না, আমার জীবনে বেগা হয়েছে!

রঙ্গ। তা বেশ তো, কেমা-স্বপ্না ক'রে হুদিন
টেকেই বাও না। ম'রে কি বাহাদুরী করবে
বল ? অ্যাত্ত থাকতে থাকতে খুঁজে যদি বন্ধুর
দেখা পাও, সে একটা কাজ হবে। যদি সে
মরেই থাকে, তার ছেলেপিলে নাই, একটা
শিশু ত দিতে পারবে; বন্ধুর খাতিরে তার
বাপেরও কিছু উপকার করতে পারবে। তা
'অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' ব'লে বিশেষ কিছু
ত সুবিধা হবে না। সংসারটা চেরে দেখ, বড় যে
খুব সুরে সবাই আছে, তা নয়। একটা না
একটা বেগোড় চলেইছে। তোমার ভ্রাতা তো
আর নূতন সংসার হবে না। এক রকম গুছিয়ে-
গাছিয়ে নিয়ে, দিনকতক কাটিয়ে দাও।

পুর। আহা, সে কোথার নিরুদ্দেশ হয়ে বেড়াচ্ছে।

রঙ্গ। এ কথা তুমিও জানো, আমিও জানি। এ
কথা তো বিশেষ কোন সংবাদ হলো না।

পুর। কি করবো ?

রঙ্গ। হারালে খুঁজতে হয়, এ নিয়ে তো বৈশী তর্ক-
বিতর্ক দরকার নাই।

পুর। নিরঞ্জনের ছবি আমার কাছে ছিল। আমি
তার অহুঙ্গণ সত্ত্ব ছবি তরির ক'রে লোক
দিয়ে চতুর্দিকে পাঠিয়েছি।

রঙ্গ। সে বেশ করেছ।

পুর। তবে এখন কি করবো, কোথার খুঁজবো ?

রঙ্গ। কোথার খুঁজতে হবে, যদি জান্তেন
তা হ'লে ভোর খোঁজ কর্তেন না—তোমার
কাছে আস্তেন না। সেইটুকু না যেনে প্যাচ
পড়েছে। ভাই তোমার কাছে এসেছি। আর

এক কথা—তুমি নাকি, তুমি কোথার দ্বীকে
তাগ করেছ ?

পুর। হ্যাঁ, সে সর্বনাশের মূল।

রঙ্গ। বেশ ঠাট্টায়েছ। প্রেম করলে তুমি, নির্জন
নিরুপে গেলে তুমি, আর সর্বনাশ করলে সেই
অবলা ?

পুর। বেস্তা-কস্তা—বেস্তা ! সে নিরঞ্জনকে মজি-
য়েছে, আমার মজিয়েছে।

রঙ্গ। মজতে মজছে সেই। গলা পেতে বরমালা
না মিলে না নিতে পারতে, সে জ্বলুম-করতো
না। ধর—তুমি যদি মনে কর, হ'লশটা বিয়ে
করতে পার। কিন্তু তার দকা গয়া !

পুর। তুমি কি করতে বল ? সেই বেস্তাকে ঘরে
রাখতে বল ?

রঙ্গ। একটা সমস্তা বটে। আমি বরাবরই তো
বলি, জীবন সমস্তাময়। তবে সমস্তার এক
কাটান মন্ত আছে।

পুর। কি ?

রঙ্গ। সংসার যে সাগর বলে, এ কথা ঠিক ; কুল-
বিনাশ নাই। তাতে একটি দ্রবতারা আছে
দয়া। দয়া যে পথ দেখায়, সে পথে গেলে
নবাবও হয় না, বাদশাও হয় না, তবে মনটা
কিছু ঠাণ্ডা থাকে। এটি প্রত্যক্ষ, তর্কযুক্তির
দরকার নাই।

পুর। কি দয়া ! দুর্জনের শান্তি দেওয়া উচিত নয়,
কপটতার দণ্ড দেওয়া উচিত নয় ?

রঙ্গ। দেখ, একটা বাড়াবাড়ির কথা তুলেছ।
যেন ভট্টাচ্ছিন্ন হয়ে ব্যাথা করা যাচ্ছে। দুর্জ-
নের দণ্ড, কপটতার শাস্তি বলতে কইতে বড়
সোজা ; কিন্তু মনটা উটকে পাটকে দেখলে,
ক'জন যে বকে হাত দিয়ে বলতে পারে, আমি,
দুর্জন নই, ক'জন যে বলতে পারে, আমি কপট
নই, তা আমি আমার মন দিয়ে বুঝতে পারি
নাই। যদি কেউ থাকে, তারে জগো বাহবা
বটে।

পুর। ও কথা বাক। চল, হ'জনে হুমকি দিয়ে
বেরই।

রঙ্গ। আজ্ঞা, তুমি বেরিয়ে পড়। আমার একটু
কাজ আছে।

পুর। কি কাজ ?

রঙ্গ। মনে করি, কোয়ার জীর সঙ্গে একবার দেখা
করবো।

পুর। সে কোথা ?

রঙ্গ। বোধ হয়, তার বাপের বাড়ী।

পুর। আমি তো পাকী ক'রে পাঠিয়েছি বটে ; কি
হে, তোমায়ও মজিয়েছে না কি ?

রঙ্গ। তোমার তাতে আপত্তি কি ? তুমি তো
বলছো সে বেস্তা। আর যদি মজেই থাকি,
কি এমন গুরুতর অপরাধ করেছে ? এমন দশ
জনে মজে, আমিও না হয় মজেছি।

পুর। তবু কথাটা কি শুনি ?

রঙ্গ। দেখ চাঁদ, মনের উপর জ্বলুম করো না।
তারে তাগ করেছ, তবু কথাটা কি শুনে
চাচ্ছ। ভাবছো, হা হতাশ বন্ধুর জন্তই করো !
তা নয়, অর্ধেক নিখাস মাদুরীর চরণে। হাতে
পেয়ে পালোয়ানী ক'রে তারে তাগ করেছ,
কিন্তু তাগ করেই যে তারে ভুলেছ—এ কথা
তুমি দিবি করলেও আমার বিশ্বাস হবে না।
তুমি তোয়ের আছি দেখছি, বেরিয়ে পড়।

গয়া। ঠাকুর বড় কথা জানে।

পুর। তবে ভাই আসি।

[প্রস্থান।

রঙ্গ। (গয়রামের প্রতি) ওহে, তুমি সঙ্গে চলেছ,
মুনিবটা একটু ক্ষেপামত দেখছ তো ? হা-হতাশ
করেন করবেন, পরম মঙ্গল মরণ যেন না আমি-
দন করেন ! তুমি একটু হ'সিয়ার খেকো, উনি
সব পারেন।

গয়া। আজ্ঞে ঠাকুর—আজ্ঞে ঠাকুর, আপনি ঠিক
বলেছেন,—ক'দিন যেন কেমন কেমন
হয়েছেন।

[প্রস্থান।

(গয়রাম প্রবেশ)

রঙ্গ। কি বিবি, হেথায়ও বে থাওয়া করেছ ?

গয়া। তোমার গুমোর করতে হবে না, তোমার
মুখের উপর এই আমি হাত নেড়ে বলছি,
তোমার আমি চাইনে।

রঙ্গ। অমন ক'রে সরল প্রাণে ব্যথা দিও না, আমি
যে তোমার চাই।

গয়া। মুখপোড়া, তোর কি চোখ আছে যে, তুই

আমার পানে চাইনি? তুই কি গানের খার খারিস্, তুই কি রূপের খার খারিস্, তুই কি তপের খার খারিস্, তুই কি রসিকতার খার খারিস্? জোর প্রাণে যদি একটু রস থাকতো, তা হ'লে তুই আমার চাইতিস্।

রঙ্গ। একটু রস আছে বিবিজান।

গঙ্গা। না, সে মিথ্যে খাওয়া বার না।

রঙ্গ। তোমা চেয়ে আমি রসিক।

গঙ্গা। তোর রসের মুখে আমি ছুঁতে চি।

রঙ্গ। দেখ,—তোমার চিটে-গুড়ের রস! কেমন যেন—মুখে মুখে খুঁত খাওয়া-খাওয়া, নির্জনে চোখে চাওয়া-চাওয়া, 'তোমার ভালবাসি মনি, তোমার ভালবাসি প্রাণ!' এই তো তোমার রস? এ চিটেগুড়ের রস,—হুনিয়ার ছড়াছড়ি। এক কোড়া পায়রা দেখো, ছুটে চড়াই পাখী দেখো, তারাও ঠিক ঐ চিটেগুড়ের রসিক। তোমরা মছেব হয়ে আর কি বড় বাড়াবাড়ি করলে?

গঙ্গা। তোমার রসটা কি শুনি?

রঙ্গ। এ রসের তরঙ্গ! হুনিয়া একবার ঠাউরে দেখ, তা হ'লে বুঝবে, আমার প্রাণে রস আছে কি না। বাক্যে তুমি রসিক বল, সে তোমার চাঁদের মতন মুখ বলবে, পদ্মের মত চোক বলবে, নদীর জলের মত ঢলঢলে অঙ্গ বলবে,—এই ত তোমার চুড়ামণি কবির বর্ণনা। তা চাঁদ দেখ-

• লেম, পদ্ম দেখলেম, নদীর ঢেউ দেখলেম, তা হ'লেই ত ফুরোল। কিন্তু গঙ্গা, একটি ছোট ফুল ছুটে কি কথা কর, তা কি তুমি শুনেছ? মেঘের মুখে কি প্রেম, তা কি তুমি দেখেছ? চাঁদে তারায় নীরবে কেন ভেসে যায়, তা কি তুমি ভেবেছ? দেবতার প্রত্যক্ষ মূর্তি মানুষকে কি তুমি ঠাওর করেছ? দেখ, এ হুনিয়া একটি দেখবার জিনিস। দেখলে দেখতে পার। যদি দেখতে শেষ, তা হ'লে আমার মত একটা ছোট-খাট কীট-পতঙ্গ দেখবে না। তোমার প্রাণ উদার আকাশে বিশিয়ে যাবে, তুমি আগুনকে খুঁজে পাবে না, দেখবে যে, রসের তরঙ্গ বইছে।

গা। তোমার মত অত রস আমার নেই। আমি একটি ছিটেফোঁটা রসের কথা বলতে এসেছি, শোন।

রঙ্গ। কি?

গঙ্গা। একটা ভুলে সর্বনাশ হয়েছে। আমি রাজমহলে গিয়ে শুনুলেম, পুরজনের সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে হয়েছে, নিরঞ্জনর সঙ্গে নয়।

রঙ্গ। তা বেশ শুনেছ।

গঙ্গা। তোমার সব কথা ঠাটা, কথাটা শোন না।

রঙ্গ। তোমার বলটা আগে, আমার শোনাটা ত আগে নয়; তুমি বললেই পার শোনার চাঁদ।

গঙ্গা। ললিতা বলে, রাজা উদয়নারায়ণের বড়র এক কন্যা ছিল। উদয়নারায়ণ তারে যেরে এনে রেখেছিলেন। নিরঞ্জন মনে করেছে, সেই মাদুরী;—তাতেই এই জঞ্জাল বেধেছে।

রঙ্গ। মরি মরি, একটু যদি আগে বলতে বিবিজান, তা হ'লে এতটা গুলট-পালট হতো না।

গঙ্গা। তুমি আমার তিরস্কার করো না, তোমার তিরস্কার আমার বাজের মত ঠেকে; তোমার জিবে আগুন আছে, আমার পুড়িয়ে থাক ক'রে ফেলে।

রঙ্গ। দেখ, গল্পে আছে,—এক রকম পাখী বুড়ো হ'লে, আপনি চিতে সাজিয়ে পুড়ে মরে; পুড়ে নবযৌবন পায়। সংসারে এসে যে পুড়তে পারে, সে নবযৌবন পায়। একটু গোড় না, নবযৌবন পাবে।

গঙ্গা। নাও নাও—জাকুরা রাখ, এখন কি করবে বল?

রঙ্গ। কি করবো, ঠাউরে আমি কোন কাজই করতে পারি নে। আমি ঠাউরেছি এক রকম, হয়েছে আর এক রকম। কে এক ঘাটা সয়তান আছে, সে মাদুরি নিয়ে খেলা করে। তবে দেখ, তুমিও একটু চেষ্টা কর, আমিও একটু চেষ্টা করি, এই পর্যন্ত আমাদের হাত। এই বোঝ না, আর একটু আগে তোমার এই কথা জানিলে, বুটনা-স্রোত আর এক রকম চলতো। এখন কোন্ দিক দিয়ে কি চলবে, তা তোমারও হাত নাই, আমারও হাত নাই। তবে আমি বিবিজান, তুমিও একটু চেষ্টার থেকে।

(প্রস্থানোচ্চত)

গঙ্গা। শোন না, শোন না,—আমি ললিতা কোথা আছে জানি, কিন্তু নিরঞ্জন কোথা বিবাহী হয়ে চলে গেছে।

রক। সেই খবরটি চাও ? সেটি আমি জানি নে ।
খুঁজতে পার তুমি দেখ, সেবার ।

[প্রস্থান ।

গঙ্গা। মন, সত্যি ভালবাসি ? সত্যি দাসী হলি ?
—মাঝরাগড়ও যে পারে কিরিয়েছিল ; এই
বাড়ীগুলোকে নিয়ে মজলি ? তবু কথার ঠিক
নাই, কাজের ঠিক নাই, তবু কখনও পাবি নি,
কিন্তু ও মনুতে বসে অন্যায়সে মনুতে পারিস !
ছিঃ ছিঃ ! এ আমার কি হলো !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্তাক ।

—:~:—

কবর-ভূমি ।

(শালিগ্রামের মৃতদেহ পতিত)

নিরঞ্জন ।

নির। জীবন স্বপ্নমাত্র ! সমস্ত জীবনই একটি ঘোর
দুঃস্বপ্ন ! পূরঞ্জন কি আমার চিনতে পারলে না ?
এ কি সম্ভব ? আমার দুর্দশা দেখে ঘুণা করলে ?
তা কি সম্ভব ? কিছু নয়—কিছু নয়, একটি স্বপ্ন
—একটি ঘোর দুঃস্বপ্ন ! স্বপ্ন ব্যতীত এ ঘটনা
কখনও সত্য হতে পারে না ! কি ছিলেম,
কি হলেম, সমস্তই স্বপ্ন ! এ কি সমাধিক্ষেত্র ?
অতি শাস্তিময় স্থান ! মহা নিত্রায় মহা শ্রমানে
নিমগ্ন ! নিশ্চিন্ত—আর আলা-যন্ত্রণা নাই,—
জীবনের তাপ শীতল ! আশ্চর্য্য ! কৃপিক জীবনে
এত তাপ ? নিত্রাই আনন্দ—মহানিত্রায় মহা
আনন্দ ! এ কি পিতা ! তোমার এ দশা ?
কৃকণে তোমার সন্তান জন্মগ্রহণে ! কি হলো,
কি সর্বনাশ হলো ! এ কি রাজ-অঙ্গুরী ! তবে
কি নবাব, তুমি বধ করছ ? পিতা—পিতা !
একবার চাও, একবার কথা কও ! কে রে নির্দয়,
বধ করেও কি তোর আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই ?
এই কুৎসিত স্থানে কেলে মিরেছিল ?

(দুই জন প্রহরীর প্রবেশ)

১ম প্র। দেখ তাই, হিঁরা কোন্; দানা হার !

২য় প্র। নেই—নেই, কবর উধারকে কাগড়া
চোরা নে আর ।

১ম প্র। ঠিক মুন্দি নিভালো ! শালাকো পকড় লে ।

২য় প্র। তোম কোন্; রে ?

নির। বাবা—বাবা ! একবার কথা কও ! সন্তান
হয়ে দেখে কি তোমার এই দশা দেখেনো ?

১ম প্র। হুঁসিয়ারসে পাকড়ো, শালাকো পান
হেতিয়ার হার ।

নির। আমার অদৃষ্টে কি এত যন্ত্রণা ছিল ?

(প্রহরীদ্বয়ের দ্রুতকরণ)

১ম প্র। এ ক্যা—খুন কিরা !

নির। না—না, আমার বেঁধ না, আমার পিতা !

১ম প্র। আরে বেতনা কবরমে বো সব আদমী
হার, সব কৈ তেরা বাপ হার ?

২য় প্র। আরে চলো, বাবাকা পিছে দেখিও ।

নির। সিপাই—সিপাই—আমি এঁর সন্তান ।

১ম প্র। হ্যা—হ্যা, বেটাকো কাম কিরা হার ।

নির। আমার নিয়ে বেও না, আমার নিয়ে বেও
না ! (মুচ্ছা)

২য় প্র। শালা সরাপ পিরা !

১ম প্র। ইধার আরা বড়া কাম কিরা ।

২য় প্র। বকসিল মিলেগা, খুনি পাকড়া ।

১ম প্র। রাম নাম সত্য হার ।

২য় প্র। তেরা কি চাচা হার ?

১ম প্র। চাচা সে বেহেতর রাম নাম সত্য ।

২য় প্র। রাম নাম সত্য ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্তাক ।

—:~:—

দেবী-মন্দির ।

(ললিতা ও গঙ্গা)

গঙ্গা। ললিতা দেবি, সর্বনাশ হয়েছে । নবাব-সর-
কারে প্রচার যে, নিরঞ্জন কারে হত্যা করেছে ।

* আমি কারাগারে তারে দেখে এলেম ।

ললিতা। মিথ্যা কথা ।

গঙ্গা। মিথ্যা কথা আমি জানি, কিন্তু বিচারস্থানে তিনি কোন কথা উচ্চারণ করেন নাই; সাব্যস্ত হয়েছে, তিনি হত্যা করেছেন। নবাব সাহেবের ধারণা যে, যারে খুন করেছেন, সে নবাবপক্ষীয়। উদয়নারায়ণ বিদ্রোহী। সরকারজর্জ বলেছে যে, নিরঞ্জন উদয়নারায়ণের লোক, তাই খুন করেছে। কে জানে, কেমন তিনি নীরব, কোন উত্তর করেন না।

ললিতা। গঙ্গা, আমি বুঝছি, কেন তিনি কথার উত্তর করেন নাই। আমি কালসাপিনী, আমি তাঁর হৃদয়ে দংশন করেছি। সে আমা ছাড়া জানে না। আমি তার উপর নির্ভর হয়েছি, সে জন্ত সে জীবনের সমতা রাখে নাই গঙ্গা, আমার আনন্দ হচ্ছে।

গঙ্গা। কি কথা বলছেন?

ললিতা। সত্য বলছি, আমার আনন্দ হচ্ছে। আমি তাঁর জীবন রক্ষা করবো। আমি আপনার জীবনদানে তাঁরে দেখাব যে, তাঁর ছবি একদিনের জন্তও আমার হৃদয় হ'তে অন্তর্হিত হয় নাই! আমি তাঁর জন্তে সন্ন্যাসিনী, আমি জীবন অর্পিত দিয়ে এই প্রেমজন্ত উদ্‌যাপন করবো!

গঙ্গা। কি বলছেন,—কি উপায় করবেন?

ললিতা। গঙ্গা, তোমার অনেক সুন্দর পরিচ্ছদ আছে, একটি আমার ভিক্ষা দেবে?

গঙ্গা। যা চান, তাই দেব, কিন্তু আপনি কি উপায় করবেন?

ললিতা। উপায় আছে। এটি কি দেখছো—এ হল-হল; আর দেখ, এ তাঁর ছবি, কোমল বক্ষে মমতাপূর্ণ হয়ে প্রবেশ করে। গঙ্গা, তুমি ভেবো না, আমি নিরঞ্জনকে রক্ষা করবো। তোমার একটি সুন্দর পরিচ্ছদ দাও। আমার সুরেশা করে দাও। তুমি বেশভূষা করে দাও। তুমি বেশভূষা কর্তে নিপুণ, তুমি আমার বেশভূষা করে দাও, এই তোমার কাছে আমার মিনতি।

গঙ্গা। অ্যা!

ললিতা। বুঝতে পাচ্ছ না? যদি কোন উপায় কর্তে না পারি, রাজদণ্ডে যদি নিরঞ্জনের প্রণবধ হয়, তার সঙ্গে সহমরণে আমি যাব। কুরূপা দেখে সে যেন ঘৃণা না করে।

গঙ্গা। হার-হার, কি উপায় হবে? আমি দূতী

হয়েই এই সর্বনাশ করেছি, আমার কি নরকেও স্থান আছে?

ললিতা। কেন গঙ্গা, তুমি কেন খেদ করছ? তুমি তো কিছু কর নি। আমার সে প্রাণপতি, আমি মনে মনে তারে বরণ করেছি।

গঙ্গা। না না, আমিই বিভ্রাট ঘটরেছি।

ললিতা। গঙ্গা, তোমার মিনতি, যত দিন না নিরঞ্জনকে উদ্ধার করি, তত দিন আমার কিছু বলো না। তার পর যদি কখনো নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়, কথার সময় ঢের পাব।

গঙ্গা। (স্বগত) সত্যি, এখন জানিয়ে কি ফল? (প্রকাশে) তুমি অবশ্য, কি উপায় করবে?

ললিতা। তুমি কেন ভাবছো? নিশ্চয় উপায় করবো। সত্যি যদি প্রাণপতির প্রাণ ভিক্ষা চায়, ভগবান এত নিষ্ঠুর নন যে, তিনি দেখেন না। না পারি, পরিণাম তো আমার নিকটেই রয়েছে দেখলে। যখন অসহায় আমি গৃহ হ'তে বেরিয়ে আসি, তখনই আপনার উপায় আমি করেছি। নিরঞ্জনকে আমি বাঁচাবো, তজ্জন্ত তুমি চিন্তা করো না। মা অগদম্বার রাজ্য, সত্যি পতিভিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, আমি তাঁর কন্ডা, তিনি কি আমার স্বামীর প্রাণবধ দেখতে স্বজন করেছিলেন?—কখনই না। ঐ দেখ, মা হাস্টেন, অভয় হাত তুলে বলচেন—ভয় কি? গঙ্গা, তুমি ভেবো না, আমি তাঁরে রক্ষা করবো। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি যান করে আসি, অজ্ঞের ভয় ধুরে আসি।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। পোড়ারমুখো কোথায় গেল? দেখতে গেলে মুখে হুড়ো জেলে দি, পোড়ারমুখো কি এক মস্ত দিলে, পুরের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই গেলেন। গাল দিলে গারে মাথে না, আমার সর্বনাশ কর্তে পোড়ারমুখো জন্মেছিল। আমার এত কেন, আমি বেড়া, মেচে গেয়ে বেড়াই, ও মা, কে মরে, কে বাঁচে, আমার এত মাথাব্যথা কিসের গা? ঐ পোড়ারমুখের জন্তে! মরে না গা, মরে না? আমার আপদ চোকে না? দূর ছাই আর ভাবতে পারি না। যা হুই খাওয়া মার্তে

পারি তো পারের কাল মেটে। পোড়ারমুখো
কি জানে, ও অনেককে মজিয়েছে।

(রঙ্গালোর প্রবেশ)

রঙ্গ। গঙ্গা—গঙ্গা, তোমার বেশ চেহারা।

গঙ্গা। পোড়ারমুখো, বল না, তোমার কি কথাটা
বল না?

রঙ্গ। তোমার সাঙ্কে-গুজলে বা দেখার, তা
তোমার কি বলবে।

গঙ্গা। হ্যাঁ, তোমার পিণ্ডি দেওয়া হয়।

রঙ্গ। গঙ্গা, তুমি বড় চমৎকার দেখতে!

গঙ্গা। তা বুঝছি, তোমার কি পিণ্ডিতে লাগবে বল?

রঙ্গ। আমার তো মন ভুলিয়েছ, আর একজনের
মন ভুলাতে পার?

গঙ্গা। তোমার মতন ঢং-ঢাং আমি অনেক জানি।
সোজা কথায় বল—কি চাও? ওর যেন
চোদপুরুষের বাঁদী।

রঙ্গ। গঙ্গা, তোমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে যার
চোদপুরুষ উদ্ধার না হলো, তার জীবনই বুধ।
তুমি একবার তোমার জেতের বুলি ধ'রে গাল
দাও।

গঙ্গা। দেখ, দিন-রাতই দিচ্ছি, তোমার গালে লজ্জা
আছে কি? এমন বেহারা পুরুষ জন্মে
দেখি নি।

রঙ্গ। আমি যে তোমার পারে ধরা।

গঙ্গা। দেখ মুখপোড়া, অমন বক্বক্ব করুবি তো
ঝাঁটা খাবি।

রঙ্গ। তোমার হাতে তো ঝাঁটা নাই, কেন কষ্ট
ক'রে আনতে যাবে?

গঙ্গা। দেখ মুখপোড়া, কি বলবি বল, নইলে আমি
চল্লম।

রঙ্গ। আমার গিরিতে পড়েছ, কোথা আর যাবে
বল?

গঙ্গা। ও মা, আমার কারা পাচ্ছে, এই পোড়ার-
মুখোকে গর্দান দিবে কেউ তাড়িয়ে দের
না গা?

রঙ্গ। কেঁদো না কেঁদো না, আমি তোমার মুখ
মুছিয়ে দিচ্ছি।

গঙ্গা। আচ্ছা, ভাই, আমি রাজী আছি, তুই কি
বলবি—বল না।

রঙ্গ। বেশ ক'রে সেক-গুজে নবাবের মন ভুলাতে
পার?

গঙ্গা। ও মা, বুড়ো মুরশিদকুলি খাঁ! পোড়ার-
মুখো বলে কি গো!

রঙ্গ। গঙ্গা, আমি সত্য বলছি, তোমার গানে
দেবতা মোহিত হয়।

গঙ্গা। হয় হবে, আমি কি করবো?

রঙ্গ। তুমি সভার গিরে গান কর। যখন তোমার
বক্সিস দিতে চাইবে, তখন তুমি বলবে, যে
হিন্দুকে জ্যাঠো কুকুর খাবার ছকুম হয়েছে, তার
প্রাণভিক্ষা দেন।

গঙ্গা। কে সে?

রঙ্গ। আমি জানি নে, শুনলুম একজন পাগল।

গঙ্গা। কেন, তুমিও তো নবাবের ব্যামো ভাল
করেছিলে, তোমায় তো বক্সিস দেবে বলে-
ছিল, এখন কেন চাও না?

রঙ্গ। আমি বিস্তর অমুরোধ করেছি, নবাব কোন
কথা শোনেন না, তিনি বলেন, এ রাজা উদয়-
নারায়ণের চর।

গঙ্গা। তা আমার কথা শুনবে কেন?

রঙ্গ। তোমার একলার কথা শুনবে না, কামদেব
তোমার সহায় হবেন। তুমিও যেমন নয়নবাণ
মারবে, তিনিও তেমনি পঞ্চবাণ ছেড়ে দেবেন।

গঙ্গা। তুই দূর হ—তুই দূর হ! নইলে পোড়ার-
মুখো, আমি নুকুল্লম। (স্বগত) থাক মুখপোড়া,
আমি আর এক বুদ্ধি করছি, তোরই বুদ্ধি আছে
আর আমার বুদ্ধি নাই? আমি আর এক
ওষুধ ঝাড়বো, মিলে তাক হয়ে যাবে; দেখবে
গঙ্গার বুদ্ধি আছে কি না। মিলে দেখাচ্ছেই হলো,
আপনার বুদ্ধির গরবে কেটে মরছে। পোড়ার-
মুখো জানে না যে, নিরঞ্জন ধরা পড়েছে। মনে
করেছে, আর কে ধরা পড়েছে। এখন কিছু
বলবো না। আচ্ছা দেখি, তোর কাজ ক'রে
দিতে পারি কি না।

[প্রস্থান।]

রঙ্গ। মা, তুমি কি সন্তুষ্ট মা, না জিব বার ক'রে
অমনি দাঁড়িয়ে আছ? হুনিয়ার খর্ষকর্ষ, দেবতা
মানামানি আমি বুকে নিয়েছি। সংসারের দুঃখ
... ভোগ ক'রে মাহুয়ের ভোরপূর হয় না। ম'রে
স্বর্গে গিয়ে এমনি যাতে খোমার হয়, তার চেটা

পান। তোমার কুটো বিষপত্র দিয়ে সুখা করে
জারি কলে স্বর্গে উল্লী, বজা প্রভৃতি ঘেয়েমা-
হু চান। পরকালেও মান-অপমান খোঁজেন।
সাবাস বাহুবের বুদ্ধি। ঘেয়েমাহু চান, মান
চান, আবার হুখও চান। ভাবেন, ঘেয়ে-
মাহু আছে, প্রতারণা নাই, মান খোঁজেন—
জাবেন, সেখা অপমান নাই। শুনেছি, তোমার
সাম মহামারা, তুমি যদি সংসার গড়ে থাকো,
তোমার বাহবা বটে। ছিটে-কোটা কি একটু
দিয়েছ, মাহু মনে করে, এই বুদ্ধি। যদি কেউ
নিরোধ বলে, রেগে টং। সব বোঝেন, শুধু
কোথা হাতে এসেছেন আর কোথায় যাবেন,
জা জানেন না। যদি সত্যি সত্যি এই কীর্তিটা
তোমার হয়, তা হ'লে তোমার দেখা গেলে এক-
বার বলি, তুমি সত্যতানের সত্যতাননী, এত
হুখও ভোয়ের করতে পেরেছ! শাস্ত্রের মুখে
কাঁটা, বলে, লীলা—লীলা—লীলা, তোমার
সাতগোষ্ঠীর লীলা, কিন্তু তোমার লীলার চোটে
মাহুদের প্রাণ হাররাণ।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাক।

সরফরাজখাঁর বিলাস-কক্ষ।

(সরফরাজখাঁ ও নর্তকীগণ)

সধীগণ।—

(গীত)

চমকি চমকি রয়ে বিজুরী।
চলে নলকে দলকে নিশা উজরি ॥
দমকে দমকে ঘন গরজন গভীর ঘোর,
বাদর খরতর প্রথর
দ্রুত দ্রুত মদন-ডঙ্কা বাজে,
বিরহি-জ্বলিমাঝে, কঠোর বাজ বাজে,
খাস পবন স্বন—
তর তর বর বর নরন বরিখন
ধর ধর কম্পন, মন্থর শাসন,
কেই সে সাম্হারি নারী।
পিন্না বিহু কেই সে গুজারি ॥

[নর্তকীগণের প্রস্থান।

(গলা ও ললিতার প্রবেশ)

সরফ। তোমকে হাম কুতা খিলায়েছে। উকো
বাদ মাহুরীকে পাকড়াকে। দেখো, তোমারা
ক্যা হাল হোয়।

গলা। নবাবজাদা, আমার অপরাধ কি? সে বাছ
জানে। ওকুনা মুক্তি দিয়ে গুলো, আগনি উড়ে
গেল, আমারও উড়িয়ে দিলে! আচ্ছা দেখ,
কারে এনেছি দেখ, তার পর কুতা থাইয়ো;
দেখ—একবার মুখখানি দেখ।

সরফ। বাঃ বাঃ গলা! তোমকে ইনাম দেবে—
ধো মাকো। হাম ইসকো মাসা।

গলা। আমি তোমার জন্ত মরি, আর তুমি কুতা
খিলাও।

সরফ। (ললিতার প্রতি) বিবি, বিবি! তোম
মেরা জানি।

গলা। তুমি এখন তোমার জানি নিয়ে থাকো,
আমি চলেম।

[গলা প্রস্থান।

সরফ। বাও যাও, কাল ফজিরমে আও। বিবি,
বিবি, তোমারি এত্তি মেহরবান গি!

ললিতা। নবাবজাদা, তোমার নিমিত্ত আমি ব্যাকুল
হয়েছি। কতরূপে তোমার দেখা পাব—কত-
রূপে তোমার দেখা পাব, এই আমি ভেবেছি।

সরফ। কাহে! কাহে নেই পুজা ভেজি? হাম
তোমকে চুর চুরকে হাররাণ।

ললিতা। সত্যি?

সরফ। বহুত সাছ হায়।

ললিতা। আচ্ছা, তার একটা প্রমাণ দাও।

সরফ। কহো, ক্যা পরখ মাকো?

ললিতা। কি মাঙবো, তাই তো জাবচি। আচ্ছা,
কাল একজন্য কুতা খাওয়াবার হুকুম হয়েছে
নয়?

সরফ। হাঁ হাঁ—সো ছয়া।

ললিতা। আচ্ছা, তারে খালাস দাও। দেখি কেমন
আমায় ভালবাস।

সরফ। আচ্ছা, ও তোমারা কোন ছায়?

ললিতা। কেউ নয়, আমি পরখ করছি, তুমি কত
আমায় ভালবাস।

সরফ। দেখ বিবি, বড় হুজিলকা বাত উঠারি।

নবাবসাবকা পোরা ছায়া হুয়মন ছায়।

নবাবকা বহুৎ হুয়মন খাড়া হো গিরা, প্রজা
বেগড় গিয়া,—উল্কা তো ছোড়েনা নেই।

ললিতা। ও ! তোমার স্মৃতির কথা সব মিছে,
তবে তোমার সঙ্গে দেখা করবো না।

সরফ। ক্যা করোগি ? হামি তো তোমাকি
ছোড়েনা নেই।

ললিতা। নবাবজাদা! এই তুরি দেখছো ?

সরফ। বিস্ময়োজ্ঞা।

ললিতা। চৈতিজ না, আমি তোমার মারবো না,
নিজের কুক বলিয়ে দেব। বারে ভালবাসি,
সে যদি না ভালবাসে, তবে এ প্রাণের আব-
জ্ঞ কি ? এই দেখ, আমি কুক বলাই।

সরফ। নেই সেই, সরুর, হামকো দাদাকো পাশ
জানে দেও।

ললিতা। তুমি যে মিছামিছি আমার বলবে, তা
আমি শুনবো না। আমি দেখবো, সে ছাড়ান
পেলে।

সরফ। কেইসে তেখোগি ?

ললিতা। কেন ? যখন কোন কাকেরকে কুতা
খাওয়ান হয়, বেগমেরা তো সব পরদার আড়াল
হতে দেখে।

সরফ। আচ্ছা, সোরি হোগা। বাদী, বাদী!—

(বাদীর প্রবেশ)

সরফ। মেরা আনিকি খিদমত করো।

বাদী। যো হুকুম নবাবজাদা!

[সকলের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক।

—:~:—

রাজপথ।

(জনতা—রাজকর্ষচারিগণ)

রাজ-কর্ষ। (চেঁড়ুরা দেওন) আজ জিতা আদমি
কুতা খিলারা বাতা, যো দেখোগে ময়দান মে
চল। বহুৎ হুসিয়ার, কোই বিগড়ো মাং।
যো বিগড়োগে, নবাবকা হুকুমসে কুতা খিলারা
বাওগে, বিগড়কে নবাবকা দুবশি মাং করো।

[রাজকর্ষচারিগণের প্রস্থান।]

(এই জন মুসলমানের প্রবেশ)

১ম মু। হ্যাং মামু চ'চ।

২য় মু। হ্যাং কনেরে ছাওয়াল ?

১ম মু। পোনচিস্ নে, টাট্টিয়া মাতিছে। কোতা
খাওয়া করাবে ?

২য় মু। কেডারে খাওয়া করাবে—কেডারে খাওয়া
করাবে ?

১ম মু। একটা হেঁজুরে—হেঁহ !

২য় মু। এ্যা—কি বলছিস !—আরে চ'চ—তোর
নানীরে খপর দে ; তোর মারীরে খপর দে,
তোর দাদারি়ে খপর দে।

১ম মু। আরে সেটা কবরের মুদর, সেটাকে মাথে
নিতে চাস্ ?

২য় মু। আঃ—দেখুতি পাবা না ? বুড়া হইচে,
তামাসা দেখবা না ?

(একজন বুড়ার প্রবেশ)

বুড়া। হ্যা বাবা, এই যে টাট্টিয়া দিচ্ছে, তা
কাদালী বিদেয় করবে না ?

১ম মু। হ্যাং মামু, কইচে কি পোন ? বলে,
—কাদালী বিদায় করবা না ?

বুড়া। হ্যা বাবা, নবাব-সরকারে কি বিদেয় দেবে
বাবা ?

১ম মু। এই এক হাতা খিঁচড়ি আর এক এক হাতা
গোস্ত।

বুড়া। পরমা দেবে না বাবা, পরমা দেবে ন ?
আমরা গোস্ত খাইনি বাবা, ছুটি চিঁড়ে-মুড়কি
কিনে খাব।

(জনৈক হিন্দুর প্রবেশ)

হিন্দু। নারায়ণ—নারায়ণ—হিন্দুকো কুতা
খিলায়ে গা।

১ম মু। খেলাবে না—দুশমনি করবার পারে ?

[হিন্দুর প্রস্থান।]

(জনৈক বুদ্ধ মুসলমানের প্রবেশ)

বুদ্ধ মু। এ বহুৎ তামাসা, এন্কা বরাবর তামাসা
নেই।

২য় মু। হ্যা খাঁসাহেব,—এ বড় তামাসা হবে এ্যানে।
হ্যাং, এমন তামাসা তুমি করতা দ্যাখছো ?

১২ মু। আরে, ক'র ব্যা নবাবী জান্তা, নবাবী হ'র।
ক'র ব্যা আসাতি।

১৩ মু। সে নবাবীটা কি রায় খাওয়াবে, কি
খাবা?

১৪ মু। আরে শুনে, কিছু চায় পিচঠো খাড়া
ক'র দিরা,—ওন লোককা মাঝেমে পাট মশে-
টকে মোশাল বানারা—আঃ, রোসনাই হো
গিরা। হুঁচায়ঠোকে পিছরামে ঘুসাকে দরজ-
পর গলটকা দিরা। দানা-পানি বেগর চিলা
চিলা মরে।

১৫ মু। ওঃ—তেমন তামাসা এখনো হতিছে।
আজম. খাঁ সাহেব জমীদার খরি অনুভিছে,
লাদা ক'রে রেদি রাখতিছে। সে দিন মুই
দেখে এলাম, একটা জমীদারকে বাঁছে আর
সে পানি পানি কতিছে,—আঃ, হেস্তে বাঁচি
নে।

১৬ মু। তোমার নবাবী আমলে কি বৈকুণ্ঠ ছ্যালো?
এই বৈকুণ্ঠ যদি জমীদারগুলোকে বোসাজে,
আর তোবা তারা ডাকতিছে।

১৭ মু। আরে, কুড়া খিলায়াকা সামনে বহৎ
খোড়া হয়। টুকরা টুকরা গোলত ছিন লে,
আউর আদমি তড়প! মে লাগে। আর গিন্ধা-
রকা বাপিক চিলাও এ!

১৮ মু। আরে, তু. ডবকা ছোরা, তুই কি বুঝি,
—এটা ভারি তামসা।

১৯ মু। হাদে, তুই চ'না ক্যান, মুই কি নানা
কতিছি? মুই তো তোরে কলাম।

২০ মু। আরে চ, চ—ঐ বণ্টা দিতিছে।

২১ মু। দান-বাড়ী কোন্ দিকে বাবা? তোমাদের
সঙ্গে বাব বাবা! আমি বড় কান্দাল, বাবা!

২২ মু। আরে বক্ বক্ কতিছে, চল মাথু, চল।

[বৃদ্ধা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

২৩ মু। বলবে না, বক্কার কম হবে। দাতার
দান দেবে, কান্দালের বক্ ফাটে। মন্—
অহঙ্কারে মট মট ক'রচে। হন্ হন্ ক'রে চলবে,
গতরের গুমর ক'রচে। ও গুমর থাকবে না,
আমারও একদিন ছিল।

(মরদার ও পুরজনের উভয়দিক হইতে
প্রবেশ)

পুর। কোথায় ছিলে? চল প্রবেশ হও, বেশ
খাওয়া বাক্। আর কোথায় তার দেখা পাব?
সে জীবিত নাই।

গয়া। আজ্ঞে, সেই বদমাইস ব্যাটা ধরা পড়েছে।
তারে ভালকুতার খাওয়াবার লক্ষ্য হইয়াছে।

পুর। কে বদমাইস?

গয়া। আজ্ঞে, সেই যে সেই, যে ব্যাটা মোহর কেলে
পালিয়েছিল। আমি ঠিক ঠাওরেছি, ব্যাটা
ডাকাতি।

পুর। সে কি করেছে?

গয়া। আজ্ঞে মশার, শালিগ্রাম রায় সাহেবকে খুন
করেছে।

পুর। কেন?

গয়া। আজ্ঞে মশার, সে বোঝেটে। ব্যাটা ধরা
প'ড়ে এখন পাগল সেজেছে। ব্যাটা পাহারা-
ওয়ালাদের বলেছিল যে, রায় সাহেব ওর বাবা।
এখন ব্যাটার মুখে আর বাক্য নাই।

পুর। কি কি, রায় সাহেব তার বাবা?

গয়া। আজ্ঞে না, ব্যাটা দরবারে নবাবের দাবড়ি
খেয়ে চূপ ক'রে রইলো, ব্যাটার মুখে বাক্
হয়ে গেল।

পুর। সে কোথায়?

গয়া। আজ্ঞে, মরদানে তারে খ'রে ভালকুতা খাও-
রাতে এনেছে। দেখেছেন না, তামাসা দেখতে
মরদানে পালে পালে লোক ছুটেছে?

[পুরজনের বেগে প্রস্থান।]

ওই! খেপলো না কি? ভুলো আমার এই
খাপা মুনিবের কাছে জুটিয়ে দিয়ে গেল।
কাজে ভর্তি হয়ে অবধি ঘুরে ঘুরে সারা হলেন।
দিলে দিলে—বউটাকেই গর্দান দিলে, মোহরটা
মোহরটাই দিয়ে দিলে। হুঁহাতে টাকা খরচ
ক'রছি, তাহার হিসেবও নাই, কিতাবও নাই।
মুনিবটা খাপাও বটে, ভালও বটে।

[প্রস্থান।]

[প্রস্থান।]

দশম পর্ভাঙ্ক ।

—ঃঃ—

বধা-ভূমি ।

মুর্শিদকুলি খাঁ, সরকারাজ খাঁ, অর্ধ-প্রোথিত
নিরঞ্জন, জল্লাদ ও প্রহরিগণ ইত্যাদি)

সরফ। দাদা, তোমারা গোড় পাকড়ে, আগামীকো
ছোড় দেও, ওসকা কহর নেই।

মুর। তেইয়া, তোম তোমারা গাধানা-বাঘানা
কাষ জানো, হামকো রাজকা কাম করনে দেও,
তোমারা দেল মোলারেম হার। ইসি ওরান্তে
এসকো ছোড়নে মাকতে হো। লেকেন সম্জো,
রাজা উদয়নারায়ণকা নোকর ওমরাওকে
মারা—রায়সাহেবকা মারা। এক আদমীকো
জান মাকতে হো, রাক্তমে বেগড় হোনেসে বহৎ
আদমীকো জান বাগা। এসকো সাজা হোনেসে
আদমী লোক ডরেগা।

সরফ। দাদা, মুজপর মেহেরলানগি করমাইয়ে,
এসকা জান লেনা মোকুব কি জিরে।

মুর। লেডকা, এনসাক করনে দেও। এ আওরাতসে
রং চং কি কাম নেই, জুদা কাম। (নিরঞ্জনের
প্রতি) তোম কাহে হত্যা করিয়াছ ?

সরফ। দাদা—

মুর। হাঁসিয়ার, ম্যায় নবাব হৌ। (নিরঞ্জনের প্রতি)
তুমি কি নিমিত্ত আমার বাক্যের জবাব দিতেছ
না? কুকুরের দ্বারা তোমায় বধ করিবার হুকুম
হইয়াছে, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। এখনো
কিছু বলিবার থাকে বল।

নির। আমি কোথায়? নরকে কি? নরক যে ভয়-
ঙ্কর স্থান বলে, কই, বয়ণা কই? পিতৃঘাতকীর
দণ্ড কই? এ কি সব?

মুর। আমার বাক্য কি তুমি শ্রবণ করিতে পারিতেছ
না? তুমি কি ভাবিতেছ? তুমি সমস্ত প্রকাশ
কর। কে তোমার দলপতি, আমার নিকট
বল; তাহা হইলে হয় তো তোমায় মাপ কর্তে
পারি। দেখ, কুকুর দেখ, ব্যাঘ্র অপেক্ষাও
ভয়ঙ্কর, এখনই তোমার গোস্ত খণ্ড খণ্ড
করিবে। এখনো সমস্ত প্রকাশ কর।

নির। কুকুর! নরকের কুকুর! আমি অপেক্ষা হীন

নয়। কুকুর পিতৃঘাতী নয়, কুকুর পিতার
সর্বনাশ করে না—আমি অপেক্ষা ভীম—আমি
অপেক্ষা ভীম।

মুর। কি বলিতে চাহ বল? কেন উদ্ভয় করি-
তেছ না? কেন মৃত্যু মাঝো? বিদ্রোহী রাজা
উদয়নারায়ণ কি তোমায় এই কার্যে প্রবৃত্তি
দিয়াছে? রায় সাহেব আমার পক্ষীয়, তাই কি
তুমি তারে বধ করিয়াছ? তাহাদের মুখ চাহিও
না, তাহারা তোমায় রক্ষা করিতে পারিবে না,
উদয়নারায়ণের হুকুম তামিল করিরাছ কি?

নির। উদয়নারায়ণ! মাদুরীর পিতা! সে এখানে
কেন? না, অগো—পিতৃঘাতী! কৈ, কৈ,
কুকুর! কুকুরেও আমার স্পর্শ করবে না।

মুর। এ কি, তুমি প্রকাশ করিবে না? পাগলের
ভান করিতেছ? নরকে যাইয়া পাগলগিরি কর।

নির। নরক—নরক!

মুর। হাঁ দোজক। জল্লাদ, তৈয়ারী হও।

নেপথ্যে। ছোড় দেও—ছোড় দেও।

(পূরঞ্জনের বেগে প্রবেশ)

পূর। তাই, ভাই, নিরঞ্জন! তোমার এ দশা?
জনাব! আমি খুন করেছি।

মুর। (জল্লাদের প্রতি) সবর।

নির। পূরঞ্জন। তুমি এখানে কেন? ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো
না—পিতৃঘাতকীকে ছুঁলে তুমি অপবিত্র হবে।

পূর। জনাব, আমি খুন করেছি, আমার হস্তের
শত্রু, তাই খুন করেছি। জাঁহাপনা, এক খুন
হয়েছে, বিনা অপরাধে আর এক খুনের হুকুম
দেবেন না।

মুর। কৈও, তুমি খুন করিয়াছ?

পূর। হাঁ জনাব, একে ছেড়ে দেন, নির্দোষীকে দণ্ড
দেবেন না, আমার দণ্ড দেন।

মুর। তুমি আপনার উপর কেন গুনা নিতেছ?
কুতাব গোস্ত ছিনাবে, অনেক ছুঃখ পাইবে,
তথাপি মউত হবে না; অনেক ছুঃখ। তুমি
কবুল করিতেছ কেন? তোমার এক্ষপ আকোল
কি নিমিত্ত হইল?

পূর। জাঁহাপনা, আমি খুন করিয়াছি।

মুর। সমজাও, তুমি তথাপি কবুল করিতেছ?

পূর। হাঁ জাঁহাপনা, আমিই নর-হত্যা করিয়াছি।

কেবল নরহত্যার জন্য ইহার দণ্ড হইতেছে না ।

রাজদ্রোহীরা গোপনে আমার ওমরাওদিগকে বধ করিতেছে । রায়সাহেব আমার একজন ফৌজদার, তাহাকে বধ করিয়াছে, এ নিমিত্ত ইহার দণ্ডের দণ্ড হইতেছে । এ রাজা উমরনা-রায়ণের অহুতর, বেগম্ জমীন্দারদের পক্ষ লোক ।

পুর । না জনাব, এ নির্দোষী ।

মুর । দেখো, অস্বিতে দণ্ড ইওয়া সিধা, জিতা কবরে বাওয়া সিধা, কিন্তু এ বড় দুঃখের মউত । অঙ্গের মাংস কুতরা ছিনাইয়া লইবে, হাড়ি থাকিবে, লোকেন তথাপি মউত হইবে না । সমজ লেও !

পুর । হাঁ জাহাপনা, আমি পুন করছি । আমার বধের হুকুম দেন, ওকে ছেড়ে দেন । রায় সাহেব এর পিতা, ও কখনো খুন করে নাই ।

মুর । রায় সাহেব এর পিতা ! এই উল্ল, তোম কুছ উজর নেহি কিয়া কাহে ?

পুর । দুঃখে পড়ে এর মেজাজ বিগড়ে গেছে । আমি সত্য বলছি, ও নির্দোষী । হুকুম, নির্দোষীকে বধ করবেন না ।

মুর । হাঁ !

পুর । জাহাপনা, আমি রাজদ্রোহী, আমার বধ ক'রে নগরে দৃষ্টান্ত প্রচার করুন যে, রাজ-দ্রোহীর এই দণ্ড হয় । নিরপরাধকে মুক্তি দেন । (চিন্তিতভাবে মুরশিদকুলিখাঁর পরিভ্রমণ)

নির । এখনো বেঁচে আছি ? বাবা, তোমার কাছে এখনো যাই নি ? তুমি আমার মার্জনা কর, আমি অধম সন্তান, শত শত অপরাধে অপরাধী ! এখনো জীবিত আছি ? বাবা, তুমি বল, নইলে আমি বিশ্বাস করবো না । প্রাণ কি এত কঠিন !

মুর । (সরকারজাখাঁর প্রতি) ভেইয়া, তোমার বাৎ আখা রাখা । আজ পুন মোউকুব রহে (প্রহরীগণের প্রতি) এ দোনোকো কয়েদ রাখো ।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

—:—

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

—:—

কারাগার ।

(নিরঞ্জন ও পুরঞ্জন)

নির । পুরঞ্জন, কি সর্বনাশ করলে ? কেন অকারণ দোষ স্বীকার ক'রে আপনার প্রাণসংশয় করলে ? আমার যা হয় হবে । থিক আমার ! শেষে কি তোমারও প্রাণনাশের কারণ হলেন ?

পুর । ভাই, তোমার এ সর্বনাশের কারণ কে ? ক্রুদ্ধে আমি মাধুরীর সঙ্গে দেখা করেছিলেম । অকো ! অহুতাপে আমার প্রাণ দগ্ধ হচ্ছে ! কি মায়ার আচ্ছন্ন ছিলেম, তোমার চিন্তে পারি নাই,—ভিখারী ব'লে বিদায় ক'রে দিয়েছিলেম ।

নির । প্রাণদানেও কি তোমার মনে শান্তি হয় নাই ? তুমি না আত্মসমর্পণ করলে, এতক্ষণ কুকুরের জঠরে আমি থাকতাম । তুমি আদর্শবদ্ব,—জগতে তোমার তুলনা হয় না । আমার যা হবার হয়েছে, কিন্তু কি উপায়ে তোমার প্রাণ-রক্ষা হবে ? তুমি কিরূপে পরিভ্রাণ পাবে ? আমি এমন অভাগা, যত্নকালে মনকে প্রবোধ দিতে পারবো না যে, তুমি স্মৃতে আছ । বোধ হয়, রাজদূত আমাদের নিতে আসছে । এস ভাই, একবার শেষ আলিঙ্গন করি ।

(রাজদূতের প্রবেশ)

দূত । আপনারা নির্দোষী, নবাব প্রমাণ পেয়েছেন । আপনারা বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছেন, এতে নবাব ক্ষুর । আপনাদের পুরস্কার দেবার নিমিত্ত দরবারে যেতে তিনি আহ্বান করেছেন ; আপনারা উত্তরেই মুক্ত ।

পুর । মহাশয়, মহাশয় ! নবাব কি প্রমাণ পেয়ে-ছেন ?

দূত । মুক্তির জন্য সরকারজাখাঁ হৃৎকষ্ট অহুরোধ করেন, আর রতলাল নামে একজন হকিম,

তিনি এক সময় জাঁহাপনাকে উৎকট পীড়া হ'তে আরোণ্য করেছিলেন, এঁদের দু'জনের অল্পরোধে নবাব খুন নোহুব করবেন ভেবেছিলেন, এমন সময়ে তখন সৈন্য, দুজন বিদ্রোহী জমিদার জাঁহাপনার পরাপর হয়ে নিবেদন করেছে যে, রায় সাহেবের হত্যা তারা ঘটকে দেখেছে। রাজা উদয়নারায়ণের বিদ্রোহ-মরণ-গৃহে সে সময় তারা উপস্থিত ছিল।

নির। কে—কে? কে হত্যা করেছে?

দূত। বিদ্রোহি-প্রধান বরং উদয়নারায়ণ হত্যা করেছে।

নির। উদয়নারায়ণ—উদয়নারায়ণ! পিতৃঘাতী জীবিত! আমি কারাগারে। হা পিতঃ, হা পিতঃ! এর কি প্রতিশোধ হবে? চণ্ডালের কি দেখা পাব? উদয়নারায়ণ, এতভেঙে তুষ্ট হও নাই, যথ করেও তুষ্ট হয় নাই—কবরভূমিতে ফেলে দিয়েছ! পিতা—পিতা! ওঃ! আমিই পিতৃঘাতী!

পূর। মাদুরী, তুমিই সর্কনাশের মূল।

দূত। বিনা অপরাধে আপনাদের কারারুদ্ধ ক'রে নবাব দ্রুপ্তিত হয়েছেন। আপনাদের সম্মানে পুরস্কার দিবেন, এ নিমিত্ত আহ্বান করেছেন, আপনারা আসুন।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ ।

—:~:—

দরবার ।

(মুর্শিদকুলিখাঁ, রসলাল ও অমাত্যগণ)

মূর। অ্যায়সা?

রজ। হাঁ জাঁহাপনা!

মূর। হকিম, বড়া তাজ্জবকি বাৎ!

(পুরজন ও নিরজনের প্রবেশ)

তোমাদের বন্ধুদের কথা হকিম আমার নিকট সমস্ত বলিয়াছে। তোমাদের দোষ্টি বড় সাজা, খামাখা তুমি দ্রুপ্ত শেয়েছ। বেইমান উদয়নারায়ণ তোমার বাপকে খুন করেছে, জমিদার

লোককে সব বিগড়িয়েছে; হাম তুয়ানত শিব-লারেঙ্গে। হুতা বান্দালী লড়াই করবে, বান্দালী এককাঠা হবে। আরা বেগড় জমিদার লড়াইকা আগে হামারা তরক আগিয়া। উদয়নারায়ণ বাওরা হার। ইস্ ওয়াসন্তে নবাবসে বেগড় কিয়া। তুমি কিছু মালো, আমি বক্‌সিস করিব।

নির। তরবারি তিকা করি নবাব-দরবারে,—

বাঁচি পিতৃ-বৈরি-নির্ধাতন।

জাঁহাপনা! এইমাত্র আকিকন।

মূর। কি, তুমি লড়াই করবে?

নির। পিতৃঘাতী পাষণ্ডের বন্ধের শোণিতে,

করিব হে নরনাথ পিতার তর্পণ,—

নহে তুয়ানলে তমু-ত্যাগ করিব নিশ্চয়।

আমি অধম তনয়,—

জনকের হত্যার কারণ!

জাঁহাপনা,

প্রের এই নকরে সময়ে,

পিতৃশত্রু রাজশত্রু করিব নিধন।

মূর। আচ্ছা লেও, হামারা "শামশের" তোমকো

দেতা হায়। এঁহি এনাম বাঙ্গলেমে কোইকো

নেহি মিলা। আলি মহম্মদ ফৌজ লেকে যাতা

হায়, তোমকো ওস্কা সাধ মিলায়েঙ্গে।

(পুরজনের প্রতি) তোম কুছ মালো?

পূর। জাঁহাপনা,

তব জয় নিশ্চয় হইবে।

সৈন্যগণ করিবে লুণ্ঠন।

প্রভু, করি নিবেদন,

বৃদ্ধ, নারী, বালক বা নির্জিরোধী প্রজা

কিংবা অজ্ঞাঘাতে মুমূর্ষু যে জন,

তার প্রতি নাহি হয় অত্যাচার,

নাহি হয় নিপীড়িত সৈন্যের ভাঙনে,

সে সবার রক্ষা-ভার করুন অর্পণ।

মূর। আচ্ছা, তোমকো পরোয়ানা মিলেগা, তোমরা

বাৎ হামারা ফৌজ মান লেগা। আর দেখো, এই

আত্মটি তোমকো দেতা হায়—বাদশাহে হামকো

মিলাখা, তোমার বন্ধুদের পুরস্কার। তোমার

নিকট ছনিয়া যেন বন্ধুত্ব শিক্ষা করে। (রজ-

লালের প্রতি) তোম কুছ মালো?

রজ। হুজুর, যদি লড়াই বাধে—আমি হকিম—শত্রু

মিত্র হু'জনকেই নাওয়াই দিব, এতে যেন কেউ
আমার দৃশ্যন না ঠাণ্ডার।

হুর। নেহি নেহি, হকিমকো তো ঐ কামই ছায়।
লোকেন তোম হামরা দৃশ্যন নেহি হো।

রদ। না হুজুর, জানু থাকতে নয়।

হুর। তোম সাচ্চা আদমী, হাম জানুতা। একদকে
হামরা জানু বাঁচারা, কোই হকিম নেহি সেকা,
হামরা সাধ আও, তোমকো কুছ পুচ্ছে।

[মুর্শিদকুলিখা ও রঙ্গলালের প্রস্থান।]

পুর। একান্ত কি ঐ তিহিংসা-পণ?

নাহি কি মার্জনা?

নির। মার্জনার আছে সীমা।

নরাধম, হত্যা করি জনকে আমার,

তুণ্ড না হইল,

হিন্দু হয়ে হিন্দুর না। করিল সংকার,

ধবন-সমাধিস্থলে

ফেলে দিল ব্রাহ্মণের মৃতদেহ,

বাহে পরকালে শাস্তি নাহি পায়।

মার্জনা তাহার?

খণ্ডর তোমার,

সেই হেতু হেন কথার কণ্ড।

কোন দোষে দোষী মম পিতা?

মাধুরীর সনে কবে বিবাহ কারণ,

নিরুদ্দেশ হইলাম আমি,

সংবাদ না জানিতেন তিনি,

কস্তার বর্গহার, তোমা সর্ম সুপাত্র মিলিল,

মিনতি করিল কত পিতা,

তাহে তুমি মন না উঠিল—

রুদ্ধ বৈকল কারাগারে;

তবু তাহে হলো না মার্জনা,

হত্যা করি অগতি করিল।

ক'খ করি তাঁরে,

মৃত্যুকালে বারি-বিনিময়ে

যবনের নিদ্রাবন পায় যদি দিতে,

শাস্তি তাহে হয় কথঞ্চিৎ।

পুর। ধোঁচিতি ক্রোধের কারণ তব;

কিন্তু প্রতিশোধ নাহি জেনো

মার্জনা হইতে।

নির। হয় নাই পিতৃহত্যা তব,

হয় নাই পিতার অগতি,
মার্জনার ব্যাখ্যা তাই মুখে।

হতো যদি অবস্থা-বর্তন,

অন্ততম বাক্য নিঃসরণ

হইত জিহবার তব।

বা'ক, তোমার আমার

বিতণ্ডার নাহি প্রয়োজন।

হৃদে মোর জলে জ্বলান;

শত্রুর শোণিতে তাপ হইবে নির্কাণ।

[প্রস্থান।]

পুর। অতিশয় রোষের সময়,

তাই রুষ্ট-ভাষা কহিল আমার।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:~:—

সরফরাজখাঁর কক্ষ।

(ললিতা)

ললিতা। নিরঞ্জন মুক্তি পেয়েছে, তবে কেন
আর জীবনের মমতা করি? এ সময়ে
যদি তার দেখা পেতেম, তা হ'লে দেখতে
দেখতে মরতেম, ব'লে যেতেম, তারে কত
ভালবাসি। কিন্তু বুঝা আশা কেন করি!
আর বিলম্ব করবো না, জীবিত থাকতে যবন না
স্পর্শ করে। বাল্যকাল মনে পড়ছে, পুষ্টিয়ন
মনে পড়ছে, বাল্যজীড়া মনে পড়ছে, বাল্য-
সঙ্গিনী মনে পড়ছে, নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা মনে
পড়ছে। এখনও জীবনের মমতা রয়েছে? থিক
আমার, কি মুখে বাঁচবার সাধ হচ্ছে?

(সরফরাজখাঁর প্রবেশ)

সরফ। বিবি, তোমার কাম ছয়া, হামকো পরখ
লিয়া?

ললিতা। ইয়া নবাবজাদা!

সরফ। তবু হামসে দোস্তি কয়ো।

ললিতা। নবাবজাদা, শোন, কাছে এসো না।

(ছুরিকা বাহির করণ)

সরফ। এ কেয়া! কের ছুরি নিকালতা কাছে?

ললিতা । নবাবজাদা, তুমি আমার ভালবাস না,—
আমার দেহ ভালবাস ।

সরফ । নেই নেই, তোম মেরা জানি, তোম মেরা
কলিজাকা কলিজা ।

ললিতা । না নবাবজাদা, যদি তুমি আমার ভাল-
বাসতে, তা হ'লে তুমি আমার নষ্ট করতে
চাইতে না । রমণীর সতীত্বরক্ষা পরম ধর্ম, সে
ধর্ম তুমি করতে চাইতে না । আমি মনেপ্রাণে
সেই নিরঞ্জন—বারে তুমি উদ্ধার করছি ।
আমি তোমার দেহ দান করতে আস্তেদম না,
তাতেও আমার মহাপাপ ; অত্রে মৃতদেহ
স্পর্শ করলেও মহাপাপ । কিন্তু আমি যারে
ভালবাসি, তার অস্ত্রে পাপভার মাথায় নিয়ে
ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াব ; তাঁরে বলবো,—
“প্রভু, নারীর প্রাণ, কি করবো, ভালবেসেছি,
তাই মহাপাতকে ভব করি নাই, অত্রে দেহ
স্পর্শ করতে দিয়েছি । তুমি দয়াময়, আমার
মার্জনা কর । কিন্তু যদি এ মহাপাতকের
মার্জনা না থাকে, পিতা ! দণ্ড গ্রহণ করতে
তোমার কস্তা তোমার সম্মুখে উপস্থিত ।”

সরফ । বিবি, হামারা হোস্তি তোম কাছে ছোড়তি ?
ছনিরাকা বিচমে তোমারি মাজনেকা লারেক
কুছ নেই হার ? আও, তোম মেরা সাথ আও,
হাম ছোঁয়েদে নেই । হামারা মালখানা দেখো,
জহরৎ দেখো, সব কুছ তোমারি পারেরমে
ডালেদে ; যেতনি বেগম হার, তোমারি বাদী
কর দেদে । দিল্লীকে বেইসি হুজিহান রহি,
বাঙ্গালেমে তোম এসি হয়েগি । মেরা মৎ !

ললিতা । নবাবজাদা, কৌখাও কোন ইচ্ছা নাই—
যার শচী হবার আমার সাধ আছে, কৌখাও
কোন স্বর্গ নাই—যা আমার তুচ্ছ নয় । আমি
স্বাধীন নই, আমি পরের বাদী, আমার স্বর্গ-
ভোগেরও অধিকার নাই । সে আমার ধর্মকর্ম,
জীবন, স্বর্গ ;—সে বিনা আমার কিছুই নাই ।
নবাবজাদা, তোমার এত কথা বলতেম না ।
বলচি কেন জান ? তুমি ছ'দিন পরে রাজ্যেশ্বর
হবে, হিন্দুরমণী কি, তা জেনে রাখো । কখনো
কোন হিন্দুরমণীর সঙ্গে করস্পর্শ করবার ইচ্ছা
করো না । নবাবজাদা, সেলাম ! (বন্ধে ছুরিকা-
খাতের উন্মোচন)

সরফ । সবুর বিবি, মেরা, মৎ । তোম চলা বাও—
হাম ছোড় দেতে । হাম তোমারি সোভ জান
লিও । বব্, কুছ্ কাম পড়ে, হামকো বাড়াইও ।
সেলাম বিবি ! তোম মেরা মারী হার । মারি,
তোমারি বাৎ হাম সারা জিন্দিসি ইরাদ রাখদে,
আজতক হিন্দুকা পেড়কী হামারা মারী ।

ললিতা । নবাবজাদা, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল
করুন ।

সরফ । তোমারি বাৎসে হামারা আঁধি খোলা ।
তোমারি বাৎসে হামারা আল্লা মিলেগা ।
তোমারি বাৎসে হাম আজসে দোস্তরা আদমী ।
তোমারি ইরাদসে মিলো, খোন্স্ রহিও ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক ।

—:—

মুরশিদকুলিখাঁর কক্ষ ।

(মুরশিদকুলিখাঁ ও রজলাল)

মুর । দেখো হকিম, তোম হামারা জান বাঁচার,
কুছ হাঙ্গসে তোম মাজো ?

রজ । জনাব, আমি বা চেয়েছি, তা তো আপনি
দিয়েছেন ।

মুর । দেখো হকিম, তুমি দয়ালু ব্যক্তি । তুমি
আদমীর প্রাণরক্ষা করবে, এসেমে হাম তোমকো
কেরা দিয়া ? তুমি বড় জবর হকিম । তোমার
পুরকার দেওয়া নবাবের কাজ ; এ কাম হামারে
করিতে দাও ।

রজ । নবাব সাহেব, আমার বে বাহাদুরী আমি
জানি, একটু নাক টিপে ধরলেই অন্ধা পাই ।
সামনে ছোটো চোখ আছে, কিন্তু পেছন হাতে
সাপে কাঁধড়ালে টের পাইনে । কিছু কি দেখেন
বলুন ?—টাকা দেখেন ? বেশ ক্ষুণ্ণিতে বেড়াছি,
কেন একটা ভাবনা জোটাবেন ? যদি আপ-
নাকে আরাম করতে খুশী হয়ে থাকেন, তবে
আমাকেও হুকুম করুন, আমি ক্ষুণ্ণি করে
হাওয়া খেয়ে বেড়াই ।

মুর । তুমি কি ককির ? তোমারা ককিরকা মাকিক
ভোল হাম দেখতা ।

রত্ন। নবাব সাহেব, তবে আপনি কিছু ঠাওরেছেন।

কিন্তু আমি তো ঠাওরে পাই না—আমি কি কছি। যদি ঠাওরাই উত্তরে যাব, কে পলা-

খাকা দিয়ে দক্ষিণে চালান দিয়েছে। নবাব সাহেব, আমি কে যদি বুঝতে পারতাম, তিন ডুড়ি লাফ খেতাম। কিন্তু সে যো কি! খালি ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিছুই বুঝি না। তবে বোঝবার মধ্যে একটা বোঝা যায় যে, মরতে হয়, কিন্তু নানা রকম রুদ্ধী করতে হয়, যাতে না মরি—বা হবার যো নাই।

মুর। আচ্ছা, তুমি হিন্দু কি মুসলমান?

রত্ন। নবাব সাহেব, আপনি কি? হিন্দু না মুসলমান?

মুর। আরে এ ক্যা বাৎ! আমি তো মুসলমান হায়। তোমাবি মুসলমান হো গিয়া। হামারা ঘরমে খিচড়ী খারা, তোমারা জাত মার দিয়া। হামকো দাওরাই দেনেকো খাতের, হামারা ঘরমে-র' গিয়া, হামারা খানা খারা। লেকেন আমি গৌকা গোল্ড নেই দিয়া; দেনেকো মানা কর দিয়া।

রত্ন। জনাব, খানা খেয়ে যদি হিন্দু কি মুসলমান হয়, তা হ'লে আপনি হিন্দু হয়েছেন। আপনার অস্থখের সময় আমি গাঁদালের ঝোল বেঁধে খাইয়েছি।

মুর। লেকেন তোম্ ব্রাহ্মণ হোকে মুসলমানকা খানা খারা, তোমারা জাত গিয়া।

রত্ন। একে একে তো সব বাবে নবাব সাহেব, শরীরটাও বাবে, না হয় জাত গেছে।

মুর। আচ্ছা, তোম সাধি নেই কিয়া?

রত্ন। না হজুর! তোমার মত গোলামী করবার সুখ আমার নেই। ক্ষিদে পেলে ছুটি খেলেম, ঘুম পেলে ঘুমলেম, তোমার মতন গোলামী আমি চাইনে।

মুর। হাম নবাব হায়, হামকো গোলাম কহো?

রত্ন। গোলামী আর কারে বলে নবাব সাহেব? দিল্লীতে খাজনা পাঠাবার জন্তে রাজে তোমার ঘুম হয় না; খাবার দিলে এক জনকে না খাইয়ে খেতে পার না,—মনে ধরো, কে বিষ দিয়েছে; খুমিয়ে খুমিয়ে চমকে উঠ, ভাবো কে ছুরি মারবে। আমার অতশত কিছুই নাই। যেখানে পড়ি, সেইখানেই ঘুমাই, যা পাই, তাই

খাই, দিল্লীর খাজনার ভাবনা ভাবি নে। বল দেখি নবাব সাহেব, তুমি নবাব, না আমি নবাব?

মুর। আচ্ছা, তোম উরতা নেই? হামকো গোলাম বলতে হো, হাম তোমরা জান লেনে সেকা হায়।

রত্ন। আচ্ছা, আমার জান তো নিতে পার। কিন্তু নবাব সাহেব, তোমার মউত এলে একদিনও বাঁচতে পারবে? এক বন্দী—এক পল?

মুর। আচ্ছা! হকিম, তোমারা মনমে এতা বল ক্যারসে? তোমারা এতা জোর ক্যারসে? তোম নবাবকো নেই মানো?

রত্ন। নবাব সাহেব, ভারি সোজা, আবার ভারি শক্ত। আমি যদি আপনার জন্ত বাঁচতাম, তা হ'লে তোমারই মত আমার প্রাণে দরদ হোতো—মরতে চাইতাম না। কিন্তু আমার মনে কি হয় জান? যে মরবার সময় পর্যন্ত যদি হাত উঠে, তা হ'লে একটা পরের কাজ ক'রে যাব; আমি পরের জন্তে বেঁচে আছি। এক মরণ-ভয় গেলেই সব ভয় গেল। আপনার জন্তই লোক বেঁচে থাকতে চায়, পরের মাথা গেলে, তাতে কার কি? আমি ত আমার নই, আমি পরের। তা পর মলো আর রইলো, তাতে আমার কি ব্যয় গেল?

মুর। হকিম, তোম কেয়া ধরমকা ওয়াস্তে আয়ারসা কর?

রত্ন। নবাব সাহেব, যে ধর্মের জন্ত পরের কাজ করে, সে আপনাকে বিলোভে পারে নাই। সে ব্যাটার মনে ধৌকা আছে, মরতে ভয় আছে, সে ব্যাটা আঁচে কি জানেন—পারে যদি মরে একটা কিছু আনন্দ করবে; 'বেহত' বাবে, স্বর্গে যাবে, বৈকুণ্ঠ যাবে, খুব আনন্দে থাকবে। আমি ও সবের অত তোয়াকা রাখিনে। ঐ তো তোমার বল্লভ—ক্ষিদে পেলে খেলেম, ঘুম পেলে ঘুমলেম। তবে খেতে শুতে গাঁট দেয়, আমি তা দিই না।

মুর। তোম্ আবি কাঁহা যাওগে?—

রত্ন। যদি জানতাম নবাব সাহেব, তা হ'লে আমি আপনাকে মাতব্বর ঠাওরাতাম। এক ব্যাটা সন্নতান আছে, কান পাঙ্কড়ে বোরচ্ছে। যদি ব্যাটার দেখা পেতাম, ছ'কথা শুনিরে দিতাম।

মু। ক্যা, তোম খোদা নেহি মানতে হো ?

রঙ্গ। ইচ্ছা হয় যানি, কিন্তু আক্কেলে গাল দিই।

বলি, তোমার এত বদশাইসি ? যদি মানুষ তোমার হাতেগড়া জিনিস হয়, তার সঙ্গে এত বদশাইসি ? রক্ত-মাংসের শরীর দিয়ে পাপ-পুণ্যের নামারকম 'বারনাকা' করেছ ! নবাব সাহেব, তুমি আমার কিছু দিতে চাচ্ছিলে। আমি তোমার কাছে মেগে নিছি, মানুষকে ভালবাস। মানুষ বড় দুঃখী ! আর একটি নিবেদন —

মু। ক্যা ?

রঙ্গ। ইচ্ছে হচ্ছে, একবার উদয়নারায়ণের সঙ্গে দেখা করবো। যদি আমি তারে ফেরাতে পারি, আমার প্রার্থনা যে, আপনি তারে মার্জনা করবেন।

মু। আচ্ছা যাও, তোম ফকড় হায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্তাঙ্ক।

—:—

(অন্নদা, মাদুরী ও ললিতা)

অন্নদা। এইখানে থাক—দুটি বোনে থাক। কে আমার মেয়ে, কে আমার মেয়ে নয়, তা আমি চিন্তে পাচ্ছি নে। তোমরা দু'টিই আমার মেয়ে, তোমরা দু'টিই সমান। আমার দু'টি মেয়েরই দু'টি ভাল বর হয়েছে; আমার যেমন মনের মতন স্বামী, তোমাদেরও তেমনি হয়েছে। তবে আমি আলীকর্দাস কচ্চি, আমার মত দুঃখ পাস্ নে। ভাবিস্ নে—ভাবিস্ নে, আমি মিলিয়ে দেব; আমি যখন তার সঙ্গে যাব, মিলিয়ে নিয়ে যাব। কলঙ্কের ভয় রাখিস্নে, আমি কলঙ্ক রাখবো না। আমি সত্যী, দেশে দেশে জানিয়ে যাব—রাজ্যময় জানিয়ে যাব। সতীপুরে আমার চ্যাটরা বাজবে, এখানেও চ্যাটরা বাজিয়ে যাব। ভাবিস্নে—ভাবিস্ নে, সতী তার পতি পার, তোরাও পারি।

উভয়ে। না, না,—

অন্নদা। না, এখন না, অনেক কাজ আছে, আমার মা বলা শুন্তে সাধ আছে, শুন্তবো—শুন্তবো, এখন নয়, এখন নয়।

[প্রস্থান।

ললিতা। (স্বগত)

বুঝি
জগজ্ঞাননী বিপদসমর,
মার বেশে দেখা দেন ছহিতায়।
চলে গেল স্বপন সমান ;
পুরালি না মা বলে ডাকিতে সাধ।

মাদুরী। (স্বগত) কে এ পাগলিনী !
জীবিতা কি জননী আমার ?
কিংবা স্নেহ তাঁর ভ্রমে ধরামাঝে,
জননীর সঙ্গে,
অনাখিনী দুঃখিনী নন্দিনী সাথে !

ললিতা। মাদুরী !

মাদুরী। ললিতা !

সন্ন্যাসিনী তুমি ?

ললিতা। নহি সন্ন্যাসিনী

বেশে মাত্র সন্ন্যাসিনী হের,
নহে বাসনার পূর্ণ হৃদাগার।
সাধ মম করিবারে বিরাগ আচার ;
কিন্তু কই, সেই ধ্যান—সেই জ্ঞান !
দিছি পরে, তবু তারে তুলিবারে নারি ;

সে আমারে করিমাছে অধিকার;
সন্ন্যাসিনী ? নহি সন্ন্যাসিনী,
দেখ মাত্র সন্ন্যাসিনী-বেশ !

মাদুরী। সখি, শুই আমি তব,
আমারে না কবে মনোবাথা ?
কহ কার তরে তুমি উদাসিনী,
সে কি হেন নির্দয় তোমার প্রতি ?
তব রূপের ছটায়—

মুগ্ধ করে দেবতায় ;
কেবা হেন কঠিন হৃদয় ধরে,
তাজেছে তোমারে,
বার প্রেমে বাসনার দেহে বিসর্জন ?
সন্ন্যাসিনী হয়েছে লো ভুবনমোহিনি !

ললিতা। কেন সন্ন্যাসিনী ?

কেন লো কোমারে দিব ব্যথা ?

কিন্তু ব্যথা পাই হেরিয়ে তোমার দশা,
আদরে যে নিরেছে তোমারে,
কেন সখি তাজিয়ে তাহারে,
কঠোর কুটীরে
আসিরাছ আশ্রয়ের তরে ?
হেরি সীমন্তে সিন্দূর,
তবে কেন অনাধিনী সম,
ভ্রম ভুমি পাগলিনী সনে
প্রাণ কাঁদে তোর এ দশার !
হায় হায়, কপট যে হয়,
কপটতা সকলের সনে তার !

মাধুরী । সখি,
অদৃষ্ট-লিখন,
দোষ কেন দিব তারে ?
ললিতা । হিঃ হিঃ, থিক্ নারীর জীবন !
করে প্রাণ বিসর্জন
তবু প্রিয় জনে নাহি পায় ;
সখি কাঁদি, তবু সে নিষ্ঠুর ঠেলে পদে ।
কতমত জ্ঞানীর যতন,
হ'লে বাসনা-পূরণ দেয় বিসর্জন ।
পুরুষ পাষণ্ড ;
হিঃ হিঃ, তবু রমণীয় প্রাণ চায় তারে !

মাধুরী । সখি,
কুমিও কি পড়েছ এ বিষম প্রমাদে ?
তাই কি স্বজন সন্ন্যাসিনী তুমি ?
কে হেন কঠিন,
করিয়াছে লাজনা তোমার ?
সত্য সখি, থিক্ নারী-প্রাণে ;
ভোলা তো না যার,
সাধ হয় হৃদে রাখি তার পা ছ'ধানি !
ব্যথা পাই, তবু তারে চাই ।
এ কি, এ কি সখি বিড়ম্বনা ?
ললিতা । কঠিন সে হেন হয়েছিল অহুমান ;
কিন্তু প্রবোধ দিয়েছি আমি মনে,—
তব অতুল মাধুরী—
হরিবে হৃদয় তার ।
হিঃ হিঃ, সকলি ছলনা,—
পুরুষের সবই প্রতারণা !
যরণা যরণা—
যরণা সহিতে হায় নারীর জনম !

মাধুরী । সখি, তুমি কি বেসেছ ভাল করে,
নহে ভালবাসা জানিলে কেমনে ?
কি পিন্নাস, কি নৈরাশ,
নহে শুধু নারীর হৃদয়ে ;
কাটিত পাষণ্ড !
শত লাজনার রমণী না বুকে
সহে, মহে, জেনে শুনে মজে,
তবু সেই ধ্যান জ্ঞান,
সেই মম প্রাণ ।
সখি, এত অবতনে—
বাঁচিতে তো হয় সাধ ?
মনে হয় একদিন দেখা পাব তার !
ললিতা । মনে মনে কত কথা বলি,
মনে করি যাব তারে ভুলি,
ভুলিবার নয়—
মিশিরাছে প্রাণে প্রাণে ।
সত্য সখি, বিলায়েছি পরে,
তবু হয় নাই স্বরণ-কামনা ;
এ কি মন করে প্রবঞ্চনা,
তথাপি বাসনা, ব্যাকুল দেখিতে তারে !
রহ তুমি ; যাব দেবী-পূজা হেতু ।

[ললিতার প্রস্থান ।

মাধুরী ।—

(গীত)

সাধে কি বিষাদে যতন করি,
তারে ভুলে কিসে জীবন ধরি,
কৈদে মরি তবু কাঁদিতে চাই ।
তারি অবতনে অতি সবতনে—
দিবানিশি মনে রেখেছি তাই ॥
যুয়ে সারা তবু মন না বারি,
ধরি ধরি যেন ধরিতে নারি,
পারি হারি তবু ধরিতে বাই ॥
তৃষাতাপে গেছে পুড়িয়ে আশা,
পুড়াইয়ে আশা নিভেছে পিপাসা,
বুক পেতে দিছি নিরাশে বাসা,
ভালবাসা তাই তারে বিলাই ।
বুকেছি মজেছি, মজিতে বাসনা,
যত যুঝি তত মজিয়ে বাই ।

[মাধুরীর প্রস্থান ।

বর্ষ গভীরা ।

—:—

মন্ত্রণা-গৃহ ।

(উদয়নারায়ণ ও রত্নলাগ)

উদয় । নিশ্চয় বনচর তুমি ;

নহে শুধু মন্ত্রণার স্থান

কি কারণে গোপনে এসেছ ?

রত্ন । নহি বনচর চর ।

ভিক্ষা দেহ ব্রাহ্মণে ভূপাল,

রাজ্যের মঙ্গল বাচি ।

সমরে না হবে কতু জয় ;

জেনো রাজা বনচর দুর্জয় ।

অকারণ রাজ্যের অগ্নিবে অনল,

প্রজাপুঞ্জ হইবে বিকল,

নরহত্যা হবে শত শত ।

নিজ নিজ স্বার্থের কারণ জমীদারগণ,

উৎসাহিত করিয়াছে আপনারে ।

কিন্তু কেরে ঘরে ঘরে নবাবের চর—

করে প্রলোভন দান ।

রাজ-প্রলোভনে অনেকে ভুলিবে,

জমীদারী পাবে,

পাবে রাজ-সম্মান সকলে,

তব পক্ষে পাবে করজ্ঞান ?

যদি প্রজার কারণে,

জমীদারগণে,

নিঃস্বার্থ হইত এই সমরে উৎসাহী,

হত কলপ্রদ ;

নহে নিঃস্বার্থ এই আরোজন ।

স্বার্থকত্ব উচ্চ কার্য না করে সাধন ।

উদয় । তব উপদেশ নাহি প্রয়োজন—?

তাজে যদি সকলে আঘারে,

একা আমি করিব সমর,

কিন্তু কর আপনার রক্ষার উপায় ।

আসিয়াছ মন্ত্রণা-আলয়,

ছেড়ে দিতে নারিব তোমায় ।

অস্ত্র ধর পক্ষে মম,

নহে হত প্রস্তুত মরণে ।

রত্ন । মহারাজ, বাহুনের ছেলে, হানাহানি কাটা-
কাটি আমি পারিবো কেন ?

উদয় । করো না ছলনা ।

এখন স্বচক্ষে আমি করেছি দর্শন,

নিরস্ত্র একাকী, পঞ্চজন অস্ত্রধারী করেছ দমন ;

এছ কণ্ঠে ধরেছে তোমার ।

বীর তুমি,

তবে মাতৃভূমি হেতু কেন না হও সজ্জিত ?

রত্ন । মহারাজ, আমার যদি শত প্রাণ থাকতো,

জননী জন্মভূমির কার্যে আমি তৃণের ন্যায় ত্যাগ

করতাম । কিন্তু এ বিদ্রোহের পরিনাম মাতৃ-

ভূমির অমঙ্গল । আমার বধ করতে ইচ্ছা হয়,

করুন । প্রজাদের সুখ চেয়ে ক্ষান্ত হোন ।

তাদের সর্বনাশ হবে । বন-বিক্রমে জয়লাভ

কখনো হবে না ।

উদয় । জয় পরাজয় ঈশ্বর নিয়ন্তা তার ।

কিন্তু কার্যে আছে মানুষের অধিকার ;

কাপুরুষ—কার্যে পরাভূষ !

রত্ন । মহারাজ, ঈশ্বরের দোহাইটে দিচ্ছেন

বটে, কিন্তু বখান আপনার সৈন্তেরা নিরাস্ত্র

প্রজাদের উপর পীড়ন ক'রে বেতন আদায় করে,

তখন ঈশ্বরের দোহাই দেন না । বনচর

অত্যাচারী, জাতীয় রাজ্য অধিকার করেছে ;

যদি তারা পীড়ন করে, তা কতক মার্জিনীয় ।

কিন্তু আপনারা কি করেন ? দীন প্রজাদের

কিরূপ পীড়ন ক'রে করলেন, তা যদি পরমেশ্বর

ধাকেন, দেখেন ; আপনার সৈন্যেরা প্রজার

ঘর লুণ্ঠ কচ্ছে, তা ঈশ্বর দেখেন । নবাবের

উপর ক্রোধ হয়েছে, নবাব আপনার উপর

অত্যাচার করেছেন, তারই প্রতিশোধ দিতে

যাচ্ছেন, জন্মভূমির জন্য অস্ত্র ধরেন নাই—

ভগবান্ তা বোধেন । শুনেছি, ভগবান্ অবতার

হয়ে, প্রজার মঙ্গল জন্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে সিংহা-

সন দিয়েছিলেন । বনচর যদি হিন্দু অপেক্ষা

অত্যাচারী হতো, তা হ'লে তিনি বনকে তারত-

অধিকার দিতেন না ।

উদয় । দেখছি, তুমি সম্পূর্ণ বনচর পক্ষ । তুমি

ব্রাহ্মণ, কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ বনচর উপর

অমুরাগ ।

রজ। আপনারও সম্পূর্ণ স্ববনের প্রতি অহুসার, স্বদেশের প্রতি নয়। আপনার যে অঙ্গের পরিচ্ছদ, এ কার হাতে প্রস্তুত ?—স্ববনের ! দিন দিন রাজভোগ প্রস্তুত হয়, তা কার অহুসারে—স্ববনের। কার দোকান হ'তে আসবাব ক্রয় ক'রে আপনার রাজ-প্রাসাদ সজ্জিত ?—স্ববনের ! স্ববন পরিত্যাগ ক'রে কোন্ হিন্দুশিল্পীকে উৎসাহ দেন ? স্ববন গোলাম মহম্মদ আপনার বন্ধু, সে হিন্দু নয়। স্ববনকে আপনি ঘৃণা করেন না। তবে নবাবের প্রতি ক্রোধ হয়েছে, তাই বিগ্রহে সজ্জিত হচ্ছেন।

উদয়। তুমি আগত্যাগে প্রস্তুত হও।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ, নবাব-সৈন্য নিকটবর্তী হয়েছে। সংখ্যায় প্রায় দশ সহস্র অহুমিত হইল। দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশ আলি মহম্মদ ও রঘুবীর নামক একজন সেনা-নায়ক চালনা কচ্ছে, আর এক অংশের নায়ক শানিগ্রামের পুত্র নিরঞ্জন। গোলাম মহম্মদ মহারাজের দুই সহস্র সৈন্য লয়ে অগ্রসর হয়েছেন। পঞ্চশত অঝারোহী প্রস্তুত আছে। গোলাম মহম্মদ বলেছেন, তাদের চালনা ক'রে মহারাজ অগ্রসর হউন।

উদয়। জমীদারের সেনারা কোথায় ? জমীদারেরা কি অগ্রসর হয়েছে ?

দূত। মহারাজ, সে সংবাদ দাস জানে না।

(২য় দূতের প্রবেশ)

২য় দূত। মহারাজ, বড় কুসংবাদ এনেছি—রাজপদে নিবেদন করতে আশঙ্কা হচ্ছে।

উদয়। কি, কি, পরাজয় হয়েছে ?

২য় দূত। আজ্ঞে না, এখনো যুদ্ধ শেষ হয় নাই।

উদয়। তবে কি ?

২য় দূত। মহারাজ, সমস্ত জমীদারই নবাব পক্ষে মিলিত হয়েছে, তারা নিজ দলবলে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর।

উদয়। কি !—অসম্ভব—মিথ্যাকথা।

২য় দূত। মহারাজ, গোলাম মহম্মদ এই পত্র দিয়েছেন। আমি বেগবান্ অঝারোহণে এসেছি, পথে অশ্ব হত হয়েছে, অধিক কি জানাবো।

উদয়। ব্রাহ্মণ, তুমি মুক্ত, তোমার কথা ইচ্ছা রাখ কর। বিজ্ঞোত্তম, তুমি সত্যবাদী।

রজ। মহারাজ, এখনো নিরস্ত হোন, নবাব দরবান্।

উদয়। না।

রজ। বাঃ বাঃ—ঠিক এক ব্যাটা সংসার চালাচ্ছে বটে, দেখা পেলে তারে কুর্নিশ লাগাই।

[প্রস্থান।

উদয়। হে বাঙ্গালী, বাঙ্গালীই তুলনা তোমার ;

নাহি এ ভুবনে অহুরূপ তব।

সাধু এ ব্রাহ্মণ—সত্যবাদী—

চিনিয়াছে স্বজাতিরে।

সত্য কি সংবাদ ?

দেবতা সাক্ষী করি প্রতিজ্ঞা করিল,
ধর্ম, কর্ম, অভিমানে দিবে জলাঞ্জলি,
বর্জন করিল মোরে !

হে বাঙ্গালী,

বিন্দুমাঝ মনুষ্য নহিক তোমার !

এ আচার সম্ভবে কি নরে ?

অশেষ সম্মান দান করেছেন নবাব আমার,
অত্যাচারী দোহিত্র তাহার,—

নবাব নহে তো অপরাধী।

পাইয়া উপযুক্ত ফল,

কৃত্যের এই পরিণাম !

নিশ্চর সমরে পরাজয়।

অর্ণব-সমান আসে নবাবের সেনা ;

জমীদারবৃন্দ তাহে মিলিত সকলে,

ক্ষুদ্র নদী মিথি যথা ভাগীরথী সনে,

প্রবাহ প্রধর করে তার।

পরাজয় !

বা থাকে ললাটে, যুদ্ধে হই অগ্রসর।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাক ।

—:~:—

বন-প্রান্ত ।

(অন্নদা)

অন্নদা । আবার সুখি হেসে ডুবছে,—আবার সন্ধ্যা আসছে । সন্ধ্যা ! তোমার বড় ভালবাসতেম । তুমি আমার দুতী ছিলে ; তারে আনতে, তারে ঢেকে এনে আমার কাছে দিতে । তোমার বড় ভালবাসতেম । কখন এসো, কখন এসো ভাবতেম, এখন আর ভালবাসি নে, তুমি তারে এনে তো দাও না । না না, এখনো ভালবাসি, তোমার বেঁধে সে ছবি আমার মনে হয় । তুমি জান ভো, কত সোহাগ করতেন, মুখে মুখে বকে বকে থাকতেন ! তখন বিচ্ছেদ হয় নি, বিচ্ছেদের ভয় তখন ছিল না ! সে দিন দেখেছি ; আজ দেখেছি ; সে দিন পতিসোহাগিনী দেখেছি, আজ পতিবর্জিতা কালগিনী দেখেছি । সন্ধ্যা, তুমি আমার সখী, মনের কথা তোমার বলি, আর কারে বলবো, কারে জানাবো, কে শুনেবে পরিহাস করবে ।

(গুরুজনের প্রবেশ)

গুরু । এ কি ! তিমিরবসনা ছাত্রা-সহচরীর মত ভ্রমসঙ্কর বিজনে বেড়াচ্ছে । যেন কোথাও দেখেছি । ভয়ঙ্করী অথচ মেহময়ী মুষ্টি !

অন্নদা । এসো এসো, তোমার জন্তই আমি দাঁড়িয়ে আছি । তুমি এ পথে আসবে, আমি জানি, কে যেন আমার ব'লে দেয়, আমি আপনায় লোকের কথা সব জানি । আমার মন তোমাদের কাছে প'ড়ে আছে, একবারও আমার কাছে থাকে না, তোমাদের সঙ্গে থাকে, যেখানে থাকে, সেখানে থাকে ।

গুরু । এ কি মাধুরীর মা,—এই কি সেই উন্মাদিনী ?
অন্নদা । ভাবচো উন্মাদিনী ! উন্মাদিনী নই,—এ সময় উন্মাদিনী নই । আমি মিন গুণটি, আমার স্মৃতির মিন এলো ব'লে । সে দিন আবার নব বাসর ! সে দিন কেউ পাগলিনী বলবে না, সে দিন কেউ ঘেঞ্জা করবে না, সে দিন আমি তারে নিয়ে ডকা বাজিয়ে চ'লে যাবো ।

পুর । কে মা তুমি ?

অন্নদা । দেখে চেরে—

বেশা আমি, হয় কি প্রত্যয় ?
কর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ,
অস্তর-দর্শন নেহার নয়ন,
কুটিলতা কি বেশার নেহার বদনে ?
আমি পতিপ্রাণা—
পতি-প্রেমে ভিখারিণী—
উন্মাদিনী পতি-প্রেমে আমি ;
পতি ধ্যান-জ্ঞান ;
আছি এ সংসারে—
পতির হইতে সহগামী ।
দেখ দেখে, বুঝে লক্ষণ,
পতি হেতু করিয়াছি আত্ম-বিসর্জন ;
রাখিবারে পতির সন্মান,
ভ্রমি দেশে দেশে ভিখারিণী-বেশে
রাজরাণী কেহ নাহি জানে ।
নাহি কর অধর্ম-সঞ্চর—
সতীরে অসতী জানে ।
সুখে থাক করি আশীর্বাদ ।

পুর । কে মা তুমি ?

অন্নদা । দেখেছ আমার তব বিবাহের দিনে ।

হয় কি স্মরণ—এসেছিল উন্মাদিনী ?
সেই আত্মত্যাগী কালগিনী ।
যেচ্ছার করেছি শিরে কলক ধারণ,
করি কুকুরের উচ্ছিষ্ট অশন,
শয্যা ধরাতল, আচ্ছাদন নীলাশ্রয় ।
তুমি মম দুহিতার পতি ।
সতী সে জননী সম তার ;
তোমাগত-প্রাণা,
হৃৎধের পাথারে—
ভাসে বামা তোমার বিরহে ।

এস, এস—

উন্মত্ততা আসিবে আবার
ভুলে যাব অভিপ্রায় ।

এস,—

মনে উঠে তার নিষ্ঠুরতা,

মনে উঠে সহিয়াছি যতেক বস্ত্রণা ;

অনল—অনলে দহে স্থিতি,

বিশ্বস্তি—বিশ্বস্তি !

গিরিশ-প্রবন্ধী।

বাই—বাই গদাভীয়ে,—
বধা অন্তাচলগামী পবিত্র ভগন,
দেখেছিল সম্মিলন,
বধা পতিত-পাবনী.
নাগর-গামিনী—স্বর্ণ আভরণে,
হলে হলে যেতেছিল পতি-নরশনে।
এস, এস,—
বাই—বাই রহিব না আর।

[অরদার প্রস্থান।

পুর। সাধুরীর জননী এ অভাগিনী
অসতী না হয় অহুমান,
নহে মিথ্যাবাদী;
তবে অকারণে সাধুরীরে করেছি বর্জন।
[প্রস্থান।

অষ্টম গর্তাক।

—:~:—

রংহল।

(উদয়নারায়ণ)

উদয়। স্রোতে তুণের ভ্রার ক্ষুদ্র সৈন্ত ভেসে গেল।
যুদ্ধে একমাত্র উপায় জীবন-বিসর্জন। ঐ
রঘুবীরের সৈন্ত পদাতিক সেনা লক্ষ্য ক'রে
আসছে; অসংখ্য অরাতি ক'কে ক'কে গুলী-
বর্ষণ কচ্ছে, দেখি যদি কোনরূপে নিবারণ
করতে পারি।

[প্রস্থান।

(নিরঞ্জনর প্রবেশ)

নির। অকারণ নরহত্যা কচ্ছি। চণ্ডালকে শত-
বার আক্রমণ করলেম, শতবার আমার হস্ত
হ'তে নিস্তার পেলে। এ রকমে আশ্রয় বীথ্য
—একাকী সহস্র হয়ে যুদ্ধ কচ্ছে; আশ্রয়
পরিচালন-পদ্ধতি, ক্ষুদ্র সেনা এখনো দলিত
হলো না; হা পিতা, পিতা! কতকণে তার
বক্ষের শোণিত দর্শন করবো? ছুরাচার কোথার,
এখনও অসির শোণিত-পিপাসা নিবারণ করতে
পারলেম না? তবে বৃথা পরিশ্রম, বৃথা নরহত্যা,
বৃথা ত্রাকণের হস্ত অস্ত্রধারণে কলুষিত করলেম।

কি, পিতৃধন পরিশোধ করতে পারবো না?
আমার জীবন বৃথা! কোথার গেল? কোথায়
তার সাক্ষাৎ পাচ্ছি নে। ঐ যে—ঐ যে,
হৃদয় উচ্চকণ্ঠে সৈন্ত উত্তেজিত কচ্ছে।

[অন্তবেগে প্রস্থান।

(গদা ও রংহলের প্রবেশ)

গদা। ও মুখপোড়া, এই নে, জল নে। তুই মর
মর, আমি নিশ্চিন্ত হই। আরো, এখানে
আসছে যে রে মুখপোড়া, এখনি মরবি যে।

রঙ্গ। তুনি সহমরণে যাবে, ভাবনা কি? আমার
সামনে দাঁড়িও না, স'রে পড়—স'রে পড়,
এখানে ক'কে ক'কে গুলী আসছে। বিবিজান,
স'রে পড়, স'রে পড়,—লোহাই বিবিজান,
তোমার পারে ধরি, স'রে পড়।

গদা। তুই আগে মর, তা দেখে তবে আমি বাব।
ও মুখপোড়া, এর পর আসিস্ এখন, তার পর
জল দিতে হয় দিস্।

রঙ্গ। (একটি গুলী ফুড়াইয়া লইয়া) আহা গুলীচাঁদ!
মাহুষের বৃকের রক্ত খেতে পেলে না, তাই
অভিমান ধূলায় লুটছো?

গদা। মুখপোড়া স'রে আর, নইলে তো'র সামনে
আমি জীহতা হব।

রঙ্গ। (একজনের মুখে জল দিতে দিতে) বিবি-
জান! সর, এখানে বড় গোলাবোণ, বড় গরম
গরম গুলী আসছে।

(রক্তাক্ত উদয়নারায়ণের প্রবেশ)

উদয়। জল—জল—একটু জল দাও, আবার
যুদ্ধে যাব। আমাদের হার হয়েছে—জল—জল
—একটু জল দাও,—আবার যুদ্ধে যাব (পতন)

রঙ্গ। (মুখে জল দিয়া) বিবিজান, এখানে কোথা
কুটীর টিটার আছে?

গদা। আছে—আছে, নে, তো'ল, আমিও ধরছি।

উদয়। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমি বাব, ছেড়ে
দাও।

রঙ্গ। চলুন—চলুন, যাবেন চলুন।

উদয়। জল—জল—

[উদয়ের উদয়নারায়ণকে লইয়া প্রস্থান।

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নির। কোথায় গেল, আমার অজ্ঞান্যে পরিজ্ঞান
শেলে, ধরাশায়ী হলো না? কথির দর্শন করেছে,
কিন্তু বধ করতে পারি নাই—বধ করতে পারি
নাই। কোথায় গেল, কোথায় গেল? নিশ্চয়
তোমার বধ করবো; প্রলয়ের দ্বারা তোমার
আবরণ করতে পারবে না; তোমার শতজীবন
হলেও নিস্তার নাই। কোথায় গেল? এদিক
দিয়ে নিশ্চিত যেতে দেখেছি। কোথায় গেল?
আমার কি ভ্রম হ'লো? পিতা—পিতা, অজ্ঞান
তোমার তর্পণ করবো।

[প্রস্থান।]

(পুরজনের প্রবেশ)

পুর। এই ত সময় অবসান। প্রজার সর্বনাশ;
নবাব-সৈন্য আবাদ-বৃদ্ধ-বনিতা বধ ক'ছে, আমি
কত দিক রক্ষা করবো?

(নিরঞ্জন প্রবেশ)

নির। পুরজন—পুরজন,—উদয়নারায়ণ কোন্ দিকে
গেছে দেখেছ? পাগিয়েছে—পাগিয়েছে, বাছ
জানে, নৈলে আমার হাত হ'তে নিস্তার পেতো
না। কোথায়—কোথায় বসতে পার?

পুর। নিরঞ্জন,
এখনো কি হয় নাই সম্পূর্ণ তোমার?
পরাজিত, নিপীড়িত, যুগ্ম অরতি,
তার প্রতি এখনো আক্রোশ?
তোমার সাজে না ভাই!

নির। হাঁ হাঁ, জান তবে কোথা সে হুজুঁন;—
বোধ হয় অদূরে কুটারে।

পুর। প্রতিশ্রুত নই আমি আমি দানিতে সংবাদ।

নির। না—না, নহ প্রতিশ্রুত,
খণ্ডর তোমার, রক্ষিবে তাহার।

ভুলিয়াছ মম আশ্রয়তাগ;
সর্বনাশ-হেতু তুমি মম!
করিতাম যদ্যপি উদ্ধার,—
অপমৃত্যু হতো না পিতার,
পুরী না বাইত ছারখার;
পুরজন, ভাল তব প্রতিদান।

পুর। সত্য কহি, নাহি জানি—

কোথা সেই উদয়নারায়ণ।

কেন তার হও অহগামী, কর কমা।

নির। কমা, কমা—

উঠিছে তরঙ্গ তব মুখে।

বুকে ধ'রে মাধুরীয়ে আছ মহানুবে!

ভিক্রকের সম মোরে করিলে বিদায়;

গরে বধ্যভূমে মাহাত্ম্য দেখালে।

জান, অতীব অতীব সদাশয়—

গল্পারে পাঠারে দিরে বন-আগারে,

প্রাণরক্ষা-উপায় করিরে,

বধ্যভূমে করেছিলে মাহাত্ম্য প্রচার।

মিথ্যাবাদী তুমি!

নাহি জান কোথা সেই উদয়নারায়ণ?

(দূরে কুটার দেখিয়া)

আমি জানি—আছে ঐ কুটার-মাঝারে।

বসি তারে—

ববনের করে মৃতদেহ করিব অর্পণ।

পুর। এ সকল তব না পূরিবে,

প্রত্যেকে আমার।

হেন অহিন্দু-আচার দেখিতে নারিব,

প্রবেশিতে নারিবে কুটার-দ্বার।

নির। ভীকু তুমি! আমার রোষিবে,

রোষিবারে চাহ পিতৃ-বৎসল তনয়ে?

প্রতিহিংসা বিরোধী হইবে?

ভীকু, মিথ্যাবাদী

শক্তি হেন নাহি তব ভূকে।

তুমি রাজদ্রোহী;

রাজ-শত্রু কর আবরণ?

পুর। রাজদ্রোহী তুমি।

রাজ-আজ্ঞা আছে বন প্রতি,

রক্ষিবারে আহত অরিরে।

নির। তবে কর রক্ষা শক্তি থাকে ভীকু!

পশিব কুটারে আমি

তুচ্ছ করি তোমা হেন জনে।

পুর। যথের গর্জন আর কার্য্যে পরিচয়

প্রভেদ উভয়ে বহ।

নির। রোধ তবে কুটারের দ্বার।

(পুরজনের অজ্ঞান্যে নিবারণের চেষ্টা)

তবে বাণ ধমপূরে। (পুরজনের পতন)

পুর। নিরঞ্জন—নিরঞ্জন!

কিরে এস শূড়ার সনয়।

(নিরঞ্জনর কুটীরান্তিমুখে যাত্রা;—সহসা)

মাধুরী, ললিতা, রঙ্গলাল ও গঙ্গার

বেগে বাহির হওন)

মাধু। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর, একবার কিরে চাও! আমি তোমার দাসী, অসতী নই। চাও—চাও—চাও—ফিরে চাও—একটি কথা কও! যদি অপরাধিনী হয়ে থাকি, আমার মার্জনা করো, অমৃতমতি দাও, আমি সহমরণে যাব; চিত্ত আমার ভাগ্য করো না।

পূর। কে, মাধুরী! তুমি সতী, সতীর কল্পা, আমি জেনেছি। আমার অপরাধ মার্জনা কর!

রঙ্গ। (স্বগত) বড় শেবাশেষি জানলে, আগে জানলে বড় মন্দ হতো না।

ললিতা। মাধুরী—মাধুরী! নিরঞ্জন তোমার স্বামী নর?

নির। এ কি? তুমি মাধুরী নর? তবে কি ভ্রমে ঘুরেছি, কি সর্বনাশ করেছে!

পূর। নিরঞ্জন, ভাই! মৃত্যুকালে প্রার্থনা কছি, তুমি উন্নয়নারায়ণকে মার্জনা কর।

নির। ভাই—ভাই, নিরঞ্জন তোমার বধ করলেন! তুমি আত্মদানে আমার কুকুরের মুখ হ'তে বাঁচিয়েছ, তার বধেই প্রতিদান দিলেন! আমি অতি হীন! আমি বন্ধুঘাতী!

পূর। তুমি হীন নও, তুমি পিতৃবৎসল, তুমি বন্ধুবৎসল, তুমি আমার ভক্ত সকল বিসর্জন দিয়েছ, বেছাদ নিভের সর্বনাশ করেছে। আমি মৃত্যুকালে মুক্তকণ্ঠে বলছি, আমি তোমার নিকট ঈশ্বরী,—তোমার বন্ধুত্বের প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই।

নির। পূরঞ্জন, নিরঞ্জন আমি তোমার বধ করলেন,—এ কি ক'রে ভুলবো? এ কি,—তোমার বধ করলেন!

রঙ্গ। তা করেছ—করেছ, এখন যদি কোন রকমে বাঁচে, তার চেষ্টা কর না, তাতে তো আর তত আপত্তি নাই। (মাধুরীর প্রতি) মা, মা, ভর নাই, তত সাংঘাতিক লাগে নাই। নিরঞ্জন, একটি কাজ কর, উন্নত পৈতৃদেব অত্যাচার নিবারণ কর। পূরঞ্জন আহত, তুমি এ কার্যের ভার লও।

নির। (ললিতার প্রতি) শোন শোন, তুমি আমার মার্জনা কর। আমার ভ্রান্তিই সকল সর্বনাশের মূল। পিতার হত্যার কারণ হয়েছি, তোমার সম্মানিনী করেছি, কাদাল হয়ে আপনি পথে পথে বেড়িয়েছি, অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি, অবশেষে বন্ধু হত্যা করলেম। এই প্রার্থনা, একবার দেখা দিও, সকল কথা শুনো। যদি অপরাধী বোধ কর, আর কখনও অভাগার দেখা পাবে না।

ললিতা। না—না, তুমি অপরাধী নও, আমি অভাগিনী, কেন মনের কথা গোপন করেছিলেম?

রঙ্গ। দিন গিয়েছে, আক্ষেপ কি হবে না। যাও ভাই, উন্নত পৈতৃদেব নিবারণ ক'রে এদের রক্ষার উপায় কর। তারা এ দিকে এলে কি জানি, কি হয়।

নির। সত্য রঙ্গলাল, আমি চলেম। পূরঞ্জন ভাই—রঙ্গ। যাও ভাই, পৈতৃদেব অত্যাচার নিবারণ ক'রে ভ্রান্তির কতক প্রারম্ভিত কর; অমৃততাপের দিন চের পারে, ইচ্ছা হয়, আজীবন অমৃততাপ করো।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান।

গঙ্গা। (ললিতার প্রতি) কেমন দেখি! যে যারে ভালবাসে, সে কি তারে পায়?

ললিতা। কি হয় কে জানে!

রঙ্গ। (পূরঞ্জনের প্রতি) অত বড় ভোয়ানটা, একটা পাঞ্জরা ভেঙ্গে গেছে,—তাতে অমন ক'চ্ছ কেন? এই লও, এই ঔষধটা খাও।

পূর। রঙ্গলাল, তুমিই স্বামী। (ঔষধ সেবন)

রঙ্গ। তা হ'তে পারি, সে প্রশ্ন এখন নয়। এখন তোমার বাঁচবার কথা, বেঁচে উঠ। (গঙ্গার প্রতি) এই যে বিবি সাহেব রয়েছে?

গঙ্গা। হ্যাঁয়ে মুখপোড়া, তোমার মুখে মূড়া দিতে রয়েছে। দেখ দেখি গা, আমি বেত্কা, আমার অত কেন গা?

রঙ্গ। কি ক'বে ভাই, পিরীত সইতে হয়, একটু ক্ষমা-শ্রদ্ধা ক'রে নিতে হয়। এস তো টাঁক, ধরাধরি ক'রে একে একবার কুটীরে নিয়ে যাই।

[পূরঞ্জনকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

নবম গভাক ।

—*—

(মুরশিদকুলিখাঁ, ওমরাওগণ ইত্যাদি)

মুরশিদকুলিখাঁর শিবির ।

তবাক :— গীত ।

তব নীতি শাসন স্থল জল কানন মানে

গগন-ধারা সম, তব কৃপা-বরিষণ,

দীন অদীন তব দানে ॥

বশরস গান, পূর্ণ বিমান,

বিজয়-ধ্বজ হেরি অরি ভ্রিয়মাণ,

বরষে জলধর—শ্রামল প্রান্তর,

ফুল নারী-নর শান্তি-বিধানে ॥

(অন্নদা ও তরফাওয়ালীগণের প্রবেশ)

রফাওয়ালীগণ :— (গীত)

রসনা কুটিল কলী মানা মানে না ।

জলে নি যার বাসনা, কত জালা সে জানে না ॥

ভাবে হার কথার কথা, বোঝে না কত ব্যথা,

সরল প্রাণে গরল ঢালে হয় না মমতা ;

বুক ফেটে কালিমা ছোটে—

প্রিয়জনের বুক ফোটে,

বিষ-দাঁতে কলঙ্ক-রেখা লুকিয়ে টানে না ॥

[তরফাওয়ালীগণের প্রস্থান ।

।। উহার কোথায় চলিয়া গেল ?

ন্নদা । জাঁহাপনা, ওদের আমি সঙ্গে এনেছিলেম,

ওদের পুরস্কার দিয়ে বিদার করছি ।

। তোম ক্যা মালো,—কি চাও ? হাম বড়া খোস্ হুয়া ।

ন্নদা । জনাব, আমি আমার বানী চাই, আমার

কস্তার কলঙ্ক মোচন করতে চাই, আমি পতির

সহগামিনী হ'তে চাই ।

। তোমার খসম কোন্ ব্যক্তি ?

ন্নদা । আপনি অদীকার করুন, তারে আপনি দেবেন ?

। তোমার খসম তোমার দেব,—এ কেমন অদীকার ?

ন্নদা । আমার বানী আমার গ্রহণ করবেন, আপনি দেখবেন, আপনি সাক্ষী হবেন, খার কিছু নয় ।

। এ ক্যা দেওয়ানা হুয়া ?

ন্নদা । না নবাব সাহেব, আমি পাগলিনী ছিলাম, এখন আর পাগলিনী নই ; আমি ভিখারিণী

ছিলাম, এখন আর ভিখারিণী নই । আমি সতী, রাজরাণী, আমি জগতে এ কথা প্রচার করবো, নবাব-দরবারে এই আমার প্রার্থনা ।

মুর । তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি রাজরাণী—এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ ?

অন্নদা । নবাব সাহেব, আমার সঙ্গে একবার আসুন, এই আমার প্রার্থনা ।

মুর । কাঁহা ?

অন্নদা । আমার বানী যেখানে বসে ।

মুর । এ ক্যা বাৎ ?

অন্নদা । যদি কৃপা হয়, এই তিন দিন ।

মুর । আচ্ছা চল,—কাঁহা লে যানে মালো ?

অন্নদা । আপনি একা নয়, দরবার শুদ্ধ আসুন ।

মুর । আচ্ছা, হাম বাতে, আউর কুছ মালো ?

অন্নদা । উদয়নারায়ণের ছুটি কস্তা আছে, তারা বেন বানী নিরে স্বখে, থাকে, তাদের প্রতি কোন অন্ত্যচার না হয় ।

মুর । আচ্ছা বিবি, কবুল ।

অন্নদা । তবে আসুন, দরবার শুদ্ধ হংস-সরোবরে আসুন ।

মুর । তোম কাহা যতি ?

অন্নদা । আমি সে তামাসা আরও লোকদের দেখাব । [প্রস্থান ।

মুর । আও তামাসা দেখে, হিন্দুলোককা বিচমে এসো তামাসা বহুৎ হোতা ।

[সকলের প্রস্থান ।

দশম গভাক ।

—*—

হংস-সরোবর ।

(উদয়নারায়ণ)

উদয় । আমি কাপুরুষ,—যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে চ'লে এসেছি

—পলিাম আত্মহত্যা ভিন্ন কি হ'তে পারে ?

যে অস্ত্রধারী যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে চ'লে আসে,

আত্মহত্যা হই তার প্রারম্ভিক । নবাব-সমীপে

আত্মসমর্পণে জীবনরক্ষা হয় ; মুসলমান-স্ব

অদীকার করলে রাজ্য-বান পুনঃ প্রাপ্ত হই,

কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়ে সনাতনধর্ম বিসর্জন দেব ?

এ অপেক্ষা আত্মহত্যা লঘু পাণ । হলাহল ! এ

সময়ে তুমিই বদ্ধ । তোমার সাহায্যে সকল মন্ত্রণা

হ'তে নিষ্ফলি পায়ে ; বিশ্বস্তির আবরণে : স্বা,

উপহাস আর আমার স্পর্শ করবে না। তীব্র
কলাহল, বয়ে তোমার নুকিয়ে রেখেছিলেম,
এসো, তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধারণ করি।
(বিরপান) এ সময় অন্নদাকে মনে পড়ছে,
মাধুরীকে মনে পড়ছে, ললিতাকে মনে পড়ছে;
তারা কোথায় রেল? হেথা থাকলে ভাল হতো—
একবার দেখতেম! পরলে দেহ অবসর,
ক্রমে জগৎ অন্তরিত হচ্ছে, এই আসন্ন সময়।

(একদিকে অন্নদা, পুরন্দর, নিরঞ্জন মাধুরী,
ললিতা, রত্নলাল ও গঙ্গার এবং অন্যদিকে
সবলে মুরশিদকুলিখাঁর প্রবেশ)

অন্নদা। বিষে ঘেরেছ? তোমার ঘেরে এসেছে;
মদ্যভার সময় ব'লে যাও যে, তোমার ঘেরে
তোমার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে।

উন্নয়। তুমি আমার ছেড়ে কোথায় ছিলে?

অন্নদা। সে সন্দেহ আমি তোমার সঙ্গে চিত্তের
গুড়ে সকলের মন থেকে দূর করবো। এই
দেখ, চেয়ে দেখ, আমি সেই বাসরের সাজে
এসেছি। জ্বাক্‌ড়া প'রে বেড়াতেম,—মড়ার
নাক্রা পরে বেড়াতেম; কিন্তু এ বেশ আমি
তুলে রেখেছিলেম, বাসরে পরেছিলেম, আজ
আবার পরেছি, এবার আর বিচ্ছেদ হবে না।
চেয়ে দেখ, আমি চিত্তা প্রস্তুত ক'রে রেখেছি।

উন্নয়। অন্নদা, অন্নদা—প্রিয়ে! কাছে এসো—
একবার তোমার দেখি।

অন্নদা। (পুরঞ্জন ও মাধুরীকে দেখাইয়া) এই দেখ,
তোমার মেয়েকে দেখ, তোমার জামাইকে
দেখ, তুমি বড় অসুখী। এতদিন আমি মনে
করতেম, আমি বড় ভ্রুংখিনী, কিন্তু তোমার মত
ভ্রুংখ আমি পাই নাই। আমি পাগল হয়ে প্রাণ
ঠাণ্ডা করেছি, কিন্তু তুমি জলেছ—দিন দিন
মেয়ের মুখ দেখেছ—তোমার আঙুল দিগুন
হয়ে জলেছে। আমি ভুলে থাকতেম—পাং-
লাম ক'রে ভুলে থাকতেম,—কিন্তু তুমি ভোলো
নাই, তুমি বড় সয়েছ, বড় সয়েছ। আমিও
পেরেছি, পাগল হয়েও ভোলা যায় না, আজ
চিত্তার তরে হুঁজনে সব ভুলে বাব। (মুরশিদ
কুলিখাঁর প্রতি) নবাব সাহেব, তুমি সাক্ষী,
আমি সত্যী, আমার কথার না অপবাদ থাকে।

উন্নয়। নবাব, এসেছেন? আমার অপরাধ
বনিকা পতন।

মার্জনা করুন; আমি কৃত্তর,—তার দণ্ড আমি
আপনি গ্রহণ করেছি।

মুর। (রত্নলালের প্রতি) হকিম! হকিম! এম্কা
দাওরায় হার?

রত্ন। না জনাব, কালের ঔষধ নাই!

অন্নদা। নবাব সাহেব, আমার পুরস্কার দাও—
সাক্ষী হও, আমি সত্যী,—আমার কথার কলঙ্ক-
মোচন হোক!

মুর। তু মেরা মারী হার।

অন্নদা। দেখ দেখ, চেয়ে দেখ—তোমার কত
জামাইকে আলীকাদ কর।

উন্নয়। আলীকাদ করি, সুখী হও।

অন্নদা। (ললিতা ও নিরঞ্জনকে দেখাইয়া) এও
তোমার কত্যা, এও তোমার জামাতা, এদেরও
আলীকাদ কর।

উন্নয়। মা ললিত, পতি লয়ে সুখে থেকে। বাবা
নিরঞ্জন, আমার মার্জনা কর, আমি অনেক
অপরাধে অপরাধী। অন্নদা, চ'লেম। (মৃত্যু)
অন্নদা। নবাব সাহেব, সেলাম। আমার ঘেরে
ছ'টিকে দেখো। মা ললিতা, মাধুরী! আমি
চলেম! তোরা একবার মা ব'লে ডাক,—আমার
'মা' ব'লে ডাক শুনতে সাধ আছে! তোরা মা
ব'লে ডাক,—আমি শুনতে শুনতে রাক্ষার সঙ্গে
যাই!

ললিতা ও মাধুরী। মা! মা!

অন্নদা। জগৎ জেনো, আমি অসত্য নই। দাঁড়াও—
দাঁড়াও—আমি যাচ্ছি।

(উন্নয়নারায়ণকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন)

রত্ন। বিবিজান, সংসারে এও প্রেমের বেলা। এ
বেলায় তোমার আমার কাজ নাই। ভ্রাত্তি—
ভ্রাত্তি—ভ্রাত্তি—আগাগোড়া ভ্রাত্তি—তবে কাজ
করতে এসেছি, কাজ ক'রে বেড়াই এসো
পরের দার মাথাং নিলে, আপনায় দারে নিশ্চিব
হবো, ঋতটা বোর থাকবে না।

গঙ্গা। ঠিক বলেছিল বামুন!

মুর। ই: ক্যা—হকিম দেখো, আগুয়াং মর গিয়া!

রত্ন। হ্যাঁ জাঁহাপনা, ও ঠিক মরেছে।

মুর। তাজ্জব হার। তোমলোক আপনা দেওতাক
বাম লেও!

সকলে। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

দক্ষ-যজ্ঞ



নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।



পুরুষ ।

দক্ষ, অশ্বী, মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ, দধীচি,
নন্দী, ভৃঙ্গী, প্রহরী, দূতগণ, প্রমথগণ,
ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

প্রমতি, ভৃঙ্গপত্নী, সতী, তপস্বিনী ও চেড়ী ।



দক্ষ-যজ্ঞ

—*•*•—

প্রথম অঙ্ক ।

—:•:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

—:•:—

কানন ।

(তপস্বিনী তপে মগ্ন—মহামায়ার আবির্ভাব)

মহা । বর নে রে ; পূর্ণ মনস্কাম তোর ।

তপ । মা মা, আমার !

* কোথা ভুলে ছিলে নোরে ?

মহা । বর নে রে, সদয়া তোরে আমি ।

তপ । মা গো, চিরদিন রব তোর সনে,

অস্ত্র সাধ নাহি মা আমার,

আর কভু নাহি রহ নোরে ছাড়ি ।

মহা । আজি হ'তে তুমি মম প্রধানা সঙ্গিনী ।

শুন তপস্বিনি,

দেহ হ'তে বে হেতু সৃজিহু তোরে ;—

আছি মুগ্ধ নিজ মারা-পাশে,

মারা-পাশে বাঁধিতে মহেশে

এ বেশে এ লীলা মম ।

শিব নাহি বিমুগ্ধ হইলে

জীব নাহি রবে ধরামাঝে,

আনন্দ-উৎসব—

বহু রূপে করিব আনন্দ-লীলা ।

শিব-শক্তি-সঙ্গিনী হইবি তুই ।

তপ । মা মা, অপার ককণা তব ।

মহা । এবে কার্য্য বাকী তোর ।

তপ । মা, মা, আর নাহি দেহ কার্য্যভার ।

মহা । বৎসে ! শিব-পূজা শিখাইবি মোকে ;

হেন কার্য্য-ভার আমার বাহিত নদা ।

তপ । মা মা, তোরে পূজা কি নিধাব ?

মহা । মুগ্ধ নিজ মায়ার প্রভাবে,

দক্ষালয়ে আছি মহাদেবে ভুলি,

তুমি মোরে করিবে চেষ্টন ।

তপ । মাতা, কোথা দক্ষগৃহ ?

মহা । দেখ, নাহি একাধ্ব আর ;

জুড়িত লহর-মালা,

শ্রামকান্তি ধরা শোভে তার ;

মায়ার প্রভাবে,

ভূদ গুঞ্জে কুসুম-সৌরভে ;

রাজ্য এবে যথা ছিল একাকার ।

দিব্য অঁধি করিহু প্রদান,

উচ্চ তত্ত্ব হও অবগত,

চতুর্মুখ অগোচর যাহা ।

পদ্মা নাম পাইবি কৈলাসে

পাইবি সুন্দর কান্তি রবি-শশী জিনি ।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—:•:—

উত্তান ।

(দক্ষের প্রবেশ)

দক্ষ । কি মধুর স্নিগ্ধ বায়ু পরশিছে ভালো !

মম করে আদরে অর্পিল তাত

প্রজা-স্থাপনের ভার,

দক্ষ নাম দক্ষ জানি দিল ।

কি কৌশলে করি তবে প্রজার স্থাপন ?

বায়ু বার কত প্রজাপতি

কত কত করিল নির্ধর,

কিন্তু কোন হতে,
না হইল প্রেমার স্থাপন ।
সমাজ-বন্ধনে কেমনে মানব রবে ?

(চেড়ীর প্রবেশ)

চেড়ী । প্রভু, রাজী যাচে রাজ-দরশন ।

দক্ষ । (স্বগত) একতা-বন্ধন ;

কিন্তু কোন সাধারণ প্রয়োজনে
একতা-বন্ধনে রবে জীব ধরাতলে ?
একতার মূল প্রয়োজন ।

চেড়ী । প্রভু, চহে রাজী চরণ দর্শন ।

দক্ষ । (স্বগত) তর্ক অতি চমৎকার,

কিন্তু ঘোষ মূলে !--

প্রয়োজন বিনা,

একতা-বন্ধনে কভু না মানব রবে ।

কত দিনে ওঠে কথা, মায়ার বন্ধন—

অহুমান, অহুমান,

বৃদ্ধি মাত্র নাহি তাহে,—

মায়া—মায়া !

কিবা মায়া কহ কে বা জানে ?

মায়া বলি বর্ণনা যাহার,

মায়া নাম দিলে তারে

এ সংসারে মায়া নর কি বা ?

তুমি মায়া, আমি মায়া,

মায়া বোম তরুলতাগণে !

তবে মায়া-বন্ধনে

কি হেতু না নহে নর ?

চেড়ী । দেব !

দক্ষ । (স্বগত) অব্যক্তিক কথা—

[চেড়ীর প্রস্থান ।

মায়ার বন্ধন,

শিশুকালে ঘুমাইতে উপকথা !

কিবা সাধারণ নরে ?

হিত চিন্তা সাধারণ সবাঁকার

নিজ হিত হেতু ।

ডরে নরে রহিতে সংসারে,

যে সংসারে মৃত্যু ভয় ।

অনাচার মৃত্যুর কারণ—

(প্রস্থতির প্রবেশ)

প্রস্থতি । নাথ, এস ভরা, একা আছে সতী ।

নাথ,

না জানি গো কেন মম কপাল ভাঙ্গিল !

দক্ষ । রাজি,

সতীর বিবাহ ভুলি নাই, প্রাণেশ্বর !

(সতীর প্রবেশ)

সতী । মা, আর ত শোব না ;

একা রেখে এলে তুমি !

পিতা—পিতা—

দক্ষ । সতি, আমি ছেলে তোর,—

আর কটি আছে ছেলে ?

প্রস্থতি । নাথ, ধরি পায়,

এ কথা সতীরে পুনঃ না জিজ্ঞাস, প্রভু,

আর, মা আমার !

দক্ষ । কি হয়েছে রাণি ?

প্রস্থতি । নাথ, আজি গোখুলির বেলা

সতী মোর খেলিতে খেলিতে,

মা বলে আইল ধেরে ;

বদন মুছিমু, চাঁদমুখ চুমিমু বতনে,

কোলে লয়ে বসিমু তরুর তলে—

দক্ষ । কি হয়েছে মা আমার ?

সতী । শুয়েছি মার কাছে,

একা রেখে এলেন জননী,

তাই আইমু উপবনে ।

প্রস্থতি । নাথ,

না শুনিলে কেমনে বুঝিবে ?

কোলে লয়ে সুধাইমু সতীরে আমার,

“কত পুত্র আছে তোর ?”

উঠি দ্রুত বিবমূলে বসিল সহসা ;

শত রবি-ছবি ফুটিল উজানে অকস্মাৎ ;

নাহি সতী আর,

উজ্জল কিরণময়ী প্রতিমা স্নানর !

কত শত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব লোটে পায় ;

করবোড়ে তিনলোকে

“মা” বলে ডাকিছে ;

হাস্তময়ী করুণা-প্রতিমা,

কৃপাকণা সব্বারে দানিছে ;

আনন্দে নাচিছে সবে !

“সতী, সতী” বলি উঠেঃবরে,

অচেতন হইছে প্রভু।

“সতী” বলে জাগি পুনঃ ;

পাশে তরে মা আমার।

কেন হেন সতীরে হেরিছ প্রভু ?

দক্ষ। মহিবি! কি অসুস্থ শরীর তব ?

প্রহৃতি। নাথ, ব্যাকুল উদ্ভাসে আঁশ মোর।

মা হ’রে কি দেখিছ নরনে ?

জীবিত বে জন,

দেখারূপে দেখিলে তাহারে,

অকল্যাণ হয় তার।

দক্ষ। তব মন-ভৃগু হেতু,

বাগ, বজ্র,

যেবা কার্য্য ইচ্ছা তব কর রাগি ;

রাজমন্ত্রী করিবেক আরোজন ;

কিন্তু জেনো মাত্র স্বপন কেবল।

(স্বগত) আচ্ছা কি সুন্দর বায় !

নিদ্রা মম আসে চ’বে।

কোথো ছিছ ?—

হাঁ, অনাচার-নিবারণ।

প্রহৃতি। স্বপ্ন নহে,

করি নাথ নিবেদন।

দক্ষ। জেনো হির স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর।

স্বপনের কথা কি কব তোমারে রাগি ?

আচ্ছা নিশা-অবসানে হেরি—

স্বর্ণময়ী কিয়ারী আমার,

অর্পি ভোলানাথ-করে।

সতী। ভোলানাথ ? কে সে পিতা ?

দক্ষ। ভুল সৃষ্টি আপাদমস্তক,

আপাদমস্তক ভোলা!

সতী। সকলই কি বার ভুলে ?

বদি কেহ কহে কটু,

তাও বার ভুলে ?

দক্ষ। (স্বগত) অনাচার-নিবারণ—

সতী। পিতা, পিতা, সকলই কি বার ভুলে ?

দক্ষ। হাঁ।

(স্বগত) কিসে হয় অনাচার-নিবারণ ?

সতী। আমি বড় ভালবাসি তাকে।

ভুলে বার, কে খাওয়ার অন্ন-পানি ?

দক্ষ। রাগি, তব আজ্ঞা পাইলে সচিব,

বাগ-বজ্র আরোজন,

কিংবা,

সতীর কল্যাণ অস্ত্র বে বা আরোজন,

সাধ্যমত ক’রে দিবে সমাধান।

কিন্তু জেনো হির,

স্বপ্ন মাত্র অস্ত্র কিছু নয়।

সতী। পিতা, কেবা দেব অন্ন-পানি ?

দক্ষ। ভূতে।

সতী, আসি কার্য্য-গৃহ হ’তে ;

উপকথা ক’বি,

ঘুম পাড়াইবি ভূই।

বাও গৃহে।

(স্বগত) মন্ত্রিগণে কি বৃত্তি দানিবে ?

বিরলে করিব হির।

[প্রস্থান]

সতী। ও মা, ভূত কি, মা ?

ভূতে কেন দেব অন্নপানি ?

প্রহৃতি। বল দেখি, মা আমার,

কত অন্ন করিলি রন্ধন ?

সতী। কি কব কত অন্ন করিছ রন্ধন,

কত জনে দিছ মাতা !

কিন্তু ভোলানাথে না দেখিছ।

প্রহৃতি। আর কোলে ঘুমা মা আমার।

সতী। বল না, মা,

কোথা ভোলানাথ ?

(তপস্বিনীকে লইয়া চেড়ীর প্রবেশ)

চেড়ী। রাজরাগি, এই সেই তপস্বিনী,

ভৃগুপত্নী বলেছেন বীর কথা।

সতী। হাঁ মা, ভোলা কে, মা ?

ভৃগু। (স্বগত) মা আমার ব্যাকুল ভোলার তরে

শিবপূজা কি শিখাব তোরে ?

প্রহৃতি। (স্বগত) এ কি অপূর্ব মৌসিনী।

নগিনী-নিন্মিত কারা,

নবীন বয়সে কেন উদাসিনী বালা ?

(প্রাক্ষে) গোদুলিতে দেখিরাছি অলক্ষণ।

তনুলাম ভৃগুপত্নী-মুখে,

তব অঙ্গের সৌরভে

বহাবোগী পাইল পরিজ্ঞান ;—

তনুয়ারে অর্পি তব পার।

দেবী-মূর্তি দেখিয়াছি হুহিতার ।

সতি, কে মা পদধূলি ।

(সতী কর্তৃক তপস্বিনীর পদধূলি গ্রহণ)

১। (অগত) শিব, শিব, শিব ।

(প্রকাশ্যে) শঙ্কা তাজ রাজরাণি ;

কল্যাণী তনয়া তব ;

অকল্যাণ কতু না সম্ভবে ।

প্রস্তুতি । ভগবতি !

তব মধুময় বাণী অমৃত দানিল প্রাণে ।

ক্ষম মা আমারে—

কেন, মা গো,

বিভূতি মাখিলি কিশোরী কার ?

তপ । মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা মম, রাজরাণি

প্রসবি জননী

পলাইল অর্ধবে ভাসায়ে মোরে ;

অভাগিনী, তবু নাহি গেল প্রাণ ।

মা'র তরে আমি উদাসিনী,

কোথায় জননী ?

মা বলে নিরত কাঁদি ।

মাতৃমন্ত্র সাধি.

দেব দেবী নাহি করি উপাসনা ।

মুখে মা'র নাম মম অবিরাম,

যে শুনে বাসনা পূরে তার ;

কিন্তু মম জননী কঠিনা,

না পুরায় মনস্কাম মম ।

প্রস্তুতি । (অগত) এ কি উদ্ভাদিনী ?

(প্রকাশ্যে) ভগবতি,

অপূর্ব কাহিনী তব ।

তপ । ভৃগুর রমণী

প্রেরিলেন মোরে তব পুরে ;

কার্য কিবা আদেশ মহিষি !

প্রস্তুতি । হেন কার্য কর, ভগবতি,

হয় বাহে সতীর কল্যাণ ।

বহি তব হয় অভিমত,

পবিত্র কল্পন পুরী

কর দিন রহি এই স্থানে ।

তপ । রব তব আদেশে, মহিষি !

প্রস্তুতি । সতি, আর মা আমার ;

ভবগতি কৃপা করি আহুন সংহতি ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্তীক ।

—#—

দক্ষ ।

(দক্ষ আসীন)

দক্ষ । এত দিতে পারিহু বুঝিতে,

কেন প্রজা না হ'ল স্থাপন—

শিব-পূজা সৃষ্টিনাশ হেতু

বিরিক্তির ঘটনাছে বুদ্ধিভ্রম !

আজি দেখি দক্ষপুরে

স্বপনের অধিকার ।

প্রাতে স্বপ্ন, অর্পি হুহিতার হয়ে,

গোধূলিতে কত্না দেবী হেরে রাশি ;

রজনীতে বিধাতার আকিঞ্চন ;

অর্পি কত্না ভান্ডের করে ।

অনাচার-নিবারণ শিবের দমন,

অগ্রে প্রয়োজন,

মৃত্যু-নিবারণ,

সংসারে উচিত আগে ।

নহে, কণস্থায়ী পুরে

কি স্রুশে রহিবে জীব ?

লয়-কর্ত্তা শিব ;

লয়-নিবারণ না হবে কখন,

অনাচারী শিব-নিবারণ বিনা ।

(প্রস্তুতির প্রবেশ)

প্রস্তুতি । নাথ !

এখন কি হয় নাই নিদ্রার সময় ?

দক্ষ । ভাবি, প্রাণেশ্বর, কি উপায় করি ;

সতীর না মিলে বর ।

হেম-হার-নন্দিনী আমার,

কার গলে করিব অর্পণ,

নিশি-দিন তাই ভাবি মনে ।

পুন ডরি,

বিলায়ে কুমারী,

কেমনে রহিব, বল ।

সতী মম নয়নের নিধি,

যে অবধি সতী মোর ঘরে,

প্রজাপতি-বরে দক্ষ প্রজাপতি আমি ।

সর্বস্বলক্ষণা সতী
বিক্রয়ে না করিব অর্পণ,
পাবে সতিনীর আশা।

প্রহৃতি। প্রভু, না হও উতলা,
যবে জন্মিল তনয়া,
বর তার অবশ্য অন্বেছে।

দক্ষ। কোথা বর?

তিন পুরে
কিবা মম অগোচর?
সতী-বোণ্য উপযুক্ত পাত্র কেবা,
যারে কত্তা করি দান
কুল মান হইবে উজ্জল,
নন্দিনী রহিবে সুখে?
অকলঙ্ক শশিকলা মম
কত্তা বাড়ে দিন দিন;
ভাবি মনে পাছে হয় জাতি-নাশ।

প্রহৃতি। সতীর যে বর, সামান্য সে নয় কত!

দক্ষ। কর্তব্য আমার উপযুক্ত পাত্রে দান।

প্রহৃতি। প্রভু, কোন্ কন্যা করেছ অপাত্রে দান,
সতীরে অপাত্রে দিবে?
সতী তব সর্বস্ব রতন,
আম্বরে তোমার না পারি বারিতে তারে।

দক্ষ। শুন প্রিয়ে, রহস্ত নুতন,
ব্রহ্মা ক'ন ভাস্কড়ে অর্পিতে;—
বোণ্যবোণ্য দেখেছেন সার,
সতী যাবে ভাস্কড়ের গৃহে,
তোম্বারে আমারে নাহি ক'রে।

প্রহৃতি। ভাস্কড় কে, প্রভু?

দক্ষ। পিশাচপতি, পিতামহ মম,
শত্ৰুকান্তি বন্দ-বাহন।

প্রহৃতি। মহাদেব?

দক্ষ। মহাদেব!

চতুর্ভুজ শিখায়েছে নাম তব।

প্রহৃতি। প্রভু, রহি অন্তঃপুরে,
কে কেমন পাত্র নাহি জানি,—
একাকৈ কহে, মহাদেব।

দক্ষ। অনাচারী শোক কহে।

পড়িলাম বিবম ব্যাপারে,
সভাস্থলে মহা অহরোধ বিরক্তির,
না দিলেই নয় শিবে সতীরে আমার।

জনয়ার অধিকার তব;
মতামত সুধাই তোমার,
পিশাচে কি দিব দুহিতারে?

প্রহৃতি। প্রভু, কি হেতু উতলা?
বাড়িল রজনী, ভ্রম দূর কর আজি।

দক্ষ। ক'ন বিধি, ঘটনার শ্রোতে
কন্যা মম মিলিবে শিবের সনে।

না জানি কি
জোটা-জোট আছে তাঁর মনে!

প্রহৃতি। নাথ, ত্রিকালজ্ঞ তাত;
কি জানি কি ঘটে নাথ,
দৈবের প্রবাহে!

দক্ষ। দৈবের প্রবাহ!

তবে কেন মোরে অহরোধ?

শুন দেবি,

কোথার ঘটনা-শ্রোত

ঘটনা না করিলে স্বজন?

আজি যদি অন্যপাত্রে করি আমি দান,

কোন্ দৈব-বলে তাহা হইবে লজ্বন?

দৈব, শুনি, বিধির লিখন;

ছিল উচিত ধাতার

লিখিতে কন্যার ভালে বর অন্যমত।

এবে লিপি-পূর্ণ বাসনা তাঁহার,

এই হেতু এত অভিযোগ।

প্রহৃতি। ভাল মন্দ বিচার উচিত; প্রভু;
উতলার কার্য ইহা নহে।

দক্ষ। শুন, যে বা করেছি মনন,—

স্বয়ংবরা করিব সতীরে;

যারে অভিরুচি,

তারে মালা করিবে অর্পণ।

প্রহৃতি। যদি বরে মহাদেবে?

অপূর্ব দৈবের শীলা!

দক্ষ। কি? আমার অঙ্গলা,

কুৎসিত প্রকৃতি কত তার না লজ্জবে;

আছে তার পুরীষ-কুসুম-জান।

প্রহৃতি। প্রভু,

উদ্বিগ্ন নয় এ মন্ত্রণা।

দক্ষ। রাণি, তব মতে নিতান্ত অযোগ্য আমি।

ধরা-মাঝে লক্ষ্য স্থাপনা ভার

মোরে দিরেছেন ধাতা।

ভাব কি, মহিবি,
কন্যার সম্বন্ধে হবে মতিভ্রম মোর ?
ভাব যদি বিধাতার বাণ্য হেতু,
আনি পাছ নাহি করি স্থির,
রুচিমত কন্যা বাহি লবে বর ;
লিপি পূর্ণ হউক আপনি,
নাহি করি প্রতিরোধ ;
কিন্তু প্রস্তরে বাঁধিয়ে কর পদ,
ফেলিব অতল জলে,
পিতা হ'য়ে না পারিব।
স্বয়ংবরে কি তব অমত ?

প্রস্থতি। তব পদ বিনা সংসারে কি জানি প্রভু ?
বাস অন্তঃপুরে কার্য্য মম তব সেবা।
প্রভুর যে মত,
অন্যমত কেমনে করিবে দাসী ?
নারী জাতি,—সদা শঙ্কা হয় মনে ;
কর নাথ, যে বা ভাল হয়।
স্বয়ংবরে ধাতার কি মত ?

দক্ষ। সুধি, রাণি, তব মতামত ;
ভীর মত পশ্চাৎ সুধিব।
কন্যা যদি হয় হৃৎখভাগী,
ভাল মন তাঁরে না লাগিবে,
কাদিবে তোমার প্রাণ।

প্রস্থতি। সকলের অধিকারী, নাথ, তুমি মম,
মম মত অপেক্ষা কি আর ?

দক্ষ। ভাল, তব অভিমত
আজই করি আরোজন।

[দক্ষের প্রস্থান।]

প্রস্থতি। মা গো নিস্তারিণি,
না জানি কি আছে তোর মনে !
মম সতীর বিবাহে
পিতা পুত্র কেমন হয় কথান্তর ?
কেমন রাজা সহসা উতলা ?
দেবদেব মহাদেব কহে লোকে ;
বিরঞ্চির অভিমত বর।

[প্রস্থতির প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উত্তান।

তপস্বিনী আসীন।

তপ। ওরে নবীন নয়ন,
মা'র বরে হও প্রস্ফুটিত ;
হের, বিশ্বস্তি-কালের দ্বার
উদঘাটিত সম্মুখে তোমার।
এ কি, একাকার একার্ণব !
মহান্ উদ্ভব কে পূর্ব তিন জন ?
হের, হের,
তব ভাতি সম সঙ্গ তপন, হের
কোটে শশী ;
নবীন জীবনে
ঝিকি ঝিকি বকে তারাপণ !
দেখ, দেখ, নবীন পবন
ঘন্দ করে নীর সনে !
হের, তরঙ্গ বিশাল ;
দেখ, দেখ, স্তম্ভিত লহর-মালা।
নাহি আর বিলোল লহরী,
সোপানিত ধবল কৈলাস ;
জ্বালাশে বিকাশে নবীন ছবি ;
কে রে বামা হর-উরুপরে ?
ডরে না পবন চলে !
আহা, এলোকেশী—
মোলে রাঙা পা ছ'খানি !
আহা, রক্ত-মুণাল-করে
বামারে কে আররে রে ধ'রে
কার কার ? মুখপানে চার ;
না কিরে নয়ন আর !—
ছি ! ছি ! লজ্জাহীন কেমন সন্ন্যাসী ?
উলঙ্গ, কি রঙ্গ—হের !
এ কি, বোর আবরণ !
রে নয়ন, আর না দেখিতে পাই।

(সতীর প্রবেশ)

সতী। একাকিনী হেথা তুমি তপস্বিনী ?
তুমি গো যোগিনী,
যড় মম অন্তর ব্যাহুল ;

ভোলা কে গো তাই ভাবি মনে ;
অথলে জননী উত্তর না দেন মোরে ।
ভগবতি, জান যদি কহ মোরে
ভোলানাথ কে বা ?

তপ। ভোলা প্রেতপতি ;
পিণ্ডাচ-সংহতি নিরত আশানে ভ্রমে ;
ব্যাগু চরাচর—
ভোলা দিগম্বর,
বিভূতি-ভূষিত কার ।
কণী আভরণ, ধরণী শয়ন,
কলস-বাহন ভোলা ;
ভাব তরে কি হেতু উতলা, সতি ?

সতী। স্তন তপস্বিনি,
দেখাইতে পার কি ভোলারে ?
ভোলা কেন গো সন্ন্যাসী ?
হর সাধ মনে,
আনি তারে,
করি তারে গৃহবাসী ।

তপ। নাহি জানি, কি ভাবে সন্ন্যাসী ;
দিবানিশি ভাক-পানে নয়ন মুদিত,
কারো সনে কথা নাহি কর,
অনশনে একা রহে বসি ।

সতী। আহা ! তাই ভোলানাথ নাম ;
ভুলে থাকে নয়ন মুদিয়ে ।
স্তন, তপস্বিনি,
তোমা সম পাইলে সন্নিবি,
বাইতাম দেখিবারে ভোলানাথে ।
কালি হবে দেখিছ তোমাতে,
গলা ধরে কাঁদিত হইল সাধ ;
কিন্তু অঙ্গস্পর্শ নানা তব,
আছে মাত্র চরণ ছুঁইতে ।

তপ। ও গো তোরই আশে,
বোগিনীর বেশে আছি যুগযুগান্তর ।
কোল দে গো,
আর তুমি ঠেলো না চরণে ।

সতী। তপস্বিনি,
মোর তরে এসেছ এখানে ?
জানিতে কি একাকিনী হেথা আমি ?
রহিবে কি হেথা চিরদিন ?
তপ। অস্ত্র আশ নাহি কিছু মনে ।

সতী। কত অপরাধ নাহি ল'বে ?
ভালবাসি বোগিনি, তোমাতে ।

তপ। নাহি রব,
সখী না বলিলে মোরে ।

সতী। সখী তুমি হবে মোর ?
সখি, কখন না রব আমি—
তোমাতে ছাড়িয়ে ।
চল যাই দেখি গিরে কোথা ভোলানাথ ।

তপ। ভোলানাথ মহেশ্বর হর,
সর্বত্র বিরাজমান ।

সতী। কই তবে, কই ভোলানাথ ?
ভাগ্য মানি, তুমি তপস্বিনি,
কেমনে দেখিলে তাঁরে ?
সখি, আমি কত না দেখিব,
মহেশ্বর দেখা কি দিবেন মোরে ?
সখি, আর না কাঁদিব ?
কেন বা কাঁদিব ?
মহেশ্বরে কোথা দেখা পাব ?
ও গো, মহেশ্বর কেন গো আশানবাসী ?

তপ। কোথা আর আছে তাঁর স্থান ?
ব্রহ্মলোক, গোলোক, অমরপুরী,
বিতরি অমরগণে,
ভূত প্রেত সনে আশানে করেন বাস ;
হীনজনে স্নেহ অতি তাঁর ;
ভূতগণে দেন আলিঙ্গন ।

সতী। সখি, আমি ভোলানাথে ভালবাসি,
তিনি ভালবাসিবেন মোরে ?
হীন জনে স্নেহ তাঁর !

তপ। এস সখি, বিষমূলে বসি জুইজনে
করি স্নেহে শিব-ভূগ-গান ;
তুমি তোর স্বর কাতর অন্তর,
দিগম্বর হইবে উত্তর ।
পর্যাপ্ত ভরিব,—
শিব-দুর্গা একত্রে দেখিব,
ভুলে যাব যত হুঃখ দেখে আগে !

(গীত)

আশা-বোগিনী—একতারা ।
কিরে চাপু. প্রেমিক সন্ন্যাসী !
যুচাও ব্যথা, কত না কথা,
কান্ন প্রেমে হে উবাসী ?

রয়েছ মত্ত ধ্যানে,
তব তোমার কে বা জানে !
অহুরাগী স্থখই যোগী,
প্রাণ দিলে কি লও হে আসি ?
(মহাদেবের আবির্ভাব)
প। সখি ! ওই তোর এলো দিগম্বর,—
নটবর কি মোহন কায় !

(সীত)

সিদ্ধ-ভৈরবী—একজালা ।

এল তোর খ্যাণা দিগম্বর,
ও লো রাখিস ধরে ।

বড় সেরানো খ্যাণা, প্রাণ চুরি করে
যেন বার না স'রে ॥

প্রবেশ তোলা, প্রাণ হাতে নে না ;
আগে দিও না প্রাণ, তোকে করি মানা ;
খ্যাণা বেদনা বোঝে না লো,
মজার বারে, তারে কাঁদায় এমনি করে ॥

হা। সতি, তোর মালা গলে মোর ;
মালা নে রে, পতি তোর আমি,
ওরে ভিখারীর অমূল্য রতন !

ভী। সখি, সখি, কোথা তুমি ?

হা। কথা কও, কর হে করুণা,
যুগে যুগে পিপাসী, প্রেরসি আমি ;
প্রাণেশ্বর, চাও, ফিরে চাও,
হৃদয় ছুঁড়ো,
দেখ চেয়ে, সন্ন্যাসী রে তোর তরে ।

ভী। প্রভু, ভোলা তুমি, ভুল না আমারে ।

হা। ভোলা আমি তোর ধ্যানে সতি ।

(মহাদেবের অন্তর্ধান)

ভী। কৈ সই, কোথা গেল দিগম্বর ?

প। স্বরংবরে পাবে সতি, হরে ;

আয় কভু না হবে বিচ্ছেদ ।

ভী। পদ্মমুখি ! আজি হ'তে পদ্মা তোর নাম ।

সখি, স্বরংবর কিবা ?

(প্রস্থতির প্রবেশ)

প্রস্থতি। ভগবতি, প্রণমি চরণে ।

সতি, মা আমার,
একক্ষিণী পলায়ে এসেছ হেথা ?
কোথা, তোরে খুঁজিয়া না পাই ।

সতী। মা গো, কারে বলে স্বরংবর ?
প্রস্থতি। বিরে হবে তোর ।

(স্বগত) স্বরংবর নাহি জানে,
হেন কত্মা কেমনে হইবে স্বরংবরা ;
কি ব'লে বুঝাব নুপে ?

সতী। বিরে কি, মা ?

প্রস্থতি। দেবি,

নাহি জানি কত আছে সতীর কপালে !

উন্নত ভূপতি,

চান স্বরংবরা করিবারে তনহারে ।

কত্মা, বিরে কিবা নাহি জানে ।

মা গো, সাধ হয়, বাই মা কলতি আজি ।

আজি স্বরংবর-দিন ; আসিতেছে দেবগণে ।

তপ। নাহি ভাব, রাজরাণি ;

দৈবের প্রবাহে কত্মা বাহি লবে বর ।

সতি, বর তোর হবে আজি ;

সভামাঝে বার গলে দিবি পুষ্পমালা,

সেই তোর হবে বর ।

সতী। বর কি গো সখি, দিগম্বর ?

তপ। বার ঘরে চিরদিন রবি,
আদরে যে রাখিবে তোমারে,
মালা দি'বি তার গলে ।

সতী। মালা দিব ?

দেখ, দেখ গো জননি,

মহেখরে দিছি মালা ;

আর মালা দিব কার গলে ?

হর বিনা কা'র ঘরে রব ?

প্রস্থতি। সতি, গৃহে বাও, মা আমার ;

কথা কব তপস্বিনী সনে ।

সতী। মা গো, ভোলা যদি ভুলে থাকে মোরে ?

প্রস্থতি। দেবি, উপার না দেখি আর ।

শুন, তপস্বিনি,

যে হেতু এ স্বরংবর আরোজন ;—

কালি সভাতলে বিরিকি আইল,

রাজারে কহিল কত্মা দিতে মহাদেবে ।

কি ক'ব মা, অ'ষ্টের শুণ,—

শিবদেবী মহারাজ,

কহে, মহা অনাচারী হর,

স্বরংবর করে আরোজন

বিবিবাক্য করিতে থওন ;

গিরে নিবরণ নাহি বিল দক্ষপতি ।
 কহি : দ্বিধি-সীতা কে বুঝিতে পারে ।
 যাহা মোর উন্নত হরের তরে,
 রাখিলা কাঁচুলা পতি-আশে ।
 না গো, কাঁপে কার তনয়ার দশা ভাবি ।
 রাজা যদি শোনে—হর বর চাহে সতী,
 সতী সনে, তখনি পাঠাবে বনে ।
 যদি পতি-পথে থাকে মোর মতি,
 মোর গর্ভে সতী—
 মহেশ্বর বিনা,
 বরমালা নাহি দিবে অন্তরনে ;
 কোথো রাজা সতীরে ত্যজিবে ।

(সতীর সূচী)

এ কি ! এ কি ! সতি ! সতি !
 তপস্বিনি, দেখ গো কি হলো ।
 তপ । উঠ সতি ! ডাকে তোর দিগম্বর ।
 সতী । কোথা হর ? না গো,
 গিরেছি—গিরেছি তুমি ত্যজি
 ধবল-শিখর, শিব-নিলা নাহি তথা ।
 প্রহৃতি । দেবি, কি আছে অদৃষ্টে মোর ?
 তপ । সকলি হইবে শুভ ভেব না মহিবি !
 ভেব না কল্পার তরে ;
 গৃহে চল কল্পা সাজাইতে ।
 প্রহৃতি । দেবি, আশ্বাসে তোমার বাঁধি প্রাণ ;
 পুণ্যবলে পেরেছি তোমার দেখা ।
 তপ । এস, সখি ; আজি স্বয়ংবর-দিন—
 আজি পাঁচি দিগম্বরে ।

[সতী ও তপস্বিনীর প্রস্থান ।

প্রহৃতি । সখি ! কে এ তপস্বিনী ?
 কুণ্ডপত্নী কহিল অশেষ গুণ ।
 হেরি ছবি দিগ্ধ হর প্রাণ,
 কথা শ্রুধা করে বিতরণ ।
 তনিরাছি, সতীর বিবাহে
 মায়া আসিবেন তবে ;
 এই কি সে মহামায়া তপস্বিনী-বেশে
 অকস্মাৎ কোথা হতে এলো বামা ?
 হার ! শুভ হর তবে বুঝে মন ।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম সর্গভাঙ্গ ।

—:—

স্বয়ংবর-সভা ।

(ব্রহ্মা, নারদ, দক্ষ, বরী ও দেবগণ আসীন)

নার । সতী নামে রাজার কনিষ্ঠ সূতা,
 স্বয়ংবরা হবে আজি ;
 বর-মালা বার গলে দিবে,
 কল্পা তারে অর্পিবেন দক্ষরাজ ।
 সাক্ষ্য হও, হে দেবসমাজ,
 নিজ পতি বাছি লবে সতী ।

দক্ষ । শুন, শুন, সভাই সকলে,
 কল্পা মহ অতুলনা হরমার্গে ;
 বার গলে বর-মালা দিবে,
 দ্ব্যমাতা সে হবে মোর ।
 হের, হেমাদ্রিনী চম্পকবরণী,
 সভামাঝে নন্দিনী আসিছে ।

ব্রহ্মা । দেখ চেয়ে দেখ দেবগণে,
 কি রূপে মা ক্ষীরোদবাসিনী
 শিব-সীমন্তিনী বিরাজেন দক্ষপুরে !

(সতীর প্রবেশ)

দেখ, দেখ রে নয়ন ভরি,
 কুপামরী করুণা বিস্তারি,
 আধ হাসি আদরে সন্তানে !
 হের মহামায়া সম্রা আপনি,—
 অবনী রাখিতে শিবে বিরোধিত্তে,
 জীবে দিতে পরিজ্ঞাণ,
 দেহ-পাশে বদ্ধ সনাতনী !
 স্বয়ংবরে ডাক রে “মা” ব’লে ।

সকলে । অর অর জগতজননী !

দক্ষ । আজি দক্ষপুরে স্বপনের অধিকার !
 বিরিকির বুঝি বিচার ।
 এ কি, দেবগণ জ্ঞানহত !
 হৃৎকর কুমারী,—
 “মা” ব’লে ডাকিছে তিনলোক !
 পদ্মবোনি, সত্য মায়া উদর সংসারে ;
 নহে
 কি প্রভাবে কুলাইসে এ দেবদত্তলে ?

বুঝিয়াছি বাসনা জোয়ার,—
লিপি পূর্ণ করিবে কৌশলে ।
তুলাইতে হলে এ দেবদত্তে,
কহ কত “কীর্ত্তিবাসিনী” ।

সত্য মানি, তব বাণী—
তিনলোক জননী কহিছে ;
কিন্তু তব না পুরিবে মনস্কাম—
নিমন্ত্রণ নাহি দিছি হরে ;
কেনো স্থির শিব হেতু নহে কন্যা মোর ।
তুমি পুনঃ সন্তান সকলে—
বার গলে তনয় অর্পিব হার,
হোক হীন হোক নীচাচার,
কদাকার কিংবা হীন জাতি কিবা,
তারে কন্যা করিব অর্পণ ।
কে জননী কীর্ত্তিবাসিনী ?
দেখ চেয়ে হুহিতা আমার ।
বিরিক্তির বোলে
মাতৃভাব উদয় বাহার,
স্বয়ংবরে তার নাহি প্রয়োজন ।
সতি, মা আমার, কর মাল্যদান,
যারে তোর লয় প্রাণ ।
নাহি ভয়, বে হর সে হর,
আমরে রাখিব দক্ষপুত্র ।

সতী । পিতা, কোথা তুমি ?

হের,
হেরি শূন্ত সব —
বিনা ভোলানাথ মোর !
কোথা হর—
কোথা দিগম্বর ?
বরমালা পর গলে ;
কৃপা কর প্রমথ-ঈশ্বর,
পুনঃ হার ধর গলে ;
বিধমূলে দি'ছি একবার,
ধর হার লহ হৃদয় আমার ।
কোথা ভুলে আছ, ভোলানাথ ?
মালা ধর, হর, প্রাণেশ্বর !

(মালা দান ও মালার শূন্তে অন্তর্ধান)

দক্ষ । নহে দিবা নিশ্চয় রজনী !

বারিপাত্র দেহ মোরে ।
দেখ চেয়ে, দক্ষপুত্র শিলাচ নামিছে !

(মহাদেবকে বেইন করিয়া প্রমথপুত্রের প্রবেশ)

(স্বর)

কি বিট-খাষাঝ ।

বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে ।
আর সবাই মিলে, ডাকি “জর মা” বলে ।
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগলী মেয়ে,
কত রাগা মা, ওরে দেখ রে চেরে ;
খেই খেই, আর খেয়ে খেয়ে,
মা পেয়েছি রে,
আমরা মারের ছেলে ॥

মহা । সতি, সতি, পর এ যুতরা-হার ।

ব্রহ্মা । প্লুকে দেখ রে তিন লোক,
শিব-শক্তি ধরামারে !
হবে তবে প্রজার রক্ষণ,
হৈমবতী আপনি জননী-রূপে ।

দক্ষ । লিপি পূর্ণ হৈল,

ধাতা তব ।
ভাল হ'ল, মিটল জঞ্জাল ;—
প্রজা-রক্ষা হবে তবে
আপনি কহিলে ।
এবে দক্ষপুত্র কার্য্য বাকি কিবা ?

ব্রহ্মা । বৎস,

তব ভাগ্য বর্ণনা না হয়,—
আছ তুমি মারা-বলে
বিস্তৃত সকাল ।
মহামার্য্য কল্প-রূপে ধরে,—
তপঃ-কলে পাইলে কুমারী
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী ;
মারার বন্ধন বিনা সৃষ্টি নাহি রয়,
তাই মাতা উদয় তোমার গৃহে ।

দক্ষ । হর বর তার শুনিতেছি কর দিন !

ব্রহ্মা । প্রত্যক্ষ দেখিছ, তাত !

দক্ষ । ধাতা !

সজ্বটন সকলি তোমার ;
হোক তব কার্য্যে—
মহাকার্য্য কলিবে আমার ।
স্বার্থশূন্ত দক্ষ প্রজাপতি,
প্রচার হইবে তবে,—
ধাতা, আজি হ'তে সমতা করিছ ছেদ ।

হে মতিব,

সন্তান-আয়োজন করহ সত্বর,
পুণে বন্ধ সভামারে আমি।

(প্রথমগণের গীত)

ধাওয়াজ—কাওয়ালী।

আর, অর আনি, নৈলে কি দিব পায় ?
সোনা-সাজে না রে, মা'র রাজা গায়।
দেখ রে বাবার যেমন, তেমনি মারের চরণ,
তেমনি রাজা তেমনি মনের মতন ;
আর রে "মা" বলে চরণে লুটাবি আর ॥

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:~:—

প্রথম গভাক।

—:~:—

কক্ষ।

(দক্ষ ও প্রহতি)

দক্ষ। রাণি,

আজি হ'তে সতী নামে কত নাহি তব ;
কৈলাস-শিখরে নাহিক তনয়া আর—
তথা মাত্র শত্রুর আবাস।
হা ধিক,
হেন অপমান ছার ছহিতার হেতু।

প্রহতি। মহারাজ, অবলায়ে করহ মার্জনা,
এ দারুণ শেল হুদে কেন হান, প্রহু ?
সতী মম অন্তরের সার।

দক্ষ। যদি প্রহু তব,

আজ্ঞা মম নাহি কর হেলা,—

দক্ষগৃহে

সতী নাম কেহ নাহি করে আর।

প্রহতি। নাথ, সতী অতি দুঃখিনী আমার,
কেন তারে হও বান ?

দক্ষ। ইচ্ছা মম,

জিজ্ঞাসিতে

কে দিচ্ছে অধিকার রাণি ?

আমি—স্বামী, রাজা, মানা মম।

প্রহতি। প্রহু, প্রহু, বধ না হাসিয়ে।

দক্ষ। রাণি, আছে কি স্বপ্ন,

গর্ভে ধ'রে সতীরে তোমার

করেছিলে কত ভান ?

নিভা ভূমি দেখিতে স্বপ্ন,

দেবগণে পূজে তব গর্ভে কুমারী !

পরিচর ভারি,

দেবতা-মারে বিভ্রমান।

হি, হি !

ভাসড়ে করিল অপমান !

[দক্ষের প্রস্থান]

প্রহতি। হা সতি ! হা মা আমার !

মা গো তুহি জনম-দুঃখিনী !

ও মা, মা আমার,—

আহা ! আহা ! কি হ'ল—কি হ'ল ?

(মূচ্ছ)

(সতীছারার আবির্ভাব)

সতীছারা। কেন কাঁদ, মা আমার ?

নহি ত দুঃখিনী আমি—

রাজরাজেশ্বরী।

(অদৃষ্ট হওন)

প্রহতি। মা, না, কোণার যাও ?

এ কি স্বপ্ন ?

হা দৃষ্ট হৃদয় !

হা সতী মা আমার !

ও মা, মার প্রাণে নাহি সহ্য আর !

দেখা দে মা জনম-দুঃখিনী।

আহা, মহারাজ,

কেন হেন হইলে নির্দয় ?

যাই পুনঃ,

কাঁদিব পতির পদে মিনতি করিয়ে ;

ও মা ! সতী বিনা কেমনে জীবিত রব !

(তপস্বিনীর প্রবেশ)

দেবি, প্রণামি চরণে তব।

ও গো সর্বনাশ মম,—

রাজা কহে সতীরে তুলিতে।

ও গো কঠিন নৃপতি !

বিবাহের দিনে বিদায় দিচ্ছে মাঝে ;

গলা ধরে কাঁদিতে কাঁদিতে,

গেছে বাছা কৈলাস-শিখরে ।

ও গো, আনিব আমার ব'লে বার বার

ভূলায়েছি সতীরে আমার ;

সে সতীরে কেমনে গো ভুলে রব ?

তপ। রাণি, ঘটনাছে যতিল্লম মম,—

আচরিতে কেন অলে নিকীর্ণ অনল ?

প্রহৃতি। ওগো,

ভাল বন্ধ নাহি জানে তোলা ;—

ভাল বন্ধ বলিল কি দক্ষরাজে,

ক্রোধে রাজা চাহে জনরা করিতে ত্যাগ ।

ও না, মার আগে কত সহ্যে ?

সতী চিরজুঃখিনী আমার ।

তগবতি, সাধি গো চরণে তব,—

চল দৌহে নাই রাজার সদনে ;

দৌহে মিলি বুঝাইব ।

তপ। রাণি, না হও উতলা,

প্রের চেড়ী কৈলাস-সদনে

আনিতে সতীরে তব ।

প্রহৃতি। কি কব গো তগবতি ?

দক্ষপতি তাজিবে আমারে,

যদি সতী নাম আনি মুখে ।

সতীরে কেমনে গো আনি পুরে ?

তপ। শুন রাণি,

সতী বিদ্যা উপায় না হবে ।

কহি শুন, দেখেছি যা ধ্যানযোগে ;—

যেন মহাযোগে মত্ত মহেশ্বর ;

দেব নর, সত্তর অন্তর,

করে স্তুতি চৌদিকে ঘেরিয়ে সবে ;

যেন মহাপ্রলয় উদয় ;

কোলাহলে বেতাল ভৈরব নাচে ;

সতী এলোকেশী,

উদ্ভাসিনী হাড়-মালা গলে,—

‘শিব শিব’ মহা রব বুধে,

যার মহাপ্রাণন পঙ্কজে

স্কীরোদ-সাগর হ’তে !—

শঙ্কর শিহরি ধ্যানভক্ত হৈল মোর ।

প্রজাকর লক্ষণ এ সব ।

হের যোগাযোগ,—

ঐজ্ঞাপতি হৈল পুনঃ মহেশ-বিরোধী,

তাই কহি সতীরে আনিতে ।

প্রহৃতি। ভগবতি ।

মুগ্ধপ্রায় বুকিতে না পারি কিছু ।

কি কহিলে ?

উদ্ভাসিনী সতী আমার ?

ওগো মা’র আগে কত সহ্যে ?

তপ। রাণি, প্রের শীত সতীরে আনিতে ।

প্রহৃতি। শেখি, পতি-আজ্ঞা নাহি মম,

খেজাচারী কেমনে হইব ?

তাই করি মিনতি চরণে,

দৌহে মিলি বুঝাইব মহারাজে ।

তপ। সন্ধ্যা মনে হর সবিশেষ,

আছে কোন নিগূঢ় কারণ ;

নহে, অকস্মাৎ উদ্ভীপক খেব কিবা হেতু ?

(ভৃগুপত্নীর প্রবেশ)

ভৃগু-পত্নী। ভাল হ’ল, তগবিনী দেবী হেথা,

রাণি, ভেবে মম অন্তর আকুল—

হৃদয়ল হইল আজি বজ্রস্থলে,

শিব সনে বিবাহ করিল দক্ষরাজ ।

প্রহৃতি। কেন, কেন ? কি হইল সখি ?

ভৃগু-পত্নী। মন্ত্রণা করিয়া মুনি বৃহস্পতি সনে,

কৈল বজ্র-আরম্ভন,

দেবগণে আইলা মিলি বজ্রভাগ হেতু ;—

প্রজাবৃদ্ধি যজ্ঞের কল্পনা ।

হেনকালে আইল দক্ষরাজ,

দেবের সমাজ সম্মুখে নন্দিল সবে—

মহাদেব প্রণাম না দিল ।

প্রহৃতি। বুঝি অন্তমনে ছিল বাছা মম ?

ভোলামন ভোলানাথ ।

তপ। রাণি, অন্তমন নহে ভোলানাথ,

ত্রিভুবনে হেন শক্তি কা’র

মহারুদ্র-নমস্কার সহ্যে ?

প্রহৃতি। তার পর ?

ভৃগু-পত্নী। দক্ষরাজ ক্রোধে গালি দিল শিবে ;

শিব গেল কৈলাস-আলয়ে ;

নন্দী কহু কহিল রাজার,

রোবে রাজা তাজিল সে সভাতল ।

প্রহৃতি। বুঝিলাই দৈব-কিড়ানা,—

হা সতি ! হা না আমার ।

চান্দ্রবুধ আর কি দেখিব তোর ?

ভৃগু-পত্নী। রাগি, না হও উতলা ;
 বুঝাও রাজার,
 বিবাদ না করে শিব সনে।
 প্রহৃতি। কি বুঝাব আর ?
 নাহি জান দক্ষরাজে, সখি,
 কোন কথা না মানিবে।
 হার, না জানি গো কি আছে কপালে !

ভৃগু-পত্নী। বার্তা দিতে ডর বাসি, রাগি !
 নন্দী দেখে অভিখাপ
 ছাপসুও হবে বলি ;
 অলম্বা সে শৈবের বচন—
 কহিল আমারে সুনি,
 শিবপূজা উপার কেবল।

প্রহৃতি। হা সতি ! হা সতি ! না আমার !
 হা বিধাতা ! এত লিখেছিলে ভালে ?
 অবলার অকুল সলিলে ডাসাইলে !

ভপ। তাই কহি, রাগি,
 সতী বিনা উপার না দেখি।

প্রহৃতি। মা গো, আমি দাসী ভূপতির,
 স্বামিবাক্য কেমনে করিব হেলা ?
 যদি তাহে দোষী হই পার ?

ভৃগু-পত্নী। কত্বারে আনিবে—
 তাহে কিবা দোষ, রাগি ?

প্রহৃতি। সখি, ভেঙ্গেছে কপাল ;—
 অভিমানে তনয়ারে—তাজেছে রাজা ;
 সতী নাম দক্ষালয়ে নিতে মানা।

ভৃগু-পত্নী। ভাল,
 চল যাই তিনজনে বুঝাই রাজার।

প্রহৃতি। একে আর হবে তার,
 অপমান রাজা না ভুলিবে।
 কালি আতে পাঠাইরা দেহ স্নানবরে ;
 পুরোহিত তিনি,—
 করিব বিধান উপদেশমত তাঁর।

ভৃগু-পত্নী। সাধ্যাতীত তাঁর,
 বলেছেন সুনি মোরে।

প্রহৃতি। হার, দেবি, কি উপার করি তবে ?

ভপ। শিব-পূজা উপার কেবল ;

চল, বিশ্বস্থলে শিবপূজা করি গিয়ে।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গভীর্ণ।

—ঃঃ—

দক্ষ।

(দক্ষ ও ময়ী)

দক্ষ। হেন অপমান হার তনয়ার হেতু—
 বপনে না ছিল জ্ঞান।

করি-গদে অর্পিতাম ত্বব-চন্দ্রক !

নাহি জানি,
 কি মোহিনী জানে সে ভাঙক—

কন্যা মম বন তার।

হা ধিক্ যোরে—

সত্য-মাকে নন্দী কহে ক্রুরন !

আহা,

কি স্থখাতি মম রুটিরাছে জিতুবনে,—

ভূতনাথ জাযাতা আমার !

এত অহঙ্কার ?

কোন গুণে দেবদেব নাম ?—

তাল দিব প্রতিফল।

ময়ী। দক্ষরাজ ! শিব সহিত যশে নাহি ফল।

দক্ষ। যাচি নাই মন্ত্রণা তোমার,

আজ্ঞা মম করহ পালন,

মহাবল্য আরোজন করহ সত্ত্বর ;

জিতুবনে হেন প্রথা করিব স্থাপন,

বজ্র নিমন্ত্রণ পুনঃ নাহি পার শিব,

শিবহীন বজ্র হবে ভবে।

(গান করিতে করিতে নারদের আগমন)

বেহাগ—চৌতাল।

মদনমোহন মুরলীধারী, মুরহর রমারজন।

বক্ষি বনমালী ভাম, নববারিধ-পঙ্কন ॥

পঙ্কজ আঁখি পৌতাধর,

নটবর কিবা চিত্রর চাঁচর ;

দীনবন্ধ প্রেমসিদ্ধ চিত্রর ভরতজন ॥

ময়ী। বুকি আলিতেছেন দেবর্ষি নারদ ?

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মহারাজ, কিবা আজ্ঞা তব ?

দক্ষ। অচক্ষে দেখেছি তুমি ভার্গবের গৃহে
 ভিনলোক করিল প্রণাম,

অহঙ্কারে শিব না নমিল ;
 হের নন্দী—সেও কটু কহিল আমারে ;
 বুদ্ধিতে না পারি, এত দর্প কিসে তার ?
 মাদক-সেবার ঢুলু ঢুলু অঁধি সদা,
 কোন্ কার্যে অধিকার তার ?
 কেন তারে পূজা দেয় লোকে ?

। মহারাজ,
 কহুন সকলি তনয়ার মুখ চাহি ।

। তনয়া আমার ?
 মস্তিষ্কম হয়েছ তোমার ;
 বিকিরি হল শ্রুণানে দিয়েছি ডালি ।
 শুন বেবা মনস আমার ;—
 এবে প্রজাপতি ব্রহ্মার কুপার,
 বজ্র আরম্ভিব বরা প্রজাবুদ্ধি হেতু,
 বজ্রভাগ শিবে নাহি দিব ।

। ঋষিরাজ, এ কথা কি মন্ত্রণাসঙ্গত ?

। মন্ত্রি, ইচ্ছা মম শুনিতে মন্ত্রণা তব ;—
 ঐ কি ঠাকুর গলে কৈলাস-আলয়ে,
 প্রণমিতে জামাতার পার ?
 কিবা, নন্দী পদতলে লুটাইতে যুক্তি তব ?

। মহারাজ, হিত কথা কহে মন্ত্রিগণে ।

। হিতাহিত চিন্তা নহে তব তার ।
 প্রজাপতি আমি,
 বেচ্ছা মম, মম বজ্রে শিবে না কহিব ;
 বজ্রস্থলে পিশাচের সমাগম
 যদি নাহি কুচি হয় মোর,
 কিবা চিন্তা তাহে তব ?
 যদি ঘটে থাকে পৈশাচিক মতি,
 নাহি সাধি মন্ত্রিবর ;
 যাও তুমি কৈলাস-ভবনে,
 কিংবা অন্ত বধা অভিরুচি ।
 শিবনাম বে আনিবে মুখে,
 দক্ষালয়ে নাহি স্থান তার ।

। প্রভু,

মার্জনা করুন দোষ কিঙ্কর ভাবিরা ।

। এত চিন্তা কেন, মন্ত্রি, তব ?

। মহারাজ, ব্রহ্মা আদি দেবগণে
 দেবদেব নাম দিল বার—
 শিব বজ্র-আলয়
 প্রচার ভুবনময় ।

বজ্র তব প্রজাহাপনের হেতু,
 অশিব স্থাপনা নাহি হয় ।

দক্ষ । মন্ত্রি, বধা জ্ঞান মন্ত্রণা তোমার,
 কার্যকল কে করে লক্ষ্যন ?
 বজ্রকলে প্রজাবুদ্ধি অবশ্যই হইবে ।
 হেন মনে লয় কি তোমার,
 শিব আসি হবে বিশ্বকারী ?
 তিনলোকে হেন শক্তি কেবা ধরে
 কার্যে বিশ্ব করে মোর ?
 মন্ত্রি, শঙ্কা নাহি ভাব মনে,
 ব্রহ্মার বচনে প্রজাপতি আমি,
 তিনলোক প্রজা মম ;
 সন্ধান বিভাগ
 কে করিবে আমি না করিলে ?
 বেচ্ছাচার শিবপূজা
 নাহি হবে লোকে আর ;
 হীন—অতি হীন !
 চিরদিন উচ্চ পদে না রহিবে ।
 বাঙ আজ্ঞামত কর গিয়া আরোজন ।

[মন্ত্রী প্রস্থান ।

হে দেবর্ষি পাণ্ডু গণ্ড কেন তব ?

নার । ভাবিতেছি মহাবজ্র-সমারোহ ।

দক্ষ । মহাকার্য্য বিনা কল না সম্ভবে ।

নার । মহারাজ,
 বজ্রস্থলে মহাদেব কে বা হবে ?

দক্ষ । না রাখিব মহাদেব নাম ।
 শুন বেবা বাসনা আমার ;—
 যে নিয়মে চলিছে সংসার,
 সে নিয়ম না রাখিব আর ;
 অন্য প্রথা করিব প্রচার ।
 সৃষ্টি, স্থিতি,
 সংহারের নাহি প্রয়োজন ।
 প্রাচীন নিয়ম, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
 লয়-কর্ত্তা মহাদেব,
 তাই মূঢ় মন্ত্রী এত ডরে তারে ;
 মম প্রথামতে,
 সংহারের নাহি প্রয়োজন ;
 অনন্তর এ স্থান,
 রহিবে অমন্ত প্রাণি মুখে ।
 তার তব দেবর্ষি নারদ,

জিত্বনে কেন লম্বাচার,
আজি হ'তে পক্ষান্তরে রাজ আরজিব ;
না বাঙ কৈলাসপুরী ।

নার। শিবহীন রাজকথা কহিব সকলে ?

দক্ষ। অবশ্য কহিবে ।

দুর্ন্যতিবশতঃ বেলা যজ্ঞে না আনিবে,
হান তার শিবপুরে ।

প্রেতপুরে হবে চিরদিন ।

নার। আজ্ঞা তব বিরোধার্থী মম ;
বিহার এক্ষণে আমি ।

[নারদের প্রস্থান ।

দক্ষ। ভাল, কি দৃষ্টি বটিল ধাতার ?

কেন এই সংহার-নিরম ?

হেন সংহার কি হেতু জন্মিল ?

যেই সংহারের অধিকারী,

শিব নাম তার !

সত্য হ'তে অশিব কি ভবে ?

শিবের শিবক লব ।

হার,

কল্পার বৈধব্য নাহি সম্ভবে কখন,

বিষ-পানে পাইল পরিভ্রাণ ।

ওহো ! অপমানে মহে প্রাণ !

(ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ)

পিতা, কি কার্যে পবিজ দক্ষপুরী ?

অবিষয়,

দেখি, ব্রহ্মলোকে দেখ সমাচার ;

অন্ত কার্য আছে বহুতর,

কি কারণ পুনঃ আগমন ?

ব্রহ্মা। বৎস, নারদে ফিরাই আমি ।

রাখ বাক্য,

শিবসহ স্বন্দে নাহি প্রয়োজন ।

দক্ষ। পিতা,

যোগা যেই, দ্বন্দ্ব করি তার সনে ।

প্রজার শাসন রাজার অবশ্য ক্রিয়া ;

প্রজাপতি মান্ত চিরদিন,

প্রাচীন নিরম তব,

সে নিরম করিব পালন ।

ব্রহ্মা। বৎস, ধরহ বচন,

তাজ্ঞ অতিমান,

মহাক্ষত্রে নাহি কর অরহেলা ।

রুদ্রদেব প্রণাম করিলে
হুঙ জব বা রহিত ।

দক্ষ। বুঝিলাম,

প্রজাবুদ্ধি নহে তব অভিজ্ঞত ;

কিংবা, বিধি,

নাহি জান সন্তানের তপোবল ।

হ'লে প্রয়োজন,

অগণন পঞ্চানন সৃজিবারে পারি ;

কিন্তু মম মতে সংহারে কি কাজ ?

সৃষ্টি-স্থিতি, অহং-জ্ঞানে উন্নতি-সাধন

ব্রহ্মা। লয় নিবারণ !

হেন বৃত্তি কে দিল তোমার ?

লয় বিনা উন্নতি না হয়,

অধোগতি উন্নতি বিহনে ;—

অমঙ্গল ফল তার ।

শুন পূর্বের কাহিনী ;

ঐরোদবাসিনী প্রসবিল তিনজনে,

আমি, বিষ্ণু, হর ;

“তপ, তপ, তপ” হইল আকাশবাণী ;

তিন জনে মুম্বিত নরনে বসিলাম ব্যাধে

মহার্গবে ভেসে এল শববেহ ;—

পুতিগন্ধে বিষ্ণু পলাইল ;

চতুর্ভু হইল আমার—

চারিদিকে ফিরাতে বদন

গন্ধ-নিবারণ হেতু ;

অবিকার পঞ্চানন ধরিল শববে ।

মহাশক্তি শব-বেশে,

করিল আসন তার ;

অকস্মাৎ শূত্রে হইল মহাদেব নাম ।

জগদ্বাক্ত মহাদেব,

সনাতন পুরুষ-প্রধান,

বেচ্ছার প্রকৃতি বাঞ্চে দিল আলিঙ্গন ।

দক্ষ। বোণ্য যদি নুহি,

পিতা, প্রজার বর্ধনে,

কেন দিলে প্রজাপতি নাম ?

এবে প্রজাবুদ্ধি ভার মম ।

শিব সনে দ্বন্দ্ব নাহি করি ;

অন্ত যোনি ভেদাভেদ

প্রেতযোনি সনে—

এইমাত্র বাসনা আমার ।

ব্রহ্মা । হর, হর, হর ! প্রেতযোনি মহাদেব ?

৮ । পিতা, নহে এ নিভৃত স্থান ;

শিব-পূজা যোগ্য স্থান মর ।

৯ । শিবদেবে হবে সর্সনাশ ।—

ধর উপদেশ,

বিহিত করহ বরা ;

চিত্ত মনে—মহাক্রম বৈরী তব,

মহাশক্তি বিরূপ তোমার ।

ধ্যানচক্ষে নেহার কারণ-বারি—

জলে বহি মহাপ্রব-মাবে,

লয়কালে জলে এ বাত্বানল ।

১০ । জড় প্রকৃতির ডর

তব বিধিতে, ধাতা !

তব প্রধামতে ভাজড়ে দেবদ্য দান,

উচ্চ বিধি, আপন সম্মান,—

পরীক্ষিতে আছে সাধ,

বাহে সর্বাচার পাইবে সম্মান,—

খেচ্ছাচার রবে হীন ।

জড় কারণ-সলিলে বহি জলে,

জয় কি বা তাহে চতুঃস্থ ?

জড় চেতন-অধীন চিরদিন ।

তপোবলে অনল জালিব,

বাহে হবে লয় কারণ—সলিল ।

কেন মুখ বিবর্ণ তোমার, ঋষি ?

বহি শঙ্কা হয় নিমগ্ন দিতে,

অন্ত জনে অর্পিব সে ভার ॥

১১ । না, না ;

ভাবি মহানল প্রজ্জলিত হবে তপোবলে ।

১২ । বৎস, রুদ্র-কোপে সর্সনাশ হয় ।

১৩ । নিশ্চয় দে জ্ঞান না জন্মিবে হৃদে, ধাতা !

১৪ । রক্ষা কর বাক্য মম ।

১৫ । পিতঃ ! সঙ্কল্প না তজ হবে মোর ।

জামাতা আশার

নমস্কার না করিবে মোরে,—

দত্ত যদি নাহি দিই তার,

কালি পত্নী নাহি মানিবে বচন ।

ভাবিছ হতাশ, কারণে অনল হেরি,

ভেবে বেধ মনে, সৃষ্টি হবে ছারখার,

ঐত্ব হারালে স্বামী ।

বহি কারণ-সলিলে,

বজ্র পুরস্কার অস্বীকারে,

চক্ষু বিকৃত-করে,—

তাঁহে কি ডরায়, পিতা,

অহংজানী জনে ?

১৬ । অহংকার কর তুমি বেই শক্তি-বলে,

সেই শক্তি হুহিতা তোমার ;

তত্ত্বভাগে মহাশক্তি বাবে তোরে ছাড়ি,

শিবনিন্দা শক্তি নাহি সর ।

১৭ । মহাশক্তি আমার অলজা ?

১৮ । স্তন তব কণা ;—

মিলি তিন জনে

কত তপোবলে ভুট্টা হইল মহাদেবী,

তাই সতীরূপে আইল ধরপীতল ;

নহে, সৃষ্টি না হ'ত স্থাপন ।

দেখিয়াছি বার বার করিয়া করুনা,

শিব-শক্তি-সম্মিলন বিনা

সৃষ্টি-স্থিতি নাহি হয় ।

১৯ । ভাল, বিধি, কত্নারে করিব পূজা ?

২০ । সবাংকার পূজা কত্না তব ।

২১ । প্রভু, অপরাধ করুণ মার্জনা ;—

যজ্ঞকার্যে রয়েছি ব্যাপৃত,

কন্যা-পূজা-বিধি ল'ব পরে ।

যাও আজ্ঞা পাগ, ঋষিরাজ !

ভগবান্,

আমা হ'তে শিবপূজা নাহি হবে ;

ভাঙড়ের অপমান নাহি সব ।

ধিক্, প্রমথ কহিল কুবচন !

[দক্ষের প্রস্থান ।

২২ । মাতা ক্ষীরোদবাগিনী,

না জানি গো কিবা মনে আছে তোরা !

অকৃতী সন্তান,

সৃষ্টিভার সম্ভবে কি তার ?

না গো, সদয়া হইয়ে

দেহ ধরি আগুনি এয়েছ সত্য ;

শক্তিরূপা, হতেছি চঞ্চল ;

অশিবলক্ষণ, হেরি, মাতা, চারিদিকে ;

কি শক্তি আমার—কুজ চতুঃস্থ আমি,

প্রবল ঘটনা স্রোত করিব ধারণ ?

মম বিধি অভিক্রমি ধার ;

উপায়, মা করুণা তোমার ।

দৈবকাণ্ডী । বৎস !

সতীসেহ-ত্যাগ প্রয়োজন ।
সতীষ বিহনে,
ধরাধামে না হবে আনন্দ-লীলা ।
মম তছুত্যাগে সতীষ নিধিবে নারী ;—
প্রেমভুরি স্থষ্টির বন্ধন ।

নারী । ভগবান, কিবা আশ্রয় মম প্রতি ?

ব্রহ্মা । শুনিলে আকাশবাণী,
কারণ-সলিল-স্রোতে ভাসে ;—
দক্ষ-আজ্ঞা করহ পালন ।
ধন্ত নন্দী, ধন্ত শিবদূত,
অলঙ্ঘ্য বচন তব ;—
ছাগমুণ্ড দক্ষের নিষ্ঠুর ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—:~:—

উদ্ভাস ।

(তপস্বিনী, রাণী ও ভৃগুপত্নী আসীন)

প্রস্থতি— (গীত)

সাহানা-বাহার—৫৭ ।

ওহে হর, বাবাহর, কৃপা কর অবলার ।
আকুল অকুলনারে, রাধ ভোলা, রাণা পার ।
রা কানি এ দিলবাসে, কেজিবে কি পরমাসে,
প্রাণ কাঁদে—

শঙ্কর, সঙ্কটে তার, অলনা আশ্রয় চায় ।

তপ । রাণি, হুটি শিবপূজা বাকী আর ;

পূজা-অন্তে—
সদাশিব অবস্তা উদয় হবে,
বর লবে পতির কল্যাণে ;
একমনে পুনঃ কর পূজা ।

প্রস্থতি । যা গো, নাচে দক্ষিণ নরন ।

তপ । নাহি ভয় ;

শত-অষ্ট শিবপূজা-কলে
কোন বিয় নাহি হবে,
পূজা কর একমনে ।

(দক্ষের প্রবেশ)

দক্ষ । (স্বগত) দৈব—দৈব !

কাপুরুষ দৈবের অধীন ;
বোগবলে দৈব করি জয় ।
সতী যুক্তকর্তা মোর ;—
সতী হারাইব,
পদযোনি দেখাইল ভয় ;
সে মমতা করেছি ছেদন ।
অপমান অঙ্গজা হইতে,—
অঙ্গরেন্দ্র সতী মম ।
বিবিকির জন্মিয়াছে মতিভ্রম ;—
আত্মশক্তি ভাঙড়ের ঘরে !
পল মম বহে যুগসম,
যতদিন শিব-অপমান নাহি করি ।

প্রস্থতি । (গীত)

বেহাগ-বারোঁয়া—একতালা ।
নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে তুলে,
বব বম্ বব বম্ গালে বাজে ।
রজত-ভূধর, নিম্বি কলেবর,
শশাঙ্ক সুনর তালে সাজে ॥
প্রেমধারে ব্রিনয়ন ছল ছল,
ফণী ফলফণা, জাহ্নবী কলকল
ত্রটা-জলদজাল মাঝে ॥

দক্ষ । এ কি, শিবপূজা মম গৃহে
ইজির কি স্বকর্ম ভুলেছে আজি ?

এ কি, রাণি, স্বচক্ষে যা দেখি ?

তপ । দেবি, সর্বনাশ !—মহারাজ !

দক্ষ । রাণি,

তিনলোকে কোন্ কার্য অসাধ্য তোমার ?

তপ । মহারাজ !

দক্ষ । তপস্বিনী, রাজগৃহ নহে তব স্থান ।

এ কি, পুরোহিত-জায়া !

রাণি, শিব-মন্ত্রে দীক্ষা কত দিন ?

প্রস্থতি । প্রভু, স্বামীর কল্যাণ

প্রাণপণে নারী যাচে ।

দক্ষ । তাই,

প্রাণপণে যাচিতহ পতি-অপমান !

প্রস্থতি । অপরাধ ক্ষমা কর প্রভু !

। কমা ? সাধ্যাতীত মম ।

যজ্ঞ-কার্য্য সজীক উচিত ;—

যজ্ঞ-অন্তে কৈলাসে তোমার স্থান ।

প্রতি । প্রভু, আমি পদাপ্রিতা তব ।

। শিবাপ্রিতা, মমাপ্রিতা নহে তুমি ।

ভাল, জিজ্ঞাসি তোমার—

ব্রহ্মন্তে পার কি সব

জ্ঞান করিতে দূর ?

অথবা দেখিবে,

মম পদে সে কার্য্য সাধন ?

হলে । শিব, শিব, শিব !

ক । নারীবধ অসুচিত জ্ঞান

সর্বদা না রহে, রাণি !

[শিবলিঙ্গ লইয়া তপস্বিনীর প্রস্থান ও

তৎপশ্চাৎ ভৃগুপত্নীর প্রস্থান ।

তপস্বিনি, তপস্বিনি, পাবে প্রতিকূল !

(রাণীর প্রতি) উঠ, চল নিজস্থানে ;

আজি হ'তে বন্দী তুমি,

রাজ-আজ্ঞা করেছ হেলন ।

প্রস্থতি । প্রভু, বন্দী পার চিরদিন ।

ক । রাণি, বুঝাইতে পার মোরে,

অভিমান তাজেছ কেমনে ?

অতি হীন তুমি ;

নহে, ভাঙড়-রমণী

তব গর্ভে কি হেতু জন্মিবে ?

প্রস্থতি । মান, অহঙ্কার,

সকলি তোমার চরণে অর্পেছি, প্রভু !

তুমি স্বামী, আমি ছাত্রা-মাত্র তব ।

দক্ষ । আজি তব অধিক বর্ণনা-ছটা ;

বাক্য—বধা কার্য্যের অভাব !

প্রস্থতি । প্রভু, কমা কর অপরাধ ।

(চরণ ধারণ)

দক্ষ । প্রস্থতি,

রাজ-অঙ্গে কর নাহি কর' দান,

আজ্ঞা পাল, চল নিজ গৃহে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

—:—

প্রথম গর্তীক ।

—*—

কৈলাস পুরা ।

(মহাদেব ও সতী)

সতী । কহ, নাথ !

কি হেতু कहিলে, “ধন্য ধন্য কলিযুগ” ?

ক্ষুদ্র নর, অন্ন-গত-প্রাণ—

রিপূর অধীন সবে ;

রোগ-শোক-সন্তাপিত ধরা,

পহাছারা মানবমণ্ডল,

ভীম ভরার্ধব-মাঝে ;—

কেন কহ, বিখ্যাত “ধন্য কলিযুগ” ?

মহা । বুঝ দেবি, কলিযুগে রূপা তব কত !

শুনিয়া, বর্ণনা, চন্দ্রাননে,

বিকল অন্তর তব ;—

নাহি জানি তবে,

যবে “মা” ব'লে তোমার

ডাকিবে কলির নর,

ব্যাকুল অন্তর কত হবে, হৈমবতি !

ধন্য যুগ,

বাহে নাম-বলে মোক্ষধাম,

লভিবে কীটাদি-নরে ।

যেবা তব শরণ লইবে,

অমরত্ব পাবে,—

মম সম হবে মৃত্যুঞ্জয় ;

কোলে কুলে লবে তারে, সতি !

সতী । স্বর তবে দেহ, ভোলানাথ,

জিশূল-আঘাত তারে কত না করিবে,

বা ব'লে যে ডাকিবে আমারে ।

মহা । আছে কি জগতে শক্তি, সতি,

মহাশক্তি বিরোধিতে ?

সতী । বিখ্যাত,

দীর্ঘখাস কি হেতু ত্যজিলে ?

মহা । সতি ! না জানি কি আছে, তব মনে ;

তুমিও ভৈরবের লীলা ।

সতী, তুমি অন্তরে বাহিরে,
 ছৎপদ্মে তব রূপ ;—
 সে রূপ বিরূপ কেন হেরি ?
 কাঁদে প্রাণ অভিমানে,—
 ছৎপদ্মে কিরে নাহি চাহে সতী !
 কহ হৈমবতি,
 কোন্ দোষে দোষী দাস ?
 কেন ছৎপদ্ম শূভ্র জ্ঞান হয় ?
 হের, বক্ষ বাহি বহে ধারা ;
 তারা, হারাব কি তোরে আমি ?
 কাল্লাবাসিনি ! তব মন্দ বৃত্তিতে অক্ষম ।

সতী । বিশ্বনাথ, অত ভাঙ নাহি দিব আর ।

মহা । বিবশানে রহিল চেতন
 রূপার তোমার, দেবি !
 এবে ভাঙে হই অচেতন—
 রূপার অভাব তব ।

সতী । দাসী আমি তব পদাশ্রিতা,
 কেন নাথ, লজ্জা দেহ ?
 শিব, শিব, শিব,—
 শিব মম দেহ প্রাণ,
 শিবময় জনন ;
 শিব মম ধ্যান জ্ঞান ;
 প্রভু, তুমি মম হৃদয়-দেব ।
 হেন বৃত্তি মনে দাসীরে ঠেলিবে পার ।
 তাই কহ রূপার অভাব মম ।
 নাথ, হের কথা আর নাহি কবে,
 কাঁথা বড় পাব তাহে ।

মহা । সতি, তুমি সর্বত্র আমার ।

সতী । বল, নাথ,
 ব্যথা নহি দিবে মোরে আর ?
 হেন কথা আর না কহিবে ?

মহা । সতি,
 ব্যথা দিব তোরে ?
 ব্যথা পাই এ কথা শুনিলে ।

সতী । প্রভু, হ'ল তব বোগের সময় ;
 বাই আমি আসন প্রস্তুত হেতু ।

মহা । হে যোগাজ্ঞা,
 বোগ বাগ সকলই আমার তুমি ।

(নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

ফাকি-কানেড়া—কাণ্ডালী ।

চাঁচর চিকুর আধ, আ—কাঁজাল ।
 আধ গলে বনমালা দোলে, আধ হাড়মাল ॥

আধ ভালে অলক। সাজে,
 আধ ভালে চাঁদ বিরাজে,
 নবজলধর, আধ কলোবর,
 আধ শুভ্র রক্ত-শিখর,

পীত সবন আধ ছানন, আধ বাঘছাল ॥

নার । আন্তোষ, আসিয়াছি বন্দিতে চরণ ।

মহাবল্লভ আয়োজন হয় দক্ষপুরে ;—
 মত্তমতি দক্ষ প্রজাপতি,

চিরদেবী তব,—
 যজ্ঞের সঙ্কর তার শিবদ্বিনিশ ;
 যজ্ঞ-ভাগ তোমারে না দিবে প্রভু !
 অর্পিল আনারে তার দক্ষ প্রজাপতি,
 নিমন্ত্রণ দিতে তিন পুরে ;
 কিন্তু মম প্রাণ কাঁপে ডরে—
 অশিব যজ্ঞের কার্য করিব কেমনে ?

শুনিহু আকাশবাণী,—
 ঘটনার ফলে দক্ষযজ্ঞ প্রয়োজন,
 কিন্তু ত্রিলোচন তবু নহে সন্তুষ্ট প্রাণ,
 শিব অপমান রাহে, কেমনে করিব ?
 মহা । হে নারদ, পালাহ আকাশবাণী ।

দক্ষ প্রজাপতি, তুমি অধীন তাহার ;
 উচিত তোমার পালিতে আদেশ তার ।

চিত্তা রাধি, নিবাস ঈশান ;—

মান অপমান কিবা মোর ?

পরল অশন—তুচ্ছ তুষণ,

যজ্ঞ-ভাগে কিবা কাজ !

নাচি প্রেত সনে—

বজ্রাসনে বসিতে না রাধি সাধ ।

প্রেমে মত্ত থাকি মহাধানে ;

বিশ্ব-কার্য অজ্ঞান কেবল ।

বসি ধানে তিনলোকে করিয়া কল্যাণ,

শিবদ্ব বড়পি যার ।

নার । হার, প্রভু, পরাণ আকুল,
 হলহুল কি হবে না জানি ।

শিব হীন বজ্র কি সম্ভব ?

হা । কি সম্ভব কিবা অসম্ভব—

জ্ঞানাভীত জেনে। সার ।

ইচ্ছাময়ী শক্তির প্রভাবে

কি ফল ফলিবে—কে পাইবে তত্ত্ব তার ?

ইচ্ছার সংসার, লয় বার বার,

ইচ্ছাময়ী ইচ্ছার প্রভাবে ।

ইচ্ছার মহেশ, ব্রহ্মা, হৃদীকেশ,

সে ইচ্ছার বজ্র আয়োজন ;—

শুন, তপোধন, হও সেই ইচ্ছাধীন ।

নার । ভূতনাথ, শিব অপমানে ।

অশিব ফলিয়ে ফল ।

ভাবি দেবদেব,

বুঝি সৃষ্টি হ'ল না স্থাপন,—

না পুরিল ধাতার বাসনা ।

ভাবি মনে, সৃষ্টিকার্য্যে নাহি রব আর ;

শিবদেবী সৃষ্টি, দেব, কেমনে রহিবে ?

মহা । ঘেব নাহি স্পর্শে যোরে, ধবি ।

রহ কার্য্যে, কার্য্য বিনা নাহি পরিজ্ঞান ।

ইচ্ছার তাঁহার

হের কার্য্যে ব্যাপিত সংসার ;—

কার্য্য হেতু সৃষ্টি মম ;

সম্ব, বজ্র, তম ত্রিতাপ এ কার্য্য হেতু ।

এক শক্তি অনন্ত আধারে

কার্য্য করে অনন্ত আকার ;

অহঙ্কারে ভাবে “আমি করি।”

ভাব অহঙ্কার,

নির্জিকার কার্য্যে রহ রক্ত ।

কলাকল দেখি কি বা প্রয়োজন ?

কলে কার্য্য যেই শক্তিবলে,

কলাকল কর তাঁরে সমপূর্ণ ।

নার । ভাবি, প্রভু,

শিবহীন-বজ্র আকাঙ্ক্ষনে

কে আসিবে বজ্রভাঙ্গ হেতু ?

আমিও বা বাইব কেমনে ?

কায়মনোবাক্যে কার্য্যে কিবা পল্লিহাসে,

দেব-দেবী বেই জন,

কোথায় নিজার তার ?

না জানি কি দারা-ঘোরে

কেলিবে দ্বালোরে দিলদার ।

কোন মতে শক্তা প্রভু, খোঁজে না জানার ।

আভ্যন্তর, হে অন্তর্য্যামি,

অবন্ত বুঝে যোয় ।

মহা । শুন ধবি, আমি ‘আমি’ নই আর,—

মহা মোহে আচ্ছন্ন আমার প্রাণ ।

বজ্র-ফল সুখাণ্ড আমার ?

দৃষ্টি নাহি ধার, শঙ্কার শুকার প্রাণ ;

নাহি জানি কি আছে সত্যের মনে !

শিব নাহি, শব আনি সতী বিনা ।

নার । প্রভু, কহুন অবিনে ;

মতিভ্রম ঘটে যোয় ।

মহা । কার্য্যে বাণ্ড, না জিজ্ঞাস তত্ত্ব যোরে ।

কি বুঝিবে, মম প্রাণ বিকল কি ভাবে ?

বজ্র পূর্ণ হইবে নিশ্চয়,—

সামান্য সে নহে দক্ষপতি ;

বার তপে ভূটী ভগবতী,

জন্মিলা তনয়রূপে ঘরে—

তিনলোকে হেন শক্তি কণার

বজ্রবির করে তাঁর ?

আমি শিব, যে শক্তি অধীন,

সে শক্তি-প্রভাবে বজ্র করে দক্ষপতি ;

বজ্র হবে—যাবে অহঙ্কার ।

প্রেম, নহে অহঙ্কারে প্রজা হবে তবে ;—

প্রমে দক্ষ ভাবে

অহঙ্কারে হবে তবে জীব,—

সে স্রাষ্টি সৃষ্টিবে ;

প্রমে হবে ধরা—বজ্র হইবে প্রচার ।

নার । বাই, প্রভু, দেবীর আদেশ লয়ে ।

মহা । কোথা, সত্যের নিকটে ?

নাহি দেখ সমাচার,

মনে পাবে বাখা সতী স্ফোচনা বোর ;

সতী যদি বজ্র-কথা শুনে,

যাবে পিতৃহাসে,—

না মানিবে মানা যোয় ।

বিনা আকাঙ্ক্ষনে,

পতি-নিকা মহা অপমানে,

না রহিবে পতিপ্রাণা সতী ।

স্বপ্নানে মথানে থাকি ভাঙপানে,

চিন্তা-ভ্রম গারে দাখি,

হিলাম সন্ন্যাসী—এবে পৃথবী,

স্বর্গদামি তিথারীর ঘরে !

শুন, ভপোধন,—

হৃদয়ে আনন্দ-মুষ্টি নাহি দেখি আর ;
হেরি শূভাকার, মম দৃষ্টি অধিক না-বার ;
কি ফল ফলিবে ঘটনার

দেখিতে না পাই আর ;—

আছি সতী-শ্রেয়-নীয়ে ডুবে ;
চাই সতী,—বার বিশ্ব থাক ;
নাহি ধৈর্য নাহি দিক বজ্রভাগ,—

ধুতুরায় উদর পুরাব,

ভিক্ষা করি সতীরে ধাওবার ;

বাধ-ছালে

আনন্দে শুইব সতীরে হৃদয়ে ধরি ;—

মানা করি সংবাদ দিও না তারে ।

নার। দেবদেব, পদাশ্রয় দেহ দানে ;—

নির্ভীকারে বিকার হেরিয়ে

টুটে মোর দেহের বন্ধন ।

মহা। হে নারদ, কি বিকার অন্তরে আমার !

তপ, জপ বিফল সকলই,—

ঠেলিতে না পারি অন্তরের ভার মোর ।

হেরি, কোন মতে নারিব কিরাতে

ঘটনা-প্রবাহরাসি ;

তবু গ্রাণ চার—হীন জন গ্রায়

কার্য ফল বারিবারে !

সতি, সতি,—

তুই রে সর্ব্বম মোর !

(সতীর প্রবেশ)

সতী। ডাকিলে কি ভূতনাথ ?

মহা। না না, হইয়াছে যোগের সময়—

বাব আমি যোগাসনে ।

সতী। হে নারদ,

এতদিনে পিতার কি পড়িয়াছে মনে

হুঃখিনী তনয়া ব'লে ?

এসেছি কৈলাসপুরে বিবাহের দিনে,

সে অবধি তব্ব নাহি মোর ।

বসি এই বিজন প্রবেশে,

নাহি প্রতিবাসী, নাহি পুরজন—

কিহি কত বিরলে বসিয়ে

হৃদয় জননী বরি,

হে নারদ, দক্ষপুরে কুশল সকলই ?

নার। মাতা, আসিরাছি বন্দীতে চরণ ।

মহা। সতী, গৃহকার্য্য হয়েছে তোমার ?

সতী। কহ সত্য নারদ, আমার,—

দক্ষপুরে কুশল সকলই ?

নার। দক্ষপুরে সকলই দক্ষ ।

সতী। তবে আসিতেছ পিত্রালয় হ'তে ?—

মার্জনা কি করেছেন পিতা মোরে ?

মহা। সতী, ভুলিবে কি প্রজাপতি—

বরিরাজ ভিখারী ভাঙড়ে ?

সতী। পিতা মম নহে ত তেমন.

বড় কৃপা তাঁর মম প্রতি ।

সুধাই নারদ,—ভুলেছেন অপরাধ ?

এস, শ্রবণ অন্তঃপুরে,

ওনিব সকল কথা !

নার। মাতা, আছে কার্য্য,

অন্তদিন আসিব কৈলাসে ।

সতী। কি বিশেষ প্রয়োজন হেন ?

নার। না, না, নহে কোন বিশেষ কারণ ।

সতী। এস তবে অন্তঃপুরে ।

নার। মাতা, যেতে হবে বহুদূর ।

সতী। সত্য মোরে বল, শ্রবিরাজ,

বুঝি মম পিতার নিবেধ

আসিতে কৈলাসপুরী,—

ব্যস্ত তুমি সে হেতু বাইতে ?

বল সত্য, পিতার কি মানা ?

কতাদান অপমান ঘোচে নি কি তাঁর ?

নার। না, না, একি কথা ?

সতী। সত্য কহ ;

নহে, দক্ষাগরে আপনি বাইব,

সুধাব পিতার,

কি বা হেন হোয়ী তাঁর পায়—

তনয়্য দেন জলাঞ্জলি ?

স্বয়ংবরে বাছিয়া লইছ পতি,—

নহি অন্ত অপরাধী ।

বল সত্য—

সুখে রবে মম আশীর্ব্বাদে ;

করি মানা, কর না বকনা ।

নার। কি বা নাহি জান মাতা, অকথ্যাবী তুমি ?

কহিতে না বুঝার বচন মম ।

ভোলানাথ পড়িছ সঘটে ।

হী। এস,
একু কি করে মানা কহিতে বারতা
এস আমি,
অন্তথা না কর বাক্য মোর ।

[সত্য ও নারদের প্রস্থান ।

হী। কার্য কারণের হৃদ্য কে করিবে ছেদ ?

কালে,
কত হ'ল, কত গেল, দক্ষ প্রজাপতি ।
সমভারে সৃষ্টি স্থিতি লয়, চিরদিন হয়,—
ভাবান্তর কত নাহি তাহে ।
তপ—তপ—তপ—
কত কৃষ্টি স্থাপন সময়
তপ কৈল তিনজনে ;
কতই দেখিছ—কতই শিখিছ
তবু মায়া না টুটিল ।
এই শিব—এই পুনঃ শব,
এই সৃষ্টি, সৃষ্টির বিপ্লব—
এ মায়া বুঝিয়ে কেবা বুঝে ?
কারণে কলিবে ফল,
জেনে শুনে অন্তর বিকল ;
চাহি কার্য্য করিতে বারণ ।
মহাশক্তি-মায়া কে বা করে দূর ?
মৃত্যুঞ্জয়—সহিতে অনন্ত হুঃখ !
সতি, সতি,—
বৈধে ডুরি মজালি আমারে ।
সম্মানীয়ে কেন রে করিলি গৃহী ?

[প্রস্থান ।

(নারদ ও সত্যের প্রবেশ)

সত্য। দেবদেব, যাব আমি পিত্রালয়ে ;—
কোথা মহাদেব ।

নার। মা গো,
বজ্রের সংবাদ দিতে মান্ন ছিল মোরে,
বলেছি তোমারে ;—
ডরে কাঁপে কার্য্যদেবি,
কি করেন দিগম্বর তুমি ।

সত্য। নাহি ভয়, কি দোষ তোমার ?
কর উপকার—
নিরে বাও পিত্রালয়ে মোরে ;—
আসিব এক্ষণে কহি ।

অহঙ্কারে দক্ষ কি করে দক্ষ

সত্য। হে নারদ, আমি তিথ্যার নায়ী—

মান অপমান কিবা মম ?
যার মানে মানী আমি,
তার মান টুটিবে ভুবন-মাঝে,
মানে কিংবা কার্য্য মোর ?
রহি একা বিজন শিখরে !
নাহি প্রতিবাদী, দাস-দাসী, পুরজন ;
বহুল বসন, কড়াক ভূষণ —
খেদ তাহে নাহি করি,
হেরি জিগুরারি আশন পাসরি ।
পতি-প্রেম অতুল ঐশ্বর্য্য মোর !
তার অপমান,—
রাখিব এ প্রাণ, মনে নাহি দেহ স্থান ।
আহা, অবিরোধী ভূতনাথ,
নাচে গায় প্রমথের সনে,
অভিমান নাহি মনে ;
আশুতোষ নাহি জানে রোষ,
শত দোষ করিলে চরণে ।
“হর—হর—হর” বেই বলে মুখে
মহামুখে কোল দেয় তারে ;
ভুট তারে কষ্ট কহে বেই ।—
জিজ্ঞাসিব পিতার সদনে,
কোন্ দোষে দোষী দিগম্বর ।
স্বরংঘরে বরিলাম আমি,
শিবের কি দোষ তাহে ?
হে নারদ, কৃষ্ণে জনম মম ।
আমা লাগি, পতি সনে পিতার বিরোধ,
এ বিবাদ না ঘুচিবে জীবিত প্রাকৃতিতে !
কি সূত্রে এ জীবন ধরিব ?
জন্মিলাম পতি-অপমান হেই ।

[প্রস্থান

নার। মা গো, রেখো পায় দীন জনে ;—
বহি আসে কারণ-সলিলে

[নারদের প্রস্থান

(নন্দী ও ভূদীর প্রবেশ)

ভূদী । কহ নন্দী, কহ সবিশেষ,
কি ভাবে ভবেশে হেরি ?
কতমুখি নেহারি নিহরি !
হের, ভক্তি কৈলাসপুরী ;
নাহি শিক-ভয়-নিমাদ,
ববব নাহি বলে পাগে ভোলা,
রজত-শিখর কুণ্ডলিকারিত যেন ।
ভরে শিরে জাক্বী-সলিল
নাহি করে কুল কুল ধ্বনি ;
কনিগণে নাহি ভাজে খাঁস,
বিভাবন্ত ভয়-মোখে লুকারিত ।
শঙ্কর নারিহু চাহিতে বদন পানে ।
প্রণমি চরণে পলায়ে আইহু জায়ে,—
ভাল মন না বলিল ভোলা ;
'ভূদী' বলি ডাকিল না মোরে ;
ভাই, কীদে প্রাণ,—
ভোলা নাহি আদর করিল ।

নন্দী । কহি শুন, দেখিহু বা আজি,—
কুখার আকুল সেলেম মারের কাছে,
দেখিহু কুটীরে,
অনেক যোগিনী সনে কথা কন মাতা ।
কহে অপূর্ণ যোগিনী ;—
তনি বাণী ভক্তি হইহু ।
কহে অপূর্ণ যোগিনী—
“মা, আমায়ে কত দিনে করিবি সঙ্গিনী ?
বকালরে কেন য়েবে এলি ?”
ব্যগ্র হ'রে বুঝাইলা মাতা,—
“অন্নদিন—অন্নদিন বাছা,
বাব আমি যেনকার ঘরে ।
নিভা পুখে যেনকা আমার,
তথা ভুই হইবি সঙ্গিনী ।
কৈলাসে আনিব তোয়ে ।”
ক্ষিপ্তপ্রাণ—
মাতার চরণে কীদিয়া লুটিহু
পা ছ'বানি ধরিয়া কহিহু,
“মা, তোমায়ে বাইতে না দিব ।”
হাসি মাতা
চিবুক ধরিয়ে আদরে কহিল মোয়ে,
“কেন নন্দী, কোথা বাব আমি ?”

দেখি চেয়ে নাহি সে যোগিনী,
হতবাকী, বাকী না বুঝিহু কিছু ।
কীদি নিভা, তোরে নাহি কহি ।
বাবার এ ভাব—মা কহে ‘বাইব’ ;
বল, ভূদী, কেমনে রহি—মারা ?
ভূতগণে চরণে কে দিবে স্থান ?
ভূদী । আর, দৌহে মিলি করিব সে
শক্তি গুণ-গান ;
নাচিতে নাচিতে বাবা, আসিবে এখনি ।
নন্দী । কণ্ঠে মম স্বর না বুঝায় ;
হতাপে শুকার প্রাণ ।
ভূদী । চল তবে যাই ভাই, মারের সমনে ;
কৈদে বলি “বেণু না জননি !”
চল, মাকে নিরে বাই বাবার নিকটে ;
হাসিমুখ বাবার দেখিব ।
নন্দী । ছ'কথায় ভুলাবে জননী ।
কতবার কত কথা ভাবিলাম মনে ;
মা'র কাছে গেলে ভুলে যাই ।
ভূদী । ভাঙ বেয়ে বাস ভুলে ভুই ;
আমি খুব ঈহিতে পারিব ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(মহামেঘ ও সতীর প্রবেশ)

সতী । পিতালরে বাব, ভোলানাথ,
দেহ মোরে পাঠাইরে ।
বজ্র তথা—শুনিহু নারদ-মুখে ।
অচক্ষে দেখেছ প্রভু, আসিবার দিনে
গলে ধ'রে কত বোর কৈয়েছ জননী ।
আজও তনি, কত কীদে বোর তরে ;
আমায়ে না হেরে,
ছ'নয়নে শত ধারা বহে ;
মা আমায়ে কত ভালবাসে ।
ভাবি দিন, বাব মা'রে দেখিবারে ;
নিভা ভাবি, বলি হে তোমায়ে,
জায়ে নহে সরে তার ।
দেখ আস্তোষ !
কত দিন আছি এ কৈলাসে ।

মহা । এ কি কথা কহ সতি ?
পিতালরে কেমনে বাইবে ?
বজ্র তথা, নিমগ্ন নাহিক কৈলাসে ;

আত্মাষে বৃষ্টিত,
সমারোহ মম অপমান হেতু ।
তুনি, তপে তুই হরি
চক্রে ধরি, রাখিবেন যজ্ঞ তাঁর ;
যজ্ঞহুতি বিধাতার ভার ;
ত্রিসংসার শিবে যজ্ঞভাগ নাহি দিবে ।
আমি হে ভিখারী,
তুমি ভিখারীর নারী ;
হেন যজ্ঞে কেন বা বাইবে ?
অপমান হবে ;
নহে—পিত্রালয়ে বেতে নাহি করি মানা ।

তী । প্রভু, ত্রিসংসারে তব অপমান,
যজ্ঞভাগ না দিবে তোমারে ;
তবে কেন ভাব মম অপমান হেতু ?
নাথ, তব মানে মানী—
তোমা বিনা এ সংসারে নাহি জানি ;
নহি ভিখারিণী —
রাজরাজী কেবা মম সম ?
পতি-প্রেম ঐশ্বর্য আমার ।
নাথ-অনকতবন,
পঞ্চানন, তাহে অপমান কিবা ?
বিনা আত্মানে কি বা বাধে ?

মহা । পতি-প্রাণা সতী তুমি সর্বত্র আমার ।
অহঙ্কারে দক্ষরাজ কত কথা ক'বে,
অভিমানী প্রাণে নাহি সবে তোর ।
করি মানা, সেও না—যেও না,
কেন হরে কীদাইবি ?
তোরই তরে অট্টা ধরি শিরে,
তব মাখি তোর প্রেমের
নাহি যোগ বাগ, নাহি তপ ধ্যান,—
ধ্যান, জ্ঞান, সকলই আমার তুমি,
শূন্য ত্রিসংসার তুমি হ'লে অদর্শন ।

সতী । যজ্ঞ হেন্নি আসিব কিরিরে ;
তথাব জনকে, কিবা তব অপরাধ ।
যদি ভিখারিণী, তবু কড়া তাঁর,
কেন মোরে অনাদর ?
কেন ভিনলোক-মাঝে
অপমান করেন তোমার ?
সেহে মম জনক তুলিবে,
যজ্ঞভাগ দিবে,

নিমন্ত্রণ আসিবে কৈলাসে ।
যাব,—প্রভু, না কর নিষেধ ।
মহা । সতি,
কে বা শক্তি ধরে—অপমান করে মোরে ?
তুমি প্রাণ, তুমি মান অপমান,
ভোলায় সর্বত্র তুই সতি ।
ভাল হ'ল, ঘুটিল অজ্ঞান,—
না হবে বাইতে যজ্ঞভাগ লতে আর ।
ভাল হ'ল, গেল তবে শিবস্ব আমার ।
তোরে ল'য়ে নিশ্চিন্ত রহিব,
যোগ বাগ সকলই ছাড়িব,
তোরে ল'য়ে নিশ্চিন্তে করিব কেলি ;
বিশ্ব-হিত-ধানে না রহিতে হবে আর ।
বিজন কৈলাসে—তুমি রাজী আমি রাজা,
লীলায় আনন্দে রব ।

সতী । তুমি মাধে কি ভিখারী ?
বিশ্বকার্য্যে কেমনে রহিবে,
ভাঙপানে মন তব ।
হোক মেনে, বিশ্বনাথ,
কথা শুনিবারে ভালবাসি ।
দিবানিশি রবে মম পাশে,—
ভূত ল'য়ে কে নাচিবে ?
দেখেছি, দেখেছি,
রয়েছি কৈলাসে আমি,
নূতন ত নহে আজি ।
বতক্ষণ রহ মোর পাশে,
সদা অন্তমন,
ভাব, কতক্ষণে বাইবে ভূতের দলে ;
কুতূহলে নৃত্য হবে—হবে ভাঙপান ।

মহা । সতি, অনামন—নাহি কি কারণ ?
কেন তুমি বল, তবে দক্ষালয়ে বাবে ?

সতী । প্রভু, কতি কি বা নাহি জানি ।
চিরদিন আলস্ত তোমার ;
নারী হ'রে দিতে পারি যদি যজ্ঞভাগ,
অমত কি তব ভার ?

মহা । সতি, নিত্য সুখই তোমার,
ছাড়িবে না কভু মোরে ?
নিত্য কহ "ছাড়িব না ।"
তবু মন নাহি বুকে ;
আজি ছেড়ে বেতে চাও—

কেন পাগলে কাঁদাও ?

গেলে তুমি আসিবে না আর।

সতী। কেন নাথ !

তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি ?

যজ্ঞ চেরি আসিব কিরিয়ে ;

অন্ত কেন ভাব, প্রভু ?

বাই নাথ, ক'র না নিবেধ।

মহা। বাবে যদি কি হেতু সুখাও মোরে ?

কর যে বা অভিকৃতি।

সতী। প্রভু, নাহি কর রোব,

মানা নাহি কর যজ্ঞে যেতে,

— বল “বাও যজ্ঞালয়ে।”

মহা। কহি তোরে,

অন্তর শিহরে যজ্ঞ-কথা মনে হ'লে,

পতি-অপমানে নিশ্চয় তাজিব প্রাণ।

সতী। প্রভু, প্রাণ মম কঠিন পাষণ হ'তে,

নহে, ত্রিসংসারে তব অপমান-

ছার প্রাণ এখনও রেখেছি ?

সতী নাম কেন দিল মাতা ?

পতি-ভক্তি এই কি আমার ?

যজ্ঞে যেতে মানা নাহি কর যোরে,

যদি তব পদে থাকে মতি,

দেখিব কেমনে,

ত্রিসংসার মিলি, হয়ে করে অপমান।

আজ্ঞা দেহ, বাব দক্ষপরে।

মহা। সতি, যেতে নাহি দিব তোরে।

সতী। কহি সত্য,

অন্ন-জল তাজিব কৈলাসে।

মহা। অন্ন-পানি খাও বা না খাও,

কোন মতে বাইতে না দিব।

সতী। তন, ভোলানাথ, মহা দম্ব হবে আজি।

বাব, হাসি মুখে কল্পব বিদার।

মহা। হাসিমুখ রাখ নাই তুমি।

ইচ্ছা যদি বাও।

আমি নাহি বাইতে না দিব।

সতী। নাথ।

ধরি পায়, ক'র না নিবেদ।

মহা। ইচ্ছা বাও, মোরে না সুখাও।

চ'লে বাই, হ'ল আসি খাসের সময়।

(প্রবাসনোদ্যত)

(সতীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কালী-মূর্তির আবির্ভাব)

এ কি ভয়ঙ্করী কল্যাণময়ী,

লোল-জিহ্বা কবির-মুগ্ধ,

গলিত-কবির-মুগ্ধমালা গলে বিলম্বিত,

মহামুগ করে, রক্ত-প্রোক্ত করে,

খজা ধারে ভাসে রক্তধারে ;

রক্তোৎপল বিভূষ দক্ষিণে !

বিবসনা বিকট-দশনা জিনরনা ;

চন্দ্রখণ্ড শোভে ডালে !

কোথা বাব—কোথার পলাব ?

(পলায়নোদ্যত)

(তারা-মূর্তির আবির্ভাব)

আহি ! আহি !

কে রে নব-নীরদ-বরণী ?

উজ্জ্বল বিভূষিত কণী,

লছোদরা বাবাধরা ঘোমাননা !

পঞ্চ অর্ধ-চন্দ্র শোভে ডালে,

অগ্নি করে জিনরনে,

মুগ্ধমালালিনী চকুতু'জা ;

মুগ্ধ খজা ধর্মর কমল সাজে !

রাধ পায়, সত্যর মহেশ !

কোথা বাব ? কেমনে পলাব ?

(পলায়নোদ্যত)

(ষোড়শী-মূর্তির আবির্ভাব)

পঞ্চ প্রেতপরে কে বামা বিহরে ?

রক্ত-বর্ণা, জিনরনা, শশিচূড়া ;

চকুতু'জা পাশাচূর্ণ ধরুণের,

এলোকেশী ভর বাসি হেরি।

(পলায়নোদ্যত)

(ভুবনেশ্বরী-মূর্তির আবির্ভাব)

অমূল্য-আসনা, জিনরনা,

রত্নরাজী-বিভূষণা ;

রক্তবর্ণা,

চকুতু'জা পাশাচূর্ণ-বহ্নাতর !

কৃপা কর পাগল ভোলায়ে।

কোথা বাব কেমনে পলাব ?

(পলায়নোদ্যত)

(তৈরবী-মূর্তির আবির্ভাব)

অকমালা পুঁথি বরাভর,
শোভিত মৃণাল চারি ভূজে,
ব্রহ্মবর্ণ অমল কমলে,
মুণ্ডমালা দলদল দোলে,
মনিময় হার সনে !
এলোকেনী কে গো তরুতরী ?
রাখ গো পাগল ভোলা ।

(পলারনোদ্যত)

(ছিন্নমস্তা-মূর্তির আবির্ভাব)

ছিন্নমস্তা, ত্রিধারে কথির করে ;
ছুই ধারে পিইছে যোগিনী,
উলকিনী ছিন্নমুখে রক্ত ধার ;
চত্র সূর্য্য বহি জিন্নমনে,
শিশুশশী শিহরে কপাল-দেশে !
কে রে ভীমা রক্তোৎপল-কার
বিপরীত রতি দলি পার,
হরে ভয় দেখাও আসিয়ে ?

(পলারনোদ্যত)

(ধূমাবতী-মূর্তির আবির্ভাব)

ঘোর ধূমবর্ণী বুদ্ধা কাকধ্বজ রথে,
বিস্তার-বদনা, পতিহীনা,
জুধার আকুলা বিভীষণা ;
কুলা করে, কাঁপে অস্ত্র কর !
আহি, ব্রাহ্মি—
রক্ষা কর দিগম্বরে !

(পলারনোদ্যত)

(বগলামুখী-মূর্তির আবির্ভাব)

শশাঙ্ক-শেখরী, জিন্নরনা,
রক্ত-সিংহাসনে,
পীত-বজ্রা, পীতবর্ণা কে রে বামা ?
কে রে তরুতরী,
জিহ্বা ধরি' অন্তরে মুলগরে বধ ?
শকার আকুল প্রাণ মোর ।

(পলারনোদ্যত)

(মাতঙ্গীমূর্তির আবির্ভাব)

রক্ত-পদ্ম-ভ্রামা,
কর পদ্ম থকল চর পাশাকুল শোভে ;

বিধুমোলি জিনেজা,

অনল করে তাহে !

রাখ হরে রাধা পার ।

(পলারনোদ্যত)

(মহালক্ষ্মী-মূর্তির আবির্ভাব)

স্বর্ণ-বর্ণা নলিনী-আসনা,
পদ্ম-ঘর বরাভর-কর ;
চতুর্দন্ত খেত মত্তকরী,
চারিদিকে রত্ন-বট ধরি'
অমৃত বরষে শিরে,
হেরি' অন্তর শিহরে ;
অপাঙ্গে নেহার বামা !

মহালক্ষ্মী । বার তরে একাৰ্ণবে শক্তির সাধন,
ভার কথা করি অবতন—

কোথা বাও, মহেশ্বর ?

মহা । সতি, সতি !

কবে তোরে করিয়াছি অবতন ?

(মহালক্ষ্মী-মূর্তির অন্তর্দ্বার ও সতীর প্রবেশ)

এ কি ! কোথা বামা নলিনী-বাসিনী ?

সতি, সতি, কোথা ছিলে এককণ ?

হার, ফুটিয়ে না ফুটে আঁখি মোর ;

মারা-ঘোর কেমনে ছেদিব ?

মহামায়া আপনি করিছে ছল !

সতি, নিবেদ না করি আর,

বাও পিত্রালয়ে ;

কিন্তু, ভুল না—ভুল না ডাঙড়ে ।

তব অদর্শনে,

খেপা তোর আকুল হইবে ।

কি কহিব আর,

অন্তরের সার তুমি মম ।

তোমা বিনা শব আসি ।

সতী । নাথ, কেন এত মিনতি দাসীরে ?

তব আত্মাকারী,

বহিতে কি পারি তোমা ছাড়ি ?

কেন তাব, ভোলানাথ !

ভব পম্প্রীতা চিরদিন ।

মহা । আর ভুলাও না—আর ভুলিব না ।

সতি, তোমা বিনা পলকে প্রেমের জ্ঞান !

সতি, একান্ত কি ছেড়ে যাবি ?

সতী। হাসিমুখে আদেশ, মহেশ।
মহা। এস প্রিয়ে, মনে রেখ ভিখারীরে।
নন্দি, নন্দি।

(নন্দীর প্রবেশ)

সতী। কি আদেশ, দেবদেব।
মহা। ও রে সতী বাবে কৈলাস ছাড়িয়ে;
আন রথ সাজাইয়ে।
সতী। বাবা, পায়ে ধরি, বাইতে দিও না,
মা গেলে, মা ফিরিবে না আর।
ও মা, বাস্‌ নে গো ভূতগণে কলে।

(ভূদীর প্রবেশ)

ভূদী। নন্দি, পায়ে ধর ভুলে বাস্‌ তুই,
মাকে যেতে দিস্‌ নে কখন
ভূতগণে আদরে কে অন্ন-দেবে?
সতী। ও মা, কোথা যাবি?
গেলে তুই আর না ফিরিবি,
বলেছিস্‌ যোগিনীরে,—
বর্কণে তুনেছি আমি।

ও মা,
হও না নিদ্রা কুৎসিত তনয়গণে।
ও মা, তোমা বিনা,
আঁধার কৈলাসে কে রবে জননি, বল?
বাবা আকুল হইবে, কে তারে বুঝাবে?
কেন গো নিচুর হলি?
ও মা, “মা” ব’লে ডাকিব কা’রে বল?
ও গো, কারে ডেকে জুড়াব জনরহুল?
ও মা,

ভূতদলে পুত্র ব’লে কেবা মুখ চাবে?

সতী। কেন নন্দি কেন ভূদি, ভাব অকারণ?
বাদ্যদ্রব্য কত, এনে দিব নিজালয় হ’তে।

ভূদী। মা, ভূলাতে নারিবে;
ছেড়ে যাবে, তাই কর ছাড়া।
মা, মা, ক’র না গো কৈলাস আঁধার।

সতী। দেখ নন্দি, দেখ ভূদি,
মহারাজ হবে, তাই বাই;
তোরা সব বাবি,
নন্দি, তুই সঙ্গে বাবি,
কি হেতু কামিস্‌ আর?
আমি রথ।

[সতীর প্রস্থান।]

ভূদি, বাবা, কেবল মাক’ আর।

ভূদী। বাবা বাবে?
সতী। বাবে।
ভূদী। বাবা, মা কি বাবে তবে?
মহা। ভূদি, রাখিতে নারিবি।

সতি, মনে হয়,
বুঝি বিশ্ব নয় এখনি হইবে।
অন্তরে আমার মহা হাহাকার-ধ্বনি।
স্বপ্নপথে টলেছে আসন তোর;
বল কোন দোষে দোষী?
কেন ছেড়ে যাবে,
কেন হে ভাসাবে মোরে?
ভাবি মনে,
কুঙ্গকোট হ’রে ধাক্কা তোরে গয়ে,
শিবঘের হেতু দ্বন্দ্ব নাহি বাধে আর।
সতি, তোর আনন্দ-মুরতি,
নয়নের ভাতি মোর;
সে আলো নিভাবে কেন বল?
আর কি কৈলাসপুরে রব,
আর কি সংসারপানে চাব,
বিষের কল্যাণে আর কি বসিব ধানে?
জানিহারি তোমারে হারাই যদি।

(নন্দীর প্রবেশ)

সতী। সাজিয়ে এনেছি রথ।
ভূদী। রহ আগুলিয়া পথ;
বাবা কাদে, মাকে ছেড়ে নাহি দিব।
সতী। নাথ, হাসি-মুখে বল “এস”
তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি?
ত্রিপুরারি!
আমি আশ্রয়বিহীন তোমা বিনা।
মহা। নন্দি, যা রে সাবধানে;
শিব-হীন বজ্র হৃদয়পুত্র,
সতী মানা না মানিবে;
বজ্রহলে যাবে,
কত লোকে কত কথা কবে,
সবে কি কোমল প্রাণে?
যদি কেহ কুভাবে আমার,
কষ্ট তুমি নহি হও তার,
তুই করো মিষ্ট ভাবে।

নক্ষি, বাঁকা হর, নিখার না কর,
সতীরে এস রে ধরে।
দক্ষ কত কবে কুবচন;
বহি সতী হর উচাটন,
প্রবোধিঃ নিরে এম রণে ক'রে।
নক্ষি, কি বলিষ আর,
সতীরে আহার—
কোন মতে আনিবে কৈলাসে;
ওরে, রহিলাম পথপানে চেয়ে।
সতি, সতি, এস তবে প্রাণেশ্বর;
ভুল না তোলায়ে।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক।

—:—:—

প্রথম গর্তাঙ্ক।

—*—

কক্ষ।

(দক্ষ)

দক্ষ। আপদান পূর্ণ-মাত্রা হবে প্রতিপোধ।
আরে রে অবোধ,—আরে রে ভাঙড়,
শূল লয়ে কর ভারি-ভুরি।
ভাব সংহারের ভার তব ?
সে দস্ত ঘুটিবে,
স্বষ্টি হবে সংহার বিহনে।
কিন্তু মম চিন্তা নাহি হয় দূর ?
বিদ্য কে করিবে ?
আপনি আসিবে বিষ্ণু বজ্ররক্ষা হেতু,
প্রতিশ্রুত মোর ঠাই।
তিনলোক পক্ষ মম, বজ্রে হবে উপস্থিত,
একা শিব কি বাদ সাধিবে ?
না না, তবু চিন্তা নাহি হয় দূর।
হেয় প্রাণ, এখনও সতীরে পড়ে মনে।
আগে বজ্র হ'ক সমাধান,
কভার মমতা, যদি না পারি ছেদিতে,
কুবচন প্রাণশক্তি মোর।

দেব বহিঃস্থ,
বজ্র করি মুক্তানিবারণ-হেতু,
মৃত্যু চিন্তা করি পুনঃ আপনার।
অনাচার নিবারণে মৃত্যু না রহিবে,
প্রমোদিত সহজে হইবে।
মুক্তিতে না হেরি কোন অশুভ ঘটনা;
কিন্তু তবু না ঘুচে ভাবনা,
তপোবল অধিক ভাষার,
তপোবল নাহি কি আমার।
(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ।
মাসিতেছে বজ্রস্থানে নিমন্ত্রিতগণে।

দক্ষ। কহ মন্ত্রিগণে,
যের সবে বধাধোয়া স্থান।

[দূতের প্রস্থান।]

কিন্তু যদি এ বজ্র না হয় সমাধান,
অপমান রাখিতে নাহিক স্থান।

(ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রবেশ)

প্রণাম চরণে তাত,
প্রণমি হে চক্রপাণি,
কি কহিব কত কুপা তব,
মহাকার্য উদ্ধারিব প্রণামে-তোমার।

বিষ্ণু। দক্ষরাজ, বজ্ররক্ষা করিব তোমার,
বাঁকা মম হবে না অস্ত্রখা।
কিন্তু,
প্রজার স্থাপন যদি উদ্দেশ্য তোমার,
শিবে কেন নাহি দেহ বজ্রভাগ ?
শিব বিনা বজ্র পূর্ণ নাহি তবে।

দক্ষ। বজ্র পূর্ণ হয় বা না হয়,
এ কথা নিশ্চয়, শিবে ভাগ নাহি দিব।
আশ্বাস দিবেছ মোরে, ওহে বজ্রেশ্বর !
বজ্র রক্ষা আপনি করিবে।
তাহে যদি অমত তোমার,
অসীকার যদি নাহি পাল,
বজ্রে তাহে নাহি দিব ক্ষমা;
কর দেব বধা রুচি তব।

বিষ্ণু। বজ্ররক্ষা অবশ্য করিব,
বাঁকা মম হবে না খণ্ডন;
কিন্তু প্রয়োজন বুঝিতে না পারি।

প্রজার বর্জন,
কিবা শিব-অপমান মনোগত ভব ?
এক বজ্রে দুই কল কতু না সম্ভবে ।

দক্ষ । যুক্তির সময় আর কোথা চক্রপাণি ?
হইরাছি অগ্রসর,
তিন পুর সমাগত নিমন্ত্রণে ;
ফিরিতে না পারি আর ।
বজ্র-ফলে প্রজা-রক্ষা যদি নাহি হয়,
অনাচার নিবারণ হইবে নিশ্চয় ;
শিব-ভর না রহিবে লোকে ।
হরেছে সময় যেতে হবে বজ্রফলে ;
যদি হয় অভিমত,
আসিবেন বজ্র-অংশ হেতু ।

[দক্ষের প্রস্থান ।

ব্রহ্মা । কহ হরি, কি উপায় করি ?
দেখিলে ত কোন মতে দক্ষ না বুঝিবে ?
মহাশ্রমের ঘটবে,
না হইবে নিবারণ ;
চক্রী ভূমি, তব চক্র বুঝিতে না পারি ।
আসিরাছ বজ্রের রক্ষণে,
হর হরি হৃদে বিশ্ব অবশ্য মজিবে ।

বিষ্ণু । হে বিরিকি,
বুঝিরা না বুঝ কি কারণ ?
হৃদ্য কার সনে !
হর-হরি এক আত্মা যেন চিরদিন ।
দক্ষবজ্রে জ্বৈলোকো দেখাব,—
শিবদেবী মূঢ় বেই জন,
মম শক্তি নহে কদাচন
রক্ষিতে সে ভ্রূয়াচারে ।
তিন লোক করিলে সহায়,
ত্রিপুরারি অরি যদি হয়,
কোন মতে রক্ষা নাহি তার !
ত্রিসংসার এ তত্ত্ব বুঝিবে,
পূজা দিবে মঙ্গল আলয় শিবে ;
সৃষ্টি হবে মঙ্গল-আলয় ।
বজ্র ছারখার,
অমঙ্গল একজ্রে সংহার,
অহংকার বিদলিত ;
দক্ষ বজ্রে মহা প্রয়োজন ;
হবে মহামার ছারখার ত্রিলোকে ।

শিবদেবী প্রজাপতি,
ধ্বংসে বিনা উন্নতি না হয় ;
চল বজ্রে হই অধিষ্ঠান ।

ব্রহ্মা । মম সৃষ্টি-ভার, পালন তোমার হরি ।
বিষ্ণু । কার ভার পদ্ব্যধিনি !

ভার যার—আসিতেছে সেই ।
শুন, রথচক্র গভীর গরজে
আসিছেন মহামারী ।
চল বজ্রস্থানে,
দেখিব নরনে কি রূপ মায়ের আজি ।
রাদ্ধা পদে রাদ্ধা জ্বা কিবা সাজে,
ভক্ত মন্দী দেছে উপহার ;
ভাণ্ডারের সার অলঙ্কার,
কুণ্ডল দিগেছে বহুতে সাজায়ে মারে ;
সফল জনম তার ।

দেখিছ কৈলাসে,
আহা, কিবা রূপ ধ্যানাতীত !
মায়ের চরণ তলে বাচিছ অভয় ।
অতরা না অভয় দানিলে
শিবহীন বজ্রে হব কেমনে উদয় ।
নাহি ভয়,
মায়ের কৃপার সকলই হইবে শুভ ।

ব্রহ্মা । হবে যে বা জননীর মনে ।
আবাসিত আছি আমি দৈববাণী শুনে ।
তত্ত্বভাগ করিবেন মাতা ;
প্রোদে হবে সৃষ্টির বন্ধন ।

বিষ্ণু । অকারণ শব্দ কি বা তব ?

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

—:—

অন্তঃপুর ।

(ভৃগুপত্নী আসীনা, সতীর প্রবেশ)

ভৃগুপত্নী । এস, এস, দেখে পো প্রহতি !
সতী তোর সেজে এস ।
হরি, হরি, কি বা রূপ হরি,
কে বলে পো ভিখারীর নারী ।
কি বা অলঙ্কার,

যেখানে বা সাধে, দিচ্ছে আনাই তোর,
রূপে করে দক্ষসুখী আলো ।।

(প্রস্থতির প্রবেশ)

প্রস্থতি । ঠেক সতী, ঠেক সতী মা আমার !

ও গো স্বর্ণগতা কালী হয়ে গেছে,
বুঝি স্বপ্ন কলে গো আমার !

ও মা, মা আমার

ও মা, স্বপ্নে তোরে দেখিরাছি কালী,
কালী হ'রে দাঁড়ালি মা এসে !

স্বপ্নে সতী ছেড়ে গেছে মোরে,

ও মা, মাঝেরে কি ছেড়ে যাবি ?

আমি হুঃখিনী জননী তোর,

মা ব'লে কি রাখিবি গো মনে ?

তুমি চতুর্দ্ব-মুখে,

শক্তিরূপা সনাতনী তুমি ।

ওমা তুমি যে হও—সে হও,

দশ মাস ধরেছি জঠরে তোরে,

মার মনে দিস্ নে মা ব্যথা ?

সতী ওমা, আইছ না । নন্দা । না,

তাই ত গো হ'ল দেখা !

ওগো সাধে কি হয়েছি কালী !

ওমা, হুহিতা তোমার,

পতি বিনা নাহি জানে আর ;

ত্রিঙ্গারে অপমান তাঁর,

তুমিছ নারদ মুখে ;

ভেবে কালী হয়েছি জননী ।

ও মা, অবিরোধী পতি মোর,

সংসার বৈভব বিলায়ে সবারে,

পতি মোর হয়েছি ভিখারী,

এই কি মা অপরাধ তাঁর ?

সমুদ্র-মহনে,

সুখা সনে রতন উঠিল কত,

বাটি নিল দেবগণে মিলি,

দিগন্তর গরলের ভাঙ্গি ।

পিতার আদেশে,

বার পানে পরান ধাইল—

মালা বিছ তার গণে ।

পত্নী হেতু দেবদেব হত মান,

তবু তাহে তিল নাহি গণে ;

কতু মোরে কুবচন নাহি কহে ।

আন্তর্য্য, কতু নাহি রোধ ;

দিক্ প্রাণ, হেন পতি বানহীন ।

ও মা, ধরি পার, করি গো নিবতি,—

কহ গো জনকে মোর,

তনয়ারে রাখিবারে পার,

বজ্রভাণ দিতে বল হয়ে ।

প্রস্থতি । হার সতী, অভাগিনী আমি !

রাজা নাহি শুনিবে বচন,

বিরিকির বাক্য অবহেলে ;

বধিবে আমাচ, যদি কথা আনি যুখে ।

ও মা, কি কব গো আর,

মানা যোরে তব নিতে তোর,

নাহি মারা নৃপতির মনে,

কুবচন সহি কত ;

কি কব গো বন্দী আমি পুরে,

ও মা, বড় অভাগিনী আমি ।

সতী । তবে আমি বাব পিতার সদনে ।

প্রস্থতি মানা করি বাসু নে গো সতী,

তো . . . হেরে দ্বিগুণ বাড়িবে ক্রোধ,

কত কটু কবে.

নাহি সবে তোর—বড় অভিমानी তুই ।

ও মা,

মমতা ছেদিয়া অগন করেছে প্রাণ !

সতী । কৃপাহীন মম প্রতি পিতা কতু নন ;

শীর্ণকার দেখিয়া আমার,

মায়া মনেইবে তাঁর ;

কৈলাসে গো যাবে নিমন্ত্রণ,

পতি সনে মিটিবে বিবাদ !

প্রস্থতি । ও মা, একে আর হবে তার ;

ও গো বড় নিদারুণ,

দ্বিগুণ জলিবে ক্রোধ ।

সতী । কেন ভাব মা আমার,

বড় রেহ তাঁর,

ভুলিতে মা নারিবেন মোরে ;

যাব ধজে মানা নাহি কর ।

প্রস্থতি । ওগো, বুঝি বুঝি—

ভেদেছে কপাল মোর ।

বজ্রসম বাণী সবে না মা, তোর প্রাণে ;

পতিপ্রাণা, পতি নিষা তুমি—

অভাগিনী ক'কি দিবি ।

সতী । মা গো,

কি কল এ ছায় প্রাণ রাখি ?

যাব বজ্র, কহিব জনকে

ভিখারীয়ে করিতে বঞ্চনা

কেন হেন আরোজন ?

ও মা ভিখারিণী—বাইতে ত নাহি মানা ?

ভিক্ষা মেগে লব বজ্রভাঙ্গ,

নহে মাতা পরাণ ত্যজিব ;

অলক্ষণ, স্বামীর, কণ্টক আমি ।

প্রস্থতি । ও মা,—ও মা,

আমি তো শো নহি অপরাধী,—

কেন শেল দিবে যাবি বুকে ?

সতী । ও মা, কড়া আমি,

নীতিবাণী সুধাই তোমার,—

যার তরে পতি লক্ষ্য পায়,

প্রায়শ্চিত্ত কিবা তার ?

তুনেছি বজ্রের কল প্রজার রক্ষণ ।

প্রজাপতি পিতৃ মোর,

প্রজা রক্ষা কেমনে গো হবে ?

নারী যদি পতিনিদা সবে,

কার তরে গৃহী হবে নর ?

প্রজাপতি-দ্রুহিতা গো আমি,

ও মা পতিনিদা কেন সব ?

প্রস্থতি । ওমা কীদিতে কীদিতে

দিরাছিছ বিদায় তোমারে,

কীদিতে গো বুঝি পুনঃ দেখা !

সতী ।

টান মুখে আর কি রে-মা বলে ডাকিবি ?

ক্ষুধা পেলে ধৈর্যে কি আসিবি,

অঞ্চল ধরিবি মোর ?

ও মা, প্রসবিলু যে দিন তোমারে,

সেই দিন হ'তে দিন দিন পড়ে মনে ।

কি হবে গো—

কি হবে গো, মা আমার !

সতী । বাধা মোরে দিও না জননী,

পতিভক্তি শিখাও মা মোরে,

কে শিখাবে তুমি না শিখালে ?

দে মা বিদায় আমার !

প্রস্থতি । সতি, সতি, মা আমার !

ও মা ভোরে কি বলে বিদায় দিব ?

যাবি যদি জনমের মত,

মা বলে মা ডাক মোরে ।

সতী । মা, মা, বাই বজ্র মা আমার !

[সতীর প্রস্থান ।

প্রস্থতি । বল গো কি হবে মোর ?

ভূ-পত্নী । বিধাতার মনে যা আছে, তা হবে রাণি,

কি হবে কীদিলে আর ?

হার ! লজ্জাল বাধিবে—

বলেছিল মুনি মোরে ;

চল গৃহে,

পবাক হইতে দেখি বজ্রে কিবা হয় ।

প্রস্থতি । ও মা সতি,

মার প্রতি কেন মা নিদরা তুই ?

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

—:—

বজ্রহল ।

(ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবগণ, নারদ, দ্বীচি
ইত্যাদি ঋষিগণ ও দক্ষ উপস্থিত)

দ্বীচি । রাজা !

হেন বজ্র-সমারোহ দেখি নাই কতু ।

মূলভ ছলভ সুসাদ্য অসাধ্য বাহা,

আরোজন হয়েছে সকলি ।

কিবা সত্য, তিন লোক সমাগত,

কিন্তু কোথা পুরুষ-প্রধান ?

মহেশ্বর কেন নাহি হেরি ?

শিব-অধিকার—শিবের সংসার,

বজ্রভাঙ্গ তাঁর ;

বিশেষতঃ জামাতা তোমার,

অগ্রে তাঁর অধিষ্ঠান ;

কোথা উচ্চাসন দেবদেব হেতু ?

কেমনে বা বজ্র আরতিবে—

সদাশিবে না পুজিলে আগে ?

কে বজ্র রাখিবে,

বজ্রে নানা বিয় হয় প্রজাপতি !

৮। হের মুনি, বজ্রধর করি,
আপনি উদয় হোবা বজ্ররক্ষা হেতু।
জ্ঞানি তব মুখে নাই মনে,
শিব-অধিকার কিবা ?
আছে ভূতগণ, আছে বৃক্ষ বৃষ—
এই ত সম্বল তার ?
কুখাই তোমার—
‘শিব’ নাম কে দিয়েছে তার ?
অমঙ্গল-কেতু সে ভাঙড়,
মৃত্যু-হ’তে অমঙ্গল কিবা ?
লয়-কর্তা অনাচার স্থিতি তার।
দেবদেব নাম—
জ্ঞান জীব না ক’রে বিচার,
বেজ্ঞাচার দৃষ্টান্তে তাহার,
কালক্রমে পশে অত্যাচারে ;
এই-হেতু লয়-কর্তা দেবদেব হর।
তুমি মুনি, বজ্রের বে আয়োজন,
মহাদেব ভিখারী ভাঙড়,
হেন সংসার
ত্রিসংসারে আর না রাখিব ;
নিষ্ঠাচারে মানব স্থাপিব তবে।
মৃত্যু হেতু ভয়,
তাই জীব সংসারে না রয় ;
মৃত্যু-ভয় করিব খণ্ডন,
বেজ্ঞাচার করিব দমন,
নিশাচ না পূজা পাবে।
তুমি মুনি, জ্ঞানহীন তুমি,
কমিলাম অপরাধ।
শিব-নাম মুখে নাহি আন আর।
শিব-নাম যে আনিবে মুখে,
প্রোতপূরে স্থান তার। :
দধীচি। শিব ! শিব ! শিব !
এ কি ! ত্রিসংসার শিব-নিন্দা পোনে !
বুঝি প্রলয় নিকট আসি।
শিব ! শিব ! শিব !
শিবনাম না আনিব মুখে ?
প্রজাপতি শিবের প্রসাদে,
কোটি-প্রজাপতি নাহি পণি।
শিব-নাম করি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবারণ হে মহারাজ।

কিবা শক্তি ধর দক্ষরাজ,
শিবনাম লইতে নিবেদন কর ?
দক্ষ। শক্তি মম এখনি বুঝিবে ;
কে আছে যে দণ্ড দেহ হুরাগারে।
দধীচি। এই মাত্র শক্তি তব ?
খণ্ড খণ্ড কর তহু মোর,
দেখ রাজা,
শিবনাম আনি বা না আনি মুখে !
শিব ! শিব ! শিব !
দেহ আদেশ রক্ষকে,
কি বা দণ্ড দিবে মোরে।
দক্ষ। বহিষ্কৃত কর ব্রাহ্মণে।
দধীচি। রক্ষিণে কেন কষ্ট দিবে ?
শিব-হীন যজ্ঞে কে রহিবে ?
বধা শিব-অপমান,
তাজে স্থান সাধুজন।
কিন্তু তুমি হিতবাণী,
বহুবল করিহাছ আয়োজন।
মহাকার্য্য প্রজার স্থাপন,
অগ্রে কর শিব পূজা।
নহে যদি চঞ্জ সূর্য্য নড়ে,
সাগরে না রহে নীর,
ঝেনো স্থির, বজ্র তব বাবে রসাতলে।
অনাদি সে পুরুষপ্রবর,
শক্তি ধার প্রেমে বাঁধা,
বাদ নাহি কর তাঁর সনে।
দক্ষ। রক্ষি, ব্রাহ্মণে কর রে দূর !
দধীচি। দূর কর মোরে,
তবু কহি—কর শিবপূজা,
বল করি নাহি আন অমঙ্গল।
শিব ! শিব ! শিব !
দিগম্বর ! করহ মর্জনা,
তব নিন্দা শুনিছ এ পাপ কাণে।
তুমি তুমি ! বজ্র যে বা আছে উপস্থিত ;
কনাচিৎ না রহ এ স্থানে।
বাণ্ড পলাইয়ে,
নহে, কল্পরোষে না পাবে নিত্যর।
[দধীচির প্রস্থান।
দক্ষ। আদেশ হে সত্যস্বিতগণে,
যজ্ঞারম্ভ করি আমি।

কি কেহ থাক এ সভায়।
শিব-নিষ্ঠা কোটে বার পায়,
সভা তাজি বাইতে উচিত তার।
কিন্তু কেহ নাহি কর' ভয়,
কি করিতে পারে সে ভাঙক।
আছে সংসার,
মহাকল্প ভূতের প্রধান,
প্রাণি মাত্র তাহা।
ভিক্ষা বার জীবন-উপায়,
কি সম্ভব তার হতে।
হারে যদি আসে সে ভিক্ষুক,
হারপাল করিবে বিদায়।
বক্ষে যদি আদেশ হে হরি,
আদেশ বিধাতা !

(প্রবশ)

সতী। পিতা,
ভিখারিণী প্রণা তোমার পায়।
দক্ষ। সত্য বিয়।
ওরে, আছে কি রে পতি অল্পমতি তোর
পিতারে প্রণাম দিতে ?
কালানুধি, কেন এলি পোড়াইতে যুগ ?

সতী। পিতা,
চিরদিন পতি মোর শিখান সুনীতি,
অগংগুর মহাদেব !
পিতা, কত্না আসে পিতার সদনে,
কালানুধ তাহে কিবা ?

দক্ষ। কত্না তুমি নহ আর মম।
ছিল দিন, কত্না বলে ডাকিতাম তোর,
কিন্তু নীচ কুচি, নীচ তুই,
পিশাচিনী এবে !
কি আশ্পদা তোর,
সম্মুখে আমার কহ অগংগুর-শিব।
বা তুই—হেথা তোর নাহি স্থান।

সতী। পিতা, শিবগুর শতবার কব।
তুমি প্রজাপতি—
সুনীতি শিখাবে তব,
পিতা হরে পতিনিষ্ঠা শিখায়ো না মোরে।
পিতা, আমি অপরাধী,
আমি বরিন্নাছি হরে,

দত্ত দেহ, যে বা ভব মনে লয় ;
কিন্তু, কেন হরে কর অপমান ?
দক্ষ। অপমান—মান আছে বার।
ভিখারীর মান কিরে ভিখারিণী ?
আ রে আ রে, কুলের কণ্টক তুই,
পৈশাচিক কুইকিতা তোর হেতু !
মান অপমান কথা কি তুই বলিবি !
যেই অনাচারী দমিধারে
বস করি চিরদিন,
ঠেলিয়াছি ত্রাণের বচন,—
তারে তুই স্বরংবরে মালা দিলি !
কত্না ব'লে পরিচয় দিস পুনঃ ?
সেই দিন মমতা ছেদেছি,
যেই দিন কালী দিলি মুখে।
নাহিক সম্ভব—মুকুতার সে ভাঙড়,
যদি কত্না বৈষম্য ঘটে রে তোর,
অন্ন-পানি দিব তোরে ;
ততদিন না আস সম্মুখে।

সতী। পিতা পিতা, কুণ্ডলন কহ মোরে,
নাহি নিক হরে।
শিব-নিষ্ঠা শুনি মরি প্রাণে,
ধরি গো চরণে শিব-নিষ্ঠা নাহি কর।
দক্ষী। মা, মা !

কিরে চল, চল গো কৈলাসে।
বাবা মোরে ব'লে দেহে ;
ও মা, আর না সহিতে পারি,
শিব-আজ্ঞা যাব ভুলে।

সতী। নন্দি, কোন মুখে কিরিব কৈলাসে ?
আসিবার কালে নিবেশ করিল হর
মানা না মানিল,
বড়-মুখে আইলাম শিখালয়ে।
ছিল সাধ, মিটাব বিবাহ,
বিবাহ না মিটলে রে কত্না—
বতদিন রবে অভাগিনী।
বা রে নন্দি, কিরে বা কৈলাসে,
কহিসু মহেশে,
জন্মিলাম অপমান হেতু তাঁর।
হার প্রাণ আর না রাখিব,
পোড়া যুগ আর না দেখাব,
হাড়ি-এ পাণ দেহ।

নিবেদন ক'র রে চরণে,
কণ-অভিমানে কত তাঁরে কহিয়াছি পুঁ ।
আমি নারী
মহিমা কি বুঝিবারে পারি ;
দেবদেব !
নিজ গুণে কসিবেন অপরাধ ।
বলিস্ তোলায়ে,
কতু যেন মনে করে মোরে ;
অজান অবাধ,
সেবা তাঁর করিতে নারিছুঁ।
ছিল বহু সাধ,
সে সাধ রহিল মনে ।
যদি পাগল আমার,
আমি বিনা হয় উচাটন,
ক'র রে বতন,
তিথারীর কেহ নাহি ত্রিসংসারে ।
দিগ্‌ধর, কর ক্ষমা অধীনীরে,—
এ অস্ত্রমে হৃৎপায়ে দেহ আমি দেখা ;
তোলা, তোলা, কোথা তুমি এ সময় !

(তত্ব-ভাগ)

নন্দী । ও মা, মা, কি বলিস্,
কি হ'ল কি হ'ল !
উঠ মা, উঠ মা,
শূত্র রথ লয়ে কি ব'লে কৈলাসে যাব—
শব্দে কি কব ?
ও মা, নিরে বেতে বলেছিল বাবা মোরে !
উঠ গো জননী,
শূলপাণি অধীর হবে গো তোর তরে ।
ও মা, নন্দী কীদে তোর—
আদর কর মা তাঁরে ।
হায় হায় শত ধিক্‌ প্রাণে,
দেখিছ নরনে ভগবতী পরাণ ত্যজিল !
কি হ'ল কি হ'ল,
কোথা গেল মা আমার !
ক'রে অভিমান, ভাঙ্গারে বমান,
কর কাছে দাঁড়াব গো আর ?
অভাজনে মা বিনে কে রাখিবে গো পার ?
ও মা কৃপামরি ।
কেন আজি হলো গো নিষ্ঠুর ?
তাকে নন্দী তোর,—যে না মা উত্তর,

কাতর কিঙ্কর মা গো !
কীপে প্রাণ জ্বালে,
কোন মুখে বাইব কৈলাসে,
কি ব'লে গো বুঝাব বাবারে ?
নক্ষালরে ত্যজিয়াছ প্রাণ,
কোন প্রাণে কব মাতা !
ও গো, হর মোরে করে ধ'রে কয়েছিল,
ফিরে এনে দিতে তার সতী ।
আমি মৃত্যুতি, প্রভু-মাজা নারিছ পালিতে !
আত্ততোষ করিবেন যৌব ;
কোলে ক'রে লুকাইবি আর !
চল মা গো চল,
হবে গো চকল পাগল তোমার তারা !
আর মা গো আর, বুকাইবি তার,
ও মা—কোথা যাব, মা গেছে গো চ'লে !

দক্ষ । মৃত প্রেত, নহে প্রেতভূমি,
নিবার চীৎকার তোর ।

নন্দী । মৃত দক্ষ, কি কহিব বাবার নিবেদ ।

নহে শূল করে রয়েছি দাঁড়ায়ে,
শিবনিষ্ঠা করিলি পামর ।
নহে মা আমার ত্যজিয়াছে তত্ব,
তবু তুই এখন জীবিত ?
নহে কি রে নহে কি অধম,
যজ্ঞ-ধুম উঠিত রে তোর ?
শিব-হীন সভা কি রে এখন রহিত ?
কাটে প্রাণ, বাবার নিবেদ,
মা ত্যজেছে প্রাণ,
আছি রে, আছি রে দক্ষ দিতে প্রতিফল !
নহে,
আত্মহত্যা বিনা মম প্রায়শ্চিত্ত কিবা ?
ধিক্‌ আমি অধম কিঙ্কর,
শৈব হয়ে হেরিলাম শিবহীন সভা !
শোন দক্ষ নাহি তোর জ্ঞান ।

[নন্দীর প্রস্থান ।

দক্ষ । রক্ষি, বধ তরে ।

রক্ষী । প্রভু কোথা আর ?

শূত্রভরে গেছে চলে যোজনের পথ ;

শূত্র রথ আপনি ফিরিল ।

দক্ষ । ভাল হ'ল মিটল জজ্ঞাল,

সতী গেল খুঁচিল প্রাণের ব্যথা ।

(নারদের প্রবেশ)

ছিল কভা সমতার তার,
এত দিন কমেছি শিবেরে,
আর কমা নাহি মোর !
আগে বজ করি সমাধান,
কৈলাস ভূরার লগে সাগর-সন্নিবে।
সতী ম'ল পুনঃ যুগ হইল উজ্জল,
না কহিবে শিবের ইন্তর।
ওহো ! কভা বেহু এ হেন বয়স,
অসুখনি পদে পদে।
অর নাহি ভাঙড়ের বয়ে
না খেয়ে হয়েছে কাণী।
কে দিল এ অলঙ্কার ?
ভিকা ভাজি,
চুরি বুঝি শিখেছে ভাঙড়
খন্ত তব যোগাযোগ বিধি !
কিন্তু আর কভা নাই,
নবীন জামাই এনে তুমি দিবে খাতা,
দেখ এবে বজ পূর্ণ হয় বা না হয়।
ব্রহ্মা। দেখ হরি,
ধরধরি কাঁপে তিন পুরী।
মহাধুম গগনমণ্ডলে,
ধিকি ধিকি বহি-জিহ্বা জলে,
হেন ধুম প্রলয়ে না হয় কভু !
ধসে বুঝি বিধের বন্ধন, টলে জিতুবন ;
কোথার পলাব, কোথা স্থান পাব,
এ প্রলয়ে সকলি কি হবে নাশ ?
বিষ্ণু। শুন ব্রহ্মা, কি বুঝিব শক্তির মহিমা।

কহি শুন,
বে কথা শুনেছি আমি অভয়ার মুখে।
নন্দী ববে, যত্ন-কথা কবে,
ক্রোধে রক্ত ছিঁড়িবে আপন জটা ;
মহাবীর অগ্নিবে তাহার,
মহাকার, পূর্ণ মহারক্ত-তেজে,
শূল করে ত্রিসংসারে পারে বিধিবারে ;
সময়ে শঙ্কর তারে দিবেন আরতি।
বুঝি অঙ্গিল সে ভৈরব মুরতি ;
সাবধানে দেবসেনা হও অসম্মিত,
আগে রণে কৈলাসীর চমু,
প্রাণপণে যুঝিব সকলে মিলি ;
কোন মতে বজ-বিষ না দিব করিতে।

নারদ। হরি, রক্ষা কর, মজে ত্রিসংসার।
নন্দীর পশ্চাতে গেলেম কৈলাসপুরে,
নন্দী দিল পরিচর।
কাঁপিছে অন্তর বোর,
অকস্মাৎ কি দেখিছ ?
উর্দ্ধ জটা তালে বহি উঠিল সজ্জিয়া।
শশি-খণ্ড, রবি-জ্যোতিঃ ধরে,
জিনরনে কোটি রবি করে,
গর্জে কণী বাহুরিকর জাস !
জটা ছিঁড়ি কেলিল মহেশ !
কি কহিব, কহিতে অবশ লিখা,
জটাজুট শিরে, শূল করে উঠিল পূর্ণা।
ভীমকার কহিল মহেশ,
“কি আদেশ তাত মোরে ?
দিক্-হন্তী এখনি বধিব, সাগর তবিব,
চক্র-হৃদ্য চিবাইব দাঁতে।
আজ্ঞা মোরে দেহ শূলপাদি,
খণ্ড খণ্ড করিব মেদিনী,
স্বর্গ পরে রসাতলে খোব,
চাহ যদি স্বর্গ উপাড়িব।”
দক্ষবজ্র নাশ হেতু কহিল শঙ্কর তারে।
নন্দী শিলা বাজাইল ঘোর,
সাজিল সম্বর ভূতদানী অগণন,
মুক্ত কেশ শূল করে নৃত্য করে সবে।
কহ প্রভু কি উপায় হবে,
সকলই মজিবে।

বিষ্ণু। সাজ সেনা সমুদীন অরি ;
চল আগুবাড়ি দিব রণ,
বজ-বিষ নাহি ঘটে।

[বিষ্ণুর প্রস্থান।]

দক্ষ। কে যুঝিবে বিষ্ণুর সহিত ?
কিন্তু রণে চক্র যদি পায় পরাজয়,
বজ হ'তে সেনা পুনঃ করিব সজ্জয় ;
শিব-সেনা ভূতদানী কি করিবে ?
ব্রহ্ম শিব কত বল তার ?
নেপথ্যে। হর ! হর ! হর !
দক্ষ। শুনি ভীষণ হকার !

(প্রথম দূতের প্রবেশ)

১। মহারাজ, প্রাণ যদি চাও,
পলাও—পলাও, এল এল এস সব ।
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বোকাগ,
ভূত প্রেত দৈত্য দানী,
না হয় পণনা, আশিষ্টেই রণে কতা
বিকটবদন, রণোজ্জ্বলে করিছে পক্ষী,
জনে জনে সাক্ষি শমন দানী !
মহাতেজা হীর একজন,
পদতলে কাঁপে জিতুবন,
শূল করে বৃহ বৃহ হালে
বায়ুবেগে আসে—
দেবসেনা আক্রমণে ।

২। কে আহ রে, বধ লয়ে ভীক দূত ;
আন কেহ সংগ্রাম বারতা ।

[প্রথম দূতের প্রস্থান ।

নেপথ্যে । হর ! হর ! হর !

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

দূত । প্রভু, ভুয়ল সংগ্রাম ;
অবিরাম বরিবার জল,
অস্ত্র ঝরে, উজ্জ্বল প্রভার দিশা !
প্রাণপণে—দেবসেনাগণ করিছে বারণ,
কৈলাসী মহাচম্ ।
বিহু যুঝে বীরভদ্র সনে,
শূল-চক্র মিলিত গজ্জনে—
বিদ্যারিত ঘোমদেণ ।

[দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান ।

নেপথ্যে । হর—হর—হর !

(তৃতীয় দূতের প্রবেশ)

দূত । বিম্বলিক কোটে, ব্রহ্মডিঘ টোটে,
মহারাজ আগত সংগ্রামে ।
বজ্র হেরি বিফল সংগ্রামে
পলায়েছে পুরন্দর ;
ত্রিয়মাণ পাশ রণে ;
দণ্ড-করে ফিরেছে শমন ।
ধনুহীন পবন পলায় ;
রক্তাকার মহাবহি ছোটে,
একা হরি রণমাঝে ।

[তৃতীয় দূতের প্রস্থান ।

নেপথ্যে । হর—হর—হর !

(চতুর্থ দূতের প্রবেশ)

দূত । দেব, পলাও সত্বর,
চক্রের তাজেছেন রণ !
অভূত কাহিনী, অকত্যাং হল' দৈববাণী,
“কেব চক্রপাণি
মহাশক্তি হরের সহায় ;
অস্ত্র শক্তি নয় হবে সেই মহাতেজে ।”
রণে পৃষ্ঠ দিরাছেন জীবীকেশ ।
দক্ষ । মহামায়ে বজ্রাহতি করহ প্রদান,
সেনা সৃষ্টি কর অগণন !

[বজ্র আহতি প্রদান ।

নেপথ্যে । হর—হর—হর !

(ভূতদলের প্রবেশ ও বজ্রনাশ)

নন্দী । যেই মুখে শিবনিন্দা করিলি বর্ষর,
নিজ বজ্রে সেই মুণ্ড দেহ রে আহতি !
সকলে । এই দক্ষ—এই দক্ষ ।

[দক্ষকে লইয়া প্রস্থান ।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা । কে—রে, দে—রে, সতী দে আমার !
সতি, সতি, কোথা সতি !
প্রাণেশ্বর, এস রে, হৃদয়ে !
ছি ছি, ভুলাইয়ে কেন রে করিলে গৃহী ।
কোথা গেলে, কি দোষে তাজিলে,
প্রাণপ্রিয়ে, কেন কর অভিমান ?
শত দোষ করিলে না কহ কথা ।
আজি বিনা অপরাধে,
ধরণী-শয়নে কি হেতু শুয়েছ রোষে ?
দেহ রে উত্তর,
ও রে, প্রাণে না সবে আমার ;
ত্রিসংসার হেরি অন্ধকার,
অন্তরের সার তুই সতি !
আহা, যোর নিন্দা শুনে,
সতী মলো প্রাণে ।
ও হো, সতী প্রাণ দেছে,
মহেশের মুক্তা নাই !
আমি সতি, আর রে স্বপ্নে,
আমি প্রিয়ে ছাড়িতে নারিব কোরে ।

আরে রে দুখিনী, আরে অভাগিনী,
 ভিখারীরে কেন রে বরিলি,
 কেন ওরে পারিলে মজাশি ?
 নেচে গেলে ক্রমিতার ভ্রমরনে ।
 সতি, প্রাণে সহে না বেদে, আর
 কহ কথা, কহ একবার,
 অধরে রে বারেক নিরখি হাসি ।
 ওরে হয়েছি কাতর, দেহ রে উত্তর,
 নিষ্ঠুর নহ ত তুমি !
 কিরে আর বাধ না কৈলাসে,
 অভাবি কাল বধা নাহি পশে,
 বিধ-অস্ত্রে বসিব বসিব বিরলে ;
 নয়নের জলে—
 নিত্য খোব বদন তোমার ।
 ডাক একবার ভোলায়ে ভোলা রে সতি,
 আহা সতী মরে ভাদড়ের তরে !

(সতীদেহ লইয়া গমনোদ্ভত ।)

(প্রহৃতি ও তপস্বিনীর প্রবেশ)

প্রহৃতি । কোথা যাও কিরে চাও, আগতোষ !

অভাগিনী ডাকিছে তোমার,
 হের হর করুণানয়নে,—
 দীন জনে চির-রূপা তব ।
 আমি দীনা পতি-কন্ডা-হীনা,
 পশুপতি, আপ্রিতা তোমার ।
 হই যদি সতী, পশুপতিপদে মাসি পতি,
 দুঃখিনীরে কর না বকনা ।
 সদাশিব নাম,
 অবলার হও না হে বাম,
 অকলঙ্ক নাম তব রূপাম্বর ;
 করুণায় অবলার রাখ পায় ।
 জানি প্রভু, পতি মম ঘোবী,
 ওহে প্রেমমর পরম সন্ন্যাসী,
 তবু আমি দাসী তার ।
 সতী-পতি, পতি বেহ যোরে,
 সতীর জননী বাচে ।
 তুমি প্রভু জগতের পতি,
 কুমতি স্তমতি সকলই হে সনাতন ।
 দক্ষ কে বা নিম্বিবে তোমার ?
 তোমার ইচ্ছার শিব-ঘোবী হ'ল পতি ।

ওহে অপতির পতি, কর নহা পতিহীন জনে
 ভোলা বিগমর, তুই হই হব ।
 দেখে হে অমর—অভাগিনী ভগবান,
 নার প্রাণে কি অকলঙ্ক দেখে সতী ।
 তাহে পতিহীনা ; কর হে করুণা,
 শিবমর করুণা-আধার ।

তপ । বিবগজ বেহ রাক্ষা পায় ।

(প্রহৃতির মহাবেবের পদে বিবগজ প্রস্থান)

মহা । কে—রে, বর মে—রে, বাব—রে সদর,
 সতী নাই রব না সংসারে আর ।
 পতি তব পাবে প্রাণ,
 কিন্তু হুণ্ড তার পুড়েছে অনলে,
 অজ-হুণ্ড করিবে ধারণ ।
 বজ পূর্ণ হবে,
 মম ভাগ দিতে ব'ল বিবগুলে ।
 সতি, সতি, চল বাই ;
 বিধকার্য্যে আর না রহিব,
 সতি, সতি, চাহ রে বদন তুলে ।

[সতী-দেহ লইয়া মহাবেবের প্রস্থান ।]

প্রহৃতি । ওগো তপস্বিনি, আমি অভাগিনী,
 এ দুর্দশা হ'ল গো স্বামীর !
 আহা, সতী কোথা ছেড়ে গেল যোরে ?
 কোথা যা আমার,
 যা হ'লে গো ডাক একবার ।
 ও যা, লীলা হেতু তুই জন্মেছিলি ;
 অভাগীরে কেন রে কাঁদালি,
 চ'লে গেলি কেন যা আমার ।
 শুন তপস্বিনি,
 সাধবাজ রাজারে দেখিব,
 গৃহে নাহি রব, চ'লে বাব,
 সতীরে করিব ধ্যান ।
 আহা জন্ম লয়ে অভাগী-জঠরে,
 কেঁদেছে রে চিরদিন ।
 ছিল গো কৈলাসে,
 কহু তার তব না করিছ ।
 প্রাণ দিতে কেন সতী এলো ।
 দেখি বা না দেখি নয়নে,
 শুনিভায় কানে,

সতী বোর বেঁচে আছে ;
ওগো ঈশ্বর কেমনে কুশিবে ।
। তব রাণি, নহ তুমি সাধাভা রমণী,
অভাগিনী মহ কতু ।
তুমি জাগ্যধরী,
তাই বর্কে অশ্বরে শকরী ।
অন্তে পুনঃ সতীরে পাইবে,
সতী সনে চিরদিন রবে,
বাধা সতী প্রেমে তোর ;
মনলাব মিটিবে তোমার ।
নিজা খুসাইলে
সতী আসি মা ব'লে ডাকিবে ;
যাও রাণি, নিখা নহে বাণী ।

[প্রহৃত্তির প্রস্থান ।

প। ও মা, ও মা, কতদিন আর—
কার্যে বাধা রাখিবি মা কত দিন ?

মেধা দে-মা,
ব'লে বা গো, প্রাণ নাহি বোঝে ।

(সতী-ছারার আবির্ভাব)

সতী-ছা। বাই হিন্দালর,
যতদিন শিব সনে না হয় মিলন ।
কম তুমি শিবগুণ করি গান,
শিবধামে ল'রে যাব পরে ।
শোনু পদ্মা, রাখিসু রে মনে,
প্রহৃত্তি-সদনে
নিজা আসি মা ব'লে ডাকিবি ।
মায়া-বোরে মেনকা-জঠরে রব আমি যত দিন,
শিবসনে বিচ্ছেদ আমার ।
নাহিক আধার কেমনে আসিব,
কার্যহীন প্রকৃতি-পুরুষ বিনা ।
জানচকু ফুটেছে তোমার,
বিকাশ তাহার এখনও রয়েছে বাকী ।
সখীভাব শিথিবি রে শিবগুণগানে ।

যবনিকা-পতন ।

বৃষকেতু ।

—০—

প্রথম অঙ্ক ।

—:—

প্রথম গর্তাক ।

—০—

রাজসভা ।

কর্ণ ও প্রহরী ।

প্রহরী । মহারাজের জর হোক ।

কর্ণ । কি সংবাদ ?

প্রহরী । দ্বারে একজন ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত ।

কর্ণ । অকর্ণপা, কি নিমিত্ত সতায় আন নি ?

প্রহরী । মহারাজ ! অপরাধ মার্জনা হয়, কেমন বাসুন—কোথেকে এল, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না ।

কর্ণ । কোথা হ'তে এল, তোমার জানবার প্রয়োজন নাই ।

প্রহরী । ধর্মাবতার ! অধীনকে মার্জনা করুন, ব্রাহ্মণের চিহ্নের ভিতর অধু যজ্ঞহুত, নইলে কিছুত-কিমাচার, সুখ যেন মালসা, গালের মাংস উকতে নেবেছে, আর চেহারাখানি যেন ভালপাছ ভেঙে পড়ছে ।

কর্ণ । নরায়ণ ! ব্রাহ্মণকে শীঘ্র সতায় আন ।

প্রহরী । ধর্মাবতার ! কুলোর মত দ্র'খানা তেঁটি নেড়ে বলে, "থাব থাব ।"

কর্ণ । পাণিষ্ঠ ! শীঘ্র আন, ব্রাহ্মণ কুখার্ত, এখনও রয়েছে ?

প্রহরী । ধর্মাবতার ! রাকুলে মূর্তি !

কর্ণ । শীঘ্র আন, নইলে দণ্ড পাবি । তুই কি আহার নিয়ম আনিছ না, ব্রাহ্মণকে রেণ দিবে ।

প্রহরী । বে আজ্ঞে মহারাজ ! (বগত:) ব্যাটা আজ রাজসভা শুদ্ধ থাকে । এই বে দামোদর-মূর্তি আপনি আসছেন ।

(ব্রাহ্মণ-বেশে বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু । মহারাজের জর হউক ।

কর্ণ । আসুন, আমার পুরী পবিত্র হলো ।

বিষ্ণু । মহারাজ ! থাব, একাদশী করেছে, থাব ।

কর্ণ । বে আজ্ঞা, কি আহার করবেন, বলুন ।

বিষ্ণু । মহারাজ ! বলব, তা বলার হানি নাই ।

আপনি দাতার নিরোমনি, আপনার বশ সকলেই গার ; তাই বলি, একাদশী ক'রে রয়েছে, বড় কুখার্ত, থাব ।

কর্ণ । কি খাবেন, অন্নমতি করুন ।

বিষ্ণু । মহারাজ ! আপনি আশ্রয়দাতা, দেবভি-ভক্ত, তাই বলি, কুখার্ত ব্রাহ্মণ আমি—কিছু—আমি কিছু—

কর্ণ । কেন কুচিত্ত হছেন ? আজ্ঞা করুন, অতি দুশ্রাপ্য দ্রব্য হ'লেও এই দণ্ডে এনে দিব ।

বিষ্ণু । আমি কিছু—আমি—কিছু—আমার কিছু মাংসে কচি ।

কর্ণ । বিজবর ! এই নিমিত্ত সমুচিত্ত হইলেন ? যে মাংস আজ্ঞা করবেন, এখনি প্রস্তুত করব ।

বিষ্ণু । আহা, তাই বলি—তাই—বলি । মহারাজের দয়া সমুদ্র-বিশেষ । আপনি অতি সজ্জন, অতি মহাপর, অতি মঙ্গল, অতি গভীর-প্রকৃতি, আর সেইজন্য দিনটী, সেইজন্য আশুভাগি ।

কর্ণ । প্রহরী ! আমি বলব, একজন সজ্জনের যোগ্য নই, কি মাংস আহার করবেন, সজ্জন ক'রে চরিত্র করুন ।

বিষ্ণু । দেখুন, অতি উত্তম মাংস, সেই মূনির
যজ্ঞে খেয়েছিলেন, অতি কোমল মাংস, প্রাণ
পরিভূষ্ট হ'ল, আর রক্তনও অতি পরিপাটি ।

কর্ণ । আমারও সুপাচক আছে, বেক্রপ কোমল
মাংস ইচ্ছা করেন, তাই প্রস্তুত হবে ।

বিষ্ণু । আহা ! সে অতি উত্তম মাংস ।

কর্ণ । কি মাংস ?

বিষ্ণু । মহারাজ !

কর্ণ । বলুন ?

বিষ্ণু । নরমেধ্যজ্ঞে অতি কোমল শিশু কেটেছিল,
পরিপাটি ভোজন হয়েছিল ।

কর্ণ । নরমেধ্য ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন ?

বিষ্ণু । হাঁ, কিন্তু একটু কোমল ভোগীর মাংস হ'লে
ভাল হয় ।

কর্ণ । বিজ্ঞবর ! সঙ্কুচিত হবেন না, যদি ইচ্ছা
করেন, আমার মাংসই রন্ধন ক'রে আপনাকে
ভক্ষণ করাই ।

বিষ্ণু । মহারাজ ! আপনার পুত্রের মাংস আপনার
অপেক্ষা কোমল ।

প্রহরী । (স্বগত) বাটা ছেলে থেকে নুরু করেছে,
সপ্তরী একগড়ি কবুবে, আমার চাকরীতে কাজ
নেই, প্রাণ বড় ধন । [প্রহরীর প্রস্থান ।

কর্ণ । আমার পুত্রের মাংস ?

বিষ্ণু । আজ্ঞে, গণ্ডে দেখলুম—বেন ননী ।

কর্ণ । ভাল, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে ।

বিষ্ণু । মহারাজ ! পাশ্চাত্যের একটু নিয়ম আছে ।

কর্ণ । কি নিয়ম, আজ্ঞা করুন ।

বিষ্ণু । জী-পুরুষে পুত্রকে বধ করিতে হবে, সস্ত্রীক না
হলে, আমি বান প্রেত করি না ।

কর্ণ । জী-পুরুষে বধ করিতে হবে ?

বিষ্ণু । নরমেধ্য ভক্ষণ করিতে হবে না ।

কর্ণ । ঠাকুর ! আপেক্ষা করুন, আমার পত্নীকে এক-
বার বিজ্ঞান করি ।

বিষ্ণু । কল্লাত দিয়ে কাটবেন, খেঁচলে না কাটলে
একবারে বড় বেরিয়ে যাবে, মাংস অত সু-ভার
থাকবে না ।

কর্ণ । আজ, পত্নীকে সমস্ত করি আমি ।

বিষ্ণু । আর এক কথা—আত্ম হতে কল্লাত পার-
বেন না, বাতাসের দান আমি গ্রহণ করি না,
আমি । বড় উপকার আমি ।

কর্ণ । যখন পুত্রবধে কৃতদমন, তখন কাতর হব,
ভাববেন না ।

বিষ্ণু । হাসি-মুখে জী-পুরুষে আমার সাক্ষাতে
ছেলেটিকে কাটতে হবে । কি জানেন, বড়
ক্ষুধার্ত, কাটা দেখলেও কতক তৃপ্ত থাকবে ।

কর্ণ । ভাল, সেইরূপই হবে । আমি পদ্মাবতীর
নিকট হ'তে আসি, আপনি বিশ্রাম করুন গে ।
কে আছে রে, ব্রাহ্মণকে বিশ্রাম-গৃহে নিয়ে
যাও । কি আশ্চর্য্য ! উত্তর নাই । কে আছে,
কে আছে ? কৈ, কেউ নাই । আসুন বিজ্ঞ,
আমার সঙ্গেই আসুন ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

—:~:—

কর্ণ ।

পদ্মাবতী ।

পদ্মা । কেন এখনও এল না ?

বৃষকেতু অশান্ত হয়েছে,
আঁতে উঠে গেছে,
ক্ষুধার সময় হলো তার ।

খেলা পেলে সব ব্যর্থ ভুলে,
নেচে গেয়ে ফেরে শিশু সনে ।

আহা ! বৃষকেতু আমার ঘেমন,
হেন আর বেবিনে নরনে ।

কিবা আভরণে, আভরণ বিনে,
নরন ক্ষুধার হেরি ।

শিশু ল'রে ফিরে, হঠাৎ তোর তার-হায়ে,
হাঁকারে ছু করে বকে বুক্য করে,
হলে হলে হুলধালা—

হুকা-বারি করে শব-বারি,

হুকারে বধন, বধে কোলে করি, যদে বধ—

অভাগারে বধ অকরে সুখার দাস ।

যদে কোলে উঠি 'মা' হলে আমার,
দর্শন-দৃশ করি যেই বিলসনে ।

(কণ্ঠের প্রবেশ)

কর্ণ । হানি, সর্বজন্য দার দাস্য,
দর্শন-দৃশ

গেল নাম গেল,
অশকীর্তি রটিল অগতে,
অতি বৃদ্ধ বৃদ্ধকু ব্রাহ্মণ,
গেল, সকলি বা গেল কীর্তিনাশ হ'ল,
এলো বিজ, নাহি জানি কোথা হতে ;
গেলিহান শাক্তিলের প্রায়,
কুখার আলার,
বিপুল ভিক্ষার ওষ্ঠ চাটে পুনঃ পুনঃ ।
কর্মলোপ হ'ল এতদিনে ।

পদ্মা । কেন কেন, কি হয়েছে মহারাজ ?

কর্ণ । অতি বৃদ্ধ বৃদ্ধকু ব্রাহ্মণ ।

পদ্মা । বুঝিতে না পারি, কহ কি বা নরনাথ ।

কেন স্নান বদনমণ্ডল ?

খাঁস বহে ঘন ঘন,

কেন উচাটন বলহ রাজন !

উদ্ভাস বেমন,

বুর্ণ্যমান লোহিত লোচন,

বুঝিতে না পারি,

আচরিতে কেন হেন ভাব ?

কর্ণ । জান রাণি, সহজে কাতর নহি আমি,

যবে তনয়ের কল্যাণসাধনে,

আইলেন বাসব ভবনে,

অবিচল প্রাণে,

আখণ্ডে কুণ্ডল করিছ দান,

অকাতরে ছেদিয়া শরীর,

হানিলাম অস্তেজ কবচ ।

কিন্তু এবে বিধাতার বিবম হলনা,

কি করি বল না,

কল্পিত-প্রতিজ্ঞা বুঝি না হয় পূরণ ।

পদ্মাবতি । খেব হয় অতি,

প্রতিজ্ঞা হইবে সত্য নারিব পালিতে ।

পদ্মা । প্রাণ কাঁপে, বল মহারাজ,

সহজে স্নেহে না নড়ে ।

সন্দেহে রেখ না আর,

(বিবর্ণ না হয় ভাষা)

শীঘ্র বল ব্যাকুল হতেছে প্রাণ ।

কর্ণ । তনু রাণি,

মেঘের বরণ,

কোথা হ'তে আইল ব্রাহ্মণ,

অতিবৃদ্ধ,

কুকৃত লোলিত চক্ষু তেঁকেছে নয়ন,

কণ্টক সমান মস্তকে পলিত বেশ,

ভয়ঙ্কর বেশ,

সজার চাহিল দান ;

কহিল ব্রাহ্মণ,

"আনি উপবাসী, একাদশী ব্রত পালি,

পারণ করাও রাজা ।"

কৈছ অকীকার—

দিব যে আহার চাহে বিজ ;

সর্বনাশ উদয় আমার,

বুঝিতে নারিছ তাহা ।

পদ্মা । কেন কেন কিবা ত্রব্য চায় ?

আছে নানা সামগ্রী ভাণ্ডারে—

কোটি কোটি বিশ্র বাহে হয় পরিতোষ,

তবে কেন শকা নয়নাথ ?

কর্ণ । নিদারুণ সে ব্রাহ্মণ,

বলিল যে কঠিন বচন,

কহিতে সে কথা অড়ার রসনা ।

ব্রাহ্মণের শুনিয়ে বচন

পলায়েছে রাজ-ভৃত্যগণ,

বড় দ্বারে সুবাহি তোমার

বল রাণি, কি হবে আমার ?

পদ্মা । প্রেত ! তুমি জান চিরদিন,

আমি তবাধীন,

প্রাণ দিব যদি হয় প্রয়োজন ;

বল নাথ ! হরো না উত্তলা,

শীঘ্র বল কি চাহে ব্রাহ্মণ ।

কর্ণ । রাণি, বড়ই কঠিন বিজ ।

স্বকৈতু কুমার আমার—

কহে দারুণ ব্রাহ্মণ ;—

মাসে তার করিবে ভক্ষণ ।

পদ্মা । না না মহারাজ !

হল করে দ্বিজবর্য

অহো ! এত কি সম্ভব কত ?

কর্ণ । নহে হল ।

রণে বজ্রসম বাণে,

না হই কাতর কতু—

অকারণে কাতর কি বেকু হুয় ?

পদ্মা । না না,

হল মানে সৌম্য ব্রাহ্মণ ।

কর্ণ । আদি প্রতিজ্ঞা—

দ্বিধা বাহ্য করিবে তবু,
ধন-দানে প্রতিজ্ঞা না হবে,
তাই ভাবি ধর্মকর্ম গেল সমুদর ।

পদ্মা । যাক কর্ণ, ধর্ম হোক লোপ,
যাক রাজ্যধন কাননে করিব বাস ।
আহা ! দুঃখের নন্দন
কেটে দিব রাক্ষসেরে,
কেন গোণে কহ মহারাজ ?

নাহি পুত্র,
কহে বেই নাহি পালে শিশু তার,
বাঁধিনী বিবরে, বর সহকারে
রক্ষা করে শাশক তাহার ।
মহারাজ, এই কি ধর্মের মূল ?

কর্ণ । জানি রাণি ! সকলি মজিবে,
তাই আসিরাছি লইতে বিদার,
জলন্ত চিতার প্রাণ দিব বিসর্জন ।
কহ হরে

প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে বেই জন,
তুমানল প্রারচিত্ত তার ;
তবু তাহে নিস্তার না পাব,
নয়কে পড়িব ;

প্রত্যাশিত বৃত্তকু ব্রাহ্মণ,
বাই রাণি ! বিদার জন্মের মত ?

পদ্মা । কোথা যাবে ?
হার, মম উপায় কি হবে ?
ভগবান, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত শিরে !
করহ উপায়—

অস্ত্র দানে তোম ব্রাহ্মণেরে ।

কর্ণ । উপায় না দেখি রাণি, প্রাণদান বিনে,
তাই প্রাণ, তাজিবে মহিবি ।
গেল ধর্ম, যশ হ'ল লোপ,
প্রাণে আর কল কিবা ?

পদ্মা । ধৈর্য্য ধর, মহারাজ !
কাহিতে ক'রো না মানা,
জানি না জানি না—নারের বেদনা,
তাই নাথ, করো রোষ ;
নারী নারী চিরদিন,
পুত্র নাহি মম অধিকার,
মম জন্মো বা হবার হবে,

ধর্ম তব করহ পালন ।

দাসী আমি, কি হেতু হযাত মোরে ?

সকল তোমার,
শেল হয়ে ছানিবে আমার,
পুত্রে বিসর্জিব,
নহে স্বামী হারাইব,
নিস্তার নাহিক আর ।
বেবা হর কর মহাশয় !
বিদার আমারে দেহ ।

ভাব কি রাজন !
পত্নী হয়ে দেখিব নয়নে,
জলন্ত চিতার প্রবেশ করিবে পতি ?
বেবা হর হইবে আমার,
সত্যে রাজা হও গো উদ্ধার ।

আহা ! বৃষকেতু !

এই হেতু গর্ভে ধরিলান তোরে ।

হেরি সকলি আঁধার,
প্রাণ আমার কেন আছে দেহে,
কি হ'ল কি হ'ল,
মৃত্যু, তুমি কোথা এ সময় !

কর্ণ । শুন, রাণি ! কঠিন ব্রাহ্মণ,
সঙ্গীক বাতীত

দান নাহি করিবে গ্রহণ ।

পদ্মাবতি ! তুমি কি জান না,
বৃষকেতু প্রাণের দৌসর মোর,
শুন মম বাণী, ধৈর্য্য ধর, রাণি !

ধর্ম রাণি পুত্রবলিদানে,
শেবে দৌছে মিলে যাব চ'লে
গহন কাননে,

কিংবা জলন্ত আগুনে

জুড়াব প্রাণের জালা ।

পদ্মা । রাজা ! না হয়ে কেমনে
নন্দনে দিব হে বলি ?

কর্ণ । ধর্ম রাখ, হয়ো না কাতর,
নিরস্তর ধর্ম তব মতি ;
এস, ধর্ম করি গে পালন ;—
ব্রাহ্মণেরে করাই পারণ,
সত্যে বাঁধা পতি তব,
ভগবতি ।

সত্যে পার করহ স্বামীরে ।

পদ্মা। হার! ধর্ম-ধর্ম কেমনে বুঝিব?
 আহা! বাছা যবে সুধাবে আমার,
 কারে মোরে দাও বিলাইরে?
 বল, কি বলিব
 কি ব'লে বুঝাব প্রাণে?
 ওহো! এত ছিল অদৃষ্টে আমার।
 (সেখা) বুঝারাজ! বুঝার কাতর,
 রাই স্থানান্তরে।
 কর। রাই দ্বিজবর!
 বিলম্ব নাহিক আর।
 রাগি। চিন্তার সময় নাই,
 ধর্ম মন,
 ধর্ম মন করহ উদ্ধার,
 ভরস্ক নরকে পতিরে নিস্তার কর।
 মনে বিজ স্থানান্তরে যাবে,
 কীর্তিনাশ হবে,
 বাধ বুক ধর্ম ভাবি সার।
 যেন ছায়াবাজী এ সংসার,
 মহানীচাশালে নানা সাজে ঘোরে নয়,
 কেহ পিতা, কেহ পুত্র, ভ্রাতা,
 স্রোতে-তৃণ-সংমিলন,
 ধর্মযাত্র অতকালের সখা;
 ধর্ম না করিও হেলা।
 পদ্মা। প্রভু! যা হ'বার হবে,
 গাল ধর্ম,

কর বেবা অভিকৃতি।

কর্ণ। আরও আছে কঠিন নিয়ম,
 জী-পুরুষে করাত ধরিব,
 অকাতরে পুজরে কাটিব,
 তবে বিজ করিবে তক্ষণ।

পদ্মা। রাজা! কি বল বল,
 বাছা, বাছা রে আমার!

(মুর্ছাপ্রার ও রাজা-কর্তৃক মৃত হওয়া)

কর্ণ। মোহ ত্যজ, মোহ ত্যজ, রাগি!

আছে বহু শোকের সময়,
 উদ্ধাপন করিব কঠিন ব্রত।
 আহা, চাঁদমুখ হেরিয়ে বাছার,
 কত ব্যর্থ করিয়াছি মনে,
 সিংহাসনে বসাব কুমারে,
 হেরিয়ে ভদ্র,

কতই ভরসা

কত আশা উঠিত বুকের,
 সব হবে ক্ষয় দৈববিড়ম্বনে আজি,
 কি হবে কাঁদিলে আর?

পদ্মা। রাজা! কোন্ প্রাণে কাটিব নন্দনে?

কাতর হইবে,
 মুখ ফুলে 'মা' ব'লে ডাকিবে,
 সন্তানের মা বিনে কে আছে?
 আহা বাছা! আহা মরি মরি,
 পিতা-মাতা অরি,
 কেন বাছা, এসেছিলে রাক্ষসী-জঠরে?
 অহি-সম কঠিন পরাণ,
 বধিব রে আপন সন্তান,
 তগবানু! এত কি নারীর নয়,
 কালক্রপী এল কে ব্রাহ্মণ,
 হার, হার! মঞ্জিল সংসার,
 মাতৃনামে করিলাম কলঙ্ক অর্পণ,
 জিজ্ঞাসবনে মা বলা ফুরাল।
 শত বিক জীবনে আমার,
 বড় অভাগিনী,
 যেদিন! দেহ মা স্থান।
 আজ্ঞাকারী দাসী তব প্রস্তুত, রাজন!
 রাখ ধর্ম, রাখ প্রয়োজন।

কর্ণ। প্রাণ বাধ প্রাণ বাধ, রাগি!
 পুজ্রে আনি দিতে উপহার।

[কর্ণের প্রস্থান।]

পদ্মা। (স্বাভাবিক ভাবে) কতদিন,

প্রাণ আমার হরো না তুল,
 পতিব্রতা-ব্রত আজি কর উদ্ধাপন,
 যহন্তে নন্দনে দিবে বলি।
 জন্মিয়াছি পুত্রহত্যা করে,
 দেখিবে সংসারে,
 নারীমেহে গিশাচিনী।
 আরে প্রাণ, কোথায় লুকাইবে,
 কোথায় স্থান পাবে?
 পশ যদি ক্লাউলে অনন্ত আঁধারে,
 সেখা কোরে পুত্রবাতী কবে,
 কুনি কোরে নরক-মাবারে
 সে ক'র পুত্রবাতী;
 মাপন উদরে তুলনা নাহিক তোম,

হের, সশরীরে প্রাণিতে তোমার
নরক উদয়,

শুন শুন রে অনিল।

অশরীরী বাক্যে সবে বলে—

এই এই পুত্রযাত্রী।

দিবাকরে নেহার মলিন,

মেদিনী না সহ্যে তার তার,

চারিদিকে শুম কলরব

গগণগোল সব,

হেরে তোরে প্রকৃতি শ্রীহীন।

হবে স্মৃতিনাশ

চরাচর সাগর করিবে প্রাণ,

হত্যাশ ব্রহ্মাণ্ডময়,

ভীত প্রাণী সমুদয়।

শুন সবে কর—

না হবে সন্ডানে দিবে বলি।

বৃষকেতু! বৃষকেতু!

পালা—পালা বাপধন!

কোথা বাবি, কোথা পলাইবি,

কোথার পলাবি আর,

বাই বাই, বিলম্ব কি হেতু করি

(মুচ্ছা)

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। সর্বনাশ!

এ কি, রাণী ধুলোর পড়ে,

ওরে শীগগির জলে নে আর,

ওরে, শীগগির জলে নে আর।

পদ্মা। (মুচ্ছাপ্রসঙ্গে)

ওই ওই বাই,

না বলে আমার ডাকে।

(নেপথ্যে পতনশব্দ)

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

রাজপথ।

(ভূতগণ।)

১ম ভূত। দেখ, তুই একবার উকি মেরে দেখে
আর, কাপড়-চোপড়গুলো যদি কোন মতে
আনতে পারা যায়।

২য় ভূত। আঃ! কি রসের কথা তোর রে, আমার
আলুম ক'রে গিলে কেলুক।

১ম ভূত। তুই চুপি চুপি বা না, আমরা পেছনে
বাচ্চি সব।

২য় ভূত। তুই কেন এগো না, আমরা পেছনে
বাচ্চি।

৩য় ভূত। এমন কি! এস, দেখা যাক, আজ প্রাণ
দেব, এঁবো সিন্দুকটা আনুবোই আনুবো, চল এস
দেখা যাক।

প্র-ভূত। তোর সিন্দুক এতক্ষণ রেখেছে কি না,
তাই দেখবি। এসেই ধাব ধাব ক'রেছে, আমি
দেখলুম, রাজার গলা অবধি গিলেছে, যেমন
ব্যাঙ্ক চেঁচায়, রাজা চ্যাঁচাচ্ছে, 'কে আহিস্ রে,
কে আহিস্ রে।'

২য় ভূত। আর রাণী—

১ম ভূত। বা হাতে রাণীর চুল ধ'রেছে দেখলুম।

৩য় ভূত। তবেই ত, কাপড়গুলো সব প'ড়ে
রইল; ওরে, হুদি ছুটে আসিছে, এইবারে
রাণীকে গিলেছে, ও হুদি! হুদি! রাণীকে—

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। ওরে সর্বনাশ রে! রাণী আর নেই!

১ম ভূত। আর গরুগুলো?

পরি। ওরে ছারখার হয়ে গ্যাল রে, ছারখার হয়ে
গ্যাল। কোথা থেকে পোড়ারমুখো বাবুন
এলো, ছারখার হয়ে গ্যাল।

[প্রস্থান।

২য় ভূত। তুই তবে সিন্দুক আনতে বাবিনে?

৩য় ভূত। না বাবা! হ'হাতে নিলিছে।

(একজন শ্রীলোকের প্রবেশ)

শ্রী। ওরে, সর্বনাশ হলো রে, সর্বনাশ হলো!
নাঠি ভিলপাল হাসল খেয়েছে, নদরাকে খেয়েছে,

বুড়ির খাণ্ডা খেয়েছে, অন্নপাতা খেয়েছে,
অন্নপাতা খেয়েছে। রাখালদেব ছোট্ট গরু
চরাতে গিয়েছিল, তাকেও খেয়েছে। ও না,
কোথার বাবো না!

১ম ভৃত্য। আর ভাই, এই বেলা সটকাই।

স্রী। আর কোথা পালাবি? সই বল, শিল শিল
ক'রে রাক্ষস এসে পৌঁছেছে, তার ভেতর একটা
রাক্ষস নিকটে কোটাধাড়ী জাকার করেছে,
একটার নাক দে তিনপাল গরু বেরিয়েছে,
একটা তুলিছি, হুঁহাজার হাতী খেয়েছে।

১ম ভৃত্য। ইস, আরও বলতে খাব খাব।

স্রী। এই বলে ত এই গেলো, এই বলে ত এই
গেলো।

(নেপথ্যে) ওরে ভাই, এদিকে।

সকলে। ওরে এলো এলো,

পালা—পালা—পালা!

স্রী। মোহাই রাক্ষস বাবা! আমার খেয়ে না,
আমার পিলে হয়েছ, মোহাই রাক্ষস বাবা!
মোহাই রাক্ষস বাবা! এই এককানি মাছুষ,
এই দিকে দৌড়ে গেল, এই দিকে যাও।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

ও না রাক্ষসি! তোর পারে পড়ি না! আমার খাসনি
না।

পরি। হায়! হায়! সর্বনাশ হলো, এমন গোড়া
খিদে?

স্রী। ও না রাক্ষসি! ঐ দিকে যা না, ঐ দিকে চের
মাছুষ পাবি।

পরি। আঃ মম, মাগী কি বলে গা!

স্রী। মোহাই না রাক্ষসি, খান ডান্লে জ্বী দেব না,
আমার খাস নি। [উভয়ের প্রস্থান।

বালকগণের প্রবেশ। (স্বিত)

নাওন-জিলা—খেমটা।

হেখা না তো নাই,

গড়াগড়ি খেলি আর না ভাই,

বুলা হুঁহাতে হুঁহুটো নে,

নেচে হুঁহা নেচে গায়ে দে,

পারি বত আর মাখি তত,

দেখ বুলা কত—

দেখ বজা বড়, আর বুলাতে নাই।

১ম বালক। আর ভাই চিপি কড়ি!

২য় বালক। রাখালদেব, মোহা, আর, ভুই ভাই
কানাই!

১ম বালক। ভুই ভাই আর খেলুটিসুনি কেন?

বুবা। দেখ ভাই, আমার মনে কেমন কছে, আমি
স্বপন দেখেছি—মা যেন কাঁদে, ভুই ভাইসি,
আর উঠে এলুম, মার কাছে বাই নি।

১ম বালক। যাবি এখন, খেল না।

বুবা। না ভাই, কিছু খাই নি, মা বুঝি কাঁদে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। তুমি এখানে খেলুচো, তোমার মা খুঁজতে
যে।

বুবা। বাই ভাই, বাড়ী বাই, দেখ ভাই, এখন আমার
স্বপন মনে পড়লো, যেন একজন বাসুন এলো,
তার চার হাত। আমার দেখতে পেয়ে মুখের
ভিতর পুরে ফেললে, আমি তার পেটের ভিতর
কত ছেলে দেখলুম, কত খেলা করলুম, কত
জিনিস দেখলুম, আর আমার না ভাই কাঁদতে
লাগলো। মার কারা শুনে আমার কারা পেলে,
আমি কাঁদলুম না।

১ম বালক। পেটের ভেতর হাঁপালি নি ভাই?

বুবা। না ভাই, সেখানে খুব হাওয়া, কত স্বর্ঘ্য—
কত ঠান!

১ম বালক। তবে তোর কারা পেলে কেন ভাই?

বুবা। মা ভাই কাঁদতে লাগলো, আর আমি মাঝে
দেখতে পেলুম না। ভুই কাঁদছিল কেন? দেখ
ভাই, এও কাঁদে।

পরি। আহা! এমন ছেলেও বাসুনকে দেবে;

বুবা। ওই শুন ভাই, বাসুন এসেছে,

হ্যাঁ রে, তার কটা হাত,

আমার খাবে?

পরি। আহা! এমন ছেলেও

বাসুর মুখে ধরে দেবে গা।

বুবা। ওই শুনি ভাই, আমার খাবে,
মা কাঁদবে,

আমার মন কেমন করবে!

১ম বালক। তবে ভুই কেন ভাই পালা না?

বুবা। না ভাই, বাসুর মে,

বাবাকে মাকে পাশ দিয়ে রাখবে,

বাধা বলে দিয়েছেন,
বাহন দেখে পালাতে নেই ।
বাহন-সেবা করলে বৈকুণ্ঠে বাব,
যার বড় ভাগ্যি, সেই বাহনের

সেবা করতে পার ।

১ম বালক । ভূই ভাই একখানা ছুরী নিয়ে বা,
পেট চিরে বেরবি ।

বৃষ । না ভাই,
বাহনের কি পেট চিরতে আছে ?
আর ভাই আমি খেলতে আসতে পারবো না ।
তোরা আপনারা খেলিস্,
একবার তোদের গারে আমি ধুলো দিই ।

১ম বালক । হ্যাঁ রে, আর তোরে দেখতে
পাব না ?

বৃষ । না ভাই পেটের ভিতর থাকবো,
কেমন ক'রে দেখবি ?
আমি তোদের দেখতে পাব না,
তোরাও আমার দেখতে পাবি নি ।

১ম বালক । চল ভাই,
তাকে বাড়ী রেখে আসি ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক ।

—*—

(বিষ্ণুরূপী ব্রাহ্মণ, কর্ণ ও পদ্মার প্রবেশ)

বিষ্ণু । এখনও কেন আনলে না ?
কখন কাটবে, কখন রাখবে ?
করাতখানা একটু ভেঁতা আনতে হয়,
এ করতে কাটলে
গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাবে ।

কর্ণ । ঠাকুর ! এই যে বৃষকেতু আসচে, রাণি,
বুক বাঁধ, কাতর হরো না, শেষ ত অমিকুণ্ড
আছেই ।

পদ্মা । মহারাজ !

দেখুন পাষণ হ'য়ে আহি ।

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

বৃষ । ঠাকুর ! তুমি স্বপন দিয়েছিলে ?
তোমার চার হাত কই ?

থাকে তো খাও ।

না ! তুমি এবার কেঁদো না,
কাঁদলে আমার কারা পায় ।

কর্ণ । রাণি ! চঞ্চল হ'রো না ।

এ সময় নয়, সকল পণ্ড হবে ।

বিষ্ণু । লও লও, করাত ধর, করাত ধর,
বেলা হ'লো ।

বৃষ । ঠাকুর ! কেটে থাকে ?

বিষ্ণু । নাও নাও, কাট ।

বৃষ । বাবা, লাগলে কাকে ডাকতে হয়,
দীননাথকে ডাকতে হয় ?

কাট তবে,

আমি দীননাথকে ডাকি ।

বিষ্ণু । কৈ, নাও না, করাত নাও না ।

বৃষ । বাবা ! কাট,

আমি একমনে দীননাথকে ডাকি ।

কর্ণ । রাণি ! করাত ধর ।

(বৃষকেতুর মস্তকে করাভাষাত)

বিষ্ণু । ইস্, অত জোরে টান দিও না,

মেলা রক্ত বেরোবে ।

দেখ, পেটিটের ডালনা রেঁধে,

উরোংটা ভেজো,

শির-দাঁড়াটার খোল,

মুড়িটার অয়ল রেঁধো,

মাথার ষিটা খুলে নিরে বড়া ক'রো,

আমি স্নান ক'রে আসি ।

[বিষ্ণুর প্রস্থান ।

কর্ণ । লয়ে যাও পাচক, রন্ধনশালে,
রাঁধ গিয়ে দিজেয় আদেশমত,
শীজ কর বস্ত্র আচ্ছাদন,—
না দেখিতে পারি আর ।

রাণি । রাজা, রাজা !

আর কিবা কার্য বাকী মোর,
ওহো, জলে উঠে, জলে উঠে,
ভস্ম হবো রূপ পরে ।

কর্ণ । রাণি ! অনেক সয়েছ,
আর সহ আমা হেতু,
কাতর হইলে

দ্বিভ নাহি করিবে তক্ষণ,
— রাজ্য দিব ব্রাহ্মণে দক্ষিণা,

পরে ঘোঁহে চিতানলে করিব প্রবেশ,

ভেবো না, মহিষি।

শীঘ্র বাব বুকেকতু গেছে বধা।

(নেপথ্যে ব্রাহ্মণ) এদিকে এস, পা দুইরে দাওসে।

কর্ণ। বাই প্রভু। এস রাণি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্তীক।

(বিষ্ণু, কর্ণ ও পদ্মাবতীর প্রবেশ)

বিষ্ণু। হয়েছে রক্ষণ?

কর্ণ। হতেছে প্রস্তুত।

বিষ্ণু। আনিয়াছি বালক জনৈক,

থাবে বঁসে আমাদের সাথে,

কর চারি আসন প্রস্তুত;

তুমি আমি পদ্মাবতী আর ঐ শিশু,

চারিজন করিব ভক্ষণ।

কর্ণ। কমা কর, প্রভু।

অতিথি-সেবনে ব্রতী,

ভোজনের নহে ত সময়,

রাজ্য দিব দক্ষিণা চরণে

তবে কার্য হবে সমাপন।

বিষ্ণু। একজনে না করিলে ভোজন,

তৃপ্তি নাহি হবে মোর।

কর্ণ। প্রভু। অপরাধ করুন মার্জনা,

নারিব পুস্ত্রের যেহ করিতে ভক্ষণ।

দেবতৃপ্তি হেতু

দিছি পুস্ত্রবলিদান,

তাই বাঁধি প্রাণ,

তুষ্ট হব অতিথি-সৎকারে।

(পাচকের প্রবেশ)

পাচক। মহারাজ, সর্সনাথ! হাঁড়ি নাথিয়ে দেখি,

মাংস নেই।

কর্ণ। অ্যা। সর্সনাথ।

শেবে ব্রহ্মশাপ আছে কি কপালে?

বিষ্ণু। অ্যা। মাংস নাই? তবে এক কাছ কর,

ঐ যে ছেলেটাকে এনেছি, ওরে কাটি, ঐ যে

আসচে।

কর্ণ ও পদ্মা। বুকেকতু। বুকেকতু।

বুধ। বাবা। বাবা। মা, দেখ, আরি মরি নি, দীননাথ

রক্ষা করেছেন।

পদ্মা। আর কোলে অভাগিনীর নিষি।

বিষ্ণু। নাও রাজা আপন নন্দনে।

ধন্য তুমি মহারাজ,

“দাতাকর্ণ” নাম ভব ঘূষিবে সংসারে।

কর্ণ। প্রভু। প্রভু!

কে তুমি হলনা কর?

বুধ। পিতা,

দীননাথ আপনি এসেছেন।

কর্ণ। কৃপা করি নিজরূপ দেখাও সুয়ারি,—

অজ্ঞানেই কর পরিজ্ঞান।

(কৃষ্ণমূর্তির আবির্ভাব)

(শীত)

বাহার-খাবান—কাওয়ালী।

সকলে।—

রক্তোৎপলদল-গজেন চরণে,

ভূষণ বন-ফুলহার।

বাশরী-বাদন বসুনা-পুলিনে,

বিমন মন অবলার।

রজন-গজেন বস্ত্রিম-নরনে,

গোপীগণ-মন পাগল বদনে,

গোধন-চারণ, ভূধর-ধারণ,

কাতর হর হৃৎপতার।

বুদ্ধদেব-চরিত

নাটক ।

—•—

(১২৯৩ সালে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

উৎসর্গ ।

এডুইন্স আর্নল্ড, এম, এ, এক আর জি এস, এক আর, এ এস, সি এস আই,

মহাশয় !

কবিবর,

আপনার জগৎবিখ্যাত “লাইট অব্‌ এসিয়া” (“Light of Asia”) নামক কাব্যখানি অবলম্বন
করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। হে মহাশয়, আপনার করকমলে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি, নিজস্ব
গ্রহণ করুন।

বাগবাজার, কলিকাতা ।

১লা বৈশাখ, ১৩১২ সাল ।

} স্বামী,

শ্রীগিরিশচন্দ্র বোষ ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

স্ত্রী ।

বিষ্ণু ।

দয়াল ।

শুদ্ধোদন ... কপিলবাস্তব রাজা ।

গোতমী ... কনিষ্ঠা রাজমহিষী ।

সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব) শুদ্ধোদনের পুত্র ।

মহামায়ী ... সিদ্ধার্থের প্রসূতি ।

রাহুল ... সিদ্ধার্থের পুত্র ।

গোপা ... সিদ্ধার্থের স্ত্রী ।

হন্দক ... সারথি ।

সুজাতা ... জনৈক বণিকপত্নী ।

শ্রীকালদেব ... শাক্যকুলের হিতাকাজী ঋষি ।

পূর্ণা ... সুজাতার সখী ।

নালক ... শ্রীকালদেবের ভাগিনের ।

বিখাসার ... মগধাধিপতি ।

কান্তপ ... জনৈক মুনি ।

রত্নী, পারিষদ, গণকবর, রাজদূতগণ, যত্নী, বুদ্ধ, রুদ্র, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, শিষ্যগণ, পুরোহিতগণ,
রাখাল, মন্ত্রাগণ, বণিক, ব্রাহ্মণ, ধাত্রী, পুত্রহারা রমণী, দেবদেবীগণ, সিদ্ধচার্যগণ,
মার, সংঘ, কুলংকার, আত্মবোধ, প্রভৃতি, বিয়কারিগণ, দেববালাগণ ইত্যাদি ।

বুদ্ধদেব-চরিত

—০৪০—

সূচনা ।

—*—

গোলোকধাম ।

(লীলা-কমল হস্তে বিষ্ণু আসীন—সম্মুখে
করঘোড়ে দয়া দণ্ডায়মানা)

দয়া । হৃদিপদ্ম হ'তে, প্রভু, সৃজিলে আমারে,
সৃষ্টিকর্তা সনাতন !
ধরাধামে করি বিচরণ মানব-হৃদয়াসনে ;
এত দিন ছিল না যরণা,
এবে প্রভু, দাক্ষণ তাড়না !
আর ত সহে না—
হের, জীর্ণ-শীর্ণ কলেবর ।
নিষ্ঠুরতা দিতেছে হে ধর্মের, মোহাই,
বল প্রভু, কোথা স্থান পাই ?
মানব-হৃদয়ে পূর্ণ তার অধিকার ।
বে ব্রাহ্মণ করিতে স্থাপন
বার বার কলেবর করেছ ধারণ,
হৃদয়ে যাহার বিকাশ আমার,
বিরোধী তাহার সবে ;
নরে ঘের যুক্তি, আছে শাস্ত্রে উক্তি,
দেব-ভক্তি—বলিদানে !
নিত্য দেবার্চনে
মরে কোটি কোটি প্রাণী ।
দিবা-নিশি শান্তি নাহি জানি,
সতত বিকল প্রাণ মোর,
ধর্ম-হুলে জীবের সংহার !
নিষ্ঠুরতা করে অধিকার—
নিষ্ঠুর ব্যাভার, প্রচার ধরণীধামে ।
জিনি কোটি বজ্রের বাক্যর,
প্রাণে মম বাজে হাঙ্কার,

শুন, আর্তনাদে কলবর করে প্রাণী ।
তীক্ষ্ণ খড়গ ল'য়ে বাতক দাঁড়ায়,
প্রাণভরে সজল-নয়নে
চাহে মম মুখ-পানে ;
নিষ্ঠুর মানব নাহি শুনে মম বাণী ।
কহ লক্ষ্মীপতি, কিবা গতি হবে মোর ?
পেরে ভয়, পদাশ্রয় করেছি গ্রহণ ।

বিষ্ণু । 'জানি আমি,
যতক বেদনা সয়েছ গো স্থলোচনে !
জানি সতি,
বসুমতী তাপিতা নরের তাপে ।
চিন্তা কর দূর—
ধরি পুনঃ নরের আকার,
নর সহ করিব বিহার ;
বজ্র-ছলে প্রাণি-হানি ররে না ধরায় ।
বাসনা আমার
ধরি তারকা-আকার,
পশিয়াছে শুদ্ধমতি নারীর জঠরে ;
হবে তার আকার সঞ্চার,
সে আকারে, অবতীর্ণ হব আমি ।

দয়া । অন্তর্ধামৌ চিন্তামণি জনক আমার,
তুনি পুনঃ তব অবতার,
মহাভয় হয় হে সঞ্চার হৃদে ।
ব্রাহ্মণের হরিতে বেদনা—
হরি, অবতরি কুঠার ধরিলে করে ;
উঠে তাহে মহা হাঙ্কার,
তিন সাত বার নিন্দাজ হইল ধরা !
হেরি মম অন্তর বিকল,
অশ্রুজলে মেদিনী তিতিল ।
আহা !
পতিহীনা নারী, রাজরাজেশ্বরী,
রবি শশী হেরে নাই যারে—
উদয়ের তরে, যারে যারে

কাদাগিনী সন্ম করিল ভ্রমণ ।
পুনঃ হরি, ভীম ধনু ধরি,
দিলে হানি লঙ্কার ছায়ে,—
হ'ল মহামার, উঠে হাহাকার,
গিরিশূন্য ঢাকিল রুধিরে,—
রক্ত-দ্রুমে সে সময়ে ছিল না জীবন ।

চক্রে করে আসিয়ে ঘাপরে,
করিলে-কথির-ক্রিয়া—
অবীরজ্জু হাতে অর্জুনের রথে,
অষ্টাদশ অকোহিনী করিলে নিপাত,
বজ্রাঘাত বাজিল হৃদয়ে মম !

আহা ! শোকাকুলা কৌরব-রমণী
রোদনের ধ্বনি উঠিল গগন ভেদি ।
নিজ কুল করিলে নির্মূল,
কাদালে যাবব-নারী !

পূর্বকথা স্মরি কাঁপে মম কলেবর,
হয় ডর, ওহে চক্রধর,
তুনি ধ'রাপর পুনঃ অবতার তব ।
কি হবে না জানি, ওহে চিন্তামণি,
কত কোটি কুলের রমণী
কাদিবে, হে অগম্য !

দাসী প্রতি রূপা কর, তাত !
কাজ নাই ধরায় গমন ।

আজ্ঞা কর মোরে, তব হৃদিপরে
আসি আমি হই লয় ।

বিষ্ণু । ১৮ শব্দা ত্যজ, হুবদনি !

বুঝ এবে যুগ-প্রয়োজন,
দয়ার শাসন স্থাপিব ধরণী-পরে,
বাহে হিংসা ত্যজে পৃথ্বীহীন নরে ।
বিজ্ঞা-দর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণ,
অবিজ্ঞার করিছে অর্চন,
বিজ্ঞাবলে সে দর্প করিব নাশ,
অজ্ঞ বল নাহি প্রকাশিব ।

দয় । প্রভু, খণ্ডাও সংশয়,
কর অন্তর বিকাশ,
ভিন্ন ভিন্ন বলের প্রকাশ,
ঐনিবাস, কর তুমি কি কারণ ?

বিষ্ণু । ১ প্রলয়-পর্যাবৃত্তিতে সৃষ্টি আবর্তিত,
প্রলয়-গর্জনে প্রলয়-তরঙ্গ উঠে,
লয়কারী যাহে মহানীর !

কেহ যদি সে রঙ্গ দেখিত, কভু মনে না ভাবিত
পুন কলে-কুলে হাসিবে মেদিনী শ্রামা ।

মহাজলে খেলি কুতূহলে
ধরি ভীম মৎস্য-কলেবর ;
আলোড়িত প্রলয়-সাগর—
পুচ্ছাঘাতে প্রলয়-তরঙ্গ ভাঙ্গে—
তুস্তিত প্রলয়,—সে সলিল পুনঃ জীবনর,
পুনঃ সৃষ্টি সলিলে স্থাপন ;
জলচর ভ্রমে অগণন,
প্রলয়ে উপেক্ষা করি,
মৌন-দেহে করি শুভে, বেদের উদ্ধার ।

কালে, জলে ধরি কুর্ষকায়,
পৃষ্ঠ-পরে লইছ ধরায়,
প্রলয় গৌরবহীন !
বরাহ-শরীরে নামি ভীম-নীরে,
দন্তে ধরি তুলিছ মেদিনী !
পুনঃ বৎসে, ভুবন-বিকাশ,
কভু হবে নাশ,
কে ভাবে সম্ভবপর ?
ক্রমে দৈত্যগণ তপস্তায় হ'ল বলবান,
দেবগণ কম্পমান অরপ্তরে দৈত্যের তাড়নে,
দেব-অধিকার না হয় স্থাপন,
ধরি তায় ভীম নরসিংহকায় ।

দয় । প্রভু,

ইচ্ছা মম শুনিবারে নরলীলা তব ;
নর-কলেবরে, ধরণী-মঝারে,
কেন ভ্রম নারায়ণ ?
কোন্ রূপে হ'ল কিবা বল প্রয়োজন ?
নিরঞ্জন, শুনিতে বাসনা মনে ।
দেখি নাই প্রলয়পরোধি, গুণনিধি,
প্রলয়-সলিলে,
লীলা বুঝিবারে নারি ।
হয়ে নর পীতাম্বর, খেলিলে ধরায়,
নরদেহে বাস নরের চরিত্র জানি,
তাই দেব, শুধাই তোমার
নরকায়-লীলা তব ।

বিষ্ণু । জান ভাগ্যবতি,
দানে আমি তুষ্ট অভিযয় ;
দান শিখে দানব হুর্জয়
দেবগণে করি পরাভব,

/ স্বাগিল বৈভব ;

দান-বলে দেহে নাহি অধঃ-সকার,
দৈত্যগণ সংহার করিতে নারি।
কীদে দেবগণ, নাহি হয় হুঃখ-বিমোচন,
ধরিতাম বামন শরীর,
জান তুমি, তিন পদ ভূমি
মাগিছ বলির স্থানে ;
ছলে হরি দৈত্য-অধিকার,
বাড়াইতে গৌরব দাতার,
যারো হই তার ;
নিজ ছলে বাঁধা আমি বলির ছুরায়েণী
পুনঃ প্রয়োজন—
বীৰ্য্যবান্ হ'ল ক্ষত্রগণ,
দীন-দীন ব্রাহ্মণ-পীড়ন
করে সবে দিবা-নিশি ;
জান ত রূপসি,
কত তুমি কেঁদেছ ব্রাহ্মণ-হুঃখে !
অম্বিতাম ব্রাহ্মণকুমার ;
করি নিজ দাতার সংহার,
কঠিনতাপূর্ণ হরি হৃদি,
ক্ষত্রগণে নিধন করিছ,
না মানিছ বৃদ্ধ বা বালক ;
দরাস্ত্র হিয়া, জননী বধিরা,
গর্ভস্থ কুমার বধি—
সংহার, সংহার, ভীম অবতার,
মাতৃঘাতী কুঠার লইয়ে করে।
অতি দর্পে দর্পী লঙ্কেশ্বর,
সেব নাগনয়ে, কল্লিত রাবণ-ডরে ;—
মহা ছুরাচারী,
করে পর-নারী চুরী,
অবহেলে ব্রাহ্মণ-বচন।
রামরূপ ধরি, কানন বিহরি,
অটোজুট বাকল ভূষণ ;
অতি প্রেমে সিংহাসনে শৈশবে পালিত,
প্রেমময় প্রাণের দোসর ভাই সাধে,
সঙ্গে নারী, আনা হেতু বনচারী,
সে রমণী করিল হরণ ;
কতই কীদিছ কতই সহিছ,
সীতার বিরহ হেতু ;
সঙ্গে কশিধন, তিহারী হ'জন,

আক্রমিছ দর্পী লঙ্কাপতি,
দর্পহারী নাম মম তাহে।
কালে পুনঃ বাড়ে ক্ষত্রবল,
ব্রহ্মা শিব নারায়ণ অস্ত্র-করতল,
হিংসে পরস্পর,
প্রজাগণ বিকল বিগ্রহে,
শরানলে জ্বলিবন ধ্বংসে ;
দীন প্রজাগণ কীদে অহুৎকণ,
আমারে স্মরণ করি ;—
দীননাথ অম্বিতাম কারাগারে।
ব্রহ্মধামে খেলি দীনমনে,
দীনের বেদনা বুঝিতাম প্রাণে প্রাণে,
কর্মক্ষেত্রে নামিতাম চক্র করে ;
ছদে জাগে দীনের দুর্গতি ;
কত রথী, সারথি হইছ কত,
শান্তি লাভ কৈম প্রজাগণ,
একচ্ছত্র সিংহাসনে স্থাপি ধর্মরাজে।

দুয়া। কহ সবিশেষ হৃদয়ীকেশ,
বুঝিবারে নারি, দীনমতি নারী,
বিনা অস্ত্রে কেমনে দমিবে নিষ্ঠুরতা,
কপটতাপরায়ণ যতেক ব্রাহ্মণ,
কেমনে হে মানিবে শাসন ?
নাহি জানি হরি,
ক্রোধ করি পুনঃ যদি অস্ত্র ধরি করে,
সংহার সবারে,
তাই ভয় হয় চিন্তামণি !

বিষ্ণু। বিভা-দর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণ,
অস্ত্র-বলে না হবে শাসন,
সে দর্প দমিব বিভাবলে।
ব্রাহ্মণের উপদেশে, পথহারা মর,
ধর্মের ডরি করে সবে নিষ্ঠুর আচার ;
নব বিধি করিয়ে প্রচার,
ভ্রম দূর করিব সবার,—
“অহিংসা পরম ধর্ম” করিব ঘোষণা।
যুক্তিবলেঃ বিমুখি সকলে
জ্ঞান-কোটি করিব বিকাশ,
অজ্ঞানতা-ভ্রম হবে নাশ,
বাগ-বজ্র হবে নিবারণ,
দেবার্কনে প্রাণীর হনন,
নাহি হবে ধরমাধে ;

আত্মোন্নতি করিতে সাধন,
নরগণ করিবে যতন ;
কর্মে কর্মনাশ আশে,
নির্ব্যাণ-প্রয়াসে,
রিপুগণে করিয়ে দমন,
সদাচারী হইবে মানব ।

দয়ালু । দারুণ সংশয় দেব ঘৃণাও আমার,
কটাক্ষে তোমার—স্বজন পালন নয়,
তবে কেন বার বার ধর নরদেহ ?
গর্ভবাণ কি হেতু বা সহ ?
প্রয়োজন ইচ্ছার সাধিতে পার ।

বিষ্ণু । স্থলোচনে, শুন বিবরণ—
এক আমি, নাহি অস্ত্র জন ;
ব্যোম সমীরণ তপন ললিত স্থল,
আমিই সকল,
মায়াবলে নানাক্রমে করি কেলি ।
আমি জ্ঞান, আমিই অজ্ঞান,
আমি মন প্রাণ আমি দয়ালু,
আমি নিষ্ঠুরতা,
আমি ভক্ত—আমিই ঈশ্বর,
বাসনায় হের চরাচর ।
অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম আমি,
বহুজ্ঞান মায়ায় সংযোগে ।
দূর কর ব্রহ্ম—
হের সতি, বিরাট সুরতি মম ।

(বিরাটসূক্তি-ধারণ)

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

উপবনস্থ দেবালয় ।

(নালক ও শ্রীকালদেবলের প্রবেশ)

নাল । হে মাতুল,
অতুল মহিমা তব ধরনীরগুণে,
পদতলে চিরাপ্রিত নাল,

কহ দেব, বুঝিবারে নারি,
প্রমোদ-কাননে কি কারণে,
আনিলে আমারে ?
করি তাত, মুক্তির প্রয়াস,
উপবনে মন-আশ কেমনে কলিবে ?

শ্রীকাল । বৎস, ধৃত তুমি নরমাঝে !
যাঁর তরে যোগী করে ধ্যান,
যাঁর নাম পঞ্চানন প্রেমে করে গান,
দেবগণ যাঁর শ্রীচরণে করে আশ,
সেই শ্রীনিবাস করিবেন জনম গ্রহণ,
প্রমোদ-কাননে হবে, 'বুদ্ধ-অবতার' !

নাল । কহ দেব, অদ্বিত কখন,
প্রমোদ-কাননে উদ্ভবেন নারায়ণ !
কোন্ ভাগ্যবতী অঠরে ধরেছে তাঁরে ?
কেবা ভাগ্যবান—
ভগবান্ সন্তান হবেন যাঁর ?

শ্রীকাল । শাক্যকুলে রাজা শুদ্ধোধন,
ধার্মিক সূজন,
পুত্রের কারণ চিন্তে অহুত্ব,
বজ্র ব্রত কৈল কত ;
তার প্রতি সদয় শ্রীহরি,
মহামায়া নামে তার নারী,
সেই গর্ভে বদ্ধিত এ পরম সন্তান ।

নাল । কহ দেব, ঘৃণাও সংশয়,
হেন গুহ্য সমাচার কিরূপে জানিলে ?
শ্রীকাল । দক্ষিণায়নোৎসব শাক্যকুলে খ্যাত,
রাজা প্রজা মাতে মহোৎসবে ;
পূর্ণিমার দিনে,
রাজ্য সনে বিলাস-ভবনে
বক্সিলেন নরনাথ ;
যামিনীর শেষে,
নিজাবশে মহামায়া দেখিলা স্বপন,—
যেন দেবদূতগণ,
শর্যাসনে লবতনে করিয়ে বহন,
ল'য়ে গেল হিমালয়-শিখরে,
মনোহর সরোবর তথা ।
বিলম্ব-বচনে,
দূতগণে কৈল আকিঞ্চন,
পার্শ্ব কলঙ্করাশি নোচন কারণ,
সরোবরীয়ে করিবারে স্নান ;

অগ্নিশর্পে যেমতি কাঞ্চন ;
 দ্বাম-অঙ্গে ধরে রাণী উজ্জ্বল কিরণ ;
 দিয়া বাস-ভূষা—
 যোগাইল সেবদূতে,
 সিংহাসনে বসিল মহিষী ;
 হেনকালে নভঃস্থলে খসিল তারকা,
 বিমল কিরণে আনোদিত ত্রিভুবন ।
 হস্তীর আকার, বড়দন্ত-শোভিত স্তন্য
 তারা মনোহর,
 পশিলা মহিষী-গর্ভে,
 দশনে দক্ষিণ পাশ ভেদি ;
 উঠিল অমনি
 চারিদিকে জয় জয় ধ্বনি,
 বিকাশিল রসহীন তরু,
 পুষ্পবরিষণ কৈল সেবগণ,
 হৃদুভি-নিঃস্বন কাঁপাইল দশ দিশি,—
 নিভ্রাভঙ্গ হলো অকস্মাৎ,
 পূর্ণ গৃহ স্বর্গীয় সৌরভে,
 অজানিত স্তম্ভল ধ্বনি
 গরখিল কর্ণমূলে,
 অজানিত হর্ষ বাস করিল দ্বারে ;
 কহি স্বপ্ন-বিবরণ, রাজা শুদ্ধোদন
 জিজ্ঞাসিলা মর্ষ কিবা তার ?
 ল'তে বিবরণ,
 গিরা স্বরা কৈলাস-ভবন
 জিজ্ঞাসিহ্ন মহেশ্বরে ;—
 ভনিলাম ভবে হবে বৃদ্ধ অবতার ।
 হের রাজদূতগণ,
 আসিতেছে রাজ্যীরে লইয়ে ;
 এস বৎস,
 অন্তরালে করি অবস্থান ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(রাণী, সখীগণ, বাহকবৃন্দ ও রাজদূতগণের প্রবেশ)

রাণী! তুমি সখি,
 আজ এই স্থান করি অবস্থান,
 কহ দূতগণে করিতে বিশ্রাম।
 মরি, কি স্তন্যের সাজে সেজেছে কানন,
 দ্রিক তব স্তনী,
 স্তন্যেরে রাণি কদম্বেরে

মহানন্দে কিরে,
 মন-স্থখে করে গান ;
 মন্দ মন্দ বসন্ত-অনিল খেলিতেছে কিসলয়ে ;
 হের, তরঙ্গিত সরসী-কদম্ব,
 কুশলর দোলে মনোহর !
 ভূতগণে লয়ে বাও অদূর-মন্দিরে,
 ফুল চরি নিজ করে দিব ইষ্টদেবে ।
 সখী। রাণী আজ এই কাননে অবস্থান করবেন,
 তোমরা বিশ্রাম কর গে ।
 [বাহকবৃন্দ ও রাজদূতগণের প্রস্থান এবং অপর দিকে
 রাণী ও সখীগণের প্রস্থান ।

(মার, আত্মবোধ ও সন্দেহের প্রবেশ)

মার । শুনছি যেমন, দেখছি তেমন,
 রাণীর যে আকার,
 সত্যি এবার আবার অবতার !
 আত্মা । হচ্চে কত, বাচ্চে কত,
 ভাবনা কিসের তার ;
 আহি আমি, ভাব্ছ কেন, দেব ছায়েথার ।

মার । কেন চোখে দেখে, মনুচ ব'কে,
 ঠেকে ঠেকে শেখনি ?
 আমি আমি কর্চো বটে,
 থাকবে না আর বাক্যি ঘোটে,
 অবতার কি দেখনি ?
 সন্দে । ভাবনা এত কর্চো কেন,
 এখনো ত মোনোমনো ?
 হয় ত ছেলে, নয় ত মেয়ে, নয় ত গর্ভপাতা
 হয় ত কথা সত্যি নয়,
 দেবতাগুলো দেবার ভয় ;
 তেমন তেমন যদি হয়, দিনকে করব রাত ।

মার । কাণা তুমি চক্ষু নাই,
 মিছে বড়াই কর্চো তাই,
 দেখনি কি রাণীর গারে চাঁদের কিরণ খেলে ?
 কি যে হবে ভাব্চি তাই,
 আমার ত আর হাত-পা নাই,
 ঝাড়ে বংশে নারা বাবে, কখনো এ ছেলে ।
 আত্ম । আমি রাণীর সজ নিয়ে,
 ছেলের দকা দিব খেয়ে ।
 মার । পায় যদি দেখ,
 সাদিসেতে দেখ' ।

আমি । বাও তোমরা চ'লে,
কিরে আসবে রাণী,
আমি দেখি এক ঢাল ঢেলে ।

[মার ও সন্দেশের প্রস্থান ।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী । কি হবে না জানি,
তেবে মরি নিবন-রজনী,
দেবদেব ভরসা কেবল !
পুত্র-মুখ করি দরশন
জুড়াব জীবন,
আশার নাচার প্রাণ ;
ভাবি পুনঃ—
অদৃষ্ট তো নহেক তেমন ;
মন-সাধ যদি নাহি পুরে,
লোকমাঝে কোন্ লাজে দেখাব বদন !
নাহি জানি, ভাগ্যবতী আমি কি এমন !
শাক্যবংশধর মম জন্মিবে নন্দন,
রাজার গৃহিণী রাজার জননী হব !
আহা ! শুনি মম গর্ভের সূচনা,
ভূপতির আনন্দেও নহি আর সীমা,—
এ আশার নিরাশা কি হব ?
জলে ঝাঁপ দিব, বিধি যদি হন বাম !
য় । আমি কেমন ক'রে মারা কাটিয়ে যাব গো ?
হায় কি হ'লো গো !
রাজাকে ছেড়ে কোথায় যাব গো !
১। আহা, কে রমণী রোদন করে এ বনে ?
নাহি জানি অভাগিনী পত্নী কার !
কে মা তুমি, কাঁদ এ বিজন বনে ?
য় । আমি শাক্যবংশে থাকি চিরদিন গো,
এতদিনে কোথায় যাব গো ?
রাজা আমার বড় আদর করে গো !
২। পাগলিনী বুঝি এ রমণী ;
নহে এ ত শাক্যকুল-নারী,
ভূপতিরে মরি কেন তবে করিছে রোদন ?
রাজরাণী আমি,
দেখ মোরে পরিচর, কে তুমি স্থলরি,
কোন্ কুলে জন্ম তোমার ?
স্বধৃক কি আছে তব শাক্যবংশ সনে ?
বল বল, রোদন কি হেতু কর ?
কুলবতি, কি হেতু বা বসতি তালিয়ে

এসেছ বিজন স্থানে ?
ভূপতির সনে আছে কি গো পরিচর ?
বল সত্য বাণী,
বহু করি রাখিব তোমার ।

আমি । আমার পরিচর শুনে—
তোমার কি হবে ?
মারা কি ত্যাগ কতে পারবে ?—
না, পারবে না ;
এ বড় কঠিন মারা !
তবে সর্বনাশ,
আমারও বাস উঠলো ।

রাণী । শকা হর বচনে তোমার,
কিবা মারা তাজিবারে কর ?
কি স্বধৃক তোমায় আমার ?
কি হেতু বা উঠিবে আবাস
আমি মারা তালিয়ে ?

আমি । রাজলক্ষ্মী আমি, রাণি !
শুন সত্যবাণী,—
তোমার গর্ভের ছেলে ছরাতার.
রাজ্য দেবে ছারোথার ;
আপনি প্রাণে যাবে মারা,
রাজা কেঁদে হবে সারা !
ভাল চাও ত শুন ভাব,
নইলে হবে সর্বনাশ !
লীগ'গির এই ওষুধ খাও,
গর্ভ-অধঃপাতে দাও ।

[প্রস্থান ।

রমণী । আরে রে পিশাচি,
বুধা তোর প্রলোভন !
দেব-বাক্য করিতে হেলন
উপদেশ দেহ মোরে ?
(মার, আত্মবোধ ও সন্দেশের প্রবেশ)

মার-আত্ম-সন্দেশ— (গীত)
মারদ-মিশ্র—পটতাল ।

দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্
গেল মাগী মারা,—

(রাণীর মুহূর্ত)

ছেলে ছেলে ক'রে, হ'ল দিশে-দারা,
হাখ্ না হাখ্ না, বোঝ না, বোঝ না,
ধিক্ বিক্ বিক্ ।

খেলে খেলে খেলে, খেলে ওরে খেলে,
বাঁচে না বাঁচে না এ কথা ঠিক।
তাই তাই তাই, তাই বলে বাই,
কথা যদি শোনে তবু বাঁচে ছাই;
বাই বাই বাই, তাকাই তাকাই,
নিছে—এ কি বাঁচে, অরে কাজ নেই;
ওই যমদূত এল ওরে নিতে.
হি হি হি হি হোসে কিঙ্ক কিঙ্ক কিঙ্ক।

আম্ব। চল চল চল, নে বাই ঘ'রে।
সকলে। আঙুন আঙুন, গেছি ঘ'রে।

[রাণী বাতীত সকলের প্রস্থান।

(সখীগণের প্রবেশ)

সখী। এ কি! এ কি!
রাজরাণী ধূলা-বিলুপ্তিত!
এ কি দেব-বিভবনা!
কে আছে রে, শীত্ৰ আন বারি।
রাণি। রাণি।—

রাণী। দূর হও দূরত পিশাচ,
বংশধর সন্তান অঠরে মোর;
দূর হও নারকীয় চন্দ্র।

সখী। দেখ রাজি, নয়ন মেলিয়া,
আমি সহচরী তব।

রাণী। সখী! কোথা আমি,
গেছে কি পিশাচদল?

সখী। রাজি, দেখ চেয়ে প্রমোদ-কানন,
অকারণ কেন হও উচাটন?

রাণী। সখি, শীত্ৰ চল এ স্থান ত্যজিয়ে,
এই স্থানে দেখিলাম ভীষণ সুরতি,—
বেন অবরব হিমিরে গঠিত,
ধেয়ে এল, কত শত করতালি দিবে!
মরি তাহে নহি ডরি,
ভাবি মনে,—
পাছে হয় সন্তানের অকল্যাণ।

সখী। দেবি, নাহি ভয়—
গর্ভবতী তুমি সতি, দেবের কুপার;
অনঙ্গল-আশঙ্কা কি হেতু কর?
চল রাণি, পুরী ভিতর।

[সকলের প্রস্থান।

(পদকবরের প্রবেশ)

১ম গ। কি বল ভট্টাচার্য,
শনি আছেন ককটে।
২য় গ। ঠিক বলেছ, বটে বটে বটে।
১ম গ। ভট্টাচার্য রাজার বাড়ীর গোণা,—
এবার বিদ্যা বাবে জানা!
২য় গ। দণ্ড, ভিড়ি, পল,
পঞ্জিকায় দেখেছি সকল।
১ম গ। এতে কি রাজার বাড়ীর গোণা হয়?
কতে হবে হরকে নয়!
বলতে হবে ঠিকঠাক,
রাছ কেতুর কত বাক।
শুণতে হবে পলেপলে,
মেয়ে হবে কি হবে ছেলে।
১ম গ। ও সকল কিছু আছে দেখা,
বলতে পারি শাস্ত্রের লেখা;
দক্ষিণে রাছ, কেতু বাম,
যোগ করবে কুণের নাম;
ভাগ করবে কুজের তিনে,
দেখবে মধ্য রেতে কি দিনে।
তাতে যদি শূন্য থাকে,
কিম্বতে হবে শূন্য ট্যাংকে;
ভাগে যদি ছই বাড়ি,
দোড় দেবে পগার পারে।
১ম গ। আর যদি বাকি থাকে এক?
২য় গ। গলা ধাক্কা নেহাত দেখ।
১ম গ। আর তোমার কে পার,
চল বাই রাজসভার।

[উভয়ের প্রস্থান

(রাজা ও মন্ত্রী প্রবেশ)

রাজা। মন্ত্রী, পদ্মপত্রনীর, অন্তর অধীর,
কোন মতে বুঝাইতে নারি;
নাহি জানি উৎসবের দিনে
কেন মনে ভরের সঞ্চার।
কহে বিপ্রগণ,
জলঙ্গণ জন্মিবে নন্দন,
হয় তার আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
অকল্যাণ কেন অঙ্গে আস,
মর না বুঝিতে পারি।

মন্ত্রী । নরনাথ, না কর সংশয়,
নিশ্চয় মঙ্গল হবে ।

রাজা । মন্ত্রি, হেন দিন হবে কি আমার,
রাজবংশে জন্মিবে কুমার ?
ল'য়ে কোলে,
বদন-মণ্ডলে চুষ দিবে,
জুড়াইব তাপিত প্রাণের আলা ?
মন্ত্রি, কি কব তোমার,
পুত্র বিনা হেরি তমোময়,
ভাবি সব বিফল বৈভব,
এ জনম বুধা কেটে গেল,
দোলে হিয়া সুখ-দুঃখ-মাকে,
দিবস-শরীরী ভুলিতে না পারি,
কি হবে কি হবে ভাবি ;
কতু মনে হয় জন্মিবে তনয়,
রাজ্যময় উঠিবে আনন্দধ্বনি !
তখনি না জানি—

কেন হয় ভয়ের সঞ্চার,
পুত্র হেরি হৃদয়-আগার,
আচরিতে চ'কে আসে জল,
হেরি দূর অমঙ্গল-ছায়া !

মন্ত্রী । মহারাজ, নাহি বহুদিন আর,
পুত্র মুখ করি দরশন
দূরে যাবে দুর্ভাবনা যত ।

রাজা । মন্ত্রি,
দেখ কেবা আসে ।

মন্ত্রী । মহাভাগ ত্রীকালদেবল ।

রাজা । ঋষিরাজ,
শাক্যকূলে চিরহিতকারী ।

(ত্রীকালদেবলের প্রবেশ)

ত্রীকাল । মহারাজের জয় !

রাজা । শুভদিন আজি ঋষিরাজ,
তব দরশন-লাভ বহুদিন পরে ;
হেন ভাগ্যোদয় মম হবে এ জীবনে,
করি নাই অজ্ঞান ।

ত্রীকাল ।- নরনাথ,
আছে কোন বিশেষ সংবাদ,
প্রকাশিব গোপনে তোমার ।

রাজা । বাও মন্ত্রি, রাজ্যের সংবাদ আন ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান ।

ত্রীকাল । ভাগ্যবান নরকূলে তুমি মহারাজ,
দেবতা-সমাজে পূজ্য ।

শুন মতিমান,
নাহিক বিলম্ব আর, জগিবে সন্তান,
সর্বস্বলক্ষণ, ভুবন-পাবন,
হরিবারে ধরণীর ভার,
বুদ্ধ-অবতার
হবেন তনয়রূপে তব ।

না মান বিশ্বয়,
মহানন্দ ত্রিভুবনময়,
নির্দোষ করিতে দান—

কলুষিত জীব,
পূর্ণ দয়া আবির্ভাব ভবে ।

অজ্ঞান-তিমির নাশ হইবে সস্তর,
নাহি আর নরকের ডর,
হিংসা ঘেব রবে না ধরণী'পরে ।
পশু পক্ষী পতঙ্গ-নিচর
নির্ভয়ে করিবে কেলি ;
দেবত বৈ পূর্ণ হবে মানবের হিয়া ।

ষড় কর্ণে না কর শ্রবণ,
পুলকিত নৃত্য-গীত করে দেবগণ ।

কিন্তু পুনঃ শুন বিচক্ষণ,
বিধাতার বিচিত্র নিয়ম,
অমিশ্রিত সুখ নাহি ধরা তলে ;
দেখ মনে ভেবে

আলোকের সনে কিরে ছায়া,
কণ্টক যুগালে,

গদাজলে মকর-কুন্তীর বসে,
কোট কাটে কোমল কুসুম,
বান্ধক্য ঘোবন-পরিণাম ;
দুঃখ-সুখ-মিশ্রিত এ ধরা ধাম,
কণ্টক-বর্জিত সুখ নাহি কতু তায় ।

রাজা । কহ দেব, কিবা অমঙ্গল,
সংশয় না সহ আর ।

ত্রীকাল । বুদ্ধদেবে জঠরে বে ধরে,
সপ্তস্বর্ণ'পরে আবাস নির্মাণ তার,
নিয়োজিত দক্ষ দেবগণ সেবা হেতু ;
হেন ভাগ্যবতী ধরার না রহে মহারাজ !

রাজা । কি—রাণী !
অকল্যাণ হবে কি রাণীর ?

শ্রীক। : প্রস্তুত করিতে, রাজা, নিয়তির লিপি,
কল্প-কলে—ফলে সে লিখন।

শুন বিচক্ষণ,
এ লিখন খণ্ডন না হয় কভু।

(নেপথ্যে শব্দধ্বনি)

রাজা। জন্মেছে নন্দন !

শ্রীক। নাহি হও উচাটন।

শুন, নীরব আনন্দধ্বনি;
নৃপমণি, ধৈর্য্যপাশে বীধ বুক।

(মন্ত্রী প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ, জন্মেছে নন্দন ;

কিন্তু হে রাজন্,

জড়িত রসনা মম দিতে এ সংবাদ,

মুচ্ছাংগত রাজরাণী,

রাজবৈষম্যগণে

সবতনে চেতন করিতে নারে।

রাজা। হা প্রিয়ে—হা প্রিয়ে !

শ্রীক।। নৃপবর, শোকের সময় এ ত নয়।

রাজ্ঞী অচেতন,

শিশুর কে করিবে যতন

তুমি রাজা অবীর হইলে ?

রাজা। ঋষিরাজ,

বড় সাধ ছিল মহিষীর

পুত্রবধ করিতে দর্শন।

হা বিধাতঃ, হেন সাধে সাধিলে বিবাদ !

হা প্রিয়ে !

শ্রীক।। চল রাজা, দেখিতে নন্দন।

(দূতের প্রবেশ)

মন্ত্রী। আরে দূত, কি তোর সংবাদ ?

দূত। মন্ত্রি মহাশয়,

নাহি জানি কিবা হয় রাজপুত্রে,

মহারাণী তাজেছেন কলেবর।

অকস্মাৎ নব শিশু করি গাজোখান

সপ্তপদ হ'ল অগ্রসর,

কহিল গভীর-স্বরে,

"হের দেব নাগ নরে,

আমি বৃদ্ধ—প্রণয়্য সবার।"

উজ্জল আভার পুরিল কানন,

করি হৃদ্ভক্তি-নিঃস্বন,

নাহি জানি, কোথা হ'তে আইল কত জন,

মৃত্যু-পীড় করিছে উৎসব।

শুন শুন গভীর সঙ্গীত-ধ্বনি।

রাজা। হা প্রিয়ে !

শ্রীক।। উঠ রাজা, নহে এ ত শোকের সময় ;

অগ্নিরাছে উত্তম তনয়,

কর তারে লালন-পালন ;

মুচলন শোক করে গভ-জীব হেতু।

রাজা। হায় ঋষি, শূন্য দশদিশি,

প্রেরসী বিহনে হেরি।

ফুল-কমলিনী জীবন-সঙ্গিনী,

কোথা গেল অভাগিনী,

পুত্র করি সাধ, ঘটিল বিবাদ ;

(আহা, পুত্র বিনা ছিল যেন কত অপরাধী।

করি তনয় কামনা

দিবাশিখি দেবতা-অর্চনা ;

বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা,

পুত্র কোলে ত্যজিল জীবন !

হায়—হায় কাঙ্ক্ষনের তরে

গজমতি ফেলিলাম নীরে,

রাজলক্ষ্মী ছেড়ে গেল !

বার সাধ, সে গিয়েছে চ'লে,

কি কাজ তনয় ?

রাজাধন কোন্ প্রয়োজন ?—

পশিব বিজনে, প্রেরসী ধ্যানে

দিবাশিখি করিব যাপন।)

রাজপুত্রে ঘটিল প্রেমাঙ্গ, হরিবে বিবাদ,

প্রাণে সাধ নাহি আর তিল !

কোথা গেল প্রেরসি আমার,

দেখ, হাহাকার তোমা বিনা।

বিষম হেরিলে মোরে

আসিতে প্রেরসি, বুঝাইতে কতমত ;

ভাসি আমি শোকের সাগরে,

কেন আজি নিষ্ঠুর-হরেছ,

দেখা নাহি দেহ আর ?

হায়, জনমের মত

আনন্দ-মুরতি তোর দেখিতে পাব না ;

ফুরাইল—ফুরাইল গৃহবাস।

কোথা প্রিয়ে—

দেখে আসি জন্মের মতন।

[রাজার বেগে প্রস্থান।]

মন্ত্রী । কি হৃদৈব রাজপুরে,
দেবমাতা বুদ্ধতে অঙ্গন ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

—:—

প্রথম গর্ভাক ।

—:—

উদ্ভান ।

(দেববালাদ্বয়ের প্রবেশ)

দ্বিতীয় গর্ভাক ।

—:—

প্রমোদকানন—অপর পার্শ্ব ।

(রাজা ও ত্রীকালদেবল)

রাজা । কই ঋষি, কই পুত্র মম ?
ত্রীকা । হের সিংহাসনে নন্দন তোমার,
দেবগণে করিছে আরতি,—
মহাজ্যোতি বেরেছে কুমারে ।
শুন বৎস, বচন আমার,
তাজিয়ে আশ্রম করহ গমন ।
বুদ্ধদেব কৃপা করিবেন কালে ;
বসি বুদ্ধ-তরুশূলে
বুদ্ধ লভিবে পুত্র তব ;
ফিরি দেশে দেশে,
উদ্ধারিবে মানবমণ্ডল ;
এ সকল আমি না হেরিব ।

[সকলের প্রস্থান ।

(দেবদেবীগণের প্রবেশ)

(গীত)

ইমন-মিশ্র—একতালা ।

পুরু ।—জগজনপতি পূর্ণস্মৃতি নবীনজনম-ধারণ,
ত্রী ।—মরি মরণের ছটা অরুণ-ঘটা মোহিত হয় মন ;
সক ।—জয় জয় জয় যুচলো ধরার ভার ।
পুরু ।—পরমোৎসব পুলকার্ণব উৎসলে উজান ধার,
ত্রী ।— চাঁদবদন ভাসে করুণায় ;
পুরু ।— অজ্ঞান-ভিমির নাশ
ত্রী ।— হৃদিকমল বিকাশ,
পুরু ।—বুদ্ধদেব-চরণ সেবন জীব-নাশ বারণ,
ত্রী ।—সই শো শ্রোণ মন আজ মজালে নয়ন ;
সক ।—জয় জয় জয় যুচলো ধরার ভার ।

১ম দে । কহ সখি, যুবরাজে সঙ্গীত শুনারে
দেবকার্য কি হবে সাধন ?
দেখি, যুবরাজ দেবের সমাজে প্রিয়,
যুঝিতে না পারি
কেবা এই নরদেহধারী ।

২য় দে । কহি সখি, শুনেছি যেমন,
জীবহিংসা করিতে বারণ
নিরঞ্জন করেছেন শরীর ধারণ ।
জন্ম যবে, জননী মরিল ;
দেবতার গর্ভে ধরে বেই,
দেবলোকে স্থান তার ।
বাড়িল কুমার বিমাতার লাগন-পাগনে ;
দেবী-অংশে গৌতমী নামেতে রাণী,
অতি ভাগ্যবতী,
স্তনপান করাইল দুর্ভাগ নন্দনে,
বৃন্দাবনে যশোমতী যথা ;
এ'ব বদ্ধিত কুমার,
নারী সনে প্রমোদ-ভবনে করে বাস ;

১ম দে । কিবা এই প্রমোদ-ভবন ?
আছে শুনি সতর্ক প্রহরী,
বাহিরে আসিতে কেহ নায়ে ;
কার'গারে রাখে পুত্র,—
কারণ কি তার ?

২য় দে । যবে জন্মিল নন্দন,
জ্যোতির্কোভাগ্য করিল গণন,
“বুদ্ধ জয়া যুত ভিকু করি দরশন,
রাজার নন্দন ভবন তাজিয়ে যাবে,
নহে রাজচক্রবর্তী হইবে কুমার ।”
দিন দিন শশিকলা প্রায়,
বাড়িল তনয়,—
নিরোজিত আচার্য নিপুণ,
সর্বশাস্ত্র-বিশারদ হইল বালক ।

কিন্তু ভাবে মগ্ন দিবানিশি,
উদাস সংসার-সুখে ;
হেরি পুত্রের ব্যাভার
হতাশ হইল রাজা ।

১ম দে । কহ সখি, বিশেষ বর্ণনা,
শুনিতে বাসনা বাড়ে প্রাণে ;
কি ভাবে বঞ্চিল রাজসুত ।

২য় দে । সঙ্গী সনে না করে খেলা,
নাহি নগর-ভ্রমণ, অর্থ-সঞ্চালন,
পাছে ক্ষুদ্র কীটে দলে পদে,
সপঙ্কিতে করিত চরণ ক্ষেপণ ;
হিংস্র জন্তু করিলে নিধন,
করিত রোদন ;
এ সব লক্ষণ রাজকুলে নাহি শোভে ।

১ম দে । দয়ার আগার, সৰ্ব্বজীবে সমভাব,
নরে না সম্ভবে কভু ;
কহ সখি, কি হইল অন্তঃপর ?

২য় দে । পুত্রের উদাস দেখি রাজা শুদ্ধোদন,
মন্ত্রী সনে উদাহের করিল মন্ত্রণা,
কিন্তু তাহে কুমারের স্বর্ণা ;—
কৌশলে করিল রাজা কার্য সমাধান ।

১ম দে । কহ কি কৌশলে ?
শুনিতে বিচল প্রাণ ।

২য় দে । রাজ্যে বস সুন্দরী রমণী,
নিমজ্জিয়া নৃপমণি আনিলা ভবনে ;
নারীগণে রত্ন বিতরণ
করিল নৃপতিসুত,
কিন্তু কারু পানে ফিরে না চাহিল,
কোন নারী সাহসে না তুলিল বদন ;
পরে ধীরে ধীরে,
গোপা নামে লক্ষ্মী-অংশে নারী,
বিস্তারি মাধুরী,
সুবরাজ-সমীপে হইল উপনীত ।
বিমোহিত উভয় উভয়ে হেরি ;
চ'কে চ'কে প্রেম-আলাপন ;
প্রাণ-বিতরণে,
শুভদিনে পরে দৌহে প্রেমের নিগড় ।
রাজার সুখের নাহি সীমা !
জরা মৃত যুদ্ধ ভিক্ষু পাছে পুত্র দেখে,
এই যেতু খুলিয়া ভাণ্ডার,

প্রমোদ-আগার নির্দাহিল,
নন্দন-কানন জ্বিন ।
সুন্দর যে বস্ত্র বখা ছিল অবনীতে,
আনিয়া রাখিল তথা ;
গোপা সনে গেম-আলাপনে,
বঞ্চে সুখে সুবরাজ ।

১ম দে । কহ সখি, কি কারণে

দেবরাজ পাঠাইল আমা দৌহে ?

২য় দে । মোহে ঐক, প্রেম-খেলা খেলিছে কুমার
সুখের ভবনে ;
নাহি আর জীবের বেদনা মনে ।
যে সঙ্গীতে গাইব ছ'জনে
শুনি মনে বাজবে আঘাত,
সেই ভাবে এ গীত রচিত,
দেব-কার্য উদ্ধার হইবে তার ।

(জটনক যন্ত্রীর প্রবেশ)

যন্ত্রী । তোমরা কে ?

১ম দে । আমরা প্রমোদ-ভবনে গোপাদেবীর
সহচরী হ'ব মনে মনে বাসনা করেছি ।

যন্ত্রী । হুঁ—স্বর্ণে নন্দন কানন, আর মর্ত্যে
প্রমোদ-ভবন, গেলে আর বেরোন যার না, জানি ত ?

১ম দে । যদি প্রমোদভবনে থাকতে পাই,
বেরিয়ে আমাদের দরকার কি ?

যন্ত্রী । বটে বটে—ঠিক বলেছ ; বলি, এগিয়ে
এস দেখি ; মুখ ছ'থানা মন্দ নয়,—ঘোড়া ক্র । ক্র
ত কালিতে আঁকনি ?

২য় দে । ও মা, মিন্বে বলে কি গো ? পোড়ো
কপাল !

যন্ত্রী । বলি, রং ত খড়ি দে কর নি ?

১ম দে । মিন্বে, তোর মুখে আশুন ।

যন্ত্রী । বলি, ঠোটগুলো অমনি লাল, না আলত
দিয়েছ ?

২য় দে । তোমার মুখে ছুড়ো জ্বলে দিবেছি ।

যন্ত্রী । না, পরচুলো নয়—তবে চুল কিছু খাটি
খাদি । তা হোক ; বলি একটা গান কর দেখি ?

দেববালাগণ ।— (গীত)

খান্দাজ-মিশ্র—খেমটা ।

চ'লে বাই আগন মনে চাই না কারো পানে ;

গোপনে প্রাণের কথা কই প্রাণে প্রাণে ।

আপনি থাকি আপন গরবে,
(নইলে) কুন্ডনে সেই কুকথা কবে;
কোমল প্রাণে অত কি সবে ?
নাই ত তেমন মনের মতন,
যে জন নারীর মন জানে ॥

(যজ্ঞীকে চোঁনা মারা)

যজ্ঞী। বাক্ জানে।

(যজ্ঞীর নাক ধরিয়া টানা)

চালা মোর বাপ রে, এস—এস—তোমাদের
প্রমোদ-কাননে দিবে পাঠাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

—*—

উপবন।

(সিদ্ধার্থ ও গোপা)

সিদ্ধা। প্রিযে,

যত দিন দেখি নাই বদন তোমার,
শূন্যময় হেরিতাম স্থলর সংসার;
অরুণ-উদয়ে বসি জম্বুতরুতলে,
শূন্য প্রাণে শুনিতাম জীবনহিলোল;
নাচিত ময়ূরী,
বন-পাখী খেলিত আলোক মাখি;
কুরঙ্গিনী কুব্জের সনে
ক্রমিত অদূর-বনে;
ছলিত কুসুমরাঙ্গি মলয়-মাকুতে;
হেরি ধরা শোভার আগার,
হৃদয়-বিকার দুঃ না হইত মম,
ভাবিতাম—লক্ষ্য-শূন্য এ সকলি;
কি পরিবর্তন!
মধ্যাহ্ন-তপন ভাঙিত গগনে যবে,—
নাহি আর আনন্দ-কল্লোল,
অগ্নিময় পবন-হিলোল,
রসহীন সরস কুসুম,
মনে হ'ত ক্রয়,—
কণহারী আনন্দে কি ফল?
পশ্চিম-গগন আরক্ত বধন,
নব ভাব উদয় হইত হৃদে।

সেই উষা সম ঘটা,
রঞ্জিত সুবর্ণ মেঘছটা,
সেই—সেই, কিন্তু সে ত নয়।

সচকিতে চায়,
বিহঙ্গিনী আনন্দে না গায়,
কুলায় প্রবেশে কেহ।
আশ্রয়ের তর
ধীরে ধীরে কুরঙ্গিনী ফিরে,
কভু নিশ্বাস গগন—
হাসে শশী,
রজত-কিরণ ঢালিয়ে ধরপীপরে;
কভু নক্ষত্রখচিত রজনী ভূষিত,
কভু ঘোর মেঘের ঝঙ্কার,
লক্ষ্য নাহি বুঝিতাম তার,—
লক্ষ্য-শূন্য সকলই হইত জ্ঞান;
ত্রিগুণ দিবস-যামিনী!
সুবহন,
একভাবে বহিত জীবন-স্রোত!

হ'ত অল্পমান—

চক্রাকারে হয় ঘূর্ণমান,
দিবা-নিশি, পক্ষ, বড়লতু—
যেন নহে নিয়ম-অধীন,
স্বৈচ্ছাধীন চিরদিন চক্র ঘুরে।
এবে প্রিয়ে জন্মে ধরি তোরে
সে বিকার গিরিছে অন্তরে,
নব অঁখি ফুটেছে আমার!
নয়নে তোমার হেরি!

গোপা। আঁখি-বিনোদন হেরি, নাথ,

সরস বদন তব,
আনন্দ-হিলোলে দোলে হৃদয়-কমল;
কেন তবে হই হে বিমনা?
মনে নাই কি ছিলাম বালিকা বধন,—
যেই দিন দেখা তব সনে,
আবরণ পড়িয়াছে সেই দিনে!
যবে সদয়-হৃদয়,
প্রেমময় কণ্ঠহার দিলে এ দাসীরে,
গেল বাল্যখেলা, যুক্তামালা গরি গলে;
রূপদয়নে, হৃদয়-আসনে
তোমার দিলাম স্থান।
তাজিয়ে বসতি,—গেল অত্ন বহি,—

জপের সাগরে ছুবিলাম আঁখ ত্যজি ।
 সকলি পেয়েছি,
 কিঙ্করীয়ে সকলি দিয়েছি,
 প্রাণনাথ, তবু কেন ছায়া পড়ে প্রাণে ?
 সিদ্ধ । প্রিয়ে, ছায়া কর দূর ;
 ঐ ছায়ার আচ্ছন্ন করিত প্রাণ মম ;
 তব নরন-কিরণে মিলায়ে গিয়াছে ছায়া ।
 ছায়া—ছায়া—ছায়া বহুদূরে ;
 দূরে—দূরে ছায়া, ছায়াময় সমুদর ।
 দেখে প্রিয়ে, স্থিরচিত্ত হয়ে,
 ছায়া নহে পরাজিত ।
 বেন মৃহভাবে কর্ণে মম আসে,
 অসীম অনন্ত ছায়া ঘেরিরাছে জিভুবন !
 কিন্তু প্রিয়ে,
 আমি তব, তুমি হে আমার,
 ছায়া কোথা আর ?
 সকলি আলোকময় ।
 হের সতি, মলয়-হিম্মোলে
 ফুলদল ছলে ছলে বলে,—
 ফুটেছি লো তোর তরে ;
 করি কলধ্বনি,
 বিগলিত জাগরে তোমায়ে,
 গায় স্তম্ভুর তুমিতে শ্রবণ তব ;
 ব্যঞ্জনে অনিল
 খেলিবে অলকা সনে ।
 সত্য প্রিয়ে,
 তবু বেন লুকায়িত আছে তব ছায়া ।
 আহা প্রিয়ে, বসন্ত উষার
 শতদলে শিশির যেমতি,
 কেন সতি, অজবিন্দু নরনে তোমার ?
 জান না কি হাসিমুখ ভালবাসি তোর ?
 আহা প্রিয়ে, এ কি নব ভাব,
 হাসি সনে মিশে আঁধি-বারি !
 দেখি—দেখি, বসন্তে বরিষা !
 প্রিয়ে, তব নরন চুমিয়ে,
 বারিবিন্দু করি দূর,
 তরুণ অরুণে
 কমলে শিশিরবিন্দু বধা ।

গোপা । প্রাণনাথ,

বিনম্রি বিনা

নলিনী যেমতি বিমলিনী,
 একাকিনী কাঁদে বালা,
 হেরি ভাহু প্রফুল্ল বদন,
 রজনীব জালা জানাইতে নাহি পারে,
 তেমতি হে, হেরিলে তোমায়ে,
 ভুলে যাই কি অভাব আছে প্রাণে ;
 ছায়া—ছায়া বলিলে বধন,
 হইল স্বপ্ন ভীষণ স্বপন-ছবি ।
 নিত্য নিত্য দেখি সে স্বপন ;
 কেঁদে জাগি,—
 পাশে তুমি করি দরশন—
 পাসরি স্বপন-কথা,
 গলা ধরে নিদ্রা যাই পুনঃ ;
 প্রভাতে উঠিয়ে মুখ নিরখিয়ে,
 সুখে ভাগি,
 বিহঙ্গিনী উষা দরশনে বধা ।
 সিদ্ধ । কহ প্রিয়ে,
 কহ স্বপ্ন-কথা,
 কিন্তু যদি মনে পাও বাধা,
 নাহি তার প্রয়োজন ।
 কত স্বপ্ন করি দরশন,
 জাগরণে হেরি কত ছবি,
 দয়তনে ত্যজি সে সকল !
 বিশ্বাসি—বিশ্বাসি,
 নাহি অস্ত গতি ।
 পরস্পরে হেরে,
 এস প্রিয়ে, ভুলি স্বপ্ন প্রেমের স্বপনে ।
 স্বপ্ন—স্বপ্ন—স্বপ্ন এ সকল—
 নিদ্রা জাগরণে,
 স্বপ্ন বিনা কিবা আর ?

(সেববালাগণের প্রবেশ)

সেববালাগণ— (গীত)

খানি-মিশ্র—একতালা ।

★ ছুড়াইতে চাই—কোথায় ছুড়াই ?
 কোথা হ'তে আসি, কোথা তেসে যাই !
 কিরে কিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
 কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই ।
 কে খেলার ?—আমি খেলি বাঁ কেন ?

জাগিয়ে বুঝাই কৃষকে যেন,
এ কেরম-খোর, হবে না কি ভোর ?
অধীর—অধীর বেঘতি সমীর,
অবিয়ায় গতি নিরত থাই ।

সিদ্ধা । আহা প্রিয়ে, কি মধুর গান !
হর্ব শোক সনে মিলে প্রাণে প্রাণে,
নবভাব বিকাশে ছন্দরে ।

স্বরূপ না হয়,
বেন গাথা শুনেছি কোথায় ।
কেবা বালা ? ডাক প্রিরতমে,
উপহার দিব সুবতীরে,
অধা-কণ্ঠ নূতন সঙ্গিনী তব ।

গোপা । নাথ, নহে ত সঙ্গিনী মম !
নাহি জানি কে রমণী ।

সিদ্ধা । চারুনেত্রে, দেখ পরিচয়,

কেবা তুমি প্রমোদ-ভবনে ?

নববালাগণ— (গীত)

জানি না কেবা এসেছি কোথায় ।
কেন বা এসেছি, কেবা নিয়ে যার ?
বাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যার, হাসে কীদে গাছ,
এই আছে আর তখনি নাই ।

সিদ্ধা । কতদূর, কতদূর বিস্তার মেদিনী ?

পূর্বভাগে নবরাগে হেরিলে উষার,
সাধ হয় মনে,
হেরিতে সে নরনারীগণে—
তরুণ তপন বাহে প্রথম জাগার,
আঁধার করিয়ে দূর কাঞ্চন-কিরণে,
পশ্চিমে আরক্ত ষট্ঠানেহারি প্রেরসি,
অভিলাষী অন্তর আমার
যেতে চার দিনদেব সনে,—
আনোদিনী কমলিনী বধা ।

হেরি পুনঃ প্রাণনাথে ।
মনে হয় আছে কত নগরী অক্ষর,
বৈসে কত নর ।

তোমার আবার যদি প্রিয়ে বাই,
হেরি কত অক্ষর বহন,
তালবাসি কত জনে ;
পক্ষতরে উঠি পূন্যপরে,

নিরে হেরি বিস্তার মেদিনী,
মনোরঞ্জে গিরিশৃঙ্গে বিজন শ্রদেণে,
বসি দিনশেষে
হেরি তারামালা ফুটে একে একে ।
বন্ধ আছি প্রমোদ-ভবনে—
বিশাল বিস্তার স্থান তোরন-বাহিরে !
গোপা । প্রাণনাথ, এ কি ভাব তব ?

হঃস্বপন হেরিছি প্রভাতে,
কাঁপে প্রাণ স্বপ্ন স্মরি ;
তব ভাব দেখিয়া শিহরি,
ভাগ্যে মম কি আছে না জানি !
ভীষণ স্বপন,—

বহে যেন প্রলয়-পবন
কাঁপাইয়ে ধরণীরে,
কক্ষচ্যুত তারকামণ্ডল,
রাজদণ্ড ভয় মহাবাতে,—
তুমি নাই পাশে !—
শয্যাপরে মুকুট তোমার,
নাহি তুমি পাশে !
হতাশে কাঁপিল প্রাণ !
এবে এ ভাব তোমার,
প্রাণ আর প্রবোধ না মানে ;
প্রাণনাথ, হয় ভয় অবলার !

সিদ্ধা । ভাবি প্রিয়ে, এসেছি কি কাজে,
কি কাজে কাটাই দিন ?
অজ্ঞান-আঁধারে রয়েছি সংসারে,
কারাবাসে প্রহুস অস্তরে,
বারেক না ভাবি জীবনের লক্ষ্য কিবা !
প্রাণ মম চায়,
ধরা'পরে আছে যে যথায়,
জাতৃতাবে করি আলিঙ্গন ।
বন্ধ মম পশু-পক্ষিগণ,
ধরার রোদন নিবারণ হয় সাধ ।
তুমি মম জীবন-সঙ্গিনী,
হও ধর্ম-সহায়িনী,
তিমিরে রাখিতে আর বন্ধ নাহি কর ।
উধাও—উধাও—
ধার প্রাণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে,—
কুস্র এই প্রমোদ-আগারে
কেমনে প্রহুস রব ?

শুন সুবদনি,
মহাছায়ে নিপতিত প্রাণী
অসহায়, নাহিক উপায়,
কেবা মুখ চায় ?
এ খেদ হে প্রাণে নাহি ধরে ।
স্বার্থ ভুলি সতি,
মহাত্মতে পতিরে উৎসাহ দেহ ।
ল'রে তব অমুখতি,
জীবের দুর্গতি দূর করি চক্ষাননি !
গোপা । স্বার্থ অর্থ সকলি হে তুমি ;
তব অমুখানী দাসী,
তব কার্যে বিরোধী না হব ;
তব সূখে সুখী,
তুমি নাথ অসুখী যাহার,
কিবা সূখ তাহে মম ?
এই মাত্র সাধি গুণনিধি,
অপ্রিতে ঠেল না পায় ।

সিদ্ধা । আনন্দদায়িনী তুমি চক্ষাননি !
(ছন্দরের তুমি অধিকারী ;
তব প্রেমে শিথিল জগৎ-প্রেম,
তব প্রেম বিলাস জগতে—
এইমাত্র অভিলারী)

[উভয়ের প্রস্থান ।

(দূরে রাজা, মন্ত্রী ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদু । বলি মহারাজ, বৌ-বেটার আমোদ
ক'চে, নিত্য নিত্য কি ক'ন্তে আস বল তেথি ?
বলি, তেমন সখ হ'য়ে থাকে ত বুড়োরাণী নে তুমিও
একটা প্রমোদ-কানন কর ।

রাজা । বরন্ত, বে দিন আমার সিদ্ধার্থের চক্ৰ-
বদন না দেখি, সে দিন আমার শূন্য জ্ঞান হয় ।

বিদু । বলি, মহারাজ যে বড় ভর পেয়েছিলেন,
সুবরাজ আর ধ্যানে বসেন না ? বোমা গর্ভবতী !
পুত্র-সন্তান হ'লে আবার নূতন ধ্যানে ব'সবেন । মহা-
রাজ, মনে ক'রে দেখুন না কেন, প্রথম প্রথম আম-
রাও কত ধ্যান করেছি ।

রাজা । সিদ্ধার্থের পুত্র হ'লে তোমার ব্রাহ্মণীকে
নখ গড়িয়ে দেব ।

বিদু । না মহারাজ, আমার আর একটি সাধ
আছে, আপনি এক বোড়া বৈক-মল গড়িয়ে প'নবেন,

নাতির পারে ঘুঙুর ঝাঙ্কবে আর আপনি শুধু পায়ে
বেড়াবেন, সেটা বড় ভাল দেখায় না ।

(সিদ্ধার্থ ও গোপার প্রবেশ এবং উভয়ে
রাজাকে প্রণামকরণ)

রাজা । এই যে আমার সিদ্ধার্থ !—

বৎস, আসিয়াছে শিল্পিগণ,
সাধ সবাকার—
তব প্রমোদ-আগার-শোভা করিবে বর্দ্ধন ;
যদি তব হয় মন,
পাঠাইরে দিব সবে তোমার সদন ।

সিদ্ধা । পিতা, ক্ষুদ্র এই প্রমোদ-আগারে,
প্রাণ নাহি ভরে মম ।

সব হেথা শিল্পের অধীন ;
স্বৈচ্ছাধীন নহে তরু-লতা—
সমভাব সকলি এ স্থানে !
চাই যবে আকাশের পানে,
সমভা নাহিক তথা—

নিত্য নব গগনের শোভা ।
নব শোভা অবশ্য ধরণী ধরে ;
কিন্তু,
শিল্পী করে সমভাব প্রমোদ-ভবন ।
বাচি তাই অমুখতি পদে,
যাব আজি নগর-ভ্রমণে,—
অবিদিত ভূমি মম প্রাচীর-বাহিরে ।

রাজা । বৎস, সূখের ভবনে
কিসে তব অসন্তোষ ?
রাজকোষ শূন্য করি সাজায়েছি পুরী ;
যেখানে যা ছিল বস্ত্র প'মে সুন্দর,
আনিয়াছি এই স্থানে ;
হেন কিবা কাছে জিতুবনে,
এ ভবনে নাহি যাহা ?
মধ্যমণি মণিহারে যথা—
ভেমতি ধরণীমাঝে
বেষ্টিত স্তম্ভরী সূখে কর বাস ;
কি হেতু প্রাণস বৎস, বাইতে বাহিরে ?

সিদ্ধা । পিতা,
মধ্যমণি অবশ্য সুন্দর,
কিন্তু এক মণি নহে মণিমালা,
গাথে মালা বিবিধ রতনে,
ক্ষুদ্র রত্ন—আছে তার কাজ !

এ ভবন যদ্যপি সুন্দর,
হর সাধ শোভাময়ী যেদিনী হেরিতে !
কমলিনী—কুলকুলরাগী
সুন্দর অবস্তা মানি ;
কুন্দ কুলে কুন্দ শোভা চিত-কুলকর,
পূর্ণ কর সাধ, পিতা, দেহ অজমতি ।

রাজা। ভাল বৎস, হও সুসজ্জিত ;

দুত আসি ল'য়ে বাবে কাল ।

দেখাইবে নগরের সুন্দর যে স্থান ।

সিদ্ধা। আলীকাদ কর পিতা ;

গুরুজনে প্রণাম আমার ।

রাজা। বৎস, রাজচক্রবর্তী হও ।

বিদু। যুবরাজের জয় হোক !

[সিদ্ধার্থ ও গোপার প্রস্থান ।

রাজা। দেখ এ ঘটনা—

পুত্রের বাসনা নগর-ভ্রমণে !

জ্যোতিষ-বচনে—

বৃদ্ধ জরা কথ মৃত তিস্কু দর্শনে,

পুত্র হবে গৃহত্যাগী ;

দেহ শীঘ্র নগরে ঘোষণা,

জরা-জীর্ণ আদি পথে নাহি আসে কালি ।

আখি-সুখ-কর

সুসজ্জিত করহ নগর ;

হেরি যাকে রাজ্যের লালসা বাড়ে ।

দেখ মন্ত্রি, অতি সাবধানে

নিবার কুংসিত দৃষ্ট রাজপথে ঘরা ।

মন্ত্রী। নাহি চিন্তা মহারাজ,

শাক্যরাজ্যে কুমার-বৎসল সবে,

জ্ঞাত আছে জ্যোতিষ-গণনা,

বিশেষতঃ সতর্ক প্রহরী,

নিরোজিষ এইক্ষণে,

তব ল'য়ে আপনি কিরিব ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান ।

রাজা। সখা, করিব প্রহর-কার্য কালি ।

বিদু। বলি মহারাজ, এই হুড়োহুড়ি ত দিন-

কতক বাদে করলেই হোতো ।

রাজা। হে বরুণ, কি কব তোমার,

সিদ্ধার্থ বধন বাহা চার,

ভাল মন্দ না করি বিচার,

তখনই প্রদানি তাঁহা ।

আজি প্রাণে হয়েছে উৎসাহ,

ব্যথা পেত নিবারণে ;

কিংবা অব্যবহিত বিলম্বের প্রয়োজন ।

সুবর্ণ-পিঞ্জরে বদ্ধ রেখেছি পাখীয়ে—

পাখী না জানিতে পারে !

[উভয়ের প্রস্থান ।

(সিদ্ধার্থের পুনঃ প্রবেশ)

(শূন্তে দেববালাগণের অবির্ভাব ও গীত)

ধানি-মিশ্র—একতারা ।

কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল,

কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল !

প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি,

যাই, যাই কোথা—কুল কি নাই ?

কর হে চেতন, কে আই চেতন,

কত দিনে আর ভাবিবে স্থপন ?—

যে আই চেতন, যুগাও না আর,

দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ;

কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,

তোমা বিনা আর নাহিক উপায়

তব পদে তাই শরণ চাই ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

—:—

প্রথম গর্তীক ।

—o—

রাজপথ ।

(শ্রীকালদেবলের প্রবেশ)

শ্রীকাল। আজি শেষ দেখা দেখে যাব বুদ্ধদেব ।

কালি ভয় হইবে পতন ।

আজি রাজ্যে রাজপুত্র তাড়িবে আগার ।

আহা, মোহে অন্ধ রাজা শুদ্ধোদন,

চাহে বিধি লিপি করিতে খণ্ডন ;

দেব-মারা না বুঝে ভূপাল ।

পঞ্চানন আসিবেন আপনি ধরায়,
ধরিবারে জরা-কণ্ঠ-মুণ্ড-ভিক্ষু-বেশ ।
আসিয়াছেন বৃদ্ধদেব,—
পঞ্চানন আসিছেন বৃদ্ধ-বেশে ।
অন্তরালে করি অবস্থান,
হেরি দেবলীলা ধরমাশ্বে ।

[প্রস্থান ।

(সিদ্ধার্থ ও সারথির প্রবেশ)

সিদ্ধা । হে সারথি, হেরিলাম সজ্জিত নগর ;
প্রজাগণ,
মম আগমনে উৎসবে মগন যের,—
স্বাভাবিক অবস্থা এ নয় !
প্রাণ চায়, কি দশায় রহে সবে হেরি,
প্রকৃত অবস্থা ঘাটা হই অবগত ।
(স্বভাবতঃ মনে মম এই সংস্কার,
সুখাগার নহে এ ধরনী ;
অন্ধ সম ভ্রমিছে মানব,
কালরবি অন্ধকারে !
ভাবি মনে কোথা হ'তে আলোক আনিব,
দীন নরে চক্ষু প্রদানিব,
ঘুচাইব ভবঘোর ।
ছিল সাধ, থাকিয়ে সংসারে,
জ্ঞান-জ্যোতি করিব প্রচার,
কিন্তু তার নাহিক উপায় ;
অধীন যে জন,
সে কেমনে শিখাইবে স্বাধীনতা ?
বুধা আশা !
কিন্তু বিষম বন্ধন ছেদন করিতে নারি ।)

(দূতের প্রবেশ)

দূত । সুবরাজের অর হোক ! ভাগ্যবতী বধুমাতা
সুসুমার প্রসব করেছেন, পুত্রবাসীরা অনায়ে
মগ্ন-নবশিশু আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত
বধুমাতা অতিশয় ব্যাকুলা ।

সিদ্ধা । বাও,
রত্নের ভাণ্ডার মম কর বিতরণ ;
মনোমত রজত কাঞ্চন,
আপনি বাছিয়ে লও ;
অঙ্গুরী গ্রহণ কর ।

দূত । এ সম্মান অশ্রমে অতীত ।

[প্রস্থান ।

সিদ্ধা । রত্নহার, জোয়ার ছন্দক !

(বগত) বন্ধনের উপর বন্ধন !

নিত্য নব বিড়ম্বনা ;
গুঠে প্রাণে বাসনা-মাগর,
হস্তার-বাসনা
সুখ-আশা—আশা মাত্র,
সুখ কিবা নাহি জানি ।

(বৃদ্ধের প্রবেশ)

এ কি ভীষণ আকার সম্মুখে আমার !
নরাকার, কিন্তু নহে নর !
শুধু চর্য অঙ্গে আবরণ ;
অবনত যেন মহাভারে—
উন্নত করিতে নারে শির ।
কহ হে সারথি, কোন্ জাতি জীব এই ?

সার । নর-জাতি শুন হে কুমার,
অবনত বার্কিকোর ভারে,
অসহায় ভ্রমে ধরা'পরে ;
জরাজীর্ণ শোচনীয় দশা ।

সিদ্ধা । এ দশা কি হয় সবাকার ?
অথবা কি দৈবের বিপাকে
এ দশা ইহার ?

নর-জাতি সবে কি হে বার্কিকা-অধীন ?

সার । হার প্রভু, কাগ বলবান !
ঠেকশোর যৌবন কালের নিরম,
বার্কিকা তেমতি মতিমান !
এ দশা সবার,
নিষ্ঠার নাহিক এতে কার,—
দেহী মাত্র বার্কিকা-অধীন ।

সিদ্ধা । আমি—গোপা—জলকান্তি সহচরী সবে—
জয়গ্ৰস্ত হব কি সময়ে ?

সার । সুবরাজ, সবে সমনিরম-অধীন ;
রাজা কিংবা প্রজা—সমজাবে স্পর্শ করে কালে ।

সিদ্ধা । এই সুখ ধরে কি সংসার ?
জরার নিষ্ঠার নাহি কার !
এই হেতু জীবনধারণ !

সুখের যৌবন—এইমাত্র পরিণাম !

হার, হেন কারাগারে,
কোন্ সুখে বাস করে নরে ?
কি কারণ শাসন-আলয়ে

উঠে জয়-অর-ধনি ?

(জটিল কণ্ঠের প্রবেশ)

দয়। আমার ধর, আমার প্রাণ যায়,
আমার চারিদিকে আশুন জলছে—
আমার অস্থিগ্রস্থি সব শিথিল হচ্ছে—
আমার ধর ।

সিদ্ধা। জীর্ণ-জীর্ণ হের চমৎকার !
দেহ-ভার চরণ না বহে ;
কহে—অনল চৌদিকে,
কম্পে ঘন ঘন,
মহাহিমে জরজর তরু যেন !—
বাঙ্ক্য কি স্পর্শিল ইহারে ?

সার। মহারোগে জীর্ণ কলেবর—
অস্থিগ্রস্থি কাঁপে নিরন্তর,
কিন্তু দেখে ঘোর তাপ
বল-কর রোগের প্রভাবে ।

সিদ্ধা। কহ বিচক্ষণ,
এও কি হে দেহের নিয়ম ?
এ দশা কি হয় সবাঁকার ?
সার। চলে দেহ বস্ত্রের সমান,
হে ধীমান,
কেবা জানে কবে প্রাপ্ত হইবে বিকার !
দেহমাত্রে রোগ করে অধিকার,
এ নিয়ম না হয় খণ্ডন ।

সিদ্ধা। এই ছার দেহের গোরব ?
এই হেতু বৈভব-লালসা ?
কলেবর রোগের আগার.
যত্ন এত তার, পীড়ার পোষণ হেতু ?
কুসুম-সৌরভ, তপন-গোরব,
চন্দ্রমার হাসি,
চিত্তব্লক্কর কহে বাহা ভ্রান্ত নরে,
ব্যাক করে রুগ্ন জনে ।
বুঝিতে না পারি,
কি হেতু এ ধরাধামে বাস,
কণহারা সুখ-আশ কেন করে নরে !

(অগ্রে মৃত দেখিয়া)

স্পন্দনহীন, হের পঞ্চদায়ে,
জড় বা চেতন
নির্ণয় করিতে নারি ।
রক্তকেশা বিবশা রমণী
পাশে বসি করিছে মোহন ।

কহ বিবরণ, কিবা এই শোচনীয় ছবি ?

দেখ—দেখ, বস্ত্রে করি আচ্ছাদন
কাঁঠ সম ল'য়ে বার স্পন্দনহীন দেহ ।

সার। বিচিত্র কালের গতি, শুন যুবরাজ !

আছিল চেতন,

এবে অচেতন—মৃত্যুর পরশে ।

মহানির্জাগত !

এ অভাগা আর না জাগিবে ।

সিদ্ধা। কহ সত্য ছন্দক আমার,

এ কি এই অজ্ঞানার কুলরিভ,

কিংবা সবাঁকার ওই পরিণাম ?

মহানির্জা-কোলে আমিও কি করিব শয়ন ?

সার। কৈশোর, যৌবন, বাঙ্ক্য মরণ—

ক্রমে ক্রমে ফলে কালে যুবরাজ !

এই মানবের পরিণাম—

মৃত্যু ফেরে সাথে,

নাহিক নির্ণয় কবে কার হরিবে চেতন ।

সিদ্ধা। বুঝিলাম—জলবিষ সম এ শরীর !

গোরব ইহার কিবা ?

অস্থিবিষ প্রায় নর উঠে,

অস্থিবিষ প্রায় পুনঃ টোটে ।

পাছে মৃত্যু কিরে লক্ষ্য নাহি করে ;

ভ্রান্ত নরে তবু করে সুখ-আশা !

জেনে শুনে অন্ধ রহে চিরদিন !

না জানি কি অলক্ষ্য প্রভাবে

ভুলার মানবে,

দেখেও না দেখে,

জেনেও না জানে,

আচরণে হয় অহুমান,

যেন অনন্ত সময়ে

কর না হইবে কার !

ধিক্—ধিক্ সংসার-প্রয়াস,

ধিক্ সুখ-আশ,

ধিক্ এ জীবন, ধিক্ এ চেতন !

শত ধিক্ ভঙ্গুর এ দেহে !

ভাবি যনে আমার—আমার !

কেবা কার মৃত্যু পরে ?

ওই হাহাকারে কাঁদিছে রমণী—

কর্ণমূলে না পরশে ধ্বনি,

ধরায় সঞ্চল নাহি আর !

(ভিক্ষকের প্রবেশ)

দেখ—দেখ,
গৈরিক বসন, প্রশান্ত বদন,
কমণ্ডলু করে—ধীরে করে আগমন ।

কহ যোরে এ রহস্ত কিবা ?

সার । বাসনা করিয়ে পরিহার,
ব্রহ্মে হারে দার,
ভিক্ষাক্রৌণী সংসার-সম্বন্ধ-হীন ;
মুখ-আশে দিয়া অলাজলি,
নির্জনে ঈশ্বরে পূজে ;
ব্রহ্ম-উপাসনা বিনা নাহিক কামনা ।

সিদ্ধ । কোথা ব্রহ্ম ? কোথা তার স্থান ?

শুনি জিতুবন সৃজন তাঁহার ;
তবে কেন রোগ শোক জরা,
হুঃখের আগার ধরা ?
মৃত্যু কেন এ জীবনের পরিণাম ?

জীবকুল কিবা অপরাধী,
নিরবধি সহে হুঃখ ?
সন্তানের দুর্গতি দেখিতে
পিতা কত নাহি পারে !
এ সংসার সন্তাপ-সাগর
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা,
কেন ব্রহ্ম না করে মোচন ?
রোগ-শোক করে আর্ন্তনাদ,
এ সংবাদ ব্রহ্ম নাহি পায় ?
কিংবা ব্রহ্ম,

শক্তিহীন হুঃখের মোচনে ?
তত্ত্ব আছে অবশ্য ইহার ;
শাস্ত্রব্যাখ্যা সকলি অসার,
শাস্ত্রকার অজ্ঞান সকলে !
সর্বশক্তিমান্ যদি ভগবান্,
দয়ানান্ কত সে ত নয় ।
সব্বর চালাও রথ—
যাব আমি পিতার সদনে ;
লইব বিদ্যার, ভ্রমিব ধর্মার
জ্ঞানালোক অবেষণে ।

হুঃখের উপার
পারি যদি করিতে নির্ণয়,
দেশে দেশে জনে জনে দিব উপদেশ ।
কীদে প্রাণ এ দুর্গতি হেরি,

আর গৃহে রহিতে না পারি ;
মমতার আর নাহি বন্ধ রব !
মহাকাব্যে সমুখে আমার,
অলসে না হরিব জীবন ।
মহাকাব্যে যদি মম তত্ব হয় দ্রব,
মৃত্যুকালে প্রবেশিব মনে,
বধাসাধ্য করেছি উদ্যম ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

—*—

কক্ষ ।

রাজা ও মন্ত্রী ।

রাজা । অবশ্য এ দেবতার হল !—
বৃদ্ধ ক্লম ভিক্ষু মৃত এল কোথা হ'তে ?
সতর্ক প্রহরী
পথে পথে করিল গমন,
তব্ব নিতে রাজপথে গেলাম আপনি ।
মন্ত্রী । সত্য প্রভু দৈবের ছলনা !
দেখা দিবে কোথা চ'লে গেল,
কেহ না দেখিল,
প্রহরী না পায় অধেষণ ।
এল কোথা হ'তে—দেখিতে দেখিতে
অস্ত্রদান হ'ল আচম্বিতে !
রাজা । এ সকল অদৃষ্টের গুণে !

(সিদ্ধার্কের প্রবেশ)

সিদ্ধ । পিতা, প্রণাম চরণে ;
আসিয়াছি লইতে বিদ্যার,
সদর হইবে তাত, দেহ অল্পমতি ।
মিনতি চরণে,
জান-অবেষণে যাব আমি গৃহ তাজি ।

রাজা । বৎস,
বজ্রাঘাত কেন কর এ প্রাচীন কালে ?
তোর মুখ ঘেরে তুলেছি সকল আশা—
তুলেছি প্রিয়র,
ধরা আর শূন্য নাহি হয় জাম ।

অজ্ঞের নয়ন,
অধার ঘরের দীপ,
তোমা বিনা এ সংসারে কিছু নাহি জানি ।
তুমি মম সর্বস্বরতন,
রাজ্যের ভূষণ,
শাক্যকুলে একমাত্র তুমি রে আশ্রয় !
লহ সিংহাসন,
যেবা প্রয়োজন এখনি তা দিব জানি ।
কহ পুত্র, কি হেতু বিরাগ,
সর্বভ্যাগ করিবারে চাহ ?
বল,
কায় মুখ চেয়ে বাধিব রে হিরে,
পুত্র আর নাহি ত আমার ।
বচনে তোমার হেরি অন্ধকার,
প্রাণ আর বন্ধে নাহি ধরে !
শুন বাহুমণি,
বন্ধ মম কাটিবে এখনি,
শেলসম বাণী আর বৎস নাহি বল ।

সিদ্ধা । পিতা, অসার সংসার,
রোগশোকাপার,
মৃত্যু কিরে পায় পায় ;
আসে পাশে কালের কবলে,
এই তাব চিরদিন রয়,
কোন্ হেতু আবদ্ধ রহিব ?
যৌবন না চিরদিন রয়,
জরা করে আক্রমণ ।
নাহিক নিরম,
কবে কালদণ্ডে হইব পতন ।
এ সংসার নহে ত আমার,
স্বৈচ্ছায় বহুপি নাহি ত্যজি,
আদি বা দু দিন গতে ত্যজিতে হইবে ;
তবে কেন মোহে বদ্ধ রব ?
পারি যদি জগন্তের দুর্গতি হরিব ।
লইরাছি মহাকাব্যের ভাব,
হেন কার্যে বাধা নাহি দেখে নয়নাথ !
নিশ্চয় বদ্যপি তাত হবে দেহপাত,
পুত্র বলি কেন তবে মিছা মারা ?
কেবা কার জারা ?
কায় ভরে অজ্ঞান-তিমিরে
আবদ্ধ রহিব চিরদিন ?

হর্ষলতা ত্যজ পিতা উচ্চকার্য ভাবি ;
কর আশীর্বাদ—
মনসাধি পূর্ণ যেন হয় ।
রাজা । প্রস্তুত গঠন তোমর,
জেনেছি নিশ্চয় ।
রাজপুত্র কে কোথায় হয় গৃহত্যাগী ?
জন্মাবধি কত নাহি জান দুঃখলেশ,
ধরি ভিখারীর বেশ—ভিক্ষাপাত্র করে,
ঘরে ঘরে কেমনে ফিরিবি ?
কে তোমায়ে রাখিবে বতনে ?
কহ,
কোন প্রাণে তোমায়ে বিদায় দিব ?
বধ' না জীবন,
কঠিন বচন আর নাহি কহ তাত !
তোমা বিনা রাজ্য হবে বন,
হবে শাক্যবংশ নাশ,
সর্বনাশ কেন কর ?
বধুমাতা অনাথা হইবে,
সন্তোজাত পুত্র তোমর, কে তারে দেখিবে ?
কে বুঝাবে গোতমীয়ে ?
করেছে পালন,
নন্দন অধিক তুমি তার !
অর্থ বিনা নাহি হয় ধর্ম উপার্জন,
সংসার-আশ্রয়—
আশ্রমের সার কহে,
কেন তবে হবে গৃহত্যাগী ?

সিদ্ধা । কহ পিতা, কিবা ধর্ম-আচরণে,
মৃত্যু হতে পায় জ্ঞান ?
কোন্ ধর্মে যৌবন না হরে কাল ?
কোন্ ধর্ম করি আচরণ,
রোগ-আক্রমণ অতিক্রম করে নর ?
কে আছে ধীমান, করে বিধি দান
হয় বাহে দুঃখ-বিমোচন ?
সন্তাপ-বারণে
কে আছে সক্ষম, প্রভু ?
তাই যেতে চাই জীবরে কারণে
সত্য-অধেষণে
যে সত্য-মাহাত্ম্য হবে পাপ-বিমোচন,
ধরা হবে পুলক-ভবন,
অবিচ্ছিন্ন আনন্দমগন হবে নর !

করিলছি পণ,
লাভিব সে অমূল্য রতন,
নহে তম্ব নিব বিসর্জন—
পিতা, কেবা জানে,
কালই,
কালের শাসনে হ'তে পার পুত্রহীন ।
উচ্চ কার্যে
তবে কেন নাহি দেহ অমৃতি ?
তনু পিতা,
এ দুর্গতি দেখিতে না পারি আর ।
জীবকুল করিব নিস্তার,
বিশিষ্ট জ্ঞানালোক—
অজ্ঞান-ভিমির নাশি ।

আজ্ঞা দেহ মহাব্রতে, হই, দেব, ব্রতী ।

রাজা । হায় পুত্র, আমি কি ভাগ্যহীন !

হেরি নাই স্রব্বের বদন ।

সিদ্ধা । স্রব্ব নাই এ ছার সংসারে,
তাই বেতে চাই পিতা, স্রব্ব-অধেষণে ।

কহি স্বরূপ বচন,
মিলে যদি অমূল্য রতন,
এনে দেব সে ধন তোমায় ।
ঐখ্য ধর উচ্চ কার্য্য ভাবি ;
আজ্ঞা দেহ যাই তাত, ইষ্টের সাধনে ;
নরনাথ, মহাকাব্যে অমূল্য হও ।

রাজা । বৎস, অধিক না বল ;

কৈদে গেছে দিন,
যাবে দিন কাদিয়ে কাদিয়ে !
আজি যাও প্রেমোদ-ভবনে,
কর বথা অভিক্রুচি কালি ।

সিদ্ধা । মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক—কর আশীর্বাদ ।

[সিদ্ধার্থের প্রস্থান ।

রাজা । হায়, কি করি উপায়—

প্রাণ ছেড়ে কেবা রহে দেহ ধরে ?

মন্ত্রী । মহারাজ, প্রহরী রহিব সব,
পলাইতে নাহি দিব ।

রাজা । যেবা হয় করহ উপায়,
বিদূষিত মন্তক আমার ।
মহামারা, কোথা তুমি ?
পুত্র তোর বেতে চার গৃহ ত্যজি ।
(উন্নতভাবে) না—না,

রাজকন্যাবর্তী মম স্নত !

মিথ্যা নহে বিপ্লবের বচন ।

ওই—ওই—সিংহাসনে আমার নন্দন
কই—কই সিদ্ধার্থ আমার ? (মূর্ছা)

মন্ত্রী । এ কি ! এ কি !

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পুরে !

ওঠ, ওঠ নরনাথ !

রাজা । (উন্নতভাবে)

দেখ—দেখ ইষ্টের পতাকা
উজ্জল বিভাষ শোভে ঝলসি প্রদেশ !
হার ! হার ! মহাবাতে বিচ্ছিন্ন হইল !
দিক্-দিক্ আসিতেছে দশ দিক্ হ'তে
পদতরে কাঁপারে মেদিনী !

দেখ—দেখ,
পুত্র যোর করিরাজপরে !
আহা ! বিমান সুলভ,
ধরে ধরে মণি-মুক্তা সাজে !
বেত অশ্ব চারি বহিতেছে রথখান ।

কেবা রথে ?—পুত্র যোর
আর বৎস, আর কোলে ।

এ কি ! চক্র ঘোরে অনিবার—
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা ধরে ধরে,
ঘূর্ণমান চক্র করে গনি !

এ কি ! ঘোর দামামার রোল !
গন্তীর নিরুপে গিরিশৃঙ্গ টলটল !
বজ্রনাথে কেবা বাজ করে ?

ওই পুনঃ সিদ্ধার্থ আমার !
দেখ—ধীরে ধীরে ওঠে অট্টালিকা,
মেঘরাশি ভেদিয়াছে চূড়া ;
চূড়াপরে কুমার আমার খেলি ।
হুই হাতে ছড়ায় রতন,

জগজ্জন আনন্দে হুড়ায় ।
কেবা ছরজন বিবাদে মগন,
দন্তে দন্ত করিছে বর্ষণ ?
কার ডরে যার পলাইয়ে ?

মন্ত্রী । হায় ! হায় !

বুঝি রাজা উগ্ৰত হইল ।

পণ্ডিত । মন্ত্রিবর, নহে উগ্ৰততা ;
দিব্য-চক্ষু কভু পায় নর,
তবিস্যৎ ঘটনা গোচর হয় তার ।

হয় অজ্ঞতব,
জ্ঞান-জ্যোতি লভিবে কুমার,
বাহে নষ্ট হবে ভ্রমাত্মক শাস্ত্র বত ;
হেরিল পতাকা ছিন্ন, সেই হেতু ভূপ ।
দিক্-হতী সম বলবান্
সত্য হবে আবিষ্কার—
প্রভাবে বাহার রাজপুত্র হবে সর্বজয়ী ।
বুদ্ধিরথ আরোহণে নৃপতি-নন্দন
সম্বোধ-সাগর করি অতিক্রম,
লভিবে আনন্দ-স্থান ।
বিধি-চক্র দেখায়ে মানবে,
কুমার বুঝাবে বিধির নিয়মাবলি ।
হৃদুভি-নির্নাদে সত্য করিবে প্রচার,
বসি উচ্চ চূড়াগরে,
জ্ঞান-রত্ন মিলাইবে নরে ।
শাস্ত্র-পর্কে গর্বিত ছজন,
শিক্ষায় বাহার নর শিখে ভ্রম,
বিরস বদন, পলাইবে কুমারে হেরিয়ে ।
দৈববাণী । রাজচক্রবর্তী হবে নৃপতি-তনয় ।
জয় জয় বুদ্ধদেব, জয় জয় জয় !
পণ্ডিত । অকস্মাৎ শুন দৈববাণী ।
রাজা । এস শীঘ্র, কে আছে কোথায়,
রাজচক্রবর্তী পুত্র মম ।
কে দেখিবে এস শীঘ্র করি ।

[বেগে রাজার প্রস্থান ।

মন্ত্রী । হায় ! হায় ! কি হবে না জানি ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—:—

কক্ষ ।

(সিদ্ধার্থ—পশ্চাতে সারথি)

সিদ্ধা । (সগত) ক্ষণস্থায়ী ছিল জীবন,
অর্দ্ধ-মচেন্তন—অর্দ্ধ অচেন্তন
কেবা জানে কিবা ভাব ?
এই রামাদলে কৃতৃহলে
নাটিল গাইল,
নানা বেশে আবেশে অবশ তরু,

হাবভাব দেখাইল কত,
পুনঃ কি বিকৃত ভাব !
সংজ্ঞাহীন—নাহিক উৎসব,
শব সম নিপতিত !
কেবা জানে কে পুনঃ উঠিবে ?
কিংবা,
মহানির্জাঘোরে অচেতন রবে,
কতু না জাগিবে আর !
নহে কিছু বিচিহ্ন জগতে !
এই শশী—নীলাশ্বরে বসি,
ঢালিছে কিরণরাশি হাগারে মেদিনী,
কেবা জানে,
ঘোর ঘনঘটা কখন উদিবে—
ঢাকিবে কোমুদীমালা !
অনিয়ম—বিপরীত থেলা ;
মর্ষ কেহ নাহি বুকে !
এই আছে—এই পুনঃ নাই,
হেন বস্ত্র চাই !
ধিক্—ধিক্ মানবের সংস্কার !
মরুভূমি-মাঝে ভ্রমে—মরীচিকা পাছে পাছে ।
ভুলি আশার ছলনে,
ওই স্তম্ভ—ওই স্তম্ভ বলি,
ধেয়ে যার উন্নতির প্রায় ;
শতবার প্রত্যারিত—তবু নাহি শিখে,
শত হুঃখে ভ্রান্তি নাহি ঘুচে !
ধন্য ধন্য সংসার-বন্ধন ।
যেতে চাই—রাখে যেন ধরে !
প্রলোভন কহে মধুস্বরে,
'কোথা বাও আনন্দ-লাগার ত্যজি ?'
বুঝিয়ে না বুঝে মন,
অজ্ঞত বন্ধন,
নিশ্চিত ঘুমায় !
দ্রবস্ত তন্ত্র কাল,
পলে পলে হরে পরমায়ু,
তবু নিত্য নূতন করনা—
নিত্য নব সূত্রে উদ্ভেজনা !

(সহসা সারথিকে দেখিয়া প্রকাশ্যে)

কে তুমি ?

সারথি । দাস তব, যুবরাজ !
সিদ্ধা । হে সারথি,

বুঝিরাহি কার্য্য তব নিশাকালে ;
রয়েছ গ্রহরী মম পথ রোধিবারে ।

কিন্তু,
জীবন যৌবন তব হরিভেছে কাল,
তব কিছু রাখ তার ?

কর অথ প্রভুত সত্তর,
কারাগারে বন্ধ নাহি রব আর ।

সার । দেব !

বন্ধ সম বাক্য তব বিদরে হৃদয় ।

হ'ও না নির্দয়,

তোমা বিনা রাজ্য হবে অন্ধকার !

কিবা কাজে গৃহ ত্যজে যাইবে কুমার ?

পেতে রাজ্য-ধন

করে নর কঠোর সাধন,

করগত সকলি তোমার ।

কিশোর-বয়সে

ক্লেণ কেন কর আবাহন ?

রাজার কুমার,

কুলহারে ব্যাথা লাগে কার,

কেমনে সন্ন্যাসভ্রত করিবে গ্রহণ ?

হৃৎকেন্দ্রসন্নিভ শয্যার,

সহচরী চামর চুলার,

নিদ্রা নাহি হয় ব্যার,

তরুতলে কেমনে শুইবে ?

বার কীর সর নবনী ভোজন,

ভিক্ষা-অগ্নে জীবনযাপন,

এ কেমন বিধি-বিড়ম্বনা ?

রাখ বাক্য,

মনোবেগ কর সংবরণ ।

পিতা তব ত্যজিবে জীবন,

অনাথিনী হবে তব প্রাণরিনী ;

সুকুমার অগ্নেছে কুমার,

পালনের তার তব পরে,

কারে দিবে করিবে গমন ?

গৃহে বসি কর প্রভু, দেবতা অর্চনা,

দূর কর হস্তহ কামনা,

কাঁদা'ও না শাক্যগণে ।

নিদ্রা । সাথে কি সংসার-বাস করি পরিহার ?

জনক আমার বেহের আগার,

লাবে কি ত্যজিয়ে তাঁরে যাই ?

প্রাণপ্রিয়ে—জীবন-সজিনী,
অনাথিনী সাথে কি তাহারে করি ?

পুত্রের মমতা সাথে দিই বিসর্জন ?

শাক্যগণে আমা বিনা নাহি জানে,

জেনে শুনে সাথে যাই চ'লে ?

কহ কিবা কল,

অন্ধ-মাত্রে অন্ধ হয়ে র'য়ে ?

ফিরিছে বিষম চক্রে মানব-সকল,

রোগ-শোকে সন্তত বিকল,

মৃত্যুমাত্র পরিণাম ;

বৃথা আশা ইঞ্জির-লালসা

নাচার কাঁদার সবে ;

নখর এ ভোগভ্রম দিছি বিসর্জন ;

মানবের গুণভার করিতে মোচন,

করিরাছি আত্মসমর্পণ ।

উচ্চ উদ্ধীপন নিবারণে যত্ন নাহি কর ।

অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ধরে যা ধরনী,

তার হুঃখে ব্যথিত হৃদয় মম,

ধরাপরে যেই স্থানে বৈসে বত জন,

সবার তার হুঃখে মম অন্তর কাতর ;

ব্যোমচর জলচর আদি,

যাচি আমি নিরবধি সবার কল্যাণ ;

কিন্তু কুল নাহি পাই,

তাই চ'লে যাই মুক্তি-তত্ত্ব-অবেষণে ।

জান-রত্ন দিব আমি মানব সকলে ;

সত্যের গৌরবে,

হিংসা ঘেষ উঠাইব তবে ;

জানালোকে পরম পুলকে

অগতে বন্ধিবে প্রাণী ।

বৃথা বাক্যব্যয়ে দেখে বহিছে সময়,

পরমায়ু ক্ষয় করি ;

দিন পূর্ণ রহিতে না পারি,

বহুদিন আছি মহা কার্য্য করি হেলা ।

সহায় হইয়ে শীঘ্র গিয়ে

ঘোটক প্রভুত কর ;

মোহবশে হ'ও না বিরোধী ।

বাণ, শীঘ্র বাণ—

অগতের তাণ আর সহিতে না পারি ।

সার । মহাভাগ,

কি বুঝিব মহিমা তোমার ?

হরিবারে ধরণীর ভার,
পূর্ণ অবতার উদয় মানবমাঝে !
যে হয় সে হয়,
আর নাহি করিব বারণ ।
মনে রেখ, এইমাত্র পদে নিবেদন ।

[সারথির প্রস্থান ।

ক। (স্বপ্নত)

এই গৃহে প্রেমদী আমার,
অরুণরে কুমারে লইয়ে !
বাই দেখে যাই—
কি জানি এ জন্মে যদি দেখা নাহি হয় !
দেখি নাই—দেখে বাই তনয়ের মুখ ।
কাঁপে বুক বাতে পজ বেন !
আহা ! প্রিয়া আমা বিনা নাহি জানে !
ধিক ! ধিক ! আরে মৃত মন,
বুকেও বোঝ না এলোভন ?
বন্ধনের উপর বন্ধন,
কি হেতু করিতে চাও ?
বাও, চ'লে যাও—
উচ্চ কার্য্য সমুখে তোমার ।
মমতার মহাব্রত ভুল না ভুল না,
জান না—জান না,
অতি শঠ এলোভন !
জগৎ-প্রেম
করিয়ে আশ্রয়,
দুর্জলতা কর পরিহার ।
কেবা কার ধরমাঝে—মৃত্যু বধা ফেরে ?
দেখ—দেখ মানস-নয়নে,
জীবকুল ব্যাকুল সন্তাপে ।
পরকার্য্য করে যেই আত্মসমর্পণ,
সেইক্ষেণে হয় মুক্তাঞ্জয় ।
কেন দুর্জলতা—কেন এ মমতা,
মহাব্রত কেন কর হেলা ?

(সারথির পুনঃ প্রবেশ)

। দেব, ষোটক প্রস্তুত ;
নাহি জানি কি বেদনা বনজন্তু-প্রাণে
ছ'নয়নে বহে ঝরিধারা,
বার বার গভৃক্ষ-নয়নে
চাহে মোর পানে ।

সিদ্ধা । (স্বগত)

বিদায় চরণে তাত,
বিদায় জননি,
প্রণয়িনি, মাগি হে বিদায় !
কুমার আমার,
ফিরি যদি—চুম্বিব বদন !
শাক্যগণ, বিদায় সবার কাছে ;
ক্ষমা কর সব ।
জীবের সন্তাপে বিকল অন্তর মম ।
(প্রকাশ্যে) চল হে ছন্দক,
বাই আর রহিতে না পারি,—
সকাতরে ডাকে মোরে জগতের প্রাণী ।

[সকলের প্রস্থান ।

(গোপা ও ধাত্রীর প্রবেশ)

গোপা । ধাত্রি, মম প্রাণ উচাটন,
যেন ছিঁড়িয়াছে জ্বর-বন্ধন !
রহ তুমি শিশুর রক্ষণে,
দেখে আসি প্রাণনাথ ।
নিত্য নিত্য হেরি কুস্থপন,
আজি স্বপ্ন অতীত ভীষণ,—
যেন কমণ্ডলু-করে,
ভিক্ষুবেশে দেশে দেশে ফিরে পতি !
এ কি হেরি, উন্মাদিতি দ্বার !
কপাল কি ভেঙ্গেছে আমার !
প্রাণনাথ, কোথা তুমি ?
দেখা দাও, মরে অভাগিনী !

(সখীগণের প্রবেশ)

১ম সখী । এ কি ! এ কি ! কোথা যুবরাজ ?
বুঝি কপটতা করি আছেন লুকারে ?
চল বাই খুঁজি চারি ধারে ।

গোপা । এই কি হে ব্রতের হুচন
আমি অনাথিনী,
পা ছ'খানি করি আশ,
তাই বুঝি তাজি বাস গেছ চ'লে ?
বলিতে আদরে,
জীবন-দানিনী আমি তব ;
তবে কেন কলে গেলে ?
যদি শুণনিধি,

দাসী পদে অপরাধী,
কোন সোবে দোষী, নাথ, কুমার তোমার ?
হার ! হার ! কত প্রাণে সর ?
বিধাতার অধিক কি কব—
রাজপুত্রে করিল ভিখারী !
মরি ! মরি ! স্বর্ণ-কলেবর,
ফুলবৃন্তে বাধা বার লাগে—
বিকৃতি কি সাজে তার ?
শয্যা—ধরাভল, ভিক্ষাপাত্র কেবল সঞ্চল,
শীত-তাপে জীর্ণ বাস অঙ্গে আচ্ছাদন !
হেথা আমি প্রমোদ-কাননে,
ভূষিত রতনে,
বিক্ প্রাণ, পাষণে গঠিত ।
না—না, নাথ মম কোমল-হৃদয়,
ছলে কোথা আছে লুকাইয়ে ।
সখি ! সখি ! এই বুঝি প্রাণনাথ
ওই বুঝি ওই প্রাণেশ্বর !

[বেগে প্রস্থান ।

(রাজা ও গৌতমীর প্রবেশ)

রাজা। হা পুত্র, হা সিদ্ধার্থ, কোথায় তুমি ?
আরে নিদারুণ প্রহরি, সত্য কি আমার সিদ্ধার্থ ঘরে
নাই ?

গৌতমী। বাপ-ধন, আমি গর্ভে ধরিনি ব'লে কি
আমার ফেলে গেলে ? বাহুমণি, তুমি যে আমার
অকলের নিধি—আমার আঁখির ঘরের দীপ। বাপ-
ধন, তুমি কোথায় ? কই আমার বধুমাতা ? কই
আমার পুত্র—পুত্রবধু প্রমোদ-কাননে রেখে গিয়েছি,
হার—হার ; রাজপুত্রে কেন বজ্রাঘাত হলো ? বাহু-
মণি, কখন তোর ক্রেশ সব না, প্রভাত-অরুণে তোর
মুখচন্দ্র মলিন হয় ! ওরে, কে তোরে যত্নে রাখবে ?
আর, ঘরে আর—আমার বুক-ভুড়ান ধন, ঘরে
আর ! তুমি ত নিদ্রা নও, আমার প্রাণ বার,
দেখে বাও !

রাজা। সিদ্ধার্থ—সিদ্ধার্থ !—তোমার সাধের
প্রমোদ-কানন পুত্র ক'রে কোথায় গেলে ? বাপ-রে,
কি করে এস—তোমার বৃদ্ধ পিতাকে বধ ক'র না ।

(সিদ্ধার্থ-পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ লইয়া সারথির প্রবেশ)

গৌতমী। রে হৃদয়,

কোথা রেখে এলি অকলের নিধি মোর ?

ওরে ফিরে এলি কার বেশ নিয়ে ?
যে রে সমাচার, কোথায় কুমার !
কুড়ারে পেরেছি ধন—
সে রতন কোথায় হারাল ?
সে আমার নয়নের তারা,
তারে হারা হ'য়ে
কেমনে বাঁধিব হিরা,
অভিযানে গেছে কি সে চ'লে ?
কুড়ারে কি এনেছে রে ঘরে ?
সে বিনা কেমনে হার র'ব প্রাণ ধ'রে ?
ওরে, সে যে ছুখিনীর সর্বস্ব রতন !

রাজা। কোথা পুত্র,

প্রাণ রাখ দিয়ে সমাচার ।

সার। মহারাজ, তাজিয়ে নগর ;
পবন-গমনে বাজী-আরোহণে,
ধাইলেন সুবরাজ ;
একাদশ যোজন করিয়া অতিক্রম,
উপনীত অনোমা নদীর তীরে ;
তাজি রাজবেশ, ছেদি সূচিকণ কেশ,
পদব্রজে চলিল কুমার ;
চাহিলাম বাহিতে পশ্চাতে,
কোন মতে সাধে না লইল ;
কহিলেন মোরে,
নিবেদন জানাইও পিতামাতা-পদে,
চকল তনয় বোধে ক্রমেন আমার ;
আমি শত অপরাধী পার ;
যেন নিজ গুণে করেন মার্জনা ।

(সন্ন্যাসিনী-বেশে গোপাল বেগে প্রবেশ)

রাজা। দেখ রাণি, প্রাণ ফেটে বার,
স্বর্ণলতা বধুমাতা সন্ন্যাসিনীবেশে !

গোপা। দাও—দাও হৃদয় আমার,
পতির বসন-ভূষা মম অধিকার !
হুপি সিংহাসনে,
নিভা আমি পুজিব বিরলে ।

গৌত। ও মা ! ও মা !

কেন গো এ কাল্মাশিনী-বেশে ?
হেরে তোরে প্রাণ ধ'রে কেমনে রহিব ?
ভাবি মনে, তব চাঁদমুখ দরশনে
ভুলিব এ নিদারুণ জালা ।

গোপা । মা গো,

দীনবেশে দেশে দেশে ক্রমে পতি মোর,

প্রাণনাথ সন্ন্যাসী আমার ;

তাই আমি সন্ন্যাসিনী ।

আমি সহধর্মিণী তাঁহার,

অন্ত ধর্ম কেন আচরিব ?

ও মা, যার আদরে আদরিণী,

রাজরাণী যার পদ সেবি,

যার তরে কুল-অলঙ্কারে

বাঁধিতাম কবরী যতনে,

বসন-ভূষণ যাব তরে প্রয়োজন,

সেই নাই আমার ।

প্রমোদ-আগার,

হের মা আঁধার,

কেরি শূভ্রাকার দশ দিশ !

নিবিড় তামসী নিশি

আর না পোহাবে,

প্রাণনাথ ছেড়ে গেছে নিশাকালে ।

দেখ মা—দেখ মা,

অঙ্গে মম বিভূতি সেজেছে ভাল ।

মা গো, আমি সন্ন্যাসীর নারী

কপালে সিন্দূর

দেখ মাতা করি নাই দূর—

এই মম উজ্জল ভূষণ ।

নাথের স্মরণ

জীবনে আশ্রয়মম ।

II। (উদ্বতভাবে)

ওই দেখ বাজার ছন্দুতি

শত রবি বদনে আভা !

দেখ—দেখ উজ্জল পতাকা

জাতিছে গগনে ।

নৃত্য করে শত কোটি নর !

দেখ—দেখ কুমার আমার

শ্রেষ্ঠ সবাচার ;—

রাজকুমারী পুত্র মম !

ওই—ওই, চল দেখি দেখি ।

দাঁকার বেগে প্রস্থান ও পশ্চাতে সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

—:—

প্রথম গর্তাক ।

—:—

কানন ।

তরুণুলে সিদ্ধার্থ উপবিষ্ট,—সমুখে শিষ্যদ্বয় ।

১ম শি । আচার্য্যের কি কঠোর সাধন, ছয় বৎসর
কাল একাসনে উপবেশন ক'রে আছেন ।—

অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! সপ্তাহে একটি বদরী আহার !

২য় শি । কঠোর পন্থা ! আমাদিগের গুরুপ হয় না ।

পারি—একাসনে থাকতে পারি,—তবে ভোজ-

নের পর একটু নিদ্রা না হ'লে শরীর অলস

বোধ হয় । বয়স বশতঃ ওঁর ক্ষুধা মন্দা ; আমা-

দের যুবা বয়েস ;—তবে গৃহ অপেক্ষা অনেক

কম করিছি ; কোথায় এক পন্থরি—কোথায়

সের ! পঞ্চাংশের একাংশে জীবন-ধারণ কত্তেছি !

কুম্ভাণ্ডাকার একটি ফল হ'লে এক ফলে জীবন

ধারণ কত্তে পারি ।

১ম শি । ক্রমে হবে, তবে আচার্য্যের কিঞ্চিৎ মশক-

দংশন সহ্য আছে, আমাদিগের সেরূপ হয় না ।

২য় শি । ঐ ব্যাবাহার ধর্মপথে বিঘ্ন কটক । কর্ণের

নিকট বোরতর ধ্বনি কত্তে থাকে । বোধ করি,

উহাদের হিংসা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয় ।

১ম শি । হিংসার প্রয়োজন কি ? এ ধার ও ধার

পার্শ্বপরিবর্তন কল্পেই শতকোটি জীব উচ্চগতি

প্রাপ্ত হয় । চল, ভিক্ষায় বাব—বেলাও অধিক

হ'ল । মিষ্টানে দোষ নাই, সবগুণ বৃদ্ধি করে ;

রাজবাটী হ'তে কিঞ্চিৎ মিষ্টার আনা যাক ।

২য় শি । তার আর দোষ কি ? দেখ, আচার্য্য

মশরের নিমিত্ত একটি তওল রেখে যাও ; কি

জানি, ভোজন ক'রে যদি কারুকে চিরত্যাগ

কত্তে হয়, বিলম্ব হবে । অন্ন আহার করেন

বটে, কিন্তু ভোজনের সময় না প্রাপ্ত হ'লে

ক্রুদ্ধ হন—সে দিন আর আহার করেন না ।

১ম শি । ক্রোধ এখনো দমন কত্তে পারেন নি । সে

দিন বদরীর নিমিত্ত হস্তপ্রসারণ করেন—

আনতে বিলম্ব হ'ল—আর তিন দিন বাধ্য-
নিঃসরণ করেন না।

২য়। কঠোরে ওই বড় দোষ—কিছু রোবের বুদ্ধি
রাখে। শাস্ত্রে বলেছে, জঠরাগ্নি আর রোবাগ্নি
উভয়েই অগ্নির স্বরূপ কি না—

১ম শি। নাও—নাও, নিকটে তুল রেখে চল
গমন করি, বেলাও অধিক হলো।

২য় শি। যদি পক্ষীতে ডক্কণ করে ?

১ম শি। তাতে আর আনাদিগের অপরাধ কি ?
আমরা ত ভোজ্যসামগ্রী যথাস্থানে রাখ্লেম—

২য় শি। কি জান, উনি কিঞ্চিং ক্রোধস্বভাব,
তাই চিন্তা। চল, বেলাও অধিক হলো—হুই
গ্রহর না হ'লে আর ভোজন হবে না।

১ম শি। ঘোরতর কঠোর ব্রত গ্রহণ করেছি, কাজে
কাজেই সকল সহ্য করতে হবে; তাই কল্যা
রজনীতে ভালরূপ উদরপূরণ হয় নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

সিদ্ধা। দুর্গামান মজিক আমার,
বুঝি তবু হবে ক্ষয় !
সত্যতব্ব না হ'ল সঞ্চয়
না হইল মানবের দুঃখ-বিমোচন।
বদবধি দেহে আছে প্রাণ,
করির সত্যের সন্ধান।
কোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি,
সৌরভ বিতরি আপনি শুকায়ে ধার ;
মৃত্যুভয় আছে কি কুহ্মে ?
উচ্চ শাল তাল,
অন্তঃকর্মে শির আপনি হেলায়,
অনিলে করিরে আবাহন—
রয়েছে মগন আপন আনন্দভরে ;
হেরি জান হয় মৃত্যুকে করে না ভয়।
তরু মম শুক—
ভাপ, হিম, বাত্যা, জল,
শিখারেছে সহিতে সকল।
আছে সমভাবে,
আত্মকার্য নাহি তোলে ;
তবে কি হেতু স্বকার্য ভুলিব ?
মম হই পুনঃ মহাকাশে।
তাজিরাছি সকল মমতা
জীবনে মমতা কিবা হেতু ?

(দেববালাগণের প্রবেশ)

দেববালাগণ। (গীত)

বেহাগ—বৎ।

✕ আমার এ সাধের বীণে—
যত্নে গীতা ভারের হার,
যে বন্ধ জানে বাজার বীণে,
উঠে স্রুধা আনিবার।
তানে মানে বাঁধ্লে ডুরি,
তারে শতধারে বধ মাধুরী,
বাজে না আল্লা তারে,
টানে ছিড়ে কোমল তার।
সাধের বীণের মরম যে জানে,
সে ত তার বাঁধে না টানে,
দীনের কথা মধুর গীতা শুনে সে প্রাণে ;
যে জোর করে ডোর বাঁধ্লে টেনে,
বীণা নীরব রবে তার।

[গান করিতে করিতে দেববালাগণের প্রস্থান।]

সিদ্ধা। মধুর সঙ্গীত !
উপদেষ্টা গারিকা আমার।
ভোগতৃষা বিষময় যথা,
সেইমত শরীর-নিগ্রহ,
উভয়ে না হয় সত্য লাভ।
মধ্যপথ করিব গ্রহণ—
সেই ধর্ম সনাতন।
দেহ-রক্ষা বিনা,
কেমনে করিব দিব্যজ্ঞান অব্বেষণ ?
দেহের মমতা যত্নে ত্যজিতে উচিত,
কিন্তু দেহ-রক্ষা অতি প্রয়োজন।
আহিল্যাম ভোগে—করেছি কঠোর,
কলে নাহি কল তাহে।
দেখি,
নিরমিত আচারে কি কলে কল।

(অপর তরুসূলে উপবেশন)

(পূর্ণা ও পারসার-হন্তে স্রুজাতার প্রবেশ)

স্রুজা। সখি, বুঝি মম পুরাতো কামনা,
বনদেব উদিত আকার ধরি।
তেজঃপূজকার হের কেবা মহাশয়,
মহাকাশে নিমগ্ন তরুর সূলে !
সপ্তর্ষি গত,

এই তরুতলে করেছি কামনা—
পাই যদি মনোমত পতি,
হয় যদি পুত্র-লাভ,
পূর্ণিমার দিনে
বর্ষে বর্ষে পায়সায় দিব উপহার ।
পূর্ণমনস্কাম
তাই বলতরু ধরিয়ে মুরতি,
বসিরাছে ল'তে মম পূজা
কর পান ভগবান, মম উপহার ;
কর আশীর্ব্বাদ—
পতি-পুত্র রহুক কুশলে ।
সিদ্ধা । পূর্ণ হ'ক কামনা তোমার ।

[পূর্ণা ও স্রজাতার প্রস্থান ।

(অদূরে শিষ্যদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

১ম শি । ওহে, পায়সায় !
২য় শি । উদর পরিপূর্ণ, অপরাহ্নে দেখা যাবে ।
[সিদ্ধার্থের প্রস্থান ।
১ম শি । পায়সায় লয়ে আচার্য্য কোথায় গমন
কচেন ?
২য় শি । শঙ্কা নাই, কিঞ্চিদাত্র পান করবেন ।
১ম শি । না না, লক্ষণ ভাল না ; ওই—ওই
করে কি ?—এ যে ধর্ম্ম নষ্ট হ'ল !
২য় শি । আর ধর্ম্ম নষ্ট—সমস্ত ভাণ্ড নষ্ট—
এক চৌচায় পান !
১ম শি । না, এখানে আর থাকা নয়, লোভীর
নিকটে থাকলে লোভ বৃদ্ধি পাবে ।

২য় শি । আমিও মনে মনে বিচার কন্তেম—
একটি তণ্ডুল বা তিল আহার ক'রে কি সপ্তাহ
কাটে ? বোধ করি, যে স্থানে উপবেশন কন্তেন,
ওর নিয়ে গহ্বর আছে ! চল, অল্পসন্ধান করি গে ।
এ স্থানে থাকা বিধেয় নহে, কানীধামে গমন করব ।
পথের সঙ্কর কিঞ্চিৎ চাই ।

১ম শি । (অল্পসন্ধানের পর কিছু না পাইয়া)
তুমিও যেমন, অপর কোন স্থানে লুকারিত রেখে-
ছেন ; আমরা ভিক্ষার বাই—আর গাত্রোধান ক'রে
আহার করেন । গবেষণা ক'রে কেন দেখ না, এক
লুপ্ত পদ্মাসনে বসলে পদদ্বয় কন্ কন্ কতে থাকে ;
এক কালে ছয় বৎসর কাল উপবেশন কি সম্ভব ?

২য় শি । না—না, শঠের নিকট অবস্থান

উচিত নয় ; অঙ্গগরবুত্তি অবলম্বন করি ; ভিক্ষার
প্রয়োজন নাই—মুখে তুলে উত্তম সামগ্রী দিয়ে
যাবে ; আর বিধেখর-দর্শন বেদ-অধ্যয়ন ।
১ম শি । বলি, পথের সম্মুখ ত কিছুই নাই ।
২য় শি । গৃহস্থদিগকে কৃতার্থ কষ্টে কতে বাব ।
১ম শি । সে যে বহু দূর—ব্রতপথে গৃহস্থ
কোথা ?
২য় শি । তা বটে ; তা—কোথাও কিঞ্চিৎ অপ-
হরণ করে হর না ? কানীধামে গিয়ে প্রারশ্চিত্ত
করা যাবে ।
১ম শি । যদি তরুর ব'লে ধৃত করে ?
২য় শি । অমনি সহসা কি কিছু করা যাবে ?
রজনীযোগে গ্রহণ ও দ্রুতপদ-সঞ্চালন ।
১ম শি । সেই উত্তম ; এখানে আর নয়, ধর্ম্মনাশ
হবে ।

[উভয়ের প্রস্থান

(এক দিকে সিদ্ধার্থ ও অপর দিকে রাখালের
প্রবেশ)

সিদ্ধা । কহ হে পথিক, দ্রুতপদে কোথায় গমন ?
কেন তব বিরস বদন ?
শ্রমজল ব্যয়ে বর-বর,
কি কারণ
বিশ্রাম না কর তরুতলে ?
আহা ! দাঁড়াও—দাঁড়াও,
কথা কও
কেন তব চক্ষে বহে ধারা ?

রাখা । বলি, কেন ঠাকুর, পিছু ডাকলে বল ত ?
“দাঁড়াও—দাঁড়াও”—গর্দনাটা তখন তুমি আমার
হয়ে দেবে ? আমি যার আশ পূরে জল খেতে
পেলেনা না ।

সিদ্ধা । কেন বাপু, তোমার কি হয়েছে ?

রাখা । বলি, রাজার কি হুকুম জানি ? আমি গরিব,
ছাগল চরিয়ে খাই—আমার সব ছাগলগুলি
তাকে দিতে হবে ; আজ সন্ধ্যার সময় পৌছাতে
পারি ভাল, নইলে আমার গর্দান যাবে । ওই
দেখ, কেলে কেলে ছাগল ত নয়, যেন মেঘের
ছানা । সব ছাগল গেল, কি ক'রে খাব
তাই ভাবছি ।

সিদ্ধা । কেন বাবু, তোমার অপরাধ কি ?

রাখা। অপরাধ আর কি, তাঁর বাড়ী পূজা, বলি দেবেন।

সিদ্ধা। তোমার পণ দেবেন না?

রাখা। হঁ, পণ দেবেন, গর্দান রাখলে হয়! সে কি এমন রাজী?—ডাকাতের রাজী; ছাগল না দিলে গী আলিয়ে দেবে। লাখ ছাগল বলি না দিলে তার পুত্র হবে না।

সিদ্ধা। লক্ষ প্রাণিবধ! চল বাপু, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

রাখা। বাবে—চল, ছাগল থাকে ত সঙ্গে নাও—অমনি গেলে তোমায় না বলি দেয়! হায়, হায়! কি হ'ল?—আমার সর্বনাশ হ'ল! কেমন ক'রে আমার দিন যাবে!

সিদ্ধা। বাপু, তুমি কেন না—আমি গিয়ে রাজাকে নিবারণ করব, তোমার ছাগল নেবেন না।

রাখা। তোমার কোন্ দেশে বাড়ী গো? রাজাকে বুঝি এখনও চেন না?

সিদ্ধা। তোমার ভর নাই, চল।

রাখা। আহা, ঠাকুর, তুমি কে গো? তোমার মিঠে কথা শুনেও প্রাণ জুড়'ল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

বিদ্যাসার রাজার পূজা-গৃহ—সম্মুখে কালীমূর্তি।

বিদ্যাসার, মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণসমূহ।

১ম ব্রা। সহস্র বলির এক এক হোম হ'লে দশ দিনে হোম সাল হবে না। লক্ষ বলির এক এক হোম হোক। ভট্টচাঁদ, ও হোম ভ্রম মাত্র,—কুধির-কর্দমই হ'ল কাজ।

২য় ব্রা। বলি—প্রতি বলিতে স্বতাহতি, পট্টবস্ত্র, স্বর্ণমুদ্রা, এ তো চাই?

১ম ব্রা। তা তোমার মহারাজ বঞ্চিত করবেন না। তবে কি জান ভট্টচাঁদ, সমস্ত দিন যদি হোম করবে ত খাওয়া-দাওয়া ক'রবে কখন? ভোজন-দক্ষিণাটাও আছে ত?

২য় ব্রা। স্বতন্ত্র, পট্টবাস ও কাকনখও যদি

উৎসর্গ হয়, তা হ'লে আর হোমের আয়োজন করে না বটে।

১ম ব্রা। মন্ত্রী মহাশয়, ছাগ কোথায়? উৎসর্গ ক'রে দিই, বলি আরম্ভ হোক।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ, এক অভূত রাখাল ছাগপাল ল'য়ে আসছে। আহা, কি অপূর্ব রূপের জ্যোতি! নগরের সমস্ত লোক রূপদর্শনে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসছে।

১ম ব্রা। মহাবজ্রকিরী। কত লোক আসবে, কত লোক যাবে; বলি আরম্ভ হোক।

(সিদ্ধার্থের প্রবেশ)

সিদ্ধা। মহারাজের জয় হোক!

বিদ্যা। (স্বগত) কে এ পুরুষ? (প্রকাশ্যে) কে তুমি?

সিদ্ধা। আমি ভিক্ষুক।

বিদ্যা। ভাল, বজ্র হোক—ভিক্ষা পাবে।

সিদ্ধা। কুধির-কর্দম বজ্র হ'লে ভিক্ষা ল'ব না। মহাবজ্র ক'রেছেন, ভিক্ষুককে বিমুখ করবেন না।

বিদ্যা। মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষকে বল, ওকে কিঞ্চিৎ রত্ন প্রদান করে।

সিদ্ধা। ভিক্ষা মম ভূপতি-সদনে;

কোষাধ্যক্ষ দিবে কিবা?

আসি নাই অন্ত ভিক্ষা তরে,

প্রাণিবধ-বজ্র দান কর মহারাজ।

বিদ্যা। তুমি কি বাতুল? আমি পুত্রকামনার বজ্র করেছি। দেখছি, তোমার সম্যাসীর মত আকার, কেন অর্ধশেষে মতি দাও? তুমি সম্যাসী, একজ্ঞ তোমার মার্জনা করেছি, বলির সময় অন্ত কেউ উপস্থিত হ'লে প্রাণিবধ কর্তেম। বাও, নিরন্ত হ'রে ব'স, মহামায়ার পূজা দেখ।

সিদ্ধা। 'করি পুত্রের কামনা,

কর জগন্মাতা-উপাসনা,

কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী?

জগন্মাতা,

পুত্র তাঁর ক্ষুদ্র কীট আদি।

দেখ, নীরব ভাষায়

ছাগপাল মুখ তুলে চায়!

যদি নৃপ, কৃপা নাই কর,

দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ ?
 নির্দয় যে জন,
 দেবগণ নির্দয় তাহার প্রতি ।
 নরপতি,
 কেন প্রাণিনাশ করি ভাসাইবে ক্ষিতি ?
 রাজকার্য্য দুর্ব্বল-পালন,
 দুর্ব্বল এ ছাগপাল ;
 হায় ! হায় ! ভাবার বঞ্চিত,
 নহে, উঠেঃস্বরে ডাকিত তোমার—
 “প্রাণ দায় রক্ষা কর নরনাথ !”
 মহারাজ,
 জীবগণ হিংসি পরস্পরে,
 ভাসে মহাত্ম্যের সাগরে,
 হিংসায় কত কি হয় ধর্ম্ম-উপার্জন ?
 দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয় ?
 মহাশয়, জানিহ নিশ্চয়,
 হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে ।
 প্রাণদানে নাহিক শক্তি,
 হে ভূপতি,
 তবে কেন কর প্রাণনাশ ?
 প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে ।
 বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
 কাতর প্রাণের তরে মানব যেমতি !
 মানবের প্রায়,
 অজ্ঞাধাতে বাধা লাগে কায়,—
 বেদনা জানাতে নারে !
 বধি তারে ধর্ম্ম-উপার্জন,
 না হয় কখন—
 বিচক্ষণ, বুঝ মনে মনে ।
 কিন্তু যদি বলিদান বিনা
 তুষ্ট নাহি হ'ন ভগবতী—
 দেহ মোরে বলিদান ।
 দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ,
 যদি তাহে হ'য়ে থাকে ধর্ম্ম-উপার্জন,
 করি রাজা তোমায়ে অর্পণ—
 সুপুত্র হউক তব ।
 যদি তব থাকে কোন পাপ,
 পুত্র বিনা দায় হেতু পেতেছ সন্তাপ,
 ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ ।
 বধ রাজা, আমার জীবন,

নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান ।
 নরনাথ, কল্যাণ হইবে,
 পুত্র কোলে পাবে,
 এড়াইবে জীবহিংসা-দায় ।
 আপন ইচ্ছায়,
 তব কার্য্যে অর্পি নিজ কাহ্ন,
 তাহে তব নাহি পাপ ।
 রাখ—রাখ যোগীর মিনতি,
 বহুমতী কলুষিত কর না, ভূপাল ।
 স্বার্থ হেতু,
 ক'র না হে কোটি প্রাণী বধ ।
 কোথায় ষাতক,—রাজকার্য্যে বধ' মোরে ।
 বিদ্যা । মতিমান,
 আমি অতীব অজ্ঞান,
 নিজ গুণে ঋণ ক্ষমা ।
 জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তব থলেছে নয়ন,
 বুঝিয়াছি হিংসা সম নাহি পাপ ।
 ভূমি ভগদত্ত—স্থান দেহ শ্রীচরণে ।
 নাহি আর পুত্রের কামনা,
 নাহি রাজ্যধন আশ,—
 তাজি বাস যাব সাথে সাথে,
 সেবিত্তে চরণ ছুটি,—
 কে তুমি হে দেহ পরিচয় ?
 জ্ঞানময়, কত তুমি নহ সাধারণ,
 বঞ্চনা ক'র না দেব, দেহ পরিচয় ।
 সিদ্ধা । শুন নরপতি ।
 হেরি জীবের দুর্গতি,
 আসিয়াছি জ্ঞান অন্বেষণে ।
 রাজবংশে একক নন্দন,
 ছিল রত্ন-ধন,
 আসিয়াছি প্রাণসম প্রেরসী তাজিয়ে ।
 কর আলীকাদ,
 ঘেন পুরে মন-সাধ,
 পারি যেন হরিবারে জীবনের সন্তাপ ।
 নরনাথ, বঞ্চহ কল্যাণে,
 বাই আমি বধ্যস্থানে ।
 বিদ্যা । প্রভু, আমি তবদ্বার সাথে—
 জীবন তাজিব প্রভু, বঞ্চনা করিলে ।
 সিদ্ধা । হে ভূপাল, ধরহ বচন,
 অকারণ রাজ্যধন কি হেতু তাজিবে ?

প্রেমে কর প্রজার পালন ।
হয় যদি সকল জনম,
পাই যদি দুর্ভাগ্য রতন,
কহি সত্য বাণী, নৃপমণি,
দিব আনি সে রত্ন তোমায়ে ।
দেখ রাজা, বহিছে সমর,
আর না রহিতে পারি ।

বিধা । মন্ত্রী, রাজ্যে মম সমর ঘোষণা দেহ,
জীব-হিংসা কেহ নাহি করে ।
ভাগ্য হইতে রত্ন কর বিতরণ,
দেবার্চনা অধিক নাহিক আর ।
আছিল যে ভ্রান্ত সংস্কার,
হ'ল দূর সাধু-দরশনে ।
আজি হ'তে হবে রাজ্যে বলিহীন পূজা ।

[বিধাসারের প্রস্থান ।

১ম ভ্রা । বলি, মন্ত্রী মহাশয়, হোমের ত কোন
বাধা নাই ?

মন্ত্রী । আপনাদের প্রাণ্য সকলি পাবেন ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান ।

২য় ভ্রা । তবে আর কেন ? পূজা ত হয়েছে,
মহামায়ী এখন বিশ্রাম করুন, আমরাও গমন
করি ।

১ম ভ্রা । ভট্টচাঁজ, বিড়ঘনা—বিড়ঘনা ! কোথা
হ'তে অকালকুরাগু এল—ছাগ-মাংস বছদিন ভক্ষণ
করি নি, বিড়ঘনা—বিড়ঘনা !

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

তরুণ ।

সিদ্ধার্থ উপবিষ্ট ।

(এক জন জীলোকের প্রবেশ)

জী । পিতা,
বুঝি আর নাহি মম পুত্রের উপায় !
সিদ্ধা । কে তুমি কল্যাণি,

জী । পিতা, ভুলেছ কি ছহিভারে ?
পুত্রের জীবন আশে করিছ কামনা,
আজ্ঞা দিলে আনিবারে কৃষ্ণতিল ।

সিদ্ধা । এনেছ কি তিল, বৎসে, হেন স্থান হ'তে,
যথা মৃত্যুর নাহিক সমাগম ?

জী । করিলাম অনেক সন্ধান,
নাহি হেন স্থান ।

প্রতি গৃহে প্রত্যেক কুটীরে,
জিজ্ঞাসিছ জনে জনে ;
কেহ কভু মরে নাই যথা ;
নাহিক আবাস হেন !

সিদ্ধা । তবে কেন কর মৃত পুত্র-আশা ?

জেন সতি, কাল বলবান, —
মৃত্যু-হস্তে জাগ কভু কেহ নাহি পায় !
যে সন্তাপ সহে সর্বজন,
যাহা নাহি হয় নিবারণ,
তাহার কারণ ক'র না রোদন, মাতা !
ধৈর্য্য মাত্র মহৌষধ শোকে,
অনন্য উপায় বালা !

জী । পিতা, তব উপদেশে আসি নাই পুত্র-আশে,
আসিয়াছি তব দরশনে ।

কিন্তু,
নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার !

[জীলোকের প্রস্থান ।

সিদ্ধা । হায় ! এই হাহাকার ঘরে ঘরে ।

কবে হবে দিন,
মহৌষধি বিতরিব জীব ?
উদ্ধীপন বিফল কি হবে ?
উৎসাহে কহিছে মম প্রাণ—‘না, তা নয় !’
সংশয়ে না দিব স্থান,
জ্ঞানালোকে বিনাশিব দুঃখের তিমির ;
জীবন থাকিতে ভয় কভু নাহি দিব ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক ।

কানন ।

জম্বুতরুশ্রেণী সিদ্ধার্থ উপবিষ্ট ।

সিদ্ধা । আজি জ্ঞান হয়,
বিশ্বদর আনন্দের রোল !

যেন জীব-জন্তু করিছে সকল,
'জাতি হবে দুঃখ-বিমোচন ।'
জল, স্থল, বোম, সমীরণ,
মহানন্দে করিছে কীৰ্ত্তন,
জ্ঞান-জ্যোতি বিকাশিবে ভবে ।
অজ্ঞানিত সঙ্গীতের ধ্বনি
পরশে শ্রবণ-পথে,
মন যেন মর্ত্যে আর নাই !
কোথা আমি,
কিবা আমি, যাইতেছি ভুলে ;
দেহ হ'তে হইয়া বিস্তার
প্রাণ আমার ব্যাপিতেছে ত্রিভুবন ।
কিবা নব ভাব আবির্ভাব,
নির্ণয় করিতে নারি !
করিব সমাধি, আর না জাগিব
যত দিন জ্ঞান নাহি হয় লাভ ।

(সমাধিস্থ হওন)

(মারের প্রবেশ)

মার । (স্বগত)

ফুরাল আশা-বাসা,
সর্বশেষে ব'লু ধ্যানে !
হায় কি কব্ব উথায়,
কথা কি আর শু'নবে কানে ?
(প্রকাশ্যে) বৎস,
তুমি রাজার কুমার—
বিদরে হৃদয় এ নশার বে'ধে তোরে ।
কার তরে তরুতলে এ সমাধি ?
বাও—কিরে বাও ;
অনাধিনী তব প্রণয়িনী,
শোকে মগ্ন দিবস-রজনী ;
পিতা মৃতপ্রায়, জননী লুটায় ভূমে ।
বেই বস্তু নাই,
মিছে কেন তার উপাসনা ?
আকাশ-কুসুম,
কেহ বাহা দেখে নি কখন'
কেন তার কর অধেষণ ?
হা । দূর হ রে ছায়া প্রতারণক !
প্রলোভন দেখাও না মোরে ।
ওই দূরে মহাজ্ঞান-জ্যোতি
হেরি আমি মানস-নয়নে ।

সে জ্যোতি আনিব, হৃদয়ে স্থাপিব,
মরি ! কিবা জ্যোতি, বিমল উজ্জল !

(সন্দেহের প্রবেশ)

সন্দেহ । জ্ঞান যদি চাও—

এই কি রে তার পথ ?

না জানি কেমন গেরো,

দেখলে তো বছর বারো,

ফলো কি তোর—কল্পো মনোরথ ?

সিদ্ধা । আরে রে সংশয় !

আর মন নারিবে টালাতে,

যাও হেথা হ'তে ।

সন্দেহ । ওরে, কে রে—কে রে ?—

প্রাণ গেল রে—প্রাণ গেল রে !

[সন্দেহের প্রস্থান ।

(কুসংস্কারের প্রবেশ)

কুসং । দেখ—দেখ নিতান্ত অবোধ !

বেদবিধি করিয়ে লজ্জন,

তাজি শাস্ত্রের বচন,

করে মহাধ্যান,

নবপছা করিতে আবিষ্কার ।

হবে অধঃপাত—মহা অপরাধে ।

দেব বিজ্ঞ নাহি মানে,

না মানে ব্রাহ্মণ গুরু,

হেন অহঙ্কারে নিস্তার কি পাবে কভু ?

সিদ্ধা । যা রে—যা রে মোহ অন্ধকারে,

কর বাস চিরদিন ;

দূর হ রে—হেথা নাহি স্থান ।

[কুসংস্কারের প্রস্থান ।

(রাগ, অরতি, কাম ও গোপার বেশে

রতির প্রবেশ)

সকলে । (গীত)

পরজ-কালোড়া-মিশ্র—খেমটা ।

বসুলো অলি ছুলে ফুলের গায়,

সই লো প্রাণ শিহরে উঠে মলয়া হাওয়ার ।

কোকিলে কুহু বলে, উছা প্রাণ হু হু অলে ;

খেলে লো চকোর চাঁদে—

প্রাণ বারে চার সে কোথায় ?

রতি । হায় প্রাণনাথ, রক্ষা কর—

হায় প্রাণ মদন-দাহনে ।

বুকে বুকে—মুখে মুখে ছিহ্ন ছুই জনে,
সদা মিষ্ট আলাপনে করিতাম কেলি—
শুক শারী যেন কুঞ্জননে!

হার!

হেন স্বর্গ-স্বর্গ ভুলেই কেমনে ?
এস প্রাণ-সখা রাধি স্থাপিরে।
হের, ফুলকুল আকুল সৌরভে,
বহিতেছে বসন্ত-অনিল,
গাইছে কোকিল,
এস প্রেম-রণে মাতি ছুই জমে ;
অধিবাণে পরম্পরে করি জরজর,
আলিঙ্গনে ভুলি জিভুবন।

সিদ্ধা। দূর হ ছন্দারিণি!

আসিয়াছ প্রিয়র আঁকারে,
অভিশাপ নাহি দিব তোরে।
ছায়া হেরি নাহি ভুলে জ্ঞান-প্রার্থী জন!
সকলে। ও মা! ও মা! কেন এলুম!
আশুন-ভাতে জ'লে মলুম!

[সকলের প্রস্থান।

(বড়-বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হওন)

(মার ও তাহার সঙ্গিনীগণের পুনঃ প্রবেশ)

বিয়কারিগণ। (গীত)

মাঃমিশ্র—পটতাল।

কৌ কৌ কৌ বড় রে বড়,
ডাক রে আকাশ কড় কড় কড়;
তড় তড় তড় পড় রে জল,
দে পৃথিবী রনাতল;
নরক থেকে আর রে বঁকে;
নৃত্য কর এঁকে বঁকে,
লক লক জল আশুন শিখে,
হাততালি দে বিজীবিখে,
ঘুট ঘুট ঘুট আর রে আঁধার,
কাঁপ রে মাটি এ ধার ও ধার;
খসে তারা বঁকে বঁকে,
পড় রে পাতাড় লাখে লাখে;
উৎলে ঠঠ বিবের ঢেউ,
বেঁচে যেন না যায় কেউ,
আর চ'লে জল সাগর থেকে,
চক্ষু সূঁচ কাঁদে রে ঢেকে।

[মার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মার। হ'ল মারি ছারখার,
গেল আমার অধিকার!

[মারের প্রস্থান।

সিদ্ধা। কি দেখি! কি দেখি!

জলবিধপ্রায়—কত শত বিধ ভাসে

অসীম অনন্ত স্থানে—

উজ্জল—উজ্জলতর ক্রমে।

কে করে গণন

স্বর্ণ্যমান কত শত বিশাল ভুবন,

রক্ষার কারণ

কিরণ-শরীরী করে দেবদুতগণ।

ভিন্ন লোক, কিন্তু এক নিয়ম-অধীন;

বিচিঞ্জ নিয়ম!

কোটে আলো আঁধার হইতে;

অচেতন সচেতন ক্রমে,

স্থল শূন্যেতে মিশার,

শূন্য পুনঃ স্থল-প্রসবিনী;

মৃত-সজীবিত,

জীবন মরণ করে গ্রাস;

মহাশক্তি ভাঙ্গে গড়ে।

নিরত এ শক্তি বহে—ভ্রাগবুদ্ধিহীন।

এস সত্য হৃদয়ে আমার,

কর যোরে অধিকার।

বাও—বাও নখর নয়ন,

কুদ্র দৃষ্টি তব প্রয়োজন নাহি আর।

(যোগবলে শূন্যে উত্থান)

এই সত্য!

হুঃখ ছারাম জীবনের সাধী,

অত্যাভ্য জীবনে,

না হবে বারণ, প্রাণ রবে বড়কণ;

জনম বর্জন মৃত্যু—অবহা কেবল;

যেব বা প্রাণ

আনন্দ, বরণী—মানসিক অবস্থার ভেদ।

বত দিন না কোটে নয়ন,

মারাবোধ বত দিন না হয় এ সব;

তদবধি নাহি যায় হুঃখ-স্বখ-ভোগ;

অবিভাবানিত হল বেই জন জামে,

টুটে তার জীবন-মমতা;

মারার হলনে হয় সংসার উদ্বার।

পকত্ব হয়ে সম্বলন,

জীব-জান করিছে স্বজন,
জীব-জানে তুকার উদ্ভব,
বেধনা সন্তান তার ।

সে তুকার বত কর পান
না হয় নির্দাণ,

বুদ্ধি হয় অগ্নি বধা আহুতি-প্রদানে ;

আমোদ প্রয়াস, উচ্চ আশ,
ধন-লিপ্সা যশোলিপ্সা আদি,

তৃকানলে দ্বুভাহুতি ;

সবতনে জানীজন তৃকা করে দূর ;

কৰ্ম্মকলে দ্বঃখ-সুখভোগ—

কৰ্ম্মগত-ভোগ সহৈ ধৈর্য্যে বাধি প্রাণ,

নিগ্রহে ইন্দ্ৰিয় হয় হত.

ক্রমে তার হয় কৰ্ম্মনাশ,

কৰ্ম্মধ্বংসে পবিত্রতা করে অধিকার ;

নির্দিকার, উপাধিবিহীন,

স্বপ্নবৎ অবিজ্ঞা কুয়ার ;

দেবের চন্দ্রভ অতুল বৈভব,

জরা-মৃত্যু-হীন,

নির্দাণ-রতন করে লাভ ।

জেনেছি—জেনেছি,

পূৰ্ব্বতন বোধি-সত্ত্ব-বংশোদ্ভব আমি,

নাহি মম নাম, নাহি জন্মভূমি,

গোত্র, জাতি, বর্ণ বা জীবন !

জ্ঞানালোক—জ্ঞানালোক,

তিমির নাহিক আর ।

(গীত)

সাওনমিশ্র—একতালা ।

পুরুষ—

হুল জল ব্যোম তপন পবন গাও গভীর তানে,

স্ত্রী—

জাগ কুমুদলতা শাখী-পাখী গাও নবীন প্রাণে ;

সকলে—

আজি আনন্দ-উৎসব ।

পুরুষ—

গেল কু-বপন, গোহাল ধামিনী, জ্ঞান-অরুণ হাসে,

স্ত্রী—

দীন হীন ভরে দীন উদালী, একা ভরতল-বাসে ;

পুরুষ—

সতত বস্ত উচ্চ ভব নিত্য-সত্য-দানে,

স্ত্রী—

চিতচকোর, রহ বিভোর, চরণে স্থাপানে ;

সকলে—

আজি আনন্দ-উৎসব ।

[স্কলের প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

—:~:—

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

—:~:—

কানন ।

ব্রাহ্মণ, ডাকাইত ও বণিক ।

১ম ব্রা । বাপু, আমি ব্রাহ্মণ—তোমার আশী-
র্বাদ কচ্ছি, চিরজীবী হও—তোমার বাড়বাড়ন্ত
হোক—এ ধর্ম্মরক্ষা তোমার কর্ত্তেই হবে। আর
দেখ, তোমার বিশেষ লভ্যও আছে। এই ব্যক্তি
আমার শিষ্য, ইনি একজন মহা ধনাঢ্য বণিক, যদি
এই নেড়া ভণ্ড বেটাকে তুমি জয় ক'রে দিতে পার,
তোমার কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করব। ব্যাটা ছেলে
ধরে, মেয়ে ধরে। দেখ না, আমার শিষ্যের একটি
বই সন্তান নয়—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তারে
নে ব্যাটা মাথা মুড়িয়েছে ।

ডাকা । কেন, সে কি দল করেছে না কি ?

ব্রাহ্ম । তবে আর বলছি কি ?

ডাকা । তার দলে খেলোয়াড় কজন ?

ব্রাহ্ম । খেলোয়াড় কি, সে ধর্ম্মলোপ করবার
দল করেছে, খেলোয়াড় টেলোয়াড় কেউ নেই ।

ডাকা । তুমি পাগল না কি ? খেলোয়াড়
ভিন্ন দল হয় ? সে নিজের খুব খেলোয়াড় হবে ।
যদি খেলোয়াড় নেই তো দলবল নে মাছুতে পার
না ? তবে এখানে এসেছে কেন ? সন্ধান নেও
গে,—সন্ধান নাও গে, খেলোয়াড় কাছে বই কি ।
তা না হলে কি দেশ-বিদেশে বেড়াতে পারে ?
আমিও সন্ধান নিচ্ছি ;—কি নাম বলে, “বুদ্ধি” না
কি নাম বলে ?

ব্রাহ্ম। বুদ্ধ। সে খেলোয়াড়ের দল না, বেটা
কি মস্তর জানে, এই ক'মাসের ভিতর দেশটা শুদ্ধ
নাস্তিক ক'রে তুললে।

ডাকা। ও ঠাকুর, বুঝেছি, তোমার বিদেয় নিয়ে
বগড়া। বলি, সেও তো বাবুন?

ব্রাহ্ম। তার বাবার পুরুষে বাবুন নয়।

বনি। বাপু, আমার একটি ছেলে, তারে তুলিয়ে
নিরে গিয়েছে; আমি তোমার ছ'কোটি স্বর্ণমুদ্রা
দেব, আমার ছেলেটি ফিরিয়ে এনে দাও।

ডাকা। তুলিয়ে নে গে কি করে? সিদ্ধাই হবে
ব'লে নরবলি দেয় কি?

ব্রাহ্ম। ও বাপু, তা নয়, তার আবার সিদ্ধাই!
বেটা ধর্মলোপ ক'রবার জন্ত কিচ্ছ।

ডাকা। তবে কি টাকা তুলিয়ে নেয়?

বনি। তা নয়, বেটা নাস্তিক-ধর্ম প্রচার করছে।

ডাকা। আর বললে না, মেয়ে বা'র করে?

ব্রাহ্ম। হাজার হাজার মেয়ে ছুটে গে তার
পায়ের ধুলো নে আসে। ধর্মলোপ হ'ল, কেউ আর
বার-ব্রত ঠিক করে না।

ডাকা। বলি, কাকুর ধর্ম নষ্ট করেছে?

ব্রাহ্ম। বলি, তা কেন, বুঝতে পাচ্ছ না?—
স্বামী মন্দ তুলিয়ে নে মল বাড়ায়।

ডাকা। টাকাও নেয় না, ধর্ম নষ্টও করে না,
বিদেয়ের জন্তও বগড়া করে না। তবে যে শালা
বাবুন, মাংসাপান কত্রে এসেচ? ধরিয়ে দেবে
আমাদের? ওরে, শালারা গোয়েন্দা, বাঁধ বেটাদের।

ব্রাহ্ম। দোহাই বাবা, মিথ্যা কথা নয়।

ডাকা। আমি বুঝেছি, বাঁধ বেটাদের!

ব্রাহ্ম। দোহাই বাবা।

ডাকা। চোপ, এখনি গর্দান নেব। বাড়ীতে
চিঠি লেখ, ছ'কোটি মোহর। আর বাবুন তুই
বেথানে বা পেয়েছিস, সব দিবি, তবে ছেড়ে দেব।
ওরে লুকো তো—লুকো তো, কে আসচে দেখি।

ব্রাহ্ম। বাবা, অই সে বেটা—ও বেটাকে খুন
কর—বা চাও, দেব।

ডাকা। নিশ্চয় গোয়েন্দা! লুকো তো।
দেখি, আজ সব শালাকে কালীমারের হেথা কোপ
দেব।

(অন্তরালে অবস্থান)

(একদিকে কান্তপ ও অপরদিকে
সিদ্ধার্থের প্রবেশ)

কান্তপ। কোথা যাও হে পথিক,
নির্দয় নিষ্ঠুর দস্যুর আশ্রয়স্থানে।
ফিরে যাও, হারাইবে প্রাণ।

জানে মোরে তাপস বলিয়ে,
এই হেতু নাহি বধে প্রাণে;
কিন্তু তোমারে বাঁচাতে শক্তি মোর নাই।

তেজঃপুঞ্জ হেরি তব দেহ মনোহর,
রাজকন্যাবর্তী সম লক্ষণ দর্শনে,
বুঝি বা এ ছদ্মবেশ তব;

অধিক কি কব,
ছদ্মবেশ হর মম জ্ঞান;
হেরিয়ে লক্ষণ,
জ্ঞান হয় নৃপতি-নন্দন,
পরিচ্ছদ অভিনব তব,
কোন সম্প্রদায় নাহি পয়ে হেন বেণ।

সিদ্ধা। মহাশয়,
বহুশ্রমে লভিয়াছি অমূল্য রতন,
সামান্য রতন হেতু ভ্রমে দম্ভাগণ,
অগণন করে পাপ!
ঘুচাইব তাপ,
অমূল্য রতন ধন করি বিতরণ।

কান্তপ। আসিয়াছ দম্ভাগণে বিলাতে রতন?
সিদ্ধা। রাজা, প্রজা, দীন বা হুর্জন,
সবাকারে বিলাব রতন,
রত্ন দেব বাহারে দেখিব;
এই হেতু ভ্রমি দেশে দেশে।

কান্তপ। (স্বগত) এ কি বাতুল?
(প্রকাশ্যে) কি হেতু না দেহ রত্ন মোরে?

ডাকা। (নেপথ্যে) ওরে, বাঁধ—বাঁধ,
টাকা আছে—টাকা আছে।

(ডাকাইতগণের প্রবেশ)

সিদ্ধা। বৎস, আপনি এসেছি,
কোন কার্যে বাঁধিবে আমারে?
যদি তব হয় প্রয়োজন,
করহ বন্ধন, তাহে নাহি মম মানা;
কিন্তু পূর্ব কর মনের কামনা,
লহ বৎস, এনেছি যে ধন।

ডাকা। কই, সে, তোর ধন কোথায়?

সিদ্ধা । জ্ঞান-রত্ন করিতে অর্পণ,
মম আগমন ;

লহ রত্ন প্রয়োজন ব্যয়,
দূরে যাবে অজ্ঞান-আধার,
চিত্ত হবে বিকার-বিহীন !
হের, মানবমণ্ডল,
সুখ-আশে ভ্রমিছে সকল ;
তবে দেখ, কেবা সুখী ধরামাবে ;
কেহ সুখ-চিন্তা করে খন,
কেহ দেখে রমণী-বদনে,
অবিজ্ঞান নিরত নাচার—

সুখ-আশে ধায় ;
কোথা সুখ ? মৃত্যুযুগে পশে শেষে !
ধন, জন, প্রেমিনী নারী,
ব্যয় পরিহার—
নিস্তার নাহিক কার !

তবে কেন বুধা পরিভ্রম ?
কেন বুধা অর্থ উপার্জন ?
বস্ত্রপণ্ড প্রায়
কি হেতু বাননে কর বাস ?
পলে পলে পরমাযু কাল করে গ্রাস !
কিনিতে নৈরাশ

কি হেতু আরাগ এস ?
কাল-চক্র ঘোরে অনিবার,
বল কেবা কার ?
ভাসে জীব দুঃখের পাথারে,
তবু ভ্রান্ত মন, ভ্রান্তি নিত্যধন,
ইঞ্জির-লালসা-রত !

অন্ধ আর রবে কত দিন ?
খোল রে নয়ন, হের নিত্যধন,
অনিভা কর রে পরিহার ।
মায়ার বিকারে
ভোগ-তৃষা কত সহ ?
কেন দিবানিশি দাবানলে দহ ?
তৃষ্ণা না মিটিবে,
কর্ণভোগ ততই বাড়িবে,
দুঃখ-চক্রে কিরিবে অনন্ত কাল !

এস নব রাজ্যে,
চিরশান্তি করিছে বিরাজ,
যোগ-শোক-মৃত্যু-ভয় নাই,

আনন্দ সদাই ;
নাহি প্রলোভন,
হিংসা-কোট করে না দংশন,
আশার না কেলে আর দুঃখের সাগরে ;
পরম-পুলকে নির্বাণ-আলোকে,
অমৃত-জীবন হয় লাভ !

ডাকা । ওরে, এ কি বলে রে ! ওরে, এ কি
বাহুধর ? এ কি মস্তর ? আমি যে আর চলতে
পারি নি । ঠাকুর, কি ক'লে ? মৃত্যু নাই ! কারাগার-
ভয় আছে !

সিদ্ধা । মুক্ত প্রাণ—ভয় কোথা তার ?
নাহি পাশ, নাহি ভ্রাস, আনন্দ-আগার,
নিত্যসুখ-ধাম, পূর্ণ সর্বকাম,
অবিরাম শান্তি হৃদে করে বাস !

ডাকা । প্রভু, আমি আপনার চরণে শরণাগত,
আমায় মহাভয় হ'তে মুক্ত কর । আমি দিবানিশি
শয়নে স্বপনে পদ-সঞ্চালনে শঙ্কিত হই—বৃক্ষপত্র-
সঞ্চালনে শত্রু-আশঙ্কার প্রাণ কুণ্ঠিত হয়—কারা-
গার আমার সম্মুখে নৃত্য করে—রাজদণ্ড প্রতি-
ক্ৰমে উদয় হয় ! প্রভু, আমায় এই মহাভ্রাস হ'তে
উদ্ধার করুন ! ওরে, এদের বন্ধন খুলে দে—হিংসা-
ষেব এ স্থানে আর না থাকে ।

সিদ্ধা । ধর—ধর নুতন নরন,
কর দরশন—
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ করে খেলা,—
অভিমানী মন,
ভাবে সে সকল আপনার কিয়া !
ভূতের ছলনে মন বাতুল হইয়া,
পাপক্ৰিয়া করে কত শত,
ভুঞ্জে নিজ কৰ্ম্মগত তাপ !
আর ইঞ্জিরের ছলে ভুল না ভুল না—
সুখ-আশে মজ না মজ না,
অবিজ্ঞান আনন্দ হইবে লাভ !
“অহিংসা পরমধর্ম” হৃদে দেখ স্থান,
কেহ নাহি হিংসিবে তোমার আর ;
তাজহ সংশয়,
কর চিত্ত পবিত্র আলয়,
ভব-ভয় নাহি রবে ।

ডাকা । প্রভু ! প্রভু ! আমি তোমার দাস,
তোমার কৃপার আমি হতাশ-সাগর হ'তে উদ্ধার হলেম

কাজপ। তোমার এ কিরণ উপদেশ ? অহিংসা
ধর্ম-ধর্ম স্বীকার করি, কিন্তু দেবপূজার জীব-হিংসা
কতই হবে, নচেৎ দেবতার পূজা হবে না। অহি-
দেবের পূজার আমি নিত্য বলি প্রদান করি।
শাত্তের বচন, অগ্নিদেব বলিদানে তুষ্ট। তুমি শাত্তের
বচন লক্ষন করবার আদেশ দাও ?

শিদ্ধা। দেবতা যতপি তুষ্ট হয় বলিদানে—

কহ, তবে দৈত্যের আচার কিবা ?

দেবতা অক্ষয়,

কর্ম তব বলবান,

কর্মে অর্থ-দুঃখ করে দান ;

রোগ শোক তাপ ভুজে নরে,

সকাতরে ডাকে দেবতার,

উপায় কি হয় তার ?

দেব-সাধ্য যদি হয় দুঃখ-বিমোচন,

তবে কেন দুঃখময় ধরা ?

নিষ্ঠুর কি দেবগণে ?

মানব-বসুধা,

শুনেও না শুনে কানে ?

জানিহ নিশ্চয়,

কর্মকর বিনা নাহি থাকে পরিতাপ।

বে জৈশ্বর নিরন্তর কষ্ট দেয় নরে,

দেবতা কেমনে বল তারে ?

বলিদান কেন দেহ তুষ্টি হেতু তার ?

কর আত্ম-অধিকার,

ইজির-সংঘমে দেহ মন ;

পাপের বর্জন, ধর্ম উপার্জন,

অজ্ঞান সঙ্কল্প রাখহ দূর ;

আত্মবৎ তাব সর্কৃত্তে,

কদাচিত্ চিতে হিংসা নাহি দেহ হান।

বিষম অপকৃপাতী বহিছে নিরম,

কর্মকল না হয় খণ্ডন ;

বস্ত্র করি পাপকর্ম কর পরিহার,

হিংসা সম পাপ নাহি আর ;

তবদুগ্ধে পাইবে নিস্তার,

প্রবেশিবে শান্তি-অধিকারে।

কামনার দেব-উপাসনা,

বস্ত দিন কামনা রহিবে,

পাপমতি দূর নাহি হবে ;

আত্মবোধ পরিত্যাগ করিবে করনা,

বাড়িবে বসুধা।

সবতনে বীর জনে কামনা তারিবে।

কাজপ। প্রভু, অর্থ-লিপ্সা করিবে বন্ধন,

নিবিড় আঁধার-মারের করেছে লম্বন,

খুলিল মরন তব চরণ-কুপার ;

কার্য ব্রহ্ম—কার্যে করি নমস্কার।

আর হিংসা না করিব,

শাত্তের বচনে আর নাহি হব প্রোত্তারিত,

নিজ হিতে না করিব অস্ত্র জীব হত।

হার ! হার ! এত দিনে বুকে নাই মন,

বলি-পত্তগণ—

মরণ-বসুধা সহে মানব সমান।

পরের পীড়ার

ইষ্ট-সিদ্ধি কছু নাহি হয়,

সনাতন ধর্মলাভ হ'ল এত দিনে।

ব্রাহ্ম। প্রভু, অপরাধ কমা করুন, আমরাও তোমার

হিংসা করবার নিমিত্ত দস্যুর আশ্রয় গ্রহণ

করেছিলাম।

বনি। প্রভু, এ কর্মকল কত দিনে খণ্ডন হবে ?

শিদ্ধা। কর্মকল না রহিবে আত্মবোধ-ত্যাগে।

শুন তবে বচন আমার,

সত্য-উপার্জনে কর্তব্য বাড়িল আজি ;

অজ্ঞকারে কিরে বস্ত নর,

কর তবে আলোক প্রদান।

সাগর-বেষ্টিত এই বিশাল মেদিনী,

আছে অগণন প্রাণী,

বুদ্ধ মহামোহ-অজ্ঞকারে,

নূতন আলোক দান করিব সবারে,

মানবের জগতি করিব দূর।

চল, দেশে দেশে যাই,

মহারাজ বিলাই সবারে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

—:—

কপিলবাস্ত, — বোধান।

রাজা, গৌতমী ও যত্রী।

রাজা। বৃত্তিতে না পারি—

যজি, কিবা প্রয়োজনে জানিলে এখানে,

নিবিড় অরণ্য-পাশে কি কাঞ্চ ভোমার ?
ভোমার বচনে আজি মন-মুগ্ধপ্রায়,
রাগীন্দ্র আইছ হেঁথায় ।
বর্তমান তুলি কৃতকালে ভ্রমে প্রাণ,
কত পূর্ব-হবি ওঠে আজি দৃষ্টিপথে,
মনে আগে বাছার বননধানি
নাহি জানি কোথায় একাকী ভ্রমে !
আহা ! রাজবংশধর ভিখারী হইল !
কোথা গেল ছাড়িয়ে আমার,
কেন আজি আশা হয় উদ্বীপন ?

গৌত । সত্যনাথ,
নাহি জানি কেন নাচে প্রাণ ।
হ'তেছি অস্থির ? তখন আসে স্তর,
কত কথা ওঠে মনে !
কতু কীদে, কতু হাসে প্রাণ,
পূর্বশোক কতু আগে ;
ক্ষণে ক্ষণে যেন মনে হয়,
হারাদন ফিরি আসে গৃহে !
হায় আজি এ কি বিড়ম্বনা ?

রাজা । সত্য বল মন্ত্রিবর, কিবা অভিপ্রায়,
সংশয় না রাখ আর,
দারুণ সংশয়ে প্রাণ নাহি রবে,
সত্য বল, বিলম্ব না কর ।
ধর ধর কাঁপে হিয়া—
যেন প্রাণ আসিতে বাহিরে,
বার বার বন্ধে করে করাদাত !
এ কি ! এ কি ! বন্ধ হয় বাস,
ঘোরে মতিষ্ক আমার ।

কি বিকার হ'ল আজি মম !

মন্ত্রী । ধৈর্য ধর, তনু মহারাজ,
এই বনে বৈসে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী,
নিত্য নিত্য আসি ভিক্ষা করে এ নগরে,
রাজকুলোদ্ভব,
অবরব হেরি হয় জ্ঞান ।
কিন্তু বহু দিন তব্ব নাহি যায়,
দ্রুত করি নাম স্তার লইতে না পারি ।
হের দূরে,
ধীরে ধীরে আসিছে সন্ন্যাসী ।

গৌত । প্রাণাধিক পুত্র ওই সিদ্ধার্থ আমার !

রাজা । মরি, ধর—ধর, সত্য কি স্বপন !

হয় মতিজ্ঞম,
মেহতার চরণ না বহে ।

মন্ত্রী । মহারাজ, ধৈর্য ধর,
চাকলের নহে এ সময় ।
রাগি ! রাগি !

গৌত । মহারাজ, কোথা আমি ?
কই পুত্র মম ?

রাজা । স্থির কর মন,
সত্য মিথ্যা করহ নির্ণয় ।
সত্য কি কুমার ?

কিবা তদাকারে অন্ত কেহ ?

গৌত । নিশ্চয় সিদ্ধার্থ মোর !
আশৈশব করেছি পালন,
যোগিবেশে তুলিতে কি পায়ের মোরে ?
যাই আমি,
অঞ্চলের নিধি আমি ধ'রে ।

রাজা । হৃদিবেগ কর সংবরণ,
রাজপুত্রে কলঙ্ক না হয় !
পরিচয় অগ্রে লব ;
বহু দিন নিরুদ্দেশ যেই—
সহস ! কেমনে লব কুলে ?

গৌত । কাজ নাই কুলে,—
পুত্র করি কোলে !

রাজা । কেন রাগি, হতেছ চঞ্চল ?
তোমা সম অন্তর বিকল মম,
তবু ধৈর্যে রাখি প্রাণ !

(সিদ্ধার্থের প্রবেশ)

মন্ত্রী । কে তুমি সন্ন্যাসিবেশে ভ্রম রাজ-পথে ?
কহ, কেবা তুমি—কোন বংশজাত ?
নৃপতি যাচেন পরিচয় ।

সিদ্ধা । ভিক্ষাজীবী, বাস মম বথায় তথায় ।

রাজা । (স্বগত)

সেই স্বর !—নিশ্চয় কুমার মম ।

(প্রকাশ্যে) কহ হে সন্ন্যাসি,
কোন বিধিতে তাজি কুলোচ্চার,
রাজপুত্র, জন্মিতেছ ভিক্ষুকের বেশে ?

সিদ্ধা । মহারাজ ! নাহি আমি রাজার কুমার ;
পূর্বতন বোধিবংশে জনম আমার,
কুল-ব্রত অমুসারে ভিক্ষা-পাত্র-করে,
জমি আমি বেশে বেশে ।

রাজা। দেখ সত্য পরিচয়,

মিথ্যাবাক্যে হয় ধ্বংসনাশ !

সিদ্ধা। জন নৃপমণি, নহে মিথ্যা বাণী,

মারা-জন্ত রাজবংশে মম,

মারা-জন্তে তুমি পিতা,

মারা-জন্তে রাজার কুমার।

ছিল পুত্র পরিবার,

জান-স্বর্ঘ্যোদয়ে ভাদিরাহে সুন-দোর ;

বপ্ন নাহি আর,

চৈতন্ত নেহারি ! বোধি-বংশোদ্ভব আমি,

নিভা আমি—

নাহি ভয়, নাহিক মরণ,

নাহি নাম-ধাম, উপাধিরহিত।

সাধিবারে মানবের হিত,

ভ্রমি ঘারে ঘারে।

বেধা চার জানালোক, দিব তারে,

এই মহাকাব্য মম ভবে।

রাজা। বাপধন, বহুদিন করেছি রোমন,

এস ঘরে কুমার আমার,

রাজ্য-ধন সকলি তোমার বৎস !

সৌত। বাবা সিদ্ধার্থ, মারের আগে আর ব্যথা

দিস্নি।

সিদ্ধা। বৃথা মায়া করহ বর্জন,

ধর ধর অমূল্য রতন !

ওঠ না—ওঠ না,

নিদ্রাবশে থেক না, থেক না;

কর উপাধি-বর্জন,

তাজ রাজ্য-ধন,

ধর্ম মন করহ নিবেশ ;

পাবে নির্বোধ-রতন,

এড়াইবে অশ্রু-মুহূ-দার !

উদয় সময়, গেলে আর না কিরিবে।

কেহ নহে কার, অনিত্য সংসার,

জান-দৃষ্টে কর দরশন।

রাজা। খুলেছে নয়ন,

ভিক্ষা-পাত্র দেহ যোরে।

সৌত। এ কি হেরি নূতন সংসার !

আনন্দ—আনন্দময় !

রানী। এস আন্তি, ব'স রে স্বামীরে,

হুয়ে যা রে মিহার সংসার-জান।

সিদ্ধা ; বহু কাব্য আছে এ মগ্নয়ে ;

কাব্য মম আছে অন্তঃপুরে,

জানস্ব-বিতরণে আছি প্রতিকৃত।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

—:—:—

রাজ-অন্তঃপুরস্থ উজ্জান।

(তরুতলে সিংহাসনোপরি সিদ্ধার্থের রাজবেশ)

পার্শ্বে গঙ্গাপা উপবিষ্ট।

গোপা। এই তমালে বসিয়া

কোকিল করিত গান ;

প্রাণকান্ত সনে

হেরিতাম উবার কাকন-ঘটা !

প্রাণনাথ সন্ন্যাসী আমার,

দাসী তাঁর সন্ন্যাসিনী।

আরে তরুণ তপন,

ত্রিভুবন কর দরশন,

ভ্রম নানা দেশে,

দেখেছি কি আগেণে আমার ?

শুন ভাই,

আছে তম দরশন-আগে

কেন নাহি জানি,

আশা নাহি দিতে বিসর্জন।

এই দেখ, স্বর করি রেখেছি তুষণ,

নিজ হাতে পরাইব প্রাণনাথে !

ওরে ভরু, ভালবাসি তোরে,—

করে কর ধরিরে আদরে,

বসিতার তোর মূলে ;—

তুলি নাই,

তুলিব না এ জনমে।

তাই ত্যজিরে আবাস,

তোর ভলে করি বাস।

গৃহ মম অশ্রাম-সদান,

প্রাণকান্ত ভাজে গেছে গৃহ হ'তে।

কোথা প্রাণনাথ,

হয় নি কি কাব্য অবসান ?

এস করে ;
 বস করে প্রব করি বস,
 এস হৃদয়ের নিধি,
 বিপ্রাশ করহ হৃদে !
 কোথা পতি !
 সতী ডাকে সকাভরে,
 এস বরে,
 মুছাও নয়ন-ধার তার ।
 কর শান্ত প্রাণকান্ত,
 অনাথা কিঙ্করী !
 তোমা স্মরি
 আছে প্রাণ ধরি ;
 যদি প্রাণ যায়,
 দেখা আর না হইবে !
 এস—এস,
 বিলম্ব কর না,
 বৃষ্টি প্রাণ নাহি রয়ে ।

(সিদ্ধার্থের প্রবেশ ও তৎপ্রতি

গোপার দৃষ্টিপতন)

প্রাণনাথ,
 এত দিনে পড়েছে কি মনে ?

সিদ্ধা । ওঠ ওঠ জীবন-সঙ্গিনী,
 ওঠ সন্ন্যাসিনী !
 মারা-মোহ কর পরিহার,
 জাগাইয়া পূর্বস্থিতি করহ স্মরণ,
 কতবার করিয়াছি জনম-গ্রহণ ।
 জন্ম-মৃত্যু বুচেছে এবার,
 একাকার—একাধার,
 নির্ঝাণ-আগারে
 জন্ম-মৃত্যু সুরাইল,
 কেন খেদ কর আর ?

গোপা । খেদ নাহি আর,
 হেরি দিনমণি লগিলো কি করে খেদ ?
 কিন্তু,
 এ বিচ্ছেদ-গাথা কত না কুরাবে,
 চিরদিন কথা রবে ভবে !

সহিল আমার ;
 এ দশা না হয় যেম কার,
 এইমাত্র ভিক্ষা পদে ।

সিদ্ধা । যে শুনিবে এ বিচ্ছেদ-গাথা,
 রোগ-শোক-মৃত্যু-ভয় হইবে নশি,
 অবিশ্লেদ বহিবে আনন্দ-স্রোত হৃদে,
 পরলোকে নির্ঝাণ লভিবে ।

(রাজলের প্রবেশ)

গোপা । এস বৎস,
 পিতৃধনে তুমি অধিকারী ।
 সন্ন্যাসী জনক তোমার,
 সন্ন্যাসিনী মাতা,
 রাজবেশ তোমারে না সাজে !
 কর পিতৃ-দরশন,
 চরণে মাগিয়ে লহ অমূল্য রতন ।

রাজ । পিতা—পিতা,
 পুত্রে দেহ সম্পত্তি তোমার ।
 সার্থক জনম,
 পিতা যার ভুবন-পালন ।

সিদ্ধা । (রাজলের হস্তে ভিক্ষা-পাত্র দিয়া)
 বৎস,
 বহু পুণ্যে তোমা সম পেয়েছি নন্দন ।

গোপা । (রাজলকে সন্ন্যাসীর বেশ পরাইতে পরা-
 ইতে) মা হ'রে পরাই তোরে সন্ন্যাসীর বেশ !
 তাজি মণি কাঞ্চন-ভূষণ
 পিতৃধন করহ গ্রহণ,
 এ রতন নাহি পার
 রাজ্য-বিনিময়ে ।

(রাজা, গৌতমী, বালকগণ এবং

শিষ্যদলের প্রবেশ)

বা-গণ । তাই রাজল, আমরা তোমার সঙ্গে যাব ।
 রাজ । এস তাই,
 নিত্যধামে খেলিব লক্কে মিলি ।

গিরিশ-প্রবালী।

(সিদ্ধার্থ, গোপা ও রাহুলকে বেটন করিয়া
সকলের গীত)

দেশ-মিশ্র—একতালা।

পুরুষ—

চল বাই দেশ-বিদেশে ঘরে ঘরে করি গান,

স্ত্রী—

কে কোথায় আর রে স্বরা নিবি যদি নূতন প্রাণ;

সকলে—

ঘুটলো ভব-ভয়!

শুন তাই জরা-মরণ নাই,

পুরুষ—

নাইক ভ্রান্তি হুদে শান্তি

বিরাজে সমাই,

স্ত্রী—

এস বুদ্ধদেবের দিই সবে ঘোহাই;

সকলে—

জয় জয় সবাই মিলে গাই!

পুরুষ—

দিয়েছে পরম রতন করুণানিদান,

স্ত্রী—

ধরে না প্রাণে স্মৃতি বইছে কানে কান;

সকলে—

ঘুটলো ভব-ভয়!!

মবনিকা-পতন।

নক্সা ।



চারি পাঁচ দিন কাছারী বন্ধ আছে, ভাবিলাম, আমার বাল্যবন্ধ স্বরূপটাদ বীড়জ্যের সহিত সাক্ষাৎ করে আসি। স্বরূপটাদের বাড়ী গিয়া দেখি, দরজা বন্ধ। একবার ভাবিলাম, কিরিয়া যাই, আবার মনে করিলাম, বখন আসিয়াছি, অন্ততঃ খরচটাও দিয়া যাই। ডাকাডাকি করিতে করিতে স্বরূপ আপনি আসিয়াই দরজা খুলিয়া দিল; “এস তাই এস।” বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানা-ঘরে বসাইল; কিন্তু দেখিলাম, সে বড় বিষন্ন, স্বরূপটাদ বেশ সুখে আছে, আমি জানিতাম; বিষন্ন দেখিয়া কিছু উদ্ভিগ্ন হইলাম। যে কথা উত্থাপন করি, ছুই একটা উত্তর দিয়া নীরবে ভাবিতে থাকে। শেষ আমি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাই, তোমায় অসুখী দেখিতেছি কেন?” স্বরূপ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—“আমার জ্ঞান নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।” আমি আরও অবাক হইলাম। স্বরূপের পরিবার গত হইয়াছে জানিতাম, কিন্তু পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে জানা ছিল না; এখন শুনিলাম, একটি বড় দেখিয়া মেয়ে বিবাহ করিয়াছে, শাওড়ী, শালা শালাজদিগকে বাড়ীতে রাখিয়াছে, তাহার সকলেই নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাকেও ছয় মাসের মধ্যে নূতন ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে; যদি না করে, তাহার জ্ঞানী, শালী, শালাজ প্রভৃতি আর কেহ মুখ দর্শন করিবে না, সকলেই ধোয়াকি লইয়া তাহার সহিত পৃথক হইবে।

এই কথা শুনিতে শুনিতে তাহার পুরাণ মালী চুপি চুপি আসিয়া বলিল,—“বাবু, বেদব্যাস আই-ছত্তি।” শুনিয়া স্বরূপটাদ আমার বলিল, “ওই?” “ওই কি? ভূত না কি?” আমার বন্ধ বলিল,—“ভূত নয়, বেদব্যাস।” ক্রমে বৃত্তিতে পারিলাম, ইনি নব-বেদব্যাস, ইহার নব বদরিকাপ্রমে বাস, নব বেদ প্রকাশ করে জীব ভরাতে এসেছেন। আমি অবাক।

ভাবিলাম, আমার বন্ধুর কোন অসুখ হইয়া থাকিবে। এমন সময় দেখি, আপাদ-মস্তক মোটা চাদরে আবৃত একটি তাকিয়া-অবতার যুবা আসিয়া প্রবেশ করিল। তাকিয়া-অবতার ছাড়া ছাড়া কথার গদগদস্বরে বলিলেন,—“বী—ড়—জ্যে—ম—খা—গো! বে—দ—ব্যাস—স।” বীড়জ্যে মশাই কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাকিয়া-অবতার বলিতে লাগিলেন,—“কাঁহুন, অমৃত্যুপ করুন, বেদব্যাস বলেন,—অমৃত্যুপই প্রারশ্চিত।” আমি বলিলাম, “বীড়জ্যে মশাই, কাঁহিতেছ কেন?” বীড়জ্যে নীরবেই রোদন করিতে লাগিল। আমি ভরসা করিয়া মোটা চাদরওলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“বেদব্যাস কে? বেদব্যাস কি সার্বজন?” আমার বন্ধ বলিলেন, “সার্বজনের বাবা।” এই কথা শুনিয়া তাকিয়া-অবতার দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল ও নেপথ্যে শব্দ হইতে লাগিল, “পাপ! পাপ!—সংসার ডুবিল।” তখন আমার বন্ধ বলিলেন,—“সর্বনাশ করিয়াছি, এখন আমার জ্ঞান আসিবে।” আমি ভাবিলাম, পলারন করি, বন্ধ আমার কাণ্ড ধরিয়া বলিলেন,—“তুমি বাস, নচেৎ আমার আগ বাঁচিবে না।” এবার রক্তভূমি আজয় হইয়া গেল। একটি বৃদ্ধা জীলোক, একটি আধ-বয়সী, আর দুইটি যুবতী, সেই তাকিয়া-অবতার, আর একটি বহুবেহারী হন হন শব্দ প্রবেশ করিল। কথা বড় বুঝা গেল না। কেবল ‘পাথগ’ ধরাটা সম্বন্ধে হইতে লাগিল।

এমন সময়ে নেপথ্যে মহাবীড়-নাদে শব্দ হইল,—“পাথগকে আমরা তিরস্কার করিব না, কেবল বুঝাইব।” এই দৈববাণী হওয়ার, সকলেই রোদন করিতে লাগিল এবং সেই মোটা চাদরাবৃত মূণ-কলেবর নড়ায় করিয়া পড়িয়া গেলেন। আমি সতরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম,—“কে আহিন?”

জল আনি।" তখন সকলেই আমার ভিরকার করিয়া বলিল,—“ভ্রাত্ত! ভ্রাত্ত! দশা লাগা জানে না।” আমি ক্রমে বুকিতে পারিলাম যে, তাঁহারা সকলেই মাঝে মাঝে ঐরূপ পড়িয়া থাকেন এবং উঠিয়া এক এক বাটী চিনির পান্য পান করেন।

ব্যাপারটা কি জানিতে আমার নিতান্ত কৌতুহল জন্মিল। ভাবিলাম, বেদব্যাসকে দেখিতে হইবে। যেন আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নেপথ্যে আবার শব্দ হইল, “পাপি! তপি! সকলেই আইস, আমার দর্শন কর।” এই কথা শুনিবামাত্র সকলেই প্রস্থান করিলেন এবং সেই আধা-বয়সী স্ত্রীলোক আমার বন্ধুকে বলিল, “আইস, যদি উদ্ধার হইতে চাও, আইস।” তখন আমার বন্ধু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন,—“ভাই, আজি বাটা গমন কর; যদি বাঁচি, সাক্ষাৎ হইবে।” আমি বলিলাম, “বন্ধু, কথটা কি?” শুনিলাম, সেই বন্ধু তাঁহার শাওড়ী, আধা-বয়সী তাঁহার স্ত্রী, সুবতী দুইটি তাঁহার শালাক, হুলকলেবর এবং বহুবাহারী তাঁহার শালাক। যদি নূতন ধর্ম গ্রহণ না করেন, তাঁহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। পুরাতন ক্রম বিষ্ণু প্রভৃতি এখন আর তরাইতে পারে না। উনবিংশতি শতাব্দীর নূতন গোবর্দ্ধন অবতার ব্যতীত আর উপায় নাই।

বেদব্যাস আসিয়া তাঁহার শালাক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পরিবারকে দীক্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু স্বরূপ পৈতৃক দেব-দেবীর মায়া কাটাইতে পারেন নাই, এ নিমিত্ত সপরিবারে তাঁর প্রতি তাড়না। পাপের আশ্রিতের নিমিত্ত কোন দিন উপবাসী থাকিতে হয়, নিতাই অর্থাৎ দিতে হয় ও বাক্যবস্ত্রণা অহনিশি সহিতে হয়। স্বরূপ আমার গলা ধরিয়া বলিলেন,—“ভাই, উপায় কি করি?” আমি বলিলাম,—“বেদব্যাসকে দেখিতে পাই না?” আমার বন্ধু উত্তর করিলেন, “দেখিতে পাওয়া সহজ, কিন্তু ছাড়ান বড় সঙ্কট।” আমি সতয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“বেদব্যাসটা পদার্থ কি?” আমার বন্ধু বলিলেন, “দেখিবে আইস।”

সিরা দেখি, বেদব্যাস একখানি কারপেটের আসনে বসিয়া আছেন। বাঁ পাশে একটি ছোট রুমের খোল আর ডাইনে টেবে করা একটি নার-কুলে কুলের চারি; সামনে একটি ঝাঁটা গোজার

নৈবেদ্য, এক থালা ছানা চিনি। বেদব্যাস দোহায়া কাল-রঙ, দিবা দাড়ি-গোঁপ, একটু ভুঁড়ি আছে, গরদের কাপড় পরণে, গরদের দোবচা গায়ে, চক্ষু বুজিয়া ছানা চিনি মাখিতেছেন। মোটা সম্বন্ধী বলিল, “প্রণাম কর।” বহুবাহারী আমার প্রণাম করিতে অস্বরোধ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“উনি কি ব্রাহ্মণ?” বহুবাহারী উত্তর করিলেন, “না উনি সন্ন্যাস—বেদব্যাস।” আমার প্রণাম করাটবার জন্ত মহা জেদ, কিন্তু স্বয়ং বেদব্যাসই আমার রক্ষা করিলেন, এক গ্রাস ছানা বদনে দিয়া খোলের বাঁয়ার একটি বা দিলেন এবং “একমেবাদ্বিতীয়ং” বলিয়া বিদ্যাইতে লাগিলেন। আমি বহুবাহারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ও কি? ছানা কি গলার বাধিয়াছে?” বহুবাহারী উত্তর করিলেন,—“না, উনি ছানা গালে করিয়া ভজনা করেন।” বেদব্যাস এবার চক্ষু মেগিলেন ও জোড়া মোণ্ডা আর এক ডেলা ছানা গালে দিয়া চক্ষু বুজিয়া মহা ছলিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ আবার কি?” বহুবাহারী বলিলেন,—“মোণ্ডার ওঁর কিছু ভাবোদয় হয়।” আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—“বেদব্যাস কি কুলচারি খান?” বহুবাহারীও বলিলেন,—“কুল খান, কুলচারি খান না।” “তবে টেব ও কুলচারিটি কেন?” “বদরিকাক্রম নহিলে থাকিতে পারেন না।”

আমরা কথা কহিতেছি, বেদব্যাস নিরন্ত নাই, সন্দেশ ও ছানা আধসারা করিয়া, খোলে মাথা দিয়া মুচ্ছা গিয়াছেন ও আমার বন্ধুর হুল শ্রাবকটি এক গ্রাস আরক তাঁহার মুখের কাছে ধরিয়াছে। বেদব্যাস পান করিয়া বলিলেন,—“তোমাদের সকলের পাপ পান করিলাম।” আমি বহুবাহারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“ও কি?” বহুবাহারী বলিলেন,—“উনি উহা পান করিয়া সংসারকে আশীর্বাদ করেন।” আমরা এতকণে নিশাপ হইলাম।

এমন সময় সেই পুরাতন উড়ে মালী আসিয়া বলিল, “সেন্টপল আইছন্তি।” বেদব্যাসের মুচ্ছা ভঙ্গ হইল খাবার খাবার ছানা সন্দেশ ওকোট করিয়া চীৎকার করে বলিতে লাগিলেন,—“একমেবাদ্বিতীয়ং।” ইতিমধ্যে একটি হলহুল পড়িয়া গেল, একজন চৌকি আরিল, একজন টেপার

আনিল, একজন ছই ভিনখানি তোরালে ঢাকা কাঁচের বাসন আনিল টেপারের উপর রাখিল।

একজন লম্বা দাড়ী, ইজার চাপকান পরা, মাথার খটানী টুপী, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেদব্যাস প্রণাম করিলেন, তিনি 'শুভমর্গিং' করিলেন। তাহার পর আস্তে আস্তে গিয়া চৌকি-খানিতে বসিলেন। বেদব্যাস বলেন,—“একমেবাবিহীতম্। তিনিও বলিলেন,—“একমেবাবিহীতম্।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“ইনি কে?” “তিনিরাছেন ত সেটপল।” “উনি যে চৌকিতে বসিলেন?” “বেদব্যাস আসনে বসেন, উনি চৌকিতে বসেন।” “ওঁর ছানা চিনি নাই?” “না, উনি বিকুট আর কাট্লেট লইয়া ধ্যান করেন।” “ইনিও কি নূতন বেদ প্রচার করেন?” “এঁর নূতন বেদ নয়, নূতন বাইবেল।” সেটপল বলিলেন,—“ব্রাতঃ বেদব্যাস। কত-ক্ষণ?” বেদব্যাস বলিলেন,—“ব্রাতঃ সেটপল। সবে পাপ পান করিয়াছি।” এই কথা শুনিবামাত্র সেটপল রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—“ব্রাতঃ, তোমারই সার্থক জীবন।”

সেটপল কাঁচের বাসন হইতে তোরালে তুলিয়া লইলেন ও একখানি বিকুট গালে দিয়া অনেক-ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তখন বেদব্যাস বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন,—“ব্রাতঃ ও ভগিনীগণ। যখন সেটপল বসিয়া আছেন, তখন আমার কথা অব্যক্তব্য। আমি তোমাদিগকে বেদমতে শিক্ষা দিয়াছি, উনি আজ বাইবেলের মতে তোমাদিগকে বেদের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন। বেদ ও বাইবেল এক কথা।”

সেটপল একখানি কাট্লেট খাইতে খাইতে বলিলেন, “ব্রাতঃ, তুমি যত্ন! সত্য বলিয়াছ, বেদ ও বাইবেল এক কথা।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোন্ বাইবেল?” বন্ধুর ভালক বলিলেন,—“নব বাইবেল।” আভাসে বুঝিতে পারিলাম, বহুবাহারীর বুঝাইতে আর তেমন প্রজ্ঞা নাই, তিনি কাট্লেটের প্রতি ভীকু দৃষ্টি দিতেছেন। এমন সময়ে উড়ে মালী আবার আসিয়া বলিল,—“মামদো আইছতি।” এই কথা শুনিবামাত্র আমার বন্ধু চীৎকার করিয়া বলিল—“ভাই-রে, সর্বনাশ। আজ যিনা কারণে অন্ততঃ পঁচিশটে টাকা ব্যয় হইল।”

অমনি মহা ধুম পড়িয়া গেল, আমার বন্ধুর উপর “পাখণ্ড। মর্যাদম।” ঐহুতি নানা বিষ্ট বাক্য প্ররোগ হইতে লাগিল। সেটপল ও বেদব্যাস কর্ণে অজুলি দিয়া বলিতে লাগিল—“কি হুর্দিন। টাকা। এ কথা শুনিতে হইল।”

এই গোলযোগের ভিতর একবার ভাবিলাম, পলাই। আবার ভাবিলাম মামদোকে না দেখিয়া ত যাইতেছি না। মামদো ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। দেখি, মাথার একটি রিপুর্কর্ষের টুপী ও ইরি। মামদো আর কে? মামদো আমাদের নসে। আমি বলিলাম, “নসে। এই যে বাড়ীতে ছিলি, মামদো হ'লি কবে?” নসে বলিল, “মামা, মামদো নহি, মহম্মদ হইরাছি। আমি পোলাও খাইতে খাইতে উপাসনা করিতে পারি, একত্র আচাধ্য আমার নাম মহম্মদ দিয়াছেন। আমি নূতন কোরাণ প্রচার করি।” কথা শুনিয়া আমার রগে সর্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম—“ও আবা-গের বেটা। তুমি পোলাও খাইয়া নূতন কোরাণ পড়। যা বেরো, বাড়ী যা।”

নসিরাহ্মদ সুর করিয়া বলিতে লাগিল, “মামা, তোমার আজ ব্রাতা বলিব। ব্রাতঃ, তুমি নিভান্ত ব্রাতঃ।” আমি বলিলাম,—“নসে। তোর বড়ই স্পর্ধা। বা মুখে আসে, তাই বলি।” এই কথা শুনিবামাত্র সেটপল উঠিয়া বলিলেন, “বোধ করি, মহাশয় বোধ করি, ভাল কথা বলছেন না, বোধ করি, আমাদের মহম্মদ ব্রাতাকে বোধ করি, কি মন্দ কথা বলিতে-ছেন।” আমি ক্রোধে বলিতে লাগিলাম,—“মহাশয়, অত বোধই করিতেছেন কেন, আমার ভাগনে শাসিত করিব না?”

“আপনার অধিকার নাই বোধ করি।” “কি। হিন্দুর ছেলে মামদো সাক্ষ্য, আমি শাসিত করিব না?”

“আপনি বোধ করি, আমাদের উপাসনার ব্যাঘাত দিলেন, বোধ করি, এতে বোধ করি, খুব রাগতে পারি বোধ করি।” “রাগেন, ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাবেন।”

“ভাত বোধ করি, খুব কম খাই; বোধ করি, বিকুট খেয়ে থাকি, বোধ করি।” এইরূপ বচসা হই-তেছে, এমন সময়ে দেখি যে, আর একজন বেদব্যাস, সেটপল, মামদো ও আর কত লোক আসিয়া উপ-

গিরিশ-প্রস্থাবলী।

হিত হইল। তখন বেদব্যাসে বেদব্যাসে, সেন্টপলে সেন্টপলে ও মাম্‌দোতে মাম্‌দোতে লড়াই লাগিল। আগত বেদব্যাস বেদব্যাসকে বলিল,—“মশাই বোধ করি, আপনার সমাজ থেকে বোধ করি, জবাব হই-
রাছে, বোধ করি। আপনি আর বেদব্যাস নেই বোধ করি।” ছানা-খাওয়া বেদব্যাস বলিল,—“আমার জবাব দেওয়ার ক্ষমতা কারুর নাই বোধ করি।” সেন্ট-পলে সেন্টপলে ঐক্যপ যুদ্ধ। নূতন সেন্টপল বলিলেন,—“আপনার জবাব হইয়াছে, বোধ করি।” পুরাণ সেন্টপল বলিলেন,—“আমি স্বীকার করি না বোধ করি।”

কিন্তু মাম্‌দোতে মাম্‌দোতে বকাবকি করিয়া হাতাহাতি আরম্ভ করিল। ন'সে খুব বগু মাম্‌দো, আগত মাম্‌দোর গাণ্ডে ঠাস করিয়া চড় মারিল। সেও মাম্‌দো! ন'সের খুঁটি ধরিল। একটু যুদ্ধের পর উভয় পক্ষ দুই শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইল। এক শ্রেণীর বেদব্যাস বলিল,—“দেখিব, কিরূপে উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিস, দেখিব! আর এক শ্রেণীর সেন্টপল বলিল—“তোমার সেন্টপলগিরি কি ক'রে চলে, দেখিয়া লইব। মন্দিরে চাৰি দিয়াছি।” ন'সে মাম্‌দোকে শাসাইতে লাগিল “টুপী খোল, নইলে এক চড়েই তোরে মারিব।” তখন আমার বন্ধুর জী ও শাওড়ী দুই বেদব্যাসের মধ্যস্থানে দাঁড়াইল;

রোগা-শালা ও তার জী সেন্টপলদ্বয়ের মাঝে এক মোটা-শালা সম্মতিক মানদোদ্বয়ের মাঝে বিরোধ করিতে লাগিল। করঘোড় হইয়া বলিতে লাগিল—“প্রভুরা ক্ষমা করুন!”

উভয় পক্ষ হইতে বলিতে লাগিলেন—“ক্ষমা করি যদি মাপ চান ও স্বীকার করেন—আমরা ব্যতীত বেদব্যাসত্ব, সেন্টপলত্ব ও মহাম্মদত্ব কেহ না লন।” মহাম্মদরা বলিতে লাগিলেন,—“ছানা, চিনি, বিস্কুট, কাটলেট আর পোলাও-কোপ্তা আমরা উভয়-কেই দিতে প্রস্তুত।”

আমার বন্ধু হায় হায় করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“ভাই রে! পচিশ টাকার জায়গার পঞ্চাশ টাকা পড়িল।” এ প্রস্তাবে বিরোধী মহাশয়েরা স্থির হই-
লেন ও গান ধরিলেন,—

তুমি পরম কারুণিক মহানদালু।

তোমার কুপার খাই

শীতকালেতে শাঁক আলু।

তোমার কুপার জোরে,

মোরগ ডাকে ভোরে কৌকড় কৌ ক'রে,

দুপুর বেলায় রোদের আলার,

করি হে হালু-চালু।

আমি আর বন্ধুর নিকট বিদায় লইবার অপেক্ষা

করলাম না; বেগে বাটী ফিরিয়া আসিলাম।

সত্য।

পরমার্থ তুমি সত্য, জ্বরের সার,
আদরের ধন তুমি কার ?
আজীবন অনাদর, আজীবন তুমি পর,
কলুষিত প্রাণে নাহি অস্তিত্ব তোমার,
হ'রেছে ক্রৌড়ার স্থল বারললনার !
অতীব জ্বলন্ত তাই কুৎসিত সংসারে,
ক্রমিতেছে শঠতা মাঝারে !
নাহি পর' অলঙ্কার, সত্য, তুমি সত্য সার,
অসার সংসার, সত্য ! বল বারে বারে,
সংসার-জড়িত চিত্ত, সহিতে কি পারে ?
সত্য, বল কেন আছ বিড়ম্বনা মাঝে ?
মাতা সাজে চাটুকার সাজে !
বাজে কিনা বাজে প্রাণে, বল সত্য, সত্য জানে,
প্রেমময়ী মাতৃ-মুখে অসত্য বিরাজে,
হেথা তব কোথা স্থান, সরলতা সাজে !
এসেছে বান্ধব গৃহে সত্য তোরে ডরি,
হাসি মুখে চাতুর আদরি !

করিয়ে মিথ্যার ভাণ, তার করে দ্বিহ প্রাণ,
শত দোষ মিথ্যা ভাণে তখনি পাশরি,
ক'রেছি চাতুরী কত অহঙ্কার করি !
শুণবান পুত্রে হ'ন পিতা চাটুকার,
এই কিরে সত্যের সংসার ?
কোথা সত্য তব স্থান, কে তোমার রাখে স্থান,
সত্যবাদী—মিথ্যাবাদী বধায় বিচার,
ধনী মানী বেই করে মিথ্যার প্রচার।
বনি কেহ করে, সত্য, আদর তোমার !
সংলতা বার অলঙ্কার ;
কামিনী-কাকন ভানে, তজ্জিত নহেক প্রাণে,
অভিমান ঠেলিয়াছে জানিয়া অসার,
সত্য বল, সত্য, দেখা পেরেছ কি তার ?
আজীবন সত্য তোরে ক'রেছি আদর !
কেন তুমি হ'রে আছ পর ?
এ সংসারে স্থান নাই, সত্য বুঝি বল তাই,
চল বাই যথা, সত্য, তুমি মনোহর !
পর নহ সত্য তুমি কহিছে অন্তর !

অকপট হাসি।

ডুবিল আরক্ত তাহ সন্ধ্যায় যখন,
সমীর না স্পর্শে শাখী-শির,
ক্রম কোন পাখী করে কুণার গমন,
ধীরে ধীরে কলরব ছিন্ন ;
ক্রমে অলে তারাদলে, দীপমালা ধরাভলে,
আসি ক্রম ব্যাকুলিত চিত্ত অভিলাষী—
হেরিয়াছি অকপট হাসি।
বুকে ধরি করে কলি শিশিরে আদর,
প্রোষোদিত মেহারে কোমলী,
নারদ মেদিনী ভ্রামা, স্নানীল অমর,
দুবা সনে বুঝতী আনোদী ;

বদনে আরক্ত রাগ, উজ্জ্বলিত অমরাগ,
বিকচ-অধর-সুখা হইয়া প্রয়াসী—
হেরিয়াছি অকপট হাসি।
রাহিছে বিহগ, বহে ধীর সমীরণ,
সরোবর-বন্ধ আন্দোলিত,
বিলাস শাখায় উবা সোণার বরণ,
কমলিনী বদন রঞ্জিত ;
অকপরে অব হেলি, 'ওঠ' বলি অক ঠেলি,
অলসে আরক্ত আধ' নয়ন বিকসি—
হেরিয়াছি অকপট হাসি।

দিনকর খর কর উপর গগনে,
উৎখাস ফেলে সমীরণ,
কান্ত নহে কলরব স্বার্থ সংঘর্ষণে,
কেবল প্রেমিক শান্ত মন ;
মানসিক এলোকেশে, উপেক্ষা বসন বেশে
শিশু কোলে দিরে কোলে গরবে-উল্লাসি,
হেরিয়াছি অকপট হাসি ।
ক্রমে চ'লে নেমে চলে অচণে তপন,
সাধে নিতে আসিছে গোধূলি,
তাজি ধরা বৃক্ষ বাহি উঠিছে কিরণ,
হেমহারে দোলে পাতাগুলি ;

কবরী-বন্ধনে রেখা, কেশমাঝে দেছে দেখা,
চলে গেল, বলে গেল—‘বেলা গেল আসি’,
হেরিয়াছি অকপট হাসি ।

সেই সন্ধ্যা, সেই দিবা, গোধূলির ছবি,
রবহীন গভীরা যামিনী,
সেই উবা সীমন্তে শোভিত রক্ত রবি,
ফুলকুল, সরে সুরোজিনী,
পত্রসনে খেলে বার, সুখে সুখে পাখী পায়,
খুঁজি দূরে খুঁজি কাছে নিরাশায় ভাসি—
নাহি হেরি অকপট হাসি ।

অকপট ভাস ।

কৃত্বহলে হেলে ছলে হামা টেনে হায়—
ফুলকান্তি ধূলি-ধুলরিত,
পালাবে, বাবে না কোলে, কিরে কিরে চায়,
আধ হাসে বিধু প্রকাশিত ;
অকালে মুছায়ে কোলে, ভুলায়ে জননী তোলে
ক্ষুদ্র ভুজ্জে বেড়ি গলা চুষন প্রয়াস,
শত স্রোতে কলকণ্ঠে অকপট ভাস !
গুণিত নিকুঞ্জবনে গাহিছে কৌকিল
স্নিগ্ধ ছায়া ঢালিয়াছে কার,
সুরভি হরিয়া বহে মলয় অনিল
তরঙ্গিত ফুলবন তার ;
ভ্রমর-গুঞ্জন মনে, দূর স্রোত-ধ্বনি বনে,
মৃদক সুবতী মিলি বিভোর যিলাস,
নয়নে নয়নে কহে অকপট ভাস !
তরিত বীণার ধ্বনি মিলিত স্বস্বর,
উৎখলিত প্রাণময়ী তান,
মধুর মৃদলে গাজে দূর জলধর,
প্রতিধ্বতে কল্পিত বিমান
মাধুরী লহরী বর, সুর-ছবি ধরামর,
অন্তরে আনন্দ-ধারে নন্দন বিকাশ,
আহে কত অজানিত অকপট ভাস !

যেতে হবে দূরদেশে বিদায় চুষন,
শুভক্ষণ ব'হে বার প্রায়,
‘আসি’ শুনে হাসি সনে সজল নয়ন
স্পন্দনহীন মুখপানে চায় ;
উছলিত কত সাধ, সাধে নিদাক্ষণ বাদ,
হৃদয় সুসার ল'য়ে সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
বিনা ভাষে বহে খাসে অকপট ভাস !
ধীরে ধীরে চিতাধুম উঠিছে গগনে,
ভস্ম হ'য়ে ফুরাবে সকলি,
মমতাবিহীন স্থান আশার বর্জনে,
সুবর্ণ নিশ্চয় অগ্নি জলি ;
অতি বেদনায় ব্যথা নাহি আর, নাহি কথা,
স্থির নেত্র, স্থির চিত্ত ব্যাপিত নিরাশ,
শ্মশান—শ্মশান-প্রাণে—অকপট ভাস !
তুঙ্গ শৃঙ্গ অস্ত্রভেদী ভৈরব মুরতি,
অনন্ত তুষার আচ্ছাদিত,
ভীমনাগে বাপ্পে চলে শত স্রোতস্বতী
মেঘদল ঝটিকা-চালিত ;
দামিনী-মলক রত্ন, বজ্র শব্দে দিক্ ভঙ্গ,
ছায়া প্রায় অনন্তের মহান আভাস,
গভীর নিকশে উঠে অকপট ভাস !

ଗାବଳୀ ମିର୍ରিস



ମିର୍ରିଶ ଶ୍ରବଣୀ

(ଦ୍ଵାଦଶ ଭାଗ)



ମିର୍ରିଶଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ପ୍ରଣୀତ ।



ବସୁନ୍ତରୀ ମାହିତ୍ୟ-ମନ୍ଦିର ହରିତେ

ଶ୍ରୀଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ।

গিরিশ



[বলিদান বাদে]
(১২শ ভাগ)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত ।
বসুমতী কার্যালয় ।

১০০ নং বহুবাজার স্ট্রীট, বসুমতী হোটেলে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।

চন্ডিক।

(পুরুষ)

উপেক্ষনাথ	ধনাঢ্য ব্যক্তি ।
শৈলেক্ষনাথ	উপেক্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।
নীরদ	ঐ পুত্র ।
মন্মথ	ঐ শ্রালিকা-পুত্র ।
বৈভবনাথ	ঐ বন্ধু ।
নিতাই	ঐ বন্ধু (হাইকোর্টের উকীল) ।
হীরা ঘোষাল	ঐ প্রতিবেশী ।
ভৈরব	}	...	ভৃত্যস্বর ।
শ্রামা			
শিবু	এটর্নি ।
নকুলানন্দ	অবস্থত ।
শরৎ	উচ্চাঙ্গ যুবক ।
সতীশ	}	...	ঐ বন্ধুগণ ।
প্রমথ			
বিহারী			

ডাক্তার, উপেক্ষাবাবুর বাটীর জমাদার ও দারবানস্বর, পুলিশ ইন্সপেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণ, রেজিষ্টার ও তৎকর্মচারী, জৈনিক ভদ্রলোক, পাওনাদারগণ, আদালতের পিয়াদাগণ ইত্যাদি ।

(স্ত্রী)

বিরজা	উপেক্ষের বিধবা জ্যেষ্ঠা-ভ্রাতৃপুত্র ।
ভরদ্বিজী	ঐ স্ত্রী ।
সংগোজিনী	শৈলেক্ষের স্ত্রী ।
মণি	কীর্তনওয়ালা ।
ফুলী	ঐ কন্যা ।
কুমুদিনী	বারাকনা ।

কুমুদিনীর মাতা, বারাকনাগণ ইত্যাদি ।

গহলক্ষ্মী

বা

আদর্শ-গ্রহিণী।

প্রথম অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্তাঙ্ক।

—*—

উপেক্ষার অন্তঃপুর।

উপেক্ষা ও তরঙ্গিণী।

উপেক্ষা। এবারটা পূজোর বগুড়া আমার সঙ্গে চ'লবে না—শৈলেন আছে, নীরদ আছে, তাদের সঙ্গে ক'রো।

তরঙ্গিণী। দিদি, এসো না গো।

নেপথ্যে বিরজা। যাচ্ছি। কেমা, বামুনঠাকুরকে ব'ল গে, ছোটবাবুর ময়দা-টরদা সব ঠিক ক'রে রাখে, তার আসবার সময় হ'লো। আর সব বেন দমে রেখে দেয়, ছোট বউএর উপর তার দিয়ে যেন তিনি না ওতে চ'লে যান।

(বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। কি রে, কি ?

তর। শুনুচ' গা, এবার পূজোর খরচের ভার নীরের উপর,—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত। এক আখখানা লুটী পেতুম, এবার পূজোর তাও পাখ না দেখছি।

বিরজা। দাঁড়া দিদি, আমি বুকি ভাঁড়ার ঘরের চাবিটে কেলে এসেছি।

[বিরজার প্রস্থান।]

নেপথ্যে বিরজা। কোথা ছিল ?

নেপথ্যে কি। আমার তেল বা'র ক'রতে দিলে যে গো ?

নেপথ্যে বিরজা। মনেরও ঠিক নাই।

(বিরজার পুনঃ প্রবেশ)

বিরজা। হ্যাঁ, কি বলছিলি ?

তর। দাঁড়াও, তোমার সাত পৃথিবী ঘোরা হোক, বহুমতী স্থির হোন, তবে ত ব'সে কথা শুনবে।

বিরজা। না রে, সব হয়েছে, এইবার কাগড় ছেড়ে গারে ঘটি দুই জল ঢেলে, মালা ফিরিয়েই শোবো।

উপেক্ষা। এই রাত্রে গায়ে জল ঢালবে ?

বিরজা। ও আমার অভ্যাস আছে। (তরঙ্গিণীর প্রতি) নে—বল—কি বলছিলি ?

তর। বলছেন কি জানো, দিদি,—এবার ছোট ঠাকুরপো আর নীরের হাতে সংসার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ওঁরে কিছু ব'ললে ব'লবেন—“যাও নীরদের কাছে যাও।” ছোট ঠাকুরপোর তবু চোখের চামড়া আছে, নীরের কাছে চাইতে গেলে ক্যাট-ক্যাট ক'রে শুনিয়ে দেবে। তবে ইনি একেবারে বিবাগী হন নাই। ছোট বউএর আর বউমার পূজোর গয়না গড়ানর ভার উনি রেখেছেন।

বিরজা। হ্যাঁগা, তা ক'দিন হ'তে শুনুচি বটে, নীরদ সব ক'চে ক'রছে,—তা ওরা ছেলে-মামুষ—সব শুছিয়ে পা'রবে ?

উপেক্ষ। সব ব্যবস্থা করাই ত আছে, এদিক্কার খরচপাতি সব দাওয়ানজী করবে, ওরা হিসেবপত্র দেখবে। আর আমিও ওদের হাতে দিয়ে কিছু নিশ্চিত নাই। চিরকালই কি বাচবো, ওরা সব বিষয়-আশয় কোথায় কি আছে, বুঝে নেবে না?

বিরজা। শুনছি নাকি খুড়ো-ভাইপোর খরচ-পাতি নিয়ে খিটিমিটি হয়?

তর। নীরে সামলে হুমলে টেনে রাখতে চায়, আর ঠাকুরপোর দরাজ হাত।

উপেক্ষ। তোমায় এ খবর কে দিলে?

বিরজা। কেন, মোনা বলে,—“বড় মা, মেশো মশায়কে ব'লে যে দাদাতে ছোট মেশোতে ব'ন্বে না।

উপেক্ষ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওদের খুড়ো-ভাইপোর খরচ নিয়ে তর্ক হয়েছিল বটে। তা মোনা কোথেকে জানলে,—ও ত ঘরে ব'লে পড়ছিল?

বিরজা। কে, মোনা? ও জানে না—তোমার সংসারে এমন কিছু কাজ আছে? ও দাসী-চাকর কি দিয়ে ভাত খাচ্ছে—জানে। (তর-জিগীর প্রতি) এ দিকে ত তোমার বোনপো বোকার মতন বেড়ায় দেখতে পাও,—ও সব জানে—সব পারে। পড়া ওনোর ত শুনেছি, ওর সঙ্গে কোন ছেলে পারে না; সে দিন বাগান থেকে সেই কাংশা মাছটা এনেছিল—কুটলে। সে দিন হুকুর বেলায় ব'সে আমার সুপুরী কুচিয়ে দিলে। আর এমন সুন্দর তোড়া, ও যে খিড়কীতে ফুল বাগান ক'রেছে, সেই বাগান থেকে তোয়ের ক'রে এনে ছোটবউ আর বউমাকে দেয়—তোমায় আর কি বলবো। তোমায় কাছে ভরে আনে না, পাছে তুমি বেকো। আজ ছানার ভালনা খেলে, ও কার রান্না—ঐ মোনার। একটা উত্তর কিনে এনেছে, আমার ঠেঙে আনাঙ্গ নিয়ে এক একদিন রাখে।

উপেক্ষ। তা তোমায় তোড়া এনে দেয় না?

বিরজা। (হাসিয়া) একদিন এনেছিল, আমি ব'কলুম, ঠাকুরপুজোর ফুল নষ্ট ক'রলি? সেই ইস্তক ওদের ঘরে দিয়ে আসে।

তর। ও ঠাকুরপুজোর ফুল নষ্ট করে কেন?

উপেক্ষ। ওঃ—মাসীগিরি ফলান হ'চ্ছে।

বিরজা। তাই বটে! ও কি কিছু নষ্ট করে?

তোমার বোন ম'রে গেল, পাঁচ বছরের ছেলেটি বাড়ীতে এসেছে। সেই দিন থেকে কখন আবদার ক'রে—এই জিনিসটে খাব? বাগান থেকে ঝোড়া ঝোড়া ফুল আসছে, ও আপনি ফুলগাছ পুতে ছোটো ফুলের তোড়া বাঁধে, তাই নষ্ট করে। তুমি মাঝে মাঝে ওকে শাসাও শুনতে পাই। ও তোমার বোনপো নয় আমার বোনপো,—অমন ছেলে হয়।

উপেক্ষ। ওর মতন ছেলে হাজারে একটা দেখতে পাই না। দাদা থাকলে এতদিন ওকে বাড়ী ঘর-দোর ক'রে দে হিছু ক'রতেন।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। বাবা, হিসেবপত্র আমার যা দেখতে বলেন, দেখছি, খরচের দায়ী আমি হব না।

উপেক্ষ। কেন?

নীরদ। আমি কাঁহাতক লুকিয়ে রাখবো? ছোট-কাকা মশ পনের হাজার টাকার চেক কেটেছেন; বলেন, দাদাকে বলিসুনি। সে কাগজে জমাখরচ ক'রতে দেননি। কাল আমার সঙ্গে তর্ক কিসের? উনি পাঁচ হাজার টাকার ফের চেক কাটতে চান, আমি চেক-বই দিই নাই।

উপেক্ষ। যা—যা—এখন যা।

নীরদ। আপনি একটা বিলি করুন, রোজ রোজ আমি ঝগড়া করতে পারবো না।

উপেক্ষ। আচ্ছা—আচ্ছা—তা হবে।

[নীরদের প্রস্থান।]

তর। তোমার ভয়ে আমি বলি নাই। ছোটবাবুর একটু বেচাল হয়েছে। নীরে আমার বলতো, আমি বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু এখন দেখতে পাই, দিন দিন রাত ক'রে আসে। ছোটবউ সামলার, সেই জন্তই বামুনঠাকুরকে বলে,—“চ'লে যাও আমি খাবার দেব।” বামুনঠাকুরের দোষ নাই। আড়মড় কথা

কয়ও শুনতে পাই, বোধ হয় কিছু খায়
টায়।

বিরজা। এ কথাটি কেন মুখে গো দিয়ে চেপে
রেখেছ দিদি?

তর। কি করবো, ব'লে কে দোষী হবে বল?

উপেন্দ্র। কিসের দোষ? যদি তুমি এতটাই
বুঝেছিলে, আমায় এতদিন বলা উচিত ছিল।

তর। বলবো আর কি, তুমি কি জান না,—না
দেখতে পাও না?

উপেন্দ্র। না, দেখতে পাই না,—দেখতে পেলে
তোমার মত চূপ ক'রে থাকতেন না। ব'লে
দোষী হবে মনে ক'রে বলোনি—আশ্চর্য্য।

তর। তোমার কাছে আমার সবই আশ্চর্য্য।

উপেন্দ্র। তা হবে।

বিরজা। তা মন্দ কি ব'লছে? এদের হৃজনের
ভাই-অন্ত প্রাণ! শব্দ ম'রে গেলেন, তার
ছ'মাস পেরুলো না, শাওড়ী ঠাকরণ আট
মাসের ছেলে রেখে চ'লে গেলেন,—আমি
একদিন ধর্ম্মকালে আমার ভেড়ে আসতো।

উপেন্দ্র। বড়বউ, বা শুন্ছি, এ যদি সত্য হয়,
আর সম্ভবও মনে হ'চ্ছে, তা না হ'লে ওর এত
টাকার দরকার কি? বড়বউ, জানো ত, না
খাওয়া না দাওয়া—মামলা মোকদ্দমা ক'রে
তাই কি সব বিষয় পেলুম? দেইজীদের আর
বড়ো মল্লিকের গ্রাস থেকে দাদা বিষয় বার
ক'রে গেলেন,—আর তিনি গুণাগুণ, ভুগতে
আমায় রেখে গিয়েছেন। বড়বউ, তোমার বলি
নাই, এর মধ্যে হ'বার হাও নোটের টাকা
চুপি চুপি চুকিয়ে দিয়েছি। মনে ক'রলুম,
বিষয়কর্ম্মের ভার দিই, তার পড়লে শুধরে
যাবে। তা এতদূর বাড়াবাড়ি করবে আমি
বুঝতে পারি নাই। সত্যি কি মদ ধ'রেছে?
তর। সত্যি মিথ্যা আর কি! খেতে বসেছিল,
মাংস দিতে গিয়েছিলুম, মুখে ভক্ ভক্ ক'রে
গন্ধ পেরেছি।

উপেন্দ্র। তোমার পেটে যে এত কথা চাপা
থাকে, তা আমি জানতুম না।

তর। চেপে রাখাই ভাল, অনেকবার ব'লে
দোষী হয়েছি।

উপেন্দ্র। যদি তোমার নীরে হ'তো, তা হ'লে

চেপে রাখতে পারত না। (বিরজার প্রতি)
বড়বউ, মিছে আট-পাটু—সংসার রাখতে
পারবে না। বখন মদ সেঁধোলো, তখন আর
উপায় নাই,—ও রোগের ওষুধ নাই। ওর
বা মন যায় করুক, আমি কোথাও চ'লে
যাই, ওর ভাবনা ঢের ভেবেছি, আর
পারি না।

বিরজা। রাগ ক'রো না, ঠাণ্ডা হও, নয় সব খানে-
খারাপ হবে। মেজো বউ, তোরে বলবো কি,
ওকে নাই দিয়ে আমার বাজা মাইয়ে হুধ
এসেছে। ও এমন অধঃপাতে যেতে বসলো!
এ আমারই পোড়া কপাল—আর কিছু নয়।
ঠাকুর যে পরকে বিশ্বাস ক'রে বিষয় খুইয়ে-
ছিলেন, সে ত ছিল ভাল। ওরা হ'ভাবে মোট
ক'রে আনতো নিতো খেতো। এ কি
সর্ব্বনাশ হলো—এ বাড়ীতে মদ সেঁধোলো।
নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। কুচ পরোয়া নাই, আমি
কারো এন্তাজারির ভেতর নাই। অত
হিসেবকিতেবের ভেতর আমার চ'লবে না।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। দাদা, নীরে কি না বলে—চেক-বই
দেবে না? কেন—তোমার বিষয়ে হাত দিছি
নি, তুমি কোণে ব'সে থাকতে পার, আমি
যদি না পারি। খরচ ক'রবো না—ভোগ
ক'রবো না—তবে বিষয় হয়েছে কি
ক'রতে?

উপেন্দ্র। নীরে—নীরে—

নেপথ্যে নীরদ। আজ্ঞে—

শৈলেন্দ্র। নীরেকে ডাকছেন কি,— আমি নীরের
কি তোয়াক্কা রাখি?

বিরজা। চল—চল, শুবি চল।

শৈলেন্দ্র। কে বড় বউদিদি, প্রণাম। দেখ—
পাঁচশো টাকা মাসোহারায় কি আমার চলে?
কম ক'রে একটা garden party তিন শো
টাকার কমে হয় না। এই ধরো না—

বিরজা। নে চল—চল—

শৈলেন্দ্র। যাচ্ছি, শ্রাঘ্য কথা ব'লো—

[শৈলেন্দ্রকে টানিয়া লইয়া বিরজার প্রস্থান।

উপেন্দ্র। নীরে—

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। আজ্ঞে—এই যে আমি।

উপেক্ষ। তোমারও কি কিছু মাসোহারা বাড়িয়ে দিতে হবে না কি?

নীরদ। আজ্ঞে খাতা দেখুন, হুঁমাসের মাসোহারা আনার জমা আছে।

উপেক্ষ। চল, বাইরে চল, দাওয়ানজীর বাসার লোক পাঠা।

তর। হ্যাঁ গা, এই রাত্রেই—

উপেক্ষ। নাও নাও—ধামো।

[উপেক্ষ ও নীরদের প্রস্থান।]

(বিরজার পুনঃ প্রবেশ)

বিরজা। মেজঠাকুর-পো কোথায় গেল?

তর। দাওয়ানজীকে ডাক্তে পাঠিয়ে বাপ-বেটায় খাতা দেখতে চ'লো। আজ আমার তখি হচ্ছে—বলি নি কেন? ব'ল্লে দোষী হ'তুম, মনে ক'রতেন—ভায়ের নামে লাগাচ্চি। উনি যে ছাওনোটো টাকা দিয়েছেন বলেন—সে ছাওনোটোটা কিসের? নীরে খবর নিয়েছে, ছাওনোটো কেটে ইয়ারবজ্জদের খার দিয়েছে। নীরে ব'লতে গিয়েছিল, তা ব'লছে কি জানো? তোদের ও সব কথা খাবার আবস্তক নাই। তা কাজ কি বাপু! দিদি, তুমি জানো না, ঢের দিন ঢের কথা হয়ে গিয়েছে। ব'ল্লে, আমি মুখে কেন গো দিয়েছিলুম, আমি উত্তর করলুম না। ব'ল্লে বলতো, কান-ভান্ডানি দিচ্ছে।

বিরজা। তা তুই আমার চুপি চুপি বলিস্ নি কেন?

তর। শেষটা আমার ঘাড়ে এসেই পড়তো। সেবার কাপড় বিলোনের কথা বলি নাই? কত কথা শুনেছি তা ত জানো?

বিরজা। তা আর, তুই খাবি আর।

তর। না দিদি, আমার মুখে আজ কিছু উঠবে না।

বিরজা। তা তুই না খাস্, সমস্ত দিন খেটে মচ্চি, আমার খাবার দিবি আর। মোনা আমার ব'লেছিল যে, বড় মা, বড় বড় সব জুড়ী ক'রে ছোট অশোর কাছে ভাল ভাল

সব ঘুষ আস্চে। আমি তারে ধমকে দিয়েছিলুম, ব'লেছিলুম,—“তা ভোর কি, তুই ও সব কথা খাবিস্ নি।”

(সরোজিনীর প্রবেশ)

সরো। ও দিদি, বমি ক'রে কাপ-চাপ-নাসের মত কি উঠছে, বমি পড়ে পড়ে বেরুচ্ছে।

বিরজা। দূর পোড়াকপালি।

[বিরজা ও সরোজিনীর প্রস্থান।]

তর। নীরে ঠিক বলে, ভাইয়ের চরিত্রটা নিজে বুঝুন।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

—*—

শৈলেন্দ্রের কক্ষ—শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী।

শৈলেন্দ্র। দাদা কাল কিছু ব'লেছেন?

সরো। আমি ত তা জানি না।

শৈলেন্দ্র। বড় বউদিদি কিছু ব'লেছেন?

সরো। বড়দিদি কান্দলেন, বলেন—পাঁচতুতে খারাপ ক'রেছে।

শৈলেন্দ্র। তুমিও মনে মনে কত গালাগালি দিয়েছ?

সরো। আমি তোমার গালাগালি দেব?

শৈলেন্দ্র। সমস্ত রাত ঘুমোওনি দেখছি।

সরো। না না—

শৈলেন্দ্র। তবে কি কৈদে কৈদে চোখ লাগ করেছ?

সরো। তুমি আর অমন করো না। তুমি যখন বমি করে, মনে হলো, তোমার দম আটকে যাবে।

শৈলেন্দ্র। আচ্ছা, আমি রোজ রাত ক'রে আসি, মুখে একটু মনের গন্ধও পাও, আমার কিছু জিজ্ঞাসা করো নি কেন?

সরো। আমি কি জিজ্ঞাসা করগে?

শৈলেন্দ্র। আমি উচ্ছন্ন গিয়েছি।

সরো। বালাই।

শৈলেন্দ্র। শোনো, কুমুদিনী ব'লে এক ছুঁড়ী থিরেটার করতো, তাকে শরৎ, যে আমাদের

বাড়ী আস্তো সে রেখেছিল। সেই শরৎ
আমাদের কজনকে এক দিন তার বাড়ীতে
গান শুন্তে নে যার।

সরো। সে কথা আমি শুনে আর কি করবো,
তুমি আর খেয়ো না।

শৈলেন্দ্র। শোনো, শুন্লে বুঝবে, আমি পায়ে
বেড়ি পরেছি।

সরো। সে কি?

শৈলেন্দ্র। ছই এক দিন অমনি গান শুন্তে যাই,
শরৎ সঙ্গে থাকে, এক দিন হীরু ঘোষাল
আমাকে বলে—“ছোট বাবু, শুন্তে পাই,
রোজ তোমরা গান শুনে এসো, আমার
একদিন শোনাও না।”

সরো। হীরু ঘোষাল শুনেছি, বড় ভাল লোক
নয়।

শৈলেন্দ্র। স্থির হয়ে শোনো, আমি হীরু
ঘোষালকে নিয়ে সেখানে গেলুম; মনে
করলুম, শরৎ এখনি ইয়ার-বন্ধু নিয়ে আসবে,
আসতে দেবী দেখে হীরু ঘোষালকে ডাক্তে
পাঠালুম, সেও ফিরলো না। ক্রমে কথায়
কথায় রাত হয়ে গেল, আমি উঠবো মনে
ক'ছি, এমন সময় দেখি, শরৎ একলা এসে
উপস্থিত হলো,—আমার দেখে মুখ ভার
করলে। আমার কথার ভাল ক'রে জবাব
দিলে না।

সরো। কেন তার সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছিল?

শৈলেন্দ্র। না। শরৎ একটু ব'সেই কুমুদকে
ডেকে বাইরে গেল। আমি কিছুই বুঝতে
পারলুম না। মিনিট দশ বাদে ছুঁড়ীর গলা
শুন্তে পেলুম, বলছে—“আমি ইয়ার বন্ধুকে
ব'সতে দেব না? এতে তুমি না থাকো,
যাও, চাইনে।” শরৎ বলে, “আজ্ঞা তাই।”
আমি ব্যাপার কি জানতে উঠছি, এমন
সময় কুমুদ ফিরে এসে আমার হাত ধ'রে
বসালে।

সরো। কেন—ওদের কি হ'লো?

শৈলেন্দ্র। ব'লছি, শোনো,—কুমুদ বলে—“দেখ
তাই, আমার অত্যাচারটা বোঝো, তোমার সঙ্গে
আমার আলাপ ছিল না, উনিই তোমার সঙ্গে
ক'রে এনে আলাপ ক'রে দিয়েছেন। তুমি

ভদ্রলোক এসেছ, আমি তোমার খাতির
ক'রে বসিয়েছি, এই আমার পরাধ। বাবু
তোমার সন্দেহ ক'রে, জবাব দিয়ে চ'লে
গেলেন।” আমি বল্লুম, “আমার সন্দেহ
করেছে?” কুমুদ বলে, “ই্যা, নইলে আর
বন্ধু কি? মনে করেছেন, এক শো টাকা
ক'রে আমার দিতেন, তা না পেলে আমি
আর খেতে পাব না? ওঁর বন্ধুবান্ধবের
সুখাত গায়ে সয় না। তোমার কথা এক
দিন বলেছিলুম ব'লে কত ঠাট্টা। আমার
একটা পেট আর ছ'খানা কাপড়, অত ডব-
ডবানির ধার ধারি নে। ওঁর এক শো
টাকা তোমাদের জুতো ফিরিয়ে দে আমি
পাব।”

সরো। হ্যাঁগা, এক শো টাকা ক'রে দিত?

শৈলেন্দ্র। ও আর বেশী কি দিত,—গাইতে
জানে, নাচতে জানে, মজলিস মেয়েমানুষ।
আমারও শরতের উপর মন চটে গেল,—
আমি তারে বল্লুম, “তুমি শরৎকে আর
আসতে দিয়ো না, তোমার খরচপাতি আমি
দেব।” এই বাতায়াত শুরু হ'লো। পাঁচজন
ইয়ারের খাতিরে একটু একটু মদও চল্লো।
কাল বাগানে বেটেকর হয়ে গিয়ে এই ঢলা-
ঢলি।

সরো। তা বেড়ি পায়ে দিয়েছ কি?

শৈলেন্দ্র। বুঝতে পাচ্চ না, এক জনের অন্ন
মেরেছি।

সরো। তা তুমি তাকে কিছু খোঁকা দিয়ে দাও,
আর সেখানে যেও না।

শৈলেন্দ্র। সে কথা আমি তারে বলেছিলুম, সে
বলে, “আমি তোমার না দেখলে গলায় ছুরি
দেব।” আর তার আঁচুপাটু দেখে আমারও
কতকটা টান হয়েছে।

সরো। তা তুমি তার বাড়ীতে এক আধবার
যেও, কিন্তু মদ খেও না।

শৈলেন্দ্র। ওই ত হয়েছে মুফিল, তার বাড়ী গেলে
পাঁচ জন ঘোটে, উপরোধ এড়ান যায় না,
একটু একটু খেতে বেশী হয়ে যায়।

সরো। তা তুমি তাকে লুকিয়ে আমাদের বাড়ী
এনো।

শৈলেন্দ্র। সে কি হয়?

সরো। কেন হবে না? আমি কাকেও বলবো না, আর আমি দোর বন্ধ ক'রে দেব, কেউ আমাদের মহলে আসতে পারবে না।

শৈলেন্দ্র। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, সে জড়িয়ে আমার না দেখলে মরবে? এ কদিনেই কি এত ভালবেসেছে?

সরো। তোমার ভালবাসা ত বিচিত্র নয়, যে দেখবে, সেই ভালবাসবে।

শৈলেন্দ্র। এখানে আনলে তোমার মনে রিষ হবে না?

সরো। রিষ হবে? তুমি যদি শব্দটা বিয়ে করো, তা হ'লে কি তুমি আমার পর হবে?

শৈলেন্দ্র। সেও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

সরো। তা বেশ, তুমি এনো।

শৈলেন্দ্র। তুমি আর একটি কাজ করতে পারো?

সরো। কেন পারবো না?

শৈলেন্দ্র। আমি আর এক বিপদে পড়েছি, ব্যাক থেকে হাজার পনের টাকা বার ক'রে নিয়েছি। তা সব আমি খরচ করি নি, এক জন বন্ধুলোক বিপদে পড়েছিল, তারে জেলে নিয়ে যায়, তাইতে বেশী ভাগ খরচ হয়েছে। আর কুমীর গয়না ছিল না, খানকতক গয়না গড়িয়ে দিয়েছি। আর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাগান-টাগান খেতেও কতক খরচ হয়েছে।

সরো। তা আর বিপদ কি? মেজ ঠাকুর কি সে টাকা দেবেন না?

শৈলেন্দ্র। দেবেন না কেন? আমি ভাবছি যে, নীরোর পরামর্শ শুনে আমার যদি পৃথক ক'রে দেন। আমার বলতে ভয় করে, তুমি বড় বউদিদিকে ব'লে যদি এর কোন সীমাঙ্গা ক'রে দিতে পার ত বড় ভাল হয়। আর বলো, আমার পাঁচশো টাকার আঁটে না, হাজার খানেক টাকা যদি আমার মাসোহারা ক'রে দেন, আর পূজার সময় যদি হাজার চারেক দেন, তা হ'লে আমার চলে যায়।

সরো। তা আমি ব'লে ঠিক করতে পারি। তুমি যাও, চানটান ক'র গে, ভেবো না। তোমার

গলার কাপড় দিয়ে মিনতি ক'চ্চি, আর যা করো, মদটা খেও না।

শৈলেন্দ্র। দেখ—আমি মদ খেতে চাই না, ভাল লাগে না, আর দেখতেই ত পাচ্চ—বরদান্তও হয় না। পাঁচ জনে খরে, চক্ষুলজ্জা এড়াতে পারি না।

সরো। এমন কি চক্ষুলজ্জা? তুমি বলো, এমন পেড়াপীড়ি কর ত আমি তোমাদের সঙ্গে মিশবো না। তুমি ও ছাই ছুঁয়ো না। যাও, চানটান ক'রে হুঁটি খেয়ে একটু শোও।

শৈলেন্দ্র। আচ্ছা, কুমদকে এখানে আনলে তোমার মনে কিছু হবে না?

সরো। না, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—না। সে তোমার ভালবাসে, আমি তোমার বলছি, আমি তারে বোনের মত ভালবাসবো।

শৈলেন্দ্র। আমি মেজদার কাছে কেমন ক'রে সুখ দেখাব ভাবছি।

সরো। তুমি ভেবো না, তিনি বাড়ীর ভেতর এলে তুমি তাঁরে বলো, আর এমন কাজ করবো না; তা হ'লে তিনি আঁ কিছু বলবেন না।

শৈলেন্দ্র। তুমিও চানটান কর গে। তুমি সমস্ত রাত জেগেছ, আমি বুঝতে পেরেছি।

[শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

সরো। মন্থত মিলে বলে না, ঐ পাড়ারমুখো-রাই নরুনাশের গোড়া।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্তীক।

—*—

উপেন্দ্রের বহির্কীট।

নীরদ, হীক বোবাল ও মন্থত।

হীক। ছিঃ ছিঃ, ছোটবাবুর সুখ একেবারেই আলগা হয়ে পড়েছে, একেবারে বাচ্ছেতাই। বেস্তাবাড়ী দিয়ে পাঁচ বেটা মাতালের সামনে মেজো কর্তাকে বা মুখে এলো, তাই বলেন। রাম রাম—ওনে কানে হাত দিতে হয়।

বলেন কি না, যেকোনো বাবু গুঁর বিষয়টা
লাকী নিয়ে নিতে চান।

মন্মথ। তা ঘোষাল মশায় কার ঠেঙে গুনলেন ?

হীরা। আরে আমি স্বকর্ণে গুনলুম।

মন্মথ। আপনি সেখার মান না কি ?

হীরা। আরে না না, ছোট বাবুর পাল্লায় ত পড়ো
নাই। আমি কি অত জানি, বল্লেন,—“চল
ঘোষাল, বেড়িয়ে আসি।” উনি যে হোতার
নে যাবেন, তা কে জানে ?

মন্মথ। তারপর বুঝি আপনাকে ঘরে দোর দিয়ে
রাখলেন, আর বেরুতে দিলেন না।

হীরা। সে একরকম দোর দেওয়াই, চানর কেড়ে
নিলেন, কি করি বল ?

মন্মথ। কাজেই মশায়কে বঁসে গুনতে হলো।
আমি গুনলুম না কি, আপনার নাক টিপে
ধরে মদ খাইয়ে দিয়েছেন ?

নীরদ। আরে, চুপ করো না মন্মথ, কি বলেন
শোন না। (হীরা ঘোষালের প্রতি) বাবাকে
বুঝি খুব গালমন্দ হলো ? কি বল্লেন ?

হীরা। সে আমার মুখে আর শুনে কাজ নাই।

মন্মথ। তা হ'লে ঠুকে গিয়ে আবার জিব ছুলতে
হবে, নইলে মুখ সাক্ হবে না ?

নীরদ। তা আপনি বাবাকে সব বলবেন, বাবা
আমাকেই দোষেন, তা গুঁদের টাকা গুঁরাই
খরচ করবেন, আর আমি গুঁদের কথা
থাকবো না। আজ আমি খাতা বুঝিয়ে দিয়ে
নিশ্চিন্ত।

(বৈষ্ণবনাথের প্রবেশ)

বৈষ্ণ। কি ঘোষাল, খবর কি ? কার ব্যাটা মলো,
কে জেলে গেল, কে বিধবা হলো, কার সর্ক-
নাশ হলো—তুমি ত ঘুরে ঘুরে পরের ভাল
দেখেই বেড়াও।

হীরা। বড় আয়ুদে লোক, আমার দেখলেই
ঠাট্টা করেন।

(বিরক্তভাবে নীরদের প্রস্থানোত্তোগ)

বৈষ্ণ। নীরো, বাড়ীর ভেতর যাচ্চ, তোমার
বাবাকে খবর দিও।

[নীরদের প্রস্থান।

হীরা। তা তোমার দেখিনে যে—দেখিনে যে ?

বৈষ্ণ। আর দেখবে কি ক'রে বল ? এ বাড়ীতে
কি চোকবার যো আছে, ঢুকলে হিংসের
বুকের ছাতি ফেটে যায়।

মন্মথ। কেন বৈষ্ণবনাথ বাবু—কেন বৈষ্ণবনাথ বাবু ?
বৈষ্ণ। ঐ জিজ্ঞাসা করো না ঘোষালকে ! গুঁর
বরদাস্ত আছে, আমরা এত বরদাস্ত করতে
পারি না। ঘোষাল, তোমার খুব বরদাস্ত,—
তুমি গুনতে পাই, ছবেলা, এ বাড়ীতে এস।

মন্মথ। তা গুঁর, অলুগ্রহ আছে। ছোট বাবুর
সঙ্গে গাড়ী করে যাওয়া আসা আছে।

বৈষ্ণ। অ্যা ! তুমি সব কখন করো ঘোষাল ?
আর পরোপকারই বা ক'রে বেড়াও কখন ?

হীরা। বসো না—তামাক খাও না।

বৈষ্ণ। বসবো কি, আগে খাবারটা দাও, ভারে
ভারে বাধবে ? কি বুজ্ছ ?

হীরা। সেইটে কি ভাল ?

বৈষ্ণ। ভাল নয় ?—সংসারটা ছারখারে যাবে,—
আমরাও যেমন বাজার করি গামছা কাঁধে
ক'রে, এরাও তেমনি বাজার করবে, দেখে
চক্ষু জুড়াবে।

মন্মথ। না মশায়, উনি তেমন নয়, উনি মেটা-
মেটি করতেই এসেছেন। তাই বলছিলেন,
ছোটবাবু মেজো মেজো মশায়কে গালাগালি
করেছেন।

হীরা। দোষগুণ সব বলতে হয়—দোষগুণ সব
বলতে হয়, নইলে মিটেবে কিসে ? আমি তো
আর পরের কাছে বলতে যাইনি।

বৈষ্ণ। বলছিলে বই কি ! চোরাস্তায় দাঁড়িয়ে
হাত নেড়ে সব পরিচয় দিচ্ছিলে, নইলে আমি
আর গুনলুম কোথেকে যে, এদের সব বাধা-
বাধি হয়েছে।

হীরা। সে এঁদের এই পুত্র বলছিল। আমি
তারে ধম্কে দিলুম।

বৈষ্ণ। সে বলবে কেন ? তুমি তাকে সাক্ষী
মানলে, সে বলে, আমি চালকলা বেঁধে খাই,
অত খবর রাখিনে।

হীরা। নাও, বসো, আমি :তোমার সঙ্গে ছড়া
কাটতে পারবো না। আমি চমুম।

বৈষ্ণ। চলো কেন, ছোট বাবু কি বলেছে,

উপেনকে ব'লে যাও। বা মুখে এসেছে—
বলেছে, তুমি আর সহিতে পারলে না, তাই
উঠে চ'লে এসেছ—কি বল?

মম্বথ। উনি যাচ্ছেন না; আপনি চ'লে গেলে,
মেশো মশায়ের কাছে আসবেন এখন। আমি
মেশোমশায়কে ব'লবো—কি বলেন ঘোষাল
ম'শায়?

হীরা। আমার আর কি, ভায়ে ভায়ে পীরিত-
প্রণয় থাকে, দেখতে ভাল হয়।

বৈদ্য। কেন, ভায়ে ভায়ে বাদাবাদি ক'রে
অকুচি হয়েছেন না কি? একটা তোমার
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, কোন্ দালালীটে
স্ববিধা বল দেখি? মনে ক'চ্চি, পেন্সনটা নিয়ে
সেই শুরু করবো। বেস্তার দালালী স্ববিধা,
না হাওনোটের দালালী স্ববিধা, না মকদ্দমার
দালালী স্ববিধা? তুমি পাকা লোক, তিন
রকমই তো চালাচ্চ।

হীরা। নাও নাও, আমার তোমার মতন
বখানো করবার সময় নাই।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

(নকুলানন্দ অবস্থতের প্রবেশ)

অব। (হীরা ঘোষালকে ধরিয়) কোথা যাও,
শোনো—তোমার ভারি বিপদ দেখছি। সে
দিন তুমি সন্ধ্যার সময় বটতলা দে' চ'লে
যাচ্ছিলে, অমনি তোমার ভূতো চাঁড়াল
পেয়েছে।

হীরা। কি অবস্থত—কি অবস্থত—ক' ছিলুম
উড়লো?

অব। ভূতো ব'স', তুই আমার হাত এড়াতে
পারবি না, আমি তোরে ডুহুঁয়ে তাড়াব।

বৈদ্য। তুমি তাড়াতে পারবে না—তুমি তাড়াতে
পারবে না, ওরে আঁতুড়ে চাঁড়াল ভূতে
পেয়েছে।

অব। তা হ'তে পারে, তবে সে ভূতের বাপ।

হীরা। নাও, ছাড়ো—ছাড়ো, আমার কাজ
আছে।

বৈদ্য। ছেড়ে দাও অবস্থত, ওর এখন ঢের কাজ,
ও এখন বিম্লির ছুকুরী দালালী করতে
যাবে।

হীরা। দেখ, ও রকম ঠাট্টা-তামাসা ক'রো না,
ও সব আমার ভাল লাগে না।

অব। না, ও বৃন্দা সাক্ষার ষট্কা ভানবে।

হীরা। তোমার আজ খুব দোস্তা রুম হ'য়েছে,
দেখতে পাচ্ছি।

অব। চাঁড়ালের ভূত কি না, তারি জোর করেছে,
একটা ছাঁদন-দড়ি পেতুম, কেমন চাঁড়ালভূত
দেখতুম, তোমার আড়কাটার টানাতুম।

মম্বথ। অবস্থত ম'শায়, আমি আনুচি।

হীরা। না বাবা, ও তামাসা নয়। কি জানি,
ও গাঁজাখোর বেটা এখনই বেঁচে ফেলতে
পারে।

অব। হ' হ'—ভূতো—(মুখে হুঁ দেওন)।

হীরা। দেখ দেখি, বেটা হুঁ দিয়ে থুথুতে মুখটা
ভরিয়ে দিলে।

অব। বাস, ঘোষাল বেঁচে গেলে।

মম্বথ। না অবস্থত ম'শাই, এখনো বেঁচে নাই,
ভূতো ওর মাথায় চেপে আছে।

অব। তবে চট্ ক'রে ছ'ঘটি চোনা নিয়ে এসো
দেখি, ওকে নাইয়ে দিই।

(উপেক্ষের প্রবেশ)

উপেক্ষ। এই যে ব'দে, মরিস্ নি?

বৈদ্য। ম'রবো তো তাদের ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি
দেখবে কে?

উপেক্ষ। মম্বথ, দেখ'তো ছোট বাবু কোথায়?

হীরা। তিনি অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন।

উপেক্ষ। বটে। এই যে সকালে পা হুঁয়ে মাণ
চাইলে, ব'ললে আর বেরুব না।

অব। সেকো পেন্সীতে টেনেছে—সেকো পেন্সীতে
টেনেছে—

বৈদ্য। অবস্থত, সেকো পেন্সীতে কি ক'রে
পেলে?

অব। ঐ ভূতো চাঁড়াল জুটিয়েছে।

বৈদ্য। ঠিক বলেছ অবস্থত।

উপেক্ষ। ভূতো চাঁড়ালটা কে?

বৈদ্য। কে হে, ঘোষাল?

হীরা। এই দেখ দেখি মেকো বাবু,—এই গাঁজা-
খোর বেটা বলছে, আমার ভূতো চাঁড়ালে
পেয়েছে—আমার ছাঁদনদড়ি দে' বাধতে

চার—আমার মাথার চোনা ঢালতে চায়।
আর বৈজ্ঞানিক বাবু টোরাছেন।

উপেক্ষ। ছেড়ে দাও অবধূত—ছেড়ে দাও।

অব। যা ভূতো, আজ হাত এড়ালি, তোর মাথা
আমি মুড়োবো।

[হীকর প্রস্থান।]

উপেক্ষ। কি হ'য়েছে বদ্বিনাথ ?

বৈজ্ঞ। ও ঠিক ঠিক বলে, বলে—ওরে চাড়া
ভূতে পেয়েছে।

উপেক্ষ। কি অবধূত, তুমি সেকো পেঙ্গী
ছাড়াতে পারো ?

অব। বড় শক্ত পেঙ্গী। কামিফে থেকে ডাকিনী
আনতে হয়।

বৈজ্ঞ। কেন—তুমি ঝাড়াও না ?

অব। না—ও বড় ধারাপ—সে আমারও কাঁধে
চাপবে।

উপেক্ষ। মন্থ, যা তো।

মন্থ। আমন না অবধূত ম'শার।

উপেক্ষ। না না—থাক থাক।

[মন্থের প্রস্থান।]

তবে কি অবধূত—তুমি সেকো পেঙ্গী
ছাড়াতে পারো না ?

অব। ও এ পারে ছাড়বে না। গাঙ্গপারে
গিয়ে গঙী দিতে হয়, তবে ছাড়ে।

উপেক্ষ। (বৈজ্ঞানিকের প্রতি) কিছু শুনেছ ?

বৈজ্ঞ। শুনেছি বৈ কি।

উপেক্ষ। কি করি বল দেখি ?

বৈজ্ঞ। ফেরাতে হ'লে একেবারে লাগাম কসলে
কিরবে না ; একটু ছুঁতে দিতে হবে।

উপেক্ষ। তাই তো আমি কিছু বলিনি। বলি
একটু আধটু বেড়ার-চেড়ার—বেড়াক। কিন্তু
মদ খরেছে—আর তো রক্ষে নাই ? এরই
মধ্যে হাজার পচিশ টাকা খরচ ক'রে
ফেলেছে।

বৈজ্ঞ। Double W—(woman and wine)

এ তো সোজা নয় ?

অব। সোজা।—একেবারে গাছে তুলে আছাড়
দেবে।

বৈজ্ঞ। তা তুমি ছাড়াতে পারবে না—তবে আর
কি তুমি অবধূত ?

অব। ও পেঙ্গী ছাড়ে পেঙ্গী দিয়ে। ভূতটুত
হয়—জলবিছুটিতে যায়।

উপেক্ষ। কি করা যায় ? পাঁচশো টাকা ক'রে
মাসোহারা নিচে, তাতে চলে না, এত কি
খরচ ?

বৈজ্ঞ। খরচ করলে খরচ কি ? দাও দেখি
তোমার বিষয়টা, তিন মাসে না ফুঁকে দিয়ে
আবার দেনা ক'রে জেলে যেতে পারি ?
তোমার মতন তো রাজে হুঁজনকে ডেকে
পোলাও খাওয়া নয়, আর ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিয়ে
ছোটো খোসগল্প ক'রে টাকাটা সিকেটা দেও-
য়াও নয় ? একটা নামজাদা মেয়েমানুষ
নীলামে ডেকে নিতে এক রাজে দশ হাজার
টাকা খরচ হয়ে যায়। খরচ করবে ?
তা বল—হীরে ঘোষালের মতন হুঁএকটা
দালাল ধরিয়ে দিচ্ছি।

উপেক্ষ। তা তুমি একটা পেঙ্গী জোগাড় করো।

অব। একটা কুনো পেঙ্গী মজবুত—পাই তবে
তো। এ সেকো পেঙ্গীর হাত ছাড়াতে
কুনো পেঙ্গী পারে, আর কারো মাথা নাই।

বৈজ্ঞ। ও নেসার ঝোঁকে বলে ঠিক। তা তোমার
হাতে ঢের যে পরীটরী আছে শুন্তে পাই,
তারা কিছু করতে পারে না ?

অব। ওরে বাপ রে—পরীর ঝোঁকে ফেলে,—তা
হ'লে একেবারে উধাও ক'রে নিয়ে যাবে,
ইডেন গার্ডনে হাওয়া খাওয়াবে।

উপেক্ষ। দেখ একবার ভাবি পৃথক ক'রে দিই,
আবার ভাবি, আজ পৃথক ক'রে দেবো,
কাল পথের ভিকরী হবে।

অব। সেকো পেঙ্গীকে চার খাওয়াতে হয়। না—
চার খাওয়াতে গেলে ঘাড়ে চাপবে। তবে
আলকলতার বিচি আর কনক ধুতরোর
শেকড়—কগী না গাঙ্গ পার করলে উপায়
নাই। বেচী গঙ্গা পেরুতে পারবে ? পারে
—পোল হয়েছে।

উপেক্ষ। দেখ—ও কথা বলছে মদ নয়, কোথাও
বেড়াতে নিয়ে যাবে।

বৈজ্ঞ। যাবে কি ?

অব। ও কি যেতে চায়—কুপোর পুরে সে যেতে
হয়।

উপেক্ষ। কে সে বেটা, সন্ধান করতে পারলে
না হয় কিছু টাকাকড়ি কব্‌লাই।

বৈদ্য। কি অবধূত—কোন গাছের পেত্নী, সন্ধান
করতে পারো?

অব। আমার কৰ্ম নর, ও ভূতো চাঁড়াল পারবে।
ও পেত্নীকে বাগাতে পারবে না—ও পেত্নীকে
বাগাতে পারবে না। ও সঁজো পেত্নীর তিন
পুছরে একটা ভূত থাকে, সেই ভূতটো বেটীকে
ঘোরায়, তাকে যদি দুধ-কলা দে বশ করতে
পারো, তা হ'লে বাগ্‌লে বাগ্‌তে পারে।

বৈদ্য। এই যে অবধূত সব জানো দেখছি?

অব। জানি বৈ কি—আর জন্মে যখন রাজপুত্র
ছিলুম, ঐ সঁজো পেত্নীর ঝাঁকে পড়ি,
দেখলুম, তিন প্রহর রাত্রিটিও হয়, সেই
ভূতটো এসে সিন্‌ দেয়, আর বেটা অম্নি ধড়-
মড়িয়ে উঠে “বাবা বাবা” বলে ছুটে যায়।

বৈদ্য। দেখ, নাথ্য খারাপ হয়ে এক রকম পাগ-
লামো করে, কিন্তু ঠিক বলে। ও বেটীদের
একজন ভালবাসার মানুষ থাকে সেই
বেটীকে যদি কিছু দিয়ে বশ করতে পারো,
তা হলে হলেও হ'তে পারে।

অব। উঁহ—গাঙ্গ্‌ পার করতে হবে—গাঙ্গ্‌ পার
করতে হবে।

বৈদ্য। আজ চললুম।

উপেক্ষ। যাবে কেন—একত্রে খাই গে এসো না।

বৈদ্য। না হে, আমি থেয়েছি।

[প্রস্থান।

উপেক্ষ। এস অবধূত, তুমি রাজপুত্রের আগের
জন্মে কি ছিলে বলবে চল—গুনতে গুনতে যাই।

অব। না, সে জন্মে ছিলুম—কাল পোঁচ। বার
চালে গিয়ে বসতুম, তার ভিটে মাটি চাট হতো।
না—রাজপুত্রের পরের জন্মে—সেটা।

উপেক্ষ। অবধূত, তোমার একতাড়া তুরিতানন্দ
পাঠিয়েছি পেয়েছ?

অব। হ্যাঁ—হ'সের গোদানন্দও ছিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ সতীশ।

কুমুদিনীর বাটার কক।

সতীশ, বিহারী, প্রমথ ও কুমুদিনী।

সতীশ। কই, এখনো যে বাবু আসেনি?

কুমু। বাবু আজ আসবেন না, আমার সে
বাবার হুকুম হয়েছে।

সতীশ। যাবে না কি?

কুমু। রাম! আমি শরতাকে বলে পাঠিয়েছি,
আসবে।

প্রমথ। অমন কাজ ক'র না, ধরা প'ড়ে যাবে।
সে দিন রাত ছপুরে চাৰি কেলে গেছি বলে
এসে'হল—জান তো?

কুমু। আমি সব দিক্‌ না সামলে কি শরতাকে
আনি? সদর দেওরা থাকে, ওর সাড়া পেলেই
শরতাকে ভাড়াটের ঘরে পাঠিয়ে দিই।

প্রমথ। আমার কিছু জুয়েলারি কিনিয়ে দাও,
তোমারই তো লাভ।

কুমু। আমি কি চেষ্টা করিনি? আমি তারে দিব
দেখিয়ে বলেছিলাম, “শরতার নূতন মেয়েমানুষ
আমার হীরের কাপ্টা দেখিয়ে গেল।” ও
বলে, “আমি টাকা হাতে পাচ্ছি, দাদাব
সঙ্গে গোলমাল যাচ্ছে।

প্রমথ। তা তোমার কি? টাকার ভাবনা কি?
হাওনোট কাটুক্‌ না, দশটা মহাজন মুখিয়ে
আছে। এই বেলা কিছু হাি নাও,
বুঝলে? হাতে থাকতে থাকতে বাগিয়ে
নাও। মণি কীর্তনী তার মেয়ে ফুলীকে
জোঁটাবার চেষ্টায় আছে। সে বেটা আড়ুচে,
ঘরে মানুষ আনতে চায় না, নইলে এতদিন
তোমার বেহাত হয়ে যেতো।

কুমু। তা হোক্‌, আমি আর পারি না। রোজ
রোজ ঘ্যান্‌-ঘ্যানানি, ইয়ার-বন্ধু এলে বেজার,
মুখোমুখি ক'বে থাকো।

বিহারী। আরে অত কেন? শরতের কাছে তো
পেটভাতা, কিছু বাগিয়ে নাও না, আর প্রায়
তো দশটার পর চ'লে যাচ্ছে, তোমার তো
কোন দিকে আটক নাই।

কুমু। এখন আব দশটা কি ? হুপুয়,
শরৎ ফিরে ফিরে বার, আর
রাগ করে।

বিহারী। তুমি বলতে পার না

হাতে দিয়েছ, খেঁগিরে তুমি

নতীশ। শুনিছ নাকি—

বিহারী। চের দেখেছি—

আপনি। কুমুদাবি

দিয়েই তখনই মর

কুমু। নানা—ছাড়া

মদ খেলেই নানা

করে।

প্রথম। মদ ছাড়া

বাগাতে পায়ে

করে থাকে,

চোঁড়া চুলে বে

কুমু। নে নে, কাম

গ্রীষ্ম অমৃছে

(স্বাক্ষর) কুমুদাবি

সতীশ। আমি

বিবিস্যেব

শৈলেন্দ্র। তোমার

না কেন ?

কুমু। তোমার

(বজ্রগণের

খানায় যাই,

দরোয়ান

শৈলেন্দ্র।

বাখি নে

কুমু। না—

রাখি নে।

ব'ল্লে—কে

কেছে ?

(হীরা বো

হীরা। ম'শায়

বাবুর

শিবু। কি বি

কুমু। যেমন

কেন

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

কেন ?

(স্বাক্ষর)

মাথ ক'রে সে ডাকে আদরে তারে আদর ক

সে তো মনেরি মতন, কেন নহে সে আপ

হলো বিকল বতন, তবু ভুলিতে নারি,

তবু ভুলিতে ডরি।

তুলি আকাশ-কুসুম, ভরি সাধের ডালা,

মন ভুলিয়ে ছেলা, গাঁথে সোহাগে মালা,

মালা ধরি হৃদয়ে, মালা হৃদয় দহে,

ভাসি বিষাদে, নারি তাকিতে সাধে,—

দিন অবশে হরি ॥

অন্নদা। আর বাছা গাওয়া হবে না ! মনের

সমুদ্র উথলে উঠলো, সব কথা মনে পড়া

আমার কিসের খাওয়া,—কিসের খাওয়া

লোকভয়ে সে আমার ত্যাগ করেছে, অ

কিসের খাওয়া,—কিসের খাওয়া ! তার খ

তারে ফিবিয়া দিও। (প্রস্থানোক্ত)

গঙ্গা। ওগো, দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার

বিয়েতে আমার নিয়ে যাবে না ?

অন্নদা। হ্যা, হ্যা, নিয়ে যাব, নিয়ে যাব।

এস।

গঙ্গা। দেখি, যদি ভুলিয়ে বাড়ী নিয়ে যেতে

[উভয়ে প্র

চতুর্থ গর্তাক।

—:—

উপবন।

(হোরির গান গাহিতে গাহিতে

জীর্ণগণের প্রবেশ)

লাল বৃন্দাবন নিধুবন লাড়ি,

লাল ব্রজাঙ্গনা, লাল কালিয়া

বোবন মাতুয়ারী, সম্বন্ধ

ভরি ভবি

হোরিকা মেলা,

রমরম তর

কুমুদ আ



ভাষি

ক। কেন চাঁদবদনি! এই যে তোমার সঙ্গে খুব
প্রণয় করছি।

ক। দেখ, আমার বেস্তা;—ভাল কিছু বুঝি না
বুঝি, মনটা আগে বুঝি। চং-চাঙে যে আমাদের
বড় কেউ ফাঁকি দেবেন, সে বড় সোজা নয়, তবে
চাঁকে যদি আপনি পড়ি তো পড়ি। তুমি কথা
ক'চ্চ, ইয়ারকি দিচ্চ, কিন্তু তোমার মুখ-চোখের
ভাবে বোধ হয়, বরং ঐ গাছটার পানে দরদ ক'রে
চাইচ, তবু আমার পানে চাইচ না। অনেক রাজা-
রাজড়ার মজলিসে বেড়িয়েছি, আমি হেসে কথা
কইলে মন টলে নি। এমন লোক আমি দেখি নি।

রদ। দেখ বিবিজান, একটু আধটু বার নেশা
হয়, তার মন টল-বেটল করতে থাকে, কিন্তু আমি
রূপের নেশার ভরপুর হয়ে গেছি, বতদূর নাকাল
হ'বার তা হ'রেছি, এখন তুমি রূপা ক'রে স'রে
পড়।

ক। না, আমি যাব না, তুমি কি মতলবে এখানে
ব'সে আছ, আমি দেখবো।

ক। আচ্ছা, আমি যদি স্বীকার পাই, তোমার
বাড়ী যাব—তা হ'লে তুমি সর?

ক। না, তা হ'লে তো সরবই না।

ক। আচ্ছা থাক, তুমি আমার একটি কাজ
ক'রবে?

ক। কি?

ক। খুব সোজা কাজ, এ ব্যাটাকে পীরিতে
ফেলার চেয়েও সোজা কাজ।

ক। পীরিতে ফেলা যদি সোজা হতো, তা হ'লে
তো পীরিতে ফেলতুম।

ক। ঐ অল্পগুহাটি আমার করো না।

ক। মোকা-রান, আমার পীরিতে ফেলে

আমার বাবার বাবা ইস্তক পীরিতে

অব পাটা ছোঁড়া দে'খে পীরিতে ফেল
বে, গা-পা টিপে দিবে।

ক। ছিল—তোমার পীরিতে ফেলতে

উ।

ক। গারটে ক্যারটে দে'খে ফেলা-

অব হ্যা—

ক। আছে, আমি বুকেছি।

ক। বল?

ক। পাকলী আসছে। এই

খাবারগুলি রইলে

দিরেছে, তুমি খাও। না—বুঝিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়ে দিই।

গদা। কে পাঠিয়ে দিবে? গুড় বাধবে।

রদ। বলবে, সে বুঝা—একটু টেনে নিই।

এই, তুমি যেন গুর কো।

যেমন যেমন কথা বলবে, যে হীক ঘোষালের প্রস্থান
জবাব করো; এই যেমন রইবে
সঙ্গে কথা ক'ছো।

গদা। তুমি স'রে যাচ্ছ কেন?

রদ। আমি দিনকতক ষট্‌ব'থে বসতে থাকি
এখন আর মাগী আমার ঘটকালী
না। ইং, বেটা এ দিকে আসবে না ধরা

গদা। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি: বাসন ক'রবে?

আমার মিথ্যাকথা কইতে কত দিন বু
মিথ্যা কও? নাথাকি ভাবি—আ

রদ। আমি তো তোমার
খণ্ডপুত্র যুগিষ্ঠির,—মিথ্যাকথা
গদা। হোক, এদিকে

কও;—তবে গঙ্গাতীরে পাড়িয়ে
কিঁাকাঁলে আমা

রদ। বিবি, কথাটা পাড়লে তো শোমিন চের মিল
গঙ্গা যদি জগদীশ্বরী হন, তা হ'লে সর্গজন নাই?

আছেন, যেখানে মিথ্যা কথা বলবে, সে
দোষ ঐ অস্ত্র জারগার মিথ্যাকথা কওয়ার দ্বারা

মিথ্যাকথা কহাও তাই আর যদি বোকাকে ভো: করেছিলুম,
অস্ত্র জারগার মিথ্যাকথা ক'বার দোষ না

এখানেও একজন অনাথাকে আহাৰ দিতে গি'ল প্রস্থান।
কথা ক'বার দোষ নাই। ঐ আসছে, তুমি

[কণ্ঠ]

(অন্নদার প্রবেশ)

গদা। ওগো, এই খাবার নাও।

অন্নদা। কেন লো মাগী, তোর খাবার নেব

আ: গেল,—আমি রাজরাণী, তোর খাবার

নিতে যাব?

গদা। আহা, সে যত্ন ক'রে তোমার

দিরেছে।

অন্নদা। অ'গা, সে পাঠিয়ে দিবে? দেখ, ও না, আর

বল গে, আমার আদামে পেট ভেজে, তোমার

আমি আর খেতে পারব না।

আনো—

পঞ্চম গর্ভান্ত ।

—১—

গঙ্গাতীর ।

(প্রীতি)

হে দীনশরণ, বন্ধন-মোচন,
তাপে তাপ বার ত্রিতাপ-বারণ,
নিষ্ঠুরতা নয়, হে করুণাময়,
করুণা তোমার কলুষ-হরণ ।
তোমারে পাসরি, ভবে ভ্রমি হরি,
বন্ধ মায়-ঘোরে মোহে ডুবে মরি,
ঘোর পাপ-পঙ্কে কেমনে হে তরি,
বিনা পাপহারী পঙ্কজ-চরণ ॥
ভীষণ পাথার না করি বিচার,
সুখ-সাথে হৃৎ-সাগরে সঁাতার,
বাসনার ছলে উন্মাদ চাঁৎকার,
শাসন-মন্তব্য দমন কারণ ॥
জনম-মরণ নিরন্ত ভ্রমণ,
অন্ধের নয়ন নহে নিমীলন,
নিবিড় তিমির তাহে আবরণ,
কভু নাহি পশে বিবেক-কিরণ,
অন্ধ আঁখি পায়—তোমার রূপার,
আলোক-ঝলকে আগে ব্যথা পায়,
অন্তর নির্মল আলোক-প্রভার,
তাপেতে কাঞ্চন উজ্জ্বল-বরণ ॥

(মণি কীর্তনীর প্রবেশ)

মণি । এই যে বাড়ী ছেড়ে এখানে এসে মোনা
বাবুর বাঁধা গান গাওয়া হচ্ছে । জাথ—
এখনও বোঝ,—আজ যেন ঠাণ্ডা করে
কান্নকে ঘরে আসতে দিচ্ছি না, তার পর
তোমার রাজপুত্র এসে বে করে নিয়ে যাবে
নয় ! ওঃ, সাবিত্রী এসে জন্মেছে কি না,
চারকাল সত্যি থাকবেন !

ফুলী । আচ্ছা আচ্ছা, তুই যা—

মণি । আচ্ছা, তুই অমন করিস কেন ? তোরে

মল্লিকবাড়ী কীর্তন করতে নিয়ে গিয়েছিলুম ।

হীক ঘোষাল বলে, মল্লিকদের ছেলে তোরে

চার হাজার টাকা দিতে চায়, আর ছশো

টাকা করে মাসোহারা দিতে চায় । কদিন

আমাদের বাড়ীর সামনে জুড়ী ক'রে ঘুরেছে
—দেখেছি ।

ফুলী । মা, তুমি এই গঙ্গার তীরে কি বলছ ?

তুমি কীর্তন গাও, কৃষ্ণনাম করো, আর আপ-

নার পেটের মেয়েকে এই সব কথা বলছ ?

তুমি আসরে গাও যে, ব্যভিচারিণীর উদ্ধার

নাই, আর তুমি গঙ্গাতীরে এই সব কথা

বলছ ? বাও, আমি দোরে দোরে গান গেয়ে

ভিক্ষা ক'রে খাব । তুমি ও সব কথা যদি

বল, তোমার বাড়ীতে থাকবো না ।

মণি । ওলো, বুঝেছি লো বুঝেছি । আমাদেরও

তোদের বয়স ছিল, মোনা বাবুর পীরিতে

প'ড়েছ, মোনা বাবুকে বিয়ে করবে—

নয় ?

ফুলী । সে যে বড় ভাগ্যমানী, যে মাথা কেটে

তপিস্তে ক'রেছে, সে তার গলায় মালা দেবে ।

আমার বা জন্ম, আমি তার পা ধোয়াতেও

পারি না ।

মণি । আচ্ছা, তোর মল্লিকদের ছেলে পছন্দ

না হয়, আরও তো সব ঘুরছে, তাদের

ঘরে জায়গা দে । আর মোনা বাবুকে

আনতে চাস, তাও আন—আমি কিছু

বলবো না ।

ফুলী । মা, তুমি যদি ফের ও সব কথা বলবে,

আমি গঙ্গায় গিয়ে উলবো ।

মণি । তবে থাক্ এই গঙ্গাতীরে—আমার আর

বাড়ী ঢুকিসনে ।

ফুলী । মা, আশীর্বাদ করো, মা গঙ্গা আমার

স্থান দেন ।

মণি । হ্যাঁ, হ্যাঁ, অমন ঢের চং আমি জানি—

আমায় আর শেখাতে হবে না । আমার এক

কথা, যদি আমার মতে চলিস, তবে বাড়ী

ফিরিস, নইলে এই গঙ্গাতীরেই থাক্—আর

ভিক্ষে ক'রে খাস,—আমি তোরে বাড়ী

ঢুকতে দেব না ।

[প্রস্থান ।

ফুলী (গঙ্গার প্রতি) মা, এই পৃথিবীতে কি

আশ্রয় পাব না, না পাই—তোমার কোলে

আশ্রয় দিও ।

(জনৈক বৃদ্ধকে লইয়া ময়ূরের প্রবেশ)

ময়ূর । এই যে কুলী ! ভাখ—এই বড়ীটা গাড়ী চাপা পড়েছে, ডান্ হাতটা একেবারে গেছে । একে হাস্পিতালে নিয়ে যেতে হবে । তুই একে নিয়ে ঐ গাছতলাটার ব'স, আমি ততক্ষণ একখানা গাড়ী নিয়ে আসি ।

[সকলের প্রস্থান ।

বর্ষ গর্তাক ।

সরোজিনীর কক্ষ ।

সরোজিনী ও শৈলেন্দ্র ।

সরোজিনী । তুমি আবার মদ খেয়ে এসেছ ? শৈলেন্দ্র । একটু খেয়েছি, এস হে—

(পুরুষবেশী কুমুদিনীর প্রবেশ)

দেখ, কেমন আমার ইয়ার এনেছি, এর কাছে একটু ইয়ারকি শেখো, নইলে কি খালি প্যান প্যান করে কাঁদলেই আমি বাড়ীতে থাকবো ? আমাদের ইয়ারের প্রাণ, ইয়ারকি চাই—বুঝলে ?

সরো । ও মা—কে গো ?

শৈলেন্দ্র । চেয়ে দেখ, তোমার খেয়ে ফেলবে না ।

দেখ দেখি—কেমন ফিট ইয়ার ছোকরা—পছন্দ হয় ?

সরো । বাড়ীর ভেতর কাকে নিয়ে এসেছ গো ?

কুমু । কেন প্রাণ, পছন্দ হচ্ছে না ? তোমার ভাতার বাড়ীতে থাকে না, আমি একটিন্ থাকবো, তোমার তুলে সমস্ত রাত বকে ক'রে রাখবো ।

সরো । ও মা, কাছে আসে যে গো !

(ঘোমটা দিয়া এক পার্শ্বে অবস্থান)

কুমু । আবার ঘোমটা কেন প্রাণ ! বদন তুলে ছুটো হেসে কথা কও ।

(কুমুদিনীর নৃত্য-গীত)

রমণীর মুখের হাসি, পরগরাশি সুধা করে ।
সে হাসি প্রেমের ক'সি, সাধ ক'রে প্রাণ গলায় পরে ॥
যে বলে মন মজে না, আপন মন তো সে বোঝে না,
দেখনি যে,—তুচ্ছ করে,
নারী কে চিন্তে পারে ?

যে বলে পারি—চিন্তে নারে ।
দেখেছে যে নারীর আঁখি,
জানতে কি তার আছে বাকী,
সুধা-গরল একাধারে,—
ভেনে ওনে প্রাণ না মানে,

তবু পরল হৃদে ধরে ॥

কুমু । মানমরি ! পারে ধরি, মান ভিক্ষা দাও !
বদন তোলো, একটি চুমো খাই ।

(আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হওন)

সরো । (সিরিশ গিয়া) ও দিদি—ও দিদি—ও
দিদি—ছোড়া, কাছে আসিস্ নি । (উচ্চৈঃ
স্বরে) ও দিদি—ও দিদি—

শৈলেন্দ্র । চূপ করো না কুমুদ ; তুমি তো আনতে
বলেছ, মেয়েমানুষ দেখতে পাচ্ছ না ?

নেপথ্যে বিরজা । কি রে—কি রে—

সরো । তুমি নিয়ে যাও—নিয়ে যাও, ওরা সব
আসছে ।

(বিরজা ও তরঙ্গিনীর দ্রুত প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র । (স্বগত) সব ইয়ারকি মাটি করলে !
বিরজা । ও মা—এ কে ? কে ক'ই ? কি,

কি—মেজো কর্তাকে খবর দে তো । কেঁটিয়ে
তোমার মুখ ভেঙ্গে দেবো, তা জানিস্ ?

শৈলেন্দ্র । বউদিদি, মুখ সামলে কথা কও বলছি ।

কুমু । দেখি না—দেখি না—গুর ঝাটা কত দেখি
না । আমি এ বাড়ীতে পা ধুতেও আসি না ।

পারে ধ'রে সেখে এনেছে, তবে এসেছি ।

বিরজা । এ কে ! মেয়েমানুষ না কি ?

শৈলেন্দ্র । মেয়েমানুষ নয় তো পুরুষমানুষ ? আর
আমি যদি আমার ইয়ার বন্ধুকে আমার স্ত্রীর
কাছে আলাপ ক'রে দিতে আনি, তাতে
কারণ কি !

বিরজা। হতচ্ছাড়া হাঁড়ী, এই কুঁজড়ো খান-
কীকে বাড়ীর ভেতর বেটাছেলে শাজিরে
এনেছ? তোর আকোল নাই, একেবারে
উচ্ছন্ন গেলি?

কুমু। কি, আমি কুঁজড়ো খানকী? শৈল, তোর
সঙ্গে এই পর্য্যন্ত, আমার অপমান করতে
এনেছিস? এই চাঁল ঝাড়ুনী মাগীকে দিয়ে
আমার অপমান ক'রিস?

তর। ও মা!—আশ্পর্ক! দেখ!

বিরজা। -কি, ছুঁড়ীকে কোঁটের বিদেয় ক'রে
দেতো।

কুমু। এসো না—এসো না,—চলো না—দেখি
কেমন বাঁটা। ধুনীর মাকে দিয়ে একবার
বাঁটা দেখিয়ে দিচ্ছি। শৈল, বাড়ীতে পূরে
অপমান করলি! এঁয়া! আমার কপালে
এই ছিল—আমার কপালে এই ছিলো।

(মাথা খুঁড়িবার ভাণ)

শৈলেন্দ্র। (বাধা দিয়া) থাম না—থাম না—
তোর পারে পড়ি—থাম না, আমি অপমান
দেখিয়ে দিচ্ছি। (বিরজা ও তরঙ্গিনীর প্রতি)
আমার ঘর থেকে তোমরা সব বেরোও। উনি
পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন, গঙ্গা নাইতে বান,
ওর আবার ইজ্জত!

তর। ঠাকুরপো, বড়দিককে কি বলছ?

শৈলেন্দ্র। বাও—বাও, আর ফোড়ন দিয়ে কাজ
নাই। মণি কীর্তুনীর মেয়ে ফুলীকে এনে
যে ইয়ারকি হয়, তাতে কিছু হয় না? বাড়ীর
ভেতর এনে যে দশজনের সামনে নাচ হয়,
গান হয়—তাতে কিছু হয় না?

বিরজা। হতচ্ছাড়া, বা মুখে আসছে—বলছিস,
দূর হ' ছুঁড়ি—দূর হ'।

কুমু। আর অতর কাজ নাই, দূর কে হয়—দেখে
যাচ্ছি,—আমি শেষ না দেখে যাচ্ছি নে।
আমি তো কারো দাসীস্বত্তি ক'রে বাড়ীতে
থাকি নি। গলার কাপড় দিয়ে সেখে এনেছে,
তবে এসেছি।

বিরজা। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) এই সব কথাগুলো
তুই দাঁড়িয়ে শুনছিস, মুখে লাধি মারছিস নি?
শৈলেন্দ্র। খবরদার—খবরদার বলচি—বেরোও,

আমার ঘর থেকে বেরোও—নইলে হাত
খ'রে বার ক'রে দেবো।

বিরজা। ভগবান, এত অদৃষ্টে ছিল।

(উপেক্ষার প্রবেশ)

উপেক্ষ। এ কি হচ্ছে।

শৈলেন্দ্র। কিছু না, আপনি কেন হেথায় এলেন?

বিরজা। উনি খানকী এনেছেন বাড়ীতে, আর
আমাদের সব বার ক'রে দিচ্ছেন।

উপেক্ষ। শৈলেন, শেষ এত দূর হ'ল। আমার না
মানো, যে তোমার মাই দিয়ে মানুষ করেছে,
তারে বলছ—বেরোও। তুমি কি সব ভুলেছ?
তোমার বংশ ভুলেছ—মান ভুলেছ—মর্যাদা
ভুলেছ—ভাতস্নেহ ভুলেছ—মাতৃহৃদয় বড়
ভাজকে ভুলেছ? শৈলেন, তোমাকে বরাটে
বলে আর তোমার গাল হয় না। আজও
এমন বরাটে নাই যে, তার মার মত বড়
ভাজকে বলে—বেরোও—বড় ভাইকে মুখের
উপর এমনি জবাব করে,—সাক্ষী জীর সঙ্গে
কুলটাকে আলাপ ক'রে দিতে আসে। ছিঃ!
তোমাকে আর কি বলবো,—আমার মৃত্যু
ইচ্ছা হচ্ছে।

শৈলেন্দ্র। (অক্ষুণ্ণ স্বরে) ফুলী বাড়ীতে আসতে
পারে, সে বুদ্ধি খড়দর মাঠাকুরণ!

[কুমুদিনী ও তৎপশ্চাত্ শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

নেপথ্যে কুমুদিনী। খবরদার, আমার গায়ে হাত
দিম্ নি, আমার বাড়ীসুখে হবি তো জুতো
খাবি।

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। দাঁড়া না—দাঁড়া না,—বাট
মান্ছি—বাট মান্ছি—

উপেক্ষ। বড় বউ, কি সর্বনাশ হ'ল! আর এ
বাড়ীতে কেন? ওই হেথায় থাকুক, আমরা
চল—কোথাও চ'লে যাই। ভগবান! আমার
মৃত্যু নাই! দাদা, আমার এই দেখতে হাতে
হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলে? সব গেল—
পিতৃপুরুষের কীর্তিকলাপ সব লোপ হলো,
ধিক্ আমার জীবনে।

বিরজা। ঠাকুরপো তুমি ও কি ক'ছ? আমি
স্থির আছি, আর তুমি এমন চঞ্চল হ'চ্চ? তুমি

কাকে বলছ, কার উপর অভিমান করছ ? ও অধঃপাতে গেছে—যাক্, ও আলাদা হয়ে যা খুসী তা করুক। ও বয়ে গেছে বলে সব ক্রিয়াকর্ম বন্ধ করবে ? তুমি বাড়ী থেকে চলে যাবে ? কেন—কি হয়েছে ? ও যাক্—ও অধঃপাতে যাক্—ওর কর্মভোগ—ও করুক ;—তুমি কাল পাঁচজনকে ডেকে একটা ব্যবস্থা করো।

উপেক্ষ। আর ব্যবস্থা নয়, আর আমি বরদাস্ত করবো না, সংসার ছাড়েথারে যাক্, কীর্ষী-কলাপ লোপ হোক্, বিষয় ছাড়থার হোক্, পূজার টাকা নেড়ে পায়দার থাক্—ওর আর আমি মুখ দেখতে চাই নে। যা অদৃষ্টে থাকে হবে।

বিরজা। মেজো বউ, যবে নিয়ে যা।

উপেক্ষ। উঃ, এত বড় স্পর্ধা—ছনিয়া দৃকপাত নাই।

তর। মিছে রেগে মাথা গরম কছ কেন, সমস্ত রাত ঘুম হবে না। শোবে এসো।

উপেক্ষ। যথেষ্ট হ'লো।

[ভরজিণী ও উপেক্ষের প্রস্থান।]

সরো। দিদি, আমার দশা কি হবে ?

বিরজা। কেন দিদি, তুমি রাজলক্ষ্মী; রাজলক্ষ্মী হয়েই থাকবে।

সরো। তোমরা যে ভিন্ন ক'রে দেবে, আমি কোথায় দাঁড়াব ?

বিরজা। ছোট বউ, কাকে ভিন্ন করবো ? যে দিন আমার দেহ-প্রাণে ভিন্ন হবে, সে দিন শৈল আমার প্রাণ থেকে যাবে কি না, জানি না। তুই কি ভাবছিস, শৈলেনের উপর আমি রেগেছি ? ও নেসার ঝোঁকে বেরিয়ে যেতে ব'লেছে, সত্যি সত্যি যদি গলাধাক্কা দেয়, তা হ'লেও কি আমি ওরে পর ক'রতে পারবো ? তুই জানিস্ নি, কি ক'রে ওরে মাহুব করেছি। ভগবতি, কি করলে। শৈলেন আমার, আমি না থাইরে দিলে যেতে পারতো না—দাদা বকুলে আমার আঁচলে মুখ লুকিয়ে এসে কাঁদতো। সেই শৈলেন আমার এমন হ'লো কেন ?

সরো। ও দিদি, ওর অপরাধ নাই, আমি ন বুকে আসতে বলেছিলুম। রোজ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যার, আমি মনে করেছিলুম, ওকে আনলে যবে থাকবে। আমার মাপ করো দিদি। আমি এত হবে জানি নে। পুরুষ-মাহুব মনে ক'রে টেঁচিয়ে উঠেছিলুম।

বিরজা। তোমার অপরাধ কি দিদি, তুমি সন্তী-লক্ষ্মী, তুমি বেশ করেছ, কেন না।

সরো। কি হবে দিদি ?

বিরজা। রাখাবল্লভজী কি এমনই করবেন। শুধরে যাবে—ভাবিস্ নি, আর আমার ঘরে আর।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:~:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

উপেক্ষের বহির্কীর্টী।

উপেক্ষ, নিতাই, শৈলেন ও নীরদ।

শৈলেন। নিতাই বাবু, আপনি মেজদাদাকে বলুন, আমার মাপ করুন ; আমি বড় হয়েছি বটে—কিন্তু বুদ্ধিতে বড় হইনি। আমি ছেলেবেলায় যেমন ছুটু ছিলুম, তেমনি আছি। ছেলেবেলায় ওঁরে ছুটুনি ক'রে কত গালা-গালি দিয়েছি, তখন তো মাপ করেছেন—তবে এখন কেন আমাকে পৃথক্ ক'রে দিতে চাচ্ছেন ? বিষয় কর্ম তো আমার শেখান নি, বিষয় পেলে তো আমি রাখতে পারব না।

নিতাই। তা বেশ, বিষয় যদি না তুমি manage করতে পারো, তোমার মেজদাদার উপর ভার দিও, আর তোমার মেজদাদার সঙ্গে সঙ্গে থেকে ক্রমে বুঝতে শেখো। তোমরা পৃথক্ হচ্ছ না, কার কি বিষয়, সেইটে ঠিক ক'রে নিচ্ছ। এ ভাল শৈলেন, আমি তোমাদের বন্ধু, আমি

সংসারমর্শ দিচ্ছি, তোমরা যেমন এক সংসারে
এক অরে আছ, তেমনই থাকবে।

শৈলেন্দ্র। বিষয় বস্তু না হ'লে কি নয় ?

উপেন্দ্র। না, তোমার কি আছে না আছে—
জেনে নাও। তুমি খরচ করতে গেলে আমি
বাধা দিই; তুমি পাঁচজনের কথায় হয় তো
মনে করো, বুঝি আমার কিছু তাতে লাভ
আছে।

শৈলেন্দ্র। না মেজদা, আমি তা কখনো মনে
করি না। খরচের টানাটানি হ'লে ছেলে-
বেলা যেমন কাঁদতুম, সেই রকম করি।
তবে মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে কি ব'লে
ফেলেছি, তা আমার মনে নাই। আমি
বয়ে গেছি, আমার শুধরে লাও তা না হ'লে
আমার সর্বনাশ হবে। আমি কিছু জানি
নি শুনি নি, আমার হাতে বিষয় পড়লে
হুদিনে সব ঠিকিয়ে নেবে।

উপেন্দ্র। তুমি যাতে জানতে শুনতে পারো, সেই
জন্তে নীরেকে আর তোমাকে বিষয় দেখতে
শুনতে দিয়েছিলুম, তা তুমি বুঝে চলে কই ?

শৈলেন্দ্র। নিতাই বাবু, আপনি বলুন, উনি
আমায় শেখান, ঐ নীরের সঙ্গে আমি
পারিনে। ও টিপে টিপে বুড়ো পিতামহর
মত কথা কয়, আমার সর্বশরীর অ'লে যায়।

নীরদ। কেন কাকাবাবু, আমি আপনার কখনো
অসম্মান করি, তবে কেন বাবার কাছে এমন
মিছে বলছেন ?

নিতাই। নীরদ, তুমি এখান থেকে যাও।

নীরদ। (উঠিয়া) আমি যাচ্ছি, কাকাবাবু অজ্ঞায়
বলছেন।—যেমন নিয়ম বাবা বেঁধে দিয়েছি-
লেন, সেই নিয়মে আমি চলতে চেষ্টা—
এই আমার দোষ। বাবার কাছে হিসেব
নিরে আমার বেতে হ'তো, উনি তো যেতেন
না।

শৈলেন্দ্র। নীরো, ব'স, আমি তোঁর নামে লাগাই
নি, তুই যদি আমার সঙ্গে যগড়া কতিস্, গালা-
গাল দিতিস্, তাতে আমার কিছু হ'তো না।
আমি বলতুম—“বাবা, আমার খরচটা না
হ'লে চলবে না, তুই মেজদাদাকে ব'লে এটা
পাশ ক'রে দিস্। তুই “ভাষা—অভাষা—

উচিত—অনুচিত” এই সব বলতিস্—তাই
তো আমার —

নীরদ। তাইতে ব'লতেন,—“তোঁর তো বাপের
বিষয় খরচ কচ্ছি নে—”

শৈলেন্দ্র। সেটা কি আমি সত্যি সত্যি ব'লেছি ?
তা হ'লে ভয় ভয় ক'রে তোঁর কাছে চাইবো
কেন ?

নীরদ। সত্যি মিথ্যে আমি জানি নে, সে আপ-
নারা বুঝুন।

[প্রস্থান।

উপেন্দ্র। আমি বুঝি, তোমাদের ছ'জনের
ব'নবে না, কিন্তু আমি তো চিরদিন থাকবো
না ? তুমি তোমার বিষয় বিভাগ ক'রে নাও।

শৈলেন্দ্র। কি করতে হবে ?

নিতাই। এই মথুর বাবু, কুঞ্জবাবু, ভবানী বাবু—
এঁদের তিনজনের উপর তোমরা ছ'ভায়ে ভার
দাও, এঁরা তোমাদের বিষয় বিভাগ ক'রে
দেন।

শৈলেন্দ্র। যদি না করলে না হয়—তা দিন।

নিতাই। তবে এ মধ্যস্থতামা কাগজখানা তুমি
নাও, পড়ে দেখো, এতে কি তোমার আপত্তি
আছে, বলো—

শৈলেন্দ্র। আমার আর আপত্তি কি ? আমি
কি বুঝি ? দিন—আমি সহি ক'রে দিচ্ছি—

(সহি করিয়া দেওন)

নিতাই। দেখ, আর মত ব'লো না। এতে
সকল দিক ভাল হবে। নইলে, দেখলুম তো
—তোমার ভাইপোর সঙ্গে বনে না, তোমার
দাদার শরীরে ভদ্রাভদ্র আছে; আর হাজার
হোক নীরো ওঁর ছেলে, তোমার একটু ব'র-
দোষ হয়েছে, নীরোর কথাই হয় তো ওঁর
বেশী বিশ্বাস হবে,—হয় তো তোমায় কি
একটা বলবেন, তুমি সরল-প্রকৃতি, পাঁচ-
জনের কথায় এক দিন রাগ করে কোন
উকীলের হাতে গিয়ে পড়বে, আর বিষয়টা
ছন্ননয় হয়ে যাবে। তুমি জানো না, দশ
বেটা ঘুরছে—কিসে তোমাদের সর্বনাশ
করতে পারে।

শৈলেন্দ্র। মেজ্জাদা বা করতে হয় করুন, কিন্তু আমার পর করবেন না।

উপেন্দ্র। আমি তোমার পর করবো? তুমি কেন এমন হ'লে? কেন এই ছাই খেতে নিখিলে? কেন তুমি ঘরের লক্ষী ছেড়ে অন্য-চারী হ'লে? আমি পর করবো।—শৈলেন্দ্র—শৈলেন্দ্র—তুই জানিস্ নি, তুই আমার কে? আমার জীপুজ একদিকে—সর্বস্ব একদিকে—তুই একদিকে! তোর সঙ্গে পৃথক্ হবো—তোর সঙ্গে পৃথক্ হবো!

নিতাই। ও কি—ও কি, উপেন—ঠাণ্ডা হও!

উপেন্দ্র। শৈলেন্দ্র—শৈলেন্দ্র—আমার মাথার ভেতর কেমন ক'ছে, আমি চল্লুম—আমার দম আটকে যাচ্ছে।

[প্রস্থান।]

[শৈলেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।]

(নেপথ্যে উপেন্দ্রের পতন-শব্দ)

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। ওরে শীগগির জল আন—শীগগির জল আন। নিতাই বাবু শীগগির আনুন, মেজ্জাদা প'ড়ে গেছেন।

[নিতাইয়ের দ্রুত প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:—:—

কুহুদিনীর গৃহ।

হীরা খোবাল, সতীশ ও শিবু উকীল।

হীরা। বা—সব ব্যক্তি ফেঁসে গেল! নিতে ব্যাটা সব মাটা ক'বুলে।

সতীশ। কি হীরা, গলায় ছুরী দিতে দিলে না?

হীরা। আরে নাও, ঠাট্টা রাখো। ছ'মাস মেহনত ক'রে বাগিয়ে এনেছিলুম, নিতে যেটা সব ভেঙে দিলে।

শিবু। কি—কি—হ'য়েছে কি বল না?

হীরা। ঘরোয়া পার্টিসন হবে!—বেকুবক এত বোঝালুম যে, নিজের কথার কান দিসনে।

সতীশ। শিবু বাবুর হাতে পড়, বাঁড়া শানিয়ে রেখেছেন।

শিবু। কেন—কি বাঁড়া শানিয়ে রেখেছি?

সতীশ। তবে কি ছুরী বাগিয়ে রেখেছেন, আমার মত জবাই করবেন?

শিবু। আমি আছি ব'লে এখনও ওয়ারেন্টে ধরে নাই, সাতখানা ওয়ারেন্ট খামিয়ে রেখেছি।

সতীশ। বল কি!—এমন? তোমার খরচার ওয়ারেন্ট বার ক'রে একত্রে আমার ধ'রবে না কি?

হীরা। আরে নাও—নাও—কাজের কথা কইতে দাও। (শিবুর প্রতি) শিবু বাবু, এখন ও কথার কান দেবেন না, এখন উপায় কি করি বলুন। বললুম যে—এখন ওদের ঘরোয়া পার্টিসন হ'তে চ'লো!

শিবু। হুঁ—ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকাবে আর কি!

সতীশ। তাই তো শিবু বাবু, আজ তোমার ঘুম হবে কি? তা এক উপায় আছে বোঝাল! পার্টিসনটা হ'রে বাক্, বিষয়টা বাড়তে শিবু বাবুর হাতে ফেলে দিয়ে, আমার মতন বাড়িয়ে দেবেন।

শিবু। তিনটে মর্টগেজ আদায় ক'রে দিলুম কি না!

সতীশ। তা দিয়েছ বই কি? সে টাকা আদায় ক'রে নিয়ে, তোমার খরচা কত হ'লো? এখন ধারধোর ক'রে সে তো আমার এনে দিতে হবে?

শিবু। তোমার ঠেঙে আদেক খরচাও নিই নে, বা আউট পকেট।

সতীশ। আর শৈলেন্দ্রের বিষয় পেলে আদেকও নেবেন না, হয় সিকি, নয় দু'আনা।

শিবু। (স্বগত) থাকো, তোমার দেখে নিচ্ছি।

সতীশ। ভাবছেন কি?—মরার বাড়ি গাঁল নাই, আমি ইন্সলভেন্ট নেব।

(কুহুদিনীর প্রবেশ)

হীরা। কি—কি—চাকর এয়েছিল কেন?

কুহু। দেখ দেখি—আমার মাথাযুড় খুঁড়তে ইচ্ছা কচ্ছে; চিঠি লিখেছেন, আজ আর আসবেন না।

সতীশ। তা কাঁদবে নাকি? চোখে আঙ্গুল দেবো, না শরতাকে খবর দেবো?

কুমু। বাও—মিছে ভাল লাগে না। আজ তিন দিন হীরের ঝাঁপটা ঘরে রেখেছি, প্রথম বেচারি তিন দিন দামের জন্য আনাগোনা ক'রেছে। বুঝুন না শিবু বাবু, ভুললোকের কতটা কথার খেলাপ হ'চ্ছে।

সতীশ। তাই তো! কথার খেলাপ তো তোমা দের জ'াতে হবার যো নাই। সত্যভঙ্গ হলো। হীরা। কেন—কেন—বাবু আসবেন না কেন? কুমু। তার মেজো ভাইয়ের কি মাথা গরম হ'য়েছে। তা হ'য়েছে ত কার কি রে বাপু! —টাকা ক'টা তো পাঠিয়ে দিলে হ'তো!

সতীশ। ওঃ বেজার অত্যাচার—বেজার অত্যাচার। হীরা। শিবু বাবু, আমি চলেম—আমি চলেম, দেখি কত দূর হ'লো। যদি ফেরাতে পারি, চেষ্টাটা করি। আর তোমার নিতাই এর কি আক্কেল! সে কোন্ না মেজোর তরফ থাকতো? এই যে আপনি ছপরসা পেতেন, সেইটে সইছে না, পরের ভাল দেখতে পারে না।

শিবু। যে না বুঝবে—তার আর কি ক'রবে বল? একলা খেতে চাচ্ছেন, তা খান; হুটটা হ'লে যা পেতেন, তার সিকিও পাবেন না।

হীরা। বেকুবি!—

সতীশ। চামার—চামার,—অমন বড় কাংলা প'ড়েছে, পাঁচ জনে বখরা ক'রে খেতে চায় না।

হীরা। আমি চলেম—চলেম, যা খবর হয়, আপনার ওখানে দিচ্ছি।

শিবু। এসো না—আমার গাড়ীতে। (জনাত্তিকে) ভেবো না, বখান আগুন ধরেছে—ধুঁইয়ে জ'লে উঠবে। তুমি এই নীরো বাবুকে বাগিয়ে রাখো, সে মজবুত আছে, ছ'দিনে চটিয়ে দেবে।

[হীরা ঘোবাণ ও শিবু উকীলের প্রস্থান।

সতীশ। আর ভাবনা কিসের? আমি যাচ্ছি, শরৎকে খবর দি গে।

কুমু। সে আবার ক'দিন ঝগড়া ক'রে গিয়েছে;

বাবু অনেক রাত্রি অবধি ব'সেছিল—সে এসে ফিরে গেছে।

সতীশ। সে এখন পাঠিয়ে দিচ্ছি; তুমি আমার একটা কথা শুনবে?

কুমু। কি?

সতীশ। শরতাকে আনো আর বাই করো, সে ওর চোখে ধুলো দিয়ে চ'লবে। কিন্তু কাপ্তেনটা পেয়েছ, বেশ বাগিয়ে নিতে পারবে, পাঁচ বেটাকে দিয়ে ছোঁড়াকে নষ্ট ক'রো না। শিবে উকীল আর হীরের সঙ্গে শৈলেনের চটাচটি ক'রে দাও। তুমি বা দোহাতা মেরে নিতে পারো নাও; পাঁচ জনকে খাইয়ে কি হবে?

কুমু। কি ক'রে চটাচটি ক'রবো? এই হীরে ঘোবাণ—শরতার কথা সব জানে।

সতীশ। তুমি ব'লো না,—এই হীরে, শিবু উকীলের সঙ্গে তোমার জোটাতে চায়।

কুমু। ও হীরে সব ব'লে দেবে।

সতীশ। তুমি একথা ব'লে হীরের ছায়া দেখলে, জুতো নিয়ে তাড়া ক'রবে।

কুমু। তুমি যাচ্ছ—চলো, আমার নূতন বেহারাকে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিই; শরতার বাড়ীতে দেখিয়ে দিই; সে ভারি রাগ ক'রে গিয়েছে। আমি একখানা চিঠি লিখে রেখেছি, সে চিঠি-খানা দেবে। তোমারই চিঠিখানা দি'তুম, আমি লোক পাঠালে আর একটু মান ভাঙ্গবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:—:

উপেক্ষাবাবুর বাটীর সম্মুখ।

হারদেশে জমাদার উপবিষ্ট।

(অদূরে ময়ূখ ও তৎপশ্চাৎ ফুলীর প্রবেশ)

ফুলী। মোনা বাবু—

ময়ূখ। কি রে ফুলী?

ফুলী। কি ক'রে নূতন নূতন ফুল তৈরি ক'রো, আজ যে শেখাবে ব'লেছিলে?

ময়থ । সে আমি একখানা বই দেবো—পড়িস,—
এখন যা। আর শিখতে চাস, আমি
শেমোকে অনেক শিখিয়েছি, আমি ব'লে
দেবো, তার কাছে শিখিস।

ফুলী । আজ একখানা নতুন গান বেঁধে দেবে
ব'লেছিলে ?

ময়থ । এখন আমি বড় ব্যস্ত আছি।

ফুলী । আমি আর একটি কথা বলতে এসেছি।

ময়থ । সে বলিস এখন।

[ময়থের প্রস্থান।]

ফুলী । আমি তোমার মনের কথা টের পাই। পাজী
হীরে ঘোষালটা সৃষ্টির লোকের সর্কনাশ ক'রে
বেড়ায়, এখন তোমাদের সংসার ভাঙবার
জন্তে উঠে প'ড়ে লেগেছে। তুমি তারে জব্দ
করতে চাও; আমি ওরে এ বাড়ী থেকে ছল
ক'রে তাড়াব। আমি ছল শিখেছি; ছল
তুনে তুমি রাগ ক'রো না।

জমা । আরে বেটী তু আমি? তেরি ওয়াস্তে
রোটি রাখাখা, তু বব্, আরেগি লে যা না।
একটো পদ গা বেটী।

ফুলীর গীত।

ঠুম্‌ক্‌ চলত রামচন্দ্র বাজত পায়লনিয়া,
কিল্‌ কিলার, উঠত ধায়, গীরত ভূমি লটপটার
ধার মায় গোঁধলেত্‌ দশরথ কি রাণীয়া।
অকল রজ্জ অজ্জ বড় বিবিধ ভাঁত সো হলাড়
তন্‌ মন্‌ ধন্‌ বাড় ডাড় কহত মুহ বাণীয়া,
ঠুম্‌ক্‌ চলত রামচন্দ্র বাজত পায়লনিয়া।
মেওরা মিষ্টান্‌ হাল ভাউরে সো লে হলান্‌
আউর লেহলাল পান বানি তন্‌মনিয়া,
তুলসীদাস অতি আনন্দ দেখ্‌ মুখারবিন্দ
রঘুবরকে ছবি সমান রঘুবর ছবি বনিয়া,
ঠুম্‌ক্‌ চলত রামচন্দ্র বাজত পায়লনিয়া।

জমা । বহু মিঠি পদ, দেল্‌ তর হো বাতা।

ফুলী । হ্যাঁ বাবা, তোমার মেয়েটির খবর সত্যি ?

জমা । আরে বেটী, কিবণজি দিয়া, কিবণজি
নিয়া—ক্যা করে! দেখ্‌ বেটী, তু এক এক
দকে মেয়া পাশ আরা কিরো; তেরি মু মেয়া
বেটীকা মাকিক, দেখ্‌হুক জীউ ঠাণ্ডা হোতা।

ফুলী । তা তুমি পূজো ক'রবার ফুল তুললে না?
জমা । মরোরান লোক কই হার নেই, নানমে
গিয়া, কেউড়ি ছোড়কে ক্যারেসে যায়?

ফুলী । ওই তারা এলো ব'লে, তুমি ফুল তোলা
গে, আমি দাঁড়িয়ে আছি। এই তো বাবুদের
বাগানে তুলবে। কেউ এলে আমি তোমার
ডাকবো।

জমা । আচ্ছা বেটী, জিতা রও—জিতা রও।

[জমাদারের প্রস্থান।]

(হীরা ঘোষালের প্রবেশ)

হীরা । কি ফুলী, তোর বরাত খাশ, আমার কথা
কানে কছিস্‌ নি। তুন্‌পে তেদিন তে-তোলায়
থাক্‌তিস্‌, জুড়ী চ'ড়ে খাওয়া খেতিস্‌।

ফুলী । কই, তুমি পরখ দেখাও দেখি, এক-
জনের মাহুয় ছুটিয়ে দাও দেখি। দেখি—
তার—কি ক'রে দাও?

হীরা । কে—কে—তোর মা ছুকদী এনেছে না
কি? কে—কে?

ফুলী । এই জমাদারের মেয়ে!

হীরা । জমাদারের মেয়ে কি?

ফুলী । হ্যাঁ গো—দেশ থেকে এসেছে। রং
বেন কেটে পড়ছে—আমার মতন বয়েস—
মাথায় ঠিক আমার মত। তার কি নাক,
কি মুখ, কি চোখ। আমি তার বানৌর যুগিও
নই। এই জমাদারের কাছে এসেছিল।
জমাদার বলে, তোর মাকে ব'লে এর একটা
হিলে ক'রে দিতে পারিস্‌? আমি বল্লম—
হীরা ঘোষালকে ব'লো।

হীরা । দূর। তোর মিছে কথা।

ফুলী । তুমি তারে জিজ্ঞেস করো না, মিছে কি
সত্যি বুঝবে। আমি তারে পাঠিয়ে দিচ্ছি,
ফুল তুলতে গেছে।

[ফুলীর প্রস্থান।]

হীরা । নবীন বাবুর হিন্দুস্থানী মেয়ে মাহুয়ের উপর
ঝোঁক। দেখি যদি হাতে লাগে!

(দূরে ফুলীর সহিত জমাদারের প্রবেশ)

ফুলী । আমি আর তোমার কাছে আসবো না।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমারও গালাগাল দিচ্ছে,
আমারও গালাগাল দিচ্ছে।

জমা। কোন রে ?

ফুলী। বাও দেখতে পাবে এখন।

[ফুলীর প্রস্থান।

জমা। বেটা খোঁড়া দেওয়ানাকা মাকিক ! বহুত মিঠি পদ গাহাধি !

হীরা। জমাদারজী, সত্যি নাকি ?

জমা। হাঁ বাবু—

হীরা। তোমার ঘরে ?

জমা। হাঁ বাবু—

হীরা। বড় চমৎকার দেখতে ?

জমা। হাঁ বাবু—প্রতিমাঁকা মাকিক ধি। তা মেরা বক্ত !

হীরা। তোমার বক্ত তো ভালই ! আমি আছি, ভয় কি ?

জমা। কেহা বলতে হৌ বাবু ?

হীরা। তুমি তো একটি জামাই জোটাতে চাচ্ছ ?

জমা। সে তো ঠিক জ্বা থা, মন্ গিয়া—কেহা করে !

হীরা। সে তোমার ভাবনা নেই ! সে তোমার ভাবনা নেই, আমি তোমার ভাল জামাই জুটিয়ে দেবো। তোমার বেটাকে খুব বড় মাহুষের কাছে রাখিয়ে দেব, তোমার বেটা খুব হুখে থাকবে। তোমার হুঃখ ঘুচে যাবে, তুমি মাসোহারা পাবে। তোমার বেটাকে আমার দাও।

জমা। কেও শালে ! মেরা বেটাকা পাশ তোম্কে ভেজতা হার !

হীরা। আচ্ছা আনো—আনো তোমার বেটাকে আনো।

জমা। এই তোম্কে ভেজে হাঁরা !

(হীরা বোবালের গলা টিপিয়া ধরণ)

হীরা। ওরে বাপ রে—খুন করলে রে—খুন করলে রে !

(স্নান করিয়া দরওয়ানঘরের প্রবেশ)

দরওয়ানঘর। আরে কেহা করে জমাদার—কেহা করে জমাদার, মন্ বাগা—মন্ বাগা—

(হীরা বোবালকে ছাড়াইয়া দেওন।)

(নীরদ, মন্থা ও শ্রামা ভৃত্যের প্রবেশ)

সকলে। কি হয়েছে—কি হয়েছে ?

জমা। শালেকা হাম লউ দেখে—

নীরদ। দরওয়ান, জমাদারকে নিয়ে যাও, ঠাণ্ডা করো।

(হীরুর বেগে বাটার ভিতর গলান)

১ম দরওয়ান। আরে যানে দেও জমাদারজী—যানে দেও।

[জমাদারকে লইয়া দরওয়ানঘরের প্রস্থান।

[নীরদের বাটার ভিতর প্রস্থান।

শ্রামা। ছোট দা বাবু, ঐ ফুলী বেটা বলছিলো তোর ঐ খেউ খেউএর কি কর্ম ? কি ক'রে জব্ব করতে হয়, চাখ্। ছুঁড়ী খুব বাধায়।

মন্থা। ও কি ক'রেছে ?

শ্রামা। ঐ হীরা বাবুকে দিয়ে জমাদারের বেটা বার করতে বলছে।

মন্থা। বটে ! এখন খুন হ'য়ে যেতো। ফুলী কোথার ডাক তো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক।

—:—

উপেক্ষ বাবুর বহির্বাটা।

নীরদ ও হীরা বোবাল।

নীরদ। বটে ! মোনা—মোনা—

(মন্থাধের প্রবেশ)

মন্থা। কি বলছ ?

নীরদ। পাজী, ভেতুড়ে, তুই হীরা বোবাল ম'শা-য়ের সঙ্গে লাগিস্ ?

হীরা। না না, নীরো বাবু—যেতে দাও।

নীরদ। দূর ক'রে দেবো—জুতো মেরে দূর ক'রে দেবো !

(পত্রহস্তে শৈলেক্সের প্রবেশ)

শৈলেক্স। কি কচ্ছিস্ নীরো—কি কচ্ছিস্ ?

নীরদ। দেখুন দেখি—সে দিন শেষোকে শিখিয়ে দিলে, শেষো কেপা কুঁকুরে কামড়েছে ব'লে

যেউ যেউ করলে, ব্রাহ্মণ ছাতাচাদর ফেলে
পালালো! আত বাবার অমুখ শুনে দেখতে
আসছেন, দরওয়ানকে দিয়ে ম'র খাওয়াগে।
শৈলেন্দ্র। কি, হীরে দেখতে এসেছে? ঘর
জাঙতে এসেছে? মোনা, বেশ ক'রেছিল
(হীক ঘোষালের প্রতি) পাজী বেটা, ফের
বদি বাড়ী ঢুকবি—জুতিয়ে তাড়াবো। ছুঁচো
বেটা, বেস্তাবাড়ী ব'সে শিবু উকীলের সঙ্গে
পরামর্শ করো, আর বার খাও, তার বুকের
উপর ব'সে দাড়ি ওপড়াও। আমি মাসোহারা
দিই, তাই সংসার চলে, আর আমার সঙ্গে
লাগো?

হীক। কেন ছোট বাবু, আমার তো সে ধর্ম নর,
আমি তো আপনাদের হিত বই অহিতে নাই।
শৈলেন্দ্র। ফের পাজী, মোনা—মার গালে ধাবড়া।
হীক। অত রাগ কেন—অত রাগ কেন, আমি
নীরো বাবুর কাছে এসেছিলুম, তা আমি যাচ্ছি,
আমি যাচ্ছি। আমি ভালর বই মনে নেই।
বিনা অপরাধে অপমান ক'রেন, তা করুন।
শৈলেন্দ্র। তবে রে পাজী! এ চিঠিতে কি
লিখেছে? তুই ঘরের বউ ব'র ক'র্তে পারিস।
নীরদ। কি—কি—কিসের চিঠি?
হীক। বুঝি কুমুদ কি চিঠি লিখেছে; তার আমার
উপর রাগ, বুঝি আমার নামে কি লাগিয়েছে।
শৈলেন্দ্র। কি লাগিয়েছে? শিবু উকীলের সঙ্গে
তারে জোটাতে চাও?
নীরদ। তাই বেস্তার চিঠি প'ড়ে, আপনি একে
অপমান ক'রছেন?

শৈলেন্দ্র। নীরে, মুখ সামলা।

নীরদ। কিপের মুখ সামলান? বাড়ীতে বেস্তা
আনবেন, বেস্তার কথার বাড়ীতে ভদ্রলোকের
অপমান ক'রবেন। বান হীক বাবু, আপনি
আমার ঘরে বসুন গে।

হীক। না—না—আমাকে নিয়ে গণ্ডগোল কেন,
আমাকে নিয়ে গণ্ডগোল কেন?

শৈলেন্দ্র। নীরে, দেখ, মেজদার মুখ চেয়ে
অনেক সহ্য ক'রেছি, জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে
দেবো।

নীরদ। সে পারেন পাঁচশো বার, আপনি গুরু-
লোক; কিন্তু তাই ব'লে আপনি একজন

ভদ্রলোককে অপমান ক'রে তাড়াতে পারেন
না, আপনার একলার বাড়ী নয়।

শৈলেন্দ্র। একলার বাড়ী নয়—তোর বাড়ী,
দেখি তুই কি ক'রে হীরেকে রাখিস? মোনা,
বেটার হাত ধ'রে বার ক'রে দে।

নীরদ। ওঃ। তাই তো বলি, ভেতুড়ের এত
আস্পর্শ্য হলো কি ক'রে? আপনিই সব
শিখিয়ে শিখিয়ে দেন?

শৈলেন্দ্র। শিখিয়ে দিই—খুব করি। (হীক
ঘোষালের প্রতি) বেরো শালা—দরওয়ান—
দরওয়ান—

নীরদ। দরওয়ান ডাকবেন না, দরওয়ান আমা-
দেরও মাইনে খায়। হীরাবাবু, বাবার বৈঠক-
খানার গিয়ে বসুন।

শৈলেন্দ্র। বেরো বেটা—

(হীক ঘোষালের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

(নীরদের মাঝে পড়িয়া হাত ছাড়াইয়া দেওন)

(শৈলেন্দ্রের ক্রোধে নীরদকে প্রহার)

মমথ। (মারখানে পড়িয়া) ছোট বাবু—ছোট
বাবু, যেসো ম'শারের বড় অমুখ।

[অপ্রতিভ হইয়া শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

হীক। নীরো বাবু, অপরাধ কি জানেন? উনি
পাঁচ হাজার টাকার হীরের বাপুটা কিনে
দিচ্ছিলেন, তাতে প্রতিবন্ধক ? হি।

মমথ। কি ঘোষাল মশায়, তা আসক্তি ক'রে-
ছেন!

নীরদ। কি মমথ বাবু, জ'ঘা মারবার জন্ত
দাঁড়িয়ে আছ না কি? না তুমিই হীক ঘোষা-
লকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেবে?

মমথ। আচ্ছ না, আমার এত বড় কি আস্পর্শ্য;
আমি বড় মাকে প্রণাম ক'রে চ'লে যাব।

হীক। মমথ বাবু, কথটা বেইমানি কথা হয়।
আপনি নীরো বাবুর মাস্তুতো ভাই, নীরো
বাবুর মা আপনার মাসী; বড় বউ ঠাকুর
তো আপনার কেউ নন; তবে যদি তাঁর সম্প-
ত্তির লোভ থাকে, খোবামোদ করেন, সে অজ্ঞ
কথা। ব'লুতে হয় 'মাসীকে ব'লে চ'লে
যাবো।' আর যাবেনই বা কোথা? বড় ভাই

রাগ ক'রে একটা কথা বলেছে, তাতে কি অমন
কাটান ছিটেন ক'রে জবাব দিতে হয়?

মমথ। মশায়, চূপ কল্লেন কেন?—আর একটু
উপদেশ দিন্!

ক। না না—তুমি ছেলেমানুষ, উপদেশের কথা
বলতে হয় বই কি—উপদেশের কথা বলতে
হয় বই কি?

মমথ। নীরো দাদা, আপনাদের অরে আমি মানুষ,
বখন আপনার অশ্রিয় হয়েছি, আপনার পার
ধুলো নিয়ে চলে যাবো। কিন্তু একবার বুঝে
দেখবেন, মেজো মেসো মশায়ের এই সঙ্কট
ব্যাঝো, ঘোষাল মশায় মাঝে থেকে কতদূর হয়ে
গেল!

নীরদ। হুঁ—তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমায়
লোকে স্তুবুদ্ধি বলে, তোমার পরামর্শ নেব বই
কি?—বলো—আর কি বলবে?

মমথ। নীরো দাদা, যদি হেথায় থাকতুম—বলতুম।
আপনি জুতো মারলেও নিরন্ত হতুম না। কিন্তু
বোধ হয়, আপনার কোন বিশেষ কার্যে আমি
বাধা দিচ্ছি, নইলে অত বিরক্ত আমার উপর
হ'তেন না। কিন্তু অনেক সয়েছেন, এইটি
ভিক্ষা বাচ্ছি,—মেসো ম'শায়কে দেখবার জন্ত
একজন চাকরেরও তো দরকার, যে ক'দিন
না উনি আরাম হন, আমি রাজে এসে তাঁর
কাছে থাকবো।

হীক। তুমি থাকবে না—তুমি যাবে কোথা? সব
দিক দেখবে শুনবে কে?

নীরদ। বটে তো? আত্মন ঘোষাল ম'শায়, কথাটা
কি শুনি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

মমথ। মোনা বাবু, একটু ফ্যাসাদে পড়েছ? হুনিয়া
আছে, খেতে পাবে,—ভেবো না। তবে এই,—
বড় মাকেই বা কি বলি, আর মেসো ম'শায়ের
ব্যাঝো দেখেই বা কি ক'রে যাই? বড় মাকে
বলা হবে না, তা হ'লে হীরে ঘোষালের বাবা
হ'বো, আমার জন্য বড় মা আপনি পৃথক হবে।
পেটের ছেলে থাকলে এতটা টান হ'তো কি
না—জানিনে। ইস্, চোখ দিয়ে জল আনতে
জানে! কিছু ঠিক হ'লো না।

(ফুলীর প্রবেশ)

ফুলী। মোনা বাবু, আমায় ডেকেছ?

মমথ। তাঁ, তুই হীক ঘোষালকে দরওয়ান দিয়ে মার
খাইয়েছিস?

ফুলী। হ্যাঁ।

মমথ। দেখ, তোরে আমি ভালমানুষ জানতুম,
তুই তো ভারি বজ্জাত! হীক ঘোষালের সঙ্গে
লাগতে গেলি কেন?

ফুলী। তুমি যে হীক ঘোষালকে বাড়ী থেকে তাড়াতে
চাও?

মমথ। তোরে কে বলেছে?—মেসো ব'লেছে বুঝি?

ফুলী। না।

মমথ। মিছে কথা ক'চ্ছিস?

ফুলী। গলা কাটিলেও তোমার কাছে মিছে কথা
কইবো না।

মমথ। আমি তাড়াতে চাই, তা তোর কি?

ফুলী। তুমি যা চাও, তা আমি করবো, তা বারণই
করো আর যাই করো।

মমথ। তোর পেটে পেটে এত, তা আমি জানতুম
না; ভালমানুষটির মতন থাকিস্!

ফুলী। জানবে কোথেকে—তুমি তো আমাদের
ঘরে জন্মাও নি! আমি মাগের ছানা, বিঘ-
দাঁতও উঠেছে—টের পেয়েছি। কিন্তু আমি
কামড়াবো না। পারি যদি, কেউ কামড়ালে
বিষ তুলে নেবো।

মমথ। আ ম'রু ছুঁড়ি, তোর সব দুর্ভিক্ষি জন্মেছে!

ফুলী। ম'রুণো!—তা দেখবে—কেমন ক'রে ম'রি।

মমথ। তুই যে বড় ম'র পায়ে ধ'রে, আমার
সামনে ধর্ম সাক্ষী ক'রে ব'লেছিস্ যে, কুপথগামী
হবি নি?

ফুলী। তা তো হবোই না। তবে মাগের স্বভাব—ফণা
ধরে—ফোন্স করে—না কামড়ালেই তো হলো?

মমথ। তুই অমন বুদ্ধি করিস্ তো আমার কাছে
আসিস্ নি।

ফুলী। অমন বুদ্ধিও ক'রবো, তোমার কাজ ক'রেও
বেড়াবো।

মমথ। আর তোকে আমার কাজ ক'রতে হবে
না, দূর হ'—

ফুলী। দূর ব'লেই কি দূর হ'ব?—তা হব না।

[ফুলীর প্রস্থান]

মন্মথ। ওর মা ঠিক বলে, ও পাগল বটে! ডাক্তার কি ব'লে! ওর কি মন-টন খারাপ হ'য়েছে? এ দিকে তো চমৎকার বোঝে, চমৎকার শেখে! বড় মা বলেন—ও ছোটবরের মেয়ে বটে, কিন্তু ও নিশ্চল, ও ছেলে বেলা থেকে পাগ্‌লেটে, বা মুখে এলো ব'লে গেল!

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। ওহে—আর কি ভাবছ? তোমার মেসো ম'শায় সেরে উঠেছেন। আমি তোমায় বলেছিলাম, জোলাপ খুলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মন্মথ। মশায়, মশায়—আর কোন ভয় নাই?

ডাক্তার। না হে না, ও তোমার সাহেব ডাক্তারে বলে—apoplexy—হেন-তেন,—ও একটু মাথা গরম হ'য়েছিল, আর কিছু নয়। আর তুমি তো জানো, অল্প অল্প কেসে তো বেশ diagnosis করে; মেসো মশায়ের বেলা সাহেবের কথায় ভ'ড়কে গেলে কেন হে? তবে একটু ঠাণ্ডা রেখো, এখন আবার তেড়ে বিষয়-কর্মে না লেগে যান!

মন্মথ। আর কোন ভয় নাই?

ডাক্তার। No—no—no—

[ডাক্তারের প্রস্থান।]

মন্মথ। যাক—একটা সমস্ত কাটলো, এখন বড় মার হাত ছাড়াতে পারলে হয়।

[প্রস্থান।]

পঞ্চম গর্তীক।

— ** —

উপেক্ষের অন্তঃপুর।

বিরজা ও তরলিঙ্গী।

তর। দিদি, তুমি নীরেকেই দোষো, আজ ছোটবাবু নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে। অপরাধ এই—বামুনের ছেলে বাড়ীতে এসেছে, উনি গুঁর যেয়েমাছুষ কি চিঠি লিখেছে, সেই রাগে তাকে জতো মেরে বাড়ী থেকে বা'র করে দেবেন।

নীরে দোষের মতো ব'লেছে,—“বাড়ীতে এসে ছেন, অপমান ক'চ্ছেন কেন?” এই নীরেকে ধ'রে চোরের মার।

বিরজা। চোরের মার নয়, আর এক মুখে ব শুনেছ, তাও নয়। খাজা হোক বুড়ো, তা' খাতির বেশী, না ঐ বামুনের খাতি বেশী?

তর। তুমিই এক মুখে শুনে বলছ,—ঘরভাঙ্গা বামুন নয়, ঘরভাঙ্গা খাজা,—ঐ তো সব ভাঙ্গা ভাঙ্গি ক'চ্ছে।

বিরজা। ঐ ভাঙ্গা ভাঙ্গি ক'চ্ছে? কথাটা যখন তুই তখন বলি,—এই নীরে আজ ক'দিন ধ'রে ঠেসিয়ে ঠেসিয়ে কথা বলছে, আজ তো গুলুম —“তেতুড়ে টেতুড়ে” যাচ্ছে তাই ব'লে গলাধাক দিয়ে বিদেয় ক'রতে চায়।

তর। তাই এসে তোমার লাগিয়েছে বুঝি? বাড়ী এক আলাদা।

বিরজা। ও ঝাড় কি, তা তুমিই জানো, কিন্তু মোন লাগাবার ছেলে নয়।

তর। নীরে ব'লেছে,—“ও বাড়ীতে থাকলে আমি বাড়ীতে থাকবো না।”

বিরজা। সে নীরে বুঝুক। ওকে যে তেতুড়ে বলবেন—তাড়াবেন, সে আমি থাকতে হবে না বড়কর্তা ওকে এনেছিল, ও বড়কর্তার খায়—বড়কর্তার বাড়ীতে থাকে। ও নীরের তেতুড়ে নয়।

তর। ওঃ! তোমার যে মার চেয়ে দরদ! আমি বোনপো, আমি এনেছিলাম, আমি যদি এখন রাগি, তা বড়কর্তারই কি, আর তোমারই কি বিরজা। বোনপো তোমার বটে, কিন্তু ছেলেবো থেকে তুমি ওকে নখে মারো। নীরে পা পাবতো না, স্থল পালাতো, ও সব বলতো ব'লেই ইস্তক তোমাদের রাগ। এই যে মে ঠাকুরপোর অস্থখে প্রাণমন উৎসর্গ ক'রে সমা রাত জাগ'লে, সেটা হলো না—আর ও হবে - ঘরভাঙ্গা।

তর। তুমি বড় কেঁটিয়ে শোনাও।

বিরজা। আমি কেঁটিয়ে শোনাই না—হুক বলি।

তর। হুক কথা নয়—একচোখো কথা কও। ও

টিপ্‌নিতে ছোটবাবু নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে
দিলে, আর মোনা হ'ল ঊর সো।

বিরজা। একচথো কথা করে থাকি—কয়েছি,
আর কথা বাড়ানেন।

তর। কথা বাড়াবাড়ি কি? ছোটবাবু যে মাত্-
লামো করবেন, ধ'রে মারবেন, আর মোনা তারে
রোজ রোজ টোরাবে, আর তুমি মোনাকে
আগলে প'ড়বে, এ কেন সহিব গা?

বিরজা। কি—হ'য়েছে কি, কথাটা কি শুনি?
ছোটবাবুর সঙ্গে পৃথক্ হবে? তা হও—মোনার
কথা নিয়ে থেকো না।

সরো। ও দিদি—তোমার পায়ে পড়ি গো—তোমা-
দের পায়ে পড়ি গো!

বিরজা। নে নে সন্। (তরঙ্গিনীর প্রতি) পৃথক্
হ'তে চাও, পৃথক্ হও; হাঁড়ি আলাদা হয়, ভেয়ে
ভেয়ে মুখ দেখাদেখি না থাকে, সে তোমরা
বোঝ গে,—আমায় দেখিও না, আমার টানাটানি
কি?—সংসারটা বজায় থাকতো এই, না থাকে
—আমার হাত কি?—বলতে এসেছ—তোমার
নীরেকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে,—রাগের
মাথায় একটা গায়ে হাত তুলেছে, সেইটে শুনে;
আর নীরে যে চোপা ক'রেছে, নীরে আঁক পেড়ে
কথা কয়েছে, যে হীরে ঘোষাল তোমার ঘরে
আসে নি, দরওয়ান এক। তোমার মাইনে খায়
না,—এ সব দেহিকিগিরি কথা শোনানি, এ সব
দাবোনি, ছেলেকে একটা কথা ধ'মকে বলতে
পারোনি,—মোনাকে তাড়াতে এসেছ—আর
বখ'রা ক'রতে এসেছ? তা ভাগ-বখ'রা করতে
চাও—ভাগ বখ'রা করো, আমারও ভাগবখ'রা
করে দিয়ো। তুমি ক'দিন ধ'রে ঝাল ছোট
বাবুর দোষই দেখাচ্। জোহানকি বয়েসে মদ
খায়, একটা কাজ ক'রে ফেলেছে; যদি তোমা-
রই ছেলে ক'রতো, তা হ'লে সহিতো,—এ দেওর,
তাই তোমার সহিছে না।

তর। তুমি বড্ড কঁটিয়ে বলো, কেন গা—কিসের
এত কাটাকাটানি? ছোটবাবু না হ'লে সংসার
না চলে, না চলুক, তোমার মেজ দেওর ব'লে
আমাদের মা-পোকে বা'র ক'রে দাও, আর
তোমার মোনা আঁটকুড়ো ঘরের পো হ'রে
থাকুক।

সরো। ও দিদি!—ও দিদি, তোমাদের পায়ে পড়ি।
বিরজা। নে, থাম্ ছুঁড়ি! (তরঙ্গিনীর প্রতি)
কি বলি কি বলি—মায়ে-পোয়ে চ'লে যাবে?

তর। যাব না তো কি? রাতদিন কে সহিবে?
আর তোমারই এত ঠেসিয়ে ঠেসিয়ে কথা কিসের?
অত কথার আমি এলেকা রাখিনে।

বিরজা। মেজো বউ, বুঝলুম, আর মুখের ঝগ-
ড়ার কথা নয়; ঘর ভাঙ্গ'লো তো ভাঙ্গুক।
তোমার যখন আমার সঙ্গেই বনুচে না, আমার
আর বনানর দরকার নাই; ওদের ভেয়ে ভেয়ে
একত্রে থাকুন আর ভিন্ন হোন, আমার ভিন্ন
ক'রে দাও।

তর। বলি সে ভিন্ন ক'রবার কর্তা তো আর আমি
নই।

বিরজা। তুমি বই আর কে? ওদের ছ'ভেয়ের
তো নিচাই উকীল এসে মিটমাট ক'রে দিচ্ছিল,
তোমার তর সঙ্গে না। আম বকাবকি করতে
চাইনে, যা ভাল হয় ভাই—তোমার ভাতারকে
ডেকে করো।

তর। এর আর ভাল মন্দ কিসের? ভাই ভাই
ঠাই ঠাই—আছেই। ছোটবাবু মারবেন,
মাত্লামো করবেন, ভদ্রলোক বাড়ী এলে
তারে অপমান ক'রে তাড়াবেন, আমি বলি গে
যে বড়গিন্নীর ছুকুম, এ সব স'য়ে থাকতে
পারো—থাকবে, নইলে যে যার পথ দেখ।
ও মা, এত কিসের গা?

বিরজা। যা করতে হয় করিস, একদিনে পালাবে
না, সব বামো থেকে সেরে উঠেছে, একটা
কিচিকিচি ক'রে বামোটা বাড়ানি—ভিন্ন হ'তে
চান্—আমি বলে ভিন্ন ক'রে দেবো, দু দিন
সবুর কর।

তর। উঃ, কত দরদ!

[প্রস্থান।

সরো। হ্যাঁ দিদি—তোমরা ভিন্ন হবে?

বিরজা। না না—তুই এ সব কথা কিছু ছোট-
বাবুকে বলিসনি।

সরো। আমি বলবো—আমি তোমাদের দাসী;
দিদি! আমি তোমাদের পায়ে পায়ে থাকবো।
দিদি, ছোটবাবু সংসারের কিছু জানে না, আমিও
কিছু জানিনি; তুমি নীরেকে বোকাও, আমা-

দেয় যেন ভিন্ন ক'রে না দেয়। আমি ছোটবাবুর
পারে ধ'রে বলবো, নীরোকে কখনও আর কিছু
বল্বে না।

বিরজা। না—না,—যা—আমি নীরোকে বল্বে, তুই
কাদিস্‌নি।

সরো। (পদধূলি গ্রহণ)

বিরজা। জন্ম-এয়ো হও, ব্যাটা কোলে ক'রে রাজ
রাণী হ'য়ে ঘর-ঘরকরা করো।

[সরোজিনীর প্রস্থান।

ছোঁড়া-ছুঁড়ী ছ'জনেই সংসারের ভালমন্দ কিছুই
জানে না।

(মন্মথের প্রবেশ)

হাঁপরে মোনা, নীরে না কি তোকে ভেতুড়ে ব'লে
বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে ব'লেছিল?

মন্মথ। কে বল্ল বড় না? নীরো'দা রাগলে
অমন কত কি বলে, আমিও কত কি বলি!
বড়মা, আমার এই টাকা ক'টা রাখো। (নোট
প্রদান)

বিরজা। হাঁপরে, তুই টাকা কোথা পাস্‌? জলপানি
থেকে জমাস্‌ না কি?

মন্মথ। না—না।

বিরজা। এ যে ছ'হাজার টাকার ছ'খানা নোট
দেখছি! কোথায় পেলি?

মন্মথ। কেন, বড় মা—আমি যে ফুলের বাগিচা
ক'রেছি, ফুল বেঁচি, সাহেবেরা খুব পছন্দ করে,
খুব দাম দিয়ে নেয়।

বিরজা। তা এ টাকা আমার কাছে রাখ'ছিস্‌ কেন?
ব্যাঙ্কে জমা দে না, হুদ পাবি।

মন্মথ। সে এখন ব্যাঙ্কে কোথায় রাখ'বো; আমার
চাকরী হয়েছে, বড় মা!

বিরজা। কোথা?

মন্মথ। বিদেশে—আমি যাব।

বিরজা। বিদেশে—কোথা যাবি? বুঝেছি—বুঝেছি,
নীরের কথায় অভিমান ক'রেছিস্‌ বুঝি?

মন্মথ। না—বড় মা!

বিরজা। দেখ মোনা—আমার সঙ্গে মিছে কথা ক'স্‌
নি। খবরদার, যেতে পাবি নি, তুই কেন অভি-
মান করেছিস্‌? তুই কি ওদের খাস্‌, না ওদের

বাড়ীতে থাকিস্‌? আমি তোর মা! তুই
আমার কাছে থাকিস্‌। আর রাগ ক'রে যে
বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিস্‌, আমি বুড়ো মানুষ, যদি
ব্যাঁমো-স্ত্যামো হয়, কে দেখবে? ওদের তো
সব ভাগবত'রা হ'তে চ'লো। আমার দেখ'বে
শুন্বে কে? নে—নে—তুই রাগ করিস্‌ নি।

মন্মথ। বড় মা, তুমি যে আমার মা, তা কি আমি
আজ জানি? আমার মা বেঁচে থাকলে এত
স্নেহ করতেন কি না জানিনে। যেথায় থাকি,
এক দণ্ড কি তোমার খোজ না নিয়ে থাক'বো
আমি? আমার মনে হয়, মা ভগবতীর মূর্তি
তোমার মূর্তি; তোমায় প্রণাম ক'রে যে কাজে
যাই, সেই কাজ আমার পূর্ণ হয়।

বিরজা। নে নে ছোঁড়া, টাপর টাপর কথা
রাখ্‌, তোর কিসের অভিমান?

মন্মথ। বড় মা, এদের সংসার ভাঙ'বে। তুমি
আমায় রেখে কেন লোকের কাছে দোষী হবে?
তোমার নামে যদি কোন কথা শুন্তে হয়,
আমার বকে বজাঘাত হবে। তুমি আমায়
মানা ক'রো না। তুমি আজই বুঝতে পারবে,
কতদূর কি হয়েছে। তুমি পা'র ধূলা দাও, তুমি
ভেবো না, আমি যেখানে থাক'বো, তোমার পা'র
ধূলাতে আমি রাজরাজেশ্বর হব।

(পদধূলি গ্রহণ)

বিরজা। আচ্ছা, তুই যা'স্‌, যাবি। আজ কিছু
করিস্‌ নে, আমি কা'ল যা হয় তোকে বলবো।

(মন্মথ গমনোচ্চত)

দেখিস্‌, আমার দিবা, কোথাও যাস্‌নি।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাক্ষ ।

—*—

পথ ।

হীরা ঘোষাল ও ভৈরবা ।

হীরা । ভৈরবা, তুই এক কাজ করতে পারবি ?
ভৈরবা । খুব পারবো, আমি এখন খুব সেরানা
হয়েছি ।

হীরা । আমার মাচার সব লাউ পাড়তে পারবি ?

ভৈরবা । খুব পারবো, আমার হাত খুব সাফাই
আছে ।

হীরা । আমার মাচাটা ভেঙ্গে দিতে পারবি ?

ভৈরবা । খুব পারবো, তিন লাড়ায় ভাঙ্গাব ।

হীরা । পারবি বলছি—মেজোবাবু তোরে যে
বকবে ?

ভৈরবা । তাই তো, তার একটা হদিশ্ করো ।

হীরা । তুই পারবি নি ।

ভৈরবা । খুব পারবো, তুমি বল কেন ।

হীরা । তোকে যখন মেজোবাবু বলবে—“মাচা
কে ভাঙ্গলে ?” তুই বলবি—“ছোট বাবু হুকুম
দিয়েছে ।”

ভৈরবা । কই, ছোট বাবু তো হুকুম দেন নাই ?

হীরা । ছোট বাবু হুকুম দিলে বৈ কি ! ভুনিস নি ?
এই বেটা বকুনি খেয়ে মরবে !

ভৈরবা । অ্যা—ছোট বাবু হুকুম দিয়েছে ?

হীরা । দিলে না ? তোর সাক্ষাতে এই যে এইমাত্র
হুকুম দিয়ে গেল ?

ভৈরবা । ছোট বাবু হুকুম দিয়েছে, ঠিক বলছ ?

হীরা । ছোট বাবুর যে লাউ খেতে ইচ্ছা হয়েছে রে ?

ভৈরবা । লাও তবে, তোমার মাচা ওড়ড় করি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

সপ্তম গর্ভাক্ষ ।

—*—

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর ।

উপেন্দ্র, তরঙ্গিণী ও নীরদ ।

উপেন্দ্র । তোমাদের মন্তব্যটা কি ?—বাড়ী ছেড়ে
পালাবো—কি ক্ষেপে গিয়ে ধেই ধেই ক’রে
নাচবো—না ভাইকে খুন ক’রে ফাঁসী যাব ?
কি হ’লে ভাল হয় বল—তাই ক’ছি ।

তর । তুমি ভাইকেই বা খুন করবে কেন—ছাংটো
হয়ে নাচবেই বা কেন ? আমাদের মায়ে-
পোয়ের একটা ব্যবস্থা ক’রে দাও । ভাল কথা
নেই, মন্দ কথা নেই—দিদি মুখ-ঝামটা দেবেন,
আঁত জালিয়ে কথা ক’বেন নে, ভাতারকে
নিয়ে ভিন্ন হবি । তোমার ভাই আসবেন
হুক্কে হুক্কে মার্ত্তে, তিনি মদ খাবেন, নাচ-
বেন, খান্কা আনবেন, আমার এই বউটিকে
আজ বাদে কাল আনবো মনে কছি । এর
ভেতর আমরা থাকতে পারবো না, এ তুমি
ভালই বল, আর মন্দই বল ।

উপেন্দ্র । নীরো বাবু, তোমারও ওকালতী কি
তোমার গর্ভধারিণী ক’চ্ছেন ?

নীরদ । কেন ম’শায়, আমি তো কিছু বলি নাই ।
মা’র খেয়েছি, লেগেছে, মার কাছে এসে ব’লেছি,
এই অপরাধ আমার—এতে আপনি যা বলেন ।
ব্রাহ্মণ আপনাকে দেখতে এসেছেন, তাঁকে উনি
একটা বেস্তার কথায় অপমান ক’রবেন, দরো-
য়ানকে দিয়ে বাড়ী থেকে বা’র ক’রে দেবেন,
আমি একটা কথা ক’য়েছি, এই অপরাধে মা’র ।
কেন অপরাধ কর্ত্তম, উনি শাসন ক’রতেন,
তাতে মাথা তুলে কথা কইতুম, উনি মা’রতেন,
ধ’রতেন, যা করতেন—আমি সহিতুম । এ চাকর-
নফরের সাক্ষাতে বিনা ঘোষে অপমান করবেন ?

উপেন্দ্র । এ আর্জি শুনেছি, এ আর্জি শুনেছি, এখন
আমায় কি করতে হবে, সেইটে বলো । এই
তো আমি মরণাপন্ন, তোমাদের দয়া নাই, ধর্ম
নাই, ভাল, কি করতে হবে বল ।

তর । তা বেশ তো, তুমি সারো না—আমি না হয়
ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ী যাই, এমন কি

লোক যায় না? এখানে থেকে রোজ কচুচি, তুমিও বেজার হও।

উপেন্দ্র। হাঁ, আমার শান্তিতে রেখে চ'লে যাবে—সোজা মীমাংসা ক'রেছে, তার পর বাড়ী ঘর-দোর বখরা হ'য়ে, মাঝে পাঁচিল উঠলে আসবে।

তর। ভাগ-বখরা হয়, বাড়ীর ভেতর পাঁচিল ওঠে, তার সঙ্গে আমার স্ত্রীবাদ কি? আমি বারোমাস ত্রিশদিন এই খোঁটা খেয়ে থাকবো, তা পারবো না।

নীরদ। আপনার অসুখ ব'লে সব কথা বলি নাই।

উপেন্দ্র। খুব অসুখই সকল কথা খুলেই বল।

নীরদ। ছোটবাবু ভৈরবাকে হুকুম দিয়ে ঘোষাল ম'শায়ের লাউ-মাচা ভেঙ্গে লাউ পেড়ে আনিয়ে-ছেন, ব্রাহ্মণ কঁাদতে কঁাদতে এসেছিল; আমি আর কি ব'লবো।

উপেন্দ্র। কেন, ট্রেস্পাসের নালিস ক'রতে বলো না।

নীরদ। আপনি আমার উপরেই রাগ ক'চ্ছেন, তা কি ব'লবো।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। মেজদা, দেখুন, আপনার ব্যামো ব'লে কোন কথা আমি আপনাকে জানাই নাই। নীরো রটাচ্ছে, আমি ভৈরবাকে হুকুম দিয়ে হীরু ঘোষালের লাউ-মাচা ভাঙ্গিয়েছি; ভৈরব তোর হাঁড়ি নষ্ট ক'রেছে, এ সব কি বলুন?

উপেন্দ্র। আমি আর কি ব'লবো বল? আমার ব'লবার আর কিছু নাই।

(বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। থাক—থাক, আজ ওসব কথা থাক না শৈলেন। মাচা ভেঙ্গেছে, খুব ক'রেছে, ও বা পারে করুক গে। হীরু ঘোষাল ভৈরবাকে আপনি সঙ্গে ক'রে নে গিয়ে মাচা ভাঙ্গিয়েছে।

তর। দিদি, হাত গোপো না কি—না মোনা ব'লেছে।

উপেন্দ্র। কেন, থাকবে কেন? সব মীমাংসা আজই ক'ছি। শুনি নাকি তুমিও তোমার সব বুঝে প'ড়ে নিতে চাও?

বিরজা। তুমি ঠাণ্ডা হও; সে কথার পিঠে কথা একটা হয়ে গেছে।

উপেন্দ্র। কেন, কথার পিঠে কথা কেন? যখন মিটেছে, তখন সব দিক্ মিটে যাক।

শৈলেন্দ্র। নীরদ, তোমার কাছে কি অপরাধে অপরাধী আমি যে, এই অপবাদটা রটাচ্ছ? কত বড় কথাটা বল দেখি?

নীরদ। বড় ছোট কথা তো আমি জানি নি, বা সত্যি, তা বলেছি।

শৈলেন্দ্র। তুই ভারি পাঞ্জী! আমার কি কর্বি মনে ক'রেছিস? পৃথক্ ক'রে দিবি—দে। অত ফন্দীফান্দা ক'ছিস কেন?

বিরজা। থাম না শৈলেন।

শৈলেন্দ্র। থামবো কি গো? শুনিছ, হীরু ঘোষালকে ব'লে দিয়েছে, পুলিশে নালিশ করতে।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ নীরদ?

নীরদ। উনি এখন কত রকম বলবেন! উনি আমার নামে কি না ব'লছেন!

শৈলেন্দ্র। কি কি, তোর নামে কি কি ব'লেছি বল?

নীরদ। আর কি ব'লবেন? বাবা কবে মরবেন, আমি টাকছি, আমি কার সঙ্গে ইসারা করি! আর কি ব'লে সমুদ্র হ'ন—হোন। আমি সত্য-পথ ধ'রে আছি, আমি তাতে ভয় করি না।

শৈলেন্দ্র। তোর অগাগাগোড়া মিছে।

নীরদ। আপনার মত অত শিক্ষা আমার নাই।

শৈলেন্দ্র। দেখ, ছুঁচো, জুতো খাবি।

নীরদ। দেখুন—আমার অপরাধ দেখুন।

উপেন্দ্র। হ'জনের কাছেই ঘোড়হাত ক'ছি, হিরু হও। সব বুঝেছি, যাতে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়—তা ক'ছি।

শৈলেন্দ্র। কেন মেজদা—আমার অপরাধ ক'ল?

উপেন্দ্র। অপরাধ কারো নয়—অপরাধ আমার! এতদিন বুঝতে পারি নাই, তাই টানটানি ক'রেছি; তা দেখ বাবা নীরদ, শৈলেনের সঙ্গে আমি প্রাণ ধ'রে পৃথক্ হ'তে পারবো না, তুমিও এক ছেলে,—দ্বীপুত্রও ত্যাগ করতে পারবো না। এতদিন শান্তিতে চ'লে এসেছে—তোমাদের ভালাগে নাই; মারামারি, দাঙ্গা, কোজদারী হাইকোর্ট ক'রতে চাও, তার উপায় ক'রে দিচ্ছি প্রাণ ভ'রে ক'রো। হুঁ একদিন সবুর করো, আমার যা আছে, তা তোমার নামে লিখে দিচ্ছি।

তার পর তোমরা খুড়ো-ভাইপোয় ভাগবথুরা
ক'রে নাও, আমার ছুটি দাও।

বিরজা। কেন, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছে কেন? নিতাই
তো ব'লে গেল ভাগ-বথুরা ক'রে দিচ্ছে।

তোমার যে অস্থখ বাড়বে, স্থির হও না।

উপেন্দ্র। আর আমার কারো দরদ ক'রতে হবে
না। দরদের আর দরকার নাই। আমার এ
যন্ত্রণা আর সহ্য হবে না। বউদিদি, তোমায়ও
বলছি, বিষয় রইলো, আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি নে;
তোমার আপনার কড়াগণ্ডা বুঝে নাও।

বিরজা। সে আবার যা হয় ক'রবো; যা যা—
তোরা যা।

উপেন্দ্র। না, কেউ যেও না। শোনো নীরদ,
ডাক্তারেরা হাওয়া বদলাতে যেতে ব'লছে। বিষয়
আমার স্বকৃত রোজগারের নয়, বিষয় পৈতৃক,
তুমি ওরারিসান, তোমায় লেখাপড়া ক'রে দিয়ে
যাচ্ছি। তুমি যা বোঝো, তাই ক'রো। আমার
খাবার মত আমি রাখছি, আর সব তোমায়
দিচ্ছি। বড় বউদিদি, তোমায়ও কেরালো ক'রে
নাও; না ক'রে নাও, তোমার দিবা আছে।

বিরজা। ছিঃ! দিবা দিও না।

উপেন্দ্র। একশোবার দিবা দেবো; নাও, সব
বুঝে স্তব্ধ নিয়ে আমার ছুটি দাও। দাদা ছুটি
নিয়ে গেছে, আমিও ছুটি নিয়ে যাবো। নাও
নাও, বুঝে স্তব্ধ নাও, এখনি নাও, দেবী
ক'রো না। না নাও, সকলকে খুন ক'রবো।
আমায় পাগল পেয়েছ—আমায় নাচাবে মনে
ক'রেছ? সে জ্ঞো নাই, আমি শক্ত আছি।

বিরজা। দেখ—দেখ—কি সর্বনাশ হয় দেখ্।

উপেন্দ্র। সর্বনাশ হোক—সর্বনাশ হোক, সকলের
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। দাদা আমায় ব'লেছে—
উড়িয়ে পড়িয়ে দে, পথে পথে সব ভিক্ষে করুক।
দাদা—দাদা—শৈলেনকে দূর ক'রে দাও, আমার
নীরোকে সব দিয়ে যাও। শৈলেন আমার কে?
ভাই বই তো নয়!—ভাই ভাই ঠাই ঠাই
আছে। নীরে আমার আপনার, স্ত্রীপুত্র
আপনার।

বিরজা। তোরা দেখছিস্ কি?—শীগগির ডাক্তার
ডাক্তে যা।

উপেন্দ্র। না না—ডাক্তার কেন—ডাক্তার কেন?

উকীল ডাকো—আমি নিজেই যাচ্ছি। বাড়ীর
ম'ঝখানে পাঁচিল ভোল, পূজার দালান ভাঙ্গ—
ভাঙ্গ—ভাঙ্গ—পাচ্ছি নি! (মুছল)

(মন্মথের প্রবেশ)

মন্মথ। বড় মা, তুমি দাঁড়িয়ে র'য়েছ, এইটে
হ'লো।

উপেন্দ্র। (উঠিয়া) বেশ হ'য়েছে—খুব হ'য়েছে—
তোর কি—তোর কি!

মন্মথ। মাসীমা, ব্রাণ্ডীর বোতল কোথা? ইন্স—
নাড়ী যে ভারি ক্ষীণ! নীরো দাদা—শীগগির
ডাক্তারকে খবর দিন—শীগগির ডাক্তারকে
খবর দিন—

শৈলেন্দ্র। আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—

[প্রস্থান।

মন্মথ। মেশো মশায়,—মেশো ম'শায়—একটু
জল খান।

উপেন্দ্র। না না—জল খাবো না—জল খাবো না—
এ বাড়ীতে জল খাওয়া আমার হয়েছে।

নীরদ। মন্মথ—মন্মথ!—মদ দিও না. মদ দিও
না—অ'রো গরম হবে।

মন্মথ। না, নীরো দাদা! আমি কি কচ্ছি, আমি
জানি, মেডিকেল কলেজ আমার সে অধিকার
দিয়েছে।

(ডাক্তার ও শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

বিরজা। ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু—সর্বনাশ
হ'য়েছে। বুঝি ক'জনে মিলে মানুষটাকে আমরা
আছড়ে মার্লুম। আহা! সংসার নিয়ে পাগল;
আমরা ওরে চিরদিন জালালুম, শেষে প্রাণ
নিতে ব'সেছি।

ডাক্তার। ঠাণ্ডা হোন, ঠাণ্ডা হোন—দেখতে দিন।

শৈলেন্দ্র। নীরো, বাবা—তোর হাতে ধ'রছি, তুই
সব ভুলে যা, দাদা বেঁচে উঠুক, তুই বংশের এক
ছেলে, তুই সর্বস্ব নিন্স। আমার হাততোলায়
উপর রাখিস্। বড় বৌদিদি কি ক'রলুম—কি
ক'রলুম—কেন ঝগড়া ক'রেছিলুম!

মন্মথ। আনি 30 drops ব্রাণ্ডী দিয়েছি।

ডাক্তার। আর এক ডোজ দাও, you have sa-
ved the patient's life. Terrible nervo-

us weak ness, একটু stimulant ক'রে
যাও, colla se না হয়ে পড়ে। সকলে ঘর
থেকে স'রে যান। এ ঘরে আপনাদের কারো
অধিকার নাই। মন্থ থাকবে, আর আমি যে
nurse পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে থাকবে।

শৈলেন্দ্র। হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, ভয় নাই তো ?

ডাক্তার। ভয় নাই আর কেন ? রোগের চেয়ে
তোমাদের ভয় ! এই অবস্থায় থেয়েখেইয়ি ক'রে
যেন মানুষটাকে না মারো, একটু ঠাণ্ডা থাকতে
দাও।

বিরজা। বাবা, বল বল—প্রাণটা পাবে তো ?

ডাক্তার। উপস্থিত তো বিশেষ ভয়ের কারণ দেখছি
নে। আর গোলযোগ কিছু না হয়।

উপেন্দ্র। ভয় নাই—ভয় নাই—ম'বো না,—ম'লে
এত দেখবে কে ? ভয় নাই—ভয় নাই—

ডাক্তার। ঘুমের ঔষধটা দিয়েছে !

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:—

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

উপেন্দ্র, বিরজা ও তরঙ্গিনী।

বিরজা। ডাক্তাররা ব'ললে, তুমি বেড়িয়ে এস তোমার
প্রাণ থাকলে সব বজায় থাকবে। তুমি বেরিয়ে
পড়, সংসারের যা হয়—হবে।

উপেন্দ্র। ডাক্তার তো ব'লছে, কিন্তু আমি তো
না নিশ্চিত হ'তে পারলে নয়। দাদার উইল
মতে তোমার বিষয়ের আমি একজিকিউটার,
তুমি যেন আমাদের মাঝায় প'ড়ে; আমার হাত-
তোলার উপর থেকে সংসারে বাদীর মতন
খাটুছো। কিন্তু আমি তো মনে-জ্ঞানে জানি,
তোমার বিষয় তোমার, আমরা তার অধিকারী
নই।

বিরজা। তোমার ঐ এক আজগুবি ভাবনা, আমার
বিষয়ের আবার অধিকারী কে ? আর কার
সংসারে বাদীগিরি করি ? আমি হাতে তুলে
দিলে তবে তোমরা খেতে পাও।

উপেন্দ্র। এই বোঝো; আমার নিশ্চিত হ'তে
বলছো, তুমি বিধবা মানুষ, তোমার এত টানা-
টানি কেন ? তুমি এ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে
তীর্থার্থ কেন কর না ?

বিরজা। তা চলো, কোথা বেড়াতে যাবে, আমি
তোমার রেখে আসি।

উপেন্দ্র। আমার রেখে আসবে, আমার মন রেখে
আসতে পারবে না। তুমি ঠিক অবস্থা বুঝতে
পাচ্ছ না, তাই আমাকে বেড়াতে যেতে বলছ।
আমি দেখছি, নীরের বুদ্ধি ভাল নয়। শৈলেনে
ওতে বনিয়ো থাকতে পারবে না। ও আইন
শিখেছে, খালি আইন তোলে। আর হীরা ঘোষা-
লকে যদি সত্যি শৈলেনের নামে নালিশ ক'রতে
ব'লে থাকে, এ কি তুমি সহজ মনে ক'রছ ?

বিরজা। তুমি শৈলেনের জন্তে ভেবে না। ও কুচ-
টেপনা জানে না ; বেয়েস দোষে খারাপ হ'য়ে
প'ড়েছে, শুধরে যাবে ; অমন হয়। এই তোমার
ব্যামোর ক'দিন একবার বিকেলে ঘুরে আসতো,
একদিনও মদভাজ-ছোঁয়া নাই। আমার পায়ে
ধ'রে কেঁদে ব'লেছে, দাদা যা করবেন করুন।
ওর সরল প্রাণ, ও ব'লেছে—একটা কোঁকে
প'ড়েছি, কাটাতে পাচ্ছিনি ; যখন বুঝেছে,
শুধরে যাবে।

উপেন্দ্র। তা হ'লে আমার বেড়াতে যেতে হয় না,
আমি আজই আরাম হই। আমি মনে করি,
ওরে তফাৎ করি, কিন্তু আমি দেখতে পাই, ও
সম্পূর্ণ আমার মুখ চেয়ে আছে।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

বিরজা। ঐ দেখ-দেখি, তোর জন্তে তোর দাদা
বেড়াতে যেতে পাচ্ছে না। বলে, তোতে নীরেতে
ঝগড়া করবি, ও সেখানে নিশ্চিন্তি থাকবে কি
করে ?

শৈলেন। বড় বউ-দিদি, আমি আর কিছু করবো
না ; নীরে যা করে করুক, আমি আর কিছু
বলবো না।

উপেন্দ্র । তুমি কি বল ?—তোমায় যে ভূতে পায় ।
শৈলেন্দ্র । না মেজদা, আমি শোধরাণার চেষ্টা
করবো। তবে আমার মাসোহারা বাড়িয়ে দেন,
আমার ওতে চলে না ।

উপেন্দ্র । শৈলো তুমি আমার বিপদগ্রস্ত করেছ ।

শৈলেন্দ্র । কেন মেজদা--কেন ?

উপেন্দ্র । তোমায় মাসোহারা বাড়িয়ে দেবো, সে অতি
সহজ কথা । সে তোমারই টাকা--তোমায়
দেবো। তুমি খরচ করে সর্বস্ব উড়াও, সে
তোমারই যাবে। আমি তোমার বখরা তোমায়
দিয়ে এখন নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। আমি অনেক
ভেবেছি--নিশ্চিন্ত হই; কিন্তু মনে করি, আর
আমার মাথায় আগুন জলে। তুমি কিছুই বোঝো
না, সংসারের কিছুই জানো না, বিষয় পেলে তুমি
তিন দিনে ওড়াবে। এ অবস্থায় আমি কি
করবো--আমি বিষম সঙ্কটে প'ড়েছি । অস্ত্রের
যেন ভাই হয়, তুমি যদি সেই ভাই আমার
হ'তে, চিন্তার কোন কারণ ছিল না। আমি
বাড়িয়েছি বই নষ্ট করি নাই। আমি তোমাদের
কড়ায়-গাওয়া বিষয় বুঝিয়ে দিতে আজই পারি।
—তুমি বুঝেছ কি- আমার কি সঙ্কট ?

বিরজা । না--না--ও বুঝেচে । বুঝে চ'লবে বই কি ।
উপেন্দ্র । না বড় বড়, তুমি বোঝ না; তুমি মনে
কচ্চ--যেমন বিজয়া দশমীতে দিকি খেয়ে নেস-
করে, এ সেই রকম মনে কল্লই ছাড়া যায়--কিন্তু
তা নয়। আমি সন্ধান নিয়েছি। ওর সঙ্গ
জুটেছে, যারা উচ্ছন্ন দেয়--এমন সব লোকের
সঙ্গ ওর আলাপ ! এ যে কতদূর শৈলেন সামলে
উঠতে পারবে, তা আমি জানি না। শোনো
শৈলেন, যদি এ সংসর্গ তুমি ত্যাগ না করো,
একেবারে ভ্যাগ--ক'ল করবো নয়, তা হ'লে
তুমি সামলাতে পারবে। নচেৎ জেনো, তোমার
সামলাবার আর কোন উপায় নাই ।

শৈলেন্দ্র । আপনি যা বলবেন, আমি তা করবো ।

উপেন্দ্র । পারবে ? দেখ--ভাল করে বিবেচনা
করো ।

বিরজা । হ্যাঁগা, তুমি অমন ক'চ্চ কেন ? শোধরাবে
তো বলছে ।

উপেন্দ্র । বড়বউ, দাদাকে দেখেছিলে--দেবতাকে
দেখেছিলে ! দাদার সঙ্গীদেরই জানো ; বায়ু-

কির মতন সংসার মাথায় ক'রে আছ, যাওয়াছ
দিচ্ছ--লোকজনকে প্রতিপালন ক'চ্ছ,-এর
বাইরে যে কি দৈত্যের সংসার আছে--তা জান
না ! কি পিশাচের নৃত্য, তা শুনে তুমি কানে
আঙ্গুল দেবে। বেখা, মাতাল কথায় শুনেছ,
তার কি পদার্থ যদি জানতে, তাদের কি কুহক,
তা যদি তোমার ধারণা থাকতো, তা হ'লে
শৈলেনের জন্তে আমারই মত ব্যাকুল হ'তে !
তোমার শৈলেন ঘূর্ণিপাকে প'ড়েছে, তা থেকে
তুলতে পারবো কি না জানি না ।

বিরজা । হাঁরে--কি ক'রেছিস ?

উপেন্দ্র । ও জান না কি ক'রেছে--ও সরলপ্রকৃতি,
কালসপর্পকে বিশ্বাস ক'রেছে, উচ্চ আমোদের
আস্বাদ না পেয়ে, নীচ আঘোদে রত হয়েছে ।
সঙ্গ গুণে বুঝেছে, জীবনের সার এই কুৎসিত
আমোদ ! শৈলেন, শোনো, আমি যা বলি,
শুনবে ?

শৈলেন্দ্র । আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনবো ।

উপেন্দ্র । দেখো, পেছোবে না ?

শৈলেন্দ্র । আজ্ঞে না, আপনি যা বলবেন--শুনবো ।

উপেন্দ্র । তবে প্রস্তুত হও ; আজই আমি বেড়াতে
যাবো, তুমি আমার সঙ্গে চলো। তুমি এই
কোলকাতা সহর দেখেছ, আর তো কিছু দেখ
নি ? সংসার কি, দেখবে চলো। যে অর্থ
তুমি ধূলো জ্ঞানে খরচ ক'চ্ছ, দেখবে--সেই
অর্থে শত শত ব্যক্তির জীবন দান ক'রতে
পারবে। খরচ করতে চাও, চলো দেখাই গে--
কত খরচ করার জায়গা আছে। দেখবে,
কত দেখবার স্থলর জিনিস আছে। প্রস্তুত
হও, আমি গাড়ী রিজার্ভ করতে পাঠাচ্ছি ।

শৈলেন্দ্র । আজই ?

উপেন্দ্র । হ্যাঁ--আজই--এখনই ।

শৈলেন্দ্র । যে আজ্ঞে ।

[গ্রহণ ।

বিরজা । কি ভাবছ ?

উপেন্দ্র । আজ তো গাড়ী রিজার্ভ হবে না ; একদিন
আগে নইলে হয় না। রিজার্ভ গাড়ীতে না
গেলে শৈলেনের কষ্ট হবে। কিন্তু ওকে বাড়ীতে
রাখতে আমার ভরসা হয় না, কখন ফুক ক'রে
বেড়িয়ে পড়বে। রাত হ'লে ওর মন আনুচান

করবে, লুকিয়ে পালাবে। আর তারা ফিরতে দেবে না।

বিরজা। কালকের দিনটে ভাল নয়—কাল তেরস্পর্শ।

উপেক্ষ। সন্ধ্যার পর দিন ভাল আছে, আমি পাঁজী দেখেছি। ভাবছি, সেই সময় যাত্রা করে, সিঁথির বাগানে গিয়ে থাকবো। বজ্রবাহুব নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে কাল ৮ টার ট্রেনে বেরিয়ে যাবো।

বিরজা। বেশ পরামর্শ ঠাউরেছ।

উপেক্ষ। ও যাবে কি? আবার পাঁচ জনের পরামর্শে মত বদলাবে না তো?

তর। মত বদলেই আছে, দেখলে না, গৌজ গৌজ করে চলে গেল।

উপেক্ষ। তা আমি তো চেষ্টা করে দেখি।

বিরজা। এদিকবার বন্দোবস্ত কি করবে?

উপেক্ষ। ভাবছি, নীরোর নামে মোস্তারনামা দিয়ে বাব, অবিশি নিতাই উকীল সব করবে কন্ঠাবে বলেছে; কিন্তু তবু আমার নাম সহী করার ভার রইলো, ও কি করতে কি করবে, তাই ভাবছি।

বিরজা। কি—ও টাকাকড়ি নষ্ট করবে—ভাবছ?

উপেক্ষ। যাক—যাহবার হবে, আমি তো ওক নিয়ে বেড়িয়ে যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ।

—:—

কুমুদিনীর গৃহ।

কুমুদিনী ও শরৎ।

শরৎ। তোমরা যে বসে বসে রাত জুপুর পর্যন্ত ইয়ারকি দেবে, আর আমি ফিরে ফিরে যাবো, তা বাবা পোষাবে না।

কুমু। তুই তো জোটালি, আমি কি জুটতে চেরে-ছিলুম?

শরৎ। আমি জুটিয়েছিলুম—বড় মন্দ করেছিলুম? জুটিয়েছিলুম—হ'পরশা পাবে—রাত ৯টা ৯টার সময় বিদায় করবে। তা নয়, গালাগালি ইয়া-

রকি চালাবে। এক ঘুমের পর যে উঠে আসা, তা আমার পোষাবে না।

কুমু। তা এখন কি তুই ছেড়ে দিতে বলিস? তা চল, কোথা নিয়ে যাবি, চল—এ বাড়ীতে থাকা চলবে না। আমি ছেড়ে দিলে, মা তুলতামসি ঝগড়া করবে। এই মাসে প্রায় চার পাঁচ হাজার টাকার গয়না দেবার কথা! প্রথমতঃ হীরের কাশটাটা কিনে দেবে বলেছে।

শরৎ। চার পাঁচ হাজার! কই, আমার পাঁচ শো টাকা দে দেখি, আমার দেনা পত্তর হয়েছে।

কুমু। হ্যাঁ, হাতে টাকা পেলে ভুতির ঘরে গিয়ে ওঠো, তোমার কি আমি চিনি নি! পরসার জন্তে খাঁটা মেরেছে তাই আমার কাছে এসে, আমিই তোমার জন্তে মরি। তোমার কি আমার উপর মন আছে?

শরৎ। তবে কি বাবা, আমি রাস্তার রাস্তার কার কি যাচ্ছে, খুঁজবো, আর তুমি দোতলায় পাঁচ ইয়ার নিয়ে মজা ওড়াবে!

কুমু। তুই এই পুজোটা পর্যন্ত সবুর কর, আমি মাঝে বুঝিয়ে ওকে ছেড়ে দিচ্ছি।

শরৎ। আমি ছাড়তে বলছি নি বাবা! আমার মদ-ভাঙ্গের খরচটা জুটও। পাঁচশো টাকা না পারে, বড় দেনার জড়িয়ে পড়েছি, শ'ই তিন টাকা জোগাড় করে দাও। ধোবারই দেনা পাঁচশ টাকা হয়ে পড়েছে, চার আনা করে কামিজটে কাচতে নেয়।

কুমু। আচ্ছা, দেখি। আমার হাতে ট'না নেই।

শরৎ। তোমার একখানা গয়না দাও—বাধা দিয়ে নিচ্ছি। আমার বাবা স্পষ্ট কথা, ফাঁকা পীরিত তোমার সঙ্গে চলবে না। তোমার কাপ্তান জুটিয়ে দিয়েছি, আমারও কিছু চাই। তা নইলে বাবা, আমিও আর এক বেটাকে বাগিয়ে সাগিয়ে নেব।

কুমু। তা নেবে বই কি! তুই ভারি বেইমান! আমি ওর জন্তে মরি—আর আমার মুখের সামনে কথা শোনা না! তা যাস—তোর যেথা ইচ্ছা যাস। উনি না এলে আর আমার মুখে ভাত উঠবে না!

শরৎ। আচ্ছা বাবা, চললুম—এই পর্যন্ত। ফের যদি ডাক্তে পাঠাও, টের পাবে।

কুমু। আচ্ছা, এখন ডাক্তে পাঠাবো তখন। (বালা

খুলিয়া) নে—এই নে, আর যদি কিছু চাইবি, তখন দেখবি।

শরৎ। এ বাংলা তো আমিই দিয়েছিলুম, এর চৌদ্দ আনা পেতল, এ বেচে আর কি হ'বে।

কুমু। তুই এমনই বেইমান। আর আমি কোথায় কি পাব, রেখেছিস্ কি? এক এক ক'রে তো সবই নিয়েছিস্।

(হীরা ঘোবালের প্রবেশ)

হীরা। কিসের বগড়া? এ দিকে সর্কনাশ! বাবু ভাই নিয়ে বেড়াতে বেরলো। হ'তিন মাস কিবুছে না। মতলবটা, বেড়িয়ে মন শোধরাবে, তোমায় ছেড়ে দেবে। এখন বগড়া রাখ, যদি রাখতে পার ত' তার উপায় দেখ।

শরৎ। কি! কি! ব্যাপার কি?

কুমু। এই তোরই নিষেঙ্গে নিষেঙ্গে তো আমার বাবুটি যেতে ব'সলো!

শরৎ। আরে থাম্—জোটাতে কে? কি হীরা! ব্যাপারটা কি?

হীরা। আরে, সে ব্যাপার ঢের। কোন রকমে যাওয়াটা ভুল কবুতে পারো—দেখ। গাড়ী রিজার্ভ হয়নি ব'লে আজ রাত্রে টি সিঁথির বাগানে থাকবে, কাল রোলে চড়বে,— তা' হলেই ফাঁকে পড়লে।

কুমু। তা আমি কি কবুবো?

হীরা। একখানা পত্র লেখ যে, তিন দিন যদি না দেখা পাই, বিষ খাবো।

কুমু। কি ক'রে পাঠাব, তুমি ত ব'লছ—বাগানে গিয়েছে?

হীরা। তুমি শীগগির লেখো। ওদের শেমো চাকর কাপড়-চোপড় নিয়ে বাগানে যাবে, তারই হাতে দেব, তুমি চিঠি লেখ, নীরো বাবু ঠিক পৌছে দেবে।

শরৎ। লেখ—লেখ।

কুমু। কেন, ছেড়ে থাক না, ব'লুছিলি যে?

শরৎ। সোনার চাঁদ, তুমি বগড়া করো, আমি তোমার ভালই খুঁজি। তুমি ছ, একশো টাকা দিতে আমার সঙ্গে শিচিমিচি ক'রো, আর আমি তোমায় গালা গালা পাইয়ে দিচ্ছি। নে—লেখ, লেখ, হাত ছাড়া হ'লে এমন একটা কাপ্তেন বাগানো ভায় হবে।

কুমু। দোয়াত-কলমটা আবার কোথায় ফেলেছি, ও ঘরে বুঝি।

[প্রস্থান।

হীরা। ওহে, নীরোদ তোমায় ডেকেছে।

শরৎ। কেন বল দেখি, কেন বল দেখি? সে আমার চেনে না কি?

হীরা। সে সব জানে, সে বিজু ছেলে।

শরৎ। তা চল না বাই, মতলবটা দেখি।

হীরা। সে বাড়ীতে দেখা কবুতে চায় না, বলে মোনা দেখবে। সে তোমাদের ক্লাসে প'ড়তো, তোমায় চেনে।

শরৎ। বাড়ীতে দেখা করাটা ঠিক নয় বটে, শৈলেন আমার উপর চটা; তবে কোথায় দেখা করি?

হীরা। তার বাড়ীর সামনে এক বেটা গাঁজাখোর আছে।

শরৎ। সে আবার কে?

হীরা। সে এক বেটা পাগল, ওর বড় দাদার ইয়ার ছিলো, তার পর শবসাধন না কি ক'বুতে গিয়ে ক্লেপে গিয়েছে। সেই ইস্তক ওর বাড়ীর সামনে শিবের মন্দিরে একটা ঘর ক'রে দিয়েছে, আর ওর খরচপাতিও সব দেয়।

(কুমুদিনীর প্রবেশ)

কুমু। ও আমি পারলুম না।

শরৎ। কি লিখলি?

কুমু। শৈলেন, যদি না দেখা করিস্ তো বিষ খাব।

হীরা। ঐ হবে, ঐ হবে—দাও। এসো—যাবে?

শরৎ। চলো।

কুমু। যাবি কেন, আজ থাক না। এখানে থাওয়া-দাওয়া কর না, আজ এখন তো সে আসতে পারবে না।

শরৎ। তোমার মুখ দেখে প'ড়ে থাকলে কি হবে চাঁদ, পরলা-কড়ির তো চেষ্টা কবুতে হবে?

কুমু। মর গে যা, তোর মুখ দেখতে নাই।

[শরৎ ও হীরা ঘোবালের প্রস্থান।

আমায় কি গুণ ক'রেছে! মা তো বলে মিছে নয়, ও হ'তেই আমি মজবো। এত মনে করি, আর দেখা ক'বুবো না, ও ডেকে গিয়েছে—এক

আধ দিন ফিরিয়েও দিইনি, আবার বিছানায়
মুখ গুঁজে সমস্ত রাত কেঁদেছি। ও চলে
গেল, আমার যেন নাওয়া খাওয়া ভাল
লাগচে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত।

—•••—

সরোজিনীর কক্ষ।

শৈলেন ও সরোজিনী।

শৈলেন। তুমি কেঁদো না, বেড়াতে যাচ্ছি, তার
জন্ত তোমার ভয় নাই, আমি বেশ ভালই
থাকবো। কিন্তু আমি থাকতে পারবো না।
আমার প্রাণ কেমন ক'রে!

সরো। আচ্ছা, তা হ'লে বড়ঠাকুরকে ব'লে তুমি
থাক না, তুমি বাবে কেন?

শৈলেন। না না, তুমি বুঝতে পাচ্চ না, আমার কি
হয়েছে। এখানে থাকলে আরও অধঃপাতে
যাবো। কি করবো, তুমি আমার বশ করবার
জন্ত গুণগান করতে পারো?

সরো। সে কি?

শৈলেন। আমি গুণগান করা আছে, আমি শুনেছি,
ও কেউ কেউ জানে। তুমি সন্ধান করো।
আমার বোধ হয় কি ক'রেছে, নহলে আমি
এমন হলুম কেন? তুমি বউদিদিকে ব'লে লোক
খোঁজো, যদি কেউ গুণগান করতে পারে, কেউ
যদি কিছু খাইয়ে আমার তোমার বশ করিয়ে
দিতে পারে।

সরো। ও মা, না না, এমন কথা মুখে এন না।
আমি নার কাছে শুনেছিলুম, কার কথায় কি
খাইয়ে, তার স্বামীকে মেরে ফেলেছিল।

শৈলেন। সেও ভাল, এ ভারি ঘটনা। আমার
মনে হ'চ্ছে—মেজদার রাগে রাগে, আমি ছুটে
সেইখানে চলে যাই। সেখানে গেলেও জলি,
এখানেও জলি, আমি এক দণ্ড স্থির থাকতে
পারি না।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। কাকাবাবু, আপনার সেই রিক্তভার
ফের পাশ করতে হবে।

শৈলেন। তা তুমি পাশ করিও।

নীরদ। তাতে একটা ষর থাকে, আমি নহ
জানি না, সে নহর না হ'লে তো পাশ হবে না
শৈলেন। সে কি—ক'হ—নহর-টহর তো দাঁ
নাই। এই চাবি নাও, আমার বৈঠকখানা
আলমারীতে আছে, দেখে নাও গো। এ
চাবি নাও, আমাকে পাঁচ হাজার টাক
চেক কাটা'লে কেন?

নীরদ। টাকার তো দরকার হবে। আমার না
মোক্তারনামা তো আজ সবে রেজিষ্টারী আকি
গিয়েছে, পেতে দেবী হবে, তা না হ'লে তো
আমি চেক কাটাতে পারবো না। ওর ব্যা
চেক কাটাতে গেলে এখনই ব'লবেন—'ব
হিসেব—কি কিতেব' এখন তাড়াতাড়িতে বি
ক'রে হিসেব করি?

শৈলেন। তা বেশ করছে।

[চাবি লইয়া নীরদের প্রস্থান]

শোন,—তুমি না হয় সঙ্গে চলো। আমি এক
দিনও দাদার সঙ্গে থাকতে পারবো না। আমার
এখন থেকে মন ছ ছ ক'রে। কেন তার জন্তে
এমন করি—বুঝতে পারি নে। সে পাগল, সে
আমায় ভালবাসে না, সে ঝগড়া করে, তব
তারে না দেখলে থাকতে পারি না! কি হলে
—এ আমার কি হ'লো!

সরো। তোমার যদি এমন প্রাণ কেমন করে
তা হ'লে তুমি বেড়াতে বেও না, আমি বউ
দিদির পায়ে ধ'রে বল্টি।

শৈলেন। তুমি কিছু বোঝ না, তুমি বোকা, আমার
সর্বনাশ হ'য়েছে, বুঝতে পাচ্চ না? আমার গু
করছে।

(নীরদের পুনঃ প্রবেশ)

নীরদ। কাকাবাবু, সে আলমারী খোলা
তাতে তো রিক্তভার নাই। খালি গোটা
কতক ডিকেনটার র'য়েছে, আর বোতল আছে,

আপনি আর কোথায় রেখেছেন—মনে করুন।
একদিন আপনি হাতে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন,
আমি দেখেছি। মন্থ জিজ্ঞাসা ক'রেছিল,
আপনি বলেছিলেন—কাকে দেখাবেন।

শৈলেন্দ্র। উ—সেখানে কি ফেলে এসেছি! না,
হাতে ক'রে এনেছি, আমার—

নীরদ। তা থাক—আমি এক রকম পাশ করাবো
এখন। কাকীমা, দেখেছ—উনি কোথায় কি
রাখেন, তার ঠিক রাখতে পারেন না। দেখলে
তো—দেখলে তো?

শৈলেন্দ্র। সত্যি আমার ভুলো মন, সব ভুলি।
কিছু একবারও তো তাকে ভুলিনি। কি
সর্বনাশ হ'লো!

(বিরজা ও তরঙ্গিনীর প্রবেশ)

মেজ বউদিদি, আমি পাগল, আমি তোমায় কত
কি বলেছি,—কিছু মনে ক'রো না, তোমার
নাগোও গেলেন, আমিও ভেমন।

তর। মনে আর কি করবো—মনে আর কি
করবো? তুমি বেশার ঝোঁকে কি বলেছ—তা
কি ধরি?

শৈলেন্দ্র। বড় বউদিদি, তুমি দাদাকে বলো, আমি
একেবারে ছ'মাস বেড়াতে পারবো না।

বিরজা। তা না পারিস্ নেই পারবি, তোর মেজ-
দাদাকে এক জায়গায় রেখে ব্যবস্থা ট্যাবস্থা
ক'রে চ'লে আন্বি! আর তোদের বাসাটাসা
ঠিক হ'লে, হয় তো আমিও ছোট বউকে নিয়ে
যাবো।

শৈলেন্দ্র। মেজ বউদিদি, তুমি একে দেখো; ও
ভারি বোকা, কিছু জানে না। ও আমার একটা
কথা বলতে জানে না, আমি চ'লে গেলে কেঁদে
কেঁদে মরবে। তুমি ওকে দেখো, বড় বউদিদি
সংসার নিয়ে থাকেন। ও বড় দুঃখী, মেজো
বউদিদি, ও বড় দুঃখী।

তর। দেখ না তো কি ভাসিয়ে দেবে?

শৈলেন্দ্র। তুমি কেঁদো না, তোমার কান্না দেখলে
আমার রাগ হয়, বেড়াতে যাচ্ছি, ভালই
তো হ'চ্ছে। ও কিছু বোঝে না—কিছু
বোঝে না।

বিরজা। তোমার দাদা গাড়ী জুতুত ব'লেছেন,

তুমি ভোরের হ'রে এসো। সময় ব'য়ে বাস
যাত্রা ক'তে হবে।

শৈলেন্দ্র। তা আজ তো যাওয়া হ'লো না, আজ
বাড়ীতে থাকলে কি হয়?

বিরজা। কাল দিনটে ধারাপ, আজ ভাল দিন
আছে, যাত্রা ক'রে ঠাই-নাড়া হয়ে বাগানে গিয়ে
থাকো গে। আমরাও সব যাচ্ছি।
শৈলেন্দ্র। আমি চলেম।

[বিরজা ও তরঙ্গিনীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া]

শৈলেন্দ্রের প্রস্থান।

[তরঙ্গিনীর ও বিরজার প্রস্থান। পশ্চাৎ সরোজি-
নীর বিরজার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ।]

বিরজা। কি রে?

সরো। ও দিদি, আমার মন কেমন হয়ে গেল,
তুমি ওরে যেতে দিও না।

বিরজা। হাঁরে, ভুই এমন আলবডে কেন? ভাই-
এর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে, থাক না কেন—
সুধরে যাবে।

সরো। ও দিদি, আমার সর্বনাশ হবে,—আমায়
এমন মন হয়েছিল, সেই দিন হঠাৎ বাবা মলেন।

বিরজা। দেখ আবাগী, মুখে গোবর টিপে দেবো।

সরো। না দিদি, তুমি ব'কো না, আমার মন ছ ছ
ক'রে কাঁদছে। কি হবে—কি হবে, মনে হ'চ্ছে,
সর্বনাশ হবে কে বলেছে!

বিরজা। চোপ্ বেহায়ি, অমঙ্গল কথা মুখে আনিস্
নি! ওরা ঠাকুর প্রণাম ক'রতে যাচ্ছে, আর—
ঠাকুর প্রণাম করবি আর।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০০০—

শিবমন্দিরের সম্মুখ।

নকুলানন্দ অবধূত।

(খাবার লইয়া ফুলীর প্রবেশ।)

অব। কে রে বেটা, কে রে বেটা—

ফুলী। বাবা, বড় গিন্নী তোমার এই রসগোল্লা
পাতিয়েছেন।

অব। খবরদার বেটা, মুখ সামলে কথা ক'স্।

ফুলী। কেন বাবা, কি হলো?

অব। খাবার বেটা “বাবা”! তোমার মা গচাবে?

ফুলী। তবে তোমার কি বলবে?

অব। বলি ভৈরব। না, তা হ'লে ভৈরবীর
কাঁক এসে ঘাড়ে প'ড়বে।

ফুলী। তা পড়লেই বা বাবা!

অব। বেটা, পড়লেই বা, সামলায় কে রে বেটা—
সামনার কে? আমি নন্দের গোপাল, হামা দিয়ে
বেড়াব! বুঝলি?ফুলী। হ্যাঁ বুঝলুম বই কি বাবা—তুমি নন্দের
গোপাল!অব। না, তাতেও প্যাচ আছে। বুঝাবনে বাণী
বাগাতে হবে, গোপিনী বেটির। ধড়ানোও
কেড়ে নেবে।

ফুলী। তবে কি হবে?

অব। আমি কার্তিক হব, ময়ূর চ'ড়ে উড়বো।

ফুলী। সেও তো বিশ্বাস নিয়ে গিয়ে পূজা করবে।

অব। তাকে পারবো। পূজা খেয়ে “না” বলে
ফুরক্ উড়বো।

ফুলী। বাবা—

অব। ফের বেটা বাবা—

ফুলী। খাবার কি ঘরে রাখবো?

অব। (গ্রহণ করিয়া) নে, গোটাকতক ক'লে নে,
কুমারী সেবা হোক।

ফুলী। না বাবা, সে তখন এসে প্রসাদ পাব।

অব। তবে বেটা তোর সেই নবমীর পানধানা
তুলিয়ে যা।

গীত।

শিহরি মা মনে হ'লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে।
নরি ত্রাসে কৈলাসে গে, কেমনে মা দিন কাটাবে
রবিশশী নাহি হেরে, ঘন মেঘে রাখে খেরে,
ভূতদানা তার সদাই ফেরে, মুখপানে তার কেবা চ
ভিক্ষে ক'রে আন্নে পরে, তবে হাঁড়ী চড়বে ঘরে
মন বুঝাব কেমন ক'রে, কপাল পোড়া কে বোচা
আপন কোকে ক্ষেপা থাকে, মাছুষ নয় বোঝাব কা
সে দেখবে কি দেখবি তাকে,

নিতি ভাং ধূহুরা খা

ফুলী। (স্বগত) হীরে ঘোষাল কাকে সঙ্গে ক'
আনিছে। কি মতলব আছে—মুকিয়ে শুনে
(প্রকাশ্যে) বাবা, এই মন্দিরটে সাক্ষ্য ক'
বিধিপত্রটুকুগুলো ফেলে দিই।

(ফুলীর মন্দিরে প্রবেশ।)

অব। বেটির ডাকিনী অংশে জন্ম, না যোগি
অংশে—না নারিক। অংশে!

(শরৎ ও হীর ঘোষালের প্রবেশ।)

হীর। তুমি এইখানে ব'সে আলাপ করো না, গার
টাকা খাও না।

[হীর ঘোষালের প্রস্থ।]

অব। কে তুমি?

শরৎ। আমার চেনেন না, অবধূত ম'শায়?

অব। চিনেছি, তুমি মুচি ভূতের বাচ্চা—

শরৎ। অবধূত ম'শায়, একটা টিপ করি দাও।

অব। ও, টিপ তৈরি করবি? তুই নন্দীর না
দেখছি, দেখি কেমন তুই মজবুত ভূত?।
তৈরি কর, আমি বেলগাছেয় বেক্সতারিয়ার না
আলাপ ক'রে আসি, সে এক আধ টান টান

[প্রস্থ।]

(নীরদ ও হীর ঘোষালের প্রবেশ।)

হীর। এই শরৎ বাবু।

নীরদ। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি দেখ, মোনা কোথায়
সে বেন এদিকে না আসে।

হীর। (স্বগত) বাবা, এত কি পরামর্শ আমার ছাপির
আমি শরৎ বেটার কাছে ঠিক বাদ ক'ছি।

নীরদ। যাও না, যাও না—দাঁড়িয়ে রইলে কেন?
মোনা খালি আমার তকে ফির্কে জানো?

শরৎ। (স্বগত) আমি ও তকে রইলুম। [প্রস্থান।

নীরদ। (সমীপবর্তী হটয়া) শরৎ বাবু।

শরৎ। কি নীরদ বাবু, আপনি আমায় ডেকেছেন?

নীরদ। হ্যাঁ, আপনি আমার একটি কাজ করতে পারেন? আমি আপনাকে একশো টাকা দিই।

শরৎ। কথাটা কি ভেঙ্গে বলুন?

নীরদ। আজ যদি কাকা বাবু কুমুদের বাড়ী ফেরেন, সেখানে একটা বগড়া ক'রে ফোজদারী বাধাতে পারবেন?

শরৎ। বাবা, বড়মামুষের সঙ্গে কে লাগবে বল?
শেষটা কি জেলে যাব?

নীরদ। তা যদি না যেতে হয়, আর উল্টে কিছু আদায় করতে পারেন, তা' হ'লে?

শরৎ। সে সব না বুঝে, জবাব করতে পাচ্ছি নে।

নীরদ। এমন যদি কাজ হয়, আপ'ন যদি প্যাঁচে পড়েন, আমিও প্যাঁচে পড়বো—তাহ'লে পারেন?

শরৎ। বাবা, যে রকম আঁচ দিচ্ছ, এতো একশো টাকার কাজ নয়। একটা গুরুতর রকম মতলব করছ।

নীরদ। আপনি ঠিক ঠাওরেচেন—একশো টাকা বায়না।

শরৎ। বাবা, বেশী রকম উঠতে পারবো না, চড়চাপড়টার উপর যদি চলে তো হয়।

নীরদ। পাঁচ হাজার টাকা পেলেও নয়?

শরৎ। কি—খুন-খারাপি রকম না কি?

নীরদ। তা যদি হয়?

শরৎ। না—ইয়ারকিটা আস'টা দিয়ে বেড়াই, অতদূর উঠতে পারবো না।

নীরদ। কাজ খুব সোজা, আমি যা দেবার তা দেবো, আর আপনিও কাকাবাবুর ঠেঙে কিছু আদায় করতে পারবেন।

শরৎ। আচ্ছা, রকমটা কি শুনি?

নীরদ। আপনাকে তো দেখলেই কাকাবাবু বগড়া করবেন। আপনি তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে—একটা রিভলভার দিচ্ছি, ছ'বার দেয়ালের গায়ে ছুড়বেন। আর আপনি পালিয়ে গিয়ে

খানায় জানাবেন, আপনাকে খুন ক'রতে এসেছিল।

শরৎ। এ অবধি এক রকম হ'তে পারে। এর কত দাম?

নীরদ। কি চান?

শরৎ। ছ' হাজার।

নীরদ। আর যদি বারান্দা থেকে ফেলে দেন, তা'হলে ক'হাজার?

শরৎ। ও বাবা, খুন হবে যে? স্থখী লোক—যদি মারা যায়?

নীরদ। আচ্ছা, একটা লাঠি-টাটি মেরে জখম করা?

শরৎ। কত টাকা?

নীরদ। পাঁচ হাজার?

শরৎ। টাকা না নোট?

নীরদ। নোট।

শরৎ। যদি নম্বর আটক করো? যে বিচ্ছু দেখছি, পারো বাবা।

নীরদ। আমি নগদ টাকা দিয়ে নোট নিয়ে দেব। নইলে নোট পুড়িয়ে ফেলবেন। আমি পাঁচ হাজার টাকা পোড়াতে দিচ্চি, কাজের জন্তই দিচ্ছি।

শরৎ। আচ্ছা, বাবা, দেখি।

নীরদ। আপনার কোন ভয় নাই, এই রিভলবারের গায়ে দেখবেন, কাকাবাবুর নাম লেখা। কথাটা বুঝুন, উনি বেড়াতে যাচ্ছেন, আপনারা স্রোণগ পেয়ে আমোদ কছেন। উনি সন্ধান পেয়ে রেগে রিভলবার নিয়ে খুন করতে গেছেন, ছ'বার রিভলবার ছুঁড়েছেন। আপনি প্রাণের দায়ে পালাবার উপায় না পেয়ে গুঁরে মেরে পালিয়েছেন। তাঁরপর attempted at murder এর নালিশ করবেন, মানের দায়ে আমাদের টাকা দিয়ে মেটাতেই হবে।

শরৎ। বড় প্যাঁচোয়া কাজ বাবা। এতদূর কখন এগুই নি।

নীরদ। আমি আপনার পেছনে আছি, মামলায়-মকদ্দমায় কখন আপনার টাকার অভাব হবে না।

শরৎ। আচ্ছা, দেখি দাও।

নীরদ। এই নিন, আর এই পাঁচ কেতায় পাঁচ হাজার টাকার নোট।

[নোট দিয়া নীরদের প্রস্থান।

শরৎ। গাঁজাটা টেনে যাই—বড় ফাঁসাদের কাজ।
(প্রস্থানোত্তত)

ফুলী। (স্বগত) কিছু তো বুঝতে পারলুম না,
একে ভোলাতে পারবো না।

(ফুলীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া কতকগুলি
বিষপত্র শরতের গাত্রে নিক্ষেপ)

শরৎ। কে বাবা! কামিজ খারাপ করে দিলে?

ফুলী। কেন মশায়, ফুলের ঘায়ে মুছিয়া যান না
কি?

শরৎ। কি কি, রকমখানা কি?

ফুলী। আর আপনার সঙ্গে রকম কি বলুন—একটা
ফুলের ঘা নয় না।

শরৎ। বাসি বেলপাতার ঝুরি কি সময়? কামিজটায়
দাগ লেগে গেলো, টাটকা ফুল হয়, জুদয়ে রাখি।

ফুলী। ইস—আপনি রসিক বটে।

শরৎ। কোথায় থাকো চাঁদ?

ফুলী। আপনার সঙ্গে থাকবো মনে করছি।

শরৎ। আমি কোন্ নারাজ?

ফুলী। ও বাবুটি কে—কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন?

শরৎ। কে—কোন্ বাবু? তোমার অত খোঁজে
কাজ কি?

ফুলী। তবে বাবুভেয়ের খোঁজ কারা করবে?

শরৎ। কেন—আমায় পছন্দ নাই?

ফুলী। আপনি ত আর যেচে কথা ক'ন নি।

শরৎ। বাড়ী কোথায়?

ফুলী। সঙ্গে আসুন—দেখবেন।

শরৎ। এখানে কি কচ্ছিলে?

ফুলী। এই বাবার কাছে হাত দেখাতে এসেছিলুম,
উনি বড় গণৎকার।

শরৎ। সত্যি নাকি?

ফুলী। পরখ করে দেখুন না, উনি ঠিক বলে
দেবেন, আপনি কি করতে এসেছেন—ভাল
হবে কি মন্দ হবে?

(অবধূতের প্রবেশ)

ফুলী। বাবা, এর হাতটা দেখ ভো।

অব। ও নন্দীর বাচ্চা, যে এই রক্তচন্দন বিষপত্র
গায়ে প'ড়েছে। একবার চোখোচোখি চা ভো।

ইস! একটা বন্দুকে ভূত ভোর পেটের ভেতর

দে'দিয়েছে। কটমটিয়ে চা, আমি এক টা
বা'র করি। (ইত্যাদিতে ফুলীর শরতের পকেট
হইতে বিষপত্রের তুলিয়া দেখন)

শরৎ। (চমকিত হইয়া) ইস—তুই চোর না কি
পাহারাওয়ালা ধরিয়ে দেব জানিস?

ফুলী। চক্চক্ কচ্ছিল, কি ও—তাই দেখছিলুম

শরৎ। ছেলেদের জন্তে পুতুল কিনিছি।

[প্রস্থান

ফুলী। (স্বগত) কিছু বুঝতে পারলুম না, শৈলে
বাবুর পিস্তল দেখলুম। কি ফন্দী করলে ভা
বুঝতে পারলুম না। পেছু পেছু যাই, দো
কোথায় চ'ললো।

[ফুলীর প্রস্থান

অব। কি রে বেটি, উড়তে চলি? তা যা, আমি
ওড়াই।

[পশ্চাৎ প্রস্থান

পরম গভীর

—:—

সিথির বাগান-বাড়ী।

উপেক্ষ।

উপেক্ষ। ও—উৎসেগে সমস্ত রাত ঘুম হ'লো না
গাড়ীতে তুলতে পারলে তবে নিশ্চিন্ত! আমোদ
আছাদ কিছু করে নাই, ছটফ
করেছে, আমার খালি মনে হ'চ্ছে, উঠে পালাবে
রাত আর নেই—

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

কে ও—শৈলেন? কোথায় যাচ্চিস?

শৈলেন্দ্র। আমি আসছি।

উপেক্ষ। আসছি কি—চট্টার সময় গাড়ীতে উঠবে
হবে, আসছিস কি?

শৈলেন্দ্র। আমি এখন আসছি, নৈলে সর্সনাশ হবে

উপেক্ষ। সর্সনাশ হবে কি রে?

শৈলেন্দ্র। সত্যি বলছি—সর্সনাশ হবে!

উপেক্ষ। তোর হাতে ও কি?

শৈলেন্দ্র। চিঠি। মেজ দাদা, আমি এখন আসবো।

উপেক্ষ। দেখ, বুঝছি, সে বেটা চিঠি লিখেছে।
তাই যাচ্ছি। যেতে পাবি নে।

শৈলেন্দ্র। আমি যাব, নইলে জীহত্যা হবে। তুমি
জানো না মেজ দা, সে বড় একশুঁয়ে। সর্বনাশ
হবে, আফিং খাবে, নর গলায় দড়ি দেবে।

উপেক্ষ। হতভাগা, তোর লজ্জা-সরম কিছুই নাই।

শৈলেন্দ্র। মেজদা, সত্যি ব'লছি, আমি মদ খাই নি।
আমায় না দেখতে পেলে সে মরবে, নিশ্চয়
মরবে। একদিন ঝগড়া ক'রে আমার সামনে
আফিং মুখে পুরেছিল, মুখ থেকে আঙ্গুল দিয়ে
আফিং বার করে নিয়েছি, আঙ্গুলে এখনো দাঁতের
দাগ দেখ।

উপেক্ষ। শোন্ শৈলেন, তুই বেড়াতে যাবি, তোকে
বাধা দেবার জন্তে ছল ক'রে এই চিঠি লিখেছে।
তুই যেতে পাবিনে, তা হ'লে তোর বেড়াতে
বাওয়া হবে না।

শৈলেন্দ্র। আমি একবার যাবো, এখনি ফিরে
আসবো।

উপেক্ষ। আমি তোরে যেতে দেবো না।

শৈলেন্দ্র। আমি যাবই, আমি কারো কথা শুনবো
না।

উপেক্ষ। তুই পাগল হয়েছিস, আমি তোরে বেঁধে
গাড়ীতে তুলবো।

শৈলেন্দ্র। না মেজদা, জীহত্যা হবে, বাড়াবাড়ি
ক'রো না। তোমার মান থাকবে না, আমি
যাবই।

উপেক্ষ। শোন্, যদি যা'স্, তাহ'লে এই পর্যন্ত,
আজ থেকে তোর মুখ দেখবো না।

শৈলেন্দ্র। আমি তোমার পা ছুঁয়ে ব'লে যাচ্ছি,
আমি এখনি ফিরে আসবো।

উপেক্ষ। না, তুমি যেতে পাবে না। তুমি বুড়ো
মদ হয়েছ, আজও তুমি বেস্তার ছল বোঝো না!
যদি আমার মুখ চাও ত আমার কথা শুনো না
শৈলেন! লজ্জা, ঘৃণা ত্যাগ ক'রে অনেক
স'য়েছি, আর মইবো না। যদি যাও, আর তুমি
আমার ভাই নও।

শৈলেন। না হয় নাই হ'বো, আমি যাবই।

উপেক্ষ। আমি তোরে কিছুতে যেতে দেব না।

শৈলেন্দ্র। ছেড়ে দাও মেজদা—ছেড়ে দাও মেজদা,
কেন অপমান হবে? আমি গোমার যাই—

মরি, তাতে তোমার কি! আমি তোমার
খা'কবো না, তুমি আমার কথায় থেকে না—

উপেক্ষ। ছুঁচো, যা মুখে আসে ব'লছিস? নীরে
নীরে—

নীরদ। (প্রবেশ করিয়া) আজ্ঞে—আজ্ঞে—

উপেক্ষ। দোর বন্ধ ক'রে দে তো।

শৈলেন্দ্র। খবরদার—খুন ক'রবো—ছেড়ে দাও—

[লাঠি তুলিয়া উপেক্ষকে ধাক্কা দিয়া বেগে প্রস্থান।

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

উপেক্ষ। অ্যা—অ্যা—কি মনের ভ্রম!

(তরঙ্গিণীর কথা কহিবার উদ্ভোগ ও নীরদের
ইঙ্গিতে নীরব হওন)

(বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। কি গো—কি গো—হ'লো কি?

উপেক্ষ। শৈলেন আমার ধাক্কা মেরে চ'লে গেল।

বিরজা। তা যাক্—মরুক্ গে। তুমি বেরিয়ে পড়ো।

উপেক্ষ। আর আমার দুখো না—আর আমার অপ-
রাধ নাই। আর আমার কারকে কিছু বলবার
মুখ নাই। ও সত্যি সত্যিই খুন কর্তে পারে।

বিরজা। যাক্—যাক্—উচ্ছন্ন গিয়েছে, যাক্!

তর। লাঠি তুলেছিল?

উপেক্ষ। যথেষ্ট হ'লো, হৃদয়দ হ'লো! আমি কি
নির্কোষ, কি বোকা, আমি কার জন্ম টানাটানি
করি? আমি ম'রতে ব'সেছি, তবু ভাই ভাই
ক'ছি। ছিঃ, থিক্ আমার। বড় বউ, সব আলাদা
হওয়াই ঠিক। আমি কাশী যাচ্ছি, নীরের নামে
মোস্তারনামা দিয়েছি। নিতাই একটা ভাগ-
বীটরা ক'রে দিক্, সহমানে হয় ভালো, নৈলে
যা হয় হবে!

বিরজা। সে যা হয় হবে—তুমি এসো। তুমি ও সব
কিছু ভেবো না, আপনার শরীর রাখ, বেড়াতে
যাও। ভাবছ কি—তুমিই বা কি করবে—
আমিই বা কি করবো? ওর অদৃষ্টে যা আছে—
হবে। ও কি না—খুন করবো বলে! আমি
বলি—কাকে বল্চো। দেখ, তুমি মন থেকে
ওকে কুটো ছিঁড়ে ফেলে দাও। ও তোমার

উপেক্ষ। আশ্চর্য—এমন ক'রে বয়ে যায়।

[প্রস্থান।]

নীরদ। জ্যেষ্ঠাই মা, কাকাবাবু পাগল হ'য়েছেন।
আমি শুন্ছি, ঠুঁকে কি ধাইয়ে এমন ক'রেছে।
ও ভাগ-বথরা ক'রে দেওয়া নয়—ভাগ-বথরা
করে দেওয়া নয়, ঠুঁকে মদ ধাইয়ে সর্ব্বস্ব লিখে
নিরে হাত পা বন্ধ করা উচিত। বাবাকে বুঝিয়ে
বল গে—ভাইএর খাতিরে আর না কোল্‌কাতার
ধাকেন। ডাক্তার ব'লেছে—তাহ'লে আর
বাঁচবেন না, আর বেড়াতে যাওয়া না বন্ধ হয়।
বিরজা। বেড়াতে যাবে বই কি, তুই সব ঠিকঠাক
কব্ব।

নীরদ। উনি আবার না বৈকেন।

বিরজা। না—আমি বৈকতে দেবো না। আহা!
ভাই ভাই ক'রে প্রাণটা দিতে ব'সেছে। মেজ-
বউ, বামুনকে বল—খানকতক লুচীটুটি ভেজে
দিব্ব, আমি ওর কাছে যাই। চটীর ভেতর
ভাঙা খেয়ে যেতে পারবে না।

[প্রস্থান।]

নীরদ। মা, তুমি ও সময় কথা কহিতে যাচ্ছিলে ? তা-
হ'লে ঐ ভেয়ের রাগ আমাদের উপর পড়তো।
তুমি কোন কথা ক'রো না, ওঁরা দেওর ভেজে
যা হয় করুন। এবার আর ঠিক হ'চ্ছে না! খুব
বাড়াবাড়িই হয়ে গিয়েছে, লাঠি তুলেছিল।

তর। ওর কি হায়া আছে, লাঠি মারলে হায়া হ'তো ?
হতচ্ছাড়া মিন্‌সে, ভাই ওর পিণ্ড দেবে।

নীরদ। তুমি দেখ না মা, কি হয় ?

[তরঙ্গিনীর প্রস্থান।]

(শ্রামার প্রবেশ)

শেমো। এত দেরীতে চিঠি পেলে যে ?

শেমো। আদেক রাজি অবধি খাওয়া-দাওয়া হ'লো,
তার পর খুমিয়ে প'ড়লো। বড় মা—ছেটি মা
—কাছে কাছে ছিলো, আমি দিতে বাগ
পাইনি।

নীরদ। তা, তুই ঠিক সময়ে দিয়েছিল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ফুলী। মোনাবাবু—মোনাবাবু—সকলকে
মদ্যথ। তোর গায়ে রক্ত কিসের ? কি হয়েছে ?
ফুলী। ও কিছু নয়—প'ড়ে গিয়েছি। শীগ'গির
এসো, ছোটবাবুকে বাঁচাও।

মদ্যথ। কোথা যাবো ?

ফুলী। এসো—এসো—কুমুদের বাড়ী, সেখানে
এতক্ষণ খুন ক'রেছে।

মদ্যথ। খুন ক'রেছে কি ?

ফুলী। এসো—এসো—বলতে বলতে যাচ্ছি।

মদ্যথ। তুই যে চ'লতে পাচ্ছিস নি, ধুক্‌ছিস ?

ফুলী। চ'লতে পার'বো—চ'লতে পার'বো—এসো
গাড়ী ক'রে যাই এসো।

মদ্যথ। আমি তো সে বাড়ী জানি নি।

ফুলী। আমি সে বাড়ী দেখে এসেছি, ঘর দেখে
এসেছি, পরামর্শ কতক শুনে এসেছি,—চিঠি
রাত্তার দেখেছি, ছোটবাবুর রিভলভার নিয়ে
গেছে, যে নিয়ে গেছে তারে চিনেছি, বুঝি খুন
ক'র'বে। এসো—এসো

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।]

সপ্তম গর্তীক।

—:—

কুমুদিনীর কক্ষ।

কুমুদিনী ও শ্রম।

নেপথ্যে শৈলেন্দ্র। দোর খোলা, দোর
কুম। কি—কি—তোর দোর খোলা
পড়েছে কেন ?

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। কে তোর দোর ?
পুয়ে রেখে আমাকে চিঠি দিয়েছিল।

গিয়েছে। আমি বখন
কখন বুঝি এর
কাজ।

শব্দ।

গড়ে ইয়ারকি ?

শৈলেন। খুন ক'রবি নাকি—খুন ক'রবি

[শরতের পিতলের ছবিটা দেখে বসি।]
লাঠি লইয়া শৈলেন্দ্রের মাকে আঘাত করণ।

খুন ক'রলে—খুন—ক'রলে—

শব্দ। খুন ক'রলে—খুন ক'রলে—

কুমু। কি ক'রলি মেরে কেলি !

[শরতের শৈলেন্দ্রের বাম হস্তে
পিতল দিয়া দ্রুত প্রস্থান।]

(কুমুদিনীর মা ও অজ্ঞাত বারান্দার প্রবেশ)

কুমু মা। ওয়ে কি সর্বনাশ করলি !

কুমু। শরতাকে গুলী ক'রেছিল, শরতা লাঠি মেরে
পালিয়েছে।

কুমু-মা। অ্যা খুন হ'লো না কি ?—মুখে জল দে
—মুখে জল দে।

(ফুলী ও মন্থধের বেগে প্রবেশ)

ফুলী। এই দেখ—সর্বনাশ !

[মন্থধের সম্বর শৈলেন্দ্রের ক্ষতস্থানে চাদর
দরা ব্যাওজ করণ]

মন্থধ। কে মা'রলে ?

কুমু। ওগো আমি কিছু জানি না। আমার মা
হ'য়েছে, আমার ঘরে সাহেব ছিল দেখে, তার
পিতল ছুড়েছিল, সে লাঠি মেরে পালিয়েছে।
এই দেখ ডালে গুলীর দাগ দেখ।

ফুলী। দেখবে বই কি—কাকে দেখবে ? কুমু মাকে
তোমার বে ঘরে জল, আমার ঘরেই জল জল
চুপ ক'রে থাক, সব ভাবনা। শরতের
জিজ্ঞেসা করেছিল—“তোমার পিতল কোথায় ?”
ব'লেছিলে—“মা বুঝি।” যে তোমার মা নয়—
আমি।

সেই জন্ত বড় মাকে তাঁর অংশ দিয়ে গিয়ে-
ছেন। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে ভায়ে
ভায়ে বগড়া হয়ে সমস্ত নষ্ট হয়, বড় মার অংশ
থাকলে ঠাকুরের সেবা চলবে। বড় মাও স্বামীর
আজ্ঞাপালনের জন্ত, সংসার বজায় রাখবার জন্ত
অজাঞ্জলি দিয়ে সংসার কার্য নির্বাহ
সংসার নীরো দাদা

ধানার থাকতে হয়,

ফুলী। ই্যা মা'শা, আপনি খুনটা বুঝে
জমা। এ কি, পাগলীটে এখানে কেন ? তোর গা
লটু কিসের ?

ফুলী। আমি ছুটে আসতে পড়ে গিয়েছি।

জমা। এই পিতল ছুড়িয়াছিল ? বা হাতে ছুড়িয়াছে
দেখছি।

মন্থধ। জমাদার সাহেব, হাঁসপাতালে নিয়ে চলো।

[কুমুদিনীর প্রতি] হাঁ বাছা, তোমাদের ঘরে
একটু মদ আছে ?

জমা। আছে বই কি।—ঐ তো লটখাট বাধাইয়াছে।
ঐ যে বোতল।

[মন্থধের মদ লইয়া শৈলেন্দ্রের মুখে দেওন]

শৈলেন্দ্র। ও মা !

জমা। [শরতের প্রতি] বাবু, ফের থানার চলিতে
হইবে।

মন্থধ। জমাদার সাহেব, তোমার পাগরাওলাকে
ধরতে বলো।

ফুলী। জমাদার সাহেব, ও জামাতে কি আছে দেখ,
জামাটা সঙ্গে নাও।

শব্দ। জামা কাচতে দিতে হবে—জামা কাচতে
দিতে হবে, জামা কি হবে ?

জমা। দেখ বাবু, কি আছে ? (জামার পকেট
খুলে নোট বাহির করিয়া) এ যে তাজা নোট
—পাঁচ হাজার টাকা ! বাবু আপনাকে টাকা
দিয়ে খরচ করিতে আসিয়াছিল না কি ? আপ-
নাকে তো আমি জানি, এ নোট কোথায় পাই-
লেন ? কিছু বলছেন না ?—আচ্ছা চলেন
—চাকিমের কাছে বলিবেন।

ফুলী। শব্দ বাবু ছেলের জন্তে পুতুল কিনেছিলেন
নিরে বাবেন না ?

জমা। পুতুল কি রে কপি?

ফুলী। ঐ যে পুতুলটো।

ময়খ। ফুলী, কি বলছিল?

জমা। (সিন্তল ভুলিয়া গিয়া) এইটা পুতুল—এইটা পুতুল। এই পুতুলটা কি বাবু কিনিয়াছিল না কি?

ময়খ। জমাদার সাহেব ও পাগল—ওর কথা কি শুনছ।

জমা। কেন বাবু, এর বিচে বাৎ আছে না কি? আপনি তো এমন কাজের নন, তবে ধমক দিচ্ছেন কেন?

ময়খ। মশায়, ও সব কথা কইবেন এখন—হাস-পাতালে নিয়ে চলুন।

জমা। চলেন—চলেন। (কুমুদিনীর প্রতি) বিবি, সিধের মিটেবে না।

কুমু। ও মা! কি খুনের লোক সব বাড়ী আসতে দিয়েছিল গো!

জমা। টেকা বাজিয়ে নিয়েছে, তবে আসিতে দিয়াছ সব এর বিছে আছে।—চলো।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্তাক।

—:—:—

উপেক্ষের বহির্ভাটি।

ময়খ ও বৈষ্ণবনাথ।

ময়খ। উনি তো লাঠি খেয়ে অজ্ঞান, এ দিকে গুর নামে Charge এলো, উনি রিভল্ভার নিয়ে খুন করতে গেছেন।

বৈষ্ণব। তবে তুমি মেটাল কি ক'রে?

ময়খ। ফুলী দেখেছিল, নীরো দাদা শরৎকে রিভল্ভার আর পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সে টাকা শরতের পকেটে পাওয়া গেল। এ দিকে নীরো দাদা কি করেছেন, জানেন? ঐ পাঁচ হাজার টাকার নোটের নম্বর আটক করেছেন।

বৈষ্ণব। সে বাবু—সে বাবু তারপর মিটল কিসে?

ময়খ। আমি নিতাই বাবুকে সমস্ত বলসুয়। শরৎও বেকলো, সে বয়ে আমি জেলে বাই আর যা হই, আমি সব খোলা-কথা বলবো; এইতে নীরো দাদা ভর পেয়ে আর সেই পাঁচ হাজার টাকা ছেড়ে দিয়ে আর কিছু ঘুস-ঘাস দিয়ে এক রকম তো মিটিয়ে রেখেছি। সে মিটে গিয়েছে।

বৈষ্ণব। তবে

ময়খ। এই সব ধবর পেয়ে মেসোমশায় কাশী থেকে এলেন, তারের উপরেই রাগ করেন। নীরো দাদার উপর সমস্ত দানপত্র ক'রে দিয়ে পাটিসন স্টুট করতে বলে চলে গেলেন। সেই পাটিসন স্টুট চলেছে।

বৈষ্ণব। আর নীরো যে শৈলেনের কাছে হাওনোট কিনে নিয়েছে; সে কথটা কি?

ময়খ। ছোট দ্বাবু যখন শযাগত, তখন নীরো দাদার দরদ দেখে কে? আমি রাত জাগি, আমার উঠিয়ে দিয়ে উনি রাত জাগতে বসেন। সেই সময় ছোট বাবুর প্রিয় হস্তে, ছোট বাবু যে সব উর্পাছুড়ে লোককে টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেই সব হাওনোট এন্ডোস ক'রে নিয়েছেন। আর এ সওয়ার, কতকগুলো তুরো হাওনোটও নীরো দাদা করেছিলেন, সেগুলোও এন্ডোস ক'রে নিয়েছেন। সব জড়িয়ে প্রায় লাখ টাকা; ছোট বাবুকে তার দায়ী ক'ছেন।

বৈষ্ণব। নিতাই কি বলে?

ময়খ। বলেন—শিব উকীলকে দিয়ে সব ঠিক ঠাক ক'রে নিয়েছে, এখন আর উপায় কি? এ দিকে সব টাকাকড়ি আটক করেছেন, পাটিসন স্টুটের খরচার সর্বস্ব যেতে বসেছে, এখনো ছোট বাবুর শিব উকীলকে বিশ্বাস। নীরো দাদা, লাগিয়ে ভাবিয়ে আমার উপর আর বড়মার উপর ছোট বাবুর মন ভাবিয়েছে; তার ধারণা যে, আমরাই সব ভান্ধাচি দিয়ে মেসো মশাইকে খারাপ ক'রেছি। নীরো দাদাকে খারাপ ক'রেছি। এ বড়মার বা—আমরা সব মিলে জুলে ক'ছি।

বৈষ্ণব। বড় বউ ঠাকুরণ কোথা?

ময়খ। তিনি মেসো মশায়ের সঙ্গে কাশীতে দেখা করতে গেছেন।

বৈদ্য। ইস! এতটা হয়ে গিয়েছে! আমি যখন ওরালটীর বেড়াতে গেলেম, তখন বুঝি এর মতপাত কিছু হয় নাই?

মন্মথ। না তার পরেই এই হালাম।

বৈদ্য। এ সব খবর তুমি আমার লেখ নাই কেন?

মন্মথ। আপনি মরণাপন্ন, শরীর সামুতে গিয়েছেন, আর তখন আমিও এত কলিবাঙ্গী বুকে উঠতে পারি নাই।

বৈদ্য। ওহে তুমি এ বাড়ীর সঙ্গে আমার সুবাদ জানো না, তাই পত্র লেখ নাই। আমি বাহুব হয়েছি কার হ'তে? বড় বাবু আমার বাহুব ক'রেছেন। তোমার বড় মা যে চোখে উপেনকে দেখেন, সেই চোখে আমার দেখেন। যাক—যা হবার হয়েছে। কি করি বল দেখি?

মন্মথ। আপনি ছোট বাবুর সঙ্গে দেখা করুন, ক'রে গুরু চোখ ফুটিয়ে দেন।

বৈদ্য। ছোকরা এততেও বোঝে নাই। আচ্ছা দেখি।

মন্মথ। ম'শায়, একটা কথা বলি, আমাকেও বিশ্বাস ক'রবেন না।

বৈদ্য। কেন রে মূৰ্খ?

মন্মথ। আপনি যে মোনা দেখে গিয়েছিলেন, আমি আর সে মোনা নেই—আমি আর সত্যবাদী নাই, আমি জালিয়াৎ—জোচ্চোর; হীরু ঘোষাল প্রভৃতি যত অসৎ লোক—আমার বন্ধু। আমার মধ্যস্থে যে অপবাদ শুনবেন—বিশ্বাস করবেন। আমি সকল কাজ করতে প্রস্তুত।

বৈদ্য। সে কি রে—কি বলছিস? তোর কথা শুনেও আমি বিশ্বাস করতে পারছি।

মন্মথ। বিশ্বাস করুন।

বৈদ্য। এ হুম্মতি তোমার কেন হলো

মন্মথ। কেন হ'লো? বড় বাবু আমার অনাথ অবস্থায় কুড়িয়ে এনেছিলেন। বড় মার স্নেহে আমি রাজপুত্রের ছাত্র কাটিয়েছি—লেখা পড়া শিখেছি। আপনারা সকলে আমার স্নেহ করেন—প্রশংসা করেন। আমি বড় বাবুর মুতাসাফার কাছে ছিলাম। যদিচ আমি তখনও বালক, তথাচ আমি তাঁর আন্তরিক মনোভাব বুঝতে পেরেছিলাম। তাঁর কাছমনোবাক্যে ইচ্ছা ছিল—যেন পিতৃশ্রুতের পোরব বজায় থাকে। তিনি

সেই জন্ত বড় মাকে তাঁর অংশ দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হয়ে সমস্ত নষ্ট হয়, বড় মার অংশ থাকলে ঠাকুরের সেবা চলবে। বড় মাও স্বামীর আজ্ঞাপালনের জন্ত, সংসার বজায় রাখবার জন্ত আত্মহুখে জলাঞ্জলি দিয়ে সংসার কার্য নির্বাহ করে আসছিলেন। সেই সংসার নীরো দাদা ছুচুরি ক'রে ভাগছেন; আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, দেখবো গুরু কতদূর জুচুরি।

বৈদ্য। তুই খেপেছিস—খেপেছিস। ছোঁড়া—ঠাণ্ডা হ।

মন্মথ। আজ্ঞে না, আমি ক্ষেপি নি। অনেক রাজি জেগে চিন্তা করেছি। আপনি জানান, অসং-মতি ছদ্মবেশে হান দেওয়া কি যত্না—সেই দারুণ যত্না ভোগ করেছি। সত্যে জলাঞ্জলি দিয়েছি। সদিচ্ছার জালাঞ্জলি দিয়েছি। আমার এখন চিন্তা কিসে নীরো দাদার সর্বনাশ করবো।

বৈদ্য। মন্মথ, তুমি কি মনে করছ, কোন কুকার্যের দ্বারা সংকার্য হয়? আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছি। আমারও তোমার কথা শুনে শুনে ইচ্ছা হয়েছিল, নীরোর মাথা কেটে ফেলি। তুমি হির হও, অধর্মপথে চলো না।

মন্মথ। অধর্মপথে চলে কি হবে? হয় তো আমার দুনাম হবে, হয় তো আমি বিপদগ্রস্ত হবো, হয় তো আমার এ জীবন বৃথা হবে! কিন্তু মশায়, বড় মা আমার গলা ধরে কেঁদেছেন, চক্ষের জল ফেলেছেন,—বলেছেন—মোনা, কি হবে! আমি দেখবো—কি হয়, আমার বারণ করবেন না।

বৈদ্য। ওরে শোন্ শোন্—

মন্মথ। না, আমি আর শুনবো না। আপনি ছোট বাবুকে শিবু উকীলের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেন।

বৈদ্য। আচ্ছা আচ্ছা, আমি নিতাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে, যা হয় কছি। বলি যে—সব টাকা কড়ি আটক হয়েছে, আমি কিছু টাকা দিচ্ছি—নে, যদি কিছু সচ্ছল হয়, দেখ।

মন্মথ। না মশায়, আমি উপস্থিত সংসার একরকম চালাচ্ছি, আমার nursery থেকে প্রায় হাজার দশেক টাকা জমেছে, তা থেকে এখন চলবে। শেষ যা ব্যবস্থা হয় করবেন।

[প্রস্থান।

বৈভ। ছোকরা ভারি রেগেছে, রাগ হ'তেই পারে,
আমি কানীতে একবার উপেনের সঙ্গে দেখা করি?

(নিতাই উকীলের প্রবেশ)

হ্যারে নিতে, ক'ল্কেতায় ব'সে—এই সব
দেখলি বুঝি?

নিতাই। দেখলুম বই কি—কি করবো বল?—
আমায় কি বেসতে দিলে? পুলিশ কেস কাটিয়ে
দিলুম। নীরে শৈলেনকে বোঝালো কি জানিস?
বে, আমি শৈলেনের বিপক্ষ হয়ে শৈলেনকে যে
ব্যাটা লাঠি মেরেছিল—ঐ শরৎ না কি, তারে
বাঁচিয়ে দিলুম। আর এখন তার ধারণা যে, আমি
পরামর্শ দিয়ে এই পার্টিসন্স স্টুটটা করিয়েছি।

বৈভ। তা এখন উপায় কি?

নিতাই। বড় বউঠাক্করণের বিষয় কেয়ালো ক'রে
নেওয়া—আর কোন উপায় নাই। তিনি এখন
রাজী হ'লে হয়।

বৈভ। এখন শিবে ব্যাটার হাত থেকে শৈলেনকে
বাঁচ করবার কি?

নিতাই। শৈলেন বোঝে তবে তো? আর শুধু
বুঝলে হবে না, ওর cost না দিলে উকীল
change হবে না।

বৈভ। তা দেখ—যা লাগে, আমি দিচ্ছি।

নিতাই। ওরে, সে তোর কেরাণীগিরি ক'রে টাকা
জমিয়ে পার্টিসেন্স স্টুটের খরচা দিতে পারবি নি।
দেখ,—শৈলেনকে যদি বোঝাতে পারিস, তার
পর যা ক'রতে হয়, আমি করবো।

বৈভ। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

নিতাই। সেই দিক ঠিক কর, আর বড় বউকেও
বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখা বাক—কত দূর হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

— :: —

কানীধাম—উপেনের বাসাবাটা।
উপেন্দ্র বিরজা।

উপেন্দ্র। এ কি—বড় বউদিদি—এসেছ?—ব'ত
বিরজা। না এসে কি করি বল?—সর্বনাশ হ'
যে? এ যে মামলা—মোকদ্দমায় সব এ
ব'সেছে!

উপেন্দ্র। যাওয়া কি ভাল নয়? থেকে কি হ'
মামলকে বেজার জন্ত গুলী করবে, ছেলে টাক
জন্ত বাপের কথা গুনবে না, কাকাকে বাঁ
সেবে,—জী আমাকে দেখবে না, কিসে ছে
সর্ব্ব হবে—এই নিয়ে দিবাভাত্ত বিব্রত থাক
বেশ হ'চ্ছে, এ টাকা যাওয়াই ভাল। স
ক'কি দিয়ে নিচ্ছে? সে তো বেশ ছি
চিত্তা ছিল না; জী বশ ছিল, ছেলে বশ
তাই বশ ছিল—

বিরজা। তা এখন কি মনে ক'রেছ, এইখ
ব'সে থাকবে, আর সর্ব্ব্ব?

উপেন্দ্র। তা বাক না—আমার?—সর্ব্ব্ব
আর আমার নয়? যে দিদি—নলুম—বাড়ী
কোজহরী—খুনে মকদ্দমা—বই দিন
ছেলেকে দানপত্র লিখে দিবে, আর
আমার কি আছে যে দেখা

বিরজা। কি হয়েছে—সব শুনেছ? শুন্তে
তো, তুমি বাড়ী থেকে চিঠি এলে খোলো ন
পড়ো না—অমনি জেলে দাও।

উপেন্দ্র। শুন্তে হবে না, শোনবার কিছু ন
তবে রেল ভাড়া ক'রে এসেছ, না শুনিয়ে নি
হবে না; শোনাও! শোনাবে তো এই—
দমা রুজু হয়েছে, বিষয় বখরা হ'চ্ছে, টাকা
পাঁচ ভুতে লুটে থাকছে, শৈলেন আবার
মাস্টার কাছে থাকছে, আর একটা খুনো
হাঙ্গাম বেধেছে, নীরো কাকাকে ফাঁসা
চেটার আছে,—এই তো—না আর কিছু?
সব তো শুনে এসেছি, কতক দেখেও এসি
আর নতুন কি শোনাবে?

বিরজা। তুমি রাগ করেই সর্বনাশ ক'রলে, তোমার
দেখিই সব গেল ।

উপেক্ষ। রাগ করবো না, স্থির থাকবো, বিষয়-
আশয় বন্দোবস্ত ক'রবো—এই বলছ ? রাগ
ক'রে আসিনি, আপনায় ইচ্ছা বাঁচাতে এসেছি ।
সেখানে থাকলে হয় তো অপঘাতে মরতে
হতো । হয় ছেলে না'রতো, নয় ভাই না'রতো !
নয় তো কলঙ্কের ভয়ে আত্মহত্যা ক'রতে
হতো ।

বিরজা। কেন গো, কিসের কলঙ্ক—কিসের
আত্মহত্যা ?

উপেক্ষ। কি—কি বলো—কিসের কলঙ্ক ? তুমি
কি দাদার স্ত্রী নও ? তুমি কি সেই বড় বউদিদি
নও ? আর কি কেউ সেই রকম সঙ্গে
এসেছে ? তুমি বলছ—কিসের কলঙ্ক ? বেঞ্চা
লয়ে খুনোখুনির মকদ্দমা আমাদের গুস্তিতে
হ'লো,—আর বলছ—কিসের কলঙ্ক ?

বিরজা। তুমি সব শোনো নি, তুমি শৈলেনের উপর
রাগ ক'রে নীরের নামে সব লিখে দিয়েছ । এ
সব তোমার নীরের জোটাছোট—তা জানো ?

উপেক্ষ। জানু'ম না—তাই শৈলেনের উপর রাগ
ক'রে নীরের নামে সব লিখে দিয়েছি—সত্য,
কিন্তু এখন দেখছি—খুব ভাল ক'রেছি । যদি
সত্য হয়—নীরে কাকাকে ফাঁসাবার ক্ষেত্রে এত
মতলব খাটিয়েছে, তা'হ'লে বাপকে বিব দিয়ে
কর্ত্তা হ'তে চাইবে, এটা বড় বিচিত্র নয় !
তাইতো তোমার বললুম—কেন অপঘাতে
মরবো, ঘা'র যা ইচ্ছে, করুক—আমি নিশ্চিন্দ
হ'য়ে কালীবাঁস করতে এসেছি ।

বিরজা। আমি বুড়ো মানুষ—কোথায় বাই ?

উপেক্ষ। কেন ?—তোমার তো সর্বস্ব র'য়েছে,
তুমি মামলা-মোকদ্দমা ক'রে কেয়ালো ক'রে
নাও ।

বিরজা। আমি বুড়ো বয়সে আদালতে দাঁড়াবো—
কেয়ালো ক'রে নেব ?

উপেক্ষ। সে তোমার ইচ্ছে । আমি কিছু সঙ্গে
নিরে আসিনি, বিষয় প'ড়ে র'য়েছে । তুমি
আপনার সম্পত্তি রক্ষা করো । পারো কিছু
থাকবে—ঠাকুর সেবাটা চ'লবে । আমার
বলতে এসেছ—মিথ্যে, আমার তো হাত

নাই । যদি আর একদিন দেবীতে আসতে, তা
হ'লে আমার হেতা আর দেখতে পেতে না,
আমি এখান থেকে চ'লে যেতেম ; কোথায়
যেতেম—খবর পেতে না,—আর যাবও, নইলে
তো জালাতনের হাত থেকে বাঁচবো না ?

বিরজা। কেন ?—আমি এসেছি বলো—তুমি
জালাতন হয়েছ ?

উপেক্ষ। তুমি একা নও, নীরদের গর্ভধারিণী কা'ল
এসেছেন । কেন—জানো ? আমি নীরদকে
বিষয়-আশয় সব দিয়েছি, আমার নামে কিছু
কোম্পানীর কাগজ আছে, আমার খরচ চলবার
জন্ত সে আলাদা ক'রে রেখেছি ; নীরদবাবুর
মকদ্দমা-খরচার টানাটানি হ'চ্ছে, সেই কাগজ
ভান্নাতে চান,—সেইজন্ত এসেছেন । কা'ল
বগড়া ক'রে মাথা ধ'রে প'ড়ে আছেন, তাই
এতক্ষণ উঠে এসে তোমার গলাথাক্তা দেন নাই ।
তোমার কথা বলা হয়েছে, শুনেছি—ভাল
ভাল চ'লে যাও । ভাল চাও—দেশে কিরে যাও,
কারুর মুখ চেও না, নিতাইকে বলে আপনার
বিষয় কেয়ালো ক'রে নাও, নইলে ওদের সঙ্গে
জড়িয়ে থেকে পথে দাঁড়াবে ।

বিরজা। তুমি তো আপনি নিশ্চিন্দ হয়েছ, আমার
ব্যবস্থা ক'রে দাও নি কেন ? চলো—আমার
ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আসবে ।

উপেক্ষ। তোমার ব্যবস্থা ঠিক আছে । দাদা তোমার
ভাঁর অংশ দিয়ে গেছেন, তুমি নিতাইকে ডেকে
চুপি চুপি আমার সম্মান বিবেচনা ক'রে দানপত্র
ক'রে দিয়েছিল । তাতে লেখা ছিল যে শৈলেন
যদি আমার বশে থাকে, তাকে আমি তোমার
অংশের অর্ধেক দেবো ।

বিরজা। তবে আমি এখন কোথায় দাঁড়াই ?

উপেক্ষ। আমি নীরকে যে দিন সর্বস্ব দানপত্র লিখে
দিই, তার আগের দিন তোমার দানপত্রের পিঠে
লিখে দিয়ে রেজেষ্টারী ক'রে দিয়েছি যে,—দান-
পত্র নামজুর, দানপত্র স্থিরমস্তিকে লেখেন নাই,
স্বামীর শোকে বিবাকী হবেন মনে ক'রে মস্তিষ্কের
তাড়নায় দানপত্র লিখে দিয়েছেন । স্থির মেজাজে
লেখেন নাই, হুতরাং তা নামজুর । তুমি যাও,
তোমার বিষয় আশয় দেখে নাও গে ।

বিরজা। আমি অত পারবো না, আমারও খানকতক

কাগজ বের ক'রে দাও, তার সুদ থেকে আমি
বুন্দাবনে বসে পাই, ঠাকুর দর্শন করি।

উপেক্ষ। এই না তুমি বিষয় রক্ষা করবার জন্যে
আমার অনুরোধ ক'রছিলে? আমার হাত নেই,
তুমি যা পারো টেনেটুনে রাখো, যদি কিছু থাকে
ঠাকুর সেবা চ'লবে। ওরাও যখন মারামারি
কাটাকাটি ক'রে ফতুর হবে, তাই থেকে যদি
হু'মুটো দাও—থেকে পাবে। নইলে সব যাবে।
এখন দেখো—তোমার যা খুসী করো।

(দুই রগে পান দিয়া তরঙ্গিনীর প্রবেশ)

তর। ইয়াগা—তোমাদের আলায় মানুষ কানীবাসী
হয়েছে, এখানে গাড়ী ভাড়া ক'রে এসেছ—জালা-
তন করতে।

বিরজা। জালাতন ক'রবো কেমন ক'রে?—তুমি
আগে এসে আগলেছ? মেজো বউ, তোর লজ্জা
নাই—সরম মাই,—ছেলেকে কুসলে কামলে সং-
সারটা ছারখারে দিতে ব'সেছিস?

তর। আর তুমি সব বজায় রাখতে ব'সেছ?
তুমিই তো লাগানি-ভাঙ্গানি ক'রে দেশত্যাগী
করিয়েছ। “ভাই ভাই” ক'রে তো মরতে
ব'সেছিলো, এখনো মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই—
তাই এখানে এসেছ।

বিরজা। মনস্কামনা পূর্ণ আমার হবে না কেন—
তোমার হয় নাই, এখনো তোমার দেওর মরে
নি, এখনো আমি বেঁচে আছি;—আমার বিষয়ে
ভাগ আছে, এখনো বা হোক উপেনের হাড়
কখনা খাড়া আছে, এখনো তোমার পুরো গিন্নীও
হয় নি।

তর। তোমার মুখে আগুন লাগুক—মুখ পুড়ে
যাক—অকথা কুকথা ব'লে গাল দিতে এসেছ।
আলালের ঘরের দুলাল মোনাকে সর্বস্ব দিতে
পারনি ব'লে হিংসের ফেটে ম'চ? বাড়ীর
গিন্নী—বাড়ীর কল্যাণ করেন!

উপেক্ষ। তুমি দাঁড়িয়ে কি শুনছ? আমি তোমায়
না বেঁচে বন্ধে যাবে না। তা থাকো—হু'জনার
বগড়া করো। মেজো বউ, শোনো, যদি এখান
থেকে তুমি বিদেয় না হও, আমি বিদেয় হ'লুম।
হয় তোমরা হু'জনে বিদেয় হও, নয়—আমি
চললুম।

তর। বিদেয় আর বিদেয় তো হয়েই আছি
ভাল কথা বলতে গিয়েছিলুম—মন্দ হ'লো।
কি পরামর্শ করবে করো দেওর-ভেজে—আ
চ'লে যাচ্ছি। আমার নীরে বেঁচে থাকুক, এ
মুটো স্নান দেবে, কারো পিতৃশ্রী আর আ
নই যে, ‘বড় দিদি—বড় দিদি’—ক'রে বান্দীপা
করবো।

বিরজা। না তোমার সে দিন কেটে গিয়েছে। তা
রগে পান দিয়ে বগড়া করতে এয়েছ। এখ
মনোবাহা বা আছে, তা মারে বেটায় পূর্ণ করে
তবে তোমার বেটাকে ব'লে আমার বখ
আমায় দিইয়ে দাও। আমি ঠাকুরবাড়ীতে
পড়ে থাকবো, তোমাদের ছায়া মাড়ানো
আসবো না।

তর। ইস—তা হ'লে তো সব হেজে যাবে—ম'রে
যাবে! গিন্নী গিন্নীও করবেন না! তোমার
আবার বিষয় কি, তুমি তো সব দিয়েছ
বিধবা মেয়ে মানুষের আবার বিষয় কিসের
শূর্ণপা হ'য়ে তো সব জালিয়ে পুড়িয়ে
খেয়েছ।

বিরজা। উপেন, আমি চললুম।

উপেক্ষ। আমিও চললুম।

তর। কেন গো—কেন গো তোমাদের যেতে হবে
কেন? আমি যাচ্ছি। পরামর্শ আঁটো।

[তরঙ্গিনীর প্রস্থান।]

উপেক্ষ। দেখলে, এখন যা ইচ্ছা হয় করো।

[উপেক্ষের প্রস্থান।]

বিরজা। কানী নাথ অপরাধ নিও না, আমি আর
কারো মুখ চাইবো না।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—২০২—

কুমুদিনীর কক্ষ।

শরৎ ও কুমুদিনী।

শরৎ। আজ থেকে আমি এ বাড়ীতে আর আসবো না। তোমার মা যে আমার দেখলেই বগড়া করবেন, আর আমি তোমার খোসামুদ করতে আসবো—তা হচ্ছে না। আমার চাও, এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে চল।

কুমু। কোথায় যাব?—তোর এক পয়সার মুরোদ নেই।

শরৎ। চল—আমি ঘর ভাড়া করেছি।

কুমু। ঘর তো ভাড়া করেছি—আমার পেট চালাবে কে?

শরৎ। গরনার বাস্তা নিয়ে চল, বেচে কিনে একটা কারবার করবো। আমিও বাড়ী ছেড়ে—মাগ-ভাতারের মতন ছ'জনে থাকবো।

কুমু। তুমি কারবার করবে? এই তিন বার ভারি ভারি গরনাগুলো নে গিয়ে কারবার করুলেন! আর আমার আছে কি?

শরৎ। যা আছে—এখন ঢের আছে—নে।

কুমু। ঐ ক'খ'না গেলে বাঁচ বুঝি?

শরৎ। বাঁচা মত কি? সে গরনা বেচে কি আমি কারবার করেছি? সে তো তোরে বলেইছি—আমি খরচ করেছি। মাইরি বলছি—এবার কাজবন্দে মন দেবো; হাজার দুই টাকা পেলে কয়লার কারবার করে ছদ্মিমে কেঁপে উঠবো। তা'হলে তোরাও ঘরে আর মানুষ-জন আনতে হবে না, আমারও কারো মোসাহেবি করতে হবে না।

কুমু। না ভাই, তুমি যেমন আসছো—এসো। তুমি যখন আসবে, যে থাকুক, আমি উঠিয়ে দেবো, আমি তোমার সঙ্গে যাবো না! শেষে কি ভিক্ষে করবো?

শরৎ। তবে তুমি আমার চাও না?

কুমু। সে তুমি যা বলো, আমি আর গরনাগাঁটি বেচবো না।

শরৎ। ওঃ! বুঝেছি—বুঝেছি—জবাব দিচ্, তা স্পষ্ট করে বলেইত হয়।

কুমু। এর আর স্পষ্টস্পষ্ট কি? আমি কি মজবো? এই ফোজদারী হওয়া থেকে কোন বড়মানুষের ছেলে তো তোর ভয়ে আমার ঘরে আসতে চায় না। আর ২টা না বাজতে বাজতে তো তুই আমার ঘরে এসে বসবি।

শরৎ। আর আমার এই বুকের উপর দে' যে বাগান মাঝে? আমি এক দিন একটা কথা বলেছি? আমি আপনাই স'রে থাকি। যদি আমার সঙ্গে আলাপ রাখতে চাও, চলো, গরনা-গুলি বেচে কয়লার কারবার করি, ছ'জনে থাকি। আর না চাও—এই পর্যন্ত।

(কুমুদিনীর মাতার প্রবেশ)

মাতা। হ্যাংগা—তুমি কেমন ভদ্রলোকের ছেলে গা, মেয়ে মানুষটাকে পথে বসাতে ব'সেছ? আবার গরনা নিতে এসেছ?

কুমু। খুব করেছে, তোর বাবার কি? হারামজাদী বেরো—

মাতা। হ্যাংগা হ্যাংগা—বেরোবো বই কি? পিরীত করে টুকনি নিয়ে দোরো দোরো ঘুরবি।

কুমু। দূর হ'—হারামজাদী, নইলে খোঁটিয়ে খুব ছিঁড়ে দোব।

(হীরা ঘোষালের প্রবেশ)

হীরা। আরে থামো থামো—বগড়া রাখ—শরৎ চলে এসো—দাঁও আছে—একটা দাঁও আছে।

শরৎ। কি রকম—কি রকম?

হীরা। আরে এসো না বলছি—গোটা কতক মেয়ে মানুষ যোগাড় করতে হবে। ঐ মোনা একটা দাঁও খেলেছে, চলো না—শুনবে।

শরৎ। চলো।

হীরা। গোটা আঠেক ছুঁড়ী যোগাড় করতে হবে।

শরৎ। তার আর ভাবনা কি? (কুমুদিনীর মাতার প্রতি) ওগো—আজ থেকে বিদেয় হ'লেম বাছা, আর তোমাদের বাড়ীতে আসছি না।

কুমু। কেন আসবিনি—কেন আসবিনি? আমি তোরে কি বলেছি?

শরৎ। কে বাবা এ কচ্‌কটির ভেতর আসে!
[হীরু ও শরতের প্রস্থান।]

কুমু। (মায়ের প্রতি) দেখ, হারামজাদী, শরত।
যদি না আসে, তাকে আমি বুড়ী থেকে দূর
ক'রে দেবো।

মাতা। তা দিবি বই কি,—তা না হ'লে পিরীত
চলবে কেমন ক'রে?

কুমু। তবে রে হারামজাদী। এই কাণা বৈরাগীকে
নিরে তুমি পিরীত করো না। ঝাঁটা মেয়ে মুখ
ভেঙ্গে দেবো।

মাতা। তা দিবি বই কি? পোড়ারমুখী, আসিতে
নিজের মুখ দেখতে পাও না? “দাদ—দাদ”
ব'লে আর কত দিন চলবে। রং ঢাকা দিয়ে
আর ক'দিন ঢাক্বি। যখন সর্দার ছেয়ে
বেরুবে, শরত। কোথায় থাকে—দেখবো।

কুমু। দাদ নয় তো কি রে হারামজাদী, তোর চোখে
আঙুন লাগুক।

মাতা। তুই মন্—মন্,—তোর বাড়ী আমি থাকতে
চাইনে।

[প্রস্থান।]

কুমু। বেরো বেটি।

[প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তাঙ্ক।

—•••—

শৈলেন্দ্রের কক্ষ।

শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী।

শৈলেন্দ্র। আমিও পথে বসলুম, তোমাকেও পথে
বসালুম। নীচো আমার সর্কনাশ করেছে।

সরো। তা তুমি ভেবো না, দিন এক রকম ক'রে
যাবে। আমি রাঁধবো বাড়বো—তোমার সেবা
করবো—তোমার কোন কষ্ট হবে না। একখানি
গাড়ী রেখো—বেড়াবে; একটা চাকর
রেখো—বাইরের কাজকর্ম করবে—তা হ'লে
তোমার কষ্ট কি?

শৈলেন্দ্র। কি হয়েছে—তুমি জানো না, তাই বলছি
কষ্ট কি? আমি পথে বসেছি।

সরো। কেন—কেন—তোমার তো বখুঁতা আছে
বখুঁতা তো পাবে?

শৈলেন্দ্র। বখুঁতা কবে হবে, তা জানি নি; এখা
নীচের কাছে লাখের উপা দেনা হয়েছে, আমা
কবে হলে দেয়।

সরো। কেন—তুমি তো এক পরসাত্তর বা
ধার করো নি, ওই বরং তোমার কাছ থেকে
টাকা নিরে গিয়েছে।

শৈলেন্দ্র। কি করেছে জানো? আমার তো কল
ক'রে মার খাওয়ালে। তার পর রাতদিন দেব
খুনি মকদ্দমা—আমার কাছে নাকে কৌ
বলতো, “কাকাবাবু, খুনি মোকদ্দমা, আমা
কাছে টাকা নাই, বাবা টাকা দিতে চাচ্ছেন
কি করবো?” আমি ছাওনোটে ধার করে
চাইলুম, তা কি করলে জানো?

সরো। কি করলে?

শৈলেন্দ্র। শোন মতলবখানা, আমার বরং কি
জানো? “আমি তোমার নামে কতকগুলো
টাকা ছাওনোটে হুদে খাটিয়েছি; সেই ছাও
নোটগুলোর গিঠে তুমি সই ক'রে দাও, আ
তোমার কাছে ধারা ধার করেছে, তাদের ছাও
নোট যদি তোমার কাছে থাকে, তাতে সই ক'রে
দাও, আমি সেইগুলো বাঁধা রেখে টাকা যোগ্য
কচ্চি। আমি বিছানার পড়ে, অত কলি বুঝে
পারি নি—সই করে দিয়েছি।

সরো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার উঠে যেতে বলতো, কি
সই করতে বটে। তা—তাতে কি হয়?

শৈলেন্দ্র। সেই সমস্ত ছাওনোটের টাকা আমা
কাছে আদায় করবো।

সরো। কি করে?

শৈলেন্দ্র। বলছি, কিন্তু তুমি তা বুঝতে পারবে না
তবু—বলছি শোন—কত বড় ফন্দিটো শোন—
সরো। এর কি কোন উপায় নেই?

শৈলেন্দ্র। কি করেছে শোন—বলেছিল যে, আমা
নামে টাকা ধার দিয়েছে—সে মিছে কথা
গোটা কতক বরাটে ছোঁড়া নিরে, তাদের কি
কিছু দিয়ে ছাওনোট সই করিয়েছে। তাহা
কাছে তো টাকা আদায় হবে না, ও এখা
আদালত বলতে চাচ্ছে যে, আমার কাছে যে
ছাওনোট কিনে নিয়েছে। তাদের কাছ থেকে

টাকা আদায় করতে পাচ্ছে না, আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে। আমি সে টাকার জামিন হতে পড়েছি।

সরো। তুমি কি সে সব বেচেছ ?

শৈলেন্দ্র। বেচবো কেন—বলুন তো—বুঝতে পারবে না। এই শিব উকীলকে দিয়ে আমার ওর একখানা চিঠি নিয়েছে, আমি যেন মকদ্দমা খরচের সত্তে হাওনেটিগুলো নীরোকে বেচেছি। মোনা আমার বলেছিলো, আমি বিশ্বাস করি না, আজ নীরো উকীলের চিঠি নিয়েছে—সেই চিঠি পড়ে দেখি—এই সর্বনাশ !

সরো। তুমি কি কবাব মনে করছ ?

শৈলেন্দ্র। মনে করছি, এ বাড়ীর অংশ বেচে এখান থেকে চলে যাব। নীরে দিন দিন আমাকে যে রকম বিপদে ফেলবার চেষ্টা ক'চ্ছে, তাতে আর এখানে থাকতে সহ্য হয় না। আমার Share বেচলে নগদ টাকা কিছু হাতে পাব, তাতে শিব উকীলের comtএর দেনা কতক চুকবে, আর কিছু টাকা দিয়ে তালতলায় একখানি বাড়ী দেখে এসেছি, তোমার নামে কিনবো। সেইখানে গিয়ে থাকবো। তবে টাকাকড়ি সব আদালত থেকে আটক হয়েছে। পেট চলবে কিসে, সেই এক ভাবনা।

সরো। আচ্ছা—আমার কত টাকার গয়না ?

শৈলেন্দ্র। বেচলে হাজার পাঁচ ছয় হবে।

সরো। তাতে সুবিধানার দোকান হয় না ?

শৈলেন্দ্র। এই যে তুমি একটা রোজপারের উপায় শিখেছ দেখু'চি।

সরো। কেন কেন—তাতে দোষ কি ? আমি মোনার ঠেঁরে শুনেছি, খেটে খেতে দোষ নেই, মোনা মিথ্যে কথা ক'র না।

শৈলেন্দ্র। তাই মোনাতে তোমাতে সুবিধানার দোকান ক'রো।

সরো। তুমি না বললে, কেন কবুবো ?

শৈলেন্দ্র। তোমার কথা শুনে—আমার বুঝ ফেটে যায়।

সরো। আমার মাপ করো, আমি আর কিছু বলবো না।

শৈলেন্দ্র। শোন সরোজিনী, তোমার মত নির্দল প্রী হয়, আমি স্বপ্নেও জানুতেন না, আমি রত

চিন্দুম—কিন্তু শেষে। এই রত আমার ধুলোর লুটাবে। এ খেদ আমার বাপুবার জায়গা নেই। তুমি সিংহাসনের যোগ্য, তোমার আমি বুজির দোষে পথে বসাবুম। আমার ধিক্ !

সরো। কেন তুমি এমন ক'চ্—আমি তো পথে বসিনি। তুমি ভেবো না, দিদি বলতেন, মোনা বলে,—যে ধর্মপথে থাকে, ধর্ম তার রাত দুপরে অর জোটান। তুমি তো কখন অধর্ম কর নি। আমিও অধর্ম করিনি,—আমি কখনো মিথ্যে কথা কইনি,—আমরা দুঃখ পাবো না, তুমি ভেবো না।

শৈলেন্দ্র। অধর্ম করিনি ?—তোমার ফেলে কাপ-সাপিনীকে বুক নিয়েছি ; দেবতা স্বাক্ষর করে তোমার বিবাহ করেছি, তোমার ভার নেবো অপকীর করেছি, সেই অকীর ভঙ্গ হয়েছে,—আমি অধম, নীরের চেয়েও অধম। নীরে আপনার স্বার্থ দেখে, আপনার জীকে পথে বসায় না। আমি অগম আমোদপ্রিয়। আমি তোমার সর্বনাশের হেতু।

সরো। তুমি কেন এমন ক'চ্ছ, শুনেছি—বয়সকালে এমন সবাই করে। দেখ আমি কিছু মনে করিনি, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।

শৈলেন্দ্র। যদি আমার কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, স্কলের চেয়ে পাপী কে ? আমি উত্তর কি দিই জানো,—যে আমোদপ্রিয়, ব্যভিচারী, সেই মহাপাপী। ব্যভিচারী চোর হয়, থুনে হয়, বংশের পিওদাতা সন্তানকে রে গরস্ত করে, নিজেকে কলুষিত হয়, জীকে কলুষিত করে, সন্তানকে কলুষিত করে, বংশের ধারা কলুষিত করে। কিন্তু আর উপায় নেই—আক্ষেপে ফির্বে না।

সরো। শোন শোন—আমি উপায় ঠাউরেছি।

এসো এসো—রাধাবল্লভজীর কাছে চলো—আমরা দুজনে রাধাবল্লভজীর কাছে দুঃখের কথা জানাই—রাধাবল্লভজী উপায় করবেন,—সত্যি বল্চি—সত্যি বল্চি। দিদি বলতেন শোন নি ? আমাদের সব ঠিকিয়ে নিয়েছিল, রাধাবল্লভজী আবার পাইয়ে দিয়েছেন। এসো—এসো।

[শৈলেন্দ্রের হস্ত ধরয়া—সরোজিনীর প্রস্থান।

পঞ্চম গর্তাঙ্ক।

—...—

উপেক্ষের বাটা।

নীরদ ও ফুল।

নীরদ। শোন—শোন—

ফুলী। শুন্বো কি—তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসি কি না, তাই শুন্বো?

নীরদ। তবে কার সঙ্গে আলাপ করতে এসো—মম্বথর সঙ্গে?

ফুলী। হাঁ, মম্বথর সঙ্গে—তার চাল নাই, চুল নাই—মম্বথর সঙ্গে।

নীরদ। তবে কার সঙ্গে শুনি।

ফুলী। কেন, ছোটবাবুর সঙ্গে। যার তোমাদের বিষয়ের হ'বখর। বড়গিন্নির বিষয়ের এক বখর। সে এখন তার মেরেমাছুষ ছেড়েছে আমি যদি ছুটতে পারি, মাছুষ হয়ে যাবো।

নীরদ। হাঃ হাঃ—

ফুলী। হাস'ল যে?

নীরদ। ছোট বাবু পথে বসেছে—তার এ বাড়ীর অংশ আমি কিনেছি, তাকে এখান থেকে উঠে যেতে হবে।

ফুলী। উঠে যেতে হবে কেন? বড়মার বাড়ীর অংশ বড়মা তাকে দেবে।

নীরদ। তুই বুঝি তাই মনে করেছিলি। সে হবে না—সে হবে না। সে কাকা বাবুতে বড় মা'তে মনতাকাতা-ভাজি হ'রে গিয়েছে। আর বড়মা'র বিষয়?—সে এখন মকদ্দমা চলুক, তার পর নেবে। বড়মা বাবাকে সব লিখে দিয়েছে।

ফুলী। লিখে দিয়েছে বই কি? আবার তোমার বাপ উঠে তোমার বড় মাকে লিখে দিয়েছে।

নীরদ। তুই কি ক'রে জানুনি? মম্বথর ব'লেছে বুঝি।

ফুলী। হাঁ, মম্বথর ব'লেছে।

নীরদ। এ সব কথা মম্বথর সঙ্গে হয় বুঝি?

ফুলী। হয় বই কি, সে যে আমার ভোগার। বলে—আমি বড় মা'র বিষয় পাবো, তোরে দেবো। আমি সে ভোগার মেরে নই। আমি একটা

দাঁও মাছুষ ব'লে এত দিন অপেক্ষা কা'চ্চ, নষ্ট কত লোক সাধাসাধ ক'চ্ছে।

নীরদ। তাই ছোটবাবুর কাছে দাঁও নাহবে ক'রেছ? তা'লে জো নাই—সে জো নাই বাড়ী তো নিয়েইচি, আর মম্বথরকে জিজে করিস্,—আমি ত'র দাঁও হাওনো, এনডো ক'রে নিরে তারে ভাসিয়েছি। তুই তো লো জানিস্—বুঝিস্ তো? আমি সেই হাওনো টাকা তার কাছে আদার করবো বুঝেচিস্?

ফুলী। হ্যা—হ্যা শুনেছি বটে। আমি চলুম।

নীরদ। চলি কেন—চলি কেন—শোন না? বড় মাছুষ হ'তে চাস্? আমার সঙ্গে আ'ক'বু—আমি তো'র ভাল ক'রে দেবো।

ফুলী। হাঁ, তুমি আমার ভাল করবে। তো'র শরীরে ভালবাসা আছে?

নীরদ। তুই যে বিশ্বাস করিস্ নি, আমি তে' ভারি ভালবাসি, এক দিন যদি তো'রে না দে আমার প্রাণ কেমন করতে থাকে! সত্যি ক'রে আমি তো'র জন্তে মরি।

ফুলী। তুমি কারো জন্তে মরো না, আমার ব'লে আমি বিশ্বাস করি না।

নীরদ। কি হ'লে বিশ্বাস করিস্?

ফুলী। সত্যি কথাটি বলো দেখি, মম্বথর সঙ্গে ক'রে আমার দম্ দিচ্চ কি না?

নীরদ। কি দম্ দিলুম?

ফুলী। কি দম্ দিলে? ছোট বাবু এমনি আ'ল তোমার সব সই ক'রে দিলে—নয়? তো'র বাপু বা তোমার তেজা পুতুর করবে—তু' আমার ভাল ক'রে দেবে!

নীরদ। কে বলে রে—কে বলে রে?

ফুলী। সে যে বলুক; বড় মা আর কি ব'র কান্ধি গিয়েছেন? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক' জিজ্ঞেস করতে এসেছিলুম,—“কি হ'লো তা—তিনি তো করেন নাই। আমি ছে বাবুর বাগানে চললুম।

নীরদ। চল'বি কেন—চল'বি কেন—শোন ক' চাস্ বল না, আমি দিচ্ছি।

ফুলী। তোমার কথারই আমার বিশ্বাস হয় ন' তুমি কি কম দম্টি আমার দিচ্ছিলে।

নীরদ। তুই তবু বল'বি দম্?

ফুলী। দম নয়?—আমি পড়তে জানি, তুমি আমার
হাওনোট দেখাতে পারো?

নীরদ। দেখাতে পারি, তুই দাঁড়া।

ফুলী। অনেককণ কথা ক'জি, আমি চ'ল্‌লুম,—
গোকে কি বলবে! যদি দেখাতে পারি, আর
হাজার টাকা দাঁও,—তুমি যা বলো শুনি।

নীরদ। আচ্ছা, আজ রাত্রে তুই আমাদের সিঁথির
বাগানে যাস্‌। শেখো তোরে গাড়ী ক'রে নিয়ে
যাবে। সেইখানে টাকা দেবো, আর হাওনোট
দেখাবে।

ফুলী। আমি সে মেয়ে নই, আমি কান্দায় ভেতর
যাব না। যদি আলাপ করতে চাও, তোমাদের
শিবের মন্দিরে যে অভিধির ঘর আছে, সেখানে
আলাপ করতে পারি—সেখানে লোকে দেখ-
লেও আমার কিছু বলবে না, সেখানে হামেসা
যাওয়া আসা করি। আর তুমিও তো যাও,
রাত ১০টার পর দেখা করবো।

নীরদ। এই কথা তো?

ফুলী। আমার কথা ঠিক, তুমি ঠিক থাকলে হয়।

[ফুলীর প্রস্থান।]

নীরদ। বেটীকে একবার বাগে পেলে হয়, বেটী
ভারি পাগলী। হাওনোটগুলো দেখিয়ে বেটীর
বিশ্বাস জন্মাবো, টাকা চাইলে বলবো উকীলকে
দিতে হয়েছে, হাতে টাকা নাই, কাল দেবো।
টাকা শো খানিক দিলেই বেটী বিশ্বাস করবে।
বেটীর কি চমৎকার ছুটি ঢুলুঢুলে চোখ।

(তরদ্বিগীর প্রবেশ)

কি না, কি হ'লো?

তর। দিলে না! তার উপর তোমার বড় মার
ভাঙি,—সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে চ'লে গেল।
চাকরেরা ব'লে, কোথা রেল-ভাড়া ক'রে যাচ্ছে।

নীরদ। থাক, আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। আমি
পাগল হ'য়েছে বলে দরখাস্ত লিখে রেখেছি,
কাল আদালতে দাখিল ক'রবো।

তর। তুই দরখাস্ত ক'রে কি করবি? কোম্পানীর
কাগজগুলো যে তার ঠেঁয়ে—তুই কি ক'রে বার
করবি?

নীরদ। সে ব্যাভে জন্ম আছে। সে ব্যাভে জন্ম

আছে। সে ঠিক হবে এখন। আর তার
পাগল মাথা ক'রতে হবে, নইলে বড় মা যদি
মকদ্দমা করে, তা'হলে বড় মার অংশটা বার
ক'রে নিতে পারবে।

তর। ওরে পাগল বলে কি হবে?

নীরদ। জান না—দানপত্র ফিরিয়ে দে গেছে। আমি
বলবো—পাগল হয়ে এই কার ক'রেছেন,
আদালত তা বিশ্বাসও করবে, খাম্কা খাম্কা
কেউ বিষয় ফিরিয়ে দেয়।

তর। ঠিক হয়—ঠিক হয়, যদি করতে পারিস্‌, তা
হ'লে বড় গিন্নীও জন্ম হয়—ওও জন্ম হয়।

নীরদ। মা, তুমি রেল থেকে এসেছ, ঠাণ্ডা হও গে,
আমি সব বলবো এখন।

[তরদ্বিগীর প্রস্থান।]

টাকার ভারি দরকার। শিব উকীল যদি
মোনাকে বাগিয়ে শরতের হাওনোট ছ'খানা
হাত ক'তে পারে, তা'হলে এক চিলে চই পাখী,
—ফাঁকুতালে কিছু টাকা পাওয়া যায়,—আর
শরতী বাটাও একটু জন্ম হয়। পারবো কি?
দেখা যাক, বুদ্ধিবলে কি না হয়।

(শীক বোম্বাল, মম্মথ ও শিব উকীলের প্রবেশ)

মম্মথ। এই তো নীরদার র'য়েছেন, কি বলছেন—
বলুন?

শীক। তুমি তো ভারি বোকা, নগদ টাকা পাচ্ছে—
নিয়ে যাও না। তুমি কি শরতের কাছে কিছু
আদায় করতে পারবে?

মম্মথ। না, পারবো না—নীরো দাদা কাঁচা ছেলে
কি না? তাই টাকা দিরে শরতের হাওনোট
ছ'খানা নিতে চাচ্ছেন? উনি সন্ধান পেয়েছেন,
শরৎ রিভার্সন্স রাইটে দশ পনের হাজার
টাকার বাড়ী পেয়েছে, তবে হাওনোট কিনতে
চাচ্ছে। আমি ছ'খানা ছোটবাবুর কাছে
বাগিয়ে এনডোর ক'রে নিয়েছি। আমি ও
ছ'খানা দেবো না, আমি শরতের বাড়ী বেচে
আদায় করবো।

শিব। সে জানান্‌ নটখটি—তা জানো? মকদ্দমা
ক'রে আদায় করা তোমার কৰ্ম নয়। মকদ্দমা
খরচা কত? বাড়ী পেয়েছে—স্বীকার করি।

তুমি ডিক্রীজারি ক'রে, att ch ক'রে, বেচে
কিনে নিতে পারবে? সে খরচা কোটাতে
পারবে? তা' চেয়ে নগদ টাকা পাচ্চ—নিম্নে
নাও।

ময়খ। কত টাকা দেবেন?

নীরদ। ছ'হাজার টাকা নে।

ময়খ। আমি ও পুড়িয়ে ফেলবো—দেবো না।

শিবু। আচ্ছা—আচ্ছা—চার হাজার টাকা নাও।

ময়খ। পাঁচ হাজার টাকা দেন—অর্ধেক ক'রে
দেন।

শিবু। ওহে—নাও গে যাও—চার হাজার টাকা—
চের হয়েছো। হাইকোর্ট হুট—পাঁচ সাত হাজার
টাকা খরচা প'ড়ে যাবে—কোথায় পাবে?

হীরা। বোকা—বোকা,—বল্লে বুঝবে না—
বল্লে বুঝবে না!

ময়খ। আমি কিন্তু নগদ টাকা নেবো।

শিবু। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমার আফিসে
নিরে যেও।

ময়খ। কখন?

শিবু। কাল ১০টার সময়।

ময়খ। আমি কিন্তু চেকটেক নেবো না, নম্বর
নোটও নেবো না, নীরো দাদা আবার নোটের
নম্বর আটক ক'রে দেবেন।

নীরদ। ঠ্যা—এমনি আর কি!

ময়খ। না—তুমি সব পার। এই যে শরতকে
নোট দিয়েছিলে, তার নম্বর আটক ক'রে
দিয়েছিলে।

নীরদ। সই ক'রে দিবি তো।

ময়খ। না—তা করবো না।

শিবু। ও ছোট বাবুর Blank endorse আছে;
সই করতে হবে না। তবে ঠিক রইল।

ময়খ। হ্যাঁ।

[ময়খের প্রস্থান।]

নীরদ। কি করতে পারলুম না ব্যাপার কি।

শিবু। ব্যাপারটা কি জানো, শরতকে ছোট বাবু
পাঁচ হাজার ক'রে ছ'বারে দশ হাজার টাকা ধার
দেন, সেই হাওনোট ময়খ কি জানি কি ক'রে
সই ক'রে নিয়েছে।

নীরদ। তা হ'লে সব হাওনোট ছোটকাকা আমার

সই করে দেবনি? কি পাচ্ছি দেখছ। আরও
হাওনোট ছিল।

শিবু। তাই তো দেখছি। তার পর শুধু, এখন
মোনা কি ক'রে সন্ধান ক'রেছে, শরৎ তার মার
বাপের বিষয় পেয়েছিল, না মারা গেছে, ও
এখন সেই টাকা আদার ক'রতে আমার কাছে
গিয়েছিল। আমি আপনাকে ব'লে গেলাম না,
একটা দাঁও আছে? ও সেই ছ'খানা হাওনোট।
হীরা। শিবু বাবু, এই হাওনোট ছ'খানা পেয়েই
"নালিশ ক'রে দেবেনা শরত বোটা নীরো বাবুকে
বান্ধেতাই ব'লে গালাগাল দেয়। আবার শাশুর
—বাগে পেলেই খুন ক'রো।

শিবু। এই বিষয়টা পেয়েছে কি না। তাইতে নগর-
চপর হচ্ছে। এই attachment before Judge-
ment ক'রে আমি শীল ক'ছি। নীরদ বাবু
কাল খেন টাকাটা পাই। তা না হ'লে ছোঁড়া
আবার অল্প কোন উকীলের কাছে যাবে, সে
নিজে খরচা দিয়ে ওর হয়ে মোকদ্দমা ক'রো।

নীরদ। শরত বাটাকে জব্দ করতে পারলে হয়,
বাটা আমার ফাঁসবার যোগাড় করেছিল।

হীরা। ওং, গাল বে দেয়! একবার বাড়ীখানা
শীল করুন তো, তা হ'লে ব্যাটার একবার গাল
বুঝি।

শিবু। বসবো কি? চেক একখানা দেবেন?

নীরদ। দেখি, অত টাকা ব্যাকে হবে কি।

[নীরদের প্রস্থান।]

হীরা। শিবু বাবু, মোনা পাঁচশো দেবে ব'লেছে, আপ-
নিও পাঁচশো দেবেন, শৈলেন বাবু ফেল হওয়া
ইত্তক তেমন কোথাও কিছু হাত লাগছে না।

শিবু। আচ্ছা আচ্ছা, হবে, মকদ্দমাটা বাধাই না।
নীরো বাবু বড় চালাক, কিছু আদার করতে
হবে।

হীরা। কি ক'বে—কি ক'রে?

শিবু। দাঁড়াও না, আগে affidavit ক'রে আদা-
লতে ছ'খানা হাওনোট ফাইল করি। এইবার
শ্রীমানকে শ্রীযর দেখতে হবে, নয় বা চাইব,
তাই দিয়ে মেটাতে হবে। ছ'খানা হাওনোটই
জাল, মোনা খুব বুদ্ধি ক'রে নতুন ধরণের জাল
ক'রেছে। আর যে বাড়ীর লোতে নীরদচন্দ্র

হাওনোট হুখানি কিন্‌চেন, সে বাড়ী অনেক দিন বিক্রী হ'য়ে গেছে । লোকে খিদের চোটে পাটকেলে কামড় দেয়—এ তাই ।

হীরা । শিবু বাবু, এদের সন্তিক বড় ভাল নয়, এই সময় যা কিছু পাওয়া যায়, হাতিরে নাও । নিতাই ঊকাল যে রকম লেগেছে, বড় বউয়ের বিষয় কে হালো না ক'রে ছাড়ছে না ।

শিবু । আমি আর তা ভাবছিনি ? বড় বউকে দশ বছরের আয়ের ভাগ দিতে হ'পকই জেরবার হ'য়ে পড়বে ।

হীরা । তা হ'লে শৈলেনের খরচা যে আপনি ঘর থেকে চালাচ্ছেন, তার কি হবে ?

শিবু । বাড়ীর share বেচে কিছু দিয়েছিল, আর যা বাকী আছে, তার একটা উপায় করতে হবে ।

হীরা । তা হ'লেই হলো, তা হ'লেই হলো । আমি আপনাকে প্রথম জুটিয়েছিলুম । আপনি ক'কে পড়লে আমার কলঙ্ক হবে—কলঙ্ক হবে ।

(গ্রামার প্রবেশ)

গ্রামা । বাবু বাজেন, উনি টাকা আপনার বাড়ী পাড়িয়ে দেবেন ।

[সকলের প্রস্থান ।

বর্ষ গর্তাঙ্ক ।

—:—

উপেক্ষের অতিথিশালার পশ্চাত্তাগ ।

মন্মথ ও শরৎ ।

মন্মথ । তোমার নামে শীগগির হাওনোটের নালিশ হবে । তুমি জবাব দেবে, তুমি হাওনোট দাও নাই—ও জাল ।

শরৎ । তা আমি সই করে কি ক'রে বল্‌বো যে জাল ?

মন্মথ । আরে তাতে তোমার কোন ভয় নেই, এ জাল মকদ্দমার বিচার কেবল সই নিয়ে হবে না । এর ভেতর একটা মজা আছে ; যে কাগজে হাওনোট হু'খানা লেখা, সে কাগজ স্বদেশী মিলের, মোটে মাস আটেক হ'ল ঐ মিল খোলা হয়েছে । আর তোমার হাওনোটের তারিখ

হ'লে আড়াই মজরের আগেকার । যখন হাওনোট সই ক'রেছে, তখন সে কাগজ জন্মায় নি, ঐ কাগজই জাল ধরিয়ে দেবে ।

শরৎ । কিছু হবে বলতে পারো ?

মন্মথ । জেল হবে ।

শরৎ । আরে না না, আমি আর সে দিক দিয়ে বাচ্চিনে । নগদ রেশ্ত কিছু চাই ।

মন্মথ । কেন বল দেখি ? তুমি ত নীরদবাবুকে জঙ্গ কবুবার চক্র খুব রোক ক'রেছিলে ?

শরৎ । ক'রেছিলুম বটে, এখন আর তা নাই । কুনী বেটার সর্কাঙ্গে কি বেরিয়েছে । তার রোজগারের পথ বন্ধ হ'য়েছে । চার ধারে দেনা, দাঁড়াতে পাচ্চি না, কিছু চাই ।

মন্মথ । তা' যা চাও পাবে । নীরোদা' যখন মেটাতে আসবে, বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ, হাজার—যা চাও, দিতে হবে ।

শরৎ । যা থাকে অদৃষ্টে, আমি ভাল বল্‌বো—আমার আর কি ?

মন্মথ । ছুঁড়ী ছুঁড়ীগুলো এসেছে ?

শরৎ । সব মজুত,—আমিও মজুত । একবার যদি চারে ফেলতে পার, উনি আর এড়াচ্ছেন না । তা ছুঁড়ীদের কেন, আমরা হুঁতিন জন হ'লেই ভো ঠিক ক'রে দিতুম ।

মন্মথ । না, কে আবার ব'লে দিত । দেখো না, ছুঁড়ীরা ঠিক করবে এখন । আর ছুঁড়ীদের কেউ কোথাও চেনে না, পূর্জো দিতে এসেছে । তোমাদের দল দেখলে অবধূত চিন্তে পারতো । কি জানি, কি হ'তে কি হ'তো, এ ঠিক হয়েছে । ও সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছাদের সাত পুরুষে কেউ চেনে না ।

শরৎ । হুই বদা যা বাড়বে—তা আমার মনেই আছে ।

মন্মথ । (স্বগত) আগে ছোটবাবু হাওনোটের দায় থেকে বাঁচুক, তার পর জাল মামলায় ফেলে নীরদাকে একবার বেড়া জালে ঘেঁষবে । বাচ্ছাধন কত কুটবুদ্ধি ক'রে কেটে বেরোন, একবার দেখ্‌বো । (প্রকাশ্যে শরতের প্রতি) চল হে চল, গা ঢাকা হই; ঐ আসছে । (স্বগত) পাটিস্নু হুট না মেটালে কিছুতেই ছাড়্‌বো না ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(অবধূত ও নীরদের প্রবেশ)

অব। এত রাতে কি ক'রতে যাচ্ছ বাবাজী? আজ বড় ফাঁসাদ, স'রে পড়ো—আজ স'রে পড়ো—কাল দিনের বেলায় এসো।

নীরদ। দিনের বেলায় ফুরুলে হোক না হোক, না দেখলে শুনে যে অতিথির বরগুলো পড়ে যাবে। আপনি শুনে গে—আমি দেখে শুনে আজ চলে যাচ্ছি।

অব। সে কি?—তা কি হয়? চলো—আমি তোমার সঙ্গে যাই।

নীরদ। কেন—কেন—ভয় পাচ্ছেন অবধূত ম'শায়?

অব। আরে আজ চ'কাক পরী উড়ে উড়ে এসে ঐ বেলগাছ ব'সেছে! বেকদতিয়ার আজ বেটার বে—নাচ-গান করবে।

নীরদ। না না—আপনাকে যেতে হবে না—আপনাকে যেতে হবে না।

অব। সে কি?—তোমার মতলবটা কি। তুমি কি পরীর-রাজ্যে উড়বে না কি?

নীরদ। (স্বগত) ভাল বেটা গাঁজাখোরের পাল্লার প'ড়েছি। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ অরধূত ম'শায়, তুলে গেছি—বড় মা কাশী থেকে এসে আপনাকে কেন ডেকেছেন, বলেছেন এই রাতেই দেখা করুতে।

অব। তুমি কেন বললে না—এ রাতে যাই কি ক'রে, আজ ছকুর রাতে বেকদতিয়ার বেটার বে, আমার পুরোহিতগিরি ক'রতে হবে।

নীরদ। সে এসে করবেন এখন, সে এসে করবেন এখন।

অব। না—সেটা কি ভাল দেখায়? ও বেলগাছটিতে অনেক দিন আছে, অনেক দিনের আশাপ, মনে ছুঁ: করবে, সে ভাল দেখায় না।

নীরদ। (স্বগত) এ বাটাকে নিয়ে তো ভারি মুন্ডিলে পড়লুম।

অব। বড় ধুমধামের বিয়ে বুঝে? ডানা লুকিয়ে সব বম্ বম্ ক'রে পরী এসে সঁধোলো। তারা সব খাওয়া দাওয়া করবে। গোটা দশ মোচাক ভেঙে নিয়ে গেছে, মধু খাবে।

নীরদ। পরীতে মধু খায় বুঝি?

অব। আর পাঁকা তেলাকুচো চোবে।

নীরদ। তা বে দেবেন, আপনি কি পাবেন?

অব। একটা মনসা কাঠের তাম্বুলু।

নীরদ। তবে যাচ্ছেন না যে?

অব। এই বাবাকে একটু ত্বরিতানন্দ দিয়ে, বাবা বিমুবে—আর আমি স'রে পড়বো।

নীরদ। তবে তাই যান,—তবে তাই যান, আর দেরি করবেন না।

অব। দেখ,—তোমার যদি এড়ায়, তা হ'লে মন্দিরের চক্ৰটা ধরবে।

নীরদ। তাই ব'বো—তাই করবো।

অব। আর যদি ছুঁ কাড়ে, কাছা খুলে কাপড় কেড়ে পাবো।

নীরদ। যে আজ্ঞে, তাই করবো—তাই করবো।

অব। আর যদি কোন বেটা বে করতে চায়, তার মা বেটার কান দুটো ধ'রে মুচড়ে দেবে। বুঝলে—আমি চলুম,—বাবাকে শয়ন দি'গে। (অগ্রসর হইয়া) আর যদি মধু খাওয়াতে চায়—দুটো ঢেকুর তুলবে।

(অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দণ্ডায়মান)

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—তাই করবো।

অব। আর শোনে—ছোঁনো,—যদি বাসর-ঘরে বসায়, তুমি একটা দুটো উলটো ডিগ্‌বাজী খাবে।

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অব। আর দেখ—যদি ছাঁদনাভলার নিয়ে যায়—

নীরদ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি আসছি—আমি আসছি—

অব। আচ্ছা, তুমি এসো—আমি শয়ন দি'গে।

[অবধূতের প্রস্থান।]

নীরদ। আপদ গেল।

[প্রস্থান।]

সপ্তম গর্তাঙ্ক ।

—:—

অতিথিশালার অভ্যন্তর ।

ফুলী ।

ফুলী । এত দেৱী ক'ছে কেন ? ঐ আসছে ।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ । কে রে—ফুলী ?

ফুলী । হ্যাঁ, আজ থাক্—আমি চল্লুম । আমার বড় ভয় ক'ছে, রাত হুপূর হলো—এখানে উপদেবতা আছে ।

নীরদ । আর নে—চং করিসনে ।

ফুলী । না না—আজ থাক্, কাল তখন সন্ধ্যা রাজে আসবো । আমি একলা বসেছিলুম, কে যেন আসে পাশে কাঁদছে ।

নীরদ । আরে দূর—এই আলো জ্বলে সব থেমে যাবে । বাতাসের শব্দ শুনে পাচ্ছিস্ নে ?

ফুলী । না—আমার ভয় হচ্ছে ।

নীরদ । তবে আমার বৈঠকখানায় চ ।

ফুলী । বাপ্ রে !—তা কি হয়—সবাই টের পাবে ।

নীরদ । ভয় নাই—ভয় নাই—বোস ।

[দেশলাই জালিয়া বাতি প্রজ্জ্বলিতকরণ ।

তোর কপাল ফিঙ্গলো । আমি এই দেড়শো টাকা দিয়ে একটা ভাল বাড়ী ভাড়া করেছি, তোকে সেইখানে রাখবো, আর জিনিসপত্র খাট-বিছানা সব ঠিক ক'রে দিয়েছি । দেখবি যেন ইজ্জালয় ।

ফুলী । তুমি কখন ক'লে ? ঐ তো তোমার মিছে কথা, এইতে আমার অবিবাহ হয় ।

নীরদ । আর অবিবাহ কেন চাঁদ—আর অবিবাহ কেন ? এই তোমার হ্যাণ্ডনোট দেখাচ্ছি ।

ফুলী । আমি এক এক ক'রে দেখবো, ছোট বাবুর সেই চিনি, সেই দেখবো । তুমি যে বার তার নামে হ্যাণ্ডনোট দেখাবে তা হবে না । আর আটখানা হ্যাণ্ডনোট আমি শুনেছি আটখানা আমি শুনে দেখবো ।

নীরদ । আচ্ছা—দেখ ।

(হ্যাণ্ডনোট প্রদান)

ফুলী । হ্যাঁ—ছোট বাবুর সেই বটে । এই একখানা—এই দুখানা—

নীরদ । এই দেখ—এই দেখ—এই সাজিয়ে দিচ্ছি দেখ (তজ্জপ করণ) !

ফুলী । (হ্যাণ্ডনোটগুলি লইয়া) এই তো হ্যাণ্ডনোট । টাকা কই ?

নীরদ । আমি অদেক কথা রাখলুম । তুমি অদেক কথা রাখো । তার পর টাকা দিচ্ছি, টাকা কি ফাকি দেবো ? এততেও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ? এসো প্রাণ, প্রাণ জুড়োও ।

ফুলী । (অহুর্নাসিক স্বরে) ও নীরে—ও নীরে—নীরে—আমি ফুলী নই—তোর বাড় ভাঙ্গবো ।

নীরদ । তুই কত চং-ই জানিস ?

(লুকাইত বারান্দনাগণের প্রবেশ)

বারান্দনাগণ । (অহুর্নাসিক স্বরে) ও নীরে—ও নীরে ও ফুলী নয়—ফুলী নয় তোর বাড় ভাঙ্গবে ।

নীরদ । অ্যা—এ সব কি ? বদমাইস জুচুরী ?

বারান্দনাগণ । (অহুর্নাসিক স্বরে) ও নীরে তোর বাড় ভাঙ্গবে—বাড় ভাঙ্গবে !

(নীরদকে বেইন করিয়া বারান্দনাগণের গীত)

এইবারে তোর বরাত ফিরেছে ।

দোসর ক'রে রাখবে তোরে

পাঁচীর মা তাই আছে এঁচে ॥

গান শোনাতে খোনা সুরে,

হাওয়া ধাবি পেটটি পুরে,

দিনেরতে তেগুন্তেতে বেড়াবি ঘুরে ;

সাঁজ সকালে সেওড়া ডালে,

ঝুল খাবি খুব উল্টো ধাঁচে ॥

(ও নীরে—ও নীরে—ও নীরে ।)

নীরদ । চোর চোর—খুন করলে !

[বারান্দনাগণের উচ্চৈঃস্বরে হাততালি দিয়া গান ।

[এই অবসরে ফুলীর নোটগুলি আগুনে দহকরণ ।

ফুলী । হুস্—হুস্—হুস্, হ্যাণ্ডনোট তোর পুড়ে হলো হুস্ ।

নীরদ । পুলিশ—পুলিস, পাহারাওয়াল—পাহারা-ওয়াল—

[ফুলীর প্রস্থান ।

(শরতের প্রবেশ)

শরৎ। খাও রসগোল্লা। (প্রহার)

নীরদ। ও বাপু-রে—খুন কল্লি-রে—

[নীরদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

(অবধূতের প্রবেশ)

অব। ইস্ নীরদ, বাসরে সোঁধিয়েছ। ডিগবাজী খাও
—ডিগবাজী খাও!

নীরদ। রক্ষে—কর, রক্ষে কর, আমার খুন করবে।

অব। চট ক'রে ডান বগলটা সোঁকো।

নীরদ। অবধূত মশার, সব ডাকাত ছিল।

অব। ডাকাত কোথা—সব পরীর বাচ্ছা, পো উড়ে
গেল।নীরদ। ঐ ফুলী। পাছারাওরালা ডাকো, বেটাকে
বাঁধিয়ে দেবো।অব। ফুলীর মতন দেখেছ, সেই পরীর রাণী, এখনো
তোমার ঘাড়ে ভর ক'রে র'য়েছে।নীরদ। তবে রে ব্যাটা গাঁজাখোর, তুমি এর ভিতর
আছ।অব। উঃ বক্তার হ'য়েছে। বিচেল দড়ি বেঁধে মাথায়
কলসী কতক কোয়ার জল ঢালতে হবে।নীরদ। সব ব্যাটাকে বাঁধিয়ে দেবো—সব ব্যাটাকে
বাঁধিয়ে দেবো।অব। ইস, বাঁধতে হবে, নইলে আজ খুনখারাপি
করবে।

নীরদ। ওরে বাপু-রে—শালা বাঁধতে চায় রে।

[প্রস্থান।]

অব। দাঁড়াও দাঁড়াও, তিনি ফুঁরে তোমার ঝাড়িয়ে
দিচ্ছি।

[অবধূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।]

অকীর্ষ গর্ভাকার।

—১০১—

উপেন্দ্রের অন্তঃপুর।

বিরজা।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

বিরজা। এ কি ঠাকুরপো! তুমি এমন হয়ে
কেন?উপেন্দ্র। বা হবার তা হ'য়েছি, পাগল হয়েছি—শো
নি?

বিরজা। পাগল হয়েছ কি?

উপেন্দ্র। কেন শোন নি? নীরো তার গর্ভধারিণী
সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আমি পাগল হয়েছি ব'লে
আদালতে দরখাস্ত করেছে। আমার খোরাকি
কোম্পানীর কাগজ আটক করেছে। আমি
পাগল সাব্যস্ত করবে। নইলে সে কোম্পানী
কাগজ হাতে পাবে না, তোমার বিষয় হা
করতে পাবে না। আমি পাগল না হ'লে
তোমার বিষয় বে তুমি পাবে।বিরজা। অ্যা বল কি! কি সর্ব্বশেষে কথা! তুঁ
বসো—বসো।উপেন্দ্র। আর ব'সবো না, এ বাড়ীতে আমার হা
নাই। এ বাড়ীতে থাকলে আমার গারদে ঘে
তাই পালাচ্ছি। বড় মনে সাধ ছিল, শৈলেনে
দেখবো;—সে তো এ বাড়ীতে নাই। ব
অপমাত মুক্তার সাধ না থাকে—তুমি
পালাও।বিরজা। তুমি ছির হও—ছির হও, কে তোম
গারদে সের দেখি। তুমি নাও নি—খাও নি?উপেন্দ্র। আর নাওনা খাওনা, এখন বতদিন বাঁ
তিফে ক'রে তো খেতে হবে। সর্ব্ব আট
হয়েছে, তিফে করে খাবো, নইলে কোথ
খাবো?

বিরজা। ছিঃ! ছিঃ! এমন সজ্ঞানও জন্মার।

উপেন্দ্র। ঠিক সজ্ঞান, কবির সজ্ঞান! আমি চল
—আমি পালাই, আমার পায়ে বেড়ী দেবে—
আমি সত্যি পাগল হ'য়েছি। আর পাগল
কিসে?

(তরঙ্গিণীর প্রবেশ)

তর। এসো—এসো—ঘরে এসো,—আর শত্রু
হাসিও না। ঘরে এসো—এখানে কি ক'চ্ছ ?
উপেক্ষ। বেড়ী এনেছো ! এইখানেই পরিয়ে দাও।
না, একটু দেরী করো, ছুটো কথা কই।
তর। আর কথা কয় না ; এসো এসো।

উপেক্ষ। তুমি কি জ্ঞাত ? তোমার কোন্ ঘরে
জন্ম ? তুমি কি মাতৃবের ঘরে জন্মেছ ? ঠিক
বলো—ঠিক বলো। তোমার জোড়া পৃথিবীতে
আছে ! তোমার ভারে পৃথিবী নেবে বায় না !

তর। নীরে—নীরে ! শীগগির আর—শীগগির আর,
এখানে তোমার জেঠাই সোহাগ করে পাগল
ফেপাচ্ছে !

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। জেঠাই মা, তোমার সঙ্গে আমাদের সুবাদ
কি ? বাবাকে তো পাগল ক'রে সব লিখে
নিরেছ, আবার কেন ? বাবা আস্থন—বাবা
আস্থন !

উপেক্ষ। ছুঁসনে—ছুঁসনে—গায়ে হাত দিস্ নে।
সবই তো হয়েছ, কেন নরহত্যা করাবি—কেন
পুত্রহত্যা করাবি—কেন জীহত্যা করাবি ?
সরে যা !

তর। ওগো—উন্মাদ হয়ে ফেপেছে। নীরে, লোক
ডাক, লোক ডাক, বেঁধে ফেলে রাখ্ ; নইলে
খুনোখুনি করবে, খুনোখুনি করবে।

উপেক্ষ। হ্যাঁ, খুনোখুনি করবো।

[তরঙ্গিণীর গলা টিপিয়া ধরণ।

নীরদ। খুন করলে, খুন করলে।

[দ্রুত প্রস্থান।

বিরজা। কি করো, কি করো, খুন হয়ে যাবে !

উপেক্ষ। কিছু ব'লো না, বড় বউদিদি কিছু বলো
না, এই জন্মেই সব হয়ে যাক্ ! (তরঙ্গিণীর প্রতি)
এখনো মরিস নি !

(বৈষ্ণনাথ, নিতাই ও ময়ূরের প্রবেশ
এবং তরঙ্গিণীকে স্তম্ভকরণ)

বৈষ্ণনাথ। কি করো উপেন, কি করো ?

নিতাই। বড় বউদিদি, শীগগির জল আনো।

(বিরজার জল আনয়ন ও তরঙ্গিণীর মুখে দেওন)

বৈষ্ণনাথ। এ কি উপেন, কি করলে ?

উপেন। কি করেছে, পাগল হয়েছে, জানো না ?
দেখে টের পাচ্ছ না ? কাজ দেখে বুঝতে
পাচ্ছ না ?

তর। ওরে বাবা রে, খুন করেছে রে—

উপেন। মরিস্ নি, মরিস্ নি ? জীহত্যা করা জন্মেই
নাই।

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

বৈষ্ণ। উপেন উপেন, চ'লে এসো, চ'লে এসো।

উপেন। বাচ্ছি, রাতার রাতার তো ঘুন্তেই হবে,
ভিক্ষে ক'রে তো খেতেই হবে, আর তো উপায়
নেই, আর তো উপায় নেই ! কুলের ধ্বজা
পুত্রকে সর্ব্বদা দিয়ে ফকির হয়েছে, তা কি
শোন নি ?

নিতাই। এসো, এসো, রাতার ঘুন্তে কেন ? আমার
বাড়ী নাই, ব'দের বাড়ী নাই ?

বৈষ্ণ। উপেন, চল চল।

উপেন। চল যাই, একবার শৈলেনকে আমার
দেখিও, যতক্ষণ তারে না দেখি, এ পাপ দেহে
প্রাণ রাখ'বো। কিন্তু শীগগির দেখিও, আমার
দিন ফুরিয়ে এসেছে, এ পাপ দেহে আর প্রাণ
থাকতে চায় না।

বিরজা। ও মা, সার্জন যে গো !

[অন্তরালে গমন।

উপেক্ষ। এই দেখ, আমার সুসন্তান দেখ, আমার
ধরিয়ে দেবার জন্য সার্জন এনেছে।

ইন্সপেক্টার ও পাহারাওয়ালাগণকে লইয়া

নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। বিনোদ বাবু, বাধো—ধরো।

বিনোদ। কই খুন কই ?

উপেক্ষ। বাবা, কানী হবে না, কানী হবে না।

খুন হয় নাই, বেঁচে গিয়েছে—বেঁচে গিয়েছে।

নীরদ। বিনোদ বাবু, ধরুন, গারদে নিয়ে যান।
খুন হয়েছেন। যা, যা, এ দিকে এসো, সার্জন
সাহেবকে বলো।

(তরঙ্গিনীর প্রবেশ)

তর। আর কি বলবো বাবা, আমার খুন করেছিলো

বাবা, আমার গলা টিপে ধরেছিলো বাবা!

নিতাই। বিনোদ, সব বুঝতে পেরেছ তো?

বিনোদ। উপেন বাবু পাগল হয়েছেন না কি?

তর। উদ্ভাদ হয়েছে, খুনে হয়েছে, আমার খুন
করতে করতে রেখেছে, বেটাকে শাসিয়েছে।

নীরদ। বিনোদ বাবু, গারদে নিয়ে চলুন। ছাড়া
থাকলে খুন ক'রবেন।

নিতাই। বিনোদ, কিছু বুঝতে পাচ্ছ না? চলো,
সব বলছি।

বৈভ। (উপেক্ষের হাত ধরিয়) চলো, চলো।

উপেক্ষ। আহা, কুলতিলক, কুলতিলক, বংশ
পবিত্র ক'রে জ'য়েছে। তুমি যে দিন জন্মাও,
দাদা দেশে ঢাকঢোল রাখেন নাই, তুমিও খুব
ঢাকঢোল বাজালে। ধন্ত তুমি, তোমার গর্ভ-
ধারিণী ধন্ত, তোমার জন্মদাতা ধন্ত! তোমার
চিন্তা নাই, আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না,
তুমি দাঁড়িয়ে ভাবছ কেন? মতলব করো,
পাগলা গারদে দিও।

নীরদ। বিনোদ বাবু, পাগল হয়েছেন—বুঝতে
পাচ্ছেন না?

বিনোদ। পাগল হয়েছেন, না করেছেন, কিছু
বুঝতে পাচ্ছি না। দেখে শুনে আমিই পাগল
হবার বোগাড় হয়েছে।

তর। নীরে, ভাল সার্জন ডেকে নিয়ে আস, ভাল
সার্জন ডেকে নিয়ে আস।

বিনোদ। হ্যাঁ মা, তাই ডাকান, আমার কর্ম নয়।

[ইনস্পেক্টর ও পাহারাওয়ালাগণের প্রস্থান।]

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, মনে ক'রেছিলুম, খণ্ডরের
বংশ ক্ষেমা বেরা ক'রবো। কিন্তু আর কারো
মুখ চাব না। তুমি আদালত থেকে শীগগির
ছকুম বার করো। দশ বছর হ'ল, আমার
এই দশা হয়েছে,—আমি বিষয় থেকে একটি
পরশা নিই নি। পেট-ভাতার এদের সংসারে
বাঁদীগিরি করছি। এখন কড়ার গণ্ডার আমার
ভাগের ভাগ বুঝে নেব।

বৈভ। চলো না হে—চলো না—

উপেক্ষ। দাঁড়াও দাঁড়াও, বাছার মুখকান্তি দেখছি
—চাঁদমুখ দেখছি,—আমার বংশের তিলককে
দেখছি।

বৈভ। এসো—এসো।

নীরদ। (তরঙ্গিনীর প্রতি জনান্তিকে) মা, দেখ
না, আমি যদি গারদে না দিই তো আমার
নামই নয়।

উপেক্ষ। মরি মরি নীরদচন্দ্র রে।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্তাঙ্ক।

রেজেষ্টারী অফিস।

সতীশ, শরৎ ও হীরা ঘোষাল।

সতীশ। বল কি? নীরে—পনের হাজার টাকা
দিয়ে—মেটালে না? ফোরজারী কেস! একে-
বারে যে চোদ্দ বৎসর বনবাস? চাঁদ জেলে
বাবে?

হীরা। সখ।

শরৎ। শুধু সখ নয় বাবা—নিতাই উকীল বাবোঁর
বিষয় আদালত থেকে বার ক'রে নিয়েছে।
বড়বোঁঠাকুরপোর ধুকভাঙ্গা শপ—কড়ার গণ্ডার
ভাগের ভাগ বুঝে নেবেন। কম ত নয়, তিনি
দশ বছর বিধবা হয়েছেন, বিষয় থেকে একটি
পরশা নেননি, তাঁকে তাঁর দশ বৎসরের আয়ের
ভাগ বুঝিয়ে দিতে খুড়ো ভাইপোর জীব বেরিয়ে
প'ড়েছে। তাইতে নীরের হাতে নগদ বা কিছু
ছিল, সব গেছে।

সতীশ। একটা বিষয় বাঁধা দিয়ে কেন দিচ্ না।
পনের হাজার বৈত নয়?

হীরা। বুঝতে পাচ্ছে না, অত বুদ্ধি নাই। তুমি
বুঝি আজকাল দাদালী ধ'রেছ?

শরৎ । নিতাই উকীল কি এসে বো রেখেছে ? সহজে হস্তান্তর করা যায়, এমন সব বিষয় ক্রোক করেছি।

সতীশ । তা'হলে শিবু উকীল ত শৈলেনের কাছে ফাঁকে পড়ল ?

শরৎ । তেমনি কাঁচা ছেলে কি না ; শিবু উকীল ফাঁকে পড়বে কি ? শৈলেনকে ফতুর করবে। শৈলেন দেনার জালায় অস্থির হয়েছে, পাওনা-দাররা তিষ্ঠতে দিচ্ছে না, তাই মংলব করেছে, ভালতলার বাড়ীখানা বেচবে।

সতীশ । সেই বাড়ীর দলিল রেজেষ্টারী করে নেবার জন্তে ত আমি এসেছি, আমার একজন আত্মীয় কিনছে।

শরৎ । বুঝে সাজে কিনো, বাবা ! ওর ভেতর গোল আছে। শৈলেন স্ত্রীধন বলে পরিবারকে দিয়ে বাড়ী বেচাচ্ছে ; কিন্তু তা নয়, বাড়ী বেনামী। তার সব প্রমাণ শিবু উকীলের কাছে আছে। সেই প্রমাণের কাগজ-পতর হস্তগত করার জন্তে, শৈলেন শিবু উকীলের কাছে ইটা-ইটি কাম্বাকাটি করেছে—পায়ে পর্য্যন্ত ধরেছে।

সতীশ । পায়েই ধরুক, আর মাথাই খুঁড়ুক, শিবু উকীল সেগুলিকে ইষ্টি-কবচ করে রেখেছে।

শরৎ । আর এ দিকে শৈলেনকে বলেছে—আমি cost-এর দরুন যে টাকা পাব, তার একটা কিনারা করে দাও ! তোমার বড় বৌদিদি ম'লে ভূমি তার অর্দ্ধেক বিষয় পাবে, সেই স্বত্ব আমার লিখে দাও, তা'হলে আর ভালতলার বাড়ী নিয়ে কোন গোল করব না। শুনছি—আজ সেই স্বত্ব রেজেষ্টারী করে নেবে।

সতীশ । তবে আর কি ! ভালতলার বাড়ী নিয়ে শিবু উকীল আর কোন গোল করবে না।

শরৎ । না ! সাধু—সাধু ! দেখে শেখে, আর ঠেকে শেখে শিবু উকীলের কাছে ঠেকেও যে তোর শিক্ষা হয় নি।

সতীশ । কি জানিস, আমার খরচার জন্তে অমন করে জড়িয়ে রেখেছিল। সেই cost-এর যখন কিনারা হচ্ছে, তখন আর শৈলেনের বাড়ী নেবে কেন ?

শরৎ । কামড়ে কামড়ে ইট পাটকেল খাবে বলে।

বাড়ী, ঘর, দোর না খেলে ওর রাজে ঘুম হয় না।

সতীশ । কি করে নেবে বল না, সব খরচাই যদি চুকল ?

হীরা । ভিনখানা হাওনোট ডিক্রী করে জীইয়ে রেখেছে—এক দিকে শৈলেন বড়বোর স্বত্ব লিখে দেবে, আর এক দিক দিয়ে শিবু উকীল ভালতলার বাড়ী attach করবে।

(শিবু উকীলের প্রবেশ)

শিবু । ওহে শরৎ, হীরা, তোমাদের ছ'জনের একজনকে শৈলেনকে identify করতে হবে।

শরৎ । তা ত করব, কিন্তু এদিকে যে নীরে সাফ জবাব দিয়ে গেল।

শিবু । পাগল আর কি ! সাফ জবাব দেবে কি ? ওর ষাণ্ডীর হাতে টাকা আছে, আমি তার কাছে যেতে বলেছি।

হীরা । ম'শায়, ও সব মন্থখর পট্টি,—ভূমি শুনো না !

শিবু । পাগল হয়েছে ? টাকা দিয়ে না যেটালে পুলিশ পোলাও যাবে যে ? সে আমি ঠিক করেছি, তোমাদের ভাবনা নেই। টাকা দিয়ে যেটাতেই হবে। ক'ল মকদ্দমা মুলতুবি নেব, তা'হলেই টাকার যোগাড় হবে।

শরৎ । জজ যদি মুলতুবি না দেয় ?

শিবু । ছ'পক্ষ মিলে দরখাস্ত করব, postpone হ'তেই হবে। তোমরা থেকো, আমি আফিস-ঘর থেকে একটা কাজ দেরে আসছি। হাকিমও আসতে আর বেশী দেরী নাই।

সতীশ । শিবু বাবু, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

[উভয়ের প্রস্থান ।

হীরা । এ দিক্ যা হয় হবে। এখন একটা মাল হাতে এসেছে—বললে গেরস্তর মেয়ে, সোয়ামী জালা যজ্ঞা দেয়, মাহুষ খুঁজছে—বেড়িয়ে আসবে।

শরৎ । এ সব কথা কি তোমার বাড়ীতে এসে বলে গেল ?

হীরা । কাজের কথাই ঠাট্টা নয়। কাল সন্ধ্যার পর গজার ধারে দেখা—চাঁদর মুড়ি দে, একলা

ব'লে কাঁদছিল। আমি সব কথার কথার তাব বুঝে নিলুম।

শরৎ। চেহারাখানা কি রকম দেখলে?

হীরা। বললুম চাদর মুড়ি দিয়েছিল। সে আর দেখতে হবে না। যে মিষ্টি কথা ক'ইলে, তাতেই বুঝলুম, একেবারে পরী না হোক, সুন্দরী বটে। কাল তোমার মকদ্দমা, আমি পরশু পজার ধারে থাকতে বলেছি। একেবারে গরনার বাস নিরে বেরিয়ে আসবে। তুমি রাজী না থাক,—বল, আমি অস্ত্র লোক জোটাব।

শরৎ। আর কাজ কি তোমার অস্ত্র লোক জুটিয়ে।

(শিবু উকীল, শৈলেন ও সতীশের প্রবেশ)

শৈলেন। শিবুবাবু, আমি আপনার শরণাগত, গলায় গলায় হয়েছে। সামুগাতে পারছি না। আমার রক্ষা করুন,—খেতে, বসতে, শুতে তাগাদা। এতদিন বাদে বিবর দেখিয়ে রেখেছিলুম, নিতাই দা ক্রোক দিতে তারা আর ধাম্ছে না। জীবনে যে সব কথা শুনিনি, তা শুন্দি—হজম ক'ছি। আপনি সহায় হয়ে আমার বাড়ীখানি বেচিয়ে দিন। হ'দিন একটু হাঁক্ ছাড়বার সময় পাই। (সতীশের প্রতি) সতীশ, টাকা এনেছ ত তাই?

শিবু। শৈলেন বাবু, আপনি ব্যস্ত হ'ছেন কেন? আমার দলিলখানা রেজেষ্ট্রী হয়ে থাক্ তার পর বা ব'লেছি, তার নড়চড় হবে না।

সতীশ। না হে শৈলেন বাবু, আমি শিবুবাবুকে সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছি, উনি ব'লেছেন, কোন গোল হবে না। যে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে, তার গলায় কি কেউ ছুরি দেয়? উনি ব'লেছেন, ও বাড়ী তুমি স্বচ্ছন্দে কিনতে পার।

শৈলেন। দেখ তাই, শেষ বেন কোন গোল না হয়।

সতীশ। গোল কি? তুমি যাতে একটু ঠাণ্ডা হ'তে পার, আমি সেই চেষ্টাই করব। আর শিবুবাবু আমার কথা দিয়েছেন, কোন গোল করবেন না। থাক্ এখন হুঁপী ব'লে ত খুলে পড়, তার পর বা বরাতে আছে হবে।

শৈলেন। দেখুন, পাণ্ডানদারদের এখনি জোর তাগাদা, আজ বাড়ী বেচে টাকা পাব শুনেছে, তাই এখান পৰ্যন্ত ধাওয়া করেছে।

(রেজেষ্ট্রার, কর্মচারী প্রভৃতির প্রবেশ)

শিবু। আগে আমার দলিলখানা রেজেষ্ট্রারী হয়ে থাক্।

(দলিল দাখিল করণ)

রেজি। কি দলিল?

শিবু। বলুন শৈলেন বাবু?

শৈলেন। মর্টগেজ দলিল। বিজ্ঞান দাসীর অর্ধেক সম্পত্তির আমি উত্তরাধিকারী। শিবুবাবু হাও নোটের দরুন আমার নিকট অনেক টাকা পান সেই টাকার জন্য এই দলিল লিখে দিচ্ছি।

রেজি। সন্মত করবে কে?

শিবু। এই হীরা ঘোষাল।

রেজি। ঘোষাল ব'শারের পুত্র, এখানে মাসে দু' একবার যাওয়া আসা আছে।

হীরা। কি করি হুজুর! অকস্মেৎ সবে আলাপ, কা কথা ঠেলতে পারি না।

শিবু। হুজুর, এর সন্মত যদি হ'ল না করেন, আম অপর লোক আছে।

রেজি। না না, উনিই করুন। কেমন ব'শা আপনি একে চেনেন কি?

হীরা। আরে, শৈলেন বাবু চিনি নি? চি বই কি?

রেজি। বেশ—সই করুন। শৈলেনের প্রতি আপনিও সই করুন। (কর্মচারীর প্রতি) না হে, এদের finger print নাও।

(জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্র। কই হে সতীশ, কত দূর?

সতীশ। এই যে হ'ছে। এই দলিলখানা হয়ে থাক্।

কর্মচারী। (শিবুকে) এই নিন—আপনার রসিদ নি

সতীশ। শৈলেন বাবু, দলিল present করুন।

রেজি। কি দলিল?

শৈলেন। বিক্রয় কত্তালা। তালতলার আমার ঐ একখানি বাড়ী আছে, তার জী খনসম্পত্তি কিনুবেন।

শিবু। জী খনসম্পত্তি আপনি বিক্রয় করবার কে শৈলেন। সরোজিনী আমার মায়ে বিক্রয় কত্তা রেজেষ্ট্রারী করবার power দিয়েছে, দেখুন।

শিবু। সরোজিনী দাসী এখানে উপস্থিত

থাকলে হাকিমকে কোর্ডদারী সোপান কর্তে বসতুম।

শৈলেন্দ্র। শিবু বাবু, আমার দয়া করুন, রক্ষা করুন।

সতীশ। সে কি শিবু বাবু, তুমি এই আমার ব'লে, কোন গোল নাই।

ভদ্রলোক। চূপ করো না—চূপ করো না—ইনি কি বলেন—শোনা যাক। কি হয়েছে ম'শায়?

শিবু। হবে আর কি? এ সব জোচ্চোরের পান্নার প'ড়েছেন।

শৈলেন্দ্র। শিবু বাবু, কি কথা ব'লে দয়ার উদ্রেক ক'রতে হয়, জানি না। আপনার পারে ধরি, আমার রক্ষা করুন।

শিবু। বটে, জুচুরীর আর আরগা পাওনি? এটা আদালত—তা জান? এখানে এসেছ জুচুরী ক'রতে? তুমি পারে ধরছ ব'লে কি আমি অর্থ ক'রব? নিরীহ ভদ্রলোককে ঠকাবে, দাঁড়িয়ে দেখব?

ভদ্র। ম'শায় কি হয়েছে—বলুন।

শিবু। ভাগ্যিস আমি আদালতে উপস্থিত হিলুম, কি হ'য়েছে বিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন? জোচ্চোরে মিলে আপনার টাকা ঠকিয়ে নিচে।

ভদ্র। কেন মশায়?

শিবু। বাড়ী সরোজিনীর নয়, ইনি তাঁর নামে বেনারী ক'রেছেন। তার ভেতরে অনেক গোল। আমার কাছে সব প্রমাণ আছে, দেখতে চান—আমার আকিসে যাবেন। আর কিন্তে ইচ্ছা হয়—কিনুন। কিন্তু রাখতে পারবেন না। আমার ডিক্রী আছে, এর সম্পত্তি ক্রোক করে নেব।

ভদ্র। বটে! বটে! (শৈলেন্দ্রের প্রতি) হি! হি! ম'শায়, আপনি ভদ্রলোক, এমন জুচুরী মত্‌লব করেন! (সতীশের প্রতি) সতীশ, তোমার উপর তার দিয়াছিলুম। এই ভদ্র লোক না থাকলে ত ঠকতুম।

শিবু। আপনি cheating charge আছেন, ওকে জেলে দিন, আমি সাক্ষী দেব।

ভদ্র। আর যাক ম'শায়, আমি ও বাড়ী আর কিনুব না। সতীশ, এস বাড়ী যাই।

[শিবু উকীলের প্রস্থান।

সতীশ। তুমি যাও, আমি পরে দেখা ক'রে তোমার সব বলব।

[ভদ্রলোকের প্রস্থান।

রেজি। হিঃ! হিঃ! শৈলেন বাবু, আপনি বড়-ঘরের ছেলে, এ সব কি? সত্যাপন, সত্যবহার—লোকে আপনাদের কাছে থেকে শিখবে, তা না আপনারাই পথ দেখাচ্ছেন? আর যাদের রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, তাঁরা অপেক্ষা করুন, আমার chamberএ একটি জীলোক এসেছে, আমি তাঁর দলীল রেকর্ডি ক'রে আসি।

[রেজিস্ট্রারের প্রস্থান।

১ম পাওনাদার। কি হ'ল ম'শায়? আমার টাকা পাব না? চূপ ক'রে রইলেন কেন? ব'লে এলেন যে—এইখানে সব চুকিয়ে দেবেন? এত দমবাজী?

শৈলেন্দ্র। হা ভগবান!

২য় পাওনাদার। ওঃ—আবার ভগবান দেখান আছে! বলি ধর্মজান আছে না কি?

সতীশ। ম'শায়, মড়ার উপর খাঁড়ার বা আর কেন দিচ্ছেন? ইনি জোচ্চোর নন, রয়ে ব'সে নিন—আপনারা পাবেন।

৩য় পাওনাদার। আর পাবেন। এমন ঠকের পান্নার কখনো পড়ি নি। আর আছে কি?—পাব কি?

৪র্থ পাওনাদার। নাও নাও—বা পাও, ছাতা চান্নর কেড়ে নাও—ছাতা চান্নর কেড়ে নাও।

সতীশ। মশায়, মাপ করুন। (শৈলেন্দ্রের প্রতি) চল, শৈলেন বাবু, বাড়ী চল।

১ম পাওনাদার। নিদেন হাতের মুখটা ক'রে নাও ত হে! ছটা কান আছা ক'রে ম'লে দাও ত! টাকা বা পাব, তা ত দেখছি।

সতীশ। শৈলেন, বাড়ী চল, তোমার রেখে যাই, এ সব আর কি শুনবে? সময় বিগুণ হ'লে, এমন সব হয়।

শৈলেন্দ্র। তাই ত—তাই ত—হুঃখ কি? কিছু না—কিছু না! এমনি হয়—এমনি হয়।

সতীশ। চল—বাড়ী যাই।

শৈলেন্দ্র। বাড়ী?—চল। এমনি হয়,—এমনি!

২য় পাওনাদার। চল হে, চল। টাকা ত কৌচড় ভ'রে
পাওয়া গেল।

সতীশ। আবার থ'মকে দাঁড়ালে কেন? ও সব আর
কি শুনছ?

শৈলেন্দ্র। কিছু না—কিছু না, এমনি হয়,—এমনি
হয়!

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

—:—

উপেন্দ্রের বাটী।

বিরজা ও নিতাই।

নিতাই। বউ দিদি, নীরে আর শৈলেনের উপর তুমি
যে টাকার ডিক্ৰী পেয়েছ, তা সব টাকা নগদ
দিতে পারবে না, বড়ের বিষয় ক্রোক দিতে
হবে। তা সব তোমার নামে কিনি?

বিরজা। ঠাকুরপো কি বলে?

নিতাই। সে বলে, তোমার জিজ্ঞাসা করুতে।

বিরজা। তুমি কি বল?

নিতাই। আমি ত তোমার জিজ্ঞাসা করছি।

বিরজা। নিতাই ঠাকুরপো, তুমি শৈলেনের কাছে আর
একবার যাও।

নিতাই। আমি আরও দশবার যেতে রাজি আছি।

কিন্তু গেলে কল কি? তার সে ধনুকভাঙ্গা পণ।

বাড়ী বেচে গেছে, এ বাড়ীতে আর আসবে না।

হাতে বা টাকা ছিল—গেছে, ছোট বউমার পরনা-

পত্তর সব গোছ। চারদিকে দেনা; তবু কারুর

সাহায্য ও নেবে না।

বিরজা। ঠাকুরপো, মাই দিবে মানুষ ক'রেছি, আমি

কি তার উপর রাগ ক'রে থাকতে পারি। এই

অজগর পুরী, আমার মনে হয়, আমি স্থানে

ব'সে আছি। আমি না ব'সলে শৈলেন খেতে

পারত না! সেই শৈলেন আমার পর হ'ল।

ছোট বউ আঁচল ধ'রে ধ'রে কিবুতো! ঠাকুরপো

রাগের মাধ্যম ব'লেছি, আর তোর মুখদর্শন করুব

না। কাশী থেকে এসে আর তাদের দেখতে

শেলুম না। আমার বৃকে শেল বিধে র'য়েছে
নিতাই ঠাকুরপো, তুমি আর একবার যাও।

নিতাই। আমি কাশীই যাব।

বিরজা। আর ঠাকুরপো! ব'লো, আমি মেয়ে
মানুষ, আমার বাড়ে খব এমনি ক'রে ফেলে দিয়ে
পরের বাড়ী কি ব'সে থাকি ভাল?

নিতাই। পরের বাড়ী কি বউদিদি? আমাকে কি
পর মনে কর, বউদার সঙ্গে আমার কি হুবা
ছিল, তা তুমি যত জান, তত ত আ-
কেউ জানে না! সে সব কথা কি ভুলে
গিয়েছ?

বিরজা। ভুলিনি ভাই, কিন্তু কেন যে ভুলিনি, তা
জানি না। আট বছরের মেয়ে, এদের সংসারে
এলুম, তখন ভাল ক'রে হাত তুলে যেতে শি-
নি। মানুষ-মুহুর ক'রে খন্তর খাঁতবী আমা-
গলায় সংসার দিয়ে স্বর্গে গেলেন। বিষয় গেল
বাধাবল্লভজীর কৃপায় আবার ফিরে গেলে
তখনও দেখেছি, এখনও দেখছি।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। বড় সু-খবর এনেছি, বড় সু-খবর এনেছি
বড় বউদিদি, সন্দেশ নিয়ে এসো। মুখের পাটে
ফাস ফাল ক'রে চেয়ে আছি কি? মনে কর
আমি পাগল? মেডিক্যাল বোর্ডে বারোজন
সাহেব ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে, আমি
পাগল নই। তোমার নীরে আর আমাকে
পাগল বলতে পাচ্ছে না।

নিতাই। কি শুনে তুমি আবার ছুটে এলে? এবে
ডাক্তার বলে, তোমার heart week, কো-
রকম উত্তেজনা, চলাফালা ভাল নয়।

উপেন্দ্র। চোপ'রাও, বক্তৃতা করিস কোর্টে।

বিরজা। স্থির হও, ঠাকুরপো, স্থির হও। কি কথা
টাই বল না?

উপেন্দ্র। অতি সুসংবাদ,—অতি সুসংবাদ, ফুলো
তিলক তোমার নীরে।

বিরজা। স্থির হয়ে বল। ব'স ব'স অত হাঁপিস
না। নীরে আবার কি ক'রেছে?

উপেন্দ্র। শুণধর বংশধর—জাল ক'রে হাজতে গেছে

বিরজা। অ্যা, কি সর্কনাশ!

নিতাই। তুমি কার কাছে শুনলে?

উপেক্ষ। তোর স্বহস্তের কাছে; ব'লে জজ postpone দিলে না। কোজদারী সোপারদ ক'রবার হুকুম দিয়েছে। জামিন চাইলে, আদালতে কেউ জামিন হলো না। হাজতে নিয়ে গেছে, এ বংশের ছেলে জামিন পেলে না। ধর্মের কল আপনি নড়ে!

(উপেক্ষের কম্পন, বিরজার পাখা লইয়া ব্যক্তন)

বাতাস ক'চ্ছ কি? মরব না—নীরের ফাঁসী না দেখে মরব না।

নিভাই। জাল করলে ফাঁসী হয়, তোকে কোন্ উকীল ব'লেছে?

উপেক্ষ। মহারাজ নন্দকুমারের হয়েছিল, নীরেরও হবে। ফকির হয়েছি—ফকির হয়েছি, নইলে আজ কালীঘাটে পূজো দিতুম। নিতে চল—কালীঘাটে যাই!

বিরজা। স্থির হও ঠাকুরপো—স্থির হও।

উপেক্ষ। বাতাস ক'চ্ছ—মাথা ঠাণ্ডা করবে? চিরকাল তোমার ঐ একদশায় গেল। এখনো শিখলে না, এখনো পরের জন্তে মাথা বাখা। না ম'লে স্বভাব যায় না। সংসার বজায় করবে? মনে ক'রেছ—আবার সব যেমন ছিল, তেমনি হবে? তোমার মরণ হয় না? তুমি মরবে কবে?

বিরজা। ঠাকুরপো, তোমার মুখে ফুলচন্দন প'ড়ুক, আমার এখনি রেখে এসো, আমি আর সহিতে পারি না। রাধাবল্লভ!

নিভাই। বউদিদি, তুমিও দেখছি যে পাগলের মত পাগলামি আরম্ভ করলে?

উপেক্ষ। চোপ্‌ ঠুপিড, তুই না সন্ধে ক'রে আমার মেডিক্যাল বোর্ডে নিয়ে গিয়েছিলি?

বিরজা। নিভাই ঠাকুরপো, কি হবে? আমার নিয়ে চল, আমি জামিন হয়ে ছোঁড়াকে খালাস ক'রে আনি।

নিভাই। বউদিদি, তুমি না বল, আর কারো মুখ চাইবে না?

বিরজা। নিভাই ঠাকুরপো, আমার খণ্ডরের বংশে কলঙ্ক হবে; তুমি যাতে জামিন হয়, কর।

উপেক্ষ। কি, জামিনে খালাস করবে? খুন করুব, কেটে কুচি কুচি ক'রে গজার ভাসিয়ে দেব।

নিতেকে কাটবো! তোমার কাটবো! আর ঐ সর্কনাশী মেজ বোকে কাটবো। জামিনে খালাস করবে? খবরদার! খুনোখুনি হবে, খুনোখুনি হবে! জীবনে অনেক সাধ ছিল, দাদার নামে ডাক্তারখানা ক'রে দেবো, বড় বউদিদির নামে অতিথিশালা হবে, এমনি আরও কত কি! তখন পাগল ছিলাম, এখন ভাল হয়েছি, ভাইকে ফকির করতে নীরদচন্দ্রকে বিষয় দিয়েছি! এখন ছুটি সাধ আছে—নীরের ফাঁসী দেখবো, আর—আর—আর শৈলেনকে একবার দেখবো! কি মমতা, কি মমতা! স্বহস্তে পুত্র বধ করা যায় না। ছোট ভাই লাঠি মারতে এলেও তারে ভোলা যায় না।

বিরজা। ঠাকুরপো, চেষ্টাও না, মেজবউ এখনি ভুন্তে পাবে।

উপেক্ষ। আহা, কুললক্ষ্মী গো—কুললক্ষ্মী। আমাদের ছোটখাট সংসারে তেমন জুত হলো না, একটা বড় রাজ-রাজ্জড়ার ঘরে পড়তো ত রণ-রঙ্গিনী হয়ে নাচত। সংহাররুপিনী! একটা বলি না নিয়ে ঠাণ্ডা হবে না। বড় ঘুম পাচ্ছে একটু ঘুমুই গে।

[উপেক্ষের প্রস্থান।]

বিরজা। রাধাবল্লভ, আমার সোনার সংসার ছাড়া-থারে দিলে! নিভাই ঠাকুরপো, কি দেখছ, আমার নীরেকে খালাস ক'রে এনে দাও। ঠাকুরপোকে আর তোমার বাড়ী যেতে দেব না। আমি না হলে ওকে কেউ ঠাণ্ডা করতে পারবে না। শেষ কি সূত্ৰ পাগল হবে। এক একটা ধাক্কা আসে, আর এমনি হয়ে পড়ে। ই্যা নিভাই ঠাকুরপো, হাজতে ভাল ক'রে খেতে দেয় ত?

নিভাই। আহা, তা আর দেয় না।

বিরজা। তুমি কি এর কিছু জ্ঞানতে না?

নিভাই। আমি ত আজ আদালতে বেরুই নি।

শুনছিলুম—পনের হাজার টাকার রফার কথা হচ্ছে। তা তোমায় বলব মনে ক'রেছিলুম।

বিরজা। যাও, যত টাকা লাগে, বা করুতে হয়, নীরেকে খালাস ক'রে আন। নইলে তোমার সন্ধে আর কথা কইব না।

[নিভাইয়ের প্রস্থানোচ্চম।]

দেখ, নীরবে এনে আমার এখান থেকে
কোথাও পাঠিয়ে দাও, আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরব।
আর সহিতে পারি না।

[নিতাইয়ের প্রস্থান।]

(ফুলীর প্রবেশ)

ফুলী। বড় মা, তুমি তীর্থে বাবে বলছ ?

বিরজা। আর মা, এ সংসারে আমার কাঁদগা নাই।

পাপে পরিপূর্ণ হয়েছে !

ফুলী। কোন্ তীর্থে বাবে বড় মা, আমি তোমার
সঙ্গে যাব।

বিরজা। তুই ছেলে মানুষ, কোথায় বাবি ? তোর
কি এরই মধ্যে তীর্থধর্মের বয়স হয়েছে ?

ফুলী। ও মা, এমন কথাও ত কোথাও শুনি নি ;
ধর্মকর্মের আবার বয়স কি মা ! বয়স কম ব'লে
কি যমে ছাড়বে ?

বিরজা। বালাই ও কি কথা বলছিস ?

ফুলী। বড় মা, আমি তীর্থ দেখতে বড় ভালবাসি।
কোলকাতার ভেতর আর তার আশে পাশে
যত তীর্থ আছে, নিত্য ঘুরে ঘুরে সব দেখে
বেড়াই।

বিরজা। ছুঁড়ী বেশ কথা কয়, আবার ঐ একটা
পাগলাবী ক'রে বসে। কোলকাতার আবার
তীর্থ কি—রে ?

ফুলী। মা, তুমি দেখ নি,—কত তীর্থ আছে—একটা
আছে—সতী তীর্থ, কা'ল দ্রুত বেলার তুমি
বধন গঙ্গাস্নানে বাবে, তোমায় নিয়ে গিয়ে
দেখিয়ে আনব।

বিরজা। ই্যা রে ফুলী, কাছে এমন তীর্থ আছে,
আমি নাম শুনি নাই ! আচ্ছা, কা'ল তুই
আসিস, আমি গিয়ে দেখে আসব। যাই—
ঠাকুরপো কোথায় দেখি ! মেজ বউ আবার হয়
ত পাগল ক্যাপাচ্ছে।

[প্রস্থান।]

ফুলী। (স্বগত) মনে হ'চ্ছে বেন কোথায় যাই—
কোথায় যাই,—বড় মা যদি তীর্থে যায়, সঙ্গে
যাব। মোনা বাবু "পাতকোর ব্যাঙ আর সাগ-
রের কথা" ব'লেছিল। আমার মনে হচ্ছে, বেন
ছোট পাতকোরাটিতে আমার আর পোষাকে না,
প্রাণটা বেন সাগরে গে' মিশতে যাচ্ছে !

(মন্থকের প্রবেশ)

মোনা বাবু, বড় মা বলে। তোর এখন ধর্মকর্মে
বয়স হয় নাই, কোন্ বয়সে ধর্মকর্ম করতে হ
মোনা বাবু ?

মন্থক। কেন—তুই ত এই সব ধর্মকর্ম ক'ছিস
পরের উপকার ক'রে বেড়াছিস—দশজ
তোর কত সুখাত করে ! তুই ত মনের সু
আছিস।

ফুলী। আহি, কিন্তু—

মন্থক। আবার কিন্তু কি ?

ফুলী। তোমার কাছে মিছে কথা বলব না মো-
নাবু ! পরের কাজ করতে করতে খুব সুখ হয়
কিন্তু—আমার কখন কখন মনে হয়, বুঝি
সুখটুকু পাবার জন্তে পরের কাছে ঘুরি। মা
হয়—পরের হিত ক'রে বেড়াই—আমার
হবে ব'লে। সুখ হবে—ধর্ম হবে—এ সব
ব্যবসা, মোনা বাবু ! মার কাছে থাকলে কুংসি
ব্যবসা শিখতুম, তোমার কাছে একটা গোর
ব্যবসা শিখছি। মোনা বাবু, এর চেয়ে
উঁচু কাজ নেই ? থাকে যদি, আমার শেখাও

মন্থক। আছে, তুই কি তা পারবি ?

ফুলী। তুমি ব'লে দাও, পারি না পারি, চেষ্টা কর
মন্থক। তোকে শেখাব কি ক'রে ?—আমি শুনে
বইয়ে পড়েছি—কিন্তু এখনও বুঝতে পারি
কেমন জানিস ? তুই না বলি পরের হিত ক
সুখ হয় ব'লে—ধর্মলাভ হবে ব'লে ? যখন
সুখের প্রত্যাশাটুকু তোর মনে থাকে বাবে, ধ
লাভের আশা বিসর্জন দিতে পারবি, তখন
তোর মনে ঐ 'কিন্তু' টুকু থাকবে না।

ফুলী। কি বলছ মোনা বাবু, বল—বল—

মন্থক। বললুম ত, তুই এখন বুঝতে পারবি
শোন, তুই হীন কুলে বেশার ঘরে জন্মেছি
শুনেছিস—ব্যভিচারিণীর উদ্ধার নাই। ও
কুপথ ছেড়ে সুপথে এসেছিস। লোকের
করলে ধর্ম হয়, স্বর্গ হয়, এমনি আরো কত
হয়, তাই করিস। কিন্তু সহস্রবার বেশা
হোক। বিঠার কীট হই, নরকের ক্রমি
থাকি, তবু লোকহিত করুব, এই ভেবে
লোকহিত করতে পারবি, তখন আর

ধাক্বে না; এর নাম আত্মবিসর্জন—পরের
জন্ত আপনাকে বলি দেওয়া। এর চেয়ে উঁচু
কাজ আর নাই—বুঝি ?

হুলী। আত্মবিসর্জন—আপনাকে বলি দেওয়া।
বুঝতে পারি কি না, পরে বলব মোনা বাবু !

[এক দিক দিয়া হুলী ও অল্প দিক দিয়া
। মন্থণের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্তাক ।

—*—

শৈলেন্দ্রের তালতলার বাটি ।

- শৈলেন্দ্র ও সরোজিনী ।

শৈলেন্দ্র। সরোজিনী, এখান থেকে এক জায়গায়
যাব, তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?
সরো। তুমি সঙ্গে ক'রে আমার বেথানে নিয়ে যাবে,
আমি যাব ।

শৈলেন্দ্র। তোমার ভয় ক'রবে না ?

সরো। তোমার সঙ্গে আমার ভয় কি ? তোমার
সঙ্গে যমের বাড়ী যেতে আমার ভয় নাই ? ভয়
ক'বে বলছ কেন ? কোথায় যাবে ?

শৈলেন্দ্র। কোথায় যাব ? সে বড় চমৎকার স্থান ।
সেখানে পেটের ভাবনা ভাবতে হবে না, দেনার
তাগাদা থাকবে না, কেউ জোচ্চোর ব'লে গাল
দেবে না। এখানে ছুশ্চিন্তায় চোখ বুজতে
পারচো না, সেখানে গেলে ঘুম হবে। এমন
ঘুমব যে, আর কেউ জাগাতে পারবে না ।

সরো। তুমি কি বলছ ? তোমার কথা শুনে যে
আমার পেটের ভিতর হাত-পা সঁদিয়ে যাচ্ছে !
তোমার হাতে ও কি ?

শৈলেন্দ্র। এই সেই মহাঘুমের মহৌষধ। দরিদের
এমন বন্ধ আর নাই ।

সরো। অ'্যা—তুমি বিব খাবে মনে করেছ ?

শৈলেন্দ্র। বিব কি ? হুঃধের সাগর মন্থন ক'রে
এই স্নান উঠেছে। তাপিতের এমন শান্তিদাতা
আর নাই। যার অর্থ আছে, মান আছে, সুখ
আছে, আশা আছে, সে বিবকে বিব ব'লে শিউরে
উঠবে, তুমি আমি ভয় ক'বে কেন ? এত যত্নপায়
তোমার মরতে ভয় ?

সরো। ভয় ? তোমার পায়ে মাথা রেখে মরব,
সে ত আমার ভাগ্য ! তুমি নাও, আমি হাসি-
মুখে থাকছি। তুমি যে রকম ক'রে বল, আমি
এখনি মরছি। কথার কথা নয়, সত্যি। তুমি
কি শোন নি, সতীরা হাসতে হাসতে আগুনে
পুড়ে মরত ? মরতে আমি ভয় করি না। কিন্তু
তোমার জন্ত ভয় করি। জান না, আত্মবীতি
অনন্ত নরকে ডোবে ?

নেপথ্যে। শৈলেন্দ্র বাবু বাড়ী আছেন ? চালের
টাকার জন্ত এসেছি। দেবেন কি না, একটা
খোলা জবাব দিন। মশায় বাড়ীতে আছেন,
গলা পেয়েছি। এই কি ভদ্রলোকের ব্যাভার ?
সমবচ্ছর ধরে ধোয়াক জুগিয়ে এলুম, আর এখন
গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছেন ? ভাল জোচ্চোরের
পাল্লায় পড়া গেছে বাবা !

শৈলেন্দ্র। শুনচ কি ? নরক কি এর চেয়ে বেশী ?
যে আগুনে এখানে পোড়াচ্ছে, সেখানে কি
তেমন আগুন আছে ? তুমি না খেতে পার,
আমি খাই ।

সরো। (শৈলেন্দ্রের হাত ধরিয়া বিবপানে বিরত
করিয়া) কি ব'লে তোমার বোঝাব ? তোমার
বোঝাবার মত কথা আমি জানি নি। শোন,
আমি সতী, আমার কথা কখন মিথ্যা হবে না।
তুমি অনেক সয়েছ, আর দু'দিন ধৈর্য ধর।
ভগবান্ নিশ্চয় উপায় করবেন ।

শৈলেন্দ্র। এখনও বলচ ভগবান্ উপায় করবেন ?
এখনো বলছো ধৈর্য ধর ? ভগবান্ কার উপায়
করেছেন ? কত লক্ষপতি ভিখারী হচ্ছে, কত
ক্রোড়পতির সন্তান অনাথ হয়ে পথে পথে
বেড়াচ্ছে, তোমার মত কত নির্যাস কুলবধ পেটের
তড়িনায় বেশাবৃত্তি ক'চ্ছে। কার উপায় হচ্ছে,
তা আমার হবে ? আপনি না উপায় করলে,
উপায় হবে না। তোমার কথায় অনেক ধৈর্য
ধ'রেছি, আর ভুলচি নি, হাত ছাড়, ভগবান্
হ'তে কোন উপায় হবে না। তাঁর দয়া নেই, তাঁর
চেয়ে সত্যতানের দয়া আছে, তাই কত হৃদয়ের
এই ঔষধ দিয়েছে। হাত ছাড়, তোমার প্রয়োজন
থাকে, অত পথ দেখ। আমার পথ আমি চিনেছি।

সরো। এই পথ ছাড়া আর কি পথ দেখতে
পাচ্ছ না ?

শৈলেন্দ্র। আর কি পথ? বড় মাহুকের ছেলে,
চিরদিন ইয়ারকি দিয়ে কাটিয়েছি। লেখাপড়া
শিখিনি, কাজকর্ম জানিনি। বড় বউদিদি
নিতাই দাদাকে চার পাঁচ বার পাঠালেন, অভি-
মান ক'রে গেলুম না। মোনা দেনাপত্তর
চুকিয়ে দিতে চাইলে, অপমান ক'রে তাড়ালুম,
পাছে আমার কথা বড় বউদিদিকে বলে, তাই
ফুলী এলে গালাগালি দিয়ে তাড়াই। তোমার
বাগের বাড়ী থেকে তিন চার বার ক'রে তোমায়
নিতো এল, গেলে না; আর কি পথ আছে?
বাড়ী বেচে দেনা শুধু মনে করলুম, শিবু উকী-
লের পারে পর্যন্ত ধরলুম, আদালতে জোড়োর
ব'লে গাল দিলে। লোকের ভবিষ্যৎ আশা থাকে,
তাই নিয়ে জীবনধারণ করে, আমার তাও
নাই। বড় বউদিদির বিষয়ের আমার উত্তরা-
ধিকার শিবু উকীলকে লিখে দিয়ে এসেছি।
সকল পথ বন্ধ হয়েছে, এখন এই মহাপথ মাত্র
থোলা। তোমার বেতে ইচ্ছা হয়, চল; নইলে
আমায় বাধা দিও না।

নেপথ্যে। শৈলেন্দ্র বাবু, ভয় নাই, তাগাদা কর্তে
আসিনি, দোর খোল, একটা কথা কও।

শৈলেন্দ্র। তোমার সাধ থাকে, এই সব উপহাস
শোন, আমার হাত ছাড়। মনে করেছিলুম,
তোমায় ফেলে পালাব না, তাই এত ক'রে
বোকাচ্ছিলুম, তুমি বুঝলে না। হাত ছাড়,
কখনো তোমার গায়ে হাত তুলিনি, কালসপ
নিরে খেলা ক'র না, হাত ছাড়।

সরো। তুমি মারো কাটো, বা ইচ্ছে কর, আমি
কখনো তোমায় এ মহাপাতক কর্তে দেবো না।
তুমি অনন্ত নরকে ডুবতে বাচ্চ, আমি দাঁড়িয়ে
দেখব? তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী?

নেপথ্যে। দরজা ভেঙ্গে ঢোক' না।

(দোর ভঙ্গ করিয়া শিবু উকীল, আদালতের
রেলিক, পিরাদা প্রভৃতির প্রবেশ)

শিবু। সব ঘরে চাবি দাও, আর শীল কর, কোন
জিনিসপত্তর নিয়ে বেতে দিও না। এক কাপড়ে
বাঁর ক'রে দাও। (সরোজিনীকে দেখিয়া
স্বগত) ওঃ, কি রূপ। কি চোখ! কি
কপাল! কি ভুরু!

(সরোজিনীর ক্রুত গৃহে প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। কই গো, কোথায় গেলে? নরকে
ভর করছিলে না? এই দেখ, সব নরকে
দূত। আর ঐ সাক্ষ্য নরকের রাজা।

শিবু। বেলিক, যে ঝুঁকি ঐ মেয়েমাহুকের
ঐ ঘরে আগে চাবি দাঁও।

(সরোজিনীর বাহিরে আগমন ও বেলিকের
চাবি দেওন)

শৈলেন্দ্র। চল, এখন বুঝ কেন বিষ খেতে
চাচ্ছিলুম? চল, এইবার গায় কাঁপ দিই গে।
শিবু। কেন হে শৈলেন্দ্র! বিষ খেতে যাবে
কেন? গলায় কাঁপ দিয়ে তবে কেন? তোমার
এমন পরিবার থাকতে আরও ভাবনা?

শৈলেন্দ্র। Rascal!

(শিবু উকীলকে পদাঘাত করণ)

শিবু। এই—পাকড়ো শালা
এম পিরাদা! হুম্মতি করবে!

(প্রহার)

সরো। ওগো, মেয়ো না, মেয়ো না, তোমাদের
পারে পড়ি। ছেড়ে দাও বাবা, আমরা চলে
যাচ্ছি।

শিবু। কেন, চ'লে যেতে হবে? তুমি আমার
হুকুম কর, আমি সবই ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

সরো। ভগবান্, কেন আমি স্বামীর কথা শুনে
বিষপান করলুম না? পরপুরুষে আমার কুচক্ষে
দেখছে, ভগবান্ আমার স্মরণস্ত কর। রাধা-
বল্লভভী, তোমার মনে এই ছিল!

শিবু। বাড়ী কোন্ ছার, সুন্দরি, তোমার জন্ত
আমি প্রাণ দিতে পারি।

শৈলেন্দ্র। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ওঃ, প্রাণ কি
বেরোবার নয়।

(পিরাদাগণের শৈলেন্দ্রকে প্রহার)

সরো। কে আছে, খুন করলে, রক্তা কর, রক্তা কর,
দেখবার কেউ নাই? রাধাবল্লভ!

(বিরজা ও তৎপশ্চাৎ ফুলীর প্রবেশ)

বিরজা। শৈলেন্দ্র, শৈলেন্দ্র! ওগো কে তোমরা?

কেন আমার বাছাকে খেঁয়েছে ? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ।

ম পিয়াদা ! (শৈলেন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া) আরে মারি, ছারিয়ে দাও, ছারিয়ে দাও ! টোকা আনো, তবে তো ছাড়বে !

বরজা । আমার সর্বস্ব নাও, সর্বস্ব নাও ! ওগো, তোমরা জানো এ রাজ্যের ছেলে, কপালদোষে ওর এই দশা ! আহা, মেরেছে, মেরেছে ? তোমাদের কি দয়ামায়া নেই ! ওর যে ননীর গা ! শৈলেন, শৈলেন, তুই আমার উপর অভিমান করে খুন হ'তে বসেছিল ? কত টাকা চাও, আমি সর্বস্ব দেব ।

শবু । কোথাকার ঝাড়ঝাড়ুনী মাগী এসে বলে সর্বস্ব দিচ্ছি । দূর ক'রে দাও মাগীকে ! (সরোজিনীকে বিরজার নিকটবর্তী হইতে দেখিয়া) হুন্দরি, তুমি কোথায় বাও ? (অঞ্চল ধারণোচ্ছোগ)

হলী । আরে নরকের পিশাচ ! আর এক পা এগুবি ত এই ছোরা তোর বুকে বসাও ।
(ছোরা প্রদর্শন)

শবু । আরে ম'লো, এ বেটী আবার ছোরা বা'র করে ফেলে যে !

হলী । শিবে, তুই আমার চিনিসনি ? তোদের মত বাব ভালুকের কাছে যখন যেতে হয়, তখন এই আমার সহায় ।

(নিতাই উকীলের প্রবেশ)

নিতাই । বড় বউদিদি, ফুলী, শিবু উকীল ! এ সব কি ব্যাপার !

বরজা । নিতাই ঠাকুরপো, তুমি খুব সময়ে এসেছ, এদের পাওনা কড়ার গণ্ডার ফেলে দাও ।

নিতাই । কিহে শিবু ? বেলিফ, এই দশটা টাকা নাও, তোমরা জল খেও ; শিবু, এদের নিয়ে বাইরে দাঁড়াও গে, আমি যাচ্ছি ।

[বেলিফ ও পিয়াদাগণের প্রস্থান ।

শবু । আমি বাড়ী সিজ্ (seize) করতে এসেছি, টাকা না পেলে যাব না । এরা সব এসে বে-আইন ক'রে আমার বাধা দিচ্ছে, আমি আদালত করব ।

হলী । আর ঐ পাখণ্ড ফুলজীর উপর অত্যাচার করতে বাচ্ছিল, আপনি ওকে বাঁধিয়ে দিন ।

শিবু । মিথ্যাকথা, সাক্ষী কে ?

ফুলী । সাক্ষী ধর্ম ! সাক্ষী তোমার অন্তরাশা । আর সাক্ষী তোমারই ঐ সব লোক !

ম পিয়াদা ! (প্রবেশ করিয়া) হাঁ হাঁ, কবুতা, আপনি চড়াও হইয়াছিলেন, বেইজুত করুতি যাইছিলেন ।

বিরজা । নিতাই ঠাকুরপো ! দাও, ওকে বাঁধিয়ে দাও, যেমন ক'রে পার, এর বিহিত কর ।

নিতাই । তুমি বলবে, তবে করব ? (শিবুর প্রতি) শিবু, তোমায় একবার আমি দেখব ! এখন দূর হও ।

[শিবু উকীল ও পশ্চাৎ পিয়াদার প্রস্থান ।

ফুলী । বড় মা, আমি যাই, আমার কাজ আছে ।

[প্রস্থান ।

বিরজা । ফুলী, তুই সত্যি বলছিলি, বেথানে আমার শৈলেন, আমার ছোট বউ, সে আমার ভীর্ষের চেয়েও বেশী ।

নিতাই । বউদিদি, তুমি এদের নিয়ে বাড়ী বাও, এখানকার যা করতে হবে, আমি সব ক'ছি ।

[প্রস্থান ।

বিরজা । দিদি চল । আমার লক্ষ্মী ঘরে নিয়ে যাই ।

সরো । দিদি, আমি ত তোমার দাসী, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর ।

বিরজা । শৈলেনকে ? আমি যখন এসেছি, ওকে কান ধ'রে নিয়ে যাব । (শৈলেন্দ্রের প্রতি) নীরেকে বাড়ী বেচে অভিমান ক'রে বাসনি, সে বাড়ী ত আমি কিনেছি । আর আমার উপর রাগ ? হ্যারে শৈলেন, কি দোষ তোদের কাছে ক'রেছি যে, এই শাস্তিগুলো আমার দিচ্ছি ?

শৈলেন্দ্র । বড় বউদিদি, আমায় মার্জনা কর ।

বিরজা । চ'—বাড়ী চ' ! এখানকার যা-সব তোর দেনাপস্তর আছে, নিতাই ঠাকুরপো তা সব চুকিয়ে দেবে ।

শৈলেন্দ্র । কিন্তু বউদিদি, তোমার ঋণ কেমন ক'রে শোধ যাবে ? মা প্রসব করেছিলেন, তুমি মাই দিয়ে মানুষ ক'রেছ ; আমি অকৃতজ্ঞ, তোমার

মনে ব্যথা দিয়েছি। আমার মার্জনা কর। আমি
বুঝতে পারি নি—আমি বর্বর।
বিরজা। আশীর্বাদ করি ছেলে হোক, পালন করবার
ব্যথা বুঝবি।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্তাঙ্ক।

—:—

গন্ধা-ভীর।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। ছনিয়া বিরূপ। শাণ্ডী বেটীর পারে খ'রে
কাঁদলুম, মেটাবার জন্ত টাকা দিলে না। জজ
কোজদারী সোপানদ করলে। আদালতে কেউ
জামিন হ'ল না। এ সব অনর্থের মূল মোনা।
আর দোষ কার? ওরই বড়বয়ে জাল হাওনোটের
হুজি! জীবনে প্রতিপদে আমার কণ্টক হয়েছে।
আর কি জন্ত জীবন-ধারণ? জেলের জন্ত? এ
বংশে বা কখন হয় নি, তাই হবে? কখন না—
কখন না। জামিনে থালাস,—এতেও বোধ হয়
মোনায় কি অভিসন্ধি আছে। যে দিকে চাই—
সেই দিকেই মোনা। কিন্তু সত্যি মোনাকে ত
খুঁজে পাচ্ছি নি। কা'ল ফিরে এসেছি, আজ
দেখি কি হয়! চল চল।

[প্রস্থান।]

(ফুলীর প্রবেশ)

ফুলী। চল, চল। ছায়ার মত তোমার সূজে সূজে
কিছুছি। বাঘের মত শীকার খুঁজে বেড়াচ্ছি।
তোমার অন্তরের ছবি তোমার চোখে দেখতে
পাচ্ছি। চল, চল।

[প্রস্থান।]

(শরৎ ও হীরু ঘোষালের প্রবেশ)

শরৎ। কই বাবা, তোমার বাক্সহাতে মেরেমানুষ?
হীরু। সে আসবে—আসবে। ডব্রলোকের মেয়ে সন্ধ্যা
না হ'লে বেরুতে পারে? একটু গা ঢাকা হোক,
তবে ত আসবে। শোন, এই পৌক পর। আমি

নৌক। ঠিক করে আসছি। ও পারে নিয়ে গি
এক রকম ক'রে গরনার বাক্স নিয়ে আমরা
কাব। তার পর লেলোর উঠে একেবারে
মান। বখরা কিন্তু বা বলেছি, আনি-আ
গেরস্তর মেয়ে, কখনও বাড়ীর বার হয় নি, আ
দেয় সন্ধান করতে পারবে না। তোমার
গ্রেমচান, আর আমার নাম শেতল।

শরৎ। দেখ, আর পৌক পরিতো কাজ না
বিন্দির বাড়ীতে বর খাতি আছে। চল, সেই খ
নিয়ে গিয়ে তোলা বাক্স। তসে বেড়াচ্ছি, এ
আজ্ঞা বজায় হবে।

হীরু। তুমি ত বিন্দির বাড়ী নে গিয়ে তুলবে;
কার হ'লে একখানি ক'রে গরনা বেচবে, ও
তোমার বেশ চলবে; তার পর আমার? নী
শৈলেন কেল হওয়া ইস্তক একটা পরসার
দেখি নাই। দেনা হয়েছে, এখন হ'ল এক হার
না হ'লে দাঁড়াতে পাচ্ছিনি।

শরৎ। দেখ, তারি ক্যাসামে লোক
হীরু। তোমার ভয় হয় চলে যাও, আমি অত্ন লো
জোটাব।

শরৎ। (স্বগত) বটে! মেরেমানুষটা আহুক আ
(প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাবা, গণ্ডা চেনেক পর
দাও দিকিনু, হাত নেহাত শান্তি, বা' ক'
একটু টেনে আসি। তুমি নে কা ঠিক ক
এসো। কিন্তু বাবা তুমি তো ক পলেন
হীরু। আমার এই চেহারায় মো' মে' হ'লনা
নূতন মানুষ দেখলে হবে? সে ঠিক হ
—ঠিক হবে, কিন্তু আদেক বখরা।

[উভয় দিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান]

(বাক্স-হস্তে কুহুদিনীর প্রবেশ)

কুহু। কত লোককে কাঁদিয়েছি, কত লোকে
ঠিকিয়েছি, কত সতীর মনে ব্যথা দিয়ে সোয়া
ভুলিয়ে নিয়েছি। মাকে বাড়ী থেকে তাড়ি
দিয়েছি। মা পথে পড়ে ম'রেছে। আমার
শান্তি হবে না ত হবে কার? কি কুৎসিত রো
আমার আপনাকে আপনি বেয়া হয়, তা পরে
দোষ কি? সব সয়, কিন্তু শরত, হীরু ঘোষা
দেখা হলেই দূর দূর করে, সর না। দিন-রা
সর্দার যেমন জলছে, মনও তেমনি জলছে। কা

সাপিনী আপনার বিবেকি আপনি এমনি ক'রে জ্বলে। হু'জনে মিলে, সর্ব্বক্ষ ফাঁকি দিলে, কেড়েকেড়ে নিলে, পথে বসালে, এখন কাছে গেলে, যেম্নার দূর দূর করে। এ জালা সর না। হু'জনকে জ্বল করতে পারি, তবে মনের জালা একটু জুড়োয়। মা পতিতপাবনি, তোমার কুলে দাঁড়িয়ে পাপ চিন্তা করছি। মা, বর দাও—বেন মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, এই হু'জনের শাস্তি দেখে তোমার কোলে শুয়ে সব তাপ জুড়ুব। আশা কি পূর্ণ হবে না? হবে—আমার মন বলছে—হবে। এক টানে জোড়া কাংলা গাথবো। এই বাক্স আমার টোপ। আর হু'চা'রখানা পাতর পুরি। তেমন ভারি হয় নি। গয়নাগাঁতি ত কিছু রাখো নি, সব নিয়েছ। এখন এই পাথরকুচি নাও। আমার আপনা আপনি হাসি পাচ্ছে। গেরস্তর মেয়ে—সোয়ামীর জালায় বেরিয়ে বাব। ঐ যে একজন আসছে, মুড়ি দিয়ে বসি। মড়া আবার গৌক পরেছে।

(চাদর মুড়ি দিয়া কুলবধর ভ্রার উপবেশন)

(শরতের প্রবেশ)

শরৎ। (স্বগত) ও পারে কিছুতেই নে যাওয়া হবে না। ঐ বিন্দির ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলব। হীরা বোঝাল জোড়ালে, ওকে কিছু দেবো।

(অপর দিক দিয়া হীরা বোঝালের প্রবেশ)

হীরা। এই যে প্রেমচাঁদ বাবু এয়েছেন। (জনান্তিকে) কেমন বাক্স হাতে, চাদর মুড়ি,—সব ঠিক ঠাক, পেলে ত? আদাআদি চাই। (কুমুদিনীর প্রতি) এই নাও গো, খুব সুখে থাকবে—খুব সুখে থাকবে। প্রেমচাঁদ বাবু ভারি সম্মান। ওপারে তোমার জন্ত বাড়ী ঠিক করেছেন। গেরস্তর মত-নই থাকবে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) শেতল বাবু, গুঁর নামটি কি?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) আমার নাম কেনা দাসী। যদি পায় রাখেন, আমি তাই হয়েই থাকব।

হীরা। শুহুন শুহুন, প্রেমচাঁদ বাবু, কেমন রসিক দেখুন। সত্যি কি তোমার নাম কেনা দাসী গা?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) না, ও বলছিলাম। আমার নাম লক্ষ্মীমণি।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) শেতলবাবু, বলুন,—পায়ে রাখা কি বলছেন, আমি ওঁকে মাথার মণি করে রাখব।

হীরা। হায় হায়—শোন গো শোন! তুমি যেমন রসিক, উনিও তেমনি। নৌকার ব'সে সব রসিকতা হবে। চলুন প্রেমচাঁদ বাবু, নৌকার ওঠা যাক।

কুমু। (বিকৃতস্বরে) প্রেমচাঁদ বাবু, আমি গেরস্তর বউ, এ পথ কেমন জানি নি, বড় যত্নগায় বেরিয়েছি, আপনার পায়ে ধরছি, অবশ্যকে মজাবেন না।

(বাক্স রাখিয়া পদধারণ)

হীরা। (স্বগত) এই বেলা বাক্সটা হাতাই। বাক্স তুলিয়া) ও, ভারি আছে—ভারি আছে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) রাম—রাম পা ছাড়ুন, আমি আপনার পায়ে ধরব, আপনি কেন?

হীরা। বেশ হ'ল, গোড়াতেই একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল, চলুন—চলুন, শীগ্গির এখন নৌকার ওঠা যাক। এখানে আবার লোক জ'মে যাবে।

শরৎ। (বিকৃতস্বরে) দেখুন শেতল বাবু, আমি ঠাউরেছি, একে আর ও পারে নিয়ে বাব না, এই পারেই বাড়ী ঠিক করেছি। হু'জন থাকব, কি বল গা?

কুমু। (বিকৃতস্বরে) আমায় যেখানে রাখবেন, সেইখানে থাকব।

হীরা। তা কি হয়—তা কি হয়! গোড়ার কথাই খেলাপ! তুমি চ'লে এস—চ'লে এস। (কুমুদিনীর হস্তধারণ)

শরৎ। কই, নে :যাও দেখি, তুমি কেমন নে যেতে পার? ছাড় শালা হাত! (একহস্তে কুমুদিনীকে ধরিয়া অপর হস্তে হীরাকে প্রহার)

হীরা। ছাড় শালা হাত! (শরৎকে বাক্স দ্বারা প্রহার)।

শরৎ। চল গো চল আমার সঙ্গে। ও শালা চোর।

হীরা। আমার সঙ্গে চল, ও শালা গাঁটকাটা।

কুমু। পাহারাওলা, পাহারাওলা, আমার বাক্স কেড়ে নিচ্ছে।

হীরা। আমাকে ফাঁকি দিয়ে গহনা নেবে। এই ফাঁকি দেওয়াচ্ছি। (গলায় বাক্স ফেলিয়া দেওন ও টানটানিতে কুমুদের স্বরূপ প্রকাশ)

উভয়ে। এ কে কুলী যে!

কুমু। হ্যাঁ হ্যাঁ কুলী, চিনেছিল বেইমান! পাহারাওলা,
আমার বাক্স কেড়ে নিচে।

(হুই দিক্ দিয়া হুইজন পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

১ম পাহা। গঙ্গাজীমে কেয়া ফেঙ্ দিয়া রে?

কুমু। পাহারাওলা সাহেব! এই হুই মিলে আমার
বাক্স কেড়ে নিয়ে গঙ্গার ফেলে দিয়েছে। এই নাও
সাহেব এ আবার গৌক (গৌক টানিয়া লওন)
প'রেছে।

শরৎ। আঃ বেটি, মহাব্যাধির রস দিয়ে মুখটা ভরিয়ে
দিলে।

হীরা। আমার গা ভরিয়ে দিয়েছে!

শরৎ। (অগত) তোমার এখন হয়েছে কি শালা!
এ দিকে একটা হেস্তনেন্ত হোক, তার পর
রস দেখাচ্ছি। শালা যড় ক'রে আমার
বাধিয়ে দাও।

১ম পাহা। শালা লোক পুরানো বদমাইস্, মোচ চড়া-
রকে আয়া! চল থানামে।

কুমু। পাহারাওলা সাহেব, এরা বকেরা গাঁটকাটা।
আমি ভিক্ষে শিক্ ক'রে যা কিছু জমিয়েছিলুম,
নিরে মানীর বাড়ী বাচ্ছিলুম। এরা পথে বাক্স
কেড়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। এর নাম
ব'লেছে শেতল, এর নাম ব'লেছে প্রেমচাঁদ।

১ম পাহা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শেতল আউর প্রেমচাঁদ, পুরাণ
বদমান্। (২য় পাহারাওয়ালার প্রতি) নেই
ভেইয়া

২য় পাহা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—দোনোকো হলিয়া হায়।

হীরা। আরে কোন্ শালা শেতল হায়—আমি হীরা
বোমাল।

কুমু। ঐ শোনো, আবার ব'লেছে হীরা বোমাল।
তোমার আরও নাম আছে না কি?

২য় পাহা। হায়ই ত—ও শেতল হায়, হীরা হায়,
পীরা হায়, আর কভি কভি পাঁচকড়ি হোতা
হায়। শালা পুরাণ বদমান্।

১ম পাহা। আর এই শালা প্রেমচাঁদ, এক দফে
হামার চাপরাস ছিনার লিয়াখা, চল শালা
থানামে।

(কলের গুঁতা প্রদান)

হীরা। আরে থাম থাম, কথাটাই শোনো—

২য় পাহা। (কলের গুঁতা দিয়া) থানামে চল শালা
থানামে সব বাত হোয়া।

কুমু। লেশাম—লেশাম।

শরৎ। বেটি, তোমার মনে এত ছিল, শেষ হাতে যা
দিলি?

কুমু। জোজোর, বিশ্বাসঘাতক, লম্পট, তোমার মা
এত ছিল? অনাথা জীলোকের সর্বনাশ করলি
তোদের জন্ত কত তরসস্তান পথে ব'সেছে, ক
রাজার ঘর উচ্ছন্ন গেছে, কত নিরীহ জীলো
অকূলে ভেসেছে! ঘৃণিত বেস্তার সঙ্গে যা
প্রবঞ্চনা করে, জেল কি, নরকেও তাকে
উপযুক্ত শাস্তি হয় না। তোরা হীন, ঘৃণি
বেস্তার চেয়েও ঘৃণ্য।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্তাক্ষ।

—:~:—

মন্মথর গঙ্গাতীরস্থ নার্শারি।

চেয়ারে উপবিষ্ট অধ্যয়নরত মন্মথ।

(নীরদের প্রবেশ)

নীরদ। এই যে মন্মথ বাবু! আজ হুঁদিন ধ'রে ফি
ফিরে যাচ্ছি! একা যে? শুণ্ড বৃন্দাবনে রাখে
খরী কই? কুলী কই?

মন্মথ। নীরো দা, তোমার মন বড় অ'বজ্ঞ। কুলী
নাম তুমি মুখে এনো না, তা'হলে ঠা'কে কল
স্পর্শ করবে।

নীরদ। আর তুমি এমন পরিজ্ঞ যে, তোমার স্পা
সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। মরি মরি, কলকভজন কুব
চক্র আমার! তা হবে না। তুমি যে সাধু, পণ্ডে
পকার কর, রাস্তা থেকে লোক তুলে নিয়ে
সেবা কর, নিরন্নকে দু'অন্ন দাও। ঠক! ভণ্ড
জালিয়াৎ!

মন্মথ। নীরোদা! আমি জাল করিয়েছিলুম ব'লে
কিন্তু সে আমার স্বার্থের জন্ত নয়। তুমি অ'
লোভে সংসারটাকে উচ্ছন্ন দিচ্ছিলে, বড়
আমার গলা ধ'রে কেঁদে ব'লেছিলেন, "মোদ"

কি হবে।" তাঁর সে বসন্তকালী আমাকে জান-
শুভ ক'রেছিল। আমি মংলব ক'রেছিলুম,
তোমাকে কোন রকম বিশেষ ফেলে, সর্বশ্রমী
মকদ্দমার মুখ থেকে তোমাদের সংসারটা রক্ষা
করব। তাই আল হাওদেনাট স্ট্রিট ক'রেছিলুম।
কুৎসিত চিন্তা জ্বরে স্থান দেওয়া, কুসঙ্গে বেড়ান
যে কি বহুগাম্যক, তা তুমি বুঝতে
পারবে না। যখন কষ্ট হ'ত, বড় মা'র
চোখের জল মনে পড়ত, আর আমি সব ভুলে
যেতুম।

নীরদ। ব'লে যাও—ব'লে যাও,—আমি স্থির হ'রে
শুনিচি।

মম্বথ। আমি ভেবেছিলুম, তুমি বিপদে পড়লে পাটি-
সন স্ট্রিট ভুলে দেবে, সংসারটা বজায় হবে। কিন্তু
সে দিক দিয়েই গেলে না। তবু আমি শিবু
উকীলকে postponement নিতে ব'লেছিলুম।
জজ দিলে না, সকল সাক্ষরই বিফল হ'ল।

নীরদ। কিন্তু আমার সমস্ত বিফল হবে না। মংলব
ক'রেছিলে, বড় মা'র বিষয় হাতে পেয়েছ, ছোট
কাকাকে এক রকম পেটভাতার রাখলেই হবে,
আর আমার ভাসিরে সমস্ত বিষয়টা হাত ক'রে
ফুলীকে নিয়ে মজা করবে। তুমি যে নিঃস্বার্থ—
সাধু!—সমতান!

মম্বথ। নীরো দা, আমি স্থির করেছি, কোর্টে গিয়ে
বলব, আমিই তোমার জজ ক'রবার জন্তে জাল
নোট তোমায় বেচেছি।

নীরদ। সাধু সাধু! ওঃ! আশ্চর্য্য স্পষ্টা তোর। তুই
এখনও আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা ক'চ্ছিস?
লজ্জা ক'চ্ছে না? তুই কি মনে করেছিস, আমি
তোর কথা বিশ্বাস করি? তুই ভেবেছিস, এই
তোক দিয়ে আমার হাত থেকে বেঁচে যাবি।
মনের কোণেও স্থান দিস নি।

মম্বথ। তোমার আর কি ক'রে বিশ্বাস করাব?

নীরদ। বিশ্বাস করব না, তোর কথা সত্য হ'লেও
বিশ্বাস করব না। শোন, তোর সঙ্গে আমার
অনেকদিনের দেনাপাওনা। আজ তারই হিসেব-
নিকেস করতে এসেছি। জানিস নি, বার বার
আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিস? ছোট
কাকাকে যখন খুনি মামলায় ফেলি, তুই তার
উদ্ধারকর্তা। ফের যখন লাগ টাকার দায়ে

ফেললুম, ফুলীকে দিয়ে নোট গুড়িয়ে তুই তাকে
বাঁচালি, ফুলীকে পাছে আমি তোর কাছ থেকে
নি, এই জন্ত চক্রান্ত করে আমার বীপান্তরে
পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রেছিস। কুখ্যাত ব্যাঙ্গের
মুখ থেকে আহা! কেড়ে নিয়ে ভেবেছিলি, তাকে
পিঞ্জরের পুরবি। আজ আমার হাতে তোর
নিস্তার নেই। মনে ক'রেছিস, তুই ফুলীকে নির
রাসলীলা করবি, আর বীপান্তরে ব'সে আমি সেই
ছবি ধ্যান ক'রব। তার আগে তোকে খুন করব।

মম্বথ। খুন করবে? তা'হলে ততুমি পরম বন্ধুর কাজ
করবে। আমি তোমার সর্বনাশ ক'রেছি কিন্তু
এখনও বলছি, আমি নিজের স্বার্থের জন্ত করি
নি। মকদ্দমা ওঠবার আগে তুমি যদি আমার
কথা শুনতে, পাটিসন স্ট্রিট রক্ষা করতে, তা'হলে
তোমাকে হাজতে যেতে হ'ত না। আমাকেও
অনুতাপে দগ্ধ হ'তে হ'ত না। নীরো দা, আমি
অপরাধ করেছি, আমার মার্জনা কর। যে দণ্ড
দেবে দাও, আমি বুক পেতে নেব। মৃত্যু এখন
আমার শাস্তি।

নীরদ। ফুলি! ফুলি! এখানে থাকতিস্ ত দেখতিস্,
তোর পেয়ারের মোনা বাবুকে কি ক'রে খুন
করি।

(খুন করিতে অগ্রসর হওন ও ফুলীর পশ্চাৎ
হইতে অসিয়া হস্তধারণ)

ফুলী। ফুলি—ফুলি, এই যে ফুলী! ফুলী বেঁচে থাকতে
তুমি মোনা বাবুর গায়ে একটি আঁচড় দিতে
পারবে না।

নীরদ। ফুলি, সব বাধা দিস নি।

ফুলী। আজ হু'দিন তোমার পেছ পেছ ঘুরছি।
তোমার চোখে তোমার অন্তরের অভিসন্ধি
দেখেছি। আমি থাকতে তোমার মনস্তামনা সিদ্ধ
হবে না, মোনা বাবুকে মারতে পারবে না।

নীরদ। তবে তুমিই মর, মর, মর। (ফুলীকে অস্ত্র-
ঘাত ও ফুলীর পতন)।

মম্বথ। নীরো দা, কি ক'রলে—কি করলে? নীরোদা
যে দণ্ড তুমি আমার দিলে, এর কাছে প্রাণ-
দণ্ড অতি তুচ্ছ। ফুলি, আমার প্রাণরক্ষা ক'রবার
জন্ত, তোর অমূল্য জীবন তুই বিসর্জন দিলি?
আহা, নির্মল কুসুমকলি! নীরো দা, তুমি দাঁড়িয়ে

কেন ? আমাকেও মার। এখন আমার প্রাণবধ করা করুণা। আত্মহত্যা হওয়া মহাপাপ। নীরো দা, আমার মারো, জীবনে একটা ভাল কাজ করো। আমার খুন করলে তোমার অশেষ পুণ্য হবে। মারো—মারো, দাঁড়িয়ে রৈলে কেন ? মীরদা। না, আর তোকে মারব না, তোকে কি দণ্ড দিয়েছি, আমি বুকেছি, তুই বেঁচে থেকে জলে মর।

মন্মথ। নীরো দা, শোনো, তুমি পালাও, শীগ্গির পালাও। ঐ ঘরে কাপড় আছে এই রক্ত-মাখা কাপড় জামা ছেড়ে তুমি পালাও।

নীরদ। তোর মতলব বাই হোক, আগাতত তোর কথা শুনব।

[নীরদের কক্ষাভিমুখে দ্রুত প্রস্থান।

মন্মথ। (নেপথ্যাভিমুখে) মালি, মালি, শীগ্গির পুলিশে খবর দে, খুন হয়েছে। আহা, চক্ষু যেন সজীব রয়েছে, যেন মহা ধ্যানে মগ্ন। পরের জন্ত আত্মবিসর্জন। আমার ভাল শিক্ষা দিয়ে গেল। আমি কথার কথা শিখিয়েছিলুম, ফুলী আমার কাজে শেখালে।

(ইন্স্পেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালগণের প্রবেশ)

ইন্স। এ কি!—কে এ কাজ করলে?

মন্মথ। আমি!

ইন্স। আপনি ফুলীকে হত্যা ক'রেছেন?

মন্মথ। হ্যাঁ।

ইন্স। মন্মথ বাবু, এ কি সম্ভব?

মন্মথ। সবই সম্ভব। আমার অবাধ্য হয়েছিল, সেই রাগে মেরেছি।

ইন্স। এ কি—নড়ে উঠলো কেন? চোখ মেল্চে।

মন্মথ। ফুলি, ফুলি! ওঃ! মুছুরী হয়েছিল—বুঝতে পারি নি। একটু ত্রাজী দিই, যদি কিছু ফল হয়।

[প্রস্থান।

(নকুল অবধূতের প্রবেশ)

অব। আজ বাবার বিয়ে, দাঁও তোমার বাগান থেকে ছুটা নাগেশ্বর ফুল পেড়ে। (ফুলীকে দেখিয়া) এ কেঁটা এখানে পড়ে বে। রং মেখেছে, বাবার

বিয়ে দেখতে বাবে বুঝি। তাই ত বটে, তাই বটে। ঐ যে সব রম্ রম্ ক'রে আসচে বাছে ফুলী। (চৈতন্তলাভ করিয়া) বাবা!

অব। বাবাই বল, আর বেটাই বল, বেটা, আর তোর সঙ্গে বগড়া কন্ব না।

(মন্মথর ত্রাজী লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

মন্মথ। ফুলী, থা।

ফুলী। মোনা বাবু, ওমুখ আর খাব না, গঙ্গা দাও।

অব। থা বেটা, বাবার চরণামৃত থা, আমার ক লুতে আছে।

(কমণ্ডলু হইতে চরণামৃত প্রদান)

ফুলী। মোনা বাবু, আমার একটু তুলে ধরো, গঙ্গা দেখবো।

অব। দেখবি বই কি রে বেটা,—দেখবি বই

(গঙ্গাভিমুখী করিয়া ফুলীকে শয়ান করান)

ওঃ! তোকে আজ কোলে নেবে কি বেটার, হাত তুলে তুলে নাচন দেখ! ও বেটা, তোর মত সব আকাশ ছেয়ে ও তোকে নিয়ে বাবে ব'লে।

ইন্স। মা, এই গঙ্গা সামনে, তোমার একা জিজ্ঞাসা করি। মা, কে তোমার ছুরী মো

ফুলী। নীরদ বাবু।

ইন্স। অবধূত, শুনলে? বল্লে—নীরদ (জমাদারের প্রতি) জমাদার, নীরদ বাবুকে ঘাটে ঘাটে পাহারা বসিয়ে দাও, ষ্টেশনে লোক রাখ, আসামী যদি পালায়, তুমি ঠিকাগাড়ী ক'রো।

[জমাদারের

ফরসা কাপড় চাদর পরে তাড়াতাড়ি গিয়ে বাবু আমার বলে গেল,—“নশীরি হ'য়েছে।” একজন এ বাড়ী সার্চ (সে কর, হ'জন পাহারার এখানে মোতারেন আমি চট ক'রে ম্যাজিষ্ট্রেটের অর্ডা আসচি।

মন্মথ। (জনান্তিকে) ইন্স্পেক্টর বাবু, বা কার্যটির কোন বিয় না হয় একটু দেখে

নন্দ। আপনারা গদাভীরে নিয়ে গিয়ে রাখবেন,
আমি এলুম ব'লে।

[প্রস্থান।

দব। ঐ বেটা দেখ—তোর রথ এল! যা বেটা হর-
গৌরী মিলন দেখে যা! বেটা নারিক। ছিল কি
না, বাবার মন্দিরে বধন যেত, পায়ে নুপুর
বাজত—শুনতুম। বেটা শাপভট্টা হ'য়ে বেস্তার
ঘরে জ'য়েছিল। ওর মা কীর্তন গাইত কি না।
এ বেটা ত বধন বাবার কাছে কেঁদে কেঁদে গান
ক'রত, তখন দেখতুম, বাবার গা জলে ভেসে
যাচ্ছে। ও বেটা না গেলে কি হরগৌরীর
মিলন হয়? দেখে বেটা, এই ফুল নিয়ে যা,—
বাবাকে মাকে সাজাবি।

(ফুলীর গাজে ফুল ছড়াইয়া দেওন)

হরিনাম গান করে তোর মা, তোর মত মেয়ে
পেয়েছিল। হরিনাম শোন বেটা। (ফুল দিতে
দিতে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

লী। আশ্বিনসর্জন! মোনাবাবু বুঝতে পেরছ কি?

(মৃত্যু)।

দব। ফুলি, ফুলি, সব ফুলগ'!

দব। চল চল—মা গঙ্গা অধীর হ'য়েছে, বেটাকে
তাঁর কোলে দিইগে চল। মিছে কাজে ঘুরে
বেড়াচ্ছি, বেটা আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে।

[ফুলীকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক।

—:~:—

উপেক্ষের বাটার কক্ষ।

বিরজা, নিতাই ও বৈষ্ণনাথ।

নিতাই। বউদিদি, শিবু উকীলের নামে মকদ্দমা
ক'রলে, আদালতে পাঁচ রকমের লোক পাঁচ
কথা কইবে, একটা কংসা রটনা হবে।

বিরজা। কি, শিবু উকীলকে ক্ষমা ক'রবে? আমার
ফুলধূর অপমান ক'রেছে!

নিতাই। সে কি ব'লতে এসেছে, তুমি শোনো,

তার পর যা ব'লবে—ক'রবে। (বৈষ্ণনাথের
প্রতি) ব'দে, শিবুকে নিয়ে আর।

[বৈষ্ণনাথের প্রস্থান।

(শিবু উকীলকে লইয়া বৈষ্ণনাথের পুনঃপ্রবেশ
এবং বিরজার অন্তরালে গমন)

শিবু। বউদিদি, এই দোরের পাশে আছেন, কি
বলবে বল।

শিবু। বউঠাকুরণ, আমার মার্জনা করুন। আমি
আপনিই আপনার দণ্ড গ্রহণ ক'চ্ছি। আর
কেন আদালতে আমার নামে নালিশ ক'রবেন।
বৈষ্ণনাথ বাবু, হাওনোটগুলো আমার দেন।
না, আমি নিজে থেকে টাকা দিয়ে শৈলেনবাবুর
মকদ্দমা খরচ ক'রেছি। তিনি তার জন্ত
আমাকে এই সব হাওনোট লিখে দিয়েছিলেন।
আপনার সামনে সে সব ছিঁড়ে ফেলছি। (তথা
করণ) আপনার অবর্তমানে উনি যে আপনার
অর্ধেক বিষয় পেতেন, তা আমার লিখে দিয়ে-
ছিলেন। আমি তা রিকনভে (reconvey)
ক'রে দিচ্ছি, এই নিম্ন তার দলিল। (প্রদান)
না, আমি আর কল্কাঠায় থাকবো না, পশ্চিমে
কোথাও প্রাক্টীস ক'রবো, আমার দয়া ক'রে
ছেড়ে দিন।

বিরজা। নিতাই! ঠাকুরপো, তুমি না বলছিলে ওকে
ক্ষমা করতে?

নিতাই। না, শিবু উকীলকে কিছুতেই ক্ষমা করা
হবে না।

বিরজা। না নিতাই! ঠাকুরপো! (বৈষ্ণনাথের প্রতি)
বদি ঠাকুরপো, কি বল? শরণাগতকে পীড়ন
ক'লে অধর্ম হবে। রাধাবল্লভজী রাগ ক'রবেন।
আমার শপথের ভিটে থেকে কেউ কখনো মন-
ক্ষুন্ন হ'য়ে যায় নাই। তুমি ওর জাযা পাওনা
ওকে চুকিয়ে দিও।

নিতাই। শিবু, কাল দেখা ক'রো।

শিবু। এই দেবীকে আমি কটু কথা ব'লেছিলুম।
[প্রস্থান।

বৈষ্ণ। বউদিদি! উপেন কেমন আছে?

বিরজা। আর থাকাকালি কি ভাই—সে মাহুষ আর
নেই। কেমন বিব'ল হ'য়েছে; কখন নিজেকে

মনে করে মরে গেছে, কখন কখন একটু জ্ঞান হয়। একটা কাগজের টুপি হাতে ক'রে বেড়ায়। রাখাবল্লভজীর মনে কি আছে জানি না। ওর ভরসা আর কিছু করি নে।

(উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। কে তোমরা পালাও—পালাও। মায়ে-বেটার আবার কি পরামর্শ ক'রে। যখনই অমনি কুহর-কাহর করে, তখন দাঁড় দাঁড় ক'রে আঙুন জলে ধুঁতে। পার্টিসন স্ট্রট হবার আগে অমনি কিস্কাস ক'রত। পাগল বলে উপেনের পারে বেড়ি দেবার আগে আবার তেমনি কিস্কাস ক'রেছিল। উপেন ম'রে বেঁচে গেল। কাল থেকে আবার ফুসফুস চলছে।

বিরজা। সত্যি,—কথাতো একেবারে পাগলাম নয়। কাল সন্ধ্যারাজে নীচে হস্তধস্ত হ'য়ে এল। তার পর থেকে ছ'জনে পরামর্শ চ'লেছে। এত কিসের পরামর্শ গা? হাজত থেকে ফিরে এসে অবধি গুম্ব হ'য়ে র'য়েছে। কারো সঙ্গে দেখা না, পরামর্শ না, সন্ধ্যা হ'লে একবার ক'রে দোর খুলে বেরোয়, কার কাছে যায়—কে জানে?

উপেন্দ্র। পালাও পালাও, মাগীটা ব'লছে,—“নয়-বলি খাবো—খাবো।” ছোঁড়া ব'লছে—“দেবো—দেবো।” উপেন ম'রে গিয়ে বেঁচে গেল। নইলে তাকে ধ'রেই বলি দিত।

নিতাই। উপেন, কি ম'রেছে—ম'রেছে ব'লছ? এই ত দিবা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে র'য়েছ। আমার চিন্তে পাচ্ছ না? আমি কে বল দেখি? উপেন্দ্র। তোমার চিনি, তুমি নিতাই উকীল। এই ব'দে, আর এই তার বড় বউদিদি।

বস্তা। তবে যে ব'লছ—উপেন ম'রেছে?

উপেন্দ্র। ম'রেছে—ম'রেছে—উপেন ম'রেছে।

(শৈলেন্দ্রের প্রবেশ)

শৈলেন্দ্র। আমার একটু তন্দ্রা এসেছে, আর অমনি চ'লে এসেছ? চল,—আমি বাতাস করিগে, একটু ঘুমাবে—চল। নিতাই দা, মেজদা থক-রের কাগজে একটা বড় গাধার টুপি ক'রেচেন, সেই স্কুলে জমিদার মাথায় পরিয়ে দেয়,—সেইটে

কখন' কখন' মাথায় দেন। আর বলেন—‘মামলা ক'রে এনাম পেয়েছি।’ বউদিদি, তুমি কি এই সব দেখতে আমার বাড়ী আনলে? তুমি না ব'লে, তোকে দেখবার জন্য ঠাকুরপো গ্রাম রেখেছে। মেজদা, আমার চিন্তে পাচ্ছ না?

উপেন্দ্র। চিনেছি—চিনেছি—তুই শৈলেন। তুই লাঠি মেরে উপেনকে মেরে ফেলেছিল। তোকে একটা পেদী ডাকলে, পেদীটা তোর বাড়ি ভাঙবে ব'লে, উপেন তোকে ছেড়ে দিতে চায় নি। তুই লাঠি মেরে উপেনকে মেরে ফেলে চলে গেলি।

শৈলেন্দ্র। মেজদা, সত্যিই তখন আমার পেদীতে পেয়েছিল। আমি বুঝতে পারি নি, আমার মার্কিনা কর, আমার বখেঁট শি' হ'য়েছে।

উপেন্দ্র। শিকা হ'য়েছে?

শৈলেন্দ্র। মেজদা, দেনার মাথার ল বিক্রী হ'য়ে গেছে, জোড়োর খ্যাতি হ'য়েছে, লম্পটে জীকে অপমান ক'রেছে। এতভেঙে যদি শিকা না হয়, তবে আর কিসে হবে, তা জানি নি।

উপেন্দ্র। বটে বটে।—এতদূর হ'য়ে গেছে। লম্পটে তোর জীকে অপমান ক'রেছে? তা বেশ হ'য়েছে—বেশ হয়েছে। কি বলি—কথটা বুঝি। লম্পটে তোর জীকে অপমান ক'রেছে? তবে ত তোর খুব শিকা হ'য়েছে। বাকু—তা বেশ হ'য়েছে। তোর ভাই উপেন বেঁচে গেলে এতটা হ'ত না। তা, তুই ত তাকে লাঠি মেরে, মেরে ফেলি। এখন আর কীদলে হবে? তা কীদ—কীদ—কীদলে অনেক আলা জুড়িয়ে। আমার চোখে জল নেই,—চোখের জল সব আঙুন হ'য়েছে, তাই সর্কশরীর জলছে।

শৈলেন্দ্র। নিতাই দা, কি কুলাদার জ'য়েছিলুম। যুধিষ্ঠিরের মত তাই আমার জন্য পাগল হ'ল।

উপেন্দ্র। চুপ কর—তাইয়ের জন্য কীদিননে। এখনি মাগ-পোরে তোর পারে বেড়ি দিয়ে পাগুলা গারদে পাঠাবে। উপেনকে পাঠাচ্ছিল,—ম'লো তাই বেঁচে গেল।

বৈজ্ঞ। উপেন তুই ত মরিদু নি, এই ত বেঁচে আছিল।

উপেন। না, না—ম'রেছে—ম'রেছে,—তোমরা জান না। তার ছেলে দানসাগর ক'রেছিল তোমা-

দের বুদ্ধি নিমজ্ঞ করে নাই, খুব ঘটা ক'রে দান-
সাগর ক'রেছিল। বাপের এক ছেলে—দানসাগর
ক'বে না? ঘরোয়ানা ঘরের ছেলে,—দানসাগর
ক'বে না? খুব দানসাগর হ'য়েছিল,—বড় বড়
উকাল কাউন্সিল সব সভা হ'ল—কত আই-
নের সব বিচার হ'ল—খুব দরাজ কাজ ক'রেছে।
ঘটি, বাটি, ঘড়া, গাড়ী, খাট, বিছানা, গাড়ী,
জুড়ি, বাগান-বাড়া সব দান করেছে। ভূদানে
অশেষ পুণ্য, তাই তালুকমূলক পর্য্যন্ত দান
ক'রেছে। আর সোণারূপো মুটো মুটো হ'তে
বিলিয়েছে। তার পর ভূরি ভোজন, খালি দীয়াতাং
ভূজ্যতাং—দীয়াতাং ভূজ্যতাং—নেড়ে পেরাদা
পর্য্যন্ত বাদ যায় নি।

বৈজ্ঞ। উপেন, কোথায় শ্রীক হ'লো? তুইও যেমন—
উপেন্দ্র। কেন হাইকোর্টে। করবে না—করবে
না—বাপকে স্বর্গে দেবে না? বাপকে অনবদ্য
দান করলে, তার সঙ্গে এই মটুক দিলে। মটুক
দিতে হয়। বাপ যে! দেবে না? এই দেখ,—
(টুপি পরিয়া) কেমন দেখাচ্ছে বল দেখি?

বিরজা। ঠাকুরপো, তোমার এই দশা চোখে
দেখতে হ'ল!

উপেন্দ্র। বেঁচে থাকলেই দেখতে হয়! অনেক
দেখতে হয়, তাই উপেন ম'রেছে। নইলে
ভাইকে পথের ভিখারী দেখতে হ'ত, লম্পটের
হাতে কুলবধুর অপমান দেখতে হ'ত, ছেলে
জাল করেছে দেখতে হ'ত,—তাই মরেছে—
উপেন তাই ম'রেছে।

(মন্থনের প্রবেশ)

মন্থ। বড় মা, তোমার কুলী কুলের মত পুড়ে
গেল।

বিকলে। অ্যা!—কুলী পুড়ে ম'রেছে?

মন্থ। খুন হ'য়েছে।

বিকলে। কে খুন করলে?—কে খুন করলে?

মন্থ। মা, ছুরি মেরেছে নোরোদা; কিন্তু খুন
করেছি আমি। মা, আমারই হীনকোশলে
জাল মোকদ্দমার স্থষ্টি। তার জন্ত নোরো দার
ক্রোধ,—তার ফলে কুলীর মৃত্যু।

উপেন্দ্র। কুলবধু অপমান, নারীহত্যা! বেঁচে থাকলে
অনেক দেখতে হয়,—অনেক দেখতে হয়।

মন্থ। মা, আমার বিদায় নাও! আমি নর-সমাজে
থাকবার যোগ্য নই,—আমার মহাপাপের প্রায়-
শ্চিত্ত নাই! শুনেছি, ভগবান্ করুণাময়, তাঁর
চরণ অবলম্বন ক'রব—যদি শান্তি হয়।

বিরজা। মোনা, শোন। তোর স্বয়ং—নিঃস্বার্থ
স্বয়ং। তুই ভুল ক'রেছিলি, অসৎ উপায় অব-
লম্বন ক'রেছিলি। অসত্ম্যে সহৃদেয় সিদ্ধ
হয় না। ভগবান্ মন দেখেন, তোকে ক্ষমা
ক'রবেন। তুই যেমন তাঁর কাজ করছিলি,
তেমনি কর—শান্তি পাবি।

(নীরদ, তৎপশ্চাৎ :তরঙ্গিনী, তৎপশ্চাৎ ইন্সপেক্টর,
জমাদার, পাহারাওয়ালা প্রভৃতির প্রবেশ)

তর। ওগো—রক্ষা করো—রক্ষা করো, আমার
নীরকে পুলিশ ধ'রতে এসেছে।

ইন্স। In the name of the King, I
arrest you for murder.

নীরদ। মিথ্যা কথা—প্রমাণ কি? কার হুকুমে
অন্দরে এসেছ?

ইন্স। নীরদ বাবু, সতর্কতা অবলম্বন না ক'রে কি
বাবের ঘরে ঢুকেছি? এই দেখুন—মাজিষ্ট্রেটের
ওয়ারেন্ট।

বিরজা। ওগো—ঠাকুরপোকে দেখ—ঠাকুরপোকে
দেখ।

বৈজ্ঞ ও নিতাই। উপেন, উপেন—

উপেন্দ্র। অনেক দেখতে হয়—অনেক দেখতে হয়।

নিখিল কুলে কুলস্রীর অপমান, জাল, নারীহত্যা,
অন্দরমহলে পুলিশ, হাতে হাতকড়ি! অনেক
দেখতে হয়! আরও দেখবার সখ আছে? আর
কেন? চার গো পরিপূর্ণ হয়েছে—আর কেন?
স্বয়ং কি পাথরের চেয়েও কঠিন! ওঃ?—ওঃ!

—(পতন)

সকলে। কি হ'লো—কি হ'লো—

বিরজা। ঠাকুরপো, আমি পতিপুত্রহীনা, আমার
ভার করে দিয়ে যাচ্ছ? মোনা, একবার তুই
ঠাকুরপোকে বাঁচিয়েছিলি, এবার রক্ষা কর।

মন্থ। (পরীক্ষা করিয়া) Terrible brain
straim—blood vessel কেটে গিয়েছে,
নাক দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর আশা নাই, এইবার
হুকুলো।

তর। কি হ'লো—একদিনে পতি-পুত্র হই-ই হারা-
লুম ? (পঙ্কন)

সকলে। কি হ'লো—কি হ'লো।

বৈষ্ণ। উপেন, ফেলে চলে গেলি। ভাইরে—

নিতাই। উপেন, উপেন—

বিরজা। ডেকো না, ডেকো না—বড় জগেছে—

একটু ঠাণ্ডা হয়ে যুক। আর কেন ? নিতাই
ঠাকুরপো, তোমরা ওর বন্ধু ছিলে, এখন বন্ধুর
যা শেষ কাজ, তা করো। আহা! রাজরাজেশ্বর
—ধুলোর পড়ে লোটাচ্ছে। শৈলেন ওঠ—এ

বংশের মান-বর্ষাধা এখন তোর হাতে। মেজবো
ওঠ বা হ'রেছে, আর ত উগার নাই দিদি। নিতাই
ঠাকুরপো, নীরে বংশের একমাত্র সন্তান, যাতে
কাঁসীটা রদ হয়, প্রাণপণ চেষ্টা কর, পিতৃপু-
ত্রের জলগণ্ডু বজায় থাকবে।

নিতাই। বউদিদি, ধন্য তুমি, ধন্ত তোমার ঐশ্বর্য।

সংসারে কেমন করে থাকতে হয়, তুমি দেখালে।

তোমার মত বধূই কুলদম্পতী—আদর্শ-গৃহিণী।

সমাজের কল্যাণের জন্য বাজালার ঘরে ঘরে

তুমি বিরাজ করো।

মুকুল মুঞ্জরা ।

(১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

চরিত্র ।

(পুরুষ)

অচ্যুতানন্দ	জ্ঞানৈক যোগী ।
জয়ধ্বজ	কেরোলীর অধিপতি ।
চন্দ্রধ্বজ	ঐ পুত্র ।
বীরশেন	পাণ্ডীয়ানার অধিপতি ।
মুকুল	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র ।
ক্ষিতিধর	মুকুলের বিমাতৃ-পুত্র ।
সুবেশ	কেরোলীর সৈন্যধ্যক্ষ ।
বরুণচাঁদ	পাণ্ডীয়ানার জ্ঞানৈক বণিকের পুত্র ।
মন্ত্রী	জয়ধ্বজের মন্ত্রী ।
ভজনরাম	ঐ জ্ঞানৈক কণ্ঠচরী ।

সভাসদ, রক্ষী, দূত, গ্রহবিগ্ণ ইত্যাদি ।

(স্ত্রী)

তারার	পাণ্ডীয়ানার রাজকন্যা । (মুকুলের জ্যেষ্ঠা ভগিনী)
মুঞ্জরা	কেরোলীর রাজকন্যা ।
চামেলি	ঐ সখী ।
পান্না	ঐ সহচরী ।

সমিগ্ণ ইত্যাদি ।

মুকুল-মুঞ্জরা ।

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

বন ।

(তারা, অচ্যুতানন্দ ও মুকুল)

তারা । কর হে করুণা প্রভু ! দাসী অর্ভাগিনী ।
অচ্যুত । শিব শিব ! এ বিজনে কে তুমি জননি ?
সঙ্গে যুবা কেবা তব—কোন্ বংশধর ?
বল মা বিহনে তোমা শূন্ত কার ঘর ?
ষড়ানন সনে যেন বনে বীণাপাণি !
কেন মা মলিন হেরি চাঁদমুখখানি ?
তারা । দেবের বাহিত পুর পাণ্ডীয়না নাম,
প্রজার পালক বীরসেন গুণধাম—
নন্দন, নন্দিনী মোরা ; শুন ব্রহ্মচারি,
বিধি-বিড়ম্বনে প্রভু কানন-বিহারী ।
অচ্যুত । অদ্ভুত বিধির লিপি ! কহ গো কল্যাণি !
বীরসেন ভূপতি অহল্যা নামে রাণী,—
বিশাল তমালে যেন হেমলতা ছবি,
পদ্মিনীর সনে যেন প্রেমে বাধা রবি
ছিল দৌহে—

তারা ।

জনমভূমিনী অভাগিনী

জননী আমার আহা ছিল বিধাদিনী !
অচ্যুত । কহ বৎসে ! জান কিছু পূর্ব-বিবরণ,
যজ্ঞফলে জন্মেছ কি নন্দিনী-নন্দন ?

তারা । যজ্ঞফলে জন্ম ; কিন্তু এ ছার কপালে
বিপরীত ফলিল সন্ন্যাসি ! ছার ভালে
অমৃতে উঠিল হলাহল , রক্ত-আশে
বদ্র করি সাধু জনে আনয়ে আবাসে,
অবিরল অশিঞ্চল—বরিষার বারি
ঢালি ধৌত করি পদ—পুত্রহীন নারী—
কহিত জননী সন্ধ্যাতরে—“কৃপা কর
কৃপাময় !” একদা আইল ষোণীবর,
মেঘাচ্ছন্ন যেন দিনকর আচরিত !
মনের বেদনা তাঁরে জানাইল সত্য ;
আশ্বাসিল উদাসীন,—হবে পুত্রব ।
স্বাতি বারি শুষ্কি যথা বস্ত্রে করে পান,
পিপিল সে আশা-বারি পিপাসিত প্রাণ ।
অচ্যুত । যজ্ঞ কৈল রাজরাণী সাধুর বচনে ?
তারা । সর্বজ্ঞ । কি অজ্ঞাত তোমার জিহ্বনে !

জন্মিল এ অভাগী-অভাগা পরে পরে,
হানিতে দারুণ শেল মায়ের অন্তরে ।
ভুবনমোহন এই সুন্দর কুমার ।
কিন্তু হার কি কহিব কপালে অন্ধার !—
এ হেন সুন্দর কার জ্ঞান-জ্যোতিহীন,
শূন্য হৃদি, প্রশস্ত লগাট ধী-বিহীন ;
কত বস্ত্রে না হইল মনের বিকাশ,
দিন দিন জননীর বাড়িল হতাশ ।

মুকুল। চল না—

তারা। কোথায়?

মুকুল। দেখা হয়।

তারা। চল বাই,

ভক্তি ক'রে বোগীরে প্রণাম কর ভাই!

মুকুল। কারে?

তারা। বোগীবরে।

মুকুল। নমঃ নমঃ।

অচ্যুত। হও সুখী!

অতঃপর কি হইল, কহ বিশ্বসুখি!

তারা। হাবা শিত কোলে ল'রে কাঁদিল

জননী,

কত দিনে দেখিল মা, আইল সন্তিনী।

অচ্যুত। পুন কি করিল রাজা দায়-পরিগ্রহ?

তারা। শুন প্রভু, পরে পরে মাতার নিগ্রহ।

নবরানী কতদিনে হৈল পুত্রবতী,

আর নাহি সজ্জায়েন মায়েরে নৃপতি,

দন্তভরে বিমাতা কলহ কৈল কত,

কি কহিব সহিল দুখিনী মাতা যত!

এক দিন মিথ্যাবাগী রচিয়া অদ্বুত,

বিমাতা কহিল—“রাজা, তব জ্যেষ্ঠ সূত

বধিতে আসিল আজি আমার ছালালে;

এ স্থলে থাকিতে যুক্তি নহে কোন কালে।”

মুকুল। আমি তো মারিনি, মিছে মিছে মিছে—

তারা। না,—না—

কুটুবকি কুটিলতা প্রকাশিল নানা,

প্রত্যয় করিল পিতা বিমাতার বোলে।

অচ্যুত। ধীর জন মুগ্ধ হয় নারীর কোশলে!

তারা। বধিতে চাহিল রাজা আপন নন্দনে।

ভরে মাতা পুত্র ল'রে পশিল গহনে,—

সিংহিনী বেমতি পশে পুরুষ-গহবরে

শভরে শাবকে ল'রে কেশরীর ডরে।

পুত্র কোলে অভাগিনী আঁধি-জলে ভেসে,

কল্যাণ কামনা করি ভ্রমে দেশে দেশে;

সাধুস্থান, দেবস্থান কৈল পর্যটন,—

রহিল আঁধার-মগ্ন তনয়ের মন।

তোমার মহিমা প্রভু বিখ্যাত সংসারে,

বড় আশে তব পদে সঁপিতে কুমারে

আসিতেছিলেন মাতা। নন্দনার জলে

ডুবিল তরঙ্গী; হার হারদুঃ-কলে,—

হইরাছে অভাগিনী সলিলে বগন,

আমা দৌড়ে তুলিল ধীবর নেদেরগণ।

মুকুল। মা কোথায়?

তারা।

ঘুমায় মা।

মুকুল।

বাবে না সেখায়?

চল বাই মা'র কাছে।

তারা।

কি হবে উপায়?

অবোধ অজ্ঞানে প্রভু রাখ রাঙ্গাপায়!

অচ্যুত। তাজ ভয়, মমাস্রয় করহ গ্রহণ,

এ সকল বার্তা বৎসে! রেখ সংগোপন,

যেন বার্তা কেহ নাহি জানে, নরপতি

এ রাজ্যের-পিতৃবন্ধু তব, ভাগ্যবতি!

পাইলে সন্ধান পাছে বধে প্রাণ, তব

বিমাতার ভৃগুি হেতু। শুনেছি সম্ভব

আসিছে এ দেশে তব বিমাতা-তনয়,

রাজার কুমারী সনে হবে পরিগম,—

তাই ডরি কুশোদরি!

তারা।

কহি সত্য করি

সম্মুখে তোমার বোগীবর। আজি হ'তে

বাক্য মম কেহ না শুনিবে কোন মতে,

বোবা হয়ে' রব, তব চরণ সেবিত,

আজ্ঞা বিনা কোন স্থানে কতু না বাইব।

অচ্যুত। দেখ, রেখ, প্রতিজ্ঞা তোমার বৎসে।

তারা।

মম

প্রতিজ্ঞা অটল! প্রভু! নাহি হবে ভ্রম

তোমার প্রসাদে কতু।

অচ্যুত।

এস মমাস্রয়।

তারা। চল ভাই বাই চল।

মুকুল।

মা গেছে কোথায়?

তারা। চল ভাই বোগীর আশ্রয়।

অচ্যুত। (স্বগত)

এ কি দায়!

মম যজ্ঞফলে এই নন্দিনী-নন্দন,—

হেন বিষ কি হেতু হইল সংঘটন।

বৃ'র রাজা বাক্য মম করিয়ে হেলন,

অসময়ে দেখেছেন পুত্রের বদন।

হর হর! নাহি জানি কি উপায় করি,

এ হেন দশায় হার অহল্যা সুন্দরী!

রাজরানী ধীবরের ঘরে; কতাপুত্র

অনাথা বিজনে; ধত ধত কর্ণহত!

(প্রকাশ্যে)

চল বৎসে! রহ সন্ধ্যা মেঘের সেবার,
 অন্তর্ভ হইবে শুভ মহেশ-রূপার।
 শিব শিব! আশুতোষ! কপাল-মোচন।
 বিষ্ণু হর হবে মা গো! ক'র না রোদন।
 তারা। আর কি হেরিব প্রভু! অভাগা মাতার?
 অচ্যুত। মৃত সঞ্জীবিত হয় হরের রূপার।
 এস বৎসে!
 তারা। চল ভাই।
 হুকুল। কোথা মা কোথায়?
 তারা। যোগীর আশ্রয়।
 অচ্যুত। জ্ঞান-হীন হার!
 [সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাক।

—•••—

কক্ষ।

(বরুণচাঁদ ও ভজনরাম)

বরুণ। প্রাণের মানুষ মণি! বল দেখি শুনি,
 মলিন কেন চালুতা-বদনখানি?
 ভজন। বিচ্ছেদে হেসে কেঁদে।
 বরুণ। আহা বিরহে জরজর হ'য়েছ বটে!
 প্রাণের মানুষ মণি! কিসের বিচ্ছেদ শুনি?
 ভজন। পীরিতে জড়সড় হ'য়ে, বাছাদের কাছে
 বিদেয় নিয়ে, ছোটো বিষম খেয়ে, আহা—বাছারা
 আমার কেঁদে সারা।
 বরুণ। মরি মরি, কারা কেঁদে সারা হ'ল মণি?
 ভজন। আহা, জুতা খোঁড়াটি হাঁক'রে প'ড়ে
 কাঁদছে, পা-জামাটি শত চক্রে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে
 চাইছে, আর আমার হৃদ বিহারিণী চাপকান
 অভিমানে খান খান হ'য়ে প'ড়েছেন, আর
 আমার খিড়কি-দার পাকড়ী ইকড়ি মিকড়ী
 চামচিকড়ী খেলছে, বাছাকে পাকিরে তেলে
 চুবিয়ে পোড়ালে যদি আমার ভুলতে পারে।
 আহা! বাছারা একাদিক্রমে দশ বছর আমার
 সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে, আজ পাশাপাশি প্রাণে তাদের
 ছেড়ে চ'লে এসে।

বরুণ। আহা—হা, তাদের ছেড়ে এলে, কোন্
 ছোটো মিটে ব'লে এলে।
 ভজন। নব অহরাগে মুখে কথা সবুল না, নতন
 খাটো পার্জামা পায়ে এঁটে ধ'লে, নতন চাপ-
 কান বুকে-পিঠে গের্টে ধ'লে, নতন পাকড়ী
 চুখন-ছলে মাথার কামড়ে দিলে, আর নব নাগরা
 খরায় কুলের বার করলে।
 বরুণ। আ মরি মরি! তবে তো তোমার বিচ্ছেদ
 মিলন এক সঙ্গেই হ'ল। আহা! এমন প্রেম
 কেউ কখন করেনি,—কেউ কখন করে নি।
 ভজন। আহা, এমন খিদের আলায় কেউ কখন
 মরে নি,—কেউ কখন মরে নি।
 বরুণ। কেন মণি! পোষরা হাঁসে কেন কিছু দিবে
 না মণি?
 ভজন। বদনে কিছু দিতে গেলে রাত্তা কে চলে
 বল? শুনু না, সহর সরগরম; রকম রকম
 হুকুম বেরুচ্ছে, কখন মহারাজ এসেন—কখন
 মহারাজ এসেন। সাথে কি আর দশ বছরে
 চাপকানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলো? বেড়ে সব
 খাটো-খাটো নতন পোষাক বিলি হ'লো,
 রাজার হু-জামাই বর আসছেন। সে দিকে
 তারা মায়ে-পোয়ে বেরিয়েছেন, এ দিকে
 আমাদের পেটের নাড়ী বেরুল। সরদার
 ঠাকুরের হুকুম কড়া; তাঁরই উপর অভ্যর্থনা
 তার। সাড়ে তিনগার জন হরকরা আছে।
 একবার ভজনরামকে হুকুম হ'ল, একবার
 ভজাকে হুকুম হচ্ছে, একবার জনকে হুকুম
 হ'চ্ছে, একবার রামকে হুকুম হচ্ছে, একবার
 রাধাকে হুকুম হচ্ছে, রাম ভজন—ভজনরাম,
 রামভজন—ভজনরাম হরদম হচ্ছে। টাট্ট
 খোড়ার অংশে ভাগ্যে—দুই চরণ পেয়েছিল
 দাদা।

বরুণ। তাই তো বলি মনের মানুষ মণি, বিমিরে
 বিমিরে শুনি, সহরে কি একটা হ'চ্ছে। খাণি
 আনাগোনা—খালি আনাগোনা—বলি কার
 খানাটাই কি? নগরে নাগর মনোহর, নাগর
 টুকু কোথাকার?

ভজন। পাণ্ডুরানার রাজা।

বরুণ। আর তাঁর বদবিভাবরী জননী। ওঃ
 তোমাদের রাজকুমারীর পাখরে পাঁচ কিং

এমন রাজ চটক সখী কোন্ বটকচুড়ামণি
যোটাতে ?

ভজন। রাণী পত্র লিখে পাঠিয়েছেন,—আমি
ব্যাটা নিয়ে যাচ্ছি। রাজা অন্তর যুরে পড়লেন।
এমন উচ্চবংশ আর হবে না, কস্তাদান এখানেই
করতে হবে।

রূপ। বংশলোচন বাঁশ বটে। কিন্তু মনের মানুষ
মণি। বড় নিরেট ককি গজিয়েছে, এমন বাপ-
তাদান বংশ আর হবে না।

ভজন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বড়ো রাজা বেঁচে আছে,
কাশীবাস ক'রেছে।

রূপ। বড় কড়া জান ব'লে মহাপ্রস্থান হয় নি, নইলে
বঙ্গশুন্দরীর মহিমার আর ছেলের গুণ গরিমার
স্বরীয়ে স্বর্গলাভ না করে, এমন ব্যাটা ছেলেই
নাই। ঠাকরুণ আমার পাহাড়ে পাঠা, বার কাছে
যান, তার ঝাড় বেঁকে যায়। পাটরাণী অহল্যা
যেন লক্ষী ছিলেন, মাগী ছোটো ছেলে মেয়ের হাত
ধরে পালাতে পথ পেলে না।

ভজন। তুমি যে স্বয়ং বাস্তবিক বাবা। সাতকাণ্ড রামা-
য়ণ আঁড়োচ্ছ।

রূপ। অরুণকাণ্ড তো শুনে না? তা হ'লে রাজ-
কুমারীর কত জোর কপাল বুঝতে।

ভজন। শুনব কি? যে শ্লোক পাঠ করছ, ব্যাখ্যা
নইলে বোঝা যায় না তো—বাবা।

রূপ। ব্যাপারখানা কি জান? রাজা বীরসেনের
ছেলে হয় নি, হঠাৎ এক জাগ্রত যোগী এসে
উপস্থিত। সে যোগীরাজ কে জান? যে চাক্ষুষ
দেবতা তোমাদের শিবালয়ে আছে। আহা যোগী-
বরের কি হোমের জোর, প্রথমই এক কস্তা
সন্তান, তার পরেই এক হাবা ছেলে!

ভজন। হাবা ছেলে কিরে? রাজ্যত শুনেম খুব
চটপটে।

রূপ। রোস বাবা, এই তো অরুণকাণ্ড গাচ্ছি, এর
মধ্যে অহিরাবণের জন্ম আনলে আমি পেরে
উঠবো কেন?

ভজন। এ বুঝি সে ছেলে নয়?

রূপ। রহ ধৈর্য্য—রহ ধৈর্য্য।

ভজন। সে হাবা ছেলের কি হ'লো?—হাবাটা
কি?

রূপ। হাবার টেকা হাবা; দশ বছর অবধি যোগীর

বরপুত্রের বাক্ ফুটলো না; বাক্ ফুটলো তো
সাত চড়ে 'ক' বেরায় না।

ভজন। তার পর—তার পর?

বরুণ। তার পর রাজা আমোদে আটখানা।

ভজন। তা হবেই তো,—তা হবেই তো!

বরুণ। আহা এমন শ্রোতা না হ'লে ব্যাখ্যা ক'রে মুখ?

ভজন। না বাবা ইতি কর, সঙ্গীর আসছেন, এখনি
তাড়া লাগাবেন আর শোনা হবে না। রাজা কি
করলেন?

বরুণ। রাজা বঙ্গশুন্দরীকে ঘরে আনলেন, সেই বন্ধে
স্বরের কন্যা পাণ্ডুরানার কুলের ধ্বজা এই
রাণী,—যিনি শুভাগমন ক'রেছেন।

ভজন। এরও কি হোম ক'রে ছেলে না কি?

বরুণ। না,—রাজা স্বয়ংই হোম ক'রেছিলেন, মাত-
স্বর যোগীবরকে ডাক্তে হয় নি। ছেলে দিন
দিন বাড়তে লাগলো—যেন কচুর তেউড়।
আর এদিকে অহল্যারাণী নোস্তা ভাত খেতে
লাগলেন।

ভজন। রাণী খুব মূণ মেখে খেত না কি? তাই
ছেলেটা বোকা হ'রেছিল।

বরুণ। মূণ মেখে নয়—নোণা চোখের জল মেখে।
রাজা বঙ্গশুন্দরীকে নিয়ে উন্নত, বড় রাণীর পানে
ফিরে চান না, এদিকে সো-রাণীর তাড়না।

ভজন। দাঁড়াও—দাঁড়াও।

বরুণ। দাঁড়াব কি, উঠে দাঁড়াব মণি!

ভজন। বা ব'লে যাই শোন; যুবরাজেতে আর
সঙ্গারেতে এই কথাই বুঝি হ'চ্ছিল, তার পরে
তো সো-রাণী রাজাকে কেঁদে বললে, "তোমার
হাবা ছেলে, আমার ছেলেকে আজ কাটতে
এসেছিল।"

বরুণ। এই খেই পেয়েছ মণি। আমার পালাটা
দেখছি আলটপ্পায় মেরে নিয়েছ।

ভজন। আমি ভাল শুনি নি, রাজা তো ছেলেকে
কাটতে হুকুম দিলে,—

বরুণ। ব'লে যাও বাবা, যেখানে ব্যাখ্যা অন্ত
হবে, ধরে দেব।

ভজন। রাজা কাটতে হুকুম দিলে।

বরুণ। ও শ্লোক তো পাঠ ক'রেছ,—এখন দ্বিতীয়
অধ্যায়ে এস।

ভজন। মন্ত্রী না কি বাঁচিয়ে দিয়েছিল?

বরুণ। ব'লে বাও মনি, ব'লে বাও। আমি তো বলেছি, ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত হ'লেই ধ'রে দেবো।

ভজন। সেই রাজ্যেই না কি রাণী ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় পালান।

বরুণ। এইখানেই অরুণকাণ্ড শেষ, ভারপূর্ণ কিরিন্দ্যাকাণ্ড আরম্ভ।

ভজন। কি রকম—কি রকম?

বরুণ। রাণীর কিচ্ছিমিতিতে রাজ্যে কাক-চিল ব'সতে পার না, গলাবাজীর ধুম কি? যেন জাহান্নামের সিংহনাদ। রাজা সেই আলায় আর কুলভিলক পুত্রের মহিমায় দেশত্যাগী হ'য়ে কালীবাসী হ'য়েছেন।

ভজন। ছেলেটা না কি খুব লম্পট!

বরুণ। সব লুট মণি!—সব লুট। এই যে দেখছ আমি, আমারও যদি হুটো চারটে গুণের কম থাকে, তা মহারাজ আমার নিখুঁত! তবে এক ব্যাগায় একটু বেয়াড়া ঠাকে; ঐ যে হাবা ভাই ছিল, তার কথা হামেসা বলে, বলে—“দাদা আমার বড় ভালবাস্তো।” বথার্বই হাবাটা ভালবাস্তো, কোলে পিঠে নিয়ে কিরুতো, এটাও খুব তার বশ ছিল, এই বনহুম-রীর তর্জুন-গর্জুন আর কি? বলে, “এ্যা! আমার কথা শোনে না, সতীন-পোর বশ হলো।”

ভজন। তাই হাবাটাকে তাড়ালে?

বরুণ। তা না হ'লেও তাড়াতো; কিন্তু তোমার ব্যাপারখানা কি, বল তো চালতা-মুখ মণি? আজ ভূমি কথা করে বেথু খুঁথরচ করলে, আমি আকিংখোর তার উপর তোমার পাঁচা-ভাব। এই যে হঠাৎ তোমার ভোতা-ভাবের কারণটা কি?

ভজন। বলি কি জান তাই। আমার মনে বড় ক্ষুধ হ'য়েছে, মেরেটাকে গৃহিণী মাছ ক'রুতো; ছেলেবেলার বিস্তর কোলে-পিঠে করেছি, একটা খারাপ বরে প'ড়ে বাবে।

বরুণ। তার কি উপায় করবে মণি। বা হবার তা হবে। ভূমি আপনাই কেন দেখ না, এই দিকি রাজলংসারে সুখে ছিলে, রাজা ভালবাস্তো, সুবরাজ ভালবাস্তো, রাজকুমারীকে তো মানুষই ক'রেছিলে। এ সর্দার বাহাদুরের কাছে এসে হাড় মাটি হবে কেন বাবা?

ভজন। এই দেখ না, রাজার কাছ থেকে ডিনে করে আমাকে নিলে।

বরুণ। এই বোঝ, বরাতের ফের—বোঝ; রাজ বাড়ীতে লোক ধন চায়, কড়ি চায়, তোমা মতন দাগা বাঁড় কে চায় মণি? আমার দেখ না মণি। সদাগরের ছেলে ছিলুম, পাণ্ডীয়ানা একজন প্রধান লোক বাপ লেখাপড় শেখালে, কাজকর্ম শেখালে, এক মাগী পালার প'ড়ে আকিংখোর হ'য়ে অজ্ঞাতবাস তোমার দাদাই সর্দারের খাস মোসাহেব। তোমা যেমন উপরির মধ্যে চড়টা চাপড়টা, আমা তেমনি খিচুনীটা আস্তা। ঐ তোমার সর্দা আসছে, স'রে পড়, আমারও মোতাতের সম হ'য়ে এলো।

(ভজনরামের প্রস্থান ও সুবেণের প্রবেশ)

সুবেণ। বরুণচাঁদ! আচ্ছা তোকে যদি আমি রাজ ক'রে দিই?

বরুণ। না বাবা, হু'ভরি আকিং আনিয়ে দাও, ত হ'লেই এ কার্যের পরাকাষ্ঠা দেখালে!

সুবেণ। আচ্ছা, সত্যি তোরে যদি রাজা করি?

বরুণ। একটু আকিং আনিয়ে দিবে যা হয় কর বাবা! আমার আপত্তি নাই। খাম্কা রাজ-তক্তার চড়িয়ে দেবে আর আমি মোতাতে সারা হব বাবা!

সুবেণ। এই নে তোর মোতাত নে। (আকিং প্রদান)

বরুণ। আঃ, বাঁচলুম; এখন তোমার বা প্রাণ চকর বাবা। রাজাই কর, আর রাণীই কর, আমি তরপূর রাজি আছি।

সুবেণ। জাথ, আকিং হুখে ভিজিয়ে রাখবি।

বরুণ। কড়ার সন্নিহিত হাঁদা ক'রে পাঁকাটির নকটি দিয়ে ব'সে ব'সে টান।

সুবেণ। পাঁকাটির নল কেন? সোণার নলে টানবি।

বরুণ। না বাবা, তাতে জুং আসবে না।

সুবেণ। আর কিসে আকিং টাকিং সেজে কি ক'রবি রে?

বরুণ। তরি বিশ জিহ কলকের চড়িয়ে, তোফা কাঁচা তলতার নল ক'রে এক এক টান। এক-

বার পাকাটিতে মুখ, একবার তলতাবাশে মুখ।

শ্রুণে। আর দুখ দুখ খাবি নে ?

বরুণ। ঐ যে পাকাটি দে সরের এক এক বুকুনী মুখে আসছে ?

শ্রুণে। আচ্ছা, তোর যদি এ সব হয় ?

বরুণ। হাঁ, এ সব ক'রে দিয়ে রাজা ক'রে দাও, রাজি আছি; তখন যদি না রাজা হই, বিশ জুতো লাগিও।

শ্রুণে। রাজা না হ'লে কি এ সব হয় ?

বরুণ। তাই তো বাবা, মনের সাধ মনে মেরে আছি।

শ্রুণে। আর তোরে যদি আমি রাজা ক'রতে পারি।

বরুণ। তা আর পার না ? তুমি মনে ক'রলে কি না পার; চল্লিশ পঞ্চাশ ভরি আফিং আর তুমি খরচ ক'রতে পার না ?

শ্রুণে। আচ্ছা, আমি খরচ ক'রতে রাজী আছি।

বরুণ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক।

শ্রুণে। তোরে পরিচয় দিতে হবে যে, তুই রাজা বীরসেনের ছেলে।

বরুণ। ছেলে কেন বাবা, প্রপৌত্র হ'তে রাজি আছি।

শ্রুণে। আচ্ছা চল।

বরুণ। কোথা যাব ?

শ্রুণে। শিবগড় পৰ্ব্বতে।

বরুণ। কি বাবা, তুমি জ্ঞানকীহরণ ক'রবে না কি ? এই অট্টালিকা ছেড়ে শিবগড় পাহাড়ে। ঐ পাঁচ ভরীর মৌতাত চালাও বাবা, খুসী আছি ! হু-আঙ্গুল পুরু আফিং ভিজান সরে পাকাটি দেব, একি আমার বরাতে হয় ? তা হ'লে বাবা সদা-গরের ছেলে, তুই থেকে বেতু'রে পড়বো কেন বাবা ?

শ্রুণে। শোন না অট্টালিকাতে থাক্‌বি।

বরুণ। ইয়া, ইয়া।

শ্রুণে। আফিংয়ের কড়ার পাকাটি দিবি, তলতা বাঁশের নলে আফিং টান্‌বি।

বরুণ। ইয়া, ইয়া।

শ্রুণে। চল শিবগড়ে চল।

বরুণ। বেহুয়, বেহুয়।

শ্রুণে। চল না কেন ?

বরুণ। কেন; কিরে সুর বাধ—কিরে সুর বাধ।

শ্রুণে। না বাস তো তোর মৌতাত বন্ধ ক'রে দেব।

বরুণ। একেবারে কড়িমধ্যম লাগাবে বাবা।

শ্রুণে। ঝাধ, তুই যদি শিবগড় পাহাড়ে না বাস—

এই তো, এই শিবালয়ের ওদিকে, —তোর কোন কাজ নাই, মজা ক'রে, মনের সাধে যত আফিং চাস্‌ দেব, কাজের মধ্যে এই আফিং টান্‌বি আর ব'ল্‌বি যে, আমি রাজা বীরসেনের পুত্র। আর যদি স্বীকার না পাও বাবা ! তা হ'লে পাঁচভরীর মৌতাত বেথা পাও বাও; আমার সাক কথা।

বরুণ। বাবা ! কুলমান মজিয়ে শেষে নিদারুণ বাণী ! সেখানে যে বাঘের ভয়, বুনোরা থাকে।

শ্রুণে। তোর ভয় কি ? রাজার শিবিরে থাক্‌বি, তোর রক্ষক থাক্‌বে, তুই খালি আফিং নিয়ে আমীর কর্‌বি।

বরুণ। চারিদিকে হালুম হালুম রবে নেশা যে ভেঙে যাবে বাবা।

শ্রুণে। যাবি কি না বল ?

বরুণ। চোখ গরম কর কেন বাবা।

শ্রুণে। যাবি কি না ?

বরুণ। অগত্যা সম্মত; কি করি বাবা, প্রাণের উপর দাগাবাজী কর।

শ্রুণে। রাজী আছিন্‌ ?

বরুণ। কোন্‌ রাজার শিবিরে যেতে হবে ? বর বাহা-ছরের বুঝি ? বাবা, পাণ্ডীয়ানা থেকে যখন অত দূর এসেছেন, সহরে ধ্বজা গাডতে বল না বাবা !

শ্রুণে। সে বীরসেনের ছেলে তোকে পরিচয় দিতে হবে না; আর এক বীরসেন।

বরুণ। বীরসেনই হোন আর দিল্লিসেনই হোন, আমার আপত্তি নেই বাবা ! সহরে আস্তে বল।

শ্রুণে। তুই যাবি নে ?

বরুণ। ব'ল্‌ছি তো বাবা, অগত্যা সম্মত; নাচার বাবা ! আফিং না পাই, বাঘে খায় থাক্‌ !

শ্রুণে। আচ্ছা তবে ত'রের হ' ; আমি তোরে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

বরুণ। আচ্ছা বাবা ! এ ব্যাটার আচরণখানা কি ?

দেশ থেকে বিদেশে এলুম, ও ব্যাটাতো পথ থেকে আমার চুনে নিলে; ছিল একভরী মৌতাত, দশ-ভরীর মৌতাত তুললে। আর ঘন ঘন ছুঁধের বাটী,

গোলাপী খিলি, অম্বরী ভামাক হরদম্ এক বছর
 যোগাচ্ছে; ব্যাপারখানা কি? আঃ ব্যাজার ক'র
 না—বাজার ক'র না। ব্যাটা রাজা ক'রতে চায়,
 বনে নিয়ে যেতে চায়; ঠাকুর মা যে গর ব'লতো
 তার মতন বাবা ঠিকঠাক হ'য়ে আসছে। রাজপুত্র
 নিকুদ্দেশ ছিল, হঠাৎ বন থেকে বেরুল; “বন
 থেকে বেরুল টিমে, সোণার টোপর মাথার
 দিয়ে।” রাজপুত্র বোল বছর মালিনীর ভাড়া
 হ'য়ে থাকে। আমিও তো বাবা সুষেণ মালিনীর
 দেড় বছর আফিংখোর। খামকা বন থেকে
 বেরব—রাজা বীরসেনের পুত্র। এর ভিতর কিছু
 কথা আছে, নেহাৎ মজা ক'রতে জঙ্গলে যাচ্ছে
 না। আচ্ছা, মন; বল দেখি, কার দরকার
 বেশী? ব্যাজার ক'র না—বাজার ক'র না;
 রসো, রসো; ও ব্যাটা আমার রাজা ক'রতে চায়,
 আমি ওর ঠেঁয়ে আফিং চাই, গরজ কার বেশী?
 এখানে ভেড়ে কে? ভেড়ে ঐ ব্যাটা।

(রাজা ক্ষতিধরের সহিত সুষেণের পুনঃ প্রবেশ)

ক্ষতি। কেমন লুকিয়ে তেরো ব্যাটার পোষাক প'রে
 তোমার এসে ধ'রেছি বল? বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি
 আছে! মার কথা কি মিছে হয়? কই, কে এমন
 লোক আমি দেখি, আমি আপনি শেখাব।

সুষেণ। (জনান্তিকে) মহারাজ! একে জানতে দেবেন
 না, আপনি কে। মহারাজ! ও টের না পায়
 আপনি রাজা, তা হলে দমে যাবে, কথার জবাব
 দেবে না।

ক্ষতি। আচ্ছা আচ্ছা; ও হে বাপু, আমি রাজা
 টাঙ্গা নই; আমি অমনি একটা; দেখছ তো
 এই কাপড় চোপড়? কেমন বুঝিয়ে দিলুম? বুদ্ধি
 আছে—বুদ্ধি আছে।

বরুণ। এই যে, বর-সুধাকর স্বয়ং উদয়।

সুষেণ। চলুন চলুন, আপনার শিবিরে গিয়ে কথাবার্তা
 হবে এখন।

ক্ষতি। না, তুমি বললে কেমন মজার লোক দেখবো,
 নইলে তেরোকে সাজাব। আমি ঠকব না, বুদ্ধি
 আছে—বুদ্ধি আছে। এ বে যদি ভেঙ্গে যায় তো
 বড় মজা হয়, মা নাচ'তে থাকে। কই, কেমন
 মজার লোক দেখি?

বরুণ। (স্বগত) বাবা, বার খাই তার একটু গাই।

ক্ষতি। কে তুমি?

বরুণ। আমি রাজা বীরসেনের পুত্র, আফিং পানে
 সদাই মত্ত; যদি মেয়ে দিতে হয় দাও, নইলে
 সটান চ'লে যাও, আমি আমার রাজ্যে ফিরে যাই।

ক্ষতি। বাঃ! বাঃ! বাঃ! যেন হরগোলা!

বরুণ। পিক্ পিচো!

ক্ষতি। বাঃ! বাঃ! বাঃ! তোমারও দেখছি বুদ্ধি
 আছে, তুমি ভারী বুদ্ধি বার ক'রেছ! এ অমনি
 ছ'টো বেলকোপণা ক'রলে তোমাদের রাজা আর
 মেয়ে দিতে চাইবে না। আমি কি আর বেলকো-
 পণা পারি নে?—পারি; কিন্তু তুমি যা বললে,
 যদি রাজা তবুও না চটে, আমাদের সমান ঘর
 ব'লে যদি তবুও মেয়ে গছায়। গছায় এর উপর
 দিয়েই যাবে! ওহে, তোমার ওপর বেলকোপণা
 পারি।

বরুণ। তা বটে তো,—তা বটে তো!

ক্ষতি। আচ্ছা, সব কথা তোমার ভেঁঙ্গে জিজ্ঞাসা
 করি; ও যেন আমি সাজলে, তার পর তোমার
 রাজা দেখা ক'রতে এল;—

সুষেণ। চলুন না মহারাজ! গোপনে সে সব কথা
 বলব।

ক্ষতি। না—না, ভেঙ্গে চুরে নি। মা, রাণীর সঙ্গে
 দেখা ক'রতে গিয়েছে; আজই রাজা আমার সঙ্গে
 দেখা ক'রবে; কখন সব বুঝে নেব? এক কথায়
 বুঝব; বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে। রাজা যদি
 বেলকোপণায় চটে, ভাল; নইলে একে বর
 সাজাব; কি বল—আমার তো অ'র বে করা
 হবে না, চলনা বেটি মাথার দিবা দিয়েছে; আর
 যা যা ক'রতে হবে, তুমিই ক'রো। এই দেখাটা
 হ'য়ে গেলে ঘাম দে জর ছাড়ে; আজকের দেখাই
 তো দেখা?

সুষেণ। তা বই কি!

ক্ষতি। বেশ—বেশ হ'ল!

বরুণ। এক রাজ্য আর অর্ধেক রাজকুমারী।

ক্ষতি। আমি চলেম, তোমরা এস, রাজা যদি দেখা
 ক'রতে এসে, সকলকে টিপে দিতে হবে কি না
 আমি রাজা, এ কথা না বলে।

প্রস্থান।

বরুণ। সোণাচুরী, রূপাচুরী, বাটিচুরী, বাটিচুরী, পুতুচুরী

অবধি শুনেছি, রাজাকে রাজা চুরী এ—বড় জ্বর।

৭। আমি আজ তোর উপর ভারী খুসী হ'য়েছি, তুই খুব চালাকী ক'রেছিল।

৮। খুসী তো হলে, একটা প্রাণ খুলে কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রাণ খুলে জবাব দাও দেখি। রাজকুমারী তোমার, না আমার?

৯। নে নে, চল—চল। তুই আজ যেমন খুসী ক'রেছিল, যদি এমন খুসী ক'রতে পারিস, তা হ'লে তোর ভাল করি।

১০। আচ্ছা বাবা! বেলকোপণা যতদূর ক'রতে বল, রাজী আছি; কিন্তু রাজকুমারী-টুমারী ঘাড়ে চাপিও না। আফিং না দাও বাবা, নেই দেবে। ধামকা যে অবলার জাত-কুল খাব, তা পারব না।

১১। পাজী ব্যাটা, অবলার জাতকুল কি রে? রাজার স্ক হ'য়েছে, তাকে নিয়ে একটু আমোদ ক'রবে।

১২। আমোদ করেন করুন, কিন্তু মহারাজের এক কাঁটা বেরুনো খাড়ি চন্ননা আছে, তা আমি শুনেছি।

হুয়েণ। তা কি?

১৩। কিছু নয়, রাজকুমারীর জোর কপাল। একেবারে তিন বর উপস্থিত;—ভূমি, আমি আর মহারাজ ক্রিতিধর। চল তোমার আমি খুসী ক'রে দিচ্ছি, কিন্তু বাবা! আফিং ছাড়তে কিচিঁমিচিঁ কর' না।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

—:~:—

পথ।

(রাজা জরথবজ, মন্ত্রী ও সভাসদ)

র। রাণী অতি অমায়িক, সৌজন্মে আমাদের সকলকেই বশ করেছেন। মহিষীর নিকট শুনলেম, ব্যান ব্যান ক'রে কত আমোদ। ছেলেটা একটু উগ্রস্বভাব ব'লে যেন ভরে জড়সড়। কিন্তু দেখ মন্ত্রী! সিংহের শাবক সিংহই হয়, মহারাজ

ক্রিতিধরকে শিবগড় থেকে আনতে পারলে? আসবেন কেন? আমরা নারিকেল নিয়ে ভাটিকে না পাঠালে, তিনি নগরে আসছেন না। আমি আজ দেখা ক'রে আসি, কাল নারিকেল পাঠাব।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ ভাবতো আমি বুঝতে পারলেম না। আপনার রাজ্যে এসে শিবির পেতেছেন, নগর প্রবেশে আর আপত্তি কি?

জয়। আছে আছে,—কথা আছে; নইলে কি আমি জাম্বুশূর্ণ ক'রে কল্যাদান ক'রতে চাই। শিবগড় বনই ধ'রতে হবে, যেন মৃগয়া ক'রতে এসে, মৃগ অধেষণে এতদূর এসে প'ড়েছেন; সৈন্ত-সামন্ত কিছু সঙ্গে আনেন নাই; ছ-চারজন লোক নিয়ে এসেছেন বই তো নয়। লোকে জানবে মৃগয়া ক'রতে এসেছেন। আমিও বিবাহ ক'রতে গিয়ে কলিঙ্গের নগর প্রবেশ করি নি; নারিকেল পাঠিয়ে দিলে পর, তবে কলিঙ্গেশ্বরের অভ্যর্থনা গ্রহণ করেছিলাম। পাণ্ডুরানাপতির ব্যবহারে আমি বড় খুসী হ'য়েছি। তবে রাজী আমুদে লোক, ব্যাটার বে হবে, মাগী আমোদে বাঁচছে না। আর তাও বলি মন্ত্রী, আমার স্বরে আসবে না কেন, কলিঙ্গেশ্বরের কথা আমার গৃহে। আজ দেবদেবকে পূজা ক'রে আমরা বাই চল।

স-সদ। আহা দেখুন মহারাজ! যুবরাজ কার একটা মেয়ে নিয়ে আসছেন; আহা দেখুন কি শোভা! যেন রতিদেবী মদনের সঙ্গে আসছে।

(যুবরাজ চন্দ্রধ্বজের সহিত তারার প্রবেশ)

জয়। কে এটা?

যুব। মহারাজ! এ কোন অভাগিনী বাকশক্তি-বিহীন, প্রান্তরে একাকিনী ব'সেছিল; বোধহয় আশ্রয়বিহীন, আমি ইঙ্গিত ক'রতেই সঙ্গে এলো; যদি রাজ-অহুমতি হয়, মুঞ্জরার কাছে এরে স্থান দিই।

মন্ত্রী। কার কথা, কোন জাতি? বিশেষ পরিচয় গ্রহণ ব্যতীত রাজপুরে স্থান দেওয়া কর্তব্য নয়।

সভা। মন্ত্রী মহাশয়ের কি বিবেচনা—আশুপেণ্ডার মাধবী-কুসুম ফুটেছে?

মন্ত্রী। তুমি জার্ন না; কে কি হলে এসে, কে জানে ?

যুব। সন্নিবর। যদি শত্রু-আশঙ্কার অনাথা বালিকাকে আশ্রয় দিতে সঙ্কুচিত হ'তে হয়, তা হ'লে রাজা অপেক্ষা দীন-দয়িত্ব হওয়া প্রেরণঃ। মহারাজের চরণে মিনতি। বালিকা আশ্বাসিতা হ'য়ে আমার সঙ্গে এসেছে, নিরাশ না হয়।

জয়। মন্ত্রী বলছেন—অজ্ঞাতকুলগীণ।

যুব। হে রাজন! নেহার বদন সরলতা-

ময়; যদি রসনার নাহি ধরে তাব,

ছদ্মিত্যে সুপ্রকাশ করল নয়নে।

বেন ডরি মিথ্যার সংসার, কুশোদরী,

আবদ্ধ ক'রেছে দুটা ষষ্ঠ-কিসলয়।

হের গণ্ড গোলাপ-নিচর পরিচয়

করিছে প্রদান—রমণীর সহজাত

লাজ। নন্দমুখী হ'য়ে মুক্তিকার চার,

জানার রাজার—নাহি স্থল জিতুবনে—

আমি অভাগিনী; কককেশে আচ্ছাদিত

কার, বেন শৈবাল বেষ্টিত কমলিনী।

পদ্মিনী হৃদয়ে মধু না ধরে গরল।

রাজপুরে রত্নের আদর, অনাদর

অবলায় ক'রে না ভূপাল!—নারী-রত্ন।

সত্য। যুবরাজ কি ক'নে ধরে এনেছেন না কি ?

আহা, দেখুন দেখুন, মুখে বেন আরক্ত-জাতা
গুচ্চাচুরী খেলছে।

জয়। ইঙ্গিত ক'রে জিজ্ঞাসা কর না ? যদি কিছু
পরিচয় জানতে পারা যায়।

(সত্যসদের ইঙ্গিতকরণ)

যুব। বোধ হয় জানাচ্ছে যে, এখান হ'তে আবাস
বহুদূর; বনের ফলে আর নদীর জলে জীবন
যাপন করে; যেখানে দিনকর অস্ত্র বান, সেই
স্থানেই গৃহ। সত্য যেমন আশ্রয়বিহীন হলে
পুলার লুপ্তিত হয়, সেইরূপ আশ্রয়বিহীন হ'য়ে
মলিনা!

জয়। মনোভাব স্পষ্টই ইঙ্গিতে ব্যক্ত করে।

(সত্যসদের ইঙ্গিতকরণ)

যুব। আহা মহাশয় দেখুন! চক্ষু দুটি ছল ছল
ক'রছে; এর সঙ্গেও ব্যক্ত করেন।

জয়। কি মজাদার ?

সত্য। আজ মহারাজ, কুমারি ক'রে ব
জিজ্ঞাসা ক'রেছি যে, যুবরাজকে বি
ক'রবে? আহা! সত্যই চক্ষু দুটি ছল
ক'রছে। না না না, আমি একটা বোকার
কিন্তু যুবরাজ, যদি বাকুশক্তি থাকতো,
পারিতাত-হার তোমার যোগ্য।

জয়। যুবরাজ যদি স্থান দেয়, আমার আপত্তি না
বোধ হয় সুবোধ, আপনার অবস্থা বো
তুমি শব্দর প্রভুত হও। এস মন্ত্রী, আ
বাই।

[চন্দ্রধন ও তারা ব্যতীত সকলের প্রস্থ]

চন্দ্র। এই যে যুবরাজ আসছে।

(যুবরাজ ও চামেলীর প্রবেশ)

চামেলী। চাপা ফুলে ধোঁপা বেঁধে

পাত-ব প্রেমের কাঁ

আঁড় নয়নে আনুব টেনে

ধ'ব্ব সোনার চাঁ

কোটা ক'রে রাখ'ব তারে

কেউ না দেখে আ

বিরলে কোটা ফুলে দেখে ধারে বার।

যুবরাজ। দূর মড়া, দাদা র' । দাদা এটি
দাদা ?

চন্দ্র। বলব কেন ?

চামেলী। দাদার ক'নে।

চন্দ্র। দূর মুখপুড়ি।

যুবরাজ। কে দাদা ?

চন্দ্র। এটি কোন অনাধিনী, পথে ব'সেছিল, আ
এনেছি; তুই রাখ'বি ?

যুবরাজ। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ!

চন্দ্র। মেরেটি বোবা, কথা কইতে পারে না।

যুবরাজ। আহা হা! মেরেটি বোবা! তোম
অঁচলে বাধা এ খানি কি ?

চন্দ্র। তাকে কি জিজ্ঞাসা ক'রছিল ? ও বোবা ওন্
পার না; ইঙ্গিত না ক'রলে ও বোঝে না।

(তারা কর্তৃক যুবরাজের ছবি চামেলীকে প্রদান)

চামেলী। আহা! কুমারি, দেখ কি চমৎকার ছবি

মুঞ্জরা। মরি কি মুক্তি কামোদর ! মরি বড়
চিত্রকর ! মনোহর কল্পনা-প্রভাবে
একিছে মনোহর ছবি কল্পন-সুন্দর !
একি একি বসন্ত-সুন্দর ছবি আঁধি—
আহা ! কেন জাহ্নবী—বেশ বাগকের
আঁধি ছটি ! যৌবন পাকে না এ নয়ন !
হৃদয়-দর্পণে নাকি স্বপ্ন-আভাস !
লক্ষ্যশূন্য চক্ষুহীন-জ্ঞান, কোন্ প্রাণে
কেমনে না জানি, ভিজি চক্র-বুধখানি
অন্তত তুলীর স্পর্শে সর্বদা সুন্দর ;
জ্ঞান-রাগ-বঞ্চিত একিছে আঁধি ছটি ;
কার প্রাণে নাকি বাজে সৌরভবিহীন-
ফুল ফুল হেরি ! এ কি একি সুখ নাই
সুখাকরে ?

যুব। নহে চিত্র স্বভাবে অভাব !
হের বামা নিরুপমা, মদন-বিরহে—
রতি বেন ধরাতলে ! বিধাতার ছলে
বাক্শক্তিহীন, সিংহাসন হুশোভন
হয় যার রূপে, হের দশা তার,—পথে
পথে ভ্রমে অনাধিনি ! চিত্রকর অতি
স্বভাব নিপুণ, কীট কুমুদ-মাঝারে,
কলরু চক্রে বদে বার কল্পনা,
সে বিধি কঠিন প্রাণে গড়েছে বালায়।
চামেলী। আহা ! ইজিত ক'রে ব'লছে, তোমার
কাছে থাকবে—তোমার মালা গাঁথবে।
মুঞ্জরা। পামা, তুই এরে নিয়ে যা ; বেশ ক'রে
বেশত্বা ক'রে দিয়ে আমার ভাল কাপড়খানি
প'রতে দিস। এই নাও তোমার ছবি নাও।
চামেলী। ও ব'লছে তুমি নাও।
মুঞ্জরা। আচ্ছা, আমার কাছে থাক, পামা নিয়ে যা।
[তারাকে লইয়া পামার প্রস্থান।

দাদা তুমি বলতে পার, এ চোক ছটীতে কি
ভাব দিলে ভাল হয় ?
যুব। ও চোকের ঐ ভাব, ও কোন উদ্ভাদের ছবি,
দেখছ না, হাব-ভাব সকলি বালকের মত—
মন অপ্রকৃষ্ট।
মুঞ্জরা। আমার বোধ হয় নির্মল মন, বালাসরলতা
এখনও হৃদয় পরিভ্রমণ করে নি, কুটিল-সংসার
দেখবে না বলেই বেন চক্ লক্ষ্যশূন্য।

যুব। এই তো তুই ভাবে গদগদ হয়েছিস। আমি
চল্লম, মহারাজের কাছে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

মুঞ্জরা। এ উদ্ভাদ জগৎ উদ্ভাদ করে, মরি
অধরে কি অপরূপ ভাব ! বালাভাব
বিরাজে যৌবনে, অঙ্গে তরুণ অরুণ-
আভা, ফুলধর ফুলশর করে, খেলে
কুটিল কুন্তলে। ধরে ধরনী কি হেন
চেতন-বিগ্রহ ? ধন্ত সেই ধাম, যথা
বিহরে এ মনোহর ঠাম ! সুখী তথা
তরুলতা পানী, দেখি কল্পনা-কোশল,
বিধাতার ধ্যানের গঠন এ বদন।
উচ্চ ধানে মগ্ন আঁধি তাই লক্ষ্যহীন !
ধরা কি নেহারে কতু জিহিব-নিবাসী ?
চামেলী। কি লো তুই যে গদগদ। একে পেলে
স্বয়ংস্বরা হোস না কি ?
মুঞ্জরা। একে পেলে কত লোক স্বয়ংস্বরা হয় লো।
চামেলী। বকুলমালা গলায় দিয়ে এলো বন থেকে ;
তাই তো বলি মনের কলি খুললো রূপ দেখে।
কি লো, তুই থেকে থেকে চমকে উঠছিস
না কি ?
মুঞ্জরা। চামেলী ! এ চিত্রকরের কল্পনা নয়, ওই
জ্ঞান-সজীব বিগ্রহ।
চামেলী। বোধ হয় বনবাসী, দেবতা পূজা ক'রতে
ফুল তুলে এনেছে।

(মুকুলের প্রবেশ)

মুকুল। তুমি ফুল চাচ্ছিলে, এই নাও।
চামেলী। তুমি কে ? আমরা তো ফুল চাই নি।
মুকুল। চাও নি, তুমি ব'লছিলে বেস্ ফুল ফুটে
র'য়েছে ! তাই তুলে এনেছি, আমি তখন সেই
লতার বনে ব'সেছিলাম।
মুঞ্জরা। নে তো চামেলী, ব'লছিলাম বটে !
মুকুল। তুমি নেবে না, তুমি প'রবে বলে এনেছি।
মুঞ্জরা। আমি নেব, তুমি কে ?
মুকুল। আচ্ছা, পর' এখন, (চামেলীর প্রতি) প'রতে
তুমি দেখ' ফুলগুলি কেমন দেখাবে এখন
বেশ দেখাবে - বেশ দেখাবে, হি হি হি হি।
মুঞ্জরা। তুমি কে ?

মুকুল। আমি এই খানে থাকি।

মঞ্জরা। তোমার কে আছে?

মুকুল। মা ছিল কোথা গিয়েছে, দিদি ছিল, কোথা গিয়েছে, সববাই কোথা গিয়েছে। দিদি বড়েছে, এই বাবার পাছে থাকতে, তাই এখানে থাকি।

মঞ্জরা। তুমি আগে কোথা ছিলে?

মুকুল। কোথায় ছিলেম, কে জানে!

মঞ্জরা। তোমার কিছু বাগ্যাকালের কথা মনে হয় না?

মুকুল। না, আমার সব ছায়া ছায়া মনে হয়, আমার যেন রাত হয়েছিল, তোমায় দেখে যেন দিন হয়েছে, আমি আর ফুল তুলে আনব?

মঞ্জরা। না না,—এই যে চের ফুল তুলে এনেছ।

মুকুল। আর ফুল তুলে আনব না?

মঞ্জরা। না, অনেক ফুল এনেছ; তুমি হাসছ কেন?

মুকুল। আমি জানি নে, আমার বুকের ভেতর কেমন করছে, তাই হাসছি; কি করছে, বলতে পারব না; তুমি এত কথা গিজ্ঞাসা করলে, আমি কিছু বলতে পারলেম না; আমার এক একবার মনের ভিতর কেমন করছে, কেন বলতে পারলেম না; আমার বড় ইচ্ছে তোমাকে বলতে পারি, তুমি আমার বলতে শেখাবে? ঐ দেখ, আমার হাসি আসছে, কিন্তু হাসব না, আমি হাসলে তুমি ভালবাস না, আমার কেমন হ'বে যায়? আমি কত বার মনে ক'রেছি—হাসব না; আমার কত কি মনে হ'চ্ছে, ছুটে ছুটে পালাচ্ছে, আমি কিছুই বলতে পাচ্চিনে, তোমার মনে কিছু হুং হুং?—হুং হুং। আমি বুঝতে পারি, আমি যখন কত কি বলি, আপনি আপনি হাসি, দিদি অমনি আমার মুখপানে চেয়ে থাকে, তার হুং হুং—তার হুং হুং, আমি বুঝতে পারি—আমি বুঝতে পারি।

চামেলী। তুমি মুখ-হুং হুং বুঝতে পার?

মুকুল। না, ওটা বুঝতে পারি নে; হুং হুং বুঝতে পারি, বলতেও পারি কেমন। আমি এই চ'লে যাব, একে দেখতে পাব না, আমার মনটা এক রকম হবে, তার নাম হুং।

চামেলী। আর রাজকুমারীকে দেখলে বা হয়, তার নাম হুং।

মুকুল। না না, খালি মনে হ'চ্ছে, আমি চ'লে যাব, আর দেখতে পাব না, একটু একটু ভাল হুং; আমি কি ক'রব জানি? রাজকুমারীর পার দাগগুলি দেখব।

মঞ্জরা। দেখ, কেমন ফুল ফুটে র'য়েছে দেখ।

মুকুল। আর তো ফুল দেখব না, আমি মনে ক'রতেম, গাছে ফুল বেশ দেখায়, তাই তুলতেম না, কিন্তু তুমি যে ফুলটি প'রে আছ, তা দেখে আমার মনে হ'লো, গাছে ফুল ভাল দেখায় না।

চামেলী। কমল স্নানর, কুংসিত স্নানর, সে মাধুরী বোঝে প্রাণে;

শূভে সুধাকর, গহনে চকোর, রজহাসি তারে টানে।

দামিনী দলকে, চাতক পুলকে শূভে শোভা হেরি ধায়;

কাননে আবাস, হৃদি অগ্রকাশ, রূপরশি বাধে ভায়।

মঞ্জরা। আ মরণ নাইকো নয়ন, রূপ দেখে মন ভেলে না তোর

গড়চে একলা ব'সে, বনবাসে, ভাস্তে বিধি নারীর গুণে

চাতুরী বুঝতে নারি, মরি এ কি বিধির খেল

কাঁদে প্রাণ, পূর্ণ চাঁদে কালি দেছে ক'রে হের

সুধাময় হৃদয়-মাঝে জালে নি সহি জ্ঞানের বা

বুঝি বা বনে বনে, অবতনে, মলিন হ'য়ে আছে জ্যোতি

যদি কেউ যত্ন জানে, হয় গো মনে, হয় তো ফোটে মলিন ব

হয় তো বোঝে, ব্যথার ব্যথী হ'য়ে যদি বুঝিয়ে ব'

যদি কেউ যত্ন করে, আমি তারে সত্যি বড় ভালব

দেখ'লো পাগল যত্ন জানে, পাগল, যতন অভিল

চামেলী। দেখ দেখ'সে পাগল-হাসি আর নাই মঞ্জরা। তুমি কি ভাবছ?

মুকুল। তুমি কি বললে, আমি কিছু বু

পারলেম না; কেন বুঝতে পারলেম না—
কেন বুঝতে পারলেম না, আমি কিছু বুঝতে
পারব না? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমার
কথা বলছিলে; তোমাদের কথা কি বুঝতে
পারব না? আমার তোমাদের সব কথা বুঝতে
ইচ্ছা হয়।

মুঞ্জরা। তুমি আমাদের সঙ্গে বাবে? তা হ'লেই
বুঝতে পারবে।

মুকুল। না না, দিদি ব'লে দিয়েছে বাবার কাছে
থাকতে; আমি তার কথা না শুনে সে
কান্দবে! ঐ একটা বুঝতে পেরেছি,—ভালবাসি
বুঝতে পেরেছি, দিদি আমায় বলে ভালবাসি,
সে কি বলবে? এই তোমায় ভালবাসি।

চামেলী। ছিঃ, ও কথা কি বলতে আছে?

মুকুল। বলতে নেই? বুঝতে পেরেছি, ঐ দেখ
কথা শুনে গুঁর মুখ কেমন হ'লো, আমি বুঝতে
পেরেছি—আমায় বলতে নেই, তোমায় বলতে
আছে, দিদি যদি আমায় বলে ভালবাসি, তা
বলতে আছে; আমি যদি তাকে বলি ভালবাসি,
তা বলতে আছে, আমি তোমাকে ভালবাসি
বলতে নাই; আমি চলেম।

মুঞ্জরা। যেও না,—যেও না।

মুকুল। তুমি মানা ক'র না, তা হ'লে আমি যেতে
পারব না। কিন্তু বাব, এখানে আমায় থাকতে
নেই, আমি বুঝতে পেরেছি—আমি বুঝতে
পেরেছি, এত দিন যেন রাত্রি ছিল—যেন সব
ছায়া ছায়া দেখতেম, কিন্তু আজ যেন আমার
মনের ভিতর দিন হয়েচে। তোমায় ভালবাসি
ব'লতে নেই, আমি চলুম।

মুঞ্জরা। না না, বলতে আছে, তুমি যেও না!

মুকুল। ব'লতে নেই, আমি কুটীরে থাকি ব'লে
বলতে নেই; যদি তোমাদের মতন ঘবে থাক-
তেম, তোমাদের মতন কথা কইতে পারতেম,
তোমাদের কথা বুঝতে পারতেম, তা হ'লে
তোমাদের কাছে থাকতেম, আবার তোমায়
ভালবাসি ব'লতেম; তুমি মানা ক'র না, আমি
চলেম। ফুল দিতে আছে কি?

মুঞ্জরা। হাঁ হাঁ আছে, তুমি দিও।

মুকুল। দিতে আছে?

মুঞ্জরা। হাঁ হাঁ, আমি যে দিন আসব, তুমি দিও।

মুকুল। তবে আমি ভাল ফুল তুলে আনব; আজ
চলেম।

[প্রস্থান।

চামেলী। সখি! ও কি বুঝলে বল দেখি? যেন
ব'লতেই পারলে না, ঠিক তো বুঝেছে।

মুঞ্জরা। অতি সুবোধ। তুমি নিশ্চয় জেনো, ইনি
কোন সাধারণ ব্যক্তি নন; শুনেছি, দেবরাজ
দৈত্যের ভয়ে পাতালবাসী হয়েছিলেন, সেইরূপ
ইনিও এই কুটীরবাসী। তুই যোগীবরকে
জিজ্ঞাসা ক'রতে পারিস—ইনি কে?

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। কুমারি! মহিয়ার পূজা সমাপ্ত হয়েছে,
তিনি এখনই যাবেন, তোমাদের ডাকছেন।

মুঞ্জরা। আহা, সখি! কি অপরূপ মূর্তি!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

(বরণচাঁদ, ক্ষিতধর ও অহুচরবর্গ)

বরণ। বাবা, রাজা-রাজ্জ'র সঙ্গে বেলকোপনা!
যদি বাবা মাথাটি উড়িয়ে নেয়?

ক্ষিত। তোমার খুব বুদ্ধি আছে। আমি সব কথা
সুযোগে ভাবি নি, তোমায় বলি শোন,—আমি
বে' করব না; কেন জান?—চন্ননা ব'লে একটা
আছে, সে আমায় মাঝার দিক দিয়েছে।

বরণ। ইস, তবে তো ভারি প্যাচ্! বে'র তো
গয়াল পিণ্ডি প'ড়ে গিয়েছে!

ক্ষিত। তবে যদি বল তুমি বে' কর্তে এলে কেন?
আর কিছু না, চন্ননা বেটীর ভারি দোমাক
হয়েছে, একটু মোড় দিয়ে নেব। হৃদিক বজায়

হ'লো,—মা'র কথাকে কথা রাখা হলো চমকনা
কেও মোড় দেওয়া হলো।

বরুণ। উঃ, রাজবুদ্ধি কি না?

কিতি। না বড় লোভে প'ড়ে গিয়েছে; বুঝেছ,
এখান থেকে কে চিঠি লিখেছিল যে—রাজা
পাঁচখানি নগর যৌতুক দেবে; এইতে তাড়া-
তাড়ি বেরিয়ে এলো, আমিও সঙ্গে চ'লে এলুম।
এখন করতে হবে কি জান?—বিরোধ করা হবে
না, যৌতুকও নিতে হবে, সব দিক্ বজায়
রাখতে হবে।

বরুণ। বাবা, পেট পোরা রোগ, বদ্বির কাছে
ছাপালে রোগ আরাম হবে কেন?

কিতি। তা দেখ, যৌতুক না হয় নাই হবে, বেঁটা
না হয়; আর হয়, তোমার সঙ্গেই হ'য়ে যাবে।
সেই হ'লেই বেশ হয়, যৌতুকটা শুদ্ধ আদায়
হ'য়ে যাবে।

বরুণ। তবে মহারাজ, বেলাকোপনা আর কেন?
আপনার রাজ্য ছেড়ে পরের রাজ্যে এসে পড়ে-
ছেন, মিঠেনের উপর যে কাজ কর্তা করুন না?

কিতি। আমি তো তাই চাই—আমি তো তাই
চাই! সুবেণকে ব'লে কাজ নেই, তুমি বা বোঝ
তাই কর, তুমি পাকা লোক।

বরুণ। (স্বগত) আজ তো মাথা বাঁচাই—মিঠেনের
উপর যে যাই।

(সুবেণের প্রবেশ)

সুবেণ। রাজা আসছে—রাজা আসছে।

কিতি। সবাইকে বলছি শোন;—একে মহারাজ
মহারাজ ব'লে ডাকবি, বা বলবে তাই শুনিবি,
যদি আমার বাঁধতে বলে—বাঁধবি, মাকে
বাঁধতে বলে—বাঁধবি, বুঝেছিস?

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিতি। নইলে গর্দান্না যাবে, বুঝেছিস্ বা বলবে,
তাই শুনিবি, (বরুণের প্রতি) আঃ, কি মজা—
কি মজা! প্রথমটা মা খুব খুসী হবে, তার পর
গর্জনাতে থাকবে—যেমন গর্জে বাবাকে তাড়ি-
য়েছে। দেখ, তোমারও বুদ্ধি বা'র করেছ, আমিও
বা'র করেছি; বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে।

বরুণ। খাঁটা হুবেণ—বেদাগ বুদ্ধিহীন!

সুবেণ। চোপ্ ব্যাটা।

বরুণ। বাবা, বীরসেনের পুত্রকে ব্যাটা বলছ,
আপনার বোল আপনি টক্ বললে দশভনে কি
বলবে বাবা? আমি বীরসেনের পুত্র, এখন
হকুমে দশভনে বেঁধে ফেলবে, তা জান?

কিতি। বেশ ব'লেছ, কেমন জব্ব্ব হয়েছ?

সুবেণ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বরুণ। আমি তো মহারাজ, এখানে মন্ত্রী কে? কি
কি রেশালা, আমার বাতলে দাও, তবে তো গদী
নেব; মন্ত্রী টক্কী বড় কেউ নাই বুঝি?—পাচ
ইয়ার নিরে এসেছি, কি বল?

কিতি। আমাদের তিন জনেরই বুদ্ধি আছে,—বুদ্ধি
আছে।

বরুণ। বেকার।

কিতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়ার নিরে বেড়াতে এসেছ।

বরুণ। ঐ তো ডকা প'ড়লো, আমি অগ্রসর হ'য়ে
নিরে আসি।

কিতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বা তোমার আমার সঙ্গে যেমন
বাস। কেটে কেলেব।

[সুবেণ ও কিতিধর বাত সাকলের প্রস্থান।

সুবেণ। চলুন স'রে গিচ্ছাই।

কিতি। কি মজা করে, লুকিয়ে লুকিয়ে হবে।

উভয়ের প্রস্থান।

(রাজা জরধ্বজ ও মন্ত্রী সহিত)

বরুণটাদের পুনঃ প্রবেশ)

বরুণ। যেমন পাণ্ডব-শিবিরে শ্রীকৃষ্ণ, তেমনি এ
দৌনের শিবিরে মহারাজ, আপনি উচ্চাসন গ্রহণ
করুন।

জর। না না মহারাজ! আপনার সৌজন্তে অতি
সন্তুষ্ট হ'লেম।

বরুণ। বার বার মহারাজ ব'লে সম্বোধন করলে
অধীন কুণ্ঠিত হয়, রাজচক্রবর্তী কাশীবাসী মহা-
রাজ বীরসেন আপনার শ্রীমুখের রাজা সম্বো-
ধনের যোগ্য; আমি আপনার সন্তানের তুল্য।

জর। বেঁচে থাক বাবা—বেঁচে থাক। মন্ত্রী, লোকে
কি না রটায়? সৌজন্তের প্রতিশ্রুতি। একে বলে
উগ্রসভাব—আরে উগ্র না হ'লে রাজ্যশাসন
হয়?

বরুণ। (স্বগত) ওঃ খবর মশার ভাবে গদগদ।
(প্রকাশ্যে) মহারাজ, বখন পদার্পণ ক'রেছেন,—

জয়। সে কি বাপু—সে কি বাপু! রাজাধিরাজ রাজা
বীরসেনের পুত্র, আমার রাজ্য পবিত্র হলো!

বরুণ। পিতৃদেবের সম্বন্ধে মহারাজ নিজগুণে যা
বলেন; নিবেদন করছিলেন,—মহারাজ পদার্পণ
করেছেন, রাজরানী জননী আপনার গৃহে বখন
অতিথি,—

জয়। তাতে দোষ নেই বাবা,—তাতে দোষ নেই।
কলিঙ্গের রাজকন্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে-
ছেন, এতে দোষ কি?

বরুণ। আজ্ঞে বাই বলেন।

জয়। দেখলে মন্ত্রী, দেখলে? তরুণ শিশু গর্জন
করতে ছাড়ে না!

বরুণ। মহারাজ! নিবেদন এই,—আমার স্বভাব,
কিছু অন্তরের ভাব গোপন করতে পারি নে,
বোধ হয়, এই নিমিত্তই লোকে আমার নিন্দা
করে।

জয়। না বাবা, তুমি অকলঙ্ক শব্দ!

বরুণ। জননীর অভিশ্রাব যদি মহারাজের হৃদয়-
সম হ'য়ে থাকে, আর তাতে যদি মহারাজ সম্মত
হন, আমার আবেদন, বাহু আড়ম্বর না হয়,
অধীন জননীর অঙ্গুরোধে সামান্য মুগুরার ভাবেই
এসেছে।

জয়। কি মন্ত্রী! বলেছিলেন—অ্যা—সিংহাসনবক।
বাবা, তোমার জননীর মনোভাব—তিনি সরলা,
মহিমার নিকট ব্যক্ত ক'রেছেন, আমি কৃতার্থ
হয়েছি।

বরুণ। অধীনের অভিশ্রাব, শুভকার্য গোপনে
নির্দোষ হয়, পরে পাণ্ডুরানা হ'তে সংবাদ এলে
পুরী প্রবেশ ক'রব; জননী ব্যগ্র হ'য়ে এলেন,
তাই আমার সঙ্গে আসতে হলো, আত্মীয়কূটম্ব
সঙ্গে না ল'য়ে আমার পিতা পিতামহেরা এরূপ
কার্যে নগর প্রবেশ করেন না।

জয়। ভাল—ভাল, বরুণ অভিজ্ঞ।

বরুণ। কিন্তু মাতা এদিকে ব্যগ্র হবেন, মাতৃআজ্ঞাই
বা লজ্জা ক'রব কেনন ক'রে?

জয়। না বাবা, তবু ভয় কি, গোপনে দেবালয়ে
গন্ধর্ববিবাহ হ'য়ে থাকুক, তার পর প্রকাশ
কার্য হবে।

বরুণ। আপনি বরুণ আজ্ঞা করেন।

জয়। বাবা, এখন আসি।

বরুণ। আমি মহারাজের আজ্ঞাবাহী, বরুণ অনুমতি।

জয়। মন্ত্রি! একটা কৌশল কবেছি, জাহ্নবীপার্শ্ব ক'রে
কত্যা সমর্পণ করতে হবে না; ছেলে মানুষ
অতটা বুঝতে পারে নি, তা হ'লে সম্মত হ'ত না।
মন্ত্রী। আজ্ঞে।

[রাজা, মন্ত্রী ও বরুণচাঁদের প্রস্থান।]

(কিত্তির ও সুবেণের পুনঃ প্রবেশ)

কিত্তি। হাঃ—হাঃ—হাঃ! খুব মজা ক'রেছে—খুব
মজা ক'রেছে। কি তুমি কাঁপছ কেন?

সুবেণ। না, না।

কিত্তি। না কি, তুমি যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছ!

সুবেণ। কি হয়, আজ তো হাতের পাশা ছেড়ে
গেল। যা হবার হবে; সামনে অন্ধকূপ আর
স্বর্গ, প'ড়তেও পারি, স্বর্গেও যেতে পারি।

কিত্তি। কি ভাবছ, কিছু বেদমজা হ'ল না কি?

সুবেণ। না।

কিত্তি। তবে যাও তোমার যেখা খুসী, আমার ঘাম
দে জর ছাড়লো।

[কিত্তিরের প্রস্থান।]

(বরুণচাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

সুবেণ। তুই বেঙ্গকোপনা না ক'রে খুব কাশ করে-
ছিস—খুব সুবিধে ক'রে দিয়েছিলাম। এখন আমার
কপাল! তোর ভারি বুদ্ধি, আমি তোর কাছে
কেনা রইলেম।

বরুণ। তা তোরই লে, এখনকার কি বল? এখন
রাজাধিরাজ না বরুণচাঁদ?

সুবেণ। বরুণো, তুই যা চাস, তাই দেব।

বরুণ। আর বাবা, রাজা ক'রে দিয়েছে, এর চেয়ে
বেশী আর কি দেবে? একটু নাড়িয়ে ফের
আফিংখোর কর, প্রাণটা বাঁচুক।

সুবেণ। দেখ বরুণ, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে।

চারিদিক থেকে ঘটক সম্বন্ধ আনতে লাগলো,
বলব কি—গণ্ডা গণ্ডা সম্বন্ধ এলো, আমি ভাব-
লেম—একটা সম্বন্ধে রাজা ভরস্কার দেবে, আর
রাজকুমারীর বে হ'য়ে যাবে। ভেবে চিন্তে
কিছু স্থির ক'রতে পারি নে, ভাবলেম—

কিত্তিধরটা হাবাতে রাজা, কিন্তু বড় রাজবংশ, এ যদি রাজকন্যাকে বে ক'রতে চায়, আমাদের রাজা অস্ত্র সশস্ত্রের কথার কর্ণপাত ক'রবে না—এর সঙ্গেই বিবাহ দেবে। আমি ভেবেছিলুম—এর সঙ্গে মিশে থাকি, না হয় এ রাজ্য ছেড়ে পাণ্ডুরানার ঘাব, তাই রাণীকে চিঠি লিখলুম যে, “আপনি আপনার ছেলে ল'রে আসুন, এমন কন্যা আর পাবেন না! রাজা পাঁচখানি নগর ঘোড়ক দেবেন।” রাণী আমাদের রাজাকে লিখে পাঠালেন যে, “আমি ছেলে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেব,” রাজা পত্র পেয়েই উন্মত্ত হ'য়ে গেল, সকলকে বলতে লাগলেন যে, ভাগ্য বড় প্রসন্ন, তাই পাণ্ডুরানার ঈশ্বরী তাঁর পুত্র নিয়ে আসছেন। আমার মংলব ছিল যে, কোন রকমে রাজকুমারীকে হাত ক'রব; কি ক'রে যে ক'রব, তার কিছু ঠিক ছিল না। ভাবলুম—আপাততঃ সবকগুলো তো ভেঙ্গে থাক, তার পর, একেও হয় কোনরূপ ভাঙি দিয়ে তাড়াব, নয় এর সঙ্গে থেকে কোন রকমে রাজকুমারীকে হাত ক'রব, কিন্তু এখন দেখছি, আপনার পায়ে আপনি কুড়ল মেরেছি। আমাদের রাজা আপনিই সব সশস্ত্র ভেঙ্গে দিয়েছে, বলে—ওরা কি রাজা, সব বাদীর বাচ্চা। কোথাও বর নাই, কিত্তিধর এক বর হাজির আছে; কিত্তিধরকে হাতও ক'রেছি, যা বলছি, তা শুনছে। আমি একবার মনে ক'রছি—এই করি একবার মনে ক'রছি—ওই করি; তুই খুব সুবিধে, ক'রে দিয়েছিল, কিন্তু যদি ধরা পড়ি? আমার বুদ্ধি হির নাই, বরুণচাঁদ! তোর পায়ে পড়ি, তুই এই কাজটা আমার ক'রে দে। আমার অর্থের আশা নেই, উন্নতির আশা নেই, মুক্তার কথা শুনব বলে আমি ভজনরামকে ডেকে ক'রে নিয়েছি; ভজনরামকে আমার কোন কথা ফুটে সাহস হয় না। ফুল প'রতে প'রতে পাঙ্গীতে উঠলো, আমার বুক পেতে দিতে ইচ্ছা ক'রুলে। বরুণচাঁদ, তোর বুদ্ধি শুনে আমি চলবো; তুই আমার প্রাণদাতা বাপ।

বরুণ। ক'টা কাজ একজনের ক'রব বল?—

রাজাগিরি - আবার তোমার বাবাগিরি; ত-রকম তো চলে না, একরকম রেহাই দাও!

সুবেণ। সত্যি বলছি বরুণ, আমার মাথা খুগছে, তরে বুক কাঁপছে, কি হ'তে কি হবে; ওই তো অকালকুয়াণ্ড—তাকে প্রকাশ করবে! আমার মাথা দে আগুন বেরুচ্ছে!

বরুণ। এ যে বাবা তোমার ক'রলুম। আফিং খেলে নেশা হবে না—পাপ খেতে গেলে মন ধুকপুক ক'রবে না—পিরীতে মাথা ঘুরবে না, তা হলে এ সব করাই কেন বাবা? সদ্ না থাকে, ছেড়ে দাও! মনটা আর অমন নওলা কি দওলা ক'রবে না।

সুবেণ। যা হবার হ'রে গিয়েছে, এখন আর কি কি ক'রে? এ সব টের পেলে তো আর উপার নেই? পাছে আমাদের পরামর্শ টের পায় বলে ভজনরামকে তাড়িয়েছি, সে আবার রাজসংসারে প্রবেশ করেছে।

বরুণ। কেন বাবা, চল না, রাতারাতি সর না, তোমার তো তিন কুলের মধ্যে—এক ভজনরাম, তাকে তো তাড়িয়েছ। আর একটা কথা বলি, তোমার চখের নেশা বই তো নয়, প্রাণের টান তো নয়, তা হ'লে তার এমন ক'রে সর্বনাশ ক'রতে এগুতে না; চোখের আড় হ'লে আর পিরীতের ঘোরটা অস্ত থাকবে না, এদিক ওদিক হ' একখানা কাঁচা পাকা মুখ দেখে ভুলে যাবে।

সুবেণ। সত্যি বলছি, আমার মুক্তার জন্তে প্রাণ দায়।

বরুণ। প্রাণ দায় বই কি? তা নইলে কি আফিং খাই না লোকে পাপ করে, এখন তো বাবা তোমার মুক্তার জন্তে প্রাণ দায়, আমারও আফিংয়ের জন্তে প্রাণ দায়, চল না বাবা, পরস্পর একটা মিটমাট করি গে। যা মংলব ছিল ধরচ করেছি, এখন আর না কিছুলে মংলব জন্মে না।

সুবেণ। আচ্ছা, কি হবে? মন্ডটাই ধরা থাক!

বরুণ। কি হবে, তার ভাল মন্দ নিয়ে গোল ক'র না বাবা। হবে, যা হবার হবে। তুমি যে ঘোড়ার চলে কিস্তি মাং ক'রবে, ঘর থেকে ঠিক দে বেরিয়েছ, তার যো নেই বাবা। বিধাতার চক্র বড় চক্র, আমি চক্রে ঘোর খেয়ে বলছি বাবা,

তুমি খোড়ার চেলে কিত্তী দিতে যাবে, কোথা থেকে সে বড়ে টিপে দেবে ; ব'ড়ের মুখে খোড়া ব'সবে না বাবা ! সাথে কি বলে—দিয়ে পথের চেয়ে পথ নাই, তারা তুখোড় লোক, অনেক দেখে শুনে ব'লেছে—যারা সোজা পথে চলে, তাদের খোড়ার চালও ভাবতে হয় না, ব'ড়ের চালও ভাবতে হয় না। সন্ধ্যা বেলা বেশ হুনিটুক হয়, আর সকালে উঠেও কারকে মুখ দেখাতে ভয় হয় না ; এই দেখ বাবা হাই উঠছে, চল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

—:~:—

কক্ষ ।

(মুকুল ও তারা)

মুকুল। দিদি ! তুমি আবার কোথাও চ'লে যাবে ? তারা। চ'লে যাব, আবার আসব ।

মুকুল। তুমি যদি না যেতে, তোমার কাছে গান শুন্তেম, তুমি গান গাও না দিদি ।

তারা। পুরিয়া—একতালা ।

কেন ফুল ফোটে কে জানে,

কেন যায় শুকারে স্বরে কি অভিমানে ॥

অবতনে ফুটলে বনে, মলিন হবে অবতনে,

কে জানে শূন্যপানে চাও লো কার পানে,

বল ফুল মনের কথা, অবতনে পাও কি বাণী,

মন-নাথ আর ছ'জনে কই প্রাণে প্রাণে ॥

মুকুল। দিদি—দিদি, বেশ গান, এর চেয়ে ভাল গান জান দিদি ?

তারা। সিদ্ধ—মধ্যমান ।

কে জানে মরবে নয়নে ।

না বুঝে অবোধ আঁখি কি ছবি এঁকেছে প্রাণে ॥

বাঁহুল নয়ন আশে, অকুলে ছদয় ভাসে,

বোঝালে বোঝে না মন, কত জালা অবতনে ।

হৃদয়ে নাহি সে শোভা, নহে শশী মনোশোভা,
কি জানি কি কথা কত দিবানিশি উঠে মনে ॥

লাঞ্ছনা মন মানে না, বতন করে যন্ত্রণা,
কব বাধা কার সনে কে বুঝিবে সে বিহনে ॥

মুকুল। দিদি, তোমার এ গান আমি বুঝতে পারি, বেশ গান, ঠিক তোমার গানের মত আমার মনে হয়, আরও কত ! আমি যদি গাইতে জান্তেম, তোমার মত গেয়ে বল্তেম, “দিদি ! তুমি আমার ভালবাস, মাকে ভালবাস, এমন কারকে ভালবাস, যারে ভালবাসি বলতে নাই ?” চুপ ক'রে রইলে ! দিদি আমি বুঝতে পারলেম, তুমিও যারে ভালবাস, তারে ভালবাসি বলতে নাই ! তুমি আমার গান ক'রে ব'লতে পার, তা হলে মনে কি হয় ? হাঁ দিদি ! ভালবাসা হুথ না হুথ ? ভালবাসি, কিন্তু বলতে নাই—ভালবাসি ! আমার মনে কি হয় তুমি ব'লতে পার ? আমি কত কি বলি, গাছের কাছে বলি, একলা ব'সে বলি, চাঁদ পানে চেয়ে বলি ; আমার যেন মনে হয় এরা যদি বলতে পারত তা হ'লে তাকে ব'লত । আমি বলি আর গাছের গা দিয়ে যেন নিখাস পড়ে ! একলা বলি, হাওয়ায় যেন কাঁদে ! চাঁদকে বলি, চাঁদ যেন শুকিয়ে যায় । ভালবেসে দিদি, ভালবাসি ব'লতে নাই এমন ভালবাসা বেস' না ! তা হ'লে দিদি, তুমি ফুলের মতন শুকিয়ে যাবে ।

তারা। আর যদি ভালবেসে থাকি ?

মুকুল। তা হ'লে আর দিদি, হ'জনে ব'সে মনের কথা বলাবলি করি ।

তারা। কি ব'লবে বল ?

মুকুল। চুপ ক'রে বসে থাকি, দিদি ! তুমি কি মনে মনে তার সঙ্গে কথা কও ? সে নয় সে যেন—

তারা। সে যেন সে যেন, মনে হয় যেন,
শিহরি নড়িলে পাতি ;

লতায় লতায়, পাতায় পাতায়,
কয় যেন তারই কথা ।

ওই ওই ওই, কই ওই কই

চাঁকতে চমকে আঁখি ।

কে যেন নয়নে, সে ছুটী নয়নে,
রেখেছে যতনে আঁখি ।

মুকুল। দিদি, তুমি তো কাদতে—কাদ! আমি
যদি কাদতে জানতাম আমি কাদতাম।
তারা। কেঁদেছি কাদিব, কাদিতে কি বাকী,

কেঁদে কেঁদে যাবে দিন;
কেঁদে কেঁদে সারা, চাহে রে কাদিতে
নয়ন প্রবোধ-হীন।

যে দিকে ফিরাই, তারে দেখে আঁধি,
ঘুমালে ভোলে না তারে;
যত দেখে তত, ধারা ব'য়ে যায়,
তারে তো ভুলিতে নারে।

মুকুল। আমারও কান্না আসছে, কিন্তু কাদব না!
যারে ভালবাসি, তারে ভালবাসি ব'লতে নাই!
সেখানে থাকব না, গহন বনে থাকব; সেখা
সকলকে ভালবাসব, চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে ব'লব,—
ভালবাসি—ভালবাসি! ভালবাসি ব'লতে নাই,
আগে জানলে এখানে আসতাম না! তুমি কেনে
তুনে, কেন হেথা এলে দিদি? দেখ, আগে সব
ভুলে যেতাম! কিন্তু আর ভুলব না, তুমি ভুলতে
পার? দিদি কথা কও, চুপ্ করে থেক না। এ
বড় জালা আমি বৃতে পেরেছি; তুমি ভুলতে
পার তো ভোল।

তারা। আপনারে ভুলে মন বতনে রেখেছে
তারে, মনহারা মন কেমনে ভুলিতে
পারে? চাঁদমুখ আঁকা হৃদিমাঝে, ধার
মন সদা নিবারিতে নারি, কেন কেন
মন মানা নাহি মানে! অবতনে তবু
তারি, মন বারি, নারি হারি। মন তারি,
কেমনে ভুলিব,—মন তারি কিসে বারি।

মুকুল। দিদি, তুমিও পাগল, আমিও পাগল, কিন্তু
এখন কি আমি তেমনি পাগল আছি?

তারা। যারে তুমি ভালবাস, সে যদি তোমার ভাল-
বাসে?

মুকুল। এক একবার মনে হয় যেন, আমি তারে
বলছি—ভালবাসি, সে আমার বলছে—ভাল-
বাসি। তখন মনে কি হয় আমি বলতে পারি
নে, তুমি বলতে পার?

তারা। ধরা ধরে মোহিনী মুরতি! ভালবাসা
লতার লতার পাখী গার ভালবাসা
গান, ভালবেসে দোলে ফুল, ভালবাসা
বীর সসীরণে, নাহি আর ভালবাসা

বিনা, সে আমার—সে আমার
ভালবাসা পরিপূর্ণ অগত সঙ্গের।

মুকুল। কেমন হবে যার, আমার তখন চমকে
উঠি, যে আমি সেই আমি! সে দূরে আমি দূরে,
আর সে ভালবাসা কোথায়। তুমি যারে ভাল-
বাস, তারে ফুল দিতে আছে?

তারা। না।

মুকুল। তবে দিদি, তুমি আমার চেয়ে চমকি; তুমি
বল, আমি ফুল ভুলে আনিগে, সে যদি আসে
দেব।

[প্রস্থান]

তারা। নাহি আর তাবশত আঁধি, অধীরতা
নাহি আর, প্রেমের সকার বিকশিত—
হৃদয় হার মিলন বিহনে পাছে
তুকার আবার! আশা কত কর মৃত
মধু, হার নাহি হয় প্রভার সে ভাবে!
কেন কেন তবে বনে নৃপতিনন্দন,
রাজার নন্দিনী কেন বিগিনবাসিনী,
আশা মারাবিনী। কেন তুমি সে মোহিনী
বাণী, আশে ভাসে প্রাণ, আশার পাগল!
সকলি গিয়েছে, আশা রয়েছে কেবল।
উপহাস করে আশা তবু তার দাসী,
আশার যাতনা তবু আশা ভালবাসি।
যোগীর বচন মত করি আচরণ,
যা হবার হবে আশে বাঁধিব জীবন।

(প্রথম চিত্র বাহির করি)

আর তো নয়ন দু'টা রাগ হীন নয়,
হৃদয়ের অমুরাগ ওঠ ভুলিকার!

(দ্বিতীয় চিত্র লইয়া)

চিত্রি মম প্রাপ্তবয়সে পুরাই বাসনা,
ছটি নরনের ভাব হবে না—হবে না!
নব ভাবে চল চল উজ্জল নয়ন,
প্রাণহীন ভুলি কিসে লিখিবে তেমন?
উবার বরণ লয়ে আঁকিলে অধর,
হবে না—হবে না তবু তেমন স্তম্বর।

(দ্ব্যর্থাক্ষর চরিত্রের প্রবেশ)

বুব। হেথায় একলা ব'লে এ বালিকা কি কছে।

এ কি চিত্র করতে জানে না কি? দেখি কি চিত্র
ক'রেছে।

তারা। বুঝা চেষ্টা, সে অধরের ভাব, তুলি তুই চিত্র
করতে পারবি না! সে অধরের উজ্জ্বল ভাব
তুই কোথায় পাবি? সে নয়নাভীত নয়নের
ভাব দেখে, আমি আশ্চর্য হ'য়েছি। আমিই
জানি না তোরে কি ক'রে ব'লে দেব?

যুব। কার চিত্র? এ যে আমার চিত্র। মনো-
রমা চিত্রকরী কি আমার চিত্র করার উপযুক্ত
বিবেচনা করেছে? মুজরা কি অসুযোগ ক'রেছে?
এ দীর্ঘ নিশ্বাস কার জন্তে পড়লো! বুঝি
কোন পূর্ব-স্বপ্ন-স্মৃতি জাগরিত হ'লো। আমার
চিত্র পানেই চেয়ে র'য়েছে।

তারা। জড়িত কাকন, চাঁপায় বরণ,
তুলি কোথা তুই পাবি?
নয়নের রাগে বলিরে সোহাগে,
তখনি ভাসিয়ে বাবি।
অধর তুলনা, কি আছে বল না,
কোথায় সে রাগ পাবি?
ভাবিতে ভাবিতে, ম'জে সে ছবিতে
আগনি কেন বিকাবি?

(চামেলী ও মুজরার প্রবেশ)

মুজরা। দাঁদা দেখ, তোমার ব'লে দিই একে ভাই
আমি কিছুতেই কাপড় ছাড়তে পারলেম না,
তুমি বল তো।

যুব। হ্যাঁ মুজরা, এ আঁকতে জানে আমার বলিস্
নি?

মুজরা। আহা ফুলের পাগড়ী যে গড়ে গো—ঠিক যেন
তোমার পাগড়িটা, হীরে মতির বসলে ফুল দেওয়া,
তোমার যে দেখা পেলেম না, শুকিয়ে গেল,
আজ আবার গড়বে ব'লেছে। ওর ইঙ্গিতগুলি
চামেলী ঠিক বোঝে। দেখ দাদা! চামেলী বলে
এ তোমার মনে মনে ভালবাসে; আহা! তা
বাসবেইত তুমি সজে ক'রে নিয়ে এসেছ।

যুব। ঠিক বলেছে, কৃতজ্ঞতা। কিন্তু লজ্জা পেলে
কেন, ছবি লুকালে কেন?

মুজরা। চামেলী, বুঝিয়ে বল তো আজ আবার
পাগড়ী গড়ে, দাদা প'ড়বে।

[তারার প্রস্থান।

যুব। কোথায় গেল?

চামেলী। বোধ হয় বাবার বাগানে ফুল তুলতে গেল।

যুব। আমি দেখলেম, যেন চক্ষু ছটা ছলছল ক'রে
এলো।

মুজরা। চোখ ছল ছল করবে কেন? দাঁদা যেন
পলকে প্রলয় দেখে; ও অমন ক'রে থাকে
কেন,—ও এমন ক'রে থাকে কেন, ও চ'লে
গেল কেন,—হ্যাঁ দাদা! তুমি কি মনে কর
অবদ্ব করি? একে অনাথা তার তুমি এনেছ।
দাদা, তুমি জান তো আমি হৃদয় কত ভাল-
বাসি, ও তো কথা কইতে পারে না, আপ-
নার ভাবেই থাকে।

যুব। আহা মুজরা! ও যদি কথা কইতে পারতো,
কি হৃদয় হ'তো! সত্যি ওই তোর নিশ্বাস
পড়লো, এমন হৃদয় আমি কখন দেখি নি।

[প্রস্থান।

চামেলী। কই তোমার সে পাগল এলো না?
তুমিও যেমন, সে ভুলে গেছে।

মুজরা। গ্রাথ, গ্রাথ, দাদার জন্তে কেমন ফুলের
তোড়াটা আনছে।

(তারার পুনঃ প্রবেশ)

চামেলী। তোমায় নিতে বলছে।

মুজরা। তুমি রেখে দাও, দাদাকে দিও, বুঝিয়ে
দে তো চামেলী!

চামেলী। ও বলছে ওই ছবি যার, সেই তোমায়
দিচ্ছে।

মুজরা। (ছবি দেখিয়া)

এ কি নব অমুরাগ নেহারি নয়নে,—
তরুণ অরুণ আভাকর স্নিগ্ধকর—
হৃদ্যোদয় হয়েছে হৃদয়ে, বিকশিত
মন-কমলিনী, ক্রমে দিনমণি যবে
প্রখর গোরবে হেমকরে পদ্মিনীরে
স্পর্শিবে আদরে, উথলিবে কত মধু—

সে রাগ কেমনে কে বা আনিবে নয়নে?

চামেলী। রাজকুমারী! আমার ব'লেছে “ফুল
ভুলে আনিগে চল।”

মুজরা। তা বাও না।

[তারার প্রস্থান।

চামেলী। তুমিও চল না, ওই দেখ বোবার মন,
একলাই চলে গেল। ওই তোমার পাগল
আসছে।

• (মুকুলের প্রবেশ)

মুঞ্জরা। এই দেখ, তোমার তোড়া নিয়েছি আমি—
মুকুল। আমার মনে ছিল, তোমায় রোজ ফুল তুলে
দেব, কিন্তু আর ফুল তুলব না। তোমায় ফুল
দিতে নাই, যারে ভালবাসি ব'লতে নাই, তারে
ফুলও দিতে নাই, তুমি চুল ক'রে রয়েছ কেন,
তুমি কি কিছু ব'লবে? যদি তোমায় ভালবাসি
বলতে থাকতো, যা দেখছি সকলি তোমার মত
সুন্দর হ'তো; মনের সাথে ফুল তুলে তোমায়
পরাতুম, তোমায় ভালবাসি বলতে নাই, বড়
দুঃখ! বড় দুঃখ! এ দুঃখ কি তুমি বুঝতে পার? এ
দুঃখ আমি কোন্ গছের ব'সে জানাব,
সেখানে কেউ শুনে না। আমি মনে মনে
তোমায় সাজাব—সেখানে কেউ দেখবে না।
আমি মনে মনে তোমার সঙ্গে কথা কব, সেখানে
কেউ মানা ক'রবে না।

মুঞ্জরা। কেন কেন, আমার সঙ্গে কথা কইতে তো
কেউ তোমায় মানা ক'রবে না।

মুকুল। আমার মন মানা করে, তুমি রাজকুমারী
আমি অনাথ কুটারবাসী, যেমন সূর্য থেকে এক
একখানি ক'রে মেঘ স'রে যায়, তেমনি আমার
মন থেকে ছায়া স'রে গিয়েছে; আমি আপনাকে
দেখতে পেরেছি, তোমায় আমার অনেক
প্রভেদ।

[প্রস্থান।

মুঞ্জরা। (চামেলীকে ছবি দিয়া) আর এ ছবি আমার
কাছে আনিস্ নে, আর এ ছবিতে আমার
অহরাগ নাই, প্রেমের মূর্তি আমার হৃদয়সিন
অধিকার ক'রেছে; হল ক'রে পাগল সেজে
ছিল, পাগল ক'রে চলে গেল।

চামেলী। সত্যি! আমি এমন দেখি নি, পাগল তো
কখন নয়।

মুঞ্জরা। ওনেছি, কোন কোন দেবমন্দিরে না
চিরকুমারী-ব্রত করে? আমি সেই ব্রত ক'রব।

চামেলী। আমি তোমার মনের কথা বুঝছি,
বুঝেই তোমায় আসতে মানা ক'রেছিলাম, তুমি

কি সর্বনাশ ক'রে বুঝতে পাচ্ছে না; তুমি
রাজকুমারী, কাকে প্রাণে হান দিচ্ছ?

মুঞ্জরা। এখন আর কি উপায় আছে, হৃদয়ের
হৃদয় অধিকার ক'রেছে। আমি কি ক'রে
নিবারণ ক'রব? যা হবার হয়েছে।

চামেলী। তুমি কি ভাবছ না, রাজপুত্র কি
আগুন জ্বালাবে? তোমার বর এসে যারে
দাঁড়িয়েছে; রাজমহিষী ক'জার তোমার বিবা-
হের উৎসাহে আনন্দের সীমা নাই; এ আনন্দে
কেন নিরানন্দ ক'রবে? কলক, গল্পনা কেন
সাধ ক'রে কিনবে? তুমি মন বাধ, এ সব
তুলে যাও, নইলে সর্বনাশ হ'বে।

মুঞ্জরা। আমি কাকে ভুলব? সে যে আমার। তারে
ভুলব' কেমন করে? ভালবাসার অনেক চেষ্টা
করেছি; ভালবাসার নয়, ভুলব' কেমন ক'রে।
কিরি কিরি কিরি, মনে করি কত,
কিরিতে পারি কি সই?

পরবশ মন, কেমনে নিবরি,
আমি তো আমারি নই।

হৃদয়বিহারী, হৃদি-অধিকারী,
কে তারে বারিবে, বল?

গিয়েছে সকলি, সকলি হ'য়েছে,
আছে শুধু আঁধা-জল!

অস্তরে বাহিরে, বিহবে সে ছবি,
শরনে বগনে ধান; ;

আশায় নিরাশ, নিরাশায় আশ,
বে জানে লো সেই জানে।

গঙ্গাপ্রব-রসে, অবশ জীবন,
স্বপনের মত বহে;

তুলায়ে আমার, চ'লে যায় প্রাণ,
তারি পাছে পাছে রহে।

কত কথা কর, তারি কথা কর,
কীদে তবু চাহে তারে;

গাঁথে বিবানিনি, বিনা স্ত্রী হার,
বাধা বিনা স্ত্রী হারে।

চামেলী। বুঝছি, চল আর এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে

মুঞ্জরা। কোথায় যাব? আমার কোথায় হান আছে
চামেলী। সে কি কথা।

মুঞ্জরা। তুই তো ব'লছিলি আমার বর এসে
আজ বাবে কাল মালা বদল ক'রে গাঢ়কর বিবা

হবে। কোথায় যেতে বল, গৃহে যেতে বল, সেখানে প্রথম শুভে হবে গিরে আমার বিবাহের উৎসব, দেবালয়ে আমার বিবাহের মঙ্গল জ্ঞাপ্ত পূজা; কিন্তু সে গহন বনে চলে গিয়েছে। চামেলী। তা কি তুমি এখানে থাকতে চাও, না গহন বনে যেতে চাও? তোমার ভাব দেখে যে ভয় হয়।

মুজুরা। আমি গহন বনে যাব না, আমি কুমারী-ব্রত অবলম্বন করব। আমি পিতার কুলে কলঙ্ক দেব না, তা হ'লে আমার পাগলকে ছেড়ে দিতেম না। যখন সে চলে গেল, তখন হাত ধরে বলতেম, তুমি আমার প্রাণেশ্বর! লজ্জাভয় করতেম না। সে ভয় কর'না, তার সঙ্গে আর দেখা কর'ব না; কিন্তু এই খেদ রইলো, তার মুখে আর 'ভালবাসি' শুভে পাব না। আমার বড় মন ব্যাকুল হ'চ্ছে; বনবাসী হ'য়ে তারে বলতে পারলেম না যে, 'এই দেখ, আমিও তোমার মত বনবাসিনী! এখন বল, ভালবাস কি না?' চামেলী। কি তুমি বলছ! একা কি কোথাও চলে যাবে?

মুজুরা। তুমি কি আমার ঘরে থেকে পরপুরুষের সঙ্গে মালা বদল করতে বল? পরপুরুষের কথা শুনে বল? পরপুরুষের সঙ্গে বিবাহের অস্ত্র বেশ-ভূষা কর'তে বল?

চামেলী। তবে তুমি কোথায় যাবে?

মুজুরা। কোথায় যাব জানি না, বোধ হয় কোন নির্জন দেবালয়ে, সেখানে জ্বরেশ্বরকে জ্বর-মন্দিরে রেখে দিবানিশি সেবা কর'ব।

চামেলী। তুমি কোথায় যাবে,—এখনি রাজদূত গিরে তোমার খবর আনবে। তোমার মনের কথা তোমার বাপ-মাকে বল। কুমারী হ'তে হয়, তাঁহারা তোমার কুমারী ক'রে দেবেন।

মুজুরা। চামেলী, তুমি কি মহারাজকে জানিস নে? পাণ্ডুরানার রাণী এসেছেন, রাজা শিবগড়ে আছেন। মহারাজ আপনি সখ্য স্থির করেছেন; তিনি কি কোন বাধা মানবেন?—মানবেন না। আমি মনে মনে চিরদিন বিচারিণী থাকবো। আজ উৎসবে সকলে উদ্ব্যস্ত—দেখ না, রক্তকরা পণ্ডিত আমোদে আমোদের নিকট হ'তে চলে গিয়েছে; আজ শিব শৌক্য হবে না। এই

বনপথে চলে যাই; যেখানে দেবালয় পাই, সেইখানে গিয়ে ব্রতে ব্রতী হই। বাবা অচ্যুত-নন্দের নিকট শুনেছি, কিছুদূর গেলেই একটি দেবালয় আছে, সেটা অতি নির্জন, সেইখানেই গিয়ে থাক'ব।

চামেলী। তবে চল।

মুজুরা। তুমি কোথায় যাবে?

চামেলী। তুমি কি জান না, আমি তোমার বড় ভগিনী? তোমার রাজকুমারী আমি কখন মনে করি নে, তুমি আমার ভগ্নী মুজুরা। আমার বড় খেদ রইল, আমি তোমার সিংহাসনে স্বামীর বামে দেখতে পেলেম না। তোমার স্মৃতি আমার স্মৃতি, আমি তোমার সখী।

গীত।

মাড়, খাখাজ—দাদ্রা।

(আমার) বিলিয়ে দিতে চাও কি প্রাণ সহ—

বৈধেজ ভালবাসায় আর তো কারো নই।

মলিন হ'লে বনে চলে, কে বসাবে তরুতলে,

আঁচলে মুখ মুছাবে সাথে তোমার দাসী কই?

বনফুল এনে তুলে, যতনে কে দেবে চুলে,

অকূলে যাচ্ছ ভেসে কি নিয়ে সহ কূলে রই?

মুজুরা। তবে চল দিদি, যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

—:—

রাজ-সভা।

(রাজা ও জয়ধ্বজ ও মন্ত্রী)

জয়। যেমন সকল সখ্য পরিত্যাগ ক'রেছি, তেমনি মনের মত জামাতা বিধাতা বিনা আয়াসে এনে দিয়েছেন; আবার দেখ, মন্ত্রী! প্রজাপতির নির্বন্ধ দেখ, মহিষীর নিকট শুভলেম, কন্যাটি যেন অনামনা, সদাই কি ভাবে; কোথায় পাণ্ডুরানা আর কোথায় কেরোলী। আশ্চর্য্য এই—পাত্রী ও পাত্রের মনে প্রাণ সন্ধার হয়েছ, যিনি ফুলে মধু সঞ্চয় করেন, তাঁর এই কৌশল।

মন্ত্রী। আজ্ঞে।

জয়। পাত্রটি কিঞ্চিৎ কৃশ, তা ব্যান্ঠাকরণ ব'লেই ছিলেন, অল্পবয়সে রাজ্যভার পড়েছে, সামান্য কথা তো নয়?

মন্ত্রী। আজ্ঞে।

জয়। মন্ত্রী, তুমি সকল কথাতেই “আজ্ঞে আজ্ঞে” ক'রছ, এর কারণ কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞে।

জয়। আমি তোমার ভাব তো কিছু বুঝতে পারছি নে।

মন্ত্রী। মহারাজ! অধীন ইতিকর্তব্য-বিশুদ্ধ হয়েছি।

জয়। কেন? এর কারণ কি? তোমার বিবাহে কিছু আপত্তি থাকে বল, ভাল মন্দ বিচার করি এস, তা না আমি যা বলি, তাতেই আজ্ঞে—

আজ্ঞে।

মন্ত্রী। মহারাজ! পাত্র দেখে এলেম বটে, কিন্তু পাত্র দেখে আমার হৃৎকম্প হলো।

জয়। হঁ, হঁ! মন্ত্রী, বীরসেনের পুত্র, আমি মনে মনে ভেবেছিলাম কি ব'লে সম্বোধন ক'রব।

মন্ত্রী। মহারাজ! অধীনের অভিপ্রায় অন্য, আমার ভ্রমই হবে, কিন্তু অবিকল মহারাজ ক্রিতিধরের অবয়ব, ঐরূপ মূর্তি আমি কোন এক হীন ব্যক্তির দেখেছি।

জয়। তোমার আশ্চর্য্য আশঙ্কা! তোমার সন্দেহ আর কিছুতেই ঘোচে না, সে ভাল, সে ভাল, আমি নিশ্চয় করি না। ভাল তোমার সন্দেহের দোড়টা শুনি, তোমার বিবেচনায় কি সেই হীন ব্যক্তি রাজপরিচ্ছদ প'রে আমাদের সহিত ঐরূপ আলাপ ক'রলে।

মন্ত্রী। মহারাজ! নিবেদন তো ক'রেছি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না; আর এক অদ্ভুত কথা শুন্নি, মহারাজ কি পাঁচখানি নগর কুমারীকে মৌতুক দেবেন, পূর্ক্স হ'তে অভিপ্রায় করেছেন?

জয়। হাঁ হাঁ, সে পূর্ক্স হ'তেই অভিপ্রায় করা বটে। কি জান, পাণ্ডুরানা-রাজ্যেশ্বরী আমোদ ক'রে মহিষীকে ব'লেছেন, “ওখু ঘেয়ে কি নেব—পট্ট-খানি নগর নেব”। সে আমার কন্যারই থাকবে।

মন্ত্রী। কিন্তু মৌতুকের কথা উল্লেখ ক'রে মহারাজ পাণ্ডুরানায় কি পত্র লিখেছিলেন?

জয়। সে কি?

মন্ত্রী। আমি এইরূপ শুন্নি, এই পত্রই বা কে লিখলেন, আমি কিছু হিস ক'রতে পারছি নে।

জয়। ও মিথ্যা কথা; আমার বোধ হয় ও রাজার কৌশল, স্বয়ং পুত্র নিয়ে এসেছেন, লোকে পাহা বস বসে, তাই রটিয়েছেন, আমি পত্র লিখিয়েছিলাম, সেই পত্র অনুসারে বিবাহ দিতে এসেছেন, এই তো আমার বিশ্বাস।

মন্ত্রী। পাণ্ডুরানা-রাজ্যেশ্বরী উচ্চ বংশ বটে; কিন্তু বিবাহে একটু অনিয়ম হচ্ছে ব'লতে হবে।—রাজকুলের ঐরাব জাতি সঘন্য আনে, পাণ্ডুরানা হ'তে তাঁদের স্বামীর নারিকেল প্রেরিত হয়, পাণ্ডুরানা হ'তে নারিকেল গ্রহণ করা হয়, তবে সঘন্য স্থির হয়।

জয়। ও সকল নিয়ম তুমি আর আমার কি শোনাজ।

মন্ত্রী। মহারাজ! ঐরূপ অনিয়ম কার্য্য কেন হ'লো আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।

জয়। না বুঝতে পার, চুপ ক'রে থাক; এ আ বুঝতে পার না; ব্যান্ঠাকরণ আমুদে, একটা ব্যাটা, বে কেবার জন্মে ব্যাটা। আর তাও ব'ল মন্ত্রী, আমার কতটা গ্রহণ ক'রবেন, এতে তাঁ নাই ব'লে কিছু বিশেষ অনুরোধের কথা নয়।

(যুবরাজের প্রবেশ)

(যুবরাজের প্রতি) কেমন, কি সন্ধান নিলে আমি যা ব'লেছি সব ঠিক?

যুব। আজ্ঞে, মহারাজ দাসকে সাক্ষাৎ হইয়া, আমার সংবাদ সকলি বিপরীত; আমি শিবগড়ে গিয়েছিলাম; কৌশল ক'রে গোপনে রাজ্য ক্রিতিধরকে দেখে এলেম।

জয়। বাপু, আমিও শিবগড়ে স্বয়ং গিয়েছিলাম, বিনা কৌশলে একান্তে রাজ্য ক্রিতিধরকে দেখে এলেম।

যুব। মহারাজ, আজ্ঞা ক'রেছিলেন, পাত্র কৃশ।

জয়। যুবরাজ কি আজ্ঞা ক'রছেন, পাত্র সুলাকার?

যুব। মহারাজ, দাসের অপরাধ সাক্ষাৎ হইয়া, পাত্র শালবৃক্ষের মূলের স্তায় স্থল।

জয়। আর অপরাধের স্তার কালো।

যুব। মহারাজ, বর্ণের তুলনা আমার নয় বটে, কিন্তু অন্তঃকরণ আমার অপেক্ষাও বেশ; শুন্লেম তিনি কদাচারী, কার্য্যেও সেইরূপ দেখলেম।

দেখ্লেম, বনভ্রমণ ক'রবিস, অতি নীচ আলাপ,
নীচ প্রসঙ্গের কথাতেই রত ।

জয় । ব'লে যাও, ব'লে যাও, একখানি অভিধান
দেব কি, দোষের ভালিকা তুলবে ? আরে
মুখ ! আমি যে স্বচক্ষে দেখে এলেম, বরং আলাপ
ক'রে এলেম ; আমায়ই বেল বস হ'য়েছে, মন্ত্রী
কি দেখলে জিজ্ঞাসা কর যেণি ? কি মন্ত্রী,
হুলকার ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে অতি ক্লেশ, কিন্তু ভয়েছিলেম তিনি
হুলকার ।

জয় । মন্ত্রী, এবার থেকে তুমি কর্ণে দেখো, চক্ষের
আর তোমার প্রয়োজন নাই । প্রত্যেক কি দেখে
এলে বল ।

মন্ত্রী । আজ্ঞে ক্লেশই তো বটে ।

জয় । যুবরাজ শুভন, আমাদের সঙ্গে বিস্তর নীচ
প্রসঙ্গ হ'লো, কি বল মন্ত্রী ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে না, যথাযোগ্য প্রসঙ্গই হ'লো ।

জয় । সৌজন্ত জানে না—কেমন ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে সদালাপই ক'রলেন বটে ।

জয় । আবার বটে, শুন যুবরাজ, অতি কালো,—
অতি হুলকার,—অতি কদাচার,—অতি নীচ
প্রসঙ্গে রত,—তার পর এ স্থলে বিবাহ দেব না
—কোথায় কস্তা দেব ? কোন্ বাদীপুত্রকে ?
পাণ্ডিয়ানা রাজবংশধরকে পরিত্যাপ ক'রে, বাদী-
পুত্রকে কস্তা দেব ?

যুব । মহারাজ, আমি বিশেষবৃত্তে অবগত হ'য়েছি,
কিতধর ইন্দিরাসক্ত, মাদকসেবা ক'রে থাকেন,
ভয়ী কল্যাণার্থ মহারাজের চরণে বার বার
নিবেদন ক'রছি,—মহারাজ অতি ক্রুদ্ধ প্রজার
প্রতি পক্ষপাতশূন্য, সামান্য লোকেরও দুঃখ মোচন
করা মহারাজের চিরঅভিপ্রায় ; মুক্তাকান্তি
মুগ্ডরাকে বানরের হস্তে অর্পণ ক'রবেন না ।

জয় । তোমার কি মত ? ঐ যে হাবীটাকে সঙ্গে
ক'রে এনেছ, তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই,
আর একটা হাবা ব'রে এনে যুবরাজার বিবাহ
দিই ?

যুব । মহারাজ দয়ার অবতার, কস্তার প্রতি নির্দয়া-
চরণ করবেন না, সে একটা বন্য ভল্লুক ।

জয় । তুমি একবার বানর ব'লে,—একবার ভল্লুক
ব'লে,—অতিথির অসম্মান ক'রে, রাজার অস-

ম্মান ক'লে,—পিতার অসম্মান ক'লে, রাজ-
নিয়মে কি দণ্ড, তা জান ?

যুব । যেদণ্ড আজ্ঞা হয় করুন, যুবরাজ সুরূপ
ক'রবেন না, স্ববর্ণ-প্রতিমা ক'লে ফেলে দিবেন না ।

জয় । তুমি তোমার রাজার চরিত্র বিশেষ অবগত হও
নাই, কারুর অমতে আমার কোন কার্য করার
প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু স্ত্রীলোক বা বালকের দ্বারা
চালিত হব, এরূপ প্রবৃত্তিও নাই । অকৃতজ্ঞ !
আমি গৌরব নষ্ট ক'রে স্বয়ং পাত্র দেখতে
গিয়েছি, স্বচক্ষে দেখে সমস্ত স্থির ক'রেছি, আর
তুমি অহেতু রাজসমীপে বাচালতা ক'রছ ? ভাল,
তুমি যেরূপ বলছ, পাত্র যদি তাই হয়, তথর্থাপি
আমার কি কর্তব্য ? পাণ্ডিয়ানাবংশ পক্ষিধনও
ক'রে কোন বংশে পুত্রীকে অর্পণ ক'র । বিপদে

যুব । মহারাজ গুণেরই গরিমা, বংশের গ

বে বংশে মহাশয় ব্যক্তি উৎপন্ন হ'য়ে কি পরি-

বংশেরই গরিমা । গরিমা গুণের, বংশের বজ্রপাত

জয় । তোমার বিচারে পদ্মরাগের আকরে ২ চণ্ডালের
পন্ন হয়, মীনধ্বজের বংশে আমি অবিবেচক
রাজা, তুমি আমার বিবেচনা শিক্ষা দিতে এসেছ,
বীরসেনের বংশে বানর, ভল্লুক ।

যুব । উচ্চগুণে কাচসনে প্রভেদ রাজন

পদ্মরাগ, মৃত্তিকা আকর, আভা তার

আদর কারণ ; খনি আধার মাঝারে

হীরা শোভে মুকুট উপরে নিজগুণে ;

কীট জন্মে ফুলে, কীট ত্যজ্য, অতি ঘৃণ্য ।

গুণবানে শোভা পায় বংশের গরিমা ;

হীন, হীন চিরদিন—মলয় আধাসে

অহি যথা, পাণ্ডিয়ানা ক'লে সেই মত

কুলের কলঙ্ক এই লম্পট ভূপাল ।

চরণে স্তম্ভ মাগে হুহিতা তোমার,

হস্তিপদে দলিতা কর না কমলিনী ;

নৃপমণি ! কৃপায় নেহার অবলার,

লজ্জার না সারে বাক্ বালিকা-বদনে,

নহে কত করিত মিনতি, আশিবারি

ধরাসনে, অক'লে ফেল না হুহিতার ।

উচ্চানন্দ তাজি বার মাদক সেবন,

গণিকা-গমন, সে কেমনে পরিপূর্ণ-

প্রেমস্থখা করিবে আদর, মাধ বার

কুকুরের উজ্জিষ্ট ভোজন ; হেম-পায়ে

দেবের বাহিত্র দ্রব্য হবে অভিল্যাবী ?

অতল সলিলে লক্ষ্মী, অশোক কাননে

সীতা, কার প্রাণ নাহি কাঁদে পিতা ; তাই

পরিণাম-ফল ভাবি অন্তরে ডরাই,

ভিক্ষা চাই ভয়ীর কল্যাণ নরপাল—

সোনার প্রতিমা কোথা রাখিবে রাখাল।

জয়। তুমি এ স্থান হ'তে দূর হও, যে মুচ উচ্চনীচ

বিচার শূন্য—যার মনে বংশের গরিমা স্থান পায়

না—সে রাজসভার উপযুক্ত নয়। তার বনে বনে

কিরাতের সঙ্গে ভ্রমণ করা উচিত, যখন তুমি

পিতৃসম্মান জান না, এ স্থান তোমার যোগ্য নয় ;

সদাচার শিক্ষা করে এস। নচেৎ তোমার মুখাব-

এস, কোন কবুতে আমার কুচি নাই।

আজ্ঞে, প্রাণ মুক্তার তরে, সেই হেতু

মন্ত্রী। মহারাজ সাধি নরনাথ ! বজ্রাঘাত

পাত্র দে। বালিকা-শিরোপরে, ফুলফুল-

জয়। হুঁ, অনল পশিলে তরুরাজী

মন্ত্র। গুহ্র হর শ্রিরমাণ, সেই মত

ফুলকান্তি মুক্তরা শুধাবে, নিদারুণ

দুঃখানল পশিলে জ্বরে ; পরিণয়

পবিত্র আচার, কতু নাহি জানে যেই

দুরাচার, অবতনে কেমনে বঞ্চিত

বালা তার হের সহবাসে ; রাষ্ট্রসনে

শলীর বিহার, করি-মন্তে পদ-হার,

চকোর পেচক বাসে, কাক সনে সারী,

এ কেমন সংঘটন বৃকিবারে নারি।

জয়। আজ হ'রে বিজয়ম আচার তোমার,

দূর হ' পাবও মূৰ্খ ফুলের অজার।

যুব। শিকৃপদে রাজপদে মম নমস্কার।

(বগত) নাহি জানি কি উপায় হবে বালিকার।

[সুবরাজের প্রস্থান।

জয়। দূর হ—দূর হ, কি আশঙ্কা ! পুত্র হ'রে

পিতার ন্যায় উপদেশ দিতে এলো। আমি স্বচক্ষে

পাত্র দেখে এলেম, আমার কথা অমান্য।

যৌবরাজ্য ফুতুরকে প্রদান করিব, এমন সম্মান

অপেক্ষা নিঃসন্ধান হওয়া ভাল। আমার আর

কাকুর সহিত পরামর্শ প্রয়োজন নাই ; কলাই

(ভজনরায়ের প্রবেশ)

ভজন। মহারাজ। সর্বনাশ হ'য়েছে। রাজকুমারীকে
পরীতে নিয়ে গেছে।

জয়। মন্ত্রী, এ বাতুল কি বলে শোন।

ভজন। দোহাই মহারাজের। দোহাই মহারাজের

এ রাজ্যে এসে পরী আসা ক'রেছে। দোহাই

মহারাজের। দোহাই মহারাজের। রাজকুমারীকে

পরীতে নিয়ে গেছে।

জয়। ভজনরায়, এ তোমার কি বাচালতা ?

ভজন। দোহাই মহারাজ। রাজকুমারী দেবাল

পূজা ক'রতে গিয়েছিলেন, সেইখান থেকে

পরীতে তুলিয়ে নিয়ে গেছে।

জয়। মন্ত্রী, এ কি বলে ?

মন্ত্রী। ভজনরায়, স্থির হও ; রাজসম্মুখে কি অণী

কথা বলছ ?

ভজন। দোহাই মন্ত্রির। অলীক কথা নয় ; ঐ

বোবা ছুঁড়ীকে সুবরাজ নিয়ে এসেছিলেন—

মাহুয নয়, পরী।

মন্ত্রী। তুমি কিরূপে জানলে ?

ভজন। ও রোজ বনের ভিতর যাব, আর এ

মহা পরীর সঙ্গে কথা কয় ; রাজকুমারীকে ও

কাছে নিয়ে যাব, ফুলের মালা পরিয়ে

একলা ব'লে বেলতলার গান করে, একথা

ছবি পড়া গিয়েছিল। আজ রাজকুমারীকে ও

চামেলীকে তুলিয়ে নিয়ে গেছে।

মন্ত্রী। তুমি কি বলছ, ঐ বোবা বালিকা

ক'রতো,—সে বোবা নয় ?

ভজন। যখন মাহুয হয়, তখন বোবা, আর

পরীতে পরীতে বেধা হয়, গান করে, কী

মজ পড়ে।

মন্ত্রী। আমার কথার উত্তর দাও,—সেই বালি

রাজকুমারীকে একজন পুরুষের সঙ্গে গা

ক'রতে নিয়ে গিয়েছিল ?

ভজন। আজ্ঞে, সে পুরুষ নয়—পরী।

মন্ত্রী। তার পর ?

ভজন। ফুল-পড়া দিলে, ছবি-পড়া দিলে—

মন্ত্রী। তার পর, তার পর ?

ভজন। কোথায় উবাও ক'রে তুলিয়ে

মন্ত্রী। তার কোথায় থাকে জানি ?

ভজন। আজ্ঞে, তারা উপদেবতা; তারা গাছে থাকে কি আশমানে থাকে, কি ক'রে বলব ?

মন্ত্রী। রাজকুমারীর পুরুষটার সঙ্গে ক'দিন দেখা হয়েছে ?

ভজন। আমি আজ দেখেছি, আর রক্তকেরা ব'ল-ছিল, আর একদিন দেখা হয়েছিল।

রাজা। মন্ত্রী, এ কি সর্বনাশ হ'লো! আমার বরে গুপ্তপ্রেম। মন্ত্রী, আমার ধর, আমার মস্তিষ্ক খুঁচে! কি সর্বনাশ হ'লো!

মন্ত্রী। মহারাজ আপনি মেরুর ভায় স্থির, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে, এ শত্রুর ছল। ভজনরাজ, তুমি শীঘ্র বাও, রক্ষা সঙ্গে ল'য়ে রাজকুমারীর অনুসন্ধান কর, প্রাণপণে অনুসন্ধান কর; আর সেই বাদ্যের পরী বলছ, তাদের যেখান যে অবস্থার পাও, বেঁধে নিয়ে এস।

ভজন। আজ্ঞে, তারা পরী, তাদের কোথায় পাব ?

মন্ত্রী। বাচালতা ক'র না, যেখান পাও—নইলে, মহারাজ রুষ্ট হবেন, শীঘ্র বাও।

ভজন। ভজনরাম, যদি আপনার কল্যাণ চাও, তো তাদের যেখান পাও, নিয়ে এস।

[ভজনরামের প্রস্থান।]

মন্ত্রী, সত্যই কি আমার গৃহে গুপ্ত প্রেম ? এ কি ! কি হ'লো ! আমার কস্তা গোপনে অন্য পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে যায় ! মন্ত্রী, এ বপ্ন না সত্য ? কলক ! কলক ! আমার কুলে কলক হ'লো ! মন্ত্রী, তুমি আমার বল—ভজনরাম বাতুল হ'য়েছে, মঞ্জরা গৃহে আছে। এ কি গ্রহ ! আমার কন্যা ব্যভিচারিণী ! আমি কখনও কারুর জীবনদণ্ডের আজ্ঞা দিই নাই, তবে কেন আমার প্রাণদণ্ড হয় ! মন্ত্রী, তুমি আমার বল, "মঞ্জরা কোন দেবালয়ে গিয়েছে, আমার কল্যাণার্থ কোন দেবপূজায় নিযুক্ত আছে।" আমি কি ক'রে প্রাণধারণ ক'রব ! কেন আমার এ কাল-বরূপ কন্যা জন্মেছিল ? মন্ত্রী, মন্ত্রী ! তুমি বুঝ না—আমার উচ্চ মাথা হেঁট হ'লো ! ভারতবর্ষে কলকের ধ্বংস উঠলো ! কি হবে, কোথায় যাব ?

মন্ত্রী। মহারাজ, নিশ্চয় কোন গুপ্তশত্রুর কার্য্য।

ভজন। শত্রু নয়, আমার শমন ! আমি কোথায় যাব ? বর গৃহদ্বারে, কন্যা পরগতা হ'য়ে কোথায় চ'লে গিয়েছে। এই রহস্য আমার কুলে ? কি কৌতুক ! কি কৌতুক ! বিধাতা দুর্গমে রণে বনে কি এই নিমিত্তই আমার জীবন রক্ষা করেছিল ? দশানন যেমন আপনার মৃত্যুবাণ যন্ত্র ক'রে আপনার গৃহে রেখেছিল, আমিও কি আমার কালস্বরূপ কন্যাকে সেইরূপ লালন-পালন ক'রলেম ? অপর উপায় নাই ; কেরোলী রাজ্য আজ ধ্বংস হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, দাসের প্রতি প্রেমস হউন, সহসা কোন কার্য্য করার অগ্রে বিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত। দেবতার লীলা বিচিত্র। কখনও কখনও দুর্ঘটনা হ'তে শুভ সূচনা হয়। বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বনই পুরুষার্থ।

ভজন। ধৈর্য্যের কি সীমা নাই ? সহিষ্ণুতার কি পরিমাণ নাই ? কুমারী ভ্রষ্টা হ'লো ! কেন বজ্রপাত হ'ল না, কেন সর্পাঘাত হ'ল না, কেন চণ্ডালের হাতে মৃত্যু হ'ল না ! এ অপমান কি কবে সহ্য ক'রব ! আমার প্রাণ যায় ! দেখি, কোথায় সে পাপিষ্ঠা।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্তাঙ্ক।

—:—

(স্বপ্নে ও বরুণচাঁদ)

স্বপ্নে। ওরে বরুণচাঁদ, তুই হেথা ?

বরুণ। তুমি বোধ ক'রছ কোথা ?

স্বপ্নে। তবে সর্বনাশ !

বরুণ। নইলে সাধে করি বনে বাস ?

স্বপ্নে। ওরে ক্রিতিধর বেটা ব'লেছে, রাণী জেদেছে।

বরুণ। বরুণো শুনেছে—বরুণো শুনেছে।
 সুবেণ। ওরে সব বলে দিয়েছে,—সব বলে দিয়েছে।
 বরুণ। আমি কি তোমার বলছি, যে বলে নি ?
 সুবেণ। তুই শুনেছিস্ না কি।
 বরুণ। না কি নয়, গলাবাজী শুনেছি।
 সুবেণ। তারপর কি হলো ?
 বরুণ। তারপর তুমিও বেধা, আমিও সেধা।
 সুবেণ। একটু দাঁড়িয়ে শুনে পাবলি নে ?
 বরুণ। কেন, তোমার কি কান ছিল না ?
 সুবেণ। আমি ভয়ে পাগিয়ে এসেছি।
 বরুণ। আর আমি কি তরসার পাগিয়ে এসেছি না
 কি ?

সুবেণ। এখন উপায় ?

বরুণ। উপায় বনবাস আর ব্যাঘ্রের গ্রাস, না হয়
 ক্ষেউরী হওয়া, আর যদি তেমন ঐচরণ থাকে
 তো টেনে চম্পট দিন।

সুবেণ। ক্ষেউরী কি রে ?

বরুণ। বেড়ে শানান তলোয়ার দিয়ে ক্ষেউরী ক'রে
 দেবে—গলার উপর মাখামুণ্ড অত বোড়ঝাড়
 রাখবে না।

সুবেণ। আঁ, কি হলো!—আঁ কি হলো! সব
 কস্কালো,—সব কস্কালো!

বরুণ। কি জান, অক্ষিৎ যদি সব দিন সমান নেশা
 হতো, আর পাপ করলেই যদি কাজ হাঁসিল
 হ'তো, তা হ'লে এক রকম সুবিধা ছিল মন্দ না;
 এ সব কাজে একটু আধটু প্যাঁচ পড়ে বই কি ?

সুবেণ। এ যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

বরুণ। এ কাজটাই গোড়া থেকে প্রাণ নিয়ে টানা-
 টানি। পিরীতের কাজটাই প্রাণ-খোয়ান কাজ।
 প্রথমে প্রাণ যায়, প্রাণ যায় বুলি উঠে, মাঝ-
 খানেতে প্রাণ যায়-ই, শেষটা কেউ প্রাণ বাঁচার
 আর নইলে সেই প্রাণ বাঁচারতাই বাঁওয়া;
 তোমার তো বাবা পিরীতের প্রাণ-গোড়া থেকেই
 যায় যায় শুরু ক'রেছে; তোমার বাওয়া প্রাণ না
 হয় গেল, আমি বাবা বে-পিরীতে মারা গেলুম,
 একেই বলে “সংসারে কালীবাস।”

সুবেণ। ঐ রে কে আসছে।

[সুবেণের প্রস্থান।]

বরুণ। নিলে বাবা কাঁচা মুড়িতে ক্ষেউরি করে,

আমার জো আর লম্বা গ্যাঃ নাই; আর কোথায়
 বাব, এইখানে বসেই ক্ষেউরী হই। এ টাল
 মুড়ি কাটিলো। ওই যে ওরা ওদিকে চললো,
 জীবনটা গেল ভাল। রাজতত্ত্বা থেকে বনবাস
 রামচন্দ্রের হয়েছিল, আর আমার এই ফলগো।
 তাঁরবেশন জানকী-হরণ, আমার তেমনি প্রাণে
 মরণ। বেশ পল্লটি রচলেন বাবা! রাজপুত্রের
 বনে গমন ও জীবন-বিসর্জন, পরে যবনিকা-
 পতন। ওই যে আমার কে? এ যে দেখছি
 ভজনরাম; ওরও বেন জোর বরাং—জোর বরাং
 ঠেকছে। না দেখতে পার ভাল হয়, এক পাশ
 দিয়ে স'রে থাক!

(রুকী সহ ভজনরামের প্রবেশ)

ভজন। এ কে? আর কিছু না, একটা পরী—
 রাজা গোছের পরী,—ওই যে পোষাকে সব মুক্ত
 লাগিয়েছে। ও পরী না হ'রে যায়? পরী নইলে
 এমন সময়ে বনের ভিতর কে আর থাকে? আর
 কার বরাতে পরী ধরার হুকুম বল? একে
 একটু মিনতি ক'রে দেখি, যদি আমার কোন
 উপায় হয়। পরী মহাশয়!

বরুণ। হ'।

ভজন। আপনারা বনে এসে ভর করেছেন, তা
 আমি বুঝতে পেরেছি পরী মহাশয়! আমি বড়
 বিপদে পড়েছি;—মহারাজ বসেছেন, এই
 আপনারদের দলের বোবা পরীটে আঁ সেই ঢাঙ্গা
 পরীটে নিয়ে আর। রাজার আর হুকুম
 জানেন তো?

বরুণ। বরাতকে বলিহারি বাই বাবা! অল্প দিনের
 তেতর রকম কের দেখ;—ছিলেম সুবেণ বাই-
 জার তবগচির ভেড়ুরা, একেবারে রাজতত্ত্বা।
 কাননে এসে পরীর বাজা হ'লেম বাবা।

ভজন। পরী মহাশয়, আমার প্রাণ বাবে।

বরুণ। বনে ঐ রোগটা বেশী।

ভজন। শুনেছ,—তুতুড়ে কথা শুনেছ, ও পরী না
 হ'রে যায়।

বরুণ। স'রে বাও তো—স'রে বাও, নইলে পরীর
 বাজা হয়ে হাওয়ার উড়ে যাব।

ভজন। আঁ! এ কে? বরুণটান না কি?
 বরুণটান!

রূপ। মহারাজের আমায় লগ্ন-চিন্ আওরাজ ; এ
আফিংগোরের আওরাজ চেলে কি সফ করা বার ?

জন। আরে ও বরণো !

রূপ। কেন বাবা ? পরীর বাচ্চা হ'য়ে এক পাশে
পড়ে আছি, তুমি কেন চ'লে যাও না বাবা ?

জন। আরে তুই হেথা কেন ?

রূপ। তোমার অত তোরাকার কাজ কি মণি ?

জন। বনের ভেতর কি করছিস ?

রূপ। নিরিবিলি ব'লে আমার বাগের পিণ্ডি
দিচ্ছি ! বনে কি ক'রে মণি ? তুমি এসেছ পরী
ধরতে ; আমি এসেছি বিত্তাধরী ধরতে।

জন। অ'্যা ! বিত্তাধরী ধরতে—তুই মত্ত জানিস
না কি ?

রূপ। মত্ত জানতে হবে, এমন কি কথা আছে ? তুমি
কি মণি, মত্ত কেনে শুনে পরী ধরতে এসেছ ?

জন। বিত্তাধরী কি বল দেখি ?

রূপ। তোমার পরী কি বল ? তোমার পরী না
ব'লে আমার বিত্তাধরী বা'র কছি নে !

জন। ঐ রে ! ঐ বুঝি সেই ঢাক্সা পরী !

রূপ। ঐ রে ! ঐ বুঝি আমার নেড়া বিত্তাধরী !

জন। এ যে মন্ত্রী মহাশয় !

রূপ। মণি ! আমি স'রে পড়ি পার পার !

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ ক্ষতিধর যে, ও মহারাজ ! মহারাজ
—কথাই কন না যে !

বরুণ। কে তোমার মহারাজ ? এই জিজ্ঞাসা কর
তোমার ভজনরামকে—আমি ডানাকাটা পরীর
বাচ্চা।

মন্ত্রী। আর মহারাজ, ছলনা কচ্ছেন কেন ? আমি
চিন্তে পেরেছি।

বরুণ। চিন্তে পেরে থাক বাবা, তোমার হ'ল তারিপ
দিচ্ছি, চ'লে যাও না ?

মন্ত্রী। চলে যাচ্ছি ; জাব্বাম, মহারাজের সঙ্গে
দেখাটা হ'লো, একবার আলাপ ক'রে যাই।

বরুণ। এই আলাপ তো হ'ল বাবা, বেশী নেওটা
কেন ? স'রে পড়।

মন্ত্রী। বলি, হেথার কি মনে ক'রে ?

বরুণ। রাজরাজ্জার মন, একটু পাইচারী করতে
এসেছি।

মন্ত্রী। আহুন না, একটু পাইচারী ক'রতে ক'রতে
যাওয়া যাক।

বরুণ। কেন বাবা, তোমার এমন কি মোলম সঙ্গ
যে, তোমার সঙ্গে পাইচারী করতে হবে ?

মন্ত্রী। বনে হাঙরা থেয়ে কি করবেন ?

বরুণ। একে তোমার রাজকুমারীর বিরহে জ্বর জ্বর,
তাতে তোমার নিখাস মলয়-বায়, বচন কোকিল-
ঝঙ্কার, স্বয়ং পুর্ণিমার চাঁদ উদয় হয়েছ। একটু
পাংলা হ'য়ে পড় না বাবা !

মন্ত্রী। আমি মহারাজকে সঙ্গে না নিয়ে তো যাচ্ছি
নে। মহারাজ, কুপা ক'রে আহুন !

বরুণ। আপনি যে আমার সঙ্গ ছাড়ছেন না, সে
আক্ষেপ আপনার দর্শনেতেই পেয়েছি,
আপনি কুপা ক'রে আর সঙ্গে নেবেন কেন ? যা
হয় কুপা ক'রে এইখানেই ক'রে যান।

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারীকে প্রকাশ্য বিবাহ ক'র-
বেন না বুঝি ? গাধার বিবাহই করেন।

বরুণ। মহাশয়ের দর্শনে সে মত আমার পরিবর্তন
হয়েছে। এখন ভাবছি, হু'দরী কাঠের রোশনাই
ক'রে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন করুব।

ভজন। তুই কাকে কি বলছিস ?

বরুণ। তুমি এ রাজা-রাজড়ার খেলা বুঝবে কি মণি !

ভজন। ইনি মন্ত্রী মহাশয়, জানিস নে ?

বরুণ। আমি রাজচক্রবর্তী, জান না মণি ?

মন্ত্রী। ভজনরাম, মহারাজকে কি বলছ ?

ভজন। মন্ত্রী মহাশয়, এ যে বরুণচাঁদ !

মন্ত্রী। আরে না না, উনি মহারাজ ক্ষতিধর।

ভজন। অ'্যা ! একে পরীতে পেলে না কি ! মহাশয়,
এ বরুণচাঁদ,—আপনি চিন্তে পাচ্ছেন না।

মন্ত্রী। না না, তুমি জান না, উনি মহারাজ ! তুমি এক
কাজ কর, মহারাজকে নিয়ে এস। রক্ষি, সাব-
ধানে মহারাজকে নিয়ে এস ; দেখ যেন মহারাজ
পালান না, তা হ'লে তোমাদের প্রাণদণ্ড হবে।
মহারাজ, বড় উপকার করলে, আমাকে আর
তত্ত্ব জানতে শিবগড়ে যেতে হ'লো না।

[প্রস্থান।

ভজন। আরে তুই মহারাজ কি ?

বরুণ। শুন্লে তো মণি, আমি বীরসেনের পাগুলা
ছেলে।

ভজন। তাইতে এ পোষাক না?

বরুণ। আর কি!

ভজন। মহারাজ, মার্জনা করুন, বরুণচাঁদ বলে কত অপরাধ ক'রেছি; তবে আহ্নান।

বরুণ। দেখ ভজন, তোমার এ অপরাধ মার্জনা করব না; তবে করি, যদি এ রক্ষীদের নিয়ে পাতলা হও।

ভজন। মহারাজ, তা হ'লে আমাদের প্রাণবধ হবে।

বরুণ। স'রে বাও! স'রে বাও! আমার এখন পরী পাবে!

ভজন। অ'্যা, অ'্যা!

বরুণ। গৌ—গৌ—

ভজন। অ'্যা—অ'্যা!

বরুণ। আমি পরী—আমি পরী! সব উড়িয়ে নিয়ে যাব—সব উড়িয়ে নিয়ে যাব।

ভজন। না বাবা পরী না বাবা পরী, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি!

বরুণ। আর বাবি কোথা, আর বাবিকোথা? আমি সেই বোবা পরী—আমি সেই বোবা পরী! গৌ গৌ—ধরতো রে ভজনরামের মাথাটা! কড়মড়িয়ে খাই!

রক্ষী। ম'শায়, এর কি হয়েছে?

ভজন। আর কি, পরীতে পেয়েছে।

বরুণ। হ' হ'।

রক্ষী। হাঁ ম'শায়, রাজকুমারীকে যে পরীতে উড়িয়েছে?

বরুণ। বাবি কোথা, বাবি কোথা? আমি স'ব্বাটিকে ওড়াবো! আর আর সব হানাদতি চ'লে আর, বারে পা'স পা—আর বাড় ম'টকে খা। ও—ধর—ধর—

সকলে। ও রে বাপ রে। ও রে বাপ রে।

বরুণ। ধর! ধর—

[ভজনরাম ও রক্ষীদের পলায়ন।]

এইবারে আস্তে আস্তে চম্পট দিই। কোথায় বাই? ঐ ভান্ডা মন্দিরটের গুনেছি ভূতের আড্ডা, ওখানে বড় কেউ বার না। আমার ঠেঁয়ে ছদ্মিনের তো আফিং সন্ধান আছে। যদি ভূতে পায়?—ভূতে তো পাবেই বাবা। হয় জ্যাস্ত ভূত, না হয় মরা ভূত; জ্যাস্ত ভূত তো দেখে গুনে নিয়েছি,

একবার মরা ভূতের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখি। জ্যাস্ত ভূতের জ্যাস্ত তলোয়ার, মরা ভূতের মরা তলোয়ার, জ্যাস্ত তলোয়ারের চেয়ে মরা তলোয়ার ভাল। গর্দানচাঁদ! বলি ও বরুণচাঁদের গর্দান। তোমার বড় স্বাধে দেখছি নে।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

—:—:—

তারার ও মুকুল।

মুকুল। সেখানে থাকা ভাল নয়, তাই চ'লে এলেম, আমার মন যেন নশ্বরার মত চারিদিকে তর তর ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে, আমি তার কথা শুনে পেলে সে দেবালয় এলে, মনকে ধ'রে রাখতে পারতেন না; এখনও পারি না, সন্ধ্যাই মনে হচ্ছে, সে কোথায় আর আমি কোথায়, সে যদি দেবালয়ে আসতো, আমি কি লুকিয়ে থাকতে পারতেন? মন আমার টেনে নিয়ে যেত; তার কাছে গেলে ফুল দিতেন, তারে দেখলে আবার বলতেন ভালবাসি! তারে দেখে ভালবাসি না বলে থাকতে পারতেন না। সে বড় ভালবাসার জিনিস। আচ্ছা, এমন ভালবাসার জিনিস ভালবাসতে নাই ব'লে চ'লে এলেম, দিদি, তুমি আমার শেখবার জন্তে বর ক'রতে, আমি শিখতে পারতেন না ব'লে অস্থখী হ'তে; কেন দিদি, শেখা তো ভাল নয়; আমি অনেক শিখেছি, শিখে শিখিছি শেখা ভাল নয়; আমি শিখেছি, তাই আমার দশা বুঝেছি; এখন আর আমার সে চোখ নাই, সে মন নাই, আমি আর সে মাহুব নই।

তারার। তোমার কি কিছু আগের কথা মনে পড়ে? মুকুল। মনে পড়ে, মনে করিনে; যখন মনে পড়ে তখন যেন একটা সোণার স্বপ্ন ব'য়ে যা আবার তখন মন কেঁদে ওঠে, “আমি যে এমন হলেম।”

তারার। তুমি কে বল দেখি?

মুকুল। ব'লে কি হবে, শুধু বলাই হবে, আর তো দিন কিদূরে না। সে স্বপ্নের দিন কি ছাধের।

জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, সে দিনে যদি কাকেও ব'লতেম ভালবাসি, তা হ'লে আমার কেউ মানা করত না। তখন ভালবাসতে ছিল, এমন ভালবাসতে নাট।

তারা। তুমি বনবাসী নও, তা কি তোমার মনে পড়ে ?

মুকুল। দিদি, তাই আমি সে দিনের কথা মনে করি নে; আমার মনে হয়, যদি আমি যা ছিলাম, তাই হতেন, তা হ'লে বুঝি মা আমার অত দুঃখ পেতেন না, তোমায় এত দুঃখ দিতেন না, তুমি আমার জন্তে সোণার অঙ্গে মাটি মেখে বেড়াচ্ছ; মেখে ঢাকা চাঁদখানির মত তুমি আমার জন্তে মলিন, তুমি আমার দুঃখে দুঃখিত, দিদি, আমি বিস্তর দুঃখ পেয়ে তোমাদের এ দুঃখ বুঝছি, আর আমার প্রাণে দুঃখ ধরে না, নইলে দিদি, মার জন্তে কাতর হতাম,—তোমার জন্তে কাতর হতাম; কিন্তু আমি কাতর নই। কেবল সে আছে, আর আমার কিছুই নাই; আমার সুখ নাই, দুঃখ নাই, আমার লাজনা নাই, আমার গৌরব নাই, কেবল তারে দেখি, এক একবার মন কেঁদে ওঠে, আর তারে দেখব না—আর তার কথা শুন্ব না—আর তার হাতে ফুল দেব না। তারে ভালবাসি ! তারে ভালবাসি ! তারে ভালবাসি ! দিদি,—তুমিও ভালবাস, তুমিও মন খুলে বলো—ভালবাসি, ভালবাসি ! তোমায় যদি কেউ ভালবাসতে মানা ক'রে থাকে, এখানে সে মানা নাই; চৈচিয়ে বল ভালবাসি, আকাশ অবধি যাক; দিদি আমি তোমায় ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যিত, আমার কাছে লজ্জা ক'র না; ভালবাসা যদিচ বন্ধ ক'রে প্রাণে ভারগা দিচ্ছে, বন্ধ ক'রে রাখবে, —তবু সে পোড়াতে ছাড়বে না। দেখ না, বখন দীর্ঘ-নিশ্বাস বহ্ন, মনে হয়, সব বেন জলে বাবে।

তারা। ব'লে কি আশ্বাস নিববে ?

মুকুল। না, নিববে না। আরও জ'লবে।

তারা। তবে আলা ব'লব কার কাছে—

সে আমার কাছে কি আছে ?

এ আলা আর কি কারুর নয় ?

সব তারে যে সইতে পারে, অস্ত্রে সারা হয়।

এ তাপে সাগর তাপে,

এ তাপে পবন কাঁপে,

এ তাপে মলিন দিনকর,

এ কত আলা জেনেছে অন্তর !

আলা জলে নিরন্তর—

আলা যতই জলে ততই তার আদর।

বেমন তেমন নয় তো আলা যে জানে সে জানে, পোড়ে মন পোকার মত মানা তো না মানে।

মুকুল। দিদি, তুমি যারে ভালবাস, হেথা যদি তার দেখা পাও, তারে কি তুমি জাগার কথা বল ? আমি তো বলি নে, শুধু বলতে নাই ব'লে যে বলি নে, তা নয়; বলতে থাকলে ত বলতেম না। এ কথার কথা ভালবাসি না, ভালবাসা-মাথা ভালবাসি; সে শুন্লে তার প্রাণে ব্যথা লাগে, কিন্তু যদি এমন হতো, সে আমায় ভালবাসি বলতো, আমি তারে ভালবাসি বলতেম, তাপে তাপ জুড়িয়ে বেত; আহা, এ কি কায়ও হয় ! দিদি, এ পৃথিবীতে হয় ? তারা কেমন একবার দেখতে ইচ্ছে হয়, বোধ করি, তারা কিছু দেখে না, সে দেখে একে, এ দেখে তাকে, কেবল চোখে চোখে দিন কেটে যায়। আমি চললুম, এ সময়ে সে আসতো; আমি ফুল তুলে আনি গে; ফুল ছড়াব, মনে ক'রব তাকে দিচ্ছি। তারা। আচ্ছা, তুমি ফুল তুলে এস, আমি তোমায় একটা কথা বলব।

মুকুল। তুমি ঠিক আমার মনের কথা বুঝতে পার, আমি ফুল না ছড়ালে তোমার কোন কথাই বুঝতে পারব না, আমার মন কে টানছে, সে এলো এলো মনে হচ্ছে, আমি চললুম।

[মুকুলের প্রস্থান।

(অচ্যুতানন্দের প্রবেশ)

অচ্যুত। বণিকের পরিচ্ছদ করেছ প্রদান ছদ্মবেশে ?

তারা। প্রভু, তব আজ্ঞা সমাধান।

অচ্যুত। হের বৎসে ! প্রেমের কি অদ্ভুত মহিমা

পরশ পরশমণি লৌহ স্বর্ণময়,

তমাচ্ছন্ন ধন্য নৈহার স্বর্ঘ্যোদয়,

হ'য়েছে হৃদিন গত প্রসন্ন সময়

তব প্রতি দেবতার রূপা সবিশেষ,

অচিরে হইবে তব দুঃখ অবশেষ;

দেখা হবে পুন তব পিতামাতা সনে

এম বাক্যমত কার্য্য কর সবতনে।

তারা। তরঙ্গ কেবল তব মূল চরণ,
মতি-গতি-হীন-দীন হুহিতা তোমার
কহ দেব, পুন কি পাইব শুভদিন ?
পুনকি প্রসন্নময়ী জননীর মুখ
হেরিব ? পাইব পুনঃ পিতৃ-স্মরণ ?
অচ্যুত। সকলি হইবে বৎসে দেবের কৃপায় ;
এস বৎসে দেবালয়ে কহিব উপায়,
রাজরাণী অহল্যার হৃৎ-অবসান,
রাখিবেন মহাদেব সত্যের সম্মান ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(চামেলী ও মুঞ্জরার প্রবেশ)

চামেলী। তোর বে দেখছি আমোদ আর ধরে না !
মুঞ্জরা। আমোদ ধ'বে কিসে বল,
আমোদ ধ'বে কিসে বল,
পাব যারে তার আদরে সদাই চলচল ।
আমার কিশোর বনবাসী,
আমার কিশোর বনবাসী,
গোপনে গহনবনে হেরব বিনোদ-হাসি ।
আমার বলে ভালবাসি আমার বলে ভালবাসি,
ভালবাসা ভালবাসি, নইলে কি সই আসি ?
আমার ফুলের মত প্রাণ,
আমার ফুলের মত প্রাণ.

ফুল দিয়ে আদর করে, ক'র তারে দান ।

চামেলী। বুঝতে নারি রাজকুমারী তোমার কত
ভাণ !

মুঞ্জরা। আ মবু ! রাজকুমারী কি রে, বশিক্বালক
বল ?

চামেলী। পলক না প'ড়তে প'ড়তে তোমার ভোল
করে, কাঁহাতক মনে রাখি বল ! ছিলে রাজ-
কুমারী, হ'তে এলে কুমারী, বনে এসে রজ
বাড়লো ভারি, নারীকে নারীর পঠিই তুলে
দিয়েছ ; বশিক্বালক আমার বে ক'রবে ?

মুঞ্জরা। আ মবু তুই যে ?

চামেলী। তুই যে, কি বল,—তুমি অধিকারী, পালা
শিখরে দাও, তবে তো পাইব !

মুঞ্জরা। তোর পালা তুই শিখে নে, আমি আপনার
পালায় জালায় অস্থির ;—
থাকবে না লো ভারিভূরি সে যদি আসে,
আমার প্রাণ গ'লে আসে হনমন ভাসে ;

যন যন জল শহরে,
প্রাণ দিয়েছি বার করে,
ভাণ ক'রে বসু তাঁর কাছে সই, চাকব কি করে ?
চামেলী। আর চাকাচাকি কার্য কি ? যখন বনে
এলে, ফুলে জলাঞ্জলি দিলে, মাখামাখি হো'ক
না ; ভাবছ চোখে রেখে প্রাণ জুড়াবে ?—
চোখের দেখার বন কি জোলে,

প্রাণ কি বোঝে তার ?
এ স্থখার কুখা মেটে না সই ;

আরও স্থখা চায় ।

চাঁদ দেখি কি চকোর থাকে স্থির ?

চাতক কি জুড়ার বিনা নীর ?

সাগর হেরে নদী বয়ে যায়,

জুড়ার মিলে কারে কার,

বকে বকে মুখে মুখে ভালবাসা চায়,
এই তোমার কাছে পড়া কথা পড়াছি তোমায় ।
মুঞ্জরা। আমি জল'ব' বলে প্রেম ক'রেছি

জালায় কি ডরি,

আমি ম'জব' বলে সই মজেছি, সাধ ক'রে মরি !

আমি পাই নে দিশে জুড়াই কিসে সরমের মানা,

আমি কুল ছেড়ে সই মাঝে পড়ে

পাইনে ঠিকানা ;

আমি ভয় করি সই ফিবুতে নারি

পাইনে কোন কুল,

আমি আপন ভুলে ভুল-বাজারে

বেসাত করি ভুল ।

চামেলী। অমন মূল খুইয়ে ভুল ধ'রে কত দিন থাকবে
বল ; যা হয় একটা ঠিক কর যমন ব'লে
বেরিয়েছ—হয় কুমারী হ'রে ধ্যানে ব'সে কাঁদ ।
এই দেবালয় আছে ; আর নয় এই পুরুষের
সাজ ছেড়ে ফেলে নাগরী সেজে নাগরের গলায়
মালা দাও, বনের ভিতর ভুলের সন্ধানাগরি ক'রে
না-হাসি না-কান্না এ তোমার কতদিন চলবে ?
আমি সাধ করে কি বলি, সোণার অঙ্গ যত্ন যত্ন
কালি ক'রে কি করবে ? এ সদাগরী কান্নার
চলে নি, তোমার চলবে কেমন করে ?

মুঞ্জরা। চামেলী সে বিরাগভরে চ'লে এসেছে, তার
সঙ্গে দেখা না হ'লে আমার এ বেসাত ছাড়ব না ।
বনে যদি আমার প্রেম-পসরা প্রেম দে কেনে,
তা' হ'লে তাঁর পসরা মাথায় ক'রে তাঁর সঙ্গে

সঙ্গে ফিরি, নহিলে আমি নারীকি ক'রতে পারি?
বল এখন যেথায় ছটোক বার চল, এখানে তাঁর
দেখা পেলেম না, বনে বনে ব'লে বেড়াই, 'কেউ
আমার ভুলের পসরা নেবে গাঁ?' আমার তো
আর কুমারী হওয়া হলো না। একে আমার
মনের ছলনা আমি আপনি বুঝতে পাচ্ছি নে,
আবার দেবতার সঙ্গে ছল কেন। এই আমার
কুমারী-ব্রত—আমার দ্বন্দ্ব-মন্দির দেবার, সে
আমার দেবতা, তাঁরই ধ্যানে দিন কাটা'ব; যদি
তাঁর দেখা পাই, কি করব তোরে কি ক'রে
বলব।

চামেলী। এ পণ বড় মল্ল নয়, লোকে পণ করে আমি
হেন ক'রব, তেন ক'রব। তোমার এ পণ
বেশ, কি পণ করেছে জান না, এ পণের বালাই
নিরে মরি।

মুঞ্জরা। পণে কি মন বাঁধা বার
বসনে কি বাঁধে হাওয়া,
মন মানে না কাক কথা
আপন মনে আসা যাওয়া।
মন যদি সই শুনতো মানা
তবে কেন আসব বনে,
মন মানে না কোন মানা ফিরি তবে মনের সনে।

(মুকুলের প্রবেশ)

মুকুল। এই নাও—এই নাও—এই ফুল নাও—এই
ফুল নাও—তোমার ভালবাসি—তোমার
ভালবাসি।

চামেলী ও মুঞ্জরা—

সিঁন্ধু-খাখাজ—দাদুয়া।

ছড়ায় এত ভালবাসা কোথায় পার?
বুঝি ছেঁড়া ফুলের ভালবাসা—
কথার কথার ছড়িয়ে বার।
ভালবাসার সোহাগ জানে না,
বুঝি প্রাণ দে নয় কেনা,
ছড়িয়ে দিলে ভালবাসা—
কুড়িয়ে পাবে না।

বার প্রাণ দে কেনা ভালবাসা,
ছড়িয়ে দিতে সে কি চায়।

মুকুল। এখন তার কিরে বাবার সময় হয়েছে,—

আর তো ফুল নেবে না,—তার জন্তে তোলা
ফুল বুকে ভুলে রাখি।

মুঞ্জরা। তুমি কে?

মুকুল। আমি কেউ নই,—আমার সে—

মুঞ্জরা। তুমি যেথায় কি করছ?

মুকুল। কি করছি বলব না ব'লেই বনে এসেছি,
—তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছ?

মুঞ্জরা। জিজ্ঞাসা করছি কেন? আমি বণিকবালক
সওয়া এনেছি খেদের খুঁজছি।

মুকুল। তুমি কি পাগল! নগর ছেড়ে বনে এসেছ
জিনিস বেচতে।

মুঞ্জরা। নগরে কেউ এ জিনিস নেয় না, তাই বনে
এসেছি; তোমায় নেবার মত দেখলুম। তাই
জিজ্ঞাসা করছি।

মুকুল। আমি পাগল, আমার কি জিজ্ঞাসা করছ?

মুঞ্জরা। আমি পাগলই চাই, আমার ভুলের বেসাত
পাগল নইলে কেউ নেবে না।

মুকুল। যদি তুমি আমার মত পাগল চাও, তো
নির্জনে ব'সে ফুল ছড়াও। তুমি ভুলের বেসাত
নিরে ফিরছ, আমি আজন্ম ভুলে ডুবে আছি;
কিন্তু ভুলের উপর ভুল—তারে ভুলতে পাচ্ছি
না। তুমি যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা ক'ব
না; তুমি ঠিক তার মত, তোমার তার মত স্বর,
তার মত অবয়ব, তার মত চোক, তার মত মুখ;
মনে করেছি, তাকে আমি মনে মনেই দেখব,
আর বাইরে দেখব না।

চামেলী। তোমার সে কে?

মুকুল। আমি তারে জানি, সে আমার; সে কে, তা
জানি না।

চামেলী। সে কি পুরুষ মানুষ?

মুকুল। সে পুরুষ কি মেয়ে, তা জানি না; সে আমার
তাই জানি।

মুঞ্জরা। প্রাণেশ্বর! আমি তোমার সেই দাসী।

মুকুল। তুমি কি সেই! যদি সে হও, স'রে বাও;
আমি তাকে দেখতে হবে বলে চলে এসেছি;
দেখা হলে তারে ভালবাসি বলতে হবে ব'লে
চলে এসেছি।

মুঞ্জরা। তোমার এখনও অভিমান! দেখ বনবাসি,
আমিও বনবাসিনী, আর আমি রাজকুমারী নই।
এখন তুমি কেন আমার যেতে বলছ? আমি

তোমার জন্তে বনবাসিনী,—তোমার কাছে থাকব।

মুকুল। তুমি রাজকুমারী, আমার জন্তে বনবাসিনী হলেছ? হাঃ ধিক্ আমার! কিন্তু বনবাসিনী হ'লেও তুমি রাজকুমারী। গোলাপ বনেই ফুটুক আর নগরেই ফুটুক—গোলাপ চিরদিনই গোলাপ। আমি যদি রাজকুমার হতেম, তা হ'লে তোমার কাছে থাকতেম। তোমার জন্তে রাজকুমার এসেছে, আমি শুনেছি। মাধবীলতা তমা-লেই ওঠে; তুমি যাও। তুমি বনে থেক না, আমি বড় ব্যথিত, আমার কেন আর ব্যথা দাও?

মুঞ্জরা। আমি কোথায় যাব? আমার প্রাণেশ্বরকে ছেড়ে কোথায় যাব?

মুকুল। ছিঃ ছিঃ। ও কথা ব'ল না, আমার অপরাধী ক'র না। আমি চির-বনবাসী, তোমার কাছে থাকা ভাল নয়, আমি চল্লুম।

মুঞ্জরা। নির্দয়! যদি বাবে—যাও, আমি আর মানা ক'রব না; যদি এখনও অভিমান থাকে—পারে তেলে যাও; কিন্তু আর একবার ব'লে যাও,—আমার ভালবাস। তোমার মুখে আর একবার শুনি, বল,—আর একবার বল; তার পর যেথা ইচ্ছা যাও, আমি আর বাধা দেব না।

মুকুল। তোমার ভালবাসি! তোমার ভালবাসি !!
তোমার ভালবাসি !!!

[প্রস্থান।

মুঞ্জরা। চ'লে গেল, এই সুখ-অশ্রু ফুরা'ল, সব শূন্য হলো! আর কি! ছিঃ ছিঃ নারীর জীবনে ধিক্! আর কি, সব শূন্য!

চামেলী। সর্বনাশ,—মহারাজ!

মুঞ্জরা। আর সর্বনাশ কি? সর্বনাশের উপরে সর্বনাশ, আর কি হবে।

(রক্ষিগণের সহিত রাজা জয়ধ্বজের প্রবেশ)

জয়। মুঞ্জরা! দ্বিচারিণী—পানীয়াসি!

মুঞ্জরা। পিতা, আমি দ্বিচারিণী নই,—অহেতু কেন তিরস্কার করো! আমি তোমার কন্যা,—সতী লক্ষ্মী রাজ-মহিষীর গর্ভে আমার জন্ম।

জয়। পানীয়াসি! মিথ্যা বলছিস!

মুঞ্জরা। আপনার উপদেশে আজীবন মিথ্যা কথা তো শিখি নাই, আজ কেন মিথ্যা ব'লব?—

প্রাণের তরে? আমি কজির-কুমারী, প্রাণের তর আমার নই।

জয়। তবে তুই যেথা কেন? তবে তুই বাগকব্বেশ কেন? কেন চ'লে এসেছিস বল! (চামেলীর প্রতি) তুই কে? তুই কি চামেলী? তোর কি এই কাজ? তুই না সখী? তুই আমার মুখে কালী দিয়ে একে নিরে বনে চ'লে এসেছিস?

মুঞ্জরা। পিতা, চামেলীকে তিরস্কার ক'রবেন না, চামেলীর অপরাধ নাই, চামেলী আমার সঙ্গে এসেছে; চামেলী না এলে, আমি একা চ'লে আসতেম।

জয়। তুই কেন একা চ'লে এসেছিস বল? নইলে নারীবধে—কন্যাবধে ঘৃণা ক'রব না! তুই দ্বিচারিণী, পরপুরুষের সঙ্গে চ'লে এসেছিস, তা নইলে কথা কইতে পাচ্ছিস না কেন?

মুঞ্জরা। না, আমি দ্বিচারিণী নই।

জয়। মা, মা! আমার প্রাণ রাখ; তবে কি তুমি শিবগড়ে এসেছ? তুমি কি তোমার পতির উদ্দেশে এসেছ? বল মা বল, তুমি বল,—শিবগড়ে এসেছ, ক্ষতিধরের উদ্দেশে এসেছ; তোমার আবার মা ব'লে মন্তকে চুষন করি; বল মা, আমার কুলে কলঙ্ক হয় নি।

মুঞ্জরা। পিতা, আমি শিবগড়ে আসি নাই।

জয়। তবে কি এই দেবস্থানে ক্ষতিধরের গলায় মালাদান ক'রতে এসেছ?

মুঞ্জরা। না।

জয়। পানীয়াসি! দ্বিচারিণী! মিথ্যাবাদী রাক্ষসি! রক্ষি, এই দণ্ডেই বধ কর! বধ কর! বধ কর!

(অচ্যুতানন্দের প্রবেশ)

অচ্যুত। রক্ষি, ক্ষান্ত হও; মহারাজ! এ দেবস্থান হেথায় দেবতা অধিকারী, আপনি নন; এ স্থান কলঙ্কিত করবেন না।

জয়। ব্রহ্মচারি! তুমি পুঞ্জায় নিযুক্ত থাক; রাজ কার্যে হস্তার্পণ ক'র না।

অচ্যুত। মহারাজ, আমি দেবকার্যেই এসেছি রাজকার্যে আসি নাই; দেবতার স্থান কলুষিত ক'রে কেন অপরাধী হন?

জয়। আর আমার কিসের দেবতা, আর আমি

কিসের ভয় ? আমার কুলে কলঙ্ক ! আমার কুলে
কলঙ্ক ॥

মৃত্যুত। মহারাজ ! আপনি দেবপ্রিয়, মহারাজের
অকলঙ্ক কুলে কখনই কলঙ্ক হবে না।

জয়। ব্রহ্মচারি ! আমার কেন বৃথা প্রবোধ দাও ?
আমার কত্তা কলঙ্কিনী—পরপুরুষের অমুসরণ
করেছে। হা ধিক্ আমার !

অচ্যুত। মহারাজ ! অস্ত্র আমার কথার ক্রান্ত হন,
আমি মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছি না ; দেবালয়ে আসুন,
কল্যাণেরূপ কৰ্ত্তব্য হয় করবেন, কিন্তু আমার
কথা মিথ্যা নয়—আপনার কন্যা কলঙ্কিনী নয়।
আমি দেবাদেশে আপনাকে বলছি, আজ এরা
দেবালয়ে বন্দী থাকুক, কল্যাণেরূপ কৰ্ত্তব্য হয়
করবেন।

জয়। ব্রহ্মচারি ! আজ তোমার কথায় ক্রোধ
সংবরণ কল্লেম।

অচ্যুত। ভাল, কল্যাণেরূপ ইচ্ছা হয় করবেন।
মহারাজ, আসুন ; তোমরা আমার সঙ্গে এস,
দেবদেব সকলের মনোভীষ্ট পূর্ণ করবেন।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

— ১ —

বন।

(ভজনরাম ও চন্দ্রধ্বজ)

ভজন। পরী ধ'রতে তো পারিই নি,—যদি তাতে
এড়ান পেতেম, বরুণচাঁদ পালিয়েছে। কাল
সকালে যদি তারে না হাজির কর্তে পারি, মজি
মশায় ব'লেছে আমার প্রাণ বাবে।

যুব। পরী—তুই কি করে জান্নি ?

ভজন। আর পরীর কি হাত পা আছে ? আমি
শুনছি—তারা মানুষের কাছে বোবা হয়, আর
পরীর কাছে কথা হয়।

যুব। তুই কি তার বখাও গান শুনেছিস ?

ভজন। আপনাদের কাছে কি মিথ্যা বলছি ? সে
গান গায়, ছড়া কাটায়।—

যুব। আচ্ছা আমি পরী ধ'রে দিচ্ছি, তোরে যেমনটি
বলেছি তেমনটি ক'রতে যদি পারিস ?

ভজন। তা পারব না কেন ? কিন্তু যুবরাজ
আপনি যাবেন না ; তারা এমন ষাছ কবুবে যে
কোথায় উঠাও ক'রে নিয়ে বাবে। ও পরীর
জাত—আশমানে ফেরে।

যুব। তোর কিছু ভয় নাই।

ভজন। ওই সে ছ'ছুটো পরী একেবারে দেখা
দিয়েছে।

যুব। আমি এখনি ধরছি, ভয় কি ? দেখিস, তোরে
যেমন শিখিয়ে দিয়েছি, তেমন করিস ; যদি
ভুলে যুবরাজ ব'লে ফেলিস তা হ'লে—তোরও
প্রাণ বাবে, আমারও প্রাণ বাবে।

ভজন। আর যদি ভুলে যাই ?

যুব। আচ্ছা তুই এদিকে আস, আমি ভাল করে
শিখিয়ে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(তারা ও মুকুলের প্রবেশ)

মুকুল। দিদি তুমি লোকের সামনে কথা কও না
কেন ?

তারা। আমি তোমার কল্যাণে মানত করেছি।

মুকুল। আমার আর কল্যাণ অকল্যাণ কি ?
আমি ভেবেছিলুম কোথাও চলে যাব,
তা যাব না—তোমার কাছে থাকব ; তোমার
মুখে আমার মনের কথা শুনে আমার প্রাণ বড়
শীতল হয়। তুমি বলতে পার, আমার মনে
এখন কি হচ্ছে ?

তারা। মনের কথা বুঝতে নারি, মন তো আমার নয়,
ধরি ধরি মনে করি, ধ'রতে করি ভয়।

থাকি সদা তারি ধ্যানে, তারেই সদা চাই,
সে যদি হায় কাছে আসে, কেঁদে চ'লে যাই !

আমার স্নেহের হাটে হৃথের বেসাত লাভে

হারাই মূল

ভুল পসরা মাথায় নিয়ে, আপন হলো ভুল।

যত্নে কেনা বিষের ডালি রাখি হৃদয়মাঝে,

সাধ ক'রে তার জানাই জালা, বারণ ক'রে
লাজে

বুঝে স্নেজে প্রাণ বোঝে না নয়নবারি সার,
যত্নে গাঁথি দিবানিশি নয়নজলে হার।

বল্ব তারে মনে করি বলতে নারি হার,
সে যদি এ দারুণ ব্যথা শুনে ব্যথা পায় !

মুকুল । দিদি, আজ তুমি আমার মনের কথা ঠিক বলতে পারেন না ; আজ আর আমি তারে চাই নে, আজ আমি আপনাকে চাই—আমি তারে ভুলতে চাই ; আমি কেন এমন হলেন, তাই জাবি ।

তারা । কেন, সে তো তোমার চার ! তবে কেন তুমি তারে ভুলতে চাও ?

মুকুল । ভুলতে চাই কেন ?—তোমার কি বল্ব, আমি আপনাই জানি না । আমি তাই তোমার ঠেঁয়ে শুন্তে চেয়েছিলেম । আমার মনে হয়, আমি অতি ছেয়, আমি কেন এমন হলেন, যারে ভাল বাসতে নাই, সে কেন ভাল বাসে ? ওই দেখ, বনের পাখী ভালবেসে মুখোমুখি ক'রে রয়েছে—ওই দেখ, ভালবেসে ময়ূরময়ূরী নাচছে—ওই দেখ, হরিণ-হরিণী সোহাগ কচ্ছে, আমি কেন এমন ছেয় হ'লেন ? আমি আর ভালবাসব না ।

তারা । প্রাণে বাসা ভালবাসা প্রাণ কি ভোলা যায় ? জড়িয়ে থাকে প্রাণে প্রাণে প্রাণ যে তারে চার । মনে করি ছিঁড়বে ডুরি মিছে অভিমান, ভুলতে গেলে আপন ভুলে শূন্য হেরে প্রাণ । পাখরে দাগ প'ড়েছে পোঁছা কি তার যার ? নর তো কথার ভালবাসা ভুলবে কে কথার ? ধরম করম সরম ভরম সকল যার ভেসে, মান অপমান থাকে না সে উদর হর এসে । অভিমানে রাগ ক'রে হার বাজ্ঞ অহুঁরাগ, অবতনে মনাগুনে বাড়ে এ সোহাগ ।

মুকুল । দিদি, এ মনের খেদ জানাব কারে ? সে আমার জন্তে সকল ত্যাগ করলে—রাজকুমারী বনবাসী হ'লো ; আমি তার জন্তে তো কিছু পারলেন না ! আমি বনবাসী, আমার কি আছে যে, আমি ত্যাগ করব । যদি দিদি, আমার রাজ-সিংহাসন থাকতো, যদি আমার ধনজন থাকতো, যদি আমি রাজকুমার হতেম—আর সে বনবাসিনী হ'তো, যদি আমি তার জন্তে সকল বিসর্জন দিয়ে বনবাসী হতেম, তা হ'লে আমি তার কাছে যেতেম, বলতেম,—তোমার জন্তে সকল ত্যাগ ক'রেছি, এখন তুমি বুকের ধন বুকে এস ।

কিন্তু হার, আমার, কিছুই নাই । যদি কখন এমন হয়—যদি তার জন্তে প্রাণ দেবার আবশ্যক হয়, তা হ'লে প্রাণ দিয়ে দেবাই । সে রাজ-কুমারী, আমার প্রাণের তো তার দরকার নাই, তবে কেন আর তার কাছে যাব ? আমি এক-বার তার কাছে গিয়েছিলেম, কাছে গিয়ে রাজকুমারীকে বনবাসিনী ক'রেছি ; আবার যদি কাছে যাই, তা হ'লে সে সোণার পদ্ম শুকিয়ে যাবে । দিদি, তুমি আমার একটা মিনতি রাখ, তুমি তার কাছে গিয়ে বল—আমি তারে ভালবাসি । দিদি, আমি কি আবার পাগল হ'য়েছি ? আমি কি বলছি, বুঝতে পাচ্ছি না ।

তারা । চুপ্ কর, কে আসছে । আমি আর কথা কইব না, তুমিও কথা ক'রো না ।

(যুবরাজ চন্দ্রধরজ ও ভজনরামের প্রবেশ)

ভজন । মহাশয়, বলতে পারেন—একটা বোবা কুমারী হেথা কোথা থাকে ?

মুকুল । না ।

ভজন । মহাশয়, অহুঁরাগ ক'রে বলুন, আমার তাইটাকে নিয়ে আমি বড় ব্যস্ত হ'য়েছি । এটা বোবা, আমি যন্ত্রে আদেশ পেয়েছি যে, বোবা কস্তার কাছে থাকলেই আমার তাইটার কথা ফুটবে ; আমি তাই অহুঁসন্ধান কচ্ছি । হাঁ মা, তুমি বলতে পার ? ও মা, ও মা, শুন্তে পাচ্চেন না ? ঐটা কে,—বোবা নাকি ? তবে তো আমি পেয়েছি । (ইঙ্গিত করিয়া) ওরে ওরে এর কাছে থাক, শুন্নিছ ? এ দিকে আর ।

যুব । অ্যা—অ্যা—

ভজন । (ইঙ্গিত করিয়া) ও মা, এই আমার তাইট তোমার কাছে থাকবে । কেমন রে, থাকবে পারবি ?

যুব । অ্যা—ও—অ্যা—ও ।

মুকুল । এর কাছে কোথার থাকবে ?

ভজন । মহাশয়, আপনি বাধা দেবেন না ; ঐটা আপনার দাস । ও কথা কইতে পারুক, না পারুক তার জন্তে আমি তেমন ব্যস্ত নই । ওর বুকে একটা বেহনা আছে, তাইতে ও অস্থির হয় ।

মুকুল । আহা, কি ক'রে বেহনা হ'লো ?

ভজন। ও ইঙ্গিত করে মুকুলকে করে ঘেরেছে।

কুল। আহা! একে কে সাধলে!

ভজন। (ইঙ্গিত) ওরে, ওরে, তোকে কে
ঘেরেছে? ও রে, ও রে, তোর কি হ'রেছে,
বল না?

যুব। অ্যা—ও—অ্যা—ও।

ভজন। ও বলছে, আমার বৃকে ব্যাধা; কি করে
হ'লো বল না?

যুব। অ্যা—ও—অ্যা—ও।

ভজন। ও বলছে মুখে বলা বার না, বৃক চিরে যদি
কেউ দেখতে পারে, তো দেখতে পার।

মুকুল। আহা! এই বৃকের বৃকে কি এমন দারুণ
ব্যাধা! বৃক চিরে দেখানর ব্যাধা কি এর বৃকেও
সেঁদিয়েছে? ও কি কাকেও ভালবাসে?

ভজন। তা আমি কি করে জানব? বৃকে ব্যাধা—
বৃকে ব্যাধা বলে, তাই জানি; ওরে, তুই কি
কারকে ভালবাসিস?

যুব। অ্যা—ও—অ্যা—ও।

ভজন। ও বৃকতেই পারে না, তা বলবে কি? হাঁ
রে, তোকে কি কেউ ঘেরেছে?

যুব। অ্যা—ও—অ্যা—ও।

ভজন। কে ঘেরেছে?

যুব। অ্যা—ও—অ্যা—ও। (ইঙ্গিতে তারাকে
প্রদর্শন)

তার। (স্বগত)

এ কি বেশধারী? বুঝিবারে নারি, হেরি

নয়ন খঞ্জন, মন চঞ্চল আমার।

কে এল ভুলাতে অবলার? সন্ধ্যাতরে

মুখপানে চায়, কহে নীরব ভাষায়—

“মরি মরি হৃদি-বেদনার, রাখ প্রাণ।”

বহে বারি বরান বহিরে, কত সহে

কামিনীর প্রাণে আর! এই কি আমার

প্রাণধন? ধিক্ মন, বুধা আকিঞ্চন!

রাজার নন্দন কেন কাননে আসিবে?

অভাগিনী হৃদিনীয়ে কেন সে চাহিবে।

প্রাণনা, আশার ছলনা—কি লালনা!

এ কি এ কি, প্রাণ টলে, ও মুখ-কমল

হেরি! নারী—কত সহিবারে পারি? ছি: ছি:

মন! কেন কর প্রভারণা? কত সবে

আর বার বার, সে তো নহে রে তোমার,

রাজার কুমার—সে যে রাজার কুমার,
কেন মন, অহঙ্কণ আকিঞ্চন তার?

মুকুল। তোমার তাই কি কখন একে দেখেছে?

ভজন। কি রে তুই দেখেছিস?

যুব। অ্যা—ও—অ্যা—ও।

ভজন। বলছে, এই দেখছে আর বৃকের ভিতর
দেখাচ্ছে।

মুকুল। আহা, তাই! তুমিও বড় ছুঃখী; যদি
তোমার কেউ না স্থান দেয়, আমি তোমার বৃকে
ক'রে রাখব। আমিও বড় ছুঃখী, আমি তোমায়
সঙ্গে সঙ্গে থাকব,—নিজ্জনে ব'সে তোমার
চোখে আমার মনের কথা পড়ব।

ভজন। ওরে, তুই এর সঙ্গে থাকবি?

যুব। অ্যা—ও—অ্যা—ও।

ভজন। ও বলছে, না, আমি এর কাছে থাকব।

মুকুল। আব ও যদি না তোমার সঙ্গে নেয়?

ভজন। হাঁ রে, ও যদি না সঙ্গে নেয়?

যুব। অ্যা—ও—অ্যা—ও।

ভজন। ও বলছে আমি পায়ে প'ড়ে ম'রব; তবে
তুই ওকে বল।

যুব। (ইঙ্গিত করণ)

ভজন। ও বলছে।

মুকুল। ও কি বলছে, আমি বৃকতে পারছি! ও
বলছে “প্রাণেশ্বর, আমার প্রাণ রাখ”, ছি:
ছি:। ভালবাসায় এত বিড়ম্বনা! এ স্নেহে
এত বিবাদ! হায়, হায়, যে জেনেছে সে
জেনেছে।

তার। দৈব ধর দৈব ধর প্রাণ, কেন চাও

কঠিন হৃদয় ভেদিবারে, বার বার

ক'র না আঘাত—একি বুঝি ভঙ্গ হয়

পণ। মন বাঁধিতে না পারি, প্রাণেশ্বর

মম নহে ভ্রম, আ রে আ রে মুঢ় মন

কি কুহকে হতেছ চঞ্চল? এ কেমন

বাসনা তোমার, কেন রাজার কুমার

বনবাসী হবে তোর তরে? কেন ভাণ

করি বেশ ধরি আসিবে বিপিনে, সুধা

আকিঞ্চন ত্রিভুবন করে নিরন্তর,

সুধা কার করে আকিঞ্চন? আরে মন

আশার ছলনে কেন হও জাগাতন?

[তারার প্রস্থান।

ল। তুমি কোথায় বাবে? (ইঙ্গিতকরণ)

।। অ্যা—ও—অ্যা—ও।

ল। ওর কাছে বাবে? চল ভোমার নিয়ে যাই।

[সুবরাজ ও মুকুণ্ডের প্রস্থান।

জন। যা তেবেছি তাই, এরেরও পরীতে উদাত্ত করলে। একটু আগে গিরেই ডানা বার ক'রবে আর উড়িয়ে নিয়ে বাবে; আমার তো এশ বাবেই, রাজাই মারুক আর পরীতেই মারুক। হায়! হায়! সুবরাজ আর রাজকুমারীর দশা কি হবে? পেছ পেছ বাব,—যাই, যা থাকে কপালে।

[ভজনরামের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্তাক।

— :: —

মঠের অভ্যন্তর।

(বরুণচাঁদ)

কণ। আজ নেশাটি বেশ ভরপুর জমেছে। এখন একখানি ছাপরখাট আর দেড়ছটাক ওজনের এক মেয়েমাছুষ পাশে ব'সে বাতাস করে, তাহলেই এপাশ ওপাশ করে, ঝিমুই। লোকে বলে হেথা বৈষ্ণবস্তির বাস; সে একরকম হলো ভাল, ভরে কেউ ঘেদবে না। আচ্ছা, সরাসী ব্যাটারা কি বৈষ্ণবস্তির বাচ্ছা—ওরা তো আসা যাওয়া করে দেখেছি, থাকি পড়ে এক পাশে, তেমন দানাদার ভূত থাকে,—এক ছিলেম তামাক সেজে এনে দেয়; তা ম'রবে বস্ত ব্যাটা হাবাতে—কদর বুঝবে কি বল? একটু ভূতুড়ে ধাত হওয়া মন নয়, হলো দোকান থেকে আকি তালটা ওড়ালেম—স্কীরের বাটাটে সরালেম, ঐ যে কে নড়ছে চড়ছে, একটু আড় হ'য়ে পড়ি।

(মন্ত্রী ও অচ্যুতানন্দের প্রবেশ)

মন্ত্রী। অদ্যুত রহস্য কথা! কহ যোগিবর বীরসেন নৃপতির নন্দিনী নন্দন।—

কোথা নৃশমণি কহ বিবরণ শুনি;

কোথায় হুখিনী রাণী অহল্যাসুন্দরী?

অদ্যুত। বিবিসি-কলকাতা করিয়া অর্পণ কাশীনাথে দিবস দুইদিন, পরে তুমি বরুণ-কাকী, তুমি কপুমায়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র দিবসরহ বরুণ।

মন্ত্রী। কোথা বৈদ্য

বিল সম্রাটের?

অচ্যুত। তাঁর অঙ্গিল প্রত্যয় মম প্রিয় শিষ্যের বচনে, অদ্যুতাপ অঙ্গিল স্বরবে, আমি নানা দেশ, শেষ উপনীত সম্রাটেরে আছেন গোপনে—
কহিলাম ভোমারে এ কেহ নাহি জানে।

মন্ত্রী। তুমিরাহি জ্যেষ্ঠপুত্র বাতুল অজ্ঞান, নহে ত উচিত তাঁরে

কুমারী প্রদান।

অচ্যুত। প্রেমে বিকসিত হর কুসিত জদয়, হৃদাকর-করে বধা কুমুদী মোদিনী, শুভকর্ণে দরশন রাজপুত্রী সনে, মনোহর হৃদির শর কুল পরাসনে। বিক্সিল যুগল হৃদি হানি পঞ্চশর, কোমলবন্ধনে রতি বাঁধিল অন্তর। প্রেমশলী উদিল তিমির হ'ল নাশ, সৌরভে গোরবে হৃদি হইল বিকাশ।

মন্ত্রী। কি কেতু নিবার প্রেতু কহিতে রাজার, বীরসেন পুত্রে রাজা দিবে তনয়ার। আনন্দে হইবে ভোর, বাহা পূর্ব হবে, নাচিবে কেরলীগুরী আনন্দ-উৎসবে।

অচ্যুত। শুভকর্ণ বদবধি না হবে উজ্জয়, তদবধি পরিণয় ইচ্ছা মম নয়। পাণ্ডুরানা রাজরাণী আছেন ধোয়ার, প্রকাশ হইলে পাছে অনর্থ ঘটায়। রহ স্থির, দেবকায়া দেবতা সাধিবে, শুভকর্ণে শুভকল অবস্ত কলিবে। সহজে পাইলে রত্ন না হয় আদর, পরীক্ষা করিয়া লব, প্রেমিক-অন্তর। অনল-উত্তাপে হয় উজ্জল কাকিল, পরীক্ষা করিয়া প্রেম বুঝিবে ভেদন।

মন্ত্রী। কোথায় অহল্যা দেবী কহ মহাপর?

অচ্যুত। আছেন গোপনে মম শিষ্যের আলয়। নরনারী সীত্রে মম হয়েছিল রাণী, তাগজকবে জল হইতে তুলিল পাটুনি।

আচরে মিলন হবে নাহি কখন।
বাঁধা নাহি জানে তারি মন।

বরুণ। কে হে, বাবা, যাক যাক করে নেশা ছুটিয়ে
দিলে ? একটু কাঁকার দিবে আগাপচারী কর না
বাবা ?

অচ্যুত। কে তুমি ?

বরুণ। আমি বেহুদন্তির শাকী, বেহুগাহ থেকে
গড়িয়ে প'ড়েছি।

মন্ত্রী। এ যে পরিচিত স্বর—আপনি কি মহারাজা
কিত্তির ?

বরুণ। আগে ছিলুম বটে, এখন অপঘাতে তুত
হয়েছি বাবা।

:(রক্ষা ও ভজনরামের প্রবেশ)

ভজন। দাঁড়া শালা, ভোরে দানো পাওয়াচ্ছি।

বরুণ। কেন মণি, তুমি তো সুখিমান দানো এসে
হাজির হ'রেছ ; আর কেন দানোর গাদি
লাগাও ?

ভজন। তবে রে পাঁজি, তুমি পরী হয়েছ ?

বরুণ। মিছে জুলুম কেন মণি ? সে কলেবর তো
বোললেছি ঠ্যাং ধর না মণি—ঠ্যাং ধর না মণি,
—ঠ্যাং ধরলে ব্যাঙে পার।

মন্ত্রী। ভজনরাম, হির হও। কি হে, তুমি বহুরূপী
নাকি ? কখন মহারাজ কিত্তির, কখন পরী,
কখন বেহুদন্তি।

বরুণ। আমি একরূপ আফিংখোর, তোমরা তো
পাঁচজনেই বহুরূপী ক'রলে বাবা।

ভজন। তোর বাড়টা ভেঙ্গে দিতে পারি তো রাগ
যায়।

বরুণ। গায়ের রাগ গারে মার মণি, বাড় ধরলে পরী
হ'য়ে উড়ে যাব।

ভজন। এই তোমার গুড়াই।

বরুণ। কেন মিছে কষ্ট করবে মণি, ডানা বাধা
প'ড়ে আছি।

মন্ত্রী। মহারাজ কিত্তির, তবে কি গাধার্ক-বিবাহটা
ক'রবেন।

বরুণ। না বাবা, যে আড়খতকাটা রাজকুমারী
ছেড়ে দিয়েছে, তাতেই খুলী আছি।

ভজন। বেহারা পাখী!

বরুণ। রাজী মণি রাজী!

ভজন। দাঁড়াও, তোমায় শেখাচ্ছি।

বরুণ। পাঠশালা তো সায় ক'রেছি মণি, আবার
কেন নতুন ক'রে হাতে খড়ি ?

অচ্যুত। তুমি কে ?

বরুণ। রকম রকম তো পরিচয় শুনলে বাবা, এক
রকম ধ'রে নাও না।

অচ্যুত। মহাশয়! ইনিই কি কিত্তির সেজে-
ছিলেন ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ।

অচ্যুত। আমার অনুরোধ, একে কিছু বলবেন না ;
আমার একে বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মন্ত্রী। আপনি অনুরোধ কচ্ছেন, এতে আমার কি
কথা আছে।

অচ্যুত। তোমার নাম কি ?

বরুণ। চট ক'রে বলতে পারবো না ; হালি কি
বকেয়া বলুন ?

অচ্যুত। তোমায় কি বলে ডাকব ?

বরুণ। সে বচাশয়ের রূপা, মহারাজ ব'লতে পারেন
—পরীর ব'চ্ছা ব'লতে পারেন, বেহুদন্তি ব'লতে
পারেন,—আর যদি আফিংখোর বলে ত্যাগ
ক'রে যান তো হুশো ধন্যবাদ।

অচ্যুত। তুমি আমার সঙ্গে এস, একটা কথা আছে।

বরুণ। বড় নেশাই জমেছে, আর উঠতে পাচ্ছি নে,
কাছে গুয়ে ছুটে। কথা কয়ে প্রাণ জুড়িয়ে যাও
না বাবা!

ভজন। তবে রে বেটা পাঞ্জী!

বরুণ। আবার রোখাকবী কেন মণি! মোলাম
আগাপচারী হ'চ্ছে, একটু আড়ি পেতে শুনে
যাও না।

অচ্যুত। তুমি উঠে এস।

বরুণ। আচ্ছা বাবা যাচ্ছি, দেখুন যোগিরাজ! কিচ-
কিচিতে নেশাটা ছুটে গ্যাছে, যদি একটু প্রসাদি!
আফিং থাকে তো দেবেন।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্তাঙ্ক।

—:~:—

লতাকুঞ্জ।

(মন্ত্রী ও অচ্যুতানন্দ)

মন্ত্রী। যোগিরাজ! কি পরীক্ষা করবেন।
অচ্যুত। বার্থ-বিসর্জন কেন প্রেমের লক্ষণ।
পরম্পরে সুখী যেই প্রেমিক সে জন।
কামগন্ধহীন যে পবিত্র ভালবাসা,—
ভালবাসে, কিন্তু যেহে বিসর্জন আশা!—
স্বর্গীর সে প্রেম! তার তুলনা কি হয়?
হেন প্রেমিকের স্পর্শে ধরা প্রেমময়।
কামের ছলনা—কিবা পবিত্র প্রণয়,—
পরীক্ষা করিয়া তার লব পরিচয়।
চল দৌড়ে অন্তরালে করি অবস্থান,
প্রেমলীলা রঙ্গভূমি হের বিস্তারন।

[উভয়ের অন্তরালে অবস্থান।

(মুঞ্জরা ও চামেলীর প্রবেশ)

চামেলী। হের কুঞ্জবন, জুড়াবে নয়ন,
বিমোহিত মন গাইছে পাখী।

মরম গাধার, প্রেমের কথায়,
নবীন লতার আদরে শাখী।

মুহু মুহু বার, হৃদয় মাতায়,
পুলকিত কায় চমকে কলি।

চলিয়ে চলিয়ে, সোহাগে গলিয়ে,
বদন তুলিয়ে ডাকিছে অলি।

মুঞ্জরা। হেরি কুঞ্জবন, কীদে মম মন,
কোথা প্রাণধন রছিল মম?

সার লীর্থ হাস, ফুরাইল আশ,
বুধা অভিলষি বিফল প্রম।

দেখ সারী শুকে, বসে মুখে মুখে,
মন-মুখে কত সোহাগ করে।

গেল অহুরাগ, বাড়ে লো বিরাগ,
ভরিবে লোভাগ নয়ন করে।

হের ঢলি ঢলি, ফুলে ঢলে আল,
ওঠে প্রাণ অলি সহিতে নারি।

হৃদয়ের সার, কোথায় আমার,
বিনা প্রাণধার মরে লো নারী।

মরি মরি মরি, কি করি কি করি,
কিসে প্রাণ ধরি বল না সই,

সে বিনা বিহ্বলা, আমি লো অবলা,
এ দারুণ আলা কেমনে সই?

চামেলী। সখি, তুমি কেঁদে কেঁদে কেন সারা হও?
বার উপার নাই, তার জন্তে কেঁদে ফল কি?

মুঞ্জরা। সখি, যদি উপার নাই ব'লে মন বুঝত,
তা হলে পৃথিবীতে হৃদয় নাই ব'লে হত।

আমি কাঁদব না ভো কাঁদবে কে? আমি তোমার
মজাধেন—রাখকুলে কালী দিলেম, না জানি

অদৃষ্টে আরও কি ঘটে। সখি, সে যদি মুখে
আছে এ সংবাদও পাই, তা হ'লেও কতক মন

বাঁধতে পারি। তুমি কি বুঝ না, এ উপবন
আমাদের কারাগার। যোগিরাজের প্রবোধবাক্যে

এখনও আমাদের প্রাণ আছে; কিন্তু কাল যখন
মহারাজ আমার অন্ত বরে মালা দিতে ব'লবেন

তখনি কেন আমাদের প্রাণবধ হবে। তাই
তোমাকে বার বার অহুরোধ করছি, তুমি

যোগিরাজের কথা শুন—কোথাও চ'লে যাও
চামেলী। মুঞ্জরা, আমার প্রাণের কি এত আদর?

আমি তোমার বিপদ-সাগরে রেখে চলে যাব
তুমি কখন ভেব না, চামেলী এত সীন।

(মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)

মন্ত্রী। চামেলী, তুমি এ স্থান হ'তে এস, মহারাজের
আজ্ঞা, রাজকুমারী একা থাকবেন। তোমার
যেথা ইচ্ছা হয়, চ'লে যেতে পার।

চামেলী। মহাশয় রূপা করুন, আমার রাজকুমারী
কাছ থেকে যেতে ব'লবেন না। আমি এঁকে
একা রেখে কোথায় যাব?

মন্ত্রী। রাজাভী আমি লজ্বন করিতে পারি ন
তুমি এস।

চামেলী। সখি কি হবে?

মুঞ্জরা। যাও সখি, যাও। দেবদেব তোম
কল্যাণ করুন, ননোমত সান্নী নিয়ে সুখী হ
কখন অভাগিনী মুঞ্জরাকে মনে কর।

চামেলী। তা নির্দর বিধাতা অদৃষ্টে এত লিখিছিলে ?

কাফি সিকুড়া—বৎ।

বিধি কি গড়েছ পাশাপে,

এখনও রয়েছে দেহে নত ধিক্ পোড়া প্রাণে।

কেমনে ভুলিব জালা, যিনিনে বিধুরা বালা,

অকূলে আকূলা বালা,—

বিমলা বিজনবাসে শুকাইবে অভিমানে।

মন্ত্রী। এস, আর বিলম্ব ক'র না।

চামেলী। মুঞ্জরা! আর কি তোমার চাঁদমুখ দেখতে পাব না।

মন্ত্রী ও চামেলীর প্রস্থান।

মুঞ্জরা। আহা, প্রাণসখী আলা বই জানে না। আমি কত ভাববো, এ ভাষ-ভরসে কত গুঠানাবা করব ? এ জীবনভার কত দিনে বাবে ? হায়, আর তারে দেখতে পাব না। আমার প্রাণ যদি মলয় মারু-তের মত সর্বগামী হ'ত, একবার প্রাণনাথের কাছে যেতাম, যদি নয়ন ছুটি তারা হত, একবার প্রাণনাথকে দেখতেম ! যদি কুলের নৌরভের অঙ্গ হ'ত, তাঁর অঙ্গে থাকতেম।

(মুকুলের প্রবেশ)

আহা, নয়ন। দেখ দেখ। এ কি, তুমি হেথায় ? এখনি সর্বনাশ হবে, যাও—যাও—শীত্র যাও।

মুকুল। মুঞ্জরা আমার কেন বেতে বলছ ? আমি তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব ? আমি এই যোগি-রাজের শিষ্যের নিকট শুনলেম, তুমি বিপন্ন, রাজরোষে পতিত। আর আমি তোমায় ছেড়ে যাব না।

মুঞ্জরা। না না, হেথা থেকে না। তুমি জান না, চারিদিকে রাজদূত তোমার সন্ধানে ফিরছে, এখনি তোমায় দেখলে প্রাণবধ ক'রবে।

মুকুল। তুমি বনবাসে—তুমি কারাগারে—তুমি রাজকোশে পতিত। আমি প্রাণভরে পালাব ? তুমি জান না, মুহূ আমায় বদ্ধ। মুহূ ভিন্ন আমার মনের জালা যাবে না। যদি তোমার জন্তু প্রাণ যায়, আমার অতি দুঃখমুহূ। তুমি আমার কিস্তাসা ক'রেছিলে, আমি কে ? আমি তখন জানতেম না, আমার তখন স্মরণ ছিল না, কে জানে, আমি কি মোহে আচ্ছন্ন ছিলেম।

কিন্তু তোমার মুক্তি ধ্যান ক'রে, তোমায় হৃদয়ে ধ'রে, আমার সে তনুঃ দূর হ'য়েছে। আমার হৃদয়-পটে সকল কথা অঙ্কিত ছিল, অজ্ঞান অন্ধকারে আমি দেখতে পাই নি, তোমায় হৃদয়ে ধ'রে আমার হৃদয় আলোকময় ; সকলি দেখছি, সকলি স্মৃতিপথে উদয় হচ্ছে ; কিন্তু আক্ষেপ, সেই পূর্বস্মৃতি আমার বিষময় হলো।

মুঞ্জরা। তুমি যাও, আমার মিনতি রাখ, কেন আমার মহাপাপে মগ্ন কর ? যদি আমার ভাল-বাস, যদি কখন ভালবেসে থাক, শীত্র যাও, আর বিলম্ব ক'র না, আর ব্যথা দিও না। শীত্র যাও—শীত্র যাও।

মুকুল। মুঞ্জরা! আমি তোমার কাছ থেকে চ'লে গিয়েছিলেম ব'লে—অভিমান ক'রেছ ? সে অভিমান ক'র না। আমি তোমার কাছে প্রাণ রেখে চ'লে গিয়েছিলেম ;—তোমার কল্যাণের জন্ত চ'লে গিয়েছিলেম। আমি বনবাসী, তুমি রাজকুমারী, আমার কাছে হুঃখ পাবে ব'লে চ'লে গিয়েছিলেম ; তুমি রাজরোষে দগু পাবে ব'লে চলে গিয়েছিলেম। প্রাণেশ্বর, আর অভিমান ক'র না, তুমি রাজকুমারী, আমার জন্তে সর্বস্ব অর্পণ ক'রেছ, আমি বনবাসী,—আমার কিছুই নাই, তোমার জন্তে প্রাণ দিতে এসেছি, ব্যথা দিও না।

মুঞ্জরা। তুমি কেন আপনি মজাবে, তুমি কেন আমার মজাবে, এখনও যাও—এখনও যাও—আমার মিনতি রাখ।

মুকুল। তোমাকে মজাতে আর কি বাকী রেখেছি মুঞ্জরা ? তোমায় মজিয়েছি, আমার ম'জতে কেন মানা কর ? আমি তোমার পিতার কাছে বলব—আমি কুহবী, তোমাকে যাদু ক'রে ভুলিয়ে এনেছি। আমি তাঁর পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রব, তোমায় তিনি মার্জনা ক'রবেন।

মুঞ্জরা। আমার পিতাকে তুমি জান না ; তিনি মেহ-ময়, কিন্তু ক্রোধে অনলস্বরূপ ; আমি তাঁর বাক্য অবহেলা ক'রেছি, তিনি কখনই মার্জনা ক'রবেন না। তুমি প্রাণ দিলে আমার প্রাণ রক্ষা হবে না, তবে তুমি কেন প্রাণ দাও ?

মুকুল। যদি তাই হয়, হৃদয়ে একত্রে প্রাণ দেব। এ হুঃখের সংসার, আমাদের প্রাণের স্থান

নয়,—এ পবিত্র প্রণয়ের স্থান নয়। আমি এখন পাগল নই, আমি সকল বুঝছি, এ প্রণয়ের অস্ত্র সুখদাম আছে—সেই সুখদামে আমরা যাব; আর আমার নিবেদন ক'র না। মুঞ্জরা। তুমি কি আমার ভালবাসা পরীক্ষা ক'রছ? তুমি কি আমার সুখে মরতে দেবে না তাই এসেছ? কেন আর আমার পতিব্রতিনী কর? তুমি যাও—যাও—যাও—তোমার আমি ভালবাসি না; তুমি যাও—তোমার কি বলবে যাবে। এখনও রয়েছে—এখনও রয়েছে?

মুকুল। মুঞ্জরা! আমার প্রাণের রক্তকে ত্যাগ করে আমি কোথায় যাব? আমার হৃদয় কপটতা-শূন্য, তা ত তুমি মনে মনে জান। আমি তোমার অকপটে ভালবাসি, সে ভালবাসার প্রাণদান ভিন্ন পরিণাম নাই। আমি তোমার মিনতি ক'রছি, আর আমার মানা কর না। তুমি কথায় বলছ আমার ভালবাসা না কিন্তু তোমার মুখে ভালবাসা উল্লে পড়ছে, আমি তোমার ভালবাসা-মাগরে ডুবে আছি, কথা শুনব কেমন ক'রে?

(স্বব্রাজ চন্দ্রধ্বজের প্রবেশ)

যুব। পালাও—পালাও—শীঘ্র পালাও!

মুকুল। এ কি? তুমি মুক নও। তোমার বাক-শক্তি আছে?

যুব। কথার সাবকাশ নাই, এই পরিচ্ছদ পরিধান কর, শীঘ্র পালাও—শীঘ্র পালাও!

মুকুল। তাই, তুমি যে হও, তোমার হৃৎখে তোমার সঙ্গে আমি কেঁদেছি। তুমি আমার হৃৎখে হৃৎখিত হও, আমি প্রাণ দিতে এসেছি, পালাব কেন? তুমি প্রেম শিখেছ—প্রাণ দিতে কি শিখনি? (রক্ষীর সহিত মন্ত্রী প্রবেশ)

মন্ত্রী। তুমি কে?

মুকুল। তোমার পরিচয় দেওয়া আমার প্রয়োজন নাই, তোমার প্রয়োজন কি বল?

মন্ত্রী। তুমি কি সাহসে রাজকুমারীর কাছে এসেছ?

মুকুল। যদি অপরাধ করে থাকি দণ্ড দাও।

মন্ত্রী। রাক্ষ, ওকে বন্ধন ক'রে বধ্যভূমিতে নিয়ে চল।

মুকুল। আমার দেহে প্রাণ থাকতে বন্ধ ক'রবে এ আকাজকা ক'র না। এইখানেই আমাকে বধ

কর। আমার প্রাণপ্রিয়াকে দেখতে দেখতে প্রাণত্যাগ করি, আমার বন্ধ করবার চেষ্টা কর না, অকার্যকর। ওকণ্ডিল নরহত্যার ভাগি হবে! তুমি জান না আমি ক্ষত্রিয়-পুত্র, আমার বাহুতে হস্তীর বল, জীবন থাকতে বন্ধ হব না। কিন্তু আমার প্রাণবধ যদি তোমার আকাজকা হয়, আমার বধ কর, আমি অঙ্গুলি সঞ্চালন করব না।

মন্ত্রী। যদি তুমি বর্ধাৰ্ষ ক্ষত্রিয় সন্তান হও, তোমার কি এই আচার? তুমি রাজকুলে কলম অর্পণ কর,—অবলা রাজকুমারীকে ভুলিয়ে বনবাসী কর—এই কি তোমার ক্ষত্রিয়-গৌরব?

মুকুল। তুমি বুধা লাজনা আমার দিও না; আমি না কেনে ভালবেসেছি, এই আমার অপরাধ। কপট সংসার—অকপট ভালবাসার স্থান নয়—এ আমি জানিভেদ না, এই আমার অপরাধ আমি অহুলনা দেবীমুক্তি হৃদয়ে স্থান দিয়েছি,—এই আমার অপরাধ, এ বাতীত অস্ত্র অপরাধ অপরাধী মহি।

মন্ত্রী। তুমি কি জান না, রাজকুমারীর সহিত তোমার অবহার কত প্রভেদ? তুমি বামন চারে চত্ব সুখার আকাজকা কর?

মুকুল। আরে হীন রাজদাস! চন্দ্রবুধা আমার আমিই চন্দ্রবুধার উপমুকুল! কিন্তু এ হী সংসারে চন্দ্রবুধার উপভোগ হয় না। হী বুদ্ধিতে আমার ভালবাসা উপশক্তি করতে পারে না। আরে মুক! তুমি কি বুঝিস না, চন্দ্রবুধা চকোর প্রয়াস করে, হীন প্রাণে কি চন্দ্রবুধার প্রয়াস হয়? তোমার সহিত বুধা বাক্য ব্যয়ের আমার প্রয়োজন নাই; আমার প্রাণ বধ কর। কিন্তু একটী মিনতি, মহারাজের দর্শনে আমিই বলভেদ, আমার প্রাণ বধে ও উভয়ের দোষের প্রারম্ভিত হয়।

মন্ত্রী। রাক্ষ, ওকে নিয়ে এস, না আসে এই ঝড়ে উহার প্রাণ বধ কর। আমি রাজসভা আছি, এর মুক নিয়ে রাজসভার উপস্থিতি হও।

যুব। মুঞ্জরা—মুঞ্জরা, বিদ্রি, তর নাই। আমি প্রাণে তোমার পতিব্রত প্রাণ রক্ষা করব। রক্ষ তোমরা আমার জীবন?

রক্ষা। আজ্ঞে না।

বি। আমি যুবরাজ, রাজার অঙ্গপত্রিত্তে আমার আজ্ঞাই প্রবল। আমার অঙ্গপত্রিত্তে মুজরাকে আর এই যুবা পুরুষকে তোমরা রোধ ক'র না। আমার নিয়ে তোমরা রাজ সন্থীণে উপস্থিত কর। যাও, মুজরা তোমার প্রাণপত্রিত্তে নিয়ে যাও। যাও যুবা, পত্নীকে নিয়ে যাও। সত্বর হও—তোমার পত্নীর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সত্বর হও, দূরদেশে পলায়ন কর। ভালবেসে যদি অপরাধী হয়ে থাক, সে অপরাধ আমি মস্তকে নেব।

(অচ্যুতানন্দ ও চামেলীর প্রবেশ)

অচ্যুত। যুবরাজ! রাজদ্রোহী হবার প্রয়োজন নাই। মুজরা আর এই যুবার প্রাণের কল্ল তুমি ব্যাকুল হও না। রক্ষি, রাজ-আজ্ঞা মেনে, এই যুবা পুরুষ ও রাজকুমারী রাজ আজ্ঞার আমার আশ্রয়ে থাকবে, তোমরা প্রস্থান কর।

রক্ষী। হে আজ্ঞা যোগিবর। রাজ-আজ্ঞা আমাদের দিন।

অচ্যুত। এই নাও।

[রক্ষিগণের প্রস্থান।]

চামেলী, তুমি রাজকুমারীকে ল'য়ে যাও।

[মুজরা ও চামেলীর প্রস্থান।]

মুকুল। বাবা! রাজকুমারীর কোন আশঙ্কা নাই?

অচ্যুত। তুমি যদি না অব্যাহত হও, তা হ'লে কোন আশঙ্কা নাই।

মুকুল। প্রভু! আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

অচ্যুত। তা অপেক্ষা কঠিন কার্য্য কর্ত্তে হবে।

মুকুল। প্রভু, আজ করুন।

অচ্যুত। হস্তমুখে, মহারাজ বীরসেনের পুত্রকে যদি রাজকুমারীকে অর্পণ কর্ত্তে পার, বীরসেনের পুত্রের সহিত পরিণয়ের পর যদি রাজকুমারীর সহিত থাকতে স্বীকৃত হয়, তা হলে তার জীবন রক্ষা হবে।

মুকুল। প্রভু, এ কঠিন আজ্ঞা ক'রছেন।

অচ্যুত। এ আমার আজ্ঞা নয়—রাজ-আজ্ঞা। তুমি রাজকুমারীকে জুলিয়ে বনে এনেছিলে, প্রাণ দিলে তো সব ফুরিয়ে গেল, তা হ'লে তোমার অপরাধের শাস্তি কি হ'ল?

মুকুল। এতে রাজকুমারী সম্মত হবেন।

অচ্যুত। তুমি সম্মত হ'লেই রাজকুমারী সম্মত হবে।

মুকুল। প্রভু, অতি কঠিন আজ্ঞা, তথাপি আমি সম্মত।

অচ্যুত। তুমি মনে মনে ভাবত পরিণয়ের পর আত্মহত্যা ক'রবে, তা হবে না, তোমার স্বীকার পেতে হবে, তুমি যেছায়া রাজকুমারীর সঙ্গে থাকবে।

মুকুল। ০ঃ! কি কঠিন আজ্ঞা—কি কঠিন আজ্ঞা।

অচ্যুত। আমি তোমায় কিছু অত্যাচার করি না, তোমার ইচ্ছা। তুমি স্বাধীন, যদি চ'লে যেতে ইচ্ছা কর, অন্যায়সে চ'লে যেতে পার, কেউ তোমাকে প্রতিরোধ ক'রবে না। কিন্তু তাতে তুমি নিশ্চয় জেন, মুজরার প্রাণনাশ হবে। আর যেকোন বল-কেন্দ্র, সেকোন যদি স্বীকার পাও, মুজরা পরমস্থখে কালযাপন ক'রবে; তোমার বা অভিকচি তাই কর।

মুকুল। সরাসরি! আমার আর অভিকচি কি, যাতে মুজরা স্বাধী হয়, সেই আমার ইষ্ট, আমি আত্ম-ত্যাগে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কিন্তু প্রভু, জিজ্ঞাসা করি, আমি নিকটে থাকলে মুজরা কি সুখী হবে? তার অস্থখ বৃদ্ধি হবে, মুজরা আমার ভালবাসে।

অচ্যুত। মুজরা নিশ্চয় সুখী হবে, তার মন আমি বিশেষ জানি, সে বারে ভালবাসে, তারেও আমি জানি, তুমি সম্মত বা অসম্মত, এই আমার জান-বার ইচ্ছা।

মুকুল। আমি সম্পূর্ণ সম্মত। (স্বগত) মন! আর কেন চঞ্চল হও, যদি মুজরা সুখী হয়, তোমার অস্থখ কি? অনেক সহ্য করেছ, এতে কেন ভয় পাও? জীবন চিরস্থায়ী নয়—এক দিন গাবে, তোমার দুঃখের অবসান হবে।

অচ্যুত। সমরাস্তরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হবে, এখন আমি চল্লম, তুমি এই দেবাঙ্গনে থেক।

[অচ্যুতানন্দের প্রস্থান।]

যুবা। হে মহাত্মা যুবা পুরুষ! তুমি কে? তুমি কি কোন ছদ্মবেশী দেবতা! আমার পরিচয় দাও, আমি তোমার দাস, আমি তোমার নিকট আত্ম-ত্যাগ শিক্ষা করব।

মুকুল। আমি গুন্ডেম, তুমি যুবরাজ, তোমার

আচারে বুঝলেম, তুমি পরম বন্ধু। আমার পরিচয়ে তুমি সুখী হবে না। আমি কোন অন্তর্দী ব্যক্তি, এই আমার পরিচয়। বুঝলি। আমি তোমার নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রয়ে-
গেলাম। তোমার জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি সেই বুক বালিকাকে ভালবাস ?

যুব। কথার কি জানাব ? তুমি প্রেমিক, আমার প্রাণ বোঝ। আমার হৃদয়ে সেই বালিকা ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই, তুমি তার কোন প্রিয় ব্যক্তি, এই নিমিত্ত তোমার জন্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম। আমি ভালবাসা কি, তা পূর্বে জানতাম না, কিন্তু যে দিন সেই বাক্‌হীন বালিকাকে প্রান্তরে দেখেলাম, আমার জ্ঞান হলো, ধরা স্বর্গ। সেই দিন নতুন নয়ন পেলেম, সকলই সুন্দর দেখেলাম। তুমি বিবেচনা করছ, আমি মুকের ভাণ্ড ক'রেছিলাম, তা নয়—আমার অপর উদ্দেশ্য ছিল, ইঞ্জিত ভিন্ন সে বোঝে না, আমি বাক্‌শক্তি ত্যাগ না করলে ইঞ্জিত শিখতে পারব না—আমার অন্তরের ভাব তাকে বোঝাতে পারব না, এই নিমিত্তই সঙ্কল্প ক'রেছিলাম যে, আমি আর এ জীবনে কথা কব না,—তোমার প্রাণ-রক্ষার জন্ত ব্যাকুল হ'য়ে কথা করেছি; কিন্তু হায়, সে আমার প্রতি নির্দয়। কিন্তুপে জীবন বিসর্জন দেব—সেই চিন্তা করছিলাম, তোমার বিপদে আমার হর্ষ হ'ল, ভাবলুম এই আমার পরম সুযোগ। তার প্রিয়জনের প্রাণরক্ষার প্রাণ-সমর্পণ ক'রব, এ অপেক্ষা এ সংসারে আমার আর কি সুখ আছে ? তাই বুঝেলাম তুমি বড় হৃৎখী; তাই রে, আমিও বড় হৃৎখী; আমি চলেম।

[যুবরাজের প্রস্থান।]

মুকুল। বুকি রোদনই হৃদয়ের উচ্চশ্রিকা। প্রেমের সার রোদন, তাই প্রেম পরম বন্ধ। সে আমার ভালবাসে না—এ কথা আমি প্রত্যয় ক'রব না, যোগী বল্লভ প্রত্যয় ক'রব না, স্বয়ং মৃদাদেব বল্লভ প্রত্যয় ক'রব না। সে ভালবাসে এই বিশ্বাসই আমার জীবন, এই বিশ্বাস আমার আশ্রয়, এই বিশ্বাস আমার পরম গতি। এ বিশ্বাস হারা হব না। বিড়ম্বনা। বিড়ম্বনার আমার ভয় কি ? পদে পদেই তো বিড়ম্বনা,—আজীবন

বিড়ম্বনা। তবে বিড়ম্বনার ভয় কি ? আমি কি অজীকার পালন করতে পারব ? জানি না, তার প্রাণরক্ষার জন্ত বীকার পেয়েছি—কতদূর পারব, তা জানি না। সে যখন আমার ব'ল্বে, প্রাণেশ্বর, তুমি আমার কার করে সমর্পণ ক'রহ। তুমি কি আমার বিচারিণী হ'তে বল ? আমি কি উত্তর ক'রব, আর কিছুই উত্তর নাই, তার গলা ধ'রে—“এস উত্তরে প্রাণত্যাগ করি।” ভেবে কি ক'রব। অকুল সাগর, কত ভাববো, ভাবনার শেষ নাই।

(তারার প্রবেশ)

তার। তুমি হেথায় কি ক'রছ ?

মুকুল। যোগিরাজ আমার হেথায় থাকতে বলে-
ছেন, তুমি এত নির্দয় কেন ? যে তোমা ভিন্ন জানে না, যার তুমি হৃদয়সর্কষ, যে তোমার পায় প্রাণ রাখতে এই দণ্ডে প্রস্তুত, তার প্রতি এত বিরূপ কেন ? তোমার কি এই ভালবাসা। তবে তুমি আমার ভালবাসা বোঝ কি ক'রে ? আমি যদি তুমি হ'তাম, তা হ'লে আমি তার গলা জড়িয়ে ব'লতাম, “আমি তোমার—আমি তোমার, জীবনে মরণে আমি তোমার।”

তার। তুমি এত নির্দয় কেন ? যে তোমা ভিন্ন জানে না, যে তোমার জন্তে সর্বত্যাগী, তারে তুমি ছেড়ে চলে গেলে, তুমি নির্দয় নও ?

মুকুল। না। আমি তারে ছেড়ে চ'লে গেছিলাম তার কল্যাণের জন্যে, বনবাসীর সঙ্গে থেকে সে হৃৎখ পাবে—তাই চ'লে গিয়েছিলাম। তুমি আমার নির্দয় বলছ, আমি হেথায় কেন এসেছি, তাই তোমার বলি; আমি শুনলেম, সে বিপন্ন, রাজসোয়ে দণ্ড পাবে, আমি তাই এসেছি, আমি তার জন্তে প্রাণ দিতে এসেছিলাম।

তার। কি সর্বনাশ !

মুকুল। তুমি ভয় পেও না, আমিও বিপদগ্রস্ত হ'য়ে ছিলাম—রক্তদূত আমার বন্দী ক'রেছিল; সে সময়ে আমার বিনিময়ে কে প্রাণ দিতে চেয়েছিল জান ; যারে তুমি স্থণা কর,—যারে তুমি পায়ে ঠেল—যার পানে তুমি ফিরে চাও না—সেই বাক্‌হীন যুবা আমার বিনিময়ে প্রাণ দিতে

এসেছিল! কেন জান?—সে প্রেমের চক্ষে দেখেছে, তুমি আমার ভালবাস, তুমি আমার মঙ্গল কামনা কর, তোমার জন্তে আমার রক্ষা করতে এসেছিল,—তোমার জন্তে সামান্য বনবাসীর সহায় হ'য়েছিল, তোমার জন্তে সে অগণ্য বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। সে তোমার ভালবাসে; যদি তোমার মনে সত্য ভালবাসা থাকে—তুমি তারে দাও। সে বর্খার ভালবাসার বোঁগা, আর তুমি নির্দিষ্ট হ'ও না?

তার। যে আমার ভালবাসে তারে ভালবাসা দেব,—এ হ'তে আর স্বর্গে অধিক সুখ কি আছে! কিন্তু সে সুখের আমি প্রার্থী নই! আমি কোন সুখের প্রার্থী নই; আমি তোমার জন্তে জননীকে মলিন দেখেছি, তোমার জন্তে মা আমার বনবাসিনী—রাজরাণী ভিখারিণী; সে সকল কথা আমার অঙ্গে স্তরে স্তরে অঙ্কিত আছে। তুমি কে—তুমি জান কি?

মুকুল। তুমি কি, আমি কি ছিলেম, তাই জিজ্ঞাসা করছ?—সে কথার সূচনা অশুশোচনা মাত্র, পূর্বকথা সকলি আমার হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কিত ছিল, অজ্ঞান-ভিমিরে ঢাকা ছিল, সে তম নাশ হয়েছে, এখন আমি সকল জেনেছি। সকল বুঝেছি, কিন্তু জেনে আর উপায় নাই, জেনে আর নেদিন কিরবে না, বা হবার নয়—বা হবে না—আর তার বুঝা আন্দোলন কেন? আমি যোগিরাজের নিকট গুনেছি, মা আমার সুখে আছেন, সেই ভালই ভাল, কিন্তু আমার তাঁরে দেখতেও সাধ নাই। আমার চুখের জীবন—চুখের কাজে জীবন কাটাও, সেই জন্ত প্রস্তুত হ'য়েছি। এক চিন্তা তুমি, তুমি যদি না নির্দিষ্ট হ'তে। তুমি যদি তারে ভালবাসতে, আমার সে চিন্তা দূর হতো; আমার জন্তে তুমি অসুখী, কিন্তু তার নিজে তুমি সুখী হ'তে পারতে।

তার। মুকুল, তুমি রাজকুমার।

মুকুল। আমার কেন, আমার সে কথার উল্লেখ কেন? এখন আমি আশ্রয়দান বনবাসী, বন আমার রাজ্য—আকাশ আমার চন্দ্রোৎপ—তরুলতা আমার প্রজা—পাখী আমার বৈগলিক, ভেবেছিলেম হৃদয়েরদীকে হৃদয়সনে স্থান দিয়ে তার ধানে থাকব, কিন্তু সে সুখেও

বিধাতা আমাকে বঞ্চিত ক'রেছেন, আমি দাস-পণে বদ্ধ হয়েছি।

তার। সে কি?

মুকুল। সে কথা তোমার বলব না, সে কথা বলবার নয়, আমার অন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে, তাই হোক, তুমি কেন শুনে যাতনা পাবে।

তার। কি হ'য়েছে, আমার বল?

মুকুল। সে কথা বলবার নয়—সে কথা বলব না!

তুমি অহরোধ ক'র না; যদি অহরোধ কর, তোমার সঙ্গে দেখা ক'রব না; এই মাত্র জেনে যে, আমি তারে ভালবেসে অপরাধী হয়েছি। এ পাপ-সংসারে আমার মত ব্যক্তির ভালবাসার অপেক্ষা অপরাধ নাই। আমি চল্লেম, যোগিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করতে হবে। কিন্তু তোমার আমি মিনতি করছি, যদি পার, সে তোমার ভালবাসে, তারে ভালবাস দিও। আমি তোমার অভিভাবক, আমি তোমার বলছি, সে ভালবাসার বর্খার পাড়।

তার। মুকুল! তুমি মিছে অহরোধ করছ; যদি সুদিন হয়, তবে ভালবাসব; যদি তোমার কখন সিংহাসনে দেখি, যদি চিরজুখিনী মার মুখে কখন হাসি দেখি—তখন ভালবাসার কথা—তখন ভালবাসার প্রসঙ্গ, তা না হ'লে আমিও বনবাসিনী, আমার ভালবাসা কি? তুমি অতি দুঃখী—আমি তোমার দুঃখিনী ভগ্নী! আমি তোমার জন্ত বাক্য ত্যাগ করেছি, তোমার জন্তে সকল ত্যাগ ক'রব; প্রাণের সুসার ভালবাসা ত্যাগ ক'রব। তুমি আমার কাকে ভালবাসতে বলছ? আমি যাকে ভালবাসি, সে আমার হবার নয়!

মুকুল। আর যদি তোমার সে হয়?

তার। হয় হোক, আমিও পণে বদ্ধ, আমি তো স্বাধীন নয়? তোমার যদি রাজসিংহাসনে দেখি, তাহা হ'লেই আমি আমার স্বাধীন।

মুকুল। দ্রাশা কেন কর দিদি?

তার। হোক দ্রাশা, তবু আশা—দ্রাশা ই আমার জীবন, সে আশা আমি কখন পার ত্যাগ ক'রব না।

মুকুল। তুমি পাগল।

[মুকুলের প্রস্থান]

(ভজনরাম ও বরুণচাঁদের সন্বেশ)

ভজন। (জনান্তিকে) সত্যি বরুণ, তুই বোবা ভাল ক'বুতে পারিস?

বরুণ। আমি কি মিছে কথার মানুষ মণি, এক তুড়িতে অ'গা করবে, হ' তুড়িতে ডুক্রে কেঁবে উঠবে—তিন তুড়িতে সাক!

ভজন। দেখ, তুই যদি ভাল ক'বুতে পারিস, সুবরাজ তোরে যা ব'লবি তাই দেয়।

বরুণ। তুমি মণি, চৌচামিচি করল মস্তর খুলবে না; আমি যেমন যেমন বলি, তুমি সার দিয়ে যাও, দেখ মস্তরের গুণ আছে কি না।

ভজন। সার দেব কি রে?

বরুণ। সাপের রোজা যখন বিষ খাড়ে, তখন কুগীকে নাই নাই কর্তে হয়, এ বোবা কুগী তো তা পারবে না, তাই তোমার সে কাজ ক'বুতে হবে, তবে মস্তর খাড়ি দেখ মণি, এক কুয়ে তুলে আনি। ভজনরাম! তোমাদের মহারাজের কি অত্যাচার, উপযুক্ত ব্যাটাকে কাটতে হুকুম দিলে।

ভজন। সে কি রে, কাটতে হুকুম দিলে কি?

বরুণ। না বাবা, রাজপুরের কথা পাঁচকাণ ক'ব না, ঐ ছুঁড়ীতে দাঁড়িয়ে শুনেছ।

ভজন। বল—বল, ও বোবা, শুন্তে পার না, সুবরাজকে কাটতে হুকুম দিলে কি?

বরুণ। (জনান্তিকে) চেপে যাও না! মস্তরের চোট দেখেছ? উঠে দাঁড়িয়েছে। (প্রকাশে) না তাই! কে কোথায় আনাচে কানাচে শুন্তে।

ভজন। কে আছে, তা শুন্তে, তুই বল! তবে যে শুন্তলম, বোঁগিবরের অহুরোধে মার্কনা করেছেন।

বরুণ। হ', রাজা-রাজদার রাগ আর গোঁধরো সাপের বিষ, ও শীগগির না'বে না। আমি সুবরাজের মুখেই শুন্তলম। (জনান্তিকে) দেখছ, জিবের আড় ভেঙ্গে আনছে।

ভজন। সে কি, সে কি?

বরুণ। এতক্ষণ কেটেছে কি রেখেছে। (জনান্তিকে) দেখ মণি, মস্তর হাড়ে হাড়ে সঁহুছে।

ভজন। কোন্ সুবরাজ?

বরুণ। না তাই! রাজার বাড়ীর কথা আর আমার বলার দরকার নাই। (জনান্তিকে)

কথার আগে খেঁচুনী শরৎছে, বুলি কুটলো ব'লে, আমার ভেমন মস্তর নয়।

তারা। (ইঙ্গিত করিয়া মিনতি করণ)

ভজন। সত্যি ভোকে সুবরাজ ব'লেছে?

বরুণ। না তাই, আর আমার সে কথার কাজ নাই (জনান্তিকে) এই দেখছ মণি! কাণ কুটেছে, আর একটুতেই বোল হুটবে!

ভজন। হাঁ রে সত্যি?

বরুণ। সত্যি না তো মিছে?

ভজন। সুবরাজ তোরে ব'লেছে? তার মিছে কথা।

বরুণ। সুবরাজ আমার বলেন নি, একটা বোবা ছোঁড়াকে বলেছেন, তার ঠেঁয়েই আমি খবর পেলেম। (জনান্তিকে) নজরা দিও—নজরা দিও! মস্তরের কদর বোধ,—গাঁটে গাঁটে মস্তর খ'রেছে।

ভজন। সে কি রে? বোবার ঠেঁয়ে খবর পেলি কি?

বরুণ। খবরের অর্থ আছে; কি জানি?—সুবরাজ কোন এক ছুঁড়ীকে ভালবাসেন; সে বোবা ছোঁড়া ছুঁড়ীকে চেনে, সে বোবা ছোঁড়াকে ব'লে দিয়েছে যে, সে যদি সে ছুঁড়ীর দেখা পায় তাকে বেন বলে, একবার সুবরাজের সঙ্গে দেখ করে, শেখ দেখা একবার দেখে যায়। জনান্তিকে) এই দেখ মণি। মস্তর বুক দে ঠেলে মুখে উঠছে।

ভজন। বোবাকে কি ক'রে ব'ললে?

বরুণ। আরে, এ আর বুঝতে পাচ্ছ না, চিঠি লিখে দিয়েছে। লাগু তেলকী লাগু—মদন রাজার নানীর দিগ্গিলাগু।

ভজন। সুবরাজ এখন কোথায়?

বরুণ। সে কথাটা তাই আমি গলা কেটে ফেললে ব'লবে না। (জনান্তিকে) দেখছ রগড়—বোঁ ফোটে ফোটে হ'য়েছে, চল তাই বাই।

তারা। বল—বল—সুবরাজ কোথায়?

বরুণ। হুড়ি থাক,—মদন রাজার পাঁচ শরকে!

(সুবরাজের প্রবেশ)

এই শোন ঠাকুরণ! কুগীর মুখে রোগ বা' হোক! আসল থাকতে নকল কেন?

তারা। কই, কই—সুবরাজ কি পত্র দিয়েছেন, দাঁও

যুব! অঁা, তুমি বোবা নও ?

তারা। না, যুবরাজ কি পত্র দিয়েছেন, দাঁও।

যুব। তিনি পত্র দেন নাই, মুখে ব'লে দিয়েছেন।

তারা। কি ব'লেছেন! যুবরাজ কোথায়? বল—
দীপ্ত বল!

যুব। প্রাণেশ্বর! যুবরাজ তোমার পদতলে।

তারা। ছিঃ ছিঃ! কি ক'ব্লেম?

(প্রস্থানোক্ততা।)

যুব। কোথায় যাও—কোথায় যাও, একটা কথা
কও! বল আমার কোথায় স্থান—স্বর্গে না
নরকে? আমার কি পায়ে রাখবে না?

তারা। যুবরাজ, আমার ভুলে যান, আমি পণে বদ্ধ,
আমি নিরুপায়!

যুব। তুমি কি আমার ভালবাস না?

তারা। না।

যুব। তোমার কথা আমি শুনব না,—তোমার কথা
আমি বিশ্বাস ক'রব না; চণ, তুমি কোথায় যাবে
আমার প্রাণপ্রিয়াকে ছেড়ে আমি থাকব না।

[উভয়ের প্রস্থান।]

বরুণ। দেখলে মণি! মস্তুরের বহর দেখলে?
হুঁহুটো বোবার বোল হুটে গেল।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্তাঙ্ক।

—:—

শিবালয়ের এক অংশ।

(যুবরাজ চন্দ্রকল ও চামেলী)

যুব। চামেলী, তারা কি আমার সত্যি ভালবাসে?

চামেলী। না।

যুব। ভালবাসে না?

চামেলী। এই যে হুশো বার বল্লম, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাল-
বাসে, তুমি শোন কই?

যুব। যদি ভালবাসে তো কথা কয় না কেন?

চামেলী। তুমি জান না দাদা, ও বড় শক্ত মেয়ে, তা
নইলে কথা না ক'য়ে থাকতে পারে। আমি যদি
একদণ্ড কথা না কই, তো পেট ফেঁপে ওঠে, ও
যেমন চতুরা, ওকে আজ একটু শেখাব। তুমি
এইখানে চুপ ক'রে বস, খবরদার কথা ক'ও না।

যুব। চুপ ক'রে বসব কি রে?

চামেলী। তামাসা দেখ না, তুমি চুপ ক'রে ব'স না,
মজা দেখাচ্ছি (স্বগত) বেশ মজা হবে, সন্ধ্যার
সময় দাদাকে চিন্তে পারবে না। (প্রকাশ্যে)
দাদা, তুমি চুপ ক'রে ব'স, ঐ আসছে, কথা
ক'ও না।

যুব। কেন রে?

চামেলী। চুপ কর, চুপ কর, ঐ এলো বলে।

(চামেলীর লুকায়িত হওন)

যুব। (স্বগত) আমার ভালবাসে, নিশ্চয় ভালবাসে,
তা না হ'লে আমার বিপদ শুনে কেন কাতর
হবে? অমন নরনের ভাব কখন দেখি নাই,
অমন মধুর স্বর কখন শুনি নাই।

যদি কোন কথা কয় নি বদন,

কত কি বলেছে আঁধি,

সে নীরব ভাষে তাসিরাছে প্রাণ,

ভুলেছ হৃদয় না কি।

চোখে চোখে কথা চোখে চোখে ব্যথা,

কতই ক'য়েছে বালা,

রে পাগল মন কেন নাহি বুঝ,

কেন রে বাড়িও জালা।

হ'লে চখে চখে ফিরাইত আঁধি

দেখিত সে পুন ফিরে,

নীরবে বসিত, নীরবে ভাবিত,

ভাসিত নয়ন-নীরে।

বিপদে পতিত শুনিয়া কামিনী,

ব্যাকুল হইল যবে

সামিলি রে বাদ, হ'ল না কি সাধ,

হৃদয়ে ধরিতে তবে

বুঝে কি বোঝ না লাঞ্জে করে মানা,

নারী প্রকাশিতে নায়ে

আরে রে পাগল বুঝিবি সকল,

হৃদয়ে ধরিলে তারে

(মুঞ্জরা ও তারার প্রবেশ)

মুঞ্জরা। হ্যাঁ লো, আমি কি মিথ্যে বলছি? চামেলী
ব'ললে, তুমি মান ক'রে ব'সে থেক, মুকুল এলে
কথা ক'ও না, আমি ব'ললেম, তা পারবো না,
এই রাগ ক'রে ব'সে আছে, এত সাধ্য-সাধনা
ক'রলেম, কিছুতেই উঠল না।

তার। দাঁড়াও আমি মান ভাঙছি। (বুবরাজের
নিকট তারার গমন)

[মুঞ্জরার প্রস্থান।

ওলো ও নাগরী প্রাণে মরি,

চাও না ফিরে কও না কথা,
দেখ না ধীর সমীরে সোহাগ করে,

তরুর সনে নবীন লতা।

ফুলের রেণু গায় মেখে হার, সোহাগ
করে বনের পাখী,

ফুটেছে ফুলের কলি ওই ত বলি,
খোল ফুলের কলি আঁখি।

মানিনী মান কিসে তোরা, কেন রাখ
বদন ঢেকে,

ওন লো কুহবরে বারে বারে, মান
করে কোকিল ডেকে।

সারী শুকে মুখে মুখে গজনা দেয়
সোহাগ ক'রে,

হেরি লো মধুর হাসি, কদ্বিলাসী,
এস ব'স হৃদয়পরে।

দেখ লো দেখবে বলে, স্নেহের মিলন,
গগনে ঐ ফুটলো তারা,

ওলো তোরা মান কি এত, সইব কত,
হ'য়ে আছি প্রাণে সারা।

নাগরী সইতে নারি, পারে ধ্বি,
কথা না কও চাও না ফিরে,

ছাড় ছল, বদন তোল, মদন রাজার
মাথার কিরে।

চাও চাও কিরে চাও কথা না কও মাথা খাও।
একি—বুবরাজ বে!

বুব। কি বলছ বল। নইলে আবার আমি মান
ক'রব—কথা না কও, আমার এই ছড়াটি
শিখিয়ে দাও, তুমি মান ক'রে ব'স, আমি বলি,
কথা কইলে না—কথা কইলে না।" আচ্ছা,

দেখি তোমার কত হল; তবে আমি আবার
বোবা হ'রে, অ্যা—ও—অ্যা—ও—ক'বুব।

তার। মহাদেব, তুমি সাক্ষী, আমি হল জানিনে।
যে হল ক'রে আমার কাছে বোবা হবে, সে যেন
কত কথা কর, কত কথা কর! সে যেন না
বোবা হ'তে পারে, তার যেন আমার সঙ্গে কথা
না ফুরোর, সে যেন কথা কর, আর আমি মনের
সাথে শুনি।

বুব। মহাদেব তুমি সাক্ষী, আমি হল জানি না।
যে আমার মনে ক'রে হল ক'রে বলছে, সে
যেন আমার গলায় মালা দেয়।

তার। আমি কারকে মনে ক'রে বলি নি, যে
আমার মনে ক'রে ব'লছে, সে যেন দিনরাত্তির
চোখে চোখে থাকে।

বুব। আমি কারকে মনে ক'রে বলি নি। যে আমার
মনে ক'রে বলছে, সে যেন আমার ভালবাসে।

তার। যে ভালবাসি জেনে মিছে কথা বলছে, সে
যেন আমার ছেড়ে থাকতে না পারে।

বুব। যে আমার মনে ক'রে একশোবার ব'লছে,
তার গলায় আমি মালা দিই। (মালা দেওন)

তার। আমার যে স্বধু স্বধু মালা দিলে, আমি তার
গলায় মালা দিই।

বুব। আমি তবে তার মুখ চূষন করি।

তার। মুঞ্জরা আসছে।

(মুঞ্জরা ও চামেলীর প্রবেশ)

বুব। আমরা এদিকে লুকুই এস।

[উজ্জ্বল প্রস্থান।

মুঞ্জরা। ও যেমন চতুরা, তেমনি জব্ব হয়েছে।

চামেলী। জব্ব হ'য়েছে, হয়েছে! এখন তুমি মান
ক'রবে কি না, বল?

মুঞ্জরা। আমি যে মান জানি নে; তুই শিখিয়ে দে।

চামেলী। অত ঢং করিস্ নে লো, অত ঢং গায়ে
না। মান কি, তা জানে না। মান কি শেখাব
লা?—ধানিক মুখে কাগড় ঢেকে ব'সে থাকবি
—কথা কবি নে, আর কি?

মুঞ্জরা। ভালবেসে সই, জানি প্রাণ দিতে,

শিখিমি কখন' মান,

রবি হেরে খোলে নলিনী বয়ান, রহে

কি গো স্মরণ?

মান কি সজ্জনী, সাজে তার সনে,
 সে বিনে রহিতে নারি,
 বল না বল না, কেমনে সহি, ব্যাকুল
 নয়নে বারি ।
 আছি তারি ধ্যানে, তারি সনে কথা,
 মান ক'রে কিসে রব,
 পরিয়াছি ফাঁসী, মন দাসী তার, পারে
 ঠেলে—তবু চাব
 সাজে না সাজে না, সাজে না লো মান,
 মান দিছি সহি তারে,
 প্রাণ তারে চার, বাঁধা তার পায়, সাধের
 বাসনা হারে ।
 বহিলে পবন, চমকি অমনি, ভাবি
 প্রাণধন আসে,
 সঙ্গ তারি আশ, না মিটে শিয়াস,
 মন অভিলাষে ভাসে ।
 সে কথা কহিবে, রহিব নীরবে, বাঁপিব
 বদন বাসে,
 কে রবে নীরবে, বাঁপিয়ে বদন,
 মন রবে তারি পাশে ।
 সে কাঁদিলে কাঁদি, হাসি সে হাসিলে,
 সে আমি নহি ত আমি,
 জীবন ধোঁবন, প্রাণ মন কায়, সঁপিছি,
 সে মম স্বামী ।

চামেলী ।— (গীত)

লিঙ্গ খাখাজ—দাদরা ।

মান কি তোরে শেখাই সাধ ক'রে ।
 যে নারীর মানের আদর জানে,
 প্রাণ দিতে হয় তার করে ।
 যে জানে না লো মান, পদে পদে হয় সে অপমান,
 অধস্তনে ভাসে তার বদন—
 মান বিনে আর কি দিবে বল,
 রাখ'বি বেঁধে নাগরে ।
 মুঞ্জরা । চাহি না যতন, সঙ্গ চাহে মন,
 রাখিতে যতনে তারে,
 দিলায়েছি প্রাণ, ভালাইয়ে মান,
 নয়ন-নীরদ-ধারে ।

কই কই সহি, কই আমি কই
 সে ছাড়া আমি তো নয়,
 মান অভিমান, সকলি সমান, অপমানে
 কিবা তর ?
 হৃদয়ের আলো, তারি ভাল ভাল,
 তার আদরে আদরিণী,
 সে বিনে কি জানি, তারি মানে মানী,
 অভিমানে অভিমানী ।
 চামেলী । ছিঃ ছিঃ ছিঃ এমন পিরীত, কেউ
 করে না—কেউ করে না ।
 পরে সহি প্রাণ বিলা'য়ে, জ্যাক্তে মরণ
 কেউ মরে না—কেউ মরে না ।
 এমন ক'রে প্রাণ দিতে তো, পরের করে
 মন মরে না—মন মরে না ।
 ছিঃ ছিঃ ছিঃ বিকিয়ে গিয়ে, হাওয়ায় পীরিত
 কেউ ধরে না—কেউ ধরে না ।
 মুঞ্জরা । যার প্রেম সাজে, সে প্রেম করে সহি ।
 প্রেম জানে না—তারে মানা ।
 হাওয়ায় হাওয়ায় বাঁধাবাঁধি, যে জানে
 না—সে জানে না ।
 সাধে কেনা সাধের পিরীত, সাধ বিনে
 তো সাধ বোঝে না ।
 মান ক'রে যে মজ্জতে ভরে, প্রেমরসে
 তো সে মজে না ।
 আদর দিবে আদর কেনে, সে কি সাধি
 আদর জানে ?
 মানের কিসে গরব এত, মানের পথে
 কে না মানে ?
 কেনা বেচা ভালবাসা, শিখি নি সহি
 শিখ'ব না আর,
 ভালবেসে হেরে জিনে, ভালবাসা সাধ
 থাকে যার ।
 চামেলী । এত সাধ ত কেঁদে কেঁদে তাসিয়ে দাও
 কেন ?
 মুঞ্জরা । যদি কান্ধতিস্ সাধি ! তা হ'লে কাঁদি কেন,
 তা জান্ধতিস্ ।
 চামেলী । না ভাই ! আমি কান্ধতে চাই নে, তোমার
 হাসি মুখ দেখে হেসে বেড়াই ।
 মুঞ্জরা । সহি বল দেখি, কার উপর মান ক'ব্বতে
 বলিস্ ? যার মুখ দেখে মন মানে না,—

আপনি পারে গড়িয়ে পড়ে, তার উপর কি মান সাজে ?
চামেলী। মান যদি না করিস, তবে আমি মান ক'রে চল্লুম, তোদের কাছে আর থাকব না।

[প্রস্থান।]

(মুকুলের প্রবেশ)

মুকুল। মুঞ্জরা, মুঞ্জরা। আবার তোমার জন্তে ফুল এনেছি, আবার তোমার ভালবাসি ব'লতে এসেছি।

মুঞ্জরা। আর তোমার তৈরে ফুল নেব না, আর তোমার কাছে ভালবাসি শুনব না। আবার তুমি ফুল দিয়ে ভালবাসি ব'লে চ'লে যাবে, তা মনে ক'র না। এবার আমি তোমার ফুল দেব, আমি তোমার ভালবাসি ব'লব, দেখি তুমি কেমন ক'রে পালাও।

মুকুল। মুঞ্জরা! আর তুমি অভিমান ক'র না।

মুঞ্জরা। তুমি মালা পর'।

(গলে মালা দান)

মুকুল। কই, ভালবাসি ব'ললে না ?

মুঞ্জরা। মনে ক'রেছিলেম ব'লব, কিন্তু আর ব'লব না।

মুকুল। কেন ?

মুঞ্জরা। আমার যদি বলার ভালবাসা হ'ত, তা হ'লে ব'লতেম; ভালবাসি ব'লে যদি পালাতে জানতেম, তা হ'লে ভালবাসি ব'লতেম।

মুকুল। তোমার আমার অভিমান। তুমি যদি আমার মত পাগল হ'তে, আমার মত বনবাসী হ'তে, আমার মত রূপ দেখে বোঝিত হ'তে, তা হ'লে বুঝতে, কি জালায় পালিয়েছিলেম; আবার কি কৃষকে কিরে এসেছি, তা হ'লে তুমি হাওরার হাওরায় ফুল ছড়াতো, আর ভালবাসি ব'লে কেঁদে চ'লে যেতে।

মুঞ্জরা। তুমি যদি আমার মত বনবাসী দেখতে, আমার মত বাঁধা প'ড়তে, তা হ'লে তুমি আমার মনের কথা বুঝতে। আমি অভিমান ক'রে বলি নি, আমার মান অভিমান সকলই তুমি! একবার পেয়ে হারিয়েছিলেম, তাই সদাই, হারাই হারাই মনে হয়;—তবু হয় পাছে আবার পালাও।

মুকুল। কোন্সার পালাব! তোমা বই আমার কে

আছে? কার কাছে পালাব? বনবাসী পাগলকে তোমার মত আর কে আমার ক'বুবে ?

(চামেলীর পুনঃ প্রবেশ)

চামেলী। কুমার! আপনি সমস্তাশীর নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, বীরসেনের পুত্রের মিলনে যত্ববান হবেন।

মুকুল। সখি! এই দেখ,—এই মালা দেখ; আমি সে অঙ্গীকার তো রেখেছি।

চামেলী। আর একটা অঙ্গীকার আছে, আমার সখীর সঙ্গে সঙ্গে নিরত থাকবেন।

মুকুল। বখন সে অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে, তখন তিরস্কার ক'র।

চামেলী। আমি রাজকুমারীর দাসী! জানেন তে একবার মানা ক'রেছিলেম ভালবাসতে পারব না। আর এখন যদি বলি, আমার মনের মত জিনিষ না পেলে রাজকুমারীর কাছে থাকবে দেব না।

মুকুল। তোমার মনের মত জিনিষ কোথা পাওয়াই? তবে আমার মন বাঁধা রেখে খুসী হ'তে পারি।

চামেলী। ও বাঁধা মন বাঁধা রেখে আমি আর বিক'রব? কুমার, দাসী ব'লে পারে রাখবেন কি হীনা ব'লে মার্জনা ক'রবেন কি? আমি মতি হীনা, পারিজাত কুসুমের কে অধিকারী, আমি কেমন ক'রে জানব? আমি তাই আপনাকে ব'লেছিলেম, "রাজকুমারীকে ভালবাসি ব'লে নাই।"

মুকুল। সখি! তুমি যদি সখা না বল, তা হ'লে মার্জনা ক'রব না।

চামেলী। আমি আপনার দাসী।

মুকুল। তুমি আমার সখী।

(তারা ও চম্রকব্দের প্রবেশ)

তারা। কেমন মুকুল! আমার আশা হুরাশা নয় ত

মুকুল। কেমন আমি সত্যি ব'লেছি কি না বল?

বোবা মুখা তোমার ভালবাসে কি না বল?

মুকুল। চুপ ক'রে বইলে যে?

তারা। পরের কথা পরই জানে, আমি কেমন ক'

জানব, আমি আমার কথা ব'লতে পারি।

বৃষ। তাই বল, তোমার মুখে কথা স'বুলে বাঁচি।

আমার ভয় হয়, পাছে আবার তুমি বোবা হও।

ভারা। বোবা আমি একলা হই, আর তো কেউ বোবা হ'তে জানে না।

বৃষ। তুমি কথাই চাপা দিচ্ছ, মুকুলের কথার উত্তর দিলে না ?

ভারা। তোমার ভালবাসি। হ'লো ?—

বৃষ। না, আবার বল, সকলে শুনতে পায় নি।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ বীরসেন অহল্যাদেবীর সহিত দেব-মন্দিরে আপনাদের অপেক্ষা ক'চ্ছেন।

মুকুল। দিদি, কি আনন্দের দিন। আবার পিতা-মাতার চরণ বন্দনা ক'রব।

ভারা। মুকুল আমার আশা পূর্ণ হ'লো।

[সকলের প্রস্থান।]

(বরুণচাঁদের প্রবেশ)

বরুণ। বাবা, রাজ-রাজড়ার হিড়িকে প'ড়ে একটু বিষুতে পেলেন না!—একি আকিঞ্চ্যোতের প্রাণে সর ? এই কুসুহুতে বতদূর হয়।

(ভজনরামের প্রবেশ)

ভজন। ও বরুণ—বরুণ ! তুই ঠিক ব'লেছিস্।

বরুণ। কেন প্রাণসখি, আর জালাতন কর ? আকিঞ্চ্যোত পানে মদন বাণে জর জর হ'রে প'ড়ে আছি।

ভজন। ওরে, সুধেণ শিবগড়েই ছিল, তোর পত্র পেয়ে নেচে উঠলো ! বর সোজা এসে প'ড়লো ব'লে।

বরুণ। প্রাণসখি, কেন আর আমার মিছে আশা দাও ? আমার প্রাণনাথ কি আসবে ?

ভজন। আ মর, প্রাণনাথ কি রে ?

বরুণ। মর মর ক'র না সখি ; আমি বেটের বাছা ;

অবলা সরলা, বিরহজ্বালায় ধুক্ ধুক্ ক'রছি।

আমার প্রাণনাথ না এলে এ বিষুনী যাবে না,

তুমি এগিয়ে যাও, আমার প্রাণনাথকে এনে

দাও। আমি রাজকুমারী, সুধেণ রাজের প্রেম-

ভিখারী, ঘোর বিরহিলী নারী। সখি ! তোমার

মাথার দিকব ভারী, যদি তুমি তারে না এনে এই

প্রেমভূরিতে বাঁধ।

ভজন। আ মর, এ দড়ি পাছটা নিয়ে এসেছিস্ কি

ক'রতে ?

বরুণ। কি জানি প্রাণসখি, আমার প্রাণনাথ যদি তেউড়ে পালায় ?

ভজন। কি মেলা নেশার বোঁকে "প্রাণনাথ প্রাণনাথ" ক'রছিস্ ?

বরুণ। মা প্রাণসখি, এ আমার নেশার বোঁক না, এ আমার বিরহ।

ভজন। আ মলো, সুধেণ তোর প্রাণনাথ না কি ?

বরুণ। আহা, প্রাণসখী নইলে, আর প্রাণের কথা কে বোঝে।

ভজন। তুই কি নব নাগরী হ'য়েছিস্ না কি ?

বরুণ। আমি রাজকুমারী, পিরীত ক'রে প্রেমজ্বরে জরে আছি।

ভজন। মহারাজ আসবেন জানিস্ ? তুই একটা বিদিকিচ্ছি ক'রবি নাকি ?

বরুণ। কে—পিতা ? তাঁর কাছে আমার প্রেমের কথা তুল' না ! আমি গোপনে প্রেম ক'রেছি,

গোপনে শুয়ে বিমোহো আর মাথা চুলকোবো।

যদি প্রাণপতিতে পাই, প্রেমের কথা ব'ল'ব, আর এই প্রেমভূরিতে বাঁধব।

ভজন। আরে, কি তুই আবেল ভাবেল ব'লেছিস্ ? সুধেণ এল ব'লে।

বরুণ। আহা ! প্রাণসখি ! প্রাণনাথের সংবাদ এনে আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার ক'রলে, আমার

প্রাণকাস্তকে আন, আমি তোমার বুড়ো নাকে নোলক পরিবে দেব।

ভজন। ঐ আসুছে।

বরুণ। তবে সখী তুমি আদর ক'রে নাগরকে রাখ, আমি লক্ষ্য-বস্ত্র গায়ে দিই।

(সুধেণের প্রবেশ)

সুধেণ। কই ভজনরাম !—বরুণ কোথায় ?

ভজন। এই যে।

সুধেণ। ও বরুণ ! রাজকুমারী কই ?

বরুণ। বরমালা বাগাচ্ছে।

সুধেণ। হাঁ রে, তুই যে লিখেছিস্, রাজকুমারী আমার জন্তে মরে ! সত্যি ?

বরুণ। পোণে মরা !

সুধেণ। আমার বড় ভয় কচ্ছে, যদি রাজা এসে পড়ে ?

বরুণ। তবু কি প্রাণনাথ! পীরিতের ডোমচিল
হ'য়ে উড়'ব!

সুবেণ। সত্যি তজনরাম! তুমি রাজকুমারীকে
তোজ আমার কথা বলতে?

ভজন। তা না হ'লে আর আহিত হ'য়েছে কিসে?

সুবেণ। দেখ তজনরাম! তুমি বা চাও, আমি
তাই দেখ।

বরুণ। দেখ প্রাণনাথ! আমি প্রাণলধীকে নোলক
দেব বলেছি, তুমি বাউটি গড়িয়ে দিও।

সুবেণ। সর্বনাশ হ'ল—মহারাজ আসছেন।

বরুণ। প্রাণনাথ, এই মালা পর! (গলার রজু দিয়া
বন্ধন) প্রাণলধি, ধর! প্রাণনাথ না পালার।

সুবেণ। ও বরুণ, বরুণ! তুই আমার ধরম বাবা,
ছেড়ে দে।

বরুণ। প্রাণনাথ! কিছু তব পেও না, আমি
তোমার ধরম পিসা।

সুবেণ। তোর পায়ে পড়ি, ছেড়ে দে।

বরুণ। প্রাণনাথ! আমি তোমার পায়ের মানিছ'চি;
পায়ে ঠেলে কোথায় যাবে? প্রাণলধি! টেনে
ধর, প্রাণনাথ বড় জোর কচ্ছে।

(জরধ্বজ ও মন্ত্রী প্রবেশ)

জর। দেখ দেখি মন্ত্রী—দেখ দেখি! নারীর মনের
কথা দেবতারও বুঝতে পারেন না। মহারাজ
বীরসেনের পুত্রের প্রাতি অমুরাগিনী হয়েছে, তা
আমার ব'লবে না। আহা, বাছাকে আমি কত
কুবচনই ব'লেছি।

মন্ত্রী। মহারাজ, জীলোকের লজ্জাই বাধা।

জর। এত কি লজ্জা মন্ত্রী—এত কি লজ্জা! বাপ
আর মা!—তুই পেটের ছেলে, আমার কাছে
লজ্জা কি? গোপনে উভয়ের প্রেম হয়েছে,
অ'্যা! দেখ দেখ, এতেই বলে নারীকে বিশ্বাস
নাই। মন্ত্রী, কি আমোদের দিন,—কি আমো-
দের দিন! বীরসেনের পুত্রে পুত্রি অর্পণ ক'র'ব,
কত বড় গৌরব—কত বড় সম্মান, অ'্যা?

মন্ত্রী। আজ্ঞে তার আর সম্বন্ধ কি?

জর। দেখ মন্ত্রী! তুমি মিছে ক'রে বল গিয়ে আমি
অন্ত পাত্রের অর্পণ ক'র'ব, আমার যেমন ভাবিয়েছে,
আমি তেমনি একটু ভাবাব। অ'্যা, দেখ না
দেখ না, কি বলে। জামাতা কি এসেছেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, দেবমন্দিরে গাধার বিবাহ সম্পন্ন
হ'য়েছে; তাঁরা ঐ আসছেন।

(মুকুল ও মঞ্জার প্রবেশ)

মঞ্জরা। পিতা! আশীর্বাদ করুন।

জর। এস মা এস! ডরে এ কে? কার গলে
বরমালা দিলি? কালাবুধি! রাজপুত্রকে
ছেড়ে বনের বানরটাকে মালা দিলি? কি সর্ব-
নাশ হ'ল—কি সর্বনাশ হ'ল!

বরুণ। মহারাজ, আমার চাঁদবদন দেখতে ব্যাকুল
হ'য়েছেন। তা কি কর'ব মণি! আমি এখন
রাজকুমারী, নাপর হ'য়ে আছি।

(বীরসেনের প্রবেশ)

জর। আমি কি কুহক আচ্ছন্ন হ'য়েছি? আমি কি
ব্রহ্ম দেখছি! কালাবুধি! কুলে কলক দিলি।

বীর। মহারাজ! আপনার রাজ্যে আজ অতিথি।

জর। মহারাজ বীরসেন! মহারাজ আমার সর্বনাশ
হ'য়েছে, কালাবুধি আমার মুখে কালী দিয়েছে,
বনের বানরকে বরমালা দিয়েছে!

বীর। মহারাজ, আমার পুত্রবধূকে তিরস্কার ক'রবেন
না, যদি মা আমার অপরাধী হ'য়ে থাকেন তো
আমি আমার কুললক্ষ্মী নিয়ে ঘরে বাই! আপ-
নার জামাতা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুল।

জর। অ'্যা—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র? মন্ত্রী। দেখ দেখ,
কেমন চন্দ্রবদন দেখ! আহা কি রূপলাবণ্য দেখ!
হবে না, হবে না, মহারাজ বীরসেনের পুত্র! আহা
দেখ—দেখ যেন ভূমিতলে চন্দ্র সদয় হ'য়েছে!
এ সময়ে মহিষী কোথায় গেলেন? আমি মানা
ক'রেছি ব'লে আসতে নাই? ঐ মহিষীর কেমন
গোঁ! আহা, কি রূপ! নয়ন জুড়াল। মন্ত্রী,
তুমি মহিষীকে ডাক না? দেখে নয়ন সার্থক
করুন।

মন্ত্রী। তিনি রাজরাণী অহল্যাদেবীর নিকট আছেন,
তিনি কস্তা-জামাতাকে আশীর্বাদ ক'রেছেন।

জর। দেখ দেখি—দেখ দেখি! আমার সঙ্গে ছল!
দেখ দেখি! আহা, বাছার আমার মুখ কম
যেমেছে,—চামর ব্যজন কর! মহারাজ বীরসেন
কি আনন্দ—কি আনন্দ! আমার পুর উজ্জ্বল
হ'লো—আমার বংশ-গৌরব উজ্জ্বল হ'লো!

(মহারাজ, তাঁরা, চামেলী ও সখীগণের প্রবেশ)

মু। পিতা, আশীর্বাদ করুন।

জর। ওরে, তুমি আবার সুখের দিনে কি বিভ্রাট করি। মাথা খেয়ে বোবা ছুঁড়ীকে রিমে ক'রেছিলুম না কি?

বীর। মহারাজ অরুণ। এটা আমার প্রিয়তমা কস্তা তারা, ভ্রাতৃস্নেহে মুকুতার অবলম্বন ক'রেছিল, বস্ত্রত: অমন মধুরভাবিনী আর নাই। আমি মহারাজের কস্তার পরিবর্তে কন্যাদান ক'রেছি, আমার দান গ্রহণ করুন; অবসর ক'রবেন না।

জর। অঁ। আপনায় কন্যা? কি আমন্দ—কি আনন্দ। আহা! বাছার কি রূপলাবণ্য। মন্ত্রী, তোমার বলেছিলুম? ভোমুরাই তো পাঁচ কথা কও! আহা, মরি মরি,—কুললল্লা না আমার। মন্ত্রী, মহিষী কোথায় গেল? এ আনন্দের সময় আস্তে নাই? আহা দেখ দেখ, সাক্ষাৎ কমলা—সাক্ষাৎ কমলা।

বরুণ। মহারাজ, এ দিকে আর এক বোড়া প'ড়ে রইল; উঠে এসে আশীর্বাদ টানীর্বাদ বা ক'রতে হয় করুন। নাগর আমার যেতে নারাজ।

(সুবেগকে রজ্জু ধরিয়া টানিয়া আনয়ন)

জর। আরে, এ আবার কে? একি ক্ষিতধর না কি? বরুণ। আজ্ঞে মহারাজ, পূর্বে বীরসেনের পুত্র ক্ষিতধর ছিলেন, এক্ষণে মহারাজের রাজকুমারী,—আমার প্রাণনাথকে প্রেমভুরিতে বেঁধে টানাটানি ক'রেছে।

জর। আরে এ কি বলে,—ভাঁড় নাকি?

বরুণ। প্রাণসখি, তুমিই কেন পরিচয় দাও না? আমার প্রাণনাথ তো পারবেন না।—বর, চোর হ'য়ে আছেন; নাগর গুণমণি। একবার চার চক্ষে চেয়ে শুভদৃষ্টিটা কর'।

জর। এ কি সুবেগ?

বরুণ। আজ্ঞে হাঁ, আর আমি ওর পিরীতের আক্ষিপোষ।

(ক্ষিতধরের প্রবেশ)

ক্ষিতি। বেশ হ'য়েছে—বেশ হয়েছে। যেমন চিঠি লিখে আমাদের এনেছিলি, তেমনি জব। বরুণ টান, খুব করেছিল। দাদা! ভাগুগিস্ আমি বে

করিনি, তা হলে তুমি কাকে বে করতে? দেখছ, দেখছ? বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে। বাবা, তুমি আমার উপর রাগ ক'র না। আমি তোমার তখন বলেছিলাম,—দাদা আমার কাছিতে বারিনি, তা তুমি শুনলে না। এখন দাদাকে রাজসিংহাসন দাও, আমি আমোদ ক'রে বেড়াই; আমার ব্যক্তি নয় না।

জর। এই কি প্রকৃত ক্ষিতধর?

বীর। ক্ষিতধর, তোমার জ্যেষ্ঠের প্রতি তোমার বিশেষ শ্রদ্ধা, এই নিমিত্ত তোমার মার্জনা কর্ণে।

ক্ষিতি। দাদা, কিছু বললে না?

মুকুল। ভাই, তুমি আমার প্রাণের দোসর।

ক্ষিতি। ভাগুগিস্ বে করি নি, কেমন বউ দিদি, বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে।

জর। বটে মন্ত্রী বটে। এতদূর স্পর্ধা? ছরাতা সুবেগ! বামন হ'য়ে তোর চরিত্রস্থা আকাঙ্ক্ষা? অকৃতজ্ঞ, তোর এই কাজ?

বরুণ। আজ্ঞে, ওর একলা নয়—সত্ৰীক কাজটা হ'য়েছে। প্রাণনাথ, আমি তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছি—ভয় নাই।

(অচ্যুতানের প্রবেশ)

অচ্যুত। মহারাজ, শুভদিনে এ যোগীকে, এই ব্যক্তির আর ঐ বাতুলের প্রাণ ভিক্ষা দিন।

জর। যোগিরাজ, আপনায় চরণরূপায় আমার সকল মঙ্গল হয়েছে! আপনাকে অদের আমার কিছুই নাই। ভজনরাম ছেড়ে দাও।

বরুণ। প্রাণনাথ, প্রাণনাথ, প্রেমের ডুরি কেটে প্রাণ নিয়ে পালালে? প্রাণসখি, আমার কি হলো? অচ্যুত। মহারাজ বীরসেন! আমি ভগ্নযোগী নই, আপনি আমার কথা অবহেলা ক'রে অসময়ে পুঞ্জের মুখ দেখেছিলেন, তাতেই বিষয় ফল ফলেছিল। কিন্তু দেখুন, আমার যজ্ঞের ফল বিফল নয়।

বীর। যোগিরাজ! অজ্ঞানের অপরাধ মার্জনা করবেন।

বরুণ। মন্ত্রী মশায়! আমার প্রাণবধু তো পালাল, এখন আমার মোতাদেতের উপায় কি বলুন?

জর। তুমি কে?

বরুণ। আজ্ঞে, ছিগেম বরুণচাঁদ,—তার পরে একে-

বারেই মহারাজ কিজির, তার পরে বনে গমন সকলে—

(স্বিত)

ও পরীর বাচ্ছা হওন—গরে বৈষ্ণবদি পাওন—

একধে রাজকুমারী হ'য়ে লক্ষ্মে হওয়ারমান আছি।

লুন্-বিরা—দাব্রা।

জর। আচ্ছা, তুমি রাজসংসারে প্রতিপালিত হবে।

(চামেলীর প্রতি) চামেলী, বা। তোমায় আমি

ভিরকার করেছিলেম, তুমি আপনার পুরকার

আপনিই নিয়েছ।

চামেলী। মহারাজ আপনি পিতা।

বরুণ। শুনছ মণি! সখীর মত সখী হ'তে—নোলক

গড়িয়ে দিতেম। তুমি আমার জ্যাক্স প্রাণনাথ

ছেড়ে দিলে, আমি বড় বড়ে প্রেমডুরিতে বৈধে-

ছিলেম।

তারার মালায় আর রে শখী দেখ'বি যদি আর।

ধরাডলে চাঁদের মালা ফুলমালা গলায়।

মেথ'রে শখী অধরে হাসি,

হবি নে আর কুয়ুনীর হাসি-প্রয়াসী,

মোহন হাসি মদন-রতি মোহিত হ'য়ে ফিরে চায়।

বলিস্ অলি ফুলের কলি তোমের বড় ভাব,

ভাব শিখে বা চোখে চোখে মেখে প্রেমের ভাব,

তোর বৃকে ফুল কত মধু, মধুর লহর উছলে যায় ॥

ববনিকা.পতন।

সপ্তমীতে বিসর্জন ।

পঞ্চরক্তের পাত্রপাত্রী ।

পুরুষগণ ।

গোবর্দ্ধন, উকীল, মামা, খোকাবাবু, সাতকড়ি, খানসামা,
দালাল, প্যালাসাম, ধনী, গৌসাই ।

স্ত্রীগণ ।

বিরাজ

বিরাজের মা

আদালতের বেলিক, ওয়ারেন্টের আসামী, বাজীকর-বাজীকরী, বেহারা-বেহারানী,
চুড়িওয়ালা-চুড়ীওয়ালী, কাপড়ওয়ালা, খোসবোওয়ালা, জরিকিতে-ওয়ালা,
গাউনবডীওয়ালা, নাগরিক-নাগরিকাগণ, ঢুলী, কাঁশীদার, সাহেব,
মেম, ইয়ারগণ, হাট্রাওয়ালাগণ,—অধিকারী, নন্দবোষ,
বশোদা, রাধা, কৃষ্ণ, রলরাম, রেবতী ও দোহার-
গণ, সার্জন, জমাদার ও পাহার-
ওয়ালাগণ, মিলিটারি
শেভী ব্যাণ্ড ।

প্রস্তাবনা ।

(রমণী ও পুরুষগণ)

(গীত)

রমণীগণ ।—

সই লো, সাজো সমরে ।

দেখি এষ্ট পূজোতে মিন্সে কি করে ।

পুরুষগণ ।—

রাগ ক'র না চক্কাননি! আহি যোড়-করে ।

১ম রমণী ।—

শাড়ীর মুখে ঝগাটার বাড়ী আমার গাউন চাই,

১ম পুরুষ ।—

তাই হবে লো তাই ;

২য় রমণী ।—

হামিলটনের নেকলস এবার তারাহারের মুখে ছাই

২য় পুরুষ ।—

তাই হবে লো তাই ।

৩য় রমণী ।—

কাউরে ঢোলের আওয়াজ বেজার

তালা ধ'রে বার,

পূজোর ক'দিন ঈমলক্ষে বেড়াব গজার,

৩য় পুরুষ ।—

ছ'জনে সামনে ব'সে ফুহুহু হাওয়ায় ;

৪র্থ রমণী ।—

আমার কিনে দাও টমটম,

গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে রাখ'ব খানিক দম,

গো-টু-হেল্ বাকালী টোলা

পূজোর ভিড় কি কম ?

৪র্থ পুরুষ ।—

পাশাপাশি বসে ছ'জন বাব রবারম্ ।

সকলে ।—

পুজোটা কেটে যাবে আমাদের ভরে ॥

[সকলের প্রস্থান ।

প্রথম দৃশ্য ।

—:~:—

নৃতন বাজারের রাস্তা ।

(এক দিক্ দিয়া ধনী, উকীল, দালাল ও অপর দিক্ দিয়া খোকা-বাবু ও ঠিকুজী-হস্তে খানসামার প্রবেশ)

খান । খোকাবাবু সাবালক হয়েচে, কে হ্যাণ্ড-নোটের ধার দেবে নাও, এই ঠিকুজী দে'খে নাও । দালাল । কত টাকা নেবেন ? পাঁচশো টাকা কমিশন দিতে হবে । পঁচিশ পার্সেন্টের দরে এক মাসের সুদ আগাম । দালালী বিশ পার্সেন্ট ; গদিরানী আর উকীল খরচা । টাকা চানুত আহুন, ধনী, উকীল প্রস্তুত, এই সঙ্গে আছে ; হ্যাণ্ডনোট লেখা আছে, সই করুন—এই কলম নেন ।

উকীল । “এই হিসাবে দেখুন,—পাঁচশো টাকা কমিশনে গেল, এক মাসের সুদ আড়াই শো টাকা গেল, এই হ'লো সাড়ে সাতশো ; আর ছ'শো দালালী, এই সাড়ে নশো ; হাজারের পকাশ টাকা হাতে আছে, আর আপনার বড়ি বড়ির চেনু দিলেই উকীল খরচা মিটবে ।

খোকা । আচ্ছা ; এই বড়ী বড়ীর চেন-নাও ; নিম্নে পঁচিশটে টাকা আমার নাও ।

ধনী । লোকসান হ'লো—লোকসান হ'লো, তা নাও—নাও, কোথেকে আদার হবে, তা বুঝতে পাচ্ছি নি । ফের দরকার হয়, এইখান থেকেই নেবেন, এত কম সুদে আর কোথাও পাবেন না ।

খান । এ বর তোমার বাঁধা রইলো ।

দালাল । এই ছটো টাকা তুমি বন্ধনীর নাও, বাবুকে নিয়ে এস ফের ।

ধনী । তবে এস, টাকা দিই গে ।

[সকলের প্রস্থান ।

(বাজীর ও বাজীরীর প্রবেশ)

(গীত)

উভয়ে ।—

দে'খে বাও ভাহুমতীর খেল, ধনী হবে দেল ।

পুরুষ ।—

আমি করি বাঁশবাজী,

স্ত্রী ।—

আমি সব কাজে কাজী মাত করি বাজী,

উভয়ে ।—

স্ত্রী ।—এস হে সখের বাজী দেখতে কে রাজী,

মিন্বে কত যাবে ডিগ্‌বাজী,

পুরুষ ।—

ভাহুমতী খুচকে হেসে ছোটাবে আকল ।

(আদালতের বেলিক ও জনৈক ওয়া-রেণ্টের আসামীর প্রবেশ)

আসামী । বুঝেছ বেলিক সাহেব ! আমি পালা-বার ছেলে নই ! অমন কতবার ধার ক'রেছি, কতবার জেলে গেছি । আমার সঙ্গে আহুন—পুজোর বাজারটা ক'রে আমি তোমার সঙ্গে জেলে যাচ্ছি ; বেশী সওদা কিছু নেই, এই ধর-কোম্পানীর ওখান থেকে টাকা-শ চেয়েকের কাপড় নেব—এই বড়ি-টড়ি, বোড়ী কত কজুতা, এই এক বারগা থেকেই সব সজ্জা হবে । দরোয়ানের কাছ থেকে ছ'টাকা ধার ক'রে তোমার মন বাইরে দেব এখন । হাঁ, আর একবার তোমার এসেন্সওয়ালার দোকানে দাঁড়াতে হবে, সেখান থেকেও 'বিল সই ক'রে টাকা-শ ছইয়ের এসেন্স নিতে হবে, সেটা চার পাঁচ টাকা নগদও ধার পাব, তাতে তোমার গাড়ী-ভাড়া টাড়ী-ভাড়া সব হবে এখন । আমি বছর বছর জেলে অমন বাই, তুমি কিছু ভেব না । আর দেখ, তুমি নতুন এয়েছ, আলাপ ছিল না, এখন হামেসাই দেখা শুনো হবে, আঁবওয়ালার ধার আছে পাঁচশো, পরবার সাড়ে চারশো, হোটেল-ওয়ালার পকাশ, মাসে তোমার হ'বার নিম্নে ওয়ারিং

নিরে আসতে হবে, ক্রমে, আলাপ হোক, আমি
কেমন মাজব, তুমি বুঝতে পারবে।

বেলিফ। হাঁ হাঁ, বুঝেছে বুঝেছে, আপনি বোনেনী
আদমী, কদ্দা ভো কর্তেই হোর। দেখ বাবু,
হামকো একটা কোর্টা চাই।
আসারী। তা চল না, দিছি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(বেহারী ও বেহারীগীর প্রবেশ)

গীত।

পুরুষ।—

বাবু লোপ চালেগা সরাব খালি—
খোড়া মুরে মিলি।

স্ত্রী।—

হামকো না বেনেসে দেগা গালি।

পুরুষ।—

পিরেদে বৈঠকে তোমার সাত,

স্ত্রী।—

পিরেদে হোরদে নেশামে কাত,

পুরুষ।—

মৎ ছোড় লাখ, উসরোজ টুট দিয়া দাত ;

স্ত্রী।—

তোম্ হুসরেসে দোস্তি কর হাম্ ঘরুনে চলি।

পিরেদে সরাব খালি

নেই লাখ ছোড়েকে কারসে মিলি ॥

[উভয়ের প্রস্থান।]

(গোবর্দ্ধন ও প্যালাসারের প্রবেশ)

গোব। বলি হাঁ রে, এখনও মুখোস্টা মুখে
রেখেছিস কেন ?

প্যালা। কেন, হুখারি পাওনার জানিস্ নি ?
আর বছর কি তুই কাপ্তেনী ক'রিছিলি ? আমি
সমজরটা চালিয়ে এসেছি। এই ভাদ্র মাসে
গোলাপীর কাঁটা খেয়ে বেরিয়েছি বৈ ত নয় ?

গোব। হাঁ রে, দিদিমা সব টাকা দিয়েছে ?

প্যালা। কোথার দেছে ? এই তিন শো টাকা দেছে।

গোব। তুই শালা তবে ভালো ক'রে গণেশ সাজতে
পারিস্ নি।

প্যালা। আর কি ক'রে সাজব বল ? দুটো হাতও

বৈখেছিলুম, মুখোস্টাও মুখে দিয়েছিলুম, পেটে
সিঁদুরও মেখেছি।

গোব। তুই ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারিস্ নি ?

প্যালা। তুই যেমন শিখিয়েছিস্, তেমন বলেছি।

গোব। কি বলেছিস্, বল দেখি।

প্যালা। বললুম—গোবর্দ্ধনের দিদিমা। কৈলাস
থেকে না আমার পাঠিয়ে দিলেন, তোমার বাড়ী
পূজো।

গোব। দিদিমা কি বলেন ?

প্যালা। সাষ্টাদে প্রণাম ক'রে, আর কি বলবে ?

গোব। তার পর কি বলি, বল ?

প্যালা। তার পর বললুম, টাকা দাত, গোবর্দ্ধনকে
প্রতিমে গড়তে দিতে হবে।

গোব। দিদিমা কি বলে ?

প্যালা। আরে, সে বুড়িকে কি আর তুই জানিস্
নি ? সে কি টাকা ছাড়তে চায় ?

গোব। তুই সে সিঁদুর মাখা বিষপত্র আর জবাফুল
বুঝি মিসনে।

প্যালা। দিলুম না, বলুম—তোমার এই প্রসাদী
বিষপত্র আর জবাফুল পাঠিয়ে দিয়েছে।

গোব। তুই ভাল ক'রে বলতে পারিস্ নি।

প্যালা। তুই বেইমান, তোকে কি বল্বে বল ?
আমি বা গণেশগিরি ক'রে এলেম, তা সত্যিকার
গণেশের বাবার সাথি নেই যে করে; তুই যদি
দেখতিস্ ত তাক হতিস্। শুড় নেড়ে বললুম যে,
পূজোর সমস্ত টাকা যদি গোবর্দ্ধনের হাতে জমা
কর, তবে না আসবেন, নইলে আমি চললুম। তা
বুড়ী সমস্ত টাকা ছাড়তে কিছুতেই রাজী
না, বলে—অর্ধেক আজ নাও, নবমী-পূজোর
দিন অর্ধেক দোব।

গোব। তবে পূজোর খরচ চলে কি ক'রে ?

প্যালা। আরে, তার জন্তে ভাবিস্নি। এখন নতুন
মেয়েমাছ রেখেছিস্, ছ তিন শো টাকার
জিনিষ ধারে চল্বে।

গোব। তা দেখ, যোগাড় দেখ।

(কাপড়-ওয়ালা, খো সুবো-ওয়ালা, জরি-কিতে-ওয়ালা
বড়ি-গাউন-ওয়ালার প্রবেশ)

কাপ-ও। ও গণেশ-মুখো বাবু! কাপড়-চোগড়
কিছু কিনবেন কি ?

প্যালা। হাঁ, এই বাবুর মেয়েমানুষের ঠিকানার পাঠিয়ে দাও—ভাল বেগারলী, ভাল বোম্বাই।

কাপ-ও। আজ্ঞে গণেশ-বুধা বাবু। কেন্ ঠিকানার—কেন্ ঠিকানার?

প্যালা। ৩২ নম্বর তাঁবাগাছী পাঠিয়ে দাও, সেই-খানেই টাকা পাবে, আবার ব্যাক বন্ধ হয়ে যাবে, নোট ভাঙাতে চল্লুম।

[কাপড়ওয়ালার প্রস্থান।]

খোস-ও। এসেছ, ল্যাবেণ্ডার, আতর, গোলাপ, কিছু চাই কি?

গোব। হাঁ, ৩২ তাঁবাগাছী, কাপল সকালে টাকা, এখন নোট ভাঙাতে বাছি।

[খোসবোওয়ালার প্রস্থান।]

জরি-ও। রিবিন্ জরি-টরি কিছু চাই নে?

প্যালা। আহা, ৩২ নম্বরে পাঠাও না বা পাঠাবে।

[জরি-কিতেওয়ালার প্রস্থান।]

গাউন-ও। গাউন, বডি-টডি?

প্যালা। তাঁবাগাছী ৩২ নম্বর! এই নে, তুই কাল সকালে ব'সে ছহাজার টাকার জিনিস নিস।

গোব। টাকা ত দিতে হবে।

প্যালা। দূর শালা নতুন মেয়েমানুষেরে বেছেছিস, আবার টাকা দিতে হবে? ও কিপটে ব্যাটারি, যারা ভয়ে ভয়ে নগদ কেনে, তারা কলকৈতার সহরে খার পায় না! তুই যত টাকার জিনিস খার চাস, আমি কলকৈতার সহর থেকেই দিয়ে দিচ্ছি। টাকা ছাড়া বা চাস, আমি কলকৈতার সহর থেকেই দিয়ে দিচ্ছি। ওরে, প্রেমদাদাস বাবাজী আর মামাকে তাঁবাগাছীতে দেখলুম।

গোব। তবে বুঝি, বিরাজের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে, ঐ গৌসাই ব্যাটা ভারী সরভান, চল, রজ ক'রে দেখা যাবে এখন। এইবার চল, বিরাজের মার চাল-ডাল কিনি গে, বেটা বারনা নিলে ছুর্গো পুজোর।

প্যালা। আরে তোকা বিসর্জনের দিন অবধি বাধা রোসনাই চলবে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(চুড়ীওয়াল ও চুড়ীওয়ালীর প্রবেশ)

উভয়ে।

গীত।

যর যর যুদ্ধকে বেচুতা চুড়ী।

বে চুড়ী পিনে ও হাঁকে বুড়ী ॥

চুড়ী মব, হাতবে বাজে হুঁহুঁহু,

শোনুনসে আদমী হো বার খুন,

কেতা কহেছে চুড়ীকা গুণ,—

চুড়ী পিনলেসে বুড়ীরা হো বার হুঁড়ী ॥

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:—:

পথ।

(জল সহিতে কতিপয় নাগরিক, নাগরিকা, ঢুলি ও কাশীদায়ের প্রবেশ)

সকলে।

গীত।

মরি হে পুরত, পিসি ছিরির কি গঠন।

খুঁটমাসের উইলসনের কেঞ্চানি যেমন।

ছিরির শুঁড়ি লাগলে পরে গায়,

রূপের ছটা উধুলে পড়ে যায়,

বুকনীওয়াল ছিরি যেমন বেঁটে গিরি গোবর্দন।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

—:—:

বিরাজের দরদালান।

(গৌসাই, মামা, বিরাজ, বিরাজের মা'র প্রবেশ)

গৌসাই। এই বে বিরাজ এসেছেন, তোমার বে

রসিক নাগর আনুকের আমার মনস্থ ছিল,

এনেছি; এর সঙ্গে প্রেম ক'রে কৃষ্ণ রাখা

প্রেম হবে।

বিরাজ। ও মা, পোড়া কপাল আর কি। বলি

দাদা গৌসাই, কোথেকে, তুমি নিমন্তলার বাটের
মড়া তুলে এনেছ, বল ত? মা গো, আমার
রসিক পুরুষে কাজ নেই।

মামা। গৌসাইজী, তুমি যে বলেছিলেন প্রেমিকা।
গৌসাই। পরম প্রেমিকা। এসব কথা ত তুমি
বুঝবে না, এসব গুহ্যতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে
বধন রাখার সাক্ষাৎ হয়, তাগবতে একটা শ্লোক
আছে—বৃদ্ধত বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যাপহিতে^১
শ্রীকৃষ্ণকে ঐরূপেই রাখা সম্ভাবণ করেছিলেন।

বিরাজ। দাদা গৌসাই, আর তোমার ভাই কাজ
নেই, ওরে যেতে বল ভাই, আমার মাথা ঘুরছে।
ভাই, খানকা বাড়ীতে কান্তিকপূজা, জগদ্ধাত্রী
পূজা, সরস্বতী-পূজাই হয়, আমি ঠাউরেছি,
হর্গো-পূজা ক'রব, তার জন্তে আমার মাথা
ঘুরছে।

গৌসাই। বল কি, হর্গো পূজা ক'রবে? আহা হা!
রাখাবলজ :তোমার কি স্মৃতিই দিয়েছেন।

বিরাজ। পূজা করব কি গো, আমি ঠাকুর আনতে
পাঠিয়েছি।

মামা। বিরাজ।

বিরাজ। আপনি পরশু দিন আসবেন, তখন কথা
কব।

মামা। বিরাজ, আমি প্রেমিক পুরুষ, তোমাকে
প্রেম দিতে এসেছি।

বিরাজ। দেখুন, আমার এখন মাথা নানান জালার
ঘুরছে, তা পরশু নয়, আজ হ'লো কি বার?—
আপনি শুক্রবারের দিন আসবেন।

মামা। বিরাজ, আমি শুনেছিলেন, তুমি প্রেমিকা।

বিরাজ। গৌসাই দাদা-ঠাকুর, তুমি কেমন মাহুষ
গা? এই জালাতন ক'র্ত্তে লোকটা নে এলে?
আমি মাঝার ঘায়ে কুকুর পাগল—সাত জালার
জলছি।

গৌসাই। তা তুমি একটু শীতল হও, উনি
ব'সছেন।

বিরাজ। না ভাই, শুক্রবারের দিন সঙ্গে ক'রে নে
এস, আজকালের কথা নয়।

মামা। হা হা, লক্ষাশ বৎসর কেটে গেল, তবু
প্রেম বিপুলে পাগল না।

গৌসাই। তা দেখ বিরাজ, তুমি পাঁচ কাজের
মাহুষ, পাঁচ কাজে যাও, আমরা এইখানে ব'সে

একটু রাসলীলার আলোচনা করি। ভেবেছিলেন,
বিরাজ, তোমার একটু গুহ্য-তত্ত্ব বল; কি জান
—শ্রীকৃষ্ণ একটু মধু পান ক'র্ত্তেন আর গোপিনী
বিহার ক'র্ত্তেন। এ সব গুহ্যকথা, তোমার
কোন দিন বলব—কোন দিন বলব।

মা। দেখুন গৌসাই-বাবা, আজকের মতন আপনারা
আসুন, ওর মেজাজ বড় ভাল নেই, ও এক রক-
মের মাহুষ, জানেন ত? বাবা, কিছু মনে ক'র
না, ও তোমারই হবে, তবে ও খেপার মতন,
আমি কি বলব বল?

বিরাজ। মা, তোর সব কথাতে কথা, ও আহুক না
আহুক, তোর তাতে কি?

মা। মান কচ্ছিস কর মা। তোর ও মনের কথা
বুঝেছে, আপনি আসবেন—ঐ বে ব'ল্লে—শুক্র
বারের দিন আসবেন।

বিরাজ। মা, তুই হর্গো-পূজা ক'রবি, না এই
ক'রবি?

মা। ওরে বাছা, ঘর-দোর ক'র্ত্তে গেলে সবই চাই,
—এও চাই, ওও চাই।

গৌসাই। শোন, রাস-রসামৃত তখন ছিলেন মদ, এ
সব গুহ্য-তত্ত্ব তোমরা বুঝবে না, তোমরা ছেলে
মাহুষ, তোমার মা বুঝবেন।

বিরাজ। দাদা গৌসাই, সমস্ত দিন আজ মদ খাচ্ছি
ভাই, আর এখন মদ খেতে ভাল লাগবে না;
তোমার অহুরোধে :এক গেলাস খাই। এখন
তুমি ওকে নিয়ে চ'লে যাও।

গৌসাই। দেখলে দেখলে, প্রগলভা প্রেমিকা,
একেই বলে রাস-রসামৃত, পরেও গুহ্য-তত্ত্ব
আছে।

বিরাজ। দেখ ভাই, আমার নেসা হয়েছে। সাত-
ক'ড়ে ব্যাটাকে ঠাকুর আনতে পাঠালেম, এখনও
এলো না।

মামা। বিরাজ, একটি প্রেমতত্ত্ব গাইব, শুনে কি?
বিরাজ। দেখ ভাই, আমার জালাতনের শরীর,
শুক্রবারের দিন তুমি গেও, আমি শুনব।

গৌসাই। আজকেই শুনে যাও বিরাজ, শ্রীকৃষ্ণ ভ
দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'লেন।

মা। আহা।

বিরাজ। মা, তুই আমার হাড় জালালি।

মা। ওরে, উপদেশ কথা ক'চ্ছে শোন। সকাল

থেকে ত মদ খাচ্ছিল, না হয় এক গেলাস খেলি ব'লে।

বিরাজ। এই তোমার ব'লে মাগা খাই, নাও ত দাদাঠাকুর, এক গেলাস। দেখ মা, এই কতাই সাতক'ড়েকে আস্তে দিই নে। একটা ঠাকুর আন্তে পাঠানুম, দেড় ঘটীর কিয়লো না।

(চালচিতির লইয়া সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। এই নাও, ঠাকুর, ঠাকুর! তোমার চাল-চিতির যাড়ে ক'রে এনেছি।

বিরাজ। ঠাকুর? ও মা, দেখ দিকি, একে তুই বাড়ীতে আসতে দিস? বলে—একছিলিম তামাক খেয়ে থাক, পান খেয়ে থাক। আমি হ'লে খেয়ে মারুতুম। একটা ঠাকুর আনলে না গা?

সাত। তোমার বে বেজার আবদার। [হুগী খুঁজ-লুম; নিদেন প্রশ্ন লক্ষী, সরস্বতী, তা কি সমুদীর রাজে পাওয়া যায়?

বিরাজ। পাওয়া যায় না মুখপোড়া!

মা। ওরে, পাই নি বলই ত চালচিতিরখানি এনেছে, ওকে কেন পাল-দিক্ছিল?

বিরাজ। চালচিতির নিরে তুই ধুয়ে থা। বেদানার বাড়ী সরস্বতী-পূজো হলো; সে দিন ধূম-ধাম, বাকনা, নেতাপোশাল মুখো আমার কত টাটকিরি দিয়ে গেল।

মা। তা না হয় এ বছর নেই হুগীৎসব হলো।

গৌসাই। সে কি মানস ক'রেছে, হুগীৎসব হবে না? শোন, এ সব শাস্ত্রের মর্ম ত কেউ বোঝে না এই চালচিতির, আর একটি কার্তিক হ'লেই চৈতন্যচরিতামৃতের মতে, যা বেদের ওপর, হুগীৎসব হয়।

বিরাজ। হী গৌসাই দাদা, হয় না কি?

গৌসাই। বিরাজ, রাস-রসায়িত পান কর, আমি বুঝি দেব। ন'দে থেকে তট্টাচারি এনে দেখ কে আমার হটায়। এ সব শুদ্ধ-কথা, নিত্যানন্দ এই পূজোই ক'রেছিলেন,—কার্তিক আর চালচিতির। বিরাজের মা! পূজো কর ত কার্তিক আর চালচিতির পূজো কর, এমন শুদ্ধ পূজো আর হবে না, নিত্যানন্দ ক'রেছিলেন।

মা। বাবা, এই পাখ'লা মেয়েটাকে বোঝাত।

গৌসাই। বিরাজ, বাছ বাও। একটু রাস-রসায়িত পান ক'রে ইচ্ছে হয় ত যাও। বড় শুদ্ধ পূজো, ঐক্যক বমুনা তীরে কার্তিক আর চালচিতির পূজা করেছিলেন। নাও, রাস-রসায়িত পান কর।

বিরাজ। দাদা গৌসাই, যদি পাঁচ জনে নিদে ক'রে তো তোমারই এক দিন, আর আমারই এক দিন।

গৌসাই। এ সব শুদ্ধ ব্যবস্থা

বিরাজ। না, ঐ বে বেদানার মা এসে নাক নাড়া দেবে, আমি তা সহ্য না।

গৌসাই। কার সাধ্য। তুমি একটা কার্তিক এনে কেল, আমি একবার দেখে নি। পাঠাও তো—আমার বাড়ীতে একবার পাঠাও তো। থাক আমি কাল সকালে আনিব, পুঁথিগুলোর নাম ভুলে গেছি, রাস-রসে মুক্ত কি না বিরাজ।

সাত। বিরাজের মা। ন'দের তোল থেকে দাঁয়েরা এই ব্যবস্থা এনেছে, দেবকর্ত পদরত্ন তাতে নাম লই ক'রে দিয়েছে। কার্তিক আর চালচিতিরতে বেনন শুদ্ধ পূজো হয়, এমন আর কিছুতেই নয়। গৌসাইজি, হুহ চালচিতির নির্দে সার, কার্তিক বাজারে নেই।

বিরাজ। মুখপোড়া, একটা কার্তিক বুঁজে পান না, আর আমার ঘরে ব'লে পান খাবেন, তামাক খাবেন।

মা। তুই বাপ ওকে পাল বিন্ কেন? আহা, বাহা চালচিতির যাড়ে ক'রে এনেছে, আর কার্তিক থাকলে আন্ত না?

বিরাজ। মা, তোর সঙ্গে আমার ব'নবে না।

গৌসাই। রাস-রসায়িত পান কর—রাস-রসায়িত পান কর।

বিরাজ। দাদা গৌসাই, না হয় এক গেলাস খেলুই।

সাত। তোমার অজার রাগ, কার্তিক, পপেশ, নন্দী, তুহী, কোন শালাকে কি আমি ছাড়ান দিতুম? তোমার বাড়ীতে এনে কেলুবা, সাতকড়ি এমন ভেবো না।

দাদা। বিরাজ, হুগীৎসব প্রেমের, প্রেমের ছটো কথা ত শুনে না।

বিরাজ। তাই, তুমি শুকবারের দিন এসে ব'লো, আমি বড় বক্সাটে আছি। দাদাঠাকুর, বেদানার

মা এবার জগদ্ধাত্রী-পূজা ক'রবে, তুমি যেমন করে পার, কর ।

গোসাই । ভয় কি, আমি আছি, তোর দুর্গোৎসবের ভাবনা কি ? একটা কার্তিক খাড়া ক'র ।
বিরাজ । এখ দেখ দিকি পোড়ারমুখো ! দাদা গোসাই, সাতকড়ি পাতি পাতি করে খুঁজে এলো, কার্তিক পাওয়া গেল না । এখন কি হয় বল দেখি দুর্গো-পূজার ?

গোসাই । সাতকড়ি, তুমি কি জানবে, চৈতন্য-চিন্ময়ে লেখা আছে—কার্তিক আর চাল চিত্তির ।

মা । তুই শোন না কেন—গোসাই বাবা যা বলে, তা শোন না কেন ? ওর ওপর কি কেউ মত দিতে পারবে ?

বিরাজ । হাঁ দাদা গোসাই, কার্তিক ত পাওয়া গেল না, কি হবে ?

গোসাই । সে জ্ঞাত চিন্তা নাই । (মামার প্রতি) দেখুন, আপনি পরম প্রেমিক, কার্তিক হয়ে প্রেমের পরাকাষ্ঠী প্রকাশ করুন । দেখ বিরাজ, রামলীলে দেখেছ ত ?—রাম লক্ষণ পূজা করে । এমন গোসাই আমার পাও নি, একটা অশ্রদ্ধার ব্যবস্থা দেব । এই যে প্রেমিক পুরুষ আছেন, একে পূজা কর ।

মামা । মশায় কি বলছেন ?

গোসাই । কার্তিক হয়ে প্রেমিকার পূজা গ্রহণ করুন ।

শোন বিরাজ, ইনিই তোমার কার্তিক হবেন ।

মামা । মহাশয় কার্তিক হব কি রকম ?

গোসাই । প্রেম করেন ত এইরূপই করুন, নিতানন্দ-বিলাসে লেখা আছে ।

মা । দেখ বাবা, থানিক কার্তিক হয়ে বসবে বৈ ত নয় । বাড়-চালাচালি করনি, মেয়ে আমার আবদার নিয়েছে ।

বিরাজ । বাবু, তোমার সঙ্গে একটা সাফ কথা ব'লে দিলুম, শুক্রবারে দেখা ক'রবো, কার্তিক হও, ত হও, নইলে আমার পরিকার কথা—তোমার সঙ্গে এই দেখা ।

মাত । দেখ, কার্তিক বাজারে পাওয়া গেল না, আপনি না হ'লে মেয়েমানুষের মন ভুলবে না, আমি ওর মেজাজ জানি । তবে ময়ূর চান,—আর বছরকার কার্তিকের ময়ূরের পেখম আছে, গুরুবাধা খোঁটাটাও আছে, ঠিক ঠাক ময়ূর হবে এখন ।

গোসাই । প্রেম করুন, কার্তিক হোন ।

মামা । গোসাইজী, প্রেমের কথা দুটো একটা হবে ব'লেছিলে ।

গোসাই । ময়ূরের পিঠে ব'সে হবে, ভাবছ কেন ? সমস্ত রাত আছে, আমি কি তোমার ছইফির বোতল বাকুমারি কত্তে এনেছি ? ময়ূরের উপর ব'সে প্রেমের তুফান উঠে যাবে এখন ।

বিরাজ । মশাই, যদি অমুগ্রহ ক'রে এসেছেন শুন্ছি, আপনি প্রেমিক পুরুষ, আমার বাতীর কার্তিকটি হ'লে আমার মুখটি থাকে ।

মা । বল না লো, জ'টো মিটি ক'রে বল না ? আহা, এইবার বাবা যেমেছে ।

বিরাজ । তাই পিরীত করবে কি না, বল ?

মামা । হাঁ ।

বিরাজ । কার্তিকটি হয়ে আমার মুখটি রক্ষে কর ! বেদানার ম'র সঙ্গে আমার উকরা-টুকুরী, তুমি আমার মুখ রাখবে কি না, বল ?

মামা । তুমি বা বলবে তাই ক'রব ।

গোসাই । বিরাজ, অমন প্রেমিক পুরুষ তুমি পাবে না ! তুমি আর বছরের পাগড়িট নে এস, আর তোমার যদি ঢাকাই কাপড় না থাকে, ডুরে পাছা পেড়ে হ'লেও চলবে ।

বিরাজ । হয়ে হাতীপেড়ে ঢাকাইখানা কুঁচিরে রেখেছে, দাদা ঠাকুর, তাতে চলবে না ?

গোসাই । বেজায় চলবে ! আমার মনে ছিল না,—‘হাতী-পাড়শ্চ কার্তিকশ্চ’ কার্তিকেরই হাতী-পাড় !

বিরাজ । মা, দাদা গোসাই ব্যবস্থা দিচ্ছে, তুই হাতী-পেড়ে কাপড়খানা নে আয়, আমার ছোট তোরঙ্গের ভেতর আছে, কুমুদন-বাবু আর বছর দিয়েছিল । আর সে কার্তিকের পাগড়িটে নে আয়, উনি বসুন । বেদানার মাকে ডেকে নে আয়, জল সইতে যাবে ত থাক ! আধ বটাটাক বসুন, শুক্রবারের দিন আসবেন, আমি আপনার প্রেমের কথা শুন্ব ।

গোসাই । দেখুন, আপনার প্রেমে নির্ধাৎ আছাড় খেয়ে প'ড়েছে !

বিরাজ । মশাই, আমার সাফ কথা ! কার্তিক মাজেন ত সাজুন, নইলে যান ।

মামা । দেখ বিরাজ, তোমার জন্তে প্রাণ দেব ।

গৌসাই। বাঃ, প্রেমিক পুরুষ দেখ। ময়ূর চ'ড়ে উড়বেন, বিরাজ, আপনার প্রেমে লট-ঘট! প্রথম ছুঁটো ব্যঙ্গ ক'রেছিল, যেমন ত্রীকুণ্ডকে রাখা ক'রেছিলেন! আমার হাতে পূজো; আপনি একবার ময়ূর চেপে ব'সবেন, আধঘণ্টার ভেতর পালকে গে শোবেন। ওর পূজাটাও বজার হয়, আপনাকেও প্রেমিক বলে জানে। বিরাজমোহিনি, দেখ, একটা ময়ূর দেখ।

সাত। মাইরি মা, তিন গেলাস ছইকি না খেয়ে কোন শালা ময়ূর সাজবে। তোমার বাড়ী তামাক সাজি, না হয় গোলাপীর বাড়ী সাজবো। মা। বিরাজ, একটু থাইয়ে দে না? তুই মাহুঘটো বুঝিস্ নি? দেখ, ছ'দশ যারগা থেকে পেলামী আসবে। দেখলি ত বাছা, কুম্বটুলীতে কার্তিক পাওয়া গেল না!

[সাতকড়ির প্রস্থান।]

মামা। ময়ূর-ময়ূর!

“(নেপথ্যে)। দাঁড়াও, আর এক গেলাস ছইকি খেয়ে বাই।

বিরাজ। দাদা গৌসাই, এ পূজো হবে ত?

গৌসাই। এমন পূজো কেউ আর করে নি, এক চনমান্চন্দ্র ক'রেছিলেন, আর ভুমি করে।

(ঢুলীর প্রবেশ)

ঢুলী। হাঁগা, আর বজ্র কার্তিক-পূজোর বাজিয়ে গেছি, আর এখন কি না তোমার দরোয়ান বলে, আমি বাজাতে পাব না।

বিরাজ। দাঁড়া বাছা, বাজাস্ এখন! আগে কার্তিক ময়ূরের ওপর বহুক।

[ঢুলীর প্রস্থান।]

(সাহেব ও মেমের প্রবেশ)

সীত।

সাহেব।—

এই বেলে হয়েছি আমরা নূতন আমদানী।

মেম।—

নইলে গাউন কি কিনি, এ খবর আগে জানি।

সাহেব।—

মেম।—

তা ত নয়, তা ত নয়,
বিলিতি-ফেরত প্রাণে অত কি নয়!

সাহেব।—

ডাম গয়না খালি ইয়ারিং নেকলেস,

মেম।—

গয়না ডাটার একশেষ,

দেখ না কিটু ফাট বিলিতি ড্রেস,

সাহেব।—

বেশ্ বেশ্ বেশ ডিয়ার বেশ্;

মানি নে গড্ অম্ ম্যান্, আমরা গোরাম্যান্,

মেম।—

হাম্ লোক সব বিবি লোক হাতে সব ফ্যান্,
উভয়ে।

ক্যা মজাদার, ক্যা কহেনা, ক্যা কারদানী।

মা। দাঁড়া বাছা দাঁড়া, এর পর নেচো, আগে কার্তিক ময়ূরের ওপর বহুক।

মামা। বাজাতে বল, ময়ূর পাঠিয়ে দাও!

(সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ)

সাত। মশার ত কার্তিক?

মামা। হ'।

সাত। আপনি মদ খান?

মামা। ছইকি থাই।

সাত। পিটে ব'সে খাবেন?

মামা। কেউ না টের পার যদি।

সাত। সাক্ খাবেন, লব্ধার সামনে খাবেন, ক্যা কার্তিক, তর কি?

মামা। যদি লোকে কিছু বলে?

সাত। বিরাজের মা। আর একটা কার্তিক দেখ, কার্তিকের ময়ূর আমি হব না।

মা। কেন যে বাছা, কেন?

সাত। ও বলছে, ছইকি খাবে না।

মা। খাবে বই কি বাছা, খাবে বই কি। পেশম খুঁটা না বাবা, পেশম খুঁটা না।

সাত। ম্যাও, বিরাজ এক গেলাস মদ দাও।

বিরাজ। সাতকড়ি, যদি তুই হুড়ি খেয়ে নেশা ক'র

পড়বি, সাত খেয়ে মেয়ে আমি তোকে তড়াব

সাত। পড়বো না বিরাজ দিদি, আমি কার্তিক নি

মা। উড়ো নি বাবা উড়ো নি, আমি পেয়াসী পাব নি।
বিরাজ। মর মাগি, ও না কি উড়তে পারে ?

দাত। বিরাজ দিদি, আমার ওড়ো ওড়ো প্রাণ
কচ্ছে, গোসাইজী, হুইকির বোতলে আর নেই ?

মামা। ভয় কি, এই ঘড়ির চেন নাও।

বিরাজ। মা তুই জল সইতে ডাকলি নে ?

মা। দাড়া বাছা দাড়া, আগে ময়ূর কান্তিক ঠিক,
ক'রে যাই।

দাত। মাও, আপনি ত কান্তিক ? উঠে বসুন।

গোসাই। ঠিক-ঠাক সাজিয়ে দাও। আর বছরের
পাগড়ি মাথায় দিয়ে দাও।

বিরাজ। আপনি শুধুন, এই পাগড়ী পকন ; শুক্র-
বারে আপনার সঙ্গে প্রেমের কথা কইব।

মামা। দেখ, আমি এখন কান্তিক হয়ে বসব, তুমি
আমার পাশে দাঁড়িও, ওরির ভিতর ছোটো একটা
কইব।

বিরাজ। মাপ ক'রবেন, আজ সাবকাশ পাব না,
এক একবার এসে দাঁড়াব।

নেপথ্যে। বাজা বাজা বাজা, উরু ঠাকুর বিসর্জন
যায়—বাজা বাজা বাজা !

মামা। ও কে, গোবরা না ?

বিরাজ। পাগড়ী খুলো না—পাগড়ী খুলো না।

(গোবর্দন, প্যালারাম ও তাহাদের
ইয়ারগণের প্রবেশ)

সকলে। উরু ঠাকুর বিসর্জন যায় !

গোব। বলেছিলুম প্যালা, কান্তিক নইলে পূজো !

উরু ঠাকুর বিসর্জন যায় !

সকলে। উরু ঠাকুর বিসর্জন যায়।

বিরাজ। দেখ, গোবরা মাভলাম করিস্ নি।

দাদা গোসাই, পূজো আরম্ভ কর।

গোব। আরতি বাজিয়ে দে, উরু ঠাকুর বিসর্জন
যায়।

সকলে। উরু ঠাকুর বিসর্জন যায়। আরতি বাজা,

আরতি বাজা, উরু ঠাকুর বিসর্জন যায়।

গোসাই। ধাম ধাম বিরাজ, তাড়াতাড়ি আমি

পূজোর বসি, হুইকির বোতলটা পাশে রেখো,

হুকলে আমি চাইব না, ফের এনে দিও।

মা। বাবা এই কুল নাও।

গোসাই। তড়ং নমঃ, খড়ং নমঃ, মাতালায় নমঃ,
সোনাগাছায় নমঃ ইত্যাদি।

(যাত্রা ওয়ালাগণের প্রবেশ)

অধিকারী। ও গো, আমরা যাত্রাওয়ালা, মওলা
দেব, নবমীর দিন গাইব।

গোসাই। আচ্ছা, মওলা দিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ
তাস করি।

(রাধা-কৃষ্ণের প্রবেশ)

গীত।

রাধা।—

খিনি কেউ তিনি তা, তুই পায়ের ওপর দেনা পা।

কৃষ্ণ।—

মানমরী রাধে, তুই গেলাস ছুই আর হুইকি থা।

রাধা।—

চাটু নে বুঝি আসছে বৃন্দে সই,

কালাচাঁদ, হুইকি তোমার কই ?

কৃষ্ণ।—

বগলে এই যে বোতল, প্রেমমরী ঢালো না
তবে প্রিয়ে বাশরী বাজাই।

রাধা।—

ফেল্বে কেশে দাড়াও মাধব, হুইকি আগে থাই।

কৃষ্ণ।—

সব খেও না, একটু রাখো, শুকুচ্ছে আমার গলা॥

(বলরাম ও রেবতীর প্রবেশ)

গীত।

বল।—

আমি গাঁজার দম লাগাই, আমি বীর বলাই।

রেবতী।—

ভোর পিরীতে আমি মরা

আধ ভরীটাক আফিং খাই।

বল।—

তুই বড় ঘন ছুধে আর পেলো মাখন।

রেবতী।—

শুক সেরে আমার ড মন।

উভয়ে।—

আর রাতাঝিতে খুব পটু হ'জন।

বল।—

আমি ভোঁদু হয়ে গে রাম-শিঙ্গে বাজাই।

রেশমী।—

আমি গা চুলকে তুলি হাই।

(বশোদার প্রবেশ)

বশোদা। হাঁ রে গোপাল, তুই নাকি আব'হুলের
বাড়ী মটন চপ'চুরী ক'রে খেয়েছিস?

কুক। হ্যাঁ মা, পেটের আলায় খেয়েছি।

বশোদা। তবে রে পাজী! (মারিতে উদ্যত)

দোহারগণ। ও মা কর কি—কর কি, বাজা ভেঙ্গে
যাবে—বাজা ভেঙ্গে যাবে।

বশোদা। রাখ তোমার বাজা, না হয় তোমার দলে
নেই থাকবো! তা ব'লে ছেলে চোর হবে?

নন্দ। কি ক'রবে নন্দরাণী, কি ক'রবে বল, একলে
ছেলে ত বল নয়!

বশোদা। দেখ নন্দ ঘোষ, তুমি আমায়ে রাগিও না।
কোটরে তোমার বিব ঝেড়ে দেব, তেমন মাতাল
বশোদা আমার পাওনি।

মন্দ। ইস, সখের দলে তুমিই একলা নেশা করেছ,
আর ত কেউ করে নি! সখের বাজা, তুমিও
সোখীন বশোদা, আমিও সোখীন নন্দ, তোমার
ঝাঁটার কি ধার ধারি বল দেখি?

বশোদা। দেখ সেক্রেটারী, আজ একটা খুনধরাপী
এইখানে হ'লো বলে।

[ভয়ানক গোলযোগ ও বাজাওলাগণের প্রস্থান।

সাত। কথিতক চল, বাজা করি গে চল।

মামা। না ভাই ময়ূর, আমার বড় নেশা হয়েছে।

সাত। ওঃ বাজাওলাগা বেজার আমোদ ক'রে
গেল। নেও, গোসাইজি, পূজো কর।

গোব। গোসাইজি, আরতি বাজাই, উরু ঠাকুর
বিসর্জন যায়।

গোসাই। পাটা নে এস, রক্তন কর।

গোব। প্যালা, পাটা কই?

প্যালা। পাটা কই, পেলুম কই?

গোব। পেলিনে শালা!

জইরি দাও, খেয়ে-জর মা চালচিন্তির ব'লে
মোষ বলি করে বাই।

গোব। বাজা ওরে বাজা বাজা;—উরু ঠাকুর
বিসর্জন যায়।

প্যালা। ব্যা ব্যা, বিরাজ, ছুটি ছোলা ভাজা আর
হ'গেলান জইজি নেও, তোমার নবমীপূজোর
পাঁটা বলি পড়ছি দাঁড়াও।

সাত। বিরাজ এখানে ময়ূরটো আছে দেখো।

মা। আর দিস্ নি, আর দিস্ নি, ও টলছে, বাকুকে
ফেলে দেবে।

মামা। চুটিয়ে প্রেম কল্লম বাবা।

বিরাজ। তুমি বে প্রেমিক পুরুষ, আজ জানলেম।

গোব। বিরাজ, আরতি বাজাই? উরু ঠাকুর বিস-
র্জন যায়।

বিরাজ। দাঁড়া না পোড়ারমুখো।

গোব। দেখ, আর পুরুতকে আরতি কর্তে বল,
উরু ঠাকুর বিসর্জন যায়! সিনে বড় বলি
থরেছে।

বিরাজ। থাম থাম, গোসাই দাদা ঠাকুর, কই, পাটা
বলি ক'লে না? ও মুখপোড়া, পাটা এনেছিস?

গোব। ভয় কি বিরাজ!

প্যালা। গোসাইজি, সিন্দূরের টীপ দাও।

গোসাই। কান্তিক-পূজোর পাটা বলি কি—এক
সসা-বলি—আর এক নর-বলি।

বিরাজ। আমার যেমন বরাত! চালচিন্তির ওয়াল
কান্তিকের সামনে ছুটো পাটা বলি ক'লো না?

প্যালা। ভয় কি বিরাজ। ব্যা—ব্যা, খাঁড়া নে এস।

বিরাজ। মা, মা, মিতিনদের বাড়ি থেকে দৌড়ে
খাঁড়া নে আর।

মা। ওরে, এত রাতিরে তারা কি দেবে রে বাছা।

বিরাজ। তুই ডাব কাটা দা-খানা নে আর।

প্যালা। ব্যা—ব্যা।

সকলে। জর মা চালচিন্তির।

১ম ইয়ার। খাঁড়া নিয়ে এস—খাঁড়া নিয়ে এস।

মা। বিরাজ, গোল বাখালি, বলি হ'তে দিস্ নি।

বিরাজ। বেটা প'বরি খানকো কি না?

মা। তুই সতীর মেয়ে, তুই চুপ মেয়ে বোস, ও
যে রক্তারক্ত ক'রবে।

প্যালা। ব্যা ব্যা, বলি কর না বাবা, উঠে গি

না। বাবা, আর খাঁড়ার কাজ নেই, এই কাঁটা-গাছটা নাও, আমি আলতা শুলে আনছি, ঢেলে দিও, রক্ত হবে এখন।

ম ইয়ার। বলি গোবর্দ্ধন, তুই কি নতুন রকম কল্লি বল দেখি? পাঁটা বলি ত কি: হুগেলাসবে হয়, কাস্তিক বলি দিতে পারিস ত দেখি, একটা পূজো করি বটে। আমি চট করে মল্লিকদের বাড়ী থেকে খাঁড়াখানা আনছি।

মামা। সাতকড়ি, এ ঘরে আর দোর আছে, সটকে পড়ি। শালারা বলছে, কাস্তিক বল দেবে।

সাত। ভয় কি, হুগেলাস হুইকি খেয়েই তোমার পিঠে করে নে উড়ুচি।

মামা। দেখ, ষিঙকির পেছন-দোর দে আমার পিঠে করে নে বেরিয়ে পড়, বড় বেজার মাতাল হয়েছে, গোবরা শুণ্ডটা ছুরী পাজী।

সাত। রাত ঢের হয়েছে, এখন আর হুইকি পাবে না, এইখান থেকে হুগেলাস খেয়ে যাও।

প্যালা। ব্যা ব্যা, বাবা, ঘুমিয়ে পড়েছিলেম, কেউ ডেকে দিতে নেই? এ সব শালারাই যে পড়ে। ব্যা ব্যা; ওঠ, শালারা ওঠ।

সকলে। জয় মা চালচিস্তির, উরু ঠাকুর বিসর্জন যায়।

মা। হ্যা বাপ, হ্যা, এই কাঁটাগাছটা নাও, কাটা। সকলে। জয় মা চালচিস্তির। (বলি)

সাত। আর তোমার পিঠে করে থাকতে পাল্লুম না, কাদা মাটিতে আমার নাচতে হবে।

মা। এমন কি কারুর বলি হয় গা?

সকলে। (কাদামাটির নৃত্য ও গীত)

ও মা চালচিস্তির, তুমি যেটা বেজার পাঁটা-খোর।

কড়মড়িয়ে হাড় ভেঙ্গে খাও

দাঁতের কি তোর জোর।

ময়ুর ময়ুর শেখম ধর পাঁটার নাড়ী খাও,

কাস্তিক দাদা মিটুলিটে নাও,

হাঁ কর ভাই কুলকে। যদি চাও,

যাত্রেখরী দেব তোমার সবুর কর হ'লো ভোর,

যত চাও তত পাবে হয়ে থেকো নেশায় ভোর।

প্যালা। ব্যা ব্যা; চল, বিসর্জন চল! দেখ, কাস্তিককে

ময়ুরের সঙ্গে বাধ, আর গোসাইজীকেও জড়িয়ে

নাও, নৌকো করে বাচ-খেলিয়ে ঢেলে দিও।

গোসাই। এ বিধি চৈতন্ত-চরিতামৃত নেই।

প্যালা। দেখ গোসাইজী, গোবর্দ্ধনের একটা কীর্তি

থেকে যাক, বাগবাজারের বাটে পাথর আছে;

হুটি হুটি পাথর কাস্তিকের আর তোমার পায়ে

বৈধে, বাচ-খেলাতে খেলাতে মাঝ-গজার ছেড়ে

দেব, টপ করে ডুবে যাবে, কিছু ভয় কর না!

মামা। এ দিক দে আর দোর-টোর নেই?

গোসাই। বেলকুল না।

মামা। বড় ফেসাদে কেনে!

সকলে। উরু ঠাকুর বিসর্জন যায়!

মা। বাবা, ভাসান কাল সকালে দিও, আজ সব শোও গে যাও।

মামা। কাল সকালে আমি আসব, এক রকম করে বার করে দাও।

সকলে। উরু ঠাকুর বিসর্জন যায়। জয় মা চাল-চিস্তির।

মা। ওরে, সপ্তমীর পূজার দিন বিসর্জন দিবি কি?

সাত। মা, তুমি জান না, এ সংকীর্ণসার পূজো,

আমি আজ না ভাসান গেলে উড়ুতে পারব না,

আমি ফের কাস্তিক কাদে কচ্ছি; তোলো,

উঠাও।

মামা। সাতকড়ি, তোর পায়ে পড়ি, পাটা ছেড়ে

দে, শালারা এখন গজায় চোবাবে, আমি মোটা

মানুষ, সাতার জানি নে, টপ টপ ডুবে যাব।

সাত। আমি ময়ুর হ'য়ে উড়ে তোমার কাঁধে করে তুলব।

সকলে। বাধ বাধ, উরু ঠাকুর বিসর্জন যায়।

প্যালা। তোলো তোলো, ভাসান দে, গোবর্দ্ধন গেল

কোথা?

মামা। শালারা সব মাতাল হয়েছে, মারি চৌচা দোড়।

গোব। কে বাবা তুমি কাস্তিক-পুরুষ! ফিরে চল,

জমকাল ভাসান দিতে হবে; মকির মা দুর্গা

হবে বলেছে, নিরি লক্ষী, গিরি সরস্বতী, কাস্তিক

পাচ্ছিলুম না, তুমি আছ, গণেশ আমি আছি,

হয় সাতকড়ে, নয় প্যালা নিলি, চল বাবা, আজ

মজার তুফানে ভাসান যাই চল; মামা, তুমি

বেড়ে কাস্তিক।

মামা। শালারা চিনেছে; বাবা, এই পারখানা থেকে

এসে তোমাদের সঙ্গে ভাসান যাকি।

গোব। মামা, তুমি ভাসান থেকে এসে পারধানার বেও, নর ময়ূরের পিঠে পেট খোলসা কর; সাতকড়ি বড় সাঁদা লোক, তোমার বাপটে ধরে গঙ্গার উলে বাবে।

মামা। পাহারাওয়াল, পাহারাওয়াল!

(পাহারাওয়াল, সার্জন প্রভৃতির প্রবেশ)

১ম পাহা। এ বাড়ীতে খুন হয়, হাম্ লোক জান্তা হয়, নরবলি হয়।

মামা। না বাবা, সে ব্যাটা কাঁটা থেকে উঠে গিয়েছে, এখন আমার ভাসান দেব, তুমি সামলাও।

২য় পাহা। এ একটো মাতোয়ারা হয়।

মামা। বাবা, হুঁগেলাস জইকি খেয়েছিলেম বটে, মনুর চেপেই নেশা ছুটে গেছে, বাবা, ভাসানের ভরে পালাচ্ছি, জেলে দাও, গঙ্গার চুবিও না বাবা।

১ম-পাহা। তোম্ খুন কিরা।

মামা। কোন্ শালা কিরা, বিরাজের মা কাঁটা মারা, আর আলতা গুলকে ঢাল দিরা।

২য়-পাহা। তোম্ কোন্ হয়?

মামা। বাবা, গিরীত করতে এসে কাঁসানে পড়ে গেছি, ভোর রাত সাতকড়ি ব্যাটার পিঠে বসে, হুঁশো মশার কামড় সবে এখন বাবা প্রাণের দারে পালাচ্ছি।

১ম-পা। সাতকড়ি তোমার কোন্ হয়?

মামা। আমার চৌদ পুরুষ হয়, আর যে গোবর্দন যো হয়, আমার বাবার বাবা হয়, শালা যে এখানে আসে বার, কোন্ শালা জান্তো। বাবা, নাকে থৎ, লাক্ বেড়িয়ে বাছি। জমাদার সাহেব, পাগড়ি কি দেখেছ?

বিরাজ। ওলো, কার্তিক পালালো—কার্তিক পালালো, ধরু ধরু ধরু! তোমার জন্তে নরবলি দিলুম, সপ্তমীতে দশমী করলুম, তোমার কি এই প্রেম? একবার না হয় গঙ্গার বাচ্ খেলে ভুবে। এখনও এস, বাচ্ খেল ত খেল; দেখ, তোমার সঙ্গে অস্ত হিসেব নাই, বজ্র হিসেবই আছে, তুমি যদি এ ব্যবহার কর, তা হলে তাই, শুক্রবারের দিন আমাদের বাড়ীতে এস না। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই, এক দিন না হয় গঙ্গা-জলে

মামা। দেখ, এই বিসর্জনটা মাপ কর, তার পর শুক্রের রক্ত দিতে হয়, তোমার জন্তে দেব।

বিরাজ। এই বিসর্জন দিয়ে এই শুক্রবারে আসতে হয় এস, নইলে তোমার সঙ্গে এই পর্যন্ত।

সার্জন। দেখ চৌকিদার, এসকো পাকড় লেও, বহত শিরিতসে এসকো বাত হোতা হয়।

১ম পাহা। এ ত মহীন-বাবুকা মামা হয়, হাম্কে তাজব মালুম হয়, এ কার্তিক হোকে নিকলা।

গোবর। মামা মামা, শীগগীর এস; হুগী, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সব পাওয়া গিয়েছে, এক চোরা আর সিজি। তুমি সিজি আজ, আমি চোরা হয়ে দাঁড়াই।

পালা। কিছু ভেব না, কিছু ভেব না, চোরা পেরেছি।

মা। ও মা, কি সর্বনাশ, গোসাই বাবার টিকি ধরেছে। বিরাজ। ঐ আরতির বাজনা শুনেছে, নইলে তোমার সঙ্গে আমার এই দেখা।

মামা। বিরাজ, আমার জলে ঢেকেবে না ত?

বিরাজ। দেখ তাই, একবার ভা... তোমার যেতেই হবে। জলে চোবাক্ আর না চোবাক্।

সকলে। উকুর ঠাকুর বিসর্জন বার।

গোব। সিজি পাওয়া গিয়েছে, মামা, মামা, তোমার কার্তিকই হাতে হবে।

মামা। বাবা, ঐ কাজটা আমার মাপ পড়ে হবে।

গোব। মামা, খুন-খারপী হব। খুন না কার্তিক সাজলে আমার বিসর্জন হবে।

সকলে। উকুর ঠাকুর বিসর্জন বার।

গোব। মামা পাঁচ ইয়ারের অহরোধ এড়াতে পারব না, চালচিন্তিরের খোঁটার বেঁধে তোমার বিসর্জন দিতেই হবে।

মামা। (ভেউ ভেউ রোদন)।

গোব। মামা, কান্দ আর বাই কর, তোমার ভাসান যেতেই হবে।

মামা। বাপ রে, আমি তার জন্যে কান্দিনি; আমি মনুব, আর ঐ বে অষ্টমীপূজার দিন প্রেমদাস গোসাই সংকীর্ণনে নাচবেন, এ আমার প্রাণে সহিবে না।

গোব। ওর বাবার সাধ্য কি নাচে, আজই ওকে ভাসুন দেব।

গোসাই। চৈতন্যচরিতামৃত নেই।

পালা। (গোসাইটির টিকি ধরিয়া টান)

গোঁসাই। নিত্যানন্দ-বিলায়েও নেই, টিকি ছাড়।

পালা। টিকি ছাড়লে চোরা পাই কোথা বল?

বিরজা। গোঁসাই দাড়াঠাকুর, তোমার পায়ে ধছি,
আজকের রাত্‌টার মন্তন চোরা হয়ে আমার
মান বাঁচাও।

গোব। দেখে মামা, তোমার ভাগ্নে-বউ আস্তে
বলেছে শুক্রবারের দিন তোমার মনের কি কথা
বুধবারের দিন বলে বেও।

বিরজা। দেখে পাঁচ ঝঞ্জাটে ছিলুম, একবার না হয়
কার্ত্তিক কি সিঁদ্ধি বিসর্জনই যাও না?

মামা। থিয়েটারের সিঁদ্ধি?

বিরজা। আবার সিঁদ্ধি কোথায়? তুমি কি সত্যি
সিঁদ্ধি হবে?

মামা। আমি পারব না, সাক্ষ্য কথা।

গোব। পারবে না কি, পারবে না বলেই পারবে না,
উঠাও।

গোঁসাই। টিকি ছেড়ে দে বাবা, বাপের স্মৃতির
হয়ে ভাসান যাচ্ছি।

সকলে। জয় মা চালচিন্তির, উঠাও, বাজা বাজা,
উরু ঠাকুর বিসর্জন যায়।

(মিলিটারি লেডী-ব্যাণ্ডের প্রবেশ)

(গীত)

মিলিটারি লেডী-ব্যাণ্ড সখের।

সৌধীন সব পেট্রণ, চাঁদা দেছে ঢের।

ছড়ি টানি নয়না হানি এমন কে আছে,

এটানে যাবে যে বেঁচে,

মোহিনী তান শুনে কে ফেরে না পাছে—

সখের মিলিটারি নারী সখের লোকের কদরের ॥

সকলে। জয় মা চালচিন্তির, উঠাও! বাজা বাজা,
উরু ঠাকুর বিসর্জন যায়।

সভ্যতার পাণ্ডা ।

(পঞ্চরঙ্গ)

চরিত্র ।

পুরুষ ।

পুরাতন বর্ষ, নূতন বর্ষ, নীলাকাশ, পুরোহিত, ছিষ্টধর, শশীভূষণ, দিহু, নসে,
বজ্রিনাথ, ওল্ডইয়ার, নিউইয়ার, কুসুমাস, বিডার, সেলমাটার, রাইটার,
বুক্‌কিপার, স্কুদেবর, সুবাবর, বরগণ, বেহার, ক্রোয়ার, ষড়ঋতর
নায়কগণ, ষড়ঋতুর রঙ্গদারগণ, বিউগেলওয়া
হাণ্ডবিলওয়ালাগণ, ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

সভ্যতা, ভবতারিণী, বিবেচনী, কুমুদিনী, কুলাদমাগণ,
ষড়ঋতুর নারিকাগণ, ষড়ঋতুর কলিনীগণ,
কিমেল—ক্রেতাগণ, বুঝা, ইত্যাদি ।

অন্যান্যগণ

কিপার-কিগারেস, সুব-গাভী, পদ্ম, বাবর-বাবরী, কোক,
হাড়গিলে, ডান্‌ক-ডান্‌কী, ইত্যাদি
পুত্রীগণ ।

প্রথম দৃশ্য।

—*—

সভ্যতার বাট।

সভ্যতা।—

(গীত ।

আমার মুখে হাসি চোখে ফাঁসি ভুবনমোহিনী।

মাদকতা প্রবঞ্চনা চিরসঙ্গিনী ॥

অনাচার আমার কর্তব্য,

দাসী হ'য়ে চরণ-সেবা করে ব্যভিচার,

আমি মধুমাত্রা কথা কয়ে, আগে ভোলাই কামিনী ॥

হৃদাসনে সঘতনে পূজি অহঙ্কার,

সে যে প্রাণপতি আমার,

আমার হৃদয়-রতন, বস্ত্রের ধন,

জোর করি ত তার,

আমি তার পরবে গরবিনী আদরে আদরিণী ॥

(পুরাতন বর্ষের প্রবেশ)

সভ্যতা। শুভমর্শি গুরু ইয়ার! নিউ ইয়ার কে হবে, কিছু ঠিক করলে ?

পু-বর্ষ। আজ্ঞে আগরি মেখে তনে নিনু, মনের মত তো কারকে ঢেকে না, কখনো নব্বই সাল, একানব্বই, বিয়ানব্বই, তিরানব্বই সাল যে সকল বঙ্গের উন্নতি সাধন করে গিয়েছেন, তার ত আর তুলনাই কর না। বিদেশিয়ার, জী-বাদীনতা, বাস্তব-বিপ্লব, ইত্যাদি সর্বস্বত আশ্রিত প্রভৃতি মহা মহা বিপ্লব সাধন করে গিয়েছেন। আমি বখাশাধা তোমার কণ্ঠে, কুটি, হিম সয়ে, সে সকল কীর্তি যে বঙ্গের গাথতে পেরেছি, আজও যে আপনাদের নামে কলক অর্পণ করিনি, এইতেই আপনাকে ধন্যবাদ দি। কাজে আনতে

পারি বা না পারি, হিঁহর ডাইভোস-আশ্রিত সযুদ্ধে কথা উত্থাপন করেছে।

সভ্যতা। না, তুমি খুব উপযুক্ত। খুব উপযুক্ত।

পু-বর্ষ। এখন আমার দারুণ চিন্তা হয়েছে, কে যে পঁচানব্বই সালও গ্রহণ করবে, তা কিছু ঠিক কর্তে পারিনি; দেখছি সব ছেলেমানুষ, এ হিন্দু ডাইভোস-আশ্রিত যে চলিত করতে পারবে, এমন ত আমার ঠেকে না।

সভ্যতা। ঙ্খা, তুমি ভেব না, এই তুমিও তো ছেলেমানুষ ছিলে, তোমার আমার সম্মান কে শেখালে! আমরা তো সহচরীরা,—প্রবঞ্চনা, মাদকতা, অনাচার, ব্যভিচার, এরাই তো তোমার শিথিয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছে! ওরির ভেতর একটা সোয়ানা সটু ছোঁড়া দেখে নাও।

পু-বর্ষ। একটা ছোঁড়া নিতান্ত মন্দ নয়, সে যা যা করবে বলছে, যদি পারে, ছোঁড়াটা নাম রেখে যাবে, কিন্তু তার কথা বিশ্বাস হবে না। সে সব ফটোগ্রাফ এনেছে চমৎকার চমৎকার; বলছে, সে এই সব পারবে।

সভ্যতা। তুমি এ সব অবিশ্বাস কর না। তোমার পূর্ব পূর্ব মহাআর্য্য কি কাজ না করে গেছেন, আর তুমিই বা কি না করলে? এ কি কেউ সম্ভব ভেবেছিল, হিঁহতে মুর্গী খাবে? বামুন খুটান হবে? কুলের বধু মেম সেজে হাওয়া খাবে, পূজার সাহেবের খানা হবে, বাপ-ব্যাটার গার্ডন পাট করবে, বেস্তার সঙ্গে জ্বর আলাপ করে দেবে, বাপ-মাকে পৃথক করবে? তুমি তো সব জান, তোমার আর কি বলবে! আর ধর না, তুমিই যখন ফটোগ্রাফ দেখিয়েছিলে, তিরানব্বই সাল কি না বলেছিল? যে, 'ও ছেলেমানুষ পরে উঠবে না।' তুমি হিন্দু ডাই-

ভোস্ অ্যাঙ্কি করনা করলে, আর বার বাড়ি
নাই, রামায়ণ মহাভারতকে অশ্লীল প্রমাণ
করলে।

পূ-বর্ষ। তা পারে ভাল। দেখুন, ঐ আসছে, আমি
বুড় হয়েছি, শীতে আর দাঁড়াতে পারছিনে, এই
ক'টা দিন কাজ করছি, পরলা থেকে আমার
ছুটা দেবেন।

সভ্যতা। অবিস্তি। কালগর্ভে তোমার কল্প বশের
মন্দির হয়েছে, পেনসন্ নিরে সেখানে গে বিরাম
ক'রো। তবে যদি কখন কোন নূতন বৎসরে
তোমার কীর্তির কোন নজীর দরকার হয়, তা
এক একবার এসে সাক্ষী দিয়ে যেও।

পূ-বর্ষ। তা আমার সাক্ষী দিতে আসতে হবে না,
রাজবাড়ী থেকে কুটীর পর্যন্ত আমার নজীর
পড়ে আছে, আমার শীল মোহর করা। তা
অসম্মতি হয় তো আসি।

সভ্যতা। ঠাখ, এই কুটীমাস আসছে, এই
কীর্তি রেখে যাবার দিন, এ সময় আলিস্তি
ক'র না।

পূ-বর্ষ। হাঁ, তা কি হয়।

সভ্যতা। শুভুড়ে।

[পুরাতন বর্ষের প্রস্থান।

(নূতন বর্ষের প্রবেশ)

নব-বর্ষ। শুভমর্নিং লেডি।

সভ্যতা। তুমি কি নূতন সাল হবার প্রার্থনা কর ?

নব-বর্ষ। ইয়েস্, প্রবং, নিশ্চয়, জরুর। আমার
এই চারখানা ফটোগ্রাফ দেখুন। এমনি কাজ
ক'রে যশের মন্দিরে গে শোব, ইচ্ছে ক'রেছি।
এর সজীব ছবি আমার আছে, দেখতে চান,
দেখবেন্ আহুন।

সভ্যতা। এ সব তুমি পারবে ?

নব-বর্ষ। আচ্ছ হাঁ। না পারি, কাজ দেবেন না।

চুরানববই আমার বিশ্বাস করছেন না, আচ্ছা,
উনি দেখুন, ঠুর চক্কর উপর দেখাই। আমি
নাম চাই নি, এই কুটীমাসেতে ঠুর কদর মুখ
উজ্জল করি।

সভ্যতা। আচ্ছা, তুমি কাজ আরম্ভ কর। এক

একটা কাজ করে, আমার খবর দিও, যদি
দেখে নেবো। যাও, কাজে যাও।

নব-বর্ষ। যে আচ্ছো।

[সভ্যতা ও নববর্ষের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:—:—

চৌরঙ্গীর রাস্তা।—বেঙ্গল শহরের সমুখ।

(এক জন বিউগেল ও দুই জন হাণ্ডবিল
লইয়া প্রবেশ)

বেউ-বাহক। কুটীমাসের দিন সাতপুরুরে বসে
নীলেম হবে। যে যেমন চাও, তেজি পাবে
এই হাণ্ডবিল নিন, আর গান শুহুন, নো
গাই।

(গীত)

হবে নূতন নীলেমে, নূতন বরের আমদানী।
হররকম বর পাওয়া যাবে, বড় যুব বাচকানী॥

বিকুবে হারেট বিডায়,

ক্যাসপ্রাইসে পাবে না রে,

পরলা ফেল, হাত ধরে নাও যারে,

হররকম প্যাটেনের মন,

বে প্যাটেনে নাই এ নি॥

আড়ছাটা, টেরিখাটা ফিট,

ক্যাসানেবল্ ড্রেসকরা নিট্,

সভ্য ভাবা ব্রেক করা চিট্,

হবে না সিক অর সরি, আড়লে দিও চাবকানী।

(হাণ্ডবিলগরালার হাণ্ডবিল পাঠ)

১ম হাণ্ড।—নিউ অক্সন। নিউ অক্সন॥

নিউ অক্সন॥

সেভেন্ ট্যাক্স তিলা।

এক্স মাস্ ডে—টোইটি কিব্ ডিসেশ্বর,

এইটিন্ নাইটি ফোর,

টু বি সোল্ড টু বি হারেট বিডায়,

কার্ট ক্লাস ব্রাইড-গ্রাম্স।

ওয়েল ড্রেট, সিন্ডিলাইজড-ডোসাইল, এণ্ড টেম।

কাম ওয়ান্ এণ্ড অল!

নূতন নীলেম। নূতন নীলেম!! নূতন নীলেম!!!

সান্তপুকুর-বাগানে।

বড় দিন, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪ সাল।

হায়েট বিডারে বিক্রি।

প্রথম শ্রেণীর ভাল বয়। ভাল পোষাক।

সভ্য—নিম্ন পোষমান।

এস একজন ও সকলে।

[সকলের গ্রহণ।

তৃতীয় দৃশ্য।

— :: —

ভবতারিণীর বাটা।

(ভবতারিণী ও বিবেচনীর প্রবেশ)

ভব। এস এস, অনেক দিনের পর দেখা হ'ল। পাঁচ
ঝাট্টে আর হাওয়া খেতে যেতে পারি নি,
তাপাও হয় না, তবে কি মনে করে?

বিবে। ভাই, নেমন্তন্ন কর্তে এসছি।

ভব। কি, পাট্ট টাট কি কিছু আছে নাকি?

বিবে। না, তা নয়, কল্যাণজের।

ভব। বে কার?

বিবে। কেন, কিছু শোন নি? বক্তৃতাও পড়নি?

এডভারটাইজমেন্টও দেখনি?

ভব। আর ভাই, পাঁচ ঝাট্টে কি আর কিছু
দেখতে শুনতে পাই? হাওয়া খেতে তো যেতে
পারি নি। একদিন বে জিম্ভাসিয়েমে যাব, তাও
হয়ে উঠে না। কার বে?

বিবে। আমার।

ভব। বটে বটে, ইস তাই তো।

বিবে। তোমার ভাই যেতেই হবে।

ভব। ভাই, তাই তো ভাবছি!

বিবে। না, ও ভাবছি না।

ভব। আমার কি ভাই অসাধ? আমি তোমার
কান্-বে'তে কল্যাণাত্মী যাই নি বল? প্রথমকার
বেতে বাসর জাগি, দ্বিতীয় বেতে তেরান্তির
ছিদ্র, যদি না ঝাট্টে পড়তুম, তুমি জোড়ে ফিরে

আসা অবধি তোমাদের বাড়ীতে থাকতুম। তুমি
কি ভাই আমার পর?

বিবে। এত ঝাট্টাটা কিসের বল দেখি?

ভব। সে কথা আর তোমার কি বলবো বল।

এই ভোরে ওঠা, টিথ বুকস দিয়ে দাঁত মাজা,
গোমলথানায় যাওয়া, ছোট হাজরে বড় হাজরে
খাওয়া—কর্তার সঙ্গে বসে খেতে হয়, কর্তা
একলা খায় না—টিফিন, ডিনার, তিনবার ড্রেস
করা, তারপর মেয়েকে বোকে পড়ান।

বিবে। কেমন, শিখছে কেমন?

ভব। মেয়ে আমার পেটের, বিয়ে পাস করেছে।
রাইডিং, বকসীং, জিম্ভাসটিক্ পর্যন্ত শিখছে।
তবে বোটা মামুষ হ'ল না। আমি বারণ করে-
ছিলুম যে, ছোট বরের মেয়ে এন না, কর্তা শুনলে
না। সে সেই আইবুড়ীর মত ঘোমটা দেবে,
ছেলের সঙ্গে বেড়াতে যাবে না, ঘোড়া চড়বে না,
গাউন পরবে না, ছ'পাত ইংরেজিও পড়বে না।

বিবে। তবে তো বউটা ব'য়ে গেল।

ভব। তা গেল বই কি! আহুক, ছিটিধর বিলেত
থেকে আহুক, বলছে, মেম বে করে আসবে।
তদ্বিনে ডাইভোস' অ্যান্ড পাস হবে, উরির
মধ্যে দেখে শুনে বৌটার একটা বে দেব।

বিবে। দেখ, বর-বরকন্নার কাজ-কর্ম তো আছেই,
কাল একবার ফুরত্ব করে শুভদৃষ্টির সময় গিয়ে
দাঁড়িও।

ভব। ভাই, একটু ফুরত্ব নেই, কাল কর্তার শ্রাদ্ধ।
বিবে। সে কি? আসবার সময় তো দেখলুম, তিনি
গাড়ীতে উঠেছেন।

ভব। হাঁ ডেখ রেজেষ্ট্রী কর্তে গেল।

বিবে। বটে! তোমার কি বে দেবেন?

ভব। না, তা না। কি জান, ছিটিধর পরণ্ড মেলে
বিলেত যাবে, যেসেড়াগিরী শিখবে! কাজটা বড়
শক্ত, ব্যারিষ্টারী ডাক্তারী নয় যে ছ এক বছরে
হবে, এসে বেদেড়ার অফিস খুলবে। সেখানে
অন্ততঃ বছর দশেক শিখতে হবে, অ্যাদিনে কর্তার
ভালমন্ড হোক, শেষ কি ব্যাটা থাকতে ব্যাড়া-
আগুনে পুড়বে, না জ্বাতে শ্রাদ্ধ করবে? তাই
পুকুঠাহুর পরামর্শ দিয়েছেন, আজ ছিটিধর
মুখ-অগ্নি করে কাচা নিয়ে থাকবে, কাল সকালে
শ্রাদ্ধ ক'রে পরণ্ড মেলে উঠবে।

বিধে। বটে? তবে ভাই আর তোমার কি বলবে।
তব। তোমারও বে শুদ্ধি তোমারই বা কি বলবে।
তা নৈলে একবার শ্রদ্ধাটুকু দেখে যেতে। তা
সকাল সকাল তো বে চুকে যাবে, একবার
তোমার নিউ ডিরারকে নিয়ে এদিকে আসতে
পারবে না?

বিধে। দেখি কদুর হয় বলতে পারি নি।

তব। হাঁ ভাল কথা মনে হলো, কর্তা ডেথ রেজিষ্টারী
করে এলেই আমার কাদতে হবে; কখনো ত
যানী করেনি, কি করে কাদতে হয় জানিনি,
অসভ্য কারাও কাদতে পারবে না।

বিধে। ও সোজা। আমার স্বামী মরতে রুমালে
একটু অভিকলাম দিয়ে মুখে দিলুম। অভিক-
লামের বাজে চোক দে জল পড়তে লাগলো,
আর ফোঁপাতে লাগলুম।

তব। থাক ইউ! বড় বাধিত হলুম।

বিধে। তবে ভাই এখন চললুম। আমার দাঁড়বার
জো নেই, এখনি ক'নে দেখতে আসবে।

তব। একটু দাঁড়াও আর একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা
করি। কর্তা বলছে যে মরণ-বাচনের কথা তো
কিছু বলা যায় না, এক সঙ্গে মুখ-অগ্নিটা করে
রাখবে।

বিধে। তা মুখ-অগ্নি কর করবে; খবরদার, শ্রদ্ধাট
কর্তে দিও না।

তব। কেন বল দেখি,—কেন বল দেখি?

বিধে। না, আর একটা বে আগে হোক।

তব। তেমন কি কপাল দিদি—তেমন কি কপাল!
কর্তা কি আর সত্যি সত্যি মরতে পারতো না,
তা কৈ, রাজী হয় কৈ! ছটো বে আমার বরাতে
নেই, আমি বুঝছি।

বিধে। কেন, কর্তার শ্রদ্ধা হলেই তুমি বে করতে
পারবে, আইনে বাধবে না।

তব। তা তুমি বে-খা ক'রে এসো, এ পোগমান্ডুল
চুকে যাক, তারপর যা হয় পরামর্শ করবো।

বিধে। তবে আসি?

তব। এস দিদি, এস।

[বিধেবরীর প্রস্থান।

এই যে, কর্তা আসছেন।

(নীলাকান্তের প্রবেশ)

কি গো। এত দেরি?

নীল। কি করবো বল, রেজিষ্টার ব্যাটা আহাশুক,
কোন রকমেই রেজিষ্টারী কর্তে চার না। আর যে
ব্যাটার বে কথা—কে মরেছে, কিসে ম'লো, ব্যাটা
যখন চোটপাট শুন্লে, তখন থ হয়ে রইল।

তব। তুমি কি বলে,—তুমি কি বলে?

নীল। বললুম, আমি মরেছি, চুরট খেয়ে।

তব। তা এইতে এত দেরি?

নীল। না, আর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবকে নেনশুর করে
এলুম, ছিটিখর বলেছে, শ্রদ্ধার পর গার্ডেন পাট
হবে।

তব। বল কি! তবে আমরা তো হু-পাঁচজন বন্ধুবান্ধব
কে বলতে হবে, আমি এই বেলা বেরিয়ে পড়ি

নীল। দাঁড়াও, পুরু ঠাকুর আসুন, তিনি বলেছেন
তোমার মুখ-অগ্নির পর তোমার শ্রদ্ধা বন্ধ
থাকবে না।

তব। তুমি কি আমারও ডেথ রেজিষ্টারী করে এসে
নাকি?

নীল। করলুম বৈ কি! এবারে বড় রেজি
ষ্টার ব্যাটা জব্ব হ'ল। মুদকরাণকে কিছু দি
একটা কলেজের মুদক দেখিয়ে বলুম, “এই আদা
জী!”

তব। ছিঃ, তুমি বড় অসভ্য! আমি চললুম, আ
কাটিয়ে আসি গে, আমি কি ওম্নি অসভ্যম
মরবো?

নীল। তুমি আমার তেমনই পেনে বটে। দে
এস গে, এখনো লাস জলে নি, আঃ গাট
পরিয়ে তবে লাস দেখিয়েছি।

তব। তাই তো বলি, তাই তো বলি, তুমি কি এর
অসভ্য কাজটা করবে!

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। কি গো! তুমি আমার কি অমত করছো
মুখ-অগ্নির পর কি শ্রদ্ধা বন্ধ থাকে? শ্র
কর্তেই হবে।

তব। তা যা ভাল বোঝেন, কিন্তু আমার এক
বন্ধুর বড় অমত, সে বলে, আর একটা বের
তবে তোমার শ্রদ্ধা ক'রো।

পুরো। তা শ্রদ্ধার পরও বে চলবে।

তব। তা হ'লে আর আমার আপত্তি নেই।

পুরো। তা এস. ছিটিখর আসছে, মুখ-অগ্নিটা

সেরে যাই। তাবছি, আজ রাতেই শ্রাদ্ধটা
সারবো। কাল আবার একটা বে দিতে হবে।

নীল। বেশ কথা। তবে এস, হুঁজনে কাঁদি।
ভব। নাও, এই এসেন্স চোখে দাও।

(ছিটিধরের প্রবেশ)

(উভয়ে রোদন)

ছিটি। বাবা! বাবা। প্যাসেজ এন্‌গেজ ক'রে
এলুম।

ভব। পুরুণ্ডাকুর বলছেন, আজই তোমার শ্রাদ্ধটা
সারতে হবে।

ছিটি। বেশ কথা, শ্রাদ্ধটা সেরে রাখাই ভাল।
পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করবার কাল
হুঁজুৎ পাব।

পুরো। তবে মুখ-অগ্নি করবে এস।

ছিটি। এইখানেই হোক না, আমার ঠোঁটে লুসিফার
ম্যাচ আছে।

পুরো। তবে হুঁট জালো, হুঁজনের সুখে দাও।

(ছিটিধরের তথা করণ)

তবে কাচা গলায় দিয়ে বাইরে এস।

ছিটি। আর কাচা গলায় দিতে হবে না, আমার
ঠোঁড়ে কালো ফিতে আছে।

পুরো। ওঃ! “উজোগী পুরুষো সিংহ,” এমন নৈলে
বাটা? তবে বাইরে এস, শ্রাদ্ধটা সেরে যাই।
তোমাদের আর কি, মুখ-অগ্নি হোয়ে গিয়েছে,
যে যার কাজে যাও। ব্রাহ্মণ-ভোজনের উজ্জ্বল
কর গে।

[পুরোহিত ও ছিটিধরের প্রস্থান।

নীল। গিন্নি, একটা কথা ভাবছি।

ভব। আমিও ভাবছি।

নীল। কি বল দেখি?

ভব। তুমি বল দেখি?

নীল। ভাবছি, ফ্যান্সি বাজারে যাব।

ভব। ভাবছি বরের নীলেমে যাব।

নীল। বরের নীলেমে যাবে কি কত্তে?

ভব। তুমি ফ্যান্সি বাজারে যাবে কি কত্তে?

নীল। তুমি কি বর কিনবে?

ভব। হাঁ। তুমি কি ক'নে কিনবে?

নীল। হাঁ।

ভব। বেশ কথা।

নীল। হোয়েছে?

ভব। অনেকক্ষণ। আমি চোখের ক্রমাল খুলেছি।

নীল। আবার কি ভাবছো?

ভব। ভাবছি, আইনে বাধবে কি না।

নীল। না, বাধবে না, ডেথ রেজেষ্ট্রী হোয়ে গিয়েছে।

ভব। ঠিক!—শুভ বায়।

[উভয়ের সেক্‌হাও ও প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

এন্ডকোর্টহাউস স্ট্রীট

বা

লালদিবীর ধারের রাস্তা।

কুলাঙ্গনাগণ—

(গীত)

ফ্যান্সি হোয়েছে যাব ফ্যান্সি বাজারে।

ফ্যান্সি ধাঁজে, ফ্যান্সি কাজে,

ফ্যান্সি বাহারে ॥

ফ্যান্সি আছে যার,

দেখতে যাবে সে ফ্যান্সি বাজার,

ফ্যান্সি দরে কিনে নেবে ফ্যান্সি কুলের হার,

ফ্যান্সি কার্পেটের জুত দেব ফ্যান্সি হয় যারে।

ফ্যান্সি হেসে কেউ যদি সই ফ্যান্সি কথা কয়,

ফ্যান্সি চোকে দেখবো চেয়ে ফ্যান্সি যদি হয়,

ফ্যান্সি নৈলে নয়,

ফ্যান্সি প্রাণে সয় কি লো সই,

যে না ফ্যান্সির ধার ধারে ॥

পঞ্চম দৃশ্য।

(বিশ্বব্রতী ও কুমুদিনীর প্রবেশ)

—:—:—

(উভয়ের গীত)

বিবাহের সজা।

(সর্ব্বেশ্বর, শশিভূষণ ও দিহুর প্রবেশ)

সর্ব্বেশ্বর। মশায়, নসিরাম বাবুর মাতুল ?
 শশী। আজ্ঞে হ্যাঁ, আর ইনি আমার বড়।
 দিহু। ইনি ব'ল্লেন, চল, কস্তে দেখে আসি,
 এলেন সঙ্গে। পাত্রীটি আপনার কে মশাই ?
 সর্ব্বেশ্বর। আজ্ঞে, আমার পরিবার।
 শশী। ও হে, কি বলে কি ?
 দিহু। আরে, কথার ভাব বোঝ না, তদ্রলোকের
 সঙ্গে কথা কইতে দাও। উনি বলছেন, আমার
 পরিবারই। তবে বুঝি, পাত্রীটির পিতা নাই ?
 সর্ব্বেশ্বর। আজ্ঞে না, তিনি আজ ত্রিশ বৎসর পরলোক-
 গমন করেছেন।
 শশী। ও হে, কি বলে, কি এ ?
 দিহু। তুমি বৈবাহিক, তোমার সঙ্গে পরিহাস
 ক'চ্ছেন। আমরা ও সব বুঝি। মশাই, এ সব
 আরোজন কি দেখতে পাচ্ছি ?
 সর্ব্বেশ্বর। আজ্ঞে, নান্দীমুখের আরোজন।
 দিহু। দেখ শশিভূষণ, আমি বুঝতে পেরেছি,
 ইনিই তোমার বৈবাহিক। লোকটা দেখছি
 সুরসিক, তোমার সঙ্গে পরিহাস ক'চ্ছে।
 সর্ব্বেশ্বর। আপনি কি বলছেন মশাই ? পরিহাস
 ক'বুঝি কি ? নসিরাম বাবু আপনাদের কিছু
 বলেন নি ?
 দিহু। নসিরাম আমাদের কস্তা দেখতে পাঠিয়েছে।
 তা বাবু, ও সব কথা বাবু, কস্তাটির পরিচয় কি
 মশাই ?
 সর্ব্বেশ্বর। পরিচয় ভ্রতি আশ্চর্য্য। ইনি বিন্দাবন
 বিশ্বাসের কস্তা, ত্রিশ বছরে বিধবা হন, আজ
 দশ বৎসর আমার প্রাণরিনী, আজ শুভ দিনে
 নসিরাম বাবুর হস্তে অর্পণ কর্ণবে।
 শশী। ওহে দিহু। বলে কি ?
 দিহু। মস্তুরা কচ্ছে। মস্তুরা কচ্ছে। বোধ হয়
 পাত্রীটি এর শালী টালি হবে। তা বেশ মশাই,
 পাত্রীটি আহুন।
 সর্ব্বেশ্বর। তিনি আসছেন।

দোজ-পক্ষের ভাতার ইটি চমৎকার।

আমার হাফ সেয়ার, আর হাফ সেয়ার পেয়েছে

এই মাইভিয়ার সিস্টার।

এলি ভাতার পেলে পরে পর,

বছোর বছোর সাজবো ক'নে, পাঁচ নতুন বর,

গুণের নিধি ভাতার খুব ভবোর,

এমন মুকুবি ভাতার আর কি আছে কার।

ভাতারের শুধবো কিসে ধার।

দিহু। দেখছো দেখছো, বলেছিলেম, এঁরা সব
 সুরসিক লোক, এ ছুটি কি নর্তকী ?

সর্ব্বেশ্বর। কি। এঁরা আমার পরিবার।

দিহু। তা বটে।

শশী। ও দিহু! আজ বিভ্রাট দেখছি।

দিহু। আঃ ছিঃ। তুমি মস্তুরা বোঝ না ?

সর্ব্বেশ্বর। বড় ডিয়ার !

বিশ্বে। হাফ্‌ডিয়ার !

সর্ব্বেশ্বর। ইনি তোমার মাঝখণ্ডর, এর সঙ্গে সেক-
 জাও কর।

বিশ্বে। গুডমর্নিং! আর হাফ্‌ডিয়ার, ইনি কে ?

সর্ব্বেশ্বর। উনি গুঁর বড়।

কুমু। সিস্টার ডিয়ার !

বিশ্বে। সিস্টার ডিয়ার !

(উভয়ের আলিঙ্গন)

শশী। ওহে দিহু চলো, বড় বিভ্রাট !

দিহু। দাঁড়াও দাঁড়াও, অভিনয়টা দেখি। এ ছুটি
 কি থিয়েটার থেকে আনা হয়েছে ?

সর্ব্বেশ্বর। কি! আমার পরিবারের সামনে অঙ্গীল
 কথা আপনি উচ্চারণ করেন ?

শশী। কেন মশাই, থিয়েটার কি অঙ্গীল কথা
 হলো ?

সর্ব্বেশ্বর। খুব অঙ্গীল! আপনি যদি নসিরাম বাবুর
 মাতুল না হতেন তো টেরটা পেতেন।

দিহু। শশী বুঝলে, এও একটি আভিয়ার।

সর্ব্বেশ্বর। মশাই বড় শক্ত শক্ত বলছেন আমার।

দিহু। না বাপু না, নাচ-গাওনা কি করবে কর।
 ওগো বাছারা, তোমরা অভিনয় শুরু কর।

সর্কে। বড় ডিয়ার! আমি এ উজ্জ্বলের কথার খুব রাগছি।

বিশ্বে। রেগো না প্রাণনাথ, রেগো না।

সর্কে। আচ্ছা রাগবো না, আমি গম্ব খেয়ে বসি।

দিহু। হ্যা বাছা, তোমাদের পালাটা কি?

বিশ্বে। বিবাহ পালা।

শশী। ওহে, পালাই চলে। বুঝছো না, এই বেটাই ক'নে।

বিশ্বে। পালাবেন কেন? যদি অহুগ্রহ করে এসে-ছেন, বে দিয়েই ঘরে নিয়ে চলুন।

(নেপথ্যে ঐক্যতান বাদন)

সর্কে। বড় ডিয়ার! বুঝি তোমার বর আসছেন।

কুমু। উলু—উলু—উলু—উলু—

দিহু। হ্যা গা, এঁর এ বেশ কেন?

সর্কে। উনি ঘোড়ার চড়তে যাবেন।

দিহু। ইনি কি সার্কাস করেন?

সর্কে। ছোট ডিয়ার! খুব রাগছি।

কুমু। তুমি ভারি ঠুপিড, তাই রাগছো। আমি তো সার্কাস করবোই, তবে সিস্টার ডিয়ারের বে, এই জুড়েই এতক্ষণ বাড়ীতে আছি।

(নসের প্রবেশ)

শশী। ও দিহু! এ যে আবাগের ব্যাটা নসে হে!

দিহু। বাঃ বাঃ! বর ঠিক সেজেছে!

শশী। আরে সেজেছে কি? সেই আবাগের বেটা দেখচ না?

নসে। হাজরা মশায়! ক'নে তো দেখিয়েছেন, শীগগির সম্প্রদান করুন।

বহু। ওহে শশী! আমি কিছু বুঝতে পারছি নি।

শশী। আর বুঝবে কি, আমার গুটির পিণ্ডি! ও বেটা এ বুড়ীকে বিয়ে করবে, তবে ছাড়বে! ও আবাগের বেটা! তুই এই মাগীকে বিয়ে করবি নাকি!

নসে। মামা, তার আর সন্দেহ রাখ?

দিহু। ও বাবু, ও হাজরা মশায়! এখন আমি সব বুঝছি। তুমি বড় মাগটির বে দেবে? আর ছোটটির?

হুমু। আমি বয়ের নীলম থেকে একটা দেখে শুনে নিয়ে আসবো।

দিহু। ও বাছা, এ দিকে এস তো, এ দিকে এস তো! বরের নীলমটা কি শুনি?

নসে। দেখতে যাবেন, আপনাকে টিকিট দেবো।

শশী। ঐ নসে বেটা নীলম করেছে। আমি বলি, কিসের নীলম!

দিহু। তবে চল আর কি, চূড়ান্ত হ'লো।

নসে। মামা বেও না বেও না, আর বেশী দেরি নাই, উনি পাঁচ মিনিটের ভেতর নান্দীমুখ সেয়েই কত্ম সম্প্রদান করবেন। এই যে পুরুষ মশাই এয়েচেন।

(পুরোহিতের প্রবেশ)

দিহু। মশায় বুঝি এই বিবাহের পুরোহিত?

পুরো। কেন, আপত্য কি?

দিহু। এ রকম বিবাহ আর কটি দিয়েছেন?

পুরো। আপনি আমার সঙ্গে বাগ করছেন? আমার চেনেন না, আমি স্থতিরত্ন, নতন স্থতি ক'রেছি, তাতে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে যে, কত্ম সম্প্রদান করতে পার, এক বাপ—আর স্বামী।

নসে। মামা, মামা, ইনি বড় উঁচুদরের পণ্ডিত, ইনি বড় উঁচুদরের পণ্ডিত, এঁর সঙ্গে তামাসা না।

দিহু। তবে পুরোহিত মশায়! স্বামী কত্মাকর্তা হ'লে বরের সঙ্গে কি সুবাদ হবে?

পুরো। অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ! একরূপ সম্বন্ধ কেউ কখন শোনেনি, ভাব্যভাই শুনুর!

দিহু। পুরুষ মশাই! আপনি বেঁচে থাকবেন তো?

শশী। এরা কেউ মরবে না! কেউ মরবে না! তা তুমি দেখো!

পুরো। তুমি তো দেখাচি খুব মেধাবী! তুমি একটা কাজ কর, আমার ব্রাহ্মণীকে বিবাহ কর। তুমিও অমরত্ব পাবে, দেশে দেশে ঘণ করবে। এ সব নতুন কারখানা, কোন দেশে নাই!

দিহু। এইটি ভট্টাচার্য্য মশাই ঠিক বলেছেন! হিন্দু-মুসলমানে, খ্রীষ্টানে এ আইন নাই!

পুরো। এই হিন্দুর ভেতর চলন ক'লেম আমি।

শশী। ওহে, চল চল।

দিহু। আরে দাঁড়াও তোমরা মামা ভাগনেতে ক'নে জোটালে, আমার অদৃষ্টে কি হয় দেখি।

কুমু। তোমার অদেষ্টেও ক'নে জুটতে পারে।

দিহু। তা কই, জুটুক না।

কুম্ভ। যদি স্বীকার পাও, তিন দিনের ভেতর মরবে, আমি তোমার ক'নে হতে স্বীকার।

পুরো। মশাই মশাই, স্বীকার পান, স্বীকার পান, মলেনই বা? খুব নাম রেখে বাবেন।
নসে। আর মরতে কোন কেলেশ হবে না। আমি ইলেকট্রিক ব্যাটারি দে আপনাকে মারবো।

সর্কে। উঃ! আপনার দেখচি ভারি অদ্ভট! আপনার বৈজ্ঞানিক মুক্ত্য হবে।

দিহু। তোর সাতগুটির হোক। ওঠ হে ওঠো।

পুরো। কেন, আপনারা বাচ্চেন কেন?

দিহু। ব্যক্তি মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে, আর কেন!

সর্কে। সেকি সেকি! যখন পদার্শন করেছেন, কিঞ্চিৎ ভুলযোগ করে যেতে হবে।

দিহু। ভোরপুর আনন্দ হয়ে গিয়েচে বাবু, ভোরপুর আনন্দ হয়ে গিয়েচে! যে সব কথা শুন্লেম, তিন দিন আর খেতে হবে না।

কুম্ভ। আপনি আমার ইন্সান্ট করছেন! যদি না বসেন, আপনাকে চাবুকে দেব।

শলী। ও দিহু, বোসো, বোসো, বোসো। ছুঁড়ী সত্যি চাবুকাবে। আগে পালাতে তো পালাতে, ও মাগী তেড়ে চাবুক মারবে।

পুরো। মশাই রাজি হোন, আমি ব্রাহ্মণীকে ডেকে পাঠাই, এক দিনে তিনটে গুপ্ত-বিবাহ সম্পন্ন হোক।

শলী। নে নে নসে, করবি কর, আমরা ব'সে আছি। পুরুষ-ঠাকুর একটা বে সাক্ষন, তারপর কাল আমাদের বে দেবেন।

পুরো। আচ্ছা, না করেন ভাল। এতে জোর নেই। একটা নাম রেখে যেতে পারতেন। বোসো হে নসিরাম! বিবেচনায় এস, নাও, এখন হাতে হাতে ম'পে দাও, আমি একটু ব্যস্ত আছি, কাল এসে নান্দীমুখ করবো। নিদে! এগুলো এখন সরিয়ে রাখ।

[নিদের প্রবেশ ও ভ্রম্যাদি লইয়া প্রস্থান।

বলো, এত দিন, এ বড় ডিরার আমার ছিল, আজ তোমার হ'ল

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

ভব। বিবেচনায়! ভাই, আমার শ্রদ্ধা হোয়ে গিয়েছে, আমি এসেছি।

বিবে। তবে হাঁড়িও হাক ডিরার! এখন হাতে হাতে সোঁপো না! আমার ক্ষেপ্ত ভবতারিণী সাক্ষী হবে।

(নীলকান্তের প্রবেশ)

নীল। সর্কেস্বর বাবু! আমার শ্রদ্ধা হয়ে গিয়েছে, আমি এসেছি।

ভব। কি, তুমি ক্যান্সী বাজারে গেলে না?

নীল। না, বরবাজের নেমন্তন্নটা সেয়ে বাব। তুমি বরের নীলমে গেলে না?

ভব। আমি কজ্জাবাজ সেয়ে বাব।

পুরো। আপনারা হ'লেন বর-ক'নে আনতে বাবেন না কি?

নীল। আজ্ঞে হাঁ।

নসে। কি, মশাইদের বিবাহ করবার ইচ্ছে আছে?

ভব। আছে।

নসে। মশাই, অহুগ্রহ ক'রে আমার একটি কাজ কর্তে হবে। আমার নীলমে তিনটি লাটের অভাব। এডভাটাইজ করে ফেলেছি, না বর ছোটোতে পারলে বড় অপমান হতে হবে, মায়া, আপনি আর এই ভুললোককে আমার এই উপকারটি কর্তেই হবে।

পুরো। না, আপনি এইখানেই বিবাহ করুন আপনি আপনার দ্বিতীয় পরিবারটি ছাড়ুন আপনি ভবতারিণীকে নিন, আপনি কুমুদিনীকে নিন, রাজচটক হবে।

নসে। তবে আমার বরের কি হবে?

পুরো। ঐ তো, তোমার মানা আর উনি রইলেন।

(বস্তিনাথের প্রবেশ)

বস্তি। ছিটিধর বাবুকে কুমুদিনী গুঁই মিনেজারিহে টেনে নিয়ে গেল, তা নইলে তিনি আসতো কি? বরের দরকার, তা আমি আছি, ভয় কি নসিরামবাবু?

শলী। ও দিহু, ধরে যে।

দিহু। ধরে ধরুক, আমিও মরিয়া হয়েছি, তুমি মরিয়া হও।

শশী। আচ্ছা, মরিয়া হলেম।
 পুরো। বেশ বেশ, তবে আপনারা বে করুন, আহা,
 রাজচটক হবে, রাজচটক হবে!
 (শশী ও দিহু ব্যতীত) সকলে। বেশ বেশ বেশ!
 আপনি তবে মস্তর পড়ুন।
 পুরো। তোমরা আপন আপনি মস্তর পড়ে নাও।
 দিহু। সে কি হয়, আপনি মস্তর পড়ান।
 পুরো। এ বের এই মস্তর।
 দিহু। এই কথাটি ঠিক বলেছেন।

(সকলের নৃত্য-গীত)

কারখানা জমকাল—

এখন চলন হলে খুব ভাল।

এই মলো তো এই মলো, বে হলো তো বে হলো,
 খুব সোজা ওর বোকা এ নিলে,
 খুব মজা ফের বোকা এ দিলে,
 কা জুং, কা পুরুং, কনে বর কা মজবুং,
 উমেদার বর আবার বাঙ্গলা হলো উজ্জলো,
 মুখ আলো ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:~:—

রাস্তা।

(ওল্ড ইয়ার, নিউ ইয়ার ও কুব্বাসের প্রবেশ
 ও নৃত্য)

(সত্যতার প্রবেশ)

সভাতা।

(গীত)

তোম্ তোম্ ফার্স্ট ক্লাস্ নিউইয়ার।
 তোমসে কাম্ চলেগা বেহেতর
 ওল্ড ইয়ার নো ফিয়ার।
 এ তোমরা কাম্,
 মেরা বাড়গা নাম,
 তোমকো দেগা এনাম,
 বাড়তে রহো, কাম কর্তে রহো,
 বাংলা চায়েন কর, বাংলা মেরি ডিয়ার!

দেখো কুটমাস্ ভেরি মেরি,
 মেরি মরবি ভেরি,
 তোম পিয়ারা মেরা মেরি ল্যাড চেরি!
 দিরা বাংলা তুঝেমে,
 খেলো মজেমে,
 কেকো কেমার, খেলতে রহো হিয়ার ॥

সপ্তম দৃশ্য।

—:~:—

সাতপুরুরের বাগান।

নীলাম-ঘর।

(বিভার (নসে), সেলমাষ্টার, রাইটার, ক্রায়ার,
 বুস্কিপার, বেহারী, বুদ্ধা, ফিমেলক্রোতা-
 গণ, বিধেখরী, বরগণ, ইত্যাদি)
 ক্রায়ার। লাট সাবুটি ওয়ান। নিয়ে আর, নিয়ে আর।
 ও দাঁত দেখচেন কি? পঁচিশের উর্গ বয়স নয়।
 পা দেখতে হবে না, বেশ নাচতে পারে, থিয়ে-
 টারে ক্লাউন সাজতো, মাজখানে সিঁতে, গালে
 জুল্পি, পাজীর পাজী, রোজ তুতিন বা লাখি
 মার, তাতে রাজী। হাওয়া খেতে নিয়ে বাবার
 সাখি আর এমন পাবেন না। সিগারেট ধরিয়ে
 দেবে, পাইপ টানবে, যে কিনবে, তারে মনিব
 জানবে।

১ম জী। আট আনা।

বিভার। গোইং, গোইং, এইট অ্যানাজ, এইট
 অ্যানাজ।

বুদ্ধা। টেন্ অ্যানাজ।

বিভার। বাড়ুন বাড়ুন, দশ আনায় এমন মালটা
 বিকিয়ে যাচ্ছে।

৩য় জী। এগার আনা।

১ম জী। ইলেভেন হাফ।

বুদ্ধা। ইলেভেন আনাজ থ্রি পাই।

বিভার। পোনে বার আনায় যাচ্ছে, পোনে বার
 আনায় যাচ্ছে। ডাকুন ডাকুন, ইলেভেন আনাজ
 থ্রি পাই, ইলেভেন আনাজ থ্রি পাই, ইলেভেন
 আনাজ থ্রি পাই (বিড)।

রাইটার। আপনার নাম কি?

বৃদ্ধ। ধনমণি শোকার।

রাই। কুমারী না বিধবা?

বৃদ্ধ। সধবা।

রাই। তা বুঝি হাওয়া টাওয়া খাওয়ার মতন
নিলেন?

বৃদ্ধ। তা বইকি।

রাই। এই টিকিট নিন, ক্যাস্‌বরে টাকা জমা দিন
গে, রসিদ পাঠিয়ে দেবেন, মাল ডিলিভারি দেব।

বৃদ্ধ। দাঁড়াও, আমি আরো মাল কিনবো, একে-
বারে টাকা জমা দেবো। কি জানেন, পাঁচটি
স্বামী আমার মারা গিয়েছে, গোটা পাঁচ ছয়
কিনে রাখি, বটা মরে, বটা থাকে।

রাই। তা নিন না, বটা নেবেন, মালের অভাব কি।

ক্রয়ার। লাট সাবুন্টি টু। জেতে চাষা, বড় পোষা
ছুত বৃক্ষ করে খাসা। ফুলগাছে জল দেবে,
ফুলের তোড়া করবে, আর চাবুক বা লাথি ব'লা
মার, তা থাকে।

১ম স্ত্রী। ফাইভ অ্যানাজ।

বৃদ্ধ। টেন অ্যানাজ।

৩য় স্ত্রী। ওয়ান রুপি।

বৃদ্ধ। টু রুপিজ।

বিডার। টু রুপিজ, টু রুপিজ, টু রুপিজ, (বিড)।

বৃদ্ধ। ওরে মেদো! এই যে বুড়ী বেটীই সব কিনচে
রে। ওগো ও খন্দের! শোনো না, তুমি আমার
কিনো, আমি বড় খাসা বর।

১ম স্ত্রী। দাঁড়াও, তুমি আগে লাটে ওঠো, তার
পর বিবেচনা।

বৃদ্ধ। দোহাই বাবা! ও বুড়ীবেটী না কিনে নেব।

ক্রয়ার। লাট সাবুন্টি থ্রি। বয়েস আটশ, পাঁচবে
এটা-ওটা কাই-ফরমাস, গান গাবে, হারমোনিয়ম
শেখাবে, জায়লোজিকেল গার্ডেন দেখাবে। আর
হাই সার্কলে ইন্টে, ডিভিউস করে দেবে।

বৃদ্ধ। টু রুপিজ।

১ম স্ত্রী। থ্রি রুপিজ।

বৃদ্ধ। সিক্স।

বিডার। সিক্স রুপিজ, সিক্স রুপিজ, সিক্স
রুপিজ, (বিড)।

বৃদ্ধ। মেদো! তুই থাকতে হয় থাক, আমি আর
বরগিরি করবো না।

বেহার। এই চোপ।

ক্রয়ার। লাট সাবুন্টি কোর। দেখতে বুড়ো, কিং
আটে পিটে নড়। খোঁপা বেঁধে দেবে, সেজ
সাজাবে, ছারপোকা মারবে, মশারি সেলাই
করবে। আর যদি কেউ ভদ্রলোক দেখা কর্তে
এসে, তখনি সেখান থেকে সরবে।

১ম স্ত্রী। টু পাইস।

৩য় স্ত্রী। থ্রি পাইস।

১ম স্ত্রী। থ্রি হাপ।

৩য় স্ত্রী। কোর।

বিডার। গোইং, গোইং কোর। কোর পাইস, কোর
পাইস। মাইডিরার! বড় সস্তা দরে বাজে,
তুমিই ডেকে রাখ।

বিধে। না মাইডিরার!

বিডার। আরে বোকো না; ডেকে রাখ, মালটা
লাতে ছাড়তে পারবে।

বিধে। না মাইডিরার! ও যদি মাল আমি রাখবো
না।

বিডার। তবে বোকো। কোর পাইস। (বিড)

রাইটার। আপনার নাম?

৩য় স্ত্রী। মনোমোহিনী কুণ্ড।

রাইটার। সধবা বা বিধবা?

৩য় স্ত্রী। বিধবা।

রাইটার। ভালই হয়েছে। উনি বর পক্ষের।

৩য় স্ত্রী। কি, গুর ছই স্ত্রী মারা গিছে নাকি?

রাই। মারা কেউ যায় নি। এ সার্কাস করতে
বন্দ্যায় গিয়েছে, আর একটি বেঙ্গ বিবাহ করেছে।
তবে আর বলছি কি, মাল বড় ভাল মাল,
আপনি যদি থিয়েটার করতে যান, মানেজারকে
রেকমেন্ড করবে। ক্যাস্‌বরে পয়সা জমা দিন,
রসিদ পাঠাবেন, মাল ডিলিভারি দেব।

ক্রয়ার। লাট সাবুন্টি কাইভ। এটির বয়স পাঁচ
বছর, হুইল টানে খুব জবোর, কথা কয় ছেলে
হেসে, যে কিনবে, তুলে রেখো গেলশ-কেশে।

সুদে-বর।

(গীত)

হামটি ডামটি টমটি টম্।

কাম্ লেডি কাম্, খাসা বর হার হাম,
লাল লালা তারা রারা তারা রারা রা।

লাল আঁজা নয়নে, গগনে লাল মেঘদল,
 রবি টলে, টলে টলে চলে অলে,
 চাহি ফটিকজল চাতক কাতর,
 থাকি থাকি পাখী লকরণ বোলে,
 যে জল দে কত নিদ্রা হবি !
 পাখী কহিছে ছলে,
 চাহ ফটিক জল, দারুণ তুষা কেন সহ ;
 চাতলভিকামল বীর-সমীরে দোলে,
 ডাকি কহে পাখী ছলে,—
 পিও পিও বারি মোহন-মোহিনী,
 হের মোহিনী মাধুরী মাধবী ॥
 (রজনদার রজনদারগীর রঙ্গ)

বর্ষা-ঋতু ।

(নারক-নারিকার গীত)
 গভীর মেঘদল গরজে ।
 বাজে বাজে প্রাণে, থেক না থেক না,
 থেক না থেক না দূরে.
 চাহি চুমিতে বুধ-সরোজে ॥
 চমকি চাকিচুকি, চমকি চমকি লুকি,
 চপলা, মন উতলা,
 নীরদ ঢালিছে ধারা তর তর বর বর,
 চমকি শিহরি ঘন, নয়ন-নীর-ধারা নেহার,
 কাতর কুলিশ কঠোর কত বাজে ।
 বাজে বাজে, না জেনে না বুঝে,
 তোরি প্রেমে মজে ॥
 (রজনদার রজনদারগীর রঙ্গ)

শরৎ-ঋতু ।

(নারক-নারিকার গীত)
 মেঘে আর চাঁদ ঢাকে না ।
 বদনখানি আর ঢেক না ॥
 চাও হে চাও দেখি আঁখি,
 কুটলো কলি ঐ দেখ না ।

কোহানে কইছে কথা তরুলতা
 কেন বাখা লাগ বল না ॥
 ছলনা আর কোর না,
 রাগের তরে আর থেক না !
 কোর না পর কোর না,
 সাধের পর বাদ সেধ না ॥
 হাসবে কমল হেরে হাসি,
 শশীর হাসির মান রেখ না ॥
 (রজনদার রজনদারগীর রঙ্গ)

হেমন্ত-ঋতু ।

(নারক-নারিকার গীত)
 তোরি আশে ।
 হের বেশভূষা পরি দাঁড়য়ে রয়েছে উষা,
 হেরিতে সাধ তব রঞ্জিত অধরে,
 আদরে এখন দাঁড়য়ে উষা তোরি তরে,
 তোরি আশে ।
 প্রাণ-মন মম আশে বিলাসে, ভাসে ভাসে ॥
 নীহার-হার পরি, বর বর তর তর,
 বরিছে মুকুতাপাতি,
 রঞ্জিত কুসুমিত রমিত মোহিত বনরাজি ;
 হেমন্ত-হিজোলে, হেমশীর্ষ দোলে,
 প্রান্তরে তরঙ্গ মালা,
 হেলা দোলা, অঙ্গ তরঙ্গিত,
 হেরিতে পিয়াস বিস্তোলা
 নপোত-কপোতী কত সোহাগে কহিছে কথা,
 ব্যাকুল খেলিতে ভাসিতে সমীরে,
 হেমকিরণ মাখি সাজি ;
 পাখী জাগে,
 মাতি তরুণ রাগে গাইছে,
 পবন কাকলি বহে,
 গায়িছে পাখী অম্বরগে ;
 হৃদয়ে তোমারে ধরি,
 বদন-রাগ হেরি,
 নয়নে নয়ন অভিলাষে ॥
 (রজনদার রজনদারগীর রঙ্গ)

শীত-কতু।

(নারক-নারিকার গীত)

হের ধূসর দিশা।
ধূসর ধূসরাশি নিবিড় ক্রাশা—
আঁধারে করিছে মানা,
বেগ না বেগ না নিশা,
সুবক সুবতী সাধ রহিল,
রহিল তোমারি বিশ্বমুখ-সুধা-পান-তৃষা ॥
বরিষা ঈরিষা করি ধূসর রেণু কত উড়িছে বরিছে,
কিশোর অরুণ, কর বারিছে;
লোহিত সিত পীত তরে তরে ফুলকলি,
তারকা মেঘ-ঢাকা;
না হেরি উষা ব্যাকুল পাখী,
পাখী-শিরে বসি রহি রহি বোলে,
চ্যুত মুকুল দোলে কিরণ চুবন-আশা ॥
চঞ্চল চিত মম নয়ন-কিরণ তব চুমিতে পিপাসা ॥

(রঙ্গদার রঙ্গদারগীর রঙ্গ)

বসন্ত-প্লুতু।

(নারক-নারিকার গীত)

স্বরে তোর মন যেতেছে কোকিলে ঐ কুহরে।
গান্দা গোলাপ হার গেথেছে,
চেয়ে আছে তোর অধরে ॥
কিশলয় কাঁপিয়ে মলয়,
তোর কথা কয় আমোদভরে,
বয় ধীরে সৌরভ বয়ে,
গা ছুঁয়ে তোর যায় আদরে ॥
গুঞ্জরে ঐ ভ্রমরা ফুলে টলে ধায় বিভোরে,
চায় তোরে মন বিভোরা,
আঁধি বিভোর হেরে তোরে ॥

(রঙ্গদার রঙ্গদারগীর রঙ্গ)

দশম দৃশ্য।

পশু-খালা।

(কিপার কিপারেস প্রভৃতি গীত)

সকলে। তামাসা চল্‌তা হায় বহুং উম্মা।
হোঁগা কায়দা, দেখো হিঁয়া ক্যাসা জুদা কায়দা ॥
পু-গণ। জানি মতি ভয়া,
জী-গণ। কেতনা কুন্তী কিয়া,
সকলে। ট্রাপেজ প্যারালেন্ বারমে ক্যা কহে তুমে
উল্‌টি পালটি লট লট লুটী তব ছুটী,
জী-গণ। উনে কিয়া খায়া,
পু-গণ। জানি না হায়রাণ ভয়া,
জী-গণ। যেসা সেইয়া পেয়ারা,
পু-গণ। পিয়ারি যেসি জানি মেয়া,
সকলে। খেলেগা জানোয়ার মাদি মরদা।
কিপার। আমাদের প্রথম তামাসা—সংস্কারক বুধ
ও গাভী।

(:বুধ ও গাভী লইয়া বেহাঁরার প্রবেশ)

গাভী। মাইডিয়ার বুল! তুমি আর বাস খেও না।
বুধ। মাইডিয়ার কাউ! তুমি আর হুখ দিও না।
গাভী। না, হুখ দেব না, তুমি বল, বাস খাবে না?
বুধ। না।
গাভী। প্রতিজ্ঞে?
বুধ। প্রতিজ্ঞে।
গাভী। এসো সেক্‌হাও করি। মাইডিয়ার বুল!
তুমি উলঙ্গ বাঁড় দেখলে গুঁতিও।
বুধ। মাইডিয়ার কাউ! তুমিও উলঙ্গ গাভী দেখলে
গুঁতিও।
গাভী। প্রতিজ্ঞে?
বুধ। প্রতিজ্ঞে।
গাভী। এস সেক্‌হাও করি। মাইডিয়ার বুল!
জবাই হইও, অমনি ম'র না।
বুধ। মাইডিয়ার কাউ! তুমিও জবাই হইও, অমনি
ম'রো না।
গাভী। না।
বুধ। না!
গাভী। প্রতিজ্ঞে?

বৃষ। প্রতিজ্ঞে।

গাভী। এস সেক্ষাও করি। মাইডিরার বুল!

এখন ত ম'লে, আর কি করবে?

বৃষ। "মাইডিরার কাউ! তুমিও তো ম'লে, আর কি করবে?"

গাভী। তাই তো!

বৃষ। তাই তো!

গাভী। প্রতিজ্ঞে?

বৃষ। প্রতিজ্ঞে।

(উভয়ের গীত)

রিফর্মার আমরা ছ'জনে।

হ'জনে প্রথমে দেখা মরদানে ॥

তর্ক প্রথম অবসিনিটি নে,

তার পর কোর্ট-সিপ করে বে,

তার পর শুন্নে প্রতিজ্ঞে,

শুনলেন তো গুণ, এখন মাহুন না মাহুন,

যত বাঁড় আছে আর গরু আছে,

আমাদের খুব জানে, খুব মানে ॥

কিপার। আমাদের দ্বিতীয় তামাসা—অধ্যাপক
গর্দভ।

(গর্দভ লইয়া বেহারার প্রবেশ)

গর্দভ। আমার এমন সুখী গড়ন ছিল না। মাথাটা
গোল, মুখখানা চেপটে, হ'পারে হাঁটতুম, গায়ে
মাছি বসলে একটি লেজ নেই যে, তাড়াই।

কিপার। আচ্ছা, তবে এমন সুঠাম চেহারা হলো
কিসে?

গর্দভ। ছেলে বয়সে এক বোঝা বই মাথার চাপালে,
মাথাটা চেপটে গেল। চড়িয়ে মুখ লম্বা করলে।
তার পর পিঠের ওপর হ'ছালা বই দিতেই হুমড়ি
ধেয়ে পড়লুম, চার পায়ে হাঁটতে শিখলুম। কান
ছোটো টেনে টেনে লম্বা হলো, আর লেজ বেরুলো
আপুনি।

কিপার। ডাকতে শিখলে কি করে?

গর্দভ। ও লেজও বেরুলো, ডাকও থোলা!

কিপার। এখন কি করবে?

গর্দভ। হৈনিং স্থল?

কিপার। তার পর?

গর্দভ। বারা ভর্তি হবে, তারা ঠিক আমার মতন

কিপার। তারা কি করবে?

গর্দভ। হাস থাকবে, ধোপার বোঝা বইবে, আর
বেয়াড়া ডাক ডাকবে।

গর্দভ।

(গীত।

কে আসবে আমার স্থলে।

যাবে তিন দিনে তার লেজ ঝুলে ॥

আমার এমন ক'লে টান,

এক টানে তার লম্বা হবে কান,

চলবে চারিটি খুরে,

গলাবাজী করবে জোরে,

স্থলে দলে বাড় তুলে ॥

কিপার। আমাদের তৃতীয় তামাসা—স্মার্ত বানর
বানরী।

(বানর বানরী লইয়া বেহারার প্রবেশ)

বানরী। প্রত্যেক বানর ও বানরী কি মাহুরের
অনুকরণ করিতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য। কারণ, বিজ্ঞানমতে তারা স্বজাত।

বানরী। চুরি করতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। বড় বানরের লেজ ধরতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। ঝগড়া করতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। দাঁত খিঁচুতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। আঁচড়াতে কামড়াতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। বানরী বানরকে লাধি মারতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। ডাইভোস' অর্থাৎ ফারখৎ করিতে বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। এখন বাধ্য?

বানর। বাধ্য।

বানরী। তবে বাও।

বানর। আচ্ছা চমুং, দেখি এমন বানর কোথা পাও

বানরী। আরে নাও নাও, তোমার মতন ধাড়

বানর গুণা গুণা। যে দিকে চাও, দেখে নাও

আমি দেখবো কোথা বানরী পাও।

বানর। হানার কি ? হানারি, বাটে, মাটে—
বানরী। হাবে ডাইভোস ?
বানর। ডাইভোস ।

কিপার। শড়াও শড়াও, একটি পান গাও।
ভাড়া। (গীত)

(উভয়ের গীত)

জ'জনে ছিলাম রেতে ছ'ডালে।
হোলো শুভ দৃষ্টি সকালে ॥
দ্রুপ বেলো এক ডালে বসে,
সজনে পাতা চূসেছি ক'সে,
কিচি কিচি দ্রুপ থেকে
ফারথং হলো বিকেলে ॥

কিপার। আমাদের চতুর্থ ভামাসা—ভলেটিয়ার
ভেড়া।

(ভেড়া লইয়া বেহারার প্রবেশ)

কিপার। তুমি লড়বে ?
ভাড়া। লড়বো।
কিপার। কার সঙ্গে ?
ভাড়া। কার সঙ্গে না, আপনা আপনি।
কিপার। ঘোড়া চড়বে ?
ভাড়া। চড়বো।
কিপার। কি ঘোড়া ?
ভাড়া। কাঠের ঘোড়া।
কিপার। বন্দুক ছুড়বে ?
ভাড়া। ছুড়বো।
কিপার। কি করে ?
ভাড়া। চোক বুজে।
কিপার। ঘোড়া থেকে পড়বে ?
ভাড়া। পড়বো।
কিপার। কখন ?
ভাড়া। বন্দুক ছুড়বো বখন।
কিপার। যদি কেউ লড়াই কর্তে এসে ?
ভাড়া। তা আমার কি ? দৌড় মারবো ক'সে।
কিপার। তোমার মত ভাড়া ভলেটিয়ার কটি
আছে ?
ভাড়া। এক পাল ভাড়া, এমনি সিং মোচড়া, এমনি
রোকে, এমনি ভাল ঠোকে, যদি কারু সাড়া
পায়, এমনি চার পা তুলে পালায়।

শেম শেম, কাউয়ার্ড নেম,
রাখবো না আর ভাড়ার পাল।
তোম-দান বাধা বন্দুক কাঁধা,
ভারি মিলিটারী চাঁল ॥
রাগে ফাটি বাটি বাটী আমানি খাই সাজ সকাল
লড়তে এলে বন্দুক ফেলে চার পা তুলে
পেরুই খাল ॥
হব্দম হব্দম রেগে লাল, পুরু ছাল ॥
কিপার। আমাদের পঞ্চম ভামাসা—হাড়গিলে
কমিসনার।

(হাড়গিলে লইয়া বেহারার প্রবেশ)

কিপার। বখন এসেছ, পরিচয় দাও তুমি হেথায়
কেন ?
হাড়গিলে। আমার চেন ? আমার জান ? আমি হাড়-
গিলে।
কিপার। নামটি কোথায় গেলে ?
হাড়গিলে। সারেরবদের এঁটো হাড় গিলে গিলে।
কিপার। কোথায় থাক ?
হাড়গিলে। টেক্সর বিলে।
কিপার। কেন এয়েছো ?
হাড়গিলে। কমিসনার হব বলে।
কিপার। তা হেথায় এয়েছ কি করতে ?
হাড়গিলে। ভোট নিতে।
কিপার। কমিসনার হয়ে কি করবে ?
হাড়গিলে। দেখছো ছোটো ঠোট ?
কিপার। দেখছি।
হাড়গিলে। শুনেছ খাই এঁটো হাড় ?
কিপার। শুনেছি।
হাড়গিলে। এখন রেন্নোতের হাড়মাস খাবো।
কিপার। তা পারো পারো।
হাড়গিলে। (গীত)

আজ ভোট দিয়ে কাল ওপারে যেও উঠে।
বাজাবো ঠোটে ঠোটে, নেব লুটে পুটে।
বলি ভালোয় ভালোয়
পালাও আলোর আলোয়,

নইলে মুন্সিল, রোজ বসবে শীল,
চাটা ভিটে মাটি, থাকবে না, ঘটি বাটি,
পালাতে হবে ছুটে একছুটে ॥

কিপারী: আমাদের বঠ তামসী—পুজারি ভালুক
ও যজমানি ভালুকী।

(ভালুক ও ভালুকী লইয়া বেহারার প্রবেশ।
ভালুকী। ইস্ তুমি ভগ্নি টলছো।

ভালুক। তুমি যে থাবা থাবা মোউও খাইয়েছ। তাতে
নেশা হয়েছে।

ভালুকী। নৈবিদ্যি করবো কোন ঠাকুরের ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, নৈবিদ্যি সাজাও।

ভালুকী। পূজা হবে কার ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, ফুল দাও।

ভালুকী। মস্তর পড়ছো কি ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, তুমি শাঁক বাজাও।

ভালুকী। কেন পূজো করছো ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, আমার ধর।

ভালুকী। কেন, ধরবো কেন ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি একটু শোব।

ভালুকী। তবে মরো।

ভালুক। তা বলতে পারিনি, ঘুমুঝো।

ভালুকী। যজমানবাড়ী যাবে না ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, ডোরা টানবো।

ভালুকী। পোড়ার মুখো ! হু থাবা নৌ খেয়ে চেস্তা
মারবি ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, কুস্তী লড়বো।

ভালুকী। কুস্তী লড়বি কার সঙ্গে ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, নাচবো।

ভালুকী। নাচবি কার সঙ্গে ?

ভালুক। তা বলতে পারি,—তোমার সঙ্গে, তোমার
সঙ্গে, তোমার সঙ্গে।

(উভয়ের গীত)

নাচি ঠুমকী ঠুমকী নাচি ঠুমকী ঠুমকী,
আমরা চাঁদমুখো আর চাঁদমুখী ॥

পিরীত মাথামাখি, হাজনে যেতে থাকি,
জরে ধুকী, আর মোও চাকি,

পিরীত বাথলো যখন আমরা খোকা থুকী ॥

ভোরে হাওরা খেতে, পিরীত বাথলো পথে,

এখন জানাজানি ছিল লুকোলুকী।

একাদশ দৃশ্য।

—:—:—

পরীস্থান।

(পুরাতন বর্ষ, নব বর্ষ ও সভ্যতার প্রবেশ)

পু-বর্ষ। এ খুব চালাক ছোকরা।

সভ্যতা। তুমি একেই কাজ কর্ত্ত দেখিয়ে শুনিবে

দাও। পরলা জাহ্নসারীতে তুমি ছুটি নিও, উনি

কাজে বসবেন। পঁচানব্বই সালস বাপু আমি

তোমায় দিলুম ! এ দিকে এস।

ন-বর্ষ। দেবীর কুপা, দেবীর কুপা !

সভ্যতা। মন দিয়ে কাজ ক'রো।

ন-বর্ষ। আজ্ঞে আর ক্রটি পাবেন না, ক্রটি পাবেন

না। যে রকম নমুনা দিলাম এই রকম একশটি

কাজ দেখাব।

সভ্যতা। তা হ'লেই তোমার খুব বশ থাকবে।

(গীত)

সকলে। বাহবা কি কায়দা বোঝা ভার,

জুদিন এসে বাংলা দেশে খুব গুজার কি বাহার।

পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,

আরো কত হয়,

যে সে নয় —

জাহাজ চড়ে এগেছে, ধ্বজা গেড়ে বসেছে,

আর কি ভয় ;

সকলে। একচোট ওলোট পালোট,

চোটপাট কি জোটাজোট,

একাকার মজাদার ॥

পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,

আরো কত হয়,

যে সে নয়।

সে'হবে কারদানির জোরে,

ছোট বড় সকল ঘরে,

সকলে। চটুকে তুলে চুড়ো, চাগলো ছেলে বুড়ো,

মাগীরা জবর সবার, আর কি কার ধারে ধার।

পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,

আরো কত হয়,

যে সে নয়,

সহর দেখে মুচকে হেসেছে, সহর ভালবেসেছে,

আর কি ভয় ॥

বিবেক

আজ আমরা বিবেকানন্দের জন্ম একত্রিত হইয়াছি। বিবেকানন্দ এক রাধিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী, না, যশঃ মান তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। জনসমাজে যে সম্পত্তির আদর করে তাঁর নাই। তাঁহার সম্পত্তি প্রেম। বৃন্দকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার সম্বন্ধ ছিল; সে নিমিত্ত তাঁহার এই অধিকারী তাঁহানিগকেই করিয়াছেন। কষ্টজিত সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা তাহারও তিনি উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। এই সম্পত্তি রক্ষিত হয়। অপর নিমিত্ত নানাজনের সাহায্য প্রয়োজন হইবে। সম্পত্তির রক্ষক সম্পত্তির অধিকারী স্বয়ং। বিধাস রাখো, মনুষ্যত্বের একমাত্র উপায়—হীনতা-তাগ। এই হীন স্বার্থতাগ করিলেই পরকার্য্য মহাত্মে অগ্রসর হইতে পারিবে। “অগ্রসর হও পশ্চাৎপদ হইও না,”—বিবেকানন্দ বারবার উচ্চৈঃস্বরে এই উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচার কার্য্য ভারতমাতার কার্য্য; দীন, হীন, সন্তাপিত, পদ-দলিত ভারতমাতার সন্তানের কার্য্য, যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিবেকানন্দ অনলস হইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছেন। ভারতের উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে সেই উদ্দেশ্যে সাহায্যের নিমিত্ত বার বার উত্তেজিত করিয়াছেন। ভারতের পুনরুত্থান কিরূপে সাধিত হইবে, এষ্ট নিমিত্ত আজীবন তিনি ব্যাকুল ছিলেন। যে মহাত্মা তাঁর সেই মহাত্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি বিবেকানন্দের আজীবন কার্য্য সমালোচনা করুন। বিবেকানন্দ বলিতেন, প্রত্যেক জাতীয় জীবনের একটি মেরুদণ্ড আছে, এই

বিবেকানন্দে
অবস্থায় রাধিয়া
—ধর্ম্ম। হিন্দুকে অর্দ্ধাঙ্গীকার
কিছুতেই দ্বিধা করিবে না,
উপর একবার হস্তক্ষেপ করো, তাহা
করিবে না। পাঠানের রাজা হইয়া ধর্ম্ম চা
রাছিল, এই নিমিত্ত হিন্দুকর্ত্তৃক তাহাদের সিং
বারবার চালিত হইয়া একজাতীয় পাঠানের পরিবর্তে
অপরজাতীয় পাঠান স্থাপিত হইয়াছিল এবং পাঠানের
কোনও বংশীয় ধারা ভারত সিংহাসনে স্থায়ী হয় নাই।
মোগলেরা ভারত অধিকার প্রাপ্ত হইল, আকবর
হইতে ক্রমান্বয়ে সম্রাটেরা কেহই হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি
হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাহাদের সাম্রাজ্যও অটলভাবে
চলিল, কিন্তু যখন আওরঙ্গজেব হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি

নইলে মুক্ছিল, রোজ বসবে শীল,
চাটা ভিটে মাটা, থাকবে না, বটি বাটি,
পালাতে হবে ছুটে একছুটে ॥

কিপারী। আমাদের ষষ্ঠ তামসী—পূজারি ভালুক
ও যজমানি ভালুকী।

(ভালুক ও ভালুকী লইয়া বেহারার প্রবেশ।
ভালুকী। ইস্ তুমি ভরির টলছো।

ভালুক। তুমি যে থাবা থাবা মোড়িও খাইয়েছ। তাতে
নেশা হয়েছে।

ভালুকী। নৈবিদ্যি করবো কোন ঠাকুরের ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, নৈবিদ্যি সাজাও।

ভালুকী। পূজা হবে কার ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, কুল দাও।

ভালুকী। মস্তর পড়ছো কি ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, তুমি শাঁক বাজাও।

ভালুকী। কেন পূজা করছো ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, আমার ধর।

ভালুকী। কেন, ধরবো কেন ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি একটু শোব।

ভালুকী। তবে মরো।

ভালুক। তা বলতে পারিনি, যুযুবো।

ভালুকী। যজমানবাড়ী যাবে না ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, ডোরো টানবো।

ভালুকী। পোড়ার মুখো ! ছ থাবা মো খেয়ে চেভা
মার্বি ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, কুতী লড়বো।

ভালুকী। কুতী লড়বি কার সঙ্গে ?

ভালুক। তা বলতে পারিনি, নাচবো।

ভালুকী। নাচবি কার সঙ্গে ?

ভালুক। তা বলতে পারি,—তোমার সঙ্গে, তোমার
সঙ্গে, তোমার সঙ্গে।

(উভয়ের গীত)

নাচি হুমকী হুমকী নাচি হুমকী হুমকী,
আমরা চাঁদমুখো আর চাঁদমুখী।

পিরীত মাধামাধি, হুঁজনে যেতে থাকি,
অরে ধুকী, আর মোও চাকি,

পিরীত বাথলো বখন আমরা থোকা থুকী ॥

ভোরের হাওয়া খেতে, পিরীত বাথলো পথে,
এখন জানাজানি ছিল লুকোলুকী।

একাদশ দৃশ্য।

—:—:—

পরীক্ষান।

(পুরাতন বর্ষ, নব বর্ষ ও সভ্যতার প্রবেশ)

পু-বর্ষ। এ খুব চালাক ছোকরা।

সভ্যতা। তুমি একেই কাজ কর্ত্ত দেখিয়ে শুনিবে

দাও। পরলা জাহ্ননারী'ত তুমি ছুটা নিও, উনি

কাজে বসবেন। পঁচানব্বই সালত বাপু আমি

তোমায় দিলুম ! এ দিকে এস।

ন-বর্ষ। দেবীর কুপা, দেবীর কুপা ॥

সভ্যতা। মন দিয়ে কাজ করো।

ন-বর্ষ। আজ্ঞে আর ক্রটি পাবেন না, ক্রটি পাবেন

না। যে রকম নমুনা দিলাম এই রকম একশটি

কাজ দেখাব !

সভ্যতা। তা হ'লেই তোমার খুব যশ থাকবে।

(গীত)

সকলে। বাহবা কি কারদা বোঝা ভার,

হুদিন এসে বাংলা দেশে খুব গুজার কি বাহার।

পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,

আরো কত হয়,

যে সে নয় —

জাহাজ চড়ে এসেছে, ধরজা গেড়ে বসেছে,

আর কি ভয় ;

সকলে। একচোট ওলোট পালাট,

চোটপাট কি জোটাজোট,

একাকার মজাদার ॥

পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,

আরো কত হয়,

যে সে নয়।

সেঁহবে কারদানির জোরে,

ছোট বড় সকল ঘরে,

সকলে। চটকে কুলে চুড়ো, চাগলো ছেলে বড়ো,

মাগীরা জবর সবায়, আর কি কার ধারে ধার।

পরীগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,

আরো কত হয়,

যে সে নয়,

সহর দেখে মুচকে হেসেছে, সহর ভালবেসেছে,

আর কি ভয় ॥

বিবেক

আজ আমরা বিবেকানন্দের জন্ম একত্রিত হইয়াছি। বিবেকানন্দ এক রাধিয়া গিয়াছেন। তিনি সম্রাট, না, বশঃ মান তিনি উপেক্ষা করিয়া জনসমাজে যে সম্পত্তির আদর করে তাঁর নাই। তাঁহার সম্পত্তি প্রেম। বন্ধকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিবার যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার স্নেহ ছিল; সে নিমিত্ত তাঁহার এই অধিকারী তাঁহাদিগকেই করিয়াছেন কষ্টাজিত সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা তাহারও তিনি উপায় নির্ণয় করিয়া এই সম্পত্তি রক্ষিত হয়। অপর নিমিত্ত নানাজনের সাহায্য প্রয়োজন হইত। সম্পত্তির রক্ষক সম্পত্তির অধিকারী স্বয়ং। ২।

বিধাস রাখো, মহাশয়ের একমাত্র উপায়—হীনতা। তাগ। এই হীন স্বার্থতাগ করিলেই পরকার্য্য মহাত্মতে অগ্রসর হইতে পারিবে। “অগ্রসর হও পশ্চাৎপদ হইও না,”—বিবেকানন্দ বারবার উচ্চৈঃস্বরে এই উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচার কার্য্য ভারতমাতার কার্য্য; দীন, হীন, সন্তাপিত, পদদলিত ভারতমাতার সন্তানের কার্য্য, যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিবেকানন্দ অনলস হইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছেন। ভারতের উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে সেই উদ্দেশ্যে সাহায্যের নিমিত্ত বার বার উত্তেজিত করিয়াছেন। ভারতের পুনরুত্থান কিরূপে সাধিত হইবে, এই নিমিত্ত আজীবন তিনি ব্যাকুল ছিলেন। যে মহাত্মা তাঁর সেই মহাত্মত গ্রহণ করিবেন, তিনি বিবেকানন্দের আজীবন কার্য্য সমালোচনা করুন। বিবেকানন্দ বলিতেন, প্রত্যেক জাতীয় জীবনের একটি মেরুদণ্ড আছে, এই

১।
জ্ঞান
অবস্থার রাজ্য
—ধর্ম্ম। হিন্দুকে অর্দ্ধা
কিছুতেই বিরক্তি করিবে না,
উপর একবার হস্তক্ষেপ করো, তাহা কে
করিবে না। পাঠানের রাজ্য হইয়া ধর্ম্ম চা
য়াছিল, এই নিমিত্ত হিন্দুকর্তৃক তাহাদের সিং
বারবার চালিত হইয়া একজাতীয় পাঠানের পরিবর্তে
অপরজাতীয় পাঠান স্থাপিত হইয়াছিল এবং পাঠানের
কোনও বংশীয় ধারা ভারত সিংহাসনে স্থায়ী হয় নাই।
মোগলেরা ভারত অধিকার প্রাপ্ত হইল, আকবর
হইতে ক্রমান্বয়ে সম্রাটেরা কেহই হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি
হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাঁহাদের সাম্রাজ্যও অটলভাবে
চলিল, কিন্তু যখন আওরঙ্গজেব হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি

ক' চিহ্না করিলেই ধ্বংস করিতে
তাহাকে দণ্ড প্রদান করিলাম না,
। কিন্তু বলবান ইংরাজের লাথি
ব, ভয়ে কিছু বলিলাম না, বাড়ী
ক্ষমা করিয়াছি। ইহার নাম
নাম জড়ত। এই জড়ত—কুক-
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।
ঈশ্বর প্রবণে অজ্ঞানের জড়ত দূর
সেতলে গাভীর ধারণ করিলেন।
ই জড়তের উপাসনা করিতেছি,
কাণে বাসিয়া আছি। কোন জাতি
কি কঠিনেছে, তাহা দেখিবার
ধর্মবাক্যের কুপ্রথা মতে ভ্রমণ
বাইবে, আমরা ঘরের ভেতরেই
কছুই দেখিব না, শুনিব না, মুখে
তি উন্নতি করিব,—জড়তের এই

। বিবেকানন্দ দেখিয়াছিলেন, জাপান
র নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে,
পানিক বজায় রাখিয়াছে। ইংরাজের
শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার আড়ম্বর
পূর্বক মর্ষ গ্রহণ করিয়াছে। বিবেক-

বলেন, আমরাও সেইরূপ মর্ষ গ্রহণ করিব,
কিন্তু আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। ইংরাজ পুষ্টিক
আহার করে, আমরাও পুষ্টিক আহার করিব, টেবিল
চেয়ারের আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ ইংরাজি
রকমে চলে, আমরা হিন্দুরকমে চলে। যেখানে
যা ভাল পাইব, লইব, কিন্তু সর্বদাই মনে রাখিব
আমরা হিন্দু, অন্তরে বাহিরে হিন্দু। হিন্দুর স্বতন্ত্রতা
নষ্ট করিব না। এই স্থলে একটা আপত্তি উঠিতে
পারে, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন যে, ধর্ম
ভিত্তি করিলে ভারতের উন্নতি সাধন হইবে না।
কারণ ভারতবাসী সকলে এক ধর্ম অবলম্বী নহে।
ভারতে মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, অগ্নিউপাসক পাশ্চাৎ
প্রভৃতি নানান্যাত্তি আছে, তাহারা সকলে একপ্রাণ
না হইলে ভারত উন্নত কিরূপে হইতে পারে? এই
প্রশ্নে বিবেকানন্দ একটা চমৎকার উত্তর প্রদান
করেন। বিবেকানন্দ বলেন,—“নরসেবা তোমার
এক মাত্র ব্রত করো। এই সেবাব্রত প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম।
মহুয্যামায়েই পরমাচার সুষ্ঠিচরুপ। ব্রতের বিকাশ

বার্ঘ্যে

বিবেকানন্দ

নর। বুদ্ধদেব সকলের

দেশ করার অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী

এহাদের দ্বারা ভারতের অবনতি হই-

বাহারা সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন,

বিকানন্দ এহাদের নিমিত্ত কার্য নির্দেশ করিয়াছেন,

—এহাদের কার্য সকলকে শিক্ষা প্রদান। সন্ন্যাসী-

দের তিনি বলেন,—“দেশে, দেশে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ

করিয়া, দীনহীন সকলকে শিক্ষা প্রদান করো, বাহাতে

জনে জনে স্বধর্মপালনে সক্ষম হয়, এরূপ উপদেশ

দাও, গৃহীকে পার্হস্য ধর্ম শিক্ষা দাও।” উপস্থিত হিন্দু-

ধর্মের প্রধান মালিত্ত এই যে, তমোগুণকে আমরা

স্বয়ং বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। ক্ষমা অতি উচ্চ

শক্তি। আমার প্রতি একজন অত্যাচার করিয়াছে,

মনুষ্য। প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত ব
 করেন, সেই ব্রহ্মের সেবার নিমিত্ত ন
 থাকেন। আমরা সেই ব্রহ্মের স্বরূ
 প্রত্যেক মানবের সেবাতে নিযুক্ত থ
 মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য
 সেই সেবার মুক্ত হইবে না, এমন
 থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়া
 জন্মিবে, কিন্তু সেবার্থে পার্থক্য কে
 যে সকল সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন
 দেখিলে এই যে সংশয় আর কা
 না। তিনি বুঝিবেন যে, প্রকৃত হি
 অবলম্বনই,—ভারতের একতার এ
 ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া ভার
 ইহাতে স্বর্ণা-বিদ্বেষ তিরোহিত হ
 গ্রহণ করিবেন, তিনি বুঝিতে
 মনুষ্য, ব্রহ্ম তাঁহাতে বিরাজমান।
 করিয়া অপরের সেবা করিবেন ও
 ব্যক্তিরও ব্রহ্ম উদ্দীপিত হইবে। ত
 ইহা কঠিন পন্থা,—কঠিন পন্থাই
 বিবেকানন্দ ধনী বা বড়লোকের
 বিলাসী হইতে শত হস্ত দূরে অবস্থান
 এই নিমিত্ত বঙ্গযুবকগণকে তাঁহার কা
 করিয়াছেন। তাঁহার উদ্গমশীল, তাঁহা
 তাঁহারাই বিবেকানন্দের কার্যভার গ্রহণে স
 তিনি বার বার বলিয়াছেন,—“বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করে,
 তোমরা মনুষ্য, বিশ্বাস করে তোমরা অপরিণীত কার্য- বি
 ক্ষম। বিশ্বাস করে ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস তোমাদের
 করে ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করে তোমাদের
 জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম; অগ্রসর হও, “বিশ্বাস” দ্বারাই বিবেকানন্দ.

৮ আমার পূর্বের ইয়ার, তিনি
করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, “বিধু
তার সঙ্গে রঙ্গ হতে।” কথাটা
না। এমন সময়ে অমৃতবাজার
সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার
গুন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার
হইল না। তিনি বলিলেন, “চল
আমার ইচ্ছা ছিল, আরো কিছু
করিয়া আমার সঙ্গে লইয়া
আমার দ্বিতীয় দর্শন।

৯ ন্যায়, ষ্টার থিয়েটারে (৬৮ নং
‘লীলা’র অভিনয় হইতেছে, আমি
রর Compoundএ বেড়াইতেছি,
মাথ মুখোপাখ্যার নামক একজন
‘নি স্বর্গগত’) আমার বলিলেন,
থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন,

১০ তে দাঁও ভাল, নচেৎ টিকিট কিনি-
আমি বলিলাম, “তাঁহার টিকিট লাগিবে না,

১১ অপরের টিকিট লাগিবে।” এই বলিয়া তাঁহাকে
অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছি, দেখিলাম, তিনি
গাড়ী হইতে নামিয়া থিয়েটারের Compound মধ্যে
প্রবেশ করিয়াছেন; আমি না নমস্কার করিতে গিয়া
তিনি অগ্রে নমস্কার করিলেন, আমি নমস্কার করিলাম
পুনর্বার তিনি নমস্কার করিলেন, আমি আবার নমস্কার
করিলাম, পুনর্বার তিনিও নমস্কার করিলেন।
আমি ভাবিলাম, এইরূপই তো দেখিতেছি চলিবে।
আমি মনে মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া
আসিয়া একটি boxএ বসাইলাম ও একজন পাখী
ওলালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থতা বশত
বাড়ী চলিয়া আসিলাম। এই আমার তৃতীয় দর্শন।

আমার চতুর্থ দর্শন বিবৃত করিবার পূর্বে আমার
নিজের অবস্থা বলা প্রয়োজন। আমাদের পঞ্চদশার
বাঁহারা Yonng Bengal নামে অভিহিত হইতেন,
তাঁহারাই সমাজে মাতৃগণ্য ও বিধান বাল্য পরি-
গণিত ছিলেন। বাঙ্গালার ইংরাজী-শিক্ষার তাহারই
ফলস্বরূপ। তাঁহাদের মধ্যে অনেকই জড়বাদী,

১২ ৭২র ষ্ট্রিটস্থ

১৩ হংসদেব আসিবেন।

১৪ দর্শন করিবার নিমিত্ত

১৫ অনুমত করিয়াছেন। আমারও

১৬ ছিল—দর্শন করিতে গেলাম। দেখি-

১৭ পরমহংসদেব আসিয়াছেন, বিধু কীর্তনী তাঁহাকে
১৮ ন শুনাইবার ক্ষমতা নিকটে আছে। বলরাম বাবুর
১৯ বৈঠকখানার অনেক লোক-সমাগম হইয়াছে। পরম-
২০ হংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক হইল। আমি
২১ জানিতাম, বাঁহারা পরমহংস ও বোঙ্গী বলিয়া আপ-
২২ নাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা কাহারও সহিত কথা
২৩ কন না, কাহাকেও নমস্কার করেন না; তবে কেহ যদি
২৪ অতি সাধা-সাধনা করে, পদসেবা করিতে দেন। এ
২৫ পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে

২৬

চলিয়া গিয়া ঘরে দোর বন্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। এ ঘটনার তিন দিন পরে আমি কোন কারণবশতঃ আমাদের পাড়ার চৌরাস্তার একটি রকে বসিয়া আছি, দেখিলাম, চৌরাস্তার পূর্বদিকে হইতে নাগরীণ, আর দুই একটি ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে ধীরে আসিতেছেন। আমি তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবামাত্র তিনি নমস্কার করিলেন। সেদিন আমি নমস্কার করায় পুনর্বার নমস্কার করিলেন না। আমার সমুখ দিয়া ধীরে ধীরে চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলিলেন। তিনি যাইতেছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজানিত স্তরের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল তাঁহার দিকে কে টানিতেছে। তিনি কিছুদূর গিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহার সঙ্গে যাই। এমন সময় তাঁহার নিকট হইতে আমায় একজন ডাকিতে আসিলেন, কে, আমার স্মরণ হইতেছে না; তিনি বলিলেন, “পরমহংসদেব ডাকিতেছেন।” আমি চলিলাম, পরমহংসদেব ৬বলরাম বাবুর বাটীতে উঠিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানার উপস্থিত হইলাম। (তৎকালে বলরাম বাবু দেহ পরিত্যাগ করেন নাই) বলরাম বাবু বৈঠকখানায় শুইয়া ছিলেন, বোধ হইল পৌড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্মুখে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বসিয়া বলরাম বাবুর সহিত দুই একটি কথা বলিবার পর পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিয়া, “বাবু আমি ভাল আছি—বাবু আমি ভাল আছি” বলিতে বলিতে কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন—“না না, ঢং নয় ঢং নয়।” অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “গুরু কি?” তিনি বলিলেন, “গুরু কি জান, যেন ঘটক।” আমি ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি, তিনি এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার বলিলেন, “তোমার গুরু হয়ে গেছে।” “মন্ত কি?” জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, “ঈশ্বরের নাম।” দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, “রামাহুজ প্রত্যহই প্রাতঃস্নান করিতেন। ঘাটের সিঁড়িতে ‘কবীর’ নামে এক জোলা শুইয়াছিল। রামাহুজ নামিতে নামিতে তাঁহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সকল দোহে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানে ‘রাম’

शब्द उच्चारण
मन्त्र रहैल ।

সিদ্ধিলাভ ই
তিনি বলিলেন
দেখাইও।”

দিন ইচ্ছা দেখি
আমি বলিলাম,
হংসদেব বলি
আমি উত্তর
বসেছিলেন

“না, একটি
এ কথা শেষ

বলরাম বান
আনাইলেন। তি

করিলেন ত্রি।
আমারও তাঁ ফি

না। ইহা
ভক্তের সা

বাবুর ব
আমায়

આમિ વા
થુવ આ

ভাবিতে
পরমহংস

ଆର କ'ଣ
ସେ ୩

হিলাম, হা এ
তেছি মোমার

গুরু ব... চাহি
গুরু ও... শি...
...

করিয়া বৈ, ১৪ ১২
নির্দেশ, ১৫ ১৩ ১১

[illegible]

प्रथमवार

[illegible]

কিছুদিন পরে

